

পাষ্টর এস. এ. পলাশ (এম.টিএইচ)

সম্পাদিত

অধ্যয়নের গভীরতায়  
সুসমাচারসমূহ ও  
প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

In-depth Study  
of Gospels and Acts

(মথি, মার্ক, লুক, যোহন ও প্রেরিতদের কার্য-  
বিবরণ বিষয়ক একটি গভীর অধ্যয়ন)

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC) ও বিব্লিক্যাল এইডস্ ফর  
চার্চেস এণ্ড ইনস্টিটিউশন ইন বাংলাদেশ (BACIB)

## **In-depth Study of Gospels and Acts**

অধ্যয়নের গভীরতায় সুসমাচারসমূহ ও প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

Bible Text: New Carey Version

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries and open Internet sources

### **List of the Various Sources:**

- ◆ The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- ◆ GNB Study Bible, published by United Bible Societies, 2001
- ◆ New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- ◆ Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- ◆ New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- ◆ New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- ◆ Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- ◆ Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- ◆ Tyndale Life Application Study Bible (NIV)
- ◆ Bible Dictionary in Bengali, published by BACIB, 2018
- ◆ Anusandhan Kitabul Mokaddos, published by BACIB, 2018
- ◆ And from available open internet source

**Research, Study, Translation, Edit and Re-writing:** Pastor Shamsul Alam Polash (M.R.E; M. Th)

**Graphics design and Maps:** Ruth Salome

**This 'In-depth Study of Gospels and Acts' has been developed and printed under the partnership program with DCB Foundation, USA.**

Price: BDT 400.00  
US\$ 6.00

### **Published by:**

**International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)**

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229

Phone and Email to Contact: 01714075742; bacib123@yahoo.com

## সূচিপত্র

| বিষয়                                  | পৃষ্ঠা | বিষয়                                | পৃষ্ঠা |
|----------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| <b>অধ্যয়নের গভীরতায় মথি লিখিত</b>    |        | <b>চরিত্রগুলো</b>                    |        |
| সুসমাচার                               |        | মরিয়মের স্বামী যোষেফ ... ২১         |        |
| ভূমিকা                                 |        | মহান হেরোদ ... ২২                    |        |
| সুসমাচারটির লেখক ... ৯                 |        | শিষ্য মথি ... ২৩                     |        |
| লেখার তারিখ ও স্থান ... ৯              |        | শিষ্য শিমোন পিতর ... ২৪              |        |
| যাদের জন্য লেখা হয়েছে ... ৯           |        | লাসারের বোন মরিয়ম ... ২৬            |        |
| সুসমাচারটির উদ্দেশ্য ... ১০            |        |                                      |        |
| সুসমাচারটির কাঠামো ... ১০              |        | অধ্যয়ন নোট সহ মথির লেখা ২৭          |        |
| সুসমাচারটির মূল পদ ... ১০              |        | সুসমাচার ও প্রতিটি অধ্যায়ের সার- -  |        |
| প্রধান প্রধান লোক ... ১০               |        | সংক্ষেপ ও অধ্যয়ন প্রশ্নসমূহ ... ১৭৬ |        |
| প্রধান স্থানসমূহ ... ১০                |        |                                      |        |
| সুসমাচারটির রূপরেখা ... ১০             |        | মথি এবং মার্ক সুসমাচারের মধ্যে       |        |
| মথি লিখিত সুসমাচারে গুরুত্বপূর্ণ       |        | তুলনা ... ১৭৭                        |        |
| স্থানসমূহ ... ১২                       |        |                                      |        |
| মথি পুস্তক সম্পর্কে কিছু মজাদার        |        | <b>অধ্যয়নের গভীরতায়</b>            |        |
| তথ্য ... ১৩                            |        | <b>মার্ক লিখিত সুসমাচার</b>          |        |
| এক নজরে মথি লিখিত সুসমাচার... ১৪       |        | ভূমিকা                               |        |
| শিষ্য মথির বিষয়ে যা জানা যায় ... ১৪  |        | সুসমাচারটির লেখক ... ১৭৯             |        |
| প্রভু যীশুর মত চিন্তা করার ছয়টি       |        | মার্ক-এর পরিচিতি ... ১৭৯             |        |
| উপায় ... ১৫                           |        | নতুন নিয়মে মার্ক লিখিত              |        |
| যে বিষয়গুলো শুধুমাত্র মথি লিখিত       |        | সুসমাচারের অবস্থান ... ১৮০           |        |
| সুসমাচারেই পাওয়া যায় ... ১৫          |        | লেখার সময়কাল ... ১৮০                |        |
| প্রভু যীশুর সময়ে যিহূদীদের বিভিন্ন    |        | লিখবার স্থান ... ১৮০                 |        |
| সম্প্রদায় ... ১৬                      |        | যাদের জন্য লেখা হয়েছে ... ১৮০       |        |
| প্রভু যীশুর জীবনকালে স্বর্গদূতদের      |        | সুসমাচারটির উদ্দেশ্য ... ১৮১         |        |
| দেখা দেওয়া ও স্বর্গদূত সম্পর্কে যীশুর |        | মার্ক লিখিত সুসমাচারখানির            |        |
| কথা ... ১৭                             |        | বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ ... ১৮১          |        |
| উদ্দিগ্ন না হওয়ার সাতটি কারণ ... ১৮   |        | প্রধান পদ ... ১৮১                    |        |
| প্রলোভন ... ১৯                         |        | প্রধান প্রধান লোক ... ১৮২            |        |
| প্রভু যীশুর জীবনের শেষ সপ্তাহ ও        |        | প্রধান স্থানসমূহ ... ১৮২             |        |
| পুনরুত্থানের পর যা যা ঘটেছিল ... ২০    |        | পুস্তকখানির রূপরেখা ... ১৮২          |        |
| <b>মথি লিখিত সুসমাচারে অন্যতম</b>      |        | মার্ক লিখিত সুসমাচারের গুরুত্বপূর্ণ  |        |
|                                        |        | স্থানসমূহ ... ১৮৪                    |        |

| বিষয়                                                                                               | পৃষ্ঠা            | বিষয়                                                               | পৃষ্ঠা |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| মার্ক লিখিত সুসমাচার সম্বন্ধে কিছু<br>মজাদার তথ্য ...                                               | ১৮৫               | লুক লিখিত সুসমাচার<br>ভূমিকা                                        |        |
| এক নজরে মার্ক লিখিত সুসমাচার ...                                                                    | ১৮৬               | সুসমাচারটির লেখক ...                                                | ৩০৭    |
| প্রভু যীশুর সময়কার গুরুত্বপূর্ণ<br>স্থানগুলো                                                       |                   | যার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে ...                                       | ৩০৭    |
| কফরনাহুম ...                                                                                        | ১৮৭               | লেখার তারিখ ও স্থান ...                                             | ৩০৭    |
| ‘গালীল’ ...                                                                                         | ১৮৮               | লেখার ধরন ...                                                       | ৩০৮    |
| যে সব বিষয় শুধুমাত্র মার্ক লিখিত<br>সুসমাচারের মধ্যে পাওয়া যায় ...                               | ১৮৯               | সুসমাচারটির মূলবাণী ...                                             | ৩০৮    |
| নতুন নিয়মে গ্রীক ভাষায় যে সব<br>পরিমাপের পরিভাষা ব্যবহার করা<br>হয়েছে ...                        | ১৮৯               | লুক লিখিত সুসমাচারের<br>ধর্মতত্ত্বীয় গুরুত্ব ...                   | ৩১০    |
| যীশু খ্রীষ্টের বারো জন শিষ্য ...                                                                    | ১৯০               | পুস্তকটির মূল পদ ...                                                | ৩১১    |
| যারা যীশু খ্রীষ্টের স্পর্শ লাভ<br>করেছিলেন ...                                                      | ১৯৪               | প্রধান ব্যক্তিসমূহ ...                                              | ৩১১    |
| প্রভু যীশুর সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও<br>রাজনৈতিক দলসমূহ ...                                     | ১৯৫               | প্রধান স্থানসমূহ ...                                                | ৩১১    |
| শারীরিক সুস্থতার আশ্চর্য কাজগুলো..                                                                  | ১৯৭               | পুস্তকটির রূপরেখা ...                                               | ৩১১    |
| মন্দ আত্মাদের কাজ ...                                                                               | ১৯৮               | লুক লিখিত সুসমাচারের গুরুত্বপূর্ণ<br>স্থানসমূহ ...                  | ৩১৪    |
| মন্দ আত্মা তাড়িয়ে দেওয়ার নির্দিষ্ট<br>কিছু ঘটনা ...                                              | ১৯৯               | লুক লিখিত সুসমাচারের কিছু<br>মজাদার তথ্য ...                        | ৩১৫    |
| যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের<br>সত্যিকারের প্রমাণ ...                                       | ২০০               | যে সব ঘটনার বিবরণ শুধুমাত্র লুক<br>লিখিত সুসমাচারেই পাওয়া যায় ... | ৩১৬    |
| মার্ক লিখিত সুসমাচারে অন্যতম<br>চরিত্রগুলো                                                          |                   | শয়তান ও তার কার্যক্রম ...                                          | ৩১৮    |
| হেরোদ আন্তিপাস ...                                                                                  | ২০১               | যিহূদী ধর্ম-বিশ্বাসে ‘বিশ্রামবার’ ...                               | ৩১৯    |
| পন্তীয় পীলাত ...                                                                                   | ২০২               | যীশু খ্রীষ্ট ও সুসমাচার সমূহে<br>উল্লেখিত স্ত্রীলোকেরা ...          | ৩২০    |
| অধ্যয়ন নোট সহ মার্ক লিখিত<br>সুসমাচার ও প্রতিটি অধ্যায়ের সার-<br>সংক্ষেপ ও অধ্যয়ন প্রশ্নসমূহ ... | ২০৩<br>২০৪<br>৩০৬ | আমাদের প্রভুর শেখানো প্রার্থনা ...                                  | ৩২১    |
| অধ্যয়নের গভীরতায়                                                                                  |                   | সাতটি বিশ্রামবারে সাতটি আশ্চর্য<br>কাজ ...                          | ৩২২    |
|                                                                                                     |                   | যীশু সমদর্শী সুসমাচারগুলোতে যেসব<br>দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন ...    | ৩২৩    |
|                                                                                                     |                   | পুনরুত্থানের পর যীশু খ্রীষ্টের দর্শন<br>দান ...                     | ৩২৪    |
|                                                                                                     |                   | -                                                                   |        |
|                                                                                                     |                   | লুক লিখিত সুসমাচারে অন্যতম<br>চরিত্রগুলো:                           |        |
|                                                                                                     |                   | সখরিয় ...                                                          | ৩২৬    |
|                                                                                                     |                   | ইলীশাবেৎ ...                                                        | ৩২৭    |

| বিষয়                                                                                  | পৃষ্ঠা  | বিষয়                                                                                   | পৃষ্ঠা  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| শিষ্য যাকোব                                                                            | ... ৩২৮ | মজাদার তথ্য                                                                             | ... ৪৯৬ |
| লাসারের বোন মার্থা                                                                     | ... ৩২৯ | যীশু খ্রীষ্টের আশ্চর্য-কাজসমূহ                                                          | ... ৪৯৭ |
| শিমিয়োন ও হান্না                                                                      | ... ৩৩০ | যীশু খ্রীষ্টের দাবীগুলো                                                                 | ... ৪৯৮ |
| যিহূদা ইষ্কারিয়োট                                                                     | ... ৩৩১ | যীশু খ্রীষ্টের উপাধি                                                                    | ... ৪৯৯ |
| লুক লিখিত সুসমাচারে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো:                                            |         | প্রভুর ভোজ থেকে শুরু করে কবরস্থ করা পর্যন্ত যীশু খ্রীষ্ট কোথায় কোথায় ছিলেন?           | ... ৫০০ |
| বৈথলেহম নগরী                                                                           | ... ৩৩২ | যোহন লিখিত সুসমাচারে অন্য চরিত্রগুলো                                                    |         |
| যিরীহো নগরী                                                                            | ... ৩৩৩ | বাপ্তিস্মদাতা যোহন                                                                      | ... ৫০১ |
| যিরুশালেম নগরী                                                                         | ... ৩৩৪ | নীকদীম                                                                                  | ... ৫০২ |
| অধ্যয়ন নোট সহ লুক লিখিত সুসমাচার ও প্রতিটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও অধ্যয়ন প্রশ্নসমূহ | ... ৪৮৭ | কায়ারফা                                                                                | ... ৫০৩ |
| অধ্যয়নের গভীরতায় যোহন লিখিত সুসমাচার ভূমিকা                                          |         | শিষ্য যোহন                                                                              | ... ৫০৪ |
| লেখক                                                                                   | ... ৪৮৯ | মগদলীনী মরিয়ম                                                                          | ... ৫০৫ |
| লিখবার সময়                                                                            | ... ৪৮৯ | থোমা                                                                                    | ... ৫০৬ |
| যাদের জন্য লেখা হয়েছে                                                                 | ... ৪৮৯ | লাসার                                                                                   | ... ৫০৭ |
| পুস্তকখানির উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব                                                         | ... ৪৮৯ | অধ্যয়ন নোট সহ যোহন লিখিত সুসমাচার ও প্রতিটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও অধ্যয়ন প্রশ্নসমূহ | ... ৬৩২ |
| অন্যান্য সুসমাচারের সাথে সম্পর্ক                                                       | ... ৪৯০ | অধ্যয়নের গভীরতায় প্রেরিতদের কার্য-বিবরণপুস্তক ভূমিকা                                  |         |
| পুস্তকখানিতে ধর্মতত্ত্বের ব্যবহার                                                      | ... ৪৯০ | পুস্তকখানির লেখক                                                                        | ... ৬৩৩ |
| অন্যান্য সুসমাচারের সঙ্গে যে মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়...                           | ৪৯১     | লিখবার সময়                                                                             | ... ৬৩৩ |
| প্রধান পদ                                                                              | ... ৪৯৩ | যাঁর উদ্দেশে পুস্তকখানি লেখা হয়েছে                                                     | ... ৬৩৩ |
| প্রধান প্রধান ব্যক্তি                                                                  | ... ৪৯৩ | পুস্তকটির গুরুত্ব                                                                       | ... ৬৩৩ |
| প্রধান স্থানসমূহ                                                                       | ... ৪৯৩ | পুস্তকটির উদ্দেশ্য                                                                      | ... ৬৩৪ |
| পুস্তকখানির রূপরেখা                                                                    | ... ৪৯৩ | পুস্তকটির বৈশিষ্ট্য                                                                     | ... ৬৩৪ |
| যোহন লিখিত সুসমাচারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ                                           | ... ৪৯৫ | পুস্তকখানির ধর্মতাত্ত্বিক গুরুত্ব...                                                    | ৬৩৫     |
| লুক লিখিত সুসমাচারের কিছু                                                              |         | প্রধান পদ                                                                               | ... ৬৩৫ |
|                                                                                        |         | প্রধান প্রধান ব্যক্তি                                                                   | ... ৬৩৫ |

| বিষয়                                | পৃষ্ঠা | বিষয়                            | পৃষ্ঠা |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| প্রধান স্থানসমূহ ...                 | ৬৩৫    | বার্ণবা ...                      | ৬৫৩    |
| পুস্তকটির রূপরেখা ...                | ৬৩৫    | সাধু পৌল ...                     | ৬৫৫    |
| শ্রেরিত পৌলের প্রথম ও দ্বিতীয়       |        | যোহন-মার্ক ...                   | ৬৫৮    |
| প্রচার-যাত্রার মানচিত্র ...          | ৬৩৭    | লুদিয়া ...                      | ৬৫৯    |
| শ্রেরিত পৌলের তৃতীয় প্রচার-যাত্রার  |        | সীল ...                          | ৬৬০    |
| মানচিত্র ...                         | ৬৩৮    | আকিল্লা ও প্রিক্সিলা ...         | ৬৬১    |
| শ্রেরিতদের কার্য-বিবরণ সম্বন্ধে কিছু |        | আপোল্লো ...                      | ৬৬২    |
| মজাদার তথ্য ...                      | ৬৩৯    | লুক ...                          | ৬৬৩    |
| শ্রেরিতদের যুগের কর্মকাণ্ডের         |        | হেরোদ আগ্রিপ্পা ২ ...            | ৬৬৪    |
| ধারাবাহিক তালিকা ...                 | ৬৪০    |                                  |        |
| পরভাষায় কথা বলা ...                 | ৬৪৭    | অধ্যয়ন নোট সহ শ্রেরিতদের কার্য- |        |
| পবিত্র আত্মা ...                     | ৬৪৮    | বিবরণ পুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়ের | ৬৬৫    |
| স্তিফানের মৃত্যুর প্রভাব ...         | ৬৪৮    | সার-সংক্ষেপ ও অধ্যয়ন            | -      |
|                                      |        | প্রশ্নসমূহ ...                   | ৮১৪    |
| শ্রেরিত পুস্তকের অন্যতম চরিত্রগুলো   |        |                                  |        |
| স্তিফান ...                          | ৬৪৯    | প্রাথমিক যুগের প্রচারকগণ ও       |        |
| ফিলিপ ...                            | ৬৫০    | তাদের প্রচার-যাত্রাসমূহ ...      | ৮১৫    |
| কর্নিলিয় ...                        | ৬৫১    |                                  |        |
| হেরোদ আগ্রিপ্পা ১ ...                | ৬৫২    |                                  |        |

## প্রকাশকের দুটি কথা

বাংলাদেশের খ্রীষ্টিয় সমাজের লোকদের হাতে আমরা পবিত্র বাইবেলের নানা রকম অধ্যয়ন পুস্তক তুলে দেবার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে চলছি। সেই কথা ভেবেই আমরা এই সিরিজের প্রথম “অধ্যয়নের গভীরতায় গীতসংহিতা” নামক বইটি আমাদের খ্রীষ্টিয় সমাজের জন্য প্রকাশ করতে সমর্থ হই। এর পর “অধ্যয়নের গভীরতায় পঞ্চপুস্তক” ও “অধ্যয়নের গভীরতায় প্রধান ভাববাদীদের পুস্তক” বইটি প্রকাশ করেছি। এখন আমরা এই সিরিজের “অধ্যয়নের গভীরতায় সুসমাচারসমূহ ও প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ পুস্তক”টি প্রকাশ করলাম। আশা করি পবিত্র বাইবেলের শিক্ষক, পালক, প্রচারক ও বাইবেলের ছাত্ররা, যারা বাংলার বিভিন্ন শহর ও গ্রাম-গঞ্জের বিভিন্ন স্থানে সুসমাচারের পরিচর্যা করছেন তারা এবং যারা ব্যক্তিগত ভাবে পবিত্র বাইবেলের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে চান তারা এই পুস্তকগুলো থেকে অনেক উপকৃত হবেন।

এই সমস্ত পুস্তক প্রস্তুত করতে গিয়ে আমরা গবেষণামূলক মন নিয়ে আমাদের হাতের সামনে যে সব অধ্যয়নমূলক পুস্তক বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ছিল তার প্রায় সবটুকুই ব্যবহার করেছি। এই পুস্তকটিতে শাস্ত্র হিসাবে আমরা ‘বাচিব’ প্রকাশিত পবিত্র বাইবেলের ‘নিউ কেরী ভার্সন’ অনুবাদটি ব্যবহার করেছি। আমরা অধ্যয়নের নানা রকম বিষয়গুলো সহজবোধ্য করতে চেষ্টা করেছি যেন সাধারণ জ্ঞান-পিপাসু লোকেরাও পবিত্র শাস্ত্রের সঠিক অর্থ বুঝতে সমর্থ হয়।

এই পুস্তকগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন একজন পাঠক খুব সহজেই এটি ব্যবহার করতে পারেন। পুস্তকটি প্রস্তুত করতে গিয়ে আমরা পুস্তকগুলোর ভূমিকা, বিষয়বস্তু, ক্রস রেফারেন্স, নোট ও শব্দ ও শব্দগুচ্ছের অর্থ ও ব্যাখ্যা ও প্রতিটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও অধ্যায়ের প্রশ্ন, ইত্যাদি বিষয় দিয়ে সাজিয়েছি। বিশেষ করে পুস্তকগুলোর বিষয়বস্তু, অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে এর সম্পর্ক, এর লেখক, লেখার সম্ভাব্য সময় ও স্থান, প্রধান পদ, প্রধান লোক, স্থান ও পুস্তকটির রূপরেখা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া বাইবেলের যে সব প্রধান চরিত্র রয়েছে আমরা তাদের জীবন আলোকপাত করে তাদের কাছ থেকে আমরা কি কি শিখতে পারি তা সহজবোধ্য করে এই পুস্তকে সাজানো হয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি পাঠক এই পুস্তকগুলো থেকে পবিত্র বাইবেলের অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন এবং মণ্ডলীর সেবাকর্মে ও মণ্ডলী স্থাপনে আরও ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারবেন। পরিশেষে যারা এই পুস্তকটি প্রস্তুত করতে আমাদেরকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন তাদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। মঙ্গলময় ঈশ্বর সদাপ্রভু তাদের সকলকে নিরন্তর মঙ্গল দান করুন।

ধন্যবাদান্তে,

পাস্টর এস. এ. পলাশ (এম, টিএইচ)

চেয়ারম্যান, আই.বি.সি ট্রাস্ট

সাধারণ সম্পাদক, বাচিব





## অধ্যয়নের গভীরতায় মথি লিখিত সুসমাচার

ভূমিকা

### সুসমাচারটির লেখক

প্রাথমিক যুগের নতুন নিয়মের পণ্ডিতগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মত পোষণ করেছেন যে, মথি নামে একজন এই সুসমাচারের লেখক। মণ্ডলীর ইতিহাসে ধীরে ধীরে এই সত্য সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য মথি এই পুস্তকের লেখক। তাই তাঁর নাম অনুসারেই এই পুস্তকটির নামকরণ হয়েছে। তবুও এটি সত্যি যে, এই সুসমাচারে কোথাও এই কথা লেখা নেই যে, মথি এই পুস্তকের লেখক। আধুনিক সমালোচকগণ মনে করেন যে, মথি এই সুসমাচারটি লেখার জন্য মার্ক লিখিত সুসমাচারের উপর নির্ভর করেছেন। তারা প্রশ্ন তোলেন যে, আমাদের প্রভুর প্রত্যক্ষ-চাক্ষুস দর্শক হয়ে কেন তিনি মার্কের লেখার উপর এত বেশি নির্ভর করেছেন? সবচেয়ে ভাল উত্তর হল এই যে, তিনি মার্কের সাথে এক মত পোষণ করেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন যে, যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রৈরিতিক সাক্ষ্যের মধ্যে কোন রকম বিভাজন নেই। অনেক পণ্ডিত মনে করে থাকেন যে, এই সুসমাচারটির মূল রচনা গ্রীক ভাষায় নয়। তারা মনে করেন যে, এটি হিব্রু বা অরামিক ভাষায় চরিত হয়েছে।

### লেখার তারিখ ও স্থান

মথির লেখা সুসমাচারের যিহুদী ভাবধারা প্রত্যক্ষ হওয়ায় এটি বোঝা যায় যে, এটি ইস্রায়েল দেশের কোন স্থানে লেখা হয়েছিল, যদিও অনেকে মনে করেন যে, সিরিয়ার

আন্তিয়খিয়ায় এটি লেখা হয়েছে। কেউ কেউ এর যিহুদী বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে যুক্তি তুলে ধরেছেন যে, এটি প্রাথমিক মণ্ডলীর যুগে লেখা হয়েছিল। সম্ভবত ৫০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে, যখন মণ্ডলী প্রধানত যিহুদীদের মধ্যে ছিল এবং সুসমাচার কেবল যিহুদীদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল (প্রেরিত ১১:১৯)। যাহোক, যারা মনে করেন যে, মথি ও লুক উভয়েই মার্কের সুসমাচার থেকে তাদের লেখার উপকরণ নিয়েছেন, তারা অবশ্য এর লেখার সময় আরও অনেক পরের মনে করেন। একইভাবে, কেউ কেউ মনে করেন যে, মথি এ সুসমাচারখানা ৫০ দশকের প্রথম দিকে লিখতে পারেন। অন্যান্যরা যারা মনে করেন ৭০ দশকে বা এর পরে পুস্তকটি লেখা হয়েছে।

### যাদের জন্য লেখা হয়েছে

প্রথম মণ্ডলীগুলো এই সুসমাচারটি গ্রীক ভাষায় প্রথম হাতে পেয়েছে। সেজন্য অনেকে মনে করেন যে, মথির পাঠকেরা অবশ্যই গ্রীক ভাষাভাষী যিহুদী ছিল। অবশ্য এই লেখার মধ্যে এমন অনেক উপাদান আছে যা এর যিহুদী পাঠকত্বের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। এর মধ্যে রয়েছে: পুরাতন নিয়মের পূর্ণতা নিয়ে মথির ভাবনা, অব্রাহাম থেকে যীশু খ্রীষ্টের আগমন (১:১-১৭); যিহুদী সংস্কৃতির ব্যবহার; যিহুদী-ঐতিহ্যের পরিভাষা ব্যবহার (যেমন, “স্বর্গ-রাজ্য”, এবং “স্বর্গস্থ পিতা”; যেখানে যিহোবার নামের পরিবর্তে “স্বর্গ” নামটির ব্যবহার);

## ভূমিকা

যীশু খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে “দায়ুদ-সন্তান” বলে উল্লেখ করা (১:১; ৯:২৭; ১২:২৩; ১৫:২২; ২০:৩০-৩১; ২১:৯, ১৫; ২২:৪১-৪৫)। যাহোক, এতে প্রমাণিত হয় না যে, মথি তার সুখবরকে শুধুমাত্র যিহুদীদের জন্য লিখেছেন। তিনি শিশু যীশুকে উপাসনা করতে (২:১-১২), পণ্ডিতদের (অযিহুদী) আসার কথা তাঁর সুসমাচারে উল্লেখ করেছেন। তিনি মহান আদেশেরও পূর্ণ বিবৃতি দেন (২৮:১৮-২০)। সুসমাচারের এসব অংশ প্রকাশ করে যে, যদিও মথির সুসমাচার যিহুদী ভাবাপন্ন, তবুও এর বিশ্বজনীন আবেদন রয়েছে।

### সুসমাচারটির উদ্দেশ্য

মথির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাঠকদের এই বিষয়টি দেখানো যে, তাঁর লেখার মূল চরিত্র যীশু হলেন তাদের সেই প্রতিশ্রুত খ্রীষ্ট যার জন্য তারা অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি প্রাথমিকভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, যীশু কীভাবে তাঁর পরিচর্যা কাজের মাধ্যমে পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দিয়েছেন। যদিও অন্যান্য সুসমাচার লেখকগণ পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু মথি আরও নয়াটি অতিরিক্ত উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছে যা অন্যেরা করেন নি (১:২২-২৩; ২:১৫; :১৭-১৮; ২:২৩; ৪:১৪-১৬; ৮:১৭; ১২:১৭-২১; ১৩:৩৫; ২৭:৯-১০)। মথি যীশু খ্রীষ্টের মূল

খুঁজতে গিয়ে দায়ুদের বংশধারার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

### সুসমাচারটির কাঠামো

মথি যেভাবে তাঁর সুসমাচারের বিষয়বস্তু নির্মাণ করেছেন, তাতে একটি শৈল্পিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। পুরো সুসমাচারটি পাঁচটি বড় শিক্ষা দিয়ে সাজানো হয়েছে: (১) অধ্যায় ৫-৭; (২) অধ্যায় ১০; (৩) অধ্যায় ১৩; (৪) অধ্যায় ১৮; (৫) অধ্যায় ২৪-২৫। এখানে প্রতিটি বড় শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে একটি বিশেষ বাক্য দিয়ে আর তা হল: “যীশু যখন এসব বিষয় বলা শেষ করলেন”।

### সুসমাচারটির মূল পদ:

“মনে করো না যে, আমি আইন-কানুন বা ভাববাদীদের পুস্তক লোপ করতে এসেছি; আমি তা লোপ করতে আসি নি, কিন্তু পূর্ণ করতে এসেছি” (৫:১৭)।

প্রধান প্রধান লোক: যীশু খ্রীষ্ট, যোষেফ, মরিয়ম, মহান হেরোদ, বাপ্তিস্মদাতা যোহন, প্রেরিতগণ, ধর্মীয় নেতারা, কাইয়াফা, পিলাত, মগ্দলিনী মরিয়ম।

প্রধান স্থানসমূহ: বৈথলেহম, যিরূশালেম, কফরনাহম, গালীল, যিহুদিয়া।

### সুসমাচারটির রূপরেখা:

- (১) যীশুর জন্ম ও বাল্যকাল (১-২ অধ্যায়)
  - ক. যীশু খ্রীষ্টের বংশ-তালিকা (১:১-১৭)
  - খ. যীশু খ্রীষ্টের জন্ম-বিবরণ (১:১৮-২:১২)
  - গ. যীশু খ্রীষ্টকে নিয়ে মিশরে চলে যাওয়া (২:১৩-২৩)
- (২) যীশুর পরিচর্যা কাজের আরম্ভ (৩:১-৪:১১ পদ)

### ভূমিকা

- ক. বাপ্টিস্মদাতা যোহনের প্রচার (৩:১-১২)  
খ. যীশু খ্রীষ্টের বাপ্টিস্ম (৩:১৩-১৭)  
গ. যীশু খ্রীষ্টের পরীক্ষা (৪:১-১১)
- (৩) গালীলে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ (৪:১২-১৪:১২ পদ)  
ক. গালীলে যীশু খ্রীষ্টের সেবা-কাজের আরম্ভ (৪:১২-২৫)  
খ. যীশু খ্রীষ্টের পর্বতে দেওয়া উপদেশ (অধ্যায় ৫-৭)  
গ. আশ্চর্য কার্যাবলী (অধ্যায় ৮-৯)  
ঘ. বারোজন প্রেরিতকে পাঠানো (অধ্যায় ১০)  
ঙ. গালীল প্রদেশে পরিচর্যা কাজ (অধ্যায় ১১-১২)  
চ. দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে শিক্ষা (অধ্যায় ১৩)  
ছ. বাপ্টিস্মদাতা যোহনের মৃত্যু (১৪:১-১২)
- (৪) গালীলে যীশু খ্রীষ্ট (১৪:১৩-১৭:২০ পদ)  
ক. গালীল সাগরের পূর্ব তীরে (১৪:১৩-১৫:২০)  
খ. সোর ও সীদোন প্রদেশে (১৫:২১-২৮)  
গ. দিকাপলিতে (১৫:২৯-১৬:১২)  
ঘ. কৈসারিয়া ফিলিপীতে (১৬:১৩-১৭:২০)
- (৫) গালীলে যীশু খ্রীষ্টের শেষ পরিচর্যা কাজ (১৭:-২২-১৮:৩৫ পদ)  
ক. যীশু খ্রীষ্ট দ্বিতীয় বার তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বলেন (১৭:২২-২৩)  
খ. মন্দিরের করের জন্য মাছের মুখে টাকা (১৭:২৪-২৭)  
গ. স্বর্গ-রাজ্যে সম্পর্কে শিক্ষা (১৮ অধ্যায়)
- (৬) যিহূদিয়া ও পেরিয়াতে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ (১৯-২০ অধ্যায়)  
ক. স্ত্রী-ত্যাগ করার বিষয়ে শিক্ষা (১৯:১-১২)  
খ. শিশুদের বিষয়ে শিক্ষা (১৯:১৩-১৫)  
গ. এক জন ধনী যুবক (১৯:১৬-৩০)  
ঘ. আঙ্গুর ক্ষেতের মজুরেরা (২০:১-১৬)  
ঙ. যীশু খ্রীষ্ট তৃতীয়বার তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বলেন (২০:১৭-১৯)  
চ. সন্তানদের জন্য মায়ের অনুরোধ (২০:২০-২৮)  
ছ. দু'জন অন্ধকে দৃষ্টিদান (২০:২৯-৩৪)
- (৭) দুঃখভোগ সপ্তাহ (২১-২৭ অধ্যায়)  
ক. যিরূশালেমে প্রবেশ (২১:১-১১)  
খ. মন্দির পরিষ্কার করা (২১:১২-১৭)  
গ. যিহূদী নেতাদের সঙ্গে শেষ বিরোধ (২১:১৮-২৩:৩৯)  
ঘ. যুগের শেষের চিহ্ন সম্বন্ধে শিক্ষা (২৪-২৫ অধ্যায়)  
ঙ. যীশু খ্রীষ্টের অভিশেক (২৬:১-১৩)  
চ. যীশু খ্রীষ্টের গ্রেপ্তার, বিচার ও মৃত্যু (২৬:১৪-২৭:৬৬)
- (৮) পুনরুত্থান (২৮ অধ্যায়)

## মখি লিখিত সুসমাচারে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এই পৃথিবীর জীবন শুরু হয়েছিল রোমীয় প্রদেশ যিহূদিয়ার বৈৎলেহম নগরে (২:১)। রাজা হেরোদ শিশু যীশুকে মেরে ফেলবার পরিকল্পনা করার কারণে ঈশ্বরের আদেশে যোষেফ শিশুটিকে নিয়ে মিশর দেশে চলে যান (২:১৪)। হেরোদ মারা যাবার পরে ঈশ্বর তাদের আবার ইস্রায়েল দেশে ফিরে যেতে বললে তাঁরা ফিরে এসে গালীল প্রদেশের নাসরত নামক গ্রামে বাস করতে শুরু করেন (২:২২, ২৩)। ত্রিশ বছর বয়সে যীশু খ্রীষ্ট যর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন এবং বাপ্তিস্মের পরে যিহূদিয়ার মরু এলাকায় তিনি শয়তান কর্তৃক পরীক্ষিত হন (৩:১৩, ৪:১)। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পরিচর্যা কাজের জন্য ঘাঁটি হিসেবে কফরনাহুমকে বেছে নেন (৪:১২, ১৩)। তিনি সেখান থেকেই সারা ইস্রায়েল দেশে ঘুরে ঘুরে প্রচার শুরু করেন। তিনি লোকদের স্বর্গীয় রাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে দৃষ্টান্ত-কথা ব্যবহার করেন এবং অনেক অসুস্থ লোকদের সুস্থ করেন। তিনি গাদারিয়া এলাকায় দু'জন মন্দ আত্মায় পাওয়া লোককে সুস্থ করেন (৮:২৮)। তিনি গালীলের বৈৎসেদায় পাঁচখানা রুটি ও দু'টি মাছ দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ান (১৪:১৫)। তিনি গিনেৎসরতে অসুস্থদের সুস্থ করেন (১৪:৩৪)। তিনি সোর ও সীদোনে অযিহূদীদের এলাকায় পরিচর্যা করেন (১৫:২১)। তিনি কৈসরিয়া ফিলীপীতে যান যেখানে পিতর ঘোষণা করেন যে, যীশু-ই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র (১৬:১৩); এবং তিনি যর্দনের পূর্বে পেরিয়াতে শিক্ষা দেন (১৯:১)। তিনি শেষ বারের মত যখন যিরূশালেমে যেতে উদ্যত হন তখন তিনি তাঁর প্রেরিতদের বলেন, সেখানে তাঁর উপর কি ঘটতে যাচ্ছে (২০:১৭)। এরপর তিনি কিছু সময় যিরীহোতে কাটান (২০:২৯) তারপর তিনি বৈথনিয়ায় যান যেখানে তিনি রাত্রি যাপন করেন এবং সেখান থেকেই তাঁর জীবনের শেষ সপ্তাহটিতে যিরূশালেমে যাতায়াত করতেন (২১:১৭)। তিনি যিরূশালেমে মৃত্যুবরণ করেন এবং তিন দিনের দিন আবার মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেন।



## মথি পুস্তক সম্পর্কে কিছু মজাদার তথ্য

অর্থ: “সদাপ্রভুর উপহার”

লেখক: মথি- আলফেয়ের পুত্র (মার্ক ২:২-১৪)

লিখবার সময়: খুব সম্ভবত ৫০-৭০ খ্রীষ্টাব্দ

পবিত্র বাইবেলে পুস্তকটির অবস্থান:

- ♦ পবিত্র বাইবেলে ৪০ নং পুস্তক
- ♦ নতুন নিয়মের প্রথম পুস্তক
- ♦ সুসমাচারের প্রথম পুস্তক (মথি - যোহন)
- ♦ এই পুস্তকের পরে নতুন নিয়মে আরও ২৬ পুস্তক আছে।

অধ্যায় রয়েছে: ২৮

পদ রয়েছে: ১০৭১

শব্দ রয়েছে: ২৩৩৪৩

মথির বিষয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ:

- ♦ সুসমাচারটি যিনি লিখেছেন:
  - \* তিনি একজন যিহুদী
  - \* যিহুদীদের জন্য লিখেছেন
  - \* যিহুদীদের বিষয়ে লিখেছেন— যারা দীর্ঘদিন ধরে মশীহের জন্য অপেক্ষা করে আছে।
- ♦ মথি পুরাতন নিয়ম থেকে উক্তিসমূহ ব্যবহার করেছেন এই বিশ্বাস স্থাপন করতে যে, যীশুই তাদের প্রতিশ্রুত মশীহ।
  - \* মথি ১৩০ বার পুরাতন নিয়মের ‘উক্তি’ ও ‘ইশারা’ ব্যবহার করেছেন এটা দেখাতে যে, মশীহের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেই অনুসারে যীশুই সেই মশীহ।
  - \* মথি প্রায়ই এই উক্তিটি ব্যবহার করেছে: “ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে যে কথা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হল” যে উক্তিটি মার্ক, লুক বা যোহন সুসমাচারে দেখা যায় না।
  - \* “দায়ুদের পুত্র” শব্দটি মথি ৯ বার ব্যবহার করেছেন আর বাকী তিনটি সুসমাচারে মাত্র ৬ বার ব্যবহার করা হয়েছে।
- ♦ মথি তাঁর যিহুদী পাঠককে দেখিয়েছেন যে, হাজার বছর ধরে যে প্রতিজ্ঞাত মশীহের কথা বলা হয়েছে যীশুই সেই চূড়ান্ত দ্রাণকর্তা।

- ♦ মথি দেখিয়েছেন যে, ৪০০ বছর নীরব সময়ের পরে ঈশ্বর কর্তৃক করা মুক্তির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে।
- ♦ মশীহ মানে হল “অভিষিক্ত জন।”
- ♦ মথি তাঁর গৃহে প্রভুর জন্য বড় ভোজের আয়োজন করেছিলেন যেন তাঁর সঙ্গে লোকেরা যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে, মথি ৯:১০।
- ♦ মথির নাম পবিত্র বাইবেলে শেষ বারের মত ব্যবহার করা হয়েছে প্রেরিত ১:১৩ পদে।
- ♦ মথি তাঁর পুস্তকে “স্বর্গ-রাজ্য” শব্দটি ৫৫ বার ব্যবহার করেছেন।
- ♦ মথিকে যখন প্রভু ডাকেন তখন তিনি কফরনাহুমে একজন কর আদায়কারী ছিলেন।
- ♦ একজন কর আদায়কারী হিসাবে মথি জানতেন যে, তার জাতির লোকেরা তাকে ঘৃণা করে।
- ♦ মথি পুস্তকের ১২ অধ্যায় থেকে একটি বিশেষ বাঁক বা মোড় লক্ষ্য করা যায় যখন ফরীশীরা আনুষ্ঠানিক ভাবে যীশুকে মশীহ বলে অস্বীকার করে এই কথা বলে যে, তাঁর শক্তি শয়তান থেকে আসে— ঈশ্বর থেকে নয়। এর পরপরই খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়:
  - \* তিনি বেশি করে দৃষ্টান্ত ব্যবহার শুরু করেন।
  - \* তিনি শিষ্যদের প্রতি বেশি যত্নবান হয়ে উঠেন।
  - \* তাঁর মৃত্যু খুব কাছে এসে গেছে তা বলতে থাকতে লাগলেন।
- ♦ পবিত্র বাইবেলের ক্যাননে নতুন নিয়মের প্রথমেই পুস্তকটিকে রাখা হয়েছে কারণ পুরাতন নিয়ম থেকে নতুন নিয়মে উত্তরণের জন্য এটি একটি প্রাকৃতিক সেতু হিসাবে কাজ করেছে।

এক নজরে মথি লিখিত সুসমাচার

| এক নজরে মথি লিখিত সুসমাচার |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ঘোষণা<br>রাজার আগমন                                                                                                                                | প্রচার ও রাজাকে<br>অভ্যর্থনা জানানো                                                                                                               | রাজার প্রতি বিরোধিতা<br>ও তাঁকে প্রত্যাখ্যান<br>করা                                                               | রাজার পুনরুত্থান ও<br>বিজয়                                                              |
|                            | যে বিষয়ে জোর<br>দেওয়া হয়েছে:<br>♦ তাঁর আশ্চর্য জন্ম<br>♦ বাপ্তিস্ম<br>♦ প্রলোভন<br><br>অধ্যায় ১-৪                                              | তাঁর প্রচারে যে বিষয়ে<br>জোর দেওয়া হয়েছে:<br>♦ পর্বতের উপর দত্ত<br>শিক্ষা<br>♦ আশ্চর্যকাজ সমূহ<br>♦ শিক্ষা সমূহ<br>♦ দৃষ্টান্ত<br>অধ্যায় ৫-১৫ | যে বিষয়ে জোর<br>দেওয়া হয়েছে:<br>♦ বিরোধিতা বৃদ্ধি<br>♦ শিষ্যদের প্রস্তুতি<br>♦ ক্রুশারোপণ<br><br>অধ্যায় ১৬-২৭ | যে বিষয়ের উপর<br>জোর দেওয়া হয়েছে:<br>♦ ঈশ্বরের শক্তি<br>♦ মহান আদেশ<br><br>অধ্যায় ২৮ |
| রাজা                       | তাঁর পরিচয়: ইস্রায়েলের প্রতিজ্ঞাত মশীহ                                                                                                           |                                                                                                                                                   | তাঁর পরিচয়: “ওকে ক্রুশে দাও”                                                                                     |                                                                                          |
| লক্ষ্য                     | যিহূদী জনগোষ্ঠীর কাছে প্রচার-কাজ                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | বারোজন শিষ্যকে শিক্ষা দেওয়া                                                                                      |                                                                                          |
| স্থান                      | বৈৎলেহম ও নাসরত                                                                                                                                    | গালীলে পরিচর্যা কাজ                                                                                                                               | যিহূদাতে পরিচর্যা কাজ                                                                                             |                                                                                          |
| মূল বিষয়                  | যীশু হলেন রাজা- যিহূদীদের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত মশীহ                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                          |
| প্রধান<br>পদসমূহ           | ১৬:১৬-১৯; ২৮:১৮-২০                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                          |
| মথি<br>পুস্তকে<br>খ্রীষ্ট  | যীশু খ্রীষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী, প্রতিজ্ঞা ও প্রতীক পূর্ণ করেছেন, এবং পুরতন নিয়মের আশা ও আকাঙ্ক্ষা<br>তাঁর মধ্য দিয়ে পূর্ণ হয়েছে (১৬:১৬-১৯; ২৮:১৮-২০) |                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                          |

## শিষ্য মথির বিষয়ে যা জানা যায়

- ♦ তিনি বারো জনের মধ্যে একজন শিষ্য।
- ♦ মথি নিজেই মথি লিখিত সুসমাচারটি রচনা করেছেন।
- ♦ মথি যিহূদীদের জন্য এই সুসমাচারটি লিখেছেন। তিনি চেয়েছেন যেন যিহূদীরা যীশুকে জানতে পারে যে, যীশুই তাদের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত মশীহ।
- ♦ যীশুর স্বর্গারোহণের পরে, ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, তিনি আফ্রিকাতে, ক্যাসপিয়ান সাগরের দক্ষিণে, পার্সিয়া, মিসিডনিয়া ও সিরিয়াতে সুসমাচার প্রচার করতে যান।
- ♦ তিনি সুসমাচার প্রচার কালে ইথিয়োপিয়ার নন্দাবারে সাক্ষ্যমর হন।

যীশু খ্রীষ্টের মত চিন্তা করার ছয়টি উপায়

| প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মত চিন্তা করার ছয়টি উপায়                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| পদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | উদাহরণ        | যথেষ্ট নয়                      | আমাদের অবশ্যই দরকার                                                  |
| ৫:২১-২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | হত্যা         | হত্যা করা এড়িয়ে চলা।          | রাগ ও ঘৃণা করা এড়িয়ে চলা।                                          |
| ৫:২৩-২৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | উৎসর্গ        | নিয়মিত দান উৎসর্গ করা।         | ঈশ্বরের সঙ্গে ও অন্যদের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক রাখা।                     |
| ৫:২৭-৩০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ব্যভিচার      | ব্যভিচার এড়িয়ে চলা।           | কামনা-বাসনা থেকে অন্তরকে দূরে রাখা ও বিশ্বস্ত থাকা।                  |
| ৫:৩১-৩২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | বিবাহ বিচ্ছেদ | আইনগতভাবে বিয়ে সম্পন্ন করা।    | বিয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা।                                          |
| ৫:৩৩-৩৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | প্রতিজ্ঞা     | প্রতিজ্ঞা করা।                  | ঈশ্বরের কাছে কারণসম্মত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রতিজ্ঞা করা এড়িয়ে চলা। |
| ৫:৩৮-৪৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | প্রতিশোধ      | নিজের জন্য ন্যায় বিচার চাওয়া। | অন্যের প্রতি দয়া ও ভালবাসা দেখানো।                                  |
| আমরা প্রায়শই খুব বড় বড় পাপগুলো এড়িয়ে চলি বা তা করি না কিন্তু সাধারণভাবে যে সমস্ত পাপগুলো করে থাকি সেই বিষয়েই যীশু খ্রীষ্ট খুবই উদ্ভিগ্ন ছিলেন। এই ছয়টি উদাহরণের মধ্য দিয়ে আমাদের পাপগুলোকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। যীশু এখানে দেখিয়েছেন তাঁর শিষ্যদের কি প্রকার জীবন যাপন করতে হবে। প্রভু যীশু যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন আমরা কি সেভাবে জীবন যাপন করছি? |               |                                 |                                                                      |

যে বিষয়গুলো শুধুমাত্র মথি লিখিত সুসমাচারেই পাওয়া যায়

- ◆ মিশরে পালিয়ে যাবার বিষয়ে যোষেফের দেখা স্বপ্ন
- ◆ শিশু রাজাকে সম্মান জানাতে পণ্ডিতদের আগমন
- ◆ শিশু যীশুকে নিয়ে মিশরে চলে যাওয়া
- ◆ হেরোদ রাজা কর্তৃক বৈৎলেহমের শিশুদের হত্যা করা
- ◆ বিশ্বাসঘাতক যিহূদার আত্মহত্যা
- ◆ যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে পিলাতের স্ত্রীর স্বপ্ন দেখা
- ◆ অন্যান্যদের পুনরুত্থান
- ◆ যীশুর কবরের পাহারাদারদের ঘুষ প্রদান
- ◆ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শেষ আদেশে বাপ্তিস্মের উপরে জোর দেওয়া

## প্রভু যীশুর সময়ে যিহূদীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়

| ফরীশী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | সদূকী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | এসেনিস                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | উদ্যোগী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>১. ফরীশীদের উৎপত্তি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে শুরু হয়ে হাসিদিম যুগ পর্যন্ত ছিল।</p> <p>২. তারা পঞ্চপুস্তক সহ, মৌখিক প্রচলিত ধারণা-গুলোকে অনুপ্রাণিত ও কর্তৃত্বসম্পন্ন বলে গ্রহণ করতো।</p> <p>৩. তারা নিজেদের ইচ্ছামত এমন অনেক আইন তৈরি করে মানুষের উপরে চাপিয়ে দিয়েছিল, যেগুলো ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ করতো।</p> <p>৪. তারা বরং স্বর্গদূত ও মন্দ-আত্মার বিষয়ে উন্নততর পৌরহিততন্ত্রে বিশ্বাস করেছিল।</p> <p>৫. তারা শিক্ষা দিত যে, মৃতদের ভবিষ্যৎ রয়েছে।</p> <p>৬. তারা আত্মার অমরত্ব এবং মৃত্যুর পর হয় পুরস্কার পাবে বা শাস্তি পাবে বলে বিশ্বাস করতো।</p> <p>৭. তারা মানবীয় সমতার সেরা সমর্থক।</p> <p>৮. তারা ধর্মতান্ত্রিকের চেয়ে নীতিশাস্ত্রকে বেশি গুরুত্ব দিত।</p> | <p>১. সদূকীদের উৎপত্তি হাসমেনীয় যুগ (১৬৬-৬৩ খ্রীষ্টপূর্ব) শুরু করে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেমের পতন পর্যন্ত ছিল।</p> <p>২. তারা মৌখিক নিয়ম-কানুনকে কর্তৃত্বমূলক ও বাধ্যতামূলক হিসেবে গ্রহণ করা প্রত্যাখ্যান করেছিল।</p> <p>৩. তারা ফরীশীদের চেয়েও বেশি আক্ষরিক-ভাবে মোশির ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করতো।</p> <p>৪. তারা লেবীয় পবিত্রতাকে খুব যথাযথ ভাবে পালন করায় বিশ্বাসী ছিল।</p> <p>৫. তারা সব কিছুকে স্বাধীন ইচ্ছার মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিল।</p> <p>৬. তারা বিশ্বাস করতো যে, মৃতদের পুনরুত্থান বা ভবিষ্যৎ জীবন বলে কিছু নেই।</p> <p>৭. তারা স্বর্গদূত ও মন্দ-আত্মায় বিশ্বাস করতো না।</p> <p>৮. তারা আধ্যাত্মিক জগতের ধারণায় বিশ্বাস করতো না।</p> <p>৮. তারা কেবলমাত্র মোশির পুস্তকগুলোকে জীবন-বিধান বলে মনে করতো।</p> | <p>১. এসেনিসদের উৎপত্তি হাসিদিম যুগে ফরীশীদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। পরে তারা ফরীশীদের থেকে আলাদা হয়েছিল।</p> <p>২. তারা অতীব কড়া ও উদ্যোগী প্রকৃতির ছিল।</p> <p>৩. তারা পঞ্চপুস্তকের নিয়ম-কানুন কড়াকড়ি-ভাবে পালন করতো।</p> <p>৪. তারা তাদের গোষ্ঠীভুক্ত সম্পদের মালিকানার ব্যাপারে সচেতন ছিল।</p> <p>৫. তারা তাদের পারস্পরিক দায়িত্ব পালনে সচেতন ছিল।</p> <p>৬. তারা প্রতিদিন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও উপাসনায় সময় দেবার ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ছিল।</p> <p>৭. তারা নম্রভাবে ও বাধ্যতায় আনুষ্ঠানিক শপথ নিত।</p> <p>৮. পবিত্র দিনগুলোতে ও পবিত্র পর্বে উৎসর্গ করতো।</p> <p>৯. বিয়েকে নীতিগত ভাবে নিন্দা করা হত না, কিন্তু পরিহার করা হত।</p> <p>১০. যা কিছু ঘটতো তার সবকিছুকে তারা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিত।</p> | <p>১. খ্রীষ্টপূর্ব ৬ শতকে মহান হেরোদের রাজত্বের সময় তাদের শুরু হয়েছিল এবং মাসাদায় ৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাদের অস্তিত্ব লোপ পায়।</p> <p>২. তারা পৌত্তলিক সম্রাটকে কর দেওয়ার নিয়মের বিরোধিতা করেছিল এ বলে যে, বশ্যতা কেবল ঈশ্বরের প্রাপ্য।</p> <p>৩. তারা যিহূদী ঐতিহ্যে ভয়ানক বাধ্যতা পোষণ করতো।</p> <p>৫. তারা যিহূদীদের দেশে গ্রীক ভাষা ব্যবহারের ঘোর বিরোধী ছিল।</p> <p>৬. তারা মুক্তির সময় কাছে এসে গেছে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল।</p> |



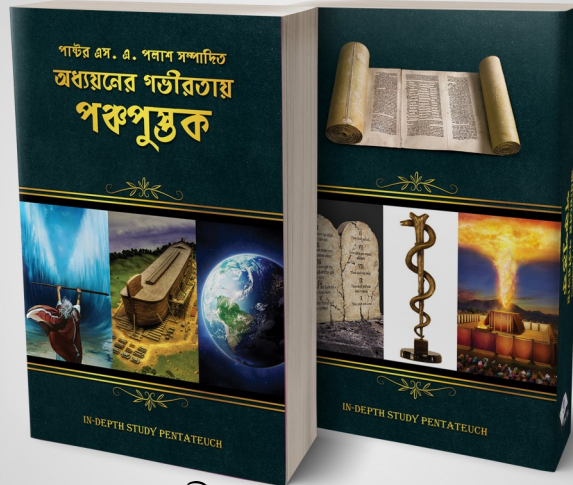
## প্রভু যীশুর জীবনকালে স্বর্গদূতদের দেখা দেওয়া ও স্বর্গদূত সম্পর্কে যীশুর কথা

| পদ            | বিবরণ                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| লুক ১:১১-১৭   | স্বর্গদূত বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্মের ঘোষণা করলেন।                      |
| লুক ১:১৩      | স্বর্গদূত বাপ্তিস্মদাতা যোহনের নাম রাখলেন।                              |
| লুক ১:২৬-৩৭   | স্বর্গদূত মরিয়মের কাছে যীশুর জন্মের ঘোষণা করলেন।                       |
| মথি ১:২০-২১   | স্বর্গদূত যোষেফের কাছে যীশুর জন্মের ঘোষণা দিলেন।                        |
| মথি ১:২১      | স্বর্গদূত যীশুর নাম রাখলেন।                                             |
| লুক ২:৮-১৫    | স্বর্গদূতগণ রাখালদের কাছে যীশুর জন্মের ঘোষণা দিলেন।                     |
| মথি ১:১৩-২০   | স্বর্গদূত যীশুকে নিয়ে মিসর দেশে পালিয়ে যেতে বললেন।                    |
| মথি ৪:১১      | স্বর্গদূত যীশুর পরীক্ষার সময়ে তাঁকে সাহায্য করলেন।                     |
| লুক ২২:৪৩     | স্বর্গদূত গেৎশিমানী বাগানে যীশুকে সাহায্য করলেন।                        |
| মথি ২৮:২      | স্বর্গদূত যীশুর কবর থেকে পাথরখানা দূরে সরিয়ে দিলেন।                    |
| মথি ২৮:৫-৭    | স্বর্গদূত যীশুর পুনরুত্থানের কথা জানালেন।                               |
| যোহন ২০:১১-১৪ | স্বর্গদূত যীশুর কবরের ভিতরে মগদলীনীকে দেখা দিলেন।                       |
| যোহন ১:৫১     | স্বর্গদূতেরা উপরে উঠছেন ও নামছেন।                                       |
| মথি ২৬: ৫৩    | তিনি ডাকলে হাজার হাজার স্বর্গদূত তাঁকে রক্ষার জন্য আসতেন।               |
| মথি ২৫:৩১     | স্বর্গদূত তাঁর সঙ্গে আসবেন।                                             |
| মথি ১৩:২৯     | স্বর্গদূতগণ ফসল কাটবেন।                                                 |
| মথি ২৪:৩১     | স্বর্গদূতগণ ঈশ্বরের বাছাই করা লোকদের জড়ো করবেন।                        |
| মথি ১৩:৪১,৪৯  | স্বর্গদূতগণ নির্দোষ লোকদের মধ্য থেকে দুষ্টদের আলাদা করবেন।              |
| লুক ১৬:২২     | স্বর্গদূত ভিখারী লাসারকে অব্রাহামের কাছে নিয়ে গেলেন।                   |
| লুক ১৫:১০     | পাপী মন ফিরালে স্বর্গদূতদের মধ্যে আনন্দ হয়।                            |
| মথি ১৮:১০     | স্বর্গদূত শিশুদের দেখাশুনা করেন।                                        |
| মথি ২৫:৪১     | শয়তানেরও অনেক দূত আছে।                                                 |
| লুক ১২:৮      | যারা যীশুকে স্বীকার করবেন তিনিও স্বর্গদূতদের সামনে তাদের স্বীকার করবেন। |

### উদ্ভিন্ন না হওয়ার সাতটি কারণ

| উদ্ভিন্ন না হওয়ার সাতটি কারণ |                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ৬:২৫.....                     | একই ঈশ্বর যিনি আপনার মধ্যে প্রাণ সৃষ্টি করেছেন তিনি আপনার জীবনের চাহিদাগুলো অবগত আছেন এবং তা মেটাতে সমর্থ। |
| ৬:২৬ .....                    | ভবিষ্যতের বিষয়ে উদ্ভিন্ন হয়ে আমরা বর্তমানের কাজের ক্ষতি করছি।                                            |
| ৬:২৭ .....                    | উদ্ভিন্নতা আমাদের সাহায্যের পরিবর্তে ক্ষতি সাধন করে।                                                       |
| ৬:২৮-৩০ .....                 | ঈশ্বর তাদের উপেক্ষা করেন না যারা তাঁর উপর নির্ভর করে।                                                      |
| ৬:৩১-৩২ .....                 | উদ্ভিন্নতা দেখিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরের উপর আমাদের বিশ্বাসের ঘাটতি আছে এবং আমরা তাঁকে সঠিকভাবে বুঝতে পারি না।  |
| ৬:৩৩ .....                    | ঈশ্বর আমাদের যে চ্যালেঞ্জ নিতে বলেন উদ্ভিন্নতা আমাদেরকে সেখান থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।                       |
| ৬:৩৪ .....                    | ঈশ্বরের উপর নির্ভরতায় একটি পূর্ণ দিন জীবন যাপন করা আমাদেরকে উদ্ভিন্নতায় জড়সড় হওয়া হাত থেকে রক্ষা করে। |

### আজই সংগ্রহ করুন



ঈশ্বরের বাক্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করার জন্য ...

প্রলোভন

| প্রলোভন                                                                     |                                           |                                                |                                                                    |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রলোভন                                                                     | প্রকৃত প্রয়োজনকে সামনে রেখে প্রলোভন      | সম্ভাব্য সন্দেহ যা প্রলোভনকে সত্যি বলে মনে হয় | সত্যিকারের দুর্বল বিষয়গুলো শয়তান ব্যবহার করতে চায়               | যীশু খ্রীষ্টের উত্তর                                                               |
| রুগটি তৈরি কর                                                               | শারীরিক প্রয়োজন: ক্ষুধা                  | ঈশ্বর কি খাবার যোগান দেবেন?                    | ক্ষুধা, অধৈর্য, তাঁর পুত্র প্রমাণ করা দরকার                        | দি: বি: ৮:৩<br>ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা,<br>লক্ষ্য: ঈশ্বরের উদ্দেশ্য                   |
| ‘ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করবেন।’ পবিত্র শাস্ত্রের ভ্রান্ত ব্যবহার, গীত ৯১:১১, ১২ | আবেগিক প্রয়োজন নিরাপত্তা                 | ঈশ্বর কি নিরাপত্তা দেবেন?                      | অহংকার, নিরাপত্তাহীনতা ঈশ্বরকে পরীক্ষা করা দরকার                   | দি: বি: ৬:১৬<br>পরীক্ষা করো না,<br>লক্ষ্য: ঈশ্বরের পরিকল্পনা                       |
| আমার উপাসনা কর (শয়তান)                                                     | মানসিক প্রয়োজন: প্রয়োজন, ক্ষমতা, সাফল্য | ঈশ্বর কি শাসন করেন?                            | তাড়াতাড়ি ক্ষমতা পাওয়া, সন্তা সমাধান, ঈশ্বরের সমান ভাবা প্রয়োজন | দি: বি: ৬:১৩<br>শয়তানের সঙ্গে কোন সমঝোতা নয়<br>লক্ষ্য: ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ |

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর কাজের শুরুতেই শয়তান কর্তৃক মরুভূমিতে পরীক্ষিত হলেন। মথিতে তিনটি নির্দিষ্ট পরীক্ষার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই পরীক্ষাগুলোর সঙ্গে আমরা পরিচিত কারণ আমাদের জীবনে তা প্রায়শই ঘটে থাকে। চার্টের মধ্যে যেমন দেখা যায় প্রলোভন আসে বাস্তব কিছু প্রয়োজন এবং সম্ভাব্য সন্দেহকে ঘিরে যা আমাদের মধ্যে এমন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয় যা ঠিক নয়। যীশু খ্রীষ্ট এখানে পবিত্র শাস্ত্র জানা ও তা ব্যবহার করার গুরুত্ব আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, যা দিয়ে তিনি শয়তানকে পরাজিত করেছেন।

প্রভু যীশুর জীবনের শেষ সপ্তাহ

প্রভু যীশুর জীবনের শেষ সপ্তাহ ও  
পুনরুত্থানের পর যা যা ঘটেছিল

রবিবার

বিজয় যাত্রা, যিরূশালেম, মথি ১২:১-১১; মার্ক ১১:১-১০; লূক ১৯:২৯-৪৪; যোহন ১২:১২-১৯

সোমবার

যীশু ডুমুর গাছকে শাপ দেন, মথি ২১:১৮-১৯; মার্ক ১১:১২-১৪

মঙ্গলবার

যীশু মন্দির পরিষ্কার করেন, মথি ২১:১২-১৩; মার্ক ১১:১৫-১৮

মঙ্গলবার

যীশুর কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করা হয়, মথি ২১:২৩-২৭; মার্ক ১১:২৭-৩৩; লূক ২০:১-৮

যীশু মন্দিরে শিক্ষা দেন, মথি ২১:২৮-২৩:৩৯; মার্ক ১২:১-৪৪; লূক ২০:৯-২১:৪

বৈথনিয়ায় যীশু খ্রীষ্ট অভিষিক্ত হন, মথি ২৬:৬-১৩; মার্ক ১৪:৩-৯; যোহন ১২:২-১১

বুধবার

যীশুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, মথি ২৬:১৪-১৬; মার্ক ১৪:১০-১১; লূক ২২:৩-৬

বৃহস্পতিবার

শেষ ভোজ, মথি ২৬:১৭-২৯; মার্ক ১৪:১২-২৫; লূক ২২:৭-২০; যোহন ১৩:১-৩৮

যীশু শিষ্যদের সান্ত্বনা দেন, যোহন ১৪:১-১৬:৩৩

গেৎশিমানী বাগানে, মথি ২৬:৩৬-৪৬; মার্ক ১৪:৩২-৪২; লূক ২২:৪০-৪৬

শত্রুদের হাতে প্রভু যীশুর বন্দী হওয়া, মথি ২৬:৪৭-২৭:২৬; মার্ক ১৪:৪৩-১৫:১৫; লূক ২২:৪৭-২৩:২৫; যোহন ১৮:২-১৯:১৬

শুক্রবার

যীশুর ক্রুরোপণ ও মৃত্যু, মথি ২৭:২৭-৫৬; মার্ক ১৫:১৬-৪১; লূক ২৩:২৬-৪৯; যোহন ১৯:১৭-৩০

যোষেফের নতুন কবরে যীশুর কবর, মথি ২৭:৫৬-৬৬; মার্ক ১৫:৪২-৪৭; লূক ২৩:৫০-৫৬; যোহন ১৯:৩১-৪২

পুনরুত্থানের পর

শূন্য কবর, মথি ২৮:১-১০; মার্ক ১৬:১-৮;

লূক ২৪:১-১২; যোহন ২০:১-১০

মগদলিনী মরিয়মকে যীশু বাগানে দেখা দেন, মথি ১৬:১২-১৩; লূক ২৪:১৩-৩৫

যীশু ১০ জন শিষ্যকে দেখা দেন, মার্ক ১৬:১৪; লূক ২৪:৩৬-৪৩; যোহন ২০:১৯-২৫

এক সপ্তাহ পর যিরূশালেমে যীশু ১১ জন শিষ্যকে দেখা দেন, যোহন ২০:২৬-৩১

এক সপ্তাহ পর যীশু তাঁর কয়েকজন শিষ্যের সাথে কথা বলেন গালীল সাগর পারে, যোহন ২১:১-২৫

জৈতুন পর্বত থেকে ৪০ দিন পর যীশু স্বর্গে তাঁর পিতার নিকট চলে যান, মথি ২৮:১৬-২০; মার্ক ১৬:১৯-২০; লূক ২৪:৪৪-৫৩।

মথি লিখিত সুসমাচারে অন্যতম চরিত্রগুলো

## মরিয়মের স্বামী যোষেফ

যোষেফ ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের পালক পিতা, মরিয়মের স্বামী, মথি ১:১৬; লূক ৩:২৩; তিনি নাসরতের গালীলে বাস করতেন, লূক ২:৪। তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি পেশায় একজন ছুতারমিস্ত্রি বা কাঠমিস্ত্রি ছিলেন, মথি ১৩:৫৫। শেষবারের মত তাঁর উল্লেখ করা হয় যিরুশালেমে যাত্রার কাহিনী সূত্রে, যখন যীশু খ্রীষ্টের বয়স ১২ বছর ছিল। সম্ভবত যীশু খ্রীষ্ট প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজ শুরু করার আগেই হয়তো তিনি মারা যান। গালীলের কান্না নগরের বিয়ে বাড়িতে মরিয়মের একার উপস্থিতির কারণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি হয়তো তখন আর বেঁচে ছিলেন না। যীশু খ্রীষ্টের জুশারোপণের সময় মরিয়মের সাথে তাঁর স্বামী যোষেফের নাম ও সম্পর্কের কথা উল্লিখিত হয়নি, যোহন ১৯:২৫।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ একজন সৎ মানুষ।
- ◆ রাজা দায়ূদের বংশধর।
- ◆ যীশু খ্রীষ্টের আইনগত পৃথিবীয় পালক-পিতা।
- ◆ এমন একজন মানুষ যিনি ঈশ্বরের পরিচালনা ও নির্দেশনা মত চলেন, তা সে যাই জীবনে ঘটুক না কেন।

### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ ঈশ্বর সততাকে সম্মান করেন।
- ◆ ঈশ্বর যখন আমাদের কোন কাজের জন্য বেছে নেন তখন সামাজিক মর্যাদা বিচার করে তা করেন না।
- ◆ আমরা যখন ঈশ্বরের পরিচালনার বাধ্য হই তখন তাঁর কাছ থেকে আরও পরিচালনা ও দায়িত্ব লাভ করি
- ◆ ভুল কি সঠিক নির্ণয়ে ভাবাবেগ একমাত্র সঠিক নির্ণায়ক নয়।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ◆ অবস্থান: নাসরত, বৈথলেহম
- ◆ কাজ: কাঠমিস্ত্রি
- ◆ আত্মীয়-স্বজন: মরিয়ম, যীশু, যাকোব, যোসি, যিহূদা, শিমিয়োন এবং তার মেয়েরা
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: মহান হেরোদ, বাপ্তিস্মদাতা যোহন, শিমিয়োন।

### মূল পদ:

“আর তাঁর স্বামী যোষেফ ধার্মিক ছিলেন বলে তাঁকে সাধারণ লোকদের কাছে নিন্দার পাত্র করতে চাইলেন না। সেজন্য তিনি তাঁকে গোপনে ত্যাগ করবার ইচ্ছা করলেন। তিনি এসব ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর এক জন দূত স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, যোষেফ, দায়ূদ-সন্তান, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করতে ভয় করো না, কেননা তাঁর গর্ভে যে শিশু জন্মেছেন, তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতেই জন্মেছেন” (মথি ১:১৯-২০)।

যোষেফের কাহিনীটি মথি ১:১৬-২:২৩; লূক ১:২৬-২:৫২ পদে পাওয়া যায়।

## মথি লিখিত সুসমাচারে অন্যতম চরিত্রগুলো

### মহান হেরোদ

হেরোদ ছিলেন ইদুমীয় আন্তিপাতর এবং সম্ভ্রান্ত আরবীয় বংশের নারী সাইপ্রোসের পুত্র। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭ অব্দে জুলিয়াস সিজার আন্তিপাতরকে যিহূদার শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি যিহূদার এই রাজত্বকে তাঁর চার পুত্রের মাঝে ভাগ করে দেন। মহান হেরোদের ভাগে পড়ে গালীল প্রদেশ। মার্ক আন্তনি খ্রীষ্টপূর্ব ৪০ অব্দে তাঁকে যিহূদার শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং পরবর্তীতে রোম সরকার তাঁকে যিহূদার রাজার পদে ভূষিত করে। তিনি কঠোর ও নির্দয় প্রকৃতির মানুষ ছিলেন; মানবতার প্রতি তিনি ছিলেন নির্দয় ও বিরূপ মনোভাব পোষণকারী। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি সৈন্য পাঠিয়ে বৈথলেহম ও তার আশেপাশের এলাকার ২ বছর ও তার কম বয়সী সকল শিশুকে হত্যা করেন। তিনি বিলাসিতা পছন্দ করতেন এবং তাঁর রাজ্যের পুনর্গঠন ও সাজ-সজ্জার পিছনে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তিনি উপকূলীয় শহর কৈসারিয়া পুনর্নির্মাণ করেন এবং অগস্তের সম্মানে শমরিয় বা সিবাস্তা নগরী পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি যিরূশালেমের বিধ্বস্ত মন্দির পুনর্নির্মাণে হাত দেন; এই কাজ ২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শুরু হয়, কিন্তু রাজা হেরোদের মৃত্যুর পরও তা শেষ হয়নি; সম্ভবত ৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই কাজ সমাপ্ত হয়। ৩৭ বছর যাবৎ বিভিন্ন জটিলতার মধ্য দিয়ে রাজত্ব করার পর চরমভাবে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা পেয়ে খ্রীষ্টপূর্ব ৪ অব্দে তিনি যিরূহোতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। হেরোদ ফিলিপ পান কৈসারিয়া ফিলিপি ও যর্দনের পূর্বদিকে বেথাবারার মধ্যবর্তী অঞ্চল, হেরোদ আন্তিপাস পান গালীল ও পেরিয়া প্রদেশ, এবং আর্থিলায় পান যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশ।

#### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ রোমানদের কর্তৃক রাজা উপাধী গ্রহণ।
- ◆ ৩০ বছর ধরে তিনি ক্ষমতায় ছিলেন।
- ◆ তিনি একজন কার্যকর শাসনকর্তা ছিলেন, যদিও তাঁর শাসন খুবই নির্মম ছিল।
- ◆ তাঁর সময়কালে অনেক বড় বড় ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়।

#### দুর্বলতা ও যে সব ভুল করেছেন:

- ◆ তাঁর নিজের অনেক সন্তান ও কমপক্ষে একজন স্ত্রীকে হত্যা করেন।
- ◆ বৈথলেহমের শিশুদের হত্যা করার আদেশ দেন।
- ◆ একদিকে তাঁকে এক ঈশ্বরের সেবক বলে বলা হয় কিন্তু অন্য দিকে তাঁকে অনেক দেব-দেবতার পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা দেখা যায়।

#### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ অনেক ক্ষমতা শান্তি ও সুরক্ষা আনে না।
- ◆ কেউ ঈশ্বরের পরিকল্পনা রোধ করতে পারে না।
- ◆ উপরে উপরে ঈশ্বর ভক্তি দেখালেও তাতে ঈশ্বরের লোকদের মন জয় করা যায় না।

#### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ কাজ: খ্রীষ্টপূর্ব ৩৭ থেকে ৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত যিহূদায় রাজত্ব করা
- ◆ আত্মীয়-স্বজন: পিতা: আন্তিপার, পুত্র: আর্থিলয়, আন্তিপা, আন্তিপাস, ফিলিপ এবং অন্যান্যরা, স্ত্রী: ডরিস, মরিয়মনি, এবং অন্যান্যরা।
- ◆ তাঁর সমসাময়িক যারা ছিলেন: সখরিয়, ইলিশাবেৎ, মরিয়ম, যোষেফ, মার্ক এন্তোনি, আগস্ত।

#### মূল পদ:

“পরে হেরোদ যখন দেখলেন যে, তিনি পণ্ডিতদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন, তখন মহা ক্রুদ্ধ হলেন এবং সেই পণ্ডিতদের কাছে বিশেষ করে যে সময় জেনে নিয়েছিলেন, সেই অনুসারে দু’বছর ও তার অল্প বয়সের যত বালক বৈথলেহম ও তার সমস্ত পরিসীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠিয়ে তাদের সকলকে হত্যা করালেন।” (২:১৬)

হেরোদ সম্পর্কে মথি ২:১-২২ এবং লূক ১:৫ পদে উল্লেখ পাওয়া যায়।

## মথি লিখিত সুসমাচারে অন্যতম চরিত্রগুলো

### শিষ্য মথি

মথি নামের অর্থ, ঈশ্বর সদাপ্রভুর দান। তিনি আল্ফেয়ের পুত্র, যীশু খ্রীষ্টের অন্যতম একজন শিষ্য নতুন নিয়মের প্রথম সুসমাচার রচয়িতা। আগে তিনি ছিলেন কফরনাহূমের একজন কর-আদায়কারী। কোন এক কাজে যীশু গালীল সাগরের পার থেকে কর আদায় করবার ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মথিকে সেখানে বসে থাকতে দেখেন এবং বলেন, “এসো, আমার শিষ্য হও”। মথি তৎক্ষণাৎ তাঁর শিষ্য হন, মথি ৯:৯। পূর্বে তিনি মথি নামের পরিবর্তে লেবি নামে পরিচিত ছিলেন, মার্ক ২:১৪; লূক ৫:২৭। সম্ভবত শিষ্য হওয়ার জন্য খ্রীষ্টের আহ্বানের বিষয়টিকে চির স্মরণীয় করে রাখার জন্য লেবি নামের পরিবর্তে তিনি মথি নামটি গ্রহণ করেন। যীশু যেদিন তাঁকে আহ্বান করেন সেই একই দিনে তিনি যীশুর জন্য একটি মহা ভোজের আয়োজন করেন, লূক ৫:২৯; সেই ভোজে যীশু ও তাঁর শিষ্যরা এবং অনেক কর-আদায়কারী সহ আরও অন্যান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁকে যীশু খ্রীষ্টের ১২জন শিষ্যদের মধ্যে একজন শিষ্য হিসেবে মনোনীত করা হয়, লূক ৬:১৫। বারোজন শিষ্যের এই নামের তালিকা ছাড়া তাঁর নামের উল্লেখ দ্বিতীয়বারের মত সুসমাচারের ইতিহাসে আর কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। প্রেরিত ১:১৩ পদে তাঁর নামের সর্বশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুর সময় এবং কার্যের ধারা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

#### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ♦ বারোজন শিষ্যের মধ্যে একজন।
- ♦ যীশু খ্রীষ্ট আহ্বান করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর পিছনে চলতে শুরু করেছেন।
- ♦ তাঁর ঘরে যীশুর সঙ্গে আহার করার জন্য অনেককে নিমন্ত্রণ করেছেন।
- ♦ মথি নামক সুসমাচারটির রচয়িতা।
- ♦ যিহূদী পাঠকদের কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন যে, যীশু খ্রীষ্টই পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা।

#### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ♦ যীশু খ্রীষ্ট প্রতিনিয়ত সমাজের সকল স্তর থেকে লোকদের গ্রহণ করেছেন।
- ♦ মথিকে এক নতুন জীবন দান করা হয়েছে এবং ঈশ্বর দত্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করার ক্ষমতা ও লোকদের সঙ্গে ব্যবহার করার সক্ষমতাকে এক নতুন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।
- ♦ যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার পরপরই তিনি চেষ্টা করেছেন অন্যদেরকেও যীশুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার।

#### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ♦ অবস্থান: কফরনাহূম, কাজ: কর আদায়কারী ও যীশুর শিষ্য
- ♦ আত্মীয়-স্বজন: পিতা: আলফেয়
- ♦ সমসাময়িক যারা ছিলেন: যীশু, হেরোদ আন্তিপাস, পিলাত, অন্যান্য শিষ্যরা

#### মূল পদ:

“পরে তিনি যেতে যেতে দেখলেন, আল্ফেয়ের পুত্র লেবি করগ্রহণ-স্থানে বসে আছেন। তিনি তাঁকে বললেন, আমাকে অনুসরণ কর; তাতে তিনি উঠে তাঁর পিছনে চলতে লালেন।” (মার্ক ২:১৪)

মথির কাহিনী সুসমাচারগুলোতে লেখা আছে। প্রেরিত ১:১৩ পদেও তাঁর কথা পাওয়া যায়।

মথি লিখিত সুসমাচারে অন্যতম চরিত্রগুলো

## শিষ্য শিমোন পিতর

পিতর ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের প্রধান শিষ্য, যোনার পুত্র, শিষ্য আন্দ্রিয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, নতুন নিয়মের কোথাও তাঁর মায়ের নাম নেই; তাঁর প্রকৃত নাম শিমোন অর্থাৎ “শুনানি”। তাঁর ছোট ভাই আন্দ্রিয় প্রথম তাঁকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসেন। গালীল সাগরের পশ্চিম তীরে বৈথসৈদা গ্রাম তাঁর জন্মস্থান। এখানে তিনি গালীল সাগরের তীরে বেড়ে ওঠেন এবং মৎসজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। স্বাধীন, কর্মঠ এবং উদ্যমী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল, সেই সাথে খোলামেলা আচরণ এবং অন্যের সাথে তাদের ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহারের জন্য দক্ষিণ অঞ্চলের লোকদের সাথে তাঁদের ভাল সম্পর্ক ছিল। তাঁরা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন।

যখন প্রভু যীশু জনসমক্ষে কাজ শুরু করেন তখন তিনি কফরনাহূমে বসবাস করতেন এবং সেখানেই তিনি জীবনের ৩০টি বছর কাটান। যর্দনের তীরে বৈথনিয়াতে তাঁর বাড়ি ছিল। কখনো কখনো যীশুও তাঁর ঘরে থাকতেন। যীশু শিমোনকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ঘোষণা দেন যে, শিমোনকে “কৈফা” বা “পাথর” বলা হবে। যীশু খ্রীষ্ট তাঁকে ঈশ্বরের জন্য মানুষ ধরার দায়িত্ব দেন।

আমরা তাঁকে জীবনের বাড়-ঝাড়গার সাগরে খ্রীষ্টের সঙ্গী হতে এবং আমাদের প্রভুর উত্তরসূরী হিসেবে সব বিষয়ে নেতৃত্ব দানে প্রচুর উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে দেখি। তিনি কফরনাহূমে বিশ্বাসের কাজে উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য বহন করেন; কৈসারিয়া-ফিলিপিতে খ্রীষ্টের সত্যিকারের পরিচয় দানে তাঁকে বড় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। কৈসারিয়ায় তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব পান, সেখানে খ্রীষ্ট এই স্মরণীয় উক্তি দেন: “পিতর, এই পাথরের উপর আমি আমার মণ্ডলী স্থাপন করবো।”

পিতর গেথশিমানী বাগানে প্রভুর সঙ্গে ছিলেন; এখানে যারা প্রভুকে গ্রেফতার করতে আসে, পিতর উত্তেজিত হয়ে তাদের একজনের অর্থাৎ মহাপুরোহিতের দাস মন্সের কান কেটে ফেলেন। যীশুকে ধরে নিয়ে যাবার পর পিতরকে বিচারালয়ের দিকে যেতে দেখা যায় এবং সেখানে যীশুকে অস্বীকার করার মর্মপিড়ায় তাঁর অন্তর ভেঙ্গে যেতে থাকে। তিনি যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ভোরে যোহনের সঙ্গে ছিলেন। তিনি সাহসের সাথে শূন্য কবরে প্রবেশ করেন এবং দেখলেন শূন্য স্থানের পাশে সাদা কাপড় পড়ে আছে। তাঁর কাছে সর্বপ্রথম আমাদের পুনরুত্থিত প্রভু নিজেকে প্রকাশ করেন, তাঁকে নিশ্চিত করেন এবং দেখান যে, তিনিই সেই প্রভু যাকে লোকেরা ক্রুশে দিয়ে মেরে ফেলেছিল। পরে আমরা দেখতে পাই প্রভু একাকী গালীল সাগরের তীরে পিতরের সাথে কথা বলেন, সেখানে তিনি তাঁকে তাঁর মেঘগুলোর পালন করার দায়িত্ব দেন।

পিতর পঞ্চাশত্তমীর দিনে জমায়েত হওয়া যিহুদীদের কাছে বিশেষ প্রচার করেন এবং তাঁর প্রচারে ৩ হাজার লোক খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে। যিরূশালেম ও তাঁর বাইরে যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে সুখবর প্রচারে তিনি ছিলেন অকুতোভয়। মন্দিরের বারান্দায় আশ্চর্য ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার পর খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপর নির্যাতন নেমে আসে এবং পিতরকে বন্দী করা হয়, কিন্তু রাতে তিনি পবিত্র আত্মার সহযোগিতায় বিস্ময়করভাবে মুক্তি পান এবং সকালে দেখা যায় তিনি মন্দিরে প্রচার করছেন।

পরবর্তীতে পিতর যিরূশালেম ত্যাগ করে শমরিয়াতে কিছু দিন কাজ করেন এবং এরপর আবার যিরূশালেমে ফিরে আসেন। তিনি যিরূশালেমের মণ্ডলীকে তাঁর কাজের বিষয় জানান। এখানে পৌলের সাথে তাঁর প্রথম আলোচনা হয় এবং পৌল তাঁদের সঙ্গে কিছুদিন অবস্থান করেন। আবারও তিনি যিরূশালেম ছেড়ে লুদিয়া ও জাফোতে প্রচার অভিযানে যান। তিনি কৈসারিয়ায় কর্ণিলিয়ার বাড়িতে গিয়ে অযিহুদীদের জন্য প্রথম বারের মত একটি খ্রীষ্টীয় দলকে মণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং সেখানেই অযিহুদী বিশ্বাসীদের উপর পবিত্র আত্মা সর্বপ্রথম অবতরণ করেন। কৈসারিয়ায় কিছুদিন থাকার পর তিনি যিরূশালেমে ফিরে আসেন। সেখানে অযিহুদীদের মাঝে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। পরবর্তীতে তাঁকে হেরোদ আগ্রিপ্স কারাগারে বন্দী করেন; কিন্তু রাতে প্রভুর এক দূত



### এক নজরে পিতরের জীবন

কারাগারের দরজা খুলে দেন এবং তিনি মরিয়মের বাড়িতে যান। তিনি যিরুশালেমের মণ্ডলীতে অযিহুদী লোকদের বিশ্বাসের বিষয়ে শিক্ষা দেন। আইন-কানূনের মানা-না মানা নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয় তা সমাধানের জন্য যিরুশালেমের শিষ্য ও প্রাচীনদেরকে তাঁদের কাছে পাঠানো হয়। এখানে পৌল এবং পিতর আবার একসাথে মিলিত হন। যিরুশালেমের সভার পর তিনি সম্ভবত আন্তিয়খিয়াতে চলে যান। পরে তিনি পূর্বদিকে সুখবর প্রচার করেন এবং কিছু দিন ইউফ্রেটিস নদীর তীরে বাবিলে কাজ করেন। তিনি আর রোমে গিয়েছিলেন কিনা তার যথাযথ প্রমাণ নেই। কোথায় এবং কখন তিনি মারা যান তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় নি, তবে সম্ভবত তিনি ৬৪-৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।

#### ক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ♦ যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে নেতৃত্বপদ গ্রহণ করেন। নেতৃত্বের যে তিনজন শিষ্যকে যীশু বেছে নিয়েছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।
- ♦ পঞ্চাশত্তমীর সময় ও এর পরে তাঁকেই প্রথম শক্তিশালীভাবে সুখবর প্রচার করতে দেখা যায়।
- ♦ তিনি খুব সম্ভবত মার্ককে চিনতেন এবং তাঁর সুসমাচার লিখবার উপাদানগুলো হয়তো তিনিই তাঁকে দিয়েছেন।
- ♦ তিনি ১ ও ২ পিতর নামে দুটি চিঠি লিখেছিলেন।

#### ভুল ও দুর্বলতাসমূহ:

- ♦ চিন্তা-ভাবনা না করেই কথা বলতেন; খুব তাড়াতাড়ি কোন কিছু করতে যেতেন ও ধৈর্যের অভাব তাঁর চরিত্রে দেখা যায়।
- ♦ এটা দেখা গেছে যে, অযিহুদী থেকে আসা বিশ্বাসীদের ও যিহুদীদের থেকে আসা বিশ্বাসীদের সমানভাবে ভাবতে পারা তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল।

#### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ♦ বিশ্বাস ও বুঝবার ক্ষমতা দ্বারা আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, নতুবা আমরা বড় কোন কাজে ব্যর্থ হতে পারি।
- ♦ আমরা অতি অস্থির হলেও ঈশ্বর বিশ্বস্ত থাকেন এবং আমাদের ক্ষমা করেন ও দায়িত্ব দিয়ে পরিচালনা দান করেন।
- ♦ যিনি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হন এমন একজনের চেয়ে তাকে অনুসরণ করা ভাল যিনি মাঝে মাঝে ভুল করেন।

#### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ♦ কাজ: জেলে ও শিষ্য
- ♦ আত্মীয়-স্বজন: পিতা যোহন, ভাই: আন্দ্রিয়
- ♦ সমসাময়িক যারা ছিলেন: যীশু, হেরোদ আন্তিপাস, পিলাত

মূল পদ: “আর আমিও তোমাকে বলছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গাঁথবো, আর পাতালের পুরদ্বারগুলো তার বিপক্ষে প্রবল হবে না। (মথি ১৬:১৮)।

পিতরের কাহিনী চারটি সুসমাচার, প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ পুস্তকে বলা হয়েছে। এছাড়া, গালাতীয় ১:১৮; ২:৭-১৪ পদে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ১ ও ২ পিতর নামে চিঠি দু’টো লিখেছেন।

মথি লিখিত সুসমাচারে অন্যতম চরিত্রগুলো

## লাসারের বোন মরিয়ম

মার্থা এবং লাসারের বোন, বৈথনিয়ার অধিবাসী। তিনি তার বোন মার্থার বিপরীত চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন; খ্রীষ্ট যখন তাদের বাড়িতে অতিথি হিসেবে যান, তখন মার্থা জাগতিক অনেক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু মরিয়ম উত্তম বিষয়টি বেছে নেন। লাসারের মৃত্যুর সময় তাঁর আবেগপ্রবণতা ফুটে ওঠে, যোহন ১১:২০,৩১,৩৩। যখন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কুষ্ঠী শিমোনের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে বৈথনিয়ায় শেষবারের মত যান, মরিয়ম তখন এক পাউন্ড অতি মূল্যবান সুগন্ধি আতর নিয়ে এসে যীশুর পায়ে ঢেলে দেন, মথি ২৬:৬; মার্ক ১৪:৩; যোহন ১২:২,৩; এটি ছিল যীশুর প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। তার পরবর্তী আনুষ্ঠানিক ইতিহাস সম্পর্কে আর তেমন কিছু জানা যায় না। মরিয়মের আচরণ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বোঝা যায়, তিনি একটি সম্ভ্রান্ত এবং ধনী পরিবারের সদস্য ছিলেন, যোহন ১১:১৯,৩৮।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ খুব সম্ভবত তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু আসন্ন। সেজন্য তিনি সময় নিয়ে তাঁকে মৃত্যুর জন্য অভিষেক করলেন, আর যীশুর সেই অভিষেকে সমর্থন করলেন।
- ◆ তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন কখন শ্রবণ করতে হয় ও কখন কাজ করতে হয়।

### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ ঈশ্বরের সেবা-কাজে বেশি ব্যস্ততা কোন কোন সময় ব্যক্তিগতভাবে যীশু খ্রীষ্টকে জানার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াতে পারে।
- ◆ বাধ্যতার ছোট একটি কাজ ও সেবা কোন কোন সময় খুব বড় প্রভাব বিস্তার করতে পারে ও সেই কথা অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ অবস্থান: বৈথনিয়া
- ◆ আত্মীয়-স্বজন: বোন মার্থা, ভাই লাসার

### মূল পদ:

“বস্তুতঃ আমার দেহের উপরে এই সুগন্ধি তেল ঢেলে দেওয়াতে এই আমার সমাধির উপযোগী কাজ করলো। আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, সমস্ত পৃথিবীতে যে কোন স্থানে এই সুসমাচার প্রচার করা হবে, সেই স্থানে এর এই কাজের কথাও এর স্মরণার্থে বলা যাবে।” (মথি ২৬:১২, ১৩ পদ)

## মথি লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

### যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি

১<sup>১</sup> যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি এই— তিনি দায়ূদের সন্তান, অব্রাহামের সন্তান।<sup>২</sup> অব্রাহামের পুত্র ইসহাক; ইসহাকের পুত্র যাকোব; যাকোবের পুত্র যিহূদা ও তাঁর ভাইয়েরা;<sup>৩</sup> যিহূদার পুত্র পেরস ও সেরহ, তামরের গর্ভজাত; পেরসের পুত্র হিশ্রোণ; হিশ্রোণের পুত্র রাম;<sup>৪</sup> রামের পুত্র অশ্মীনাদব; অশ্মীনাদবের পুত্র নহশোশোন; নহশোশোনের পুত্র সল্‌মোন;<sup>৫</sup> সল্‌মোনের পুত্র বোয়স, রাহবের গর্ভজাত; বোয়সের পুত্র ওবেদ, রুতের গর্ভজাত; ওবেদের পুত্র যিশয়;<sup>৬</sup> যিশয়ের পুত্র রাজা দায়ূদ। দায়ূদের পুত্র শলোমন, উরিয়ের বিধবার গর্ভজাত;<sup>৭</sup> শলোমনের পুত্র রহবিয়াম; রহবিয়ামের পুত্র অবিয়; অবিয়ের পুত্র আসা;<sup>৮</sup> আসার পুত্র যিহোশাফট; যিহোশাফটের পুত্র যোরাম; যোরামের পুত্র উষিয়;<sup>৯</sup> উষিয়ের পুত্র যোথম; যোথমের পুত্র আহস; আহসের পুত্র হিষ্কিয়;<sup>১০</sup> হিষ্কিয়ের পুত্র মনগ্‌শি; মনগ্‌শির পুত্র আমোন; আমোনের পুত্র যোশিয়;<sup>১১</sup> যোশিয়ের সন্তান যিকনিয় ও তাঁর ভাইয়েরা, তারা

[১:১] ২শমূ ৭:১২-১৬; যিশা ৯:৬, ৭; ১১:১; যির ২৩:৫, ৬; দে: মথি ৯:২৭; লূক ১:৩২, ৬৯; প্রকা ২২:১৬। [১:১] আদি ২২:১৮; দে: গালা ৩:১৬। [১:২] আদি ২১:৩, ১২। [১:২] আদি ২৫:২৬। [১:২] আদি ২৯:৩৫; ৪৯:১০। [১:৩] আদি ৩৮:২৭-৩০। [১:৪] দে: ইব্রী ১১:৩১। [১:৬] ১শমূ ১৬:১; ১৭:১২। [১:৬] ২শমূ ১২:২৪। [১:১০] ২রাজা ২০:২১। [১:১১] ২রাজা ২৪:১৪-১৬; যির ২৭:২০; ৪০:১; দানি ১:১, ২।

১:১ যীশু। ‘যীশু’ নামটির মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভু তাঁর পার্থিব জীবনে পরিচিত ছিলেন। দূত কর্তৃক এই নামের অর্থ প্রকাশিত হয়েছে ‘পরিদ্রাণকর্তা’ হিসাবে।

খ্রীষ্টের। ‘খ্রীষ্ট’ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ‘অভিষিক্ত,’ যা ইস্রায়েলের খ্রীষ্ট রাজার উপাধি। দায়ূদ ছিলেন ইস্রায়েলের সবচেয়ে বড় রাজা যার সাথে ঈশ্বর চুক্তি করেছিলেন যে, তাঁর পুত্র সিংহাসনে বসবেন (২ শমূ ৭:১২-১৬; গীত ৮৯:২৯, ৩৬, ৩৭; ১৩২:১১)।

বংশাবলি। এর অর্থ বংশ-তালিকা। বাক্যাংশটি সম্ভবত আদিপুস্তক ৫:১-এর বংশ-বৃত্তান্ত দ্বারা প্রভাবিত।

দায়ূদের সন্তান। এটি যীশু খ্রীষ্টের একটি উপাধি। উপাধিটি ৯:২৭; ১২:২৩; ১৫:২২; ২০:৩০; ২১:৯, ১৫; ২২:৪২, ৪৫ পদে ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এই সুসমাচারটিতে তাঁর রাজকীয় বংশধারার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

অব্রাহামের সন্তান। অব্রাহাম ছিলেন ইস্রায়েলীয়দের আদি পিতা, যার সাথেও ঈশ্বর তাঁর বংশধরদের জন্য অনুগ্রহের চুক্তি করেছিলেন (আদি ১২:১-৩; ১৭:১-৮)। যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে এই চুক্তি সত্যিকার পরিপূর্ণতা

লাভ করেছে। লূক তাঁর সর্বজনীনতা দেখাতে আদম থেকে শুরু করেছেন (লূক ৩:৩৮), অপরদিকে মথি তাঁর বংশ-তালিকা অব্রাহাম থেকে শুরু করেছেন। এর মধ্য তিনি মনোনীত প্রজাবৃন্দের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাজের উপর জোর দিয়েছেন। মথি যিহূদীদের লক্ষ্য রেখে এই সুসমাচার লিখছেন বলে যীশুকে এভাবে উপস্থাপন করেছেন।

১:৩ তামর। প্রাচীন বংশতালিকায় মহিলাদের নাম সংযুক্ত করা হত না। কিন্তু মথি চারজনের নাম উল্লেখ করেছেন (পদ ৩, ৫-৬)। তাদের তিনজন অযিহূদী থেকে আসা (আদি ৩৮:৬; যিহোশূয় ২:১; রুত ১:৪) এবং অন্য একজন অযিহূদী লোকের স্ত্রী (২ শমূ ১১:৩)। এর দ্বারা পুরাতন নিয়ম থেকেই সর্বজাতির জন্য ঈশ্বরের দেওয়া পরিদ্রাণের পরিকল্পনার কথা বোঝা যায় (মথি ২৮:১৯)।

১:৪ অশ্মীনাদব। হারোণের শ্বশুর (যাত্রা ৬: ২৩)।

১:৫ রাহব। যিহোশূয় ২ অধ্যায় দেখুন। তিনিও অযিহূদী থেকে ইস্রায়েল জাতির মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হয়েছেন।

১:৮ যোরামের পুত্র উষিয়। মথি উষিয়ের পিতাকে যোরাম বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু

## মথি লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

বাবিলে নির্বাসনের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছে।

<sup>১২</sup> যিকনিয়ের পুত্র শল্টিয়েল, সে বাবিলে নির্বাসনে যাওয়ার পরে জন্মগ্রহণ করেছে; শল্টিয়েলের পুত্র সরুবাবিল; <sup>১৩</sup> সরুবাবিলের পুত্র অবীহূদ; অবীহূদের পুত্র ইলীয়াকীম; ইলীয়াকীমের পুত্র আসোর; <sup>১৪</sup> আসোরের পুত্র সাদোক; সাদোকের পুত্র আখীম; আখীমের পুত্র ইলীহূদ; <sup>১৫</sup> ইলীহূদের পুত্র ইলিয়াসর; ইলিয়াসরের পুত্র মন্তন; মন্তনের পুত্র যাকোব; <sup>১৬</sup> যাকোবের পুত্র যোষেফ; ইনি মরিয়মের স্বামী; এই মরিয়মের গর্ভে যীশুর জন্ম হয়, যাকে খ্রীষ্ট [অভিষিক্ত] বলা হয়।

<sup>১৭</sup> এভাবে অব্রাহাম থেকে দাযূদ পর্যন্ত সবসুদ্ধ চৌদ্দ পুরুষ; আর দাযূদ থেকে বাবিলের নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ এবং বাবিলের নির্বাসন থেকে খ্রীষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।

### যীশু খ্রীষ্টের জন্ম-বিবরণ

<sup>১৮</sup> যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এভাবে হয়েছিল। তাঁর মা মরিয়মের সঙ্গে যোষেফের বাগদান হলে

[১:১২] ১বংশা ৩:১৭। [১:১২] ১বংশা ৩:১৯; ইস্রা ৩:২। [১:১৬] লূক ১:২৭। [১:১৬] মথি ২৭:১৭। [১:১৮] লূক ১:৩৫।

২ বংশাবলি ২১:৪-২৬:২৩ পদ থেকে এটি পরিকার যে, আরও কয়েকটি বংশ উহ্য রাখা হয়েছে (অহমিয়, যোয়াশ ও অমথিয়) এবং “পিতা” বলতে “পূর্বপুরুষ” অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আক্ষরিক অর্থে নয়।

**১:১১ বাবিলে নির্বাসনের।** ৫৯৭ খ্রীঃপূঃ বাবিলের রাজা নবুখদনিৎসর যিরূশালেম অধিকার করেন এবং শহরের অধিকাংশ লোক বন্দী করে তাঁর দেশে নিয়ে যান। দেখুন ২ রাজা ২৪:১০-১৬; ২ রাজা ৩৬:৯-১০; যির ২৭:২০। **১:১২ শল্টিয়েলের পুত্র সরুবাবিল।** ১ বংশা ৩:১৯ দেখুন। পবিত্র বাইবেলের অনেক জায়গায় শল্টিয়েলকে (১ বংশা ৩:১৭) সরুবাবিলের পিতারূপে উল্লেখ করেছে (ইস্রা ৩:২,৮; নাহুম ১২:১; হগয় ১:১২,১৪; ২:২,২৩)।

**১:১৬ মরিয়মের স্বামী।** মথি বলছেন না যে, যোষেফ যীশু খ্রীষ্টের পিতা, কিন্তু কেবল বলছেন যে, তিনি মরিয়মের স্বামী এবং যীশু মরিয়মের গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। এই বংশাবলিতে মথি দেখিয়েছেন যে, যদিও যীশু যোষেফের দৈহিক সন্তান নন, তিনি আইনসঙ্গত সন্তান এবং তাই দাযূদের বংশধর। যীশু খ্রীষ্ট মোশির সদৃশ ভাববাদী (দ্বি.বি. ১৮:১৫-১৯), পুরোহিত (গীত ১১০:৪) ও রাজা (২ শমূ ৭:১২- ১৩)। পুরাতন নিয়মের রীতি অনুসারে এই পদগুলোতে যারা

অধিষ্ঠান হতেন তারা তৈলে অভিষিক্ত হতেন (১ রাজা ১৯:১৬; যাত্রা ২৯:৭; ১ শমূ ৭:১৩), কিন্তু যীশু পবিত্র আত্মায় অভিষিক্ত হয়েছেন (মথি ৩:১৬; মার্ক ১:১০; লূক ৩:২১-২২; যোহন ১:৩২-৩৩)।

**১:১৭ চৌদ্দ ... চৌদ্দ এবং চৌদ্দ পুরুষ।** সংখ্যাটি হয়তো হিব্রু ভাষায় দাযূদ নামের হরফের সংখ্যাগত মানের সঙ্গে সম্পর্কিত। 7

(৪) + ১ (৬) + ৭ (৪) = ১৪।

**১:১৮ বাগদান।** যিহূদীদের বাগদানকালে কোন যৌন সম্পর্ক রাখা যেত না, একে ব্যভিচার হয়েছে বলে ধরা হত। কিন্তু আধুনিক বাগদানের চেয়ে এটি আরও অধিক নিয়মবদ্ধ সম্পর্ক এবং কেবল বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক দেয়ার মাধ্যমে তা ভাঙ্গা যেত (১৯ পদ দেখুন)। দ্বি.বি. ২২:২৪-এ বাগদত্তা স্ত্রীলোককে বলা হয়েছে ‘স্ত্রী’ (২৪ পদ)। এই ভাষা যোষেফ মরিয়মের জন্য ব্যবহার করছেন তাঁদের বিবাহের পূর্বে। বাগদান সাধারণত এক বছরের জন্য হত। এ অবস্থায় উভয়ের যে কেউ অন্যের প্রতি মন দিলে ব্যভিচারের শাস্তি বলে ধরা হত (দ্বি.বি. ২২:২৩-২৭)। যিহূদিয়াতে এরূপ অবস্থায় বিবাহপূর্ব গোপনীয়তার নিয়ম ছিল, তাই তাঁরা আলাদাভাবে একত্রিত হওয়ার সুযোগ পান নি।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

পর তাঁদের সহবাসের আগে জানা গেল, পবিত্র আত্মার শক্তিতে তিনি গর্ভবতী হয়েছেন।<sup>১৯</sup> আর তাঁর স্বামী যোষেফ ধার্মিক ছিলেন বলে তাঁকে সাধারণ লোকদের কাছে নিন্দার পাত্র করতে চাইলেন না। সেজন্য তিনি তাঁকে গোপনে ত্যাগ করবার ইচ্ছা করলেন।<sup>২০</sup> তিনি এসব ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর এক জন দূত স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, যোষেফ, দায়ুদ-সন্তান, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করতে ভয় করো না, কেননা তাঁর গর্ভে যে শিশু জন্মেছেন, তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতেই জন্মেছেন;<sup>২১</sup> আর তিনি পুত্র প্রসব করবেন এবং তুমি তাঁর নাম যীশু [দ্রাণকর্তা] রাখবে; কারণ তিনিই তাঁর লোকদেরকে তাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ করবেন।<sup>২২</sup> এসব ঘটলো, যেন ভাববাদের মধ্য দিয়ে প্রভুর এই যে

[১:১৯] দ্বি:বি ২৪:১। [১:২০] দে: প্রেরি ৫:১৯। [১:২০] দে: মথি ২৭:১৯। [১:২১] দে: লুক ১:৩১। [১:২১] গীত ১৩০:৮; দে: লুক ২:১১; দে: যোহন ৩:১৭; প্রেরি ৫:৩১; দে: রোমী ১১:১৪; তীত ২:১৪। [১:২২] মথি ২:১৫, ১৭, ২৩; ৪:১৪; ৮:১৭; ১২:১৭; ২১:৪; ২৬:৫৪, ৫৬; ২৭:৯; লুক ৪:২১; ২১:২২; ২৪:৪৪; যোহন ১৩:১৮; ১৯:২৪, ২৮, ৩৬।

পবিত্র আত্মার শক্তিতে। যীশু খ্রীষ্টের জন্মে পবিত্র আত্মা মূল কার্যকারী শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন (তুলনা করুন, লুক ১:৩৫)। পুরাতন নিয়মে এমন উপলক্ষ রয়েছে যেখানে ঈশ্বরের বিশেষ হস্তক্ষেপে তাঁর বিশ্বস্তজনদের জন্ম হয়েছে (আদি ১৮:১১-১৪; ১ শমু ১:৪-২০; লুক ১:৫-২৫)। কিন্তু এখানে এবং ২৫ পদে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে যোষেফ মরিয়মের সাথে মিলিত হন নি। যীশু খ্রীষ্টের জন্মদানের কাজে পবিত্র আত্মা ক্রিয়াশীল ছিলেন।

**১:১৯ ধার্মিক।** যিহুদীদের কাছে এর অর্থ, যারা আইন-কানুন পালনে খুব উদগ্রীব।

**গোপনে ত্যাগ করার ইচ্ছা করলেন।** স্ত্রী ত্যাগ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত কাগজপত্রে তিনি সই করবেন, কিন্তু জন-সাধারণের সামনে তার বিচার করাবেন না এবং পাথর মারাবেন না (দ্বি:বি. ২২:২৩-২৪ দেখুন। বাগদানের সময় দু'জন স্বাক্ষর দরকার পড়তো, তবে বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়াও দু'জন স্বাক্ষর উপস্থিতিতে দেওয়া যেত। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে শাস্তি ছিল পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড (দ্বি:বি. ২২:২৩-২৪)। বাগদান এতটাই বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ ছিল যে, কোন মহিলার বাগদত্তা স্বামী মারা গেলে, সে বিধবা বলে গণ্য হত। অন্যদিকে ব্যভিচারে যদি কোন মহিলা অন্তসত্তা হয়, তবে পরে তার অন্য

কোথাও বিয়ে হত না।

**১:২০ স্বপ্নে।** মথির প্রথম দুই অধ্যায়ে শব্দটি পাঁচবার ব্যবহার করা হয়েছে (২:১২-১৩, ১৯, ২২)। ঈশ্বর যোষেফের সঙ্গে কথা বলার জন্য স্বপ্নের মাধ্যমটি বেছে নিয়েছিলেন।

**দায়ুদ-সন্তান।** সম্ভবত এই সম্বোধন প্রত্যাশিত খ্রীষ্ট সম্পর্কে স্বর্গদূতের কোন এক ইঙ্গিত।

**মরিয়মকে গ্রহণ করতে ভয় করো না।** তাঁরা আইনগতভাবে পরস্পরের সাথে আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু এখনও স্বামী ও স্ত্রী হিসেবে একত্রে বাস করছেন না।

**১:২১ যীশু।** আরামীয় ভাষায় “যিহোশূয়” এবং গ্রীক ভাষায় “ইয়েসুস”, হিব্রুতে এর অর্থ “প্রভু পরিত্রাণ করেন।” ইব্রীয় পিতা-মাতারা সন্তানদের অর্থপূর্ণ নাম রাখত। কিন্তু ঈশ্বর নাম রাখলে তার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে বলে ধরতে হবে। যিহুদীরা এই নামের অর্থকে জাতীয় সংস্কার, শত্রু থেকে উদ্ধার ও রোমীয়দের কাছ থেকে রাজ নৈতিক মুক্তির অর্থে বুঝেছিল, কিন্তু যীশু ব্যক্তিগত পাপের বন্ধন থেকে তাঁর লোকদের মুক্ত করতে এসেছেন যেন তারা এর বিচার থেকে মুক্তি পায়।

**১:২২ পূর্ণ হয়।** মথি বারংবার পুরাতন নিয়মের পূর্ণতা লাভের কথা বলছেন (এখানে, ২:১৫, ২৩; ৩:১৫; ৪:১৪; ৫:১৭; ৮:১৭; ১২:১৭; ১৩:১৪, ৩৫; ২১:৪২, ৭:৯), অর্থাৎ

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

বাক্য উপস্থিত হয়েছিল তা পূর্ণ হয়, <sup>২৩</sup> “দেখ, সেই কন্যা গর্ভবতী হবে এবং পুত্র প্রসব করবে, আর তাঁর নাম ইম্মানুয়েল রাখা হবে;” অনুবাদ করলে এই নামের অর্থ, ‘আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর’। <sup>২৪</sup> পরে যোষেফ ঘুম থেকে উঠে প্রভুর দূত তাঁকে যেমন আদেশ করেছিলেন তেমনি করলেন। তিনি মরিয়মকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন। <sup>২৫</sup> আর যে পর্যন্ত মরিয়ম পুত্র প্রসব না করলেন, সেই পর্যন্ত যোষেফ তাঁর সঙ্গে সহবাস করলেন না, আর তিনি পুত্রের নাম যীশু রাখলেন।

[১:২৩] যিশা ৭:১৪; ৮:৮, ১০। [১:২৪] দে: প্রেরি ৫:১৯। [১:২৫] পদ: ২১; দে: লুক ১:৩১।

পুরাতন নিয়মে যে ভবিষ্যদ্বাণী বলা হয়েছে তা নতুন নিয়মের ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। এটি পুস্তকের স্বর্গীয় উৎস বাক্যের পূর্ণতার পক্ষে একটি শক্তিশালী সাক্ষ্য। **১:২৩ সেই কন্যা।** যিশাইয় ৭:১৪ দেখুন। নির্দিষ্ট সময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী মরিয়মের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে (দেখুন যিশা ২০:৩; ৩৭:৩০; তুলনা করুন যিশা ৮:১৮)। মূলত এই উক্তির মধ্য দিয়ে যিশাইয় পুস্তকে বাগদত্তা যুবা স্ত্রীলোককে ইঙ্গিত করা হয়েছে (৮:৩), যিনি যিশাইয় দ্বিতীয় স্ত্রী হবেন (তাঁর প্রথম স্ত্রী শারয়াসূবের জন্মের পর মারা গিয়েছেন বলে ধরা হয়)। আদি ২৪:৪৩-এ একই হিব্রু শব্দ (আলমাহ) বিয়ের যোগ্য যুবতী এ রকম স্ত্রীলোকের বেলায় ব্যবহৃত হত (আরও দেখুন হেদা ৩০:১৯)। মথি ১:২৩ স্পষ্টত যিশাইয়তে উল্লিখিত স্ত্রীলোককে কুমারী মরিয়মের প্রতিচ্ছবি হিসেবে ধরা হয়েছে।

**ইম্মানুয়েল।** “আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর” নামটি রাজা আহসকে প্রত্যাশী করতে ব্যবহৃত হয়েছে যে, ঈশ্বর তাঁর শত্রুদের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে পারেন (দেখুন গণনা ১৪:৯; ২ বংশা ১৩:১২; গীতা ৪৬:৭)। ইম্মানুয়েল আবার যিশা ৮:৮, ১০ পদের ব্যবহৃত হয়েছে এবং এটি

মহের-শালল-হাশ-বস এর আরেকটি নাম হতে পারে (যিশা ৮:৩)। যদি তাই হয়, তাহলে বালকটির নামে পরিপূরক তাৎপর্য রয়েছে। যীশু এই ভবিষ্যদ্বাণীর চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা, কেননা এর পূর্ণ অর্থ হল “আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর” (তুলনা করুন যিশা ৯:৬-৭)। এটি কমপক্ষে ৪৭টি উদ্ধৃতির প্রথমাত্ম, যার বেশিরভাগ খ্রীষ্ট সংক্রান্ত, যা মথি পুরাতন নিয়ম থেকে নিয়েছেন।

**১:২৫ সহবাস করলেন না।** গ্রীক শব্দ ‘গিনসকো’ ও হিব্রুতে ‘ইয়াদা’, যার অর্থ বিবাহিত স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা (আদি ৪:১)। পুরাতন নিয়মের লোকদের মত যোষেফ ঈশ্বরের আহ্বান অনুসারে কাজ করলেন, যা সমস্ত মানবীয় বোধের উর্ধ্বে। তখনকার বিবাহ বলতে চুক্তি, অনুষ্ঠান ও মিলন, এই তিনটি আনুষ্ঠানিকতা বোঝানো হত। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারদ্বয়ের মধ্যে বাগদান অনুষ্ঠানে অর্থেরও লেনদেন হত। যোষেফ প্রথমে আনুষ্ঠানিকভাবে মরিয়মকে বিবাহ করেন, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত দৈহিক মিলন থেকে বিরত ছিলেন। এভাবেই যোষেফ আত্ম-সংযম দেখিয়ে পবিত্রতার অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

### মথি ১ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

অব্রাহাম থেকে শুরু করে যোষেফ পর্যন্ত প্রভু যীশুর বংশ-তালিকা নিয়ে মথি তাঁর সুখবর শুরু করেন। আর যীশুই যে রাজা দায়ূদের বংশধর, তা তিনি এভাবে তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। যিহূদীদেরকে আশ্বস্ত করানোর জন্য এটি হলো প্রাথমিক প্রমাণ সাপেক্ষ বিষয়গুলোর একটি যে, তারা মশীহের জন্য অপেক্ষা করছেন, আর যীশুই হলেন সেই মশীহ (মথি ১:১-১৭; তুলনামূলক উদ্ধৃতি: মথি ২২:৪১-৪২)। তারপর যোষেফের কাছে স্বর্গদূতের ঘোষণা এবং যীশুর জন্ম না হওয়া পর্যন্ত মরিয়মের কুমারীত্বের সুরক্ষা সহকারে প্রভু যীশুর জন্মের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এখানে (মথি ১:১৮-২৫)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— এখানে উল্লেখিত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বংশ-তালিকার সাথে লূকের লেখা সুখবরের বংশ-তালিকার পার্থক্য, কুমারীর গর্ভে প্রভু যীশুর জন্ম এবং মরিয়মের গর্ভে জন্ম নেয়া ছেলেটিকে দেয়া নামের তাৎপর্য।

### মথি ১ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. ১ পদ অনুসারে বংশ-তালিকায় কোন্ দুইজন মূল চরিত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে?
২. কার মধ্য দিয়ে বংশ-তালিকাটি শুরু হয়? কেন আপনি তা মনে করেন? (২ পদ)
৩. সব মিলিয়ে কতগুলো বংশের কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? (১৭ পদ)
৪. কখন জানা গেল যে, মরিয়ম গর্ভবতী? (১৮ পদ)
৫. মরিয়মের গর্ভবতী হওয়ার খবর শুনে যোষেফের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কি ছিল? (১৯ পদ)
৬. কি কারণে যোষেফের মন পরিবর্তিত হয়েছিল? (২০ পদ)
৭. ২১ পদ অনুসারে কেন শিশুটির নাম “যীশু” রাখা হবে?
৮. কেন এইসব ঘটেছিল? (২২, ২৩ পদ)
৯. “ইম্মানুয়েল” শব্দের অর্থ কি? (২৩ পদ)

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

### যীশু খ্রীষ্টের খোঁজে পণ্ডিতেরা

২<sup>১</sup> রাজা হেরোদের সময়ে যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে যীশুর জন্ম হলে পর, দেখ, পূর্ব দেশ থেকে কয়েক জন পণ্ডিত যিরূশালেমে এসে বললেন, <sup>২</sup> যিহূদীদের যে রাজা জন্মেছেন, তিনি কোথায়? কারণ আমরা পূর্বদেশে আকাশে তাঁর তারা দেখেছি ও তাঁকে প্রণিপাত

[২:১] লুক ২:৪-৭। [২:১] লুক ১:৫। [২:২] যির ২৩:৫; মথি ২৭:১১; মার্ক ১৫:২; লুক ২৩:৩৮; যোহন ১:৪৯; ১৮:৩৩-৩৭। [২:২] গণনা ২৪:১৭।

২:১ রাজা হেরোদ। মহান হেরোদ। গুরুরূপ পূর্ণ তথ্য কনিকায় হেরোদের বিষয়টি দেখুন।

যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে। যিরূশালেম থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি গ্রাম। মথি নাসরতের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছুই বলেন নি (লুক ১:২৬-৫৬ তুলনা করুন)। সম্ভবত তিনি যীশু খ্রীষ্ট যে দায়ূদের বংশধর সেই পটভূমির উপর জোর দিয়েছেন, তাই দায়ূদ নগরে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা দিয়ে তিনি শুরু করেন। এটিকে বলা হচ্ছে “যিহূদিয়ার বৈৎলেহম,” যা নাসরত থেকে প্রায় সাত মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। যীশু এমনই একটি গোষ্ঠী ও অঞ্চল থেকে এসেছেন যেখানে রাজা দায়ূদের বংশ বিস্তার লাভ করেছে। খ্রীষ্ট বৈৎলেহমে জন্ম নেবেন বলে যিহূদীরা আশা করেছিল এবং তা দায়ূদের বংশ থেকে হবে, যোহন ৭:৪২ থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

যিরূশালেম। যেহেতু পণ্ডিতেরা “যিহূদীদের রাজার” খোঁজ করছিলেন (২ পদ), সে কারণে তারা স্বাভাবিকভাবেই যিহূদী রাজধানী শহরে এসেছিলেন। মহান হেরোদ ৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মার্চে মারা যান, একইভাবে যীশু খ্রীষ্ট ৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ১ খ্রীষ্টাব্দে নয়। রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ৭০৮তম বছরে (৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) আগস্ত কৈসার জুলিয়ান ক্যালেন্ডার প্রচলন করেন, যাতে জানুয়ারির ১ তারিখকে বছরের শুরু হিসেবে ধরা হত। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দী না আসা পর্যন্ত রোমে বসবাসকারী এক স্কুথীয় সন্ন্যাসী *দিওনিসিও এক্সিগুস* যীশু খ্রীষ্টের জন্মের সময় থেকে ক্যালেন্ডার গণনা করে এসেছেন। পরে এটি ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে *সিনেট অব হুইটবি* কর্তৃক গৃহীত হয়

এবং সার্বজনীন স্বীকৃতি পায়। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে ১৩তম পোপ গ্রেগরি জুলিয়ান ক্যালেন্ডার সংস্কার করেন। এ সব কিছু বিবেচনায় যীশু খ্রীষ্টের জন্ম ৬-৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ধরা সমীচীন।

পণ্ডিত। জ্যোতিষী; গ্রীক ভাষায় *মেগয়*, এর অর্থ তারকারাজি অধ্যয়নে দক্ষ ব্যক্তি। তারা কেবল তিনজন ছিলেন বা তারা যে রাজা ছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। সম্ভবত এরা পারস্য বা দক্ষিণ আরব থেকে এসেছিলেন, যার উভয়ের অবস্থান ইস্রায়েল দেশের পূর্ব দিকে।

২:২ যিহূদীদের রাজা। যীশু খ্রীষ্টের রাজকীয়তা এখন থেকে ঠিক ত্রুশ পর্যন্ত প্রতিটি সুসমাচার জুড়ে প্রতীয়মান হবে (২৭:১১, ১৯, ৩৭)। আগস্ত কৈসার যিনি ‘ত্রাণকর্তা’ ও ‘প্রভু’ উপাধি দাবী করেছিলেন, কিন্তু লুক যীশু-ই যে, প্রভু ও ত্রাণকর্তা (লুক ২:১-১১) তা প্রকাশ করেছেন। উপাধিটিকে হেরোদ যিহূদীদের মত ভুল বুঝেছিলেন এবং আতঙ্কিত হয়েছিলেন; পীলাতও ভয় পেয়েছিলেন (২৭:১১-১৪)। এটি নির্দেশ করে যে, পণ্ডিতগণ যিহূদী জাতির লোক ছিলেন না। মথি এখানে দেখাচ্ছেন যে, সর্বজাতির মানুষ যীশু খ্রীষ্টকে “যিহূদীদের রাজা” বলে স্বীকার করেছিলেন এবং প্রভু হিসেবে তাঁর উপাসনা করতে এসেছিলেন।

তারা। সম্ভবত কোন সাধারণ তারা নয়, গ্রহ বা ধূমকেতু নয়, যদিও কোন কোন পণ্ডিত এটিকে বৃহস্পতি ও শনির সঙ্গে তুলনা করেছেন। অনেক যিহূদী বিশ্বাস করতে যে, নক্ষত্রের গতিবিধি থেকে সঠিকভাবে ভবিষ্যৎ বলতে পারা যায়। এসব পণ্ডিতরা পৌত্তলিক হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বর নিজেকে তাদের মাঝে প্রকাশ করার



## মথি লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

করতে এসেছি। <sup>৩</sup> এই কথা শুনে রাজা হেরোদ অস্থির হয়ে উঠলেন ও তাঁর সঙ্গে যিরূশালেমের সমস্ত লোকেরাও অস্থির হয়ে উঠলো। <sup>৪</sup> আর তিনি সমস্ত প্রধান পুরোহিত ও লোকসাধারণের ধর্ম-শিক্ষকদেরকে একত্র করে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, খ্রীষ্ট কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন? <sup>৫</sup> তাঁরা তাঁকে বললেন, যিহূদিয়ার বৈথলেহমে, কেননা ভাববাদীর মধ্য দিয়ে এই কথা লেখা হয়েছে,

<sup>৬</sup> “আর তুমি, হে যিহূদা দেশের বৈথলেহম,  
তুমি যিহূদার শাসনকর্তাদের মধ্যে কোন মতে ক্ষুদ্রতম নও,  
কারণ তোমা থেকে সেই শাসনকর্তা উৎপন্ন হবেন,  
যিনি আমার লোক ইস্রায়েলকে পালন করবেন।”

<sup>৭</sup> তখন হেরোদ সেই পণ্ডিতদেরকে গোপনে ডেকে, ঐ তারা কোন সময়ে দেখা গিয়েছিল, তা তাঁদের কাছ থেকে বিশেষ করে জেনে নিলেন। <sup>৮</sup> পরে তিনি তাঁদেরকে বৈথলেহমে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা গিয়ে বিশেষ করে সেই শিশুর খোঁজ কর; দেখা পেলে পর আমাকে সংবাদ দিও, যেন আমিও গিয়ে তাঁকে প্রণিপাত করতে পারি। <sup>৯</sup> রাজার

[২:৫] যোহন ৭:৪২। [২:৬] ২শমূ ৫:২; মীখা ৫:২।

পরিকল্পনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, তারা বা উস্কা খসে পড়াকে পণ্ডিতরা শাসনকর্তার পতন হিসেবে ব্যাখ্যা করতেন।

**২:৩ উদ্ভিগ্ন হলেন।** অনেক শাসনকর্তা তারকারাজির চিহ্ন দ্বারা তাদের মৃত্যু বা রাজ্য হস্তান্তর হবে মনে করে ভয় পেতেন। যেমন রোম সম্রাট নীরো অনেক অভিজাত ব্যক্তিকে এই আশংকায় হত্যা করেছিলেন যে, তাদের মৃত্যু এক উস্কার পূর্বাভাসকে পূর্ণ করবে। যিরূশালেম ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র, তাই সম্ভবত পণ্ডিতরা এমনভাবে এসেছিলেন যে, পুরো নগর তাদেরকে লক্ষ্য করেছিল। রাজা হেরোদের শাসনে অনেকেই অসন্তুষ্ট ছিল এবং হেরোদও পণ্ডিতদের কথাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

**২:৪ প্রধান পুরোহিত।** সদূকী (৩:৭-এর নোট দেখুন), যারা যিরূশালেমের মন্দিরে উপাসনা পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল।

**ধর্ম-শিক্ষক।** সেই সময়কার যিহূদী পণ্ডিত, যারা পেশাগতভাবে পুরাতন নিয়মের আইন-কানূনের উন্নয়ন, শিক্ষা দান ও প্রয়োগের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল (২ শমূ ৮:১৭; ২০:২৫; ১

রাজা ৪:৩; যির ৮:৮; ৩৬:১০,১২,২৬)। তারা পুরাতন নিয়মের প্রতিটি বর্ণের প্রতি যত্নবান ছিল।

**২:৫ কেননা ভাববাদীর মধ্য দিয়ে এই কথা লেখা হয়েছে।** মীখা ভাববাদী এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৭০০ বছর আগে করা হয়েছিল (মীখা ৫:২)। মথি এই উক্তিটির প্রথমার্শ ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, অন্যান্য নগরের তুলনায় বৈথলেহম ক্ষুদ্রতম ছিল, কিন্তু এখন এটি আর ক্ষুদ্র নয়। বেশিরভাগ যিহূদী পুরোহিত ও ধর্ম-শিক্ষকগণ পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পূর্ণতা আক্ষরিক অর্থে ঘটবে বলে বিশ্বাস করতো। সেজন্য তারা বিশ্বাস করতো যে, ৭০০ বছর আগে মীখা ভাববাদী যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেভাবে খ্রীষ্ট বৈথলেহমে জন্মগ্রহণ করবেন (মীখা ৫:২)। কিন্তু আশ্চর্য হলেও এটি সত্যি যে, যীশু খ্রীষ্ট যখন জন্মগ্রহণ করলেন তখন এই নেতারা এই তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে উঠলো। যে খ্রীষ্টের জন্য তারা যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করে ছিল তিনি যখন আসলেন তখন তারা তাঁকে গ্রহণ করলো না।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

কথা শুনে তাঁরা প্রস্থান করলেন, আর দেখ পূর্বদেশে তাঁরা যে তারা দেখেছিলেন, তা তাঁদের আগে আগে চললো, শেষে যেখানে শিশুটি ছিলেন তার উপরে এসে স্থগিত হয়ে রইলো।<sup>১০</sup> তারাটি দেখতে পেয়ে তাঁরা মহানন্দে অতিশয় আনন্দিত হলেন।<sup>১১</sup> পরে তাঁরা বাড়ির মধ্যে গিয়ে শিশুটিকে তাঁর মা মরিয়মের সঙ্গে দেখতে পেলেন ও ভূমি হয়ে তাঁকে প্রণিপাত করলেন এবং তাঁদের ধনকোষ খুলে তাঁকে সোনা, কুন্দুর ও গন্ধরস উপহার দিলেন।

[২:১১] যিশা ৬০:৩। [২:১১] গীত ৭২:১০।

২:৯ তাঁরা যে তারা দেখেছিলেন, তা তাঁদের আগে আগে চললো। তারাটি পৃথিবীর খুবই কাছাকাছি ছিল, কারণ বৈৎলেহম যিরূশালেমের এত কাছে যে, তারাটির অবস্থান ভূমি থেকে ১ মাইলের উপরে হলেই গন্তব্য ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ঈশ্বর কীভাবে তাঁর লোকদের প্রান্তরে আশ্রয় ও মেঘ দিয়ে পরিচালনা করেছিলেন, তা এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয় (যোহা ১৩:২১-২২)।

২:১১ বাড়ির মধ্যে। প্রচলিত রীতির বিপরীতে পণ্ডিতগণ মেসপালকদের মত যীশু খ্রীষ্টের জন্মের রাত্রিতে যাবপাত্র দেখতে যান নি। তারা কয়েক মাস পরে এসেছিলেন এবং তাঁর “বাড়ির মধ্যে” “শিশু” হিসেবে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন।

শিশুটিকে তাঁর মা মরিয়মের সঙ্গে। প্রত্যেক সময় যখন শিশু যীশু ও তাঁর মাকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, যীশুকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে (১১, ১৩-১৪, ২০-২১ পদ)। “শিশু” শব্দটির উল্লেখ তুলে ধরে যে, ইতোমধ্যে কয়েক মাস কেটে গেছে। সম্ভবত পণ্ডিতগণ তারা দেখে প্রথমে হেরোদকে বলেছিলেন। এজন্য দু’বছরের নিচে শিশুদেরকে হেরোদের আদেশে হত্যা করা (১৬ পদ) দেখায় যে, যীশু খ্রীষ্টের জন্ম ও এ পদের ঘটনার মধ্যে কয়েক মাস ব্যবধান রয়েছে।

তাঁকে প্রণাম করলেন। যদিও “আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর” এর ধারণা তাদের মধ্যে ছিল না তবুও তারা তাদের রীতি অনুসারে শিশু যীশুকে প্রণাম করেছিলেন। গীত ৭২:১০; যিশা ৪৯:৭; ৬০:১০ এর পটভূমি কিছু কিছু তাৎপর্য নিয়ে আসে যা পরবর্তীতে উপহারের সাথে সংযুক্ত

করা হয়েছে এবং তা ব্যাখ্যা করে কেন পণ্ডিতগণ তাঁকে রাজা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

সোনা, কুন্দুর ও গন্ধরস। সম্ভবত এই তিনটি উপহার প্রচলিত লোককথার জন্ম দিয়েছে যে, তিন জন “জ্ঞানী ব্যক্তি” এসেছিলেন। কিন্তু পবিত্র বাইবেলে পণ্ডিতদের সংখ্যা বলা হয় নি। এ তিনটি উপহারের ব্যাখ্যা হচ্ছে:

- ♦ যীশু খ্রীষ্টের রাজত্ব, যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও যীশু খ্রীষ্টের প্রেম (অরিগেন: মণ্ডলীর একজন পিতা)।
- ♦ যীশু খ্রীষ্টের রাজত্ব, পৌরহিত্য ও মৃত্যু (ক্যালভিন: সংস্কারক)।
- ♦ যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ, প্রার্থনা ও পবিত্রতা (গ্রোশিয়াস)।
- ♦ যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাস, প্রার্থনা ও মৃত্যু (অন্যান্যরা)।
- ♦ যীশু খ্রীষ্টের রাজত্ব, ঈশ্বরত্ব ও মানবিকত্ব। (সাং গুন লী: কোরিয়ান ধর্মতত্ত্ববিদ)।

গন্ধরস। আদি ৩৭:২৫ দেখুন। সম্ভবত এক ধরনের গোলাপের পাপড়ি থেকে নেয়া সৌরভজনক নির্বাস (দেখুন গীত ৪৫:৮; হিতো ৭:১৭)। এর তেল সৌন্দর্য্য চর্চায় ব্যবহৃত হত (দেখুন ইষ্টের ২:১২), মাঝে মাঝে আঙ্গুর-রসের সাথে মিশিয়ে ব্যথা উপশম করবার জন্য পান করা হত (দেখুন মার্ক ১৫:২৩)। রাজার জন্য উপযুক্ত উপহাররূপে, যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পরে গন্ধরস তাঁর কাছে আনা হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর দেহে মাখানো হয়েছিল (যোহান ১৯:৩৯-৪০)।

সোনা। সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু।

কুন্দুর। এক ধরনের আরবীয় গাছ থেকে তৈরি

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

<sup>১২</sup> পরে তাঁরা স্বপ্নে আদেশ পেলেন যেন হেরোদের কাছে ফিরে না যান, তখন অন্য পথ দিয়ে তাঁরা নিজেদের দেশে চলে গেলেন।

### শিশু যীশুকে নিয়ে মিসরে চলে যাওয়া

<sup>১৩</sup> তাঁরা চলে গেলে পর, দেখ, প্রভুর এক জন দূত স্বপ্নে যোষেফকে দর্শন দিয়ে বললেন, উঠ, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে নিয়ে মিসরে পালিয়ে যাও; আর আমি যতদিন তোমাকে না বলি, তত দিন সেখানে থাক; কেননা হেরোদ শিশুটিকে হত্যা করার জন্য তাঁর খোঁজ করবে। <sup>১৪</sup> তখন যোষেফ উঠে সেই রাতেই শিশুটিকে ও তাঁর মাকে নিয়ে মিসরে চলে গেলেন; <sup>১৫</sup> এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে থাকলেন। এটা ঘটলো যেন ভাববাদীর মধ্য দিয়ে উপস্থিত হওয়া প্রভুর এই বাক্য পূর্ণ হয়,

“আমি মিসর থেকে আপন পুত্রকে ডেকে আনলাম”।

### রাজা হেরোদ শিশুদের হত্যা করান

<sup>১৬</sup> পরে হেরোদ যখন দেখলেন যে, তিনি পণ্ডিতদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন, তখন মহা ক্রুদ্ধ হলেন এবং সেই পণ্ডিতদের কাছে বিশেষ করে যে সময় জেনে নিয়েছিলেন, সেই অনুসারে দু'বছর ও তার অল্প বয়সের যত বালক বৈথলেহম ও তার সমস্ত পরিসীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠিয়ে তাদের সকলকে হত্যা করালেন। <sup>১৭</sup> তখন যিরমিয় ভাববাদীর মধ্য

---

[২:১২] ইব্রী ১১:৭। [২:১২] পদ: ১৩, ১৯, ২২; দে: মথি ২৭:১৯। [২:১৩] দে: প্রেরি ৫:১৯। [২:১৩] পদ: ১২, ১৯, ২২; দে: মথি ২৭:১৯। [২:১৩] প্রকা ১২:৪। [২:১৫] পদ: ১৭, ২৩; দে: মথি ১:২২। [২:১৫] যাত্রা ৪:২২, ২৩; হোশেয় ১১:১। [২:১৭] পদ: ১৫, ২৩; দে: মথি ১:২২।

---

নির্যাস।

**২:১২ অন্য পথ।** সিরিয়া যেতে বৈথলেহমের উত্তরে যিরুশালেমে গিয়ে আবার পূর্ব দিকে যেতে হত। কিন্তু যিরুশালেমে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তাই সম্ভবত তারা আরও দক্ষিণে হিব্রোনে যাত্রা করেছিলেন, তারপর গাজার উপকূলের দিকে গিয়েছিলেন, যেখান থেকে আরেকটি রাস্তা ধরে উত্তর দিকে নাসরত হয়ে কফরনাহুমে ও পরে দামেস্কে পৌঁছেছিলেন।

**২:১৩-১৪ মিসরে পলায়ন।** উত্তর মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় বহু সংখ্যক যিহুদী সমাজ ছিল, যাতে আনুমানিক ১০ লক্ষ যিহুদীর বসতি ছিল। মিশর অতীতেও ইস্রায়েলীয়দের আশ্রয়স্থান হিসেবে কাজ করেছে (১ রাজা ১১:৪০; যির ২৬:২১)।

**২:১৫ হেরোদের মৃত্যু।** ৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। “আমি মিশর থেকে আপন পুত্রকে ডেকে আনলাম”। মূলত হোশেয় ১১:১ পদের এই

উদ্ধৃতি মোশির সময়ে মিশর থেকে ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বরের আহ্বানকে বুঝায়। কিন্তু পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় মথি এটি যীশু খ্রীষ্টের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করছেন। তিনি যীশু খ্রীষ্টের জীবনে (ঈশ্বরের অতুলনীয় পুত্র) ইস্রায়েলের (ঈশ্বরের সন্তানেরা) ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখছেন। ঠিক যেভাবে ইস্রায়েল এক শিশু জাতিরূপে মিশরে গিয়েছিল, একইভাবে শিশু যীশু সেখানে গেলেন। যীশু ও তাঁর পিতা-মাতা কত দিন মিশরে ছিলেন তা জানা যায় না।

**২:১৬ দু'বছর ও তার অল্প বয়সের ... হত্যা করালেন।** যত সংখ্যককে হত্যা করা হয়েছিল, তা প্রায়শ অতিরঞ্জিত করে হাজার হাজার বলে ধরা হয়। বৈথলেহমের মত এত ছোট একটি গ্রামে এর সংখ্যা সম্ভবত এত বেশি হবে না, যদিও কাজটি অবশ্যই কম পাশবিক ছিল না।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

দিয়ে উপস্থিত হওয়া প্রভুর এই বাক্য পূর্ণ হল,

<sup>১৮</sup> “রামায় শব্দ শোনা যাচ্ছে,

হাহাকার ও ভীষণ কান্নাকাটি;

রাহেল তার সন্তানদের জন্য কাঁদছেন,

সান্ত্বনা পেতে চান না, কেননা তারা আর নেই।”

শিশু যীশুকে নিয়ে মিসর থেকে ফিরে আসা

<sup>১৯</sup> হেরোদের মৃত্যু হলে পর, দেখ, প্রভুর এক জন দূত মিসরে যোষেফকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন, <sup>২০</sup> উঠ, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে যাও; কারণ যারা শিশুটির প্রাণ-নাশের চেষ্টা করেছিল, তারা মারা গেছে। <sup>২১</sup> তাতে তিনি উঠে শিশুটিকে ও তাঁর মাকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে আসলেন। <sup>২২</sup> কিন্তু যখন তিনি শুনতে পেলেন যে, আর্থিলায় তার পিতা হেরোদের পদে যিহূদিয়াতে রাজত্ব করছেন তখন সেখানে যেতে ভয় পেলেন। পরে স্বপ্নে আদেশ পেয়ে তাঁরা গালীল প্রদেশে চলে গেলেন। <sup>২৩</sup> তাঁরা নাসরত নামক নগরে গিয়ে বাস করতে লাগলেন, যেন ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে উপস্থিত হওয়া এই বাক্য পূর্ণ হয় যে, তিনি নাসরতীয় বলে আখ্যাত হবেন।

[২:১৮] আদি ৩৫:১৯। [২:১৮] যির ৩১:১৫। [২:১৯] দে: প্রেরি ৫:১৯। [২:১৯] পদ: ১২, ১৩, ২২; দে: মথি ২৭:১৯। [২:২০] যাত্রা ৪:১৯। [২:২২] পদ: ১২, ১৩, ১৯; দে: মথি ২৭:১৯। [২:২২] লূক ২:৩৯। [২:২৩] মার্ক ১:৯; ৬:১; দে:

২:১৮ এটি ভাববাদী যিরমিয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা, যির ৩১:১৫।

রামা। যিরূশালেমের প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এটি সেই শহরগুলোর একটি যার মধ্য দিয়ে যিরূশালেমের লোকেরা বাবিলে তাদের নির্বাসনে গিয়েছিল (দেখুন যিশা ৪০:১; তুলনা করুন যিশা ১০:২৯; হোশেয় ৫:৮)।

রাহেল। যাকোবের প্রিয় স্ত্রী (দেখুন আদি ২৯:৩০) এবং ইফোয়িম মণ্ডলশির মাতামহী (দেখুন আদি ৩০:২২-২৪; ৪৮:১-২), এই দুই গোষ্ঠী উত্তর রাজ্যের সবচেয়ে প্রধান ও শক্তিশালী গোষ্ঠী ছিল। সম্ভবত তিনি ইফ্রাখার পথে (অর্থাৎ বৈৎলেহমে) মারা যান (আদি ৩৫:১৯; তুলনা করুন আদি ৪৮:৭)।

২:২২ আর্থিলায়। মহান হেরোদের পুত্র; তিনি যিহূদিয়া ও শমরিয়াতে মাত্র দশ বছর শাসন চালিয়েছিলেন (খ্রীষ্টপূর্ব ৪-৬ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি অস্বাভাবিক নির্ভর এবং অত্যাচারী ছিলেন এবং সে কারণেই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে যিহূদিয়া রোমীয় প্রদেশে রূপান্তরিত হয়, যা সম্রাট কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শাসক কর্তৃক

পরিচালিত হতে থাকে।

গালীল। যীশু খ্রীষ্টের সময় ইস্রায়েল দেশের উত্তর অংশ।

২:২৩ নাসরত। একটি উল্লেখযোগ্য শহর, যদিও পুরাতন নিয়মের কোথাও এটি উল্লিখিত হয়নি। এটি যীশু খ্রীষ্টের নিজের শহর (১৩:৫৪-৫৭; লূক ২:৩৯; ৪:১৬-২৪; যোহন ১:৪৫-৪৬)।

তিনি নাসরতীয় বলে আখ্যাত হবেন। ঠিক এ ধরনের কথা পুরাতন নিয়মে পাওয়া যায় না, তবে সম্ভবত পুরাতন নিয়মের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, খ্রীষ্টকে অবজ্ঞাত হতে হবে (গীত ২২:৬; যিশা ৫৩:৩)। যীশু খ্রীষ্টের সময়ে “নাসরত” প্রথাগতভাবে “অবজ্ঞাত হওয়ার” এক সমার্থক শব্দ (যোহন ১:৪৫-৪৬)। কেউ কেউ মনে করেন, যীশুকে “নাসরতীয়” বলার মধ্য দিয়ে মথি প্রাথমিকভাবে “শাখা” (হিব্রু *নেছের*) শব্দটি বুঝাচ্ছেন, যা যিশা ১১:১ পদে রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণসাপেক্ষে দেখা যায় যে, যিহূদিয়া ও বৈৎলেহম থেকে অনেক লোক

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

১:২৪; লুক ১:২৬; ২:৩৯, ৫১; ৪:১৬, ২৩; যোহন ১:৪৫, ৪৬। [২:২৩] পদ: ১৫, ১৭; দে: মথি ১:২২। [২:২৩] দে: মার্ক ১:২৪

নাসরতে বসবাস করতে গিয়েছিল। হয়তো করতেন (তুলনা করুন, লুক ২:৪)।  
সেখানে যোষেফের কোন বন্ধু বা আত্মীয় বাস

### মথি ২ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

লূকের মত করে মথি কেবল প্রভু যীশুর জন্ম দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীকেই তাঁর সুখবরে উল্লেখ করেন নি। বরং, শিশু যীশুকে ঐ সব পণ্ডিতদের দেখতে আসার ঘটনাকেও বর্ণনা করেন, যারা তাঁকে খুঁজে পেতে এবং প্রণাম জানাতে একটি উজ্জ্বল তারাকে অনুসরণ করেছিলেন (মথি ২:১-১২)। এরপর যখন এক জন স্বর্গদূত স্বপ্নে যোষেফকে সতর্ক করেন, তখন তিনি মরিয়ম ও যীশুকে নিয়ে মিশর দেশে চলে যান যেন শিশুদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ রাজা হেরোদের পরিচালিত হত্যাকাণ্ডের হাত থেকে শিশু যীশু রক্ষা পেতে পারেন (মথি ২:১৩-১৮)। আর রাজা হেরোদের মৃত্যুর পরে, স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য যোষেফ ও তাঁর পরিবার নাসরত গ্রামে ফিরে আসেন (মথি ২:১৯-২৩)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— শিশু যীশুকে পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের দেখতে আসার ঘটনার বিশদ বিবরণ, প্রভু যীশুর জন্মের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ঘটনার বিপরীতমুখী কল্পকাহিনী, এই অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

### মথি ২ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. কারা যীশুকে দেখতে এসেছিলেন? কেন? (১,২ পদ)
২. পণ্ডিতগণ যীশুকে দেখতে আসার ফলে পুরাতন নিয়মের কোন ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হলো? (যিশাইয় ৬০:৩ পদ দেখুন)
৩. কেন পণ্ডিতগণ যীশুকে প্রণাম করলেন? (ফিলিপীয় ২:৯,১০ পদ দেখুন)
৪. পণ্ডিতগণের এভাবে চলে যাওয়াটা হেরোদ রাজার উপর কেমন প্রভাব ফেলেছিল? তিনি কি করেছিলেন? (৩,৪ পদ)
৫. কেন পুরোহিতেরা বলেছিলেন যে, খ্রীষ্ট বৈতলেহমে জন্মগ্রহণ করবেন? (৫,৬ পদ)
৬. হেরোদ রাজা পণ্ডিতদের কি বলেছিলেন? তারা কি করেছিলেন? (৭-১০ পদ)
৭. পণ্ডিতগণ যীশুকে খুঁজে পেয়ে কি করলেন? (১১ পদ)
৮. তারা কেন রাজা হেরোদের কাছে ফিরে গেলেন না? (১২ পদ)
৯. যোষেফ ও তার পরিবার কিভাবে রাজা হেরোদের ক্রোধ থেকে রক্ষা পেল? (১৩-১৫ পদ)

### মথি লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

১০. পণ্ডিতগণ ফিরে আসার পর বৈথলেহমে কি ঘটনা ঘটলো? (১৬-১৮ পদ)
১১. যীশু যেমন ব্যবহার পেয়েছিলেন, তাঁর শিষ্যদের কি তার চেয়ে ভাল ব্যবহার আশা করা উচিত? (যোহন ১৫:২০ পদ)
১২. মিশরে সদাপ্রভুর দূত যোষেফকে কি বলেছিলেন? (১৯,২০ পদ)
১৩. মিশর থেকে ফিরে আসার ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (২১-২৩ পদ)

### বাস্তিস্মদাতা যোহনের প্রচার

৩<sup>১</sup> সেই সময়ে বাস্তিস্মদাতা যোহন উপস্থিত হয়ে যিহূদিয়ার মরুভূমিতে প্রচার করতে লাগলেন; <sup>২</sup> তিনি বললেন, ‘মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হল।’ <sup>৩</sup> ইনিই সেই ব্যক্তি, যার বিষয়ে ভাববাদী যিশাইয় বলেছিলেন,  
“মরুভূমিতে এক জনের কণ্ঠস্বর,  
সে ঘোষণা করছে,

[৩:১] পদ: ১৩, ১৪; মথি ৯:১৪; ১১:২-১৪; ১৪:১-১২; লুক ১:১৩, ৫৭-৬৬; ৩:২-১৯; প্রেরি ১৯:৩, ৪। [৩:২] দানি ৭:১৪; মথি ৪:১৭; ৬:১০; ৭:২১; দে: ২৫:৩৪; লুক ১১:২০; ১৭:২০, ২১; ১৯:১১; ২১:৩১; যোহন ৩:৩, ৫; প্রেরি ১:৩, ৬। [৩:৩] যিশা ৪০:৩; মালা ৩:১; লুক ১:৭৬; যোহন ১:২৩।

৩:১ বাস্তিস্মদাতা যোহন। যীশু খ্রীষ্টের অগ্রদূত, যিনি পুরোহিত সখরিয় ও তাঁর স্ত্রী ইলিশাবেতের ঘরে ৭-৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (লুক ১:৫-৮০ দেখুন)।

যিহূদিয়ার মরুভূমিতে। এ অঞ্চল যিরূশালেম বৈথলেহম মালভূমি থেকে প্রায় বিশ মাইল পর্যন্ত যর্দন নদী ও মরু-সাগর অবধি বিস্তৃত, সম্ভবত এই অঞ্চলেই বাস্তিস্মদাতা যোহন বসবাস করতেন (লুক ১:৮০ তুলনা করুন)।

৩:২ মন ফিরাও। একজন লোকের জীবনে সম্পূর্ণভাবে দ্রুত পরিবর্তন আনা।

স্বর্গ-রাজ্য। এই শব্দগুচ্ছটি কেবল মথিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তকে এটি ৩৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য দিকে মার্ক ও লুক “ঈশ্বরের-রাজ্য,” শব্দগুচ্ছটি ব্যবহার করেছেন। স্বর্গ-রাজ্য অর্থ ঈশ্বরের শাসন এবং এর বর্তমান বাস্তবতা ও ভবিষ্যত আশা। ঈশ্বরের-রাজ্যের ধারণা যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষাদানের কেন্দ্রীয় বিষয়। মথিতে স্বর্গ-রাজ্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

- ♦ স্বর্গ-রাজ্য “সন্নিকট” (৪:১৭), এই রাজ্যের রাজার অগ্রদূত হচ্ছেন বাস্তিস্মদাতা যোহন (৩:১);

- ♦ বর্তমান যুগে পূর্ণতা পাচ্ছে, সাতটি “নিগূঢ়তত্ত্বে” এটি উপস্থাপিত (১৩ অধ্যায়), প্রভুর প্রথম ও দ্বিতীয় আগমনের মাঝামাঝি সময়ে পৃথিবীর উপরে স্বর্গীয় শাসনের প্রকাশ;

- ♦ যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমানে পূর্ণতা লাভ করবে, ভাববাদী দানিয়াল কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণীকৃত (দানি ২:৩৪-৩৬, ৪৪-৪৫) ভবিষ্যৎ সহস্রাব্দে (২ শমূ ৭:১২-১৬; সখ ১২:৮)। এই সহস্রাব্দ ভবিষ্যতে যীশু খ্রীষ্টের মহিমাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে (মথি ২৪:২৯-২৫:৪৬; প্রেরিত ১৫:১৪-১৭)।

৩:৩ ভাববাদী যিশাইয় বলেছিলেন। তিনটি সিনপটিক (সাদৃশ্যমূলক) সুসমাচারের সবক’টি যিশাইয় ৪০:৩-এর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছে।

তাঁর রাজপথ সকল সরল কর। “প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর”—এর সমভাব বিশিষ্ট (লুক ৩:৪ -এর নোট দেখুন)। নতুন যাত্রা সম্পর্কে যিশাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী দেখা হচ্ছে। সেই সময় ঈশ্বর সমস্ত জাতির মধ্য থেকে যিহূদীদেরকে বের করে যিরূশালেমের দিকে নিয়ে আসবেন।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর,

তাঁর রাজপথগুলো সরল কর।”

<sup>৪</sup> যোহন উটের লোমের কাপড় পরতেন ও তাঁর কোমরে চামড়ার কোমরবন্ধনী পরতেন; পঙ্গপাল ও বনমধু তাঁর খাদ্য ছিল। <sup>৫</sup> তখন যিরূশালেম, সমস্ত যিহূদিয়া এবং যর্দনের নিকটবর্তী সমস্ত অঞ্চলের লোক বের হয়ে তাঁর কাছে যেতে লাগল। <sup>৬</sup> তারা নিজ নিজ পাপ স্বীকার করে যর্দন নদীতে তাঁর দ্বারা বাপ্তিস্ম নিতে লাগল।

<sup>৭</sup> কিন্তু অনেক ফরীশী ও সদ্দুকী বাপ্তিস্ম নেবার জন্য আসছে দেখে তিনি তাদেরকে বললেন, হে সাপের বংশধরেরা, আগামী ক্রোধ থেকে পালিয়ে যেতে তোমাদেরকে কে চেতনা দিল? <sup>৮</sup> অতএব মন পরিবর্তনের উপযোগী ফলে ফলবান হও। <sup>৯</sup> আর ভেবো না যে, তোমরা মনে মনে বলতে পার, অব্রাহাম আমাদের পিতা; কেননা আমি তোমাদেরকে বলছি, ঈশ্বর এসব পাথর থেকে অব্রাহামের জন্য সন্তান উৎপন্ন করতে পারেন। <sup>১০</sup> আর এখনই

[৩:৪] দে: মথি ৩:১। [৩:৪] ২রাজা ১:৮। [৩:৪] লেবী ১১:২২। [৩:৬] পদ: ১১; দে: মার্ক ১:৪। [৩:৭] মথি ১২:৩৪; ২৩:৩৩। [৩:৭] দে: রোমী ১:১৮। [৩:৮] প্রেরি ২৬:২০। [৩:৯] দে: লূক ৩:৮। [৩:১০] মথি ৭:১৯; লূক ৩:৯; ১৩:৬-৯; যোহন ১৫:২, ৬।

প্রাচীনকালে রাজাদের, বিশেষভাবে প্রাচ্যের রাজাদের জন্য সকল পথ সংস্কার ও মেরামত করা হত। এ অংশে বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে পথ প্রস্তুতকারী বলা হচ্ছে আত্মিক রাজার আগমনের পথ প্রস্তুতকারী হিসেবে।

**৩:৪ পঙ্গপাল ও বনমধু।** তৎকালীন যিহূদিয়া অশুচি খাবার এড়িয়ে চলতো, তবে তারা মধু খেত। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাপড়-চোপড় ভাববাদী এলিয়ের মত ছিল (২ রাজা ১:৮)। প্রান্তরে বাসকারী লোকের পক্ষে পোকামাকড় খাওয়াতে কোন দ্বিধা নেই এবং পঙ্গপাল শুচি খাদ্যের মধ্যে গণ্য ছিল (লেবীয় ১১:২১-২২)।

**৩:৬ যর্দন নদী।** মার্ক ১:৫-এর নোট দেখুন।

**৩:৭ ফরীশী ও সদ্দুকী।** ফরীশীরা ছিল এক যুক্তিবাদী ও আলাদাকৃত দল, যারা কঠোরভাবে তথাপি প্রায়শ ভগ্নমি করে মোশির আইন-কানুন ও অলিখিত “প্রাচীনদের প্রচলিত নিয়ম” পালন করতো (১৫:২); নির্বাসন-পরবর্তী ভাববাদীদের কাজ থেকে যাবার পর ঈশ্বরভক্ত লোকেরা, যারা বাবিলের বন্দীত্ব থেকে ফিরে আসা যিহূদীদের মাঝে আইন-কানুনকে জিইয়ে রাখতে কাজ করেছিল। এই আন্দোলন আমাদের প্রভুর সময়ে ফরীশীবাদ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে সদ্দুকীরা ছিল অধিকতর জাগতিক ও রাজ-

নৈতিকমনা। তবে ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে তারা গৌড়া ছিল না। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তারা পুনরুত্থান, দূত ও আত্মায় বিশ্বাস করতো না (প্রেরিত ২৩:৮)। তারা ছিল সেই সময়ের ধর্মীয় যুক্তিবাদী দল (মার্ক ১২:১৮-২৩; প্রেরিত ২৩:৮)।

**৩:৮ মন পরিবর্তনের উপযোগী ফলে ফলবান হও।** স্বয়ং ফরীশীরা অনুতপ্ত না হয়ে অবিরত পাপ করতে থাকার কারণে অনুতাপ প্রকাশ করার ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছিল। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা মাঝে মাঝে ফলের পরিভাষা ব্যবহার করে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা বা তাঁর লোকদের জন্য ভবিষ্যৎ আশীর্বাদকে বর্ণনা করেছেন (তুলনা করুন যিশা ৫:২; ২৭:৬; হোশেয় ১০:১, ১২-১৩; ১৪:৭-৮; হিতো ১১:৩০- ৩১)।

**৩:৯ অব্রাহাম আমাদের পিতা।** যোহন ৮:৩৯ দেখুন। পরিভ্রাণ জন্মগত অধিকাররূপে আসে না, এমনকি যিহূদীদের ক্ষেত্রেও না; কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে আসে (রোমীয় ২:২৮-২৯; গালা ৩:৭,৯,২৯)।

**পাথর থেকে ... সন্তান উৎপন্ন।** বাপ্তিস্মদাতা যোহনের এই কথা শ্রোতাদের নিকট বাস্তবতার চেয়ে পৌত্তলিক কল্প-কাহিনী মনে হয়েছিল

### মথি লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

গাছগুলোর গোড়ায় কুড়াল লাগান আছে; অতএব যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়।

<sup>১১</sup> আমি তোমাদেরকে মন পরিবর্তনের জন্য জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি বটে, কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন, তিনি আমার চেয়ে শক্তিমান; আমি তাঁর জুতা বইবারও যোগ্য নই; তিনি তোমাদেরকে পবিত্র আত্মা ও আগুনে বাপ্তিস্ম দেবেন। <sup>১২</sup> তাঁর কুলা তাঁর হাতে আছে, আর তিনি তাঁর খামার পরিষ্কার করবেন এবং তাঁর গম গোলায় সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তুষ অনিবার্ণ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন।

#### যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম

<sup>১৩</sup> সেই সময়ে যীশু যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নেবার জন্য গালীল থেকে যর্দনে তাঁর কাছে আসলেন। <sup>১৪</sup> কিন্তু যোহন তাঁকে বারণ করতে লাগলেন, বললেন, আপনার কাছে

---

[৩:১১] পদ: ৬; দে: মার্ক ১:৪। [৩:১১] দে: মার্ক ১:৮। [৩:১১] যিশা ৪:৪; প্রেরি ২:৩, ৪। [৩:১২] মথি ১৩:৩০; দে: ২৫:৪১। [৩:১৩] দে: মথি ৩:১; দে: মার্ক ১:৪।

---

(গ্রীকদের মধ্যে এরূপ কাহিনী রয়েছে)। কিন্তু এখানে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধনে ইস্রায়েল জাতি একান্ত আবশ্যক নয় এরূপ ধারণার উপর জোর দেয়া হচ্ছে (তুলনা করুন, আমোষ ৯:৭; আদি ১:২৪; ২:২৯)।

**৩:১০ এখনই গাছগুলোর গোড়ায় কুড়াল লাগানো আছে।** বিচার সন্নিকট। বিভিন্ন যিহুদী বইপত্রে ইস্রায়েলকে গাছের রূপক হিসাবে দেখানো হয়েছে। কখনো কখনো পুরাতন নিয়মে জাতিসমূহের বিরুদ্ধে বিচার সম্পর্কিত রূপক হিসাবে (যিশা ১০:৩৩-৩৪; যির ৩১:২-১৮; আমোষ ২:৯) বা ইস্রায়েলকে (যিশা ১০:১৮-১৯; যির ১১:১৬; যিহি ১৫:৬) বোঝাতে গাছ ব্যবহার করা হয়েছে।

**৩:১১ মন পরিবর্তনের জন্য পানিতে বাপ্তিস্ম।** বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্ম মন পরিবর্তনের ধারণাকে পূর্বেই মেনে নেয়া হয়েছিল এবং তিনি ফরীশী ও সদ্দুকীদের বাপ্তিস্ম দিতেন না, কারণ তারা মন পরিবর্তনের প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছিল (৭-৮ পদ)।

**জুতা বইবারও যোগ্য নই।** অনেক উচ্চ-পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির দাসদের মর্যাদা স্বাধীন ব্যক্তির চেয়ে বেশি ছিল; দাসেরা মনিবের জুতা বহন করতো। বাপ্তিস্মদাতা যোহন দাবী করছেন যে, তিনি যীশু খ্রীষ্টের দাস হওয়ারও যোগ্য নন।

**পবিত্র আত্মা ও আগুনে বাপ্তিস্ম।** পশ্চাশতমীতে নাটকীয়ভাবে আগুন দেখা গিয়েছিল (প্রেরিত ১:৫,৮; ২:১-১৩; ১১:১৬), যদিও এখানে আগুন বলতে আসন্ন বিচারকে বুঝানো হতে পারে (১২ পদ দেখুন)। ঈশ্বরের সব লোকের উপর পবিত্র আত্মার বর্ষণের বিষয়ে যোয়েল পুস্তক ২:২৮-২৯ পদে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। ঈশ্বর যখন ইস্রায়েলে তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন, তখন ধার্মিকদের উপরে ঈশ্বরের আত্মা বর্ষিত হবে বলে ভাববাদীরা ঘোষণা দিয়েছিলেন (যিশা ৪৪:৩; যিহি ৩৯:২৯; যোয়েল ২:২৮); তারা দুষ্কদের উপর আগুন নেমে আসার কথা বলেছিলেন (যিশা ২৬:১১; ৬৫:১৫; ৬৬:২৪; যির ৪:৪; ১৫:১৪ ইত্যাদি)।

**৩:১২ কুলা।** ইব্রীয়দের শস্য মাড়াই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত উপকরণ (রূত ১:২২ দেখুন)। প্রাচীন কনান দেশে এপ্রিল ও মে মাসে শস্য মাড়াই করা হত (প্রথমে বার্লি এবং এর এক সপ্তাহ পর গম; দেখুন রূত ২:২৩)। তারা কুলা দিয়ে শস্য চালত (আমোষ ৯:৯) এবং যা কিছু শস্য নয় তা ঝেড়ে ফেলে দিত। এছাড়া, বহন ও সংরক্ষণের জন্য থলিতে ভরাব জন্য কুলা ব্যবহার করা হত (আদি ৪২ অধ্যায়)।

**৩:১৩ যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম।** এই অংশ মার্ক ১:৯-১১ পদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত (লুক



### মথি লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

আমারই বাপ্তিস্ম নেওয়া উচিত, আর আপনি কিনা এসেছেন আমার কাছে? <sup>১৫</sup> কিন্তু উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, এখন সম্মত হও, কেননা এভাবে সমস্ত ধার্মিকতা সাধন করা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত। তখন তিনি তাঁর কথায় সম্মত হলেন। <sup>১৬</sup> পরে যীশু বাপ্তিস্ম নিয়ে যখন জল থেকে উঠলেন; আর দেখ, তাঁর জন্য স্বর্গ খুলে গেল এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কবুতরের মত নেমে তাঁর নিজের উপরে আসতে দেখলেন। <sup>১৭</sup> আর দেখ, স্বর্গ থেকে এই বাণী হল, ‘ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপরেই আমি সন্তুষ্ট।’

[৩:১৬] মিহি ১:১; যোহন ১:৫১; প্রেরি ৭:৫৬; ১০:১১; প্রকা ৪:১; ১৯:১১। [৩:১৬] যিশা ১১:২; ৪২:১। [৩:১৭] দ্বি:বি ৪:১২; মথি ১৭:৫; যোহন ১২:২৮। [৩:১৭] গীত ২:৭; প্রেরি ১৩:৩৩; ইব্রী ১:১-৫; ৫:৫; ২পি ১:১৭, ১৮। [৩:১৭] যিশা ৪২:১; মথি ১২:১৮; ১৭:৫; মার্ক ১:১১; ৯:৭; লূক ৩:২২; ৯:৩৫; ২পি ১:১৭।

৩:২১ পদের সাথে তুলনা করুন)। যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের ঘটনা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের পরিচর্যা কাজের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব প্রকাশ করে। হেরোদ সেই সময় ছিলেন লোলুপ ও অসংযত; রোমান শাসকবর্গ ছিল নির্ধুর। অধিকাংশ মানুষ তাদের রাজ নৈতিক ভাগ্যের এক ধর্মীয় সমাধান প্রত্যাশা করেছিল। তাই যখন তারা নতুন এক ভাববাদীর কথা শুনল, তারা তাঁর কথা শুনতে প্রান্তরে জড়ো হল। খ্রীষ্ট বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন যর্দনের অপর পারে বৈথনিয়ায় (যোহন ১:২৮)।

৩:১৫ এভাবে সমস্ত ধার্মিকতা সাধন করা। এই ঘটনা যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের আরম্ভকে চিহ্নিত করে। তাঁর বাপ্তিস্মের কয়েকটি কারণ রয়েছে:

- ♦ খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম নির্দেশ করছে যে, তিনি ঈশ্বরের জন্য এবং এক পবিত্র উদ্দেশ্যে পৃথককৃত এবং পবিত্র আত্মার অবতরণের মাধ্যমে তাঁর পদমর্যাদা অনুমোদন করা হয়েছে (১৭ পদ; তুলনা করুন, গীত ২:৭; যিশা ৪২:১)।
- ♦ যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে বাপ্তিস্মদাতা যোহন প্রকাশ্যে খ্রীষ্টের আগমন এবং তাঁর পরিচর্যা কাজের সূচনা ঘোষণা করেন (যোহন ১:৩১-৩৪)।
- ♦ যীশু খ্রীষ্ট মানুষের বিকল্প হলেন (২ করি ৫:২১)।

৩:১৬ স্বর্গ খুলে গেল ...। স্বর্গ খুলে যাওয়া হতে পারে যিশা ৬৪:১ পদের পরিপূর্ণতা এবং খ্রীষ্টের

মাধ্যমে এই জগতে ঈশ্বরের আগমনকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরে (তুলনা করুন, যোহন ১:৫১)। এখানে ত্রিত্বের তিন ব্যক্তিত্বই দৃশ্যমান।

ঈশ্বরের আত্মাকে ... উপরে আসতে। সে সময় অনেকেই বিশ্বাস করতো যে, আত্মার দর্শন আর পাওয়া যায় না; অন্যান্যরা বিশ্বাস করতো, ভাববাদীদের যুগের মত প্রবলভাবে আত্মা আর কাজ করেন না এবং শেষ সময় না আসা পর্যন্ত আর করবেন না। পবিত্র আত্মা স্বর্গীয় ও মানবীয় খ্রীষ্টকে তাঁর কাজে পূর্ণতা দান করতে এসেছিলেন (বিচার ৩:১০ দেখুন; পবিত্র আত্মা অতীতকালে শক্তিশালী করেছিলেন ইস্রায়েলীয়দের মুক্ত করতে, যেরূপ তিনি গিদিয়োনকে (বিচার ৬:৩৪), যিশূহকে (বিচার ১১:২৯), শিমশোনকে (বিচার ১৪:৬,১৯) এবং দায়ূদকে শক্তিশালী করেছিলেন (১ শমু ১৬:১৩); দেখুন গণনা ১১:২৫-২৯)।

৩:১৭ ইনিই আমার প্রিয় পুত্র ...। যীশুই হচ্ছেন খ্রীষ্ট, কিন্তু তাঁর খ্রীষ্টত্ব সদাপ্রভুর ভাববাদীর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে পূর্ণ হতে হবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, যীশু এ মুহূর্তে ঈশ্বরের পুত্র হয়েছেন, বরং তিনি ঈশ্বরের পুত্ররূপে তাঁর কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন (তুলনা করুন ১৭:৫)।

এঁর উপরেই আমি সন্তুষ্ট ...। যীশু খ্রীষ্টের বাধ্যতায় ঈশ্বরের সন্তুষ্ট প্রকাশ পেয়েছে; তাই ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর দ্বারা ঈশ্বর পরিত্রাণের পরিকল্পনা সাধন করবেন।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

### মথি ৩ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

মথি নাসরতে যোষেফ ও তাঁর পরিবারের স্থায়ীভাবে বসবাসের সময় থেকে প্রায় ত্রিশ বছর পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে এসে, ঐ সব ঘটনাবলীকে বর্ণনা করেন, যা প্রভু যীশুকে প্রকাশ্যে তাঁর প্রচার কাজের জন্য প্রস্তুত করেছিল। আর যিহূদিয়ার মরু অঞ্চলে নিজের প্রচার-কাজ চালিয়ে এবং লোকদেরকে যর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম দেয়ার মাধ্যমে বাপ্তিস্মদাতা যোহন অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছিলেন (মথি ৩:১-৩)। ঐ সময় প্রভু যীশু গালীল থেকে এসে যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন যেন “ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়”। বাপ্তিস্মের পর প্রভু যীশু যখন জল থেকে উঠে আসছিলেন, তখন স্বর্গ খুলে গিয়েছিল, পবিত্র আত্মা কবুতরের মত তাঁর উপর নেমে এসেছিলেন এবং একটি কণ্ঠস্বর স্বর্গ থেকে ঘোষণা করেছিলেন, “ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, তাঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট” (মথি ৩:১৩-১৭)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল- বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বার্তা ও প্রচার, প্রভু যীশুর বাপ্তিস্মের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য।

### মথি ৩ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. বাপ্তিস্মদাতা যোহন কে ছিলেন? (১ পদ)
২. বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বার্তা কি ছিল? (২ পদ)
৩. তিন পদে বলা ভবিষ্যদ্বাণীটি কি ছিল?
৪. যোহন কি ধরনের কাপড় পরিধান করতেন? তিনি কি ধরনের খাবার খেতেন? (৪ পদ)
৫. যারা তাঁর কথা শুনেছিল তারা কোথা থেকে এসেছিল? (৫ পদ)
৬. তাঁর কাজের প্রতি তাদের সাড়া দান কেমন ছিল? (৬ পদ)
৭. যোহনের কাছে যে সদ্‌কী ও ফরীশীরা এসেছিলেন, তিনি তাঁদের কি বলেছিলেন? (৭-১২ পদ)
৮. যীশু কেন যোহনের কাছে এসেছিলেন? (১৩ পদ)
৯. বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জবাব কি ছিল? (১৪ পদ)
১০. যীশু যোহনকে কি বলেছিলেন যে, তিনি মন পরিবর্তন করলেন? (১৫ পদ)
১১. যীশু যখন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন তখন কি ঘটেছিল বর্ণনা করুন। (১৬, ১৭ পদ)

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

### যীশু খ্রীষ্টের পরীক্ষা

**৪**<sup>১</sup> তখন যীশু দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হবার জন্য, পবিত্র আত্মার পরিচালনায় মরুভূমিতে নীত হলেন।

<sup>২</sup> আর চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপবাস রাখার পর তাঁর খিদে পেল। <sup>৩</sup> তখন শয়তান পরীক্ষা করার জন্য কাছে এসে তাঁকে বললো, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বলো, যেন এই পাথরগুলো রুটি হয়ে যায়। <sup>৪</sup> কিন্তু উত্তরে তিনি বললেন, লেখা আছে, “মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ থেকে যে প্রত্যেক বাক্য বের হয়, তাতেই বাঁচে।”

[৪:১] ইব্রী ৪:১৫। [৪:১] আদি ৩:১-৭। [৪:২] যাত্রা ৩৪:২৮; ১রাজা ১৯:৮। [৪:৩] ১থিষ ৩:৫। [৪:৩] দে: মথি ৩:১৭; ১৪:৩৩; ১৬:১৬; ২৭:৫৪; মার্ক ৩:১১; লুক ১:৩৫; ২২:৭০; যোহন ১:৩৪, ৪৯; ৫:২৫; ১১:২৭; ২০:৩১; প্রেরি ৯:২০; রোমী ১:৪; ১যোহন ৫:১০-১৩, ২০; প্রকা ২:১৮। [৪:৪] দ্বি:বি ৮:৩; যোহন ৪:৩৪।

**৪:১ যীশু খ্রীষ্টের পরীক্ষা।** যীশু খ্রীষ্টের এই পরীক্ষার ঘটনা ঘটেছিল:

- ◆ নিচু যর্দন উপত্যকার মরুভূমি এলাকায়,
- ◆ এক উঁচু পর্বতে (সম্ভবত যিরিহোর এক বিচ্ছিন্ন দুর্গম পাহাড়ে), এবং
- ◆ মন্দিরের চূড়ায়, যেখান থেকে পুরোহিতগণ গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে নগরবাসীর মনোযোগ আকর্ষণের লক্ষ্যে তুরী বাজাতেন।

দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হবার জন্য। ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাঁর লোকদের পরীক্ষা করেন (যাকোব ১:১৩), কিন্তু দিয়াবল বা শয়তানই মন্দতার উদ্দেশ্যে প্রলোভনে ফেলে (দেখুন ১ করি ৭:৫)। ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাস নিশ্চিত করতে (যাত্রা ২০:২০) অথবা আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রমাণ করতে (দ্বি:বি. ৮:২) পরীক্ষা করেন (দেখুন আদি ২২:১; ১ যোহন ৩:৮; প্রকা ২:৯-১০; ১২:৯-১০)।

পবিত্র আত্মার পরিচালনায় মরুভূমিতে নীত হলেন ...। যীশু খ্রীষ্টের এ পরীক্ষার প্রাথমিক পটভূমি দ্বি:বি. ৮:১-৫ পদে রয়েছে, যেখান থেকে যীশু খ্রীষ্ট শয়তানের প্রথম প্রলোভনের জবাব দেন (পদ ৪)। সেখানে মোশি স্মরণ করেন যে, কিভাবে সদাপ্রভু ৪০ বছর ধরে প্রান্তরে ইস্রায়েলীয়দের পরিচালনা দান করেছিলেন: “যেন তোমার পরীক্ষা করার জন্য, অর্থাৎ তুমি তাঁর আদেশ পালন করবে কি না, এই বিষয়ে তোমার মনে কি আছে জানবার জন্য

তোমাকে নত করেন”। এখানে তাঁর পরিচর্যা কাজের সূচনালগ্নে যীশু খ্রীষ্ট একই পরীক্ষার অধীন হচ্চেন এবং নিজেকে সত্যিকার ইস্রায়েলীয় বলে দেখাচ্চেন, যিনি “ঈশ্বরের মুখ থেকে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয়, তাতেই বাঁচেন”।

**৪:২ চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি।** সংখ্যাটি আমাদেরকে মোশি (যাত্রা ২৪:১৮; ৩৪:২৮) ও এলিয়ার অভিজ্ঞতা (১ রাজা ১৯:৮), এবং প্রান্তরে ইস্রায়েলের ৪০ বছরের পরীক্ষার কথা (দ্বি:বি. ৮:২-৩) মনে করিয়ে দেয়।

**৪:৩ তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও ...।** এখানে শয়তান যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গীয় পুত্রত্বে সন্দেহ পোষণ করে নি, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্ররূপে তাঁর অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে প্রলোভিত করেছে। প্রাচীনকালে লোকেরা এ ধরনের কাজ জাদুকরের কাজ বলে গণ্য করতো, যারা নিজেদেরকে পশু বানাতে পারত বা অন্যান্য জিনিসকে রূপান্তর করতে পারত, যেমন এখানে পাথরকে রুটিতে রূপান্তর করার বিষয়ে বলা হয়েছে।

**৪:৪ মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচবে না ...।** ঠিক যেভাবে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের অতিপ্রাকৃতিক উপায়ে মান্না যুগিয়ে দিয়েছিলেন (দ্বি:বি. ৮:৩), একইভাবে মানুষকে অবশ্যই আত্মিক খাবারের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। যীশু খাদ্যের শর্তের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব আশ্চর্য ক্ষমতায় নয়, কিন্তু তাঁর পিতার উপর নির্ভর

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

<sup>৫</sup> তখন শয়তান তাঁকে পবিত্র নগরে নিয়ে গেল এবং মন্দিরের চূড়ার উপরে দাঁড় করালো, <sup>৬</sup> আর তাঁকে বললো, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়, কেননা লেখা আছে, “তিনি তাঁর দূতদেরকে তোমার বিষয়ে আদেশ দেবেন, আর তাঁরা তোমাকে হাতে করে তুলে নেবেন, পাছে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত লাগে।” <sup>৭</sup> যীশু তাঁকে বললেন, আবার লেখা আছে, “তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরের পরীক্ষা করো না।”

<sup>৮</sup> আবার শয়তান তাঁকে খুব উঁচু একটি পর্বতে নিয়ে গেল এবং জগতের সমস্ত রাজ্য ও তাদের প্রতাপ দেখালো, <sup>৯</sup> আর তাঁকে বললো, তুমি যদি ভূমি<sup>১</sup> হয়ে আমাকে প্রণিপাত কর, এ সবই আমি তোমাকে দেব। <sup>১০</sup> তখন যীশু তাঁকে বললেন, দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা আছে, “তোমার প্রভু ঈশ্বরকেই প্রণিপাত করবে, কেবল তাঁরই উপাসনা করবে।” <sup>১১</sup> তখন শয়তান তাঁর কাছ থেকে চলে গেল, আর দেখ, স্বর্গদূতেরা কাছে এসে তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন।

### গালীলে যীশু খ্রীষ্টের সেবা-কাজের আরম্ভ

<sup>১২</sup> পরে যীশু শুনতে পেলেন যে, যোহনকে কারাগারে বন্দী করা হয়েছে, তখন তিনি গালীলে চলে গেলেন; <sup>১৩</sup> আর নাসরত ত্যাগ করে সমুদ্রতীরে, সবলুন ও নগ্গালি অঞ্চলে অবস্থিত কফরনাহুমে গিয়ে বাস করলেন; <sup>১৪</sup> যেন ভাববাদী যিশাইয়ের মধ্য দিয়ে যে বাক্য উপস্থিত হয়েছিল তা পূর্ণ হয়,

[৪:৫] যিহি ১১:১; দানি ৯:২৪; মথি ২৭:৫৩। [৪:৬] দে: পদ: ৩। [৪:৬] গীত ৯১:১১, ১২। [৪:৭] দ্বি:বি ৬:১৬। [৪:১০] ১বংশা ২১:১; ইয়োব ১:৬-৯; মথি ১৬:২৩; মার্ক ৪:১৫; লুক ১০:১৮; ১৩:১৬; ২২:৩, ৩১; রোমী ১৬:২০; ২করি ২:১১; ১১:১৪; ২থি ২:৯; প্রকা ১২:৯। [৪:১০] দ্বি:বি ৬:১৩। [৪:১১] যাকোব ৪:৭। [৪:১১] মথি ২৬:৫৩; লুক ২২:৪৩; ইব্রী ১:১৪। [৪:১২] মথি ১৪:৩। [৪:১২] মার্ক ১:১৪। [৪:১৩] মার্ক ১:২১; ৯:৩৩; লুক ৪:২৩, ৩১; যোহন ২:১২; ৪:৪৬, ৪৭। [৪:১৪] দে: মথি ১:২২।

করলেন।

**৪:৭ তোমার ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করো না।** এখানে যীশু দ্বি:বি. ৬:১৬ পদ উদ্ধৃত করেছেন, যা বর্ণনা করে, ঈশ্বর কোন চিহ্ন না দেখানো পর্যন্ত তিনি ইস্রায়েলীয়দের মাঝে আছেন কিনা, মংসায় অবস্থানকালে তারা তা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিল (যাত্রা ১৭: ৭)।

**৪:৮-৯ পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য ...।** পৃথিবীর এই সকল রাজ্য আসলে শয়তানের নয় (দেখুন, দানি ৪:৩২), সে কেবল মানুষের হৃদয়ে হস্তক্ষেপ করে থাকে। শয়তান এখানে চাচ্ছে যীশুকে পৃথিবীর রাজ নৈতিক ও সামরিক রাজ্য করতে, যা যিহূদীরা আশা করেছিল।

**৪:১২ বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে কারাগারে বন্দী করা হয়েছে।** মার্ক ১:১৪ এবং লুক ৩:২০ পদের নোট দেখুন। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কারাবন্দী হওয়ার কারণ মথি ১৪:৩-৪ পদে

বর্ণনা করা হয়েছে।

**৪:১৩ কফরনাহুম।** এটি যীশু খ্রীষ্টের সময়কার এক বড় শহর ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। গালীলে তাঁর সম্প্রসারিত পরিচর্যা কাজ পরিচালনার কেন্দ্র হিসেবে তিনি এই শহরে অবস্থিত পিতরের বাসগৃহকে বেছে নিয়েছিলেন (মার্ক ২:১; ৯:৩৩ দেখুন)।

**৪:১৪ ভাববাদী যিশাইয়ের মধ্য দিয়ে যে বাক্য উপস্থিত হয়েছিল।** যিশাইয় ৯:১ ও ২ পদ থেকে গৃহীত। পার্থক্য হচ্ছে, ভাববাদী যিশাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীতে অশুরীয়দের দ্বারা বশীভূত উত্তর অঞ্চলের যর্দন তীরস্থ প্রদেশের উপরে আলোক বর্ষণের কথা বলা হয়েছে। তাই এই তুচ্ছীকৃত প্রদেশগুলোতে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করেন। যীশু তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজের অধিকাংশ সময় “সবলুন ও নগ্গালির” অঞ্চলে কাটিয়েছেন (১৩ পদ), যা

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

<sup>১৫</sup> “সবুলুন দেশ ও নগ্গালি দেশ, সমুদ্রের পথে, যর্দন নদীর অন্য পারে, অযিহুদীদের গালীল,

<sup>১৬</sup> যে জাতি অন্ধকারে বসেছিল,  
তারা মহা আলো দেখতে পেল,  
যারা মৃত্যুর দেশে ও ছায়াতে বসেছিল,  
তাদের উপরে আলো উদ্ভিত হল।”

<sup>১৭</sup> সেই সময় থেকে যীশু প্রচার করতে আরম্ভ করলেন; বলতে লাগলেন, ‘মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট’।

### যীশু খ্রীষ্ট তাঁর প্রথম শিষ্যকে আহ্বান করেন

<sup>১৮</sup> একদিন তিনি গালীল সমুদ্রের তীর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে শিমোন, যাকে পিতর বলা হয়, আর তাঁর ভাই আন্দ্রিয়কে দেখতে পেলেন। তাঁরা সাগরে জাল ফেলছেন, কারণ তাঁরা জেলে ছিলেন। <sup>১৯</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমাকে অনুসরণ কর। <sup>২০</sup> আমি তোমাদেরকে মানুষ ধরা জেলে করবো। আর তখনই তাঁরা তাদের জাল পরিত্যাগ করে তাঁর পিছনে চললেন। <sup>২১</sup> পরে তিনি সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও

[৪:১৬] যিশা ৯:১, ২; লুক ২:৩২; যোহন ১:৪, ৫, ৯। [৪:১৭] দে: মথি ৩:২। [৪:১৮] মথি ১৫:২৯; মার্ক ৭:৩১; যোহন ৬:১। [৪:১৮] মথি ১৬:১৭, ১৮। [৪:১৯] পদ: ২০, ২২; মথি ৮:২২; মার্ক ১০:২১, ২৮, ৫২; লুক ৫:২৮; যোহন ১:৪৩; ২১:১৯, ২২। [৪:২০] দে: পদ: ১৯। [৪:২১] মথি ১৭:১; ২০:২০; ২৬:৩৭; মার্ক ৩:১৭; ১৩:৩; লুক ৮:৫১; যোহন ২১:২।

গালীল সাগরের উত্তরে ও পশ্চিমে অবস্থিত।

**৪:১৭ মন ফিরাও ...**। যীশু খ্রীষ্ট সেই একই ঘোষণা দিয়ে তাঁর প্রকাশ্য প্রচার ও পরিচর্যা কাজ শুরু করেছিলেন, যেমনটি করেছিলেন বাপ্তিস্মদাতা যোহন (৩:২)। লোকদেরকে অবশ্যই মন ফিরাতে হবে, কেননা যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজত্ব নিকটবর্তী হচ্ছে।

**৪:১৮ গালীল সমুদ্র**। মার্ক ১:১৬ পদের নোট দেখুন।

**জাল**। মাছ ধরার জন্য ছুঁড়ে মারা যায় এমন গোলাকৃতির জাল, যা নৌকা থেকে বা অগভীর পানিতে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যবহার করা হত। যিহুদীরা ও অ-যিহুদীদের অধিকাংশ লোক সাগরের মাছ, গম ও বার্লি খেয়ে জীবন জীবন নির্বাহ করতো। গালীল সমুদ্রের মাছের মধ্যে বেশি ছিল পোনা মাছ। এই মাছ সংরক্ষণ করতে শুকানো হত, লবণ দিয়ে রাখা হত বা লবণের পানিতে ভিজিয়ে রাখা হত। গালীলের অর্থনীতিতে জেলেরা প্রধান অবদান রাখত এবং

তাদের অবস্থা সেই সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের কৃষকদের চেয়ে বেশি স্বচ্ছল ছিল।

**৪:২১ যাকোব**। নতুন নিয়মে এই নামে চারজন রয়েছে:

- ♦ সিবদিয়ের পুত্র যাকোব, যিনি একজন প্রেরিত (১০:২) এবং প্রেরিত যোহনের ভাই (১৭:১; মার্ক ৫:৩৭; ৯:২; ১৪:৩৩)। তিনি হেরোদের আমলে সাক্ষ্যমর হন (প্রেরিত ১২:২)।
- ♦ আলফেয়ের পুত্র যাকোব, যিনি বারোজন প্রেরিতের একজন (১০:৩)। তাঁকে বলা হয়েছে “ছোট যাকোব” (মার্ক ১৫:৪০); এর কারণ হচ্ছে, তিনি সিবদিয়ের পুত্র যাকোবের চেয়ে খর্বাকৃতির ছিলেন।
- ♦ যীশু খ্রীষ্টের ভাই যাকোব (১৩:৫৫; মার্ক ৬:৩; গালা ১:১৯)। যীশু খ্রীষ্টের এই ভাই খ্রীষ্ট পৃথিবীতে থাকার সময়ে তাঁর উপরে বিশ্বাস করেন নি (যোহন ৭:৫), কিন্তু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পরে তিনি প্রেরিতদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন (প্রেরিত ১:১৪)।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

যোহন নামে দুই ভাইকে দেখতে পেলেন। তাঁরা তাঁদের পিতা সিবদিয়ের সঙ্গে নৌকায় জাল সারছিলেন। যীশু তাঁদেরকে ডাকলেন।<sup>২২</sup> আর তখনই তাঁরা নৌকা ও তাঁদের পিতাকে পরিত্যাগ করে তাঁর পিছনে চললেন।

#### অনেক লোককে সুস্থ করা

<sup>২৩</sup> পরে যীশু গালীলের সমস্ত স্থানে ভ্রমণ করতে লাগলেন; তিনি লোকদের বিভিন্ন সমাজ-গৃহে উপদেশ দিলেন, স্বর্গ-রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করলেন এবং লোকদের সমস্ত রকম রোগ ও সমস্ত রকম অসুস্থতা থেকে তাদের সুস্থ করলেন।<sup>২৪</sup> আর তাঁর কথা সিরিয়া দেশের সমস্ত স্থানে ছড়িয়ে পড়লো এবং নানা রকম রোগ ও ব্যাধিতে কষ্ট পাওয়া সমস্ত অসুস্থ লোক, মন্দ-আত্মায় পাওয়া লোক ও মৃগীরোগী ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকদের তাঁর কাছে আনা হল, আর তিনি তাদেরকে সুস্থ করলেন।<sup>২৫</sup> আর গালীল, দিকাপলি, যিরুশালেম, যিহূদিয়া ও যর্দন নদীর অন্য পার থেকে অনেক লোক এসে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল।

[৪:২২] দে: পদ: ১৯। [৪:২৩] মার্ক ১:৩৯; লুক ৪:১৫, ৪৪। [৪:২৩] মথি ৯:৩৫; ১৩:৫৪; মার্ক ১:২১; লুক ৪:১৫; যোহন ৬:৫৯; ১৮:২০। [৪:২৩] মার্ক ১:১৪। [৪:২৩] দে: মথি ৩:২; প্রেরি ২০:২৫; ২৮:২৩, ৩১। [৪:২৩] মথি ৮:১৬; ১৪:১৪; ১৫:৩০; মার্ক ৩:১০; লুক ৭:২২; প্রেরি ১০:৩৮। [৪:২৪] দে: লুক ২:২। [৪:২৪] মথি ৮:১৬, ২৮; ৯:৩২; ১২:২২; ১৫:২২; মার্ক ১:৩২; ৫:১৫, ১৬, ১৮। [৪:২৪] মথি ১৭:১৫। [৪:২৪] মথি ৮:৬; ৯:২; মার্ক ২:৩। [৪:২৫] মার্ক ৩:৭, ৮; লুক ৬:১৭

এই যাকোব যিরুশালেম মণ্ডলীর নেতা হয়েছিলেন (প্রেরিত ১২:১৭; ১৫:১৩; ২১:১৮; গালা ১:১৯; ২:৯,১২)। তিনি যাকোব পত্রের লেখক।

- ◆ প্রেরিত যিহূদার পিতা যাকোব (লুক ৬:১৬; প্রেরিত ১:১৩)।

জাল সারছিলেন। পরবর্তী দিনের জন্য প্রস্তুতি হিসেবে জাল ধুয়ে ও সেলাই করে শুকানোর জন্য বুলিয়ে রাখা হত।

**৪:২৩ উপদেশ দিলেন ... প্রচার করলেন ... অসুস্থতা থেকে তাদের সুস্থ করলেন ...** যীশু খ্রীষ্টের ত্রিমুখী পরিচর্যা কাজ। মন্দিরে বিশ্রামবারে উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর জন্য স্থান করে রাখা হত। এছাড়া তিনি খোলা মাঠে বৃহত্তর জনতার কাছে প্রচার করেছেন।

**৪:২৪ সিরিয়া।** গালীলের উত্তরে এবং দামেস্ক ও ভূমধ্যসাগরের মাঝে অবস্থিত অঞ্চল।

**মৃগীরোগী।** এর গ্রীক পরিভাষার অর্থ মূলত “উন্মত্ততা” বোঝায়। প্রাচীন কুসংস্কারে প্রচলিত রয়েছে যে, মৃগীরোগ পূর্ণিমা ও অমাবস্যার বা জোয়ার-ভাটার কারণে হয়।

**পক্ষাঘাতগ্রস্ত।** এই রোগের চিকিৎসা গ্রীক চিকিৎসকরাই প্রথম শুরু করেন, তাদের ভাষা থেকে এই রোগের নাম পবিত্র শাস্ত্রে চিকিৎসা সম্পর্কিত পরিভাষারূপে এসেছে।

**৪:২৫ দিকাপলি।** স্বাধীন নগরীর সংঘ (দিকাপলি নামের অর্থ দশ নগরী); এটি গ্রীক সংস্কৃতি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। একটি ছাড়া (স্কিথোপলি-বেংশান) অন্য সবক’টি নগরী গালীল সাগর ও যর্দন নদীর পশ্চিমে অবস্থিত। সংঘটি গালীল সাগরের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বিস্তৃত হয়ে দক্ষিণ দিকে ফিলাডেলফিয়া (আধুনিক আম্মান) পর্যন্ত গিয়েছে।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

### মথি ৪ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশুর বাপ্তিস্মের পর, পবিত্র আত্মা তাঁকে মরুভূমিতে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপবাস করেছিলেন এবং শয়তানের প্রলোভনকে পরাভূত করেছিলেন (মথি ৪:১-১১)। গালীলে ফিরে এসে এবং নাসরত থেকে কফরনাহুমে গিয়ে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মত স্বর্গ-রাজ্য বিষয়ক একই বার্তা প্রচারের মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু তাঁর গালীলীয় পরিচর্যার কাজ শুরু করেছিলেন। চার জনকে শিষ্য হিসেবে বেছে নিয়ে, যীশু পুরো গালীলে ঘুরে ঘুরে সেখানকার সমাজ-ঘরগুলোতে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং লোকদের সব ধরনের অসুস্থতা ও রোগ সুস্থ করেছিলেন। ফলে খুব দ্রুত কাছাকাছি অঞ্চলগুলোর অগণিত লোকজন তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করেছিল (মথি ৪:১২-১৫)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— কিভাবে প্রভু যীশু শয়তানের প্রলোভনকে পরাভূত করেছিলেন, গালীলে প্রভু যীশুর পরিচর্যার কাজের শুরু, তাঁর বার্তা ও পরিচর্যার পদ্ধতিসমূহ, শিষ্য হওয়ার জন্য পিতর, আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহনকে আহ্বান করা।

### মথি ৪ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. পবিত্র আত্মা যীশুকে কোথায় নিয়ে গেলেন? (১ পদ)
২. সেই সময়ের শেষে কে যীশুর কাছে এসেছিল? (৩ পদ)
৩. পরে যীশুকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? (৫ পদ)
৪. এখানে শয়তান যীশুকে কি করতে বলেছিল? যীশু তাকে কি উত্তর দিলেন? (৫-৭ পদ)
৫. শয়তান তৃতীয়বার যীশুকে কোথায় দেখা দিয়েছিল? সে যীশুকে কি প্রস্তাব দিল? (৮,৯ পদ)
৬. যীশু শয়তানকে কি উত্তর দিলেন? শয়তান কি করলো? (১০,১১ পদ)
৭. যীশু কেন প্রলোভনে পড়া লোকদের বুঝতে ও সাহায্য করতে সক্ষম? (ইব্রীয় ২:১৮; ৪:১৫ পদ)
৮. তিনি নাসরত থেকে কোথায় গেলেন? কেন? (১৩-১৬ পদ)
৯. এই সময় যীশু কি করতে শুরু করলেন? (১৭ পদ)
১০. যীশু গালীল সাগরের পারে কাদের দেখতে পেলেন? (১৮ পদ)
১১. তিনি তাদের কি করতে বললেন? তিনি তাদের কি প্রতিজ্ঞা করলেন? (১৯ পদ)
১২. যীশুর প্রতি এইসব লোকদের সাড়া কি ছিল? (২০,২২ পদ)
১৩. যখন তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়লো তখন কি ঘটলো? (২৪ পদ)

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

### যীশু খ্রীষ্টের পর্বতে দেওয়া উপদেশ

১ তিনি অনেক লোক দেখে পর্বতে উঠলেন; আর তিনি বসলে পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে আসলেন।

২ তখন তিনি মুখ খুলে তাঁদেরকে এই উপদেশ দিতে লাগলেন—

৩ ধন্য যারা আত্মায় দীনহীন, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাদেরই।

৪ ধন্য যারা শোক করে, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে।

৫ ধন্য যারা মৃদুশীল, কারণ তারা দেশের অধিকারী হবে।

৬ ধন্য যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তারা পরিতৃপ্ত হবে।

[৫:৩] পদ: ১০, ১৯; দে: মথি ২৫:৩৪। [৫:৪] যিশা ৬১:২, ৩; প্রকা ৭:১৭। [৫:৫] গীত ৩৭:১১; রোমী ৪:১৩। [৫:৬] যিশা ৫৫:১, ২।

৫:১ পর্বতে। এর সঠিক অবস্থান অনিশ্চিত। হতে পারে গালীল সাগরের উত্তর পশ্চিমে মৃদু ঢালু পাহাড়ের পাদদেশ, যা কফরনাহূম থেকে বেশি দূরে নয় (লুক ৬:২০ পদের নোট দেখুন)। অনেক পণ্ডিত এটিকে সিনাই পর্বত বলে মনে করেন, যেখানে মোশির কাছে ঈশ্বর আইন-কানুন দিতে শুরু করেছিলেন (যাত্রা ১৯-২০; তুলনা করুন যিশা ২:২-৩)। পুরাতন নিয়মের মত (যাত্রা ১৯:৩) নতুন নিয়মও পর্বত থেকে দেয়া হয়েছে।

বসলে পর। শিক্ষাদানের সময় যিহূদী রব্বিদের প্রথা ছিল বসে শিক্ষা দেয়া (মার্ক ৪:১; ৯:৩৫; লুক ৪:২০; ৫:৩; যোহন ৮:২)।

শিষ্যরা। আক্ষরিকভাবে “শিক্ষার্থীরা”।

৫:৩ ধন্য। শব্দটি “সুখী”-র চেয়েও বেশি কিছু বোঝায়, কেননা সুখ বাহ্যিক পরিস্থিতির উপরে নির্ভরশীল আবেগ। “ধন্য” শব্দটি এখানে তাদের ভাল অবস্থান এবং সুস্পষ্ট আত্মিক আনন্দের কথা বুঝিয়েছে, যারা ঈশ্বরের-রাজ্যে পরিত্রাণ প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণ করে (গীত ১:১ দেখুন; প্রকা ১:৩-এর নোট দেখুন)।

আত্মায় দীনহীন। যাদের আত্মিকভাবে অহংকার, মোহ বা স্বার্থচিন্তা নেই।

স্বর্গ-রাজ্য তাদেরই ...। এই রাজ্য এমন কিছু নয় যা পার্থিব অর্থে অর্জন করা যায়। এটি এক অধিকতর মহান উপহার। ঈশ্বরের আদেশ পালনের আন্তরিক আত্মতৃপ্তি হচ্ছে ‘সুখ’, যা অর্থ দিয়ে কেনা যায় না।

৫:৪ শোক। আতর্নাদ বা বিলাপ করা; সমস্ত সত্তা দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করা, যা লুকিয়ে রাখা যায় না। এখানে অনুতাপ বা মৃত্যুজনিত শোক, কিংবা নিপীড়িতদের যন্ত্রণাকে বুঝানো পারে।

সান্ত্বনা। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকৃত অনুগ্রহের একটি হচ্ছে সান্ত্বনা দান করা, যখন তিনি ভবিষ্যতে তাঁর লোকদেরকে পুনঃস্থাপন করবেন (যিশা ৪০:১; ৪৯:১৩; ৫১:৩,১২; ৫২:৯; ৫৪:১১; ৫৭:১৮; ৬১:২; ৬৬:১৩)।

৫:৫ মৃদুশীল। নম্র ও মৃদু মনোভাব, যা বিরোধিতার মুখে ধৈর্য ও নম্রতা প্রকাশ করে, প্রতিশোধ বা কলহ নয়। এই শিক্ষা গীত ৩৭:১১ পদ থেকে নেয়া হয়েছে। অবশ্য ঈশ্বরের সম্মুখে দেখানো নম্রতা মানুষের প্রতি প্রদর্শিত নম্রতাকে বোঝায় না।

দেশের অধিকারী হবে। স্বর্গীয় রাজ্যের অর্থে, কিন্তু এ পৃথিবীতেও জমি, কাজ, পদ, সম্মান ও উন্নতি পাবে।

৫:৬ ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত। যিহূদীরা বুঝেছিল যে, ভবিষ্যৎ রাজ্যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের অভাব পূরণ করবেন (যিশা ২৫:৬; ৪১:১৭-১৮; ৫৫:২; দ্বি.বি. ৬:১১; ৮:৭-১০)। কিন্তু সবচেয়ে উত্তম প্রতীক্ষা হওয়া উচিত ঈশ্বরের জন্য (গীত ৪২:১; ৬৩:১) এবং তাঁর ধার্মিকতার শিক্ষা নেয়ার জন্য (গীত ১১৯:৪০, ৪৭, ৭০, ৯২, ৯৭, ১০৩; যির ১৫:১৬), নিজে ধার্মিক হতে খুবই চেষ্টা করা।



## মথি লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

<sup>৭</sup> ধন্য যারা করুণা করে, কারণ তারা করুণা পাবে।

<sup>৮</sup> ধন্য যারা নির্মল অন্তরের অধিকারী, কারণ তারা ঈশ্বরের দর্শন পাবে।

<sup>৯</sup> ধন্য যারা মিলন করে দেয়, কারণ তারা ঈশ্বরের পুত্র বলে আখ্যায়িত হবে।

<sup>১০</sup> ধন্য যারা ধার্মিকতার জন্য নির্যাতিত হয়েছে, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাদেরই।

<sup>১১</sup> ধন্য তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদেরকে নিন্দা করে ও নির্যাতন করে এবং মিথ্যা করে তোমাদের বিরুদ্ধে সব রকম মন্দ কথা বলে। <sup>১২</sup> আনন্দ করো, উল্লসিত হয়ো, কেননা স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর; কারণ তোমাদের আগে যে ভাববাদীরা ছিলেন, তাঁদেরকে তারা সেইভাবে নির্যাতন করতো।

### লবণ ও আলো

<sup>১৩</sup> তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণের স্বাদ যদি চলে যায়, তবে তা কিভাবে লবণের গুণবিশিষ্ট করা যাবে? তা আর কোন কাজে লাগে না, কেবল বাইরে ফেলে দেবার ও লোকের পদতলে দলিত হবার যোগ্য হয়।

<sup>১৪</sup> তোমরা জগতের আলো; পর্বতের উপরে অবস্থিত নগর গুপ্ত থাকতে পারে না।

[৫:৭] দে: যাকোব ২:১৩। [৫:৮] গীত ২৪:৩, ৪; ৭৩:১। [৫:৮] গীত ১৭:১৫; ৪২:২; ইব্রী ১২:১৪; প্রকা ২২:৪। [৫:৯] যাকোব ৩:১৮; দে: রোমী ১৪:১৯। [৫:৯] পদ: ৪৪, ৪৫; দে: রোমী ৮:১৪। [৫:১০] দে: ১পিত ৩:১৪। [৫:১০] পদ: ৩, ১৯; দে: মথি ২৫:৩৪। [৫:১১] যিশা ৫১:৭। [৫:১১] দে: যোহন ১৫:২১। [৫:১২] গীত ৯:২; প্রেরি ৫:৪১; দে: ২করি ৬:১০; ১২:১০; কল ১:২৪; যাকোব ১:২২; ১পিত ১:৬; ৪:১৩, ১৬। [৫:১২] ২বংশা ৩৬:১৬; মথি ২৩:৩১, ৩৭; প্রেরি ৭:৫২; ১থিষ ২:১৫; ইব্রী ১১:৩২-৩৮। [৫:১৩] মার্ক ৯:৫০; লূক ১৪:৩৪, ৩৫। [৫:১৪] যোহন ৮:১২।

**৫:৭ করুণাময়।** যার অন্তরে করুণা ও দয়া রয়েছে (পদ ৯); যে দয়া যিহুদী জাতির জন্য প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, তা মূলত শেষ বিচারের দিনের দয়া (তুলনা করুন, মীখা ৭:১৮-১০)।

**৫:৮ নির্মল অন্তরের অধিকারী।** একজন ব্যক্তির এমন এক স্থান যা থেকে আসে চিন্তা, সাহস, কাজ, মন, ইচ্ছা ও ভাবাবেগ (দেখুন, গীত ৪:৭)। “তা থেকে জীবন প্রবাহিত হয়” (হিতো ৪:২৩)।

**৫:৯ যারা মিলন করে দেয়।** অর্থাৎ “শান্তি তৈরি করে”, “শান্তি-সৃষ্টিকারী”, “শান্তির জন্য কাজ করে”।

**৫:১০-১২ ধার্মিকতার জন্য নির্যাতিত।** অধিকাংশ যিহুদী পুরাতন নিয়মের মত ভাববাদীর অস্তিত্বে তখন আর বিশ্বাস করতো না। তাই যীশু খ্রীষ্ট তাঁর অনুসারীদের ভাববাদীদের সাথে তুলনা করে বলছেন যে, তাদের সামনে এক অসাধারণ কাজ আসছে। যিহুদীরা তখনও ঈশ্বরের আইন-কানূনের জন্য সাক্ষ্যমর হওয়াকে অত্যন্ত সম্মান করতো।

**৫:১৩ পৃথিবী।** পৃথিবী; গ্রীক প্রতিশব্দের অর্থ ‘মাটি’, এখানে ‘মানবজাতি’ অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে। তাই অবিশ্বাসীদের জগতে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের শিক্ষা প্রয়োগের ফলের দিকে জোর দেয়া হয়েছে।

**লবণ।** স্বাদযুক্ত করতে ও সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত খাদ্য উপাদান। কিন্তু এখানে স্বাদ অর্থে ব্যবহৃত। “লবণের স্বাদ যদি চলে যায়” কথাটি এখানে “বোকা হওয়া” অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে (১ করি ১:২০)। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসী পরিবেশে লবণের মত। সমাজকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের স্বাদযুক্ত করতে হবে তাদের জীবন-আচরণের প্রকাশভঙ্গি দিয়ে (মার্ক ৯:৪৯,৫০; লূক ১৪:৩৫; কল ৪:৬; ১ থিষ ২:৮)।

**৫:১৪ পৃথিবীর আলো।** যিহুদীরা প্রচলিত ধারণা অনুসারে ইস্রায়েল (যিশা ৪২:৬; ৪৯:৬) ও যিরূশালেমকে পৃথিবীর আলো হিসেবে দেখত। “নগর” বলতে এখানে যিরূশালেম হতে পারে, বা যে কোন উঁচু নগর হতে পারে, যার আলো

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

<sup>১৫</sup> আর লোকে প্রদীপ জ্বেলে ঢাকনার নিচে রাখে না, কিন্তু প্রদীপ-আসনের উপরেই রাখে, তাতে তা গৃহস্থিত সমস্ত লোককে আলো দেয়। <sup>১৬</sup> তেমনি তোমাদের আলো মানুষের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে।

### মোশির ব্যবস্থা ও ভাববাদীগণ

<sup>১৭</sup> মনে করো না যে, আমি ব্যবস্থা বা ভাববাদীদের পুস্তক লোপ করতে এসেছি; আমি তা লোপ করতে আসি নি, কিন্তু পূর্ণ করতে এসেছি। <sup>১৮</sup> কেননা আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী শেষ না হবে, সেই পর্যন্ত ব্যবস্থার একটি মাত্রা বা একটি

[৫:১৫] মার্ক ৪:২১; লুক ৮:১৬; ১১:৩৩। [৫:১৬] ১করি ১০:৩১; ফিলি ১:১১। [৫:১৬] দে: তীত ২:১৪। [৫:১৬] দে: মথি ৯:৮। [৫:১৭] যোহন ১০:৩৪, ৩৫; রোমী ৩:৩১। [৫:১৮] গীত ১১৯:৮৯; যিশা ৪০:৮; ৫৫:১১; মথি ২৪:৩৫; মার্ক

রাতে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দৃশ্যমান হয়।

**৫:১৫ প্রদীপ।** যীশু খ্রীষ্টের সময়ে লোকেরা ছোট আকৃতির মাটির বাতি বা প্রদীপ ব্যবহার করতো, যাতে জলপাই ব্যবহার করা হত (যাত্রা ২৫:৩৭ দেখুন)। মোশির সময় থেকে আবাস-তীব্রুতে সাতটি বাতির দীপাধারের প্রচলন শুরু হয়। আবাস-তীব্রুতে সারা রাত বাতি জ্বলতো, যেখানে পুরোহিতরা কাজ করতেন। এই বাতির আলো ঈশ্বরের মহিমা তুলে ধরতো, যা ইস্রায়েলীয়দের পবিত্রীকৃত জীবনকে প্রতিফলিত করতো (যাত্রা ২৭:২০-২১; ২৯:৪৩)।

**ঢাকনা।** মূলত পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত পাত্র, যাতে গুঁড়ো করা খাবার বা ময়দা রাখা হত।

**৫:১৬ স্বর্গস্থ পিতা।** মথি “স্বর্গস্থ পিতা” বা “স্বর্গের পিতা” শব্দগুচ্ছটি ১৭ বার ব্যবহার করেছেন, যেক্ষেত্রে মার্ক ও লুক কেবল একবার করে ব্যবহার করেছেন এবং যোহন এটি একেবারেই ব্যবহার করেন নি।

**৫:১৭ আইন-কানুন।** যিহুদী পবিত্র শাস্ত্রের প্রথম পাঁচটি পুস্তক, যাকে পঞ্চপুস্তক বলে।

**ভাববাদীদের পুস্তক।** প্রধান ভাববাদী, অর্থাৎ যিশাইয়, যিরমিয় ও যিহিস্কেল এবং ১২জন অপ্রধান ভাববাদী লিখিত পুস্তকসহ যিহোশূয় থেকে শুরু করে পুরাতন নিয়মের অন্যান্য সকল পুস্তককেই (যেমন যিহোশূয়, বিচারকর্তৃকগণ, শমুয়েল, রাজাবলি, বংশাবলি) ভাববাদীদের পুস্তক বলে আখ্যায়িত করা যায়। তৌরাত ও

গীতসংহিতা এবং ভাববাদীদের পুস্তক একত্রিত করে তাকে সমগ্র পুরাতন নিয়ম নামে অভিহিত করা যায়।

**পূর্ণ করতে।** যীশু খ্রীষ্ট এই অর্থে আইন-কানুন পূর্ণ করেছেন যে, তিনি এর পূর্ণ অর্থ দিলেন। তিনি এর গভীর অন্তর্নিহিত নীতি ও এর প্রতি পূর্ণ সমর্পণকে গুরুত্ব দিয়েছেন, শুধুমাত্র বাহ্যিক স্বীকৃতি ও বাধ্যতাকে নয়। মোশির আইন-কানুনের সাথে যীশু খ্রীষ্টের যে সম্পর্ক তাকে এভাবে প্রকাশ করা যায়:

- ♦ যীশু খ্রীষ্ট আইন-কানুনের অধীনে জন্মগ্রহণ করেছেন (গালা ৪:৪)।
- ♦ তিনি আইন-কানুনের প্রতি সিদ্ধ বাধ্যতায় বাস করেছেন (১৭:৫; যোহন ৮:৪৬; ১ পিতর ২:২১-২৩)।
- ♦ তিনি তাঁর পবিত্র উৎসর্গকৃত মৃত্যুর দ্বারা আইন-কানুনের নমুনাগুলোকে পূর্ণতা দিয়েছেন (ইব্রী ৯:১১-২৮)।
- ♦ তিনি তাঁর মধ্যস্থতামূলক কাজ দিয়ে আইন-কানুনের অধীনে যারা ছিল তাদের সকলকে দাস থেকে সন্তানের অবস্থানে এনেছেন (গালা ৪:১-৭)।
- ♦ তিনি তাঁর রক্ত দ্বারা নতুন চুক্তির মধ্যস্থতা করেছেন (ইব্রী ৮:৮; রোমীয় ৫:২)।

**৫:১৮ একটি মাত্রা বা একটি বিন্দুও।** হিব্রু ও গ্রীক বর্ণমালায় লেখার ক্ষীণ অলঙ্করণ বা বৃদ্ধি বিশেষের জন্য ব্যবহৃত বর্ণ; বাংলার হসন্তের মত।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

বিন্দুও মুছে যাবে না, সমস্তই সফল হবে।<sup>১৯</sup> অতএব যে কেউ এসব ক্ষুদ্রতম আদেশের মধ্যে কোন একটি আদেশ লঙ্ঘন করে ও লোকদেরকে তা লঙ্ঘন করতে শিক্ষা দেয়, তাকে স্বর্গ-রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাবে; কিন্তু যে কেউ সেসব পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান বলা যাবে।<sup>২০</sup> কেননা আমি তোমাদেরকে বলছি, ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীদের চেয়ে তোমাদের ধার্মিকতা যদি বেশি না হয়, তবে তোমরা কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

### ক্রোধের বিষয়ে শিক্ষা

<sup>২১</sup> তোমরা শুনেছ, আগেকার দিনের লোকদের কাছে বলা হয়েছিল, “তুমি হত্যা করো না,” আর ‘যে হত্যা করে সে বিচারের দায়ে পড়বে’।<sup>২২</sup> কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, যে কেউ আপন ভাইয়ের প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচারের দায়ে পড়বে; আর যে কেউ আপন ভাইকে বলে, ‘রে নির্বোধ,’ সে মহাসভার বিচারের দায়ে পড়বে। আর যে কেউ বলে, ‘রে মূঢ়,’ সে নরকের আগুনের দায়ে পড়বে।<sup>২৩</sup> অতএব তুমি যখন বেদির কাছে তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ করছো, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার

১৩:৩১; লুক ১৬:১৭; ২১:৩৩। [৫:১৯] যাকোব ২:১০। [৫:২০] যিশা ২৬:২; মথি ১৮:৩; যোহন ৩:৫। [৫:২১] যাত্রা ২০:১৩; ২১:১২; দ্বি:বি ৫:১৭। [৫:২২] উপদে ৭:৯; ১করি ১৩:৫; ইফি ৪:২৬; যাকোব ১:১৯, ২০। [৫:২২] ১যোহন ৩:১৫। [৫:২২] মথি ২৬:৫৯; যোহন ১১:৪৭; প্রেরি ৫:২১, ২৭, ৩৪, ৪১; ৬:১২। [৫:২২] মথি ১৮:৯; মার্ক ৯:৪৩, ৪৮; লুক ১৬:২৪; যাকোব ৩:৬।

**৫:১৯ ক্ষুদ্রতম আদেশ।** যিহূদী রব্বিগণ শিক্ষা দিতেন যে, সবচেয়ে বড় আদেশ হচ্ছে মাতা-পিতাকে সম্মান করা এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম আদেশ হল একটি মা পাখিকে দয়া দেখানো। তাদের যুক্তি ছিল যে, উভয়ের পুরস্কার একই, তা অনন্ত জীবনের জন্য আমাদেরকে উপযুক্ত করে (যাত্রা ২০:১২; দ্বি:বি. ২২:৭)।

**৫:২০ ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীদের চেয়ে তোমাদের ধার্মিকতা।** ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীদের ধার্মিকতা এবং আইন-কানুনের বাহ্যিকতা স্বর্গীয় রাজ্যের প্রেক্ষাপটে অপরিপাক। খ্রীষ্টের অনুসারীদের ধার্মিকতা আইন-কানুনের নয়, বরং আরও উচ্চতর অর্থে, যা আইন-কানুনে নিহিত ঈশ্বরের সত্যিকার পরিকল্পনা, যা বিশ্বাস দ্বারা নতুন জন্মের মাধ্যমে সূচিত হয় (যোহন ৩:৩; রোমীয় ৩:২৪)। আইন-কানুন পালন করার করার মধ্য দিয়ে ধার্মিক হওয়া যায় না (রোমীয় ৩:২০)।

**৫:২১ বলা হয়েছিল।** যে কথা যীশু খ্রীষ্ট পরিবর্তন করেছেন (পদ ২১, ২৭, ৩১, ৩৩, ৩৮, ৪৩), কারণ তা ছিল রব্বি বা ধর্ম-

শিক্ষকদের প্রচলিত ধারণা বা প্রথার বাহ্যিক অনুবাদ, পুরাতন নিয়মের কোন আদেশ নয়।

**৫:২২ নরক।** গ্রীক শব্দ “গেহেন্না”, যে নামটি যিরূশালেমের দক্ষিণে গভীর গিরিখাত “হিন্নোম” উপত্যকার নাম থেকে এসেছে (হিব্রুতে গে-হিন্নোম)। রাজা আহস এবং মনগশির রাজত্বের সময়ে আন্মোনীয় দেবতা মোলকের উদ্দেশ্যে সেখানে মানুষ উৎসর্গ করা হয়েছিল। পৌত্তলিক উপাসনা বন্ধ করার জন্য রাজা যোশিয় উপত্যকাটিকে অপবিত্র করেছিলেন (২ রাজা ২৩:১০; ২ বংশা ৩৩:৬; যির ৭:৩১-৩২; ১৯:৬)। উপত্যকাটি স্থায়ীভাবে নগরীর আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলার স্থানে পরিণত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে চূড়ান্ত শান্তির রূপক হিসেবে এই স্থানের নামটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শব্দটি মথি ৫:২২, ২৯, ৩০; ১০:২৮; ১৮:৯; ২৩:১৫, ৩৩; মার্ক ৯:৪৩, ৪৫, ৪৭; লুক ১২:৫; যাকোব ৩:৬ পদে ব্যবহার করা হয়েছে। বেশির ভাগ পদেই এই স্থানটির কথা বলতে গিয়ে খ্রীষ্ট পাপের পরিণতির জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে সতর্ক করেছেন (মার্ক ৯:৪৪)।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

ভাইয়ের কোন অনুযোগ আছে, <sup>২৪</sup> তবে সেই স্থানে বেদির সম্মুখে তোমার নৈবেদ্য রাখ, আর চলে গিয়ে প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে সম্মিলিত হও, পরে এসে তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ করো। <sup>২৫</sup> তুমি যখন বিপক্ষের সঙ্গে পথে থাক, তখন তার সঙ্গে শীঘ্র মীমাংসা করো, পাছে বিপক্ষ তোমাকে বিচারকর্তার হাতে তুলে দেয় ও বিচারকর্তা তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়, আর তুমি কারাগারে নিষ্কিণ্ত হও। <sup>২৬</sup> আমি তোমাকে সত্যি বলছি, যতদিন শেষ পয়সাটা পর্যন্ত পরিশোধ না করবে, ততদিন তুমি কোন মতে সেই স্থান থেকে বাইরে আসতে পারবে না।

### ব্যভিচার করার বিষয়ে শিক্ষা

<sup>২৭</sup> তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, “তুমি ব্যভিচার করো না”। <sup>২৮</sup> কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করলো। <sup>২৯</sup> আর তোমার ডান চোখ যদি তোমাকে পাপ করায়, তবে তা উপড়ে দূরে ফেলে দাও; কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিষ্কিণ্ত হওয়ার চেয়ে বরং একটি অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভাল। <sup>৩০</sup> আর তোমার ডান হাত যদি তোমাকে পাপ করায়, তবে তা কেটে দূরে ফেলে দাও; কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে যাওয়ার চেয়ে বরং একটি অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভাল।

### ত্যাগ করবার বিষয়ে শিক্ষা

<sup>৩১</sup> আর বলা হয়েছিল, “যে কেউ তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চায় সে তাকে ত্যাগপত্র দিক”। <sup>৩২</sup> কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, যে কেউ ব্যভিচার ছাড়া অন্য কারণে তার স্ত্রীকে তালোক দেয় সে তাকে ব্যভিচারিণী করে। যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিয়ে করে, সেও ব্যভিচার করে।

[৫:২৭] যাজ্ঞা ২০:১৪; দ্বি:বি ৫:১৮। [৫:২৮] হিতো ৬:২৫; ২পি ২:১৪। [৫:২৯] পদ: ৩০; মথি ১৮:৬, ৮, ৯; মার্ক ৯:৪২-৪৭; লূক ১৭:২; রোমী ১৪:২১; ১করি ৮:১৩; দে: ২করি ৬:৩; ১১:২৯। [৫:৩০] দে: পদ: ২৯। [৫:৩১] দ্বি:বি ২৪:১-৪। [৫:৩২] দে: লূক ১৬:১৮।

**৫:২৪ তোমার ভাইয়ের সঙ্গে সম্মিলিত হও।** যিহুদী ধর্ম ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির পুনর্মিলনে জোর দেয়। ঈশ্বর বাহ্যিক উৎসর্গ গ্রহণ করেন না, যদি কেউ তার প্রতিবেশীকে অত্যাচার করে বা খারাপ ব্যবহার করে। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর কেবল সেসব উৎসর্গ গ্রহণ করেছেন, যা তাঁর প্রতি ও প্রতিবেশীদের প্রতি খাঁটি অন্তর নিয়ে করা হয়েছিল (আদি ৪:৪-৭; হিতো ১৫:৮; যিশা ১:১০-১৫; যির ৬:২০; আমোষ ৫:২১-২৪)।

**৫:২৬ শেষ পয়সাটা।** ক্ষুদ্রতম রোমীয় তামার মুদ্রা। মার্ক ৬:৩৭ পদের নোট দেখুন।

**৫:৩০ কেটে দূরে ফেলে দাও ...।** যীশু খ্রীষ্ট

এখানে নিজেদের অঙ্গহানি করার শিক্ষা দিচ্ছেন না; বরং এখানে বোঝানো হয়েছে যে, প্রয়োজন মত আমাদেরকে কঠোরভাবে পাপের আচরণ দমন করতে হবে।

**৫:৩২ ব্যভিচার ভিন্ন।** মথি এখানে যে ব্যভিচারের কথা বলেছেন (গ্রীক পনেইয়া), তা মূলত বিবাহ-পূর্ব যৌন সম্পর্কের কথা বোঝায়, কিন্তু এটি সকল অনৈতিক যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

**সে তাকে ব্যভিচারিণী করে ...।** সম্ভবত সেই স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করবে এ কারণে। যদি সে ব্যভিচারের জন্য ত্যাগপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সে ইতোমধ্যে নিজেকে ব্যভিচারিণী করে তুলেছে।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

### দিব্য করার বিষয়ে শিক্ষা

৩৩ আবার তোমরা শুনেছ, আগেকার দিনের লোকদের কাছে বলা হয়েছিল, ‘তুমি মিথ্যা দিব্য করো না, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশে তোমার দিব্যগুলো পালন করো।’ ৩৪ কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, কোন দিব্যই করো না; স্বর্গের নামে দিব্য করো না, কেননা তা ঈশ্বরের সিংহাসন; পৃথিবীর নামে দিব্য করো না, কেননা তা তাঁর পাদপীঠ। ৩৫ আর যিরূশালেমের নামে দিব্য করো না, কেননা তা মহান রাজার নগরী। ৩৬ আর তোমার মাথার নামে দিব্য করো না, কেননা একগাছি চুল সাদা বা কালো করার সাধ্য তোমার নেই। ৩৭ কিন্তু তোমাদের কথা হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না, হোক; এর অতিরিক্ত যা, তা মন্দ থেকে জন্মে।

### প্রতিশোধের বিষয়ে শিক্ষা

৩৮ তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, “চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত”। ৩৯ কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা দুষ্টির প্রতিরোধ করো না; বরং যে কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে, অন্য গাল তার দিকে ফিরিয়ে দাও। ৪০ আর যে তোমার সঙ্গে

[৫:৩৩] লেবী ১৯:১২। [৫:৩৩] গণনা ৩০:২; দ্বি:বি ২৩:২১; মথি ২৩:১৬-২২। [৫:৩৪] যাকোব ৫:১২। [৫:৩৪] যিশা ৬৬:১; মথি ২৩:২২। [৫:৩৫] গীতা ৪৮:২। [৫:৩৬] যাকোব ৫:১২। [৫:৩৬] মথি ৬:১৩; ১৩:১৯, ৩৮; যোহন ১৭:১৫; ইফি ৬:১৬; ২থি ৩:৩; ১যোহন ২:১৩, ১৪; ৩:১২; ৫:১৮, ১৯। [৫:৩৮] যাত্রা ২১:২৪; লেবী ২৪:২০; দ্বি:বি ১৯:২১। [৫:৩৯] লুক ৬:২৯; রোমী ১২:১৭, ১৯; ১পি ৩:৯।

৫:৩৩ মিথ্যা শপথ খেয়ো না ...। লোকেরা তাদের কথাকে সত্য বলে সাক্ষ্য দিতে ঈশ্বর ছাড়া অন্যান্য অনেক বিষয় দ্বারা শপথ খেত বা শপথ করতো। তাদের যুক্তি ছিল যে, যদি তারা অন্যান্য তুচ্ছ বস্তুর নামে করা শপথ ভঙ্গ করে, তবে তারা ঈশ্বরের নামের অসম্মান করে না। পর্যায়ক্রমে কোন কোন শপথ পালন করা বাধ্যতামূলক তা নির্ধারণ করা ফরীশীদের জন্য আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। যীশু খ্রীষ্ট বলেন যে, যা কিছু নাম দ্বারা শপথ করা হোক না কেন, তা ঈশ্বরের। যিশা ৬৬:১ পদ ঘোষণা করা হয়েছে যে, স্বর্গ ঈশ্বরের সিংহাসন এবং পৃথিবী তাঁর পা রাখার জায়গা।

৫:৩৬ একগাছি চুল সাদা বা কালো করার সাধ্য ...। ইস্রায়েল দেশের অধিকাংশ লোকের চুলের রং ছিল গাঢ় কালো; তারা বৃদ্ধ হয়ে পড়লে তাদের চুল সাদা হয়ে যেত। এ পদে বয়সের উপর ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের কথা বোঝানো হচ্ছে (দ্বি:বি. ২৩:২১-২৩; উপদেশক ৫:৫)। এসেনীয়রা দলভুক্ত হওয়ার শপথ করার পরে আর কোন শপথ করা এড়িয়ে চলতো।

৫:৩৮ প্রতিশোধ। দেখুন দ্বি:বি. ১৯:২১। প্রতিশোধের তথাকথিত ব্যবস্থা অপরাধের উপযুক্ত বিচার ব্যহত করে, যা এখানে বোঝানো হয়েছে। আত্মিক প্রেমের ব্যবস্থা আরোপ করে যীশু খ্রীষ্ট প্রতিশোধের বিধানের প্রচলিত ভুল বুঝাবুঝির সংশোধন করেছেন। “চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত” নীতির বিপরীত কথা এখানে বলা হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট হিল্লেলের অনুসারী ফরীশীদের এই চরম বিচার নীতির বিপক্ষে কথা বলেছেন, কারণ এরা ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেবার ও ক্ষমা না করার প্রতি জোর দিত (যাত্রা ২১:২৩-২৫; লেবী ২৪:২০)।

৫:৩৯ চড়। প্রাচীন যুগে ডান গালে চড় মারা সবচেয়ে জঘন্যতম অপমান ছিল। যিহূদী রোমান ব্যবস্থায় চড় মারার অপরাধের জন্য বিচারের ব্যবস্থা ছিল। ভাববাদীরা এরূপ খারাপ ব্যবহার সহ্য করতেন (১ রাজা ২২:২৪; যিশা ৫০:৬)। খ্রীষ্ট-ধর্মে কোন পাল্টা-আক্রমণের শিক্ষা দেওয়া হয় নি। ঈশ্বরের গৌরবের জন্য বা তাঁর কাজের জন্য, তাঁর বাক্যে স্থির থাকার জন্য আঘাত ও অপমান সহ্য করতে হবে, কোন

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

বিচার-স্থানে ঝগড়া করে তোমার কোর্তা নিতে চায়, তাকে জামাটাও নিতে দাও।<sup>৪১</sup> আর যে কেউ এক মাইল যেতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে, তার সঙ্গে দুই মাইল যাও।<sup>৪২</sup> যে তোমার কাছে যাচঞা করে, তাকে দাও এবং যে তোমার কাছে ধার চায়, তা থেকে বিমুখ হয়ো না।

### শত্রুকে প্রেম করবার বিষয়ে শিক্ষা

<sup>৪৩</sup> তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, “তোমার প্রতিবেশীকে প্রেম করবে,” এবং “তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে”।

<sup>৪৪</sup> কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা নিজ নিজ শত্রুদেরকে প্রেম করো এবং যারা তোমাদেরকে নির্যাতন করে, তাদের জন্য প্রার্থনা করো; <sup>৪৫</sup> যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সম্মান হও, কারণ তিনি ভাল-মন্দ লোকদের উপরে তাঁর সূর্য উদিত করেন

[৫:৪২] দ্বি:বি ১৫:৮; লূক ৬:৩০। [৫:৪৩] লেবী ১৯:১৮; মথি ১৯:১৯; ২২:৩৯; মার্ক ১২:৩১; লূক ১০:২৭; রোমী ১৩:৯; গালা ৫:১৪; যাকোব ২:৮। [৫:৪৩] দ্বি:বি ২৩:৬; গীত ১৩৯:২১, ২২। [৫:৪৪] লূক ৬:২৭, ২৮; ২৩:৩৪; যোহন ১৫:২০; প্রেরি ৭:৬০; রোমী ৮:৩৫; ১২:১৪; ১করি ৪:১২; ১পিত ২:২৩। [৫:৪৫] পদ: ৯; লূক ৬:৩৫; দে: রোমী ৮:১৪। [৫:৪৫] ইয়োব ২৫:৩।

পাল্টা আঘাত করা যাবে না। যীশু খ্রীষ্ট এ শিক্ষা দ্বারা সমাজের হিংসা, প্রতিযোগিতা ও প্রতিশোধ স্পৃহাকে নিরুৎসাহিত করছেন। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী শিক্ষা হচ্ছে সংযত আচরণ করা।

**৫:৪০ কোর্তা ... জামা।** প্রথমটি ঢিলেঢালা বাইরে পরার পোশাক, দ্বিতীয়টি অন্তর্বাস। রোমান সাম্রাজ্যের দরিদ্র লোকদের, কিংবা মিশরে অধিকাংশ কৃষকের কেবল একটি পরিধেয় জামা ও কোর্তা থাকত; যদিও প্যালেস্টাইনের লোকদের অবস্থা তত খারাপ ছিল না। এই পদ কারও সকল সম্পদের, এমনকি কাপড়-চোপড়ের ব্যাপারে বঞ্চিত না হওয়াকে গুরুত্ব দেয়। যিহূদী ব্যবস্থায় কোন পাওনাদার দরিদ্র কারও কোর্তা নিতে পারে না, যা রাত্রিকালে তার কন্মল হিসেবে কাজ করে (যাত্রা ২২:২৬-২৭)। তারপরও যীশু এ উপদেশ দেন কাউকে মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার না করতে।

**৫:৪১ পীড়াপীড়ি করে ...**। এই শব্দটি ফার্সি শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ “কাজে চাপ দেয়া”। মথি ২৭:৩২ পদে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে রোমীয় সৈন্যরা যীশু খ্রীষ্টের ত্রুশ বহন করতে কুরীণীয় শিমনকে চাপ দিয়েছিল।

**৫:৪২ যে তোমার কাছে কিছু চায় ...**। এরা ছিল ভিক্ষুক, গরীব, দরিদ্র। যীশু খ্রীষ্টের সময়ে

ইস্রায়েলের সর্বত্র ভিক্ষুক ছিল। অভাবীদেরকে দান করার প্রতি পবিত্র বাইবেল গুরুত্ব দিয়েছে (দ্বি:বি. ১৫:১১; গীত ১১২:৫-৯; হিতো ২১:১৩)। যারা গরীবদের সাহায্য করবে, ঈশ্বর তাদের সাহায্য করবেন (দ্বি:বি. ১৫:১০; হিতো ১৯:১৭; ২২:৯; ২৮:৮)।

**ধার।** সুদে টাকা খাটানো এবং বিশেষভাবে ক্ষমার বছরের পূর্বে গরীবদের ধার দেয়ার বিরুদ্ধে আইন-কানূনের নিয়ম (দ্বি:বি. ১৫:৯; তুলনা করুন, লেবীয় ২৫ অধ্যায়) এখানে যীশু খ্রীষ্টের নীতিকে সমর্থন করে, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট নিঃস্বার্থ দানের উপরে আরও বেশি জোর দিয়েছেন (বিশেষভাবে লূক ৬:৩৫ পদে)।

**৫:৪৪ শত্রুদেরকে প্রেম করো ...**। পুরাতন নিয়ম স্পষ্টভাবে কারও শত্রুকে ঘৃণা করার শিক্ষা দেয় না (যাত্রা ২৩:৪-৫; হিতো ২৫:২১-২২), যদিও ঈশ্বরের শত্রুদের ঘৃণা করা ধার্মিকতার কাজ মনে হতে পারে (গীত ১৩৯:১৯-২২); কোন কোন গোঁড়া যিহূদী দল ভিন্ন ধর্মীয় লোকদের ঘৃণা করার উপরে জোর দিত। কারও শত্রুর জন্য প্রার্থনা করা সবচেয়ে ধার্মিক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হিসেবেও পুরাতন নিয়মে দেখা যায় না (২ বংশা ১৪:২২; যির ১১:২০; ১৮:২৩; ২০:১২; গীত ১৩৭:৯)।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

এবং ধার্মিক-অধার্মিকদের উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করেন।<sup>৪৬</sup> কেননা যারা তোমাদেরকে প্রেম করে, যদি তাদেরকেই তোমরা প্রেম কর তবে তোমাদের কি পুরস্কার হবে? কর-আদায়কারীরাও কি সেই মত করে না? <sup>৪৭</sup> আর তোমরা যদি কেবল আপন আপন ভাইদেরকে শুভেচ্ছা জানাও, তবে বেশি কি কাজ কর? অযিহূদীরাও কি সেরকম করে না? <sup>৪৮</sup> অতএব তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমন সিদ্ধ হও।

[৫:৪৬] লুক ৬:৩২। [৫:৪৮] লেবী ১৯:২; ১পিত ১:১৬।

**৫:৪৬ কর-আদায়কারী।** প্রচলিত ধারণা অনুসারে এরা “সরাইখানার” মালিক হিসেবে পরিচিত, এরা ছিল স্থানীয় লোক, যারা রোমীয় সরকারের পক্ষে কর সংগ্রহ করতে নিয়োগপ্রাপ্ত হত। যেহেতু তারা রোম সরকারের জন্য কাজ করতো এবং প্রায়শই অযৌক্তিক পাওনা দাবী করতো, তাই কর-আদায়কারীরা কুখ্যাতি অর্জন করেছিল এবং সাধারণত তারা ঘৃণিত ও অবিশ্বস্ত বলে বিবেচিত হত।

**৫:৪৮ সিদ্ধ হও।** পবিত্র, পূর্ণ বা সম্পূর্ণ অর্থে প্রকাশ করা হয়। মথি ৫:২১-৪৭ পদে এটি আবশ্যিকতা পূরণকে বোঝায়। পবিত্র বাইবেলে পবিত্র হওয়ার নির্দেশ আছে, কারণ ঈশ্বর পবিত্র (লেবীয় ১১:৪৪-৪৫; ১৯:২; ২০:২৬)। যীশু খ্রীষ্ট সিদ্ধ প্রেমের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করছেন (পদ ৪৩-৪৭), যা আমরা এ জীবনে পরিপূর্ণভাবে লাভ করতে পারি না। সেটি আমাদের জন্য ঈশ্বরের উচ্চ মান।

### মথি ৫ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত-সার

এই অধ্যায়ের শুরুতে মথি “পাহাড়ের উপর প্রভু যীশুর শিক্ষাকে” তুলে ধরেন। আর এই শিক্ষার বিষয়বস্তু হলো “স্বর্গ-রাজ্য” (মথি ৪:১৭; ৫:৩,১০,১৯-২০; ৬:১,৩৩; ৭:২১)। যারা স্বর্গ-রাজ্যের প্রজা হবেন, তাদের চরিত্র ও সৌভাগ্যের বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু “স্বর্গীয় সুখ” সহকারে প্রভু যীশু তাঁর শিক্ষা শুরু করেছিলেন (মথি ৫:১-১২) এবং লবণ ও আলোর মত করে পৃথিবীর সাথে তাদের সম্পর্কে তুলে ধরেন (মথি ৫:১৩-১৬)। মোশির আইন-কানূনের সাথে যীশু তাঁর নিজের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, ধার্মিকতার ক্ষেত্রে কিভাবে আমাদের ধর্ম-শিক্ষকদের এবং ফরীশীদেরকে ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত, সেই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন (মথি ৫:১৭-২০) এবং এর ফলশ্রুতি হিসেবে এরপর তাঁর শিক্ষায় মোশির আইন-কানূনের মৌখিক ব্যাখ্যা এবং শিষ্যদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরণের মধ্যকার অসংখ্য ধারাবাহিক বৈষম্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল (মথি ৫:২১-৪৮)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— “স্বর্গ-রাজ্য” শব্দটির অর্থ, স্বর্গ-রাজ্যের প্রজাদের সৌভাগ্য এবং পৃথিবীর সাথে তাদের সম্পর্ক, ধার্মিকতার ক্ষেত্রে কিভাবে ধর্ম-শিক্ষকদের এবং ফরীশীদেরকে আমাদের ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত।

মথি লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

মথি ৫ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যীশু যখন শিক্ষা দিতে শুরু করেন তখন তিনি কোথায় ছিলেন? (১ পদ)
২. যীশু কোন্ ধরনের লোকদের “ধন্য” বলেছেন? কেন? (৩-১১ পদ)
৩. তাদের কেন আনন্দ করা উচিত? (১২ পদ)
৪. তিনি তাঁর শিষ্যদের কি বলে ডেকেছিলেন? (১৩, ১৪ পদ)
৫. কেন একজন ব্যক্তির তার আলো সকলের সামনে জ্বলতে দেয়া উচিত? (১৬ পদ)
৬. যীশু মোশির আইন-কানূনের বিষয় কি বলেছিলেন? (১৭ পদ)
৭. যারা সেই আইন-কানুন অমান্য করে তাদের কি হবে বলে যীশু বলেছিলেন? যারা সেই আইন-কানুন পালন করে তাদের কি হবে? (১৮, ১৯ পদ)
৮. ২৩ ও ২৪ পদ অনুসারে, যদি কারো তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে সমস্যা থাকে কি করা উচিত?
৯. ২৮ পদ অনুসারে, ব্যভিচার সম্পর্কে যীশু কি বলেছিলেন?
১০. বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষয়ে তিনি কি বলেছিলেন? (৩২ পদ)
১১. যীশু প্রতিশোধের বিষয়ে কি শিক্ষা দিয়েছিলেন? (৩৮, ৩৯ পদ)
১২. যখন কোন ব্যক্তির কাছে কেউ কিছু চায় তখন তার কি করা উচিত? (৪২ পদ)
১৩. কারও শত্রুকে ভালোবাসার বিষয়ে যীশু কি বলেছেন? (৪৩, ৪৪ পদ)
১৪. ঈশ্বর কিভাবে ভালো জিনিস দেন? (৪৫ পদ)
১৫. ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা দেবার ক্ষেত্রে যীশু কি বলেছেন? (৪৬, ৪৭ পদ)
১৬. পূর্বে কাদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছে কথা বলেছিলেন? (ইব্রীয় ১:১ পদ)
১৭. এখন তিনি কার মধ্য দিয়ে তাদের সাথে কথা বলেছেন? (ইব্রীয় ১:২ পদ)
১৮. ৪৮ পদ অনুসারে যীশু কি আদেশ দিয়েছেন?



## মথি লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

### দান করার বিষয়ে শিক্ষা

৬<sup>১</sup> সাবধান, লোককে দেখাবার জন্য তাদের সাক্ষাতে তোমাদের ধর্মকর্ম করো না, করলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছ থেকে তোমরা কোন পুরস্কার পাবে না।

<sup>২</sup> অতএব তুমি যখন দান কর, তখন তোমার সম্মুখে তুরী বাজিয়ে না, যেমন ভগ্নরা লোকের কাছে প্রশংসা পাবার জন্য সমাজ-গৃহে ও পথে করে থাকে; আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। <sup>৩</sup> কিন্তু তুমি যখন দান কর, তখন তোমার ডান হাত কি করছে, তা তোমার বাম হাতকে জানতে দিও না। <sup>৪</sup> এভাবে তোমার দান যেন গোপনে হয়; তাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দেবেন।

### প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা

<sup>৫</sup> আর তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভগ্নদের মত হয়ো না; কারণ তারা সমাজ-গৃহে ও পথের কোণে দাঁড়িয়ে লোক-দেখানো প্রার্থনা করতে ভালবাসে; আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। <sup>৬</sup> কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার ভিতরের ঘরে প্রবেশ করো, আর দরজা বন্ধ করে তোমার পিতা, যিনি গোপনে বর্তমান, তাঁর কাছে প্রার্থনা করো; তাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দেবেন।

<sup>৭</sup> আর প্রার্থনা করার সময় তোমরা অনর্থক পুনরাবৃত্তি করো না, যেমন অযিহুদীরা করে থাকে; কেননা তারা মনে করে, বেশি কথা বললেই তাদের প্রার্থনার উত্তর পাবে। <sup>৮</sup> অতএব তোমরা তাদের মত হয়ো না, কেননা তোমাদের কি কি প্রয়োজন, তা যাচঞা করার আগে তোমাদের পিতা জানেন।

<sup>৯</sup> অতএব তোমরা এই ভাবে প্রার্থনা করো;

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক,

[৬:১] মথি ৫:১৬; ২৩:৫। [৬:৪] পদ: ৬, ১৮; কল ৩:২৩, ২৪। [৬:৫] মার্ক ১১:২৫; লূক ১৮:১০-১৪। [৬:৬] ২রাজা ৪:৩৩। [৬:৭] উপদে ৫:২। [৬:৭] ১রাজা ১৮:২৬-২৯। [৬:৮] পদ: ৩২। [৬:৯] যির ৩:১৯; মালা ২:১০; ১পিত ১:১৭।

৬:১ ধর্মকর্ম। এ পদটি ধার্মিকতার তিনটি কাজের আলোচনার সূত্রপাত করছে। দান করা (২-৪) পদ, প্রার্থনা করা (৫-১৫ পদ) এবং উপবাস রাখা (১৬-১৮ পদ)।

৬:২-৪ দান। এই কাজকে বহু যিহুদী পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বলে মনে করতো।

তুরী বাজিয়ে না ...। গ্রীক ও রোমীয় বিতস্তালীরা ব্যক্তিগত বদান্যতার জন্য অর্থ দিত না; তারা তাদের জনপ্রিয়তা নিশ্চিত করতে গরীবদের দান করতো। “তুরী বাজিয়ে না” বলার দ্বারা অতিশয়োক্তি করা হয়েছে। বদান্যতা যিহুদী সংকাজের অংশ। এর দ্বারা পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব বলেও অনেকে মনে করতো।

ভণ্ড। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ অভিনয়কারী। তারা অবশ্য পুরোপুরিভাবে অনিষ্ঠাবান নয়; কিন্তু ধর্ম কী, সে বিষয়ে তাদের ভুল ধারণা ছিল।

৬:৯ এই ভাবে। একটি আদর্শ, যা অনুসরণ করে নিজে প্রয়োগ করা যায় (তুলনা করুন, লূক ১১:২)।

আমাদের স্বর্গস্থ পিতা। অরামীয় প্রতিশব্দ আক্বা (মার্ক ১৪:৩৬; রোমীয় ৮:৫; গালা ৪:৬)। অরামীয় ভাষাভাষী ছোট শিশুরা তাদের পিতাকে ঘনিষ্ঠ অর্থে সম্বোধন করতে ব্যবহার করতো (মার্ক ১৪:৩৬)। স্বর্গস্থ শব্দ দ্বারা তাঁর পবিত্রতা এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর উপরে পরিচালনাকারী

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

- <sup>১০</sup> তোমার রাজ্য আসুক,  
তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক,  
যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হোক;
- <sup>১১</sup> আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদেরকে দাও;
- <sup>১২</sup> আর আমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা কর,  
যেমন আমরাও নিজ নিজ অপরাধীদেরকে ক্ষমা করেছি;
- <sup>১৩</sup> আর আমাদেরকে পরীক্ষাতে এনো না,  
কিন্তু মন্দ থেকে রক্ষা কর।
- <sup>১৪</sup> তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদেরকেও ক্ষমা করবেন। <sup>১৫</sup> কিন্তু তোমরা যদি লোকদেরকে ক্ষমা না কর, তবে

[৬:১০] দে: মথি ৩:২। [৬:১০] দে: মথি ২৬:৩৯। [৬:১১] হিতো ৩০:৮। [৬:১২] মথি ১৮:২১-৩৫। [৬:১৩] যাকোব ১:১৩। [৬:১৩] দে: মথি ৫:৩৭। [৬:১৪] মথি ১৮:২১-৩৫; মার্ক ১১:২৫, ২৬; ইফি ৪:৩২; কল ৩:১৩। [৬:১৫] মথি ১৮:৩৫।

সত্তার কথা বোঝানো হয়েছে।

তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক। এর অর্থ ঈশ্বরের পবিত্রতা ধারণের শক্তি যাচঞা করা। ঈশ্বরের পবিত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ ও স্বীকার প্রার্থনার সাথে জড়িত।

**৬:১০ তোমার রাজ্য আসুক।** রাজ্যের ভবিষ্যৎ পরম পূর্ণতার কথা বুঝাচ্ছে। আবার এর অর্থ মানবীয় জীবনে ঈশ্বরের অনন্তকালীন রাজ্য আনা। যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের শুরুতে এটিকে ‘সল্লিকট’ বলা হয়েছে (৪:১৭)।

**তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক।** মানুষের জীবনের আসল উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা। স্বর্গে দূতগণ অবিরত ঈশ্বরের প্রশংসায় মুখর থাকেন। পবিত্র বাইবেল থেকে বিশ্বাসীদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা যায়।

**৬:১১ খাদ্য।** জীবনের জন্য যা প্রয়োজন তার কথা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে, বিলাসিতা নয়। একে দু’ভাবে দেখা যেতে পারে:

- ♦ আমরা ঈশ্বরের তত্ত্বাবধান ও বন্টনের উপর নির্ভর করি। আমাদের প্রতিদিনকার খাদ্য ঈশ্বর প্রদত্ত দয়া ও অনুগ্রহ। তাই উদ্বিগ্ন না হয়ে তাঁর উপরে নির্ভর রাখা প্রয়োজন। যারা ধনী, যাদের যথেষ্ট আছে, তারা ধন্যবাদপূর্বক খেলে সমস্ত সম্পদের উপরে ঈশ্বরের মালিকানা ও কর্তৃত্ব স্বীকার করা

হয়। এ শিক্ষা দ্বারা সম্ভটির মনোভাব তৈরি করা সম্ভব।

- ♦ আবার আত্মিক অর্থে যীশু হলেন জীবন-খাদ্য। আমরা সেই খাদ্য ভক্ষণ করবো, অর্থাৎ তাঁর বাক্য গ্রহণ করবো। প্রতিদিন বাক্য পাঠের অভ্যাস গঠন ও বাক্য বুঝার জন্য ঈশ্বরের কাছে চাওয়াতে এ প্রার্থনা। প্রতিদিন আমাদের এই খাদ্য প্রয়োজন।

**৬:১২ অপরাধগুলো ক্ষমা কর।** নৈতিক স্ব্চলন, অর্থাৎ পাপ ক্ষমা করা (লুক ১১:৪ পদের নোট দেখুন)। স্বর্গীয় ক্ষমার দু’টো ক্ষেত্র রয়েছে। প্রথম ক্ষেত্র হচ্ছে সেই ক্ষমা, যা আদি পাপ-স্বভাবের জন্য আসে (ইফি ১:৭)। দ্বিতীয় ক্ষেত্র তাদের প্রতি স্বর্গস্থ পিতার সম্পর্ক সম্পর্কিত, যারা তাঁর সন্তান হয়েছেন, কিন্তু তাদের পাপের কারণে যখন এই সহভাগিতা ভেঙ্গে যায়। এজন্য আমাদের অনুতাপ করে পাপ ত্যাগ করা প্রয়োজন (১ যোহন ১:৯; তুলনা করুন গীত ৬৬:১৮ ও হিতো ২৮:১৩)। এখানে দ্বিতীয় ক্ষেত্রের ক্ষমার কথা বলা হয়েছে।

**৬:১৩ পরীক্ষাতে এনো না।** যাকোব ১:১৩-১৫ ও ১ করি ১০:১৩-এর আলোকে বুঝতে হবে।

**মন্দ থেকে রক্ষা কর।** মন্দ বলতে এখানে শয়তান বা মন্দ-আত্মার কথা বলা হয়েছে।

**৬:১৫ যদি লোকদেরকে ক্ষমা না কর।** যীশু খ্রীষ্ট

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

তোমাদের পিতা তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করবেন না।

### উপবাস রাখার বিষয়ে শিক্ষা

<sup>১৬</sup> আর তোমরা যখন উপবাস রাখ, তখন ভণ্ডদের মত মুখ কালো করে রেখো না; কেননা তারা লোককে উপবাস দেখাবার জন্য নিজেদের মুখ কালো করে রাখে; আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। <sup>১৭</sup> কিন্তু তুমি যখন উপবাস রাখ, তখন মাথায় তেল দিও এবং মুখ ধুইও; <sup>১৮</sup> যেন লোকে তোমার উপবাস দেখতে না পায়, কিন্তু তোমার পিতা, যিনি গোপনে বর্তমান, তিনিই দেখতে পান; তাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দেবেন।

### স্বর্গে ধন সঞ্চয় করার বিষয়ে শিক্ষা

<sup>১৯</sup> তোমরা পৃথিবীতে নিজেদের জন্য ধন সঞ্চয় করো না; এখানে তো কীটে ও মরিচায় ক্ষয় করে এবং এখানে চোরে সিঁধ কেটে চুরি করে। <sup>২০</sup> কিন্তু স্বর্গে নিজেদের জন্য ধন সঞ্চয় কর; সেখানে কীটে ও মরিচায় ক্ষয় করে না, সেখানে চোরেও সিঁধ কেটে চুরি করে না। <sup>২১</sup> কারণ যেখানে তোমার ধন, সেখানে তোমার মনও থাকবে।

### চোখ শরীরের প্রদীপ

<sup>২২</sup> চোখই শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার চোখ যদি সরল হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর আলোতে পূর্ণ হবে। <sup>২৩</sup> কিন্তু তোমার চোখ যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হবে। অতএব তোমার মধ্যকার আলো যদি অন্ধকার হয়, সেই অন্ধকার কত বড়!

### দুই মনিবের দাসত্ব করা

<sup>২৪</sup> কেউই দুই মনিবের দাসত্ব করতে পারে না; কেননা সে হয় তো এক জনকে হিংসা করবে, আর এক জনকে প্রেম করবে, নয় তো এক জনের প্রতি অনুরক্ত হবে, আর এক

[৬:১৬] লেবী ১৬:২৯, ৩১; ২৩:২৭-৩২; গণনা ২৯:৭। [৬:১৬] যিশা ৫৮:৫; সখ ৭:৫; ৮:১৯। [৬:১৮] পদ: ৪, ৬। [৬:১৯] হিতো ২৩:৪; লুক ১২:১৬-২১; ইব্রী ১৩:৫। [৬:১৯] দে: যাকোব ৫:২, ৩। [৬:২০] মথি ১৯:২১; লুক ১২:৩৩; ১৬:৯; ১৮:২২; ১তীম ৬:১৯। [৬:২০] লুক ১২:৩৩। [৬:২১] লুক ১২:৩৪। [৬:২৪] লুক ১৬:১৩।

এখানে যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হল, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যেন অবশ্যই অন্যায়কারীদেরকে ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। যদি তারা অনুতপ্ত অন্যায়কারীদেরকে ক্ষমা না করেন, তাহলে ঈশ্বর তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদের প্রার্থনা গুনবেন না (১৮:৩৫; মার্ক ১১:২৬; লুক ১১:৪)।

**৬:১৬ তোমরা যখন উপবাস রাখ।** পবিত্র বাইবেলে উপবাস হচ্ছে আত্মিক উদ্দেশ্য সাধনে খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। এটি একটি সুনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া। যদিও এটি প্রার্থনার সাথে সম্পর্কযুক্ত, তবু বিষয়টি স্বয়ং একটি আত্মিক পরিচর্যা। বস্তুত উপবাসকে “নীরব প্রার্থনা” বলা

যেতে পারে।

**৬:১৭ মাথায় তেল দিও এবং মুখ ধুইও।** যিহূদীরা উপবাসের সময় মাথায় ছাই মাখে। মাথায় তেল মাখা এবং মুখ ধোয়া আনন্দদায়ক উপলক্ষের চিত্র তুলে ধরে।

**৬:১৯ কীট ও মরিচা।** জাগতিক বিষয়-আশয়কে ধ্বংস করে এমন সবকিছুকে প্রতিনিধিত্ব করাকে বুঝাচ্ছে।

**৬:২৪ দুই মনিবের দাসত্ব।** ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি পোষণ করা এবং তার সাথে সাথে ধন-সম্পদের প্রতি মোহাসক্ত থাকা। যীশু খ্রীষ্ট তাই এখানে বলছেন, কোন ব্যক্তি একই সময়ে ঈশ্বর এবং ধন, এই দুইয়ের দাসত্ব করতে পারে না (লুক

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

জনকে তুচ্ছ করবে; তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করতে পার না।

### চিন্তিত না হবার বিষয়ে শিক্ষা

২৫ এজন্য আমি তোমাদেরকে বলছি, ‘কি ভোজন করবো, কি পান করবো’ বলে প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা ‘কি পরবো’ বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না; খাদ্য থেকে প্রাণ ও কাপড় থেকে শরীর কি বড় বিষয় নয়? ২৬ আকাশের পাখিগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তারা বপনও করে না, কাটেও না, গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তবুও তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাদেরকে আহাৰ দিয়ে থাকেন; তোমরা কি তাদের থেকে বেশি শ্রেণও? ২৭ আর তোমাদের মধ্যে কে চিন্তিত হয়ে নিজের বয়স এক হাত মাত্র বৃদ্ধি করতে পারে? ২৮ আর কাপড়ের জন্য কেন চিন্তিত হও? ক্ষেতের ফুলের বিষয়ে চিন্তা কর, সেগুলো কেমন বেড়ে ওঠে; ২৯ সেসব পরিশ্রম করে না, সুতাও কাটে না; তবুও আমি তোমাদেরকে বলছি, শলোমনও তাঁর সমস্ত প্রতাপে এর একটির মত সুসজ্জিত ছিলেন না। ৩০ ভাল, ক্ষেতের যে ঘাস আজ আছে ও আগামীকাল চুলায় ফেলে দেওয়া হবে, তা যদি ঈশ্বর এভাবে সাজিয়ে থাকেন, তবে হে অল্প বিশ্বাসীরা, তোমাদেরকে কি আরও বেশি করে সাজাবেন না? ৩১ অতএব এই বলে চিন্তিত হয়ো না যে, ৩২ ‘কি ভোজন করবো?’ বা ‘কি পান করবো?’ বা ‘কি পরবো?’ কেননা অযিহুদীরাই এসব বিষয় চেষ্টা করে থাকে; তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তো জানেন যে, এসব দ্রব্য তোমাদের প্রয়োজন আছে। ৩৩ কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তা হলে ঐ সমস্ত দ্রব্যও তোমাদেরকে দেওয়া হবে। ৩৪ অতএব আগামীকালের জন্য চিন্তিত হয়ো না, কেননা আগামীকাল তার নিজের বিষয় নিজেই চিন্তিত হবে; দিনের কষ্ট দিনের জন্যই যথেষ্ট।

[৬:২৫] পদ: ২৭, ২৮, ৩১, ৩৪; লুক ১০:৪১; ১২:১১, ২২। [৬:২৬] ইয়োব ৩৮:৪১; গীত ১০৪:২১; ১৩৬:২৫; ১৪৫:১৫; ১৪৭:৯। [৬:২৬] মথি ১০:২৯-৩১। [৬:২৭] গীত ৩৯:৫। [৬:২৯] ১রাজা ১০:৪-৭। [৬:৩০] মথি ৮:২৬; ১৪:৩১; ১৬:৮; লুক ১২:২৮। [৬:৩২] পদ: ৮। [৬:৩৩] দে: মথি ৩:২। [৬:৩৩] গীত ৩৭:৪; মথি ১৯:২৯।

১৬:১৩)।

৬:২৫ চিন্তিত হয়ো না। যীশু খ্রীষ্ট এখানে বোঝাতে চান নি যে, ভবিষ্যতের পার্থিব প্রয়োজনগুলোর কথা চিন্তা করার দরকার নেই (২ করি ১২:১৪; ১ তীম ৫:৮ পদের সাথে তুলনা করুন)। তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে, আমরা যেন দুশ্চিন্তা করে স্বর্গস্থ পিতার ভালবাসা এবং তাঁর অনুগ্রহের যোগানের প্রতি

বিশ্বাস না হারাই (যিহি ৩৪:১২; ১ পিতর ৫:৭ পদের সাথে তুলনা করুন)।

৬:২৮ ক্ষেতের ফুল। এখানে সাধারণ ফুলকে বুঝাচ্ছে।

৬:৩০ চুলায় ফেলে দেওয়া হবে। ইস্রায়েল দেশের মাটির চুলায় জ্বাল দিতে ঘাস ব্যবহৃত হত।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

### মথি ৬ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

স্বর্গ-রাজ্যের যারা প্রজা হবেন, তাদের প্রয়োজনীয় ধার্মিকতার বিষয়ে প্রভু যীশু শিক্ষা দিচ্ছেন, তাই “প্রভু যীশুর পাহাড়ের উপর শিক্ষা” অব্যাহত থাকে। ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ভর ধার্মিকতার আলোকে তিনি পরোপকারী কাজ (মথি ৬:১-৪), প্রার্থনা (মথি ৬:৫-১৫), উপবাস (মথি ৬:১৬-১৮), জাগতিক বিষয়ে আসক্তি (মথি ৬:১৯-২৪) এবং বস্ত্রগত বিষয়ে উদ্বিগ্নতা নিয়ে আলোচনা করেন। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— যেভাবে সৎ কাজ করলে ঈশ্বর খুশি হন সেভাবে কাজ করা, জাগতিক বিষয়ে আসক্তি এবং বস্ত্রগত বিষয়ে উদ্বিগ্নতার বিপদ সম্পর্কে শিক্ষা।

### মথি ৬ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. ধার্মিকতা অনুশীলন করা হয় কিভাবে?
২. ভালো কাজ জনসম্মুখে দেখানোর বিষয়ে যীশু কি শিক্ষা দিয়েছিলেন? (২ পদ)
৩. ভালো কাজ কিভাবে করা উচিত? কেন? (৩,৪ পদ)
৪. কিভাবে প্রার্থনা করা উচিত নয়? (৫ পদ)
৫. কিভাবে প্রার্থনা করা উচিত? (৬,৭ পদ)
৬. কখন ঈশ্বর প্রার্থনা শোনেন? (৮ পদ)
৭. প্রার্থনায় ঈশ্বরকে কিভাবে সম্বোধন করতে হবে? (৯ পদ)
৮. একে অন্যের দোষ ক্ষমা করলে কি ফল হবে? (১৪,১৫ পদ)
৯. যীশু উপবাস সম্পর্কে কি বলেছিলেন? (১৬-১৮ পদ)
১০. ধন-সম্পদ জমা করবার বিষয়ে যীশু কি বলেছিলেন? (১৯,২০ পদ)
১১. মানুষের মন কোথায় থাকবে? (২১ পদ)
১২. একজন ব্যক্তি কয়জন মনিবের সেবা করতে পারে? (২৪ পদ)
১৩. কেন একজন ব্যক্তির তার খাওয়া-পরার বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা করা উচিত নয়? (২৫-৩২ পদ)
১৪. প্রথমে কিসের জন্য ব্যস্ত হতে হবে? তাহলে কি হবে? (৩৩ পদ)

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

### পরের বিচার করার বিষয়ে শিক্ষা

**৭**<sup>১</sup> তোমরা বিচার করো না, যেন তোমাদেরও বিচার করা না হয়। <sup>২</sup> কেননা তোমরা যেভাবে বিচার কর, সেই একইভাবে তোমাদেরও বিচার করা হবে। তোমরা যেভাবে মেপে দাও, সেই একইভাবে তোমাদের জন্য মাপা হবে। <sup>৩</sup> আর তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটা আছে, তা-ই কেন দেখছো, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ আছে, তা কেন ভেবে দেখছো না? <sup>৪</sup> অথবা তুমি কেমন করে আপন ভাইকে বলবে, এসো, আমি তোমার চোখ থেকে কুটাটি বের করে দিই? আর দেখ, তোমার নিজের চোখে কড়িকাঠ রয়েছে! <sup>৫</sup> হে ভণ্ড, আগে নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠ বের করে ফেল, আর তখন তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কুটাটি বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।

<sup>৬</sup> পবিত্র বস্তু কুকুরদেরকে দিও না এবং তোমাদের মুক্তা শূকরের সম্মুখে ফেলো না; পাছে তারা পা দিয়ে তা দলায় এবং ফিরে তোমাদেরকে আক্রমণ করে।

### যাচঞা কর, খোঁজ কর, আঘাত কর

<sup>৭</sup> যাচঞা কর, তোমাদেরকে দেওয়া যাবে; খোঁজ কর, পাবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলে দেওয়া যাবে। <sup>৮</sup> কেননা যে কেউ যাচঞা করে, সে গ্রহণ করে এবং যে খোঁজ করে, সে পায়। আর যে আঘাত করে, তার জন্য খুলে দেওয়া যাবে। <sup>৯</sup> তোমাদের মধ্যে এমন লোক কে যে, তার পুত্র রুটি চাইলে তাকে পাথর দেবে, <sup>১০</sup> কিম্বা মাছ চাইলে তাকে সাপ দেবে? <sup>১১</sup> অতএব তোমরা মন্দ হয়েও যদি তোমাদের সন্তানদেরকে উত্তম উত্তম

[৭:১] লূক ৬:৩৭; রোমী ১৪:৪, ১০, ১৩; ১করি ৪:৫; ৫:১২; যাকোব ৪:১১, ১২। [৭:২] যিহি ৩৫:১১; মার্ক ৪:২৪; লূক ৬:৩৮; রোমী ২:১। [৭:৭] ১রাজা ৩:৫; মথি ১৮:১৯; ২১:২২; যোহন ১৪:১৩, ১৪; ১৫:৭, ১৬; ১৬:২৩, ২৪; যাকোব ১:৫-৮; ৪:২, ৩; ৫:১৬; ১যোহন ৩:২২; ৫:১৪, ১৫। [৭:৮] হিতো ৮:১৭; যির ২৯:১২, ১৩। [৭:১১] যাকোব

**৭:১ বিচার করো না।** এ অংশটি মূলত সমাজের একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয় প্রকাশ করে। সেমেটিক সমাজের ভাবধারার সঙ্গে মিল রেখে ৭:১-২ পদে অন্যের দোষ ধরা ও অন্যের বিচার করার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে (মার্ক ৪:২৪; রোমী ২:১; ১৪:১০)। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সমাজে চলার মধ্যে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিচালনার প্রমাণ থাকা উচিত। ৭:৩-৫ পদ সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে, নিজের দোষ না দেখে অন্যের দোষকে আগে দেখতে যাওয়া বোকামী। এমন হতে পারে যে, অন্যের দোষের চেয়ে আমার নিজের দোষ হয়তো অনেক বড়। ৫:২২ পদে যেমন আছে, “ভাই” হল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী, মণ্ডলীর একজন সভ্য।

**৭:৪ কুটাটি বের করে দিই।** দোষ সংশোধনে অন্যকে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হচ্ছে না (তুলনা করুন, গালা ৬ অধ্যায়)। কিন্তু আত্ম-পরীক্ষা ও সংস্কার একজন মানুষকে

কেবল হিতকারী হওয়ার বদলে আত্ম-সংশোধনকারী হিসেবে পরিণত করে।

**৭:৬ পবিত্র বস্তু কুকুরদেরকে দিও না।** শিক্ষা দান করতে হবে শিক্ষার্থীর আত্মিক যোগ্যতা বিচার করে।

**কুকুর ... শূকর।** রাস্তার অগুচি কুকুর ও শূকর, যাদেরকে ঘৃণা ও হেয় করা হত। কুকুর ও শূকরের সাথে অযিহুদীদের তুলনা করা হয়।

**৭:১১ তোমরা মন্দ হয়েও ...** সম্ভবত এর অর্থ হচ্ছে “তোমাদের সকল হীনতা সত্ত্বেও” (তুলনা করুন ৬:২৩ পদ)। আমাদের হীন মানবীয় প্রকৃতি থাকা সত্ত্বেও, আমরা আমাদের সন্তানদের যুগিয়ে থাকি। অনুগ্রহশীল ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাঁর সন্তানদের “উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করবেন”। তুলনা করুন লূক ১১:১৩ পদ, যেখানে সর্বোত্তম দান “পবিত্র আত্মা” সম্পর্কে বলা হয়েছে।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

দ্রব্য দান করতে জান, তবে এটা কত বেশি নিশ্চয় যে, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, যারা তাঁর কাছে যাচঞা করে, তাদেরকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করবেন।

### উপযুক্ত পথ

<sup>১২</sup> অতএব সমস্ত বিষয়ে তোমরা যা যা ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাদের প্রতি সেরকম করো; কেননা এ-ই ব্যবস্থার ও ভাববাদীদের গ্রন্থের সার।

### সন্ধীর্ণ ও পরিসর দ্বার

<sup>১৩</sup> সন্ধীর্ণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর; কেননা সর্বনাশে যাবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর এবং অনেকেই তা দিয়ে প্রবেশ করে; <sup>১৪</sup> কেননা জীবনে যাবার দ্বার সন্ধীর্ণ ও পথ দুর্গম এবং অল্প লোকেই তা পায়।

### গাছ ও তার ফল

<sup>১৫</sup> ভণ্ড ভাববাদীদের থেকে সাবধান; তারা মেঘের বেশে তোমাদের কাছে আসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী নেকড়ে বাঘ। <sup>১৬</sup> তোমরা তাদের ফল দ্বারাই তাদেরকে চিনতে পারবে। লোকে কি কাঁটা গাছ থেকে আঙ্গুর ফল, কিম্বা শিয়ালকাঁটা থেকে ডুমুর ফল সংগ্রহ করে? <sup>১৭</sup> সেই ভাবে প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফল ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে। <sup>১৮</sup> ভাল গাছে মন্দ ফল ধরতে পারে না এবং মন্দ গাছে ভাল ফল ধরতে পারে না। <sup>১৯</sup> যে কোন গাছে ভাল ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। <sup>২০</sup> অতএব তোমরা ওদের ফল দ্বারাই ওদেরকে চিনতে পারবে।

### আত্ম প্রবঞ্চনার বিষয়ে

<sup>২১</sup> যারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তারা সকলেই যে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পারবে। <sup>২২</sup> সেদিন অনেকে আমাকে বলবে, হে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমরা কি ভবিষ্যদ্বাণী

১:১৭। [৭:১২] লুক ৬:৩১। [৭:১২] রোমী ১৩:৮-১০; গালা ৫:১৪। [৭:১৩] লুক ১৩:২৪; যোহন ১০:৭, ৯। [৭:১৫] যির ২৩:১৬; মথি ২৪:২৪; লুক ৬:২৬; ২পি ২:১; ১যোহন ৪:১; প্রকা ১৬:১৩। [৭:১৫] যিহি ২২:২৭; প্রেরি ২০:২৯। [৭:১৬] মথি ১২:৩৩; লুক ৬:৪৪। [৭:১৬] যাকোব ৩:১২। [৭:১৮] লুক ৬:৪৩। [৭:১৯] দে: মথি ৩:১০। [৭:২১] হোশৈ ৮:২; মথি ২৫:১১; দে: যোহন ১৩:১৩; ১করি ১২:৩। [৭:২১] দে: মথি ৩:২। [৭:২১] মথি ১২:৫০; রোমী ২:১৩; যাকোব ১:২২; ১যোহন ৩:১৮। [৭:২২] দে: মথি ১০:১৫। [৭:২২] লুক ১০:২০; প্রেরি ১৯:১৩; ১করি ১৩:১-

৭:১২ তোমরা যা যা ইচ্ছা কর। রব্বীদের মতবাদে, যিহুদী ধর্মে, হিন্দু ধর্মে, বৌদ্ধ ধর্মে ও কনফুসীয়বাদে এ ধরনের নীতি দেখা যায়; এছাড়া গ্রীক ও রোমীয় নৈতিকতা শিক্ষাদানে এর বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। যীশু খ্রীষ্টকে এই একই নীতি প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

আইন-কানুন ও ভাববাদীদের পুস্তক। মথি ৫:১৭ পদের নোট দেখুন।

৭:১৩-১৪ সন্ধীর্ণ ... প্রসস্ত দ্বার। সম্ভবত এই অংশটি লুক ১৩:২৩ ও পরবর্তী পদ থেকে ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে উচ্চারিত হয়েছে। দু'টি পথের ধারণা যির ২১:৮; গীত ১:৬; হিতো ১৪:১২

পদের দেখা যায়।

৭:২১ স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ। এই পদে আইন-কানুন ও ব্যবস্থা পালনের উপর জোর দেয়া হয়েছে বলে অনেকে ভ্রান্ত শিক্ষা দেয়। কিন্তু এখানে মূলত অনুগ্রহ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে। তবে এখানে “স্বর্গ-রাজ্য” কথাটি “শেষ বিচার” এর প্রতি ইঙ্গিত করে, যা সব কিছুর শেষে হবে (৭:২২)।

৭:২২ ভবিষ্যদ্বাণী। ভাববাদী হিসেবে দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণী। নতুন নিয়মে এর দ্বারা প্রাথমিকভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে বার্তা পাওয়া বোঝায়, ভবিষ্যদ্বাণী বলা নয়।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

বলি নি? আপনার নামেই কি মন্দ-আত্মা ছাড়াই নি? আপনার নামেই কি অনেক পরাক্রম-কার্য করি নি? <sup>২০</sup> তখন আমি তাদেরকে স্পষ্টই বলবো, আমি কখনও তোমাদেরকে চিনি না; হে দুর্বৃত্তরা, আমার কাছ থেকে দূর হও।

#### যারা শুনে ও পালন করে

<sup>২৪</sup> অতএব যে কেউ আমার এসব বাক্য শুনে পালন করে, তাকে এমন এক জন বুদ্ধিমান লোকের মত বলতে হবে, যে পাথরের উপরে তার বাড়ি তৈরি করলো। <sup>২৫</sup> পরে বৃষ্টি নামলো, বন্যা আসল, বায়ু বইলো এবং সেই বাড়িতে লাগল, তবুও তা পড়লো না, কারণ পাথরের উপরে তার ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়েছিল। <sup>২৬</sup> আর যে কেউ আমার এসব বাক্য শুনে পালন না করে, তাকে এমন এক জন নির্বোধ লোকের মত বলতে হবে, যে বালুকণার উপরে তার বাড়ি তৈরি করলো। <sup>২৭</sup> পরে বৃষ্টি নামলো, বন্যা আসল, বায়ু বইলো এবং সেই বাড়িতে আঘাত করলো; তাতে তা পড়ে গেল ও তার পতন ঘোরতর হল।

<sup>২৮</sup> যীশু যখন এসব কথা বলা শেষ করলেন তখন লোকেরা তাঁর উপদেশে চমৎকার জ্ঞান করলো; <sup>২৯</sup> কারণ তিনি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির মত তাদেরকে উপদেশ দিতেন, তাদের ধর্ম-শিক্ষকদের মত নয়।

৩। [৭:২৩] গীত ৬:৮; মথি ২৫:১২, ৪১; লূক ১৩:২৫-২৭। [৭:২৪] পদ: ২১; যাকোব ১:২২-২৫। [৭:২৮] মথি ১১:১; ১৩:৫৩; ১৯:১; ২৬:১। [৭:২৮] মথি ১৩:৫৪; ২২:৩৩; মার্ক ১:২২; ৬:২; ১১:১৮; লূক ৪:৩২; যোহন ৭:৪৬।

৭:২৪ যারা শুনে পালন করে। আইন-কানুন শোনা বা পালন করা কোনটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, এ বিষয়ে রব্বিরা তর্ক করতো। অনেকেই শোনাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মত দিয়েছিল, কেননা শোনা ছাড়া পালনের প্রশ্ন আসে না। কিন্তু শোনা ও পালন করা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

৭:২৯ ক্ষমতাপন্ন। আইন-কানুনের ধর্ম-শিক্ষকরা তাদের নিজস্ব শিক্ষাকে সমর্থন করতে অন্যান্য রব্বিদের কথার উদ্ধৃতি করতেন (২:৪ পদের নোট দেখুন), কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গীয় কর্তৃত্ব সহকারে কথা বলছিলেন।

#### মথি ৭ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

বিচার (মথি ৭:১-৬), একনিষ্ঠতার গুরুত্ব (মথি ৭:৭-১১) এবং “মোশির আইন-কানুন ও ভাববাদীদের শিক্ষা” পালন করার (মথি ৭:১২) বিষয়ে সতর্কতা সহকারে স্বর্গ-রাজ্যের ধার্মিকতার আলোকে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের উপর প্রভু যীশুর আলোচনার মধ্য দিয়ে “প্রভু যীশুর পাহাড়ের উপর শিক্ষা” এগিয়ে যেতে থাকে। স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশের কিছু উপদেশ সহকারে প্রভু যীশুর পাহাড়ের উপর শিক্ষা পর্বটি শেষ হয়: জীবনে প্রবেশের জন্য সরু ও কঠিন পথ বেছে নেয়া (মথি ৭:১৩-১৪), ভক্ত ভাববাদীদের বিষয়ে সাবধান হওয়া (মথি ৭:১৫-২০), স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছে পালন করা (মথি ৭:২১-২৩); প্রভু যীশুর কথা শুনে, তা পালন করা (মথি ৭:২৪-২৯)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— প্রভু যীশুর দ্বারা নিন্দিত বিচারের বৈশিষ্ট্য, কিভাবে প্রভু যীশুর উল্লেখিত “মোশির আইন-কানুন ও ভাববাদীদের শিক্ষা” অন্য ধর্মগুলোতে পাওয়া বিষয়গুলো থেকে আলাদা, রক্ষা পাওয়ার



## মথি লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের গুরুত্ব।

### মথি ৭ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. অন্যদের দোষ ধরিয়ে দেবার বিষয়ে যীশু কি বলেছেন? (১-৫ পদ)
২. যারা চায়, খোঁজ করে, এবং দরজায় ঘা দেয় তাদের জন্য কি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে? (৭,৮ পদ)
৩. পিতার ভালো উপহার দেবার বিষয়ে যীশু কি শিক্ষা দিয়েছেন? (৯-১১ পদ)
৪. জীবনের উপযুক্ত পথ কি? এটিকে কেন “স্বর্ণ সূত্র” বলা হয়? (১২ পদ)
৫. যীশু ধ্বংসের পথ ও জীবনের পথ সম্পর্কে কি বলেছেন? (১৩,১৪ পদ)
৬. ভণ্ড ভাববাদীরা কিভাবে প্রকাশ পায়? তাদের কিভাবে চেনা যাবে? (১৫,১৬ পদ)
৭. একটি ভালো গাছ ও একটি মন্দ গাছের মধ্যে তফাৎ বলা যাবে? (১৭-২০ পদ)
৮. যারা তাঁর কথা শুনে ও পালন করে যীশু তাদের কিসের সাথে তুলনা করেছেন? (২৪-২৫ পদ)
৯. যারা তাঁর কথা শুনে কিন্তু পালন করে না যীশু তাদের কিসের সাথে তুলনা করেছেন? (২৬-২৭ পদ)
১০. লোকেরা যীশুর শিক্ষায় আশ্চর্য হলো কেন? (২৮-২৯ পদ)
১১. শিষ্যেরা যীশুর কাছ থেকে জীবন ও মৃত্যুর বিষয়ে কি শিক্ষা গুলেছিলেন? (যোহন ১১:২৫-২৬ পদ)
১২. যীশুর শিক্ষা অনুসারে, যারা তাঁর বাক্য শোনে তাদের কাছে সেই বাক্য কিরূপ? (যোহন ৬:৬৩ পদ)

### এক জন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করা

**৮** <sup>১</sup> তিনি পর্বত থেকে নেমে আসলে পর অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল।

<sup>২</sup> আর দেখ, এক জন কুষ্ঠরোগী কাছে এসে তাঁর সামনে উবুড় হয়ে বললো, হে প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করতে পারেন। <sup>৩</sup> তখন তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে

[৮:২] লেবী ১৩:৪৫; মথি ১০:৮; ১১:৫; ২৬:৬; লুক ৫:১২; ১৭:১২। [৮:২] মথি ৯:১৮; ১৫:২৫; ১৮:২৬; ২০:২০।

**৮:২ কুষ্ঠরোগী।** এর গ্রীক প্রতিশব্দ দ্বারা বিভিন্ন ছোঁয়াছে চর্মরোগকে বোঝায়, শুধুমাত্র কুষ্ঠকে নয় (লেবী ১৩-১৪ পদ দেখুন)।  
**প্রভু।** গ্রীক ভাষায় শব্দটির অর্থ হল ‘কর্তা’ বা ‘মালিক’; শব্দটি মানবীয় সম্পর্কে ব্যবহার হয়েছে (মথি ৬:২৪; ১৫:২৭; মার্ক ১৩:৩৫; ইফি ৬:৯)। কিন্তু নতুন নিয়মে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে স্বর্গীয় উপাধিরূপে (৬৫০ বারেরও

বেশি)। স্বর্গীয় ও মানবীয় উভয় অর্থে ইফি ৬:৯ ও কল ৪:১ পদে ব্যবহার করা হয়েছে। পবিত্র শাস্ত্রে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পিতা ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বোঝানোর জন্য এটি ব্যবহার করেছেন (মথি ৪:৭,১০)। কিন্তু শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়েছে যীশু খ্রীষ্টের বেলায়।  
**আমাকে শুচি করতে পারেন।** কুষ্ঠ একজন ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে অশুচি করে এবং

### মথি লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

স্পর্শ করলেন, বললেন, আমার ইচ্ছা, তুমি শুচি হও; আর তখনই সে কুঁ থেকে শুচি হল।  
৪ পরে যীশু তাকে বললেন, দেখো, এই কথা কাউকেও বলো না; কিন্তু পুরোহিতের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও এবং তাদের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য মোশির আদেশ অনুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।

#### এক জন শতপতির দাসকে সুস্থ করা

৫ আর তিনি কফরনাহুমে প্রবেশ করলে এক জন শতপতি তাঁর কাছে এসে বিনতি-পূর্বক বললেন, ৬ হে প্রভু, আমার দাস বাড়িতে পক্ষাঘাতে পড়ে আছে, ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছে।  
৭ তিনি তাকে বললেন, আমি গিয়ে তাকে সুস্থ করবো। ৮ শতপতি উত্তরে বললেন, হে প্রভু, আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার ছাদের নিচে আসেন; কেবল মুখে বলুন, তাতেই আমার দাস সুস্থ হবে। ৯ কারণ আমিও কর্তৃত্বের অধীন লোক, আবার সৈন্যেরা আমার অধীন; আমি তাদের এক জনকে ‘যাও’ বললে সে যায় এবং অন্যকে ‘এসো’ বললে সে আসে, আর আমার দাসকে ‘এই কাজ কর’ বললে সে তা করে। ১০ এই কথা শুনে যীশু আশ্চর্য জ্ঞান করলেন এবং যারা তাঁর পিছনে পিছনে আসছিল তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, ইস্রায়েলের মধ্যে কারো এত বড় বিশ্বাস দেখতে পাই নি।

[৮:৪] মথি ৯:৩০; ১২:১৬; মার্ক ৫:৪৩; ৭:৩৬; দে: ৮:৩০; লুক ৪:৪১। [৮:৪] লুক ১৭:১৪। [৮:৪] লেবী ১৪:২-৩২।  
[৮:৬] দে: মথি ৪:২৪। [৮:৮] গীত ১০৭:২০। [৮:১০] মথি ১৫:২৮।

দৈহিকভাবে যন্ত্রণাগ্রস্থ করে (লুক ৫:১২-১৬ পদের নোট দেখুন)।

- ১) ৮:৪ কাউকেও বলো না। এই কথা বলা হয়েছিল সম্ভবত কয়েকটি কারণে:
- ২) যীশু খ্রীষ্ট ঠিক কেবল আশ্চর্য কার্য-সাধনকারী বলে বিবেচিত হতে চান নি,
- ৩) তাঁর আরোগ্যদায়ী আশ্চর্য কাজ খুব বেশি প্রচার করার দ্বারা শিক্ষাদানের পরিচর্যা কাজ বাধাগ্রস্ত করতে চান নি,
- ৪) তিনি সময়ের পূর্বেই অর্থাৎ পরিচর্যা কাজ সমাপ্ত করার পূর্বে তাঁর মৃত্যু আসুক তা চান নি (৯:৩০; ১২:১৬; মার্ক ১:৪৪; ৫:৪৩; ৭:৩৬; লুক ৮:৫৬)।

৮:৫ শতপতি। ১০০ সৈন্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত রোমীয় সামরিক কর্মকর্তা। শতপতিরা একশ জনকে পরিচালনা দিত, কিন্তু বাস্তবে এরূপ দল ষাট বা সত্তর জন নিয়ে গঠিত ছিল। লুকের বিবরণে (লুক ৭:১-৫) শতপতির যিহূদী বন্ধুরা তার পক্ষে যীশু খ্রীষ্টের কাছে এসেছিল, কিন্তু মথি এই মধ্যস্থতাকারীদের সম্পর্কে উল্লেখ

করেন নি। একইভাবে পীলাত কর্তৃক যীশু খ্রীষ্টের প্রহৃত হওয়ার কথা বলা যায়, যেখানে কাজটি অবশ্যই পীলাত নিজে সম্পন্ন করেন নি, কিন্তু পীলাতের আদেশে রোমীয় সৈন্যদের দ্বারা করা হয়েছিল (মথি ২৭:২৬)।

৮:৬ শতপতির দাস। রোমান সৈন্যদের ২০ বছর পর্যন্ত বা কর্মকালীন বছরগুলোতে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হত না। অনেকেই অবৈধভাবে উপপত্নী রাখত, কিন্তু শতপতিরা যারা এদিক-ওদিক ঘন ঘন বদলি হত, তারা সৈন্যদের মত অনানুষ্ঠানিক পরিবার গঠন করতে পারত না। সেজন্য তারা গৃহভৃত্য রাখত, যারা তাদের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়তো। সাধারণ সৈন্যদের বেতন কম থাকায় তারা শতপতিদের মত ভৃত্য রাখতে পারত না।

৮:৮ আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার ছাদের নিচে আসেন। যিহূদী আইন-কানুন অনুসারে, একজন যিহূদী আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে অপবিত্র করে, যদি সে কোন অযিহূদীর ঘরে প্রবেশ করে।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

<sup>১১</sup> আর আমি তোমাদেরকে বলছি, অনেকে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে আসবে এবং অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের সঙ্গে স্বর্গ-রাজ্যে একত্রে বসবে; <sup>১২</sup> কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যের সন্তানদেরকে বাইরের অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হবে; সেই স্থানে কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষবে। <sup>১৩</sup> পরে যীশু সেই শতপতিকে বললেন, চলে যাও, যেমন বিশ্বাস করলে, তেমনি তোমার প্রতি হোক। আর সেই দণ্ডেই তার দাস সুস্থ হল।

### পিতরের শাশুড়ির জ্বর ভাল করা

<sup>১৪</sup> আর যীশু পিতরের বাড়িতে এসে দেখলেন, তাঁর শাশুড়ি বিছানায় শুয়ে আছেন, তাঁর জ্বর হয়েছে। <sup>১৫</sup> পরে তিনি তাঁর হাত স্পর্শ করলেন, আর জ্বর ছেড়ে গেল; তখন তিনি উঠে যীশুর পরিচর্যা করতে লাগলেন। <sup>১৬</sup> আর সন্ধ্যা হলে লোকেরা অনেক মন্দ-আত্মা পাওয়া লোককে তাঁর কাছে আনলো, তাতে তিনি মুখের কথায়ই সেই আত্মাদেরকে ছাড়ালেন এবং সকল অসুস্থ লোককে সুস্থ করলেন; <sup>১৭</sup> যেন যিশাইয় ভাববাদীর মধ্য দিয়ে কথিত এই বাক্য পূর্ণ হয়, “তিনি নিজে আমাদের দুর্বলতাগুলো গ্রহণ করলেন ও ব্যাধিগুলো বহন করলেন।”

<sup>১৮</sup> আর যীশু তাঁর চারদিকে অনেক লোক দেখে অন্য পারে যেতে আদেশ করলেন। <sup>১৯</sup> তখন এক জন ধর্ম-শিক্ষক এসে তাঁকে বললেন, গুরু, আপনি যে কোন স্থানে যাবেন, আমি আপনার পিছনে পিছনে যাব। <sup>২০</sup> যীশু তাঁকে বললেন, শিয়ালদের গর্ত আছে এবং আকাশের পাখিগুলোর বাসা আছে; কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা রাখার স্থান নেই। <sup>২১</sup> শিষ্যদের মধ্যে আর এক জন তাঁকে বললেন, হে প্রভু, আগে আমার পিতাকে কবর দিয়ে আসতে অনুমতি দিন। <sup>২২</sup> কিন্তু যীশু তাঁকে বললেন, আমাকে অনুসরণ কর; মৃতেরাই আপন আপন

[৮:১১] গীত ১০৭:৩; যিশা ৪৯:১২; ৫৯:১৯; মালা ১:১১। [৮:১১] লূক ১৩:২৯। [৮:১২] মথি ১৩:৩৮। [৮:১২] মথি ১৩:৪২, ৫০; ২২:১৩; ২৪:৫১; ২৫:৩০; লূক ১৩:২৮। [৮:১৩] দে: মথি ৯:২২। [৮:১৬] দে: মথি ৮:২৩, ২৪। [৮:১৭] দে: মথি ১:২২। [৮:১৭] যিশা ৫৩:৪। [৮:১৮] মার্ক ৮:৩৫। [৮:২০] দানি ৭:১৩; মথি ১২:৮, ৩২, ৪০; ১৬:১৩, ২৭, ২৮; ১৭:৯; ১৯:২৮; মার্ক ২:১০; ৮:৩১। [৮:২২] দে: মথি ৮:১৯।

**৮:১১** অনেকে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে আসবে। সুসমাচারের বিশ্বজনীনতা মথি লিখিত সুসমাচারের একটি মুখ্য বিষয় (২৮:১৯-২০)।

**৮:১৭** তিনি নিজে ... বহন করলেন। তাঁর নিজের কাছে সেগুলো স্থানান্তর করার অর্থে নয়, কিন্তু সেগুলো দূর করার অর্থে। এটি নতুন যুগের আগাম স্বাদ, যখন পাপের জন্য ব্যাধি এবং পাপের জন্য নয় এমন কোন ব্যাধিই থাকবে না, মানবজাতির সকল দৈহিক পীড়া দূর হয়ে যেতে পারে (২১:৪)।

**৮:১৮** অপর পার। পূর্ব দিকে, গাদারীয়দের দেশ।

**৮:২০** মনুষ্যপুত্র। মার্ক ৮:৩১ পদের নোট দেখুন। গীত ৮ ও দানিয়াল ৭ অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে নিজেকে বর্ণনা করতে যীশু খ্রীষ্ট এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। মাঝে মাঝে খ্রীষ্ট

এটি ব্যবহার করেছেন “আমি” বোঝাতে (১৬:১৩), মাঝে মাঝে তাঁর যাতনা বোঝাতে (১৭:১২) এবং মাঝে মাঝে তাঁর গৌরব-মহিমা বোঝাতে (১৬:২৭)।

**৮:২১** পিতাকে কবর দেওয়া। জ্যেষ্ঠ সন্তানের একটি গুরুদায়িত্ব তার পিতাকে কবর দেয়া। এ কথার অর্থ হয়তো এই “যতদিন বাবা মারা না যান ততদিন পর্যন্ত তার যত্ন নেওয়া”। পিতা যদি মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে যীশু খ্রীষ্টের অনুসারীরা তাঁর দেওয়া কাজের গুরুত্ব দেবে। যীশু খ্রীষ্টের দেওয়া উত্তরের মধ্যে এর প্রতিই সমর্থন পাওয়া যায়। তবে যিহূদী সমাজে পিতার প্রতি এ দায়িত্ব পালন চেয়ে অন্যান্য দায়িত্ব পালনকে বেশি গুরুত্ব প্রদান ভ্রান্ত শিক্ষার শামিল বলে গণ্য ছিল।

**৮:২২** মৃতেরাই নিজ নিজ মৃতদের কবর দিক।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

মৃতদের কবর দিক।

### যীশু খ্রীষ্ট ঝড় থামান

<sup>২৩</sup> আর তিনি নৌকায় উঠলে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে গেলেন। <sup>২৪</sup> অকস্মাৎ সাগরে ভারী ঝড় উঠলো, এমন কি নৌকা ঢেউয়ের কারণে ডুবে যাচ্ছিল; কিন্তু তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। <sup>২৫</sup> তখন তাঁরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, হে প্রভু, রক্ষা করুন, আমরা মারা পড়লাম। <sup>২৬</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, হে অল্পবিশ্বাসীরা, কেন ভয় পাচ্ছ? তখন তিনি উঠে বায়ু ও সমুদ্রকে ধমক দিলেন; তাতে সব কিছু একেবারে শান্ত হয়ে গেলো। <sup>২৭</sup> আর সেই ব্যক্তির আশ্চর্য জ্ঞান করে বললেন, ইনি কেমন লোক, বায়ু ও সমুদ্রও যে তাঁর আদেশ মানে!

### দু'জন লোকের মন্দ-আত্মা ছাড়ানো

<sup>২৮</sup> পরে তিনি অন্য পারে গাদারীয়দের দেশে গেলে দু'জন মন্দ-আত্মায় পাওয়া লোক কবর স্থান থেকে বের হয়ে তাঁর সম্মুখে আসল; তারা এত বড় দুর্দান্ত ছিল যে, ঐ পথ দিয়ে কেউই যেতে পারতো না। <sup>২৯</sup> আর দেখ, তাঁরা চেষ্টা করে উঠলো, বললো, হে ঈশ্বরের পুত্র, আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি নিরূপিত সময়ের আগে আমাদেরকে যন্ত্রণা দিতে এখানে আসলেন? <sup>৩০</sup> তখন তাদের থেকে কিছু দূরে বড় একটি শূকরের পাল চরছিল। <sup>৩১</sup> তাতে মন্দ আত্মারা বিনতি করে তাঁকে বললো, যদি আমাদেরকে ছাড়িয়ে দেন, তবে ঐ শূকরের পালে পাঠিয়ে দিন। <sup>৩২</sup> তিনি তাদেরকে বললেন, চলে যাও। তখন তারা বের হয়ে সেই শূকরের পালে প্রবেশ করলো; আর দেখ, সমস্ত শূকর মহাবেগে ঢালু পাড় দিয়ে দৌড়ে গিয়ে সাগরে পড়লো ও জলে ডুবে মারা গেল। <sup>৩৩</sup> তখন যারা পাল চড়াচ্ছিল তারা পালিয়ে গেল এবং নগরে গিয়ে সমস্ত বিষয়, বিশেষত সেই মন্দ-আত্মায় পাওয়া লোকদের বিষয়ে সকলকে বললো। <sup>৩৪</sup> আর দেখ, নগরের সমস্ত লোক যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বের

[৮:২৬] দে: মথি ৬:৩০। [৮:২৬] গীত ৬৫:৭; ৮৯:৯; ১০৭:২৯। [৮:২৮] দে: মথি ৮:২৪। [৮:২৯] কাজী ১১:১২; শামু ১৬:১০; ১রাজা ১৭:১৮; মার্ক ১:২৪; লূক ৮:৩৪; যোহন ২:৪। [৮:২৯] ২পিত ২:৪। [৮:৩৪] লূক ৫:৮; প্রেরি ১৬:৩৯।

আত্মিকভাবে মৃতেরা দৈহিকভাবে মৃতদের কবর দিক। যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের সময় সংক্ষিপ্ত এবং এতে পূর্ণ মনোযোগ ও প্রতিশ্রুতি দরকার। এ বিবৃতি যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতত্বের মৌলিক দাবিকে গুরুত্ব দেয়, যেহেতু যিহূদীরা তাদের পিতামাতাকে কবর দিতে সন্তানদের কর্তব্যের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে।

**৮:২৪ ঝড়।** মার্ক ৮:৩৭ পদের নোট দেখুন। তিনি নিদ্রাগত ছিলেন। লূক ৮:২৩ পদের নোট দেখুন।

**৮:২৮ গাদারীয়দের দেশ।** গাদারা দেশের সমগ্র অঞ্চল, যা গালীল সাগর থেকে ছয় মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। মার্ক ও লূক এ অঞ্চলকে গালীল সাগর থেকে ৩৫ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত

গেরাসা শহর বলে চিহ্নিত করেন। মার্ক (৫:২) এবং লূক (৮:২৭) কেবল একজন গাদারীয় মন্দ আত্মগ্রস্তের কথা উল্লেখ করেছেন।

**৮:২৯ হে ঈশ্বরের পুত্র।** যীশু খ্রীষ্টের আশ্চর্য ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বকে মন্দ আত্মারা অন্য যে কারও আগে স্বীকার করেছে (তুলনা করুন মার্ক ৩:১১), শয়তানের রাজত্বের উপর তাঁর আক্রমণের কারণে (১২:২২-২৯)।

**নিরূপিত সময়।** মন্দ আত্মাদের বিচারের সময় (মার্ক ৫:১০ ও লূক ৮:৩১ পদের নোট দেখুন)।

**৮:৩০ শূকরের পাল।** বহু সংখ্যক অযিহূদী গালীলে বাস করতো। স্বাভাবিকভাবে যিহূদীরা শূকর পালনের কাজ করতো না, যেহেতু তা সব পশুর মধ্যে সবচেয়ে অশুচি বলে বিবেচিত ছিল।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

হয়ে আসল এবং তাঁকে দেখে তাদের সীমা থেকে চলে যেতে বিনতি করলো।

৮:৩৪ চলে যেতে বিনতি করলো। তারা সম্ভবত দুঃখার্ত মন্দ আত্মাগ্রস্ত লোকের সুস্থতার চেয়ে। তাদের আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে উদ্বেগ ছিল,

#### মথি ৮ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

গালীলে প্রভু যীশুর পরিচর্যার কাজ অব্যাহত থাকায়, মথি সেখানের বেশ কিছু সংখ্যক আশ্চর্য কাজ এবং ঘটনাকে এই অধ্যায়ে বর্ণনা করেন। পাহাড় থেকে নেমে, প্রভু যীশু এক জন কুষ্ঠরোগীকে শুচি করার মাধ্যমে সুস্থ করেছিলেন (মথি ৮:১-৪)। তারপর কফরনাহুমে প্রবেশ করে, তিনি এক জন শতপতির দাসকে সুস্থ করেছিলেন (মথি ৮:৫-১৩)। পিতরের বাড়িতে পৌঁছে, যীশু তাঁর শাশুড়ীকে এবং অসংখ্য মন্দ আত্মায় পাওয়া লোকদের ও যে সব লোকেরা অসুস্থ ছিলেন, তাদেরকে সুস্থ করেছিলেন (মথি ৮:১৪-১৭)। বিপুল জনতার ভিড় এড়াতে গালীল সাগর পাড়ি দেয়ার আগে, প্রভু যীশুকে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন, এমন দুই জন লোকের অনুরোধে তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন (মথি ৮:১৮-২২)। সাগরের প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস ও স্রোতকে শান্ত করার পরে (মথি ৮:২৩-২৭), তিনি সাগরের অন্য তীরে পৌঁছে, সেখানে দুই জন মন্দ আত্মায় পাওয়া লোককে সুস্থ করেছিলেন (মথি ৮:২৮-৩৪)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল- প্রভু যীশুর করা আশ্চর্য কাজগুলোর বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য, শিষ্যত্বের মূল্য।

#### মথি ৮ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যীশু যখন পাহাড় থেকে নেমে আসলেন তখন কি হল? (১ পদ)
২. যীশু ও কুষ্ঠরোগীদের মধ্যকার ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (২,৩ পদ)
৩. কুষ্ঠরোগীটি সুস্থ হবার পর কি করলেন? (৪ পদ)
৪. কফরনাহুমে কে যীশুর কাছে এসেছিলেন? (৫ পদ)
৫. যীশু যখন সেনাপতির ঘরে গিয়ে তার দাসকে সুস্থ করতে চাইলেন, তখন সেনাপতি কি উত্তর দিলেন? (৮,৯ পদ)
৬. এতে যীশুর প্রতিক্রিয়া কি ছিল? (১০ পদ)
৭. এই ঘটনাটির ফলাফল কি ছিল? (১৩ পদ)
৮. যখন যীশু পিতরের শাশুড়ীকে ছুঁলেন, তখন কি ঘটলো বর্ণনা করুন। (১৪,১৫ পদ)
৯. যীশু কিভাবে মন্দ আত্মা ছাড়ালেন? (১৬ পদ)
১০. ঝড়ের সময় যীশু কি করছিলেন? (২৪ পদ)
১১. যীশু শিষ্যদের কি বললেন? (২৬ পদ)

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

১২. গাদারীয় এলাকায় কি হয়েছিল? (২৮-৩২ পদ)  
 ১৩. শূকরের পালের মালিকেরা কি করলো? (৩৩ পদ)  
 ১৪. তারা যীশুকে কি অনুরোধ করেছিল? (৩৪ পদ)

### এক জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে সুস্থ করা

৯<sup>১</sup> পরে তিনি নৌকায় উঠে পার হলেন এবং নিজের নগরে আসলেন। আর দেখ, কয়েক জন লোক তাঁর কাছে এক জন পক্ষাঘাতগ্রস্তকে আনলো, সে খাটের উপরে শোয়ানো ছিল। <sup>২</sup> যীশু তাদের বিশ্বাস দেখে সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন, বৎস, সাহস কর, তোমার পাপ ক্ষমা হল। <sup>৩</sup> আর দেখ, কয়েক জন ধর্ম-শিক্ষক মনে মনে বললো, এই ব্যক্তি ঈশ্বর-নিন্দা করছে। <sup>৪</sup> তখন যীশু তাদের চিন্তা বুঝতে পেরে বললেন, তোমরা কেন মনে মনে কুচিন্তা করছো? <sup>৫</sup> কারণ, কোন্টা বলা সহজ, ‘তোমার পাপ ক্ষমা হল’, না ‘তুমি উঠে হেঁটে বেড়াও’? <sup>৬</sup> কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, এই কথা যেন তোমরা জানতে পার, এজন্য— তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন— উঠ, তোমার বিছানা তুলে নেও এবং তোমার বাড়িতে চলে যাও। <sup>৭</sup> তখন সে উঠে তার বাড়িতে চলে গেল। <sup>৮</sup> তা দেখে লোকেরা ভয় পেল, আর ঈশ্বর মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন বলে তারা ঈশ্বরের গৌরব করলো।

### মথিকে আহ্বান

<sup>৯</sup> আর সেই স্থান থেকে যেতে যেতে যীশু দেখলেন, মথি নামক এক ব্যক্তি করগ্রহণ-স্থানে বসে আছে; তিনি তাকে বললেন, আমাকে অনুসরণ কর। তাতে সে উঠে তাঁর পিছনে

[৯:১] মথি ৪:১৩। [৯:২] দে: মথি ৪:২৪। [৯:২] দে: পদ: ২২। [৯:২] যোহন ১৬:৩৩। [৯:২] লুক ৭:৪৮। [৯:৩] মথি ২৬:৬৫; যোহন ১০:৩৩। [৯:৪] গীত ৯৪:১১; মথি ১২:২৫; লুক ৬:৮; ৯:৪৭; ১১:১৭; যোহন ২:২৫। [৯:৬] দে: মথি ৮:২০। [৯:৮] মথি ৫:১৬; ১৫:৩১; লুক ৭:১৬; ১৩:১৩; ১৭:১৫; ২৩:৪৭; যোহন ১৫:৮; প্রেরি ৪:২১; ১১:১৮; ২১:২০। [৯:৯] দে: মথি ৪:১৯।

৯:১ নিজ নগর। কফরনাহুম (৪:১৩ পদ)।

খাটের উপরে শোয়ানো। সে সময় অনেকের কাছে বিছানা বলতে ছিল মাদুরের পাটি। তাই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটির বন্ধুরা তাকে সেই পাটির বিছানায় করে বহন করছিল, যেখানে সে সব সময় শুয়ে থাকত।

৯:৩ ঈশ্বরনিন্দা। এখানে শব্দটি পাপ ক্ষমা করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বিশেষ অধিকার জোরপূর্বক দাবী করার কথা বোঝানো হয়েছে (মার্ক ২:৭ পদের নোট দেখুন)। যিহুদীবাদে একমাত্র ঈশ্বরই পাপ ক্ষমা করতে পারেন বলে বিশ্বাস ছিল। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের স্বর্গীয় নামের নিন্দা বা অন্য দেবতাকে অনুসরণ করতে আহ্বান জানানো ছিল ঈশ্বরনিন্দা করা (গণনা

১৫:৩০)।

৯:৬ পাপ ক্ষমা। পাপ ক্ষমা করার কথা বলা সহজ, কেননা তা পরীক্ষা করা যেত না। তবে ক্ষমা করার আসল উদ্দেশ্য ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তির সুস্থতা দানের চেয়ে আরও মহত্তর। পূর্ববর্তী ঘটনাতে যেমন ছিল দৈহিক কিছু মনস্তাত্ত্বিক আরোগ্যের চিহ্ন, তেমন এখানে দৈহিক কিছু আত্মিক আরোগ্যের চিহ্ন।

৯:৮ ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করলো। এখানে গাদারীয়দের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করুন (৮:৩৪; ৫:১৬)। যীশু খ্রীষ্টকে এখানে দেখা হচ্ছে মানুষ হিসেবে; তবুও তিনি ঈশ্বরের দেওয়া কর্তৃত্ব চর্চা করতে সক্ষম (পদ ৬; গীত ৮:৫)।

৯:৯ মথি। ভূমিকা দেখুন।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

পিছনে চলতে লাগল।

<sup>১০</sup> পরে তিনি বাড়ির মধ্যে ভোজন করতে বসেছেন, আর দেখ, অনেক কর-আদায়কারী ও পাপী এসে যীশুর এবং তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে ভোজনে বসলো। <sup>১১</sup> তা দেখে ফরীশীরা তাঁর শিষ্যদেরকে বললো, তোমাদের গুরু কি জন্য কর-আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে ভোজন করেন? <sup>১২</sup> তা শুনে তিনি বললেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই, বরং অসুস্থদেরই প্রয়োজন আছে। <sup>১৩</sup> কিন্তু তোমরা গিয়ে শিক্ষা কর, এই বাক্যের মর্ম কি, “আমি করুণাই চাই, উৎসর্গ নয়”; কেননা আমি ধার্মিকদেরকে নয়, কিন্তু পাপীদেরকে ডাকতে এসেছি।

### উপবাস রাখার বিষয়ে প্রশ্ন

<sup>১৪</sup> তখন যোহনের শিষ্যেরা তাঁর কাছে এসে বললো, ফরীশীরা ও আমরা অনেক বার উপবাস রাখি, কিন্তু আপনার শিষ্যেরা উপবাস রাখে না, এর কারণ কি? <sup>১৫</sup> যীশু তাঁদেরকে বললেন, বরং সঙ্গে থাকতে কি বাসর ঘরের লোকে বিলাপ করতে পারে? কিন্তু এমন সময় আসবে, যখন তাদের কাছ থেকে বরকে নিয়ে যাওয়া হবে; তখন তারা উপবাস রাখবে।

[৯:১১] মথি ১১:১৯; লুক ৫:৩০; ১৫:২; ১৯:৭; গালা ২:১৫। [৯:১৩] হোশেয় ৬:৬; মীখা ৬:৬-৮; মথি ১২:৭। [৯:১৩] লুক ১৯:১০; ১তীম ১:১৫। [৯:১৪] দে: মথি ৩:১। [৯:১৪] মথি ১১:১৮, ১৯; লুক ১৮:১২। [৯:১৫] যোহন ৩:২৯।

**৯:১০ বাড়ির মধ্যে।** বাড়িটি ছিল মথির। কর-আদায়কারীরা স্বভাবতই ছিল যিহূদী এবং সরকারী কর্মচারী, যারা রোমান নাগরিক হতে পারতো। তাদের কাজের প্রকৃতি এবং যেভাবে এ পেশা তাদেরকে কলুষতা ও অনৈতিকতার দিকে নিয়ে যেত, সে কারণে তারা সাধারণ যিহূদীদের কাছে খুবই অপ্রিয় ছিল।

**পাপী।** এদের মধ্যে ছিল প্রত্যেক ধরনের অপর-ধর্মী, নৈতিকভাবে অধঃপতিত ব্যক্তি, সেই সাথে যারা সামাজিক রীতি-নীতি ও ব্যবস্থা মানতে পারত না তারাও।

**৯:১৩ আমি করুণাই চাই, উৎসর্গ নয়।** উদ্ধৃতিটি হোশেয় ৬:৬ পদ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এটি আবার মথি ১২:৭ পদের দেখা যায়। করুণা (হিব্রু *খেসেদ*) অর্থ ‘নিঃস্বার্থ দয়া’, যা ঈশ্বর ও তাঁর লোকদের মাঝে এক পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞারূপে সংজ্ঞায়িত হয়েছে।

**৯:১৪ উপবাস।** প্রায়শ্চিত্ত করার দিনে উপবাস রাখা আইন-কানুন অনুসারে করণীয় ছিল, কিন্তু ফরীশীদের কারণে যিহূদীদের মধ্যে আরও অনেক উপবাস চালু ছিল। তাদের অনেকেই গুরু ঋতুতে জল ছাড়া সাপ্তাহিক দু’দিন উপবাস

রাখতো। এখানে আমরা দেখি, শিক্ষক তার শিষ্যদের আচরণের জন্য দায়ী থাকতেন।

**৯:১৫ বর সঙ্গে থাকতে কি ... বিলাপ করতে পারে?** সাধারণত বিয়ের ভোজ সাত দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হত। এ সময় কেউ কঠিন কোন কাজ করতো না বা উপবাস রাখতো না। যীশু খ্রীষ্ট পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়টা ছিল বরের সঙ্গে থাকার মত এবং সেই সময়টুকুতে উপবাসর কোন প্রয়োজন নেই বলে তিনি প্রকাশ করেছেন। ‘বর’ ছিল এক খ্রীষ্টিয় রূপক (তুলনা করুন ২২:২; ২৫:১)।

**বরকে নিয়ে যাওয়া হবে।** এখানে ত্রুশারোপণ নয়, বরং স্বর্গে আরোহণ করার কথা বোঝানো হয়েছে।

**তখন তারা উপবাস রাখবে।** বাপ্তিস্মদাতা যোহনের শিষ্য ও ফরীশীরা নিয়মিত উপবাস পালন করতো। প্রেরিতিক মণ্ডলীতে বিশেষ উপলক্ষে উপবাসর ক্ষেত্রে যীশু খ্রীষ্টের অভ্যাস অনুসরণ করা হত (তুলনা করুন, ৪:২; ৬:১৬-১৮; প্রেরিত ৯:৯; ১৩:২; ১৪:২৩)। এটি গুরুত্বপূর্ণ, তবে এটি গর্ব করার (মথি ৬:১৬) বা আত্ম-প্রশংসার পথে চালিত করতে পারে।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

<sup>১৬</sup> পুরানো কোর্তায় কেউ নতুন কাপড়ের তালি দেয় না, কেননা তার তালিতে কাপড় ছিঁড়ে যায় এবং ছিদ্র আরও বড় হয়। <sup>১৭</sup> আর লোকে পুরানো চামড়ার থলিতে নতুন আঙ্গুর-রস রাখে না; রাখলে থলিগুলো ফেটে যায়, তাতে আঙ্গুর-রস পড়ে যায়, থলিগুলোও নষ্ট হয়; কিন্তু লোকে নতুন চামড়ার থলিতেই টাটকা আঙ্গুর-রস রাখে, তাতে উভয়েরই রক্ষা হয়।

#### একটি মৃত বালিকা ও এক জন অসুস্থ স্ত্রীলোক

<sup>১৮</sup> তিনি তাদেরকে এসব কথা বলছেন, আর দেখ, সমাজ-গৃহের এক জন নেতা এসে তাঁর সম্মুখে উবুড় হয়ে বললেন, আমার কন্যাটি হয়তো এতক্ষণ মারা গেছে; কিন্তু আপনি এসে তার উপরে হাত রাখুন, তাতে সে বাঁচবে। <sup>১৯</sup> তখন যীশু উঠে তাঁর সঙ্গে গমন করলেন, তাঁর শিষ্যেরাও চললেন। <sup>২০</sup> আর দেখ, বারো বছর থেকে প্রদর রোগগ্রস্ত এক জন স্ত্রীলোক তাঁর পিছনের দিকে এসে তাঁর চাদরের খোপ স্পর্শ করলো; <sup>২১</sup> কারণ সে মনে মনে বলছিল, তাঁর চাদরটা স্পর্শ করতে পারলেই আমি সুস্থ হবো। <sup>২২</sup> তখন যীশু মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে বললেন, বৎসে সাহস কর, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করলো। সেই মুহূর্ত থেকে স্ত্রীলোকটি সুস্থ হল।

<sup>২৩</sup> পরে যীশু সেই নেতার বাড়িতে এসে যখন দেখলেন যারা বাঁশী বাজায় তারা রয়েছে ও লোকেরা কোলাহল করছে, <sup>২৪</sup> তখন বললেন, সরে যাও, কন্যাটি তো মারা যায় নি, ঘুমিয়ে রয়েছে। তখন তারা তাঁকে উপহাস করলো। <sup>২৫</sup> কিন্তু লোকদেরকে বের করে দেওয়া

[৯:১৫] প্রেরি ১৩:২, ৩; ১৪:২৩। [৯:১৮] দে: মথি ৮:২। [৯:১৮] দে: মার্ক ৫:২৩। [৯:২০] মথি ১৪:৩৬; মার্ক ৩:১০; ৬:৫৬; লূক ৬:১৯। [৯:২২] পদ: ২; যোহন ১৬:৩৩। [৯:২২] পদ: ২৯; মথি ৮:১৩; মার্ক ১০:৫২; লূক ৭:৫০; ১৭:১৯; ১৮:৪২। [৯:২২] মথি ১৫:২৮। [৯:২৩] ২বংশা ৩৫:২৫; যির ৯:১৭, ১৮। [৯:২৪] প্রেরি ২০:১০। [৯:২৪] দানি ১২:২; গীত ৭৬:৫; যোহন ১১:১১-১৪; প্রেরি ৭:৬০; ১৩:৩৬; ১করি ১১:৩০; ১৫:৬, ১৮, ২০; ১থিষ ৪:১৩-১৬। [৯:২৫] দে: লূক ৭:১৪।

**৯:১৭ নতুন চামড়ার থলি।** কুপা, যাতে আঙ্গুর-রস রাখা হত। প্রাচীনকালে আঙ্গুর-রস রাখার জন্য ছাগলের চামড়া ব্যবহার করা হত। যখন তাজা আঙ্গুর-রস গাঁজানো হয়, তখন আঙ্গুর-রস বাড়তে থাকে; এভাবে বাড়তে থাকলে চামড়া ছিঁড়ে যেতে পারে। যীশু খ্রীষ্ট আত্মায় এমন এক নতুনত্ব আনেন, যা পুরাতন থলিতে আটকিয়ে রাখা যায় না।

**৯:১৮ সমাজ-ঘরের এক জন নেতা।** মার্ক ও লূক থেকে আমরা জানি যে, তিনি হচ্ছেন যায়ীর নামে সমাজ-ঘরের একজন নেতা (মার্ক ৫:২২ পদের নোট দেখুন)।

**৯:২০ প্রদর রোগ।** অবিরাম রক্তস্রাব বা ঋতু-স্রাব। বারো বৎসর থেকে প্রতিটি দিন অবিরতভাবে ঋতুস্রাব হত বলে মহিলাটি সর্বদাই আইন-কানুন অনুসারে অপবিত্র থাকত (লেবীয় ১৫:১৯-৩৩)। দৈহিক সমস্যার সাথে তার সামাজিক ও নৈতিক সমস্যাও জড়িত ছিল।

যদি সে কারও কাপড় স্পর্শ করে, তাহলে সে তাকেও সেদিনের জন্য অপবিত্র করে তুলত (তুলনা করুন, লেবীয় ১৫:২৬,২৭)। তাই এ ধরনের ভিড়ের মধ্যে সে আসতো না। হতে পারে এই মহিলা অবিবাহিতা বা তালাকপ্রাপ্তা ছিল।

**চাদরের খোপ।** গণনা ১৫:৩৮-৪১ এবং দ্বি.বি. ২২:১২ পদ অনুসারে যিহূদী পুরুষদের পরিহিত চাদরের পাড়। এই ধরনের পাড় নীল ও সাদা সুতায় বোনা হত।

**৯:২৩ যারা বাঁশী বাজায়।** শেষকৃত্য বা এ ধরনের অনুষ্ঠানে শোকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বাজনা বাজাতে এ ধরনের লোক ভাড়া করা হত।

**লোকেরা কোলাহল করছে।** কেউ মারা গেলে আত্ননাদ ও বিলাপ করার জন্য বিলাপকারী লোকদেরকে ভাড়া করা হত।

**৯:২৪ মারা যায় নি, ঘুমিয়ে রয়েছে।** লূক ৮:৫২



### মথি লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

হলে তিনি ভিতরে গিয়ে কন্যাটির হাত ধরলেন, তাতে সে উঠে বসলো। <sup>২৬</sup> আর এই জনরব সেই দেশময় রটে গেল।

#### দু'জন অন্ধকে সুস্থ করা

<sup>২৭</sup> পরে যীশু সেই স্থান থেকে প্রস্থান করলে, দু'জন অন্ধ তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল; তারা চৈঁচিয়ে বলতে লাগল, হে দায়ুদ-সন্তান, আমাদের প্রতি করুণা করুন। <sup>২৮</sup> তিনি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলে পর সেই অন্ধেরা তাঁর কাছে আসল; তখন যীশু তাদেরকে বললেন, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, আমি এই কাজ করতে পারি? তারা তাঁকে বললো, হ্যাঁ, প্রভু। <sup>২৯</sup> তখন তিনি তাদের চোখ স্পর্শ করলেন, আর বললেন, তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে তোমাদের প্রতি হোক। <sup>৩০</sup> তখন তাদের চোখ খুলে গেল। আর যীশু তাদেরকে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে দিলেন, বললেন, দেখো, যেন কেউ এই বিষয় জানতে না পারে। <sup>৩১</sup> কিন্তু তারা বাইরে গিয়ে সেই অঞ্চলের সমস্ত জায়গায় তাঁর কীর্তি প্রকাশ করলো।

#### যীশু বোবা লোককে সুস্থ করেন

<sup>৩২</sup> তারা বাইরে যাচ্ছে, এমন সময়ে লোকেরা একটি মন্দ-আত্মায় পাওয়া বোবা লোককে তাঁর কাছে আনলো। <sup>৩৩</sup> মন্দ-আত্মা ছাড়ানো হলে সেই বোবা কথা বলতে লাগল; তখন লোকেরা আশ্চর্য জ্ঞান করে বললো, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কখনও দেখা যায় নি। <sup>৩৪</sup> কিন্তু ফরীশীরা বলতে লাগল, মন্দ-আত্মাদের অধিপতি দ্বারা সে মন্দ-আত্মা ছাড়ায়।

#### শস্য প্রচুর কিন্তু কার্যকারী অল্প

<sup>৩৫</sup> আর যীশু সমস্ত নগরে ও গ্রামে ভ্রমণ করতে লাগলেন; তিনি লোকদের সমাজ-গৃহে উপদেশ দিলেন ও স্বর্গ-রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করলেন এবং সমস্ত রকম রোগ ও সমস্ত রকম অসুস্থতা থেকে সুস্থতা দান করলেন। <sup>৩৬</sup> কিন্তু অনেক লোক দেখে তিনি তাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হলেন, কেননা তারা ব্যাকুল ও পরিশ্রান্ত ছিল, যেন পালকবিহীন মেঘপাল। <sup>৩৭</sup> তখন তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্যকারী লোক অল্প; <sup>৩৮</sup> অতএব শস্য-ক্ষেতের মালিকের কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজের শস্য-ক্ষেতে কার্যকারী লোক পাঠিয়ে দেন।

[৯:২৬] পদ: ৩১; মথি ৮:২৪; ১৪:১; মার্ক ১:২৮, ৪৫; লুক ৮:১৪, ৩৭; ৫:১৫; ৭:১৭। [৯:২৭] দে: মথি ১:১; ১২:২৩; ১৫:২২; ২০:৩০, ৩১; ২১:৯, ১৫; ২২:৪২; মার্ক ১০:৪৭। [৯:২৮] প্রেরি ১৪:৯। [৯:২৯] দে: পদ: ২২। [৯:৩০] দে: মথি ৮:৪। [৯:৩১] দে: পদ: ২৬; মার্ক ৭:৩৬। [৯:৩২] দে: মথি ৮:২৪। [৯:৩২] মথি ১২:২২-২৪। [৯:৩৩] মার্ক ২:১২। [৯:৩৪] মথি ১২:২৪। [৯:৩৫] দে: মথি ৮:২৩। [৯:৩৬] মথি ১৪:১৪; ১৫:৩২; মার্ক ৮:২। [৯:৩৬] গণনা ২৭:১৭; ১রাজা ২২:১৭; যিহি ৩৪:৫, ৬; সখ ১০:২। [৯:৩৭] যোহন ৮:৩৫। [৯:৩৭] লুক ১০:২।

পদের নোট দেখুন।

**৯:২৭ দায়ুদ-সন্তান।** আগত খ্রীষ্টের জন্য এক জনপ্রিয় যিহুদী উপাধি (তুলনা করুন, ১:১; ১২:২৩; ২০:৩০; ২১:৯; ২২:৪১-৪৫)।  
**৯:৩৬ রাখালবিহীন ভেড়ার পাল।** এখানে যোগ্য

নেতাবিহীন ইস্রায়েল জাতির লোকদের জন্য ঈশ্বরের সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে (তুলনা করুন, গণনা ২৭:১৭-২০; ১ রাজা ২২: ১৭)।  
যীশু খ্রীষ্টের অন্যতম লক্ষ্য ছিল এই পালক-বিহীন জাতির পালক হওয়া।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

### মথি ৯ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

কফরনাহুমে ফিরে এসে, এক জন পক্ষাঘাতগ্রস্তের পাপের ক্ষমা এবং সুস্থতা প্রদানের মাধ্যমে প্রভু যীশু গালীলে তাঁর পরিচর্যার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন (মথি ৯:১-৮)। ঐ সময় মথি নামের এক জন কর-আদায়কারীকে যীশু তাঁর শিষ্য হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর ঐ কর-আদায়কারী প্রভু যীশুকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছিলেন, যেখানে তিনি ফরীশীদের এবং যোহনের শিষ্যদের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন (মথি ৯:৯-১৭)। তারপর প্রভু যীশুকে এক জন যিহূদী নেতা তার মৃত মেয়ের উপর হাত রেখে, তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য অনুরোধ করেছিলেন— আর তিনি মৃত মেয়েটিকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন এবং ঐ সময় পথ চলতে গিয়ে তিনি এক জন রক্তস্রাব রোগে আক্রান্ত স্ত্রীলোককে সুস্থ করেছিলেন (মথি ৯:১৮-২৬)। পরবর্তীতে প্রভু যীশু দুই জন অন্ধ লোক এবং এক জন মন্দ আত্মাবিশিষ্ট বোবাকে সুস্থ করেছিলেন (মথি ৯:২৭-৩৪)। তারপর তিনি লোকদেরকে শিক্ষা দিয়ে এবং সুস্থ করে চারদিকের পুরো অঞ্চল জুড়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে আসা লোকদের জন্য তাঁর মন মমতায় ভরে উঠেছিল (মথি ৯:৩৫-৩৮)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— পাপ ক্ষমা করতে প্রভু যীশুর ক্ষমতা, পাপীদের সাথে খাবার খেতে প্রভু যীশুর সদিচ্ছা, হারিয়ে যাওয়া লোকদের জন্য তাঁর মমতা।

### মথি ৯ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যীশু ধর্ম-শিক্ষকদের কি চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল? (২,৩ পদ)
২. তখন যীশু ধর্ম-শিক্ষকদের কি বললেন? ঐ লোকটিকে কি বললেন? (৪-৬ পদ)
৩. লোকজন কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখালো? (৮ পদ)
৪. এরপর যীশু কাকে তাঁর শিষ্য হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন? (৯ পদ)
৫. ফরীশীরা কোন্ বিষয় নিয়ে বিরক্ত হলেন? (১১ পদ)
৬. যীশুর উত্তর কি ছিল? (১২ পদ)
৭. যীশু কাদের ডাকতে এসেছেন? (১৩ পদ)
৮. কোন্ বিষয়টি যোহনের শিষ্যদের চিন্তায় ফেলেছিল? (১৪ পদ)
৯. “বর” বলতে যীশু কি বুঝিয়েছেন? (১৫ পদ)
১০. তিনি ১৫ পদে কার কথা উল্লেখ করেছিলেন? (১৫ পদ)
১১. কি কারণে স্ত্রীলোকটি সুস্থ হয়েছিল? (২২ পদ)
১২. যিহূদী নেতার বাড়ীতে কি ঘটেছিল বর্ণনা করুন। (২৩-২৬ পদ)
১৩. যীশু কি শক্তি ব্যবহার করেছিল বলে ফরীশীরা বলেছিল? (৩৪ পদ)
১৪. লোকদের ভিড় দেখে যীশুর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? (৩৬ পদ)
১৫. তাঁর শিষ্যদের ফসল কাটবার জন্য কি করতে হবে? (৩৮ পদ)

## মথি লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

### বারোজন শিষ্যকে পাঠানো

**১০**<sup>১</sup> পরে তিনি তাঁর বারো জন শিষ্যকে কাছে ডেকে তাঁদেরকে অশুচি-আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দিলেন, যেন তাঁরা তাদেরকে ছাড়াতে এবং সমস্ত রকম রোগ ও অসুস্থতা থেকে সুস্থ করতে পারেন।

<sup>২</sup> সেই বারো জন প্রেরিতের নাম এই— প্রথম, শিমোন, যাকে পিতর বলে এবং তাঁর ভাই আন্দ্রিয়, সিবিদিয়ের পুত্র যাকোব এবং তাঁর ভাই যোহন, <sup>৩</sup> ফিলিপ ও বর্থলময়, থোমা ও কর-আদায়কারী মথি, আলফেয়ের পুত্র যাকোব ও থদ্দেয়, <sup>৪</sup> কানানী শিমোন এবং ঈফরিয়োতীয় যিহূদা, যে তাঁকে শত্রুদের হাতে তুলে দিয়েছিল।

### বারো জন শিষ্যের কাজ

<sup>৫</sup> এই বারো জনকে যীশু প্রেরণ করলেন, আর তাঁদেরকে এই আদেশ দিলেন—

<sup>৬</sup> তোমরা অযিহূদীদের পথে যেও না এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করো না,

[১০:১] মার্ক ৩:১৩-১৫; ৬:৭; লূক ৮:৩৬; ৯:১। [১০:১] দে: মথি ৮:২৩। [১০:৪] মথি ২৬:১৪-১৬, ২৫, ৪৭; ২৭:৩; মার্ক ১৪:১০; যোহন ৬:৭১; ১২:৪; ১৩:২, ২৬, ২৭; প্রেরি ১:১৬। [১০:৫] ১রাজা ১৬:২৪; ২রাজা ১৭:২৪; লূক ৯:৫২; ১০:৩৩; ১৭:১৬; যোহন ৮:৪-২৬, ৩৯, ৪০; ৮:৪৮; প্রেরি ৮:৫, ২৫। [১০:৬] যির ৫০:৬; মথি ১৫:২৪।

**১০:২-৪ বারোজন প্রেরিতকে পাঠানো।** ইস্রায়েল জাতির বারো গোষ্ঠীর মত (১৯:২৮) ঈশ্বরের নতুন সমাজের প্রতিনিধি। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর বারোজন প্রেরিতকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন। এই বারোজনকে ‘প্রেরিত’ বলা হয়। পৃথিবীর সব লোকদেরকে পরিত্রাণের নিমন্ত্রণ দেওয়ার আদেশ তাঁদের প্রতি দেওয়া হয়েছিল।

**১০:২ প্রেরিত।** মার্ক ৬:৩০ পদের নোট দেখুন। প্রেরিতগণের চিহ্ন ছিল:

- ♦ তাঁরা সরাসরি স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, অথবা (বার্ণবার ক্ষেত্রে) পবিত্র আত্মা দ্বারা আহ্বানপ্রাপ্ত ও বাছাইকৃত (মথি ১০:১-২; মার্ক ৩:১৩-১৪; লূক ৬:১৩-১৫; ১৩:২; ২২:১০, ১৪-১৫; রোমীয় ১:১)।
- ♦ তাঁদের চিহ্ন-কাজ ও আশ্চর্য কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, তাঁদের পদের স্বর্গীয় প্রমাণ হিসাবে (মথি ১০:১; প্রেরিত ৫:১৫-১৬; ১৬:১৬-১৮; ২৮:৮-৯)।
- ♦ স্বর্গ-রাজ্যের সাথে তাদের সম্পর্ক (মথি ১০:৫-৬), রাজ্য সন্নিকট (মথি ৮:১৭) এবং রাজ্যের ক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে (মথি ১০:৭-৮), ইস্রায়েলের প্রতি এই কথা ঘোষণা করা ছিল তাঁদের কাজের অংশ।

♦ আমাদের প্রভু প্রথমে পিতরকে (মথি ১৬:৯) এবং পরে বাকি সব প্রেরিতের কাছে দায়িত্ব দিয়েছেন (মথি ১০:৭-৮; যোহন ২০:২১-২৩)।

♦ প্রেরিত এমন একজন ব্যক্তি, যিনি যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সাক্ষী (প্রেরিত ১:২২; ১ করি ৯:১), অর্থাৎ তাঁকে অবশ্যই পুনরুত্থিত প্রভুর দর্শন লাভ করতে হবে।

**১০:৪ কানানী।** এই শব্দের অর্থ “উদ্যোগী”। মার্ক এবং লূকও তাঁকে উদ্যোগী বলে সম্বোধন করেছেন। শব্দটি সম্ভবত অরামীয় শব্দ কানান থেকে এসেছে। শিমোনের ধর্মীয় আগ্রহের কারণে বা উদ্যোগী সম্প্রদায়ে তাঁর সদস্যভুক্ত থাকার কারণে এই উপাধি তিনি পেয়েছিলেন। উদ্যোগী সম্প্রদায় ছিল একটি যিহূদী বিপ্লবী দল, যারা তাদের দেশের উপরে রোমীয় শাসনের তীব্র বিরোধিতা করতো।

**১০:৬ অযিহূদীদের পথে যেও না।** স্বর্গ-রাজ্য সম্পর্কে সুসমাচার প্রথমে শুধুমাত্র যিহূদীদের নিকট ঘোষণা করতে হবে। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর সর্বজাতির নিকট সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন (২৮:১৯; তুলনা করুন ২১:৪৩)।  
**শমরীয়।** যখন উত্তর রাজ্যের লোকেরা নির্বাসিত

### মখি লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

বরং ইস্রায়েল-কুলের হারানো মেসদের কাছে যাও।<sup>১</sup> আর তোমরা যেতে যেতে এই সুসমাচার প্রচার কর, স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট।<sup>২</sup> তোমরা অসুস্থদেরকে সুস্থ করো, মৃতদেরকে উত্থাপন করো, কুষ্ঠরোগীদেরকে শুচি করো, মন্দ-আত্মায় পাওয়া ব্যক্তির মধ্য থেকে মন্দ-আত্মা ছাড়াও। তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যেই দান করো।<sup>৩</sup> তোমাদের থলিতে সোনা বা রূপা বা ব্রোঞ্জ নিও না,<sup>৪</sup> এবং যাত্রার জন্য থলি বা দু'টি জামা বা জুতা বা লাঠি, এসবের আয়োজন করো না; কেননা কার্যকারী নিজের খাবারের যোগ্য।<sup>৫</sup> আর তোমরা যে নগরে বা গ্রামে প্রবেশ করবে, সেখানকার কোন্ ব্যক্তি যোগ্য তা অনুসন্ধান করো, আর যে পর্যন্ত অন্য স্থানে না যাও, সেখানেই থেকো।<sup>৬</sup> আর তার বাড়িতে প্রবেশ করার সময়ে সেই বাড়িকে মঙ্গলবাদ করো।<sup>৭</sup> তাতে সেই বাড়ি যদি যোগ্য হয়, তবে তোমাদের শান্তি তার প্রতি বর্ষিত হোক; কিন্তু যদি যোগ্য না হয়, তবে তোমাদের শান্তি তোমাদের কাছে ফিরে

[১০:৭] দে: মখি ৩:২। [১০:৯] লুক ২২:৩৫। [১০:১০] দে: ১তীম ৫:১৮। [১০:১২] ১শমু ২৫:৬।

হয় এবং আশেরীয়দের দ্বারা দেশটিতে পরজাতিদের আনা হয় (২ রাজা ১৭:২৪), তখন তাদের মাঝে থেকে যাওয়া অবশিষ্ট ইস্রায়েলীয়দের সাথে আন্তঃবিবাহের ফলে জাত মিশ্র-রক্তের বংশ। যীশু খ্রীষ্টের সময়ে যিহূদী ও শমরীয়দের মাঝে তিক্ত শত্রুতা বিদ্যমান ছিল (যোহন ৪:৯)।

**ইস্রায়েল-কুলের হারানো মেস।** যিহূদীদের সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে, ইস্রায়েলের দশটি কুল বা বংশ হারিয়ে গেছে এবং শেষকালে তা খোঁজা হবে। এখানে অবশ্য খ্রীষ্ট পুরাতন নিয়মের অর্থে “ইস্রায়েলের হারানো মেস” বুঝাচ্ছেন: তারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে (যিশা ৫৩:৬; যির ৫০:৬; যিহি ৩৪:৫)। ইস্রায়েলীয়দের কাছে প্রথম বার্তা বলতে অন্যান্যদের প্রতি এর আগমনকে নির্বাপিত করা হয় নি (আমোষ ৩:২; এর সাথে যিশাইয়, যিরমিয় ও অন্যান্য ভাববাদীদের দ্বারা জাতিসমূহের বিরুদ্ধে করা ভবিষ্যদ্বাণীর তুলনা করণ)।

**১০:৮ অসুস্থদেরকে সুস্থ করো।** সুস্থকরণ প্রচার কাজের অংশ ছিল। যীশু খ্রীষ্টের তৃতীয় কার্যক্রম, অর্থাৎ শিক্ষা দানের সফলতার জন্য সুস্থকরণের নিশ্চয়তার প্রয়োজন ছিল। প্রেরিতদেরকে দেওয়া ক্ষমতার কোন সীমাবদ্ধতা

ছিল না (যোহন ১৪:১২)।

**তোমরা বিনামূল্যে ... দান করো।** প্রেরিতগণ যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ থেকে সুস্থ করতে ক্ষমতা দান হিসেবে পেয়েছেন। তাই তাঁদেরকেও দান করার চর্চা করতে হবে এবং সুস্থ করার ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে।

**১০:৯ থলে।** মূলত ভিক্ষার জন্য ব্যবহৃত থলে, এসেনীয়রাও তাদের অনুসারীদের দান করা কিছু নেয়ার জন্য এরূপ থলে ব্যবহার করতো।

**১০:১০ যাত্রার জন্য ... আয়োজন করো না।** অন্যান্য নিম্নস্থানীয় পেশাজীবীদের মত তাঁদেরকে কৃচ্ছতা সাধন করে চলতে হবে:

- ১) কৃষক, যাদের প্রায়শ একটি মাত্র কাপড় থাকত;
- ২) কতিপয় ভ্রমণকারী দার্শনিক, যারা সোর ও দিকাপলি, গালীলের পার্শ্বস্থ অযিহূদী সংখ্যাগরিষ্ঠ শহরে কাজ করেছিলেন;
- ৩) এলিয় ও বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মত ভাববাদী।

**কার্যকারী নিজের খাবারের যোগ্য।** সুসমাচার হচ্ছে বিনামূল্যে দেয়া উপহার এবং এর জন্য প্রতিদান গ্রহণযোগ্য নয়, তবে প্রচারকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আতিথ্যের হাত প্রসারিত করা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বিশ্বাসীদের জন্য ন্যায্য বলে বিবেচিত ছিল (১ করি ৯:১৪; ১ তীম ৫:১৮)।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

আসুক। <sup>১৪</sup> আর যে কেউ তোমাদেরকে গ্রহণ না করে এবং তোমাদের কথা না শোনে, সেই বাড়ি কিম্বা সেই নগর থেকে বের হবার সময়ে তোমাদের পায়ের ধূলা ঝেড়ে ফেলো। <sup>১৫</sup> আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, বিচার-দিনে সেই নগরের দশার চেয়ে বরং সদোম ও ঘমোরার দশা সহনীয় হবে।

#### সতর্ক ও অমায়িক হবার উপদেশ

<sup>১৬</sup> দেখ, নেকড়ে বাঘের মধ্যে যেমন মেঘ, তেমনি আমি তোমাদেরকে প্রেরণ করছি; অতএব তোমরা সাপের মত সতর্ক ও কবুতরের মত অমায়িক হও। <sup>১৭</sup> কিন্তু তোমরা মানুষ থেকে সাবধান থেকো; কেননা তারা তোমাদেরকে বিচার-সভার লোকদের হাতে ধরিয়ে দেবে এবং তাদের সমাজ-গৃহে চাবুক মারবে। <sup>১৮</sup> এমন কি, আমার জন্য তোমাদেরকে দেশের শাসনকর্তাদের ও রাজাদের সম্মুখে, তাদের ও অযিহুদীদের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য নেওয়া হবে। <sup>১৯</sup> কিন্তু যখন লোকে তোমাদেরকে ধরিয়ে দেবে, তখন তোমরা কিভাবে কি বলবে, সে বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না; কারণ তোমাদের যা বলবার, তা সেই দণ্ডেই তোমাদেরকে দান করা যাবে। <sup>২০</sup> কেননা তোমরা কথা বলবে, এমন নয়, কিন্তু তোমাদের পিতার যে আত্মা তোমাদের অন্তরে কথা বলেন, তিনিই বলবেন। <sup>২১</sup> আর ভাই ভাইকে ও

[১০:১৪] যিহি ৫:১৩; মার্ক ৬:১১; লুক ৯:৫; ১০:১১; প্রেরি ১৩:৫১; ১৮:৬। [১০:১৫] আদি ১৮:২০; ১৯:২৪; ২পি ২:৬; যিহুদা ৭। [১০:১৬] মথি ১২:৩৬; প্রেরি ১৭:৩১; ২পি ২:৯; ৩:৭; ১যোহন ৪:১৭; যিহুদা ৬। [১০:১৭] মথি ১১:২২, ২৪। [১০:১৮] লুক ১০:৩; প্রেরি ২০:২৯। [১০:১৯] দে: ১করি ১৪:২০। [১০:১৭] দে: মথি ৫:২২। [১০:১৭] মথি ২৩:৩৪; মার্ক ১৩:৯; প্রেরি ৫:৪০; ২২:১৯; ২৬:১১। [১০:১৮] প্রেরি ২৫:২৪-২৬। [১০:১৯] যাত্রা ৪:১২। [১০:২০] লুক ১২:১১, ১২; প্রেরি ৪:৮।

**১০:১৪ পায়ের ধূলা ঝেড়ে ফেলো।** ফরীশীদের দ্বারা অনুশীলনকৃত এক প্রতীকী কাজ, যখন তারা ‘অণ্ডচি’ অযিহুদীদের এলাকা ত্যাগ করতো। এখানে এটি তাদের কাছে এক আনুষ্ঠানিক সতর্কীকরণের কাজ তুলে ধরছে, যারা ঈশ্বরের বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করবে (লুক ৯:৫; প্রেরিত ১৩:৫১ পদের নোট দেখুন; তুলনা করুন প্রেরিত ১৮:৬)।

**১০:১৫ সদোম ও ঘমোরার।** যে শহর দু’টি ঈশ্বর ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আদি ১৯:২৩-২৯ দেখুন।

**১০:১৭ বিচার সভা।** নিম্ন আদালত, যা স্থানীয় সমাজ-ঘরের সঙ্গে সংযুক্ত, যা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার করতো এবং দোষী সাব্যস্ত হলে প্রহার করার শাস্তি দিত। ৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এটি স্থানীয় প্রাচীনবর্গ বা পুরোহিতদের দ্বারা পরিচালিত হত; পরে ফরীশীরা এর দায়িত্ব নেয়। প্রতি সভায় কমপক্ষে তিনজন বিচারক থাকত। গুনানি ও

বিচার সমাজ-ঘরে যেখানে জড়ো হত, সেখানে সম্পন্ন করা হত। দ্বিতীয় শতাব্দীর নিয়ম অনুযায়ী যিহুদীদের বেত মারার শাস্তি ছিল, বৃকে তের বার এবং পিঠে ছাব্বিশ বার জোরালো বেতের আঘাত।

**১০:১৮ দেশের শাসনকর্তাদের ও রাজাদের সম্মুখে।** যিহুদীদের প্রথা অনুসারে এক যিহুদী দ্বারা আরেক যিহুদীকে অযিহুদী বিচারকের কাছে সমর্পণ করা ভয়ানক অন্যায় কাজ বলে বিবেচিত হত।

**শাসনকর্তা।** রোমান তত্ত্বাবধায়ক বা শাসক। এর তিনটি স্তর: প্রোপ্রাইটর, প্রোকন্সিউল ও প্রকিউরেটর।

**রাজা।** রোমের সামন্ত বা শাসক, কিন্তু নীতিগতভাবে বিশ্বজনীন অত্যাচারের নির্দেশনা দিতে প্রাচ্যের শাসক ও পার্শ্ব শাসকদেরকেও বোঝায়।

**১০:২০ পিতার যে আত্মা।** যিহুদীরা পিতার আত্মা বলতে বিশেষভাবে ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা

### মখি লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

পিতা সন্তানকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে এবং সন্তানেরা মাতা-পিতার বিপক্ষে উঠে তাঁদেরকে হত্যা করাবে। <sup>২২</sup> আবার আমার নামের জন্য সকলে তোমাদের ঘৃণা করবে; কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে, সেই পরিত্রাণ পাবে। <sup>২৩</sup> আর তারা যখন তোমাদেরকে এক নগরে নির্যাতন করবে, তখন অন্য নগরে পালিয়ে যোগো; কেননা আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, ইস্রায়েলের সকল নগরে তোমাদের কাজ শেষ হবে না, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্র ফিরে না আসেন।

<sup>২৪</sup> শিষ্য গুরু থেকে বড় নয় এবং দাস মনিব থেকে বড় নয়। <sup>২৫</sup> শিষ্য তার গুরুর মত ও দাস তার মনিবের মত হলেই তার পক্ষে যথেষ্ট। তারা যখন বাড়ির কর্তাকে বেলসবুল বলেছে, তখন তাঁর পরিজনদেরকে আরও কি না বলবে?

#### কাকে ভয় করবে?

<sup>২৬</sup> অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, কেননা এমন লোকানো কিছুই নেই, যা প্রকাশ পাবে না এবং এমন গুপ্ত কিছুই নেই, যা জানা যাবে না। <sup>২৭</sup> আমি যা তোমাদেরকে অন্ধকারে বলি, তা তোমরা আলোতে বলো এবং যা কানে কানে শোন, তা ছাদের উপর থেকে প্রচার করো। <sup>২৮</sup> আর যারা শরীরটা মেরে ফেলতে পারে কিন্তু আত্মা মেরে ফেলতে পারে না তাদেরকে ভয় করো না; কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করতে পারেন, বরং তাঁকেই ভয় কর। <sup>২৯</sup> দু'টি চড়াই পাখি কি এক পয়সায় বিক্রি হয় না? আর

[১০:২১] পদ: ৩৫, ৩৬; মীখা ৭:৬। [১০:২১] মার্ক ১৩:১২। [১০:২২] দে: যোহন ১৫:২১। [১০:২২] মখি ২৪:১৩; মার্ক ১৩:১৩; লূক ২১:১৯; প্রকা ২:১০। [১০:২৩] দে: লূক ১৭:৩০। [১০:২৪] দে: যোহন ১৩:১৬। [১০:২৫] দে: মার্ক ৩:২২। [১০:২৬] মার্ক ৪:২২; লূক ৮:১৭। [১০:২৮] যিশা ৮:১২, ১৩; ইব্রী ১০:৩১।

মনে করতো, যিনি ঈশ্বরের বার্তা ও ভবিষ্যদ্বাণী বলতে ভাববাদীদের অভিষেক করতেন।

**১০:২১ ভাই ভাইকে ও পিতা সন্তানকে।** যে সংস্কৃতিতে পারিবারিক আনুগত্য আবশ্যিক ও পিতা-মাতাকে সম্মান করা সর্বোচ্চ আদেশ, সেখানে এরূপ কথা অবিস্বাস্য।

**১০:২২ আমার নামের জন্য।** অর্থাৎ, “যেহেতু খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে তোমরা আমার নাম বহন করছো” (১ পিতর ৪:১৪)।

**সকলের ঘৃণিত।** তাঁরা সবার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ঘৃণা লাভ লাভ করবেন, যারা জগতে প্রেমের বার্তা এনেছেন।

**শেষ পর্যন্ত।** অর্থাৎ তার জীবনের শেষ পর্যন্ত, যা অত্যাচারের মধ্য দিয়ে যাবে; সময়ের শেষ পর্যন্ত নয় (তুলনা করুন ২৪:৯, ১৩ পদ)।

**১০:২৩ ইস্রায়েলের সকল নগরে ... ফিরে না আসেন।** উক্তিটি সম্ভবত এই শিক্ষা দেয় যে, যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন না হওয়া পর্যন্ত

সুসমাচার যিহুদীদের নিকট প্রচারিত হতে থাকবে এবং তথাপি তারা মন ফিরাবে না।

**১০:২৫ বেলসবুল।** মন্দ আত্মাদের রাজা (১২:২৪), হিব্রু বা’আল-যেবুর (যার অর্থ ‘মাছিদের প্রভু’; ২ রাজা ১:২ দেখুন) নামের গ্রীক রূপ; বিদ্রূপাত্মক প্রকাশভঙ্গি, যেমন “মহিমাম্বিত বা’আল” বা “রাজা বা’আল”; গ্রীকে *বিযেবুল* বা *বিল্‌যেবুল* নামটি শয়তানের বেলায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

**১০:২৮ নরক।** ৫:২২ পদের নোট দেখুন। নরক সম্পর্কে কোন কোন যিহুদী রচনায় দেখা যায় যে, দেহ ও আত্মা উভয়ই মৃত্যুর সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যায়; অন্যান্য যিহুদীদের কেউ কেউ মনে করতেন, সেগুলো স্থায়ীভাবে ধ্বংস হয় ও যন্ত্রণায় থাকে। আবার আধুনিক পণ্ডিতদের বিপরীতে কোন কোন যিহুদী গ্রীকদের সাথে একমত হন যে, দেহ ও আত্মা মৃত্যুর দ্বারা আলাদা হয়ে যায়।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া তাদের একটিও ভূমিতে পড়ে না। <sup>৩০</sup> কিন্তু তোমাদের মাথার কেশগুলোও সমস্ত গণনা করা আছে। <sup>৩১</sup> অতএব ভয় করো না, তোমরা অনেক চড়াই পাখি থেকেও শ্রেষ্ঠ।

<sup>৩২</sup> অতএব যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করবো। <sup>৩৩</sup> কিন্তু যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করবো।

#### শান্তি নয় কিন্তু খড়্গ

<sup>৩৪</sup> মনে করো না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি; শান্তি দিতে আসি নি, কিন্তু খড়্গ দিতে এসেছি। <sup>৩৫</sup> কেননা আমি পিতার সঙ্গে পুত্রের, মায়ের সঙ্গে কন্যার এবং শাশুড়ির সঙ্গে পুত্র বধূর বিচ্ছেদ জন্মাতে এসেছি; <sup>৩৬</sup> আর নিজ নিজ পরিজনই মানুষের শত্রু হবে। <sup>৩৭</sup> যে কেউ পিতা বা মাতাকে আমার চেয়ে বেশি প্রেম করে, সে আমার যোগ্য নয় এবং যে কেউ পুত্র বা কন্যাকে আমার চেয়ে বেশি প্রেম করে, সে আমার যোগ্য নয়। <sup>৩৮</sup> আর যে কেউ আপন ক্রুশ তুলে নিয়ে আমাকে অনুসরণ না করে, সে আমার যোগ্য নয়। <sup>৩৯</sup> যে কেউ আপন প্রাণ রক্ষা করে, সে তা হারাবে এবং যে কেউ আমার জন্য আপন প্রাণ হারায়, সে তা রক্ষা করবে।

#### পুরস্কার

<sup>৪০</sup> যে তোমাদেরকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে আমাকে গ্রহণ

[১০:৩০] ১শমু ১৪:৪৫; শামু ১৪:১১; ১রাজা ১:৫২; লুক ২১:১৮; প্রেরি ২৭:৩৪। [১০:৩১] মথি ৬:২৬; ১২:১২। [১০:৩২] রোমী ১০:৯। [১০:৩৩] মার্ক ৮:৩৮; ১তীম ২:১২। [১০:৩৫] পদ: ২১। [১০:৩৬] মীখা ৭:৬। [১০:৩৭] লুক ১৪:২৬। [১০:৩৮] মথি ১৬:২৪; লুক ১৪:২৭। [১০:৩৯] দে: যোহন ১২:২৫। [১০:৪০] যাত্রা ১৬:৮; মথি ১৮:৫; গালা ৪:১৪। [১০:৪০] লুক ৯:৪৮; ১০:১৬; যোহন ১২:৪৪; ১৩:২০।

**১০:২৯ চড়াই পাখি।** বাজারে দরিদ্র লোকদের ক্রয় করার জন্য সবচেয়ে সস্তা ছিল চড়াই পাখি, দু'টোর দাম ১ ঘণ্টার মজুরির চেয়েও কম ছিল; বেশি কিনলে আরও সস্তায় পাওয়া যেত (লুক ১২:৬)।

**১০:৩৪ শান্তি নয় কিন্তু খড়্গ।** প্রথম দৃষ্টিতে এ উক্তি যিশা ৯:৬ (শান্তির রাজা), লুক ২:১৪ (পৃথিবীতে মানুষের শান্তি হোক) এবং যোহন ১৪:২৭ (তোমাদের প্রতি শান্তি বর্তুক)-এর সাথে বিরোধপূর্ণ মনে হয়। এটি সত্য যে, যীশু শান্তি আনতে এসেছেন, সে শান্তি বিশ্বাসী ও ঈশ্বরের মাঝে এবং মানুষের মাঝে শান্তি। তবুও যীশু খ্রীষ্টের আগমনের অপরিহার্য ফল বিরোধপূর্ণ-খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ও খ্রীষ্টে অবিশ্বাসীদের মধ্যে, আলো ও অন্ধকারের মাঝে, যীশু খ্রীষ্টের

সন্তান ও শয়তানের সন্তানদের মধ্যে। এ বিরোধ এমনকি একই পরিবারের সভ্যদের মাঝেও ঘটতে পারে (৩৫-৩৬ পদ; ১ করি ১:৩)।

**১০:৩৫ বিচ্ছেদ।** একই পরিবারের কেউ বিশ্বাস করবে, কেউ করবে না। কেউ প্রচার করবে, অন্যরা তাদের তিরস্কার করবে। প্রেরিতরা ইতোমধ্যেই সে অভিজ্ঞতা লাভ করা শুরু করেছেন।

**১০:৩৮ নিজের ক্রুশ।** মথির সুসমাচারে ক্রুশ সম্পর্কিত প্রথম উল্লেখ। ক্রুশ মৃত্যুদণ্ড দানের এক উপকরণ এবং এখানে যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতদের বেলায় পূর্ণ সমর্পণের, এমন কি মৃত্যুর কাছে সমর্পণের আবশ্যকতাকে প্রতীকী হিসেবে তুলে ধরেছে (মার্ক ৮:৩৪)।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

করে, সে আমার প্রেরণকর্তাকেই গ্রহণ করে।<sup>৪১</sup> যে ভাববাদীকে ভাববাদী বলে গ্রহণ করে, সে ভাববাদীর পুরস্কার পাবে এবং যে ধার্মিককে ধার্মিক বলে গ্রহণ করে, সে ধার্মিকের পুরস্কার পাবে।<sup>৪২</sup> আর যে কেউ এই ক্ষুদ্দের মধ্যে কোন এক জনকে শিষ্য বলে কেবল এক বাটি শীতল জল পান করতে দেয়, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, সে কোন মতে তার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না।

[১০:৪২] হিতো ১৪:৩১; ১৯:১৭; মথি ২৫:৪০; মার্ক ৯:৪১; প্রেরি ১০:৪; ইব্রী ৬:১০।

১০:৪১ ভাববাদী। পুরাতন চুক্তির শেষ ভাববাদী ছিলেন বাপ্তিস্মদাতা যোহন।

### মথি ১০ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

ফসল বেশি হওয়ায় ফসলের জমির মালিকের কাছে অধিক সংখ্যক শ্রমিকের জন্য প্রার্থনার আহ্বানকে (মথি ৯:৩৭-৩৮) অনুসরণ করে, প্রভু যীশু বার জন শিষ্যকে তাঁর প্রেরিত হিসেবে মনোনীত করেন, এবং তাদেরকে মন্দ আত্মা ছাড়ানোর এবং লোকদেরকে সুস্থ করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন (মথি ১০:১-৪)। তারপর বিশেষ নির্দেশনা সহকারে প্রচার ও লোকদেরকে সুস্থ করার জন্য তিনি তাঁদেরকে পুরো ইস্রায়েলের সব শহর ও গ্রামে পাঠিয়েছিলেন, যাকে “প্রচার কাজের জন্য সীমিত ক্ষমতা প্রদান” বলা যেতে পারে (মথি ১০:৫-৪২)। এই অধ্যায়ে লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— বারো জন লোককে প্রভু যীশু প্রেরিত হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, প্রভু যীশু সুখবর প্রচারের মূলনীতিগুলো ব্যবহার করেছিলেন।

### মথি ১০ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যীশু কয়জন শিষ্যকে ডাকলেন? তিনি তাঁদের কি ক্ষমতা দিলেন? (১ পদ)
২. প্রত্যেক শিষ্যদের নাম বলুন। (২-৪ পদ)
৩. শিষ্যরা কাদের কাছে যাবে? (৬ পদ)
৪. শিষ্যরা কি বিষয়ে প্রচার করবে? (৭ পদ)
৫. তাঁদেরকে কি করতে হবে? (৮ পদ)
৬. তাঁদের জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস কোথা থেকে আসবে? (৯-১০ পদ)
৭. যদি কোন শহর বা গ্রাম তাঁদের গ্রহণ না করে, তবে তাঁরা কি করবে? (১৪ পদ)
৮. সেই গ্রাম বা শহরের কি হবে, যারা তাঁদের গ্রহণ করেনি? (১৫ পদ)
৯. শিষ্যদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও সরলতাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? (১৬ পদ)
১০. শিষ্যদের সাক্ষ্য দানের ফলে, তাঁদের প্রতি কি ঘটবে বলে যীশু ভবিষ্যদ্বাণী



## মখি লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

করেছিলেন? (১৭-১৮ পদ)

১১. যখন এইসব ঘটবে তাঁরা কি করতে হবে? (১৯, ২০)
১২. সাহসের সাথে কথা বলবার জন্য যীশু কিভাবে তাঁর শিষ্যদের উৎসাহ দিয়েছিলেন? (২৬, ২৭ পদ)
১৩. তাঁরা কাকে ভয় করবে? (২৮ পদ)
১৪. যারা মানুষের সামনে খ্রীষ্টকে স্বীকার করে তাদের জন্য কি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে? (৩২ পদ)
১৫. যারা খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে তাদের জন্য কি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে? (৩৩ পদ)
১৬. খ্রীষ্ট কি দিতে এসেছিলেন? (৩৪ পদ)
১৭. যে ব্যক্তি খ্রীষ্টের জন্য তার জীবন হারায় তার কি হবে? (৩৯ পদ)
১৮. যদি কেউ তাঁর একজন শিষ্যকে গ্রহণ করে তার জন্য কি প্রতিজ্ঞা রয়েছে? যদি কেউ একজন নবীকে গ্রহণ করে তার জন্য কি প্রতিজ্ঞা রয়েছে? (৪০-৪২ পদ)

**১১** <sup>১</sup> এভাবে যীশু তাঁর বারো জন শিষ্যের প্রতি আদেশ সমাপ্ত করার পর গালীলের নগরে নগরে উপদেশ দেবার ও প্রচার করার জন্য সেই স্থান থেকে প্রস্থান করলেন।

### যোহনের প্রশ্ন

<sup>২</sup> পরে যোহন কারাগারে থেকে খ্রীষ্টের কাজের বিষয় শুনে তাঁর নিজের শিষ্যদের দ্বারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, <sup>৩</sup> ‘যাঁর আগমন হবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকবো?’ <sup>৪</sup> উত্তরে যীশু তাদেরকে বললেন, তোমরা যাও, যা যা শুনছো ও দেখছো, তার সংবাদ যোহনকে দাও; <sup>৫</sup> অন্ধেরা দেখতে পাচ্ছে ও খঞ্জেরা চলছে, কুষ্ঠরোগীরা শুচি হচ্ছে ও বধিরেরা শুনতে পাচ্ছে এবং মৃতেরা উত্থাপিত হচ্ছে ও দরিদ্রদের

[১১:১] দে: মখি ৭:২৮। [১১:২] দে: মখি ৩:১। [১১:২] মখি ১৪:৩। [১১:৩] গীত ১১৮:২৬; যোহন ১১:২৭; ইব্রী ১০:৩৭। [১১:৫] যিশা ৩৫:৪-৬; ৬১:১; মখি ১৫:৩১; লুক ৪:১৮, ১৯।

**১১:১ সেই স্থান।** যখন ১২ জন শিষ্য তাঁদের প্রথম প্রচার কাজ পালন করছিলেন, তখন যীশু গালীলে তাঁর পরিচর্যা কাজ চালিয়ে ছিলেন।

**১১:২-৩ বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রশ্ন।** সম্ভবত ভাববাদী বাপ্তিস্মদাতা যোহন নিজেও আশ্চর্য কার্য সাধনকারীর চেয়ে স্বর্গ-রাজ্য আনয়নকারী হিসাবে খ্রীষ্টকে দেখতে চেয়েছিলেন (৩:১১), বা

রাজকীয় খ্রীষ্ট হিসেবে তিনি আসবেন বলে আশা করছিলেন; তাই খ্রীষ্টীয় যুগের অনুগ্রহ সম্পর্কে তাঁর আরোগ্যদায়ী কাজের কথা বলে যীশু এখানে যথার্থ উত্তর দিয়েছেন (১১:৫)।

**১১:৫ অন্ধেরা দেখতে পাচ্ছে।** যীশু খ্রীষ্টের উত্তর পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন অংশের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, যেসব স্থানে খ্রীষ্টের রাজত্বের

## মখি লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

কাছে সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছে; <sup>৬</sup> আর ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আমাকে নিয়ে মনে কোন বাধা না পায়।

### যোহনের বিষয়ে প্রশংসা

<sup>৭</sup> তারা চলে যাচ্ছে, এমন সময়ে যীশু লোকদেরকে যোহনের বিষয়ে বলতে লাগলেন, তোমরা মরুভূমিতে কি দেখতে গিয়েছিলে? <sup>৮</sup> কি বাতাসে কেঁপে ওঠা নল? তবে কি দেখতে গিয়েছিলে? কি কোমল পোশাক পরা কোন ব্যক্তিকে? দেখ, যারা কোমল পোশাক পরে, তারা রাজপ্রাসাদে থাকে। <sup>৯</sup> তবে কি জন্য গিয়েছিলে? কি এক জন ভাববাদীকে দেখবার জন্য? হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে বলছি, ভাববাদীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে। <sup>১০</sup> ইনি সেই ব্যক্তি, যার বিষয়ে লেখা আছে,

“দেখ, আমি আপন দূতকে তোমার সম্মুখে প্রেরণ করি;

সে তোমার আগে গিয়ে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।”

<sup>১১</sup> আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহন থেকে মহান কেউই উৎপন্ন হয় নি, তবুও স্বর্গ-রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি, সে তাঁর চেয়েও মহান। <sup>১২</sup> আর বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাল থেকে এখন পর্যন্ত স্বর্গ-রাজ্য বলে আক্রান্ত হচ্ছে এবং আক্রমণকারীরা সবলে তা অধিকার করছে। <sup>১৩</sup> কেননা সমস্ত ভাববাদী ও ব্যবস্থা যোহন পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী বলেছে। <sup>১৪</sup> আর তোমরা যদি গ্রহণ করতে সম্মত হও, তবে জানবে, যে এলিয়ের আগমন হবে, তিনি এই ব্যক্তি। <sup>১৫</sup> যার শুনবার কান আছে সে

[১১:৬] মখি ১৩:২১; ২৬:৩১। [১১:৭] দে: মখি ৩:১। [১১:৭] মখি ৩:১। [১১:৯] মখি ১৪:৫; ২১:২৬; লূক ১:৭৬; ৭:২৬। [১১:১০] যোহন ৩:২৮। [১১:১০] মালা ৩:১; মার্ক ১:২; লূক ৭:২৭। [১১:১৩] লূক ১৬:১৬। [১১:১৪] মালা ৪:৫; মখি ১৭:১০-১৩; মার্ক ৯:১১-১৩; লূক ১:১৭; যোহন ১:২১। [১১:১৫] মখি ১৩:৯, ৪৩; মার্ক ৪:২৩; লূক

অনুগ্রহের বিষয়ে বলা আছে (যিশা ৩৫:৫-৬) এবং ঈশ্বরের দাসের কাজের বিষয়েও বলা আছে (যিশা ৬১:১)।

**১১:৮** বাতাসে কেঁপে ওঠা নল। নল ভঙ্গুর (যিশা ৪২:৩), তাই বাতাসে কেঁপে ওঠা বা বাতাসে দোলায়মান নল আরও বেশি অনির্ভরযোগ্য (১ রাজা ১৪:১৫; ২ রাজা ১৮:২১; যিহি ২৯:৬)।

**১১:১১** স্বর্গ-রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি। এর অর্থের মূল ১৮:৪ পদে রয়েছে— “যে কেউ এ শিশুটির মত নিজেকে নম্র করে”। এরূপ ব্যক্তি যদিও ক্ষুদ্রতম, তথাপি ঈশ্বর কর্তৃক এমনকি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়েও তিনি মহান গণ্য হয়ে থাকেন।

সে তাঁর চেয়েও মহান। ভাববাদী বাপ্তিস্মদাতা যোহন পুরাতন নিয়মের যুগের ভাববাদী, যা ছিল

যীশু খ্রীষ্টের জন্য প্রস্তুতিমূলক যুগ। নতুন নিয়মের ক্ষুদ্রতম ধার্মিকও তাঁর মণ্ডলীর (ইফি ৫:২৫-২৭, ৩২) অংশ হিসেবে কনেরূপে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়েও বেশি মহান, যিনি কেবলমাত্র বরের বন্ধু (যোহন ৩:২৯)।

**১১:১২** আক্রমণকারীরা সবলে তা অধিকার করছে। তারা স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করছে এবং যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হচ্ছে। এজন্য প্রয়োজন আত্মিক সাহস, সক্রিয় শক্তি, ক্ষমতা ও সংকল্প, কেননা এই পথে রয়েছে অত্যাচারের চির উপস্থিতি। সম্ভবত এখানে বোঝানো হয়েছে যে, উদ্যোগী ব্যক্তির স্বর্গীয় রাজ্য ধরতে চেষ্টা করছে (যোহন ৬:১৫), অথবা এতে প্রবেশের জন্য উৎসুক জনতা প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে।

**১১:১৪** যে এলিয়ের আগমন হবে। বাপ্তিস্মদাতা যোহনই ছিলেন সেই এলিয়, খ্রীষ্টের অগ্রদূত

## মখি লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

শুনুক।

<sup>১৬</sup> কিন্তু আমি কার সঙ্গে এই কালের লোকদের তুলনা করবো? তারা এমন বালকদের মত, যারা বাজারে বসে তাদের সঙ্গীদেরকে ডেকে বলে, <sup>১৭</sup> ‘আমরা তোমাদের কাছে বাঁশী বাজালাম, তোমরা নাচলে না; আমরা বিলাপ করলাম, তোমরা বুক চাপড়ালে না।’ <sup>১৮</sup> কারণ যোহন এসে ভোজন পান করেন নি; তাতে লোকে বলে, তাকে মন্দ-আত্মায় পেয়েছে। <sup>১৯</sup> মনুষ্যপুত্র এসে ভোজন পান করেন; তাতে লোকে বলে, ঐ দেখ, এক জন পেটুক ও মদ্যপায়ী, কর-আদায়কারীদের ও পাপীদের বন্ধু। কিন্তু প্রজ্ঞা নিজের কর্ম দ্বারা নির্দোষ বলে গণিত হয়।

### অবিশ্বাসীদের প্রতি ভর্ৎসনা

<sup>২০</sup> তখন যে যে নগরে তাঁর সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন হয়েছিল, তিনি সেসব নগরকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, কেননা তারা মন ফিরায় নি— <sup>২১</sup> ‘কোরাসীন, ধিক্ তোমাকে! বৈৎ সৈদা, ধিক্ তোমাকে! কেননা তোমাদের মধ্যে যেসব আশ্চর্য কাজ করা হয়েছে, সেসব যদি সোর ও সীদোনে করা হত, তবে অনেক দিন আগে তারা চট পরে ভস্মে

১৪:৩৫; দে: প্রকা ২:৭। [১১:১৮] মখি ৩:৪। [১১:১৮] দে: লুক ১:১৫। [১১:১৯] দে: মখি ৯:১১। [১১:২১] মার্ক ৬:৪৫; ৮:২২; লুক ৯:১০; যোহন ১:৪৪; ১২:২১। [১১:২১] যোয়েল ৩:৪; আমো ১:৯; মখি ১৫:২১; মার্ক ৩:৮; লুক ৬:১৭; প্রেরি ১২:২০। [১১:২১] যোনা ৩:৫-৯।

(মালাখি ৪:৫; মখি ১৭:১০-১৩; মার্ক ৯:১১-১৩; লুক ১:১৭)।

**১১:১৬ এই কালের লোক।** এরা হচ্ছে নতুন নিয়মের পরিত্রাণ দানের কাজের সৌভাগ্যবান সাক্ষীরা, যেমন ছিল পুরাতন নিয়মে যাত্রার সময়কার যিহুদীরা (দ্বি.বি. ১:৩৫; ৩২:৫; গীত ৯৫:১০; মখি ১২:৩৯, ৪১, ৪৫; ১৬:৪; ১৭:১৭; ২৩:৩৬; ২৪:৩৪; প্রেরিত ২:৪০; ইব্রী ৩:১০)। তারা সুসমাচারের প্রতি তাদের সমর্থন দিয়ে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেছে।

**১১:১৭ বাঁশী বাজালাম।** যেরূপ বিয়ে বাড়িতে করা হয়।

**বিলাপ করলাম।** যেরূপ অন্ত্যস্তিক্রিয়ায় করা হয়। এই কাজটি বাপ্তিস্মদাতা যোহন পরিচর্যা কাজকে প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করে, তিনি যীশু খ্রীষ্টের অগ্রদূত। যিহুদীরা এমন সন্তানের মত যারা নানা অজুহাত দেখিয়ে সুসমাচারে সাড়া দিতে নিজেদের দূরে রেখেছিল।

**১১:১৮ তাকে মন্দ-আত্মায় পেয়েছে।** এ অভিযোগটি হচ্ছে, তিনি মন্দ-আত্মায় আক্রান্ত ভণ্ড ভাববাদী, বা যার আত্মাকে মন্দ আত্মা তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কাজে লাগাচ্ছে। এ

ধরনের অভিযোগের শাস্তি পুরাতন নিয়মের মতে মৃত্যুদণ্ড (দ্বি.বি. ১৩:১-১১; ১৮:৯-২০)।

**১১:১৯ প্রজ্ঞা।** ঈশ্বর (প্রজ্ঞা) ভাববাদী বাপ্তিস্মদাতা যোহন ও যীশু খ্রীষ্টকে তাঁদের সুনির্দিষ্ট কাজ করতে পাঠিয়েছেন এবং এটি যীশু খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের দ্বারা যথার্থ বলে প্রমাণিত হবে (লুক ৭:৩৫)। এখানে প্রজ্ঞাকে ব্যক্তিবাচক হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে (লুক ১১:৪৯)।

**প্রজ্ঞা নিজের কর্ম দ্বারা।** লুক ‘কর্ম’-এর স্থলে ‘সন্তান’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে কর্ম বা সন্তান বলতে বাপ্তিস্মদাতা যোহন ও যীশু খ্রীষ্ট যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ করেছেন তা বোঝানো হয়েছে। এই সমস্ত কাজই তাঁদের কথার পক্ষে প্রমাণ বহন করে।

**পেটুক ও মদ্যপায়ী।** পিতা-মাতার অভিযোগে সন্তানের বেলায় এটি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ (দ্বি.বি. ২১:২০)।

**১১:২১ কোরাসীন।** পবিত্র বাইবেলে কেবল দু’বার এই জায়গার নাম উল্লেখ করা হয়েছে (এখানে এবং লুক ১০:১৩ পদে)। এটি গালীল সাগরের নিকটবর্তী এবং সম্ভবত কফরনাহূম থেকে প্রায় দু’মাইল উত্তরে অবস্থিত।

### মখি লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

বসে মন ফিরাতে। <sup>২২</sup> কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমাদের দশা থেকে বরং সোর ও সীদোনের দশা বিচার-দিনে সহনীয় হবে। <sup>২৩</sup> আর হে কফরনাহুম, তুমি না কি স্বর্গ পর্যন্ত উঁচুতে উঠবে? তুমি পাতাল পর্যন্ত নেমে যাবে; কেননা যেসব আশ্চর্য কাজ তোমার মধ্যে করা হয়েছে, সেসব যদি সদোমে করা হত, তবে তা আজ পর্যন্ত থাকতো। <sup>২৪</sup> কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমার দশা থেকে বরং সদোম দেশের দশা বিচার দিনে সহনীয় হবে।’

#### যীশু খ্রীষ্ট পিতাকে ধন্যবাদ জানান

<sup>২৫</sup> সেই সময়ে যীশু এই কথা বললেন, হে আমার পিতা, হে স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কেননা তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে এসব বিষয় গুপ্ত রেখে শিশুদের কাছে প্রকাশ করেছ; <sup>২৬</sup> হ্যাঁ, পিতা, কেননা তা তোমার দৃষ্টিতে প্রীতিজনক হল। <sup>২৭</sup> সকলই আমার পিতা আমার হাতে দিয়েছেন; আর পুত্রকে কেউ জানে না, কেবল পিতা জানেন; পিতাকে কেউ জানে না, কেবল পুত্র জানেন এবং পুত্র যার কাছে তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন, সে জানে।

<sup>২৮</sup> হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকেরা, আমার কাছে এসো, আমি তোমাদেরকে বিশ্রাম দেব। <sup>২৯</sup> আমার জোয়াল নিজের কাঁধে তুলে নেও এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাতে তোমরা নিজ নিজ প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে। <sup>৩০</sup> কারণ আমার জোয়াল সহজ ও আমার ভার লঘু।

[১১:২২] পদ: ২৪; মখি ১০:১৫। [১১:২৩] দে: মখি ৪:১৩। [১১:২৩] যিশা ১৪:১৩-১৫। [১১:২৪] দে: মখি ১০:১৫। [১১:২৫] মখি ১৬:১৭; লুক ২২:৪২; ২৩:৩৪; যোহন ১১:৪১; ১২:২৭, ২৮। [১১:২৫] দে: মখি ১৩:১১; ১করি ১:২৬-২৯। [১১:২৭] দে: মখি ২৮:১৮। [১১:২৭] দে: যোহন ৩:৩৫। [১১:২৭] যোহন ১০:১৫; ১৭:২৫, ২৬। [১১:২৮] যোহন ৭:৩৭। [১১:২৮] যাত্রা ৩৩:১৪। [১১:২৯] যোহন ১৩:১৫; ফিলি ২:৫; ১পি ২:২১; ১যোহন ২:৬। [১১:২৯] গীতা ১১৬:৭; যির ৬:১৬। [১১:৩০] ১যোহন ৫:৩।

বৈথসেদা। গালীল সাগরের উত্তর-পূর্ব উপকূলের একটি প্রদেশ। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ফিলিপ বৈথসেদা পুনর্নির্মাণ করেন এবং আগন্তু কৈসারের কন্যা জুলিয়াসের নাম অনুসারে এর নাম দেন “জুলিয়াস”।

সোর ও সীদোন। ইস্রায়েল দেশের উত্তরে ফৈনীকীয় উপকূলে অবস্থিত নগর।

১১:২৫ আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ অংশে যে উক্তি করা হয়েছে তার ধরন যোহনের সুসমাচারের লেখার ধরনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (৩:৩৫; ১৭:২)। ‘পিতা’ ও ‘পুত্র’ পরিভাষা ২৪:৩৬ পদের ব্যবহৃত হয়েছে, যা ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্টের মাঝে এক অতুলনীয় সম্পর্ক নির্দেশ করছে। পিতা স্বর্গ ও পৃথিবীর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বে রয়েছেন এবং তিনি তা পুত্রকে

দিয়েছেন (তুলনা করুন ২৮:১৮)। তাই তাঁর রয়েছে প্রত্যাদেশের পুরো ক্ষমতা এবং তিনি “এই সকল বিষয়” তাদের থেকে গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যারা “বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান”। কিন্তু “শিশুদের” কাছে তা প্রকাশ করেছেন। স্বর্গীয় সত্যতার পূর্ণ অংশ পিতা থেকে পুত্রের কাছে প্রেরিত হয়েছে (যোহন ৫:২০)।

১১:২৯-৩০ জোয়াল। জোয়াল বহন করা হয় কাঁধে করে, (যির ২৭:২); যা বাধ্যতা ও বশ্যতা জোরপূর্বক প্রয়োগ করার উপকরণ। যিহূদীরা ঈশ্বরের আইন-কানূনের জোয়াল ও তাঁর রাজ্যের জোয়াল বহন করার কথা বলে। ঈশ্বর এক, এই কথা মান্য করা এবং তাঁর আদেশ পালনের দ্বারা স্বীকার করা যায় (যির ৬:১৩-১৪, ২০)।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

### মথি ১১ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশুর দেয়া ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে যখন প্রেরিতরা তাঁদের প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বাপ্তিস্মদাতা যোহন প্রভু যীশুর কাছে তাঁর সংবাদবাহকদেরকে পাঠিয়েছিলেন এবং যারা তাঁর কাছ থেকে নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন যে, “যাঁর আসার কথা” তিনিই ছিলেন সেই জন (মথি ১১:১-৬)। প্রভু যীশু বলেছিলেন যে, মালাখী ভাববাদী যে “সংবাদবাহক” এর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যোহনই সেই জন ছিলেন (মথি ১০:৭-১৯)। তারপর তিনি ঐ সব শহরকে খুবই তিরস্কার করেছিলেন, যেসব শহরের লোকেরা তাঁর প্রচারে মন পরিবর্তন করে নি (মথি ১০:২০-২৪) এবং একই সময়ে, যারা তাঁর শিক্ষাকে গ্রহণ করবে বলা হয়েছিল, তাদের কাছে তিনি তাঁর সদয় নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন (মথি ১১:২৫-৩০)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— প্রভু যীশু এবং বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাঝে সম্পর্ক, কোরাসীন, বৈৎসৈদা ও কফরনাহূমের চেয়ে কেন শেষ বিচারের দিন সোর, সীদোন ও ঘমোরার জন্য বেশি সহনীয় হবে, এবং যাদের হৃদয় ব্যথিত তাদের কাছে মুক্তিদাতা তাঁর সদয় নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন।

### মথি ১১ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. বাপ্তিস্মদাতা যোহন কোথায় ছিলেন? (২ পদ)
২. যোহনের শিষ্যেরা যীশুকে কি বলেছিলেন? (৩ পদ)
৩. যীশু যোহনের শিষ্যদের তাঁর কাছে গিয়ে কি বলতে বললেন? (৪-৬ পদ)
৪. ১০ পদে, যীশু কাদের কাছে কথা বলছিলেন?
৫. যীশু বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে কিভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন? (১১ পদ)
৬. যীশু তাঁর কালের লোকদের কিসের সাথে তুলনা করেছিলেন? (১৬, ১৭ পদ)
৭. যীশু কেন গ্রাম ও শহরগুলোর নিন্দা করেছিলেন? (২০ পদ)
৮. কিসের জন্য যীশু পিতাকে ধন্যবাদ দিলেন? (২৫ পদ)
৯. পিতাকে জানার বিষয়ে যীশু কি বলেছিলেন? (২৭ পদ)
১০. যীশু ক্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকদের কি প্রতিজ্ঞা করেছেন? (২৮ পদ)
১১. তাঁর জোয়াল তুলে নেওয়ার পর, তাঁর অনুসারীরা কি করবে? (২৯ পদ)
১২. তিনি তাঁর জোয়াল ও বোঝাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন? (৩০ পদ)

## মখি লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

### বিশ্রামবারের বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের উপদেশ

**১২**<sup>১</sup> সেই সময়ে যীশু বিশ্রামবারে শস্য-ক্ষেত দিয়ে গমন করলেন; আর তাঁর শিষ্যদের খিদে পেয়েছিল বলে শীঘ্র ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলেন।<sup>২</sup> কিন্তু ফরীশীরা তা দেখে তাঁকে বললো, দেখ, বিশ্রামবারে যা করা উচিত নয়, তা-ই তোমার শিষ্যেরা করছে।<sup>৩</sup> তিনি তাদেরকে বললেন, দায়ুদ ও তাঁর সঙ্গীদের যখন খিদে পেয়েছিল তখন তিনি যা করেছিলেন তা কি তোমরা পাঠ কর নি? <sup>৪</sup> তিনি তো ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করলেন এবং তাঁরা দর্শন-রুটি ভোজন করলেন, যা তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের ভোজন করা উচিত ছিল না, কেবল পুরোহিতেরা তা ভোজন করতে পারতো। <sup>৫</sup> আর তোমরা কি ব্যবস্থায় পাঠ কর নি যে, বিশ্রামবারে পুরোহিতেরা উপাসনা গৃহে বিশ্রামবার লঙ্ঘন করলেও তাঁদের কোন দোষ হয় না? <sup>৬</sup> কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, এই স্থানে উপাসনা গৃহ থেকে মহান এক ব্যক্তি আছেন। <sup>৭</sup> কিন্তু “আমি করুণাই চাই, উৎসর্গ নয়,” এই কথার অর্থ কি তা যদি তোমরা জানতে তবে নির্দোষদেরকে দোষী করতে না। <sup>৮</sup> কেননা মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের কর্তা।

### শুকনো-হাত লোকটি সুস্থ হল

<sup>৯</sup> পরে তিনি সেখান থেকে চলে গিয়ে তাদের সমাজ-গৃহে প্রবেশ করলেন। <sup>১০</sup> আর দেখ, এক জন লোক ছিল যার একটি হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, বিশ্রামবারে কি সুস্থ করা উচিত? তাঁর উপরে দোষারোপ করার জন্য এই কথা বললো। <sup>১১</sup> তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যার একটি মেঘ আছে, আর সেটি যদি বিশ্রামবারে গর্তে পড়ে যায়, তবে সে কি তা ধরে তুলবে না? <sup>১২</sup> তবে

[১২:১] দ্বি:বি ২৩:২৫। [১২:২] পদ: ১০; যাত্রা ২০:১০; ২৩:১২; দ্বি:বি ৫:১৪; লুক ১৩:১৪; ১৪:৩; যোহন ৫:১০; ৭:২৩; ৯:১৬। [১২:৩] ১শমু ২১:৬। [১২:৪] লেবী ২৪:৫, ৯। [১২:৫] গণনা ২৮:৯, ১০; যোহন ৭:২২, ২৩। [১২:৬] পদ: ৪১, ৪২। [১২:৭] হোশেয় ৬:৬; যীশা ৬:৬-৮; মখি ৯:১৩। [১২:৮] দে: মখি ৮:২০। [১২:১০] মার্ক ৩:২; ১২:১৩; লুক ১১:৫৪; ১৪:১; ২০:২০। [১২:১০] দে: পদ: ২। [১২:১১] লুক ১৪:৫।

**১২:১** শস্য-ক্ষেত। গম বা বার্লির ক্ষেত। বার্লি অপেক্ষাকৃত দরিদ্রদের খাদ্য ছিল। দ্বি:বি. ২৩:২৫ পদে (তুলনা করুন, রুত ২:২-৩) দরিদ্রদের জন্য এরকম খাবারের কথা বলা হয়েছে। তাই এখানে অন্যের ক্ষেত থেকে খাওয়া হয়েছে সেটি অপরাধ নয়, কিন্তু বিশ্রামবারে গাছ থেকে তুলে নিয়ে খাওয়া হয়েছে এটাই হচ্ছে অপরাধ। ফরীশীদের আইনে ৩৯টি কাজ বিশ্রামবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

**১২:৪** দর্শন-রুটি। প্রতি বিশ্রামবারে ১২টি টাটকা রুটি পবিত্র স্থানের টেবিলের উপর রাখা হত (যাত্রা ২৫:৩০; লেবীয় ২৪:৫-৯)। পুরাতন রুটিগুলো পুরোহিতেরা খেতেন।

**১২:৫-৬** পুরোহিতদের বিশ্রামবার লঙ্ঘন।

মোশির আইন-কানুন বিশ্রামবারে পুরোহিতদের কাজের আদেশ দিয়েছে (গণনা ২৮: ১০)। যদি মন্দিরের নেতাদের জন্য এই রীতি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে মন্দিরের চেয়ে যিনি বড়, তার জন্য তা কেন গ্রহণযোগ্য হবে না? মন্দির হল যিহূদীদের বিশ্বাসের কেন্দ্র, মন্দিরের চেয়ে একজন মানুষ বড় বলা যিহূদীদের কানে খটকা লাগারই কথা।

**১২:১০** বিশ্রামবারে সুস্থ করা। ফরীশীরা বিশ্রামবারে কাউকে সুস্থ করার কাজ নিষিদ্ধ করেছিল, যদি পরবর্তী দিন আসার আগেই রোগী মারা যাওয়ার ভয় না থাকে।

**১২:১১** বিশ্রামবারে পশুকে রক্ষা করা। অনেক যিহূদী বিশ্রামবারে এমনকি পশুকে রক্ষা করাও নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু বহু ফরীশী ও অন্যান্য

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

মেস থেকে মানুষ আরও কত শ্রেষ্ঠ! অতএব বিশ্রামবারে সৎকর্ম করা উচিত। <sup>১০</sup> তখন তিনি সেই লোকটিকে বললেন, তোমার হাত বাড়িয়ে দাও; তাতে সে হাত বাড়িয়ে দিল, আর তা অন্যটির মত পুনরায় সুস্থ হল।

<sup>১৪</sup> পরে ফরীশীরা বাইরে গিয়ে কিভাবে তাঁকে বিনষ্ট করতে পারে তাঁর বিরুদ্ধে সেই পরামর্শ করতে লাগল।

#### ঈশ্বরের বাছাই করা লোক

<sup>১৫</sup> যীশু তা জেনে সেখান থেকে চলে গেলেন; অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে গেল, আর তিনি সকলকে সুস্থ করলেন, <sup>১৬</sup> এবং এই দৃঢ় আদেশ দিলেন, তোমরা আমার পরিচয় দিও না। <sup>১৭</sup> -যেন যিশাইয় ভাববাদীর মধ্য দিয়ে উপস্থিত হওয়া এই বাক্য পূর্ণ হয়,

<sup>১৮</sup> “দেখ, আমার দাস, তিনি আমার মনোনীত, আমার প্রিয়,

আমার প্রাণ তাঁতে প্রীত,

আমি তাঁর উপরে আমার আত্মাকে স্থাপন করবো,

আর তিনি জাতিদের কাছে ন্যায়বিচার প্রচার করবেন।

<sup>১৯</sup> তিনি কলহ করবেন না, উচ্চশব্দও করবেন না,

পথে কেউ তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না।

<sup>২০</sup> তিনি থেৎলা নল ভাঙবেন না,

সধুম শলতে নিভিয়ে ফেলবেন না,

যে পর্যন্ত না ন্যায়বিচার বিজয় লাভ করে।

<sup>২১</sup> আর তাঁর নামে অযিহূদীরা প্রত্যাশা রাখবে।”

#### যীশু খ্রীষ্ট ও বেলসবুল

<sup>২২</sup> তখন এক জন মন্দ-আত্মায় পাওয়া লোককে তাঁর কাছে আনা হল, সে অন্ধ ও

[১২:১২] মথি ৬:২৬; ১০:৩১। [১২:১৪] আদি ৩৭:১৮; গীত ৭১:১০; মথি ২৬:৪; ২৭:১; মার্ক ৩:৬; লুক ৬:১১; যোহন ৫:১৮; ৭:১, ১৯; ১১:৫৩। [১২:১৫] দে: মথি ৪:২৩। [১২:১৬] দে: মথি ৮:৪। [১২:১৭] দে: মথি ১:২২। [১২:১৮] দে: মথি ৩:১৭। [১২:১৮] দে: যোহন ৩:৩৪। [১২:২১] যিশা ৪২:১-৪। [১২:২২] দে: মথি ৪:২৪।

যিহূদীরা এ বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের সাথে একমত হয়েছিল। মাটিতে গর্ত করে শিকারী নেকড়ে বাঘ ধরার জন্য ফাঁদ পাতা হত, কিন্তু মাঝে মাঝে গৃহপালিত পশুও তাতে পড়ে যেত।

**১২:১৪ পরামর্শ করতে লাগল।** ফরীশীদের সে সময় রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল একেবারেই অল্প, তাই ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু তাদের করার ছিল না। যিহূদী আদালত মৃত্যুদণ্ড দিতে পারত না, যদিও বিশ্রামবার লঙ্ঘনের জন্য মোশির আইন-কানূনের বিধান ছিল (যাত্রা ৩১:১৪; ৩৫:২)।

**১২:১৭ যিশাইয় ভাববাদীর মধ্য দিয়ে উপস্থিত হওয়া এই বাক্য।** যিশা ৪২:১-৪ পদে দাস

সম্পর্কিত বর্ণনা মূলত ইস্রায়েল জাতির জন্য অনেকে মনে করে থাকেন। তবে যেভাবে সেখানে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে তাতে মনে হয় তা কোন জাতির নয় কিন্তু একজন ব্যক্তির। তবে পরবর্তীতে এটি খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে মূলত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দ্বারা। যেহেতু ইস্রায়েলকে নিয়ে ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য ছিল তা ব্যর্থ হল, সে কারণে ঈশ্বর ইস্রায়েল থেকে একজনকে বাছাই করলেন (৪৯:৫-৭), যিনি ইস্রায়েলের প্রাপ্য শান্তি গ্রহণ করবেন।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

বোবা; আর তিনি তাকে সুস্থ করলেন, তাতে সেই বোবা কথা বলতে ও দেখতে লাগল।<sup>২৩</sup> এতে সমস্ত লোক চমৎকৃত হল ও বলতে লাগল, ইনি কি সেই দায়ূদ-সন্তান? <sup>২৪</sup> কিন্তু ফরীশীরা তা শুনে বললো, এই ব্যক্তি আর কিছুতে নয়, কেবল মন্দ-আত্মাদের অধিপতি বেল্সবুলের দ্বারাই মন্দ-আত্মা ছাড়ায়। <sup>২৫</sup> তাদের চিন্তা জেনে তিনি তাদেরকে বললেন, যে কোন রাজ্য নিজের মধ্যে বিভক্ত হয়, তা উচ্ছিন্ন হয় এবং যে কোন নগর কিম্বা পরিবার নিজের মধ্যে বিভক্ত হয়, তা স্থির থাকবে না। <sup>২৬</sup> আর শয়তান যদি শয়তানকে ছাড়ায়, সে তো নিজেরই মধ্যে ভাগ হয়ে গেল; তবে তার রাজ্য কিভাবে স্থির থাকবে? <sup>২৭</sup> আর আমি যদি বেল্সবুলের দ্বারা মন্দ-আত্মা ছাড়াই, তবে তোমাদের লোকেরা কার দ্বারা ছাড়ায়? এজন্য তারাই তোমাদের বিচারকর্তা হবে। <sup>২৮</sup> কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা মন্দ-আত্মা ছাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য তো তোমাদের কাছে এসে পড়েছে। <sup>২৯</sup> আর আগে সেই বলবান ব্যক্তিকে না বেঁধে কে কেমন করে সেই বলবানের গৃহে প্রবেশ করে তার ঘরের দ্রব্য লুট করতে পারবে? বাঁধলে পরেই সে তার ঘর লুট করবে। <sup>৩০</sup> যে আমার সপক্ষ নয়, সে আমার বিপক্ষ এবং যে আমার সঙ্গে কুড়ায় না, সে ছড়ায়।

<sup>৩১</sup> এই কারণ আমি তোমাদেরকে বলছি, মানুষের সকল পাপ ও নিন্দার কথা ক্ষমা করা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দা করলে তার ক্ষমা হবে না। <sup>৩২</sup> আর যে কেউ মানুষপুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে, সে ক্ষমা পাবে; কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা বলে, সে ক্ষমা পাবে না, ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়।

#### ফল দ্বারাই গাছ চেনা যায়

<sup>৩৩</sup> হয় গাছকে ভাল বল এবং তার ফলকেও ভাল বল; নয় গাছকে মন্দ বল এবং তার ফলকেও মন্দ বল; কেননা ফল দ্বারাই গাছ চেনা যায়। <sup>৩৪</sup> হে সাপের বংশেরা, তোমরা মন্দ হয়ে কেমন করে ভাল কথা বলতে পার? কেননা অন্তর থেকে যা ছেপে উঠে, মুখ তা-ই বলে। <sup>৩৫</sup> ভাল মানুষ ভাল ভাণ্ডার থেকে ভাল দ্রব্য বের করে এবং মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার

[১২:২৩] দে: মথি ৯:২৭। [১২:২৪] দে: মার্ক ৩:২২। [১২:২৪] মথি ৯:৩৪। [১২:২৫] দে: মথি ৯:৪। [১২:২৬] দে: মথি ৮:১০। [১২:২৭] পদ: ২৪। [১২:২৭] থেরি ১৯:১৩। [১২:২৮] দে: মথি ৩:২। [১২:৩০] মার্ক ৯:৪০; লুক ১১:২৩। [১২:৩১] মার্ক ৩:২৮, ২৯; লুক ১২:১০। [১২:৩২] তীত ২:১২। [১২:৩২] মার্ক ১০:৩০; লুক ২০:৩৪, ৩৫; ইফি ১:২১; ইব্রী ৬:৫। [১২:৩৩] মথি ৭:১৬, ১৭; লুক ৬:৪৩, ৪৪। [১২:৩৪] মথি ৩:৭; ২৩:৩৩। [১২:৩৪] মথি ১৫:১৮; লুক ৬:৪৫।

**১২:২৭ তোমাদের লোকেরা।** “তোমাদের লোকেরা” অর্থাৎ “তোমাদের নিজেদের দলের সদস্যরা”। কেননা ফরীশীদের মধ্যে কেউ কেউ মন্দ আত্মা ছাড়া, যে পদ্ধতি যীশু খ্রীষ্টের চেয়েও বেশি মায়াবী মনে হত।

**১২:৩১ পবিত্র আত্মার নিন্দা ক্ষমা হবে না।** এই প্রেক্ষাপট (২৪, ২৮, ৩২ পদ) অনুসারে, ক্ষমার অযোগ্য পাপ বলতে বোঝানো হয়েছে পবিত্র আত্মার শক্তিতে করা খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ করার কর্তৃত্বকে শয়তানের বলে গণ্য করা (মার্ক

৩:২৯)। যিহুদী ধর্ম-শিক্ষকরা এই শিক্ষা দিত যে, পাপের কারণে কারও এ জীবনে যাতনা আসতে পারে, কিন্তু গুরুতর পাপ শেষ বিচারের দিনে নিষ্পত্তি করা হবে। ঈশ্বরনিন্দা মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিযোগ্য অপরাধ (লেবীয় ২৪:১০-২৩); যীশু এভাবে পবিত্র আত্মার কাজ (১২:২৮) দ্বারা তাঁর সত্যায়িত পরিচিতিতে স্থায়ীভাবে প্রত্যাখ্যান করা সবচেয়ে খারাপ পাপ বা ঈশ্বরনিন্দা হিসেবে পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দা করার কথা বলেছেন (মথি ১২:১৮)।



## মথি লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

থেকে মন্দ দ্রব্য বের করে। <sup>৩৬</sup> আর আমি তোমাদেরকে বলছি, মানুষেরা যত অনর্থক কথা বলে, বিচার-দিনে তার প্রত্যেকটি কথার হিসাব দিতে হবে। <sup>৩৭</sup> কারণ তোমার কথা দ্বারা তুমি নির্দোষ বলে গণিত হবে, আর তোমার কথা দ্বারাই তুমি দোষী বলে গণিত হবে।

### যোনার চিহ্ন

<sup>৩৮</sup> তখন কয়েক জন ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশী তাঁকে বললো, গুরু, আমরা আপনার কাছে কোন চিহ্ন-কাজ দেখতে ইচ্ছা করি। <sup>৩৯</sup> উত্তরে তিনি তাদেরকে বললেন, এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের খোঁজ করে, কিন্তু যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন এদেরকে দেওয়া যাবে না। <sup>৪০</sup> কারণ যোনা যেমন তিন দিন তিন রাত বড় মাছের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিন ও তিন রাত পৃথিবীর গর্ভে থাকবেন। <sup>৪১</sup> নীনবীর লোকেরা বিচারে এই কালের লোকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে এদেরকে দোষী করবে, কেননা তারা যোনার প্রচারে মন ফিরিয়েছিল, আর দেখ, যোনা থেকে মহান এক ব্যক্তি এখানে আছেন। <sup>৪২</sup> দক্ষিণ দেশের রাণী বিচারে এই কালের লোকদের সঙ্গে উঠে এদেরকে দোষী করবেন; কেননা শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন, আর দেখ, শলোমন থেকে মহান এক ব্যক্তি এখানে আছেন।

### মন্দ আত্মার ফিরে আসা

<sup>৪৩</sup> আর অশুচি আত্মা যখন মানুষ থেকে বের হয়ে যায়, তখন জলবিহীন নানা স্থান দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে বিশ্রামের খোঁজ করে, কিন্তু তা পায় না। <sup>৪৪</sup> তখন সে বলে, আমি যেখান থেকে বের হয়ে এসেছি, আমার সেই বাড়িতে ফিরে যাই; পরে সে এসে তা শূন্য, মার্জিত ও শোভিত দেখে। <sup>৪৫</sup> তখন সে গিয়ে নিজের চেয়েও দুষ্ট অপর সাতটি আত্মাকে

[১২:৩৭] ইয়োব ১৫:৬; হিতো ১০:১৪; ১৮:২১; যাকোব ৩:২। [১২:৩৮] দে: যোহন ২:১১; দে: ৪:৪৮। [১২:৩৯] মথি ১৬:১; মার্ক ৮:১১, ১২; লুক ১১:১৬; যোহন ২:১৮; ৬:৩০; ১করি ১:২২। [১২:৪০] মথি ১৬:৪; লুক ১১:২৯। [১২:৪১] যোনা ১:১৭। [১২:৪২] দে: মথি ৮:২০। [১২:৪৩] দে: মথি ১৬:২১। [১২:৪৪] যোনা ১:২। [১২:৪৫] যোনা ৩:৫। [১২:৪৬] ১রাজা ১০:১; ২বংশা ৯:১। [১২:৪৭] ২পি ২:২০।

**১২:৩৮ চিহ্ন-কার্য।** ফরীশীরা দৃশ্যনীয় আশ্চর্য কাজ দেখতে চেয়েছিল, তারা চেয়েছিল আকাশে এ ধরনের কোন চিহ্ন দেখা যাক (লুক ১১:১৬ দেখুন), যাতে করে বোঝা যায় যে, তিনিই খ্রীষ্ট। এর পরিবর্তে তিনি পবিত্র শাস্ত্র থেকে এক “চিহ্ন-কার্যের” কথা উদ্ধৃত করেন।

**১২:৩৯ ব্যভিচারী।** দৈহিক নয়, কিন্তু এখানে আত্মিক ব্যভিচার বোঝানো হয়েছে, কারণ তাদের জাতি আত্মিক বরের (ঈশ্বরের) কাছে অবিশ্বস্ত হয়েছিল।

**১২:৪০ তিন দিন তিন রাত।** প্রথম দিনের অন্তত অংশ বিশেষ এবং তৃতীয় দিনের অর্ধাংশ, যিহূদীদের সময় গণনার সাধারণ নিয়ম অনুসারে (লুক ২৪:৪৬)।

**বড় মাছ।** সামুদ্রিক কোন বৃহৎ প্রাণী (যোনা ১:১৭)। এ বৃহৎ মাছ বা প্রাণীকে সতর্কতার সাথে সমুদ্রের অমঙ্গল লক্ষণপূর্ণ সর্প (আমোষ ৯:৩), লিবিয়াথোন (যিশা ২৭:১) এবং পানির নাগ (ইয়োব ৭:১২; গীত ৭৪:২৩; যিহি ৩২:২) থেকে পৃথক করে উল্লেখ করা হয়েছে।

**১২:৪২ দক্ষিণ দেশের রাণী।** ১ রাজা ১০:১ পদে তাকে বলা হয়েছে সবা দেশের রাণী, এ দেশটি দক্ষিণ পশ্চিম আরবে অবস্থিত, এখন যাকে ইয়েমেন বলা হয়। কেউ কেউ ইথিওপিয়ার রাণীর সাথেও তুলনা করেন (তুলনা করুন, প্রেরিত ৮:২৭)।

**১২:৪৫ সাতটি আত্মা।** “সাত” সংখ্যার উল্লেখ দ্বারা এখানে চরম দুঃসহ যন্ত্রণা বোঝানো

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

সঙ্গে নিয়ে আসে, আর তারা সেই স্থানে প্রবেশ করে বাস করে; তাতে সেই মানুষের প্রথম দশা থেকে শেষ দশা আরও মন্দ হয়। এই কালের দুই লোকদের প্রতি তা-ই ঘটবে।

#### সত্যিকারের সম্পর্ক

<sup>৪৬</sup> তিনি লোকদেরকে এসব কথা বলছেন এমন সময়ে, দেখ, তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টায় বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। <sup>৪৭</sup> তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, দেখুন, আপনার মা ও ভাইয়েরা আপনার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। <sup>৪৮</sup> কিন্তু যে এই কথা বললো, উত্তরে তাকে তিনি বললেন, আমার মা কে? আমার ভাইয়েরাই বা কারা? <sup>৪৯</sup> পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, এই দেখ, আমার মা ও আমার ভাইয়েরা; <sup>৫০</sup> কেননা যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভাই ও বোন ও মা।

[১২:৪৬] মথি ১:১৮; ২:১১, ১৩, ১৪, ২০; লূক ১:৪৩; ২:৩৩, ৩৪, ৪৮, ৫১; যোহন ২:১, ৫; ১৯:২৫, ২৬। [১২:৪৬] মথি ১৩:৫৫; যোহন ২:১২; ৭:৩, ৫; প্রেরি ১:১৪; ১করি ৯:৫; গালা ১:১৯। [১২:৫০] মথি ৬:১০; যোহন ১৫:১৪

হয়েছে (আদি ৪:১৫, ২৪; লেবীয় ২৬:১৮)। চেয়ে আত্মিক সম্পর্কের গুরুত্ব অনেক বেশি ১২:৫০ যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা (মার্ক ৩:৩৪)। পালন করে। যীশু খ্রীষ্টের কাছে রক্তের সম্পর্কের

### মথি ১২ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু এবং তাঁর পরিচর্যার বিরোধিতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বিরোধী নেতৃত্বাধীন দল হিসেবে ফরীশীরা বিশ্রামবারে তাঁর কাজের বিষয়ে অভিযোগ তুলেছিলেন (১২:১-১৪)। তিনি তাঁর আসল পরিচয় না দিতে শিষ্যদের অনুরোধ করেছিলেন, যা ঈশ্বরের মনোনীত দাসের বিষয়ে ভাববাদী যিশাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করেছিল (মথি ১২:১৫-২১)। কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দাজনক অভিযোগ তুলে ফরীশীরা তাঁর পিছু নিয়েছিল এবং তাঁর কাছে চিহ্নের দাবী জানিয়েছিল (মথি ১২:২২-৪৫)। যখন যীশুর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি শিষ্যদেরকে তাঁর সত্যিকারের পরিবার বলে চিহ্নিত করেছিলেন (মথি ১২:৪৬-৫০)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— বিশ্রামবার, পবিত্র আত্মার নিন্দা করার বিষয়, ঈশ্বরের সত্যিকারের পরিবার বিষয়ক শিক্ষা।

### মথি ১২ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. শিষ্যরা কি করেছিল? (১ পদ)
২. ফরীশীরা কেন বিরক্ত হলেন? (২ পদ)
৩. ফরীশীদের তিরস্কার করার জন্য যীশু পুরাতন নিয়মের কোন্ উদাহরণটি ব্যবহার করেছিলেন? (৪-৬ পদ)

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

৪. ঈশ্বর কি উৎসর্গে খুশি হোন? (৭ পদ)
৫. বিশ্রামবারে সুস্থ করার বিষয়ে যেসব ফরীশীদের অভিযোগ ছিল তাদের প্রতি যীশুর প্রতিক্রিয়া কি ছিল? (১১,১২ পদ)
৬. ফরীশীদের পরিকল্পনা কি ছিল? (১৪ পদ)
৭. যীশু কে ছিলেন তা নিয়ে লোকদের কি চিন্তা ছিল? (২৩ পদ)
৮. যীশু কার সাহায্যে মন্দ আত্মা ছাড়ান বলেছিলেন? (২৮ পদ)
৯. কোন পাপটি ক্ষমা হবে না? (৩১ পদ)
১০. কিভাবে যীশু মন্দকে ভাল দিয়ে প্রতিস্থাপন করার বিপদ সম্পর্কে শিখিয়েছিলেন? (৪৩-৪৫ পদ)
১১. কারা যীশুর সাথে দেখা করার জন্য বাহিরে দাঁড়িয়েছিলেন? (৪৬-৪৭ পদ)
১২. যিনি তাঁকে এই খবর দিয়েছিলেন তিনি তাকে কি জবাব দিয়েছিলেন? (৪৮ পদ)
১৩. তিনি তাঁর নিজের প্রশ্নের কি উত্তর দিয়েছিলেন? (৪৯-৫০ পদ)
১৪. বিশ্বাসীরা কিভাবে ঈশ্বরকে অনুসরণ করবে? (ইফিষীয় ৫:১ পদ)

**১৩** <sup>১</sup>সেদিন যীশু বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়ে সমুদ্রের তীরে বসলেন। <sup>২</sup>আর অনেক লোক তাঁর কাছে সমাগত হল, তাতে তিনি একখানি নৌকায় উঠে বসলেন এবং সমস্ত লোক তীরে দাঁড়িয়ে রইলো। <sup>৩</sup>তখন তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাদেরকে অনেক কথা বলতে লাগলেন।

#### বীজ বপনকারীর দৃষ্টান্ত

<sup>৪</sup>তিনি বললেন, দেখ, বীজ বপনকারী বীজ বপন করতে গেল। বপনের সময় কতগুলো বীজ পথের পাশে পড়লো, তাতে পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেললো। <sup>৫</sup>আর

[১৩:১] পদ: ৩৬; মথি ৯:২৮। [১৩:২] লুক ৫:৩।

**১৩:৩ দৃষ্টান্ত।** রূপক গল্প; শব্দটি গ্রীক শব্দ “পেরাবোলে” থেকে এসেছে, যার অর্থ “পাশে রাখা,” অর্থাৎ একটির সাথে অন্যটির তুলনা করা। নতুন নিয়মে এর সাধারণ ব্যবহার দৃষ্টান্তমূলক কাহিনীর জন্য, যা যীশু প্রকৃতি ও মানবীয় জীবন থেকে এনেছেন। সুসমাচারে এ ধরনের সাদৃশ্যমূলক প্রায় ত্রিশটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। যোহনের সুসমাচারে কোন দৃষ্টান্ত নেই, কিন্তু তিনি অন্যান্য রূপক ভাষা ব্যবহার করেছেন

(মার্ক ৪:২; লুক ৮:৪)।

**১৩:৪ বীজ বপন।** প্রায়ই জমি চাষ করার পূর্বে বীজ বপন করা হত (যদিও সব সময় নয়), তাই এক্ষেত্রে বীজ যে কোন ভূমিতে পড়তো। কৃষক হাত দিয়ে বীজ ছিটাত, সম্ভবত এখানে তাই বলা হচ্ছে, বা ছিদ্রওয়ালা বস্তায় বীজ ভরে পশুর পিঠে চাপিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হত, যা বিভিন্ন জায়গায় পড়তো।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

কতগুলো বীজ পাথুরে ভূমিতে পড়লো, যেখানে বেশি মাটি ছিল না, তাতে বেশি মাটি না পাওয়াতে তা শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়ে উঠলো, <sup>৬</sup> কিন্তু সূর্য উঠলে পর পুড়ে গেল এবং তার শিকড় না থাকতে শুকিয়ে গেল। <sup>৭</sup> আর কতগুলো বীজ কাঁটাবনে পড়লো, তাতে কাঁটাগাছ বেড়ে তা চেপে রাখল। <sup>৮</sup> আর কতগুলো বীজ উত্তম ভূমিতে পড়লো ও ফল দিতে লাগল; কতগুলো শত গুণ ও কতগুলো ষাট গুণ ও কতগুলো ত্রিশ গুণ। <sup>৯</sup> যার কান আছে সে শুনুক।

#### দৃষ্টান্ত-কথার উদ্দেশ্য

<sup>১০</sup> পরে শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা ওদের কাছে কথা বলছেন? <sup>১১</sup> উত্তরে তিনি বললেন, স্বর্গ-রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্বগুলো তোমাদেরকে জানতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে দেওয়া হয় নি। <sup>১২</sup> কেননা যার আছে, তাকে দেওয়া যাবে ও তার অনেক হবে; কিন্তু যার নেই তার যা আছে, তাও তার কাছ থেকে নেওয়া যাবে। <sup>১৩</sup> এজন্য আমি তাদেরকে দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা বলছি, কারণ তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না এবং বুঝেও না। <sup>১৪</sup> আর তাদের সম্বন্ধে যিশাইয় ভাববাদীর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হচ্ছে, “তোমরা কান দিয়ে শুনবে, কিন্তু কোন মতে বুঝবে না; আর চোখ দিয়ে দেখবে, কিন্তু কোন মতে জানবে না; <sup>১৫</sup> কেননা এই লোকদের অন্তর অসার হয়েছে, শুনতে তাদের কান ভারী হয়েছে ও তারা চোখ বন্ধ করেছে, পাছে তারা চোখে দেখে, আর কানে শুনে, অন্তরে বুঝে এবং ফিরে আসে, আর আমি তাদেরকে সুস্থ করি।” <sup>১৬</sup> কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ, কেননা তা দেখতে পায় এবং তোমাদের কান, কেননা তা শুনতে পায়; <sup>১৭</sup> কারণ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, তোমরা যা যা দেখছ, তা অনেক ভাববাদী ও ধার্মিক লোক দেখতে বাসনা করেও দেখতে পান নি এবং তোমরা যা যা শুনছো, তা তাঁরা শুনতে বাসনা করেও শুনতে পান নি।

#### বীজ বপনকারীর দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা

<sup>১৮</sup> অতএব তোমরা বীজ বপনকারীর দৃষ্টান্ত শোন। <sup>১৯</sup> যখন কেউ সেই স্বর্গ-রাজ্যের

[১৩:৮] আদি ২৬:১২। [১৩:৯] দে: মথি ১১:১৫। [১৩:১১] দে: মথি ৩:২। [১৩:১১] মথি ১১:২৫; ১৬:১৭; ১৯:১১; যোহন ৬:৬৫; ১করি ২:১০, ১৪; কল ১:২৭; ১যোহন ২:২০, ২৭। [১৩:১২] দে: মথি ২৫:২৯। [১৩:১৩] দ্বি:বি ২৯:৪; যির ৫:২১; যিহি ১২:২। [১৩:১৪] পদ: ৩৫; দে: মথি ১:২২। [১৩:১৫] যিশা ৬:৯, ১০; যোহন ১২:৪০; প্রেরি ২৮:২৬, ২৭; রোমী ১১:৮। [১৩:১৬] মথি ১৬:১৭। [১৩:১৭] যোহন ৮:৫৬; ইব্রী ১১:১৩; ১পিত ১:১০-১২। [১৩:১৯] মথি

**১৩:৫ পাথুরে ভূমি।** ছোট পাথর দ্বারা আবৃত ভূমি নয়, বরং কঠিন পাথরের উপর পাতলা মাটির আবরণযুক্ত ভূমি। তাই চাষ না করলে বোঝা যায় না যে, বীজবাপক বীজ নষ্ট করলো কিনা।

**১৩:৮ ত্রিশ ... ষাট ... শতগুণ ফসল।** গালীলের মাটিতে এই পরিমাণ ফসল উপলব্ধ হওয়া মানে হচ্ছে ভাল ফসল হওয়া। যর্দন উপত্যকার স্বাভাবিক ফলন দশ থেকে বিশ গুণ,

তাই শতগুণ অর্থ অবিশ্বাস্য পরিমাণ ফলন (আদি ২৬:১২; আমোষ ৯:১৩); ইস্রায়েল দেশে ফসলের গড় উৎপাদন ছিল দশ গুণ।

**১৩:১৩ তারা দেখেও দেখে না ...** লোকদের আত্মিক স্থূলবুদ্ধির কারণে যীশু খ্রীষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিতেন (লুক ৮:৮)।

**১৩:১৮ বীজ বপনকারীর দৃষ্টান্ত।** এখানে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা সুসমাচারের সংস্পর্শে এসেছে— নৈমিত্তিক,

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

বাক্য শুনেও না বুঝে, তখন সেই শয়তান এসে তার অন্তরে যা বপন করা হয়েছিল তা হরণ করে নেয়; এই সেই বীজের মত যা পথের পাশে বপন করা হয়েছে। <sup>২০</sup> আর যে পাথুরে ভূমিতে বপন করা বীজের মত, সেই বাক্য শুনে অমনি আনন্দপূর্বক গ্রহণ করে, কিন্তু তার অন্তরে মূল নেই বলে তা অল্প কালমাত্র স্থির থাকে; <sup>২১</sup> পরে সেই বাক্যের জন্য দুঃখ-কষ্ট কিম্বা নির্যাতন আসলে তখনই সে পিছিয়ে যায়। <sup>২২</sup> আর যে কাঁটাবনের মধ্যে বপন করা বীজের মত, সে বাক্য শুনে, আর সংসারের চিন্তা ও ধনের মায়া সেই বাক্য চেপে রাখে, তাতে সে ফলহীন হয়। <sup>২৩</sup> আর যে উত্তম ভূমিতে বপন করা বীজের মত, সেই বাক্য শুনে তা বুঝে ও বাস্তবিক ফলবান হয় এবং কতগুলো শত গুণ, কতগুলো ষাট গুণ ও কতগুলো ত্রিশ গুণ ফল দেয়।

#### শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্ত

<sup>২৪</sup> পরে তিনি তাদের কাছে আর একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করলেন, বললেন, স্বর্গ-রাজ্যকে এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা যায়, যিনি নিজের ক্ষেতে ভাল বীজ বপন করলেন। <sup>২৫</sup> কিন্তু লোকে ঘুমিয়ে পড়লে পর তাঁর শত্রু এসে ঐ গমের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বপন করে চলে গেল। <sup>২৬</sup> পরে যখন বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ফল দিল, তখন শ্যামাঘাসও প্রকাশ হয়ে পড়লো। <sup>২৭</sup> তাতে সেই গৃহকর্তার দাসেরা এসে তাঁকে বললো, গুরু, আপনি কি নিজের ক্ষেতে ভাল বীজ বোনের নি? তবে শ্যামাঘাস কোথা থেকে হল? <sup>২৮</sup> তিনি তাদেরকে বললেন, কোন শত্রু এই কাজ করেছে। দাসেরা তাঁকে বললো, তবে আপনি কি চান যে, আমরা গিয়ে তা তুলে ফেলি? <sup>২৯</sup> তিনি বললেন, না, কি জানি, শ্যামাঘাস তুলে ফেলবার সময়ে তোমরা তার সঙ্গে গমও উপড়ে ফেলবে। <sup>৩০</sup> শস্য কর্তনের সময় পর্যন্ত উভয়কে একত্রে বাড়তে দাও। পরে কর্তনের সময়ে আমি কর্তনকারীদেরকে বলবো, তোমরা প্রথমে শ্যামাঘাস সংগ্রহ করে পোড়ার জন্য বোঝা বোঝা বেঁধে রাখ, কিন্তু গম আমার গোলায় সংগ্রহ কর।

৪:২৩। [১৩:১৯] দে: মথি ৫:৩৭। [১৩:২১] মথি ১১:৬; ২৬:৩১। [১৩:২২] মথি ১৯:২৩; ১তীম ৬:৯, ১০, ১৭। [১৩:২৩] পদ: ৮। [১৩:২৪] পদ: ৩১, ৩৩, ৪৫, ৪৭; মথি ১৮:২৩; ২০:১; ২২:২; ২৫:১; মার্ক ৪:২৬, ৩০। [১৩:৩০] মথি ৩:১২।

খর্বমনা, জাগতিকমনা ও সাড়াদানকারী। বীজ একই; মাটি ভিন্ন। এখানে দেখানো হচ্ছে যে, মন থেকে বিরোধিতা আসবে (৬:১৩), জগত থেকে আসবে দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন (১৯:২৩; ২৪:৯-১৩)। বীজ বপনকারী প্রথমে যীশু খ্রীষ্ট নিজে বা পরে প্রেরিতগণ যে-ই হোন না কেন, এই কথা নিশ্চিত যে, যদিও অনেক বীজ নষ্ট হয়, কিন্তু তথাপি অনেক ফসল আসবে।

**১৩:২৪ স্বর্গ-রাজ্য এমন।** এই অধ্যায়ে বাক্যের অংশটি সাতটি দৃষ্টান্তের বীজবাপকের দৃষ্টান্ত ছাড়া বাকি ছয়টি তুলে ধরছে।

**১৩:২৫ শ্যামাঘাস।** সম্ভবত এক ধরনের আগাছা, যেটি ছোট অবস্থায় প্রায় গমের মতই দেখায়, কিন্তু বেড়ে উঠে শীষ গজালে কেবল তা আলাদা বলে চেনা যায়। এসব গাছের ফল বিষাক্ত। এ দৃষ্টান্ত বিশ্বাসী মণ্ডলীর মধ্যে অবিশ্বাসীদেরকে বোঝায় না। ক্ষেত্র হচ্ছে পৃথিবী (৩৮ পদ), এখানে ধার্মিক লোকেরা মন্দ লোকদের সাথে পাশাপাশি বাস করে।

**১৩:৩০ শস্য কর্তনের সময়।** ফসল পেকে গেলে গমের শীষ কেটে সংগ্রহ করা হত এবং আগাছাগুলো খাট ছিল বলে পরে তা বাদ দিয়ে

## মথি লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

### সরিষা-দানার দৃষ্টান্ত

<sup>৩১</sup> তিনি আর একটি দৃষ্টান্ত তাদের কাছে উপস্থিত করলেন, বললেন, স্বর্গ-রাজ্য এমন একটি সরিষা-দানার মত, যা কোন ব্যক্তি নিয়ে তার ক্ষেতে বপন করলো। <sup>৩২</sup> সকল বীজের মধ্যে ঐ বীজ অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু বেড়ে উঠলে পর তা শাক থেকে বড় হয় এবং এমন গাছ হয়ে উঠে যে, আকাশের পাখিগুলো এসে তার ডালে বাস করে।

### খামির দৃষ্টান্ত

<sup>৩৩</sup> তিনি তাদেরকে আর একটি দৃষ্টান্ত বললেন, স্বর্গ-রাজ্য এমন খামির মত, যা কোন স্ত্রীলোক নিয়ে তিন মাণ ময়দার মধ্যে ঢেকে রাখল, শেষে সমস্তই ফেঁপে উঠলো।

### দৃষ্টান্তের ব্যবহার

<sup>৩৪</sup> এসব কথা যীশু দৃষ্টান্ত দ্বারা লোকদেরকে বললেন, দৃষ্টান্ত ছাড়া তাদেরকে কিছুই বললেন না; <sup>৩৫</sup> যেন ভাববাদীর মধ্য দিয়ে উপস্থিত হওয়া এই বাক্য পূর্ণ হয়,

[১৩:৩১] দে: পদ: ২৪। [১৩:৩১] মথি ১৭:২০; লূক ১৭:৬। [১৩:৩২] গীত ১০৪:১২; যিহি ১৭:২৩; ৩১:৬; দানি ৪:১২। [১৩:৩৩] দে: পদ: ২৪। [১৩:৩৩] আদি ১৮:৬। [১৩:৩৩] গালা ৫:৯। [১৩:৩৪] দে: যোহন ১৬:২৫। [১৩:৩৫] পদ: ১৪; দে: মথি ১:২২। [১৩:৩৫] গীত ৭৮:২; রোমী ১৬:২৫, ২৬; ১করি ২:৭; ইফি ৩:৯; কল ১:২৬।

সহজে গম সংগ্রহ করা যেত। গম কাটা শেষ হয়ে গেলে পর পুরো ক্ষেত ভর্তি আগাছা আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হত।

পোড়াবার জন্য বেঁধে রাখ। যদিও প্রথম শতাব্দীর যিহুদীদের দেশ জঙ্গলে ভরা ছিল, কিন্তু প্রথম দিকেই বেশির ভাগ জঙ্গল কেটে ফেলা হয়, তাই জ্বালানি উপকরণ নষ্ট করা হত না। এসব আগাছা অন্তত পক্ষে জ্বালানীর জন্য উপকারী ছিল।

**১৩:৩২ অতি ক্ষুদ্র ... এমন গাছ।** সরিষা বীজ আজকের জানামতে সবচেয়ে ক্ষুদ্র বীজ নয়, কিন্তু যিহুদীদের দেশের কৃষক ও বাগান মালীদের দ্বারা চাষকৃত ক্ষুদ্রতম বীজ ছিল এবং অনুকূল অবস্থা পেলে এর গাছ দশ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। এই গাছের স্বাভাবিক উচ্চতা চার ফুট। প্রতি বছর এটি বাড়তে থাকে।

**পাখিগুলো ... ডালে বাস করে।** প্রথম দিকে এর ডালে পাখি বাসা করতে পারে না, তবে স্থির হয়ে বসতে পারে। দানিয়েল ৪:২১ পদের উদ্ধৃতি অনুসারে এই পদ প্রস্তাবনা দেয় যে, স্বর্গ-রাজ্য পৃথিবীর কর্তৃত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এবং সমস্ত জাতির লোকেরা এতে বিশ্রাম পাবে (দানি ২:৩৫, ৪৪-৪৫; ৭:২৭; প্রকা ১১:১৫)।

**১৩:৩৩ তিন মাণ ময়দা।** রোম শহরে বেকারি ছিল, কিন্তু এখানে গালীলের গ্রামীণ মহিলাদের হাতে বানানো রুটির কথা বলা হচ্ছে। এ পরিমাণ ময়দার রুটি প্রায় ১০০ লোকের খাবার ছিল, যা একজন মহিলা দলাতে পারত। পবিত্র বাইবেলে খামি সচরাচর বোঝায় মন্দতা বা অপবিত্রতার প্রতীক হিসেবে (মার্ক ৮:১৫)। তবে এখানে এটি বুদ্ধির প্রতীক। যেরূপ খামি ময়দাকে বাড়িয়ে তোলে, একইভাবে স্বর্গ-রাজ্য এক ব্যক্তির জীবনে প্রসার লাভ করে, অথবা ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করে পবিত্র আত্মার অভ্যন্তরীণ কাজ দ্বারা রাজ্যের বৃদ্ধিকে এটি তাৎপর্যময় করে তোলে (লূক ১৩:২১)।

**১৩:৩৫ ভাববাদীর মধ্য দিয়ে উপস্থিত হওয়া।** এই দৃষ্টান্তের প্রয়োগ ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতার ভিত্তিতে সমর্থন করা হচ্ছে। মথি হয়তো এটা স্মরণ করেছেন যে, আসফ, যিনি গীত ৭৮ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী লিখেছেন, তাঁকে ভাববাদীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে (১ বংশা ২৫:২)। লেখক এখানে পুরাতন চুক্তির অধীনে মুক্তি ও বিচারে তাঁর লোকদের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কের বিষয়ে প্রকাশ করেছেন।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

“আমি দৃষ্টান্ত কথায় আপন মুখ খুলবো,  
জগতের আরম্ভের সময় থেকে যা যা গুপ্ত আছে,  
সেসব ব্যক্ত করবো।”

### শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্তের তাৎপর্য

৩৬ তখন তিনি লোকদেরকে বিদায় করে বাড়িতে আসলেন। আর তাঁর শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, ক্ষেতের শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্তটি আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলুন। ৩৭ উত্তরে তিনি বললেন, যিনি ভাল বীজ বপন করেন, তিনি মনুষ্যপুত্র। ৩৮ ক্ষেত হল জগৎ; ভাল বীজ হল স্বর্গ-রাজ্যের সন্তানরা; ৩৯ শ্যামাঘাস সেই শয়তানের সন্তানরা; যে শত্রু তা বুনেছিল, সে শয়তান; কর্তনের সময় যুগের শেষ সময়; কর্তনকারীরা স্বর্গদূত। ৪০ অতএব যেমন শ্যামাঘাস সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া যায়, তেমনি যুগের শেষ সময়ে হবে। ৪১ মনুষ্যপুত্র নিজের দূতদেরকে প্রেরণ করবেন; তাঁরা তাঁর রাজ্য থেকে যারা অন্যদের পাপ করায় তাদের সকলকে ও দুর্বৃত্তদেরকে সংগ্রহ করবেন, ৪২ এবং তাদেরকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবেন; সেই স্থানে তারা কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে। ৪৩ তখন ধার্মিকেরা তাদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দেদীপ্যমান হবে। যার কান আছে সে শুনুক।

### গুপ্ত ধন ও উত্তম মুক্তার দৃষ্টান্ত

৪৪ স্বর্গ-রাজ্য হল ক্ষেতের মধ্যে গুপ্ত এমন ধনের মত, যা দেখতে পেয়ে এক ব্যক্তি গোপন করে রাখল, পরে সে খুশী মনে চলে গেল এবং সর্বস্ব বিক্রি করে সেই ক্ষেতটি ক্রয়

[১৩:৩৬] মথি ১৫:১৫। [১৩:৩৭] দে: মথি ৮:২০। [১৩:৩৮] যোহন ৮:৪৪, ৪৫; ১যোহন ৩:১০। [১৩:৩৯] যোহেল ৩:১৩। [১৩:৩৯] মথি ২৪:৩; ২৮:২০। [১৩:৩৯] প্রকা ১৪:১৫। [১৩:৪১] দে: মথি ৮:২০। [১৩:৪১] মথি ২৪:৩১। [১৩:৪২] দে: মথি ৮:১২। [১৩:৪৩] দানি ১২:৩। [১৩:৪৩] দে: মথি ১১:১৫। [১৩:৪৪] দে: পদ: ২৪। [১৩:৪৪] যিশা ৫৫:১; মথি ১৯:২১; ফিলি ৩:৭, ৮।

১৩:৪০ তেমনি যুগের শেষ সময়ে হবে। দৃষ্টান্তটি অপক্ক শস্য কাটার বিষয়ে সতর্কীকরণ (২৮-৩০ পদ; ১ করি ৪:৫)। যুগের শেষ সময়ে সমাজে মানুষের মাঝে মিশ্র অবস্থা বিরাজ করবে, কারণ মনুষ্য পুত্র বীজ বপন করবেন এবং শয়তান শ্যামাঘাস বপন করবে; কিন্তু শেষ সময়ে সত্য প্রকাশিত হবে এবং মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হবে। অধর্মাচারী ও ধার্মিক (২৪:৩০; ২৫:৩১-৪৬; ৮:১২; ২২:১৩; ২৫:৩০; দানি ১২:৩)।

১৩:৪৪ স্বর্গীয় রাজ্য ... ধনের মত। এ দু'টো দৃষ্টান্ত একই সত্য শিক্ষা দেয়। স্বর্গীয় রাজ্য এত মহামূল্যবান যে, একজন ব্যক্তি তার যা কিছু আছে সব পরিত্যাগ করতে চাইবে শুধু এটি লাভ করবার জন্য। খ্রীষ্ট এটি বোঝান নি যে, একজন ব্যক্তি অর্থ বা সৎকর্ম দ্বারা স্বর্গীয় রাজ্যে স্থান

কিনতে পারে না।

১৩:৪৪ গুপ্ত ধন। প্রাচীন কালে নিরাপত্তার জন্য জমির মধ্যে গর্ত করে ধন-সম্পদ লুকিয়ে রাখা হত। প্রাচীন কালে মাটিতে ধন লুকিয়ে রাখা সাধারণ ঘটনা ছিল, যেহেতু তখন কোন ব্যাংক ছিল না। এখানে ক্ষেত্রকে বোঝানো হয়েছে পৃথিবী (৩৮ পদ), আর এই ক্ষেত্রে ধনরূপ স্বর্গীয় রাজ্য অন্বেষণকারী তা খুঁজে পায় এবং তা লাভ করতে পৃথিবীকে পরিত্যাগ করে (মার্ক ৭:২৪; প্রেরিত ৪:২০)। যেরূপ পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েল ঈশ্বরের ধন ছিল (যাত্রা ১৯:৫; গীত ১৩৫:৪), সেরকম “বর্তমান কালেও অনুগ্রহের নির্বাচন অনুসারে অবশিষ্ট এক অংশ রয়েছে” (রোমীয় ১১:৫)। তারা পরিত্রাণপ্রাপ্ত অযিহূদীদের সাথে “এক দেহের” সভ্যরূপে পরিচিত (ইফি ২:১৪-১৮; ৪:৪) এবং একরূপে

## মখি লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

করলো।

<sup>৪৫</sup> আবার স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন বণিকের মত, যে উত্তম উত্তম মুক্তা খোঁজ করছিল,  
<sup>৪৬</sup> সে একটি মহামূল্য মুক্তা দেখতে পেয়ে গিয়ে সর্বস্ব বিক্রি করে তা ক্রয় করলো।

### টানা জালের দৃষ্টান্ত

<sup>৪৭</sup> আবার স্বর্গ-রাজ্য এমন একটি টানা জালের মত, যা সাগরে ফেলে দেওয়া হলে তাতে সব রকম মাছ ধরা পড়লো। <sup>৪৮</sup> জালটা পরিপূর্ণ হলে লোকে কূলে টেনে তুললো, আর বসে বসে ভালগুলো সংগ্রহ করে পাত্রে রাখল এবং মন্দগুলো ফেলে দিল। <sup>৪৯</sup> যুগের শেষ সময়ে এরকম হবে; স্বর্গদূতেরা এসে ধার্মিকদের মধ্য থেকে দুষ্টদেরকে পৃথক করবেন এবং তাদেরকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবেন; <sup>৫০</sup> সেই স্থানে কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষবে।

### নতুন ও পুরানো দ্রব্য

<sup>৫১</sup> তোমরা কি এসব বুঝেছো? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। <sup>৫২</sup> তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন, এজন্য স্বর্গ-রাজ্যের সম্বন্ধে শিক্ষিত প্রত্যেক ধর্ম-শিক্ষক এমন গৃহকর্তার মত, যে তার ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরানো দ্রব্য বের করে। <sup>৫৩</sup> এসব দৃষ্টান্ত সমাপ্ত করার পর যীশু সেখান থেকে চলে গেলেন।

### যীশু খ্রীষ্ট নিজের নগরে অগ্রাহ্য হন

<sup>৫৪</sup> আর তিনি স্বদেশে এসে লোকদের সমাজ-গৃহে তাদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন, তাতে তারা চমৎকৃত হয়ে বললো, এই মানুষটি এমন জ্ঞান ও এমন পরাক্রম-কার্য করার ক্ষমতা কোথা থেকে পেলো? <sup>৫৫</sup> এ কি সূত্রধরের পুত্র নয়? এর মায়ের নাম কি মরিয়ম নয়?

[১৩:৪৫] দে: পদ: ২৪। [১৩:৪৭] দে: পদ: ২৪। [১৩:৪৭] মখি ২২:১০। [১৩:৪৯] মখি ২৫:৩২। [১৩:৫০] দে: মখি ৮:১২। [১৩:৫৩] দে: মখি ৭:২৮। [১৩:৫৪] দে: মখি ৪:২৩। [১৩:৫৪] দে: মখি ৭:২৮। [১৩:৫৫] লুক ৩:২৩; যোহন ৬:৪২। [১৩:৫৫] দে: মখি ১২:৪৬। [১৩:৫৫] দে: মখি ১২:৪৬।

তারা যীশু খ্রীষ্টের উত্তরাধিকারী (ইফি ১:১৮)।

**১৩:৪৫ মহামূল্যবান মুক্তা।** প্রকৃত মণ্ডলীই মহা মূল্যবান মুক্তা। এর গঠনে রাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্বের বহু কাল লেগেছে, এবং এটি স্বয়ং নিগূঢ়তত্ত্ব (রোমীয় ১৬:২৫-২; ইফি ৩:৩-১২; ৫:৩২; কল ১:২৪-২৭)। মুক্তা মণ্ডলীর জন্য এক দৃষ্টান্ত, কারণ মুক্তা তৈরি হয় ক্রমাগতভাবে বুদ্ধি লাভের মাধ্যমে; যান্ত্রিকভাবে নয়, কিন্তু জীবন্তভাবে (থেরিত ২:৪১,৪৭; ৫:১৪; ১১:২৪; ইফি ২:২১; কল ২:১৯)।

**১৩:৪৭ স্বর্গীয় রাজ্য ... জালের মত।** জালের দৃষ্টান্ত বীজের দৃষ্টান্তের মতই। এখান থেকে আমরা বুঝি, ধার্মিক ও দুষ্টের মধ্যে এক চূড়ান্ত পৃথকীকরণ করা হবে। বীজের দৃষ্টান্ত বলে যে, এখন আমরা নিজেরা এই পৃথকীকরণের কাজ

করতে পারি না এবং এটি সম্পূর্ণরূপে প্রভুর কাজ (২৮-৩০,৪১-৪২ পদ)।

**১৩:৫২ গৃহকর্তা।** আইন-কানুন ও প্রজ্ঞাকে প্রায়শ ধনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ধর্ম-শিক্ষকদের কাছে যে ধন ছিল, তা পুরাতন; কিন্তু স্বর্গীয় রাজ্যের সুখবর তাদেরকে নতুন ধন দান করেছে।

**১৩:৫৪ স্বদেশ।** নাসরত, যীশু খ্রীষ্টের শৈশব-কৈশোরের আবাসভূমি।

**১৩:৫৫ এ কি সূত্রধরের পুত্র নয়।** গ্রীক ভাষায় “মিত্রি” শব্দটি দ্বারা “স্থপতি” বোঝানো হতে পারে। যীশু খ্রীষ্ট নাসরতে যোষেফের সাথে কাঠমিস্ত্রীর কাজ করেছেন ও বেড়ে উঠেছেন। নাসরতে এ সময় ১৬০০-২০০০ জনের মত অধিবাসী ছিল, তাই তিনি সবার কাছে পরিচিত



### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

এবং যাকোব, যোষেফ, শিমোন ও যিহূদা কি এর ভাই নয়? <sup>৫৬</sup> আর এর বোনেরা কি সকলে আমাদের এখানে নেই? তবে সে কোথা থেকে এসব পেল? <sup>৫৭</sup> এভাবে যীশুকে নিয়ে তাদের মনে বাধা আসতে লাগল। কিন্তু যীশু তাদেরকে বললেন, নিজের দেশ ও নিজের কুল ছাড়া আর কোথাও ভাববাদীরা অনাদৃত হন না। <sup>৫৮</sup> আর তাদের অবিস্বাসের জন্য তিনি সেখানে অনেক পরাক্রম-কার্য করলেন না।

[১৩:৫৭] যোহন ৬:৬১। [১৩:৫৭] লুক ৪:২৪; যোহন ৪:৪৪।

থাকা স্বাভাবিক। স্পষ্টত যোষেফ এ ঘটনার না করে কাঠমিস্ত্রি বলা হয়েছে। সময় বেঁচে ছিলেন না, কেননা তাঁর নাম ব্যবহার

#### মথি ১৩ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু স্বর্গ-রাজ্য বিষয়ক দৃষ্টান্তমূলক গল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন—যেগুলোর সাতটি এই অধ্যায়ে সংগৃহীত হয়েছে (মথি ১৩:১-১৯, ১৮-৩৩, ৩৬-৫২)। তাঁর লক্ষ্য ছিল কৌতূহলী অনুসন্ধানকারীদের থেকে সত্য অনুসন্ধানকারীদেরকে পৃথক করা, যা তিনি গোপনে তাঁর শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন (মথি ১৩:১০-১৭, ৩৪-৩৫)। তিনি নাসরতের একটি সমাজ-ঘরে শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কথা লোকদের কাছে তেমন গ্রহণযোগ্য হয়নি (মথি ১৩:৫৩-৫৮)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— দৃষ্টান্তমূলক গল্পের উদ্দেশ্য, এবং দৃষ্টান্তমূলক গল্পগুলো স্বর্গ-রাজ্যের বিষয়ে কি প্রকাশ করে সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া।

#### মথি ১৩ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. পথের পাশে যে বীজ পড়েছিল তার কি হয়েছিল? (৪ পদ)
২. পাথুরে জমিতে যে বীজ পড়েছিল তার কি হয়েছিল? (৫, ৬ পদ)
৩. কাঁটা বনের মধ্যে যে বীজ পড়েছিল তার কি হয়েছিল? (৭ পদ)
৪. ভালো জমিতে পড়া বীজগুলোর কি হয়েছিল? (৮ পদ)
৫. কেন যীশু বলেছিলেন যে তিনি গল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেন? (১১ পদ)
৬. যখন বীজ বপন করা হয়েছিল, কারা পথের পাশের বীজের মত? (১৯ পদ)
৭. কারা পাথুরে জমির মত? (২০, ২১ পদ)
৮. কারা কাঁটা বনের মত? (২২ পদ)
৯. কারা ভালো জমির মত? (২৩ পদ)
১০. একজন ব্যক্তির কি কেবল তখনই ভালো কাজ করা উচিত, যখন সে দেখে তা

## মথি লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

থেকে ভালো আসতে পারে? (উপদেশক ১১:১ পদ)

১১. গম ও শ্যামা ঘাসের গল্পটি বর্ণনা করুন। (২৪-৩০ পদ)
১২. সরষে দানার গল্পটি বর্ণনা করুন। (৩১,৩২ পদ)
১৩. খামির গল্পটি বর্ণনা করুন। (৩৩ পদ)
১৪. কারা বীজ বাপক? কারা বীজ? (৩৭,৩৮ পদ)
১৫. ফসল কাটবার সময় কি? কারা ফসল কাটবেন? (৩৯ পদ)
১৬. যুগের শেষ সময় কেমন হবে? (৪০ পদ)
১৭. সেই সময়ে মন্দ বিষয়গুলোর প্রতি কি ঘটবে? (৪১,৪২ পদ)
১৮. ঈশ্বরভক্ত লোকদের প্রতি কি ঘটবে? (৪৩ পদ)
১৯. কোন্ নিয়মটি বপন এবং শস্য ছেদনকে নিয়ন্ত্রণ করে? (গালাতীয় ৬:৭; হিতোপদেশ ১১:১৮ পদ)
২০. লুকিয়ে রাখা ধন এবং দামী মুজার গল্পটি বর্ণনা করুন। (৪৪,৪৫ পদ)
২১. বড় জালের গল্পটি বর্ণনা করুন। (৪৭-৫০ পদ)

### বাপ্টিস্মদাতা যোহনের মৃত্যু

**১৪**<sup>১</sup> সেই সময়ে রাজা হেরোদ যীশুর কথা শুনতে পেলেন, <sup>২</sup> আর তাঁর কর্মচারীদেরকে বললেন, ইনি সেই বাপ্টিস্মদাতা যোহন; যিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন, আর সেজন্য পরাক্রমগুলো তাঁতে কাজ করে চলেছে। <sup>৩</sup> কারণ

[১৪:১] মার্ক ৮:১৫; লুক ৩:১, ১৯; ১৩:৩১; ২৩:৭, ৮; প্রেরি ৪:২৭; ১২:১। [১৪:১] লুক ৯:৭-৯। [১৪:২] দে: মথি ৩:১।

**১৪:১** রাজা। প্রাদেশিক শাসক, একটি প্রদেশের এক চতুর্থাংশের শাসক। শাসক হেরোদ (হেরোদ আন্তিপ) মহান হেরোদের সন্তানদের একজন। যখন মহান হেরোদ মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁর রাজ্য তাঁর চার পুত্রের মধ্যে ভাগ হল। হেরোদ আন্তিপা গালীল ও পেরিয়ার শাসন করছিলেন (খ্রীষ্টপূর্ব ৪ থেকে ৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)। মথি এখানে তাঁকে যথার্থভাবে শাসক হিসেবে দেখিয়েছেন, যেরূপ লুক দেখিয়েছেন (লুক ৩:১৯; ৯:৭; প্রেরিত ১৩:১)। কিন্তু ৯ পদে মথি তাঁকে “রাজা” বলেছেন, যেরূপ মার্কও বলেছেন (মার্ক ৬:১৪), কেননা সেটিই গালীলীয়দের মাঝে ও রোমে তাঁর জনপ্রিয় উপাধি ছিল।

**১৪:২** মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে

উঠেছেন ...। সম্ভবত যীশু খ্রীষ্ট ও বাপ্টিস্মদাতা যোহন এবং তাঁদের পরিচর্যাকারীরা একই সাথে কাজ করেন নি (৪:১২), কারণ যদি হেরোদ তাঁদের উভয়ের একই সাথে কাজ করার বিষয়ে শুনে থাকেন, তাহলে তিনি বাপ্টিস্মদাতা যোহনের পুনরুত্থানের বিষয়ে এমন ধারণা পোষণ করতে পারতেন না। অনেকে মনে করেন, বাপ্টিস্মদাতা যোহনের পুনরুত্থানের গুজবটি শুধুমাত্র কুসংস্কারাচ্ছন্নতার প্রভাব।

**পরাক্রমগুলো।** যীশু খ্রীষ্টের আশ্চর্য কার্যসমূহ, কারণ বাপ্টিস্মদাতা যোহন কোন চিহ্ন-কার্য দেখান নি (যোহন ১০:৪১); হেরোদের দোষী বিবেক হয়তো ঈশ্বরের এ দু’জন মানুষ সম্পর্কে তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

### মখি লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

হেরোদ আপন ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্য যোহনকে ধরে বেঁধে কারাগারে রেখেছিলেন; <sup>৪</sup> কেননা যোহন তাকে বলেছিলেন, ওকে স্ত্রী হিসেবে রাখা আপনার উচিত নয়। <sup>৫</sup> আর তিনি তাঁকে হত্যা করতে ইচ্ছা করলেও লোকদেরকে ভয় করতেন, কেননা লোকেরা তাঁকে ভাববাদী বলে মানতো। <sup>৬</sup> কিন্তু হেরোদের জন্মদিনের উৎসব উপস্থিত হলে, হেরোদিয়ার কন্যা লোকদের মধ্যে নেচে হেরোদকে সন্তুষ্ট করলো। <sup>৭</sup> এজন্য তিনি শপথপূর্বক এই প্রতিজ্ঞা করলেন, তুমি যা চাইবে, তা-ই তোমাকে দেব। <sup>৮</sup> তখন সে তার মায়ের পরামর্শ নিয়ে বললো, বাস্তিস্মদাতা যোহনের মাথা থালায় করে এখানে আমাকে দিন। <sup>৯</sup> এতে রাজা দুঃখিত হলেন, কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে বসেছিল তাদের সম্মুখে তিনি শপথ করেছিলেন বলে তা দিতে আদেশ করলেন, <sup>১০</sup> তিনি লোক পাঠিয়ে কারাগারে যোহনের মাথা কাটালেন। <sup>১১</sup> আর তাঁর মাথাটি একখানি থালায় করে এনে সেই কন্যাকে দেওয়া হল; আর সে তা তার মায়ের কাছে নিয়ে গেল। <sup>১২</sup> পরে তাঁর শিষ্যেরা এসে দেহটি নিয়ে গিয়ে কবর দিল এবং যীশুর কাছে এসে তাঁকে সংবাদ দিল।

#### পাঁচ হাজার লোককে আহার দেওয়া

<sup>১৩</sup> যীশু তা শুনে সেখান থেকে নৌকা যোগে একাকী একটি নির্জন স্থানে প্রস্থান করলেন; আর লোকেরা তা শুনে নানা নগর থেকে এসে স্থলপথে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল। <sup>১৪</sup> তখন তিনি বের হয়ে অনেক লোক দেখে তাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হলেন এবং

[১৪:৩] মখি ৪:১২; ১১:২। [১৪:৩] লুক ৩:১৯, ২০। [১৪:৪] লেবী ১৮:১৬; ২০:২১। [১৪:৫] দে: মখি ১১:৯। [১৪:১০] মখি ১৭:১২। [১৪:১২] প্রেরি ৮:২। [১৪:১৪] দে: মখি ৯:৩৬। [১৪:১৪] দে: মখি ৪:২৩।

**১৪:৩ হেরোদিয়া।** মহান হেরোদের নাতনি। প্রথমে তিনি তার চাচা হেরোদ ফিলিপকে (মহান হেরোদেরও ফিলিপ নামে এক সন্তান ছিল) বিয়ে করেন, যিনি রোমে বাস করতেন। যখন তিনি হেরোদ আন্তিপের গৃহে অতিথি হিসেবে আসেন, তখন হেরোদ আন্তিপ হেরোদিয়াকে প্ররোচিত করেন তার স্বামীকে ত্যাগ করে তার কাছে আসতে। ভাই জীবিত থাকতে তার স্ত্রীকে বিয়ে করা মোশির আইন-কানুনে নিষিদ্ধ ছিল (লেবীয় ১৮:১৬)।

**ফিলিপ।** মহান হেরোদ ও মরিয়মনের পুত্র, যে মরিয়মন ছিলেন মহাপুরোহিত শিমোনের কন্যা; এদিক থেকে হেরোদ আন্তিপের সৎভাই, যিনি ম্যালথেসের গর্ভে জন্ম লাভ করেছিলেন।

**১৪:৬ হেরোদিয়ার কন্যা।** যোসেফাসের মতে তার নাম শালোমী। সে তার পিতার চাচা ফিলিপকে বিয়ে করেছিল, যিনি ছিলেন মহান হেরোদের পুত্র, যিনি দেশের উত্তরাধিকার শাসন

করেছিলেন (লুক ৩:১২)। এই ঘটনার সময় শালোমী বিয়ে করার মত এক যুবতী নারী হয়ে উঠেছিল। তার নৃত্য প্রশ্নাতীতভাবে কামোদ্দীপক এবং তা হেরোদ ও তাঁর অতিথিদের সন্তুষ্ট করেছিল।

**জন্মদিনের উৎসব।** অভিজাত যিহুদীরা গ্রীকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরূপ উৎসব পালন করতো। কিন্তু সাধারণ যিহুদী জনগণ স্বাভাবিকভাবে সেই সময়ে জন্মদিনের উৎসব পালন করতো না। যোসেফাস বলেন যে, এই ধরনের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ছিল। অনেকেই জন্মদিন পালনকে অযিহুদী প্রথা বলে মনে করতো। উৎসবে পুরুষ এবং মহিলারা আলাদা আলাদাভাবে খেত। তাই হেরোদিয়া হয়তো তার মেয়ে শালোমীর প্রতি হেরোদের আচরণ সরাসরি দেখে নি।

**১৪:১৪ করুণাবিষ্ট হলেন।** এ কাহিনীতে যীশু খ্রীষ্টের করুণা ও আশ্চর্য ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

তাদের অসুস্থ লোকদেরকে সুস্থ করলেন। <sup>১৫</sup> পরে সন্ধ্যা হলে শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, এই স্থানটি নির্জন, বেলাও গেছে; লোকদেরকে বিদায় করুন যেন ওরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাদ্যেব্য ক্রয় করতে পারে। <sup>১৬</sup> যীশু তাঁদেরকে বললেন, ওদের যাবার প্রয়োজন নেই, তোমরাই ওদেরকে খাবার দাও। <sup>১৭</sup> তাঁরা তাঁকে বললেন, আমাদের এখানে কেবল পাঁচখানি রুটি ও দু'টি মাছ ছাড়া আর কিছুই নেই। <sup>১৮</sup> তিনি বললেন, সেগুলো এখানে আমার কাছে আন। <sup>১৯</sup> পরে তিনি লোকদেরকে ঘাসের উপরে বসতে আদেশ করলেন; আর সেই পাঁচখানি রুটি ও দু'টি মাছ নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং রুটি কয়খানি ভেঙ্গে শিষ্যদেরকে দিলেন। শিষ্যেরা তা লোকদেরকে দিলেন। <sup>২০</sup> তাতে সকলে আহার করে তৃপ্ত হল এবং তাঁরা অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া পূর্ণ বারো ডালা তুলে

[১৪:১৭] মথি ১৬:৯। [১৪:১৯] ১শমু ৯:১৩; মথি ২৬:২৬; মার্ক ৮:৬; লুক ৯:১৬; ২৪:৩০; প্রেরি ২:৪২; ২০:৭, ১১; ২৭:৩৫; ১করি ১০:১৬; ১তীম ৪:৪।

পুরাতন নিয়মে খাদ্য যুগিয়ে দেওয়ার দু'টো আশ্চর্য ঘটনা দেখা যায়, একটি মরুভূমিতে মান্না যোগান দেওয়া (যাত্রা ১৬) এবং ইলিশায় কর্তৃক তেল বৃদ্ধি (২ রাজা ৪:৪২-৪৪)। যীশু খ্রীষ্ট নিঃসন্দেহে পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের চেয়ে মহান (১২:৬, ৪১, ৪২)।

**১৪:১৫ নিজেদের জন্য ... ক্রয় করে।** ধর্মীয় শিক্ষক ও ধর্ম-শিক্ষকরা তাদের নিজস্ব অর্থ ব্যয় করে প্রেরিতদেরকে খাওয়ানোর জন্য দায়ী ছিলেন না।

**১৪:১৬ তোমরাই ... দাও।** প্রাচীনকালে ছাত্ররা তাদের শিক্ষকদের সম্মানী হিসেবে মৌলিক চাহিদা পূরণ করতো, যদিও অনেক শিক্ষক স্বনির্ভর ছিলেন। শিক্ষকদের বাড়িতে আনা ও খাওয়ানো সম্মানজনক ছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট এখানে নিমন্ত্রণকারীরূপে আতিথ্যতা দেখিয়েছেন। সেই সময় আতিথ্যতা বলতে খাবার যোগান ও অতিথির থাকার ব্যবস্থা করা বুঝাত।

**১৪:১৭ ... আর কিছুই নেই।** খ্রীষ্টের প্রেরিতদের বিশ্বাসহীনতার প্রকাশ ঘটেছে এখানে, যেমনটা পুরাতন নিয়মেও দেখা যায় (২ রাজা ৪-৪২-৪৩), যখন ইলিশায় তাঁর লোকদের খাবার বন্টনের জন্য বলেছিলেন।

**১৪:১৯ ঘাসের উপরে বসতে আদেশ করলেন।** এক সাথে খাওয়া একতার প্রতীক। যীশু খ্রীষ্ট এই ভোজের মধ্য দিয়ে এক বৃহৎ জনতাকে

খ্রীষ্টীয় সহভাগিতায় অভ্যর্থনা জানালেন। খ্রীষ্টীয় ভোজের আগাম স্বাদরূপে এ ভোজকে দেখা যায় (৮:১১-১২)। 'নিয়', 'প্রার্থনা করলেন,' 'ভেঙ্গে....দিলেন' ত্রিযাগুলো প্রভুর শেষ ভোজের বর্ণনায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই ভোজ ক্ষুধা দূর করেছিল বটে, কিন্তু মথি এটিকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত স্বর্গীয় রাজ্যের সহভাগিতার প্রতীক হিসেবে দেখেন।

**প্রার্থনা করলেন।** ভোজ গ্রহণের পূর্বে নিমন্ত্রণকারী কর্তৃক খাবারের জন্য প্রার্থনা করার প্রথা চালু ছিল। নেওয়া, প্রার্থনা করা (ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো) ও ভাঙ্গা— এই তিনটি কাজ যিহূদীদের ভোজে প্রচলিত ছিল; প্রভুর শেষ ভোজেও এর নিদর্শন দেখা যায়।

**১৪:২০ অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া পূর্ণ বারো ডালা।** খাবার যথেষ্ট হওয়া ও তা বেঁচে যাওয়ার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ (২ রাজা ৪:৪২-৪৪)। এটি এমন আশ্চর্য কাজ যা ক্ষুধার্তদের প্রয়োজন চিন্তা করে সম্পাদিত হয়েছিল, কিন্তু অবশ্যই এখানে সৃষ্টিকারীর ক্ষমতাকে ব্যবহার করার চিহ্নরূপে যীশু খ্রীষ্ট রুটি ও মাছ বৃদ্ধি করছেন। এটি আবার যুগের শেষে খ্রীষ্টীয় ভোজের দিকটি ইঙ্গিত করছে। যোহন এই আশ্চর্য কাজের সাথে প্রান্তরে ইস্রায়েলীয়দের মান্না খাওয়ানোর আশ্চর্য কাজের তুলনা করেছেন। মার্ক সবুজ ঘাসের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে তাদেরকে

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

নিলেন। <sup>২১</sup> যারা আহার করেছিল তারা স্ত্রী ও শিশু ছাড়া অনুমান পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল।

#### জলের উপর দিয়ে হাঁটা

<sup>২২</sup> আর যীশু তখনই শিষ্যদেরকে দৃঢ়ভাবে বলে দিলেন, যেন তাঁরা নৌকায় উঠে তাঁর আগে অন্য পারে যান, আর ইতোমধ্যে তিনি লোকদেরকে বিদায় করে দেবেন। <sup>২৩</sup> পরে তিনি লোকদেরকে বিদায় করে বিরলে প্রার্থনা করার জন্য পর্বতে উঠলেন। সন্ধ্যা হলে তিনি সেই স্থানে একাকী থাকলেন। <sup>২৪</sup> কিন্তু নৌকাখানি স্থল থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়েছিল, ঢেউয়ে টলমল করছিল, কারণ বাতাস প্রতিকূল ছিল। <sup>২৫</sup> পরে রাতের চতুর্থ প্রহরে তিনি সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে আসলেন। <sup>২৬</sup> তখন শিষ্যেরা তাঁকে সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে বললেন, এ যে ভূত! আর ভয়ে চোঁচাতে লাগলেন। <sup>২৭</sup> কিন্তু যীশু তখনই তাদের সঙ্গে কথা বললেন, বললেন, সাহস কর, এ আমি, ভয় করো না।

<sup>২৮</sup> তখন পিতর উত্তরে তাঁকে বললেন, হে প্রভু, যদি আপনি হন, তবে আমাকে জলের উপর দিয়ে আপনার কাছে যেতে আদেশ করুন। <sup>২৯</sup> তিনি বললেন, এসো; তাতে পিতর নৌকা থেকে নেমে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যীশুর কাছে চললেন। <sup>৩০</sup> কিন্তু বাতাস দেখে তিনি ভয় পেলেন এবং ডুবে যেতে যেতে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বললেন, হে প্রভু, আমায় রক্ষা করুন। <sup>৩১</sup> তখনই যীশু হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরলেন, আর তাঁকে বললেন, হে অল্পবিশ্বাসী,

[১৪:২৩] দে: লুক ৩:২১। [১৪:২৬] লুক ২৪:৩৭। [১৪:২৭] মথি ৯:২; প্রেরি ২৩:১১।

দলে দলে বসতে বলা হয়েছিল। যোহনের বিবরণ এটির সমর্থন করে, কিন্তু মথির বিবরণে এ দিকের তেমন কোন ইঙ্গিত নেই। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, ভ্রমণকারী যিহূদীরা তাদের সাথে ঝুড়ি বহন করতো; সেজন্য এই বারোটি ঝুড়ি প্রেরিতদের ঝুড়ি হতে পারে।

**১৪:২১ স্ত্রী ও শিশু ছাড়া।** কেবল মথি এটি উল্লেখ করেছেন। তিনি যিহূদীদের কাছে তাঁর সুসমাচার লিখেছেন, যারা সাধারণত প্রকাশ্যে পুরুষদের সাথে মহিলা ও শিশুদের একত্রে খাওয়ার অনুমতি দিত না। তাই মহিলা ও শিশুরা পৃথক স্থানে ভোজের আসন গ্রহণ করেছিল। নারী ও শিশু ছাড়া পাঁচ হাজার পুরুষ গালিলের যে কোন গ্রামে বসবাসকারী মানুষের চেয়েও বেশি সংখ্যক ছিল। এই ঘটনা যাত্রা ১২:৩৭ পদের প্রতিফলন, যেখানে ঈশ্বরের লোকদের হাজিরা ডাকার সময় একই ধরনের কথা বলা হয়েছে।

**১৪:২২ তাঁর আগে অন্য পারে যান।** স্বভাবত

শিক্ষকগণ শিক্ষা দানের সময়কাল নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাই একইভাবে এখানে খ্রীষ্ট প্রেরিতদেরকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

**১৪:২৫ চতুর্থ প্রহর।** রাত ৩টা থেকে ভোর ৬টা। রোমীয় হিসাব অনুসারে রাতকে চার প্রহরে ভাগ করা হত:

১. সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা,
২. রাত ৯টা থেকে ১২টা,
৩. রাত ১২টা থেকে রাত ৩টা, এবং
৪. রাত ৩টা থেকে ভোর ৬টা (মার্ক ১৩:৩৫)।

যিহূদীদের রাত কেবল তিন প্রহরবিশিষ্ট ছিল:

১. সূর্যাস্ত থেকে রাত ১০টা,
২. রাত ১০টা থেকে ২টা, এবং
৩. রাত ২টা থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত (বিচার ৭:১৯; ১ শমূ ১১:১১)।

**১৪:৩১ যীশু হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরলেন।** পানির উপরে হাঁটতে পিতরের ব্যর্থতা সত্ত্বেও বলা যায় তিনি এমন কিছু করেছিলেন যা পুরাতন নিয়মের কোন মহত্তম ভাববাদীও করেন

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

কেন সন্দেহ করলে? ৩২ পরে তাঁরা নৌকায় উঠলে বাতাস থেমে গেল। ৩৩ আর যাঁরা নৌকায় ছিলেন, তাঁরা এসে তাঁকে প্রণিপাত করে বললেন, সত্যিই আপনি ঈশ্বরের পুত্র।

#### গিনেশ্বরং এলাকায় অসুস্থদের সুস্থ করা

৩৪ পার হয়ে তাঁরা স্থলে, গিনেশ্বরং প্রদেশে, উপস্থিত হলেন। ৩৫ সেখানকার লোকেরা তাঁকে চিনতে পেরে চারদিকে সেই দেশের সর্বত্র সংবাদ পাঠালো এবং যত অসুস্থ লোক ছিল সকলকে তাঁর কাছে আনালো; ৩৬ আর তাঁকে বিনতি করলো, যেন অসুস্থরা তাঁর চাদরের কিনারাটা কেবল স্পর্শ করতে পারে; আর যত লোক স্পর্শ করলো তারা সকলে সুস্থ হল।

নি। যীশু খ্রীষ্ট তাঁকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন (গীত ১৮:১৬; ১৪৪:৭)। প্রশস্ত একটি সঙ্কীর্ণ সমভূমি, বা শহর। এই সমভূমিটি ইস্রায়েল দেশে বাগান হিসেবে পরিচিত ছিল, কারণ এই স্থান ছিল উর্বর এবং এখানে সহজে পানি পাওয়া যেত।

১৪:৩৪ গিনেশ্বরং। সম্ভবত দক্ষিণ প্রান্তের (মগদলার উত্তরে) কাছে গালীল সাগরের পশ্চিম পাশে প্রায় চার মাইল দীর্ঘ ও দু'মাইলের কম

### মথি ১৪ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশুর প্রচারের কথা রাজা হেরোদের কাছে পৌঁছেছিল এবং কিভাবে হেরোদ বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে হত্যা করেছিলেন, সুখবর লেখক মথি এই অধ্যায়ে তা বলার প্রয়াস পেয়েছেন (মথি ১৪:১-১২)। যোহনের মৃত্যুর কথা শুনে, প্রভু যীশু গোপনীয়তার আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করলেও, অগণিত লোক তাঁর পিছনে ছুঁটে এসেছিল এবং তিনি পাঁচ হাজারেরও বেশি লোককে পাঁচটি রুটি ও দুইটি মাছ দিয়ে খাইয়েছিলেন (মথি ১৪:১৩-২১)। শিষ্যদেরকে নৌকায় করে পাঠিয়ে দিয়ে এবং লোকদেরকে বিদায় করে, প্রার্থনা করতে প্রভু যীশু পাহাড়ের উপরে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি সাগরের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন (মথি ১৪:২২-৩৩)। আর গিনেশ্বরং এলাকাতে প্রভু যীশু অসুস্থ সবাইকে কেবল তাঁর কাপড়ের প্রান্ত স্পর্শ করতে দেয়ার মধ্যমে সুস্থ করেছিলেন (মথি ১৪:৩৪-৩৬)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— রাজা হেরোদের নিয়মবিরুদ্ধ বিয়ে যোহনের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, প্রকৃতির উপর প্রদর্শিত প্রভু যীশুর দুইটি আশ্চর্য কাজ, ভয় ও বিশ্বাসের বিপরীতধর্মী সম্পর্ক বিষয়ক শিক্ষা।

### মথি ১৪ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মৃত্যুর কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (১-১২ পদ)
২. যীশু যখন চলে গেলেন, লোকেরা কি করলো? (১৩ পদ)
৩. যীশু কেন লোকদের সুস্থ করেছিলেন? (১৪ পদ)

### মখি লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

৪. বেলা শেষে যীশু লোকদের সাথে কি করবেন বলে শিষ্যেরা চেয়েছিলেন? (১৫ পদ)
৫. কিন্তু যীশু তাদের কি বলেছিলেন? (১৬ পদ)
৬. পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানোর ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (১৭-২১ পদ)
৭. ক্ষুধা ও পিপাসা মিটানোর জন্য কোন খাবারের কথা যীশু ব্যক্ত করেছেন? (যোহন ৬:৩৫ পদ)
৮. যে ব্যক্তি জীবন-রুটি চায় তার কি থাকতে হবে? (ইব্রীয় ১১:৬ পদ)
৯. এটি কিভাবে অর্জন করা যায়? (রোমীয় ১০:১৭ পদ)
১০. যীশু তাঁর শিষ্যদের কোথায় পাঠালেন? লোকদের কোথায় পাঠালেন? তারপর তিনি কি করলেন? (২২,২৩ পদ)
১১. যীশু কিভাবে তাঁর শিষ্যদের কাছে গিয়েছিলেন বর্ণনা করুন। (২৪-২৭ পদ)
১২. পিতর কিভাবে তা করতে সক্ষম ও ব্যর্থ হলেন তা বর্ণনা করুন। (২৮-৩০ পদ)
১৩. শিষ্যদের উপর পিতরের উদ্ধার ও বাতাস থেমে যাওয়ার প্রভাব কি ছিল? (৩১-৩৩ পদ)
১৪. পিতরের বিশ্বাসের বিষয়ে খ্রীষ্টের মন্তব্য কি ছিল? (৩১ পদ)

### পরম্পরাগত নিয়ম

**১৫**<sup>১</sup> তখন যিরূশালেম থেকে ফরীশীরা ও ধর্ম-শিক্ষকেরা যীশুর কাছে এসে বললো, <sup>২</sup>আপনার শিষ্যেরা কি জন্য প্রাচীনদের পরম্পরাগত নিয়ম লঙ্ঘন করে? কেননা আহার করার সময়ে তারা হাত ধোয় না। <sup>৩</sup>উত্তরে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরাও তোমাদের পরম্পরাগত নিয়মের জন্য ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন কর কেন? <sup>৪</sup>কারণ ঈশ্বর বলেছেন, “তুমি তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করো;” আর “যে কেউ পিতার বা মাতার নিন্দা করে, তার প্রাণদণ্ড অবশ্য হবে।” <sup>৫</sup>কিন্তু তোমরা বলে থাক, যে ব্যক্তি পিতাকে বা মাতাকে বলে, ‘আমার কাছ থেকে যা দিয়ে তোমার উপকার হতে পারতো, তা ঈশ্বরকে দেওয়া হয়েছে,’ <sup>৬</sup>সে তার পিতাকে বা তার মাতাকে আর সম্মান করবে না; এভাবে তোমরা তোমাদের পরম্পরাগত নিয়মের জন্য ঈশ্বরের বাক্য নিষ্ফল

[১৫:২] লুক ১১:৩৮। [১৫:৪] যাত্রা ২০:১২; দ্বি:বি ৫:১৬; ইফি ৬:২। [১৫:৪] যাত্রা ২১:১৭; লেবী ২০:৯।

**১৫:২ প্রাচীনদের পরম্পরাগত নিয়ম।** বাবিলে বন্দীত্ব অবসানের পর যিহূদী রক্ষিগণ লোকদের দৈনন্দিন জীবনকে পরিচালনা করতে খুঁটিনাটি নিয়ম-কানুন তৈরি করতে শুরু করে। সেগুলো মোশির আইন-কানুনের অনুবাদ ও প্রয়োগ অনুসারে বংশের পর বংশ ধরে চলে আসছে। যীশু খ্রীষ্টের সময়ে এই “প্রাচীনদের পরম্পরাগত নিয়ম” মৌখিক রূপে প্রচলিত ছিল। ধোয়া। আইন-কানুনে পুরোহিতদের জন্য আবশ্যকীয় নিয়ম ছিল যে, তাদেরকে ময়লা থেকে পরিষ্কার থাকতে হবে (লেবীয় ২২:১-১৬)।

### মখি লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

করেছে।<sup>১</sup> ভগুরা, ভাববাদী যিশাইয় তোমাদের বিষয়ে বিলক্ষণ ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন,

৮ “এই লোকেরা মুখের কথায়ই আমার সমাদর করে,

কিন্তু এদের অন্তঃকরণ আমার কাছ থেকে দূরে থাকে;

৯ এবং এরা অনর্থক আমার উপাসনা করে,

মানুষের আদেশমালা ধর্মসূত্র বলে শিক্ষা দেয়।”

#### কিভাবে লোকে অশুচি হয়

১০ পরে তিনি লোকদেরকে কাছে ডেকে বললেন, তোমরা শোন ও বুঝ।<sup>১১</sup> মুখের ভিতরে যা যায়, তা যে মানুষকে অশুচি করে, এমন নয়, কিন্তু মুখ থেকে যা বের হয়, তা-ই মানুষকে অশুচি করে।<sup>১২</sup> তখন শিম্যোরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, আপনি কি জানেন, এই কথা শুনে ফরীশীরা অপমান বোধ করেছে? <sup>১৩</sup> উত্তরে তিনি বললেন, আমার স্বর্গস্থ পিতা যেসব চারা রোপণ করেন নি, সেসব উপড়ে ফেলা হবে।<sup>১৪</sup> ওদেরকে থাকতে দাও, ওরা অন্ধদের অন্ধ পথদর্শক; যদি অন্ধ অন্ধকে পথ দেখায়, উভয়েই গর্তে পড়বে।<sup>১৫</sup> পিতার উত্তরে তাঁকে বললেন, এই দৃষ্টান্তটি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন।<sup>১৬</sup> তিনি বললেন, তোমরাও কি এখন পর্যন্ত অবোধ রয়েছ? <sup>১৭</sup> এটা কি বোঝ না যে, যা কিছু মুখের ভিতরে যায়, তা উদরে যায়, পরে বহিঃস্থানে নিক্ষিপ্ত হয়; <sup>১৮</sup> কিন্তু যা যা মুখ থেকে বের হয়, তা অন্তঃকরণ থেকে আসে, আর তা-ই মানুষকে অশুচি করে।<sup>১৯</sup> কেননা অন্তঃকরণ থেকে কুচিন্তা, নরহত্যা, ব্যভিচার, পতিভাগমন, চুরি, মিথ্যাসাক্ষ্য, নিন্দা বের হয়ে আসে।<sup>২০</sup> এই সকলই মানুষকে অশুচি করে; কিন্তু হাত না ধুয়ে ভোজন করলে মানুষ তাতে অশুচি হয় না।

#### কনানীয় স্ত্রীলোকের বিশ্বাস

২১ পরে যীশু সেখান থেকে প্রস্থান করে সোর ও সীদোন প্রদেশে চলে গেলেন।<sup>২২</sup> আর দেখ, ঐ অঞ্চলের এক জন কনানীয় স্ত্রীলোক এসে এই বলে চেষ্টা করে লাগল, হে প্রভু, দায়ূদ

[১৫:৯] কল ২:২০-২২। [১৫:৯] যিশা ২৯:১৩; মালা ২:২। [১৫:১১] দে: প্রেরি ১০:১৪, ১৫। [১৫:১১] পদ: ১৮। [১৫:১৩] যিশা ৬০:২১; ৬১:৩। [১৫:১৪] মখি ২৩:১৬, ২৪; রোমী ২:১৯। [১৫:১৪] লুক ৬:৩৯। [১৫:১৫] মখি ১৩:৩৬। [১৫:১৬] মখি ১৬:৯। [১৫:১৮] মখি ১২:৩৪; লুক ৬:৪৫; যাকোব ৩:৬। [১৫:১৯] গালা ৫:১৯-২১। [১৫:২০] রোমী ১৪:১৪। [১৫:২১] দে: মখি ১১:২১। [১৫:২২] দে: মখি ৯:২৭। [১৫:২২] দে: মখি ৪:২৪। [১৫:২৪] মখি ১০:৬,

১৫:১৩ উপড়ে ফেলা হবে। মানুষের কাছ থেকে জ্ঞানের দরজা আড়াল করে রাখা এবং মিথ্যে নিয়ম তৈরি করার শাস্তি, যা পুরাতন নিয়মে উল্লেখ করা হয়েছে (১৫:১৪; দ্বি.বি. ২৯:৪; যিশা ৬:১০; ৪২:১৯)।

১৫:১৭ মুখ। এটি আত্মিক নোংরামির সাথে সম্পর্কিত; জাগতিক খাদ্য গ্রহণকারী অঙ্গ হিসেবে নয়, বরং মানুষের অন্তরের চিন্তা ও মনোভাব প্রকাশের অঙ্গ হিসেবে একে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে; অর্থাৎ এর দ্বারা মনের কল্পনা ও ইচ্ছা প্রকাশ পায়।

১৫:২১ সোর ও সীদোন। অযিহুদী সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল; সীদোন ছিল ইষেবলের দেশ (১ রাজা ১৬:৩১)। সেই সময়ে সেই অঞ্চল থেকে এক মহিলা অলৌকিকভাবে ভাববাদী এলিয়ের কাছ থেকে তার ছেলের জন্য খাবার ও সুস্থতা পেয়েছিল এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের পূর্ণ বিশ্বাসী হয়েছিল (১ রাজা ১৭:৮-২৪)। এখনও বহু যিহুদী সেখানে বাস করছে।

১৫:২২ কনানীয় স্ত্রীলোক। যিহুদীদের কনান বিজয়ের সময় কনানীয়দের ফৈদীকীয়াতে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; পুরাতন নিয়মে তারা



### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

-সন্তান, আমার প্রতি করুণা করুন, আমার কন্যাটিকে মন্দ-আত্মায় পেয়েছে এবং অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে। <sup>২৩</sup> কিন্তু তিনি তাকে কোনই উত্তর দিলেন না। তখন তাঁর শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে নিবেদন করলেন, একে বিদায় করুন, কেননা সে আমাদের পিছনে পিছনে চোঁচাচ্ছে। <sup>২৪</sup> উত্তরে তিনি বললেন, ইস্রায়েল-কুলের হারানো মেঘ ছাড়া আর কারো কাছে আমি প্রেরিত হই নি। <sup>২৫</sup> কিন্তু স্ত্রীলোকটি এসে তাঁকে প্রণিপাত করে বললো, প্রভু, আমার উপকার করুন। <sup>২৬</sup> উত্তরে তিনি বললেন, সন্তানদের খাদ্য নিয়ে কুকুরদের কাছে ফেলে দেওয়া ভাল নয়। <sup>২৭</sup> তাতে সে বললো, হ্যাঁ, প্রভু, কেননা কুকুরেরাও নিজ নিজ কর্তাদের টেবিল থেকে যে গুঁড়াগুঁড়া পড়ে তা খায়। <sup>২৮</sup> তখন উত্তরে যীশু তাকে বললেন, হে নারী, তোমার বিশ্বাসের জোর খুব বেশি, তোমার যেমন ইচ্ছা, তেমনি তোমার প্রতি হোক। আর সেই দণ্ড থেকে তার কন্যা সুস্থ হল।

#### অনেক লোককে সুস্থ করা

<sup>২৯</sup> পরে যীশু সেখান থেকে প্রস্থান করে গালীল সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হলেন এবং পর্বতে উঠে সেই স্থানে বসলেন। <sup>৩০</sup> আর অনেক লোক তাঁর কাছে আসতে লাগল, তারা তাদের সঙ্গে খঞ্জ, অন্ধ, বোবা, নুলা এবং আরও অনেক লোককে নিয়ে তাঁর পায়ের কাছে ফেলে রাখল; আর তিনি তাদেরকে সুস্থ করলেন। <sup>৩১</sup> এভাবে বোবারা কথা বলছে, নুলারা সুস্থ হচ্ছে, খঞ্জেরা চলছে এবং অন্ধেরা দেখছে, আর তা দেখে লোকেরা আশ্চর্য জ্ঞান করলো এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের গৌরব করলো।

#### চার হাজার লোককে খাওয়ানো

<sup>৩২</sup> তখন যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে কাছে ডেকে বললেন, এই লোকদের প্রতি আমার করুণা হচ্ছে; কেননা এরা আজ তিন দিন আমার সঙ্গে রয়েছে এবং এদের কাছে কোন খাবার নেই; আর আমি এদেরকে অনাহারে বিদায় করতে ইচ্ছা করি না, পাছে এরা পথে মূর্ছা পড়ে। <sup>৩৩</sup> শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, নির্জন স্থানে আমরা কোথায় এত রুটি পাব যে, এত লোককে তৃপ্ত করতে পারি? <sup>৩৪</sup> যীশু তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের কাছে কয়খানা রুটি আছে? তাঁরা বললেন, সাতখানা, আর কয়েকটি ছোট মাছ। <sup>৩৫</sup> তখন তিনি লোকদেরকে ভূমিতে বসতে আদেশ করলেন। <sup>৩৬</sup> পরে তিনি সেই সাতখানা রুটি ও সেই কয়টি মাছ

২৩; রোমী ১৫:৮। [১৫:২৫] দে: মথি ৮:২। [১৫:২৮] দে: মথি ৯:২২। [১৫:৩০] দে: মথি ৮:২৩। [১৫:৩১] দে: মথি ৯:৮। [১৫:৩২] দে: মথি ৯:৩৬। [১৫:৩৬] দে: মথি ১৪:১৯।

নৈতিকভাবে সবচেয়ে নিচু স্তরের ছিল। মথি তাঁর যিহুদী পাঠকদের কাছে এই মহিলাটিকে এই উপাধিতে ভূষিত করে তাদের বর্ণ বৈষম্য প্রবণতা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

দায়ুদ-সন্তান। এই সম্বোধনের মধ্য দিয়ে এই মহিলা রাজা দায়ুদের রাজ্যে তাঁর অধিকার স্বীকার করছে।

১৫:২৬ সন্তান। “ইস্রায়েলের হারানো মেঘ”

(পদ ২৪)।

কুকুর। মূল গ্রীক শব্দের অর্থ ‘ছোট কুকুর’ বা ‘ঘরে পোষা কুকুর’; খ্রীষ্টের ইঙ্গিত ছিল যে, সুসমাচার প্রথমে যিহুদীদের কাছে দিতে হবে। মহিলাটি খ্রীষ্টের কথা বুঝতে পেরেছিল এবং কুকুরের মত অনুগ্রহ চেয়েছিল। খ্রীষ্ট তার বিশ্বাসকে পুরস্কৃত করেন (২৮ পদ)।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

নিলেন, ধন্যবাদপূর্বক ভাঙ্গলেন এবং শিষ্যদেরকে দিলেন, শিষ্যেরা লোকদেরকে দিলেন। ৩৭ তখন সকলে আহার করে তৃপ্ত হল এবং যেসব গুঁড়াগাড়া অবশিষ্ট রইলো, তাতে পূর্ণ সাত বুড়ি তাঁরা উঠিয়ে নিলেন। ৩৮ যারা আহার করেছিল, তারা স্ত্রী ও শিশু ছাড়া চার হাজার পুরুষ ছিলেন। ৩৯ পরে তিনি লোকদেরকে বিদায় করে নৌকায় উঠে মগদনের সীমাতে উপস্থিত হলেন।

[১৫:৩৭] মথি ১৬:১০।

১৫:৩৭ গুঁড়াগাড়া পূর্ণ সাত বুড়ি। পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানোর ঘটনা চারটি সুসমাচারেই লেখা হয়েছে, কিন্তু চার হাজার লোককে খাওয়ানোর ঘটনা কেবল মথি ও মার্কের রয়েছে। পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানোর বিবরণে উল্লিখিত ১২টি বুড়ি সম্ভবত ১২ জন প্রেরিতর খাবারের বুড়ি ছিল। এখানে উল্লিখিত সাতটি বুড়ি সম্ভবত বড় আকৃতির বুড়ি ছিল। ১৫:৩৯ মগদন। জায়গাটিকে মগ্দলাও বলা হয়; এখানে মগ্দলিনী মরিয়মের বাড়ি ছিল। মার্ক ৮:১০ পদে বলা হয়েছে “দল্‌মনুথা”।

### মথি ১৫ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

যিরূশালেম থেকে আসা ধর্মীয় নেতারা কিছু যিহুদী ঐতিহ্যগত নিয়ম-কানুন পালনে প্রভু যীশুর শিষ্যদের ব্যর্থতার বিষয়ে অভিযোগ তুলেছিলেন বলে তিনি ঐ সব নিয়ম-কানুন জনিত বিপদ এবং যা কিছু সত্যিকারেই মানুষকে নৈতিকভাবে কলুষিত করে, তার বিরুদ্ধে সাবধান করেছিলেন (মথি ১৫:১-২০)। তারপর তিনি খুব দ্রুত সোর ও সীদোনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন এবং সেখানে পৌঁছে তিনি এক জন কনানীয় স্ত্রীলোকের মেয়েকে সুস্থ করেছিলেন (মথি ১৫:২১-২৮)। সেখান থেকে যীশু গালীল সাগরের কাছাকাছি একটি পাহাড়ে গিয়ে অসংখ্য রোগীকে সুস্থ করেছিলেন এবং সাতটি রুগি ও কিছু মাছ দিয়ে ৪০০০ লোককে খাইয়েছিলেন। তারপর তিনি নৌকায় করে সাগর পারি দিয়ে গালীল সাগরের পশ্চিম উপকূলীয় মগদন অঞ্চলে গিয়েছিলেন (মথি ১৫:২৯-৩৯)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— ঐতিহ্যগত নিয়ম-কানুন ও নিরর্থক উপাসনার বিপদ, যা কিছু সত্যিকারেই নৈতিকভাবে কলুষিত করে সেই বিষয়ে শিক্ষা।

### মথি ১৫ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. ফরীশীরা কি ঝামেলা করেছিল? (২ পদ)
২. ফরীশীরা কোন নিয়মটি ভেঙেছিল? (৪ পদ)
৩. তাদের বিষয়ে নবী যিশাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী কি ছিল? (৭-৯ পদ)
৪. কোন্ ব্যক্তিকে কি অশুচি করে? (১১ পদ)
৫. যীশু ফরীশীদের বর্ণনা কিভাবে দিয়েছিলেন? (১৪ পদ)

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

৬. একজন ব্যক্তিকে অশুচি করতে অন্তর থেকে কি কি বেরিয়ে আসে? (১৯ পদ)
৭. এরপর যীশু কোথায় গেলেন? (২১ পদ)
৮. কিভাবে কনানীয় স্ত্রীলোকটি সাহায্যের জন্য যীশুর কাছে অনুনয় করেছিল? (২১, ২২ পদ)
৯. কোন উওর না পেয়ে তিনি কি করলেন? (২৩-২৫ পদ)
১০. “প্রভু, আমার এই উপকারটা করুন” তিনি এই কথা বলার পর যীশু কি বললেন? (২৬ পদ)
১১. তার জবাব কি ছিল? (২৭ পদ)
১২. এই কথোপকথনের শেষ ফলাফল কি ছিল? (২৮ পদ)
১৩. যখন লোকেরা দেখল অসুস্থরা সুস্থতা লাভ করছে তারা কি করলো? (২৯-৩১ পদ)
১৪. ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য কি প্রয়োজন? (ইব্রীয় ১১:৬ পদ)
১৫. সোনার চেয়েও দামী কি? (১ পিতর ১:৭ পদ)

### লোকেরা চিহ্ন দেখতে চায়

**১৬**<sup>১</sup> পরে ফরীশীরা ও সদুকীরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য কাছে এসে নিবেদন করলো, যেন তিনি তাদেরকে আকাশ থেকে কোন চিহ্ন দেখান।<sup>২</sup> কিন্তু উত্তরে তিনি তাদেরকে বললেন, সন্ধ্যা হলে তোমরা বলে থাক, পরিষ্কার দিন হবে, কারণ আকাশ লাল হয়েছে।<sup>৩</sup> আর খুব ভোরে বলে থাক, আজ ঝড় হবে, কারণ আকাশ লাল ও মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে। তোমরা আকাশের লক্ষণ বুঝতে পার, কিন্তু কালের চিহ্নগুলো বুঝতে পার না।<sup>৪</sup> এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন তাদেরকে দেওয়া যাবে না। তখন তিনি তাদেরকে ত্যাগ করে চলে গেলেন।

### ফরীশী ও সদুকীদের খামি

<sup>৫</sup> শিষ্যেরা অন্য পারে যাবার সময়ে রুটি নিতে ভুলে গিয়েছিলেন।<sup>৬</sup> যীশু তাদেরকে

[১৬:১] দে: প্রেরি ৪:১। [১৬:১] দে: মথি ১২:৩৮। [১৬:৩] লূক ১২:৫৪-৫৬। [১৬:৪] মথি ১২:৩৯।

**১৬:১ ফরীশীরা ও সদুকীরা।** খ্রীষ্টের সময়ে ফরীশীরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সদুকীরা রাজ নৈতিকভাবে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ছিল। তারা একসাথে বিপদজনক দল তৈরি করতে পারত।

**আকাশ থেকে কোন চিহ্ন।** জ্যোতির্বিদরা নক্ষত্রের পতন দ্বারা রাজার পতনের চিহ্ন বুঝাতেন, যিহূদী ধর্মগুরুরাও এরূপ মনে

করতেন। যিহূদী লেখক যোসেফাসও বলেছেন, কোন কিছু ঘটান পূর্বে আকাশে চিহ্ন দেখা যাবে (তুলনা করুন মথি ২৪:২৯-৩০)। এলিয়ের মত কোন কোন ভাববাদী আকাশ থেকে চিহ্ন নামিয়ে এনেছেন, তিনি আকাশ থেকে আগুন নামিয়েছেন (১ রাজা ১৮:৩৮)। “স্বর্গ” বা “আকাশ” হচ্ছে ঈশ্বরের জন্য যিহূদীদের ব্যবহৃত উপাধি।

### মখি লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

বললেন, তোমরা সতর্ক হও, ফরীশী ও সদূকীদের খামি থেকে সাবধান থাক।<sup>১</sup> তখন তাঁরা পরস্পর তর্ক করে বলতে লাগলেন, আমরা যে রুটি আনি নি।<sup>২</sup> এই কথা বুঝতে পেরে যীশু বললেন, হে অল্পবিশ্বাসীরা, তোমাদের রুটি নেই বলে কেন পরস্পর তর্ক করছো?<sup>৩</sup> এখনও কি বোঝা না, মনেও কি পড়ে না, সেই পাঁচ হাজার লোকের খাদ্য পাঁচখানি রুটি, আর কত ডালা তুলে নিয়েছিলে?<sup>৪</sup> এবং সেই চার হাজার লোকের খাদ্য সাতখানি রুটি, আর কত ঝুড়ি তুলে নিয়েছিলে?<sup>৫</sup> তোমরা কেন বোঝা না যে, আমি তোমাদেরকে রুটির বিষয় বলি নি? কিন্তু তোমরা ফরীশী ও সদূকীদের খামি থেকে সাবধান থাক।<sup>৬</sup> তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন, তিনি রুটির খামি থেকে নয়, কিন্তু ফরীশী ও সদূকীদের শিক্ষা থেকে সাবধান থাকবার কথা বলেছেন।

#### যীশুই সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র

<sup>৭</sup> পরে যীশু কৈসারিয়া-ফিলিপীর অঞ্চলে গিয়ে তাঁর শিষ্যদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, মনুষ্যপুত্র কে, এই বিষয়ে লোকে কি বলে? <sup>৮</sup> তাঁরা বললেন, কেউ কেউ বলে, আপনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন; কেউ কেউ বলে আপনি এলিয়; আর কেউ কেউ বলে, আপনি যিরমিয় কিম্বা ভাববাদীদের কোন এক জন। <sup>৯</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে? <sup>১০</sup> শিমোন পিতর উত্তরে বললেন, আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। <sup>১১</sup> উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, হে যোনার পুত্র শিমোন, ধন্য তুমি! কেননা রক্তমাংস তোমার কাছে এই কথা প্রকাশ করে নি, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা প্রকাশ করেছেন। <sup>১২</sup> আর আমিও তোমাকে বলছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গাঁথবো, আর পাতালের পুরস্কারগুলো তার বিপক্ষে প্রবল হবে না। <sup>১৩</sup> আমি তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের

[১৬:৬] লুক ১২:১। [১৬:৮] দে: মখি ৬:৩০। [১৬:৯] মখি ১৪:১৭-২১। [১৬:১০] মখি ১৫:৩৪-৩৮। [১৬:১২] দে: প্রেরি ৪:১। [১৬:১৪] দে: মখি ৩:১। [১৬:১৪] মার্ক ৬:১৫; যোহন ১:২১। [১৬:১৬] দে: মখি ৪:৩; গীত ৪২:২; যির ১০:১০; প্রেরি ১৪:১৫; ২করি ৬:১৬; ১থিষ ১:৯; ১তীম ৩:১৫; ইব্রী ১০:৩১; ১২:২২। [১৬:১৭] ১করি ১৫:৫০; ইফি ৬:১২; ইব্রী ২:১৪। [১৬:১৭] দে: মখি ১৩:১১। [১৬:১৮] যোহন ১:৪২। [১৬:১৮] দে: ইফি ২:২০।

**১৬:১৩ কৈসারিয়া-ফিলিপী।** এটি কৈসারিয়া নগর নয়, যা মহান হেরোদ ভূমধ্যসাগরের উপকূলে নির্মাণ করেছিলেন। কৈসারিয়া ফিলিপী হেরোদের পুত্র ফিলিপ কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়েছিল এবং এর অবস্থান হর্মোন পর্বতের পাদদেশে গালীল সাগরের উত্তরে ছিল। আসলে এটিকে বলা হত পনিয়, যা আজকে বোর্নিয় নামে পরিচিত। পনিয় নামটি রাখা হয়েছিল গ্রীক দেবতা পান-এর নামের সম্মানে; অঞ্চলটি ছিল পৌত্তলিকতায় পূর্ণ।

**১৬:১৮ পিতর ... পাথর ... মণ্ডলী।** গ্রীক ভাষায় “পিতর” হচ্ছে ‘পেট্রোস’ এবং ‘পাথর’ হচ্ছে ‘পেট্রা’। যে পাথরের উপর মণ্ডলী গাঁথা হয়েছে তা খ্রীষ্ট হিসেবে যীশুতে পিতরের অনুপ্রাণিত

বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি, আর তা হচ্ছে— খ্রীষ্টই “জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র”। এ নাম শিমোনকে প্রথমবারের মত দেয়া হয় নি (তুলনা করুন যোহন ১:৪২, মার্ক ৩:১৬), তবে এখানে এটি নতুন তাৎপর্য পেয়েছে। খ্রীষ্টকেও বলা হয়েছে ভিত্তিমূলের প্রস্তর (যিশা ২৮:১৬; ১ পিতর ২:৮; ইফি ২:২০); কোণের প্রধান প্রস্তর (গীত ১১৮:২২; মখি ২১:৪২; ১ পিতর ২:৭), বিঘ্নজনক প্রস্তর ও বাধাজনক পাষাণ (যিশা ৮:১৪; রোমীয় ৯:৩২; ১ পিতর ২:৮) এবং ভিত্তিমূল (১ করি ৩:১১)। অনেক ব্যাখ্যাকারী এখানে পাথর বলতে যীশুকে বুঝান, কিন্তু এখানকার প্রেক্ষাপট তাঁর বিষয়ে বলে না। **মণ্ডলী।** সুসমাচারগুলোর মধ্যে এ শব্দটি

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

চাবিগুলো দেব; আর তুমি পৃথিবীতে যা কিছু বাঁধবে, তা স্বর্গে বেঁধে রাখা হবে এবং পৃথিবীতে যা কিছু মুক্ত করবে, তা স্বর্গে মুক্ত হবে।<sup>২০</sup> তখন তিনি শিষ্যদেরকে এই আদেশ দিলেন, আমি যে সেই খ্রীষ্ট, এই কথা কাউকেও বলো না।

[১৬:১৯] যিশা ২২:২২; প্রকা ৩:৭। [১৬:১৯] মথি ১৮:১৮; যোহন ২০:২৩। [১৬:২০] দে: মার্ক ৮:৩০।

কেবলমাত্র মথি ব্যবহার করেছেন। যীশু খ্রীষ্টের সময়ে গ্রীক পরিমণ্ডলে এই শব্দটি একটি নগরীতে স্বাধীন নাগরিকদের সমবেত হওয়াকে নির্দেশ করে (প্রেরিত ১৯:৩২-৪১)। গ্রীক শব্দ *এক্সেসিয়া* (মণ্ডলী) দ্বারা যীশু খ্রীষ্টে ঈশ্বরের লোকদেরকে বোঝায়, যারা ঈশ্বরের উপাসনার উদ্দেশ্যে তাঁর রাজ্যের নাগরিক (ইফি ২:১০) হিসেবে মিলিত হয়। মণ্ডলী শব্দটি দ্বারা কোন স্থানীয় মণ্ডলী (মথি ১৮:১৭; প্রেরিত ১৫:৪) অথবা বিশ্বমণ্ডলী (মথি ১৬:১৮; প্রেরিত ২০:২৮) বোঝানো হতে পারে।

পাতাল। মৃতদের আত্মার স্থান বুঝতে গ্রীক শব্দ *হেডেস*, এবং হিব্রুতে *শিওল* বলা হয় (আদি ৩৭:৩৫)। সাধারণ অর্থে এটি মৃতদের জগত বোঝাতে পারে, যেখানে আত্মা বাস করে বলে মনে করা হত (ইয়োব ৩:১৩-১৯)।

পাতালের ফটকগুলো। এর দ্বারা যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর রাজ্যের বিরোধী সমস্ত বাহিনীর কথা বোঝানো হয়েছে, যারা যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মেসোপটেমীয় সাহিত্যে প্রচলিত রয়েছে, যারা মৃতদের জগতে প্রবেশ করে, তাদের সাতটি দরজা দিয়ে যেতে হয়।

১৬:১৯ স্বর্গ-রাজ্যের চাবিগুলো। কথাগুলো 'ক্ষমতা'র প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। গৃহস্থিত ভূত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে চাবি রাখা (মার্ক ১৩:৩২-৩৪), রাজকীয় পরিবারে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা চাবি রাখতে পারত (যিশা ২২:২০-২২) এবং ঈশ্বরের গৃহ বা উপাসনালয়েও এই একই নিয়ম রয়েছে। যিহুদী ধর্ম-শিক্ষকদের পরিভাষায় 'বন্ধ করা' ও 'খোলা' শব্দ দু'টো আচরণের নিয়মের ঘোষণাকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে এবং তাই অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী বিশ্বাস করেন যে, চাবি বলতে

মণ্ডলীতে অভ্যন্তরীণ কর্তৃত্ব বোঝায়, বহিরাগতদের কাছে এটিকে খুলে দেয়ার ক্ষমতা নয়। যদি এটি সত্য হয়, তবে এটি পিতরকে এবং তাঁর সহযোগী প্রেরিতদেরকে (১৮:১৮) কেবল সুসমাচার প্রচার করার ক্ষমতা দেয়া হয় নি, সেই সাথে মণ্ডলীর নিয়ম-কানুন তৈরি করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিজ্ঞা বোঝায় যে, পিতর যীশু খ্রীষ্টের ইচ্ছা অনুসারে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবেন। সম্ভবত পঞ্চাশতমীর দিনে পিতর এই চাবি ব্যবহার করেছিলেন (প্রেরিত ২:৩৮-৪২), যখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, স্বর্গীয় রাজ্যের দরজা যিহুদীদের জন্য খোলা রয়েছে এবং পরে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, এটি অযিহুদীদের জন্যও খোলা রয়েছে (প্রেরিত ১০:৩৪-৪৮)।

বন্ধ করবে ... বন্ধ হবে ... মুক্ত করবে ... মুক্ত হবে। সিদ্ধান্ত নেয়ার কর্তৃত্ব নয়, কিন্তু দোষী বা নির্দোষিতা ঘোষণা করার কর্তৃত্ব এখানে বোঝানো হয়েছে (১৮:১৮; প্রেরিত ৫:৩,৯)। অন্য কোন কর্তৃত্ব নিতে পিতরকে দেখা যায় না (প্রেরিত ১৫:৭-১৭)। যিরূশালেমের তৎকালীন মণ্ডলীতে পিতর নন, বরং যাকোব মণ্ডলীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন (প্রেরিত ১৫: ১৩-১৯; তুলনা করুন গালা ২:১১-১৪)। পিতর পবিত্র আত্মার দানপ্রাপ্ত প্রেরিত ছাড়া নিজেকে অন্য আর কিছু দাবী করেন নি (১ পিতর ১:১) এবং পদের দিক থেকে তিনি নিজেকে প্রাচীন বলেছেন (১ পিতর ৫:১)।

১৬:২০ এই কথা কাউকে বলো না। যিহুদীদের মিথ্যা ধারণার কারণে এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়, যারা সম্পূর্ণ জাতীয় ও রাজ নৈতিক চেতনায় খ্রীষ্টের অন্বেষণ করেছিল। যীশু খ্রীষ্ট মূলত এখানে তাঁর প্রেরিতদেরকে পিতরের স্বীকারোক্তির কথা প্রচার না করতে বলেছিলেন,

## মখি লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

### মৃত্যুর বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী

<sup>২১</sup> সেই সময় থেকে যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে স্পষ্টই বলতে লাগলেন যে, তাঁকে যিরূশালেমে যেতে হবে এবং প্রাচীনদের, প্রধান পুরোহিতদের ও ধর্ম-শিক্ষকদের থেকে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হবে ও হত হতে হবে, আর তৃতীয় দিনে উঠতে হবে। <sup>২২</sup> এতে পিতর তাঁকে কাছে নিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন, বললেন, প্রভু, তা আপনার কাছ থেকে দূরে থাকুক, তা আপনার প্রতি কখনও ঘটবে না। <sup>২৩</sup> কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে পিতরকে বললেন, আমার সম্মুখ থেকে দূর হও শয়তান, তুমি আমার পথের বাধা; কেননা যা ঈশ্বরের, তা নয়, কিন্তু যা মানুষের, তা-ই তুমি ভাবছো।

### নিজেকে অস্বীকার করা ও আপন ক্রুশ তুলে নেওয়া

<sup>২৪</sup> তখন যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন, কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করতে ইচ্ছা করে, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তুলে নিক এবং আমার পিছনে আসুক। <sup>২৫</sup> কেননা যে কেউ তার প্রাণ রক্ষা করতে ইচ্ছা করে, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য তার প্রাণ হারায়, সে তা পাবে। <sup>২৬</sup> বস্তুতঃ মানুষ যদি সমস্ত জগৎ লাভ করে নিজের প্রাণ হারায়, তবে তার কি লাভ হবে? কিম্বা মানুষ নিজের প্রাণের পরিবর্তে কি দেবে?

<sup>২৭</sup> কেননা মনুষ্যপুত্র তাঁর দূতদের সঙ্গে তাঁর পিতার প্রতাপে আসবেন, আর তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজ অনুসারে প্রতিফল দেবেন। <sup>২৮</sup> আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি,

[১৬:২১] দে: লুক ৯:৫১। [১৬:২১] গীত ২২:৬; যিশা ৫৩:৩; মখি ২৬:৬৭, ৬৮; মার্ক ১০:৩৪; লুক ১৭:২৫; যোহন ১৮:২২, ২৩; ১৯:৩। [১৬:২১] মখি ২৭:১, ২। [১৬:২১] প্রেরি ২:২৩; ত:১৩। [১৬:২১] হোশেয় ৬:২; মখি ১২:৪০; লুক ২৪:২১, ৪৬; যোহন ২:১৯; ১করি ১৫:৩, ৪। [১৬:২১] মখি ১৭:২২, ২৩; ২৭:৬৩; মার্ক ৯:৩১; লুক ৯:২২; ১৮:৩১-৩৩; ২৪:৬, ৭। [১৬:২৩] দে: মখি ৪:১০। [১৬:২৪] মখি ১০:৩৮; লুক ১৪:২৭। [১৬:২৫] দে: যোহন ১২:২৫। [১৬:২৭] দে: মখি ৮:২০। [১৬:২৭] দে: লুক ১৭:৩০; যোহন ১৪:৩; প্রেরি ১:১১; দে: ১করি ১:৭; দে: ১থি ২:১৯; ৪:১৬; দে: প্রকা ১:৭; ২২:৭, ১২, ২০। [১৬:২৭] ২বংশা ৬:২৩; ইয়োব ৩৪:১১; গীত ৬২:১২; যির ১৭:১০; যিহি

পাছে এই কথা রোমের বিরুদ্ধে বিপ্লব হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে (৮:৪)।

**১৬:২১ স্পষ্টই বলতে লাগলেন।** যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজে নতুন এক অংশের সূচনা। জনগণকে দৃষ্টান্ত শিক্ষা দেয়ার পরিবর্তে তিনি তাঁর আসন্ন যন্ত্রণা ও মৃত্যুর জন্য প্রেরিতদের প্রস্তুত করতে আত্মনিয়োগ করছেন। পুরাতন নিয়মের অধিকাংশ ভাববাদী যাতনা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছেন এবং এর জন্য অভিযোগও করেছেন (১ রাজা ১৯:৩-৪; যির ২০:৭-১৮)। ভাববাদীদের মধ্যে অনেকেই সাক্ষ্যমর বা সাক্ষ্যমর হলেও তা তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু এখানে সাক্ষ্যমর হওয়াই খ্রীষ্টের মূল লক্ষ্য (বিশেষভাবে তুলনা করুন ২০:২৮ পদ)।

**১৬:২৩ শয়তান।** হিব্রু শব্দের পরিবর্তিত রূপ এটি, যার অর্থ “প্রতিপক্ষ” বা “অভিযোগকারী”। যীশু খ্রীষ্ট পিতরকে শয়তান বলেছিলেন, কেননা তিনি ক্রুশ ব্যতীত স্বর্গীয় রাজ্যের চিন্তা করতে গিয়ে যিহুদীদের মত একই প্রলোভনে পড়েছিলেন (৪:৯-১০)।

**১৬:২৪ আপন ক্রুশ তুলে নিক।** ক্রুশে দিতে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিকে দিয়ে ক্রুশের আড়কাঠ বহন করানো হত, এর অর্থ ছিল দোষী অপরাধীকে অপমান করা ও কষ্ট দেয়া। অপরাধজনক মৃত্যুর জন্য সবচেয়ে খারাপ শাস্তি ছিল ক্রুশারোপণ। এটি ছিল রোমীয়দের সর্বোচ্চ শাস্তি, যা কেবল নিম্নশ্রেণী ও কৃতদাসদের দেয়া হত।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

যারা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েক জন আছে, যারা কোন মতে মৃত্যুর আশ্বাদ পাবে না, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্রকে তাঁর রাজ্যে আসতে না দেখবে।

১৮:২০; ১করি ৩:১২-১৫; ২করি ৫:১০; প্রকা ২২:১২।

১৬:২৮ তাঁর রাজ্যে আসতে না দেখবে। এ যাবেন (১৬:২৭)। দ্বিতীয়ত: এটি প্রেরিত পদের দু'টো প্রধান অর্থ রয়েছে, প্রথমত: এটি পুস্তকে বর্ণিত পঞ্চাশতমীর দিন ও সুসমাচারের খ্রীষ্টের রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বাভাস, যা এক দ্রুত প্রসারকে বোঝায়। এখানকার প্রেক্ষাপট সপ্তাহ পরে সংঘটিত হয়েছিল (১৭:১) এবং যা প্রথম মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য করে তোলে (২ দেখায় যে, যীশু তাঁর পিতার মহিমায় ফিরে পিতর ১:১৬)।

#### মথি ১৬ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

ফরীশী এবং সদুকীরা প্রভু যীশুকে স্বর্গীয় কোন একটি চিহ্ন দেখানোর অনুরোধ করেছিলেন। আর এই বিষয়ে তাদের ভাষ্যমিকে প্রকাশ করে তিনি আবারও তাদের সামনে ভাববাদী যোনার চিহ্নকে তুলে ধরেছিলেন (তুলনামূলক উদ্ধৃতি: মথি ১২:৩৮-৪০)। তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে ফরীশীদের এবং সদুকীদের খামি তথা শিক্ষার বিষয়ে সাবধান করেছিলেন (মথি ১৬:১-১২)। কৈসারিয়া ফিলিপিতে এসে প্রভু যীশু যখন তাঁর শিষ্যদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কে— লোকেরা সেই বিষয়ে কি বলে— তখন পিতর তাঁকে খ্রীষ্ট বলে স্বীকার করেছিলেন। আর যীশু পিতরের এই স্বীকারোক্তিকে সমর্থন করেছিলেন এবং খ্রীষ্টের মন্ডলীতে তাঁর ভূমিকা নিয়ে কথা বলেছিলেন। কিন্তু তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে, তিনিই যে খ্রীষ্ট, তা অন্য কাউকে বলতে নিষেধ করেছিলেন (মথি ১৬:১৩-২০)। পরবর্তীতে প্রভু যীশু তাঁর আসন্ন মৃত্যু ও মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া, শিষ্যত্বের মূল্য (কষ্টভোগ) এবং পিতা ঈশ্বরের মহিমায় তাঁর রাজ্যে আসার বিষয়ে কথা বলেছিলেন (মথি ১৬:২১-২৮)। এই অধ্যায়ে লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— পিতরের খ্রীষ্ট বিষয়ক স্বীকারোক্তি ও প্রভু যীশুর প্রতিক্রিয়া এবং শিষ্যত্বের মূল্য (কষ্টভোগ) বিষয়ে শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়া।

#### মথি ১৬ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. ফরীশী ও সদুকীরা যীশুকে কি করতে বললেন? (১ পদ)
২. যীশুর উত্তর কি ছিল? (২,৩ পদ)
৩. কারা একটি চিহ্ন দেখতে চেয়েছিল? (৪ পদ)
৪. কোন্ চিহ্নটি শুধুমাত্র দেওয়া হবে? (৪ পদ)
৫. কি থেকে শিষ্যদের সাবধান থাকতে হবে? (১২ পদ)
৬. যীশু কে সেই বিষয়ে লোকেরা কি বলছিল? (১৪ পদ)

## মখি লিখিত সুসমাচার : ১৭ অধ্যায়

৭. যীশু কে তার উত্তরে শিমোন পিতর কি বলেছিলেন? (১৬ পদ)
৮. খ্রীষ্ট কিসের উপরে তাঁর মণ্ডলী স্থাপন করলেন? (১৮ পদ)
৯. শিষ্যদের কি না করার জন্য সাবধান করা হয়েছিল? (২০ পদ)
১০. এরপর যীশু শিষ্যদের কি জানাতে শুরু করলেন? (২১ পদ)
১১. পিতরকে কেন ধমক দেওয়া হয়েছিল? (২২, ২৩ পদ)
১২. খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার জন্য একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই কি করতে হবে? (২৪ পদ)
১৩. মনুষ্যপুত্র যখন ফিরে আসবেন, তখন তিনি কি করবেন? (২৭ পদ)

### যীশু খ্রীষ্টের উজ্জ্বল রূপ গ্রহণ

**১৭**<sup>১</sup> ছয় দিন পরে যীশু পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে সঙ্গে করে বিরলে একটি উঁচু পর্বতে নিয়ে গেলেন।<sup>২</sup> পরে তিনি তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন; তাঁর মুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল এবং তাঁর পোশাক আলোর মত সাদা হল।<sup>৩</sup> আর দেখ, মোশি ও এলিয় তাঁদেরকে দেখা দিলেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।<sup>৪</sup> তখন পিতর যীশুকে বললেন, প্রভু, এখানে আমাদের থাকা ভাল; যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আমি এখানে তিনটি কুটির তৈরি করি, একটি আপনার জন্য, একটি মোশির জন্য এবং একটি এলিয়ের জন্য।<sup>৫</sup> তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে দেখ, একখানি উজ্জ্বল মেঘ

[১৭:১] দে: মখি ৪:২১। [১৭:৫] দে: মখি ৩:১৭। [১৭:৫] প্রেরি ৩:২২, ২৩।

**১৭:১ ছয় দিন।** তুলনা করুন যাত্রাপুস্তক ২৪:৯-১৮; যেখানে পর্বতকে ছয় দিন মেঘ ঢেকে রেখেছিল এবং সপ্তম দিনে ঈশ্বর সেখান থেকে কথা বলেছিলেন। মার্কও “ছয় দিন” বলেছেন (মার্ক ৯:২), পিতরের স্বীকারোক্তি ও যীশু খ্রীষ্টের রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যকার দিন গণনা করে লুক বলেছেন প্রায় “আট দিন” (লুক ৯:২৮)। পিতর, যাকোব ও যোহন, এ তিন শিষ্য যীশু খ্রীষ্টের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন (মার্ক ৫:৩৭)।

**উঁচু পর্বত।** এটি ঠিক কোথায় অবস্থিত তা আজ আর জানা যায় না। তবে এর আগের ঘটনায় কৈসারিয়া-ফিলিপী অঞ্চলের উল্লেখ থাকতে (১৬:১৩) এটি ধারণা করা যায় যে, এটি ছিল হরমোন পর্বত, যা কৈসারিয়া-ফিলিপীর ঠিক উত্তর পূর্বে অবস্থিত (লুক ৯:২৮)।

**১৭:২ রূপান্তরিত হলেন।** তাঁর চেহারা

পরিবর্তিত হল। ঈশ্বর হিসেবে যীশু খ্রীষ্টের সত্যিকার ‘রূপ’ প্রকাশিত হল (ফিলি ২:৬)। তিনি নিজেই আলোর উৎস, কিন্তু মোশির মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল স্বর্গীয় আলোর প্রতিফলনে (যাত্রা ৩৪:২৯-৩৫)। তিনজন শিষ্য যীশুকে তাঁর মহিমাম্বিত অবস্থায় দেখলেন (যোহন ১৭:৫; ২ পিতর ১:১৭)।

**১৭:৩ মোশি ও এলিয়।** মোশি পুরাতন চুক্তির ও পরিব্রাজকের প্রতিজ্ঞায় প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হন, যা শীঘ্রই যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুতে পরিপূর্ণতা লাভ করতে যাচ্ছে। এলিয় সকল বিষয়ের উপরে নিযুক্ত পুনঃস্থাপনকারী হিসেবে উপস্থিত হন (মালাখি ৪:৫-৬; মার্ক ৯:১১-১৩)। লুক ৯:৩১ পদ বলে যে, তাঁরা যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু সম্পর্কে কথা বলছিলেন। এই দু’জনও পর্বতে ঈশ্বরের সাথে কথা বলেছেন (যাত্রা ৩১:১৮; ১ রাজা ১৯:৯-১৮)। এই দু’জন ব্যক্তির কবর



### মখি লিখিত সুসমাচার : ১৭ অধ্যায়

তাদেরকে ছায়া করলো, আর দেখ, সেই মেঘ থেকে এই বাণী হল, ‘ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতেই আমি প্রীত, এঁর কথা শোন’।

<sup>৬</sup> এই কথা শুনে শিষ্যেরা উবুড় হয়ে পড়লেন এবং ভীষণ ভয় পেলেন। <sup>৭</sup> পরে যীশু কাছে এসে তাঁদেরকে স্পর্শ করে বললেন, উঠ, ভয় করো না। <sup>৮</sup> তখন তাঁরা চোখ তুলে আর কাউকেও দেখতে পেলেন না, কেবল যীশু একা ছিলেন।

<sup>৯</sup> পর্বত থেকে নামবার সময়ে যীশু তাঁদেরকে এই আদেশ দিলেন, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে না উঠেন, সেই পর্যন্ত তোমরা এই দর্শনের কথা কাউকেও বলো না। <sup>১০</sup> তখন শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তবে ধর্ম-শিক্ষকেরা কেন বলেন যে, প্রথমে এলিয়ের আগমন হওয়া আবশ্যিক? <sup>১১</sup> উত্তরে তিনি বললেন, সত্যি বটে, এলিয় আসবেন এবং সকলই পুনঃস্থাপন করবেন; <sup>১২</sup> কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, এলিয় এসে গেছেন এবং লোকেরা তাঁকে চিনে নি, বরং তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা তা-ই করেছে; তেমনি মনুষ্যপুত্রকেও তাদের থেকে দুঃখভোগ করতে হবে। <sup>১৩</sup> তখন শিষ্যেরা বুঝলেন যে, তিনি তাঁদেরকে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বিষয় বলেছেন।

#### মৃগীরোগগ্রস্ত বালককে সুস্থ করা

<sup>১৪</sup> পরে তাঁরা লোকদের কাছে আসলে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জানু পেতে বললো, <sup>১৫</sup> প্রভু, আমার পুত্রের প্রতি করুণা করুন, কেননা সে মৃগীরোগগ্রস্ত এবং অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে, কারণ সে বার বার আগুনে ও বার বার জলে পড়ে থাকে। <sup>১৬</sup> আর আমি আপনার শিষ্যদের

[১৭:৭] দে: মখি ১৪:২৭। [১৭:৯] দে: মার্ক ৮:৩০। [১৭:৯] দে: মখি ৮:২০। [১৭:৯] দে: মখি ১৬:২১। [১৭:১১] মালা ৪:৬; লূক ১:১৬, ১৭। [১৭:১২] দে: মখি ১১:১৪। [১৭:১২] মখি ১৪:৩, ১০। [১৭:১২] দে: মখি ১৬:২১। [১৭:১৩] দে: মখি ৩:১। [১৭:১৫] মখি ৪:২৪।

কোথায় তা কারোরই জানা নেই (দি.বি. ৩৪:৬; ২ রাজা ২:১১)।

**১৭:৫ ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতেই আমি প্রীত, এঁর কথা শোন।** যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের সময় এই একই কথা স্বর্গ থেকে বলা হয়েছিল (৩:১৭)। তিনি কোন সামান্য ব্যক্তি নন, বরং ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র হিসেবে রূপান্তরিত হলেন। “এঁর কথা শোন” অংশটিকে সাধারণ অর্থে সে প্রতিজ্ঞার প্রতিধ্বনি বলে নেয়া যায় যে, একদিন মোশির মত একজন ভাববাদী আসবেন যার কথা সবাইকে শুনতে হবে (দি.বি. ১৮: ১৫)।

**১৭:৬ ভীষণ ভয় পেলেন।** প্রাথমিকভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও মহিমায় বিস্মিত ও হতচকিত হওয়ার কারণে।

**১৭:১০ এলিয়ের আগমন।** আইন-কানূনের শিক্ষকদের প্রচলিত ভবিষ্যৎ তত্ত্ব, যা মালাখি

৪:৫-৬ পদের উপর ভিত্তি করে হয়েছে। এই পদ বলে, খ্রীষ্টের আগমনের পূর্বে এলিয়কে অবশ্যই দেখা দিতে হবে। প্রেরিতরা যুক্তি দেখালেন যে, যদি যীশু প্রকৃতই খ্রীষ্ট হন, যেহেতু তাঁর রূপান্তর তাঁকে তা-ই বলে প্রমাণ করেছে, কেন তাহলে এলিয় আসেন নি? (মালাখি ৩:১; ৪:৫-৬; মখি ১১:১৪; মার্ক ৯:১১-১৩; লূক ১:১৭)। এর পূর্ণতার প্রমাণ আমরা এভাবে দেখতে পাই বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মধ্যে যিনি ইতোমধ্যে এসেছেন, এবং এলিয়ের ভবিষ্যৎ পরিচর্যাকাজের প্রাণ ও শক্তিতে পূর্ণরূপে এসেছেন (লূক ১:১৭); যীশু খ্রীষ্টও বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে এলিয় হিসাবে শনাক্ত করেছেন (মখি ১৭:১১-১৩)।

**১৭:১২ তেমনি।** যেভাবে বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে কেউ চিনতে পারে নি এবং তাঁকে হত হতে হয়েছে, একইভাবে যীশু খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করা

### মখি লিখিত সুসমাচার : ১৭ অধ্যায়

কাছে তাকে এনেছিলাম, কিন্তু তাঁরা তাকে সুস্থ করতে পারলেন না। <sup>১৭</sup> উত্তরে যীশু বললেন, হে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী বংশ, আমি কত কাল তোমাদের সঙ্গে থাকব? কত কাল তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করবো? তোমরা ওকে এখানে আমার কাছে আন। <sup>১৮</sup> পরে যীশু তাকে ধমক দিলেন, তাতে সেই মন্দ-আত্মা তাকে ছেড়ে গেল, আর বালকটি সেই দণ্ড থেকেই সুস্থ হল। <sup>১৯</sup> তখন শিষ্যেরা গোপনে যীশুর কাছে এসে বললেন, কি জন্য আমরা সেটি ছাড়াতে পারলাম না? <sup>২০</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের বিশ্বাস অল্প বলে; কেননা আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যদি তোমাদের একটি সরিষা-দানার মত বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্বতকে বলবে, ‘এখান থেকে এখানে সরে যাও,’ আর তা সরে যাবে; তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকবে না। <sup>২১</sup> কিন্তু প্রার্থনা ও উপবাস ভিন্ন আর কিছুতেই এই জাতি বের হয় না।

### দ্বিতীয় বার মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

<sup>২২</sup> গালীলে তাঁদের একত্র হবার সময়ে যীশু তাঁদেরকে বললেন, মনুষ্যপুত্রকে মানুষের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে; <sup>২৩</sup> এবং তারা তাঁকে হত্যা করবে, আর তৃতীয় দিনে তিনি উঠবেন। এতে তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন।

### মাছের মুখে টাকা

<sup>২৪</sup> পরে তাঁরা কফরনাহুমে আসলে, যারা কর আদায় করতো, তারা পিতরের কাছে এসে বললো, তোমাদের গুরু কি কর দেন না? তিনি বললেন, দিয়ে থাকেন। <sup>২৫</sup> পরে তিনি বাড়ির মধ্যে আসলে যীশু আগেই তাঁকে বললেন, শিমোন, তোমার কেমন মনে হয়?

[১৭:২০] দে: মখি ২১:২১। [১৭:২০] মখি ১৩:৩১; লুক ১৭:৬। [১৭:২০] ১করি ১৩:২। [১৭:২২] দে: মখি ৮:২০। [১৭:২৩] প্রেরি ২:২৩; ৩:১৩। [১৭:২৩] দে: মখি ১৬:২১। [১৭:২৩] দে: মখি ১৬:২১। [১৭:২৪] যাত্রা ৩০:১৩। [১৭:২৫] মখি ২২:১৭-২১; রোমী ১৩:৭।

হবে ও হত্যা করা হবে।

**১৭:১৭ অবিশ্বাসী ও বিপথগামী বংশ।** এটি যাত্রার সময় ইস্রায়েলের প্রথম প্রজন্ম বা বংশ সম্পর্কে মোশির মন্তব্যের প্রতিধ্বনি (দ্বি.বি. ৩২:৫; মখি ১১:১৬)। খ্রীষ্টের প্রকৃত সত্তা ও তাঁর ক্ষমতা চিনতে ভুল করায় তিনি হতাশ হয়ে প্রেরিতদের প্রতি এই উক্তি করেন, কেননা তাঁর দৈহিক উপস্থিতি তাঁদের সাথে দীর্ঘ দিন থাকবে না এবং এরপর তাঁদেরকে তাঁর উপরে আত্মিক-ভাবে নির্ভর করতে শিখতে হবে।

**১৭:১৮ মন্দ আত্মা তাকে ছেড়ে গেল।** সব মৃগীরোগ মন্দ-আত্মার কারণে হয় না, তবে এখানে সে কারণে হয়েছে।

**১৭:২০ পর্বতকে বলবে ... সরে যাবে।** একটি যিহুদী রূপক বাগধারা। পর্বতকে বলা হয় সবকিছুর চেয়ে বেশি স্থিতিশীল (গীত ৪৬:২;

যিশা ৫৪:১০); তবে এখানে পর্বত বলতে সমস্যা বা জটিলতা বোঝানো হতে পারে। বিশ্বাস এসব সমস্যাকে দূর করতে পারে।

**১৭:২২ মনুষ্য পুত্রকে ... তিনি উঠবেন।** যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর দ্বিতীয় পূর্বাভাস, প্রথমটি দেয়া হয়েছিল ১৬:২১ পদে।

**১৭:২৪ কর।** প্রত্যেক ২০ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়স্ক পুরুষের জন্য অত্যাবশ্যক বাৎসরিক উপাসনা-ঘরের কর (যাত্রা ৩০:১৩; ২ বংশা ২৪:৯; যিহি ১০:৩২)। এটি অর্ধ শতাব্দীর সমমূল্যের ছিল (অন্তত দুই দিনের মজুরি) এবং এই কর মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হত। ৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরে মথির সময়ে রোমানরা এই কর পৌত্তলিক মন্দির রক্ষার্থে বাজেয়াপ্ত করেছিল। তবে অনেক যিহুদী নীতিগত দিক চিন্তা করে তা দিতে অস্বীকার করেছিল। স্থানীয়

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৭ অধ্যায়

পৃথিবীর রাজারা কাদের কাছ থেকে কর বা রাজস্ব গ্রহণ করে থাকেন? কি আপন সন্তানদের থেকে, না অন্য লোক থেকে? <sup>২৬</sup> পিতর বললেন, অন্য লোক থেকে। তখন যীশু তাঁকে বললেন, তবে সন্তানেরা স্বাধীন। <sup>২৭</sup> তবুও আমরা যেন ওদের কাছে বাধা হয়ে না উঠি, এজন্য তুমি সাগরে গিয়ে বড়শী ফেল, তাতে প্রথমে যে মাছটি উঠবে, সেটি ধরে তার মুখ খুললে একটি টাকা পাবে; সেটি নিয়ে আমার এবং তোমার জন্য ওদেরকে দাও।

[১৭:২৭] যোহন ৬:৬১

কর-আদায়কারীরা দেখতে চেয়েছিল যীশু খ্রীষ্ট মন্দিরে কোন বিঘ্নজনক কাজ করেন কিনা (যেমন পরবর্তীতে ২১:১২-১৪; ২৩:৩৮; ২৪:১৫ পদের এমনটি দেখা যায়)।

১৭:২৬ সন্তানেরা স্বাধীন। এর মূল অর্থ হচ্ছে, পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতরা ঈশ্বরের রাজকীয় মন্দিরের সদস্য, কিন্তু অবিশ্বাসী যিহুদীরা নয় (২১:৪৩)। মন্দিরের তত্ত্বাবধানকারী পুরোহিতরা তাদের নিজেদের কর মওকুফ করার রীতি প্রয়োগ করেছিলেন।

১৭:২৭ ওদের কাছে বাধা হয়ে না উঠি। যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন বাধ্য যিহুদী, যিনি মন্দিরের কর

প্রদানের নিয়ম অনুসরণ করেছেন, কিন্তু এটি দিতে কোন ধর্মতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতায় নয়। তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন কোন দ্বিধার সম্মুখীন না হয় (১ করি ৮:৯-১৩)। তিনি তাঁর লোকদের সাথে তাদের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতায় নিজেকে মেলাতে ইচ্ছুক ছিলেন (৩:১৫); যদিও তিনি স্বয়ং মন্দিরের চেয়ে আরও মহান (১২: ৬)।

একটি টাকা। সম্ভবত তখন এক টাকার অর্ধেক ব্যবহারের প্রচলন ছিল না, তাই দু'জন মিলে এক টাকা দিয়েছিলেন।

#### মথি ১৭ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে সংগৃহীত ঘটনাবলী পাহাড়ে প্রভু যীশুর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে (মথি ১৭:১-১৩), যা পরবর্তীতে পিতর তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন (২ পিতর ১:১৬-১৮)। এরপর যখন প্রভু যীশুর শিষ্যরা বিশ্বাস ও প্রার্থনার অভাবে এক মন্দ আত্মায় পাওয়া ছেলেকে সুস্থ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তখন তিনি তাকে সুস্থ করেছিলেন (মথি ১৭:১৪-২১)। আর গালীলে ফিরে এসে, তিনি আবারও তাঁর আসন্ন মৃত্যু এবং মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (মথি ১৭:২২-২৩)। কফরনাহুমে পৌঁছে, যীশু মন্দিরের কর প্রদানের উপর এক বিশদ ব্যাখ্যা তুলে ধরেছিলেন (মথি ১৭:২৪-২৭)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— প্রভু যীশুর রূপান্তরের তাৎপর্য, এবং শিষ্যদের আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থতার কারণ।

#### মথি ১৭ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. কাদেরকে যীশু তাঁর সাথে পর্বতে নিয়ে গিয়েছিলেন? (১ পদ)
২. যীশুর কি হয়েছিল? (২ পদ)

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৮ অধ্যায়

৩. কারা যীশুর সাথে কথা বলেছিলেন? (৩ পদ)
৪. পিতর যীশুকে কি বলেছিলেন? (৪ পদ)
৫. মেঘের মধ্য থেকে আওয়াজটি কি বলেছিল? (৫ পদ)
৬. শিষ্যদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল (৬ পদ)
৭. পর্বত থেকে নেমে আসার সময় যীশু তাঁর শিষ্যদের কি বলেছিলেন? (৯-১৩ পদ)
৮. যখন তাঁরা জনসম্মুখে এসেছিল তখন কি দেখতে পেয়েছিলেন? (১৪-১৬ পদ)
৯. সেই লোকদের সম্পর্কে যীশুর মতামত কি ছিল? (১৭ পদ)
১০. যীশু অসুস্থ ছেলেটির জন্য কি করলেন? (১৮ পদ)
১১. কেন যীশুর শিষ্যরা তাকে সুস্থ করতে পারেন নি? (১৯-২০ পদ)
১২. মানুষকে কি পরিবর্তন করে এবং জগতকে জয় করতে সক্ষম করে? (১ যোহন:৪-৫ পদ)
১৩. কেন যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি অবস্থিতি করে?
১৪. কেন যীশুর চেহারা বদলে যাওয়াটি শিষ্যদের জয় সম্পর্কে একটি আশ্বাস দিয়েছিল?

### স্বর্গ-রাজ্যে মহান কে?

**১৮**<sup>১</sup> সেই সময়ে শিষ্যেরা যীশুর কাছে এসে বললেন, তবে স্বর্গ-রাজ্যের মধ্যে শ্রেণী কে? <sup>২</sup> তিনি একটি শিশুকে নিজের কাছে ডেকে তাঁদের মধ্যে দাঁড় করালেন, <sup>৩</sup> এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, তোমরা যদি না ফির ও শিশুদের মত না হয়ে উঠ, তবে কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। <sup>৪</sup> অতএব যে কেউ নিজেকে এই শিশুর মত নত করে, সেই স্বর্গ-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ। <sup>৫</sup> আর যে কেউ এর মত একটি শিশুকে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে।

### পাপের পথে নিয়ে যাওয়া

<sup>৬</sup> কিন্তু যে ক্ষুদ্রজনেরা আমার উপর বিশ্বাস করে, যদি তোমাদের কেউ তাদের সম্মুখে

[১৮:৩] মথি ১৯:১৪; ১পি ২:২। [১৮:৩] দে: মথি ৩:২। [১৮:৪] দে: মার্ক ৯:৩৫। [১৮:৫] মথি ১০:৪০। [১৮:৬] মার্ক ৯:৪২; লুক ১৭:২।

**১৮:১ স্বর্গ-রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?** মার্কের বিবরণের সাথে মথির বিবরণের মিল রয়েছে, কিন্তু মথি প্রেরিতদের বিবাদের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেন নি। পদমর্যাদা ও সম্মান যিহুদীদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল, যেন প্রত্যেক যিহুদী চিরস্থায়ী পরিকল্পনা অনুসারে ঈশ্বরের জমায়েতে

তার স্থান জানাতে পারে। কিন্তু স্বর্গীয় রাজ্যে সর্বোত্তম স্থান তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, যারা আদেশনামার ক্ষুদ্রতম আদেশটিও পালন করে ও শিক্ষা দেয় (৫:১৯; ১১:১১)।

**১৮:৩ শিশুদের মত।** নির্ভরযোগ্য ও আত্ম-জাহির করে না এমন লোকের মত।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৮ অধ্যায়

এমন কোন বাধা স্থাপন করে যাতে তারা উচোট খায়, তবে তার গলায় বড় যাঁতা বেঁধে তাকে সমুদ্রের অগাধ জলে ডুবিয়ে দেওয়া বরং তার পক্ষে ভাল। <sup>৭</sup> ধিক্ জগৎকে, সে লোকদের পাপের পথে নিয়ে যায়! কেননা পাপের পথে নিয়ে যাবার জন্য উসকানি অবশ্যই উপস্থিত হবে; কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যার দ্বারা উসকানি উপস্থিত হবে।

<sup>৮</sup> আর তোমার হাত কিম্বা পা যদি তোমাকে পাপের পথে নিয়ে যায়, তবে তা কেটে ফেলে দাও; দুই হাত কিম্বা দুই পা নিয়ে অনন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং খঞ্জ কিম্বা নুলা হয়ে জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল। <sup>৯</sup> আর তোমার চোখ যদি তোমাকে পাপের পথে নিয়ে যায়, তবে তা উপড়ে ফেলে দাও; দুই চোখ নিয়ে নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং এক চোখ নিয়ে জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল।

#### হারানো মেঘের দৃষ্টান্ত

<sup>১০</sup> দেখো, এই ক্ষুদ্রজনদের মধ্যে একটিকেও তুচ্ছ করো না; <sup>১১</sup> কেননা আমি তোমাদেরকে বলছি, তাদের দূতেরা স্বর্গে সতত আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন করেন। কারণ যারা হারিয়ে গেছে, তাদের পরিদ্রাণ করতে মনুষ্যপুত্র এসেছেন। <sup>১২</sup> তোমাদের কি মনে হয়? কোন ব্যক্তির যদি এক শত মেঘ থাকে, আর তাদের মধ্যে একটি হারিয়ে যায়, তবে সে কি অন্য নিরানব্বইটা ছেড়ে পর্বতে গিয়ে ঐ হারানো মেঘটির খোঁজ করে না? <sup>১৩</sup> আর যদি সে কোনক্রমে সেটি পায়, তবে আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যে

[১৮:৭] লুক ১৭:১। [১৮:৮] দে: মথি ৫:২৯। [১৮:৯] দে: মথি ৫:২৯। [১৮:৯] দে: মথি ৫:২২। [১৮:১০] আদি ৪৮:১৬; গীত ৩৪:৭; প্রেরি ১২:১১, ১৫; ইব্রী ১:১৪।

**১৮:৬ বড় যাঁতা।** আক্ষরিকভাবে “গাধার যাঁতা” অর্থাৎ গাধা দ্বারা ঘোরানো যায় এমন যাঁতা—ছোট যাঁতা নয়, যেগুলো প্রতিদিন সকালে যিহূদী মহিলারা তাদের গৃহে ব্যবহার করতো তার চেয়ে অনেক বড় ও ভারী (২৪:৪২)। অন্যের আত্মিক ক্ষতি করার কারণে অনেক সময় অপরাধীকে যাঁতায় বেঁধে ফেলে দেওয়ার মত এ ধরনের ভয়ানক দৈহিক শাস্তি দেয়া হত।

**১৮:৭ ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যার দ্বারা উসকানি উপস্থিত হবে।** সমাজে সহ-বিশ্বাসীদের আত্মিক মঙ্গলের জন্য আমাদের চিন্তা-ভাবনা থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে যারা নতুন বিশ্বাসী। কেউ যদি তার সহ-বিশ্বাসীদের বিশ্বাসে আঘাত দেয় তাহলে সে কঠিন দণ্ড পাবার উপযুক্ত।

**১৮:৮ কেটে ফেলে দাও।** ৫:২৯-৩০ পদের মত যীশু এখানেও সোজাসুজি বিশ্বাস হারানোর ভয়ংকর ফলের কথা প্রকাশ করছেন; দুঃখ-কষ্টের যে কোন মূল্যে যীশুর সঙ্গে আমাদের

সম্পর্ক ঠিক রাখা প্রয়োজন।

**১৮:১১ তাদের দূতেরা।** যিহূদীদের মধ্যে এ ধরনের বিশ্বাস ছিল যে, প্রত্যেক যিহূদীর জন্য একজন করে দূত রয়েছে। স্বর্গদূতেরা ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে শ্রেণীভুক্ত হয়, যেমন উচ্চপদস্থ স্বর্গদূতেরা সরাসরি ঈশ্বরের সম্মুখে গিয়ে কথা বলতে পারেন।

**১৮:১২ এক শত ভেড়া।** ইস্রায়েল দেশে সাধারণত প্রতিটি মেঘপালে গড়ে একশোটি মেঘ থাকত। গ্রীক ও যিহূদী সাহিত্যেও হারানো পশু খোঁজার জন্য পুরো মেঘপাল বা গো-পাল ত্যাগ করার কথা আছে (১ শমূ ৯:৩)। একজন মেঘপালক অন্যান্য মেঘ পালকদের নিজ পালের দায়িত্ব দিয়ে হারানোটি খুঁজতে বের হয়ে পড়তো। যেসব ধর্মীয় নেতা হতাশাগ্রস্ত ও শক্তিহীনদের দেখাশোনা করতে পারত না, ঈশ্বর তাদের প্রত্যাখ্যান করতেন (যিহি ৩৪:২-১০), এবং স্বয়ং ঈশ্বর মেঘদের খোঁজ করেছেন

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৮ অধ্যায়

নিরানব্বইটা হারিয়ে যায় নি, তাদের চেয়ে সেটির জন্য সে বেশি আনন্দ করে। <sup>১৪</sup> ঠিক সেভাবে এই ক্ষুদ্রজনদের মধ্যে এক জনও যে বিনষ্ট হয়, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার এমন ইচ্ছা নয়।

#### দোষী ভাইয়ের প্রতি কর্তব্য

<sup>১৫</sup> আর যদি তোমার ভাই তোমার কাছে কোন অপরাধ করে, তবে যাও, যখন কেবল তুমি ও সে একা থাক, তখন সেই দোষ তাকে বুঝিয়ে দাও। যদি সে তোমার কথা শুনে, তুমি আপন ভাইকে ফিরে পেলে। <sup>১৬</sup> কিন্তু যদি সে না শুনে, তবে আর দুই এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যাও, যেন “দুই কিম্বা তিন জন সাক্ষীর মুখে সমস্ত কথা নিষ্পন্ন হয়।” <sup>১৭</sup> আর যদি সে তাদের কথা অমান্য করে, মণ্ডলীকে বল; আর যদি মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে, সে তোমার কাছে অযিহুদী লোকের ও কর-আদায়কারীর মত হোক। <sup>১৮</sup> আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, তোমরা পৃথিবীতে যা কিছু বাঁধবে, তা স্বর্গে বেঁধে রাখা হবে এবং পৃথিবীতে যা কিছু মুক্ত করবে, তা স্বর্গে মুক্ত হবে। <sup>১৯</sup> আবার আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, পৃথিবীতে তোমাদের দু’জন যা কিছু যাচঞা করবে, সেই বিষয়ে যদি একচিহ্ন হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা কর্তৃক তাদের জন্য তা করা যাবে। <sup>২০</sup> কেননা যেখানে দুই বা তিন জন আমার নামে একত্র হয়, সেখানে আমি তাদের মধ্যে আছি।

[১৮:১৫] লেবী ১৯:১৭; লুক ১৭:৩; গালা ৬:১; যাকোব ৫:১৯, ২০। [১৮:১৬] গণনা ৩৫:৩০; দ্বি:বি ১৭:৬; ১৯:১৫; যোহন ৮:১৭; ২করি ১৩:১; ১তীম ৫:১৯; ইব্রী ১০:২৮। [১৮:১৭] ১করি ৬:১-৬। [১৮:১৭] দে: রোমী ১৬:১৭। [১৮:১৮] মথি ১৬:১৯; যোহন ২০:২৩। [১৮:১৯] দে: মথি ৭:৭। [১৮:২০] দে: মথি ২৮:২০।

(যিহি ৩৪:১১-১৬)।

**১৮:১৫ ভাই।** সহ-বিশ্বাসী।

তুমি ও সে একা থাক ...। যিহুদীদের মধ্যে এই ধরনের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল; ব্যক্তিগত ভর্তসনা দিয়ে অনুযোগ করা উচিত। অনাবশ্যকভাবে সবার সামনে কাউকে লজ্জা দেয়া পাপ হিসেবে গণ্য ছিল। যিহুদী শিক্ষকরা ভর্তসনা করার গুরুত্ব শিক্ষা দিতেন।

**১৮:১৬ দুই কিংবা তিনজন সাক্ষীর মুখে ... নিষ্পন্ন হয়।** দু’জন সাক্ষীর আবশ্যিকতার ব্যাপারে যিহুদী আইনের যুক্তি (দ্বি:বি. ১৭:৬-৭; ১৯:১৫)। খুনিকে রক্তমাখা ছুরিসহ হাতেনাতে ধরে ফেললেও ফরীশীরা একজন সাক্ষী যথেষ্ট বলে মনে করতো না। এখানে যীশু খ্রীষ্ট যিহুদী প্রথার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

**১৮:১৭ মণ্ডলী।** স্থানীয় উপাসনাকারী দল। এই সুসমাচারের এখানে এবং ১৬:১৮ পদে কেবল এই দু’স্থানে “মণ্ডলী” সম্পর্কে বলা হয়েছে। অযিহুদী। পরজাতীয়; যিহুদীদের জন্য এর অর্থ

যিহুদী ছাড়া অন্য সমস্ত লোক।

অযিহুদী লোকের ও কর-আদায়কারীর তুল্য। প্রাচীন মন্দির কেবল প্রার্থনা ও অধ্যয়নের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হত না, কিন্তু সেই সাথে এটি প্রাথমিক বিচারালয় হিসেবেও ব্যবহৃত হত। ছোটখাট অন্যায়ের শাস্তি এখানেই দেওয়া হত। জনসমক্ষে পিটানোর মত শাস্তি প্রচলিত ছিল, কিন্তু সবচেয়ে কঠোর শাস্তি ছিল সমাজ থেকে বহিষ্কার করা। এই শাস্তি পাওয়া যিহুদীকে পরজাতীয় বা অযিহুদী হিসেবে দেখা হত। অযিহুদী ও কর-আদায়কারীদেরকে যিহুদী সমাজের ধর্মীয় জীবন থেকে দূরে রাখা হত, কারণ তাদেরকে অযিহুদী সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হত। আদালতে কারও বিরুদ্ধে এ ধরনের শাস্তি দেওয়ার পূর্বে দয়ার নিদর্শন হিসেবে সতর্ক করে দেওয়া হত (দ্বি:বি. ২৫:৮)।

**১৮:১৯-২০ তোমাদের দু’জন ... তা করা যাবে।** এখানে দু’জন শব্দটি ১৬ পদের দুই

## মথি লিখিত সুসমাচার : ১৮ অধ্যায়

### ক্ষমা করা সম্বন্ধে শিক্ষা

২১ তখন পিতর তাঁর কাছে এসে বললেন, প্রভু, আমার ভাই আমার কাছে কত বার অপরাধ করলে আমি তাকে ক্ষমা করবো? কি সাত বার পর্যন্ত? ২২ যীশু তাঁকে বললেন, তোমাকে বলছি না, শুধু সাত বার পর্যন্ত নয়, কিন্তু সত্তর গুণ সাত বার পর্যন্ত।

### ক্ষমা না করা দাসের দৃষ্টান্ত

২৩ এজন্য স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন রাজার মত, যিনি তার দাসদের কাছে হিসাব নিতে চাইলেন। ২৪ তিনি হিসাব আরম্ভ করলে, এক জনকে তাঁর কাছে আনা হল, যে তাঁর কাছে দশ হাজার তালন্ত ঋণ ছিল। ২৫ কিন্তু তার পরিশোধ করার সঙ্গতি না থাকতে তার প্রভু তাকে ও তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং সর্বস্ব বিক্রি করে আদায় করতে আদেশ করলেন। ২৬ তাতে সেই দাস তাঁর পায়ে পড়ে ভূমিতে উবুড় হয়ে বললো, হে প্রভু, আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন, আমি আপনার সমস্তই পরিশোধ করবো। ২৭ তখন সেই দাসের প্রভু করুণাবিষ্ট হয়ে

[১৮:২১] দে: মথি ৬:১৪। [১৮:২১] লূক ১৭:৪। [১৮:২২] আদি ৪:২৪। [১৮:২৩] দে: মথি ১৩:২৪। [১৮:২৩] মথি ২৫:১৯। [১৮:২৫] লূক ৭:৪২। [১৮:২৫] লেবী ২৫:৩৯; ২ রাজা ৪:১; যিহি ৫:৫, ৮। [১৮:২৬] দে: মথি ৮:২।

কিংবা তিনজন সাক্ষী-র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়ার বদলে এখানে প্রার্থনার জন্য একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মন্দিরের জড়ো গঠন করতে কমপক্ষে দশজন পুরুষের কোরাম পূরণ হওয়া প্রয়োজন ছিল; কিন্তু বিভিন্ন স্থানে প্রায়ই বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নে দুই বা তিনজন একত্র হলেই ঈশ্বরের উপস্থিতি থাকে।

১৮:২২ সত্তর গুণ সাত বার। অগণিত বার; কিছু কিছু যিহুদী ধর্ম-শিক্ষকরা ক্ষমা প্রদানের সুযোগ তিনবার পর্যন্ত সীমিত করেছিল। পিতরের বলা সাতবার কথাটি খুব দয়াপূর্ণ মনে হতে পারে; কিন্তু এখানে মূলত বোঝানো হয়েছে, “কখনও অন্যায়কারীর উপরে অসন্তোষ পোষণ করবে না।”

১৮:২৩ একজন রাজা। এখানকার কাহিনী এক খুব সম্ভবত পরজাতি রাজাকে নিয়ে; সম্ভবত এটি রোমীয় জাতি কর্তৃক মিশর দখলের পূর্ববর্তী কোন গ্রীক শাসনকর্তার কাহিনী। “দাস” বলতে এখানে তার উচ্চস্তরের ক্রীতদাস, যারা মিশরের স্বাধীন লোকদের চেয়েও ভাল অবস্থানে ছিল। এক্ষেত্রে সেসব দাসের কথা বলা হচ্ছে, যারা বিভিন্ন অঞ্চলে কর আদায় করতো। রাজা দক্ষতা অনুসারে তাদের থেকে কাজ চাইতেন।

বহুরের এ সময়ে তিনি হিসাব নিষ্পত্তি করতে বিভিন্ন প্রদেশে যেতেন।

১৮:২৪ ঋণ। কোন কোন কৃষক কর পরিশোধ করতে পারত না; কিন্তু দাসরা রাজাকে সমপরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য থাকত, কেননা এসব দাসেরা লাভের ভিত্তিতে রাজার পক্ষে কাজ করতো।

দশ হাজার তালন্ত। এ পরিমাণ অর্থ রাজার সমস্ত বার্ষিক আয়ের চেয়েও বেশি, সম্ভবত সে সময়ে গোটা মিশরেও এই পরিমাণ অর্থ ছিল না। এক তালন্ত ছয় হাজার ড্রাকমার সমান, বা একজন ইস্রায়েলীয় মজুরের গড়ে ছয় হাজার দিনের মজুরি। তাহলে দশ হাজার তালন্ত হবে ৬ কোটি দিনের মজুরি। প্রাচীন যিহুদী ধর্মতত্ত্বে পাপ করাকে ঈশ্বরের কাছে ঋণী থাকা বলে মনে করা হত।

১৮:২৫ তাকে ও তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং সর্বস্ব বিক্রি করে ...। প্রাচীনকালে দাস ক্রয়-বিক্রয় করার প্রচলন ছিল (যাত্রা ২১:২; লেবীয় ২৫:৩৯; ২ রাজা ৪:১; যিহি ৫:৫; যিশা ৫০: ১)।

১৮:২৭ করুণাবিষ্ট হয়ে। প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের রাজাদের নিষ্ঠুরতা ও ঋণের বিশালতার জন্য তার দাসকে ক্ষমা করা অসম্ভব ব্যাপার। মাঝে মাঝে অবশ্য মিশরীয় চাষীদের ফসল না হওয়ার

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৮ অধ্যায়

তাকে মুক্ত করলেন ও তার ঋণ ক্ষমা করলেন। <sup>২৮</sup> কিন্তু সেই দাস বাইরে গিয়ে তার সহদাসদের মধ্যে এক জনকে দেখতে পেল, যে তার কাছে এক শত সিকি ঋণী ছিল; সে তাকে ধরে গলা টিপে বললো, তুই যা ধার করেছিস, তা পরিশোধ কর। <sup>২৯</sup> তখন তার সহদাস তার পায়ে পড়ে বিনতিপূর্বক বললো, আমার প্রতি ধৈর্য ধর, আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করবো। <sup>৩০</sup> তবুও সে সম্মত হল না, কিন্তু গিয়ে তাকে কারাগারে ফেলে রাখল, যে পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করে। <sup>৩১</sup> এই ব্যাপার দেখে তার সহদাসেরা বড়ই দুঃখিত হল, আর তাদের মনিবের কাছে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত বলে দিল। <sup>৩২</sup> তখন তার প্রভু তাকে কাছে ডেকে এনে বললেন, দুষ্ট দাস! তুমি আমার কাছে বিনতি করাতে আমি তোমার ঐ সমস্ত ঋণ ক্ষমা করেছিলাম; <sup>৩৩</sup> আমি যেমন তোমার প্রতি করুণা করেছিলাম, তেমনি তোমার সহদাসের প্রতি করুণা করা কি তোমারও উচিত ছিল না? <sup>৩৪</sup> আর তার প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে পীড়নকারীদের কাছে তাকে তুলে দিলেন, যে পর্যন্ত সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করে। <sup>৩৫</sup> আমার স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের প্রতি এরকম করবেন, যদি তোমরা প্রত্যেক জন অন্তঃকরণের সঙ্গে আপন আপন ভাইকে ক্ষমা না কর।

[১৮:৩৫] দে: মথি ৬:১৪; দে: যাকোব ২:১৩।

কারণে অল্প-স্বল্প কর মওকুফ করা হত। কিন্তু মজুরের একশো দিনের মজুরি। এখানে তার চরিত্রের মহত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। ১৮:৩৫ অন্তঃকরণের সঙ্গে আপন আপন ১৮:২৮ এক শত সিকি। একজন সাধারণ ভাইকে ক্ষমা কর। এই দৃষ্টান্তের প্রধান শিক্ষা।

### মথি ১৮ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

শিষ্যদের একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর, প্রভু যীশু শিশুর মত নম্রতার প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যদেরকে ও নিজেকে পাপের পথে নিয়ে যাওয়ার বিপদের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন (মথি ১৮:১-১১) এবং এর ধারাবাহিকতায় তিনি এরপর হারানো মেষের গল্প তুলে ধরেছিলেন (মথি ১৮:১২-১৪)। তাঁর উপস্থাপিত আরও নির্দেশাবলীর মধ্যে অন্যায়কারী ভাইয়ের সাথে আচরণ (মথি ১৮:১৫-২০) এবং ক্ষমাহীন দাসের দৃষ্টান্তমূলক গল্পের মধ্যে উল্লেখিত ক্ষমামূলক হৃদয়ের প্রয়োজনীয়তার অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল (মথি ১৮:২১-৩৫)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল- নম্রতার প্রয়োজনীয়তা, স্বর্গ-রাজ্যে অন্যদের জন্য উদ্বোধন এবং অন্যায়কারী ভাইয়ের সাথে আচরণ ও ক্ষমার গুরুত্বের বিষয়ে শিক্ষা।

### মথি ১৮ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. শিষ্যেরা কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন? (১ পদ)
২. তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যীশু কাকে ব্যবহার করেছিলেন? (২-৩ পদ)
৩. যীশুর কথা অনুসারে, স্বর্গ-রাজ্যে কে সবচেয়ে মহান? (৪ পদ)



### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৯ অধ্যায়

৪. যদি একজন ব্যক্তি কোন শিশুকে যীশুর নামে গ্রহণ করেন তাহলে তিনি কাকে গ্রহণ করেন? (৫ পদ)
৫. যদি একটি হাত অথবা একটি চোখ পাপের দিকে টানে তাহলে সেটিকে কি করতে হবে? (৮-৯ পদ)
৬. কেন যীশু পৃথিবীতে এসেছিলেন? (১১ পদ)
৭. যদি একজন ভাই অন্যায় করে তাহলে কি করতে হবে? (১৫-১৭ পদ)
৮. ক্ষমা সম্পর্কে পিতরের প্রশ্ন কি ছিল? যীশু উত্তর কি ছিল? (২১-২২ পদ)
৯. যখন কর্মচারী তার ঋণ পরিশোধ করতে পারলেন না তখন রাজা কি করলেন? (২৩-২৭ পদ)
১০. কর্মচারীটি তার সঙ্গী কর্মচারীর প্রতি কেমন আচরণ করেছিল? (২৮-৩০ পদ)
১১. যখন রাজা সেই কর্মচারীর কঠিন হৃদয়ের কথা শুনতে পেয়েছিলেন তখন তিনি কি করলেন? (৩১-৩৪ পদ)
১২. যে ক্ষমা করে না তার কি হবে? (৩৫ পদ; মথি ৬:১৫ পদ)
১৩. ক্ষমার বিষয়ে প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে যীশু কি শিখিয়েছেন? (মথি ৬:১২ পদ)

### স্বী-ত্যাগ করবার বিষয়ে শিক্ষা

**১৯** <sup>১</sup> এসব কথা সমাপ্ত করার পর যীশু গালীল থেকে প্রস্থান করলেন, পরে যর্দন নদীর অন্যপারস্থ যিহূদিয়ার অঞ্চলে উপস্থিত হলেন; <sup>২</sup> আর অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল এবং তিনি সেখানে লোকদেরকে সুস্থ করলেন।

<sup>৩</sup> আর ফরীশীরা তাঁর কাছে এসে পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, যে কোন কারণে কি আপনি স্বীকে ত্যাগ করা উচিত? <sup>৪</sup> উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা কি পাঠ কর নি

[১৯:১] দে: মথি ৭:২৮। [১৯:২] দে: মথি ৮:২৩। [১৯:৩] মথি ৫:৩১।

**১৯:১** যর্দন নদীর অন্যপার। পূর্ব পার, পরে ট্রান্স যর্দন বা পেরিয়া এবং বর্তমানে সহজ ভাষায় যর্দন নামে পরিচিত। যীশু খ্রীষ্ট তখন সেখানে পরিচর্যা কাজ শুরু করেছেন (লুক ১৩:২২)।

**১৯:৩** যে কোন কারণে। প্রশ্নটির এ অংশ মার্কের সুসমাচারে (১০:২) উল্লেখ নেই। সম্ভবত মথি এটি যুক্ত করেন, কারণ তিনি যিহূদীদের কাছে এই সুসমাচার লিখেছেন, যারা দ্বি.বি. ২৪:১-৪ পদের অনুবাদ নিয়ে শাম্মাই ও

হিল্লেল-এর অনুসারীদের ভিতরকার বিরোধ সম্পর্কে অবগত ছিল। শাম্মাই মনে করতেন যে, “কোন দোষ,” অর্থাৎ বৈবাহিক অবিশ্বস্ততা ত্যাগ দেয়ার জন্য একমাত্র অনুমোদনযোগ্য কারণ। হিল্লেল (৬০ খ্রী.পূ.-২০ খ্রীষ্টাব্দ) এর মতে স্বামী যদি “কোন দোষ দেখে তার উপর অসন্তুষ্ট হয়” তবে তাকে ত্যাগ দিতে পারে। যীশু খ্রীষ্ট স্পষ্টত শাম্মাই-এর মতামত সমর্থন করেছেন (৯ পদ দেখুন), কিন্তু তিনি প্রথমেই আদি ১:২৭; ২:২৪ পদে বিয়ের ব্যাপারে

### মখি লিখিত সুসমাচার : ১৯ অধ্যায়

যে, সৃষ্টিকর্তা আদিতে পুরুষ ও স্ত্রী করে তাদেরকে নির্মাণ করেছিলেন, আর বলেছিলেন, “এই কারণ মানুষ পিতা ও মাতাকে পরিত্যাগ করে আপন স্ত্রীতে আসক্ত হবে এবং সে দু’জন একাঙ্গ হবে”।<sup>৫</sup> সুতরাং তারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ। অতএব ঈশ্বর যা যোগ করে দিয়েছেন, মানুষ তা বিয়োগ না করুক।<sup>৬</sup> তারা তাঁকে বললো, তবে মোশি কেন ত্যাগপত্র দিয়ে পরিত্যাগ করার আদেশ দিয়েছেন?

<sup>৭</sup> তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন বলে মোশি তোমাদেরকে নিজ নিজ স্ত্রীকে ত্যাগ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু আদি থেকে এরকম হয় নি।<sup>৮</sup> আর আমি তোমাদেরকে বলছি, ব্যভিচারের দোষ ছাড়া যে কেউ আপন স্ত্রীকে ত্যাগ দিয়ে অন্য স্ত্রীলোককে বিয়ে করে, সে ব্যভিচার করে। যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিয়ে করে, সেও ব্যভিচার করে।

<sup>১০</sup> শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, যদি আপন স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের এরকম সম্বন্ধ হয়, তবে বিয়ে না করাই ভাল।<sup>১১</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, সকলে এই কথা গ্রহণ করে না, কিন্তু যাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তারাই করে।<sup>১২</sup> কারণ এমন নপুংসক আছে, যারা মায়ের উদর থেকে সেরকম হয়ে জন্মেছে; আর এমন নপুংসক আছে, যাদেরকে মানুষে নপুংসক করেছে; আর এমন নপুংসক আছে, যারা স্বর্গ-রাজ্যের জন্য নিজেদের নপুংসক করেছে। এই কথা যে গ্রহণ করতে পারে, সে গ্রহণ করুক।

#### শিশুদের বিষয়ে শিক্ষা

<sup>১৩</sup> তখন কতগুলো শিশু তাঁর কাছে আনা হল, যেন তিনি তাদের উপরে হাত রাখেন ও তাদের জন্য আশীর্বাদ করেন; তাতে শিষ্যেরা তাদেরকে ভর্ৎসনা করলেন।<sup>১৪</sup> কিন্তু যীশু

[১৯:৪] আদি ১:২৭; ৫:২। [১৯:৫] আদি ২:২৪; ১করি ৬:১৬; ইফি ৫:৩১। [১৯:৭] দ্বি:বি ২৪:১-৪; মখি ৫:৩১। [১৯:৯] দে: লুক ১৬:১৮। [১৯:১১] দে: মখি ১৩:১১; ১করি ৭:৭-৯, ১৭। [১৯:১৩] দে: মার্ক ৫:২৩। [১৯:১৪] দে: মখি

ঈশ্বরের মূল আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখার উপর জোর দিয়েছেন।

**১৯:৫ একাঙ্গ।** আক্ষরিকভাবে “এক দেহ;” মিলনের পূর্ণতা, অর্থাৎ দু’জন সঙ্গীর গভীর সম্পর্ক (আদি ৪:১), যা পরস্পরকে মানবীয় অর্থে ‘জানার’ বা মিলনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। আত্মিকভাবে তা যীশু খ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের এক হওয়া বোঝায় (১ করি ৬: ১৬)।

**১৯:৯ ব্যভিচারের দোষ ছাড়া ...** মার্ক “ব্যভিচারের দোষ ছাড়া” কথাটি না লেখার কারণে কিছুটা জটিলতা দেখা দেয় (৫:৩২); কিন্তু মার্কের যা অস্পষ্ট এখানে তা স্পষ্ট। স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে ত্যাগ দেয়া যিহুদী প্রথা নয়; কিন্তু গ্রীক ও রোমীয় আইনে তা স্বীকৃত ছিল।

এক বিবাহের নৈতিক নীতিকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এমনটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, যেখানে আদর্শ বজায় রাখা যায় না সেখানে নাগরিক বিচার ব্যবস্থা ত্যাগের অনুমতি দেবে না। তবুও যীশু খ্রীষ্ট পরিবার রক্ষা করার জন্য ক্ষমা প্রদান ও ব্যভিচার নিরুৎসাহিত করার উপর জোর দিয়েছেন (হোশেয় ১ অধ্যায়)।

**১৯:১৩ তাদের উপর হাত রাখলেন।** শিশুদের পিতা-মাতা চিন্তা করেছিলেন যে, মহান শিক্ষকের কাছ থেকে বিশেষ আশীর্বাদ পাওয়া যাবে। প্রেরিতরা তিরস্কার করেছিলেন এটি করা অনুচিত বলে নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের ব্যস্ততার কথা মনে রেখে।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৯ অধ্যায়

বললেন, শিশুদেরকে আমার কাছে আসতে দাও, বারণ করো না; কেননা স্বর্গ-রাজ্য এদের মত লোকদেরই।<sup>১৫</sup> পরে তিনি তাদের উপরে হাত রেখে সেখান থেকে চলে গেলেন।

#### এক জন ধনী যুবক

<sup>১৬</sup> আর দেখ, এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললো, গুরু, অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমি কি রকম সৎকর্ম করবো? <sup>১৭</sup> তিনি তাকে বললেন, আমাকে সৎ এর বিষয় কেন জিজ্ঞাসা কর? সৎ মাত্র এক জন আছেন। কিন্তু তুমি যদি জীবনে প্রবেশ করতে ইচ্ছা কর, তবে আদেশগুলো পালন কর। <sup>১৮</sup> সে বললো, কোন্ কোন্ আদেশ? যীশু বললেন, এই এই,

২৫:৩৪। [১৯:১৪] মথি ১৮:৩; ১ পিত ২:২। [১৯:১৬] দে: মথি ২৫:৪৬। [১৯:১৬] লূক ১০:২৫। [১৯:১৭] লেবী ১৮:৫। [১৯:১৮] যাকোব ২:১১।

**১৯:১৪ স্বর্গ-রাজ্য এদের মত লোকদেরই।** এদের মত লোক অর্থ হচ্ছে শিশুরা এবং যাদের বিশ্বাস শিশুদের মত তারা (১৮:৩)। এই উক্তি শিশুদেরকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সমাজের সভ্যরূপে বিবেচনা করাকে ন্যায্য বলে প্রতীয়মান করে (১ করি ৭:১৪)।

**১৯:১৬ অনন্ত জীবন।** মথির লেখা সুসমাচারে এই প্রথম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে (২৯ পদ; ২৫:৪৬)। যোহনের সুসমাচারে এই শব্দটি আরও বেশিবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রায়ই ঈশ্বরের বা স্বর্গীয় রাজ্যে স্থান অর্জনের বিষয়ে বোঝাতে গিয়ে এই শব্দটি সুসমাচারে ব্যবহৃত হয়েছে, যা তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে:

- ১) পরিত্রাণ লাভ (২৫-২৬ পদ, মার্ক ১০:২৬-২৭; লূক ১৮:২৬-২৭);
- ২) স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ (২৩ পদ, মার্ক ১০:২৪; লূক ১৮:২৪); এবং
- ৩) অনন্ত জীবন (১৬ পদ, মার্ক ১০:১৭; লূক ১৮:১৮)।

**কিরূপ সৎকর্ম করবো?** ধনী লোকটি কর্মের দ্বারা ধার্মিকতার বিষয়ে চিন্তা করছিল। প্রশ্নটি অধিকতর পূর্ণভাবে উত্তর দেয়ার পূর্বে খ্রীষ্টের এই ভুল ধারণা সংশোধন করা প্রয়োজন ছিল। ধনী যুবক চারটি ভুল করেছে, যার প্রত্যেকটির উত্তর খ্রীষ্ট নির্ভুলভাবে দান করেছেন:

- ১) যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তার ভুল ধারণা: সে খ্রীষ্টকে কেবল একজন সৎ শিক্ষক বলে চিন্তা করেছে।
- ২) অনন্ত জীবনের পথ সম্পর্কে তার ভুল

ধারণা: সে মনে করেছিল ভাল কাজ দ্বারা তা অর্জন করা যায়।

- ৩) তার নিজের সম্পর্কে ভুল ধারণা: সে চিন্তা করেছিল যে, সে আইন-কানুন পালন করেছে (২০ পদ)।

- ৪) তার সবচেয়ে দুঃখজনক ভুল: যীশু খ্রীষ্টের চূড়ান্ত আদেশ “এসো, আমার পশ্চাদগামী হও” এ কথায় মনোযোগ না দেয়া (২১ পদ)।

এই ঘটনার পরে প্রেরিতদের কাছে প্রভুর এই কথা পরিষ্কার হয় যে, মানবীয় অর্জনে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহেই পরিত্রাণ সাধিত হয় (২৪-২৬ পদ)। পরিত্রাণ সম্পাদিত হয় পাপীদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তমূলক উৎসর্গে বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা।

**১৯:১৭ সৎ একজন মাত্র আছেন।** কেবল ঈশ্বর সৎ এবং সকল সত্যতা তাঁর কাছ থেকে আসে; এমন কি আদেশগুলো পালন করার কথা বলা হয়েছে যা অনন্ত জীবনের দিকে তাকে পরিচালিত করবে (১৮-২০ পদ)। মথিতে জোর দেয়া হচ্ছে যীশুতে তাঁর সত্যতার উপরে নয়, কিন্তু সত্যতার শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্তৃত্বের উপরে।

**যদি জীবনে প্রবেশ করতে ইচ্ছা কর, তবে আদেশ সকল পালন কর।** “জীবনে প্রবেশ” ও “অনন্ত জীবন পাওয়া” একই (পদ ১৬)। “আদেশগুলো” পালনের অর্থ ঈশ্বরের সামনে কারও গুণাগুণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া নয়, বরং সত্যিকার বিশ্বাসের প্রকাশ। পবিত্র বাইবেল সব

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৯ অধ্যায়

“নরহত্যা করো না, ব্যভিচার করো না, চুরি করো না, <sup>১৯</sup> মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, পিতা ও মাতাকে সমাদর করো এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত প্রেম করো”। <sup>২০</sup> সেই যুবক তাঁকে বললো, আমি এগুলো সবই পালন করেছি, এখন আমার কি ত্রুটি আছে? <sup>২১</sup> যীশু তাকে বললেন, যদি সিদ্ধ হতে ইচ্ছা কর, তবে চলে যাও, তোমার যা যা আছে, বিক্রি কর এবং দরিদ্রদেরকে দান কর, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; আর এসো, আমার অনুসারী হও। <sup>২২</sup> কিন্তু এই কথা শুনে সেই যুবক দুঃখিত হয়ে চলে গেল, কারণ তার বিস্তর সম্পত্তি ছিল।

<sup>২৩</sup> তখন যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, ধনবানের পক্ষে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর। <sup>২৪</sup> আবার তোমাদেরকে বলছি, ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করার চেয়ে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সহজ। <sup>২৫</sup> এই কথা শুনে শিষ্যেরা ভীষণ আশ্চর্য হয়ে বললেন, তবে কে পরিভ্রাণ পেতে পারে? <sup>২৬</sup> যীশু তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, তা মানুষের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সকলই সাধ্য।

<sup>২৭</sup> তখন পিতর উত্তরে তাঁকে বললেন, দেখুন, আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করে আপনার অনুসারী হয়েছি; আমরা তবে কি পাব? <sup>২৮</sup> যীশু তাঁদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, তোমরা যত জন আমার অনুসারী হয়েছ, পুনঃসৃষ্টিকালে যখন মনুষ্যপুত্র আপন মহিমার সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরাও বারোটি সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের বারো বংশের বিচার করবে। <sup>২৯</sup> আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য নিজের বাড়ি, বা ভাই-

[১৯:১৯] যাত্রা ২০:১২-১৬; দ্বি:বি ৫:১৬-২০। [১৯:১৯] লেবী ১৯:১৮; দে: মথি ৫:৪৩। [১৯:২১] মথি ৫:৪৮। [১৯:২১] দে: প্রেরি ২:৪৫। [১৯:২১] দে: মথি ৬:২০। [১৯:২৩] মথি ১৩:২২; ১তীম ৬:৯, ১০। [১৯:২৬] আদি ১৮:১৪; ইয়োব ৪২:২; যির ৩২:১৭; লুক ১:৩৭; ১৮:২৭; রোমী ৮:২১। [১৯:২৭] দে: মথি ৮:১৯। [১৯:২৮] মথি ২০:২১; ২৫:৩১। [১৯:২৮] লুক ২২:২৮-৩০; প্রকা ৩:২১; ৪:৪; ২০:৪। [১৯:২৯] মথি ৬:৩৩; দে: ২৫:৪৬।

সময় শিক্ষা দেয় যে, পরিভ্রাণ হচ্ছে বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রাপ্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহের দান (ইফি ২:৮)।

**১৯:২১ সিদ্ধ।** সিদ্ধতা এমন একটি বিষয়, যার প্রতি সকল প্রেরিতের লক্ষ্য রাখা উচিত (৫: ৪৮)। এখানে এই যুবককে তার নিজ অর্থ-সম্পদ দিয়ে এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রতি সর্বাঙ্গকরণে নিবেদিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিবেশীর প্রতি তার প্রেম প্রমাণ করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

**চলে যাও ... বিক্রি কর।** আদেশগুলো তালিকা করণে, যীশু “লোভ করো না” বাদ দেন। এটি ধনী লোকের প্রধান সমস্যা এবং অনন্ত জীবনে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি তাকে বাধা দিচ্ছিল।

**১৯:২৮ বিচার করবে।** পরিচালনা করা বা শাসন করা (পুরাতন নিয়মের “বিচার”; তুলনা করুন বিচারকর্তৃকগণের বিবরণ পুস্তক)। “বিচারকর্তা” বা “বিচারকর্তৃকগণ” উপাধিটি ইস্রায়েলের নেতাদের বর্ণনা করে, যারা বিচারকর্তৃকগণের সময় থেকে রাজাদের সময় না আসা পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। এদের উদ্দেশ্য বিচারকর্তৃকগণ ২:১৬ পদে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু ঈশ্বরই নির্যাতনের অনুমোদন দিয়েছিলেন এবং মুক্তিদাতাদের দিন বিলুপ্ত করেছিলেন, তাই তিনিই স্বয়ং ইস্রায়েলের বিচারক ও উদ্ধারকর্তা (বিচার ১১:২৭; দেখুন বিচার ৮:২৩, যেখানে গিদিয়োন একজন বিচারক হিসেবে স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর ইস্রায়েলের সত্যিকার শাসক)।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ১৯ অধ্যায়

বোন, বা পিতা-মাতা, বা সন্তান, বা ক্ষেত পরিত্যাগ করেছে, সে তার শত গুণ পাবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে। <sup>৩০</sup> কিন্তু যারা প্রথম, এমন অনেক লোক শেষে পড়বে এবং যারা শেষের, এমন অনেক লোক প্রথম হবে।

[১৯:৩০] মথি ২০:১৬; মার্ক ১০:৩১; লুক ১৩:৩০।

১৯:৩০ যারা প্রথম ... শেষে পড়বে ... যারা শেষের ... প্রথম হবে। অধিকাংশ যিহুদী বিশ্বাস করতো যে, শেষ বিচারের দিনে সব কিছু ঠিক করা হবে, অযিহুদীদের ছুড়ে ফেলে দেয়া হবে এবং ইস্রায়েলকে মহিমান্বিত করা হবে।

#### মথি ১৯ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশুকে আরও এক বার পরীক্ষার জন্য ফরীশীদের করা প্রশ্নের উত্তরে, তিনি বিয়ে বিষয়ক সমস্যা, বিয়ে-বিচ্ছেদ এবং অবিবাহিত অবস্থা নিয়ে কথা বলেছিলেন (মথি ১৯:১-১২)। ছোট ছোট শিশুদেরকে তাঁর কাছে আনা হলে, তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ করেছিলেন (মথি ১৯:১৩-১৫)। যখন যুবক বয়সের এক জন ধনী তাঁকে অনন্ত জীবনের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন (মথি ১৯:১৫-২২; ১০:১৬-২২), তখন তিনি শিষ্যদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের সাথে পার্থিব ধন-সম্পত্তির সম্পর্কের বিষয়ে শিক্ষা দিতে এই বিষয়টি ব্যবহার করেছিলেন (১৯:২৩-৩০)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল- বিয়ে, বিয়ে-বিচ্ছেদ এবং অবিবাহিত অবস্থার সাথে সম্পর্কিত প্রভু যীশুর শিক্ষা; ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকৃত পুরস্কার।

#### মথি ১৯ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যীশু এরপর কোথায় গিয়েছিলেন? (১ পদ)
২. এখন ফরীশীরা তাঁকে কি জিজ্ঞাসা করেছিল? (৩ পদ)
৩. যীশুর উত্তর কি ছিল? (৪-৬ পদ)
৪. কে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোককে বিবাহে যোগ করেন? (৬ পদ)
৫. কেন মোশি বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দিয়েছিলেন? (৮ পদ)
৬. শিশুদের প্রতি যীশুর মনোভাব কি ছিল? (১৪ পদ)
৭. শুধুমাত্র কে ভাল? (১৭ পদ)
৮. আত্মিকভাবে পরিপক্ব হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে কি করতে হবে? (২১ পদ)
৯. সেই একটি কাজ কি যুবকটি করেছিল? (২২ পদ)
১০. শিষ্যেরা কি পাবে সেই বিষয়ে যীশু কি বলেছিলেন? (২৮ পদ)
১১. তাঁরা কিসের অধিকারী হবে সে বিষয়ে তিনি কি বলেছিলেন? (২৯ পদ)

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২০ অধ্যায়

### আঙ্গুর ক্ষেতের মজুরেরা

**২০** <sup>১</sup> কেননা স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন গৃহকর্তার মত, যিনি খুব সকাল বেলায় নিজের আঙ্গুর-ক্ষেতে মজুর লাগাবার জন্য বাইরে গেলেন। <sup>২</sup> তিনি মজুরদের সঙ্গে দিনে এক সিকি বেতন স্থির করে তাদেরকে তার আঙ্গুর-ক্ষেতে প্রেরণ করলেন। <sup>৩</sup> পরে তিনি তিন ঘটিকার সময়ে বাইরে গিয়ে দেখলেন, অন্য কয়েক জন বাজারে দাঁড়িয়ে আছে যাদের কেউ কাজে লাগায় নি, <sup>৪</sup> এবং তাদেরকে বললেন, তোমরাও আঙ্গুর-ক্ষেতে যাও, যা ন্যায্য তোমাদেরকে দেব; তাতে তারা গেল। <sup>৫</sup> আবার তিনি ছয় ও নয় ঘটিকার সময়েও বাইরে গিয়ে ঐ একই রকম করলেন। <sup>৬</sup> পরে একাদশ ঘটিকার সময়ে বাইরে গিয়ে আর কয়েক জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, আর তাদেরকে বললেন, কি জন্য সমস্ত দিন এখানে দাঁড়িয়ে আছ? <sup>৭</sup> তারা তাঁকে বললো, কেউই আমাদেরকে কাজে লাগায় নি। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরাও আঙ্গুর-ক্ষেতে যাও। <sup>৮</sup> পরে সন্ধ্যা হলে সেই আঙ্গুর-ক্ষেতের কর্তা তার দেওয়ানকে বললেন, মজুরদেরকে ডেকে মজুরি দাও, শেষ জন থেকে আরম্ভ করে প্রথম জন পর্যন্ত দাও। <sup>৯</sup> তাতে যারা একাদশ ঘটিকার সময়ে লাগিয়েছিল, তারা এসে এক এক জন এক এক সিকি পেল। <sup>১০</sup> পরে যাদের প্রথমে লাগিয়েছিল তারা এসে মনে করলো, আমরা বেশি পাব; কিন্তু তারাও এক এক সিকি পেল। <sup>১১</sup> পেয়ে তারা সেই গৃহকর্তার বিরুদ্ধে বচসা করে বলতে লাগল, <sup>১২</sup> শেষের এরা তো এক ঘণ্টা মাত্র খেটেছে, আমরা

[২০:১] দে: মথি ১৩:২৪। [২০:১] মথি ২১:২৮, ৩৩। [২০:৮] লেবী ১৯:১৩; দ্বি:বি ২৪:১৫। [২০:১১] যোনা ৪:১। [২০:১২] যোনা ৪:৮; লূক ১২:৫৫; যাকোব ১:১১।

**২০:১ মজুর লাগানো।** বিত্তশালী ভূমি-মালিকেরা স্বল্পকালীন কর্মী নিয়োগ করতেন, বিশেষভাবে ফসল কাটার সময়ে। সকাল ৬টায়, দিন গরম হওয়ার পূর্বে কাজ শুরু হত।

**২০:২ এক সিকি।** এক দিনের স্বাভাবিক মজুরি। রোমীয় একজন সৈন্যও এক দিনে এক সিকি পেত। কিছু কিছু দিনমজুর ছিল ভাড়াটিয়া কৃষক, যাদের নিজস্ব অল্প জমি ছিল; অন্যান্যরা ছিল সেসব সম্ভ্রানেরা যারা পিতার জমির কোন উত্তরাধিকার পায় নি। কেউ বা ছিল এমন যারা তাদের জমি হারিয়েছে এবং কাজের খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়।

**২০:৩ তিন ঘটিকা।** সকাল ৯ টা। ভূমি মালিকরা কর্মীর জন্য বাজারে অপেক্ষা করতো, যারা নিজের জমিতে কাজ করার পরে মজুর খাটতে চাইত তারা এ সময়ে আসত। সকালে তারা নিজেদের জমির শস্য সংগ্রহ করতো।

**২০:৫ ছয় ঘটিকা ... নয় ঘটিকা।** যথাক্রমে

দুপুর ১২টা ও বিকেল ৩টা।

**২০:৬ একাদশ ঘটিকা।** বিকেল ৫:০০টা।

**২০:৮ সন্ধ্যা হলে।** যিহূদী নিয়ম অনুসারে দিনের মজুরি দিনে দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল, কেননা দিনের মজুরি দ্বারা দিনের প্রয়োজন মেটানো হত (দ্বি:বি. ২৪:১৪-১৫)।

**২০:৯ এক এক সিকি পেল।** ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ধনবানরা গরীবদের প্রায়ই উল্লেখযোগ্য উপহার দিত, যা যথেষ্ট প্রশংসাজনক কাজ ছিল। সকল যিহূদী লোকেরা জানত যে, কেবল ঈশ্বর সঠিকভাবে সব কিছুর মালিক এবং কেবল তাঁর দয়া বিচার দিনে ইস্রায়েলকে রক্ষা করবে। যিহূদী ধর্ম-শিক্ষকগণ সেরকম এক কাহিনী শিক্ষা দিত— ইস্রায়েল যেহেতু বেশি পরিশ্রম করেছে, তারা উচ্চ মজুরি পাবে, কিন্তু অযিহূদীরা অল্প পরিশ্রম করে অল্প মজুরি পাবে; কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট বলছেন, যারা এ জগতে নিপীড়িত তারা অনন্ত জীবনে পুরস্কৃত হবে।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ২০ অধ্যায়

সমস্ত দিন খেটেছি ও রৌদ্রে পুড়েছি, আপনি এদেরকে আমাদের সমান করলেন। <sup>১৩</sup> উত্তরে তিনি তাদের এক জনকে বললেন, হে বন্ধু! আমি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করি নি; তুমি কি আমার কাছে কাজ করতে এক সিকিতে রাজী হও নি? <sup>১৪</sup> তোমার যা পাওনা তা নিয়ে চলে যাও; আমার ইচ্ছা, তোমাকে যা, ঐ শেষের জনকেও তা-ই দেব। <sup>১৫</sup> যা আমার নিজের, তা আমার ইচ্ছামত ব্যবহার করার অধিকার কি আমার নেই? না আমি দয়ালু বলে তোমার চোখ টাটাচ্ছে? <sup>১৬</sup> এভাবে যারা শেষের, তারা প্রথম হবে এবং যারা প্রথম, তারা শেষে পড়বে।

### তৃতীয়বার মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

<sup>১৭</sup> পরে যখন যীশু যিরুশালেমে যেতে উদ্যত হলেন, তখন তিনি সেই বারো জন শিষ্যকে বিরলে নিয়ে গেলেন, আর পথের মধ্যে তাঁদেরকে বললেন, <sup>১৮</sup> দেখ, আমরা যিরুশালেমে যাচ্ছি; আর মনুষ্যপুত্রকে প্রধান পুরোহিতদের ও ধর্ম-শিক্ষকদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে; <sup>১৯</sup> তারা তাঁর প্রাণদণ্ড বিধান করবে এবং বিদ্রূপ করার, চাবুক মারার ও ত্রুশে দেবার জন্য অধিহুদীদের হাতে তাঁকে তুলে দেবে; পরে তিনি তৃতীয় দিনে উঠবেন।

### সন্তানদের জন্য মায়ের অনুরোধ

<sup>২০</sup> তখন সিবদিয়ের পুত্রদের মা তাঁর দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে এসে মাটিতে উবুড় হয়ে তাঁর কাছে কিছু যাচঞা করলেন। <sup>২১</sup> তিনি তাঁকে বললেন, তুমি কি চাও? তিনি বললেন, আদেশ করুন, যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই পুত্রের এক জন আপনার ডান পাশে, আর এক জন বাম পাশে বসতে পারে। <sup>২২</sup> কিন্তু উত্তরে যীশু বললেন, তোমরা কি যাচঞা করছো, তা বোঝ না; আমি যে পাত্রে পান করতে যাচ্ছি, তাতে কি তোমরা পান

[২০:১৩] মথি ২২:১২; ২৬:৫০। [২০:১৫] দ্বি:বি ১৫:৯; মার্ক ৭:২২। [২০:১৬] দে: মথি ১৯:৩০। [২০:১৮] দে: লুক ৯:৫১। [২০:১৮] দে: মথি ৮:২০। [২০:১৮] মথি ২৭:১, ২। [২০:১৯] দে: মথি ১৬:২১। [২০:১৯] দে: থেরি ২:২৩। [২০:১৯] দে: মথি ১৬:২১। [২০:১৯] দে: মথি ১৬:২১। [২০:২০] দে: মথি ৮:২১। [২০:২০] দে: মথি ৮:২। [২০:২১] মথি ১৯:২৮। [২০:২২] যিশা ৫১:১৭, ২২; যির ৪৯:১২; মথি ২৬:৩৯, ৪২; মার্ক ১৪:৩৬; লুক ২২:৪২; যোহন ১৮:১১।

২০:১৯ তাঁকে সমর্পণ করবে। খ্রীষ্টের দুঃখভোগের পূর্বাভাস। যীশু খ্রীষ্ট যিহুদীদের দ্বারা হত হবেন না, বরং তিনি কিন্তু রোমীয়দের দ্বারা ত্রুশাহত হবেন। তিনি পূর্বাভাসের সবক'টিতে তৃতীয় দিবসকে তাঁর পুনরুত্থানকে যুক্ত করেন (১৬:২১; ১৭:২৩)।

২০:২০ সিবদিয়ের পুত্রদের মা। মার্ক বলে হয়েছে “সিবদিয়ের দুই পুত্র, যাকোব ও যোহন” প্রস্তুতি করেছেন (মার্ক ১০:৩৫-৩৭); তবে এতে কোন মতবিরোধ হওয়া উচিত নয়, কারণ আবেদনটি রাখতে তিনজনে একত্রিত হয়েছিলেন। যিহুদী ও রোমান উভয় সংস্কৃতিতে একজন সন্তানের সরাসরি আবেদনের চেয়ে মায়ের পরোক্ষ আবেদন বেশি কার্যকর ছিল (২

শমু ১৪:২-২০; ২০:১৬-২২; ১ রাজা ১:১৫-২১)। এখানে অবশ্য এই আবেদন কার্যকর হয়নি।

২০:২১ এক জন আপনার ডান পাশে, আর এক জন বাম পাশে। রাজার সিংহাসনের পরেই সবচেয়ে বেশি সম্মানের স্থান।

২০:২২ যে পাত্রে পান করতে যাচ্ছি। রূপক বাক্য, যার অর্থ “অভিজ্ঞতা” অর্জন করা। এখানে ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে যজ্ঞাভোগের প্রতি (২৬:৩৯)। যির ২৫:১৫; যিহি ২৩:৩২; হবক্কুক ২:১৬; প্রকা ১৪:১০; ১৬:১৯; ১৮:৬ পদে স্বর্গীয় ক্রোধ বা বিচারের জন্য একই রূপক বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২০ অধ্যায়

করতে পার? তাঁরা বললেন, পারি। <sup>২৩</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা আমার পাশে পান করবে বটে, কিন্তু যাদের জন্য আমার পিতা কর্তৃক স্থান প্রস্তুত করা হয়েছে, তাদের ছাড়া আর কাউকেও আমার ডান পাশে ও বাম পাশে বসতে দেবার আমার অধিকার নেই।

<sup>২৪</sup> এই কথা শুনে অন্য দশ জন ঐ দুই ভাইয়ের প্রতি রুষ্ট হলেন। <sup>২৫</sup> কিন্তু যীশু তাঁদেরকে কাছে ডেকে বললেন, তোমরা জান, অযিহুদীদের শাসনকর্তারা তাদের উপরে প্রভুত্ব করে এবং যারা মহান, তারা তাদের উপরে কর্তৃত্ব করে। <sup>২৬</sup> তোমাদের মধ্যে সেরকম হবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ মহান হতে চায়, সে তোমাদের পরিচারক হবে; <sup>২৭</sup> এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, সে তোমাদের দাস হবে; <sup>২৮</sup> যেমন মনুষ্যপুত্র পরিচর্যা পেতে আসেন নি, কিন্তু পরিচর্যা করতে এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে এসেছেন।

### দু'জন অন্ধকে দৃষ্টিদান

<sup>২৯</sup> পরে যিরীহো থেকে তাঁদের বের হবার সময়ে অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল। <sup>৩০</sup> আর দেখ, দু'জন অন্ধ পথের পাশে বসেছিল; সেই পথ দিয়ে যীশু যাচ্ছেন শুনে তারা চৈঁচিয়ে বললো, প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমাদের প্রতি করুণা করুন। <sup>৩১</sup> তাতে লোকেরা চুপ্ চুপ্ বলে তাদেরকে ধমক্ দিল; কিন্তু তারা আরও বেশি চৈঁচিয়ে বললো, প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমাদের প্রতি করুণা করুন। <sup>৩২</sup> তখন যীশু থেমে তাদেরকে ডাকলেন, আর বললেন, তোমরা কি চাও? আমি তোমাদের জন্য কি করবো? <sup>৩৩</sup> তারা তাঁকে বললো, প্রভু, আমাদের চোখ যেন খুলে যায়। <sup>৩৪</sup> তখন যীশু করুণাবিষ্ট হয়ে তাদের চোখ স্পর্শ করলেন, আর তখনই তারা দেখতে পেল ও তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলো।

[২০:২৩] গ্রেগি ১২:২; গ্রকা ১:৯। [২০:২৪] লুক ২২:২৪, ২৫। [২০:২৬] দে: মার্ক ৯:৩৫। [২০:২৮] দে: মথি ৮:২০। [২০:২৮] যিশা ৪২:১; লুক ১২:৩৭; ২২:২৭; যোহন ১৩:১৩-১৬; ২করি ৮:৯; ফিলি ২:৭। [২০:২৮] যাত্রা ৩০:১২; যিশা ৪৪:২২; ৫৩:১০; মথি ২৬:২৮; ১তীম ২:৬; তীত ২:১৪; ইব্রী ৯:২৮; ১পি ১:১৮, ১৯। [২০:৩০] দে: মথি ৯:২৭।

**২০:২৮ মুক্তির মূল্য।** এই গ্রীক শব্দটি প্রায়শই ক্রীতদাসকে উদ্ধার করতে যে মূল্য দেওয়া হয় তা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। একইভাবে যীশু খ্রীষ্ট পাপের দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্ত করতে তাঁর নিজের জীবন মুক্তির মূল্য হিসেবে দান করেছেন।

**অনেকের।** যীশু খ্রীষ্ট সব লোকের জন্য মুক্তির মূল্যরূপে নিজেকে দিয়েছেন (১ তীম ২:৬)। পরিত্রাণ “সবার” জন্য দেয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে, কিন্তু কেবল “অনেকে” (অর্থাৎ মনোনীতগণ) এটি গ্রহণ করবে।

**২০:২৯ অনেক লোক।** নিস্তারপর্ব উৎসব পালন

করার জন্য যিরূশালেমে যাচ্ছে এমন লোকেরা, যাদের অধিকাংশই ছিল গালীলের লোক।

**২০:৩০ দু'জন অন্ধ।** অন্যান্য সুসমাচারে কেবল একজন অন্ধের কথা বলা হয়েছে (৮:২৮)। যিরীহো যিহূদিয়ার ধনী নগরগুলোর একটি এবং সেখানকার ভিক্ষুরা অর্থের অভাবে না খেয়ে থাকত না; কিন্তু তাদের ভিক্ষাবৃত্তি ও পরনির্ভরশীলতার কারণে তাদেরকে তৎকালীন সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বিচারে “অবাস্তব” বলে দেখা হত।



## মথি লিখিত সুসমাচার : ২০ অধ্যায়

### মথি ২০ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

পিতরের প্রশ্নে “আমরা কি পাব?” প্রভু যীশুর অব্যাহত উত্তরে, তিনি শ্রমিকদের গল্পটি বলেছিলেন (মথি ২০:১-১৬)। তারপর তিনি তাঁর আসন্ন মৃত্যু এবং মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার বিষয়ে তৃতীয় বারের মত ভবিষ্যদ্বাণী করে যিরূশালেমের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন (মথি ২০:১৭-১৯)। যাকোব ও যোহনের মা প্রভু যীশুকে স্বর্গ-রাজ্যে তাদের ছেলেদের জন্য বিশেষ অবস্থান নির্ধারণের অনুরোধ জানালে, তিনি বলেছিলেন, সেটি করার অধিকার তাঁর নেই। আর তিনি এই বিষয়টি তাঁর সব শিষ্যদেরকে সেবার মধ্য দিয়ে মহত্বের মূলনীতি শেখানোর উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন (মথি ২০:২০-২৮)। যিরীহো ছেড়ে যাওয়ার সময়, প্রভু যীশু দুই জন অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, যারা লোকদের বাধাকে উপেক্ষা করেছিলেন (মথি ২০:২৯-৩৪)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল- সুখবরের প্রতি আজ্ঞাবহ হতে কারও কি দেড়ি করা উচিত? অর্জনক্ষম কর্মশক্তির বিপদজনক পরিণতি ও নম্রভাবে সেবার গুরুত্বও বিষয়ে শিক্ষা।

### মথি ২০ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নবলী

১. ১ পদে স্বর্গ-রাজ্যকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
২. আঙ্গুর ক্ষেতের মজুরদের গল্পটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (২-১৬ পদ)
৩. যিরূশালেমে কি ঘটবে বলে যীশু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? (১৮, ১৯ পদ)
৪. সিবদিয়ের সন্তানদের মা কি চেয়েছিলেন? (২১ পদ)
৫. যীশুর জবাব কি ছিল? (২২, ২৩ পদ)
৬. স্বর্গে কোন ব্যক্তির স্থান কে ঠিক করবেন? (২৩ পদ)
৭. খ্রীষ্টের অনুসারীদের মধ্যে কাকে বড় বলা হবে? (২৬, ২৭ পদ)
৮. মনুষ্যপুত্র কেন এসেছেন? (২৮ পদ)
৯. অন্ধ লোকগুলো যীশুকে কি বলে ডেকেছিল? (৩০ পদ)
১০. লোকদের প্রতিক্রিয়ার সাথে যীশুর প্রতিক্রিয়ার বৈসাদৃশ্য দেখান। (৩১, ৩২ পদ)
১১. লোকগুলো তাদের দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার পর কি করলো? (৩৪ পদ)

## মখি লিখিত সুসমাচার : ২১ অধ্যায়

### জেরুজালেমে প্রবেশ

**২১**<sup>১</sup> পরে যখন তাঁরা যিরুশালেমের নিকটবর্তী হয়ে জৈতুন পর্বতে, বৈৎফগী গ্রামে আসলেন, তখন যীশু দু'জন শিষ্যকে পাঠিয়ে দিলেন, <sup>২</sup> তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের সম্মুখে ঐ গ্রামে যাও। তোমরা অমনি দেখতে পাবে একটি গাধী বাঁধা আছে এবং তাঁর সঙ্গে একটি বাচ্চাও আছে, খুলে আমার কাছে আন। <sup>৩</sup> আর যদি কেউ তোমাদেরকে কিছু বলে, তবে বলবে, এদের প্রভুর প্রয়োজন আছে; তাতে সে তখনই তাদেরকে পাঠিয়ে দেবে। <sup>৪</sup> এরকম ঘটলো, যেন ভাববাদীর মধ্য দিয়ে বলা এই বাক্য পূর্ণ হয়,

<sup>৫</sup> “তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বল,

দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন;

তিনি মৃদুশীল ও গাধার উপরে উপবিষ্ট

এবং বাচ্চার, গাধার বাচ্চার উপরে উপবিষ্ট।”

<sup>৬</sup> পরে ঐ শিষ্যরা গিয়ে যীশুর আদেশ অনুসারে কাজ করলেন, <sup>৭</sup> গাধীটিকে ও বাচ্চাটিকে আনলেন এবং তাদের উপরে তাদের কাপড় পেতে দিলেন, আর তিনি তাদের উপরে বসলেন। <sup>৮</sup> আর ভিড়ের মধ্যে অধিকাংশ লোক নিজ নিজ কাপড় পথে পেতে দিল এবং অন্য লোকেরা গাছের ডাল কেটে পথে ছড়িয়ে দিল। <sup>৯</sup> আর যেসব লোক তাঁর সামনে ও পিছনে যাচ্ছিল, তারা চৈতন্যে বলতে লাগল, হোশান্না দায়ূদ-সন্তান, ধন্য, যিনি প্রভুর

[২১:১] মখি ২৪:৩; ২৬:৩০; মার্ক ১৪:২৬; লূক ১৯:৩৭; ২১:৩৭; ২২:৩৯; যোহন ৮:১; প্রেরি ১:১২। [২১:৪] দে: মখি ১:২২। [২১:৫] যিশা ৬২:১১; সখ ৯:৯। [২১:৮] ২রাজা ৯:১৩। [২১:৯] পদ: ১৫; দে: মখি ৯:২৭। [২১:৯] গীত ১১৮:২৬; মখি ২৩:৩৯। [২১:৯] লূক ২:১৪।

**২১:১ বৈৎফগী।** নামটির অর্থ “শূকরের ঘর”। পুরাতন নিয়মে এর উল্লেখ নেই এবং কেবল নতুন নিয়মে এই নামটি ব্যবহৃত হয়েছে যীশু খ্রীষ্টের বিজয় যাত্রার বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে। এটি যিরুশালেমের কাছেই অবস্থিত।

**২১:২ গাধী।** নম্রতা, শান্তি ও দায়ূদের রাজবংশের প্রতীকী এক পশু (সখ ৯:৯; লূক ১৯:৩০)।

**২১:৫ সিয়োন কন্যা।** এটি যিরুশালেমের অপর একটি নাম। এটি সেই শহর, যেখানে থেকে রাজা দায়ূদ রাজত্ব করতেন। তাছাড়া, এটা যিরুশালেমের সেই জায়গাকে নির্দেশ করে যেখানে মন্দির অবস্থিত।

**গাধার বাচ্চার।** এই ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে যিশা ৬২:১১ ও সখ ৯:৯ পদ থেকে। অনেক ব্যাখ্যাকারী মনে করেন যে, মখি এখানে দ্বিতীয় পশুটিকে তুলে ধরছেন (২, ৭ পদ) এবং তিনি মার্কের “যাতে কেউ কখনও চরে নি”

বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত করেন নি। এতে করে মনে হতে পারে যে, তিনি পশুটির মাকে বুঝাচ্ছেন; কেননা জনতার ভিড়ে শাবকটিকে শান্ত রাখতে তার দরকার হবে। উদ্ধৃতির শেষ লাইনে “গাধার বাচ্চা” শব্দটি পুরুষ গাধা বোঝায়।

**২১:৮ নিজ নিজ কাপড় পথে পেতে দিল।** রাজকীয় আনুগত্য দেখানোর কাজ (২ রাজা ৯:১৩)।

**গাছের ডাল কেটে পথে ছড়িয়ে দিল।** গাছের ডাল পথে বিছিয়ে দেওয়া রাজকীয় অভ্যর্থনার চিহ্ন।

**২১:৯ হোশান্না।** মূলত এর অর্থ হচ্ছে “এখন রক্ষা কর,” কিন্তু এটি চিৎকার করে প্রশংসা হিসেবে গানের আকারে বলা হচ্ছিল। এ গানে প্রকাশ পেয়েছে সদাপ্রভুর প্রতি এমন প্রার্থনা, যেন তিনি তাঁর লোকদের রক্ষা করেন ও বাঁচিয়ে রাখেন।

ধন্য ... আসছেন। গীত ১১৮:২৬ পদের

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২১ অধ্যায়

নামে আসছেন; উর্ধ্বলোকে হোশান্না।

<sup>১০</sup> আর তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ করলে নগরময় হুলস্থূল পড়ে গেল; সকলে বললো, উনি কে? <sup>১১</sup> তাতে লোকেরা বললো, উনি সেই ভাববাদী, গালীলের নাসরতীয় যীশু।

### মন্দির পরিষ্কার করা

<sup>১২</sup> পরে যীশু মন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং যত লোক সেখানে ক্রয়-বিক্রয় করছিল, তাদের সকলকে বের করে দিলেন এবং মহাজনদের টেবিল ও যারা কবুতর বিক্রি করছিল, তাদের আসনগুলো উল্টিয়ে ফেললেন, <sup>১৩</sup> আর তাদেরকে বললেন, লেখা আছে, “আমার গৃহ মোনাজাতের-গৃহ বলে আখ্যাত হবে,” কিন্তু তোমরা এটাকে “দস্যুদের গহ্বর” করে তুলছো।

[২১:১১] দ্বি:বি ১৮:১৫; লুক ৭:১৬, ৩৯; ২৪:১৯; যোহন ১:২১, ২৫; ৬:১৪; ৭:৪০। [২১:১২] দ্বি:বি ১৪:২৬। [২১:১২] যাত্রা ৩০:১৩। [২১:১২] লেবী ১:১৪। [২১:১৩] যিশা ৫৬:৭। [২১:১৩] যির ৭:১১।

উদ্ধৃতি। এটি হালেল গীতের অংশ (গীত ১১৩-১১৮), যা কুঁড়ে-ঘরের পর্ব এবং নিস্তারপর্বের সময় গাওয়া হত। এই গীতের আশীর্বাদ পর্বের ভোজে আসা সকল তীর্থযাত্রীর জন্য; বিশেষভাবে তা দায়ূদ-সন্তানের বেলায় উপযুক্ত, যিনি তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করতে সর্বোচ্চ সম্মানিত তীর্থযাত্রীরূপে আসলেন। এখানে এমন ধারণা দেয়া হয়েছে যে, এটি নিস্তারপর্বের ঠিক পূর্বে ঘটেছিল।

যিনি প্রভুর নামে আসছেন। যিনি “প্রভুর নামে” শত্রুদের পরাজিত করেছেন (গীত ১১৮:১০-১২)। গীত ১১৮:২৬ পদে বলা হয়েছে তিনি আসছেন “সদাপ্রভুর গৃহ থেকে” অর্থাৎ ঈশ্বরের একান্ত উপস্থিতি থেকে (গীত ১৩৪:৩)।

উর্ধ্বলোকে। অর্থাৎ যারা স্বর্গে রয়েছে, তারা গান করুক “হোশান্না” (গীত ১৪৮:১-২; লুক ২:১৪)।

২১:১২-১৭ মন্দির পরিষ্কার করা। পরবর্তী দু’টি সুসমাচারে মন্দির পরিষ্কারকরণ যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের শেষ সত্তাহে সংঘটিত হয় বলে জানা যায়, কিন্তু যোহানে এটি প্রথমে কয়েকটি মাসে সংঘটিত হতে দেখা যায় (যোহন ২:১২-১৬)। এর সম্ভাব্য দু’টো ব্যাখ্যা রয়েছে:

১. দু’বার পরিষ্কারকরণের কাজ, একটি যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজের শুরু দিকে

এবং অপরটি শেষের দিকে।

২. কেবল একটি পরিষ্কারকরণের কাজ সংঘটিত হয়েছিল, যা দুঃখভোগের সত্তাহে ঘটেছিল, কিন্তু যোহন তাঁর লেখার শুরুর দিকে এই ঘটনার স্থান দেন ধর্মতাত্ত্বিক কারণে এবং এটি দেখাতে যে, ঈশ্বরের বিচার তাঁর পরিচর্যা কাজের সূচনা থেকেই খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে কার্যশীল। তবে দু’টো বিবরণই বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। মথি ও লুকের বিবরণ থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, মন্দির পরিষ্কারকরণ যিরূশালেমে বিজয় যাত্রার পরে (২১:১-১১) রবিবারে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু মার্ক (১১:১৫-১৯) পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেন যে, এই ঘটনা ঘটেছিল সোমবারে।

২১:১২ মন্দিরে ... ক্রয়-বিক্রয়। অঘিহুদীদের সুবৃহৎ বহিরাঙ্গনে এই ক্রয়-বিক্রয় চলছিল, যা কয়েক একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ছিল (মার্ক ১১:১৫)। পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা অনুসারে ভ্রমণকারীদের যিরূশালেম থেকে উৎসর্গ করার উপকরণ কেনা আবশ্যিক ছিল, তাই অবোধে এখানে কবুতর ও অন্যান্য পশু ক্রয়-বিক্রয় করা হত। ভ্রমণকারীরা বিদেশী মুদ্রা নিয়ে আসত, তাই মুদ্রা বিনিময় ব্যবসাও এখানে চলতো।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২১ অধ্যায়

<sup>১৪</sup> পরে অন্ধেরা ও খঞ্জেরা মন্দিরে তাঁর কাছ আসল, আর তিনি তাদেরকে সুস্থ করলেন। <sup>১৫</sup> কিন্তু প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম-শিক্ষকেরা তাঁর কৃত আশ্চর্য কাজগুলো দেখে, আর যে বালকেরা ‘হোশান্না দায়ূদ-সন্তান,’ বলে মন্দিরে টেঁচাচ্ছিল, তাদেরকে দেখে রুষ্ট হল; <sup>১৬</sup> এবং তাঁকে বললো, শুনছো, এরা কি বলছে? যীশু তাদেরকে বললেন, হ্যাঁ, তোমরা কি কখনও পাঠ কর নি যে, “তুমি শিশু ও দুগ্ধপোষ্যদের মুখ থেকে স্তবগান সম্পন্ন করেছ”? <sup>১৭</sup> পরে তিনি তাদেরকে ছেড়ে নগরের বাইরে বৈথনিয়ায় গেলেন, আর সেই স্থানে রাত্রি যাপন করলেন।

### ডুমুর গাছকে অভিশাপ দেওয়া

<sup>১৮</sup> খুব ভোরে নগরে ফিরে যাবার সময়ে তাঁর খিদে পেল। <sup>১৯</sup> পথের পাশে একটা ডুমুর গাছ দেখে তিনি তার কাছে গেলেন এবং পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি গাছটিকে বললেন, আর কখনও তোমাতে ফল না ধরুক; আর হঠাৎ সেই ডুমুর গাছটা শুকিয়ে গেল। <sup>২০</sup> তা দেখে শিষ্যেরা আশ্চর্য জ্ঞান করে বললেন, ডুমুর গাছটা হঠাৎ কেমন করে শুকিয়ে গেল? <sup>২১</sup> উত্তরে যীশু তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে, আর সন্দেহ না কর, তবে তোমরা কেবল ডুমুর গাছের প্রতি এরকম করতে পারবে, তা নয়, কিন্তু এই পর্বতকেও যদি বল, ‘উপড়ে গিয়ে সাগরে পড়,’ তবে তা-ই হবে। <sup>২২</sup> আর তোমরা প্রার্থনায় বিশ্বাসপূর্বক যা কিছু যাচঞা করবে, সে সবই

[২১:১৪] দে: মথি ৪:২৩। [২১:১৫] পদ: ৯; দে: মথি ৯:২৭। [২১:১৫] লুক ১৯:৩৯। [২১:১৬] গীত ৮:২। [২১:১৭] মথি ২৬:৬; মার্ক ১১:১; লুক ২৪:৫০; যোহন ১১:১, ১৮; ১২:১। [২১:১৯] যিশা ৩৪:৪; যির ৮:১৩। [২১:২১] মথি ১৭:২০; লুক ১৭:৬; ১করি ১৩:২; যাকোব ১:৬। [২১:২২] দে: মথি ৭:৭।

**২১:১৪ অন্ধেরা ও খঞ্জেরা।** অন্ধ ও খোঁড়া দায়ূদ কর্তৃক ঘৃণিত হয়েছে (২ শমূ ৫:৮), কিন্তু দায়ূদ-সন্তান তাদেরকে সুস্থ করেছেন। এমনকি বংশগত পুরোহিতরাও যদি অন্ধ ও খোঁড়া হয় তাহলে পবিত্র স্থানে আসার সুযোগ পেত না (লেবীয় ২১:১৮); এ নিয়ম পরে সকল অন্ধ ও খোঁড়ার বেলায় প্রয়োগ করা হয়েছিল (২ শমূ ৫:৮)।

**২১:১৫ বালকেরা ... টেঁচাচ্ছিল।** বালকেরা যদিও তখন জনতার কথাগুলো (হোশান্না) পুরো না বুঝে বলছিল, তবুও তা থামানো যায় নি, কেননা এটি ছিল সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসা (লুক ১৯:৩৯; গীত ৮:২)। যীশু তাঁর কাজ এবং জনতা ও বালকদের উচ্ছ্বাস সম্পর্কে তাঁর বিষয়ে যে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে তা প্রকাশ করলেন।

**২১:১৭ বৈথনিয়া।** জৈতুন পর্বতের পূর্ব ঢালের এক গ্রাম, যা যিরূশালেম থেকে প্রায় দু’মাইল দূরে যিরীহো থেকে যিরূশালেমগামী রাস্তার শেষ

প্রান্তে অবস্থিত।

**২১:১৯ পাতা ছাড়া ... দেখতে পেলেন না।** এ সময়ে জৈতুন পর্বতের নিকটস্থ ডুমুর গাছে কেবল কাঁচা ফল পাওয়া যেত, যার কোন স্বাদ ছিল না। জুনের প্রথম দিকে পাকা ডুমুর ফল পাওয়া যায়। প্রায়ই গাছ থেকে কাঁচা ডুমুর পড়ে যেত, শুধু পাতা থাকত।

**২১:২১ যদি ... সন্দেহ না কর।** ডুমুর গাছটির শুকিয়ে যাওয়াকে বিশ্বাসের ক্ষমতার কাজরূপে দেখানো হয়েছে। এ ঘটনটিকে ঈশ্বরের লোকদের আসন্ন বিনাশের চিহ্নরূপেও দেখানো হয়েছে (লুক ১৩:৬-৯)।

**উপড়ে গিয়ে সাগরে পড়।** জৈতুন পর্বতের যে ঢালে যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর প্রেরিতরা দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখান থেকে হয়তো মরু-সাগর দেখা যাচ্ছিল। তাই প্রেরিতদের কাছে খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তটি স্পষ্ট ছিল।

**২১:২২ যা কিছু যাচঞা করবে, সে সবই পাবে।** এই অঙ্গীকারটিকে প্রার্থনার বিষয়ে বলে এমন

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২১ অধ্যায়

পাবে।

### যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতার বিষয়ে প্রশ্ন

২৩ পরে তিনি মন্দিরে আসলে পর তাঁর উপদেশ দেবার সময়ে প্রধান পুরোহিতেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্ণরা কাছে এসে বললো, তুমি কি ক্ষমতায় এসব করছো? আর কেই বা তোমাকে এই ক্ষমতা দিয়েছে? ২৪ উত্তরে যীশু তাদেরকে বললেন, আমিও তোমাদেরকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো; তা যদি আমাকে বল, তবে কি ক্ষমতায় এসব করছি, তা আমিও তোমাদেরকে বলবো। ২৫ যোহন বাপ্তিস্ম দেবার অধিকার কোথা থেকে পেয়েছিল? স্বর্গ থেকে না মানুষ থেকে? তখন তারা পরস্পর তর্ক করে বললো, যদি বলি স্বর্গ থেকে, তা হলে সে আমাদেরকে বলবে, তবে তোমরা তাঁর উপর বিশ্বাস কর নি কেন? ২৬ আর যদি বলি, মানুষ থেকে, লোকসাধারণকে ভয় করি; কারণ সকলে যোহনকে ভাববাদী বলে মানে। ২৭ তখন তারা যীশুকে উত্তরে বললো, আমরা জানি না। তিনিও তাদেরকে বললেন, তবে আমিও কি ক্ষমতায় এসব করছি, তোমাদেরকে বলবো না।

### দুই পুত্রের দৃষ্টান্ত

২৮ কিন্তু তোমাদের কি মনে হয়? এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল; তিনি প্রথম জনের কাছে গিয়ে বললেন, বৎস যাও, আজ আঙ্গুর-ক্ষেতে কাজ কর। ২৯ সে উত্তরে বললো, আমি যাবো না; শেষে অনুশোচনা করে গেল। ৩০ পরে তিনি দ্বিতীয় জনের কাছে গিয়ে সেই একই কথা বললেন। সে উত্তরে বললো, কর্তা, আমি যাচ্ছি; কিন্তু গেল না। ৩১ সেই দুইয়ের মধ্যে কে পিতার ইচ্ছা পালন করলো? তারা বললো, প্রথম জন। যীশু তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, কর-আদায়কারী ও পতিতারা তোমাদের আগে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করছে। ৩২ কেননা যোহন ধার্মিকতার পথ দিয়ে তোমাদের কাছে আসলেন, আর তোমরা তাঁর উপর বিশ্বাস করলে না; কিন্তু কর-আদায়কারী ও পতিতারা তাঁর উপর বিশ্বাস করলো; কিন্তু তোমরা তা দেখেও কোন অনুশোচনা করলে না ও তাঁর উপর বিশ্বাস করলে

[২১:২৩] প্রেরি ৪:৭; ৭:২৭। [২১:২৬] দে: মথি ১১:৯। [২১:২৮] পদ: ৩৩; মথি ২০:১। [২১:৩১] লুক ৭:২৯। [২১:৩১] লুক ৭:৫০। [২১:৩২] মথি ৩:১-১২। [২১:৩২] লুক ৩:১২, ১৩; ৭:২৯। [২১:৩২] লুক ৭:৩৬-৫০। [২১:৩২] লুক ৭:৩০।

অন্যান্য পুস্তকের অংশের আলোকে দেখতে হবে (৬:১০; যোহন ১৪:১৩-১৪; যাকোব ৪:৩)।

২১:২৭ আমরা জানি না। প্রধান পুরোহিতরা ছিল রাজনীতিবিদ, যারা রাজ নৈতিকভাবে ক্ষমতার বাইরে থাকা ফরীশীদের চেয়ে কম জনপ্রিয়, যাদেরকে জনতা ও রোমীয় কর্তৃপক্ষ উভয়ের স্বার্থের দিক চিন্তা করতে হত। তাদের মনে রাখতে হত, সিদ্ধান্ত দেয়ার সময় যেন জনগণের অসন্তোষ সৃষ্টি না হয় (২১:২৬)।

২১:২৮ বৎস, যাও, আজ আঙ্গুর-ক্ষেতে কাজ কর। পিতা সন্তানকে আঙ্গুর-ক্ষেতে কাজ করতে

যেতে বললেন, এটা স্বাভাবিক। কোন সন্তান যেতে অস্বীকার করার অর্থ যিহূদী নৈতিক দায়িত্বে আঘাত করা এবং এই অবাধ্যতা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করার পর যেতে ব্যর্থ হওয়া অধিকতর অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য; এই রকম সন্তান নিজের পিতার কাছে করা প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গেছে। যে সন্তান যেতে অস্বীকার করে, কিন্তু পরে পরিত্রাণভাবে অনুতপ্ত হয়, সে অধিকতর ভাল কাজ করলো (যিহি ১৮:২১-২৪)।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২১ অধ্যায়

না।

### দুষ্ট কৃষকদের দৃষ্টান্ত

৩৩ আর একটি দৃষ্টান্ত শোন; এক জন গৃহকর্তা ছিলেন, তিনি আঙ্গুরের ক্ষেত প্রস্তুত করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন ও তার মধ্যে আঙ্গুর-কুণ্ড খনন করলেন এবং উঁচু পাহারা-ঘর নির্মাণ করলেন; পরে কৃষকদেরকে তা জমা দিয়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। ৩৪ আর ফলের সময় সন্নিহিত হলে তিনি নিজের ফল গ্রহণ করার জন্য কৃষকদের কাছে তাঁর দাসদেরকে প্রেরণ করলেন। ৩৫ তখন কৃষকেরা তাঁর দাসদেরকে ধরে এক জনকে প্রহার করলো, অন্য এক জনকে বধ করলো, আরেকজনকে পাথর মারলো। ৩৬ আবার তিনি প্রথম বারের চেয়ে আরও বেশি দাস প্রেরণ করলেন; তাদের প্রতিও তারা সেই মত ব্যবহার করলো। ৩৭ অবশেষে তিনি তাঁর পুত্রকে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন, বললেন, তারা আমার পুত্রকে সম্মান করবে। ৩৮ কিন্তু কৃষকেরা পুত্রকে দেখে পরস্পর বললো, এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী, এসো, আমরা একে হত্যা করে এর অধিকার হস্তগত করি। ৩৯ পরে তারা তাঁকে ধরে আঙ্গুর-ক্ষেতের বাইরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করলো। ৪০ অতএব আঙ্গুর-ক্ষেতের কর্তা যখন আসবেন, তখন সেই কৃষকদেরকে কি করবেন? ৪১ তারা তাঁকে বললো, সেই দুষ্টদেরকে নিদারুণভাবে বিনষ্ট করবেন এবং সেই ক্ষেত এমন অন্য কৃষকদেরকে জমা দেবেন, যারা ফলের সময়ে তাঁকে ফল দেবে।

[২১:৩৩] গীত ৮০:৮। [২১:৩৩] যিশা ৫:১-৭। [২১:৩৩] মথি ২৫:১৪, ১৫। [২১:৩৪] মথি ২২:৩। [২১:৩৫] ২বংশা ২৪:২১; মথি ২০:৩৪, ৩৭; ইব্রী ১১:৩৬, ৩৭। [২১:৩৬] মথি ২২:৪। [২১:৩৮] ইব্রী ১:২। [২১:৩৮] দে: মথি ১২:১৪। [২১:৩৮] গীত ২:৮। [২১:৪১] মথি ৮:১১, ১২। [২১:৪১] দে: প্রেরি ১৩:৪৬।

২১:৩৩ উঁচু পাহারা-ঘর। আঙ্গুর-ক্ষেত পাহারা দেওয়ার জন্য নির্মিত উঁচু ঘর, বিশেষভাবে যখন আঙ্গুর পেকে যায়। এটি ছিল এক ধরনের উঁচু কার্ঠের প্ল্যাটফর্ম, যা ১৫ ফুট উঁচু এবং ৩৬ বর্গ ফুট আকৃতির হত।

অন্য দেশে চলে গেলেন। রোমান সাম্রাজ্যের গ্রামগুলোর অধিকাংশ জমি ধনবান ভূমি-মালিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত এবং সেখানকার আয় তাদের অবসর সময় কাটানোতে সাহায্য করতো। তাদের জমির দেখাশুনা করতো ভাড়াটিয়া কৃষক বা মজুর, কিন্তু মাঝে মাঝে দাসদের দ্বারা তা করা হত। মালিকরা সাধারণত অনেক দূরে শহরে থাকত এবং তাদের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ তেমন থাকতো না। এই দৃষ্টান্তে মালিককে দয়ালু হিসেবে দেখানো হচ্ছে।

২১:৩৪ দাসদেরকে প্রেরণ করলেন। ভূমির মালিকদের ভাড়াটিয়াদের উপর জোর খাটানোর মত সামাজিক ও আইনগত ক্ষমতা ছিল; খারাপ ভাড়াটিয়াদের শাস্তা করার জন্য কারও কারও পোষা গুন্ডা ছিল। এখানে ভাড়াটিয়াদের বেশি ক্ষমতাবান বলে দেখানো হচ্ছে। কৃষকেরা হচ্ছে যিহুদী জাতি বা তাদের নেতৃবর্গ। দাস বলতে পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের কথা বলা হচ্ছে, যাদের অনেককেই হত্যা করা হয়েছে। পুত্র বলতে যীশু খ্রীষ্টকে বলা হচ্ছে, যিনি ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

২১:৪১ অন্য কৃষক। পরজাতীয়রা, যাদের কাছে প্রেরিত পৌল গিয়েছিলেন, যখন যিহুদীরা অধিকাংশ সময়ে সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করেছিল (প্রেরিত ১৩:৪৬; ১৮:৬)। দ্বিতীয় শতকের দিকে মণ্ডলী প্রায় সম্পূর্ণরূপে

### মথি লিখিত সুসমাচার : ২১ অধ্যায়

<sup>৪২</sup> যীশু তাদেরকে বললেন, তোমরা কি কখনও পবিত্র শাস্ত্রে পাঠ কর নি, “যে পাথরটি রাজমিস্ত্রীরা অগ্রাহ্য করেছে, তা-ই কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠলো; তা প্রভু থেকেই হয়েছে আর তা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত লাগে”? <sup>৪৩</sup> এজন্য আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেওয়া যাবে এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তার ফল দেবে। <sup>৪৪</sup> আর এই পাথরের উপরে যে পড়বে, সে ভেঙ্গে যাবে; কিন্তু এই পাথর যার উপরে পড়বে, তাকে চূরমার করে ফেলবে।

<sup>৪৫</sup> তাঁর এসব দৃষ্টান্ত শুনে প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা বুঝলো যে, তিনি তাদেরই বিষয় বলছেন। <sup>৪৬</sup> আর তারা তাঁকে ধরতে চেষ্টা করলো, কিন্তু লোকসাধারণকে ভয় করাতো তা করলো না, কেননা লোকে তাঁকে ভাববাদী বলে মান্য করতো।

[২১:৪২] গীত ১১৮:২২, ২৩; দে: প্রেরি ৪:১১। [২১:৪৩] মথি ৮:১২। [২১:৪৪] দে: লূক ২:৩৪। [২১:৪৬] দে: পদ: ১১, ২৬।

অযিহূদীদের থেকে আসা বিশ্বাসীদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল।

**২১:৪৩ ঈশ্বরের-রাজ্য।** ঈশ্বরের-রাজ্য বা স্বর্গ-রাজ্য একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ঈশ্বরের রাজ্যের মূল অর্থ হল ঈশ্বর বা স্বর্গ যেখানে শাসন করেন বা রাজত্ব করেন। ঈশ্বর যখন আমাদের উপর রাজত্ব করে তখন আমাদের মধ্যেই ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিয়মান হয়।

কেড়ে নেওয়া যাবে। অর্থাৎ দুষ্টলোকরূপে বর্ণিত ধর্মীয় শিক্ষক ও ফরীশীদের থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য এক জাতিকে দেয়া হবে, অর্থাৎ যে কোন লোকগোষ্ঠীকে, যারা পরিত্রাণের ফল আনবে। এ পুস্তকের অংশ শিক্ষা দেয় যে, অবিশ্বাসী ধর্মীয় শিক্ষক ও ফরীশীরা পুত্রকে প্রত্যাখান করার কারণে পরিত্রাণ পাবে না। অন্যান্যরা যারা পরিত্রাণের ফল দেখাবে, তারা তাদের স্থান নেবে। এ যুগে বা ভবিষ্যৎ সহস্রাব্দে, কোন সময়েই ঈশ্বরের রাজ্যের একচ্ছত্র অধিকার ইস্রায়েল বা পরজাতির নয়।

**২১:৪৪ পাথর।** পাথর হিসেবে যীশু খ্রীষ্টকে ত্রিমুখী উপায়ে প্রকাশ করা হয়েছে:

- ◆ ইস্রায়েলের কাছে যীশু খ্রীষ্ট মহিমাম্বিত নন, কিন্তু দাসরূপ ব্যাঘাতজনক পাথর ও আঘাতের পাথর (যিশা ৮:১৪-১৫; রোমীয় ৯:৩২-৩৩; ১ করি ১:২৩; ১ পিতর ২: ৮)।
- ◆ মণ্ডলীর কাছে যীশু খ্রীষ্ট ভিত্তিপ্তস্তর ও কোণের প্রধান প্তস্তর (১ করি ৩:১১; ইফি ২:২০-২২; ১ পিতর ২:৪-৫)।
- ◆ অযিহূদী জগতের শক্তির কাছে (লূক ২১:২৪; প্রকা ১৬:১৯) যীশু খ্রীষ্ট ধ্বংসকারী ও চূর্ণকারী পাথর (দানি ২: ৩৪)।

ইস্রায়েল জাতি যীশু খ্রীষ্টের উপর হোঁচট খেয়েছে; মণ্ডলী যীশু খ্রীষ্টের উপর গাথা; পরজাতি বিশ্ব যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা চূর্ণ হবে।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২১ অধ্যায়

### মথি ২১ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগে বিজয়ীর বেশে যিরূশালেমে প্রবেশের মাধ্যমে প্রভু যীশু তাঁর জীবনের শেষ সপ্তাহটি শুরু করেছিলেন (মথি ২১:১-১১), এবং নাটকীয় কর্মকাণ্ডের মত মন্দিরে অবস্থানরত টাকা-পয়সা বদলকারীদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন (মথি ২১:১২-১৭)। তিনি ফলহীন ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন (মথি ২১:১৮-২২)। ফলে ধর্মীয় নেতাদের পক্ষ থেকে, এই ধরনের কাজের জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর ক্ষমতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল (মথি ২০:২৩-২৭) এবং এর উত্তরে, প্রভু যীশু দুই ছেলে (মথি ২১:২৮-৩২) ও আংগুর ক্ষেতের দৃষ্ট চাষীদের দৃষ্টান্ত বলেছিলেন (মথি ২১:৩৩-৪৬) এবং তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে এই দৃষ্টান্তগুলো বলেছিলেন। এই অধ্যায়ে লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— বিজয়ীর বেশে প্রভু যীশুর যিরূশালেমে প্রবেশের তাৎপর্য, মন্দিরে চলমান অবমাননাকর বিষয়গুলোর পরিস্কারকরণ, ফলহীন ডুমুর গাছকে অভিশাপ দেয়া এবং প্রভু যীশু এবং ধর্মীয় নেতাদের মাঝে দ্বন্দ।

### মথি ২১ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. শিষ্যদের কেন গ্রামে পাঠানো হল? (২ পদ)
২. কেউ যদি জিজ্ঞেস করে এটা কার লাগবে তাহলে তারা কি উত্তর দেবে? (৩ পদ)
৩. কেন এটা করা হল? (৪,৫ পদ)
৪. যীশু যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন লোকেরা কি করেছিল? (৮,৯ পদ)
৫. উনি কে সেই বিষয়ে লোকেরা কি বললো? (১১ পদ)
৬. যীশু উপাসনা ঘরে কি করলেন? (১২ পদ)
৭. তিনি কেন এটা করলেন? (১৩ পদ)
৮. এইসব দেখে ধর্ম-শিক্ষকদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? (১৫ পদ)
৯. ডুমুর গাছের ঘটনাটিতে কি হয়েছিল? (১৮-২০ পদ)
১০. যদি শিষ্যেরা বিশ্বাস করে তবে তার ফলাফল কি হবে? (২১,২২ পদ)
১১. প্রধান পুরোহিতেরা কি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন? (২৩ পদ)
১২. যীশু তাদের কি উত্তর দিলেন? (২৪,২৫ পদ)
১৩. কেন ফরীশীরা সেই সময় যীশুকে গ্রেফতার করলেন না? (৪৫ পদ)



## মথি লিখিত সুসমাচার : ২২ অধ্যায়

### বিয়ে ভোজের দৃষ্টান্ত

**২২** <sup>১</sup> যীশু আবার দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা বললেন, <sup>২</sup> তিনি তাদেরকে বললেন, স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন রাজার মত, যিনি তাঁর পুত্রের বিয়েভোজের আয়োজন করলেন। <sup>৩</sup> সেই ভোজে নিমন্ত্রণপ্রাপ্ত লোকদেরকে ডাকবার জন্য তিনি তাঁর দাসদেরকে প্রেরণ করলেন; কিন্তু তারা আসতে চাইল না। <sup>৪</sup> তাতে তিনি আবার অন্য দাসদেরকে প্রেরণ করলেন, বললেন, নিমন্ত্রণপ্রাপ্ত লোকদেরকে বল, দেখ, আমার ভোজ প্রস্তুত করেছে, আমার ঘাঁড়গুলো ও হুস্তপুস্ত পশুগুলো জবাই করা হয়েছে, সকলই প্রস্তুত; তোমরা বিয়ের ভোজে এসো। <sup>৫</sup> কিন্তু তারা অবহেলা করে কেউ নিজের ক্ষেতে, কেউ বা নিজের ব্যাপারে চলে গেল। <sup>৬</sup> অবশিষ্ট সকলে তাঁর দাসদেরকে ধরে অপমান করলো ও হত্যা করলো। <sup>৭</sup> তাতে রাজা ক্রুদ্ধ হলেন এবং সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে সেই হত্যাকারীদেরকে বিনষ্ট করলেন ও তাদের নগর পুড়িয়ে দিলেন। <sup>৮</sup> পরে তিনি তাঁর দাসদেরকে বললেন, বিয়ের ভোজ তো প্রস্তুত, কিন্তু ঐ নিমন্ত্রণপ্রাপ্ত লোকেরা এর যোগ্য ছিল না; <sup>৯</sup> অতএব তোমরা রাজপথের মাথায় মাথায় গিয়ে যত লোকের দেখা পাও, সকলকে বিয়ের ভোজে ডেকে আন। <sup>১০</sup> তাতে ঐ দাসেরা রাজপথে গিয়ে ভাল-মন্দ যত লোকের দেখা পেল, সকলকেই ডেকে নিয়ে আসল, তাতে বিয়ে-বাড়ি অতিথিদের দ্বারা পরিপূর্ণ হল।

<sup>১১</sup> পরে রাজা অতিথিদেরকে দেখবার জন্যে ভিতরে এসে এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, যার বিয়ের পোশাক ছিল না; <sup>১২</sup> তিনি তাকে বললেন, হে বন্ধু, তুমি কেমন করে

[২২:২] দে: মথি ১৩:২৪। [২২:৩] মথি ২১:৩৪। [২২:৪] মথি ২১:৩৬। [২২:৭] লূক ১৯:২৭। [২২:৯] যিহি ২১:২১। [২২:১০] মথি ১৩:৪৭, ৪৮। [২২:১২] মথি ২০:১৩; ২৬:৫০।

**২২:২ বিবাহ ভোজের।** ইস্রায়েলে বিবাহ ভোজ অনেক বড় আকারে হত। কোন কোন ধনী লোক পুরো শহরকে নিমন্ত্রণ দিত। ভোজে আসা অতিথিদের জন্য কিছু মূল্যবান সময় দেয়ার প্রতিশ্রুতি থাকতে হয়, কেননা যিহুদী বিবাহ ভোজ এক সপ্তাহ ধরে চলতো। এতে চাষীরা ক্ষেতে কাজ থাকায় আসতে পারত না। কিন্তু রাজার দ্বারা আমন্ত্রিত হওয়ার সম্মান এবং তাকে অসন্তুষ্ট করার ভয় অনেক বুদ্ধিমান অতিথিকে আসতে উৎসাহিত করতো। যাহোক, এখানে নিমন্ত্রণপ্রাপ্ত লোকেরা অভিজাত ভূমিমালিক, যাদের হাতে সময় ছিল (২২:৫)।

**২২:৬ অপমান করলো ও হত্যা করলো।** রাজার দাসদের সম্মান ও মর্যাদা মুক্ত বা স্বাধীন লোকদের চেয়ে বেশি ছিল। রাজকীয় প্রতিনিধিদের প্রতি খারাপ আচরণ করা রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমান ছিল। তবুও এ ধরনের

আচরণই ঈশ্বরের দাস ও সংবাদদাতা ভাববাদীরা পেয়েছিলেন।

**২২:৭ তাদের নগর পুড়িয়ে দিলেন।** শত্রুদের নগর ও গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া প্রচলিত সামরিক প্রথা ছিল। এখানে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেমের ধ্বংস সম্পর্কে এক ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

**২২:১১ যার বিয়ের পোশাক ছিল না।** সম্ভবত এমন কোন প্রথা চলে আসছিল যে, অতিথিদেরকে বিবাহ-বস্ত্র দেয়া নিমন্ত্রণকারীর দায়িত্ব ছিল। বিশেষ অর্থে এ ভোজে অতিথিদের জন্য তা আবশ্যিক ছিল, কেননা তাদের সরাসরি রাস্তা (৯-১০ পদ) থেকে আনীত হয়েছিল। বিবাহ-বস্ত্রের বিষয়ে নিজের না থাকার প্রশ্নে লোকটির ব্যর্থতা তাই নিমন্ত্রণকারীর জন্য অপমানজনক ছিল, যিনি পোশাক সরবরাহ করেছিলেন।

## মখি লিখিত সুসমাচার : ২২ অধ্যায়

বিয়ের পোশাক ছাড়া এখানে প্রবেশ করলে? সে এর কোন উত্তর দিতে পারল না। <sup>১৩</sup> তখন রাজা পরিচারকদেরকে বললেন, ওর হাত-পা বেঁধে ওকে বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও; সেখানে কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে। <sup>১৪</sup> বাস্তবিক অনেকে আহ্বানপ্রাপ্ত, কিন্তু অল্পই মনোনীত।

### খাজনা দেওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন

<sup>১৫</sup> তখন ফরীশীরা গিয়ে পরামর্শ করলো, কিভাবে তাঁকে কথার ফাঁদে ফেলতে পারে। <sup>১৬</sup> আর তারা হেরোদীয়দের সঙ্গে তাদের শিষ্যদেরকে দিয়ে তাঁকে বলে পাঠাল, গুরু, আমরা জানি, আপনি সত্য এবং সত্যরূপে ঈশ্বরের পথের বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন এবং আপনি কারো বিষয়ে ভীত নন, কেননা আপনি মানুষের মুখাপেক্ষা করেন না। <sup>১৭</sup> ভাল, আমাদেরকে বলুন, আপনার মত কি? কৈসরকে কি কর দেওয়া উচিত? <sup>১৮</sup> কিন্তু যীশু তাদের দুষ্টামি বুঝে বললেন, ভগুরা, আমার পরীক্ষা কেন করছো? <sup>১৯</sup> সেই করের মুদ্রা আমাকে দেখাও। তখন তারা তাঁর কাছে একটি দীনার আনলো। <sup>২০</sup> তিনি তাদেরকে বললেন, এই ছবি ও এই নাম কার? তারা বললো, সম্রাটের। <sup>২১</sup> তখন তিনি তাদেরকে বললেন, তবে সম্রাটের যা যা, সম্রাটকে দাও। আর ঈশ্বরের যা যা, ঈশ্বরকে দাও। <sup>২২</sup> এই কথা শুনে তারা আশ্চর্য জ্ঞান

[২২:১৩] দে: মখি ৮:১২। [২২:১৪] প্রকা ১৭:১৪। [২২:১৬] মার্ক ৩:৬। [২২:১৭] মখি ১৭:২৫। [২২:২১] রোমী ১৩:৭।

২২:১৩ ওর হাত-পা বেঁধে ... দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে। এ অভিব্যক্তি মারাত্মক শাস্তির কথা বর্ণনা করে। দৃষ্টান্তটির প্রথম অংশে (২-১০ পদ) ইস্রায়েল জাতি কর্তৃক ঈশ্বরকে প্রত্যাখান করার বিষয়ে বলা হয়েছে (২১:৪৩-৪৫)। পরবর্তী অংশে (১১-১৩ পদ) ব্যক্তিগত দায়িত্বের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিবাহ-বস্ত্র নিঃসন্দেহে ধার্মিকতা সম্পর্কে বলছে, যা অনুগ্রহশীল নিমন্ত্রণকারী ঈশ্বর সবার জন্য দেওয়ার আহ্বান জানান, যারা তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। ঈশ্বর আমন্ত্রণ পাওয়ার অনুপযুক্ত লোকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন এবং সাথে ধার্মিকতা দান করে থাকেন, যার কারণে তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

২২:১৪ অনেকে আহ্বানপ্রাপ্ত, কিন্তু অল্পই মনোনীত। সুসমাচারের আহ্বান সবার জন্য, কিন্তু পরিত্রাণ সবার জন্য নিরূপিত নয়। মণ্ডলীতে সবাই আসতে পারে, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টতে ধার্মিকতা ছাড়া পরিত্রাণ সম্ভব নয়।

২২:১৭ কর দেওয়া উচিত কিনা। ফরীশীরা ছিল তীব্র জাতীয়তাবাদী, যারা রোমীয় শাসনের

বিরোধিতা করেছিল, যখন ঘৃণিত হেরোদীয়রা তাদের নামের সার্থকতা নিরূপণ করার জন্য হেরোদের শাসনকে সমর্থন করেছিল। অথচ এখন ফরীশীরা হেরোদীয়দের সাহায্য কামনা করছে যীশু খ্রীষ্টকে তাঁর কথার ফাঁদে ফেলতে। চাটুকারিতায় তাঁকে নিশ্চপ্রভ করার চেষ্টা করে তারা তাদের প্রশ্ন ছুড়ে দিল। “কৈসরকে কর দেওয়া উচিত কি না?” (১৭ পদ)। যদি তিনি বলেন “না,” তাহলে হেরোদীয়রা তাঁকে রোমীয় শাসকের কাছে নিয়ে যাবে এবং রাস্ত্রদ্রোহিতার দোষে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। যদি তিনি বলেন “হ্যাঁ,” তাহলে ফরীশীরা তাঁকে তাঁর জাতির প্রতি অনমনীয় বলে লোকদের কাছে হেয় করবে।

২২:১৯ করের মুদ্রা। তৎকালীন প্রচলিত রোমীয় মুদ্রা (২০:২)। এর এক দিকে সম্রাট তিবিরিয়ের ছবি ও অন্যদিকে ল্যাটিন হস্তলিপি: “তিবিরিয় আগন্তু কৈসর, মরহুম আগন্তুর পুত্র।” মুদ্রাটি সম্রাট কৈসর কর্তৃক প্রণীত এবং তাঁর কাছে কর দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হত।

২২:২১ ঈশ্বরের যা যা, ঈশ্বরকে দাও। সম্রাট ও

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২২ অধ্যায়

করলো এবং তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।

### পুনরুত্থানের বিষয়ে প্রশ্ন

২৩ সেদিন সদ্বকীরা- যারা বলে পুনরুত্থান নেই- তাঁর কাছে আসল; ২৪ এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, গুরু, মোশি বলেছেন, কেউ যদি নিঃসন্তান হয়ে মারা যায়, তবে তার ভাই তার স্ত্রীকে বিয়ে করে আপন ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন করবে। ২৫ ভাল, আমাদের মধ্যে সাতটি ভাই ছিল; আর জ্যেষ্ঠ ভাই বিয়ের পর মারা গেল এবং সন্তান না হওয়াতে আপন ভাইয়ের জন্য নিজের স্ত্রীকে রেখে গেল। ২৬ দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি সপ্তম জন পর্যন্ত সেই স্ত্রীকে বিয়ে করলো। ২৭ সকলের শেষে সেই স্ত্রীও মারা গেল। ২৮ অতএব পুনরুত্থানে ঐ সাত জনের মধ্যে সে কার স্ত্রী হবে? সকলেই তো তাকে বিয়ে করেছিল।

২৯ উত্তরে যীশু তাদেরকে বললেন, তোমরা ভুল করছো, কারণ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম। ৩০ কেননা পুনরুত্থানে লোকে বিয়ে করে না এবং বিবাহিতাও হয় না, বরং স্বর্গে ঈশ্বরের দূতদের মত থাকে। ৩১ কিন্তু মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে ঈশ্বর তোমাদেরকে যা বলেছেন, তা কি তোমরা পাঠ কর নি? ৩২ তিনি বলেন, “আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর;” ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদের। ৩৩ এই কথা শুনে লোকেরা তাঁর শিক্ষায় চমৎকার জ্ঞান করলো।

### সবচেয়ে মহৎ আদেশ

৩৪ ফরীশীরা যখন শুনতে পেল, তিনি সদ্বকীদেরকে নিরন্তর করেছেন, তখন তারা একসঙ্গে এসে জুটলো। ৩৫ আর তাদের মধ্যে এক জন ধর্ম-শিক্ষক যীশুকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞাসা করলো, ৩৬ গুরু, ব্যবস্থার মধ্যে কোন্ আদেশটি মহৎ? ৩৭ তিনি তাকে বললেন, “তোমার সমস্ত অন্তর, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করবে,” ৩৮ এটি মহৎ ও প্রথম আদেশ। আর দ্বিতীয়টি এর মত; ৩৯ “তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত প্রেম করবে।” ৪০ এই দু’টি আদেশে সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদীদের গ্রন্থও ঝুলছে।

[২২:২২] মার্ক ১২:১২। [২২:২৩] দে: প্রেরি ৪:১। [২২:২৩] প্রেরি ২৩:৮; ১করি ১৫:১২। [২২:২৪] দ্বি:বি ২৫:৫, ৬। [২২:২৯] যোহন ২০:৯। [২২:৩০] মথি ২৪:৩৮। [২২:৩২] যাক্রা ৩:৬; প্রেরি ৭:৩২। [২২:৩৩] দে: মথি ৭:২৮। [২২:৩৪] দে: প্রেরি ৪:১। [২২:৩৫] লুক ৭:৩০; ১০:২৫; ১১:৪৫; ১৪:৩। [২২:৩৭] দ্বি:বি ৬:৫। [২২:৩৯] লেবী ১৯:১৮; দে: মথি ৫:৪৩। [২২:৪০] মথি ৭:১২; লুক ১০:২৫-২৮।

ঈশ্বরের মধ্যে পরিস্কারভাবে পার্থক্য দেখানোর জন্য এ কথা বলা হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট মিথ্যা দেবতা ও প্রতিমা পূজার দাবীর প্রতিবাদও করেছেন, যা মুদ্রার উপর লেখা ছিল।

২২:২৪ মোশি বলেছেন। যীশু খ্রীষ্ট যখন সদ্বকীদের সাথে বিতর্ক করেছিলেন, সে সময় তিনি পঞ্চপুস্তক থেকে উদ্ধৃত করেন, যেহেতু সেখানে তাদের জন্য বিশেষ আদেশ ছিল (মার্ক ১২:১৮)। এখানে মৃত বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যবস্থার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে,

যা বিধবাদের অধিকার রক্ষা করতে এবং পরিবারের বংশধারা বজায় রাখতে প্রণয়ন করা হয়েছিল (দ্বি:বি. ২৫:৫-৬)।

২২:৩৭-৩৯ প্রেম করবে। গ্রীক ক্রিয়া ফিলেও নয়, যা বন্ধুত্ব সুলভ মমতা বোঝায়, বরং এর গ্রীক ক্রিয়া আগাপে, অর্থাৎ ভক্তির প্রতিশ্রুতি, যা স্বেচ্ছায় উৎসারিত হয়, কর্তব্যরূপে নির্দেশিত হয়ে নয়।

২২:৪০ আইন-কানুন এবং ভাববাদীদের পুস্তক। সম্পূর্ণ পুরাতন নিয়ম (৫:১৭)।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২২ অধ্যায়

### দায়ূদের পুত্রের বিষয়ে প্রশ্ন

<sup>৪১</sup> আর ফরীশীরা একত্র হলে যীশু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, <sup>৪২</sup> খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমাদের কি মনে হয়, তিনি কার সন্তান? তারা বললো, দায়ূদের সন্তান। <sup>৪৩</sup> তিনি তাদেরকে বললেন, তবে দায়ূদ কিভাবে আত্মার আবেশে তাঁকে প্রভু বলেন? তিনি বলেন—  
<sup>৪৪</sup> “প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, তুমি আমার ডানদিকে বস, যতদিন আমি তোমার শত্রুদেরকে তোমার পদতলে না রাখি।” <sup>৪৫</sup> অতএব দায়ূদ যখন তাঁকে প্রভু বলেন, তখন তিনি কিভাবে তাঁর সন্তান? <sup>৪৬</sup> তখন কেউ তাঁকে কোন উত্তর দিতে পারল না; আর সেদিন থেকে তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে কারো সাহস হল না।

[২২:৪২] দে: মথি ৯:২৭। [২২:৪৪] গীত ১১০:১; ১রাজা ৫:৩; প্রেরি ২:৩৪, ৩৫; ১করি ১৫:২৫; ইব্রী ১:১৩; ১০:১৩।  
[২২:৪৬] মার্ক ১২:৩৪; লুক ২০:৪০।

### মথি ২২ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু ধর্মীয় নেতাদেরকে লক্ষ্য করে বিয়ের ভোজের উপর তাঁর তৃতীয় গল্পটি বলেছিলেন (মথি ২২:১-১৪)। তারা চক্রান্তকারী দলের মত করে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে প্রভু যীশুকে বিভ্রান্ত করতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। ফরীশীরা এবং হেরোদীয়রা সম্রাট কৈসারকে কর দেয়ার বিষয়ে যীশুকে প্রশ্ন করেছিলেন (মথি ২২:১৫-২২)। সদ্বৃকীরা তাঁর সামনে মৃতদের বেঁচে ওঠার বিরুদ্ধে একটি যুক্তি তুলে ধরেছিলেন (মথি ২২:২৩-৩৩) এবং মোশির আইন-কানূনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদেশ কোন্টি, তা এক জন ধর্ম-শিক্ষক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন (মথি ২২:৩৪-৪০)। প্রভু যীশু তাঁদেরকে সহজেই উত্তর দেয়ার পর, রাজা দায়ূদের বংশধর হিসেবে খ্রীষ্টের বিষয়ে তাঁর নিজের একটি প্রশ্ন তুলে ধরার মাধ্যমে তাঁদেরকে চূপ করিয়েছিলেন (মথি ২২:৪১-৪৬)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল—অনেককেই আহ্বান করা হয়, কিন্তু মনোনীতের সংখ্যা কম। কর প্রদান, মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠা এবং গুরুত্বপূর্ণ আদেশ। কিভাবে খ্রীষ্ট রাজা দায়ূদের বংশধর এবং তাঁর (রাজা দায়ূদের) প্রভু সেই বিষয়ে যীশুর প্রশ্ন।

### মথি ২২ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. বিয়ের ভোজের গল্পটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করুন। (১-১৪ পদ)
২. ফরীশীরা কি করার চেষ্টা করছিলেন? (১৫ পদ)
৩. তারা তাঁকে কি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন? (১৭ পদ)
৪. যীশুর উত্তর কি ছিল? (২১ পদ)
৫. সদ্বৃকীরা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসটি অস্বীকার করে? (২৩ পদ)
৬. তাঁরা যীশুকে যে উদাহরণটি দিয়েছিল তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (২৪-২৮ পদ)

মথি লিখিত সুসমাচার : ২৩ অধ্যায়

৭. যীশু স্বর্গের বিষয়ে কি প্রকাশ করেছিলেন? (৩০ পদ)
৮. লোকদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? (৩৩ পদ)
৯. সবচেয়ে বড় আদেশ কোনটি? (৩৭, ৩৮ পদ)
১০. দ্বিতীয় দরকারী আদেশ কোনটি? (৩৯ পদ)
১১. তাঁর প্রশ্ন করার পরে লোকেরা কি করা বন্ধ করে দিয়েছিল? (৪১-৪৬ পদ)

ফরীশীদের ও ধর্ম-শিক্ষকদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের অনুযোগ

**২৩** <sup>১</sup>তখন যীশু লোকদেরকে ও নিজের শিষ্যদেরকে বললেন, <sup>২</sup>ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা মোশির আসনে বসে। <sup>৩</sup>অতএব তারা তোমাদেরকে যা কিছু বলে, তা পালন করো, মান্য করো, কিন্তু তাদের কাজের মত কাজ করো না; কেননা তারা বলে, কিন্তু করে না। <sup>৪</sup>তারা ভারী ভারী বোঝা বেঁধে লোকদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়, কিন্তু নিজেরা আঙ্গুল দিয়েও তা সরাতে চায় না। <sup>৫</sup>তারা লোককে দেখাবার জন্যই তাদের সমস্ত কাজ করে; কেননা তারা নিজেদের কবচ প্রশস্ত করে এবং চাদরের খোপ বড় করে, <sup>৬</sup>আর ভোজে প্রধান স্থান, সমাজ-গৃহে প্রধান প্রধান আসন, <sup>৭</sup>হাটে বাজারে মঙ্গলবাদ এবং লোকের কাছে রব্বি [গুরু] বলে সম্ভাষণ— এসব ভালবাসে। <sup>৮</sup>কিন্তু তোমাদেরকে ‘রব্বি’ বলে ডাকুক তা চেয়ো না, কারণ তোমাদের ‘রব্বি’ এক জন এবং তোমরা সকলে ভাই ভাই। <sup>৯</sup>আর পৃথিবীতে কাউকেও ‘পিতা’ বলে সম্বোধন করো না, কারণ তোমাদের পিতা এক জন, তিনি সেই স্বর্গে আছেন। <sup>১০</sup>তোমাদেরকে ‘নেতা’ বলে ডাকুক তা চেয়ো না, কারণ তোমাদের

[২৩:২] ইয়ী ৭:৬, ২৫। [২৩:৪] লুক ১১:৪৬; শেরি ১৫:১০; গালা ৬:১৩। [২৩:৫] মথি ৬:১, ২, ৫, ১৬। [২৩:৫] যাত্রা ১৩:৯; দ্বি:বি ৬:৮। [২৩:৫] গণনা ১৫:৩৮; দ্বি:বি ২২:১২। [২৩:৬] লুক ১১:৪৩; ১৪:৭; ২০:৪৬। [২৩:৭] পদ: ৮; মথি ২৬:২৫, ৪৯; মার্ক ৯:৫; ১০:৫১; যোহন ১:৩৮, ৪৯; ৩:২, ২৬; ২০:১৬। [২৩:৯] মালা ১:৬; মথি ৬:৯; ৭:১১।

**২৩:২** মোশির আসনে বসে। ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা আইন-কানূনের শিক্ষকরূপে মোশির অনুমোদিত উত্তরসূরী।

**২৩:৫** কবচ। এক ধরনের ছোট তাবিজ আকৃতির বাস্ত্র; এসব বাস্ত্র কপালে ও বাহুতে পরা হত, যার ভেতরে চারটি পুস্তকের অংশ থাকত (যাত্রা ১৩:১১-১৬; দ্বি.বি. ১১:১৩-২১)।

**২৩:৬** প্রধান আসন। মন্দিরের স্থাপত্য মানসম্পন্ন হওয়ার পূর্বে এ সময়ে সম্ভবত সবচেয়ে প্রধান আসনগুলো আলাদা আলাদা ছিল। প্রথম শতাব্দীর মন্দিরে পদমর্যাদা অনুসারে ভিন্নতা দেখা যায় না। কিন্তু সম্মানিত আসনগুলো দৃশ্যনীয় স্থানে, সম্ভবত আইন-কানুন

পাঠ করার জন্য যে প্ল্যাটফর্ম বা পুলপিট রয়েছে, সেখানে ছিল। সেখানে শ্রোতারা নিচে পাটিতে বসতো এবং বিশেষ অতিথিদের আসন দেওয়া হত। কুমরান কমিউনিটি, মহাসভায় ও রব্বিদের শিক্ষালয়ে পদ অনুসারে বসতে দেয়া হত।

**২৩:৭** রব্বি। শাব্দিক অর্থ গুরু বা “আমার বড় জন”। অতীতের মহান রব্বিদের বেলায় প্রধানত “পিতা” শব্দটি ব্যবহৃত হত।

**২৩:৮-১০** ‘নেতা’ বলে ডাকুক ... তা চেয়ো না। অহঙ্কার জিইয়ে রেখে সম্মানজনক উপাধি লাভের জন্য আশা করার বিরুদ্ধে এই সতর্ক বার্তা প্রদান করা হয়েছে। অবশ্যই এরূপ আদেশ প্রয়োগ করতে আমাদের উচিত

### মথি লিখিত সুসমাচার : ২৩ অধ্যায়

নেতা এক জন, তিনি খ্রীষ্ট। <sup>১১</sup> কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, সে তোমাদের পরিচারক হবে। <sup>১২</sup> আর যে কেউ নিজেকে উঁচু করে, তাকে নত করা যাবে; আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উঁচু করা যাবে।

<sup>১৩</sup> কিন্তু, হ্যাঁ ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ডরা, ধিক্ তোমাদেরকে! কারণ তোমরা মানুষের সম্মুখে স্বর্গ-রাজ্য রুদ্ধ করে থাক; <sup>১৪</sup> নিজেরাও তাতে প্রবেশ কর না এবং যারা প্রবেশ করতে আসে, তাদেরকেও প্রবেশ করতে দাও না।

<sup>১৫</sup> হ্যাঁ, ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ডরা, ধিক্ তোমাদেরকে! কারণ এক জনকে যিহূদী-ধর্মাবলম্বী করার জন্য তোমরা সাগরে ও স্থলে পরিভ্রমণ করে থাক; আর যখন কেউ তোমাদের ধর্ম-মতে আসে তখন তাকে তোমাদের চেয়ে দ্বিগুণ নারকীয় করে তোল।

<sup>১৬</sup> হ্যাঁ, অন্ধ পথ-প্রদর্শকেরা, ধিক্ তোমাদেরকে! তোমরা বলে থাক, কেউ মন্দিরের দিব্য করলে তা কিছুই নয়, কিন্তু যে কেউ মন্দিরস্থ সোনার দিব্য করলো, সে আবদ্ধ হল।

<sup>১৭</sup> মূড়েরা ও অন্ধেরা, বল দেখি, কোনটি শ্রেষ্ঠ? সোনা না সেই মন্দির, যা সোনাকে পবিত্র করেছে? <sup>১৮</sup> আরও বলে থাক, কেউ বেদির দিব্য করলে তা কিছুই নয়, কিন্তু যে কেউ তার উপরিস্থ উপহারের দিব্য করলো, সে আবদ্ধ হল। <sup>১৯</sup> হ্যাঁ অন্ধেরা, বল দেখি, কোনটি শ্রেষ্ঠ? উপহার, না সেই বেদি, যা উপহারকে পবিত্র করে? <sup>২০</sup> যে ব্যক্তি বেদির দিব্য করে, সে তো বেদির ও তার উপরিস্থ সমস্ত কিছুরই দিব্য করে। <sup>২১</sup> আর যে মন্দিরের দিব্য করে, সে মন্দিরের এবং যিনি সেখানে বাস করেন, তাঁরও দিব্য করে। <sup>২২</sup> আর যে স্বর্গের দিব্য করে, সে ঈশ্বরের সিংহাসনের এবং যিনি তাতে উপবিষ্ট, তাঁরও দিব্য করে।

<sup>২৩</sup> হ্যাঁ ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ডরা, ধিক্ তোমাদেরকে! কারণ তোমরা পুদিনা, মৌরি ও জিরার দশ ভাগের এক ভাগ দিয়ে থাক; আর ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর বিষয়-ন্যায়বিচার, করুণা ও বিশ্বাস- পরিত্যাগ করেছে; কিন্তু এসব পালন করা এবং ঐ সকলও

[২৩:১১] দে: মার্ক ৯:৩৫। [২৩:১২] ১শমূ ২:৮; গীত ১৮:২৭; হিতো ৩:৩৪; যিশা ৫৭:১৫; যিহি ২১:২৬; লূক ১:৫২; ১৪:১১। [২৩:১৩] পদ: ১৫, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯। [২৩:১৩] লূক ১১:৫২। [২৩:১৫] প্রেরি ২:১১; ৬:৫; ১৩:৪৩। [২৩:১৫] দে: মথি ৫:২২। [২৩:১৬] পদ: ২৪; যিশা ৯:১৬; মথি ১৫:১৪। [২৩:১৬] মথি ৫:৩৩-৩৫। [২৩:১৭] যাত্রা ৩০:২৯। [২৩:১৯] যাত্রা ২৯:৩৭। [২৩:২১] ১রাজা ৮:১৩; গীত ২৬:৮। [২৩:২২] গীত ১১:৪; মথি ৫:৩৪। [২৩:২৩] লেবী ২৭:৩০। [২৩:২৩] মীখা ৬:৮; লূক ১১:৪২।

অযৌক্তিক আক্ষরিকতা পরিহার করা।

**২৩:১৫ তোমাদের চেয়ে দ্বিগুণ নরকী।** আনুষ্ঠানিক পবিত্রকরণের জন্য দ্বিগুণ আত্মহী, যা অহঙ্কার ও মিথ্যা নিশ্চয়তা লালন করে এবং কোন পরিত্রাণ আনে না। ফরীশীদের এরূপ প্রচারকারী ছিল না, কিন্তু ইস্রায়েল দেশের বাইরে যিহূদী লোকদের মধ্যে অযিহূদীদেরকে ধর্মান্তরিত করার খুব আগ্রহ ছিল।

**২৩:২৩ পুদিনা, মৌরি ও জিরার দশ ভাগের**

এক ভাগ। যীশু খ্রীষ্ট আইন-কানূনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পালনের সমালোচনা করেন নি, কিন্তু তিনি তাদের ভণ্ডামির সমালোচনা করেন (৫:১৮-২০)। দশমাংশ দেওয়াতে ফরীশীদের কোন ভুল ছিল না, কিন্তু ন্যায়বিচার, করুণা ও বিশ্বাস তাদের মধ্যে ছিল না। তাই যীশু খ্রীষ্ট বলছেন, দশমাংশ দেওয়ার আগে নিজেদের ভেতরে ন্যায়বিচার, করুণা ও বিশ্বাস থাকতে হবে এবং পালন করতে হবে।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ২৩ অধ্যায়

পরিত্যাগ না করা, তোমাদের উচিত ছিল। <sup>২৪</sup> অন্ধ পথ-প্রদর্শকেরা, তোমরা মশা ছেকে ফেল, কিন্তু উট গিলে থাক।

<sup>২৫</sup> হ্যাঁ ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভগুরা, ধিক্ তোমাদেরকে! কারণ তোমরা পানপাত্র ও ভোজনপাত্রের বাইরেটা পরিষ্কার করে থাক, কিন্তু সেগুলোর ভিতরে দৌরাত্ম্য ও অন্যায়ে ভরা। <sup>২৬</sup> অন্ধ ফরীশী, আগে পানপাত্র ও ভোজনপাত্রের ভিতরটা পরিষ্কার কর, যেন তা বাহিরেও পরিষ্কার হয়।

<sup>২৭</sup> হ্যাঁ ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভগুরা ধিক্ তোমাদেরকে! কারণ তোমরা চুনকাম করা কবরের মত; তা বাইরে দেখতে সুন্দর বটে, কিন্তু ভিতরে মরা মানুষের অস্থি ও সব রকম অশুচিভায়া ভরা। <sup>২৮</sup> তেমনি তোমরাও বাইরে লোকদের কাছে ধার্মিক বলে দেখিয়ে থাক, কিন্তু ভিতরে তোমরা ভগ্নমি ও অধর্মে পরিপূর্ণ।

<sup>২৯</sup> হ্যাঁ ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভগুরা, ধিক্ তোমাদেরকে! কারণ তোমরা ভাববাদীদের কবর গেঁথে থাক এবং ধার্মিকদের সমাধি-স্তম্ভ শোভিত করে থাক, <sup>৩০</sup> আর বলে থাক, আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে থাকতাম, তবে ভাববাদীদের রক্তপাতে তাঁদের সহভাগী হতাম না। <sup>৩১</sup> এতে তোমরা নিজেদের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, যারা ভাববাদীদেরকে বধ করেছিল, তোমরা তাদেরই সন্তান। <sup>৩২</sup> তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যা গুরু করে গেছে এবার তা তোমরা পূর্ণ কর। <sup>৩৩</sup> সাপের দল, কালসাপের বংশেরা, তোমরা কেমন করে বিচারে নরকের ক্রোধ এড়াবে? <sup>৩৪</sup> এই কারণ দেখ, আমি তোমাদের কাছে ভাববাদী, বিজ্ঞ ও ধর্ম-শিক্ষকদেরকে প্রেরণ করবো, তাদের মধ্যে কতক জনকে তোমরা বধ করবে ও ক্রুশে দেবে, কতক জনকে তোমাদের সমাজ-গৃহে কশাঘাত করবে এবং এক নগর থেকে আর এক নগরে তাড়না করবে, <sup>৩৫</sup> যেন পৃথিবীতে যত ধার্মিক লোকের রক্তপাত হয়ে আসছে, সেসব তোমাদের উপরে বর্তে- ধার্মিক হেবলের রক্তপাত থেকে, বরখিয়ার পুত্র যে সখরিয়কে তোমরা মন্দিরের ও বেদির মধ্যস্থানে হত্যা করেছিলে,

[২৩:২৪] পদ: ১৬। [২৩:২৫] মার্ক ৭:৪। [২৩:২৫] লূক ১১:৩৯। [২৩:২৭] লূক ১১:৪৪; প্রেরি ২৩:৩। [২৩:২৯] লূক ১১:৪৭, ৪৮। [২৩:৩১] দে: মথি ৫:১২। [২৩:৩২] ১থি ২:১৬। [২৩:৩২] যিহি ২০:৪। [২৩:৩৩] মথি ৩:৭; ১২:৩৪। [২৩:৩৩] দে: মথি ৫:২২। [২৩:৩৪] ২বংশা ৩৬:১৫, ১৬; লূক ১১:৪৯। [২৩:৩৪] দে: মথি ১০:১৭। [২৩:৩৪] মথি ১০:২৩। [২৩:৩৫] আদি ৪:৮; ইব্রী ১১:৪। [২৩:৩৫] সখ ১:১। [২৩:৩৫] ২বংশা ২৪:২১।

২৩:২৪ মশা ছেকে ফেল, কিন্তু উট গিলে থাক।

গোঁড়া ফরীশীরা কাপড় দিয়ে তাদের পান করার পানি ছেকে নিত এটি নিশ্চিত হতে যে, তারা যেন মাছি গিলে না ফেলে, যে মাছি অশুচি প্রাণীদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম। কিন্তু রূপক অর্থে সে উট গিলে ফেলে, যা অশুচি প্রাণীর মধ্যে বৃহত্তম।

২৩:২৭ চুনকাম করা কবর। একজন ব্যক্তি কবরে পা দিলে সে আনুষ্ঠানিকভাবে অপবিত্র হয়ে পড়ে (গণনা ১৯:১৬), তাই কবর চুনকাম করে রাখা হত যেন সেগুলোকে দেখা যায়,

বিশেষভাবে রাতের বেলায়।

২৩:২৯ ভাববাদীদের কবর গেঁথে থাক। তৎকালীন যিহুদী সম্প্রদায় ভাববাদীদের ও ধার্মিকদের স্মৃতির উদ্দেশে সমাধি-স্তম্ভ তৈরি করতো।

২৩:৩৫ ধার্মিক হাবিলের ... রক্তপাত পর্যন্ত। হাবিলের হত্যাকাণ্ড আদি ৪:৮ পদে লেখা আছে এবং সখরিয়ের হত্যাকাণ্ডটি ২ বংশা ২৪:২০-২২ পদে রয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট এখানে পুরাতন নিয়মে হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ২৩ অধ্যায়

তাঁর রক্তপাত পর্যন্ত। ৩৬ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, এই কালের লোকদের উপরে এ সবই বর্তিবে।

#### যিরূশালেমের জন্য দুঃখ প্রকাশ

৩৭ হ্যাঁ যিরূশালেম, যিরূশালেম, তুমি ভাববাদীদেরকে হত্যা করে থাক ও তোমার কাছে যারা প্রেরিত হয়, তাদেরকে পাথর মেরে থাক! পাথির মা যেমন তার বাচ্চাদেরকে পাথর নিচে একত্র করে, তেমনি আমিও কত বার তোমার সন্তানদেরকে একত্র করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না। ৩৮ দেখ, তোমাদের বাড়ি তোমাদের জন্য উৎসন্ন হয়ে পড়ে থাকবে। ৩৯ কেননা আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা এখন থেকে আমাকে আর দেখতে পাবে না, যে পর্যন্ত না বলবে, “ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন!”

[২৩:৩৬] মথি ১০:২৩; ২৪:৩৪; লূক ১১:৫০, ৫১। [২৩:৩৭] ২বংশা ২৪:২১; দে: মথি ৫:১২। [২৩:৩৭] গীত ৫৭:১; ৬১:৪; যিশা ৩১:৫। [২৩:৩৮] ১রাজা ৯:৭, ৮; যির ২২:৫। [২৩:৩৯] গীত ১১৮:২৬; মথি ২১:৯।

২৩:৩৭ পাথির মা যেমন ... একত্র করে। যিহুদী প্রচলিত মত দাবী করতো যে, যিহুদী লোকেরা ঈশ্বরের পক্ষের নিচে অবস্থান করে এবং যখন তারা কোন অযিহুদীকে ধর্মান্তরিত করে, তাকেও তারা ঈশ্বরের পক্ষের আশ্রয়ের নিচে আনে। পুরাতন নিয়মেও ঈশ্বরকে ঈগলের সাথে তুলনা করা হয়েছে (যাত্রা ১৯:৪; দ্বি.বি. ৩২:১১), যিনি ইস্রায়েলকে তাঁর পক্ষের আশ্রয়ের অধীনে রেখে রক্ষা করেছেন (গীত ১৭:৮; ৩৬:৭; ৫৭:১; ৬১:৪; ৬৩:৭; ৯১:৪) এবং একইভাবে ইস্রায়েলের শত্রুদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন (যির ৪৯:২২)। এটি ঈশ্বরের লোকদের জন্য তাঁর ভালবাসার একটি

শব্দালঙ্কার। যীশু খ্রীষ্ট নিজে এই স্বর্গীয় ভূমিকা পূরণ করেছেন।

২৩:৩৯ যে পর্যন্ত। লক্ষ্য করুন, তিনটি “পর্যন্ত” বা “যে পর্যন্ত না” উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইস্রায়েলের জন্য অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে আসবে:

- ◆ ইস্রায়েলকে অবশ্যই বলতে হবে, “ধন্য তিনি”;
- ◆ পরজাতি বিশ্ব শক্তিকে এর ধারায় অবশ্যই চলতে হবে; এবং
- ◆ পরজাতি ও যিহুদী জাতির মধ্য থেকে মনোনীতদেরকে অবশ্যই মণ্ডলীতে আনা হবে (প্রেরিত ১৫:১৩-১৮)। এরপরে “সিয়োন থেকে পরিদ্রাণকর্তা আসবেন”।

#### মথি ২৩ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রশ্ন করার মাধ্যমে প্রভু যীশুকে পর্যুদস্ত করতে না পারায় চুপ হয়ে যাওয়া ধর্মীয় নেতাদেরকে সাথে নিয়ে প্রভু যীশু ধারাবাহিকভাবে দক্ষকারী তিরস্কারের দ্বারা ধর্ম-শিক্ষকদের এবং ফরীশীদের ভন্ডামীর বিরুদ্ধে নিন্দা জানিয়েছিলেন (মথি ২৩:১-৩৬)। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও যিরূশালেমের লোকদের জন্য দুঃখ করার মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছিল (মথি ২৩:৩৭-৩৯)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— ধর্ম-শিক্ষকদের ও ফরীশীদের ভন্ডামী, নিজস্ব মতাদর্শের প্রত্যাখান এবং যিরূশালেমের পতন নিয়ে প্রভু যীশুর দুঃখ প্রকাশ।



## মথি লিখিত সুসমাচার : ২৪ অধ্যায়

### মথি ২৩ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. ফরীশীদের শিক্ষার প্রতি যীশুর শিষ্যদের প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত? (৩ পদ)
২. ফরীশীরা কেন ভাল কাজ করে থাকেন? (৫ পদ)
৩. ফরীশীরা কি ভালবাসেন? (৬, ৭)
৪. কাকে “গুরু” বলে ডাকা উচিত? (৮ পদ)
৫. কাকে “পিতা” বলে ডাকা উচিত? (৯ পদ)
৬. কে সবচেয়ে বড়? (১১ পদ)
৭. কাকে উঁচু করা হবে? (১২ পদ)
৮. কি কি বিষয়ে যীশু ফরীশীদের অভিযোগ করেছিলেন? (১৩-১৯ পদ)
৯. কিসের সাথে ফরীশীদের তুলনা করা হয়েছে? (২০-২৭ পদ)
১০. যেসব ভাববাদীদের পাঠানো হবে তাদের বিষয়ে যীশু কি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন? (৩৪ পদ)
১১. যীশুকে আবার কখন দেখা যাবে? (৩৯ পদ)

### যিরূশালেমের ধ্বংসের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

**২৪**<sup>১</sup> পরে যীশু মন্দির থেকে বের হয়ে চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে মন্দিরের গাঁথনিগুলো দেখাবার জন্য কাছে আসলেন।<sup>২</sup> কিন্তু উত্তরে তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা কি এসব দেখছো না? আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, এই স্থানের একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকবে না, সমস্তই ভূমিস্যাৎ হবে।

### যুগের শেষের চিহ্ন

<sup>৩</sup> পরে তিনি জৈতুন পর্বতের উপরে বসলে শিষ্যেরা গোপনে তাঁর কাছে এসে বললেন, আমাদেরকে বলুন দেখি, এসব ঘটনা কখন হবে? আর আপনার আগমনের এবং যুগান্তের

[২৪:২] লুক ১৯:৪৪ । [২৪:৩] দে: মথি ২১:১ । [২৪:৩] দে: লুক ১৭:৩০ । [২৪:৩] মথি ১৩:৩৯; ২৮:২০ ।

**২৪:২** একখানি পাথর ... থাকবে না। ৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিকভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন সম্রাট টাইটাসের অধীনে রোমীয়রা যিরূশালেম নগরী ও মন্দির সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। এমনকি যে সব জিনিস স্বর্ণের পাত মোড়ানো ছিল, সেগুলোও আগুনে গলে গলে পড়েছিল। ভূমিস্যাৎ হবে। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে খননের সময়

বহু সংখ্যক পাথর এমনই অবস্থায় পাওয়া যায়; আক্রমণকারীদের আঘাতে এগুলো দেয়াল থেকে খসে পড়েছিল।

**২৪:৩** জৈতুন পর্বত। যিরূশালেম নগরীর পূর্বে কিদ্দোন উপত্যকার নিকটবর্তী এই পর্বতের উচ্চতা ছিল প্রায় ২০০ ফুট (মার্ক ১১:১)।

এ সকল ঘটনা কখন হবে ... চিহ্ন কী? যীশু খ্রীষ্ট এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২৪ অধ্যায়

চিহ্ন কি? <sup>৪</sup> উত্তরে যীশু তাঁদেরকে বললেন, দেখো, কেউ যেন তোমাদেরকে না ভুলায়। <sup>৫</sup> কেননা অনেকে আমার নাম ধরে আসবে, বলবে, আমিই সেই খ্রীষ্ট, আর অনেক লোককে ভুলাবে। <sup>৬</sup> আর তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনবে; দেখো, ব্যাকুল হয়ো না; কেননা এসব অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু তখনও শেষ নয়। <sup>৭</sup> কারণ জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠবে এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হবে। <sup>৮</sup> কিন্তু এই সকলই যাতনার আরম্ভ মাত্র।

### দুঃখভোগের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

<sup>৯</sup> সেই সময়ে লোকেরা কষ্ট দেবার জন্য তোমাদেরকে ধরিয়ে দেবে ও তোমাদেরকে বধ করবে, আর আমার নামের জন্য সমস্ত জাতি তোমাদেরকে ঘৃণা করবে। <sup>১০</sup> আর সেই সময়ে অনেকের পতন হবে, এক জন অন্য জনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এক জন অন্য জনকে ঘৃণা করবে। <sup>১১</sup> আর অনেক ভণ্ড ভাববাদী উঠে অনেককে ভুলাবে। <sup>১২</sup> আর অধর্মের বৃদ্ধি হওয়াতে অধিকাংশ লোকের প্রেম শীতল হয়ে যাবে। <sup>১৩</sup> কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে, সেই পরিত্রাণ পাবে। <sup>১৪</sup> আর সমস্ত জাতির কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য স্বর্গ-রাজ্যের এই সুসমাচার সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার করা যাবে; আর তখন শেষ সময় উপস্থিত হবে।

### শেষ দিনের দিনের ভীষণ কষ্ট

<sup>১৫</sup> অতএব যখন দেখবে, ধ্বংসের যে ঘণার বস্তু দানিয়েল ভাববাদীর দ্বারা উক্ত হয়েছে, তা পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে আছে, – যে জন পাঠ করে, সে বুঝুক, – <sup>১৬</sup> তখন যারা যিহূদিয়াতে থাকে, তারা পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে যাক; <sup>১৭</sup> যে কেউ ছাদের উপরে থাকে, সে বাড়ি

[২৪:৪] দে: মার্ক ১৩:৫। [২৪:৫] পদ: ১১, ২৩, ২৪; ১যোহন ২:১৮। [২৪:৭] যিশা ১৯:২। [২৪:৭] প্রেরি ১১:২৮। [২৪:৯] মথি ১০:১৭। [২৪:৯] যোহন ১৬:২। [২৪:৯] দে: যোহন ১৫:২১। [২৪:১১] দে: মথি ৭:১৫। [২৪:১১] দে: মার্ক ১৩:৫। [২৪:১৩] দে: মথি ১০:২২। [২৪:১৪] দে: মথি ৮:২৩। [২৪:১৪] লুক ২:১; ৪:৫; প্রেরি ১১:২৮; ১৭:৬; দে: রোমী ১০:১৮। [২৪:১৫] দে: প্রেরি ৬:১৩। [২৪:১৫] দানি ৯:২৭; ১১:৩১; ১২:১১। [২৪:১৭] ১শমু ৯:২৫; মথি

নিখুঁতভাবে সেগুলো বিশ্লেষণ করেন নি। তবে সম্ভবত সেই যুগের শেষ সময়ের বর্ণনা ৪-১৪ পদে; যিরূশালেমের ধ্বংস ১৫-২২ পদে (লুক ২১:২০); এবং যীশু খ্রীষ্টের আগমন ২৩-৩১ পদে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায় এবং লুক ২১:২০-২৪ পদ একত্রে উল্লিখিত দু'টি প্রশ্নের উত্তর দেয়।

**২৪:১৫ ধ্বংসের যে ঘণার বস্তু।** ঘণার বস্তু, যা পবিত্র স্থানের ধ্বংস সৃষ্টি করে। দানিয়াল ১৬৮ খ্রীষ্টপূর্বে এর প্রাথমিক ইঙ্গিত দেন (দানি ১২:১১), যখন আন্তিওখস এপিফানি যিরূশালেম মন্দিরের পবিত্র বেদিতে দেবতা জিউসের উদ্দেশে পৌত্তলিক বেদি নির্মাণ করেছিলেন। কারণ কারণ মতে ভাববাদী দানিয়ালের ভবিষ্যদ্বাণী এবং মথি লেখা সুসমাচারে এই

ঘটনার পূর্বাভাসের পূর্ণতার জন্য আরও দু'টো স্তর আসবে:

১. ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয়দের হাতে মন্দিরের ধ্বংস। এ সময়ে রোমীয় সৈন্যরা ও নীতিভ্রষ্ট যিহূদীরা মন্দিরকে অপবিত্র করে; এবং
২. যিরূশালেমে খ্রীষ্টারীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা (২ থিষ ২:৪; প্রকা ১৩:১৪-১৫; দানি ৯:২৫-১৭; ১১:৩১)।

**২৪:১৬ পাহাড়ী অঞ্চল।** ট্রান্স-যর্দন পার্বত্য অঞ্চল, যেখানে পেলা অবস্থিত ছিল। ৭০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে রোমীয়দের অবরোধের সময়ে যিরূশালেমের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা সে এলাকায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন এই ধরনের পালানোর ঘটনা ভবিষ্যতে

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২৪ অধ্যায়

থেকে জিনিসপত্র নেবার জন্য নিচে না নামুক; <sup>১৮</sup> আর যে কেউ ক্ষেতে থাকে, সে তার কাপড় নেবার জন্য পিছনে ফিরে না আসুক। <sup>১৯</sup> হয়, সেই সময়ে গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রীদের সন্তাপ হবে! <sup>২০</sup> আর প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের পালিয়ে যাওয়া শীতকালে কিম্বা বিশ্রামবারে না ঘটে। <sup>২১</sup> কেননা সেই সময়ে এরকম “মহাক্লেশ উপস্থিত হবে, যা জগতের আরম্ভ থেকে এই পর্যন্ত কখনও হয় নি, কখনও হবেও না।” <sup>২২</sup> আর সেই দিনের সংখ্যা যদি কমিয়ে দেওয়া না যেত, তবে কোন প্রাণীই রক্ষা পেত না; কিন্তু মনোনীতদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া যাবে। <sup>২৩</sup> তখন যদি কেউ তোমাদেরকে বলে, দেখ, সেই খ্রীষ্ট এখানে, কিম্বা ওখানে, তোমরা বিশ্বাস করো না। <sup>২৪</sup> কেননা ভণ্ড খ্রীষ্টেরা ও ভণ্ড ভাববাদীরা উঠবে এবং এমন মহৎ মহৎ চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত অদ্ভুত লক্ষণ দেখাবে যে, যদি হতে পারে, তবে মনোনীতদেরকেও ভুলাবে। <sup>২৫</sup> দেখ, আমি আগেই তোমাদেরকে বললাম।

১০:২৭; লুক ১২:৩; প্রেরি ১০:৯। [২৪:১৯] লুক ২৩:২৯। [২৪:২১] যিহি ৫:৯; দানি ১২:১; যোয়েল ২:২। [২৪:২২] পদ: ২৪, ৩১। [২৪:২৩] লুক ১৭:২৩; ২১:৮। [২৪:২৪] যাত্রা ৭:১১, ২২; ২থিথ ২:৯-১১; প্রকা ১৩:১৩; ১৬:১৪;

মহা দুঃখ-কষ্টের সময় ঘটবে (দানি ৯:২৭)।

**২৪:১৭ ছাদের উপর ... নিচে না নামুক।** যেসব ছাদ সমতলবিশিষ্ট, সেগুলো প্রার্থনা করা, শাকসজি গুনানো এবং অন্যান্য কাজের জন্য ব্যবহার করা হত। এসব ছাদের সিঁড়ি বাইরের দিকে থাকতো, তাই ঘরে না ঢুকেও ছাদে ওঠা-নামা করা যেত।

**২৪:১৮ কাপড় নেবার ... ফিরে না আসুক।** ভোর উটার দিকে কাজ শুরু করা হত বলে ক্ষেতের কর্মীরা ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার আগে চাদর মুড়িয়ে নিত; আবহাওয়া গরম হতে শুরু করলে তারা চাদরটি খুলে ক্ষেতের পাশে রাখত।

**২৪:১৯ গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রীদের সন্তাপ।** গর্ভবতী হওয়া বা সন্তান লালন-পালন করা ভ্রমণকে কষ্টদায়ক করে তুলতো। দুর্ভিক্ষের সময় তা আরও সমস্যাपूर्ण হয়ে যেত। যোসেফাস বলেন, যিরূশালেমের অভাব-অনটন এত মারাত্মক হয়েছিল যে, কোন কোন মহিলা তাদের সন্তানদের রান্না করে খেয়ে ফেলেছিল (লেবীয় ২৬:২৯; দ্বি.বি. ২৮:৫৭; ২ রাজা ৬:২৯)।

**২৪:২০ শীতকাল।** শীতকাল ভ্রমণ করাকে দুরূহ করে তুলত, এমনকি সেনাবাহিনীকেও নিশ্চল করে দিত। অন্য সময়ে শুষ্ক হয়ে থাকা খাল শীতকালে পানিতে ভর্তি হয়ে যেত এবং তা

পার হওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়তো। শীতকালে কিছু যিহুদী যিরূশালেম ত্যাগ করতে দেরি করায় রোমীয়দের আক্রমণের স্বীকার হয়েছিল।

**বিশ্রামবারে না ঘটে।** কেবল মথি এই কথা অন্তর্ভুক্ত করেন, কারণ তিনি যিহুদীদের কাছে এই সুসমাচার লিখেছেন, যাদের বিশ্রামবারে আধ মাইলের বেশি ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ ছিল। এ সময়ে কোন বাহন পাওয়া যেত না, কারণ যিহুদী ব্যবস্থায় ঘোড়া, গাধা বা অন্য কোন বাহন চালানো বিশ্রামবারে নিষিদ্ধ ছিল।

**২৪:২১ মহাক্লেশ ... হবেও না।** যিহুদী ঐতিহাসিক যোসেফাস প্রায় একই রকম ভাষায় যিরূশালেমের ধ্বংস বর্ণনা করেন। কেউ কেউ এই উল্লেখটি ভবিষ্যৎ সময়ে মহাক্লেশের সম্পর্কে বলে বিশ্বাস করেন (দানি ২:১)।

**২৪:২২ মনোনীত।** ঈশ্বরের লোক।

**সেই দিনের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া যাবে।** কেউ কেউ মনে করেন এই বিবৃতির অর্থ হচ্ছে, ক্লেশ এমন মাত্রায় হবে যে, যদি তা অবিরত চলার অনুমোদন দেয়া হয়, তাহলে তা প্রত্যেককে ধ্বংস করবে। অন্যরা বিশ্বাস করেন যে, খ্রীষ্ট এখানে পূর্বে সিদ্ধান্তকৃত সময়কাল সংক্ষিপ্ত করানোকে বোঝাচ্ছেন (দানি ৯:২৭ পদের সত্তরতম “সাত” অথবা প্রকা ১১:২; ১৩:৫ পদের ৪২ মাসের মত)।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২৪ অধ্যায়

২৬ অতএব লোকে যদি তোমাদেরকে বলে, ‘দেখ, তিনি মরুভূমিতে,’ তোমরা বাইরে যেও না; ‘দেখ, তিনি ভিতরের গৃহে,’ তোমরা বিশ্বাস করো না। ২৭ কারণ বিদ্যুৎ যেমন পূর্বদিক থেকে বের হয়ে পশ্চিম দিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্যপুত্রের আগমন হবে। ২৮ যেখানে শব থাকে, সেখানে শকুন জুটবে।

### যীশু খ্রীষ্টের আগমন

২৯ আর সেই সময়ের কষ্টের পরেই সূর্য অন্ধকার হবে, চন্দ্র জ্যোৎস্না দেবে না, আকাশ থেকে তারাগুলোর পতন হবে ও আকাশের পরাক্রমগুলো বিচলিত হবে। ৩০ আর তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাবে, আর তখন পৃথিবীর সমস্ত গোষ্ঠী বিলাপ করবে এবং মনুষ্যপুত্রকে আকাশের মেঘরথে পরাক্রম ও মহা প্রতাপে আসতে দেখবে। ৩১ আর তিনি মহা ত্বরীধ্বনি সহকারে নিজের স্বর্গদূতদেরকে প্রেরণ করবেন; তাঁরা আকাশের এক সীমা থেকে অন্য সীমা পর্যন্ত চারদিক থেকে তাঁর মনোনীতদেরকে একত্র করবেন।

### ডুমুর গাছ থেকে শিক্ষা

৩২ ডুমুর গাছ থেকে দৃষ্টান্ত শিখ; যখন তার ডাল কোমল হয়ে পাতা বের করে, তখন তোমরা জানতে পার, গ্রীষ্মকাল সন্নিহিত; ৩৩ সেভাবে তোমরা ঐ সমস্ত ঘটনা দেখলেই জানবে, তিনি সন্নিহিত, এমন কি, দ্বারে উপস্থিত। ৩৪ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, এই কালের লোকদের লোপ হবে না, যে পর্যন্ত না এসব সিদ্ধ হয়। ৩৫ আকাশের ও পৃথিবীর

১৯:২০। [২৪:২৭] লূক ১৭:২৪। [২৪:২৭] দে: লূক ১৭:৩০। [২৪:২৭] দে: মথি ৮:২০। [২৪:২৮] লূক ১৭:৩৭। [২৪:২৯] যিশা ১৩:১০; ৩৪:৪; যিহি ৩২:৭; যোয়েল ২:১০, ৩১; সফ ১:১৫; প্রকা ৬:১২, ১৩; ৮:১২। [২৪:৩০] প্রকা ১:৭। [২৪:৩০] দে: প্রকা ১:৭। [২৪:৩১] মথি ১৩:৪১। [২৪:৩১] যিশা ২৭:১৩; সখ ৯:১৪; ১করি ১৫:৫২; ১খিষ ৪:১৬; প্রকা ৮:২; ১০:৭; ১১:১৫। [২৪:৩৩] যাকোব ৫:৯। [২৪:৩৪] মথি ১৬:২৮; দে: ২৩:৩৬। [২৪:৩৫] দে: মথি

### ২৪:২৮ যেখানে লাশ ... সেখানে শকুন ...।

মৃতদেহের চারদিকে শকুনের জড়ো হওয়ার মত খ্রীষ্টের আগমন অবশ্যজ্ঞাবী (লূক ১৭:৩৭; এখানে উক্তিটি একটু ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)। যীশু খ্রীষ্টের আগমন গোপনে হবে না, কারণ এটি শেষ যুদ্ধের স্থান হবে, যেখানে তাঁর শত্রুদের শকুনের খাবারের জন্য রাখা হবে (যিহি ৩২:৪-৬; ৩৯:১৭-২০)। মৃতদেহ কবর না দিয়ে শকুন দ্বারা ভক্ষিত হওয়াকে ভয়ানক দুর্ভাগ্য বা অভিশাপ বলে মনে করা হত (দ্বি.বি. ২৮:২৬; ১ শমূ ১৭:৪৪; গীত ৭৯:২।

২৪:৩১ ত্বরীধ্বনি। রাজার সিংহাসন আরোহণে ও অন্যান্য বড় ঘটনায় ত্বরীধ্বনি করা হত। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের লোকদের একত্রিত করতে এবং প্রায় সময় যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে এটি ব্যবহার করা হত; ভাববাদীরা প্রায়ই ত্বরীধ্বনি শব্দটি ব্যবহার করেছেন আসন্ন যুদ্ধ ও

ধ্বংসের সতর্কীকরণের প্রতীকরূপে (যির ৪:৫, ১৯, ২১; সফ ১:১৬); এছাড়া এর অন্যান্য আরও ব্যবহার রয়েছে (যিশা ২৭:১৩; ১১:১২; ৪৩:৫; ৪৯:৫; ৫৬:৮; সখ ৯:১৪-১৬)।

তাঁর মনোনীতদেরকে একত্র করবেন। ঈশ্বরের সকল লোকদের এক সঙ্গে জড়ো করা হবে যেন পৃথিবীতে যে ধ্বংস আসছে তারা সকলে তা এড়াতে পারে।

২৪:৩২ ডুমুর গাছ তার ডাল কোমল হয়ে পাতা বের করে। গ্রীষ্মকালে ডুমুর গাছে পাতা গজানোটা এপ্রিল মাসকে চিহ্নিত করে। ইস্রায়েল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অন্যান্য গাছের তুলনায় ডুমুর গাছ দ্রুত শীতকালে তার পাতা হারায়। বছরের এই সময়ে হয়তো এই গাছের পাতা থাকতো, কিন্তু একমাত্র গ্রীষ্মকালে এর ফল পাওয়া যেত।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২৪ অধ্যায়

লোপ হবে, কিন্তু আমার কথার লোপ কখনও হবে না।

### খ্রীষ্ট কখন ফিরে আসবেন

৩৬ কিন্তু সেই দিনের ও সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেউই জানে না, স্বর্গের দূতেরাও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন। ৩৭ বাস্তবিক নোহের সময়ে যেমন হয়েছিল, মনুষ্যপুত্রের আগমনও তেমনি হবে। ৩৮ কারণ বন্যার সেই পূর্ববর্তী কালে, জাহাজে নোহের প্রবেশ দিন পর্যন্ত, লোকে যেমন ভোজন ও পান করতো, ৩৯ বিয়ে করতো ও বিবাহিতা হত এবং বুঝতে পারল না, যতদিন না বন্যা এসে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল; তেমনি মনুষ্যপুত্রের আগমন হবে। ৪০ তখন দু'জন ক্ষেতে থাকবে, এক জনকে নেওয়া যাবে এবং অন্য জনকে ছেড়ে যাওয়া হবে। ৪১ দুই জন স্ত্রীলোক য়াঁতা পিষবে, এক জনকে নেওয়া যাবে এবং অন্য জনকে ছেড়ে যাওয়া হবে। ৪২ অতএব জেগে থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসবেন, তা তোমরা জান না।

৪৩ কিন্তু এই কথা জেনো, চোর কোন্ প্রহরে আসবে তা যদি গৃহকর্তা জানতো, তবে জেগে থাকতো, নিজ গৃহে সিঁধ কাটতে দিত না। ৪৪ এজন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে সময়ে তোমরা মনে করবে না, সেই সময়েই মনুষ্যপুত্র আসবেন।

### বিশ্বস্ত ও অবিশ্বস্ত দাস

৪৫ এখন, সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস কে, যাকে তার প্রভু নিজের পরিজনের উপরে নিযুক্ত করেছেন, যেন সে তাদেরকে উপযুক্ত সময়ে খাদ্য দেয়? ৪৬ ধন্য সেই দাস, যাকে তার প্রভু এসে সেরকম কাজ করতে দেখবেন। ৪৭ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, তিনি

৫:১৮। [২৪:৩৬] প্রেরি ১:৭। [২৪:৩৭] আদি ৬:৫; ৭:৬-২৩। [২৪:৩৮] মথি ২২:৩০। [২৪:৩৯] দে: লুক ১৭:৩০। [২৪:৪০] লুক ১৭:৩৪। [২৪:৪১] লুক ১৭:৩৫। [২৪:৪২] মথি ২৫:১৩; লুক ১২:৪০। [২৪:৪৩] দে: লুক ১২:৩৯। [২৪:৪৪] ১থি ৫:৬। [২৪:৪৫] মথি ২৫:২১, ২৩।

২৪:৩৪ এই কালের লোকদের। অথবা “এই বংশের লোকদের” (মার্ক ১৩:৩০)। একে যিহূদী বংশ বা মানবীয় বংশ বলে অনুবাদ করা যায়, অথবা এমন বংশ যা শেষ কালের চিহ্ন দেখতে পাবে (১২:৪১; ২৩:৩৪-৩৬)।

এ সব। অর্থাৎ যিরূশালেমের পতনের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাবলী, যা হুবুহু যীশু খ্রীষ্টের এই কথা অনুসারে ৪০ বছর পরে ঘটেছিল; এটি এক পুরুষের পূর্ণ স্থায়ীত্বকাল (গীত ৯৫:১০)।

২৪:৩৬ পুত্রও জানেন না। যদিও ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় জানিয়েছেন, তবুও কিছু গুঢ় বিষয় তিনি রহস্যাবৃত রেখেছেন (দ্বি.বি. ২৯:২৯; মার্ক ১৩:৩২; সখ ১৪:৭)। ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকরা দু'টো অবস্থানের মাঝামাঝিতে ঘুরপাক খাচ্ছিল:

১) খ্রীষ্ট শুধুই ঈশ্বর কর্তৃক নিরূপিত সময়ে

আসবেন; এবং

২) কেউ তাঁর আগমনের পূর্বাভাস দিতে পারবে না, কিন্তু ইস্রায়েল যখন পূর্ণ অনুতপ্ত হবে ও পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে অনুসরণ করবে, তখন খ্রীষ্ট আসবেন।

২৪:৪৩ সিঁধ কাটতে দিত না। ইস্রায়েল দেশের অধিকাংশ ঘরের মাটির দেয়াল কেটে চোর ভিতরে ঢুকতে পারতো। অধিকতর স্বচ্ছল পরিবারের ঘরের দেয়াল শক্ত ছিল, কিংবা তারা দরজা পাহারা দিতে পাহারাদার রাখতো। রাতে চুরি করতে আসা চোরকে নিজ জান-মাল রক্ষা করার জন্য মেরে ফেলা আইনত স্বীকৃত ছিল (যাত্রা ২২:২-৩)।

২৪:৪৫ যাকে তার মালিক নিজের পরিজনের উপরে নিযুক্ত করেছেন। স্বচ্ছল ভূমি মালিকেরা তাদের গৃহে “ব্যবস্থাপক” বা “ধনাধ্যক্ষ” রাখত

### মথি লিখিত সুসমাচার : ২৪ অধ্যায়

তাকে তার সমস্ত কিছু নেতা করে নিযুক্ত করবেন।<sup>৪৮</sup> কিন্তু সেই দুঃস্থ দাস যদি মনে মনে বলে, ‘আমার মনিবের আসার বিলম্ব আছে,’<sup>৪৯</sup> আর যদি তার সহদাসদেরকে মারতে এবং মাতাল লোকদের সঙ্গে ভোজন ও পান করতে আরম্ভ করে,<sup>৫০</sup> তবে যেদিন সে অপেক্ষা না করবে এবং যে সময় সে না জানবে, সেদিন সেই সময়েই সেই দাসের প্রভু আসবেন;<sup>৫১</sup> আর তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ভগ্নদের মধ্যে তার অংশ নির্ধারণ করবেন; সেই স্থানে লোকে কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রনায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।

[২৪:৪৬] প্রকা ১৬:১৫। [২৪:৪৭] মথি ২৫:২১, ২৩। [২৪:৪৯] লুক ২১:৩৪। [২৪:৫১] দে: মথি ৮:১২।

তাদের সম্পত্তি দেখাশুনা করার জন্য। এরূপ উচ্চ স্তরের দাস অন্যান্য দাসদের খাবার বরাদ্দ দিত এবং সাধারণত প্রভুর অনুপস্থিতিতে তাদের কর্তৃত্বের অপব্যবহার করতো। ভূমি মালিকরা বিভিন্ন স্থানে বহু জায়গার মালিক হওয়াতে সব সময় তাদের উপস্থিতি না থাকা স্বাভাবিক ছিল। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় অনুপস্থিত ভূমি মালিক, রাজা বা শাসক তাদের পশ্চাতে রাখা লোকজনের প্রলোভনের সুযোগ দিত। কোন কোন ব্যবস্থা দাসদের ব্যক্তিরূপে দেখে,

অন্যদিকে কোন কোনটি সম্পদরূপে দেখে থাকে। যদিও দাসদেও বেত বা চাবুক মারা মালিকদের অধিকার ছিল, তথাপি তারা অর্থ নৈতিক স্বার্থে (বিক্রয়ের জন্য) তা করতো না। সেজন্য এক দাস অন্য দাসের সাথে খারাপ আচরণ করার অর্থ ছিল মালিকের সম্পদ ঠিকমত দেখাশোনা না করা। মত্ততা, বিশেষভাবে মালিকের অজান্তে তারই খরচে দাসদের মদ্যপান অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য ছিল।

### মথি ২৪ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে জৈতুন পাহাড়ে শিষ্যদের কাছে প্রভু যীশুর উপস্থাপিত বক্তব্য ধারণ করা হয়েছে এবং মন্দির ধ্বংসের বিষয়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন প্রশ্নের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে (মথি ২৪:১-৩)। এই ভবিষ্যদ্বাণী ৭০ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত যিরূশালেমের ধ্বংসকে সম্পৃক্ত করে— তবে অনেকেই এটিকে প্রভু যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উদ্ধৃতি হিসেবেও মনে করেন (মথি ২৪:৪-৫১)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— এই অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে ঐ সব ঘটনাবলী পূর্ণতা পেয়েছিল, যেগুলোর বিষয়ে প্রভু যীশু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এছাড়া, এই অধ্যায়ে আমাদের প্রস্তুত থাকা ও জীবনে ফলপ্রসূ হওয়ার গুরুত্বের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছে।

### মথি ২৪ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যখন শিষ্যরা তাঁকে উপাসনা-ঘরের দালানগুলো দেখাচ্ছিল, তখন যীশু কি বলেছিলেন? (২ পদ)
২. যীশু কি কি চিহ্নের কথা উল্লেখ করেছিলেন? (৫-৮ পদ)

### মখি লিখিত সুসমাচার : ২৫ অধ্যায়

৩. যীশুর শিষ্যদের প্রতি কি ঘটবে? (৯ পদ)
৪. দুষ্টতা বেড়ে যাওয়ার ফলাফল কি হবে? (১২ পদ)
৫. কারা উদ্ধার পাবে? (১৩ পদ)
৬. কোথায় স্বর্গ-রাজ্যের বিষয় প্রচার করা হবে? (১৪ পদ)
৭. কষ্টের দিনগুলো কেন কমিয়ে দেওয়া হবে? (২২ পদ)
৮. কষ্টের দিনগুলোর পরে কি ঘটবে? (২৯ পদ)
৯. সেই দিন ও সময়ের কথা কে জানে? (৩৬ পদ)
১০. যখন এইসব ঘটবে তখন পৃথিবীর অবস্থা কেমন হবে? (৩৭-৩৯ পদ)
১১. যীশু তাঁর অনুসারীদের কি করতে বলেছেন? (৪২ পদ)
১২. তাদের কেন প্রস্তুত থাকতে হবে? (৪৪ পদ)

### দশ জন কুমারীর গল্প

**২৫** <sup>১</sup> তখন স্বর্গ-রাজ্য এমন দশ জন কুমারীর মত বলতে হবে, যারা নিজ নিজ প্রদীপ নিয়ে বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হল। <sup>২</sup> তাদের মধ্যে পাঁচ জন নির্বুদ্ধি, আর পাঁচ জন সুবুদ্ধি ছিল। <sup>৩</sup> কারণ যারা নির্বুদ্ধি, তারা নিজ নিজ প্রদীপ নিল কিন্তু সঙ্গে তেল নিল না; <sup>৪</sup> কিন্তু সুবুদ্ধিরা নিজ নিজ প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে করে তেল নিল। <sup>৫</sup> আর বর বিলম্ব করাতে সকলে ঢুলতে ঢুলতে ঘুমিয়ে পড়লো। <sup>৬</sup> পরে মধ্য রাতে এই উচ্চরব হল, দেখ,

[২৫:১] দে: মখি ১৩:২৪। [২৫:১] লুক ১২:৩৫-৩৮; প্রেরি ২০:৮; প্রকা ৪:৫। [২৫:১] প্রকা ১৯:৭; ২১:২। [২৫:২] মখি ২৪:৪৫। [২৫:৫] ১খিষ ৫:৬।

**২৫:১ দশ জন কুমারী।** কনের সাথীরা, যারা বরের সাথে দেখা করার আগে কনের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করতো।

**প্রদীপ।** এক ধরনের লম্বা নল, যাতে তেলের মাধ্যমে আলো জ্বালানো হত। ছোট মাটির প্রদীপ ঘরের বাইরে হাঁটা-চলায় ব্যবহার উপযোগী নয়। সাধারণত সন্ধ্যার দিকে বিবাহ অনুষ্ঠিত হত এবং অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে এই প্রদীপ ব্যবহার করা হত। এ ধরনের বাতি গ্রীক ও রোমীয় বিবাহ অনুষ্ঠানেও ব্যবহৃত হত। সম্প্রতি ইস্রায়েল দেশে বহু ঐতিহ্যবাহী গ্রামে দিনে নাচ-গানের অনুষ্ঠান হওয়ার পর রাতে বিবাহ-ভোজ অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। এ সময় কনের সহচরীরা কনেকে রেখে প্রদীপ নিয়ে বরকে দেখতে যায়। এরপর তারা বরকে পাহারা দিয়ে কনের কাছে নিয়ে

আসে এবং সবাই এক সাথে কনেকে বরের বাড়িতে দিয়ে আসে।

**২৫:৩ তেল।** জলপাই তেল।

**২৫:৪ সুবুদ্ধিরা ... তেল নিল।** এরূপ বাতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জ্বলতো, তাই তেল বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন হত। দশ কুমারী ঘুমানোর সময় এ বাতি জ্বলছিল কিনা (অনেক সময় জ্বালাতে যেন দেরি না হয়, সেজন্য তারা প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখত), অথবা বর আসার প্রথম ঘোষণার পর জ্বালানো হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। বর প্রায়ই আসতে দেরি করতো, তাই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত তেল সঙ্গে রাখতে হত।

**২৫:৫ সকলে ঢুলতে ঢুলতে ঘুমিয়ে পড়লো।** এখানে পার্থক্য দেখানো হচ্ছে তাদের মাঝে, যারা সঠিক সময়ে প্রস্তুতি নিয়েছে এবং যারা

### মথি লিখিত সুসমাচার : ২৫ অধ্যায়

বর! তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হও।<sup>৭</sup> তাতে সেই কুমারীরা সকলে উঠলো এবং নিজ নিজ প্রদীপ সাজালো।<sup>৮</sup> আর নির্বুদ্ধিরা সুবুদ্ধিদেরকে বললো, তোমাদের তেল থেকে আমাদেরকে কিছু দাও; কেননা আমাদের প্রদীপ নিভে যাচ্ছে।<sup>৯</sup> কিন্তু সুবুদ্ধিরা উত্তরে বললো, হয় তো তোমাদের ও আমাদের জন্য কুলাবে না; তোমরা বরং বিক্রেতাদের কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য ক্রয় কর।<sup>১০</sup> তারা ক্রয় করতে যাচ্ছে, ইতোমধ্যে বর আসলেন এবং যারা প্রস্তুত ছিল তারা তাঁর সঙ্গে বিয়ের বাড়িতে প্রবেশ করলে পর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।<sup>১১</sup> শেষে অন্য সকল কুমারীও এসে বলতে লাগল, প্রভু, প্রভু, আমাদেরকে দরজা খুলে দিন।<sup>১২</sup> কিন্তু উত্তরে তিনি বললেন, তোমাদেরকে সত্যি বলছি, আমি তোমাদেরকে চিনি না।<sup>১৩</sup> অতএব জেগে থাক; কেননা তোমরা সেদিন বা সেই সময়ের কথা জান না।

#### তালন্তের দৃষ্টান্ত

<sup>১৪</sup> কারণ মনে কর, যেন কোন ব্যক্তি বিদেশে যাচ্ছেন, তিনি তাঁর দাসদেরকে ডেকে নিজের সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিলেন।<sup>১৫</sup> তিনি এক জনকে পাঁচ তালন্ত, অন্য জনকে দুই তালন্ত এবং আর এক জনকে এক তালন্ত, যার যেমন শক্তি, তাকে সেই অনুসারে দিলেন, পরে বিদেশে চলে গেলেন।<sup>১৬</sup> যে পাঁচ তালন্ত পেয়েছিল, সে তখনই গেল, তা দিয়ে ব্যবসা করলো এবং আরও পাঁচ তালন্ত লাভ করলো।<sup>১৭</sup> যে দুই তালন্ত পেয়েছিল, সেও তেমনি করে আরও দুই তালন্ত লাভ করলো।<sup>১৮</sup> কিন্তু যে এক তালন্ত পেয়েছিল, সে গিয়ে ভূমিতে গর্ত খুঁড়ে তার মনিবের টাকা লুকিয়ে রাখল।<sup>১৯</sup> দীর্ঘকালের পর সেই দাসদের প্রভু এসে তাদের কাছ থেকে হিসাব নিলেন।<sup>২০</sup> তখন যে পাঁচ তালন্ত পেয়েছিল, সে এসে আরও পাঁচ তালন্ত এনে বললো, প্রভু, আপনি আমাকে পাঁচ তালন্ত দিয়েছিলেন; দেখুন,

[২৫:৮] লুক ১২:৩৫। [২৫:১০] প্রকা ১৯:৯। [২৫:১২] পদ: ৪১; দে: মথি ৭:২৩। [২৫:১৩] মথি ২৪:৪২, ৪৪; মার্ক ১৩:৩৫; লুক ১২:৪০। [২৫:১৪] মথি ২১:৩৩; লুক ১৯:১২। [২৫:১৫] মথি ১৮:২৪, ২৫। [২৫:১৬] মথি ১৮:২৩।

নেয় নি ও সন্ধটের সময়ে অন্যান্যদের উপরে নির্ভর করেছে। আত্মিক প্রস্তুতি এমন সহজ কিছু নয় যা সন্ধটের মুহূর্তে গ্রহণ করা যেতে পারে।

**২৫:৭ প্রদীপ সাজালো।** প্রদীপের সলতের জ্বলে যাওয়া প্রাপ্ত কেটে তেল ভর্তি করা হল।

**২৫:৯ কুলাবে না।** প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে বেশি পরিমাণ তেল প্রয়োজন হত এবং প্রত্যেক ১৫ মিনিট পর পর পুনরায় তেল ভরতে হত।

**২৫:১০ দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।** বর গৃহে প্রবেশ করার পর দরজা বন্ধ করা হত, যেন অপরিচিত বা অনিচ্ছিত কোন লোক ভিতরে ঢুকতে না পারে।

**২৫:১৫ তালন্ত।** পরিভাষাটি ওজনের একক হিসেবে প্রথমে ব্যবহৃত হয় (প্রায় ৭৫ পাউণ্ড),

এরপর তা মুদ্রার একক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। “তালন্ত” বলতে বর্তমান সময়ে প্রাপ্ত আত্মিক সক্ষমতা বা দান নির্দেশ করে, যা এ দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় (লুক ১৯:১৩)।

**২৫:১৬ ব্যবসা করলো।** যথেষ্ট মূলধন থাকলে লাভজনক বিনিয়োগ করা যেত, যেমন তারা এই অর্থ বিনিয়োগকারীদের দিলে লাভের অংশ পেত। সুদে টাকা ধার দেয়াও লাভজনক (যদিও একজন যিহুদী অন্য একজন যিহুদীর কাছ থেকে সুদ নিতে পারত না)। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, তৎকালে কোন কোন স্থানে সুদের হার ছিল পঞ্চাশ শতাংশ, কারণ মূলধন খুব সহজপ্রাপ্য ছিল না।



### মথি লিখিত সুসমাচার : ২৫ অধ্যায়

আমি আরও পাঁচ তালন্ত লাভ করেছি। <sup>২১</sup> তার প্রভু তাকে বললেন, বেশ, উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হলে, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করবো; তুমি আপন মনিবের আনন্দের সহভাগী হও। <sup>২২</sup> পরে যে দুই তালন্ত পেয়েছিল, সেও এসে বললো, প্রভু, আপনি আমাকে দুই তালন্ত দিয়েছিলেন; দেখুন, আমি আরও দুই তালন্ত লাভ করেছি। <sup>২৩</sup> তার প্রভু তাকে বললেন, বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হলে, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করবো; তুমি আপন মনিবের আনন্দের সহভাগী হও। <sup>২৪</sup> পরে যে এক তালন্ত পেয়েছিল, সেও এসে বললো, প্রভু, আমি জানতাম, আপনি কঠিন লোক; যেখানে বোনের নি, সেখানে কেটে থাকেন ও যেখানে ছড়ান নি, সেখানে কুড়িয়ে থাকেন। <sup>২৫</sup> তাই আমি ভয় পেয়ে আপনার তালন্ত ভূমির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম; দেখুন, আপনার যা আপনি পেলেন। <sup>২৬</sup> কিন্তু তার প্রভু উত্তরে তাকে বললেন, দুষ্ট অলস দাস, তুমি নাকি জানতে, আমি যেখানে বুনি নি, সেখানে কাটি এবং যেখানে ছড়াই নি, সেখানে কুড়াই? <sup>২৭</sup> তবে মহাজনদের হাতে আমার টাকা রেখে দেওয়া তোমার উচিত ছিল; তা করলে আমি এসে আমার যা তা সুদের সঙ্গে পেতাম। <sup>২৮</sup> অতএব তোমরা এর কাছ থেকে ঐ তালন্ত নেও এবং যার দশ তালন্ত আছে, তাকে দাও; <sup>২৯</sup> কেননা যে কোন ব্যক্তির কাছে আছে, তাকে দেওয়া হবে, তাতে তার অনেক হবে; কিন্তু যার নেই, তার যা আছে, তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। <sup>৩০</sup> আর তোমরা ঐ অনুপযোগী দাসকে বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও; সেই স্থানে লোকে কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।

### সমস্ত জাতির বিচার

<sup>৩১</sup> আর যখন মনুষ্যপুত্র সমস্ত দূত সঙ্গে করে আপন প্রতাপে আসবেন, তখন তিনি নিজের মহিমার সিংহাসনে বসবেন। <sup>৩২</sup> আর সমস্ত জাতিকে তাঁর সম্মুখে একসঙ্গে একত্রিত

[২৫:২১] পদ: ২৩; মথি ২৪:৪৫, ৪৭; লুক ১৬:১০। [২৫:২৩] পদ: ২১। [২৫:২৯] মথি ১৩:১২; মার্ক ৪:২৫; লুক ৮:১৮; ১৯:২৬। [২৫:৩০] দে: মথি ৮:১২। [২৫:৩১] দে: লুক ১৭:৩০। [২৫:৩১] মথি ১৯:২৮।

**২৫:২৫ ভূমির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম।** সম্ভাব্য স্বল্প লাভের বিনিয়োগ ছিল ব্যাংকে টাকা রাখা, যাতে সঞ্চয় করার ক্ষেত্রে কোন ঝুঁকি ছিল না, এটি ছিল টাকা পুঁতে রাখার মত নিরাপদ।

**২৫:২৭ মহাজন।** পোদ্দার, যারা সুদে টাকা লগ্নি করে। শব্দটি গ্রীক *ট্রেপযা* (টেবিল) থেকে এসেছে, যে শব্দটি বর্তমানে গ্রিসে ব্যাংকের সামনে দেখা যায়। মহাজনরা একটি ছোট টেবিল নিয়ে বসতো এবং অর্থ বিনিময় করতো (২১:১২)।

**সুদ।** এ শব্দের গ্রীক রূপ প্রথমে শিশু অর্থে ব্যবহৃত হত, কারণ সুদ বলতে বিনিয়োগকৃত অর্থের “শিশু” বা “সন্তান” বোঝানো হত। যদিও সুদে টাকা খাটানো যিহুদী আইন-কানূনের

বিরোধী ছিল (যাত্রা ২২:২৫; লেবীয় ২৫:৩৬-৩৭; দ্বি.বি. ২৩:১৯-২০; যিহি ৫:৭; গীত ১৫:৫; হিতো ২৮:৮; যিহি ১৮:৮, ১৩, ১৭; ২২:১২), অযিহুদীদের এ ধরনের বাধ্যবাধকতা ছিল না এবং যিহুদীরা অযিহুদীদের থেকে সুদ নিতে পারতো। এক্ষেত্রে অনেক অভিজাত যিহুদী তাদের প্রাচীন প্রথার পরিবর্তে গ্রীক প্রথা পালন করতো।

**২৫:৩১ তিনি নিজের মহিমার সিংহাসনে বসবেন।** বিচারের জন্য ও রাজত্বের জন্য বসবেন। এ বিচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক গৃহীত দু’টো ব্যাখ্যা হচ্ছে—

১. এটি জাগতিক সহস্রাব্দবাদ সংক্রান্ত রাজ্যের শুরুতে ঘটবে (৩১, ৩৪ পদ); এর উদ্দেশ্য

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২৫ অধ্যায়

করা হবে; পরে তিনি তাদের এক জন থেকে অন্য জনকে পৃথক করবেন, যেমন পালরক্ষক ছাগল থেকে মেষ পৃথক করে; <sup>৩০</sup> আর তিনি মেষগুলোকে তাঁর ডান দিকে ও ছাগলগুলোকে বাম দিকে রাখবেন। <sup>৩১</sup> তখন রাজা তাঁর ডান দিকে স্থিত লোকদেরকে বলবেন, এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের-পাত্রেরা, জগতের পত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তার অধিকারী হও। <sup>৩২</sup> কেননা আমি ক্ষুধিত হয়েছিলাম, আর তোমরা আমাকে আহার দিয়েছিলে; পিপাসিত হয়েছিলাম, আর আমাকে পান করিয়েছিলে; অতিথি হয়েছিলাম, আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে; <sup>৩৩</sup> খালি গায়ে ছিলাম, আর আমাকে কাপড় পরিয়েছিলে; অসুস্থ হয়েছিলাম, আর আমার তত্ত্বাবধান করেছিলে; কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আর আমাকে দেখতে এসেছিলে। <sup>৩৪</sup> তখন ধার্মিকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখে ভোজন করিয়ে-ছিলাম, কিম্বা পিপাসিত দেখে পান করিয়ে-ছিলাম? <sup>৩৫</sup> কবেই বা আপনাকে অতিথি দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, কিম্বা খালি গায়ে দেখে কাপড় পরিয়েছিলাম? <sup>৩৬</sup> কবেই বা আপনাকে অসুস্থ কিম্বা কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেখে আপনার কাছে গিয়েছিলাম? <sup>৩৭</sup> তখন রাজা উত্তরে তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, আমার এই ভাইদের- এই ক্ষুদ্রতমদের- মধ্যে এক জনের প্রতি যখন তা করেছিলে, তখন আমারই প্রতি করেছিলে। <sup>৩৮</sup> পরে তিনি বাম দিকে স্থিত লোকদেরকেও বলবেন, ওহে শাপগ্রস্ত লোকেরা, আমার কাছ থেকে দূর হও, শয়তানের ও তার দূতদের জন্য যে অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা গেছে, তার মধ্যে যাও। <sup>৩৯</sup> কেননা আমি ক্ষুধিত হয়েছিলাম, আর তোমরা আমাকে আহার দাও নি; পিপাসিত হয়েছিলাম, আর আমাকে পান করাও নি; <sup>৪০</sup> অতিথি হয়েছিলাম, আর আমাকে আশ্রয় দাও নি; খালি গায়ে

[২৫:৩২] মালা ৩:১৮। [২৫:৩২] যিহি ৩৪:১৭, ২০। [২৫:৩৪] দে: মথি ৩:২; ৫:৩, ১০, ১৯; ১৯:১৪; দে: প্রেরি ২০:৩২; ১করি ১৫:৫০; গালা ৫:২১; যাকোব ২:৫। [২৫:৩৪] ইব্রী ৪:৩; ৯:২৬; প্রকা ১৩:৮; ১৭:৮। [২৫:৩৫] ইয়োব ৩১:৩২; ইব্রী ১৩:২। [২৫:৩৬] যিশা ৫৮:৭; যিহি ১৮:৭; যাকোব ২:১৫, ১৬। [২৫:৩৬] যাকোব ১:২৭। [২৫:৩৬] ১তীম ১:১৬। [২৫:৪০] দে: মথি ১০:৪০, ৪২; ইব্রী ১৩:২। [২৫:৪১] দে: মথি ৭:২৩। [২৫:৪১] যিশা ৬৬:২৪; মথি ৩:১২; দে: ৫:২২; মার্ক ৯:৪৩, ৪৮; লুক ৩:১৭; যিহুদা ৭। [২৫:৪১] ২পি ২:৪।

হবে রাজ্যে কারা প্রবেশ করতে পারবে তা নির্ধারণ করা (৩৪ পদ)। সেই সাথে কীভাবে একজন ব্যক্তি যিহুদী জাতির সাথে আচরণ করে তা প্রকাশ করবে যে, সে পরিত্রাণপ্রাপ্ত বা পরিত্রাণপ্রাপ্ত নয় (৪১,৪৫ পদ)।

২. যে বিচার বুঝানো হয়েছে তা যুগের শেষ কালে মহা শ্বেত সিংহাসনে ঘটবে (প্রকা ২০:১১-১৫)। এর উদ্দেশ্য হবে কারা অনন্ত রাজ্যে ঢুকতে অনুমতিপ্রাপ্ত হবে এবং কারা নরকে অনন্ত শাস্তিতে পতিত হবে (৩৪,৪৬ পদ) তা নির্ধারণ করা। বিচারের ভিত্তি হবে ঈশ্বরের লোকদের প্রতি প্রেম দেখানো হচ্ছে কি না (১ যোহন ৩:১৪-

১৫)।

**২৫:৩২ পালরক্ষক ছাগল থেকে ভেড়া পৃথক করে।** যদিও ভেড়া ও ছাগল একসাথে চরে, তবুও ইস্রায়েল দেশের রাখালরা রাতে ভেড়া ও ছাগল আলাদা করতো, কারণ ভেড়ার জন্য মুক্ত বাতাস দরকার, কিন্তু রাতে ছাগলের উষ্ণ থাকার প্রয়োজন হত। এখানে ভেড়া ছাগলের চেয়ে বেশি মূল্যবান।

**২৫:৩৪ এসো ... অধিকারী হও।** স্বর্গীয় রাজ্যের পুরস্কার তাদেরকে দেয়া হবে, যারা পুরস্কারের চিন্তা ছাড়া কাজ করে। এখানে কোন গুণের ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে না, কারণ ঈশ্বর অনুগ্রহের কারণে এই পুরস্কার দেন, দায়বদ্ধতার কারণে নয়।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ২৫ অধ্যায়

ছিলাম, আর আমাকে কাপড় পরাও নি; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম ও কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন আমার তত্ত্বাবধান কর নি।<sup>৪৪</sup> তখন তারাও উত্তরে বলবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত, বা পিপাসিত, বা অতিথি, বা খালি গায়ে, বা অসুস্থ, বা কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেখে আপনার পরিচর্যা করি নি? <sup>৪৫</sup> তখন উত্তরে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতম লোকদের কোন এক জনের প্রতি যখন তা কর নি, তখন আমারই প্রতি কর নি। <sup>৪৬</sup> পরে এরা অনন্ত দণ্ডে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে।

[২৫:৪৫] হিতো ১৪:৩১; ১৭:৫। [২৫:৪৬] মথি ১৯:২৯; যোহন ৩:১৫, ১৬, ৩৬; ১৭:২, ৩; রোমী ২:৭; গালা ৬:৮; ১যোহন ১:২; ৫:১১, ১৩, ২০। [২৫:৪৬] দানি ১২:২; যোহন ৫:২৯; প্রেরি ২৪:১৫; রোমী ২:৭, ৮; গালা ৬:৮।

২৫:৪৬ এরা অনন্ত দণ্ডে ... প্রবেশ করবে। ছেড়ে দেয়া হবে। অন্যান্য যিহুদী ধর্ম-শিক্ষকরা কোন কোন যিহুদী ধর্ম-শিক্ষক বিশ্বাস করতেন নরককে অনন্তকালীন শাস্তি বলে বিশ্বাস যে, নরক সাময়িক এবং শেষকালে কিছু করতেন। যীশু খ্রীষ্ট এখানে দ্বিতীয় দলের সাথে লোককে জ্বালিয়ে দেয়া হবে ও কিছু লোককে সহমত পোষণ করেছেন।

### মথি ২৫ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু জৈতুন পাহাড়ে তাঁর শিষ্যদের কাছে দুইটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প বলার মধ্য দিয়ে প্রস্তুত থাকার ও ফলপ্রসূ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট করার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন: ১) বুদ্ধিমতি ও বুদ্ধিহীন কুমারীদের গল্প (মথি ২৫:১-১৩), এবং ২) তিন জন দাসের গল্প (মথি ২৫:১৪-৩০)। আর প্রভু যীশুর স্বজাতি ভাইদের সাথে অন্য সব জাতিদের ব্যবহারের ভিত্তিতে তিনি যে ঐ সব জাতির বিচার করবেন, সেই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন (মথি ২৫:৩১-৪৬)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— আমাদের প্রস্তুত থাকার ও ফলপ্রসূ হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং যে ভিত্তির উপর নির্ভর করে জাতিদের বিচার করা হবে তাও প্রকাশ করা হয়েছে।

### মথি ২৫ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. বুদ্ধিমতি ও বুদ্ধিহীন কুমারী মেয়েদের গল্পটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (১-১৩ পদ)
২. দুই দলের প্রস্তুতির মধ্যে কি পার্থক্য ছিল? (৩,৪ পদ)
৩. কখন বুদ্ধিহীনরা পূর্ণ প্রস্তুতি ও অর্ধেক প্রস্তুতির তফাৎ বুঝতে পেরেছিল? (৫-৮ পদ)
৪. অপ্রস্তুত লোকদের যখন খুব দেরি হয়ে যায় তখন কি তাদের প্রস্তুতি নেওয়ার আর সময় থাকে? (১০-১২ পদ)
৫. প্রস্তুতি নেওয়ার সময় যখন শেষ হয়ে যায় তখন কি একজন প্রস্তুত লোক

### মথি লিখিত সুসমাচার : ২৬ অধ্যায়

- আরেকজন অপ্রস্তুত লোককে সাহায্য করতে পারে? (১ করিন্থীয় ৩:৮ পদ)
৬. টাকার গল্পটির অর্থ বর্ণনা করুন। (১৪-৩০ পদ)
৭. ইচ্ছুক দাসদের মনিব কি বলেছিল? (২১-২৩ পদ)
৮. অনিচ্ছুক দাসটিকে মনিব কি বলে ডেকেছিল? (২৬ পদ)
৯. অনিচ্ছুক দাসটির প্রতি মনিব কি করার আদেশ দিলেন? (৩০ পদ)
১০. ইচ্ছুক দাস কি পুরস্কার পাবে?
১১. বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য অথবা বিশ্বস্ততার পুরস্কার পাবার জন্য কি আমাদের মহান হওয়া অথবা অনেক ধন-সম্পত্তি থাকতে হবে? (লুক ১৬:১০ পদ)
১২. কিভাবে পরিত্রাণ নিশ্চিত করা যায়? (রোমীয় ৯:৯-১০ পদ)
১৩. খ্রীষ্ট আসবার আগে কাদেরকে একত্র করা হবে? (৩১-৩২ পদ)
১৪. তিনি তাদের সাথে কি করবেন? (৩২-৩৩ পদ)
১৫. ধার্মিকদেরকে রাজা কি বলবেন? (৩৪-৩৬ পদ)
১৬. ধার্মিকগণ কি উত্তর দিবেন? (৩৭-৩৯ পদ)
১৭. যারা বাম দিকে থাকবে তাদের তিনি কি বলবেন? তাদের উত্তর কি হবে? (৪১-৪৪ পদ)
১৮. যারা ভালবাসা ও দয়ায় পূর্ণ তারা এবং যারা পূর্ণ নয় তাদের জন্য কিরকম শেষ গতি অপেক্ষা করছে? (৪৬ পদ)
১৯. কে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করবে? (মথি ৭:২১ পদ)

### যীশু খ্রীষ্টকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র

**২৬**<sup>১</sup> যখন যীশু এসব কথা শেষ করলেন, তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন, <sup>২</sup> তোমরা জান, দুই দিন পরে নিস্তারপর্ব আসছে, আর মনুষ্যপুত্রকে ত্রুশে বিদ্ধ করবার জন্য ধরিয়ে দেওয়া হবে।

<sup>৩</sup> তখন প্রধান পুরোহিতেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গরা কায়াফা নামক মহাপুরোহিতের প্রাপ্তগণে একত্র হল; <sup>৪</sup> আর এই পরামর্শ করলো, যেন ছলে যীশুকে ধরে হত্যা করতে পারে।

[২৬:১] দে: মথি ৭:২৮। [২৬:২] দে: যোহন ১১:৫৫। [২৬:৩] গীত ২:২। [২৬:৩] পদ: ৫৭; লুক ৩:২; যোহন ১১:৪৭-৫৩; ১৮:১৩, ১৪, ২৪, ২৮; জেরি ৪:৬। [২৬:৪] দে: মথি ১২:১৪।

**২৬:৩ কায়াফা।** ১৮-৩৬ খ্রীষ্টাব্দের যিরূশালেমে আসতো এবং প্রায়ই নানা বিষয় মহাপুরোহিত ও হাননের জামাতা (যোহন নিয়ে গণ্ডগোল বাধতো। ধর্মীয় নেতারা এই ১৮:১৩), যিনি প্রাক্তন মহাপুরোহিত ছিলেন ভয়টাই পাচ্ছিল (৩ পদ), কারণ তারা জানতো এবং যিনি ৬-১৫ খ্রীষ্টাব্দ দায়িত্ব পালন করেন। যে, বহু লোক যীশু খ্রীষ্টকে পছন্দ করতো এবং **২৬:৫ পাছে লোকদের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে।** তাঁকে সমর্থন করতো। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী যিহূদী নিস্তারপর্বের কারণে

## মখি লিখিত সুসমাচার : ২৬ অধ্যায়

<sup>৫</sup> কিন্তু তারা বললো, পর্বের সময়ে নয়, পাছে লোকদের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে।

### যীশু খ্রীষ্টের অভিষেক

<sup>৬</sup> যীশু যখন বৈথনিয়ায় কুষ্ঠরোগী শিমোনের বাড়িতে ছিলেন, <sup>৭</sup> তখন একটি স্ত্রীলোক শ্বেত পাথরের পাত্রে বহুমূল্য সুগন্ধি তেল নিয়ে তাঁর কাছে আসল এবং তিনি ভোজনে বসলে তাঁর মাথায় ঢেলে দিল। <sup>৮</sup> কিন্তু তা দেখে শিষ্যেরা বিরক্ত হয়ে বললেন, এই অপব্যয় কেন? <sup>৯</sup> এ তো অনেক টাকায় বিক্রি করে তা দরিদ্রদেরকে দেওয়া যেত। <sup>১০</sup> কিন্তু যীশু তা বুঝে তাঁদেরকে বললেন, স্ত্রীলোকটিকে কেন দুঃখ দিচ্ছ? এ তো আমার প্রতি সৎকাজ করলো। <sup>১১</sup> কেননা দরিদ্রেরা তোমাদের কাছে সব সময়ই আছে, কিন্তু তোমরা আমাকে সব সময় পাবে না। <sup>১২</sup> বস্তুতঃ আমার দেহের উপরে এই সুগন্ধি তেল ঢেলে দেওয়াতে এই আমার সমাধির উপযোগী কাজ করলো। <sup>১৩</sup> আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, সমস্ত পৃথিবীতে যে কোন স্থানে এই সুসমাচার প্রচার করা হবে, সেই স্থানে এর এই কাজের কথাও এর স্মরণার্থে বলা যাবে।

### যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতা

<sup>১৪</sup> তখন বারো জনের মধ্যে এক জন, যাকে ঈফুরিয়োতীয় যিহূদা বলা হত, সে প্রধান পুরোহিতদের কাছে গিয়ে বললো, <sup>১৫</sup> আমাকে কি দিতে চান, বলুন, আমি তাকে আপনাদের হাতে তুলে দেব। তারা তাকে ত্রিশটি রূপার খণ্ড ওজন করে দিল, <sup>১৬</sup> আর সেই সময় থেকে সে তাঁকে ধরিয়ে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগল।

### নিস্তারপর্ব পালন

<sup>১৭</sup> পরে খামিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিন শিষ্যেরা যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন,

[২৬:৫] মখি ২৭:২৪। [২৬:৬] দে: মখি ২১:১৭। [২৬:১১] দ্বি:বি ১৫:১১। [২৬:১২] যোহন ১৯:৪০। [২৬:১৪] পদ: ২৫, ৪৭; দে: মখি ১০:৪। [২৬:১৫] যাত্রা ২১:৩২; সখ ১১:১২। [২৬:১৭] যাত্রা ১২:১৮-২০। [২৬:১৭] দ্বি:বি ১৬:৫-৮।

**২৬:৬ কুষ্ঠরোগী শিমোন।** অন্য আর কোথাও এই নাম উল্লিখিত হয়নি। প্রথম শতকে শিমোন একটি বহুল প্রচলিত যিহূদী নাম ছিল। তিনি সম্ভবত সেই সুপরিচিত কুষ্ঠরোগী ছিলেন, যিনি যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছিলেন।

**২৬:৭ শ্বেত পাথরের পাত্র।** প্রাচীনকালে অধিকাংশ “শ্বেত পাথর” বলতে প্রকৃতপক্ষে মার্বেল পাথর বোঝানো হত (মার্ক ১৪:৩)।

**তাঁর মাথায় ঢেলে দিল।** স্ত্রীলোকটি খুব দামী তেল দিয়ে যীশু খ্রীষ্টকে অভিষেক করেছিল (৭ পদ), যা ছিল ভক্তির চিহ্নস্বরূপ; তবে এটি তাঁর রাজকীয়তার ব্যক্তিগত স্বীকৃতিও ছিল (১ শমু ১০:১; ১ রাজা ১:৩৮; ২ রাজা ৯:৪-১০)। যীশু খ্রীষ্ট এর ব্যাখ্যা হিসেবে বলেছেন, এই অভিষেকের মধ্য দিয়ে কবরের জন্য তাঁকে

প্রস্তুত করা হয়েছে (১২ পদ), কারণ তা খ্রীষ্টের গন্তব্য।

**২৬:১১ দরিদ্রেরা।** যীশু খ্রীষ্ট একথা বলছেন না যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন দরিদ্র লোকেরা দরিদ্রই থাকে। তাঁর কথা আমাদের দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:১১ পদকে মনে করিয়ে দেয়। যীশু খ্রীষ্ট বলেন যে, এমন দামী সুগন্ধি দিয়ে ঐ স্ত্রীলোকের তাঁকে সম্মান করার কাজটি ঠিকই ছিল কারণ তাঁকে সব সময় পাওয়া যাবে না।

**২৬:১৫ ত্রিশটি রূপার খণ্ড।** ১২০ দিনার সমমূল্যের মুদ্রা। তৎকালীন মজুররা এক দিনের কাজের জন্য এক দিনার মজুরী পেত (২০:১-১৬)।

**২৬:১৭ খামিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিন।** নিশান মাসের (মার্চ-এপ্রিল) ১৪ তারিখ,

### মথি লিখিত সুসমাচার : ২৬ অধ্যায়

আপনার জন্য আমরা কোথায় নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করবো? আপনার ইচ্ছা কি? <sup>১৮</sup> তিনি বললেন, তোমরা নগরে অমুক ব্যক্তির কাছ যাও, আর তাকে বল, গুরু বলছেন, আমার সময় সন্নিহিত; আমি তোমারই বাড়িতে আমার শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তারপর্ব পালন করবো। <sup>১৯</sup> তাতে শিষ্যেরা যীশুর আদেশ অনুসারে কাজ করলেন ও নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন।

<sup>২০</sup> পরে সন্ধ্যা হলে তিনি সেই বারো জন শিষ্যের সঙ্গে ভোজনে বসলেন। <sup>২১</sup> আর ভোজনের সময়ে তাঁদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে এক জন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। <sup>২২</sup> তখন তাঁরা অত্যন্ত দুর্গুণিত হয়ে প্রত্যেক জন তাঁকে বলতে লাগলেন, প্রভু, সে কি আমি? <sup>২৩</sup> উত্তরে তিনি বললেন, যে আমার সঙ্গে ভোজনপাত্র হাত ডুবালো, সেই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। <sup>২৪</sup> মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যেমন লেখা আছে, তেমনি তিনি যাচ্ছেন; কিন্তু ঋক্ সেই ব্যক্তিকে, যার দ্বারা মনুষ্যপুত্রকে ধরিয়ে দেওয়া হয়; সেই মানুষের জন্ম না হলে তার পক্ষে ভাল ছিল। <sup>২৫</sup> তখন যে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, সেই যিহূদা বললো, রব্বি, সে কি আমি? তিনি তাঁকে বললেন, তুমিই বললে।

---

[২৬:১৮] মার্ক ১৪:৩৫, ৪১; যোহন ৭:৬, ৮, ৩০; ৮:২০; ১২:২৩; ১৩:১; ১৭:১। [২৬:২১] লূক ২২:২১-২৩; যোহন ১৩:২১। [২৬:২৩] গীত ৪১:৯; যোহন ১৩:১৮। [২৬:২৪] পদ: ৩১, ৫৪, ৫৬; যিশা ৫৩; দানি ৯:২৬; মার্ক ৯:১২; লূক ২৪:২৫-২৭, ৪৬; প্রেরি ১৭:২, ৩; ২৬:২২, ২৩; ১পি ১:১০, ১১। [২৬:২৫] দে: মথি ১০:৪। [২৬:২৫] দে: মথি ২৩:৭।

---

এটিকে নিস্তারপর্বের প্রস্তুতিকালও বলা হত। নিস্তারপর্বের ভোজ খাওয়া হত ১৪ তারিখ সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর; তাই নিয়ম-মাফিক তা মূলত ১৫ তারিখে খাওয়া হয়, কারণ যিহূদীদের দিন সূর্যাস্তের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। তাড়িশূন্য রুটির ভোজ সাত দিন চলত, নিশান মাসের ১৫ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত (লেবী ২৩:৫-৬)।

**২৬:১৭-৩০ নিস্তারপর্ব পালন।** যীশু খ্রীষ্ট তাঁর ক্রুশারোপণের আগের রাতে প্রেরিতদের সঙ্গে নিস্তারপর্বের ভোজ খান। নিস্তারপর্বের ভোজ অবশ্যই যিরূশালেম নগরীর দেয়ালের সীমানার মধ্যে খেতে হত, তাই সেই রাতে অধিকাংশ ঘরে অতিথি ছিল। প্রভুর ভোজের উপর আরও তথ্য জানার জন্য মার্ক ১৪:২২, ২৪ পদ দেখুন।

**২৬:২০ ভোজনে বসলেন।** নিস্তারপর্বের সময়, অর্থাৎ এপ্রিলে যিরূশালেমে সূর্যাস্ত হত সন্ধ্যা ৬টায়। সন্ধ্যা থেকে ভোজ খাওয়া শুরু হত এবং

সাধারণত একাধিক পরিবার খাবার ভাগ করে খেত, কারণ কমপক্ষে দশজন দরকার হত (মার্ক ১৪:১৮)।

**২৬:২৩ যে আমার সঙ্গে ভোজন পাত্র হাত ডুবালো।** রুটির খণ্ড বা রুটিতে মোড়ানো মাংস নেয়ার সময় এবং টেবিলে রাখা বিভিন্ন ফলের মিশ্রণে তৈরি সসের পাত্র হাত ডুবানোর সময় এ ধরনের প্রথা পালন করা হত, এখনও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক স্থানে এই প্রথা পালন করা হয়।

**আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।** তৎকালীন যিহূদী সংস্কৃতিতে এবং বর্তমান আরবদের মধ্যেও একজন লোকের সাথে খেতে বসার অর্থ “আমি তোমার বন্ধু এবং তোমাকে আঘাত করবো না” বলার সমান ছিল। এই প্রচলিত মত যিহূদার কাজ আরও বেশি ঘৃণিত করে তুলেছিল (গীত ৪১:৯)।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২৬ অধ্যায়

### প্রভুর ভোজ স্থাপন

২৬ পরে তাঁরা ভোজন করছেন, এমন সময়ে যীশু রুটি নিয়ে আশীর্বাদপূর্বক ভাঙ্গলেন এবং শিষ্যদেরকে দিলেন, আর বললেন, নাও, ভোজন কর, এ আমার শরীর।<sup>২৭</sup> পরে তিনি পানপাত্র নিয়ে ধন্যবাদপূর্বক তাঁদেরকে দিয়ে বললেন, তোমরা সকলে এ থেকে পান কর;<sup>২৮</sup> কারণ এ আমার রক্ত, নতুন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের জন্য, পাপ ক্ষমার জন্য ঢেলে দেওয়া হয়।<sup>২৯</sup> আর আমি তোমাদেরকে বলছি, এখন থেকে যতদিন আমি আমার পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে আঙ্গুর ফলের রস নতুন ভাবে পান না করি ততদিন পর্যন্ত আমি এই আঙ্গুর ফলের রস আর কখনও পান করবো না।

<sup>৩০</sup> পরে তাঁরা গান গেয়ে বের হয়ে জৈতুন পর্বতে গেলেন।

### পিতরের অস্বীকার করবার কথা

<sup>৩১</sup> তখন যীশু তাঁদেরকে বললেন, এই রাতে আমাকে নিয়ে তোমাদের সকলের মনে বাধা আসবে; কেননা লেখা আছে, “আমি পালরক্ষককে আঘাত করবো, তাতে পালের মেঘেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।”<sup>৩২</sup> কিন্তু উদ্ভিত হলে পর আমি তোমাদের আগে গালীলে

[২৬:২৬] দে: মথি ১৪:১৯। [২৬:২৭] ১করি ১০:১৬। [২৬:২৮] যাত্রা ২৪:৬-৮; সখ ৯:১১; মালা ২:৫; ইব্রী ৯:২০; ১০:২৯; দে: ১৩:২০। [২৬:২৮] দে: মথি ২০:২৮; মার্ক ১:৪। [২৬:২৯] প্রেরি ১০:৪১। [২৬:৩০] দে: মথি ২১:১। [২৬:৩১] মথি ১১:৬; ১৩:২১। [২৬:৩১] সখ ১৩:৭; যোহন ১৬:৩২। [২৬:৩২] মথি ২৮:৭, ১০, ১৬।

২৬:২৬ এ আমার শরীর। রুটি ভাঙ্গা ও তা খাওয়ার ঘটনা খ্রীষ্টের আগত মৃত্যু ও গন্তব্য প্রকাশ করে, যাতে তাঁর মাংসিক দুঃখভোগ তাঁদের জীবন রক্ষা করে (যোহন ৬:৫৩-৫৮)। রুটি তাঁর দেহের সমান নয়; কিন্তু এটি পরিব্রাজকের ফলপ্রসূ চিহ্ন, যখন বিশ্বাসের সঙ্গে তা গ্রহণ করা হয়। পুরাতন নিয়মে উৎসর্গের পশুর রক্ত দ্বারা চুক্তি বলবৎ করা হত। ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে মিশর থেকে নিস্তারপর্বের মেঘশাবকের প্রতীকী রক্তের মধ্য দিয়ে উদ্ধার করেছেন (মার্ক ১৪:২২)।

২৬:২৮ যা অনেকের জন্য, পাপ ক্ষমার জন্য ঢেলে দেওয়া হয়। সীনয় পর্বতে ঈশ্বর বনি-ইস্রায়েলের সঙ্গে যে ব্যবস্থা করেছিলেন তা পশুর রক্তের দ্বারা চিহ্নিত ছিল (যাত্রা ২৪:৮)। এখানে যীশু খ্রীষ্ট নতুন ব্যবস্থার কথা বলেন যা তাঁর রক্তের মধ্য দিয়ে কার্যকর হবে (১ করিন্থীয় ১১:২৫), যার বিষয়ে ভাববাদী যিরমিয় আগে বলেছিলেন (যিরমিয় ৩১:৩১-৩৪)।

২৬:৩০ গান গেয়ে। গীতসংহিতায় লিপিবদ্ধ গীত। নিস্তারপর্বের সহভাগিতা শেষ হত হিল্লোল গীতের শেষার্ধ্বে গাওয়ার মধ্য দিয়ে (গীত ১১৫-

১১৮ অধ্যায়)।

২৬:৩১ সকলের মনে বাধা আসবে। শুধুমাত্র পিতর নন, কিন্তু এগারো জন প্রেরিতর সবাই (যিহূদা পূর্বেই বের হয়ে গিয়েছিল, যোহন ১৩:৩০)। “বাধা আসবে” কথাটির অর্থ পিতরের অস্বীকারে (৬৯-৭৫ পদ) এবং অন্যান্য প্রেরিতদের ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার মাঝে দেখা যায় (৫৬ পদ)।

আমি পালরক্ষককে আঘাত করবো। সখরিয় ১৩:৭ পদের প্রথম অংশে “আমার পালরক্ষক” বলতে খ্রীষ্টকে রাজকীয় এবং উত্তম মেঘপালক হিসেবে দেখানো হয়েছে (সখ ১১:৪-১৭)। সখরিয় ১১:১৭ পদে বলা হয়েছে অযোগ্য পালরক্ষককে আঘাতের কথা; কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে উত্তম পালরক্ষককে আঘাত করার কথা (সখ ১২:১০)।

মেঘেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। চুক্তির অবাধ্যতার পরিণামস্বরূপ অভিশাপের কারণে (দ্বি.বি. ২৮:৬৪; ২৯:২৪-২৫)। যীশু খ্রীষ্ট গ্রোফতার হওয়ার পূর্বে এটি বলেছেন এবং এই কথাটি প্রেরিতদের ছিন্নভিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছে (২৬:৫৬; মার্ক ১৪:৪৯-৫০), যারা

### মথি লিখিত সুসমাচার : ২৬ অধ্যায়

যাব। ৩০ পিতর উত্তরে তাঁকে বললেন, সকলের মনে আপনাকে নিয়ে বাধা আসলেও আমার মনে আপনাকে নিয়ে কখনও বাধা আসবে না। ৩১ যীশু তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, এই রাতে মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করবে। ৩২ পিতর তাঁকে বললেন, যদি আপনার সঙ্গে মরতেও হয়, কোন মতে আপনাকে অস্বীকার করবো না। সমস্ত শিষ্যেরাও সেই রকম কথা বললেন।

#### গেথশিমানী বাগানে যীশু খ্রীষ্টের মর্মান্তিক দুঃখ

৩৩ তখন যীশু তাঁদের সঙ্গে গেথশিমানী নামক একটি স্থানে গেলেন, আর তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন, আমি যতক্ষণ ওখানে গিয়ে প্রার্থনা করি, ততক্ষণ তোমরা এখানে বসে থাক। ৩৪ পরে তিনি পিতরকে এবং সিবদিয়ের দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, আর দুঃখার্ভ ও ব্যাকুল হতে লাগলেন। ৩৫ তখন তিনি তাদেরকে বললেন, আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ভ হয়েছে; তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জেগে থাক। ৩৬ পরে তিনি কিষ্টিং আগে গিয়ে উবুড় হয়ে পড়ে প্রার্থনা করে বললেন, হে আমার পিতা, যদি হতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে দূরে যাক; তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক, তোমার ইচ্ছামত হোক। ৩৭ পরে তিনি সেই শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর তিনি পিতরকে বললেন, এ কি? এক ঘণ্টাও কি আমার সঙ্গে জেগে থাকতে তোমাদের শক্তি হল না? ৩৮ জেগে থাক ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু দেহ দুর্বল। ৩৯ পুনরায় তিনি দ্বিতীয় বার গিয়ে এই প্রার্থনা করলেন, হে আমার পিতা, আমি পান না করলে যদি তা দূর না হয়, তবে তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক। ৪০ পরে তিনি আবার এসে দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, কেননা তাদের চোখ ভারী হয়ে পড়েছিল। ৪১ আর তিনি পুনরায় তাদেরকে ছেড়ে গিয়ে তৃতীয় বার আগের মত কথা বলে প্রার্থনা করলেন। ৪২ তখন তিনি শিষ্যদের কাছে এসে বললেন, এখনও তোমরা ঘুমাচ্ছ আর বিশ্রাম করছো, দেখ, সময় উপস্থিত, মনুষ্যপুত্রকে পাপীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। ৪৩ উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে শত্রুদের হাতে তুলে দিচ্ছে, সে কাছে এসে পড়েছে।

[২৬:৩৪] পদ: ৭৫; যোহন ১৩:৩৮। [২৬:৩৫] যোহন ১৩:৩৭। [২৬:৩৭] দে: মথি ৪:২১। [২৬:৩৮] দে: যোহন ১২:২৭। [২৬:৩৮] পদ: ৪০, ৪১। [২৬:৩৯] দে: মথি ২০:২২। [২৬:৩৯] পদ: ৪২; গীত ৪০:৬-৮; যিশা ৫০:৫; মথি ৬:১০; যোহন ৪:৩৪; ৫:৩০; ৬:৩৮। [২৬:৪০] পদ: ৩৮। [২৬:৪১] মথি ৬:১৩। [২৬:৪২] দে: পদ: ৩৯। [২৬:৪৫] দে:

সম্ভবত ৭০ খ্রীষ্টাব্দে ও পরবর্তী বছরগুলোতে যিহূদীদের ছিন্নভিন্ন হওয়ার প্রতীক।

২৬:৩৪ মোরগ ডাকবার আগে। রোমীয় সময় মানের তৃতীয় প্রহরকে বোঝানো হতে পারে (১৪:২৫; মার্ক ১৩:৩৫); কিংবা এখানে সহজভাবে ভোরবেলা বোঝানো হতে পারে, যখন মোরগ ডাকে।

২৬:৩৬ গেথশিমানী। নামটির অর্থ “ঘানি”

অর্থাৎ যে স্থানে জলপাই থেকে তেল নিংড়ে বের করে নেয়া হয়।

২৬:৩৯ পানপাত্র। গভীর দুঃখ ও যাতনার প্রতীক। এখানে এটি খ্রীষ্টের দিক থেকে তাঁর পিতার মুখ ফিরিয়ে নেওয়াকে বোঝাচ্ছে; কারণ তাঁর কোন পাপ না থাকা সত্ত্বেও আমাদের জন্য তাঁকে পাপের উৎসর্গ হিসেবে উপস্থাপন করা হল (২৭:৪৬; ২ করি ৫:২১)।



## মথি লিখিত সুসমাচার : ২৬ অধ্যায়

### শত্রুদের হাতে যীশু খ্রীষ্ট

<sup>৪৭</sup> তিনি যখন কথা বলছেন, দেখ, যিহূদা, সেই বারো জনের এক জন, আসল এবং তার সঙ্গে অনেক লোক খড়্গ ও লাঠি নিয়ে প্রধান পুরোহিতদের ও লোকদের প্রাচীনদের কাছ থেকে আসল। <sup>৪৮</sup> যে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সে তাদেরকে এই সঙ্কেত বলেছিল, আমি যাকে চুম্বন করবো, সে ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাকে ধরবে। <sup>৪৯</sup> সে তখনই যীশুর কাছ গিয়ে বললো, রব্বি, মঙ্গল হোক, আর তাঁকে আত্মহত্যা চুম্বন করলো। <sup>৫০</sup> যীশু তাকে বললেন, বন্ধু, যা করতে এসেছো, কর। তখন তারা কাছে এসে যীশুর উপরে হস্তক্ষেপ করে তাঁকে ধরলো। <sup>৫১</sup> আর দেখ, যীশুর সঙ্গীদের মধ্যে এক ব্যক্তি হাত বাড়িয়ে খড়্গ বের করলেন এবং মহাপুরোহিতের দাসকে আঘাত করে তার একটা কান কেটে ফেললেন। <sup>৫২</sup> তখন যীশু তাঁকে বললেন, তোমার খড়্গ খাপে রাখ, কেননা যেসব লোক খড়্গ ধারণ করে, তারা খড়্গ দ্বারা বিনষ্ট হবে। <sup>৫৩</sup> আর তুমি কি মনে কর যে, আমি আমার পিতার কাছে বিনতি করলে তিনি এখনই আমার জন্য দ্বাদশ বাহিনীর চেয়ে বেশি স্বর্গদূত পাঠিয়ে দেবেন না? <sup>৫৪</sup> কিন্তু তা করলে কেমন করে পবিত্র শাস্ত্রের এই সব বাক্য পূর্ণ হবে যে, এরকম হওয়া আবশ্যিক? <sup>৫৫</sup> সেই সময়ে যীশু লোকদেরকে বললেন, লোকে যেমন দস্যু ধরতে যায়, তেমনি কি তোমরা খড়্গ ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে আসলে? আমি প্রতিদিন মন্দিরে বসে উপদেশ দিয়েছি, তখন তো আমাকে ধরলে না। <sup>৫৬</sup> কিন্তু এসব ঘটলো, যেন ভাববাদীদের লেখা বাক্যসমূহ পূর্ণ হয়। তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

### মহাপুরোহিতের সম্মুখে যীশু খ্রীষ্টের বিচার

<sup>৫৭</sup> আর যারা যীশুকে ধরেছিল, তারা তাঁকে মহাপুরোহিত কায়াফার কাছে নিয়ে গেল; সেই স্থানে ধর্ম-শিক্ষকেরা ও প্রাচীনবর্গেরা সমবেত হয়েছিল। <sup>৫৮</sup> আর পিতার দূরে থেকে তাঁর পিছনে পিছনে মহাপুরোহিতের প্রাপ্ত পর্যন্ত আসলেন এবং শেষে কি হয়, তা দেখবার জন্য ভিতরে গিয়ে পদাতিকদের সঙ্গে বসলেন। <sup>৫৯</sup> তখন প্রধান পুরোহিতেরা এবং সমস্ত মহাসভা

পদ: ১৮। [২৬:৪৭] দে: মথি ১০:৪। [২৬:৪৯] পদ: ২৫; দে: মথি ২৩:৭। [২৬:৫০] মথি ২০:১৩; ২২:১২। [২৬:৫১] লূক ২২:৩৬, ৩৮। [২৬:৫১] যোহন ১৮:১০। [২৬:৫২] আদি ৯:৬; যাত্রা ২১:১২; প্রকা ১৩:১০। [২৬:৫৩] ২রাজা ৬:১৭; দানি ৭:১০; মথি ৪:১১। [২৬:৫৪] দে: পদ: ২৪; দে: মথি ১:২২। [২৬:৫৫] মার্ক ১২:৩৫; লূক ২১:৩৭; যোহন ৭:১৪, ২৮; ১৮:২০। [২৬:৫৬] দে: পদ: ২৪; দে: মথি ১:২২। [২৬:৫৭] দে: পদ: ৩। [২৬:৫৮] পদ: ৬৯; মার্ক ১৪:৬৬; লূক ২২:৫৫; যোহন ১৮:১৫। [২৬:৫৮] মার্ক ১৫:১৬; লূক ১১:২১; যোহন ৭:৩২, ৪৫, ৪৬। [২৬:৫৯] দে:

**২৬:৪৮ চুম্বন।** যিহূদী পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রচলিত একটি রীতি। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যিহূদী পুরুষেরা একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাতেন, কোলাকুলি করতেন এবং মুখমণ্ডলের উপর চুমো খেতেন। কিন্তু যেহেতু যিহূদা ইফারিয়োৎ সব সময় যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকতেন তাই তাঁকে হঠাৎ চুমো খাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল না।  
**২৬:৫৩ দ্বাদশ বাহিনী।** একটি রোমীয়

সৈন্যবাহিনীতে ৬ হাজার সৈন্য থাকতো।  
**২৬:৫৯ মহাসভা।** এটি ছিল যিহূদীদের উচ্চ পর্যায়ের বিচারসভা। মহাপুরোহিত সহ ৭০ জন বৃদ্ধনেতা এবং উচ্চ পর্যায়ের পুরোহিত নিয়ে গঠিত হত এই সভা। ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্নের আলোচনা ও তার শেষ মীমাংসার জন্য যিহূদী নেতারা এই সভায় মিলিত হতেন। এঁরা রোমানদের অধীনে যিহূদিয়া প্রদেশের

### মথি লিখিত সুসমাচার : ২৬ অধ্যায়

যীশুকে হত্যা করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য খোঁজ করলো, <sup>৩০</sup> কিন্তু অনেক মিথ্যাসাক্ষী এসে জুটলেও তা পেল না। <sup>৩১</sup> অবশেষে দু'জন এসে বললো, এই ব্যক্তি বলেছিল, আমি ঈশ্বরের মন্দির ভেঙ্গে ফেলতে, আবার তিন দিনের মধ্যে তা গাঁথে তুলতে পারি। <sup>৩২</sup> তখন মহাপুরোহিত উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললেন, তুমি কি কোন উত্তর দেবে না? তোমার বিরুদ্ধে এরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছে? <sup>৩৩</sup> কিন্তু যীশু নীরব রইলেন। মহাপুরোহিত তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বরের নামে দিব্য দিচ্ছি, আমাদেরকে বল দেখি, তুমি কি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র? <sup>৩৪</sup> উত্তরে যীশু বললেন, তুমিই বললে; আরও আমি তোমাদেরকে বলছি, এখন থেকে তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে এবং আকাশের মেঘরথে আসতে দেখবে। <sup>৩৫</sup> তখন মহাপুরোহিত তাঁর কাপড় ছিঁড়ে বললেন, এ নিন্দা করলো, আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন? দেখ, এখন তোমরা নিন্দা শুনলে; <sup>৩৬</sup> তোমাদের কি বিবেচনা হয়? তারা উত্তরে বললো, এ মৃত্যুর যোগ্য। <sup>৩৭</sup> তখন তারা তাঁর মুখে থুথু দিল ও তাঁকে ঘুসি মারলো; <sup>৩৮</sup> আর কেউ কেউ তাঁকে প্রহার করে বললো, রে খ্রীষ্ট, আমাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী বল, কে তোকে মারলো?

মথি ৫:২২। [২৬:৬০] গীত ২৭:১২; ৩৫:১১; প্রেরি ৬:১৩। [২৬:৬০] দ্বি:বি ১৯:১৫। [২৬:৬১] দে: যোহন ২:১৯। [২৬:৬৩] দে: মার্ক ১৪:৬১। [২৬:৬৩] লেবী ৫:১। [২৬:৬৩] দে: মথি ১৬:১৬। [২৬:৬৩] লুক ২২:৬৭। [২৬:৬৩] দে: মথি ৪:৩। [২৬:৬৪] মথি ২৭:১১; লুক ২২:৭০। [২৬:৬৪] দে: মার্ক ১৬:১৯। [২৬:৬৪] দে: প্রকা ১:৭। [২৬:৬৫] দে: মার্ক ১৪:৬৩। [২৬:৬৬] লেবী ২৪:১৬; যোহন ১৯:৭। [২৬:৬৭] দে: মথি ১৬:২১। [২৬:৬৮] লুক ২২:৬৩-৬৫।

আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে নিয়োজিত থাকতেন। তাছাড়া এরা যিহূদী সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চ পদস্থ ক্ষমতাপন্ন হিসেবে প্রাধান্য পেতেন।

**২৬:৬০ দু'জন।** মোশির আইন-কানূনের ধারা অনুযায়ী কোন লোককে অপরাধী সাব্যস্ত করতে দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন হত। দেখুন গণনা ৩৫:৩০ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ১৯:১৫ পদ।

**২৬:৬১ ঈশ্বরের মন্দির ... গাঁথে তুলতে পারি।** এটি যীশু খ্রীষ্টের উক্তির ইচ্ছাকৃত বিকৃতি বলে প্রমাণিত হয়েছে (যোহন ২:১৯)।

**২৬:৬৩ জীবন্ত ঈশ্বরের নামে শপথ করছি।** যীশু খ্রীষ্ট মহাপুরোহিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন (৬৩ পদ); কিন্তু যখন মহাপুরোহিত এ ধরনের শপথ করলেন, তখন তিনি আইনত উত্তর দিতে বাধ্য হলেন।

**২৬:৬৪ এখন থেকে ... আসতে দেখবে।** এখানে যীশু খ্রীষ্টের বিবৃতি অনুসারে তাঁকে মরণশীল খ্রীষ্ট নয়, বরং বিশ্বদ্রষ্টাদের শাসক,

ইস্রায়েলের প্রতি কৃত প্রতিজ্ঞার মূর্তরূপ হিসেবে উপস্থাপন করে এবং এমন একজন হিসেবে প্রকাশ করে, যিনি মহিমায় আসবেন ও চিরতরে রাজত্ব করবেন বলে দাবী করেছেন (দানি ৭:১৩-১৪); অর্থাৎ তিনি তাদের বিচারক, তারা তাঁর বিচারক নয়।

**পরাক্রম।** ঈশ্বরকে প্রদত্ত যিহূদী উপাধি।

**২৬:৬৫ কাপড় ছিঁড়ে বললেন।** সাধারণভাবে মহাপুরোহিতের এই ধরনের কাজ আইন-কানুন কর্তৃক নিষিদ্ধ ছিল (লেবীয় ১০:৬; ২১:১০)। মহাপুরোহিত ৬৪ পদে যীশু খ্রীষ্টের উত্তরকে ঈশ্বরনিন্দা হিসেবে অভিহিত করে এই কাজটি করেন (মার্ক ১৪:৬৪)।

**২৬:৬৭-৬৮ কে তোকে মারলো?** মার্ক উল্লেখ করেন যে, তারা যীশু খ্রীষ্টকে প্রহার করার সময় তাঁর চোখ বন্ধ করে দিয়েছিল (মার্ক ১৪:৬৫); এই কারণে তারা এই বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন করেছিল।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২৬ অধ্যায়

### পিতরের তিন বার অস্বীকার

৬৯ ইতোমধ্যে পিতর বাইরে প্রাঙ্গণে বসেছিলেন; আর এক জন দাসী তাঁর কাছে এসে বললো, তুমিও সেই গালিলীয় যীশুর সঙ্গে ছিলে। ৭০ কিন্তু তিনি সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করে বললেন, তুমি কি বলছো, আমি বুঝতে পারলাম না। ৭১ তিনি ফটকের কাছে গেলে আর এক দাসী তাঁকে দেখে সেই স্থানের লোকদেরকে বললো, এই ব্যক্তি সেই নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিল। ৭২ তিনি আবার অস্বীকার করলেন, দিব্য করে বললেন, আমি সেই ব্যক্তিকে চিনি না। ৭৩ আর অল্পক্ষণ পরে, যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তারা এসে পিতরকে বললো, সত্যিই তুমিও তাদের এক জন, কেননা তোমার ভাষা তোমার পরিচয় দিচ্ছে। ৭৪ তখন তিনি অভিশাপপূর্বক শপথ করে ও দিব্য করে বলতে লাগলেন, আমি সেই ব্যক্তিকে চিনি না। ৭৫ তখনই মোরগ ডেকে উঠলো। তাতে যীশু এই যে কথা বলেছিলেন, ‘মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করবে,’ তা পিতরের মনে পড়লো এবং তিনি বাইরে গিয়ে ভীষণভাবে কাঁদতে লাগলেন।

[২৬:৭৫] পদ: ৩৪; যোহন ১৩:৩৮।

২৬:৭৩ তোমার ভাষা তোমার পরিচয় দিচ্ছে। পিতরের উচ্চারণে অবশ্যই গালিলীয় টান ছিল, যা যিরূশালেম নগরীতে সকলের দৃষ্টি-আকর্ষক ছিল। গালিলীয় উচ্চারণ-ভঙ্গি যিহূদিয়ার উচ্চারণ-ভঙ্গি থেকে অনেক আলাদা ছিল। গালিলের লোকেরা স্বরবর্ণের ব্যাপারে অসতর্ক ছিল ও বিভিন্ন কণ্ঠবর্ণ উচ্চারণে স্পষ্ট ভিন্নতা

তৈরি করতে পারতো না। মহাপুরোহিতের দাস ও মন্দিরের পাহারাদাররা যিরূশালেমে বাস করতো এবং নিজেদেরকে যিহূদার লোক বলে মনে করতো। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, যিহূদার লোকেরা গালিলীয়দেরকে বিপ্লবী বলে মনে করতো, তবে এর প্রমাণ অস্পষ্ট।

### মথি ২৬ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই দীর্ঘ অধ্যায়টি প্রভু যীশুকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঐ সব চাপ্তাল্যকর ঘটনাবলীর বর্ণনা দেয়, যেগুলো তাঁকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র সহ- শত্রুদের হাতে তাঁর ধরা পরা ও বিচার (মথি ২৬:১-৫, ১৪-১৬), মৃত্যুর প্রস্তুতি হিসেবে মরিয়মের দ্বারা প্রভু যীশুর অভিষেক (মথি ২৬:৬-১৩), শিষ্যদের সাথে প্রভু যীশুর শেষ নিস্তারপর্বের ভোজ ও প্রভুর ভোজের প্রতিষ্ঠা (মথি ২৬:১৭-৩৫), গেৎশিমানী বাগানে প্রভু যীশুর প্রার্থনা (মথি ২৬:৩৬-৪৬), যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রভু যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেয়া (মথি ২৬:৪৭-৫৬), মহাপুরোহিত কাইয়াফা ও মহাসভার সামনে প্রভু যীশুর উপস্থিতি (মথি ২৬:৫৭-৬৮) এবং প্রভু যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে পিতরের অস্বীকারকে (মথি ২৬:৬৯-৭৫) নির্দেশ করে। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল- যেসব ঘটনাবলীর ফলশ্রুতি হিসেবে প্রভু যীশু শত্রুদের হাতে ধরা পরেছিলেন, প্রভুর ভোজের মধ্য দিয়ে নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা, এবং যিহূদার

মথি লিখিত সুসমাচার : ২৬ অধ্যায়

বিশ্বাসঘাতকতা ও পিতরের অস্বীকারের বিষয়গুলো।

মথি ২৬ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. প্রধান পুরোহিত ও বৃদ্ধ নেতারা একত্রে কি পরামর্শ করছিলেন? (৩,৪ পদ)
২. তাঁরা কেন পর্বের দিন কোন পদক্ষেপ নিতে চান না? (৫ পদ)
৩. কুষ্ঠরোগী শিমোনের বাসায় কি ঘটেছিল? (৬-১৩ পদ)
৪. যিহূদা ইষ্কারিয়োট ও প্রধান পুরোহিতের মধ্যকার সাক্ষাৎটি বর্ণনা করুন। (১৪-১৬ পদ)
৫. কিভাবে প্রভুর ভোজের প্রচলন শুরু হল বর্ণনা করুন। (২৬-২৯ পদ)
৬. ভোজের শেষে যীশু ও তাঁর শিষ্যরা কোথায় গিয়েছিল? (৩০ পদ)
৭. কিভাবে যীশু পিতরের অস্বীকার করা ও শিষ্যদের মনে বাধার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? (৩১-৩৫ পদ)
৮. গেৎশিমানীতে পৌছানোর পর যীশু শিষ্যদের কি বলেছিলেন? (৩৬ পদ)
৯. তিনি কাদের তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেলেন? তিনি তাদের কি বললেন? (৩৭,৩৮ পদ)
১০. গেৎশিমানী বাগানে খ্রীষ্টের নিদারুণ যন্ত্রণার কথা বর্ণনা করুন। (৩৯-৪৬ পদ)
১১. যিহূদা ইষ্কারিয়োট কিভাবে তার প্রভুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল? (৪৮-৫০ পদ)
১২. কেন যীশু নিজের গ্রেফতারের ক্ষেত্রে কোন বাধা চান নি? (৫১-৫৪ পদ)
১৩. তখন তাঁর সব শিষ্যরা কি করেছিল? (৫৬ পদ)
১৪. ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয়ে গীত রচক কি বলেছিলেন? (গীতসংহিতা ৪০:৮ পদ)
১৫. এটির বিষয়ে খ্রীষ্ট কি বলেছিলেন? (যোহন ৫:৩০ পদ)
১৬. তাঁর উদাহরণ অনুসারে, বিশ্বাসীদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? (ইফিষীয় ৬:৬ পদ)
১৭. তাহলে তাদের পুরস্কার কি হবে? (১ যোহন ২:১৭ পদ)
১৮. মহাপুরোহিতের সামনে বিচারসভার বর্ণনা দিন। (৫৭-৬৮ পদ)

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২৭ অধ্যায়

### পীলাতের সামনে যীশু খ্রীষ্ট

**২৭**<sup>১</sup> প্রভাত হলে প্রধান পুরোহিতেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গরা সকলে যীশুকে হত্যা করার জন্য তাঁর বিপক্ষে পরামর্শ করলো; <sup>২</sup> আর তাঁকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে শাসনকর্তা পীলাতের হাতে তুলে দিল।

### ঈফুরিয়োতীয় যিহূদার আত্মহত্যা

<sup>৩</sup> তখন যিহূদা, যে যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সে যখন বুঝতে পারল যে, যীশুর দণ্ডাজ্ঞা হয়েছে, তখন অনুশোচনা করে সেই ত্রিশটি রূপার মুদ্রা প্রধান পুরোহিত ও প্রাচীনদের কাছে ফিরিয়ে দিল, আর বললো, নির্দোষ রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে আমি পাপ করেছি। <sup>৪</sup> তারা বললো, তাতে আমাদের কি? তুমিই তা বুঝবে। <sup>৫</sup> তখন সে ঐ মুদ্রাগুলো মন্দিরের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেল এবং গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেল। <sup>৬</sup> পরে প্রধান পুরোহিতেরা সেসব মুদ্রা নিয়ে বললো, এগুলো ভাঙারে রাখা উচিত নয়, কারণ তা রক্তের মূল্য। <sup>৭</sup> পরে তারা পরামর্শ করে বিদেশীদের কবর দেবার জন্য ঐ টাকায়

[২৭:১] দে: মথি ১২:১৪; মার্ক ১৫:১; লুক ২২:৬৬। [২৭:২] মথি ২০:১৯। [২৭:২] মার্ক ১৫:১; লুক ১৩:১; প্রেরি ৩:১৩; ১তীম ৬:১৩। [২৭:৩] দে: মথি ১০:৪। [২৭:৩] মথি ২৬:১৪, ১৫। [২৭:৪] পদ: ২৪। [২৭:৫] লুক ১:৯, ২১। [২৭:৫] প্রেরি ১:১৮।

**২৭:১ প্রভাত হলে।** মহাসভা রাতের বেলায় আইনানুগ অধিবেশন করতে পারে নি, তাই দিনের আরম্ভে এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়েছিল খ্রীষ্টকে আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য (২৬:৬৬)।

**২৭:২ পীলাতের হাতে তুলে দিল।** মৃত্যুদণ্ড দানের ক্ষমতা রোমীয় সরকার কর্তৃক মহাসভাকে দেওয়া হয়নি; অবশ্য কোন বিদেশীর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে, যদি সে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করার মত গুরুতর অপরাধ করে। তাই খ্রীষ্টকে মৃত্যুদণ্ড দানের জন্য তাঁকে পীলাতের হাতে সমর্পণ করতে হয়েছিল।

**২৭:৩-১০ ঈফুরিয়োতীয় যিহূদার আত্মহত্যা।** যারা ঘুষ লেনদেন করতো, আইন-কানুন অনুসারে তারা অভিশাপগ্রস্ত (দ্বি.বি. ২৭:২৫) এবং কারও মিথ্যা সাক্ষ্যদান অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দেয়া শাস্তির মত একই শাস্তির যোগ্য (দ্বি.বি. ১৯:১৮-১৯)। কারও হাতে নির্দোষ রক্ত লাগার অর্থ, সে খুনের জন্য অপরাধী; পুরাতন নিয়মে এই অপরাধ কেবল খুনির রক্ত দ্বারা মোচন করা যেত বা যদি খুনী অজানা থাকে, তবে উৎসর্গ

উৎসর্গ করতে হত (আদি ৪:১৫; ২ শমূ ১২:১৩, ১৪; প্রেরিত ১:১৬-১৯)।

**২৭:৫ গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেল।** গ্রীক ও রোমীয় প্রথা অনুসারে অন্যের হাতে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে আত্মহত্যা করা আরও সম্মানজনক বিষয় ছিল। অনেক যিহূদীর কাছে এটি সেরূপ মহৎ বিষয় ছিল, যদি তা অত্যাচারীর হাতে বা কলঙ্কে জড়ানোর ভয় এড়াতে করা হয়। তবে বিশেষভাবে ইস্রায়েল দেশে যিহূদীবাদ এই কাজকে মন্দরূপে দেখা হত। যিহূদা যদি পবিত্র স্থানে ফাঁসিতে ঝুলতো, তাহলে সে পবিত্র স্থানকে নোংরা করতো, তাই সে অন্যত্র চলে গেল (প্রেরিত ১:১৮; ১ শমূ ৩১:৪; ২ শমূ ১৭:২৩)।

**২৭:৭ বিদেশীদের কবর।** যে মুতের কেউ নেই, তার কবর দেয়া ভাল কাজ বলে ধরা হত। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বৃদ্ধ ভ্রমণকারীরা যিরূশালেমে আসতো; যদি তারা সে সময় মারা যেত এবং তাদের কোন টাকা-পয়সা না থাকতো, তবে অন্যরা তার কবর দেবার অর্থ দিত।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২৭ অধ্যায়

কুমারের জমি ক্রয় করলো।<sup>৮</sup> এজন্য আজ পর্যন্ত সেই জমিকে রক্তের জমি বলে।<sup>৯</sup> তখন যিরমিয় ভাববাদীর মধ্য দিয়ে বলা এই বাক্য পূর্ণ হল,

“আর তারা সেই ত্রিশটি রূপার মুদ্রা নিল;

তা তাঁর মূল্য, যাঁর মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল,

ইস্রায়েল-সন্তানদের কতগুলো লোক যাঁর মূল্য নির্ধারণ করেছিল;

<sup>১০</sup> তারা সেগুলো নিয়ে কুমারের ক্ষেতের জন্য দিল,

যেমন প্রভু আমার প্রতি আদেশ করেছিলেন।”

### যীশু খ্রীষ্টের কাছে পিলাতের প্রশ্ন

<sup>১১</sup> ইতোমধ্যে যীশুকে শাসনকর্তার সম্মুখে দাঁড় করানো হল। শাসনকর্তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি যিহুদীদের রাজা? যীশু তাঁকে বললেন, তুমিই বললে।<sup>১২</sup> আর

[২৭:৮] প্রেরি ১:১৯। [২৭:৯] দে: মথি ১:২২। [২৭:১০] সখ ১১:১২, ১৩; যির ৩২:৬-৯। [২৭:১১] দে: মথি ২:২।

২৭:৮ রক্তের জমি। যিরমিয় ১৯:৬ পদে উল্লিখিত “হত্যার উপত্যকা”-এর সাথে তুলনা করণ।

২৭:৯ যিরমিয় ভাববাদীর ... বাক্য। এ কথার পরে যে উদ্ধৃতিটি তুলে ধরা হয়েছে তা সম্ভবত সখ ১১:১২-১৩ ও যির ১৯:১-১৩ পদকে সমন্বয় করে উদ্ধৃত করা হয়েছে (অথবা যির ১৮:২-১২ বা ৩২:৬-৯ পদ)। কিন্তু মথি এই উক্তিটি প্রধান ভাববাদী যিরমিয়ের বলে উল্লেখ করেছেন, ঠিক যেরূপ মার্ক (১:২-৩) মালাখি ৩:১ ও যিশাইয় ৪০:৩ পদ থেকে উদ্ধৃত করলেও শুধুমাত্র প্রধান ভাববাদী যিশাইয়ের নাম উল্লেখ করেন। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী যিরমিয় ৩২:৬-১৫ পদের দিকে তাকান, যেখানে জমি ক্রয় করা হচ্ছে ঈশ্বরের লোকদের বন্দীদশা থেকে নিজেদের দেশে ফেরার চিহ্ন হিসেবে। পুস্তকের উভয় অংশ নতুন চুক্তির উল্লেখের কাছাকাছি (যির ৩১:৩১-৩৪; সখ ১১:১০)। তবে এই অংশটি যিরমিয় ১৯:১-১৩ পদের উল্লেখও হতে পারে, যেখানে ভাববাদী যিহুদিয়ার লোকদের উপরে বিচারের চিহ্ন হিসেবে হিল্লোম উপত্যকায় কুম্ভকারের পাত্র ভেঙ্গেছিলেন, যারা সেই স্থানকে নির্দোষের রক্ত দ্বারা পূর্ণ করেছে।

২৭:১১ যীশুকে শাসনকর্তার সম্মুখে দাঁড়

করানো হল। ১১-২২ পদের মধ্যে দেখা যায় যে, যীশু খ্রীষ্টের রোমীয় ধারায় বিচার কাজ শুরু হয়েছে। অবশ্য এর আগে মহাসভার সামনে তাঁর এক দফা বিচার হয়েছে। এখানে দুই ধরনের আইনের ধারায় যীশু খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। যিহুদী ও রোমীয়, দু’টোই আধুনিক বিচার ব্যবস্থার উৎস। হানন, কায়াফা ও মহাসভার অধীনে বন্দীত্ব ও বিচার যিহুদী ব্যবস্থার অধীনে; যারা রোমীয় আইনের অধীনে পীলাত ও হেরোদের অধীন। এই বিচার কয়েকটি কারণে নিয়ম বহির্ভূত ছিল:

- ♦ বিচারক নিরপেক্ষ ছিল না এবং অভিযুক্তকে রক্ষা করার কোন চেষ্টা করে নি। এমন কোন প্রমাণ নেই যে, তেইশ জন বিচারকের কোরাম পূর্ণ হয়েছিল; উপরন্তু বিচারকেরা গ্রেফতার করার কাজে অংশ নিয়েছে এবং তারা খ্রীষ্টের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল (মথি ২৬:৬২-৬৩)।
- ♦ খ্রীষ্টকে বন্দী করা আইনানুগ ছিল না, কারণ আনুষ্ঠানিক অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় নি।
- ♦ বিচার কাজের সকল অধিবেশন দিনের বেলায় শুরু হবে ও সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত চলবে; কিন্তু রাতের বিচার অধিবেশন অবৈধ।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ২৭ অধ্যায়

যখন প্রধান পুরোহিতেরা ও প্রাচীনবর্গরা তাঁর উপরে দোষারোপ করছিল, তিনি তার কোনই উত্তর দিলেন না।<sup>১৩</sup> তখন পীলাত তাঁকে বললেন, তুমি কি শুনছো না, ওরা তোমার বিপক্ষে কত বিষয় সাক্ষ্য দিচ্ছে? <sup>১৪</sup> তিনি তাঁকে এক কথারও উত্তর দিলেন না; এতে শাসনকর্তা অতিশয় আশ্চর্য জ্ঞান করলেন।

#### বারাব্বা না খ্রীষ্ট?

<sup>১৫</sup> আর শাসনকর্তার এই রীতি ছিল, পর্বের সময়ে লোকেরা যাকে চাইত এমন এক জন বন্দীকে তিনি মুক্তি দিতেন। <sup>১৬</sup> সেই সময়ে তাদের এক জন প্রসিদ্ধ বন্দী ছিল, তার নাম বারাব্বা। <sup>১৭</sup> অতএব তারা একত্র হলে পীলাত তাদেরকে বললেন, তোমাদের ইচ্ছা কি, আমি তোমাদের জন্য কাকে মুক্ত করবো? বারাব্বাকে, না, যাকে খ্রীষ্ট বলে সেই যীশুকে? <sup>১৮</sup> কারণ তিনি জানতেন, তারা হিংসা বশতঃ তাঁকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। <sup>১৯</sup> তিনি বিচারাসনে বসে আছেন, এমন সময়ে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলে পাঠালেন, সেই ধর্মিকের প্রতি তুমি কিছুই করো না; কারণ আমি আজ স্বপ্নে তাঁর জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছি। <sup>২০</sup> আর প্রধান পুরোহিতেরা ও প্রাচীনবর্গরা লোকদেরকে প্রবৃত্তি দিল, যেন তারা বারাব্বাকে চেয়ে নেয় ও যীশুকে হত্যা করবার কথা বলে। <sup>২১</sup> তখন শাসনকর্তা তাদেরকে বললেন, তোমাদের ইচ্ছা কি? সেই দু'জনের মধ্যে কাকে ছেড়ে দেব? তারা বললো, বারাব্বাকে। <sup>২২</sup> পীলাত তাদেরকে বললেন, তবে যীশু, যাকে খ্রীষ্ট বলে, তাকে কি করবো? তারা সকলে বললো, ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক।

<sup>২৩</sup> তিনি বললেন, কেন? সে কি অপরাধ করেছে? কিন্তু তারা আরও চেষ্টা করে বললো, ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক।

<sup>২৪</sup> পীলাত যখন দেখলেন, তাঁর চেষ্টা বিফল, বরং আরও গোলযোগ হচ্ছে, তখন জল

[২৭:১২] দে: মার্ক ১৪:৬১। [২৭:১৩] মথি ২৬:৬২। [২৭:১৪] দে: মার্ক ১৪:৬১। [২৭:১৫] যোহন ১৮:৩৯। [২৭:১৭] পদ: ২২; মথি ১:১৬। [২৭:১৯] যোহন ১৯:১৩। [২৭:১৯] পদ: ২৪। [২৭:১৯] আদি ২০:৬; গণনা ১২:৬; ১রাজা ৩:৫; ইয়োব ৩৩:১৪-১৬; মথি ১:২০; ২:১২, ১৩, ১৯, ২২। [২৭:২০] প্রেরি ৩:১৪। [২৭:২২] মথি ১:১৬। [২৭:২৪] মথি

- ♦ যে দিন বিচার হবে সেই একই দিনে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেওয়া যেত না, পরবর্তী দিন বিচারের রায় দেয়ার বিধান ছিল।
- ♦ শত্রুভাবাপন্ন হয়ে মিথ্যে সাক্ষী হাজির করা অবৈধ (মথি ২৬:৫৯; মার্ক ১৪:৫৬; যোহন ১১:৫৩)।
- ♦ কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার নিজের কথায় দোষী করা যেত না, তবুও তারা খ্রীষ্টকে দণ্ড দিতে তাঁর কাছ থেকেই উত্তর চেয়েছে (মথি ২৬:৬৩-৬৬; যোহন ১৮:১৯)।
- ♦ তাঁর বিরুদ্ধে কোন উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপিত হয়নি। পীলাত যীশু খ্রীষ্টকে নির্দোষ ঘোষণা করার পরে তাঁর পরবর্তী

কাজ ছিল রোমীয় আইনের বিরোধী (মথি ২৭:৪৪)।

**২৭:১৫ শাসনকর্তার রীতি।** এ সম্পর্কে সুসমাচারের বাইরে আর কিছুই জানা যায় না।

**২৭:১৫ পর্বের সময়ে ... মুক্তি দিতেন।** তবে এরকম প্রথা স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। রোমীয় আইন দুই ধরনের ক্ষমা প্রদান করতো: বিচারের পূর্বে বেকসুর খালাস এবং বিচার হওয়ার পর প্রদত্ত ক্ষমা। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে মুক্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

**২৭:১৯ তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলে পাঠালেন।** এই ঘটনা কেবল মথির সুসমাচারে পাওয়া যায়।

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২৭ অধ্যায়

নিয়ে লোকদের সাক্ষাতে হাত ধুয়ে বললেন, এই ধার্মিক ব্যক্তির রক্তপাতের সম্বন্ধে আমি নির্দোষ, তোমরাই তা বুঝবে। <sup>২৫</sup> তাতে সমস্ত লোক উত্তরে বললো, ওর রক্ত আমাদের উপরে ও আমাদের সন্তানদের উপরে বর্জ্যক। <sup>২৬</sup> তখন তিনি তাদের জন্য বারাব্বাকে ছেড়ে দিলেন এবং যীশুকে কশাঘাত করে ক্রুশে দেবার জন্য সৈন্যদের হাতে তুলে দিলেন।

### সৈন্যদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ

<sup>২৭</sup> তখন শাসনকর্তার সৈন্যরা যীশুকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে সমস্ত সৈন্যদল একত্র করলো। <sup>২৮</sup> আর তারা তাঁর কাপড় খুলে নিয়ে তাঁকে একখানি লাল রংয়ের কাপড় পরালো। <sup>২৯</sup> আর কাঁটার মুকুট গেঁথে তাঁর মাথায় দিল ও তাঁর ডান হাতে এক গাছি নল দিল; পরে তাঁর সম্মুখে জানু পেতে তাঁকে বিদ্রূপ করে বললো, ‘যিহূদী-রাজা, নমস্কার!’ <sup>৩০</sup> আর তারা তাঁর শরীরে খুঁ খুঁ দিল ও সেই নল নিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করতে লাগল। <sup>৩১</sup> আর তাঁকে বিদ্রূপ করার পর পোশাকখানি খুলে ফেলে তারা আবার তাঁর নিজের পোশাক পরিয়ে দিল এবং তাঁকে ক্রুশে দেবার জন্য নিয়ে চললো।

### যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণ

<sup>৩২</sup> আর বের হয়ে তারা শিমোন নামে এক জন কুরীণীয় লোকের দেখা পেল; তাকেই তাঁর ক্রুশ বহন করার জন্য বাধ্য করলো। <sup>৩৩</sup> পরে গল্গাথানামক স্থানে, অর্থাৎ যাকে মাথার খুলির স্থান বলে, <sup>৩৪</sup> সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা তাঁকে পিত্ত মিশানো আঙ্গুর-রস পান করতে দিল; তিনি তা মুখে দিয়ে আর পান করতে চাইলেন না। <sup>৩৫</sup> পরে তারা তাঁকে ক্রুশে দিয়ে তাঁর কাপড়-চোপড় গুলিবাঁট করে ভাগ করে নিল; <sup>৩৬</sup> এবং সেখানে বসে তাঁকে চৌকী

২৬:৫। [২৭:২৪] গীত ২৬:৬। [২৭:২৪] দ্বি:বি ২১:৬-৮। [২৭:২৪] পদ: ৪। [২৭:২৫] যিহো ২:১৯; দে: প্রেরি ৫:২৮। [২৭:২৬] যিশা ৫৩:৫; যোহন ১৯:১। [২৭:২৭] যোহন ১৮:২৮, ৩৩; ১৯:৯। [২৭:২৮] যোহন ১৯:২। [২৭:২৯] যিশা ৫৩:৩; যোহন ১৯:২, ৩। [২৭:৩০] দে: মথি ১৬:২১। [২৭:৩১] যিশা ৫৩:৭। [২৭:৩২] ইব্রী ১৩:১২। [২৭:৩২] প্রেরি ২:১০; ৬:৯; ১১:২০; ১৩:১। [২৭:৩২] মার্ক ১৫:২১; লুক ২৩:২৬। [২৭:৩৩] যোহন ১৯:১৭। [২৭:৩৪] পদ: ৪৮; গীত ৬৯:২১। [২৭:৩৫] গীত ২২:১৮। [২৭:৩৬] পদ: ৫৪।

২৭:২৬ কশাঘাত। চাবুক মারা; এই শাস্তি এত পাশবিক ছিল যে, মাঝে মাঝে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ক্রুশারোপণ করার আগেই মারা যেত।

২৭:২৭ রাজপ্রাসাদ। যিরূশালেমে রোমীয় শাসনকর্তার বাসভবন (মার্ক ১৫:১৬)।

২৭:২৮ লাল রংয়ের কাপড়। রোমীয় সৈন্যদের বাইরে পরার কোর্তা জাতীয় পোশাক।

২৭:২৯ এক গাছি নল। বিদ্রূপাত্মক রাজদণ্ড।

২৭:৩২ কুরীণীয়। উত্তর আফ্রিকার কুরীণি নামক একটি নগরের অধিবাসী।

কুরীণীয় শিমোন। শিমোন নামটি উল্লেখ করাতে বোঝা যায় যে, তিনি পরবর্তীতে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বিশ্বাসী হয়েছিলেন। মার্ক তাকে আলেকজান্ডার ও রুফের পিতা বলে দেখিয়েছেন, যারা সম্ভবত

সেই মণ্ডলীতে সুপরিচিত ছিলেন, যে মণ্ডলীর উদ্দেশে মার্ক তাঁর সুসমাচার রচনা করেছিলেন। ক্রুশের যে অংশটি শিমোন বহন করছিলেন তা সম্ভবত ক্রুশের আড়কাঠটি ছিল (মার্ক ১৫:২১)।

২৭:৩৪ পিত্ত মেশানো আঙ্গুর-রস। যিরূশালেমের মহিলারা প্রথাগতভাবে তাদের জন্য এই বেদনা নাশক মাদক তৈরি করতো, যাদের ক্রুশে দেয়া হত। যীশু খ্রীষ্ট এটি পান করতে অস্বীকার করেন, কারণ তিনি তাঁর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে চেয়েছিলেন (৫০ পদ)।

২৭:৩৫ তারা তাঁকে ক্রুশে দিয়ে ... ভাগ করে নিল। ক্রুশের উপরে যে ঘটনাবলী ঘটেছে:

◆ গল্গাথায় আগমন (৩৩ পদ; মার্ক ১৫:২২;



### মথি লিখিত সুসমাচার : ২৭ অধ্যায়

দিতে লাগল। <sup>৩৭</sup> আর ওরা তাঁর মাথার উপরে তাঁর বিরুদ্ধে এই দোষের কথা লিখে লাগিয়ে দিল, ‘এই ব্যক্তি যীশু, যিহূদীদের রাজা’।

<sup>৩৮</sup> তখন দু’জন দস্যু তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হল, এক জন ডান পাশে, আর এক জন বাম পাশে। <sup>৩৯</sup> তখন যেসব লোক সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করছিল, তারা মাথা নাড়তে নাড়তে তাঁর নিন্দা করে বললো, <sup>৪০</sup> ওহে, তুমি না মন্দির ভেঙ্গে ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে গাঁথে তুল! নিজেকে রক্ষা কর; যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ থেকে নেমে এসো। <sup>৪১</sup> আর সেভাবে প্রধান পুরোহিতেরা ধর্ম-শিক্ষকরা ও প্রাচীনরা বিদ্রূপ করে বললো, <sup>৪২</sup> ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করতো, নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ও তো ইস্রায়েলের রাজা! এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুক; তা হলে আমরা ওর উপরে বিশ্বাস করবো। <sup>৪৩</sup> ও তো ঈশ্বরের উপরে ভরসা রাখে, এখন তিনি নিস্তার করুন, যদি ওকে চান; কেননা ও বলেছে, আমি ঈশ্বরের পুত্র। <sup>৪৪</sup> আর যে দু’জন দস্যু তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিল, তারাও সেই একই কথা বলে তাঁকে তিরস্কার করলো।

#### যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু

<sup>৪৫</sup> পরে বেলা ষষ্ঠ ঘটিকা থেকে নবম ঘটিকা পর্যন্ত গোটা দেশ অন্ধকারময় হয়ে

[২৭:৩৮] যিশা ৫৩:১২। [২৭:৩৯] গীত ২২:৭; ১০৯:২৫; মাতম ২:১৫। [২৭:৪০] দে: যোহন ২:১৯। [২৭:৪০] পদ: ৪২। [২৭:৪০] মথি ৪:৩, ৬। [২৭:৪২] যোহন ১:৪৯; ১২:১৩। [২৭:৪২] দে: যোহন ৩:১৫। [২৭:৪৩] গীত ২২:৮। [২৭:৪৫] আমো ৮:৯।

- লুক ২৩:৩৩; যোহন ১৯:১৭)।
  - ♦ পিতৃ মিশানো পানীয় পানের আহ্বান প্রত্যাখ্যান (৩৪ পদ; মার্ক ১৫:২৩)।
  - ♦ খ্রীষ্টকে দু’জন দস্যুর মাঝে ক্রুশারোপণ (৩৫-৩৮ পদ; মার্ক ১৫:২৪-২৮; লুক ২৩:৩৩-৩৮; যোহন ১৯:১৮)।
  - ♦ ক্রুশ থেকে তিনি প্রথম বাণী প্রদান করেন: “পিতা, এদেরকে ক্ষমা কর...” (লুক ২৩:৩৪)।
  - ♦ সৈন্যরা তাঁর পোশাক বিভক্ত করে (৩৫ পদ; মার্ক ১৫:২৪; লুক ২৩:৩৪; যোহন ১৯:২৩)।
  - ♦ যিহূদীরা যীশু খ্রীষ্টকে উপহাস করে (৩৯-৪৩ পদ; মার্ক ১৫:২৯-৩২; লুক ২৩:৩৫)।
  - ♦ দস্যুরা তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু শুধুমাত্র একজন অনুতাপ করে ও বিশ্বাস করে (৪৪ পদ; মার্ক ১৫:৩২; লুক ২৩:৩৯-৪৩)।
  - ♦ ক্রুশ থেকে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় বাণী: “আজই তুমি পরমদেশে...” (লুক ২৩:৪৩)।
  - ♦ তৃতীয় বাণী: “হে নারী...” (যোহন ১৯:২৬-২৭)।
  - ♦ পৃথিবী অন্ধকারময় হয়ে যাওয়া (৪৫ পদ; মার্ক ১৫:৩৩; লুক ২৩:৪৪)।
  - ♦ চতুর্থ বাণী: “এলী, এলী, লামা শবজানী” (৪৬-৪৭ পদ; মার্ক ১৫:৩৪-৩৬)।
  - ♦ পঞ্চম বাণী: “আমার পিপাসা পেয়েছে...” (যোহন ১৯:২৮)।
  - ♦ ষষ্ঠ বাণী: “সমাপ্ত হল” (যোহন ১৯:৩০)।
  - ♦ সপ্তম বাণী: “আব্বা, তোমার হাতে...” (লুক ২৩:৪৬)।
  - ♦ যীশু খ্রীষ্ট তাঁর আত্মা সমর্পণ করেন (৫০ পদ; মার্ক ১৫:৩৭; লুক ২৩:৪৬; যোহন ১৯:৩০)।
- ২৭:৪৫ ষষ্ঠ ঘটিকা থেকে নবম ঘটিকা। দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ২৭ অধ্যায়

রইলো।<sup>৪৬</sup> আর নবম ঘটিকার সময়ে যীশু জোরে চিৎকার করে ডেকে বললেন, “এলী এলী লামা শবজানী,” অর্থাৎ “ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?”<sup>৪৭</sup> তাতে যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই কথা শুনে বললো, এই ব্যক্তি এলিয়কে ডাকছে।<sup>৪৮</sup> আর তাদের এক জন অমনি দৌড়ে গেল, একখানি স্পঞ্জ নিয়ে তাতে সিরকা ভরলো এবং একটা নলে লাগিয়ে তাঁকে পান করতে দিল।<sup>৪৯</sup> কিন্তু অন্য সকলে বললো, থাক্, দেখি, এলিয় ওকে রক্ষা করতে আসেন কি না।

<sup>৫০</sup> পরে যীশু আবার জোরে চিৎকার করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।<sup>৫১</sup> আর দেখ, মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চিরে দু’খানি হল, ভূমিকম্প হল ও শৈলগুলো বিদীর্ণ হল,<sup>৫২</sup> এবং কবরগুলো খুলে গেল, আর অনেক পবিত্র লোকের মৃত দেহ জীবিত হয়ে উঠলো;<sup>৫৩</sup> এবং তাঁর পুনরুত্থানের পর তাঁরা কবর থেকে বের হয়ে পবিত্র নগরে প্রবেশ করলেন, আর অনেক লোককে দেখা দিলেন।<sup>৫৪</sup> শতপতি এবং যারা তাঁর সঙ্গে যীশুকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা ভূমিকম্প ও আর যা যা ঘটছিল তা দেখে অতিশয় ভয় পেয়ে বললো, সত্যিই, ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

<sup>৫৫</sup> আর সেখানে অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন, দূর থেকে দেখছিলেন; তাঁরা যীশুর পরিচর্যা

---

[২৭:৪৬] গীত ২২:১। [২৭:৪৮] পদ: ৩৪; গীত ৬৯:২১। [২৭:৫০] যোহন ১৯:৩০। [২৭:৫১] যাত্রা ২৬:৩১-৩৩; ইব্রী ৯:৩, ৮; ১০:১৯, ২০। [২৭:৫১] পদ: ৫৪। [২৭:৫৩] দে: মথি ৪:৫। [২৭:৫৪] পদ: ৩৬। [২৭:৫৪] দে: মথি ৪:৩; ১৭:৫। [২৭:৫৫] লূক ৮:২, ৩।

---

২৭:৪৬ এলী, এলী, লামা শবজানী। এর অর্থ, “ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?” উক্তিটি অরামীয় ও হিব্রু ভাষার সংমিশ্রণ, তাই মথি তাঁর পাঠকদের জন্য তা অনুবাদ করে দিয়েছেন (মার্ক ১৫:৩৪)। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে “এলী”-র বদলে “এলোই” বলা হয়েছে।

২৭:৫১ মন্দিরের পর্দা। মন্দিরের ভেতরের পর্দা, যা মহাপবিত্র স্থান থেকে পবিত্র স্থানকে পৃথক করে রাখতো (যাত্রা ২৬:৩১; লেবীয় ১৬:১-৩০)। পর্দা ছিঁড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, খ্রীষ্ট কর্তৃক ঈশ্বরের সাথে মানুষের পুনর্মিলন সম্পাদন করা এবং তাঁর উপস্থিতি নিশ্চিত করা (ইব্রী ৯:১-১৪; ১০:১৪-২২)।

২৭:৫২ কবরগুলো খুলে গেল। ঘটনাটি কেবল এই সুসমাচারে পাওয়া যায়; সম্ভবত এটি ত্রুশের উপর যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণ প্রদানের কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর মৃত্যুকে জয় করার প্রতীক। যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া লোকদের মধ্যে

প্রথমজাত (কল ১:১৮; প্রকা ১:৫); এবং “যারা নিদ্রিত হয়েছে, তাদের প্রথমজাত” (১ করি ১৫:২০)। কেবলমাত্র মথি পবিত্র লোকদের পুনরুত্থানের কথা বলেছেন। এখানে এমনটা মনে হতে পারে যে, তারা সে সময়ে উত্তোলিত হলেন, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান না হওয়া পর্যন্ত কবর থেকে বের হয়ে আসেন নি; সেজন্য যীশু খ্রীষ্টই পুনরুত্থিতদের মধ্যে প্রথমজাত।

২৭:৫৪ ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। এটি নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, এই শতপতি পূর্ণ বিশ্বাস করেছিলেন কি না, অথবা তিনি শুধুমাত্র এ কথা স্বীকার করছিলেন কি না যে, যেহেতু দেবতারা এই অভিজুজ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে প্রকৃতিতে এত চিহ্ন দেখাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই যীশু তাদের দ্বারা আনুকূল্য পাওয়া একজন ব্যক্তি হবেন। কিন্তু যিহুদীদের হতবিস্বাস স্বরের প্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় (৪০ পদ), সম্ভবত মথি প্রথম ধারণাটি বোঝাতে চেয়েছেন (লূক ২৩:৪৭)।

### মথি লিখিত সুসমাচার : ২৭ অধ্যায়

করতে করতে গালিল থেকে তাঁর পিছনে পিছনে এসেছিলেন। <sup>৫৬</sup> তাঁদের মধ্যে মগদলীনী মরিয়ম, যাকোবের ও যোষির মা মরিয়ম এবং সিবদিয়ের পুত্রদের মা ছিলেন।

#### যীশু খ্রীষ্টের সমাধি

<sup>৫৭</sup> পরে সন্ধ্যা হলে অরিমাথিয়ার যোষেফ নামে এক জন ধনবান লোক আসলেন। তিনি নিজেও যীশুর শিষ্য হয়েছিলেন। <sup>৫৮</sup> তিনি পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর দেহখানি যাচঞা করলেন। তখন পীলাত তা দিতে আদেশ করলেন। <sup>৫৯</sup> তাতে যোষেফ মৃতদেহটি নিয়ে পরিস্কার চাদরে জড়ালেন, <sup>৬০</sup> এবং যে নতুন কবর তিনি নিজের জন্য শৈলে খুদিয়েছিলেন সেই কবরে তাঁর দেহ রাখলেন। তিনি সেই কবরের মুখে একখানি বড় পাথর গড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন। <sup>৬১</sup> মগদলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম সেখানে ছিলেন, তাঁরা কবরের সম্মুখে বসে রলেন।

#### যীশু খ্রীষ্টের কবরে পাহারার ব্যবস্থা

<sup>৬২</sup> পরদিন, অর্থাৎ আয়োজন-দিনের পরের দিন, প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা পীলাতের কাছে একত্র হয়ে বললো, <sup>৬৩</sup> গুরু, আমাদের মনে পড়ছে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত থাকতে বলেছিল, তিন দিনের পরে আমি জীবিত হয়ে উঠবো। <sup>৬৪</sup> অতএব তৃতীয় দিন পর্যন্ত তার কবর পাহারা দিতে আদেশ করুন; পাছে তার শিষ্যেরা এসে তাকে চুরি করে নিয়ে যায়, আর লোকদেরকে বলে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন; তা হলে প্রথম ভ্রান্তির চেয়ে শেষ ভ্রান্তি আরও বেশি মন্দ হবে। <sup>৬৫</sup> পীলাত তাদেরকে বললেন,

[২৭:৫৬] মার্ক ১৫:৪৭; লুক ২৪:১০; যোহন ১৯:২৫। [২৭:৬০] মথি ২৭:৬৬; ২৮:২; মার্ক ১৬:৪; প্রেরি ১৩:২৯। [২৭:৬৩] দে: মথি ১৬:২১। [২৭:৬৪] মথি ২৮:১৩। [২৭:৬৫] পদ: ৬৬; মথি ২৮:১১।

**২৭:৫৭ অরিমাথিয়া।** যিরূশালেমের ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ইফ্রয়িমের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত একটি গ্রাম।

**যোষেফ।** তাঁকে পরিস্কারভাবে এখানে ও যোহন ১৯:৩৮ পদে যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে। সম্ভবত খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণ তাঁকে পীলাতের কাছে যেতে প্রয়োজনীয় সাহস যুগিয়েছিল। মৃতদেহের কারণে দূষণ ছড়ানোর ভয় থাকায় তা ক্রুশে ফেলে রাখা হত না (দ্বি.বি. ২১:২২)।

**২৭:৫৯ পরিস্কার চাদরে জড়ালেন।** এটি সম্মানের সাথে কবর দেবার চিহ্ন।

**২৭:৬০ নতুন কবর।** যোষেফ এই নতুন কবর-টি মূলত তাঁর নিজের জন্য খনন করে রেখেছিলেন। নিজের কবরে অন্য কাউকে কবর দেয়া তার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ করে (১ রাজা ১৩:৩০-৩১; যিশা

৫৩:১২; মার্ক ১৫:৪৬)।

**সেই কবরে তাঁর দেহ রাখল।** যীশু খ্রীষ্টের কবরটি ছিল প্রথম শতাব্দীর একটি কবর, ৪০-এর দশক থেকে যার অবস্থান ছিল যিরূশালেম নগরীর দেয়ালের ভেতরে; যদিও যিহূদী ব্যবস্থা অনুসারে ক্রুশারোপণের স্থানটির অবস্থান ছিল নগরীর দেয়ালের বাইরে। যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণের সময় থেকে ৪০-এর দশকে রাজা প্রথম আগ্রিপ্পা নগর সম্প্রসারণ করার আগ পর্যন্ত খ্রীষ্টের কবরটি নগরের বাইরেই ছিল।

**২৭:৬২ আয়োজন-দিনের পরদিবস।** শনিবার, প্রথাগত বিশ্রামবার; শুক্রবার সূর্যাস্ত থেকে শনিবার সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়টি ছিল বিশ্রামবারের জন্য আয়োজনের দিন।

**২৭:৬৪ প্রথম ভ্রান্তির চেয়ে শেষ ভ্রান্তি আরও বেশি মন্দ হবে।** প্রথম ভ্রান্তি হচ্ছে, যীশু-ই খ্রীষ্ট; দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তিনি ঈশ্বরের পুত্ররূপে

### মথি লিখিত সুসমাচার : ২৭ অধ্যায়

তোমাদের কাছে প্রহরী-দল আছে; তোমরা গিয়ে যথাসাধ্য রক্ষা কর। ৬৬ তাতে তারা গিয়ে প্রহরী-দলের সঙ্গে সেই পাথরের উপর সীলমোহর করে কবর রক্ষা করতে লাগল।

[২৭:৬৬] দানি ৬:১৭। [২৭:৬৬] পদ: ৬০; মথি ২৮:২। [২৭:৬৬] মথি ২৮:১১।

পুনরুত্থিত হয়েছেন।

প্রেক্ষিতে একদল রোমীয় সৈন্য মঞ্জুর করেন

২৭:৬৫ প্রহরী-দল। পীলাত যীশু খ্রীষ্টের কবর (২৮:৪, ১১-১২)।

পাহারা দেওয়ার জন্য যিহুদীদের আবেদনের

### মথি ২৭ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

মোশির আইন-কানূনের জন্য যখন প্রভু যীশুর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা ব্যাহত হয়েছিল, তখন ধর্মীয় নেতারা তাঁকে রোমীয় শাসনকর্তা পণ্ডিত পীলাতের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আর তিনি বিচারে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন (মথি ২৭:১-২, ১০-৩১)। সম্ভবত বিশ্বাসঘাতকতা করে যীশুকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য যিহুদা যে টাকা পেয়েছিলেন, তিনি তা ধর্মীয় নেতাদের কাছে ফেরৎ দিয়েছিলে এবং গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন (মথি ২৭:৩-৯)। প্রভু যীশুর সাথে আরও দুই জন ডাকাতকে ক্রুশে দেয়া হয়েছিল এবং যীশু তাঁকে ক্রুশের দেয়ার ছয় ঘণ্টা পরে মারা গিয়েছিলেন (মথি ২৭:৩২-৫৬)। আর অরিমাথিয়ার যোষেফের কবরে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল এবং কবরটি রোমীয় পাহারাদারদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল (মথি ২৭:৫৭-৬৬)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— যেসব ঘটনার ফলশ্রুতি হিসেবে প্রভু যীশুকে ক্রুশে দেয়া হয়েছিল; দৈহিক মৃত্যুর আগে প্রভু যীশু যেসব অপমান ও কষ্টভোগ করেছিলেন সেই বিষয়ে বর্ণনা।

### মথি ২৭ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যিহুদী বিচারের ফলস্বরূপ, যিহুদী নেতারা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? (১, ২ পদ)
২. বিশ্বাসঘাতকতা করার পর যিহুদা ইষ্কারিয়োট কি করেছিলেন বর্ণনা করুন। (৩-৫ পদ)
৩. ত্রিশটা রূপার টাকা নিয়ে কি করা হয়েছিল? (৭ পদ)
৪. প্রধান পুরোহিতদের যীশু কিভাবে জবাব দিয়েছিলেন? (১২ পদ)
৫. যীশু পীলাতকে কিভাবে উত্তর দিলেন? এতে পীলাতের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? (১৪ পদ)
৬. নিস্তারপর্বের নিয়ম কি ছিল? পীলাত লোকদের কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন? (১৫-১৮ পদ)

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২৮ অধ্যায়

৭. লোকেরা কি বললো? (২০-২৩ পদ)
৮. জনতার দাবীর প্রতি পিলাত কিভাবে সাড়া দিয়েছিলেন? (২৪-২৬ পদ)
৯. সৈন্যেরা যীশুর সাথে কি করেছিল? (২৭-৩০ পদ)
১০. “গলগাথা” অর্থ কি? (৩৩ পদ)
১১. ক্রুশের উপরে ফলকে কি লেখা ছিল? (৩৭ পদ)
১২. ক্রুশারোপনের শেষ সময়গুলো বর্ণনা করুন। (৫৪ পদ)
১৩. সেনাপতি যা দেখেছিল তা থেকে তিনি কি রায় দিলেন? (৫৪ পদ)
১৪. অরিম্যাথিয়া গ্রামের যোষেফ কে ছিলেন? (৫৭ পদ)
১৫. কিভাবে কবরটিকে পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছিল? কেন? (৬২-৬৬ পদ)

### যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান

**২৮** <sup>১</sup> বিশ্রামবার অবসান হলে, সপ্তাহের প্রথম দিন খুব ভোরে, মগদলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখতে আসলেন। <sup>২</sup> আর দেখ, মহাভূমিকম্প হল; কেননা প্রভুর এক জন দূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেই পাথরখানি সরিয়ে দিলেন এবং তার উপরে বসলেন। <sup>৩</sup> তাঁর দৃশ্য বিদ্যুতের মত এবং তাঁর পোশাক তুষারের মত সাদা রংয়ের। <sup>৪</sup> তাঁর ভয়ে প্রহরীরা কাঁপতে লাগল ও মরার মত হয়ে পড়লো। <sup>৫</sup> সেই দূত স্ত্রীলোক কয়টিকে বললেন, তোমরা ভয় করো না, কেননা আমি জানি যে, তোমরা ক্রুশে হত যীশুর খোঁজ করছো। <sup>৬</sup> তিনি এখানে নেই; কেননা তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন, যেমন বলেছিলেন; এসো, তিনি যেখানে গিয়েছিলেন, সেই স্থান দেখ। <sup>৭</sup> আর শীঘ্র গিয়ে তাঁর শিষ্যদেরকে বল যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং দেখ, তোমাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন, সেখানে তাঁকে দেখতে পাবে; দেখ, আমি তোমাদেরকে বললাম। <sup>৮</sup> তখন তাঁরা সভয়ে ও মহানন্দে শীঘ্র কবর থেকে প্রস্থান করে তাঁর শিষ্যদেরকে সংবাদ দেবার জন্য দৌড়ে গেলেন। <sup>৯</sup> আর দেখ, যীশু তাদের সম্মুখবর্তী হলেন, বললেন, “তোমাদের মঙ্গল হোক।” তখন তাঁরা কাছে এসে তাঁর পা ধরলেন ও তাঁকে প্রণিপাত করলেন। <sup>১০</sup> তখন যীশু

[২৮:১] লুক ৮:২। [২৮:১] মথি ২৭:৫৬। [২৮:২] মথি ২৭:৫১। [২৮:২] যোহন ২০:১২; দে: প্রেরি ৫:১৯। [২৮:২] মথি ২৭:৬০। [২৮:৩] দানি ৭:৯; ১০:৬; মার্ক ৯:৩; দে: যোহন ২০:১২। [২৮:৫] পদ: ১০; দে: মথি ১৪:২৭। [২৮:৬] দে: মথি ১৬:২১। [২৮:৭] পদ: ১০, ১৬; মথি ২৬:৩২। [২৮:৯] যোহন ২০:১৪-১৮। [২৮:১০] মথি ১২:৫০; ২৫:৪০; মার্ক

**২৮:১** অন্য মরিয়ম। অন্য মরিয়ম হচ্ছেন ক্লোপার স্ত্রী ও যীশু খ্রীষ্টের মা মরিয়মের বোন (২৭:৫৬; যোহন ১৯:২৫)।

**২৮:২** মহাভূমিকম্প। কেবলমাত্র মথি এই ভূমিকম্পটি এবং যেটি যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর সময় ঘটেছিল, এ দু’টি ভূমিকম্পের কথা উল্লেখ

করেন (২৭:৫১, ৫৪)।

**২৮:৯** যীশু তাদের সম্মুখবর্তী হলেন। তৎকালীন কৃষ্টি অনুসারে মহিলাদের সাক্ষ্য অনির্ভরযোগ্য বিবেচিত হত, তবুও যীশু খ্রীষ্ট মহিলাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে এই ধারণা পাল্টে দেন এবং তিনি তাদের বলেছিলেন যেন তারা

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২৮ অধ্যায়

তাদেরকে বললেন, ভয় করো না; তোমরা যাও, আমার ভাইদেরকে সংবাদ দাও, যেন তারা গালীলে যায়; সেখানে তারা আমাকে দেখতে পাবে।

### পাহারাদারদের ভাষ্য

<sup>১১</sup> তাঁরা যাচ্ছেন, ইতোমধ্যে দেখ, গ্রহরী-দলের কেউ কেউ নগরে গিয়ে যা যা ঘটেছিল, সেসব বিবরণ প্রধান পুরোহিত-দেরকে জানানো। <sup>১২</sup> তখন তারা প্রাচীনদের সঙ্গে একত্র হয়ে ও পরামর্শ করে ঐ সৈন্যদেরকে অনেক টাকা দিল, বললো, <sup>১৩</sup> তোমরা বলো যে, তার শিষ্যেরা রাতের বেলায় এসে যখন আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম তখন তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। <sup>১৪</sup> আর যদি এই কথা শাসনকর্তার কর্ণগোচর হয়, তবে আমরাই তাঁকে বুঝিয়ে তোমাদের ভাবনা দূর করবো। <sup>১৫</sup> তখন তারা সেই টাকা নিয়ে, যেমন শিক্ষা পেল, তেমন কাজ করলো। আর যিহূদীদের মধ্যে সেই জনরব রটে গেল, তা আজ পর্যন্ত রয়েছে।

### যীশু খ্রীষ্টের শেষ আদেশ

<sup>১৬</sup> পরে এগার জন শিষ্য গালীলে যীশুর নির্ধারিত পর্বতে গমন করলেন, <sup>১৭</sup> আর তাঁকে দেখে প্রণিপাত করলেন; কিন্তু কেউ কেউ সন্দেহ করলেন। <sup>১৮</sup> তখন যীশু কাছে এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি তাঁদের বললেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। <sup>১৯</sup> অতএব তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাদেরকে বাপ্তিস্ম দাও; <sup>২০</sup> আমি তোমাদেরকে যা যা আদেশ করেছি,

৩:৩৪; যোহন ২০:১৭; রোমী ৮:২৯; ইব্রী ২:১১-১৩, ১৭। [২৮:১১] মথি ২৭:৬৫, ৬৬। [২৮:১৩] মথি ২৭:৬৪। [২৮:১৪] দে: মথি ২৭:২। [২৮:১৬] পদ: ৭, ১০; মথি ২৬:৩২। [২৮:১৮] দানি ৭:১৩, ১৪; লুক ১০:২২; যোহন ৩:৩৫; দে: ১৩:১৩; ১৭:২; ১করি ১৫:২৭; ইফি ১:২০-২২; ফিলি ২:৯, ১০। [২৮:১৯] যিশা ৪৯:৬; মার্ক ১৬:১৫, ১৬; লুক ২৪:৪৭; প্রেরি ১:৮; ১৪:২১। [২৮:১৯] প্রেরি ১:৮; ২:৩৮; ৮:১৬; রোমী ৬:৩, ৪; গালা ৩:২৭; কল ২:১২। [২৮:২০] যোহন ১৪:২৬; প্রেরি ২:৪২। [২৮:২০] দি:বি ৩:১৬; ১রাজা ৮:৫৭; হগয় ১:১৩; মথি ১৮:২০; প্রেরি ১৮:১০। [২৮:২০]

অন্যান্য প্রেরিতদের কাছে এই সংবাদ দেন।

**২৮:১৬ এগার জন প্রেরিত।** ঈঙ্গুরিয়োতীয় যিহূদা আত্মহত্যা করেছিল, তাই প্রেরিতরা তখন সংখ্যায় এগারো জন ছিলেন (২৭:৫)।

**২৮:১৯ পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে।** ত্রিভূ (মথি ৩:১৬-১৭; ১ করি ১২:৪-৬; ২ করি ১৩:১৪; ইফি ২:১৮; ৪:৪-৬; ৫:১৮-২০; ১ পিতর ১:২; যিহূদা ২০-২১)।

◆ এই স্বর্গীয় ব্যক্তিত্বের প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং অন্য ব্যক্তিত্ব থেকে পরিস্কারভাবে স্বতন্ত্র (যোহন ১৪:১৬-১৭, ২৬; ১৫:২৬; ১৬:৭-১৫)। তবুও এই তিন ব্যক্তিত্ব সত্তা, ক্ষমতা ও গৌরবে সমান: প্রত্যেককে বলা হয়েছে “ঈশ্বর” (যোহন ৬:২৭; ইব্রী ১:৮; প্রেরিত ৫:৩-৪); প্রত্যেকে সকল স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্যের

অধিকারী (যাকোব ১:১৭; ইব্রী ১৩:৮; ৯:১৪); প্রত্যেকে স্বর্গীয় কাজ করছেন (যোহন ৫:২১; রোমীয় ৮:১১); এবং প্রত্যেকে স্বর্গীয় সম্মান পাচ্ছেন (যোহন ৫:২৩; ২ করি ১৩:১৪)।

◆ কাজের ধারা অনুসারে পিতা প্রথম, পুত্র দ্বিতীয় ও পবিত্র আত্মা তৃতীয়। সাধারণ সূত্র: পিতার (১ করি ৮:৬) পুত্রের মাধ্যমে (যোহন ৩:১৭), পবিত্র আত্মা দ্বারা (ইফি ৩:৫) এবং পিতার উদ্দেশ্যে (ইফি ২:১৮)। কেউ অন্য ব্যক্তি থেকে আলাদাভাবে কাজ করেন না; কিন্তু সব সময় পারস্পরিক মিলন রয়েছে, যেমন আমাদের প্রভু বলেছেন (যোহন ৫:১৭, ১৯; ১০:২৮-৩০)।

◆ ঈশ্বর সম্পর্কে নতুন নিয়মের প্রত্যাদেশে

## মথি লিখিত সুসমাচার : ২৮ অধ্যায়

সেসব পালন করতে তাদেরকে শিক্ষা দাও। আর দেখ, আমিই যুগের শেষ সময় পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।

মথি ১৩:৩৯; ২৪:৩।

ঈশ্বর ত্রি-ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব, পুরাতন নিয়মের একেশ্বরবাদের আপোষে নয় (দ্বি.বি. ৬:৪-৫; মার্ক ১২:২৯-৩০; রোমীয় ৩:৩০)। তিনি স্বর্গীয় ব্যক্তিত্ব অনুসারে এক ঈশ্বর, তিনজন নন। পুরাতন নিয়মেও একজন সত্যিকার ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বহুবচন ব্যবহার দেখা যায় (আদি ১:২৬; যিশা ৬:৮; ৪৮:১২,১৬)।

- ♦ অস্তিত্ব বা সত্তার ক্ষেত্রে ঈশ্বর এক এবং ব্যক্তিত্বের বেলায় ঈশ্বর ত্রিব্যক্তিক। সত্তাকে বিভক্ত করা যায় না, বা ব্যক্তিত্বকে বিভ্রান্ত করা ঠিক হবে না। নতুন নিয়মে দু'টো সূত্রে ত্রিত্ব ঈশ্বর একসাথে আসেন: বাপ্তিস্মের সূত্রে (২৮:১৯), এবং আশীর্বচনের সূত্রে (২ করি ১৩:১৪)। ত্রিত্ব সম্পর্কিত স্বর্গীয় মতবাদ সব সময় আত্মিক ও বাস্তব মূল্যে অত্যন্ত অনুগ্রহদায়ী।

বাপ্তিস্ম দাও। যীশু খ্রীষ্টের সাথে একতা ও যীশু খ্রীষ্টের প্রতি সমর্পণের চিহ্নস্বরূপ (প্রেরিত ২:৩৮; রোমীয় ৬:৩-৪)। বাপ্তিস্ম যে

পঞ্চাশত্তমীর পরে চর্চা করা শুরু হয়েছে এমন নয় যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের শুরু হতেই তা শুরু হয়েছে। তবে পুনরুত্থান ও শেষ আদেশের পরে এটি ত্রিত্বের নামে করার প্রচলন হয়ে আসছে।

২৮:২০ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। মথি যীশু খ্রীষ্টের নিশ্চয়তার বাণী ও শক্তিদায়ক কথা দ্বারা শেষ করেন যিনি “আমাদের সাথে ঈশ্বর” (ইমানুয়েল) পৃথিবীতে এসেছিলেন (১:২৩)। তিনি মোশির মতই তাঁর আদেশের প্রতি বাধ্যতার উপরে গুরুত্ব দান করেন। তিনি বিনম্রতায় “আমাদের সাথে ঈশ্বর” হিসাবে ছিলেন (১:২৩), এবং এখন তিনি গৌরবান্বিত হয়েছেন। তিনি তাঁর প্রেরিতদের সাথে যুগের সমাপ্তি না আসা পর্যন্ত ঈশ্বর হিসেবে থাকবেন (১৩:৩৯-৪৯; ২৪:৩)। তিনি মাংসে মর্ত্তমান হয়ে তাঁর কাজ সম্পাদন করেছেন। এখন তিনি আমাদেরকে তাঁর উপস্থিতি দান করেন যাতে আমরা আমাদের কাজ সম্পাদন করতে পারি।

## মথি ২৮ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশুকে ত্রুশবিদ্ধ করার পরবর্তী সপ্তাহের প্রথম দিনে, তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠে দুই জন মরিয়ম— মগদলীনী মরিয়ম ও মরিয়মের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তাঁরা শিষ্যদেরকে গালীলে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে বলেন (মথি ২৮:১-১০)। সম্ভবত প্রধান পুরোহিতরা ও বৃদ্ধ নেতারা রোমীয় সৈন্যদেরকে ঘুষ দিয়েছিলেন যেন তারা বলেন যে, যীশুর শিষ্যরা তাঁর মৃতদেহকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে (মথি ২৮:১১-১৫)। আর যখন শিষ্যরা গালীলে প্রভু যীশুর সাথে দেখা করেন, তখন তিনি তাঁদেরকে পুরো পৃথিবীর সব জাতির লোকদের কাছে গিয়ে, তাদেরকে তাঁর শিষ্য করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন (মথি ২৮:১৬-২০)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয়

### মথি লিখিত সুসমাচার : ২৮ অধ্যায়

দিকগুলো হল- প্রভু যীশুর মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠায় সৃষ্ট পরিস্থিতি, এবং শিষ্যদেরকে দেয়া বিশেষ দায়িত্বের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা।

#### মথি ২৮ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

১. সপ্তার প্রথম দিনে কারা কবরটি দেখতে এসেছিলেন? (১ পদ)
২. এরপর কি ঘটেছিল বর্ণনা করুন। (২-৫ পদ)
৩. স্বর্গদূত যীশুর অদৃশ্য হওয়ার কি বিবরণ দিয়েছিলেন? (৬ পদ)
৪. কবরের কাছ থেকে চলে যাওয়ার সময় স্ত্রীলোকদের অনুভূতি কেমন ছিল? (৮ পদ)
৫. পথে কার সাথে তাদের দেখা হয়েছিল? (৯ পদ)
৬. তাঁদের প্রতি যীশুর নির্দেশনা কি ছিল? (১০ পদ)
৭. সৈন্যদেরকে কি বলার আদেশ দেওয়া হয়েছিল? (১৩ পদ)
৮. শিষ্যেরা যখন যীশুর দেখা পেয়েছিল তখন তাঁরা কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল? (১৭ পদ)
৯. শিষ্যদের কি আদেশ পালন করতে দেওয়া হয়েছিল? (১৯, ২০ পদ)



## মথি এবং মার্ক সুসমাচারের মধ্যে তুলনা

| মথি                                                                                                                                               | মার্ক                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| যীশু খ্রীষ্টকে রাজা হিসাবে দেখানো হয়েছে।                                                                                                         | যীশু খ্রীষ্টকে দাস হিসাবে দেখানো হয়েছে।                                                                                      |
| যিহূদী মনোভাব নিয়ে লেখা হয়েছে।                                                                                                                  | অযিহূদী মনোভাব নিয়ে লেখা হয়েছে।                                                                                             |
| যীশু খ্রীষ্টকে আশ্চর্য কাজ সাধনকারী রাজা হিসাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।                                                                          | যীশু খ্রীষ্ট আশ্চর্য কাজ সাধনকারী দাস।                                                                                        |
| পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে প্রোথিত।                                                                                                       | পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী অপেক্ষাকৃত কম আছে।                                                                                |
| অযিহূদী জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এর মূল বিষয়।                                                                                                       | সমগ্র পৃথিবীর জন্য ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য তা এর মূল বিষয়।                                                                       |
| জন্মগতভাবে ঈশ্বর-রাজা তাঁর কাজের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছেন।                                                                               | মহৎ কাজগুলোর দ্বারা ঈশ্বর-দাস।                                                                                                |
| রাজার বিষয়ে ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ— তাঁর বংশ-তালিকা, বৈতলেহেমে জন্ম, পণ্ডিতদের দেখতে যাওয়া, নাসরতে বাল্যকাল।                                         | দাসরূপে চিত্রিত করার জন্য এসব বিষয় লেখা হয় নি।                                                                              |
| পাহাড়ের দেওয়া উপদেশ, রাজা হিসাবে কথা বলা, ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে উপদেশ।                                                                         | বাদ দেওয়া হয়েছে।                                                                                                            |
| অনেক উপমা যুক্ত করা হয়েছে যা রাজার সুসমাচারের জন্য উপযুক্ত কিন্তু দাসের সুসমাচারের জন্য উপযুক্ত নয়।                                             | অনেক উপমা বাদ দেওয়া হয়েছে—<br>এগুলোর পাঁচটি মথি ১৩ অধ্যায়ে আছে;<br>আরও অন্যান্য অনেক উপমা এবং মথি ২৫ অধ্যায়ের বিশেষ উপমা। |
| যিহূদীদের রাজার প্রত্যাখ্যাত হওয়াকে দেখায়, তাঁর প্রত্যাখ্যাত হওয়া থেকে দ্বিতীয় আগমনের সময় অযিহূদী রাজ্য স্থাপন পর্যন্ত রাজ্যের রহস্যময় গঠন। | মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রভুর দাসের জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান।                                                       |



## অধ্যয়নের গভীরতায় মার্ক লিখিত সুসমাচার

### ভূমিকা

#### সুসমাচারটির লেখক:

মার্ক লিখিত সুসমাচারটি কে লিখেছেন সেই বিষয়ে যদিও কোন অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, তবুও প্রাথমিক মণ্ডলী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মার্ককে এই সুসমাচারটির লেখক বলে সাক্ষ্য দিয়েছে। মার্ক যে এই সুসমাচারটির লেখক তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ আসে প্যাপিরাস থেকে (১৪০ খ্রী:), যিনি আরও প্রাচীন উৎস উদ্ধৃত করে বলেন:

- (১) মার্ক পিতরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন, যার কাছ থেকে তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাণী ও তাঁর করা কার্যাবলীর বিষয়ে প্রচলিত তথ্যসমূহ লাভ করেন;
- (২) এসব প্রচলিত তথ্যগুলো সুসজ্জিত অবস্থায় মার্কের কাছে আসে নি; কিন্তু পিতরের প্রচারের মধ্য দিয়ে এসেছে—যে প্রচার প্রাথমিক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে;
- (৩) মার্ক নিখুঁতভাবে প্রাপ্ত উপকরণ ও উপাত্ত সংরক্ষণ করে এই পুস্তকখানি রচনা করেন। উপসংহারে বলা যায় যে, এই সুসমাচারখানা প্রেরিত পিতরের সাক্ষ্য-প্রমাণের বিবৃতির সমন্বয়ে যোহন-মার্ক কর্তৃক আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে (প্রেরিত ১০:৩৭)।

#### মার্ক-এর পরিচিতি:

প্রেরিতদের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, মার্ক ছিলেন পিতরের সহযোগী। তাঁর বিষয়ে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় প্রেরিত

১২:১২ পদে, যেখানে তাঁর মায়ের কথা বলা হয়েছে, যার ঘর খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সভা-কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হত। তাঁর ঘরটি যিরূশালেমে অবস্থিত ছিল। পৌল ও বার্নাবা যিরূশালেম থেকে আন্তিয়খিয়াতে প্রত্যাবর্তন করার সময় মার্ক তাঁদের সঙ্গী ছিলেন (প্রেরিত ১২:২৫)। মার্ক পরবর্তীতে পৌল ও বার্নাবার প্রথম প্রচার যাত্রায় তাঁদের “সাহায্যকারী” হিসেবে আবির্ভূত হন (প্রেরিত ১৩:৫); কিন্তু তিনি তাঁদেরকে পাম্ফুলিয়ার পর্গাতে ত্যাগ করেন এবং যিরূশালেমে ফিরে আসেন (প্রেরিত ১৩:১৩)। মার্কের এই কাজে পৌল গভীরভাবে হতাশ হয়েছিলেন; তাই যখন বার্নাবা দ্বিতীয় যাত্রায় তাঁকে নেয়ার প্রস্তাব রাখলেন, পৌল সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং এর ফলে তাঁদের কাজের সম্পর্কে ভঙ্গন সৃষ্টি হয় (প্রেরিত ১৫:৩৬-৩৯)। বার্নাবা মার্ককে সঙ্গে নেন, যিনি তাঁর চাচাতো ভাই ছিলেন এবং তাঁরা সাইপ্রাসের দিকে যাত্রা করেন। প্রেরিত পুস্তকে তাঁদের আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এরপর মার্কের কথা আবার দেখতে পাই রোম থেকে লেখা কলসীয়দের প্রতি পৌলের লেখা চিঠিতে। পৌল মার্কের কাছ থেকে শুভেচ্ছা পাঠান এবং বলেন, “মার্কের বিষয়ে তোমরা আদেশ পেয়েছ যে, তিনি যদি তোমাদের কাছে উপস্থিত হন তবে তাঁকে গ্রহণ করো” (কল ৪:১০; ফিলি ২৪ পদ)। এ প্রসঙ্গে মার্ক পুনরায় পৌলের আস্থাভাজন হয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান

## ভূমিকা

হয়। পৌলের জীবনের শেষ দিকে মার্ক পুরোপুরি তাঁর আনুকূল্য লাভ করেন (২ তীম ৪:১১)।

**নতুন নিয়মে মার্ক লিখিত সুসমাচারের অবস্থান:**

প্রাথমিক মণ্ডলীর ঐতিহ্য অনুসারে মার্ক সুসমাচারটি চারটি সুসমাচারের মধ্যে সর্বপ্রথম লিখিত সুসমাচার। প্রাচীন মণ্ডলীতে এর আগে এরকম কোন পুস্তক ছিল না বলে প্রতীয়মান হয়। সম্ভবত অন্যান্য সুসমাচারের লেখকগণ মার্কের বিষয়ে জানতেন। মথি ও লূক তাঁদের সুসমাচার লেখার সময় মার্ক লিখিত সুসমাচারকে প্রাথমিক উৎস হিসাবে ব্যবহার করেছেন, অবশ্য অন্যান্য উৎস থেকেও তাঁরা উপকরণ যুক্ত করেছেন। সুসমাচার লিখিত আকারে আসার বহু পূর্বেই মৌখিকভাবে তা প্রচারিত হয়েছিল। তাই যীশু খ্রীষ্টের কথা ও কাজের বহু ধরনের সংগ্রহ ছিল, যেগুলো মার্ক তাঁর সুসমাচার লেখার আগে থেকে ছিল। সম্ভবত যীশু খ্রীষ্টের জীবনের শেষ সপ্তাহের ঘটনার লিখিত বিবরণ ছিল কারণ তা প্রথম মণ্ডলীর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মার্কের সুসমাচারের মধ্যেই প্রাথমিক মণ্ডলীর লোকেরা প্রথমবারের মত এতগুলো ঘটনাকে এক সঙ্গে পুস্তক আকারে হাতে পেয়েছিল।

**লেখার সময়কাল:**

মথি ও লূক লিখিত সুসমাচার লেখার জন্য মার্কের সুসমাচারটিকে প্রধান উৎসরূপে ব্যবহার করার কথা যারা বিশ্বাস করেন, তাদের কেউ কেউ মনে করেন মার্ক সুসমাচারখানি ৫০ দশক বা ৬০ দশকের প্রথম দিকে লেখা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, সুসমাচারের

বিষয়বস্তু, নানা বিবৃতি এবং প্রাথমিক মণ্ডলীর পিতাদের সাক্ষ্য অনুসারে, সুসমাচারটি ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেম ধ্বংসের কিছু পূর্বে লেখা হয়েছে। এই সব সাক্ষ্য অনুসারে বলা যায় যে, মার্ক লিখিত সুসমাচারখানি ৫৫-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য লেখা হয়েছে।

**লিখবার স্থান:**

প্রাথমিক মণ্ডলীর প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে মার্ক পুস্তকটি রোম শহরে লেখা হয়েছিল। খুব সম্ভবত পিতর মার্ককে এই সুসমাচার লিখতে সাহায্য করেছিলেন। এর প্রমাণ হিসেবে দুটি কারণ তুলে ধরা যায়: (১) ঐতিহাসিক সূত্র বলে, পিতর তাঁর জীবনের শেষ দিকে রোমে ছিলেন এবং সেখানে সাক্ষ্যমর হয়েছিলেন; (২) নতুন নিয়ম আমাদেরকে বলে যে, প্রায় একই সময়ে মার্কও রোমে ছিলেন এবং তিনি পিতরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন (২ তীম ৪:১১; ১ পিতর ৫:১৩)।

**যাদের জন্য লেখা হয়েছে:**

এই সুসমাচারটি যাদের জন্য লেখা হয়েছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে তারা ছিল অযিহুদী থেকে আসা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দল। এই বিশ্বাসীদের দিয়েই যিরূশালেমের মণ্ডলীর বাইরে প্রথম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল। তবে এই পুস্তকটির মধ্যে যিহুদী প্রথা (৭:২-৪; ১৫:৪২), অরামীয় শব্দের অনুবাদ (৩:১৭; ৫:৪১; ৭:১১,৩৪; ১৫:২২) এবং অত্যাচার ও সাক্ষ্যমর হওয়ার ঘটনাবলীতে বিশেষ জোর দিতে দেখা যায় (৮:৩৪-৩৮; ১৩:৯-১৩), যা রোমীয় বিশ্বাসীদের সাথে আরও বেশি সংশ্লিষ্ট বিষয় বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

## ভূমিকা

### সুসমাচারটির উদ্দেশ্য:

যেহেতু মার্কের সুসমাচার রোমে বসে লেখা হয়েছে, সে কারণে এটি ৬৪-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় মণ্ডলীর উপর কৃত অত্যাচার-নির্যাতন উপলক্ষ করে রচনা করা হতে পারে। ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রোমে সেই সর্বজনবিদিত দাবানল স্বয়ং সম্রাট নীরো কর্তৃক জ্বালানো হয়েছিল, কিন্তু এর জন্য খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দোষ দেয়া হয়েছিল এবং এই অজুহাতে তাদের উপরে ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হয়েছিল। মার্ক তাঁর পাঠকদের এই যন্ত্রণার জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে সুসমাচারটি লিখতে পারেন এবং তিনি তাদের সামনে আমাদের প্রভুর জীবনকে তুলে ধরেছেন। পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে এ সুসমাচার জুড়ে অনেকবার শিষ্যত্ব ও যন্ত্রণাভোগের বিষয়ে বলা হয়েছে (১:১২-১৩; ৩:২২,৩০; ৮:৩৪-৩৮; ১০:৩০,৩৩-৩৪,৪৫; ১৩:৮,১১-১৩)। তবে সম্ভবত এই সুসমাচার লেখার সময়ে একাধিক উদ্দেশ্য তাঁর মনের মধ্যে ছিল।

### মার্ক লিখিত সুসমাচারখানির বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. **ক্রুশ।** ক্রুশের মানবীয় আবশ্যিকতা (১২:১২; ১৪:১-২; ১৫:১০) এবং স্বর্গীয় আবশ্যিকতা উভয়ই (৮:৩১; ৯:৩১; ১০:৩৩) মার্কের লেখায় জোর দেওয়া হয়েছে।
২. **শিষ্যত্ব।** শিষ্যত্বের উপর পুস্তকের বিভিন্ন অংশে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, যেগুলো যীশু খ্রীষ্টের দুঃখভোগ সম্পর্কে তাঁর পূর্বাভাস থেকে উঠে আসে (৮:৩৪-৯:১; ৯:৩৫-১০:৩১; ১০:৪২-৪৫)।
৩. **যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা দান।** মার্ক যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার বিষয়ে অন্যান্য লেখকের

চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ লিখেছেন এবং এখানে যীশু খ্রীষ্টকে শিক্ষকরূপে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। “শিক্ষক,” “শিক্ষা দেয়া” অথবা “শিক্ষা” এবং “রবি” মার্ক সুসমাচারে ৩৯ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. **খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সংক্রান্ত গোপনীয়তা।** কয়েকটি কারণে যীশু খ্রীষ্ট সত্যিকারভাবে কে ছিলেন তা তিনি তাঁর প্রেরিতদের বা যাদের জন্য তিনি আশ্চর্য কাজ করেছিলেন, তাদেরকে সেই ব্যাপারে নীরব থাকতে বলে দিয়েছিলেন। (১:৩৪,৪৪; ৩:১২; ৫:৪৩; ৭:৩৬; ৮:২৬,৩০; ৯:৯)।
৫. **ঈশ্বরের পুত্র।** যদিও মার্ক যীশু খ্রীষ্টের মানবত্বের উপর জোর দিয়েছেন (৩:৫; ৬:৬,৩১,৩৪; ৭:৩৪; ৮:১২,৩৩; ১০:১৪; ১১:১২), তবুও তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বকে অবহেলা করেন নি (১:১,১১; ৩:১১; ৫:৭; ১২:১-১১; ১৩:৩২; ১৫:৩৯)।

মার্কের সুসমাচার ছিল যীশু খ্রীষ্টের সেবা-কাজের একটি সহজ, সংক্ষিপ্ত, অলঙ্কারহীন, কিন্তু স্পষ্ট বিবরণ। এতে যীশু খ্রীষ্টের বলা বাণী লিপিবদ্ধ করার চেয়ে তিনি যা যা করেছেন তার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। পুস্তকখানা “সুসমাচারের গুরু” (১:১) এই কথা দিয়ে শুরু করা হয়েছে, যে সুসমাচারের মধ্যে ছিল যীশু খ্রীষ্টের জীবন, কাজ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান।

### প্রধান পদ:

“কারণ বাস্তবিক মনুষ্য পুত্রও পরিচর্যা পেতে আসেন নি, কিন্তু পরিচর্যা করতে এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে এসেছেন” (১০:৪৫)।

## ভূমিকা

প্রধান প্রধান লোক:

যীশু খ্রীষ্ট, ১২ জন প্রেরিত, পীলাত ও যিহুদী  
ধর্মীয় নেতাগণ।

প্রধান স্থানসমূহ:

কফরনাহূম, নাসরত, কৈসরিয়া, ফিলিপী,  
যিরীহো, বৈথনিয়া, জৈতুন-পর্বত,  
যিরুশালেম ও গলগাথা।

পুস্তকখানির রূপরেখা:

- (১) যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের শুরু (১:১-১৩)
  - ক. বাপ্তিস্মদাতা যোহনের ঘোষণা (১:১-৮)
  - খ. যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম (১:৯-১১)
  - গ. যীশু খ্রীষ্টকে পাপে ফেলবার চেষ্টা (১:১২-১৩)
- (২) গালীলে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ (১:১৪-৬:২৯)
  - ক. যীশু খ্রীষ্টের গালীলে সুসমাচার প্রচারের আরম্ভ (১:১৪-৩:১২)
    ১. যীশু খ্রীষ্ট তাঁর প্রথম প্রেরিতকে আহ্বান করেন (১:১৪-২০)
    ২. যীশু খ্রীষ্ট অশুচি আত্মা ছাড়ান (১:২১-৩৪)
    ৩. গালীল প্রদেশে প্রচার যাত্রা (১:৩৫-৪৫)
    ৪. কফরনাহূমে পরিচর্যা কাজ (২:১-১২)
    ৫. বিশ্রামবার সম্বন্ধে যীশু খ্রীষ্টের উপদেশ (২:২৩-৩:১২)
    - খ. পরবর্তী সময়ে গালীলে পরিচর্যা কাজ (৩:১৩-৬:২৯)
      ১. বারো জনকে প্রেরিত-পদে নিয়োগ দান (৩:১৩-১৯)
      ২. যীশু খ্রীষ্ট ও বেল্সবুব (৩:২০-৩৫)
      ৩. রাজ্যের বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়ে শিক্ষা (৪:১-৩৪)
      ৪. যীশু খ্রীষ্ট বাড়ি থামান ও গালীল সাগর পাড়ি দেওয়া (৪:৩৫-৫:২০)
      ৫. গালীলে আরও আশ্চর্য কাজ (৫:২১-৪৩)
      ৬. নিজের নগরের লোকেরা যীশু খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করে (৬:১-৬)
      ৭. বারো জন প্রেরিতকে প্রচারে প্রেরণ (৬:৭-১৩)
      ৮. বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মৃত্যুবরণ (৬:১৪-২৯)
  - (৩) গালীল থেকে সরে যাওয়া (৬:৩০-৯:৩২)
    - ক. গালীল সাগরের পূর্ব তীরের দিকে (৬:৩০-৫২)
    - খ. গালীল সাগরের পশ্চিম তীরের দিকে (৬:৫৩-৭:২৩)
    - গ. সুর-ফৈনীকীর স্ত্রীলোকটির বিশ্বাস (৭:২৪-৩০)
    - ঘ. দিকাপলি অঞ্চলে পরিচর্যা কাজ (৭:৩১-৮:১০)
    - ঙ. কৈসরিয়া ফিলিপীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পরিচর্যা কাজ (৮:১১-৯:৩২)
  - (৪) গালীলে সর্বশেষ পরিচর্যা কাজ (৯:৩৩-৫০)
  - (৫) যিহুদিয়া ও পেরিয়ায় যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ (১০ অধ্যায়)
    - ক. স্ত্রী ত্যাগ করার বিষয়ে শিক্ষা (১০:১-১২)

### ভূমিকা

- খ. শিশুদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের আশীর্বাদ (১০:১৩-১৬)
- গ. এক জন ধনবান (১০:১৭-৩১)
- ঘ. যীশু খ্রীষ্ট তৃতীয় বার নিজের মৃত্যুর বিষয় বলেন (১৩:৩২-৩৪)
- ঙ. ঈশ্বরের রাজ্যে মহান কে? (১০:৩৫-৪৫)
- চ. অন্ধ বরতীময়কে সুস্থ করা (১০:৪৬-৫২)
- (৬) যীশু খ্রীষ্টের দুঃখভোগ (অধ্যায় ১১-১৫)
  - ক. যীশু খ্রীষ্টের যিরুশালেমে প্রবেশ (১১:১-১১)
  - খ. মন্দির পরিষ্কার করা (১১:১২-১৯)
  - গ. যিহূদীদের নেতাদের সাথে শেষ বিরোধ (১১:২০-১২:৪৪)
  - ঘ. শেষ যুগ সম্পর্কে জৈতুন পর্বতের শিক্ষা (অধ্যায় ১৩)
  - ঙ. যীশু খ্রীষ্টের অভিষেক (১৪:১-১১)
  - চ. যীশু খ্রীষ্টের গ্রেফতার, বিচার ও মৃত্যু (১৪:১২-১৫:৪৭)
- (৭) যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান (অধ্যায় ১৬)

## গুরুত্বপূর্ণ স্থান

### মার্ক লিখিত সুসমাচারের গুরুত্বপূর্ণ স্থান

মার্ক লিখিত সুসমাচারের প্রধান প্রধান স্থান চারখানা সুসমাচারের মধ্যে মার্ক লিখিত সুসমাচারটি ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ করে যে সব কাহিনী এখানে উল্লিখিত হয়েছে সেগুলো যেভাবে ক্রমানুসারে ঘটেছে, মার্কের মধ্যে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও চারখানা সুসমাচারের মধ্যে মার্ক সুসমাচারটি হল সবচেয়ে ছোট, তবু এখানে সবচেয়ে বেশি ঘটনার বিবরণ রয়েছে। বেশিরভাগ কাজের কেন্দ্র হল গালীল প্রদেশ যেখান থেকে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর কাজ শুরু করেন। কফরনাহূমকে তিনি তাঁর কাজের ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করেন (১:২; ১:২:১; ৯:৩৩) সেখান থেকেই তিনি



বৈথসেদায় যান, যেখানে তিনি একজন অন্ধ লোককে সুস্থ করেন (৮:২২)। গিনেৎসরতে তিনি অনেক অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করেন (৬:৫৩)। তিনি সোর ও সীদোনে (অনেক উত্তরে) অনেক অসুস্থ লোককে সুস্থ করেন, অনেক চিহ্ন-কাজ সাধন করেন এবং ফৈনিকীয় জীলোক সেখানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন (৩:৮; ৭:২)। কৈসারিয়া ফিলিপীতে পিতর তাঁকে জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা দেন (৮:২৭)। গালীল ও তার আশে পাশের এলাকায় পরিচর্যা কাজের শেষে যীশু খ্রীষ্ট যিরূশালেমের দিকে ধাবিত হন (১০:১)। যিরূশালেমে আসবার আগে তিনি তিনবার তাঁর প্রেরিতদের বলেন যে, যিহূদীরা যিরূশালেমে তাঁকে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করবে কিন্তু তিনি মৃত্যুর তিন দিন পরে আবার মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন (৮:৩১; ৯:৩১; ১০:৩৩, ৩৪)।



## মার্ক লিখিত সুসমাচার সম্বন্ধে কিছু মজাদার তথ্য

লেখক: যোহন-মার্ক, প্রেরিত ১৫:৩

লেখার সময়: খুব সম্ভবত ৫০-৬০ খ্রীষ্টাব্দ

পবিত্র বাইবেলে এর অবস্থান:

- পবিত্র বাইবেলে ৪১তম পুস্তক
- নতুন নিয়মে এটি দ্বিতীয় পুস্তক
- সুসমাচারের মধ্যে (মথি - যোহন) দ্বিতীয় পুস্তক
- এর পরে নতুন নিয়মে আরও ২৫টি পুস্তক রয়েছে

অধ্যায় রয়েছে: ১৬টি

পদ রয়েছে: ৫৭৮টি

শব্দ রয়েছে: ১৭১৭১টি

মার্ক পুস্তকটির বিষয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ:

- ♦ এটির লেখক মার্ক-যোহন
- ♦ যোহন-মার্কের মায়ের যিরূশালেমে একটি বড় বাড়ী ছিল, যেটি মণ্ডলীর সভার জন্য ব্যবহার করা হত।
- ♦ প্রেরিত ১২:১২ পদ অনুসারে বার্নাবা ও মার্ক ছিলেন মাসতুত ভাই।
- ♦ খুবই সম্ভবত, পিতরের প্রচারের ফলে মার্ক খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেছিলেন। ১ পিতর ৫:১৩ পদে “আমার পুত্র মার্ক” কথাটি পাওয়া যায়।
- ♦ বার্নাবা ও পৌল যোহন-মার্ককে নিয়ে প্রেরিত ১৫ অধ্যায় অনুসারে সভা শেষ করে যিরূশালেমে থেকে ফিরে গিয়েছিলেন।
  - মার্ক তাঁদের প্রথম মিশনারী যাত্রায় তাদের সংগে ছিলেন
  - মার্ক পাম্পফুলিয়ার ফরগিয়া থেকে তাদের সঙ্গ ছেড়ে যিরূশালেমে ফিরে আসেন।
- ♦ যখন বার্নাবা তাদের দ্বিতীয় মিশনারী যাত্রার সময়ে মার্ককে সঙ্গে নিতে চাইলেন তখন পৌল তাঁকে নিতে চান নি। এর ফলে পৌল ও বার্নাবা ভাগ হয়ে গেলেন।
  - বার্নাবা মার্ককে নিয়ে কুপ্র দ্বীপে ও যান।
  - পৌল সীলকে নিয়ে সিরিয়া ও

কিলিকিয়ার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করেন।

- ♦ এর ফলে পৌল ও মার্ক দীর্ঘ দিন ধরে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে ছিলেন:
  - প্রায় ১২ বছর পর পৌল লিখেছেন যে, মার্ক তাঁর সঙ্গে রয়েছেন, যখন তিনি রোমে বন্দি হিসেবে ছিলেন।
  - জীবনের শেষের দিকে পৌল ২ তীম ৪:১১ পদে বলেছেন, “একা লুক মাত্র আমার সঙ্গে আছেন। তুমি মার্ককে সঙ্গে করে নিয়ে এসো, কেননা আমার পরিচর্যা কাজে তিনি বড় উপকারী।”
- ♦ চারটি সুসমাচারের মধ্যে মার্কের লেখা সুসমাচারটি হল সবচেয়ে ছোট।
- ♦ মথি তাঁর সুখবরটি যিহুদী পাঠকদের জন্য লিখেছেন, অন্য দিকে মার্ক তাঁর সুখবরটি রোমীয় পাঠকদের জন্য লিখেছেন।
- ♦ মার্ক যীশুর কথার উপর নয় কিন্তু তাঁর কাজের উপর বেশি জোর দিয়েছেন।
  - মার্ক সুসমাচারে মাত্র চারটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।
  - ১৯টি আশ্চর্য কাজের কথা দ্রুততার সঙ্গে বলা হয়েছে।
  - সময়ের দ্রুততা বুঝাবার জন্য মার্ক যে গ্রীক শব্দটি ৪১ বার ব্যবহার করেছেন, সেই শব্দটি ইংরেজী ভাষায় সাতটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দে অনুবাদ করা হয়েছে:- Immediately, As soon as, Anon, Shortly, Forthwith, Straightway, By and by কিন্তু বাংলায় ‘তৎক্ষণাৎ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।
- ♦ যীশুর আশ্চর্য কাজ সাধিত হওয়ার পরে লোকদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তা প্রকাশ করতে মার্ক ‘বিশ্বায়, ভয়, হতবাক’ ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন।

এক নজরে মার্ক লিখিত সুসমাচার

| এক নজরে মার্ক লিখিত সুসমাচার |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>ভূমিকা ও প্রস্তুতি</p> <p>যীশুর একটি গতিময় পরিচর্যা কাজের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ বাপ্তিস্মদাতা যোহান পথ প্রস্তুত করেন।</li><li>♦ যীশু মরু-এলাকায় প্রলোভন দেখানো হয়।</li></ul> <p>অধ্যায় ১:১-১৩</p> | <p>দাস তাঁর কাজে ব্যস্ত একটি অবিভক্ত ঘটনার প্রকাশ</p> <p>মানুষের প্রয়োজনে প্রভু যীশুর সাহায্যদান</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ যেহেতু লোকেরা অন্ধকারে তাই তিনি তাদের আলোকিত করেন।</li><li>♦ যেহেতু লোকেরা অসুস্থ, তিনি তাদের সুস্থ করেন।</li><li>♦ যেহেতু লোকদের কোন আশা নেই, তাই তিনি তাদের আশা দেন।</li><li>♦ যেহেতু লোকেরা পাপেপূর্ণ, তাই তিনি তাদের ক্ষমা করেন।</li></ul> <p>অধ্যায় ১:১৪-৮:৩০</p> | <p>দাসকে প্রত্যাখান করা হয় ... পরে মহিমামণ্ডিত হন</p> <p>নেতাদের মধ্য অসন্তুষ্টিতা বেড়ে যায়, যার ফলে যীশুকে দুঃখ-কষ্ট ও মৃত্যুর মুখে পড়তে হয়</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ তিনি যে মশীহ এই দাবীর উপর জোর দেন।</li><li>♦ তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বেশী সময় দেন।</li><li>♦ তিনি তাঁর শত্রুদের সঙ্গে খোলাখুলি বিবাদে জড়িয়ে পড়েন।</li><li>♦ তাঁকে ঘৃণা করা হয়, কষ্ট দেওয়া হয়, ক্রুশে দিয়ে হত্যা করা হয়।</li><li>♦ তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেন।</li></ul> <p>অধ্যায় ৮:৩১-১৬:২০</p> |
| যে বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে  | অন্যদের সেবা করা                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | অন্যদের জন্য উৎসর্গীকৃত হওয়া                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| লক্ষ্য                       | বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য পরিচর্যা-কাজ করা                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | বারোজন শিষ্যকে শিক্ষা দেওয়া                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| অংশগুলো                      | ক্রিয়া ... প্রতিক্রিয়া... মুখোমুখি অবস্থা                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | প্রকাশিত হওয়া ... ক্রুশারোপণ... মহিমামণ্ডিত হন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| মূল বিষয়                    | যীশু হলেন দুঃখ-কষ্ট পাওয়া দাস, যিনি পৃথিবীকে পরিব্রাণ করার জন্য জীবন দেন।                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| প্রধান পদ                    | ১০:৪৫ পদ                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| মার্ক পুস্তকে খ্রীষ্ট যীশু   | যীশু খ্রীষ্ট দুঃখ-কষ্ট ভোগ করলেন যেন পৃথিবীর সকল লোক পরিব্রাণ পেতে পারে (১০: ৪৫)।                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

মার্ক লিখিত সুসমাচারে প্রভু যীশুর সময়কার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো

## কফরনাহুম

কফরনাহুম নামটির অর্থ নহূমের শহর। গালীল সাগরের উত্তর-পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি শহর, যে স্থানকে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর কাজের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন, মথি ৪:১২-১৩; মার্ক ২:১। পঞ্চপুস্তক, ভাববাদীদের পুস্তক ও গীতসংহিতায় এই শহরটির কোন উল্লেখ নেই। দিয়াবল খ্রীষ্টকে পাপে ফেলবার চেষ্টা করার পর যীশু নাসরত গ্রাম ছেড়ে কফরনাহুমে আসেন, মথি ৪:১৩-১৬; লূক ৪:১৬-৩১; এতে কফরনাহুম তাঁর নিজের শহর হয়ে ওঠে। যীশু খ্রীষ্টের জীবনের অনেক ঘটনার সঙ্গে এই শহর জড়িত ছিল, মথি ৮:৫, ১৪, ১৫; ৯:২-৬; ১০-১৭; ১৫:১-২০; মার্ক ১:৩২-৩৪। যীশু খ্রীষ্ট এখানে একজন শতপতির দাসকে অবশ-রোগ দূর থেকে সুস্থ করেন, মথি ৮:৫-১৩; আর একজন অবশ-রোগীকে সুস্থ করেন যাকে চারজন লোক বহন করে নিয়ে এসেছিল, মার্ক ২:১-১৩; এখানেই তিনি একজন রাজকর্মচারীর পুত্রকে সুস্থ করেন, যোহন ৪:৪৬-৫৪। কর-আদায়কারী মথিকে নিজের শিষ্য হিসেবে খ্রীষ্ট এখান থেকেই ডেকে নেন, মথি ৯: ৯-১৩। যীশু খ্রীষ্ট এখানে অনেক শিক্ষা ও আশ্চর্য কাজ করা সত্ত্বেও সেখানকার লোকেরা অনুতপ্ত না হওয়ায় তিনি এই নগর সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেন, মথি ১১:২৩, ২৪; লূক ১০:১৫। যীশুর এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ সত্য হয়েছে; এই নগরীর অবস্থান কোথায় ছিল সেটি নিয়ে আজও বিতর্ক রয়েছে। কফরনাহুমবাসীর বিশ্বাসহীনতা ও হৃদয়ের কঠোরতার দরুন যীশু খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ, সাক্ষ্য এবং তাঁর প্রচার সত্ত্বেও তারা তাঁর উপরে বিশ্বাস আনে নি। এর ফলে বিচারের দিনে তাদের অবস্থা অন্যান্যদের তুলনায় অসহ্য বলে মনে হবে, মথি ১১:২৩। এই শহরটি গালীল সাগরের পশ্চিম তীরে গিনেসের এর কাছে অবস্থিত। যদিও বর্তমানে গিনেসের শহরটির অস্তিত্ব নেই, কিন্তু এক সময়ে এটি ইস্রায়েল দেশের একটি জনবহুল শহর ছিল। এই শহরটির মধ্যে রয়েছে দামেস্ক থেকে অক্কো এবং সোরে যাওয়ার রাজপথ। বর্তমানে এটি “টেল-হাম” নামে চিহ্নিত হয়েছে, যদন নদী যেখানে গিয়ে হ্রদে পড়েছে সেই জায়গার প্রায় দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এটি অবস্থিত। এখানে অনেক ধ্বংসস্তুপ এবং একটি সুন্দর সমাজ-ঘরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, লূক ৭:৫; যীশু খ্রীষ্ট প্রায়ই এখানে বসে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন, যোহন ৬:৫৯; মার্ক ১:২১; লূক ৪:৩৩। অনেকে এই সব ধ্বংসস্তুপ দেখে মনে করেন যে, তারা খান-মিনিয়া শহরটি খুঁজে পেয়েছেন। হ্রদের তিন মাইল দক্ষিণে “টেল-হাম” যদি কফরনাহুম হয়, তাহলে ধ্বংসাবশেষটি নিঃসন্দেহে রোমীয় শতপতির তৈরি করা সমাজ-ঘর এবং এটি পৃথিবীর অন্যতম একটি পবিত্র স্থান। এটি সেই সমাজ-ঘর যেখানে বসে যীশু খ্রীষ্ট সেই জীবন-রূপটির বিষয়ে বিখ্যাত উপদেশ দিয়েছিলেন, যোহন ৬:৩১; যে জীবন-রূপটির কথা লোকেরা বলেছিল যে, তাদের পূর্বপুরুষরা মরুভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন। আর যীশু খ্রীষ্ট তাদেরকে স্মরণ করে বলেছিলেন যে, “আমিই সেই জীবন-খাদ্য”। যীশু খ্রীষ্ট এভাবেই শিক্ষা দেওয়ার একটি ক্ষেত্র তৈরি করেন।

মার্ক লিখিত সুসমাচারে প্রভু যীশুর সময়কার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো

## গালীল সাগর

পবিত্র বাইবেলে আরও তিনটি নামে এই সাগরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, মথি ৪:১৮; ১৫:২৯। (১) পবিত্র বাইবেলে একে বলা হয়েছে কিন্নেরৎ সাগর, গণনা ৩৪:১১; যিহোশূয় ১২:৩; ১৩:২৭; যেহেতু এর আকার অনেকটা বাঁশীর মত। (২) লুক ৫:১ পদে একবার একে গিনেষরৎ সাগর বলা হয়েছে, যার পশ্চিম পাশে সমতল ভূমি রয়েছে। (৩) যোহন তাঁর সুসমাচারের ৬:১ ও ২১:১ পদে এই সাগরকে তিবিরিয়া সাগর বলে উল্লেখ করেছেন। আধুনিক যুগের আরবীয়রা এই সাগরের নাম দিয়েছেন *বাহর তাবারিয়ে*। এই সাগরটি লম্বায় সাড়ে ১২ মাইল ও ৪ থেকে সাড়ে ৭ মাইল চওড়া। এই সাগরের উপরিভাগ ভূমধ্যসাগরের উচ্চতার পর্যায় থেকে প্রায় ৬৮২ ফুট নিচু এবং এর গভীরতা ৮০ থেকে ১৬০ ফুট। ফলে এটি সম্পূর্ণ দক্ষিণে প্রায় সাড়ে ১০ মাইল নিচে যর্দন নদীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে অথবা বলা যায় এর উৎপত্তিস্থল থেকে প্রায় সাড়ে ২৬ মাইল পর্যন্ত গিয়েছে। এই দীর্ঘ পথ যাবার পর রয়েছে ১৬৮২ ফুটের একটি জলপ্রপাত। এটি ভূমধ্যসাগর থেকে ২৭ মাইল পূর্বে ও যিরূশালেম থেকে প্রায় ৬০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। সাগরটির আকার অনেকটা ডিমের মত এবং প্রচুর মাছে ভরা। এই সাগরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে যে, সাগরের জলের পরিপূর্ণ নীরবতা ও অখণ্ড স্থিরতার অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য ভালো লাগার মত চমৎকার এক পরিবেশ। মনে হয় যেন প্রকৃতির সবকিছু ঘুমিয়ে শান্ত হয়ে পড়েছে, অথবা বলসানো উত্তাপে যেন একেবারে অবসন্ন হয়ে আছে।

কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের সময়ে সাগরটি একদম ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। তখন চারদিকে প্রাণবন্ত অবস্থা ছিল ও সাগরতীরে মানুষেরা তাড়াহুড়ো করে চিংকার করে কাজ করতো। চারদিকের সাগর ও গ্রামগুলোর ঘন অবস্থানের কারণে প্রচুর মানুষের সমাগম হত, বিশেষ করে যখন পাহাড়ী অঞ্চলগুলো থেকে লোকেরা আসত ও ক্ষেতের ফসল তোলায় মেঘপালক এবং কৃষকের ঘরে আনন্দের ফোয়ারা দেখা যেত। সেই হৃদের চারপাশে থাকতো প্রচুর মাছ ধরার নৌকা, যাদের উজ্জ্বল সাদা পাল হাওয়ায় দুলতো।

কিন্তু এখন এই সাগরের বুক ও তীরের সব জায়গা এক শোকাচ্ছন্ন নীরবতায় ঢাকা থাকে। নগরগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। অথচ এই সাগর এক সময় আমাদের প্রভুর প্রকাশ্য কাজের প্রধান স্থান ছিল। তাঁর কাজের কেন্দ্রবিন্দু কফরনাহূম শহরটিও এই সাগরের তীরেই দাঁড়িয়ে ছিল, মথি ৯:১। এই সাগরে মাছ ধরার সময় যেসব জেলে তাঁর ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, তাদেরকে তিনি শিষ্য হিসেবে বেছে নেন, যেমন: পিতর ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয় এবং যাকোব ও যোহন, তিনি তাদেরকে মানুষ ধরার জেলে হিসেবে তৈরি করেন, মথি ৪:১৮, ২২; মার্ক ১:১৬-২০; লুক ৫:১-১১। যীশু ও তাঁর শিষ্যদের যাত্রাপথে বাড় উঠলে তিনি উঠে বাতাস ও সাগরকে ধমক দেন, তখন সব কিছু খুব শান্ত হয়ে যায়, মথি ৮:২৩-২৭; মার্ক ৭:৩১-৩৫। মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবার পর তিনি এখানেই তাঁর শিষ্যদের দেখা দেন, যোহন ২১:১।

গালীল সাগর অনেক দিক দিয়েই সুসমাচারের কেন্দ্রভূমি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগের সুযোগ থাকায় যীশু খ্রীষ্ট বহু ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান এবং এই সাগর তীরবর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যা-কাজ করে যান।

নতুন নিয়মে পরিমাপের পরিভাষা  
যে সব বিষয় শুধুমাত্র মার্ক লিখিত সুসমাচারের মধ্যে পাওয়া যায়

| পদ      | বিষয়                                  | গুরুত্ব                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ৪:২৬-২৯ | ভূমিতে বোনা বীজ                        | আমাদের অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করতে হবে। কিন্তু তা একমাত্র ঈশ্বরই তাদের জীবনে বৃদ্ধি দান করতে পারেন।                         |
| ৭:৩১-৩৭ | একজন বোবা ও বধির লোককে সুস্থতা দান করা | যীশু খ্রীষ্ট আমাদের দৈহিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন, যেমন তিনি আমাদের আত্মিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন।                                                      |
| ৮:২২-২৬ | বৈৎসৈদায় একজন অন্ধ লোককে সুস্থ করেন।  | যীশু লোকদের অনুরোধ গ্রাহ্য করলেন কারণ তিনি লোকদের মুক্তি দিতেই এসেছিলেন। তিনি লোকটিকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, লোকটি আবার সম্পূর্ণভাবে দেখতে পাবে। |

নতুন নিয়মে গ্রীক ভাষায় যে সব পরিমাপের পরিভাষা  
ব্যবহার করা হয়েছে:

- ♦ রোমীয় দীনার বা রৌপ্য মুদ্রা, যার মূল্যমান ছিল এক দিনের মজুরি (মথি ১৮:২৮; ২০:২,৯,১০,১৩; ২২:১৯; মার্ক ৬:৩৭; ১২:১৫; ১৪:৫; লূক ৭:৪১; ১০:৩৫; ২০:২৪; যোহন ৬:৭; ১২:৫; প্রকা ৬:৬)।
- ♦ গ্রীক ড্রাকমা, কেবল লূক ১৫:৮ পদে এর উল্লেখ করা হয়েছে।
- ♦ ডিড্রাকমা, অর্থাৎ দুই ড্রাকমা (মথি ১৭:২৪); সম্ভবত এটি স্থানীয়ভাবে মন্দিরের কর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হত।
- ♦ রৌপ্য-খণ্ড, রৌপ্যমুদ্রা (মথি ২৬:১৫; ২৭:৩-৯); সম্ভবত এই মুদ্রা চার ড্রাকমার সমান, যা পুরাতন নিয়মের শেকলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (সখরিয় ১১:১২,১৩)।
- ♦ প্রেরিত ১৯:১৯ পদে “রৌপ্য মুদ্রা”কে “রৌপ্য খণ্ড” বলা হয়েছে, যা সম্ভবত গ্রীক ড্রাকমা।
- ♦ স্টেটার, এক রৌপ্য মুদ্রা, যা চার গ্রীক ড্রাকমার সমান বা এক শেকলের সমান। স্বর্ণের স্টেটার, রৌপ্য স্টেটারের অর্ধেক ওজনের। পবিত্র বাইবেলে এর উল্লেখ নেই, কেবল পরোক্ষভাবে মথি ১০:৯ পদে “স্বর্ণ”-এর উল্লেখ ছাড়া। অনেক মুদ্রা তামা বা পিতল দিয়ে তৈরি হত।
- ♦ মথি ১০:৯ পদে তামার তৈরি একটি মুদ্রার কথা বলা হয়েছে (গ্রীক ক্যালকাস), এবং মার্ক ৬:৮ এবং ১২:৪১ পদে বলা হয়েছে “পয়সা”। এটি সম্ভবত ছোট গ্রীক বা রোমীয় মুদ্রা।
- ♦ ফার্দিং, যা উল্লিখিত হয়েছে “পয়সা” নামে (গ্রীক কদ্দাণ্ডেস; মথি ৫:২৬; মার্ক ১২:৪২)।
- ♦ চার ফার্দিং, উল্লিখিত হয়েছে “পয়সা” নামে (মথি ১০:২৯; লূক ১২:৬)।
- ♦ মাইট, সবচেয়ে ছোট মুদ্রা, উল্লিখিত হয়েছে “ক্ষুদ্র মুদ্রা” নামে (গ্রীক লিপটন; মার্ক ১২:৪২; লূক ১২:৫৯; ২১:২), যা এক ফার্দিংয়ের অর্ধেক।

প্রভু যীশুর বারো জন শিষ্য

## প্রভু যীশুর বারো জন শিষ্য

| নাম                                                                                       | কাজ  | বিশেষ বৈশিষ্ট্য                                                               | জীবনের বড় ঘটনাসমূহ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| শিমোন পিতর<br>(যোহনের পুত্র)                                                              | জেলে | আবেগপ্রবণ,<br>পরে যীশু খ্রীষ্টের<br>একজন সাহসী সাক্ষী<br>হন।                  | যীশু খ্রীষ্টের তিনজন নেতৃস্থানীয় শিষ্যর<br>একজন। যীশুকে খ্রীষ্ট হিসেবে স্বীকৃতি দেন।<br>খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে পরে অনুশোচনা<br>করেন। পঞ্চাশতমীর দিনে তিনি সুসমাচার<br>প্রচার করেন। যিরূশালেম মণ্ডলীর নেতা হন।<br>তিনি প্রথমবার অযিহূদীদের বাপ্তিস্ম দেন।<br>তিনি ১,২ পিতর পত্র দুটির লেখক।                                               |
| যাকোব<br>(সিবিদিয়ের<br>পুত্র) তাঁকে ও<br>তাঁর ভাইকে<br>বজ্রধ্বনির পুত্র<br>বলা হয়েছে।   | জেলে | উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অল্পে<br>রেগে যান, বিচার করে<br>দেখেন, যীশুর প্রতি<br>সমর্পিত। | তিনিও যীশু খ্রীষ্টের তিনজন নেতৃস্থানীয়<br>শিষ্যর একজন। তিনি ও তাঁর ভাই যোহন<br>যীশু খ্রীষ্টের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যে বিশেষ<br>স্থানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।<br>শমরীয়দের গ্রামে আগুন নামিয়ে আনবার<br>কথা বলেছিলেন। তিনি প্রথম সাক্ষ্যমর<br>হয়েছিলেন।                                                                                      |
| যোহন<br>(সিবিদিয়ের<br>পুত্র) যাকোবের<br>ভাই ও পরে<br>“যীশু খ্রীষ্ট যাকে<br>প্রেম করতেন।” | জেলে | উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বিচার<br>করে দেখেন, ও পরে<br>খুবই প্রিয় শিষ্য<br>হয়েছিলেন।   | তিনিও যীশু খ্রীষ্টের তিনজন নেতৃস্থানীয়<br>শিষ্যর একজন। তিনি ও তাঁর ভাই<br>যাকোবের যীশু খ্রীষ্টের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যে<br>বিশেষ স্থানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।<br>শমরীয়দের গ্রামে আগুন নামিয়ে আনবার<br>কথা বলেছিলেন। জেরুশালেম মণ্ডলীর নেতা<br>হয়েছিলেন। তিনি যোহন সুসমাচার, ১,২,৩<br>যোহন পত্রগুলো ও প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে<br>লিখেছেন। |
| আন্দ্রিয়<br>(পিতরের ভাই)                                                                 | জেলে | অন্যদের যীশুর কাছে<br>আনার জন্য উদগ্রীব।                                      | বাপ্তিস্মদাতা যোহন যীশুর সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য<br>দিয়েছিলেন তা বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি ও<br>ফিলিপ যীশুকে বলেছিলেন যে, গ্রীকরা তাঁকে<br>দেখতে চায়।                                                                                                                                                                                          |
| ফিলিপ                                                                                     | জেলে | সব কিছুতেই প্রশ্ন<br>করতে চান।                                                | নথনিয়েলকে যীশুর কথা বলেছেন। ৫০০০<br>লোককে খাবার দিতে দেখে তিনি আশ্চর্য<br>হয়েছিলেন। যীকে তাঁর শিষ্যদের পিতা<br>ঈশ্বরকে দেখাতে বলেছিলেন। তিনি ও<br>আন্দ্রিয় যীশুকে বলেছিলেন যে, গ্রীকরা তাঁকে<br>দেখতে চায়।                                                                                                                            |

প্রভু যীশুর বারো জন শিষ্য

| যীশু তাঁকে কি বলেছিলেন                                                                                                                                                                                                                                              | তাঁর জীবন থেকে বিশেষ শিক্ষা                                                                                                                                  | নির্বাচিত রেফারেন্স                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| তাঁকে পিতর “পাথর” নাম দিয়েছিলেন। এছাড়া তাঁকে শয়তানও বলা হয়েছিল কারণ তিনি যীশুর ক্রুশে মৃত্যুর বিষয়টি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি মানুষ-ধরা জেলে হবেন। তিনি যীশুকে উজ্জ্বল আলোতে দেখেছিলেন। তিনি যীশুকে অস্বীকার করবেন। পরে তিনি বিশ্বাসের জন্য ক্রুশে মারা যাবেন। | খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা পাপে পতিত হতে পারে, কিন্তু যখন সে অনুতপ্ত হয়ে যীশুর কাছে ফিরে তখন যীশু তাঁকে ক্ষমা করেন ও বিশ্বাসের শক্তি বাড়িয়ে দেন ও শক্তিশালী করেন। | মথি ৪:১৮-২০<br>মার্ক ৮:২৯-৩৩<br>লুক ২২:৩১-৩৪<br>যোহন ২১:১৫-১৯<br>প্রেরিত ২:১৪-৪১<br>প্রেরিত ১০:১-১১:১৮ |
| যাকোব ও যোহনকে বজ্রধ্বনির পুত্র বলা হয়েছে। তিনি তাঁকে মানুষ-ধরা জেলেও বলেছেন। যীশু যে পেয়ালায় খাবেন তিনি সেখান থেকে খাবেন।                                                                                                                                       | খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অবশ্যই যীশুর জন্য মৃত্যুবরণ করতে রাজী থাকতে হবে।                                                                                         | মার্ক ৩:১৭<br>মার্ক ১০:৩৫-৪০<br>লুক ৯:৫২-৫৬<br>প্রেরিত ১২:১,২                                          |
| তাঁকেও বজ্রধ্বনির পুত্র, মানুষ ধরা জেলে বলা হয়েছে। যীশু যে পেয়ালায় খাবেন সেই পেয়ালায় তিনিও খাবেন। যীশুর মৃত্যুর পরে যীশুর মায়ের ভার নেবেন।                                                                                                                    | যীশুর প্রেমের পরিবর্তনকারী শক্তি সকলের জন্য উন্মুক্ত।                                                                                                        | মার্ক ১:১৯<br>মার্ক ১০:৩৫-৪০<br>লুক ৯: ৫২-৫৬<br>যোহন ১৯:২৬,২৭<br>যোহন ২১:২০-২৪                         |
| তিনিও একজন মানুষ-ধরা জেলে হবেন।                                                                                                                                                                                                                                     | খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের একজন অন্যজনের কাছে যীশুর কথা বলতে হবে।                                                                                                   | মথি ৪:১৮-২০<br>যোহন ১:৩৫-৪২;<br>৬:৮-৯<br>যোহন ১২:২০-২৪                                                 |
| ফিলিপকে বলেন যে, যদি যীশুকে তিনি জেনে ও দেখে থাকেন তবে পিতাকে দেখেছেন।                                                                                                                                                                                              | ঈশ্বর আমাদের প্রশ্ন ব্যবহার করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।                                                                                                 | মথি ১০:৩<br>যোহন ১:৪৩-৪৬;<br>৬:২-৭<br>যোহন ১২:২০-২২<br>যোহন ১৪:৮-১১                                    |

**প্রভু যীশুর বারো জন শিষ্য**

| নাম                      | কাজ             | বিশেষ বৈশিষ্ট্য                                                                                                                   | জীবনের বড় ঘটনাসমূহ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| বরখলময়<br>(নথনিয়োল)    | অজানা           | সৎ ও সোজাসুজি কথা বলেন                                                                                                            | প্রথমদিকে তিনি যীশুকে খ্রীষ্ট হিসাবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন কারণ তিনি নাসরত থেকে এসেছেন। কিন্তু পরে তিনি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন তখন তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র ও ইস্রায়েলের রাজা বলে গ্রহণ করেন।                                                                                                             |
| মথি<br>(লেবি)            | কর<br>আদায়কারী | সমাজের ঘৃণিত ও সমাজচ্যুত কারণ তিনি রোমীয় সরকারের পক্ষে কর আদায় করেন ও আদায় করতে গিয়ে অন্যায়্য করতে গিয়ে অন্যায়্য কাজ করেন। | তাঁর অসততার কাজ (আর্থিক লাভবান) ছেড়ে দিয়ে যীশুর অনুসারী হন। তিনি যীশু খ্রীষ্টকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন ও তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের সেখানে নিমন্ত্রণ দেন ও আপ্যায়ন করেন। তিনি মথি লিখিত সুসমাচার পুস্তকটির লেখক।                                                                                          |
| থোমা<br>(জমজ)            | অজানা           | সাহসী ও সন্দেহবাদী                                                                                                                | শিষ্যদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যীশুর সঙ্গে বৈথনিয়ায় যেতে যদিও সেখানে গেলে তাঁদের মৃত্যু হতে পারে। যীশু কোথায় যাচ্ছেন সেই কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের খবর শুনে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিলেন যতক্ষণ না তিনি নিজের চোখে যীশুকে দেখতে পান ও তাঁর ক্ষত স্থানে হাত দিয়ে স্পর্শ করেন। |
| যাকোব<br>(আলফেয়ের ছেলে) | অজানা           | অজানা                                                                                                                             | যীশু খ্রীষ্টের একজন শিষ্য হন।                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| থদেয়<br>(যাকোবের ছেলে)  | অজানা           | অজানা                                                                                                                             | যীশুকে প্রশ্ন করেছিল কেন তিনি শুধু শিষ্যদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন, অন্যদের কাছে নয়।                                                                                                                                                                                                                       |
| উদ্যোগী<br>শিমোন         | অজানা           | সহিংস স্বদেশপ্রেমী                                                                                                                | যীশু খ্রীষ্টের একজন শিষ্য হন।                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ঈষ্কারিয়োতীয়<br>যিহূদা | অজানা           | প্রতারক ও লোভী                                                                                                                    | যীশু খ্রীষ্টের একজন শিষ্য হয় ও যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। পরে তিনি আত্মহত্যা করেন।                                                                                                                                                                                                                       |



প্রভু যীশুর বারো জন শিষ্য

| যীশু তাঁকে কি বলেছিলেন                                                                      | তাঁর জীবন থেকে বিশেষ শিক্ষা                                                                                                                                            | নির্বাচিত রেফারেন্স                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| যীশু তাঁকে সত্যিকারের একজন ইস্রায়েল ও যার মধ্যে কোন ছলনা নেই বলে উল্লেখ করেন।              | লোকদের মধ্যকার সততাকে যীশু সম্মান করেন, এমন কি তাঁর সততা নিয়ে যখন চ্যালেঞ্জ করেন তখনও।                                                                                | মার্ক ৩:১৮<br>যোহন ১:৪৫-৫১<br>যোহন ২১:১-৩       |
| যীশু খ্রীষ্ট তাঁকে শিষ্য হবার জন্য আহ্বান করেন।                                             | খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস তাদের জন্য নয় যারা মনে করে ইতিমধ্যেই তারা ধার্মিক। এই ধর্ম তাদের জন্য যারা জানে যে, ইতিমধ্যেই তারা আত্মিক জীবনে ব্যর্থ ও তাদের সাহায্য দরকার।      | মথি ৯:৯-১৩<br>মার্ক ২:১৫-১৭<br>লুক ৫:২৭-৩২      |
| থোমাকে বলেছিলেন “বিশ্বাস কর,” কারণ তিনি পুনরুত্থানের পর যীশুকে নিজের চোখে দেখতে পেয়েছিলেন। | কোন কোন সময় খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যীশু খ্রীষ্টের বিষয় নিয়ে ভীষণভাবে সন্দিহান হয়ে পড়ে তখন কোন না কোনভাবে যীশুর কাছে প্রকাশিত হন ও তাদের বিশ্বাসের শক্তি বাড়িয়ে দেন। | মথি ১০:৩<br>যোহন ১৪:৫; ২০:২৪-২৯<br>যোহন ২১:১-১৩ |
| অজানা                                                                                       | অজানা                                                                                                                                                                  | মথি ১০:৩<br>মার্ক ৩:১৮<br>লুক ৬:১৫              |
| অজানা                                                                                       | খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যীশুকে অনুসরণ করে কারণ তারা তাঁকে বিশ্বাস করে, যদিও সব সময় তারা জানে না ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি।                                                      | মার্ক ১০:৩<br>মার্ক ৩:১৮<br>লুক ৬:১৫            |
| অজানা                                                                                       | যদি আমরা আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিই তখন যীশুর পরিকল্পনায় আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি।                                                              | মথি ১০:৪<br>মার্ক ৩:১৮<br>লুক ৬:১৫              |
| তাকে দিয়াবল বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সে যীশুকে ধরিয়ে দেবে।                              | যীশুর শিক্ষা শোনাই যথেষ্ট নয়। যীশুর সত্যিকারের শিষ্যরা তাঁকে ভালবাসেন ও অনুসরণ করেন।                                                                                  | মথি ২৬:২০-২৫<br>লুক ২২:৪৭,৪৮<br>যোহন ১২:৪-৮     |

## যীশু খ্রীষ্টের স্পর্শ যারা প্রভু যীশুর স্পর্শ লাভ করেছিলেন

কি রকম লোকেরা যীশুর সংস্পর্শে এসেছিল? কাদের যীশু স্পর্শ করার মত গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছিলেন? এখানে আমরা দেখতে পাই অনেকে যীশুর কাছে এসেছিল। যারা তাঁর খোজ করতো তিনি তাদের সকলকেই খুঁজে পেয়েছিলেন। সেখানে ধনী, কি গরীব, উঁচু বা নিচু, যুব বা বৃদ্ধ, পরিচিত বা অপরিচিত, পাপী কি সাধু-সকলের প্রতিই তিনি সমানভাবে যত্ন নিয়েছেন। কেউ তাঁর ভালবাসার স্পর্শের বাইরে ছিল না।

| যীশু খ্রীষ্ট যাদের সঙ্গে কথা বলেছেন | রেফারেন্স           |
|-------------------------------------|---------------------|
| একজন অপ্রিয় কর-আদায়কারী           | মথি ৯:৯             |
| একজন মন্দ-আত্মায় পাওয়া লোক        | মার্ক ৫:১-১৫        |
| রোমীয় শাসনকর্তা                    | মার্ক ১৫:১-৫        |
| একজন যুবক                           | মার্ক ৯:১৭-২৭       |
| একজন প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা        | যোহন ৩:১-২১         |
| একজন গৃহকর্মী                       | লুক ১০:৩৮-৪২        |
| একজন ব্যবস্থা ব্যাখ্যাকারী          | মথি ২২:৩৫           |
| একজন দুষ্টকারী                      | লুক ২৩:৪০-৪৩        |
| সমাজ ঘরের নেতা                      | মার্ক ৫:২২          |
| একজন জেলে                           | মথি ৮:১৮-২০         |
| একজন রাজা                           | লুক ২৩:৭-১১         |
| একজন গরীব বিধবা                     | লুক ৭:১১-১৭; ২১:১-৪ |
| একজন রোমীয় শত সেনাপতি              | লুক ৭:১-১০          |
| একদল শিশু                           | মার্ক ১০:১৩-১৬      |
| একজন ভাববাদী                        | মথি ৩ অধ্যায়       |
| একজন ব্যভিচারী খ্রীলোক              | যোহন ৮:১-১১         |
| যিহূদী মহাসভার একজন নেতা            | লুক ২২:৬৬-৭১        |
| একজন অসুস্থ খ্রীলোক                 | মার্ক ৫: ২৫-৩৪      |
| একজন ধনবান লোক                      | মার্ক ১০:১৭-২৩      |
| একজন অন্ধ ভিক্ষুক                   | মার্ক ১০:৪৬         |
| একজন যিহূদী রাজনৈতিক নেতা           | মার্ক ১২:১৩         |
| একদল খ্রীলোক                        | লুক ৮:২-৩           |
| একজন মহাপুরোহিত                     | মথি ২৬:৬২-৬৪        |
| সমাজ থেকে বের করে দেওয়া কুষ্ঠরোগী  | লুক ১৭:১১-১৯        |
| একজন রাজকীয় অফিসার                 | যোহন ৮:৪৬-৫৩        |
| একজন যুবতী                          | মার্ক ৫:৪১-৪২       |
| একজন বিশ্বাসঘাতক                    | যোহন ১৩:১-৩, ২৭     |
| একজন অসহায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক      | মার্ক ২:১-১২        |
| একদল রাগান্বিত সৈন্য ও রক্ষী        | যোহন ১৮:৩-৯         |
| একজন বিদেশী খ্রীলোক                 | মার্ক ৭:২৫-৩০       |
| একজন সন্দেহকারী শিষ্য               | যোহন ২০:২৪-২৯       |
| একজন শত্রু, যে তাঁকে ঘৃণা করতো      | প্রেরিত ৯:১-৯       |
| একজন শমরীয় খ্রীলোক                 | যোহন ৮:১২-২৬        |

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলসমূহ

প্রভু যীশুর সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলসমূহ

| দলের নাম ও রেফারেন্সসমূহ                                        | বর্ণনা                                                                                                                                                                                                                                          | যীশু খ্রীষ্ট যে বিষয়ের সঙ্গে একমত ছিলেন                                                                                                         | যীশু খ্রীষ্ট যে বিষয়ের সঙ্গে একমত ছিলেন না                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ফরীশী<br>মথি ৫:২০<br>মথি ২৩:১-৩৬<br>লুক ৬:২<br>লুক ৭:৩৬-৪৭      | এরা যিহূদী নিয়ম-কানুন ও ঐতিহ্যগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করার উপর জোর দিত। এরা সমাজ-ঘরগুলোতে খুবই প্রভাবশালী ছিল।                                                                                                                             | তাদের পুনরুত্থানে বিশ্বাস ও নিয়ম-কানুন পালন করার প্রতি যে মনোভাব তাকে যীশু খ্রীষ্ট সম্মান করতেন।                                                | যীশু যে খ্রীষ্ট এই দাবী তারা প্রত্যাখান করেছিল, কারণ তিনি তাদের ঐতিহ্যগুলো পালন করতেন না এবং অনেক দুষ্ট লোকদের সঙ্গে তাদের যে সখ্যতা যীশু খ্রীষ্ট তা ভাল চোখে দেখতেন না।        |
| সদুকী<br>মথি ৩:৭<br>মথি ১৬:১১-১২<br>মার্ক ১২:১৮                 | যিহূদী শহর-ভিত্তিক সমাজের উচ্চশ্রেণীর যিহূদী পুরোহিত শ্রেণী। মোশির পঞ্চপুস্তক ছাড়া অন্যান্য পুস্তকের ক্ষমতা তারা মানত না। মন্দিরকে ঘিরে যে ব্যবসা হত তা থেকে তারা লাভবান হত। তারা ও ফরীশীরা মিলে সেনহেড্রিনে যিহূদীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। | মোশির পঞ্চপুস্তক অর্থাৎ তোরার প্রতি তাদের যে সম্মান তা যীশু খ্রীষ্ট সম্মান করতেন এবং মন্দিরের পবিত্রতা বজায় রাখার তাদের প্রয়াসকে সম্মান করতেন। | তারা মৃতদের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো না। মন্দিরের প্রতি ভালবাসা থাকলেও তাকে ঘিরে যে ব্যবসা হচ্ছিল তা থেকে তারা লাভবান হতে চেষ্টা করতো, যা যীশু খ্রীষ্ট কখনও ভাল চোখে দেখতেন না। |
| মোশির ব্যবস্থার শিক্ষকগণ<br>মথি ৭:২৯<br>মার্ক ২:৬<br>মার্ক ২:১৬ | মোশির ব্যবস্থার পেশাদার ব্যাখ্যাকারী, যারা ঐতিহ্যগুলোর উপর বেশি জোর দিত। এদের অনেকেই ফরীশী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল।                                                                                                                                | আইন-কানুন বা ব্যবস্থা মান্য করতো ও ঈশ্বরকে সম্মান করে চলতো।                                                                                      | মোশির ব্যবস্থা যীশু খ্রীষ্ট যেভাবে ব্যাখ্যা করতো তার ক্ষমতাকে অস্বীকার করতো। যীশুকে খ্রীষ্ট হিসাবে প্রত্যাখান করতো কারণ তিনি তাদের সমস্ত ঐতিহ্য পালন করতেন না।                  |

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলসমূহ

|                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| হেরোদীয়<br>মথি ২২:১৬;<br>মার্ক ৩:৬<br>মার্ক ১২:১৩ | যিহুদীদের মধ্যকার<br>একটি সমর্থক গোষ্ঠী যারা<br>রাজা হেরোদের<br>রাজনীতিকে সমর্থন<br>করতো।             | এদের সম্বন্ধে খুব<br>বেশি কিছু জানা যায়<br>না। সুসমাচারে দেখা<br>যায় তারা যীশু খ্রীষ্টের<br>বিরোধিতা করতো ও<br>তাঁকে ফাঁদে ফেলতে<br>চেষ্টা করতো।                        | যীশু খ্রীষ্টের কারণে<br>রাজনৈতিক যে<br>অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল<br>সেকারণে তাদের মধ্যে<br>উদ্ভিগ্নতা দেখা যায়। যে<br>সময়ে তারা হারানো<br>ক্ষমতাগুলো রোম থেকে<br>ফিরে পেতে চেষ্টা কর-<br>ছিল তখন যীশু খ্রীষ্টের<br>কারণে ভবিষ্যতের<br>রাজনীতি নিয়ে শঙ্কার<br>মধ্যে ছিল। |
| উদ্যোগী<br>লুক ৬:১৫<br>প্রেরিত ১:১৪                | এটি একটি সহিংস যিহুদী<br>দল যারা তাদের দেশে<br>রোমীয় শাসনের অবসান<br>করতে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল।          | তারা ইস্রায়েলের<br>ভবিষ্যত নিয়ে খুবই<br>চিন্তিত ছিল। তারা<br>খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস<br>করতো কিন্তু ঈশ্বর<br>যে খ্রীষ্টকে<br>পাঠিয়েছেন তারা<br>তাঁকে স্বীকার করেন<br>নি। | তারা বিশ্বাস করতো যে,<br>মশীহ আসবেন এবং<br>তিনি এসে এই রোমীয়<br>শাসন থেকে ইস্রায়েল<br>জাতিকে মুক্ত করবেন।                                                                                                                                                               |
| এসেনীয়                                            | যিহুদী সন্ন্যাস ধারার<br>একটি দল যারা<br>আনুষ্ঠানিক শুচিতা ও<br>ব্যক্তিগত পবিত্রতায়<br>বিশ্বাস করতো। | তারা ন্যায় বিচার,<br>সততা ও প্রতিশ্রুতি<br>পালনের উপর জোর<br>দিত।                                                                                                        | তারা বিশ্বাস করতো যে,<br>আচার-অনুষ্ঠানপূর্ণ<br>পবিত্রতা তাদেরকে<br>ধার্মিক করে তোলে।                                                                                                                                                                                      |

| শারীরিক সুস্থতার আশ্চর্য কাজগুলো       |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| একজন চর্মরোগী                          | মথি ৮:২-৪; মার্ক ১:৪০-৪৫; লুক ৫:১২-১৫   |
| একজন অবশ-রোগী                          | মথি ৯:২-৮; মার্ক ২:৩-১২; লুক ৫:১৮-২৬    |
| জ্বর (পিতরের শাশুড়ীর)                 | মথি ৮:১৪-১৭; মার্ক ১:২৯-৩১              |
| রাজ-কর্মচারীর ছেলে                     | যোহন ৪:৪৬-৫৩                            |
| আটত্রিশ বছরের রোগী                     | যোহন ৫:১-৯                              |
| শুকনা-হাত লোকটি                        | মথি ১২:৯-১৩; মার্ক ৩:১-৬; লুক ৬:৬-১১    |
| বোবা ও কালা                            | মার্ক ৭:৩১-৩৭                           |
| বৈৎসৈদার অন্ধ লোক                      | মার্ক ৮:২২-২৫                           |
| যিরূশালেমের অন্ধ লোক                   | যোহন ৯ অ:                               |
| অন্ধ বরতীময়                           | মার্ক ১০:৪৬-৫২                          |
| দশজন চর্ম-রোগী                         | লুক ১৭:১১-১৯                            |
| পুরোহিতের দাসের কান                    | লুক ২২:৪৭-৫১                            |
| রক্তস্রাবে ভোগা স্ত্রীলোক              | মথি ৯:২০-২২; মার্ক ৫:২৫-৩৪; লুক ৮:৪৩-৪৮ |
| শোথ রোগী                               | লুক ১৪:২-৪                              |
| মৃত্যু থেকে জীবন দানের আশ্চর্য কাজগুলো |                                         |
| যায়ীরের মেয়ে                         | মথি ৯:১৮-২৬; মার্ক ৫:৩৫-৪৩; লুক ৮:৪১-৫৬ |
| বিধবার ছেলে                            | লুক ৭:১১-১৫                             |
| বৈথনিয়ার লাসার                        | যোহন ১১:১-৪৪                            |
| প্রকৃতির উপর আশ্চর্য কাজগুলো           |                                         |
| কান্না গ্রামে জলকে আব্দুর-রস বানানো    | যোহন ২:১-১১                             |
| বাড় থামানো                            | মথি ৮:২৩-২৭; মার্ক ৪:৩৫-৪১; লুক ৮:২২-২৫ |
| আশ্চর্যভাবে মাছ ধরা                    | লুক ৫:১-১১; যোহন ২১:৬                   |
| খাবার বৃদ্ধি করা                       | মথি ১৪:১৫-২১; মার্ক ৬:৩৪-৪৪             |
| ৫ হাজার লোককে খাওয়ানো                 | লুক ৯:১১-১৭; যোহন ৬:১-১৪                |
| ৪ হাজার লোককে খাওয়ানো                 | মথি ১৫:৩২-৩৯; মার্ক ৮:১-৯               |
| জলের উপর হাঁটা                         | মথি ১৪:২২-৩৩; মার্ক ৬:৪৫-৫২; যোহন ৬:১৯  |
| মাছ থেকে টাকা                          | মথি ১৭:২৪-২৭                            |
| ডুমুর গাছ শুষ্ক হওয়া                  | মথি ২১:১৮-২২; মার্ক ১১:১২-১৪            |

## মন্দ আত্মাদের কাজ

### মন্দ আত্মাদের কাজ

মন্দ আত্মারা হল অশুচি আত্মা (মার্ক ১:২৩ পদের সাথে মার্ক ১:৩২-৩৪ এবং প্রকা ১৬:১৩-১৬ পদ তুলনা করুন)। তারা পতিত স্বর্গদূত এবং শয়তানের সেবাকারী (মথি ১২:২৬,২৭; ২৫:৪১)। মাত্র একজন শয়তান আছে কিন্তু হাজার হাজার মন্দ আত্মা আছে যারা শয়তানের সেবা করে এবং সব জায়গায় শয়তানের ক্ষমতা সার্বজনীন করে তুলে। একজন মন্দ আত্মায় পাওয়া লোক (মার্ক ৫:১-২০) হল এমন লোক যার ব্যক্তিত্ব একটি অথবা অনেক মন্দ আত্মা কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে। ঐ সব মন্দ আত্মারা ঐ লোকের মধ্য দিয়ে কাজ করতে পারে এবং তার দেহ ও মনের ক্ষতি সাধন করতে পারে। এমন অনেক মন্দ আত্মাতে পাওয়া লোককে যীশু খ্রীষ্ট সুস্থ করেছেন (নিচের ‘মন্দ আত্মা তাড়িয়ে দেওয়া’ নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা দেখুন)। ঈশ্বরের যে শক্তিকে বাধা দেওয়া যায় না সেই শক্তি যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অতি প্রাকৃতিক মন্দ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। প্রভু যীশু যখন পৃথিবীতে কাজ করছিলেন তখন কেন এত মন্দ আত্মা কাজ করেছে এই চ্যালেঞ্জ থেকে তা বুঝা যায়।

মানুষের পাপে পতনের পর থেকে মানব জাতির ইতিহাসের সব সময়েই মন্দ আত্মাদের ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যেতে পারে, যেমন— রাজা শৌল ও ঐন্দোরের মন্দ আত্মাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারকারী খ্রীলোকটির কথা (১ শামু ২৮:৭-২০), প্রাচীন কালের প্রতিমা পূজা যা ছিল মন্দ আত্মাদের পূজা করা (গীত ১০৬:৩৬,৩৭; ১ করি ১০:২০), প্রাচীন কালের যাদুবিদ্যা এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা বলা ও প্রাচীন মায়াবীগণ ও আধুনিক কালে মন্দ আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ।

মন্দ আত্মা মানুষের দেহ ও মনের ক্ষতি করতে পারে, এমন কি তাদের পাগলও করতে পারে (মথি ১২:২২; ১৭:১৫-১৮; লূক ১৩:১৬)। মন্দ আত্মারা জানে যে, খ্রীষ্ট ঈশ্বর পুত্র এবং আত্মিক পৃথিবীর প্রভু (মথি ৮:৩১,৩২; মার্ক ১:২৪; প্রেরিত ১৯:১৫; যাকোব ২:১৯)। মন্দ আত্মারা জানে যে, তাদের পরিণতি ঠিক করা হয়ে গেছে (মথি ৮:৩১,৩২; লূক ৮:৩১)। শয়তানের পদ্ধতিতে পৃথিবী পরিচালনায় মন্দ আত্মাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে (দানি ১০:১৩; ইফি ৬:১২)। শয়তান এই মন্দ আত্মাদের দ্বারা বিভিন্ন রকম মিথ্যা ধর্ম তৈরি করে ও ভুল শিক্ষা দিয়ে থাকে (১ তীম ৪:১-৩), এবং এই মন্দ আত্মারা ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও ঈশ্বরের লোকদের বিরোধিতা করে থাকে (ইফি ৬:১২; ১ যোহন ৪:১-৬)। প্রার্থনা হল শয়তান ও মন্দ আত্মার বিরুদ্ধে বিশ্বাসীদের প্রধান অস্ত্র (ইফি ৬:১০-২০)।

## মন্দ আত্মা তাড়িয়ে দেওয়ার নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা

মার্ক ১:২১-২৮; লূক ৪:৩১-৩৭। কফরনাহূমের সমাজ-ঘরে একজন মন্দ আত্মায় পাওয়া লোক।  
মথি ৯:৩২-৩৪। একজন মন্দ আত্মায় পাওয়া লোক যে কথা বলতে পারত না।  
মথি ১৫:২১-২৮; মার্ক ৭:২৪-৩০। একজন অযিহূদী খ্রীলোকের মন্দ আত্মায় পাওয়া মেয়ে।  
মথি ৮:২৮-৩৪; মার্ক ৫:১-২০; লূক ৮:২৬-৩৯। গেরাসীনের একজন মন্দ আত্মায় পাওয়া লোক।  
মথি ১২:২২; লূক ১১:১৪। একজন মন্দ আত্মায় পাওয়া লোক যে ছিল বোবা ও অন্ধ।  
মথি ১৭:১৪-২১; মার্ক ৯:১৪-২৯; লূক ৯:৩৭-৪৩। একজন মৃগী রোগগ্রস্ত ছেলে।

মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সত্যিকারের প্রমাণ

| প্রভু যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সত্যিকারের প্রমাণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | শূন্য কবরের<br>সম্ভাব্য ব্যাখ্যা                                                  | এসব ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে<br>সাক্ষ্য-প্রমাণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | রেফারেন্স                                   |
| ইতিহাসে যেসব<br>সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে<br>তাতে দেখা যায় যে,<br>যীশু সত্যিই ঈশ্বরের<br>পুত্র ছিলেন।<br>ইতিহাসে এ পর্যন্ত<br>কেউই নিজের মৃত্যু<br>ও পুনরুত্থানের<br>ভবিষ্যদ্বাণী করতে<br>পারেন নি। কিন্তু<br>তিনি তা করেছেন<br>ও সেই মত সব<br>কিছু ঘটেছে। তিনি<br>তাঁর কথা মত<br>মৃত্যুবরণ করেছেন<br>এবং তাঁর কথা মত<br>তিন দিন পর মৃত্যু<br>থেকে জীবিত হয়ে<br>উঠেছেন। | যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে<br>অচেতন হয়ে<br>পড়েছিলেন ও পরে<br>তাঁর চেতনা ফিরে<br>আসে    | রোমীয় শত সেনাপতি পিলাতকে<br>বলেছেন যে যীশু সত্যিই ক্রুশে মারা<br>গেছেন।<br>সৈন্যরা যীশুর পা ভাঙ্গে নি, কারণ<br>তারা দেখেছিল যে তিনি মারা<br>গেছেন। একজন সৈন্য তাঁর পাজরে<br>বল্লম দিয়ে খোঁচা মেরে দেখেছে যে,<br>তিনি সত্যিই মারা গেছেন।<br>অরিমাথিয়ার যোষেফ ও নিকদীম<br>সুগন্ধি মশলা মাখিয়ে ও কাপড় দিয়ে<br>জড়িয়ে তাঁকে কবরস্থ করেছেন। | যোহন ১৯:৩২-<br>৩৪<br><br>যোহন ১৯:৩৮-<br>৪০  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | স্ত্রীলোকেরা ভুল<br>করে অন্য কবরে<br>গিয়েছিল                                     | মগদলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম<br>দেখেছিলেন কোথায় যীশুর মৃতদেহ<br>কবর দেওয়া হয়েছে।                                                                                                                                                                                                                                                           | মথি<br>২৭:৫৯-৬১<br>মার্ক ১৫:৪৭<br>লুক ২৩:৫৫ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | অপরিচিত চোরেরা<br>যীশুর মৃতদেহ চুরি<br>করে নিয়ে গেছে                             | রবিবার সকালে পিতর ও যোহন<br>একই কবর দেখতে গিয়েছিলেন।                                                                                                                                                                                                                                                                                         | যোহন<br>২০:৩-৯                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | শিষ্যরা যীশুর<br>মৃতদেহ চুরি করে<br>নিয়ে গেছেন                                   | কবরটি সীলমোহর করা ছিল এবং<br>রোমীয় সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছিল।                                                                                                                                                                                                                                                                                   | মথি<br>২৭:৬৫-৬৬                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | যীশুর শিষ্যরা তাঁদের বিশ্বাসের জন্য<br>মরতে প্রস্তুত ছিলেন। যীশুর মৃতদেহ<br>চুরি করলে তাঁদের মনে হত যে,<br>তাঁদের বিশ্বাসের কোন অর্থ নেই।                                                                                                                                                                                                     | প্রেরিত ১২:২                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ধর্মীয় নেতারা<br>যীশুর মৃতদেহ চুরি<br>করেছিল যেন পরে<br>তা লোকদের<br>দেখাতে পারে | যিহূদী ধর্মীয় নেতারা যদি তা করতো<br>তবে পরে তা লোকদের দেখাত যে,<br>যীশু সত্যি পুনরুত্থিত হন নি।                                                                                                                                                                                                                                              | নেই                                         |

## মার্ক লিখিত সুসমাচারে অন্যতম চরিত্রগুলো

### হেরোদ আন্তিপাস

আন্তিপাস মহান হেরোদের স্ত্রী মালথেসের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (মথি ১৪:১; লুক ৩:১,১৯; ৯:৭; প্রেরিত ১৩:১)। তিনি গালীল ও পেরিয়া অঞ্চল (৪-৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) শাসন করেন। হেরোদের নির্ভরতার কথা সবাই জানত। তিনি তাঁরই ভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়াকে বিয়ে করে ব্যবস্থা বিরোধী কাজ করেছিলেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহন এজন্য তাঁকে ভৎসনা করেন। তাঁর স্ত্রী হেরোদিয়া তাই যোহনের মুখ বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। হেরোদ যোহনকে পছন্দ করতেন, কিন্তু হেরোদিয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি যোহনের মাথা কেটে ফেলে হত্যা করেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর অনেক পাপের সঙ্গে আরও পাপ যুক্ত করেন।

হেরোদ আন্তিপাস যখন যীশু খ্রীষ্টের কথা শুনতে পান তখন তিনি মনে করেছিলেন যে, যোহন আবার মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। যীশু খ্রীষ্ট যখন শেষ বারের মত যিরূশালেমের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তখন যীশু খ্রীষ্ট তাঁকে “শিয়াল” বলে তিরস্কার করেছেন, লুক ১৩:৩২।

যীশু খ্রীষ্টের বিচারের সময় হেরোদের কাছে যীশু খ্রীষ্টকে পাঠানো হয়। তিনি যীশুকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর কোন কথার জবাব দেন নি। পরিশেষে তিনি যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে তামাশা করে পীলাতের কাছে ফেরত পাঠান।

#### সম্মতি ও অর্জনসমূহ:

- তিনি তিবিরিয় নগর নির্মাণ করেন ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
- রোমীয় সম্রাটের পক্ষে গালীল ও পেরিয়া প্রদেশ শাসন করেন।

#### দুর্বলতা ও যে সব ভুল করেছেন:

- তাঁর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক নির্ভরতার কাজ করেছেন।
- তাঁর স্ত্রীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অনেক অন্যায্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
- নিজের স্ত্রীকে তালুক দিয়ে তিনি সৎভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়াকে বিয়ে করেন।
- যোহনকে বন্দী করে তাঁকে হত্যা করেন।
- যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশে হত্যা করার জন্যও কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব বহন করেন।

#### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- একটি জীবনে যখন কোন উদ্দেশ্যমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে তখন তা আত্মঘাতী পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।
- আমাদের জীবনে ভাল কাজ করার সুযোগ বরাবরই আসে, তবে তা কিভাবে ব্যবহার করব তা আমাদেরই ঠিক করতে হয়।

#### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- কোথায়: যিরূশালেমে
- কাজ: গালীল প্রদেশ ও পেরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন।
- আত্মীয়-স্বজন: পিতা: মহান হেরোদ, মা: মালথাসেস, প্রথম স্ত্রী: আরিতার কন্যা, দ্বিতীয় স্ত্রী: হেরোদিয়া।
- সমসাময়িক যারা ছিলেন: বাপ্তিস্মদাতা যোহন, যীশু খ্রীষ্ট, পীলাত।

মূল পদ: “আর হেরোদিয়ার কন্যা ভিতরে এসে ও নেচে হেরোদ এবং যারা তাঁর সঙ্গে ভোজে বসেছিলেন, তাঁদের সম্ভ্রষ্ট করলো। তাতে রাজা সেই কন্যাকে বললেন, তোমার যা ইচ্ছা হয়, আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব।” (মার্ক ৬:২০)।

হেরোদ আন্তিপাসের কথা সুসমাচারগুলোতে পাওয়া যায়। এছাড়া প্রেরিত পুস্তকেও তাঁর সম্বন্ধে উল্লিখিত হয়েছে (প্রেরিত ৪:২৭; ১৩:১)।



## মার্ক লিখিত সুসমাচারে অন্যতম চরিত্রগুলো

### পণ্ডিত পীলাত

যিহূদিয়া রাজ্যের ৬ষ্ঠ রোমীয় শাসনকর্তা (২৬-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ)। পণ্ডিত পীলাতের প্রধান কার্যালয় ছিল কৈসারিয়ায়, কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময় যিরূশালেমে অবস্থান করতেন। তাঁর শাসনকাল যীশু খ্রীষ্ট ও বাপ্তিস্মদাতা যোহানের পরিচর্যা কালের পুরোটা জুড়ে বিস্তৃত ছিল, ফলে তাঁদের বিচারে পীলাতের নাম উল্লিখিত হয়েছে। পীলাত তৎকালীন গতানুগতিক রোমীয় ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁর শাসন ব্যবস্থায় ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন রোমীয় ভাব-ধারণা বিচার করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি একদিকে শান্তিপ্রিয় অন্যদিকে উদ্ধত এবং দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক ছিলেন। যিহূদীদের মহাসভায় যীশু খ্রীষ্টের বিচার করার পরে তাঁকে পীলাতের কাছে আনা হয়। পীলাত খ্রীষ্টের বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন ও তাঁর বিষয়ে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেই বিষয়টি তদন্ত করেন। যিহূদী নেতারা খ্রীষ্টের বিপক্ষে রায় দিয়ে তাঁকে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করলেও পীলাত তাদের রায় সন্তুষ্ট হননি। তখন পীলাত খ্রীষ্টকে প্রাসাদে এনে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং বাইরে অপেক্ষমান জনতাকে বলেন যে, তিনি যীশুর কোন দোষ খুঁজে পাননি। এতে জনতা আরও উত্তেজিত হয়ে বলে, “এই ব্যক্তি সমুদয় যিহূদিয়ায় এবং গালীল থেকে এই স্থান পর্যন্ত শিক্ষা দিয়ে প্রজাদেরকে উত্তেজিত করে তুলেছে।” যখন পীলাত শুনলেন যে যীশু গালীলীয়, তখন তিনি তাঁকে হেরোদ আন্তিপাসের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু হেরোদ যীশুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আবার পীলাতের কাছে ফেরত পাঠান। তখন পীলাত তাঁর বিচার সভায় প্রস্তাব দেন যে, হেরোদ এবং তিনি নিজে যীশুর কোন দোষ খুঁজে পাননি, তাই তাঁরা যীশুকে মুক্তি দিতে চান। তিনি আশা করেছিলেন সকলে তা সানন্দে গ্রহণ করবে। কিন্তু জনতা চিৎকার করে বলতে লাগল, “একে নয়, বরং বারাবাকে ছেড়ে দাও।” তখন পীলাত বলেন, “তোমাদের রাজাকে কি আমি ক্রুশে দেব?” এই সময় তারা পাগলের মত চিৎকার করে বলতে থাকে, “আপনি যদি এই লোকটাকে ছেড়ে দেন তবে আপনি সম্রাট কৈসারের বন্ধু নন। যে কেউ নিজেকে রাজা বলে দাবি করে সে তো সম্রাট কৈসারের শত্রু।” পরিশেষে পীলাত যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়ে তাঁকে সৈন্যদের হাতে ছেড়ে দেন। রোমীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী পীলাতের নির্দেশে ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের মাথার ওপরে দোষ-নামা লেখা একটি লিপিরফলক টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়, যাতে হিব্রু, রোমীয় এবং গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল: “নাসরতের যীশু, যিহূদীদের রাজা।” ৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ার শাসক পীলাতের বিরুদ্ধে মহা অভিযোগ আনেন, ফলে তিনি গলের ভিন্ন শহরে নির্বাসিত হন এবং সম্ভবত সেখানেই তিনি আত্মহত্যা করেন।

#### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ রোমীয় সম্রাট কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত যিহূদিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা।

#### দুর্বলতা ও যে সব ভুল করেছেন:

- ◆ সামরিক যুদ্ধে পরাজিত একটি জনগোষ্ঠীকে শাসন করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন, ফলে তারা সম্পূর্ণভাবে রোমের অধীন হয়ে থাকে নি।
- ◆ প্রতিনিয়ত তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য তিনি বেশ কঠোর হয়ে ওঠেন ও শাসনকর্তা হিসাবে লোকদের প্রতি যত্নবান না হয়ে তিনি বলপ্রয়োগকারী শাসক হয়ে ওঠেন।
- ◆ যদিও তিনি স্বীকার করেন যে, যীশু খ্রীষ্ট নির্দোষ ছিলেন, কিন্তু লোকদের চাপের মুখে তিনি অন্যায় বিচারের রায় ঘোষণা করে যীশুকে ক্রুশে দেন।

#### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ সত্য যখন রাজনৈতিক স্বার্থের মুখে পড়ে তখন অনেক বড় মন্দ কাজ সংগঠিত হতে পারে।
- ◆ সত্যকে চাপা দিয়ে রাখলে যে কোন ব্যক্তিই উদ্দেশ্য ও নির্দেশনা হারিয়ে ফেলে।

#### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ কোথায়: যিহূদিয়া
- ◆ কাজ: যিহূদিয়ার রোমীয় শাসনকর্তা
- ◆ আত্মীয়-স্বজন: স্ত্রী, যার নাম জানা যায় নি
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: কায়াফা, হেরোদ আন্তিপাস, যীশু খ্রীষ্ট।

মূল পদ: দেখুন যোহান ১৮:৩৮, ৩৯। সুসমাচারগুলোতে পীলাতের কথা লেখা আছে। এছাড়া প্রেরিত পুস্তকে ৩:১৩; ৪:২৭; ১৩:২৮ ও ১ তীমথিয় ৬:১৩ পদে পীলাতের কথা পাওয়া যায়।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

### যোহনের ঘোষণা

১ যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের আরম্ভ; তিনি ঈশ্বরের পুত্র। ২ যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকে যেমন লেখা আছে,

“দেখ, আমি আমার সংবাদদাতাকে তোমার আগে প্রেরণ করবো;

সে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।

৩ মরুভূমিতে একজনের কণ্ঠস্বর,

সে ঘোষণা করছে,

তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর,

তঁার রাজপথ সকল সরল কর;”

৪ সেই অনুসারে যোহন উপস্থিত হয়ে মরুভূমিতে বাপ্তিস্ম দিতে লাগলেন এবং পাপ ক্ষমার জন্য মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করতে লাগলেন। ৫ তাতে সমস্ত যিহূদিয়া দেশ ও

[১:১] দে: মথি ৪:৩; [১:২] মালা ৩:১; মথি ১১:১০; লুক ৭:২৭; [১:৩] যিশা ৪০:৩; যোহন ১:২৩; [১:৪] দে: মথি ৩:১; [১:৪] পদ: ৮; যোহন ১:২৬, ৩৩; প্রেরি ১:৫, ২২; ১১:১৬; ১৩:২৪; ১৮:২৫; ১৯:৩, ৪; [১:৪] লুক ১:৭৭;

১:১ সুসমাচারের আরম্ভ। সুসমাচারের ভূমিকা (যোহন ১১:১)। সুসমাচার শব্দটির প্রাচীন ইংরেজি প্রতিশব্দ গুডস্পেল (Goodspell), অর্থাৎ “উত্তম কাহিনী” বা “সুসমাচার”। এই সুসমাচার হচ্ছে— ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে মানব জাতির জন্য পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন।

খ্রীষ্ট। গ্রীক খ্রীষ্টস ও হিব্রু মেসায়াহ্, উভয়ের অর্থ “অভিযুক্ত জন” (মথি ১:১৭, ২১)।

১:২-৩ যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকে ...। এই উদ্ধৃতিটির প্রথম দুই লাইন যাত্রা ২৩:২০ এবং মালাখি ৩:১ পদ থেকে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী অংশটি যিশা ৪০:৩ পদ থেকে নেওয়া হয়েছে (মথি ২৭:৯)। যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী পুরাতন নিয়মেই করা হয়েছে। যিশাইয় ঈশ্বর সম্পর্কে যা বলেছেন, তা তঁার পুত্র যীশুতে পূর্ণতা লাভ করছে (১ পদ)। উদ্ধৃত পুস্তকের অংশ সংবাদদাতা, প্রান্তর ও প্রভু সম্পর্কে কথা বলে, যার প্রত্যেকটিকে ৪-৮ পদে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যিশাইয় ছিলেন সুসমাচারের ভাববাদী (যিশা ৪০:৯; ৫২:৭; ৬১:১)। উভয় ভবিষ্যদ্বাণী বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি দেখাতে বলা হয়েছিল, যা খ্রীষ্টের আগমনের প্রস্তুতিস্বরূপ। এ দু’টি বাক্যই মূল অর্থবোধক এবং ঈশ্বরের লোকদের কাছে

তঁার নৈকট্যের বিষয়ে কথা বলে, তবুও সেগুলো তাৎপর্যের সঙ্গে এখানে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি প্রয়োগ হয়েছে।

১:৪ বাপ্তিস্মদাতা যোহন উপস্থিত হয়ে। যোহনের সুসমাচারের মত মার্কের সুসমাচারেও যীশু খ্রীষ্টের জন্য বিষয়ক কোন কাহিনী নেই, বরং সরাসরি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের পরিচর্যা কাজ দিয়ে শুরু হয়েছে। বাপ্তিস্মদাতা যোহন নামের অর্থ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অনুগ্রহশীল।

বাপ্তিস্ম দিতে লাগলেন। যারা মন পরিবর্তন করে তঁার কাছে এসেছিল, তাদের তিনি বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন। তঁার পরিচর্যা কাজ এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল যে, তিনি বাপ্তিস্মদাতা নামে পরিচিতি লাভ করেন।

মরুভূমি। মরু সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত শুষ্ক অঞ্চল; এখানকার অধিবাসীরাই ডেড সী ফ্রল লিখেছিল ও সংরক্ষণ করেছিল যা পরবর্তীতে আমরা পেয়েছি।

মন পরিবর্তন। এর গ্রীক প্রতিশব্দটি (মেতানইয়া) মূলত মনের পরিবর্তন বোঝায়, কিন্তু এখানে কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয়গত প্রভাব থেকে ফিরে আসা বোঝায়, যার ফলে তার আচরণের মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়। এতে পাপ থেকে মন পরিবর্তনের উপর বাপ্তিস্মদাতা যোহনের গুরুত্ব দেয়ার প্রচারকে

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

যিরূশালেম-নিবাসী সকলে বের হয়ে যোহনের কাছে যেতে লাগল। আর তারা নিজ নিজ পাপ স্বীকার করে যর্দন নদীতে তাঁর দ্বারা বাপ্তিস্ম নিতে লাগল।<sup>৬</sup> যোহন উটের লোমের কাপড় পরতেন এবং তাঁর কোমরে চামড়ার কোমরবন্ধনী ছিল। তিনি পঙ্গপাল ও বনমধু ভোজন করতেন।<sup>৭</sup> তিনি প্রচার করে বলতেন, যিনি আমার চেয়ে শক্তিমান তিনি আমার পরে আসছেন; আমি হেঁট হয়ে তাঁর জুতার ফিতা খুলবার যোগ্য নই।<sup>৮</sup> আমি তোমাদেরকে জলে বাপ্তিস্ম দিলাম কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেবেন।

### যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম

<sup>৯</sup> সেই সময়ে যীশু গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রাম থেকে এসে যোহনের দ্বারা যর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন।<sup>১০</sup> আর তৎক্ষণাৎ জলের মধ্য থেকে উঠবার সময়ে তিনি

[১:৬] ২রাজা ১:৮; [১:৬] লেবী ১১:২২; [১:৭] প্রেরি ১৩:২৫; [১:৮] যিশা ৪৪:৩; যোয়েল ২:২৮; যোহন ১:৩৩; প্রেরি ১:৫; ২:৪; ১১:১৬; ১৯:৪-৬; [১:৯] দে: মথি ২:২৩; [১:৯] দে: মথি ৩:১; [১:১০] যোহন ১:৩২;

স্মরণ করিয়ে দেয় (হোশেয় ৩:৪-৫)। ঈশ্বর সব সময় ক্ষমা করে থাকেন, যখন আমরা মন পরিবর্তন করি থাকি।

**বাপ্তিস্ম।** বাপ্তিস্মদাতা যোহন মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করছিলেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের শ্রোতাদের জন্য বাপ্তিস্ম নতুন কিছু ছিল না। যারা অযিহূদী থেকে যিহূদী ধর্মে বিশ্বাস করতো তাদের ব্যাপারে যিহূদীরা বাপ্তিস্মের ব্যবহার সম্পর্কে জানত, কিন্তু তারা শোনে নি যে, অব্রাহামের বংশধরদের (যিহূদীদের) মন পরিবর্তন করতে হবে ও বাপ্তিস্ম নিতে হবে।

**১:৫ সমস্ত ... সকলে।** অবশ্যই অতিশয়োক্তি; এর মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচার মানুষের মধ্য উচ্চ আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল; কারণ বহু শতাব্দী ধরে, ইস্রায়েলে কোন ভাববাদী ছিল না।

**যর্দন নদী।** ইস্রায়েল দেশের প্রধান নদী, যা হার্মোন পর্বতের তুষার গলা শ্রোত থেকে শুরু হয়ে মরু সাগরে গিয়ে শেষ হয়েছে। যিরূশালেম থেকে এর দূরত্ব প্রায় ২০ মাইল।

**১:৬ উটের লোমের কাপড় ... চামড়ার কোমরবন্ধনী।** এলিয় ও অন্যান্য ভাববাদীরাও এরকম পোশাক পরতেন (২ রাজা ১:৮; সখ ১৩:৪)। চামড়ার কোমরবন্ধনী ছিল চওড়া একটা বাঁধনি যেটি কেবল কোমরের কাপড়কে শক্ত করেই রাখত না কিন্তু তার ভাঁজের মধ্যে

টাকা অথবা অন্য কোন জিনিসও রাখতে সাহায্য করতো।

**পঙ্গপাল ও বনমধু।** মথি ৩:৪ পদের নোট দেখুন। পঙ্গপাল দরিদ্রদের খাবার হলেও বর্তমানে বেদুইনরা তা পুড়িয়ে বা নোনতা করে খায়।

**১:৮ পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম।** মথি ৩:১১ পদের নোট দেখুন (যিশা ৪৪:৩; যিহি ৩৬:২৬; যোয়েল ২:২৮)।

**১:৯ সেই সময়ে।** যীশু খ্রীষ্ট তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজ সম্ভবত ২৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে শুরু করেছিলেন, যখন তিনি প্রায় ৩০ বছর বয়স্ক ছিলেন (লুক ৩:২৩)। যীশু খ্রীষ্ট পাপের জন্য অনুতাপ করেন নি এবং যদিও তিনি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিলেন। তাঁর জন্য বাপ্তিস্ম ছিল সমস্ত ধার্মিকতার পূর্ণতা সাধন করা।

**গালীল।** মহান হেরোদের ছেলে হেরোদ আন্তিপাস দ্বারা শাসিত ইস্রায়েল দেশের উত্তর দিকের প্রদেশ।

**নাসরত।** গালীল সাগরের দক্ষিণ তীর থেকে ২৬ কি:মি: (প্রায় ১৫ মাইল) দূরের একটি শহর।

**১:১০ তৎক্ষণাৎ।** মার্কের প্রিয় একটি বিশেষণ। তিনি মোট ৪৭ বার তাঁর সুখবরে এই বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন (পদ ১২)।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

দেখলেন, আকাশ দু'ভাগ হয়ে গেল এবং পবিত্র আত্মা কবুতরের মত তাঁর উপরে নেমে আসছেন।<sup>১১</sup> আর স্বর্গ থেকে এই বাণী হল, 'তুমিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত'।

### যীশু খ্রীষ্টকে পাপে ফেলবার চেষ্টা

<sup>১২</sup> আর তৎক্ষণাৎ পবিত্র আত্মা যীশুকে মরুভূমিতে পাঠিয়ে দিলেন।<sup>১৩</sup> সেই মরুভূমিতে তিনি চল্লিশ দিন ধরে শয়তানের দ্বারা পরীক্ষিত হলেন; আর তিনি বন্য পশুদের সঙ্গে রইলেন এবং স্বর্গের দূতেরা তাঁর পরিচর্যা করতেন।

<sup>১৪</sup> আর যোহনকে কারাগারে নেওয়ার পর যীশু গালীলে এসে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করে বলতে লাগলেন, 'কাল সম্পূর্ণ হল, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হল; <sup>১৫</sup> তোমরা মন ফিরাও ও সুসংবাদে বিশ্বাস কর।'

---

[১:১১] দে: মথি ৩:১৭; [১:১১] দে: মথি ৩:১৭; [১:১৩] যাত্রা ২৪:১৮; ১রাজা ১৯:৮; [১:১৩] দে: মথি ৪:১০; ইব্রী ৪:১৫; [১:১৪] দে: মথি ৩:১; [১:১৪] মথি ৪:১২; [১:১৪] মথি ৪:২৩; [১:১৫] রোমী ৫:৬; গালা ৪:৪; ইফি ১:১০; [১:১৫] দে: যোহন ৩:১৫; [১:১৫] প্রেরি ২০:২১;

---

পবিত্র আত্মা ... নেমে আসছেন। পরিচর্যা কাজের জন্য যীশু খ্রীষ্টের অভিষেক, যে অভিষেকের দাবী তিনি নাসরতের একটি সমাজ-ঘরে করেছিলেন (লুক ৪:১৮)।

কবুতরের মত। পবিত্র আত্মার মৃদুতা, শুদ্ধতা ও দোষহীনতাকে প্রতীকী হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে (মথি ১০:১৬)।

**১:১১ বাণী।** ঈশ্বর অনেক সময় স্বর্গ থেকে সরাসরি কথা বলেন (৯:৭; যোহন ১২:২৮-২৯)।

**তুমিই আমার প্রিয় পুত্র।** ১ম পদে মার্ক যীশুকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে ঘোষণা করেন, এখানে পিতা ঈশ্বর নিজেই যীশুকে তাঁর পুত্র বলে ঘোষণা করছেন।

**১:১৩ পরীক্ষিত হলেন।** মথি ৪:১-১১ পদের নোট দেখুন।

**শয়তান।** আদি ৩:১; সখ ৩:১; প্রকা ২:৯-১০; ১২:৯-১০ পদের নোট দেখুন।

**বন্য পশু।** যীশু খ্রীষ্টের সময়ে ইস্রায়েল দেশে বর্তমান সময়ের চেয়ে আরও অনেক বেশি বন্য পশু ছিল এবং এর মধ্যে সিংহও ছিল। কেবল মার্ক বন্য পশুর উপস্থিতির কথা বলেছেন; তিনি জোর দিয়েছেন যে, ঈশ্বর প্রান্তরে যীশুকে

নিরাপদ রেখেছিলেন।

স্বর্গের স্বর্গদূতেরা তাঁর পরিচর্যা করতেন। যেরূপ তারা প্রান্তরে ইস্রায়েলের পরিচর্যা করেছিলেন (যাত্রা ২৩:২০,২৩; ৩২:৩৪)।

**১:১৪ বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে কারাগারে নেওয়ার পর।** যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম ও গালীলে তাঁর পরিচর্যা কাজের মধ্যে সময়ের ব্যবধান রয়েছে (তখন তিনি কি করছেন, তার জন্য দেখুন যোহন ১:১৯-৪:৪২)। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বন্দী হওয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করেছে (৯:৩১; ১৪:১৮; রোমীয় ৮:৩২)। মথি ৪:১২ ও লুক ৩:২০ পদের নোট দেখুন।

**ঈশ্বরের সুসমাচার।** ঈশ্বর থেকে আগত এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত সুসংবাদ।

**ঈশ্বরের রাজ্য।** মথি ৩:২ পদের নোট দেখুন।

**সন্নিকট।** যীশু খ্রীষ্টের (রাজার) আগমন ঈশ্বরের রাজ্যকে লোকদের কাছে নিয়ে এসেছে। মানুষের দিক থেকে সুসমাচার সম্বন্ধে মন ফিরানো ও বিশ্বাস আনা শব্দ দু'টি প্রধান শব্দ। ঈশ্বরের রাজ্য বলতে মানুষের হৃদয়ে ও সমাজে ঈশ্বরের শাসন বোঝায়; স্পষ্টত এটি যীশু খ্রীষ্টের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব ও উপস্থিতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

### প্রথম শিষ্যদেরকে আহ্বান করা

<sup>১৬</sup> পরে গালীল-সমুদ্রের তীর দিয়ে যেতে যেতে তিনি দেখলেন, শিমোন ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয় সাগরে জাল ফেলছেন, কেননা তাঁরা জেলে ছিলেন। <sup>১৭</sup> যীশু তাঁদেরকে বললেন, আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে মানুষ ধরা জেলে করবো। <sup>১৮</sup> আর তৎক্ষণাৎ তাঁরা জাল পরিত্যাগ করে তাঁর পিছনে চললেন। <sup>১৯</sup> পরে তিনি কিম্বিৎ আগে গিয়ে সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে দেখলেন; তাঁরাও নৌকাতে জাল সারছিলেন। <sup>২০</sup> তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে ডাকলেন, তাতে তাঁরা তাঁদের পিতা সিবদিয়কে কর্মচারীদের সঙ্গে নৌকায় রেখে তাঁর পিছনে চললেন।

### যীশু খ্রীষ্ট অশুচি আত্মা ছাড়ান

<sup>২১</sup> পরে তাঁরা কফরনাহূমে প্রবেশ করলেন আর তৎক্ষণাৎ তিনি বিশ্রামবারে সমাজ-গৃহে গিয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন। <sup>২২</sup> তাতে লোকে তাঁর উপদেশে চমৎকৃত হল, কারণ তিনি

[১:১৮] দে: মথি ৪:১৯; [১:২১] পদ: ৩৯; দে: মথি ৪:২৩; দে: মার্ক ১০:১; [১:২২] দে: মথি ৭:২৮, ২৯;

**১:১৬ গালীল-সমুদ্র।** ইস্রায়েল দেশের একটি হ্রদ, যা সমুদ্রপৃষ্ঠের ৭০০ ফুট গভীর, ১৪ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল প্রশস্ত; এই হ্রদের সমস্ত জল যর্দন নদী থেকে এসেছে। একে গিনেসের হ্রদ (লুক ৫:১) এবং তিবিরিয়া সাগরও বলা হয়ে থাকে (যোহন ৬:১; ২১:১)। পুরাতন নিয়মের সময়ে এটি কিল্নের সাগর নামে পরিচিত ছিল (গণনা ৩৪:১১)।

**শিমোন।** সম্ভবত পুরাতন নিয়মের শিমিয়োন নামের সঙ্কোচন (প্রেরিত ১৫:১৪ পদের নোট দেখুন)। খ্রীষ্ট শিমোনের নাম দিয়েছিলেন পিতর (৩:১৬; মথি ১৬:১৮; যোহন ১:৪২)।

**জাল।** মথি ৪:১৮ পদের নোট দেখুন।

**১:১৭ আমাকে অনুসরণ কর।** শিষ্যত্বের আহ্বান সুনির্দিষ্ট এবং পূর্ণ সমর্পণ দাবী করে। এটি শিমোন ও আন্দ্রিয়ের সাথে যীশু খ্রীষ্টের প্রথম সাক্ষাত নয় (যোহন ১:৩৫-৪২ দেখুন)।

**মানুষ ধরা জেলে।** প্রচারকারী (লুক ৫:১০)।

**১:২১ কফরনাহূম।** মথি ৪:১৩ পদের নোট দেখুন।

**সমাজ ঘর।** এই শব্দের অর্থ “একত্রে আনা” বা “এসেম্বলি”। সেই সময়কার যিহুদীদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। নির্বাসন কালে এর গোড়াপত্তন হয়েছিল; এটি এমন

স্থানের ব্যবস্থা করতো যেখানে যিহুদীরা পুস্তক অধ্যয়ন করতে পারত এবং ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারত। প্রধানত এখানে শিক্ষামূলক উপাসনার জন্য এটি ব্যবহার করা হত ও স্থানীয় বিচারালয় হিসেবেও ব্যবহৃত হত (লুক ১২:১১; ২১:১২), যেখানে শাস্তি ঘোষণা করা হত (মথি ১০:১৭)। সমাজ ঘরের সভাপতি ঠিক করে দিতেন কোন সত্ত্বাহের বিশ্রামবারে কে পুস্তক পাঠ করবে ও ব্যাখ্যা করবে। যীশু খ্রীষ্ট এ সময় অনেকবার সুযোগ পেয়েছিলেন পুস্তকের বাণী ব্যাখ্যা করার, পরে পৌলকেও সেরূপ আমন্ত্রণ পেতে দেখা যায়। সমাজ ঘর যে কোন শহরে প্রতিষ্ঠা করা যেত, যেখানে কমপক্ষে দশজন যিহুদী বিবাহিত লোক থাকত।

**উপদেশ দিতে লাগলেন।** পৌলের মত যীশু খ্রীষ্টও (প্রেরিত ১৩:১৫; ১৪:১; ১৭:২; ১৮:৪) এ প্রথাটির সুযোগ নিলেন এবং সমাজ ঘরের নেতাদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে উপাসনার সময় শিক্ষাদান করলেন।

**১:২২ চমৎকৃত হল।** মার্ক বার বার চমৎকৃত হওয়ার বিষয়ে লিখেছেন, যা যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা ও কাজ সৃষ্টি করেছিল (২:১২; ৫:২০,৪২; ৬:২,৫১; ৭:৩৭; ১০:২৬; ১১:১৮; ১৫:৫)। আইন-কানুনের শিক্ষকরা যেভাবে শিক্ষা দিতেন

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির মত তাদেরকে উপদেশ দিতেন, ধর্ম-শিক্ষকদের মত নয়। <sup>২৩</sup> তখন তাদের সমাজ-গৃহে এক ব্যক্তি ছিল, যাকে অশুচি আত্মায় পেয়েছিল; <sup>২৪</sup> সে চেষ্টা করে বললো, হে নাসরতীয় যীশু, আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি আমাদেরকে বিনাশ করতে আসলেন? <sup>২৫</sup> আমি জানি, আপনি কে; ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি। তখন যীশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, চুপ কর, ওর মধ্য থেকে বের হও। <sup>২৬</sup> তাতে সেই অশুচি আত্মা তাকে মুচড়ে ধরে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে তার মধ্য থেকে বের হয়ে গেল। <sup>২৭</sup> এতে সকলে চমৎকৃত হল, এমন কি তারা পরস্পর বিতর্ক করে বললো, এটা কি? এটা কেমন নতুন উপদেশ! উনি ক্ষমতা সহকারে মন্দ-আত্মাদেরকেও আদেশ করেন আর তারা তাঁর আদেশ মানে। <sup>২৮</sup> তখন তাঁর কথা তৎক্ষণাৎ সমুদয় গালিল প্রদেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

## শিমোনে বাড়িতে অনেকে সুস্থ হল

<sup>২৯</sup> পরে সমাজ-গৃহ থেকে বের হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁরা যাকোব ও যোহনের সঙ্গে শিমোন

[১:২৪] দে: মথি ৮:২৯; [১:২৪] মথি ২:২৩; লুক ২৪:১৯; যোহন ১:৪৫, ৪৬; থেরি ৪:১০; ২৪:৫; [১:২৪] গীত ১৬:১০; যিশা ৪১:১৪, ১৬, ২০; লুক ১:৩৫; যোহন ৬:৬৯; থেরি ৩:১৪; ১যোহন ২:২০; [১:২৫] পদ: ৩৪; [১:২৬] মার্ক ৯:২০; [১:২৭] মার্ক ১০:২৪, ৩২; [১:২৮] দে: মথি ৯:২৬; [১:২৯] পদ: ২১, ২৩;

তিনি সেরূপ শিক্ষা দিতেন না। তাঁর শিক্ষায় যে কর্তৃত্ব ফুটে উঠতো তা সরাসরি ঈশ্বর থেকে এসেছে।

**ধর্ম-শিক্ষক।** মথি ২:৪ পদের নোট দেখুন।

**১:২৩** যাকে অশুচি আত্মায় পেয়েছিল। মন্দ আত্মারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে যারা সৃষ্ট তাদের ধ্বংস করতে উদ্যত ছিল; কিন্তু মন্দ আত্মারা স্বীকার করেছিল যে, যীশু খ্রীষ্ট শক্তিমান প্রতিপক্ষ, শয়তানের বাহিনীকে যিনি ধ্বংস করতে সমর্থ। মন্দ আত্মারা বাস্তবিক ছিল এবং তারা প্রেরিতদেরও আগে থেকে যীশু খ্রীষ্টের খ্রীষ্টত্ব সম্পর্কে জানত, কিন্তু সে সত্য ঘোষণা করার অনুমতি তাদের দেওয়া হয় নি (৩৪ পদ এবং যাকোব ২:১৯)।

**১:২৪** সে চেষ্টা করে বললো। আসলে সেই লোকটি নয়, বরং মন্দ আত্মাটি চেষ্টা করে উঠেছিল।

**নাসরতীয় যীশু।** প্রায়ই লোকদের পরিচয় থাকত তাদের জন্মস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত; উদাহরণ স্বরূপ অরিমাতথিয়ার যোষেফ (মার্ক ১৫-৪৩); তার্ষ নগরের শৌল (প্রেরিত ৯:১১)।

**আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?** শত্রুতা বুঝায় এমন ধরনের চলিত কথা; একই ধরনের

চলিত কথার জন্য দেখুন বিচার ১১:১২; ২ শমূ ১৬:১০; ১ রাজা ১৭:১৮। “আমাদের” কথাটা দ্বারা হয়ত সমস্ত মন্দ আত্মাকেই বুঝানো হয়েছে, অথবা অনেকগুলো মন্দ আত্মা, যেগুলো ঐ লোকটিকে আক্রমণ করেছিল সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে।

**১:২৫ ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি।** লুক ৪:৩৪ এবং যোহন ৬:৬৯ পদে উপাধিটি ব্যবহৃত হয়েছে; এর মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্টের খ্রীষ্টত্বের চেয়ে বরং তাঁর স্বর্গীয় সত্তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে (লুক ১:৩৫)।

**চুপ কর।** আক্ষরিকভাবে, “জালতি বাঁধ” বা “নীরব হও”। যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতা মন্দ আত্মাগুলোর লোকটির তীব্র চিৎকারকে নীরব করে দিয়েছিল। মন্দ আত্মা ছাড়ানোর জন্য যীশু কখনও মন্দ আত্মাগুলিকে স্পর্শ করেন নি, তাঁর মুখের কথাই যথেষ্ট ছিল।

**১:২৭ ক্ষমতা সহকারে।** যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতা, যেভাবে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন (২২ পদ) এবং যা তিনি এখানে করেছেন তা লোকদের মনে রেখাপাত করেছিল।

**১:২৯ শিমোন ও আন্দিয়ের বাড়ি।** যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর প্রেরিতরা সম্ভবত সেখানে ভোজের জন্য

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

ও আন্দ্রিয়ের বাড়িতে প্রবেশ করলেন। <sup>৩০</sup> তখন শিমোনের শাশুড়ির জ্বর হয়েছিল বলে তিনি শুয়ে ছিলেন; আর তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁর কথা যীশুকে বললেন, <sup>৩১</sup> তাতে তিনি কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরে তাঁকে উঠালেন। তখন তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল আর তিনি তাঁদের পরিচর্যা করতে লাগলেন।

<sup>৩২</sup> পরে সন্ধ্যাবেলা, সূর্য অস্ত গলে লোকেরা সমস্ত অসুস্থ লোককে এবং মন্দ-আত্মায় পাওয়া লোকদেরকে তাঁর কাছে আনলো। <sup>৩৩</sup> আর নগরের সকল লোক সেই বাড়ির দ্বারে একত্র হল। <sup>৩৪</sup> তাতে তিনি নানা রকম রোগে অসুস্থ অনেক লোককে সুস্থ করলেন এবং অনেক মন্দ-আত্মা ছাড়ালেন, আর তিনি মন্দ-আত্মাদেরকে কথা বলতে দিলেন না, কারণ তারা তাঁকে চিনতো।

### গালীল প্রদেশে প্রচার যাত্রা

<sup>৩৫</sup> পরে খুব ভোরে, রাত পোহাবার অনেকক্ষণ আগে তিনি উঠে বাইরে গেলেন এবং নির্জন স্থানে গিয়ে সেখানে প্রার্থনা করলেন। <sup>৩৬</sup> আর শিমোন ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁর খোঁজ করতে লাগলেন, <sup>৩৭</sup> এবং তাঁকে পেয়ে বললেন, সমস্ত লোক আপনার খোঁজ করছে। <sup>৩৮</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, চল, আমরা অন্যান্য নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে যাই, আমি সেসব স্থানেও প্রচার করবো, কেননা সেজন্যই বের হয়েছি। <sup>৩৯</sup> পরে তিনি সমস্ত গালীল দেশে লোকদের সমাজ-গৃহে গিয়ে প্রচার করতে ও মন্দ-আত্মা ছাড়তে লাগলেন।

### এক জন কুষ্ঠ রোগী সুস্থ হল

<sup>৪০</sup> একদিন এক জন কুষ্ঠ রোগী এসে তাঁর সম্মুখে বিনতি করে ও জানু পেতে বললো,

[১:৩১] দে: লুক ৭:১৪; [১:৩২] দে: মথি ৪:২৪; [১:৩৪] দে: মথি ৪:২৩; [১:৩৪] মার্ক ৩:১২; প্রেরি ১৬:১৭, ১৮; [১:৩৫] দে: লুক ৩:২১; [১:৩৮] যিশা ৬১:১; [১:৩৯] দে: মথি ৪:২৩; [১:৩৯] দে: মথি ৪:২৪; [১:৪০] মার্ক ১০:১৭;

গিয়েছিলেন, যেহেতু প্রধান বিশ্রামবারের ভোজ সমাজ-ঘরে উপাসনার পরপরই দেয়া হত। তাঁদের বাসগৃহ তখন থেকে যীশু খ্রীষ্টের গালীলীয় পরিচর্যা কাজের কেন্দ্র হিসেবে পরিণত হয় (২:১; ৩:১৯; ৯:৩৩; ১০:১০)।

**১:৩০ শিমোনের শাশুড়ি।** ১ করি ৯:৫ পদ পিতরের বিয়ের কথা বলে। হয়তোবা পরে তাঁর স্ত্রীও পরিচর্যা কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

**১:৩২ লোকেরা ... তাঁর কাছে আনলো।** বিশ্রামবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা রোগীদেরকে বহন করে নিয়ে আসবার জন্য অপেক্ষা করেছিল (যির ১৭:২১-২২)।

**১:৩৪ তারা তাঁকে চিনতো।** মার্ক বলেছেন। “কারণ তাঁরা জানতো যে, তিনিই খ্রীষ্ট” (লুক ৪:৪১)। যীশু খ্রীষ্ট সম্ভবত নিজেকে পরিষ্কারভাবে ঘোষণার পূর্বে প্রথমে কথা ও

কাজ দ্বারা দেখাতে চেয়েছিলেন যে, কী ধরনের খ্রীষ্ট তিনি ছিলেন এবং তিনি মন্দ আত্মাদের এ কথা প্রকাশ করতে দেন নি।

**১:৩৬ সঙ্গীরা।** আন্দ্রিয়, যাকোব, যোহন এবং সম্ভবত ফিলিপ ও নথনেল (যোহন ১:৪৩-৪৫)।

**১:৩৮ সেজন্যই বের হয়েছি।** যীশু খ্রীষ্টের চলে যাওয়ার মূল কারণ তাঁর পিতার সাথে মিলিত হওয়া এবং অন্যত্র প্রচার করা। এই উক্তিটি শহর থেকে চলে যাওয়া নয়, কিন্তু পিতার কাছ থেকে পাওয়া তাঁর দায়িত্ব পালনকে বোঝায়।

**১:৩৯ সমস্ত গালীল দেশ।** সম্ভবত গালীলে তিনটি ভ্রমণের প্রথমটি (দ্বিতীয় গমন— লুক ৮:১; তৃতীয় গমন— মার্ক ৬:৬; মথি ১১:১)।

**১:৪০ কুষ্ঠ রোগী।** এই রোগটির জন্য যে গ্রীক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেই শব্দের দ্বারা যে কোন চর্মরোগকে বোঝানো হয়, শুধু কুষ্ঠ নয়

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আপনি আমাকে শুচি করতে পারেন।<sup>৪১</sup> তিনি করুণাবিষ্ট হয়ে হাত বাড়িয়ে তাঁকে স্পর্শ করলেন, বললেন, আমার ইচ্ছা, তুমি শুচি হও।<sup>৪২</sup> তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠরোগ তাকে ছেড়ে গেল, সে শুচি হল।<sup>৪৩</sup> তখন তিনি তাকে দৃঢ় ভাবে আদেশ দিয়ে বিদায় করলেন, বললেন,<sup>৪৪</sup> দেখো, কাউকেও কিছু বলো না; কিন্তু পুরোহিতের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও এবং লোকদের কাছে সাক্ষ্য দেবার ও তোমার শুচিতার জন্য মোশির নিরূপিত উপহার উৎসর্গ কর।<sup>৪৫</sup> কিন্তু সে বাইরে গিয়ে সেই কথা এমন বেশি প্রচার করতে ও চারদিকে বলতে লাগল যে, যীশু আর প্রকাশ্যরূপে কোন নগরে প্রবেশ করতে পারলেন না, কিন্তু বাইরে নির্জন স্থানে থাকলেন; আর লোকেরা সকল দিক থেকে তাঁর কাছে আসতে লাগল।

[১:৪৪] দে: মথি ৮:৪; [১:৪৪] লেবী ১৩:৪৯; [১:৪৪] লেবী ১৪:১-৩২; [১:৪৫] লূক ৫:১৫, ১৬; [১:৪৫] মার্ক ২:১৩; লূক ৫:১৭; যোহন ৬:২।

(লেবীয় ১৩-১৪ অধ্যায়)।

**১:৪১ তাকে স্পর্শ করলেন।** এটি এমন একটি কাজ, যা মোশির আইন-কানুন অনুসারে একজন সুস্থ মানুষকে অপবিত্রতা করে ফেলতো (লেবীয় ১৩:৪৫-৪৬; ৫:২)। লোকটির জন্য যীশু খ্রীষ্টের মমতা সকল আনুষ্ঠানিকতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

**১:৪৪ কাউকেও কিছু বলো না।** মথি ৮:৪; ১৬:২০ পদের নোট দেখুন।

**পুরোহিতের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও।** লূক ৫:১৪ পদের নোট দেখুন।

**লোকদের কাছে সাক্ষ্য দেবার।** সাক্ষ্যটি পুরোহিত ও লোকদের কাছে একটি প্রমাণ ছিল যে, এই সুস্থতা দানের কাজটি বাস্তব ছিল এবং

যীশু খ্রীষ্ট আইন-কানুনকে সম্মান করেন। আরোগ্য করার কাজটি যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গীয় ক্ষমতারও সাক্ষ্য, যেহেতু যিহূদীরা বিশ্বাস করতো যে, কেবল ঈশ্বর কুষ্ঠ রোগ ভাল করতে পারেন (২ রাজা ৫:১-১৪)।

**১:৪৫ প্রকাশ্যরূপে ... পারলেন না।** লোকদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ফল (১:২৮; ৩:৭-৮; লূক ৭:১৭) এবং যিহূদী নেতাদের থেকে পাওয়া অবিরত বাধার ফল (২:৬-৭, ২৩-২৪; ৩:২, ৬, ২২)। পরিশেষে তাঁর জন্য নিজেকে গালীল থেকে সরিয়ে নিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যাওয়া আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল।

## মার্ক ১ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচারের মধ্য দিয়ে, মার্ক তাঁর সুখবর শুরু করার প্রয়াস পান (মার্ক ১:১-৮)। আর যোহনের এই প্রচারের ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর কাছে প্রভু যীশু বাপ্তিস্ম নেন এবং শয়তানের দ্বারা পরীক্ষিত হন (মার্ক ১:৯-১১)। গালীলে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করার মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু তাঁর কাজ শুরু করেন (মার্ক ১:১২-১৫)। তিন জন জেলেকে তাঁর শিষ্য হিসেবে নির্বাচিত করেন (মার্ক ১:৬-২০), তিনি কফনাহূমের সমাজ-ঘরে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং মন্দ আত্মাকে ছাড়িয়েছিলেন (মার্ক ১:২১-২৮)। শিমোন (পিতর) এবং আন্দ্রিয়ের বাড়িতে, প্রভু যীশু পিতরের শাশুড়ীকে সুস্থ করেছিলেন এবং সেখানে সূর্যাস্তের পর অসংখ্য রোগীকে সুস্থ করেছিলেন (মার্ক ১:২৯-৩৪)। পরের দিন সকালে, প্রার্থনায়



### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

সময় কাটানোর পরে, প্রভু যীশু গালীলের বিভিন্ন সমাজ-ঘরে প্রচার করার মাধ্যমে তাঁর ভ্রাম্যমাণ পরিচর্যার কাজ শুরু করেছিলেন, মন্দ আত্মাদেরকে ছাড়িয়েছিলেন এবং এক জন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করেছিলেন (মার্ক ১:৩৫-৪৫)। এই অধ্যায়ে যে বাক্যাংশটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে তা হল, “সময় হয়েছে, ঈশ্বরের কাছে এসে গেছে।”

### মার্ক ১ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. মার্ক কিভাবে যীশুর পরিচয় দিয়েছেন? (১ পদ)
২. পথ প্রস্তুত করবার জন্য খ্রীষ্টের পূর্বে কোন অগ্রদূতকে পাঠানো হয়েছিল? (৪ পদ)
৩. খ্রীষ্ট কিভাবে বাপ্তিস্ম দিবেন? (৮ পদ)
৪. যীশু যখন বাপ্তিস্ম নিলেন তখন কোন বাণীটি শোনা গেল? (১১ পদ)
৫. যীশুর বাপ্তিস্ম গ্রহণের পরপরই কি ঘটল? (১২ পদ)
৬. গালীল প্রদেশে যীশুর প্রচারের বিষয় কি ছিল? (১৪, ১৫ পদ)
৭. যীশু কিভাবে সময় কাটাতেন? (প্রেরিত ১০:৩৮ পদ)
৮. তিনি যেসব ভাল কাজ করেছেন তা কি ছিল? (মথি ৪:২৩ পদ)
৯. যীশুর শিক্ষা এবং ধর্ম শিক্ষকদের শিক্ষার মধ্যে কি তফাৎ ছিল? (২১, ২২ পদ)
১০. মন্দ আত্মায় পাওয়া লোকটি যীশুকে কি বলেছিল? (২৩, ২৪ পদ)
১১. তারপর কি ঘটেছিল? (২৫, ২৬ পদ)
১২. লোকদের উপর এই আশ্চর্য কাজের প্রভাব কেমন ছিল? (২৭, ২৮ পদ)
১৩. শিমোনের স্বাভূতীর জন্য যীশু কি করেছিলেন? (২৯-৩১ পদ)
১৪. সূর্য ডুবে গেলে পর কি ঘটলো? (৩২-৩৪ পদ)
১৫. ভোরে যীশু কি করেছিলেন? (৩৫ পদ)
১৬. শিমোন ও তাঁর সংগীরা কি করছিলেন? (৩৬, ৩৭ পদ)
১৭. যারা তাঁর সন্ধান করেছিল তাদের প্রতি যীশুর কি জবাব দিয়েছিলেন? (৩৮ পদ)
১৮. কুষ্ঠরোগীটিকে যীশু কি করতে বলেছিলেন? তিনি কি তা করেছিলেন? (৪৩-৪৫ পদ)

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

### পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী সুস্থ হল

২<sup>১</sup> কয়েক দিন পরে তিনি আবার কফরনাহুমে চলে আসলে শোনা গেল যে, তিনি বাড়িতে আছেন।<sup>২</sup> আর এত লোক তাঁর কাছে একত্রিত হল যে, দরজার কাছেও আর স্থান রইলো না। আর তিনি তাদের কাছে বাক্য প্রচার করতে লাগলেন।

<sup>৩</sup> তখন লোকেরা চার জন লোক দিয়ে এক জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে বহন করিয়ে তাঁর কাছে নিয়ে আসল।<sup>৪</sup> কিন্তু ভিড়ের কারণে তাঁর কাছে আসতে না পারাতে তিনি যেখানে ছিলেন সেই স্থানের ছাদ খুলে ফেললো আর ছিদ্র করে যে খাটে পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটি শুয়েছিল সেটি নামিয়ে দিল।<sup>৫</sup> তাদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন, বৎস, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।<sup>৬</sup> কিন্তু সেখানে কয়েক জন ধর্ম-শিক্ষক বসেছিল; তারা মনে মনে এরকম তর্ক করতে লাগল, <sup>৭</sup> এই ব্যক্তি এমন কথা কেন বলছে? এ যে নিন্দা করছে; একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? <sup>৮</sup> তারা মনে মনে এরকম তর্ক করছে, যীশু তৎক্ষণাৎ আপন আত্মায় তা বুঝতে পেরে তাদেরকে বললেন,

[২:২] পদ: ১৩; মার্ক ১:৪৫; [২:৩] দে: মথি ৪:২৪; [২:৫] লূক ৭:৪৮; [২:৭] যিশা ৪৩:২৫;

২:২ দরজার কাছেও। কফরনাহুমে থাকা অবস্থায় যীশু খ্রীষ্ট সম্ভবত পিতরের গৃহকে তাঁর প্রধান বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন (১:২১,২৯)।

এত লোক তাঁর কাছে একত্রিত হল। একই ধরনের বাধভাঙ্গা আগ্রহ নিয়ে যীশু খ্রীষ্টকে এর আগেও শুভেচ্ছা জানানো হয়েছিল (১:৩২-৩৩, ৩৭)। সেই আগ্রহ যে এতটুকু স্লান হয় নি তা এখানে তাঁর ফিরে আসার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

২:৩ পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক। লোকটির কষ্টের প্রকৃতির কথা বলে। এতে বোঝা যায় যে, সে হাঁটতে পারতো না। যীশু খ্রীষ্টের কাছে পৌঁছাতে চারজন লোকের এই দৃঢ় সংকল্প আমাদেরকে বলে যে, তার জন্য সাহায্যের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

২:৪ সেই স্থানের ছাদ খুলে ফেললো। ইস্রায়েল দেশের ঘরগুলো এমনভাবে তৈরি হত যে, এগুলোর সমতল ছাদ ছিল, যাতে বাইরের সিঁড়ি দিয়ে যাওয়া যায়। এই সমস্ত ঘরের ছাদ প্রায়শ শক্ত মাটির আন্তরণ দিয়ে তৈরি হত, যা পাথর দিয়ে মোড়ানো হত এবং কাঠের বীম দিয়ে ও ডালপালার মাদুর দ্বারা ঠেকিয়ে রাখা হত।

২:৫ তাদের বিশ্বাস দেখে। যীশু খ্রীষ্ট বুঝেছিলেন যে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটি ও তার বন্ধুদের সাহসী পদক্ষেপ ছিল তাদের বিশ্বাসের প্রমাণ।

বৎস, তোমার পাপ সকল ক্ষমা করা হল। যীশু খ্রীষ্ট প্রথমে লোকটির প্রথম প্রয়োজন অর্থাৎ পাপের ক্ষমা দান করেছিলেন। তিনি এ শিক্ষা দেন না যে, প্রত্যেক শারীরিক যন্ত্রণা পাপের ফল (যোহন ৯:২; লূক ১৩:১-৫), কিন্তু মহান চিকিৎসক হিসেবে তিনি এ ক্ষেত্রে নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয় করেছিলেন। লোকটির শারীরিক অবস্থার জন্য আত্মিক অবনতি দায়ী ছিল। “পাপ সকল ক্ষমা করা হল” বলা কর্তৃত্বমূলক ঘোষণার কাজ; এখানে যীশু তাঁর স্বর্গীয় ক্ষমতা ব্যবহার করছেন।

২:৭ এ যে নিন্দা করছে। এর অর্থ, “সেই একজন, অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?” যিহূদী ধর্মতত্ত্ব অনুসারে এমনকি খ্রীষ্টও পাপ ক্ষমা করতে পারেন না। যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক পাপ ক্ষমা করা ছিল তাঁর ঈশ্বরত্বের দাবী, যা তারা ঈশ্বরনিন্দা বলে বিবেচনা করেছিল (১৪:৬৪ পদের নোট দেখুন)।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

তোমরা মনে মনে এমন তর্ক কেন করছো? <sup>৯</sup> পক্ষাঘাতগ্রস্তকে কোনটা বলা সহজ— ‘তোমার পাপ ক্ষমা হলো’, না ‘উঠ, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে চলে যাও’? <sup>১০</sup> কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, তা যেন তোমরা জানতে পার, এজন্য— তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে বললেন— <sup>১১</sup> তোমাকে বলছি, উঠ, তোমার খাট তুলে নিয়ে তোমার বাড়িতে যাও। <sup>১২</sup> তাতে সে উঠলো ও তৎক্ষণাৎ খাট তুলে নিয়ে সকলের সাক্ষাতে বাইরে চলে গেল; এতে সকলে ভীষণ আশ্চর্য হল আর এই কথা বলে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে লাগল যে, এমন কখনও দেখি নি।

### লেবির প্রতি যীশু খ্রীষ্টের আহ্বান

<sup>১৩</sup> পরে তিনি আবার বের হয়ে সাগরের তীরে গমন করলেন। তখন সমস্ত লোক তাঁর কাছে আসল, আর তিনি তাদেরকে উপদেশ দিলেন। <sup>১৪</sup> পরে তিনি যেতে যেতে দেখলেন, আলফেয়ের পুত্র লেবি করগ্রহণ-স্থানে বসে আছেন। তিনি তাঁকে বললেন, আমাকে অনুসরণ কর; তাতে তিনি উঠে তাঁর পিছনে চলতে লাগলেন।

<sup>১৫</sup> পরে তিনি লেবির বাড়িতে ভোজন করতে বসলেন, আর অনেক কর-আদায়কারী ও পাপী এসে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে ভোজনে বসলো; কারণ অনেকে উপস্থিত ছিল, আর তারা তাঁর পিছনে পিছনে চলছিল। <sup>১৬</sup> কিন্তু তিনি পাপী ও কর-আদায়কারীদের সঙ্গে ভোজন করছেন দেখে ফরীশীদের ধর্ম-শিক্ষকেরা তাঁর শিষ্যদেরকে বললো, উনি কর-আদায়কারী ও

[২:১০] দে: মথি ৮:২০; [২:১২] দে: মথি ৯:৮; [২:১২] মথি ৯:৩৩; [২:১৩] মার্ক ১:৪৫; লুক ৫:১৫; যোহন ৬:২;  
[২:১৪] দে: মথি ৮:১৯; [২:১৬] প্রেরি ২৩:৯; [২:১৬] দে: মথি ৯:১১;

**২:৯ কোনটা বলা সহজ?** যীশু খ্রীষ্টের বক্তব্য ছিল সম্ভবত এই যে, পাপ ক্ষমা করা বা সুস্থ করা কোনটাই সহজ নয়। এ দুটো কাজই মানুষের পক্ষে সমানভাবে অসম্ভব এবং ঈশ্বরের কাছে সমানভাবে সহজ।

**২:১০ যেন তোমরা জানতে পার।** সম্ভবত ধর্ম-শিক্ষকদের কাছে এই কথা বলা হচ্ছে। এটি স্পষ্ট যে, আশ্চর্য কাজের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বের প্রমাণ দেয়া। যোহনের সুসমাচারে আশ্চর্য চিহ্নের ব্যবহার দেখুন (২:১১; ২০:৩০-৩১)।

**২:১২ এতে সকলে ভীষণ আশ্চর্য হল।** ১:২২ পদের নোট দেখুন।

**২:১৪ আলফেয়ের পুত্র লেবি।** মথি (মথি ৯:৯; ১০:৩); সম্ভবত তাঁর পারিবারিক নাম ছিল লেবি (যার অর্থ সর্বশক্তিমান প্রভুর দান) এবং মথি ছিল তাঁর প্রেরিতিক নাম।

**করগ্রহণ-স্থান।** লেবি ছিলেন গালীলের শাসক হেরোদ আন্তিপের অধীনস্থ একজন কর-

আদায়কারী (লুক ৩:১২ পদের নোট দেখুন। কর আদায়ের স্থানে যেখানে যীশু খ্রীষ্ট লেবিকে পেয়েছিলেন, সম্ভবত তা ছিল দেশের অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক সড়কের উপর এক টোল আদায়ের স্থান, যা দামেস্ক থেকে কফরনাহুম হয়ে ভূমধ্য সাগরীয় উপকূল ও মিশর পর্যন্ত গিয়েছে (যিশা ৯:১)।

**তিনি উঠে তাঁর পিছনে চলতে লাগলেন।** লুক ৫:২৮ পদের নোট দেখুন।

**২:১৫ পাপী।** এরা হল কুখ্যাত ও মন্দ লোক এবং যারা ধর্ম-শিক্ষকদের দ্বারা নির্দেশিত মোশির আইন-কানুনকে অনুসরণ করা প্রত্যাখ্যান করতো। পরিভাষাটি সাধারণত কর-আদায়কারী, ব্যাভিচারী, দস্যু ও এ রকম অন্যান্য লোকদের বুঝাতে ব্যবহৃত হত।

**ভোজন করতে বসলেন।** কোন ব্যক্তির সাথে খেতে বসা ছিল বন্ধুত্বের চিহ্ন।

**২:১৬ ফরীশীদের ধর্ম-শিক্ষক।** সমস্ত ধর্ম-শিক্ষকই ফরীশী নয়; এই ফরীশীরা হাসিদিমের

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

পাপীদের সঙ্গে ভোজন পান করেন। <sup>১৭</sup> যীশু তা শুনে তাদেরকে বললেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই, কিন্তু অসুস্থদেরই প্রয়োজন আছে; আমি ধার্মিকদেরকে নয়, কিন্তু পাপীদেরকেই ডাকতে এসেছি।

### উপবাস রাখার বিষয়ে প্রশ্ন

<sup>১৮</sup> আর যোহনের শিষ্যরা ও ফরীশীরা উপবাস রাখছিল। আর তারা যীশুর কাছে এসে তাঁকে বললো, যোহনের শিষ্যরা ও ফরীশীদের শিষ্যরা উপবাস রাখে, কিন্তু আপনার শিষ্যরা উপবাস রাখে না, এর কারণ কি? <sup>১৯</sup> যীশু তাদেরকে বললেন, বর সঙ্গে থাকতে কি বাসর ঘরের লোকে উপবাস রাখতে পারে? যতদিন তাদের সঙ্গে বর থাকেন ততদিন তারা উপবাস রাখতে পারে না। <sup>২০</sup> কিন্তু এমন সময় আসবে যখন তাদের কাছ থেকে বরকে নিয়ে

[২:১৭] লুক ১৯:১০; ১তীম ১:১৫; [২:১৮] দে: মথি ৬:১৬-১৮; প্রেরি ১৩:২; [২:২০] লুক ১৭:২২;

উত্তরসূরী ছিল, ধার্মিক যিহুদীরা যারা সিরীয় আক্রমণের থেকে (১৬৬-১৪২ খ্রী:পূ:) স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে ম্যাকাবীয়দের সাথে যোগ দিয়ে ছিল। তারা যোহন হেরকিনুসের রাজত্বের সময়ে প্রথম ফরীশী নামে আবির্ভূত হয় (১৩৫-১০৫)। যদিও কোন সন্দেহ নেই যে, কেউ কেউ ধার্মিক ছিল, তবে তাদের অধিকাংশ, বিশেষ করে যারা যীশু খ্রীষ্টের সাথে বিরোধে জড়িয়েছিল তারা ছিল ভণ্ড, ঈর্ষাপূর্ণ, গোঁড়া ও লৌকিকতাপূর্ণ। ফরীশীদের মতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ কেবল তাদের প্রতি প্রসারিত, যারা তাঁর আদেশ পালন করে (মথি ৩:৭; লুক ৫:১৭ পদের নোট দেখুন)।

**কর-আদায়কারী।** যিহুদী কর-আদায়কারীরা অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত ছিল। তারা সাক্ষীরূপে বা বিচারকরূপে কাজ করতে পারত না এবং সমাজ ঘর থেকে তাদেরকে একঘরে করা হত। যিহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের পরিবারকেও গ্রাহ্য করা হত না (মথি ৫:৪৬ পদের নোট দেখুন)।

**২:১৭ আমি ধার্মিকদেরকে নয়, কিন্তু পাপীদেরকেই ডাকতে এসেছি।** একজন আত্ম-ধার্মিক লোক তার জন্য পরিত্রাণের প্রয়োজন বোধ করে না, কিন্তু যে নিজেকে পাপী মনে করে সে-ই নিজেকে পাপী বলে মনে করে।

**২:১৮ যোহনের শিষ্যরা।** বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রেরিতরা উপবাস রাখতেন, কারণ বাপ্তিস্মদাতা যোহন কারাগারে ছিলেন (১:১৪); অথবা মন পরিবর্তনের প্রকাশরূপে তাদের মাঝে এই চর্চা প্রচলিত ছিল, যা বাপ্তিস্মদাতা যোহন দ্বারা ঘোষিত পরিত্রাণ তাড়াতাড়ি আসবে বলে আশা করতো।

**ফরীশীদের শিষ্যরা।** এ রকম ফরীশীরা সাধারণত শিক্ষক ছিল না, কিন্তু এদের মধ্যেই কেউ কেউ “ধর্মগুরু” (আইন-কানুনের শিক্ষক) ছিল, যাদের অনেক শিষ্য থাকতো। সম্ভবত এই অংশটি ফরীশীদের দ্বারা প্রভাবিত লোকদের বুঝাতে উল্লেখ করা হয়েছে।

**উপবাস।** মোশির আইন-কানুনে কেবল প্রায়শ্চিত্তের দিনে উপবাস আবশ্যিক ছিল (লেবীয় ১৬:২৯,৩১; ২৩:২৭-৩২; গণনা ২৯:৭)। বাবিলীয় নির্বাসনের পর বাৎসরিক অন্য চারটি উপবাস যিহুদীদের দ্বারা পালিত হত (সখ ৭:৫; ৮:১৯)। যীশু খ্রীষ্টের সময়ে ফরীশীরা সপ্তাহে দু’বার উপবাস রাখতো (লুক ১৮:১২)।

**২:১৯ বর সঙ্গে থাকতে ... উপবাস রাখতে পারে?** যীশু খ্রীষ্ট তাঁর প্রেরিতদের বরের অতিথিদের সাথে তুলনা করছেন। যিহুদী সংস্কৃতিতে বিয়ে এক বিশেষ আনন্দদায়ক ঘটনা ছিল এবং এর সাথে পালিত অনুষ্ঠান প্রায়শ এক

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

যাওয়া হবে; সেদিন তারা উপবাস রাখবে।

<sup>২১</sup> পুরানো কাপড়ে কেউ নতুন কাপড়ের তালি দেয় না; দিলে সেই নতুন তালিতে ঐ পুরানো কাপড় ছিঁড়ে যায় এবং ছিদ্র আরও বড় হয়। <sup>২২</sup> আর পুরানো কুপায় কেউ টাটকা আঙ্গুর-রস রাখে না, রাখলে আঙ্গুর-রসে কুপাগুলো ফেটে যায়; তাতে আঙ্গুর-রস নষ্ট হয় এবং কুপাগুলোও নষ্ট হয়; কিন্তু টাটকা আঙ্গুর-রস নতুন কুপাতে রাখতে হবে।

### বিশ্রামবার সম্বন্ধে যীশু খ্রীষ্টের উপদেশ

<sup>২৩</sup> আর তিনি বিশ্রামবারে শস্য-ক্ষেত দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর শিষ্যরা চলতে চলতে শীষ ছিঁড়তে লাগলেন। <sup>২৪</sup> এতে ফরীশীরা তাঁকে বললো, দেখ, যা উচিত নয় তা ওরা বিশ্রামবারে কেন করছে? <sup>২৫</sup> তিনি তাদেরকে বললেন, দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধিত হলে তিনি যা করেছিলেন তা কি তোমরা কখনও পাঠ কর নি? <sup>২৬</sup> তিনি তো অবিয়াথর মহাপুরোহিতের সময়ে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করে, যে দর্শন-রুটি পুরোহিতেরা ছাড়া আর কারো ভোজন করা উচিত নয়, তা-ই ভোজন করেছিলেন এবং সঙ্গীদেরকেও

[২:২৩] দ্বি:বি ২৩:২৫; [২:২৪] দে: মথি ১২:২; [২:২৬] ১বংশা ২৪:৬; শামু ৮:১৭; [২:২৬] লেবী ২৪:৫-৯; [২:২৬]

সপ্তাহ ধরে উদযাপন করা হত। এ রকম উৎসবের সময় উপবাস করা অকল্পনীয়, কারণ উপবাস ছিল শোক বা দুঃখের সাথে সংশ্লিষ্ট।

২:২০ তাদের কাছ থেকে বরকে নিয়ে যাওয়া হবে। যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছেন বর, যাকে মৃত্যুর মাধ্যমে তুলে নেয়া হবে এবং তারপর উপবাসের নিয়ম চালু করা হবে। যীশু খ্রীষ্টের মুখ থেকে তাঁর এরূপ দুঃখজনক মৃত্যুর কথা প্রথম উচ্চারিত হল।

২:২২ আর পুরানো কুপায় ... রাখলে ... ফেটে যায়। ২:২১-২২ পদের দুটো ছোট উপমা শিক্ষা দেয় যে, নতুন ধর্মীয় কাজকর্ম (নতুন কাপড়ের...নতুন থলিতেই রাখা হয়) পুরানো ব্যবস্থার মধ্যে খাপ খায় না (“পুরানো জামায়...পুরানো চামড়ার থলিতে”)। যীশু খ্রীষ্টের নতুন আন্দোলনকে পুরানো আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকাশ করা যাবে না, কিন্তু তার জন্য সবকিছু নতুন হতে হবে। গৌজিয়ে ওঠার সময়ে টাটকা আঙ্গুর রস পুরানো চামড়ার থলিকে ফাটিয়ে ফেলে। তাই টাটকা রস নতুন থলিতেই রাখা হয়।

নতুন কুপা। মথি ৯:১৭ পদের নোট দেখুন।

২:২৩ বিশ্রামবার। লূক ৬:১ পদের নোট

দেখুন।

শীষ ছিঁড়তে লাগলেন। দ্বি:বি. ২৩:২৫ পদ অনুসারে এই কাজটিতে কোন অন্যায় নেই।

২:২৪ যা উচিত নয়। যিহূদীদের প্রচলিত নিয়ম (মিশনা) অনুসারে শস্য মাড়াই বিশ্রামবারে নিষিদ্ধ ছিল (যাত্রা ৩৪:২১)। দৃশ্যত যীশুর প্রেরিতরা তাদের হাত দ্বারা তা-ই করছিলেন বলে তারা মনে করছিল।

২:২৫ দায়ূদ ... যা করেছিলেন। ১ শমু ২১:১-৬ পদ দেখুন। পুরাতন নিয়মের এই ঘটনা এবং প্রেরিতদের বিশ্রামবারের গমের শীষ খাওয়ায় এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, দু’টি ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের লোকেরা নিষিদ্ধ কিছু করেছিলেন। তবে যেহেতু ভাল কিছু করা ও জীবন রক্ষা করা সর্বদাই বিধেয় এমন কি বিশ্রামবারেও, সে কারণে যীশু খ্রীষ্ট দায়ূদের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে দেখান যে প্রেরিতরা এতে অন্যায় কিছু করেন নি (যিশা ৫৮:৬-৭; লূক ৬:৬-১১; ১৩:১০-১৭; ১৪:১-৬)।

২:২৬ অবিয়াথর। ২ শমুয়েল ২০:২৫ পদ। দায়ূদকে যে পুরোহিত রুটি দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন অবিয়াথরের পিতা অহিমেলক (২ শমুয়েল ৮:১৭)।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

দিয়েছিলেন। <sup>২৭</sup> তিনি তাদেরকে আরও বললেন, বিশ্রামবার মানবজাতির জন্যই হয়েছে, মানবজাতি বিশ্রামবারের জন্য হয় নি; <sup>২৮</sup> সুতরাং মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও কর্তা।

১শমূ ২১:১-৬; [২:২৭] যাত্রা ২৩:১২; দ্বি:বি ৫:১৪; [২:২৭] কল ২:১৬; [২:২৮] দে: মথি ৮:২০।

২:২৭ বিশ্রামবার মানবজাতির ... হয় নি। খ্রীষ্ট এসব প্রচলিত ধারণাকে ছিন্ন করছেন এবং বিশ্রামবার পালন করার জন্য যিহূদীরা প্রচলিত বিশ্রামবারের জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত পরিকল্পনার নিয়ম আবশ্যিকতা ও নিষেধাজ্ঞা এত বৃদ্ধি উপরে জোর দিয়েছেন— যে দিনটি মানুষের করেছিল যে, সাধারণ লোকদের পক্ষে এর আত্মিক, মানসিক ও দৈহিক পুনরুদ্ধারের জন্য বোঝা টেনে যাওয়া অসহ্য হয়ে পড়েছিল। যীশু সুনির্দিষ্ট (যাত্রা ২০:৮-১১)।

### মার্ক ২ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

কফরনাহুমে ফিরে, প্রভু যীশু এক জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে সুস্থ করার মধ্য দিয়ে পাপ ক্ষমা করার বিষয়ে তাঁর ক্ষমতাকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিলেন (মার্ক ২:১-১২)। সাগরের তীরে শিক্ষা দেয়ার পর, প্রভু যীশু তাঁকে অনুসরণের জন্য লেবিকে (মথি) ডেকেছিলেন। পরে তিনি তাঁর বাড়িতে কর-আদায়কারীদের এবং পাপী লোকদের সাথে একত্রে খাবার খেয়েছিলেন (মার্ক ২:১৩-১৭)। যোহন এবং ফরীশী উভয় পক্ষের শিষ্যেরা তাঁকে উপবাসের বিষয়ে প্রশ্ন করেন (মার্ক ২:১৮-২২) এবং পরবর্তীতে তাঁর শিষ্যেরা বিশ্রামবারে খাওয়ার জন্য গমের শিষ তুলেছিল বলে ফরীশীরা আপত্তি জানান (মার্ক ২:২৩-২৮)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— প্রভু যীশুর পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা এবং পাপীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক এবং উপবাসের বিষয়ে প্রভু যীশুর মন্তব্য এবং বিশ্রামবার বিষয়ক তাঁর যে কর্তৃত্ব রয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

### মার্ক ২ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. কফরনাহুমে যীশুর আগমনের ঘটনা বর্ণনা করুন। (১,২ পদ)
২. তারা কিভাবে অবশরোগীটিকে যীশুর কাছে নিয়ে এসেছিল তা বলুন। (৩,৪ পদ)
৩. অসুস্থ লোকটিকে যীশু কি বলেছিলেন? (৫ পদ)
৪. ধর্ম-শিক্ষকেরা কি বলেছিলেন? (৬,৭ পদ)
৫. যীশু তাঁদের কিভাবে উত্তর দিলেন? (৮,৯ পদ)
৬. যীশু কিভাবে প্রমাণ দিলেন যে পাপ ক্ষমা করবার ক্ষমতা তাঁর আছে? (১০-১২ পদ)
৭. যীশু কিভাবে একজন কর আদায়কারীকে তাঁর শিষ্য হবার আহবান করেছিলেন তা বর্ণনা করুন। (১৩,১৪ পদ)
৮. কারা তাঁর সাথে খেতে বসলো? (১৫ পদ)

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

৯. এই ব্যাপারে ফরীশীরা কি বললো? (১৬ পদ)
১০. যীশুর জবাব কি ছিল? (১৭ পদ)
১১. “যীশু” শব্দের অর্থ কি? (মথি ১:২১ পদ)
১২. আমরা কিভাবে আমাদের পাপের ক্ষমা পেতে পারি? (১ যোহন ১:৯ পদ)
১৩. ঈশ্বরের ক্ষমা কেমন? (গীতসংহিতা ১০৩:১২ পদ)
১৪. কখন শিষ্যদের উপবাস করবার সঠিক সময়? (২০ পদ)
১৫. বিশ্রামবার কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? (২৭ পদ)

#### শুকিয়ে যাওয়া হাতটি সুস্থ হল

৩<sup>১</sup> এর পর যীশু আবার সমাজ-গৃহে প্রবেশ করলেন; সেখানে একটি লোক ছিল, যার একখানি হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। <sup>২</sup> তিনি বিশ্রামবারে তাকে সুস্থ করেন কি না দেখবার জন্য লোকেরা তাঁর প্রতি দৃষ্টি রাখল যেন তাঁর নামে দোষারোপ করতে পারে। <sup>৩</sup> তখন তিনি যে লোকটির হাত শুকিয়ে গিয়েছিল তাকে বললেন, মাঝখানে এসে দাঁড়াও। <sup>৪</sup> পরে তিনি লোকদের বললেন, বিশ্রামবারে কি করা উচিত? ভাল করা না মন্দ করা? প্রাণ রক্ষা করা, না হত্যা করা? কিন্তু তারা চুপ করে রইলো। <sup>৫</sup> তখন তিনি তাদের অন্তরের কঠিনতার দরুন দুঃখিত হয়ে সক্রোধে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সেই লোকটিকে বললেন, তোমার হাত বাড়িয়ে দাও। সে তার হাত বাড়িয়ে দিল, আর হাতটি আগে যেমন ছিল, তেমনি হয়ে গেলো। <sup>৬</sup> পরে ফরীশীরা বের হয়ে কিভাবে তাঁকে বিনষ্ট করা যায় সেই ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ হেরোদীয়দের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে পরামর্শ করতে লাগল।

#### সমুদ্রের তীরে লোকের ভিড়

<sup>৭</sup> পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সমুদ্রের তীরে গেলেন; তাতে গালীল থেকে অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চললো। <sup>৮</sup> আর তিনি যে সমস্ত মহৎ মহৎ কাজ করছিলেন তা

[৩:১] দে: মথি ৪:২৩; মার্ক ১:২১; [৩:২] দে: মথি ১২:১০; [৩:২] লুক ১৪:১; [৩:৬] মথি ২২:১৬; মার্ক ১২:১৩; [৩:৬] দে: মথি ১২:১৪; [৩:৭] মথি ৪:২৫; [৩:৮] দে: মথি ১১:২১;

৩:৪ ভাল করা না মন্দ করা? প্রাণরক্ষা করা না হত্যা করা? যীশু খ্রীষ্টের মূল প্রশ্ন ছিল: কোনটি ভাল? সুস্থ করা দ্বারা জীবন রক্ষা করা, না কি সুস্থ হওয়ার অনুমতি না দিয়ে জীবন ধ্বংস করা? প্রশ্নটি সমালোচনামূলক, যেহেতু যীশু খ্রীষ্ট সুস্থ করতে প্রস্তুত ছিলেন বলে ফরীশীরা তাঁকে মারতে ষড়যন্ত্র করেছিল।

৩:৬ ফরীশীরা ... পরামর্শ করতে লাগল। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু চাওয়ার সিদ্ধান্ত কেবল এ ঘটনার ফলাফল নয়, কিন্তু কতকগুলো ক্রমান্বয়িক

ঘটনার ফল (২:৬-৭, ১৬-১৭, ২৪ পদ দেখুন)। হেরোদীয় বা প্রভাবশালী যিহূদী গোষ্ঠী, যারা হেরোদের বংশকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, তারা রোমের সমর্থক ছিল; এদের কাছ থেকে হেরোদ প্রচুর সমর্থন ও কর্তৃত্ব পেয়েছিলেন। তারা যীশু খ্রীষ্টের বিরোধিতা করতে ফরীশীদের সাথে যোগ দিয়েছিল, কারণ তাদের ভয় ছিল যে, তিনি লোকদের উপর একচেটিয়া রাজ-নৈতিক প্রভাব বিস্তার করে বসতে পারেন (মথি ২২:১৫-১৭ পদের নোট দেখুন)।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

শুনে যিহূদিয়া, যিরূশালেম, ইদোম, যর্দন নদীর অপর পারস্থ দেশ এবং সোর ও সীদোনের চারদিক থেকে অনেক লোক তাঁর কাছে আসল।<sup>৯</sup> তখন তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে একখানি নৌকা তাঁর জন্য প্রস্তুত রাখতে বললেন যেন ভিড়ের জন্য লোকে তাঁর উপরে চাপাচাপি করে না পড়ে।<sup>১০</sup> কেননা তিনি অনেক লোককে সুস্থ করলেন, সেজন্য সমস্ত অসুস্থ লোকেরা তাঁকে স্পর্শ করার চেষ্টায় তাঁর গায়ের উপরে পড়ছিল।<sup>১১</sup> আর অশুচি আত্মারা তাঁকে দেখলেই তাঁর সম্মুখে পড়ে চৈতন্যে বলতো, আপনি ঈশ্বরের পুত্র;<sup>১২</sup> কিন্তু তিনি তাদেরকে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে দিতেন, যেন তারা তাঁর পরিচয় না দেয়।

#### বারো জনকে শিষ্য-পদে নিয়োগ দান

<sup>১৩</sup> পরে তিনি পর্বতে উঠলে পর যাঁদেরকে তিনি চাইলেন তাদেরকে তাঁর কাছে ডাকলেন; তাতে তাঁরা তাঁর কাছে আসলেন।<sup>১৪</sup> আর তিনি বারো জনকে নিযুক্ত করলেন, যেন তাঁরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন ও যেন তিনি তাঁদেরকে প্রচার করার জন্য প্রেরণ করতে পারেন,<sup>১৫</sup> এবং তাঁরা মন্দ-আত্মা ছাড়াবার ক্ষমতা পান।<sup>১৬</sup> তিনি যে বারোজনকে নিযুক্ত করলেন তাদের মধ্যে শিমোনের নাম দিলেন পিতর,<sup>১৭</sup> এবং সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও সেই যাকোবের ভাই যোহন, এই দু'জনের নাম দিলেন বোয়ানেগিস, অর্থাৎ বজ্রধ্বনির পুত্রেরা।<sup>১৮</sup> আর আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বর্থলময়, মথি, থোমা, আল্ফেয়ের পুত্র যাকোব, থদ্দেয়

[৩:১০] দে: মথি ৪:২৩; [৩:১০] দে: মথি ৯:২০; [৩:১১] দে: মথি ৪:৩; মার্ক ১:২৩, ২৪; [৩:১২] দে: মথি ৮:৪; মার্ক ১:২৪, ২৫, ৩৪; প্রেরি ১৬:১৭, ১৮; [৩:১৩] মথি ৫:১; [৩:১৪] দে: মার্ক ৬:৩০; [৩:১৫] দে: মথি ১০:১; [৩:১৬] যোহন

৩:৮ অনেক লোক তাঁর কাছে আসল। এখানে আমরা লোকদের মাঝে যীশু খ্রীষ্টের দ্রুত জনপ্রিয়তার বৃদ্ধির এক আকর্ষণীয় প্রমাণ দেখতে পাই। এর ভৌগলিক অবস্থান দেখায় যে, জনতা কেবলমাত্র কফরনাহূমের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আসেনি, কিন্তু বহু দূর থেকেও এসেছিল। উল্লিখিত অঞ্চলের মধ্যে ইস্রায়েলের সমস্ত এলাকা এবং চারপাশের প্রতিবেশী এলাকা যুক্ত। মার্ক ইদোমীয় অঞ্চল ছাড়া এ সমস্ত অঞ্চলে যীশু খ্রীষ্টের কাজের কথা বলেন। ১:১৪ পদে গালীল, ৫:১ ও ১০:১ পদে যর্দনের ওপারের অঞ্চল এবং ৭:২৪, ৩১ পদে সোর ও দক্ষিণে ইস্রায়েল দেশের পশ্চিমাঞ্চলের কথা বলা হচ্ছে, প্রাচীন ইদোমীয় এলাকা নয়।

৩:১১ অশুচি আত্মা। ১:২৩ পদের নোট দেখুন। আপনি ঈশ্বরের পুত্র। অশুচি আত্মারা চিনেছিল যে, যীশু খ্রীষ্ট কে; কিন্তু তারা তাঁতে বিশ্বাস আনেনি (১:২৪ পদের নোট দেখুন)।

৩:১২ যেন তারা তাঁর পরিচয় না দেয়। যীশু খ্রীষ্টের পরিচিতি প্রকাশের সময় এখনও আসে

নি (মার্ক ১:৩৪; মথি ৮:৪; ১৬:২০ পদের নোট দেখুন) এবং এই পরিচয় প্রকাশের জন্য মন্দ আত্মারা উপযুক্ত মাধ্যম হতে পারে না।

৩:১৪ যেন তাঁরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। বারোজন শিষ্য প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাঝে কেবল বিভিন্ন পরিচর্যা নির্দেশ ও অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে অবিরত সহযোগিতা ও একান্ত সহভাগিতা যুক্ত।

৩:১৭ বজ্রধ্বনির পুত্র। সম্ভবত তাঁদের স্বভাব ব্যক্ত করার জন্য এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল (মার্ক ১০:৩৭; লূক ৯:৫৪-৫৫ পদের নোট দেখুন)।

৩:১৮ বর্থলময়। এই নামের অর্থ ‘তলময়ের পুত্র’। তাঁকে আগে নথনেল নামে পরিচিত করানো হয়েছে (যোহন ১:৪৫), কারণ যোহন কখনও বর্থলময় বলেন নি এবং অন্যান্য সুসমাচার লেখকগণ কখনও নথনেল নামটি ব্যবহার করেন নি।

থদ্দেয়। স্পষ্টত ‘যাকোবের পুত্র যিহূদা’ বলে তাঁকে মনে করা হয় (লূক ৬:১৬; প্রেরিত



### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

ও উদ্যোগী শিমন, <sup>১৯</sup> এবং যে তাঁকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল সেই ঈফরিয়োটীয় যিহূদা।

#### যীশু খ্রীষ্ট ও বেল্সবুব

<sup>২০</sup> পরে তিনি বাড়িতে আসলে পর পুনর্বীর এত লোক একত্রিত হল যে, তাঁরা আহার করতেও পারলেন না। <sup>২১</sup> এই কথা শুনে তার আত্মীয়েরা তাঁকে ধরে নিতে আসলেন। কেননা তারা বললো, সে পাগল হয়েছে। <sup>২২</sup> আর যে ধর্ম-শিক্ষকেরা যিরূশালেম থেকে এসেছিল তারা বললো, একে বেল্সবুব পেয়েছে। সে মন্দ-আত্মাদের অধিপতি দ্বারা মন্দ-আত্মা ছাড়ায়। <sup>২৩</sup> তখন তিনি তাদেরকে কাছে ডেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, শয়তান কিভাবে শয়তানকে ছাড়তে পারে? <sup>২৪</sup> কোন রাজ্য যদি নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, তবে সেই রাজ্য স্থির থাকতে পারে না। <sup>২৫</sup> আর কোন পরিবার যদি নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় তবে সেই পরিবার স্থির থাকতে পারবে না। <sup>২৬</sup> আর শয়তান যদি নিজের বিপক্ষে উঠে ও ভাগ হয়ে যায় তবে সেও স্থির থাকতে পারে না এবং সেখানেই তার শেষ হয়। <sup>২৭</sup> আর আগে সেই বলবান ব্যক্তিকে না বাঁধলে কেউ তার ঘরে প্রবেশ করে তার দ্রব্য লুট করতে পারে না; কিন্তু বাঁধলে পর সে তার ঘর লুট করতে পারবে।

১:৪২; [৩:২০] পদ: ৭; [৩:২০] মার্ক ৬:৩১; [৩:২১] যোহন ১০:২০; থেরি ২৬:২৪; [৩:২২] মথি ১৫:১; [৩:২২] মথি ১০:২৫; ১১:১৮; ১২:২৪; যোহন ৭:২০; ৮:৪৮, ৫২; ১০:২০; [৩:২২] মথি ৯:৩৪; [৩:২৩] মার্ক ৪:২; [৩:২৩] দে: মথি ৪:১০; [৩:২৭] যিশা ৪৯:২৪, ২৫;

১:১৩)।

উদ্যোগী। মথি ১০:৪ পদের নোট দেখুন। ‘কনানী’ বা ‘উদ্যোগী’ শব্দটি হিব্রু ‘কানা’ থেকে এসেছে, যার অর্থ ‘উৎসাহী’ বা ‘উদ্যোগী’ (লুক ৬:১৫)।

৩:১৯ ঈফরিয়োটীয়। সম্ভবত এই বিশ্বাসঘাতক শিষ্য কিরীয় থেকে এসেছিল। কিরীয় হিব্রোণের একটি শহর (যিহো ১৫:২৫), যা হিব্রোণ থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত (যির ৪৮:২৪)। যীশুর সাথে যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতার বিবরণ জানার জন্য দেখুন ১৪:১০-১১, ৪৩-৪৬ পদ।

৩:২০ ঘরে। সম্ভবত পিতর ও আন্দ্রিয়ের ঘর (১:২৯; ২:১)। এখানে দু’টো উৎস থেকে বাধা এসেছে। তাঁর পরিবার থেকে (পদ ২০, ২১, ৩১-৩৫) এবং ধর্ম-শিক্ষকদের কাছ থেকে (পদ ২২-৩০)।

৩:২১ তাঁর আত্মীয়েরা ... ধরে নিতে আসলেন। কোন সন্দেহ নেই যে, তারা নাসরত থেকে, অর্থাৎ ৩০ মাইল দূর থেকে কফরনাহুমে এসেছিলেন (৩১ পদ দেখুন)।

সে পাগল হয়েছে। অর্থাৎ তাদের বক্তব্য ছিল, তিনি ধর্মীয় উন্মাদনায় ভুগছেন এবং অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছেন; এখানে ইন্দ্রিয়শক্তি হারানোর কথা বলা হয় নি। একই রকম অভিযোগ একাধিকবার পৌলের বিরুদ্ধেও আনা হয়েছে (থেরিত ২৬:২৪; ২ করি ৫:১৩); আবার নিষ্ঠাবান খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধেও অনেক সময় এই ধরনের অভিযোগ করা হয়ে থাকে।

৩:২২ বেল্সবুব। শয়তানের সঙ্গে যীশু খ্রীষ্টের যোগাযোগ রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে এমন সব অন্যান্য বর্ণনার জন্য মথি ৯:৩৪ ও ১০:২৫ পদ দেখুন। মথি ১০:২৫ পদের টীকাও দেখুন।

৩:২৩ দৃষ্টান্ত। এই শব্দটি এখানে তুলনা অর্থে সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে (৪:২ পদের নোট দেখুন)।

৩:২৭ আগে সেই বলবান ... লুট করতে পারবে। যীশু খ্রীষ্ট ঠিক এ কাজটিই করছিলেন, যখন তিনি শয়তানের নিয়ন্ত্রণ থেকে লোকদের মুক্ত করছিলেন।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

<sup>২৮</sup> আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, মানুষ যে সমস্ত পাপ ও নিন্দা করে তা ক্ষমা করা হবে। <sup>২৯</sup> কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার নিন্দা করে অনন্তকালেও তার ক্ষমা নেই, তার পাপ অনন্ত কাল ধরে থাকবে। <sup>৩০</sup> ওকে অশুচি আত্মায় পেয়েছে, তাদের এই কথার কারণেই তিনি এই কথা বললেন।

#### যীশু খ্রীষ্টের সত্যিকারের নিজের লোক

<sup>৩১</sup> এর পরে তাঁর মা ও তাঁর ভাইয়েরা আসলেন এবং বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। <sup>৩২</sup> তখন তাঁর চারদিকে লোক বসেছিল; তারা তাঁকে বললো, দেখুন, আপনার মা ও আপনার ভাইয়েরা বাইরে আপনার খোঁজ করছেন। <sup>৩৩</sup> উত্তরে তিনি তাদেরকে বললেন, আমার মা কে? আমার ভাইয়েরাই বা কারা? <sup>৩৪</sup> পরে যারা তাঁর চারদিকে বসেছিল তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, এই দেখ, আমার মা ও আমার ভাইয়েরা; <sup>৩৫</sup> কেননা যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে সেই আমার ভাই ও বোন ও মা।

[৩:২৯] মথি ১২:৩১, ৩২; লূক ১২:১০; [৩:৩১] পদ: ২১।

৩:২৮ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি। যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক এক আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা প্রদান, যা তাঁর বিবৃতিকে বলবান করেছে।

৩:২৯ যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার ... ক্ষমা নেই। ৩০ পদে যীশু খ্রীষ্ট এই পাপের কথা বলেন (পদ ২২ তুলনা করুন)। ধর্ম-শিক্ষকরা যীশু খ্রীষ্টের সুস্থ করার শক্তিকে পবিত্র আত্মার শক্তি হিসেবে স্বীকার না করে শয়তানের শক্তি বলে গণ্য করেছিল (মথি ১২:৩১ পদের নোট দেখুন)।

৩:৩১ তাঁর মা ও তাঁর ভাইয়েরা। লূক ৮:১৯ পদের নোট দেখুন। যীশু খ্রীষ্টের ভাইদের বিষয়ে তিনটি প্রধান মত রয়েছে: ১) যীশুর রক্তের সম্পর্কের আপন ভাই; ২) যোষেফের আগের স্ত্রীর গর্ভের সন্তান; ৩) মামতুত ভাই, যারা

ক্লোপার স্ত্রী মরিয়মের বা খ্রীষ্টের মা মরিয়মের বোনের সন্তান। রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলী কর্তৃক দ্বিতীয় ও তৃতীয় মত স্বীকার করা হয়। কারণ তারা মরিয়মের চিরস্থায়ী কুমারীত্ব মতবাদের সমর্থক। কিন্তু মথি ১:২৫ ও লূক ২:৭ থেকে যীশু খ্রীষ্টের আপন ভাইদের কথা জানা যায়। যোষেফের বিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকার কারণ হচ্ছে, হয়তোবা তিনি ইতোমধ্যে মারা গিয়েছেন।

৩:৩৫ যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে। ঈশ্বরের আত্মিক পরিবারের সভ্যপদ, যা তাঁর প্রতি বাধ্যতা দ্বারা প্রমাণিত হয়, তা আমাদের মানবীয় পরিবারে সভ্যপদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ (১০:৩০)।

#### মার্ক ৩ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু বিশ্রামবারে সুস্থ করেছিলেন বলে তাঁর জীবন শেষ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে মন্দ আত্মার দ্বারা তিনি অসুস্থ লোকদেরকে সুস্থ করেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল (মার্ক ৩:১-৬, ২২-৩০)। সাধারণ লোকজনের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা অব্যাহত ছিল এবং প্রচার ও সুস্থ করার জন্য তিনি বার শিষ্যদেরকে নিয়োগ করেছিলেন (মাক ৩:৭-১৯)। প্রভু যীশুকে নিয়ে তাঁর বন্ধুদের এবং পরিবারের লোকদের

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

দুশ্চিন্তা তাঁকে সত্যিকার পারিবারকে চেনার সুযোগ এনে দিয়েছিল, কারণ যারা ঈশ্বরের ইচ্ছে পালন করেন, তারাই তাঁর পারিবারের লোক (মার্ক ৩:২০-২১, ৩১-৩৫)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— ক্রমবর্ধমান বিরোধীতা সত্ত্বেও লোকদের কাছে প্রভু যীশুর জনপ্রিয়তা এবং বন্ধুদের ও পরিবারের লোকদের দুশ্চিন্তা। এছাড়া পবিত্র আত্মার নিন্দা করার ফল কি এবং প্রভু যীশুর সত্যিকারের পরিবার কারা তা প্রকাশ করা হয়েছে।

### মার্ক ৩ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. কেন লোকেরা যীশুর উপর নজর রাখছিলেন? (২ পদ)
২. যীশু কিভাবে তাঁদের সমালোচনার জবাব দিলেন? (৪ পদ)
৩. যীশু কেন দুঃখ প্রকাশ করলেন? (৫ পদ)
৪. লোকেরা কেন যীশুর পিছনে পিছনে গেল? (৮ পদ)
৫. যীশু কেন বারোজনকে নিযুক্ত করলেন? (১৪, ১৫ পদ)
৬. সেই বারোজন কারা ছিলেন? (১৬-১৯ পদ)
৭. তাঁর ক্ষমতার উৎস সম্পর্কে ধর্ম-শিক্ষকেরা কি বলেছিলেন? (২২ পদ)
৮. তাঁদের প্রতি যীশুর উত্তর কি ছিল? (২৩-২৬ পদ)
৯. পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দার শাস্তি কি? (২৯ পদ)
১০. যীশু কাদের তাঁর মা ও ভাই বলে আখ্যায়িত করেছিলেন? (৩৪ পদ)

### বীজ বপনকারীর দৃষ্টান্ত

**৪**<sup>১</sup> পরে তিনি আবার সমুদ্রের তীরে উপদেশ দিতে লাগলেন; তাতে তাঁর কাছে এত বেশি লোক একত্রিত হল যে, তিনি সাগরের মধ্যে একখানি নৌকায় উঠে বসলেন এবং সমাগত লোকেরা সমুদ্রের তীরে স্থলে থাকলো।<sup>২</sup> তখন তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাদেরকে অনেক উপদেশ দিতে লাগলেন। উপদেশের মধ্যে তিনি তাদেরকে বললেন, <sup>৩</sup> শোন, বীজ বপনকারী বীজ বপন করতে গেল; <sup>৪</sup> বপনের সময়ে কতগুলো বীজ পথের পাশে পড়লো,

[৪:১] মার্ক ২:১৩; ৩:৭; [৪:২] পদ: ১১; মার্ক ৩:২৩; [৪:৩] পদ: ২৬;

**৪:১** বসলেন। যিহূদী শিক্ষকদের জন্য বসে শিক্ষা দেওয়া একটি স্বাভাবিক ভঙ্গি বা অবস্থান (মথি ৫:১; লূক ৫:৩; যোহন ৮:২)।

**৪:২** দৃষ্টান্ত। সচরাচর সাধারণ জীবন থেকে নেয়া কাহিনী, যা আত্মিক ও নৈতিক সত্যতাকে জীবন্ত করে উপস্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়,

অনেক সময় একে সংক্ষিপ্ত উপমা বলা চলে (৩:২৩)। সাধারণভাবে এগুলো একেকটি বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয় এবং প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা থাকতে হবে এমন নয় (মথি ১৩:৩, লূক ৮:৪)।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

তাতে পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেললো। <sup>৫</sup> আর কতগুলো বীজ পাথুরে ভূমিতে পড়লো, যেখানে বেশি মাটি ছিল না। সেখানে বেশি মাটি না পাওয়াতে তা শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়ে উঠলো, <sup>৬</sup> কিন্তু সূর্য উঠলে পর তা পুড়ে গেল এবং তার শিকড় না থাকাতে শুকিয়ে গেল। <sup>৭</sup> আর কতগুলো বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়লো, তাতে কাঁটাবন বেড়ে তা চেপে রাখল, তাতে ফল ধরলো না। <sup>৮</sup> আর কতগুলো বীজ উত্তম ভূমিতে পড়লো, তা অঙ্কুরিত হয়ে ও বেড়ে উঠে ফল দিল; কতগুলো ত্রিশ গুণ, কতগুলো ষাট গুণ ও কতগুলো শত গুণ ফল দিল। <sup>৯</sup> পরে তিনি বললেন, যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক।

### দৃষ্টান্তটি বলবার উদ্দেশ্য

<sup>১০</sup> যখন তিনি নির্জনে ছিলেন, তাঁর সঙ্গীরা সেই বারো জনের সঙ্গে তাঁকে দৃষ্টান্তগুলোর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। <sup>১১</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু ঐ বাইরের লোকদের কাছে সকলই দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা

[৪:৮] যোহন ১৫:৫; কল ১:৬; [৪:৯] পদ: ২৩; দে: মথি ১১:১৫; [৪:১১] দে: মথি ৩:২; [৪:১১] ১করি ৫:১২, ১৩; কল ৪:৫; ১থি ৪:১২; ১তীম ৩:৭;

৪:৮ বেড়ে উঠে ... শত গুণ ফল দিল। শত গুণ ফলন স্বভাবতই বেশ অস্বাভাবিক (আদি ২৬:১২)। ঈশ্বরের রাজ্যের পরম উৎকৃষ্টতার বিষয়ে ফসল কাটা সাধারণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা হত (যোহেল ৩:১৩; প্রকা ১৪:১৪-২০)।

৪:১১ ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব। নতুন নিয়মে “নিগূঢ় তত্ত্ব” বলতে ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছে প্রকাশ করেছেন এরকম কিছু বোঝায়। নিগূঢ় তত্ত্ব যা পূর্বে অজানা ছিল এখন সকলের কাছে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু যাদের বিশ্বাস আছে কেবল তারাই তা বুঝতে পারবে। এই পদের প্রেক্ষাপটে নিগূঢ় তত্ত্ব বলতে মনে হয় যে, ঈশ্বরের রাজ্য যীশু খ্রীষ্টের আগমনের কারণে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। নতুন নিয়মে উল্লিখিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিগূঢ় তত্ত্ব হচ্ছে:

- ♦ স্বর্গীয় রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব (মথি ১৩:৩-৫০);
- ♦ এ যুগে ইস্রায়েলীয়রা অন্ধতা (রোমীয় ১১:২৫);
- ♦ এ যুগের শেষে জীবিত ধার্মিকদের রূপান্তর (১ করি ১৫:৫২-৫২; ১ থি ৪:১৩-১৭);
- ♦ যিহূদী ও পরজাতি নিয়ে গঠিত এক দেহরূপে নতুন নিয়মের মণ্ডলীর নিগূঢ় তত্ত্ব

(ইফি ৩:১-১২; রোমীয় ১৬:২৫; ইফি ৬:১৯; কল ২:৩);

- ♦ যীশু খ্রীষ্টের কনেরূপে মণ্ডলীর নিগূঢ় তত্ত্ব (ইফি ৫:২৩-৩২);
- ♦ অন্তরে বসবাসকারী যীশু খ্রীষ্টের নিগূঢ়তত্ত্ব (গালা ২:২০; কল ১:২৬-২৭);
- ♦ ত্রিত্ব এবং ঈশ্বরের মাংসিক মূর্তিমান পূর্ণতারূপে যীশু খ্রীষ্টের নিগূঢ় তত্ত্ব, যার কাছে মানুষের জন্য সকল স্বর্গীয় প্রজ্ঞা রয়েছে (১ করি ২:৭; কল ২:২,৯);
- ♦ স্বর্গীয় রূপান্তর প্রক্রিয়ার নিগূঢ় তত্ত্ব, যার দ্বারা মানুষকে ঈশ্বরের মত হতে দেয়া হয়েছে (১ তীম ৩:১৬);
- ♦ অন্যান্যের নিগূঢ় তত্ত্ব (২ থি ২:৭; মথি ১৩:৩৩);
- ♦ সন্ত তারার নিগূঢ় তত্ত্ব (প্রকা ১:২০);
- ♦ বাবিলের নিগূঢ় তত্ত্ব (প্রকা ১৭:৫,৭)।

এই অধ্যায়ের ১১-১২ পদ যিশা ৬:৯-১০ পদের আলোকে বলা হয়েছে এবং এভাবেই প্রতিটি দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য দ্বিমুখী— প্রেরিতদের কাছে সত্য প্রকাশ করা এবং বাইরের লোকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা, যেন তাদের অন্ধতার কারণে বিচার ও দণ্ড আসে (পদ ২৪,২৫)।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

হয়ে থাকে; <sup>১২</sup> যেন তারা দেখেও দেখতে না পায় এবং শুনেও বুঝতে না পারে, পাছে তারা ফিরে আসে ও তাদেরকে ক্ষমা করা যায়।

<sup>১৩</sup> পরে তিনি তাদেরকে বললেন, এই দৃষ্টান্ত কি বুঝতে পার না? তবে কেমন করে অন্য সকল দৃষ্টান্ত বুঝতে পারবে? <sup>১৪</sup> সেই বীজ বপনকারী বাক্যরূপ বীজ বপন করে। <sup>১৫</sup> পথের পাশে যারা, তারা এমন লোক, যাদের মধ্যে বাক্য-বীজ বপন করা হয়; আর যখন তারা শুনে, তৎক্ষণাৎ শয়তান এসে তাদের মধ্যে যা বপন করা হয়েছিল সেই বাক্য হরণ করে নিয়ে যায়। <sup>১৬</sup> আর তেমনি যারা পাথুরে ভূমিতে বপন করা বীজের মত, তারা এমন লোক, যারা বাক্যটি শুনে তৎক্ষণাৎ আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করে; <sup>১৭</sup> আর তাদের অন্তরে শিকড় নেই বলে তারা অল্পকাল মাত্র স্থির থাকে, পরে সেই বাক্যের জন্য কষ্ট কিম্বা নির্যাতন আসলে তৎক্ষণাৎ পিছিয়ে যায়। <sup>১৮</sup> আর যারা কাঁটাবনের মধ্যে বপন করা বীজের মত, তারা এমন লোক, <sup>১৯</sup> যারা বাক্য শুনেছে, কিন্তু সংসারের চিন্তা, ধনের মায়া ও অন্যান্য বিষয়ের অভিলাষ ভিতরে গিয়ে ঐ বাক্য চেপে রাখে, সেজন্য তাতে কোন ফল ধরে না। <sup>২০</sup> আর যারা উত্তম ভূমিতে বপন করা বীজের মত, তারা এমন লোক, যারা সেই বাক্য শুনে গ্রাহ্য করে এবং কেউ ত্রিশ গুণ, কেউ ষাট গুণ ও কেউ শত গুণ ফল দেয়।

### কাঠার নিচে প্রদীপ

<sup>২১</sup> তিনি তাদেরকে আরও বললেন, কাঠার নিচে কিম্বা পালঙ্কের নিচে রাখার জন্য কেউ

[৪:১২] যিশা ৬:৯, ১০; দে: মথি ১৩:১৩-১৫; [৪:১৪] মার্ক ১৬:২০; লুক ১:২; প্রেরি ৪:৩১; ৮:৪; ১৬:৬; ১৭:১১; ফিলি ১:১৪; [৪:১৫] দে: মথি ৪:১০; [৪:১৬] মথি ১৯:২৩; ১তীম ৬:৯, ১০, ১৭; ১যোহন ২:১৫-১৭; [৪:২১] দে: মথি ৫:১৫;

**৪:১২ যেন।** বা “যেন শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হয়”; সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদে যিশাইয় ৬:৯-১০ পদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, “এই লোকেরা শুনেবে, কিন্তু বুঝবে না; তারা খুঁজবে আর খুঁজবে, কিন্তু দেখবে না...; যদি তারা দেখত...তাহলে তারা আমার দিকে ফিরে আসত যেন আমি তাদের সুস্থ করি” – এ কথা ঈশ্বর বলেন। যীশু বলেন, যারা ইচ্ছা করেই দেখতে ও শুনেতে চায় না তারা ঈশ্বরের ক্ষমা পায় না (যোহন ১২:৪০ পদে যিশাইয় ৬:১০ পদের ঐ একই ব্যবহার দেখুন)। ইশায়া ৬:১০ পদ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে কেন লোকেরা যীশু খ্রীষ্টের বাণীকে গ্রহণ করতে চায় নি।

**৪:১৪ বাক্যরূপ বীজ।** এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাক্যে সাড়া দানের জন্য মনোযোগ আহ্বান কর হয়েছে, যা যীশু খ্রীষ্ট প্রচার করছিলেন। বহু বাধা সত্ত্বেও ঈশ্বরের বাক্য তার উদ্দেশ্য সাধন করবে। প্রচারের কাজ সাফল্য লাভ করে বিশেষ পদ্ধতিতে, তর্ক বা বশীকরণের ক্ষমতার দ্বারা

নয়, কিন্তু মানবীয় হৃদয়রূপ মাটিতে ঈশ্বরের বাক্যের জীবন্ত বীজ বপণ করার মাধ্যমে। নতুন জীবনের অঙ্কুর বাক্যের বীজের মধ্যে আছে এবং তা রোপণ না করলে কেউ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হতে পারে না।

**৪:১৭ কষ্ট কিংবা নির্যাতন।** ৮:৩৪-৩৮; ১০:৩০; ১৩:৯-১৩ পদের নোট দেখুন। বাক্য গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে এমন অনেক কিছু মানুষের মধ্যে রয়েছে যেমন— কঠিন হৃদয় (পদ ১৫), আত্মিক গভীরতার অভাব (পদ ১৬) এবং জগতের ধন-সম্পদ ও মায়ায় আবদ্ধতা (পদ ১৮)। কিন্তু যেখানে বাক্য শ্রবণ করা হয়, উপলব্ধি করা হয় ও বিশ্বাস করা হয়, সেখানে ফসল অবশ্যই আসবে (পদ ২০)।

**৪:১৯ ধনের মায়া।** সমৃদ্ধি স্ব-নির্ভরতার নিরাপত্তা ও কল্যাণের এক মিথ্যা অর্থ প্রকাশ করে (১০:১৭-২৫; দ্বি.বি. ৮:১৭-১৮; ৩২:১৫; হিতো ২:৪-১১; যাকোব ৫:১-৬)।

**৪:২১ কাঠার নিচে ... প্রদীপ আনে?** বাতি

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

কি প্রদীপ রাখে? না কি তা প্রদীপ-আসনের উপরে রাখার জন্য? <sup>২২</sup> কেননা এমন গুপ্ত কিছুই নেই যা প্রকাশিত হবে না; এমন লুকানো কিছুই নেই যা প্রকাশ পাবে না। <sup>২৩</sup> যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক। <sup>২৪</sup> আর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা যা শুনছো তাতে মনোযোগ দাও। তোমরা যেভাবে মেপে দাও, সেভাবেই তোমাদের জন্য মাপা যাবে এবং তোমাদেরকে আরও দেওয়া যাবে। <sup>২৫</sup> কারণ যার আছে তাকে আরও দেওয়া যাবে আর যার নেই তার যা আছে তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া যাবে।

### বেড়ে উঠা বীজের দৃষ্টান্ত

<sup>২৬</sup> তিনি আরও বললেন, ঈশ্বরের রাজ্য এ রকম: এক জন ব্যক্তি যেন ভূমিতে বীজ বুনলো। <sup>২৭</sup> পরে রাতে ঘুমিয়ে থেকে ও দিনে জেগে থেকে সময় কাটায়, ইতোমধ্যে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে উঠে, কিন্তু কিভাবে তা বেড়ে উঠে তা সে জানে না। <sup>২৮</sup> ভূমি নিজে নিজেই ফল উৎপন্ন করে; প্রথমে অঙ্কুর, পরে শীষ, তারপর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। <sup>২৯</sup> কিন্তু ফল পাকলে সে তৎক্ষণাৎ কাণ্ডে লাগায়, কেননা শস্য কাটার সময় উপস্থিত।

### সরিষা বীজের দৃষ্টান্ত

<sup>৩০</sup> আর তিনি বললেন, আমরা কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করবো? কোন্ দৃষ্টান্ত দ্বারাই বা তা ব্যক্ত করবো? <sup>৩১</sup> তা একটি সরিষা-দানার মত; সেই বীজ ভূমিতে বোনার সময়ে ভূমির সকল বীজের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র বটে, <sup>৩২</sup> কিন্তু বপন করা হলে তা অঙ্কুরিত হয়ে সকল শাক-সব্জি থেকেও বড় হয়ে উঠে এবং বড় বড় ডাল বের হয়; তাতে

[৪:২২] যির ১৬:১৭; মথি ১০:২৬; লুক ৮:১৭; ১২:২; [৪:২৩] পদ: ৯; দে: মথি ১১:১৫; [৪:২৪] দে: মথি ৭:২; [৪:২৫] দে: মথি ২৫:২৯; [৪:২৬] দে: মথি ১৩:২৪; [৪:২৯] প্রকা ১৪:১৫; [৪:৩০] দে: মথি ১৩:২৪;

লুকানোর জিনিস নয়, কারণ তা আলো দেয়; একইভাবে যীশু খ্রীষ্ট, যিনি পৃথিবীর আলো (যোহন ৮:১২), তিনি প্রকাশিত হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই পৃথিবীতে এসেছেন।

প্রদীপ। মথি ৫:১৫ পদের নোট দেখুন।

৪:২৫ যার আছে তাকে আরও দেওয়া যাবে। আমরা এখন যত বেশি সত্যকে গ্রহণ করবো, ভবিষ্যতে আমরা তত বেশি অনুগ্রহ পাব। সামান্যতম সত্যে যদি এখন আমরা সাড়া না দিই, তাহলে আমরা ভবিষ্যতের মহা আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হব।

৪:২৬-২৯ বেড়ে উঠা বীজের দৃষ্টান্ত। কেবল মার্ক এই দৃষ্টান্তটি লিপিবদ্ধ করেছেন। বীজবাপকের দৃষ্টান্ত যেমন বীজের বৃদ্ধি ও ফলনের কৃতকার্যতার জন্য যথাযথ মাটির গুরুত্বকে তুলে ধরে, তেমনি এখানে বীজের রহস্যজনক ক্ষমতার উপরে জোর দেয়া হয়েছে।

সুসমাচারের বার্তা এর নিজস্ব ক্ষমতা ধারণ করে। বীজ বপন ও ফসল কাটার মাঝে বীজের টিকে থাকা ও বীজ এবং মাটির মিশ্রণের উপর এর ফলপ্রসূতা নির্ভর করে।

৪:২৯ সে তৎক্ষণাৎ কাণ্ডে লাগায়। যোয়েল ৩:৩ পদের সম্ভাব্য উল্লেখ, যেখানে শস্য কাটাকে ঈশ্বরের রাজ্যের পরম উৎকৃষ্টতার দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

শস্য কাটার সময়। ঈশ্বরের বিচারের বিষয়ে বলা যোয়েল ৩:১৩ পদ (প্রকা ১৪:১৫ পদ) থেকে নেওয়া হয়েছে।

৪:৩০-৩৪ সরিষা-দানার দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তের প্রধান বিষয় হচ্ছে, ঈশ্বরের রাজ্যের সূচনা তাৎপর্যহীন বলে মনে হতে পারে। এর দ্বারা যিহূদীদের হাতে অপমানিত ও প্রত্যাখ্যাত যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর ১২ জন প্রেরিতকে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন এর

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

আকাশের পাখিগুলো তার ছায়ার নিচে বাসা বাঁধতে পারে।

৩৩ এই রকম অনেকগুলো দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি তাদের গুনবার ক্ষমতা অনুসারে তাদের কাছে বাক্য প্রচার করতেন; ৩৪ আর দৃষ্টান্ত ছাড়া তাদেরকে কিছুই বলতেন না; পরে বিরলে তাঁর শিষ্যদেরকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিতেন।

### যীশু খ্রীষ্ট ঝড় থামান

৩৫ সেই দিন সন্ধ্যা হলে তিনি তাঁদেরকে বললেন, চল, আমরা ওপারে যাই। ৩৬ তখন তাঁরা লোকদেরকে বিদায় করে, তিনি নৌকাখানিতে যেমন ছিলেন, তেমনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং আরও নৌকা তাঁর সঙ্গে ছিল। ৩৭ পরে ভীষণ ঝড় উঠলো এবং ঢেউগুলো নৌকায় এমন আঘাত করলো যে, নৌকা জলে পূর্ণ হতে লাগল। ৩৮ তখন তিনি নৌকার পশ্চাদ্ভাগে বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন; আর তাঁরা তাঁকে জাগিয়ে বললেন, হে গুরু, আপনার কি চিন্তা হচ্ছে না যে, আমরা মারা পড়ছি? ৩৯ তখন তিনি জেগে উঠে বাতাসকে ধমক্ দিলেন ও সমুদ্রকে বললেন, নীরব হও, স্থির হও; তাতে বাতাস থেমে গেল এবং মহাশান্তি হল।

[৪:৩৩] যোহন ১৬:১২; [৪:৩৪] দে: যোহন ১৬:২৫; [৪:৩৬] পদ: ১; মার্ক ৩:৯; ৫:২, ২১; ৬:৩২, ৪৫;

সত্যিকার মহত্ত্ব ও ক্ষমতা সারা পৃথিবীতে দেখা যাবে।

৪:৩৪ দৃষ্টান্ত ছাড়া তাদেরকে কিছুই বলতেন না। যীশু খ্রীষ্ট সত্যকে দৃশ্যায়িত করতে, চিন্তা জাগ্রত করতে এবং আত্মিক উপলব্ধিকে প্রস্তুত করতে দৃষ্টান্ত ব্যবহার করতেন। যখন যীশু তাঁর প্রেরিতদের সাথে একাকী থাকতেন, তখন তিনি অধিকতর সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষা দিতেন, কারণ তাঁদেরকে অতি সাধারণ বিষয়গুলোরও ব্যাখ্যা করে দেয়ার প্রয়োজন হত।

৪:৩৫-৪১ যীশু খ্রীষ্ট ঝড় থামান। যদিও আধুনিক লোকদের জন্য অলৌকিকতাকে গ্রহণ করা কঠিন, তথাপি নতুন নিয়ম এ কথা পরিষ্কার করে যে, যীশু কেবলমাত্র তাঁর মণ্ডলীর উপর প্রভু নন, কিন্তু সমস্ত সৃষ্টির প্রভু।

৪:৩৫ ওপারে। যীশু খ্রীষ্ট গেরাসিন (৫:১) অঞ্চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গালীল এলাকা ত্যাগ করলেন। এটি জনতাকে বিচ্ছিন্ন করতে বা তাঁর পরিচর্যা কাজের নতুন ক্ষেত্র খুলতে বা উভয়

কারণে হতে পারে।

৪:৩৭ ভীষণ ঝড় উঠলো। গালীল সমুদ্র পর্বত দিয়ে ঘেরা অববাহিকায় অবস্থিত ছিল, তাই এই স্থানটি মাঝে মাঝে আকস্মিক তীব্র ঝড়ের কবলে পড়ত। ভূমধ্যসাগর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া সঙ্কীর্ণ পর্বত দিয়ে গরম হাওয়াসহ অতিক্রম করে ও আঘাত করে, যাতে হ্রদের উপর বাতাসের অদ্রতা বেশি থাকে। এর ফলে সেখানে প্রায়ই ঝড়ের সৃষ্টি হয়।

৪:৩৮ বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। এই বালিশ সম্ভবত নৌকার মাঝির কাঠের বা চামড়ার আসন, যা মাথা রাখার জন্যও ব্যবহৃত হত। প্রথাগতভাবে ক্লান্ত অবস্থায় বালিশের উপর ঘুমানোর এই দৃশ্যকল্প খ্রীষ্টের মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছে।

৪:৩৯ ধমক্ দিলেন। মন্দআত্মা বের করার বেলায় এই একই গ্রীক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে (১:২৫; ৩:১২)। পঞ্চপুস্তক, গীতা-সংহিতা ও ভাববাদীদের পুস্তকে যেমন ঈশ্বর প্রকৃতির উপরে কাজ করেছেন (গীতা ৬৫:৭;

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

<sup>৪০</sup> পরে তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা এত ভয় পাও কেন? এখনও কি তোমাদের বিশ্বাস হয় নি? <sup>৪১</sup> তাতে তাঁরা ভীষণ ভয় পেয়ে পরস্পর বলতে লাগলেন, ইনি তবে কে যে, বাতাস এবং সমুদ্রও তাঁর আদেশ মানে?

[৪:৪০] মথি ১৪:৩১; মার্ক ১৬:১৪।

৮:৯; ১০:৭; ২৩-২৯) একইভাবে প্রকৃতির সকল শক্তির উপরে যীশু খ্রীষ্ট ক্ষমতা দেখা যায়।

**৪:৪১ ইনি তবে কে?** যীশু খ্রীষ্ট ঠিক যা করেছেন তার আলোকে এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে— তিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র। এখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং তাঁর ক্ষমতা দেখানো হয়েছে (গীতা ৬:৫-৭; ১০:৭; ২৫-৩০; হিতো ৩০:৪)। মার্ক তাঁর সুসমাচারের শুরুতেই (১:১) এই

প্রশ্নের আলোকে খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ও তাঁর ঈশ্বরত্বের উপর প্রেরিতদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। এখানে প্রকৃতির শক্তির উপরে যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গীয় কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। তাঁর আসল মানবীয় স্বভাবও প্রকাশ পায় তাঁর ঘৃমানোর বর্ণনায়। কেউ কেউ এটিকে মণ্ডলীতে অত্যাচার ও নিপীড়নের কালে যীশুর উপর নির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা অর্থে ব্যাখ্যা করেন।

### মার্ক ৪ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

একটি নৌকায় বসে গালীল সাগরের তীরে থাকা লোকদেরকে প্রভু যীশু অনেক দৃষ্টান্তমূলক গল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন, যেমন— চাষীর বীজ বোনার গল্প (মার্ক ৪:১-৯)। ব্যক্তিগতভাবে যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন তিনি দৃষ্টান্তমূলক গল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন (মার্ক ৪:১০-১২)। তারপর তিনি চাষীর বীজ বোনার গল্পটির অর্থ তুলে ধরেছিলেন (মার্ক ৪:১৩-২০)। এছাড়াও মার্ক তাঁর সুখবরে আরও বেশ কিছু সংখ্যক দৃষ্টান্তমূলক গল্প তুলে ধরার প্রয়াস পান: বাতির গল্প (মার্ক ৪:২১-২৫), বাড়ন্ত বীজের গল্প (মার্ক ৪:২৬-২৯) এবং সরষে দানার গল্প (মার্ক ৪:২১-২৫)। প্রভু যীশু লোকদেরকে এই গল্পগুলোর প্রতি মনযোগ দেয়ার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি এই গল্পগুলোর অর্থ তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছিলেন (মার্ক ৪:৯, ২৩-২৫, ৩৩-৩৪)। সন্ধ্যায় যখন তাঁরা গালীল সাগর পাড়ি দিচ্ছিলেন, তখন প্রভু যীশু সাগরের ঝোড়ো বাতাস এবং ঢেউকে শান্ত করেছিলেন, যা ছিল তাঁর শিষ্যদের কাছে হতবাক হওয়ার মত বিষয় (মার্ক ৪:৩৫-৪১)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তমূলক গল্পগুলোর উদ্দেশ্য এবং যখন কথা শোনার সুযোগ দেয়া হয়, তখন তা শোনার গুরুত্ব। এছাড়া, ভয় ও বিশ্বাসের যে বিপরীতমুখী অবস্থা তৈরি হয় সেই অবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে।

### মার্ক ৪ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যীশু কোথায় বসে থেকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন? (১ পদ)
২. তিনি কিভাবে তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন? (২ পদ)



মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

৩. যীশু তাঁর গল্পের মধ্যে যে ৪ প্রকারের মাটির কথা বলেছিলেন সেগুলোর নাম বলুন। (৪,৮ পদ)
৪. প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তের ফলাফল কি ছিল? (৪,৮ পদ)
৫. বীজ কিসের প্রতিকল্প? (১৪ পদ)
৬. ভাল জমিতে বোনা বীজ কারা? (২০ পদ)
৭. বীজ কেমন করে বেড়ে উঠে তা কি চাষী জানেন? (২৭ পদ)
৮. ঈশ্বরের রাজ্য কিভাবে সর্ষে-দানার মত? (৩১,৩২ পদ)
৯. যীশু কাদের তাঁর গল্পের অর্থ বুঝিয়ে দিতেন? (৩৪ পদ)
১০. বাড়ের সময় যীশু কোথায় ছিলেন? (৩৮ পদ)
১১. শিষ্যেরা তাঁকে কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন? (৩৮ পদ)
১২. যীশু কি করেছিলেন? (৩৯ পদ)
১৩. শিষ্যদের উপর এই আশ্চর্য কাজের প্রভাব কেমন ছিল? (৪১ পদ)

আজই আপনার মণ্ডলীর বাইবেল স্টাডি গ্রুপের কপির জন্য  
যোগাযোগ করুন এই ০১৭১৪০৭৫৭৪২ নম্বরে।



## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

### এক জন মন্দ-আত্মা পাওয়া লোককে সুস্থ করা

৫:১ পরে তাঁরা সমুদ্রের ওপারে গেরাসেনীদের দেশে উপস্থিত হলেন। ২ তিনি নৌকা থেকে বের হলে তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি কবর-স্থান থেকে তাঁর সম্মুখে আসল, তাকে অশুচি আত্মায় পেয়েছিল। ৩ সে কবরের মধ্যে বাস করতো এবং কেউ তাকে শিকল দিয়েও আর বেঁধে রাখতে পারতো না। ৪ কেননা লোকে বার বার তাকে বেড়ী ও শিকল দিয়ে বাঁধতো, কিন্তু সে শিকল ছিঁড়ে ফেলতো এবং বেড়ী ভেঙ্গে খণ্ডবিখণ্ড করতো; কেউ তাকে বশ করতে পারতো না। ৫ আর সে দিনরাত সব সময় কবরে ও পর্বতে থেকে চিৎকার করতো এবং পাথর দিয়ে নিজেই নিজেকে আঘাত করতো। ৬ সে দূর থেকে যীশুকে দেখে দৌড়ে আসল, তাঁকে প্রণিপাত করলো এবং উচ্চরবে চৈঁচিয়ে বললো, ৭ হে যীশু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুত্র, আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আমি আপনাকে ঈশ্বরের দিব্য

[৫:২] মার্ক ৪:১; [৫:২] মার্ক ১:২৩; [৫:৭] দে: মথি ৮:২৯; [৫:৭] দে: মথি ৮:৩; লুক ১:৩২; ৬:৩৫; প্রেরি ১৬:১৭; ইব্রী ৭:১;

৫:১ সমুদ্রের ওপারে। গালীল সাগরের পূর্ব পার্শ্ব, যে অঞ্চলটি বহুলাংশে অযিহূদী অধ্যুষিত ছিল, সে কারণে এখানে বৃহৎ শূকরের পাল দেখা যায়, যে শূকরকে যিহূদীরা অশুচি মনে করতো এবং খাওয়ার অযোগ্য মনে করতো।

গেরাসেনীদের দেশ। গেরাসা অঞ্চল গালীল সাগর থেকে প্রায় ৩৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত, যা সমুদ্রের পূর্ব তীর ধরে বিস্তৃত ছিল। এর ছোট একটি গ্রাম এখন খেরসা নামে পরিচিত। এর প্রায় এক মাইল দক্ষিণে তীরের ৪০ গজের মধ্যে সুন্দর খাড়া ঢালু অঞ্চল রয়েছে এবং সেখান থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে রয়েছে গুহা-কবর, যা দরিদ্রদের বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হত। এই ঘটনায় মন্দ-আত্মার রাজ্যেও যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেখা যায়।

৫:৩ কবরের মধ্যে বাস করতো। একই গুহা মৃতদের কবর দেয়ার জন্য এবং জীবিতদের আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হওয়াতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। অনেক দরিদ্র জনগণ প্রায়শ এরূপ গুহায় বাস করতো।

৫:৪ লোকে বার বার তাকে বেড়ী ও শিকল দিয়ে বাঁধতো। যদিও সন্দেহ নেই যে, গ্রামবাসীরা তাদের নিজেদের রক্ষার জন্য তাকে

আংশিকভাবে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতো, তথাপি এই কঠোর ব্যবহার তাকে আরও বেশি ক্ষুব্ধ করে তুলতো।

৫:৫ সে চিৎকার করতো ... আঘাত করতো। কাহিনীর প্রত্যেকটি শব্দের মধ্য দিয়ে লোকটির করুণ অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে; মন্দ আত্মা স্বর্গীয় সাদৃশ্যকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে, যে সদৃশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

৫:৭ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুত্র। অযিহূদীদেরকে পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে এরূপ সম্বোধন প্রকাশ করতে দেখা যায় (আদি ১৪:১৮; যিশা ১৪:১৪; দানি ৩:২৬; প্রেরিত ১৬:১৭)। এ লোকটি যিহূদী নয়, কারণ হ্রদের ওপারে মিশ্র চরিত্রের লোক বাস করতো এবং যিহূদীরা শূকর পালতো না।

আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? এই কথার অর্থ হচ্ছে, “আমাদের কী মিল রয়েছে?” পুরাতন নিয়মে এই একই অভিব্যক্তি পাওয়া যায় (২ শম্ ১৬:১০; ১৯:২২), যেখানে এই কথার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে, “নিজের চরকায় তেল দাও”। মন্দ আত্মাটি এ কথা বলেছিল মন্দ আত্মাত্ত লোকটির কঠর ব্যবহার করে।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

দিচ্ছি, আমাকে যাতনা দেবেন না।<sup>৮</sup> কেননা তিনি তাকে বলেছিলেন, হে অশুচি আত্মা, এই ব্যক্তি থেকে বের হও।<sup>৯</sup> তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? উত্তরে সে বললো, আমার নাম বাহিনী,<sup>১০</sup> কারণ আমরা অনেকে আছি। পরে সে বিস্তর বিনতি করলো, যেন তিনি তাদেরকে সেই অঞ্চল থেকে পাঠিয়ে না দেন।<sup>১১</sup> সেই স্থানে পর্বতের পাশে একটি বড় শূকরের পাল চরছিল।<sup>১২</sup> আর তারা বিনতি করে বললো, ঐ শূকরগুলোর মধ্যে প্রবেশ করতে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন।<sup>১৩</sup> তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন সেই অশুচি আত্মারা বের হয়ে শূকরদের মধ্যে প্রবেশ করলো; তাতে সেই শূকর-পাল, কমবেশ দুই হাজার শূকর, মহাবেগে দৌড়ে ঢালু পাড় দিয়ে সাগরে গিয়ে পড়লো এবং সাগরে ডুবে মারা গেল।

<sup>১৪</sup> তখন যারা সেগুলোকে চরাচ্ছিল, তারা পালিয়ে গিয়ে নগরে ও গ্রামে গ্রামে গিয়ে সংবাদ দিল। তখন কি ঘটেছে তা দেখবার জন্য লোকেরা সেখানে আসল।<sup>১৫</sup> তারা যীশুর কাছে এসে দেখতে পেল যে, সেই মন্দ-আত্মায় পাওয়া ব্যক্তি, যাকে বাহিনীতে পেয়েছিল, সে কাপড় পরে সুস্থ মনে বসে আছে; তাতে তারা ভয় পেল।<sup>১৬</sup> আর ঐ মন্দ-আত্মায় পাওয়া লোকটির ও শূকর-পালের ঘটনা যারা দেখেছিল, তারা তাদেরকে সমস্ত বৃত্তান্ত

[৫:৯] পদ: ১৫; [৫:১৫] পদ: ৯; [৫:১৫] পদ: ১৬, ১৮; দে: মথি ৪:২৪;

আমি আপনাকে ... দেবেন না। মন্দ আত্মাটি ভেবেছিল যে, সে এখন শান্তি পেতে যাচ্ছে এবং এই কারণে সে এমন কঠিন শপথ দিয়েছে, যদিও ঈশ্বরের প্রতি তার আবেদন ছিল ব্যঙ্গোক্তিমূলক।

৫:৯ তোমার নাম কী? দু'টি কারণে এই প্রশ্ন করা হতে পারে: প্রথমত, প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে নাম জানার মধ্য দিয়ে বিপক্ষের উপরে নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করা হত। দ্বিতীয়ত, লোকটির আসল নাম জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যেন তাকে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বে ফিরিয়ে আনা যায়।

আমার নাম বাহিনী ... অনেকে আছি। রোমীয়দের একটি সৈন্যবাহিনী ৬ হাজার সৈন্য নিয়ে তৈরি হত। এখানে এই শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, লোকটি অসংখ্য মন্দ আত্মা দ্বারা আক্রান্ত এবং যখন তারা কোন মানুষের মধ্যে বাস করে তা তাকে আক্রমণ করে তখন সৈন্যবাহিনীর মতই তার শরীর-মন ও আত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করে।

৫:১০ সেই অঞ্চল থেকে পাঠিয়ে না দেন। মন্দ আত্মারা অনন্তকালীন শান্তি ভোগ করার ভয়ে

ভীত ছিল, অর্থাৎ তারা 'নরকে' যেতে ভয় করতো (লুক ৮:৩১)।

৫:১৫ সে কাপড় পরে সুস্থ মনে বসে আছে। মন্দ-আত্মায় আক্রান্ত লোকটির মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও ক্ষমতায় রূপান্তরের পূর্ণতা তিনটি বাক্যাংশ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। সে অশান্ত থাকার বদলে শান্তভাবে বসেছিল, উলঙ্গ থাকার পরিবর্তে কাপড় পরেছিল এবং হিংস্রতা প্রকাশের বদলে সুবোধ হয়েছিল। এরূপে যীশু খ্রীষ্ট মানুষের জীবন থেকে রাগ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ও অপবিত্রতার আত্মা বহিষ্কার করেছেন, তাদের আত্মিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করেছেন এবং পরিব্রাজকের পোশাকে তাদেরকে আচ্ছাদিত করেছেন।

৫:১৬ শূকর-পালের ঘটনা। মন্দ আত্মাগুলি লোকটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে শূকর-পালের ডুবে যাওয়ার ঘটনাটি আমাদেরকে চমৎকৃত করে, কারণ ঘটনাটি খুবই নাটকীয় ছিল। কিন্তু সেই শূকর-পালের মালিকের জন্য এটি যথেষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ ছিল। মন্দ আত্মাগুলির কাছে মন্দ আত্মা চলে যাওয়া নিশ্চিত করতে এবং তার বিশ্বাসের

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

বললো। <sup>১৭</sup> তখন তারা তাদের সীমানা থেকে প্রস্থান করতে তাঁকে বিনতি করতে লাগল। <sup>১৮</sup> পরে তিনি নৌকায় উঠলেন, এমন সময়ে যে ব্যক্তিকে মন্দ-আত্মায় পেয়েছিল, সে তাঁকে বিনতি করলো, যেন তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে। <sup>১৯</sup> কিন্তু তিনি তাকে অনুমতি দিলেন না, বরং বললেন, তুমি বাড়িতে তোমার আত্মীয়দের কাছে চলে যাও এবং প্রভু তোমার জন্য যে যে মহৎ কাজ করেছেন ও তোমার প্রতি যে করুণা করেছেন তা তাদেরকে জানও। <sup>২০</sup> তখন সে প্রস্থান করে, যীশু তার জন্য যে যে মহৎ কাজ করেছিলেন তা দিকাপলিতে প্রচার করতে লাগল; তাতে সকলেই আশ্চর্য জ্ঞান করলো।

### একটি মৃত বালিকা ও এক জন অসুস্থ স্ত্রীলোক

<sup>২১</sup> পরে যীশু যখন নৌকায় করে পুনরায় অন্য পারে গেলেন তখন তাঁর কাছে বিস্তর লোকের একত্রিত হল; তখন তিনি সমুদ্র-তীরে ছিলেন। <sup>২২</sup> আর সমাজের নেতাদের মধ্যে যারীর নামে এক জন এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ে পড়লেন, <sup>২৩</sup> এবং অনেক বিনতি করে বললেন, আমার মেয়েটি মারা যেতে বসেছে, আপনি এসে তার উপরে হাত রাখুন, যেন সে সুস্থ হয়ে বাঁচে। <sup>২৪</sup> তখন তিনি তাঁর সঙ্গে চললেন এবং অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চললো ও তাঁর উপরে চাপাচাপি করে পড়তে লাগল।

[৫:১৯] দে: মথি ৮:৪; [৫:২০] মথি ৪:২৫; মার্ক ৭:৩১; [৫:২১] মথি ৯:১; [৫:২১] মার্ক ৪:১; [৫:২২] পদ: ৩৫, ৩৬, ৩৮; লুক ১৩:১৪; থেরি ১৩:১৫; ১৮:৮, ১৭; [৫:২৩] মথি ১৯:১৩; মার্ক ৬:৫; ৭:৩২; ৮:২৩; ১৬:১৮; লুক ৪:৪০; ১৩:১৩; দে: থেরি ৬:৬;

নিশ্চয়তা দিতে যীশু খ্রীষ্ট এই কাজ করেছিলেন। একজন মানুষের জীবনকে সঠিক পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পশু উৎসর্গ করতে হতে পারে এবং এতে বিঘ্ন পাওয়ার কিছু নেই, কারণ বহু শূকরের চেয়ে একজন মানুষের জীবন অধিকতর মূল্যবান।

**৫:১৭ তাদের সীমানা থেকে ... বিনতি করতে লাগল।** আরও ক্ষতির ভয়ে তারা এমন প্রতিক্রিয়া করেছিল এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রতি এ ধরনের অভদ্র আচরণ করেছিল। তাদের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহের শক্তি কাজ করতে শুরু করেছিল, তা তারা অনুধাবন করতে পারে নি।

**৫:১৯ প্রভু তোমার জন্য ... তাদেরকে জানাও।** এর আগে একজন কুষ্ঠ রোগীকে নীরব থাকতে যীশু খ্রীষ্ট যেভাবে আদেশ দিয়েছিলেন, তার চাইতে এই ঘটনা একেবারেই ব্যতিক্রমী ছিল (১:৪৪; ৩:১২; মথি ৮:৪)। সম্ভবত এই মন্দ আত্মাশু লোকটির সুস্থকরণের ঘটনা অযিহুদী

এলাকায় হয়েছিল বলে সেখানে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার না হওয়ার সমূহ আশঙ্কা ছিল। **৫:২০ দিকাপলি।** দশ নগরী; দিকাপলি বলতে ফিলাডেলফিয়া, গেরাসা, পেলা, সাইথোপলিস, গাদারা, হিপ্পোস, দীয়ন, কেনাথ, রাফান, দামেস্ক— এই দশটি শহরকে বোঝানো হত (মথি ৪:২৫)।

**৫:২১ পুনরায় পারে গেলেন।** যীশু খ্রীষ্ট নৌকায় করে হ্রদের পশ্চিম পারে নয়তো বা কফরনাহুমে ফিরে যান।

**৫:২২ সমাজের নেতা।** সমাজ ঘরের পরিচালক; যার দায়িত্ব ছিল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, দালানকোঠা দেখাশুনা ও উপাসনা তদারকির মত কাজ। এর ব্যতিক্রমও ছিল (থেরিত ১৩:১৫)। অধিকাংশ সমাজ ঘরে কেবল একজন নেতা থাকতেন। অনেক সময় কেবল মাত্র সম্মানার্থে এই উপাধিটি দান করা হত, যাতে কোন প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পিত থাকত না।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

২৫ আর একজন স্ত্রীলোক বারো বছর থেকে প্রদর রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, ২৬ অনেক চিকিৎসকের দ্বারা অনেক কষ্ট ভোগ করেছিল এবং সর্বস্ব ব্যয় করেও কোনরূপ সুস্থ হয় নি, বরং আরও অসুস্থ হয়েছিল। ২৭ সে যীশুর বিষয় শুনে ভিড়ের মধ্যে তাঁর পিছনের দিকে এসে তাঁর কাপড় স্পর্শ করলো। ২৮ কেননা সে বললো, আমি যদি কেবল তাঁর কাপড় স্পর্শ করতে পারি, তবেই সুস্থ হবো। ২৯ আর তৎক্ষণাৎ তার রক্তশ্রাব শুকিয়ে গেল; আর সে যে ঐ রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে তা তার শরীরে টের পেল। ৩০ যীশু তৎক্ষণাৎ অন্তরে জানতে পেলেন যে, তাঁর মধ্য থেকে শক্তি বের হয়েছে, তাই ভিড়ের মধ্যে মুখ ফিরিয়ে বললেন, কে আমার কাপড় স্পর্শ করলো? ৩১ তাঁর শিষ্যরা বললেন, আপনি দেখছেন, লোকেরা আপনার উপরে চাপাচাপি করে পড়ছে, তবু বলছেন, কে আমাকে স্পর্শ করলো? ৩২ কিন্তু কে এই কাজ করেছিল, তাকে দেখবার জন্য তিনি চারদিকে দৃষ্টিপাত করলেন। ৩৩ তাতে সেই স্ত্রীলোকটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে, তার প্রতি কি করা হয়েছে জানাতে, তাঁর সম্মুখে উবুড় হয়ে পড়লো, আর সমস্ত সত্যি ঘটনা তাঁকে বললো। ৩৪ তখন তিনি তাকে বললেন, হে

[৫:২৫] লেবী ১৫:২৫-৩০; [৫:২৮] দে: মথি ৯:২০; [৫:২৯] পদ: ৩৪; [৫:৩০] লুক ৫:১৭; ৬:১৯; [৫:৩৪] দে: মথি ৯:২২; [৫:৩৪] দে: থেরি ১৫:৩৩;

৫:২৫ বারো বৎসর থেকে প্রদর রোগে আক্রান্ত। স্ত্রীলোকটির এই শারীরিক সমস্যার স্পষ্ট প্রকৃতি জানা যায় না। তবে হয়তো এটি ঋতুস্রাবের অসুবিধা, যার কারণে ধর্মীয়ভাবে সে ছিল অশুচি। এতে তার জীবন ছিল চরম দুর্দশাগ্রস্ত, কারণ মানুষের চোখে সে পরিত্যাজ্য ছিল, যেহেতু তার সংস্পর্শে আসলেই যে কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে অপবিত্র হয়ে পড়তো (লেবী ১৫:২৫-৩০)।

৫:২৬ অনেক চিকিৎসকের দ্বারা অনেক কষ্ট ভোগ করেছিল। যিহূদীদের তালমুদ গ্রন্থে এ ধরনের পীড়ার জন্য বহুবিধ ঔষধ ও ব্যবস্থা সম্বলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার নিয়মাবলী সংরক্ষণ করে রাখা আছে।

৫:২৮ আমি যদি ... তবেই সুস্থ হব। যদিও দৈহিক সংস্পর্শ দ্বারা সুস্থ করা প্রথা ছিল, তথাপি এভাবেই তার বিশ্বাসকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল (৩৪ পদ; থেরিত ১৯:১২)। প্রাচীন ধারণা মতে সুস্থকারীর রুমাল ও পোশাক (থেরিত ১৯:১২) এবং একইভাবে তার ছায়াও (থেরিত ৫:১৫) সুস্থকরণের ক্ষমতা ধারণ করে।

৫:৩০ তাঁর মধ্য থেকে শক্তি বের হয়েছে।

স্ত্রীলোকটি সুস্থ হয়েছিল, কারণ ঈশ্বর শক্তি যীশু খ্রীষ্টের মাঝে কার্যকর ছিল এবং সেই শক্তির সংস্পর্শে এসেই সে সুস্থ হয়ে উঠে।

কে আমার বস্ত্র স্পর্শ করলো? এই প্রশ্নের দিমুখী উদ্দেশ্য থাকতে পারে: প্রথমত, তিনি তথ্য আশা করেছিলেন, কারণ যদিও তিনি জানতেন বিশ্বাসের স্পর্শে সচেতন অবস্থায় তাঁর ভেতর থেকে ক্ষমতা বের হয়েছে, সেখানে অতিপ্রাকৃত জ্ঞান দেখানোর যুক্তি মুখ্য নয়। দ্বিতীয়ত, তিনি মহিলাটির প্রকাশ্য মন পরিবর্তন বা স্বীকারোক্তি চেয়েছিলেন (রোমীয় ১০:৯-১০)।

৫:৩১ লোকেরা ... চাপাচাপি করে পড়ছে। যীশু খ্রীষ্টকে চাপাচাপি করা এবং প্রকৃত প্রয়োজন ও তাঁর ক্ষমতা ও অনুগ্রহের প্রত্যয়ের মধ্যে বহু তফাৎ রয়েছে। হাজার হাজার লোক যীশু খ্রীষ্টের সাথে থাকলেও এ কথা সত্যি যে, মাত্র অল্প কয়েকজন তাঁকে সত্যিকার অর্থে স্পর্শ করেছিল বা স্পর্শ করতে চেয়েছিল।

৫:৩২ কে এই কাজ ... দৃষ্টিপাত করলেন। স্ত্রীলোকটির বিশ্বাসকে প্রকাশ্যে তুলে না ধরে এবং সে যে স্থায়ীভাবে সুস্থতা লাভ করেছে এই নিশ্চয়তা তাকে না দিয়ে, খ্রীষ্ট জনতার মধ্যে তাকে হারিয়ে যেতে দেন নি।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

কন্যে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা করলো, শান্তিতে চলে যাও ও তোমার রোগ থেকে মুক্ত থাক।

৩৫ তিনি এই কথা বলছেন, ইতোমধ্যে সমাজ-গৃহের নেতার বাড়ি থেকে লোক এসে বললো, আপনার কন্যার মৃত্যু হয়েছে, গুরুকে আর কেন কষ্ট দিচ্ছেন? ৩৬ কিন্তু যীশু সে কথা শুনতে পেয়ে সমাজ-গৃহের নেতাকে বললেন, ভয় করো না, কেবল বিশ্বাস কর। ৩৭ আর পিতর, যাকোব এবং যাকোবের ভাই যোহন, এই তিন জন ছাড়া তিনি আর কাউকেও তাঁর সঙ্গে যেতে দিলেন না। ৩৮ পরে তাঁরা সমাজের নেতার বাড়িতে আসলেন, আর তিনি দেখলেন, কোলাহল হচ্ছে, লোকেরা ভীষণ কান্নাকাটি ও বিলাপ করছে। ৩৯ তিনি ভিতরে গিয়ে তাদেরকে বললেন, তোমরা কোলাহল ও রোদন করছো কেন? বালিকাটি মারা যায় নি, ঘুমিয়ে রয়েছে। ৪০ এতে তারা তাঁকে উপহাস করলো; কিন্তু তিনি সকলকে বের করে দিয়ে, বালিকার পিতা-মাতাকে এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে যেখানে বালিকাটি ছিল সেখানে প্রবেশ করলেন। ৪১ পরে তিনি বালিকার হাত ধরে তাকে বললেন, টালিখা কুমী; অনুবাদ করলে এর অর্থ এই, বালিকা, তোমাকে বলছি, উঠ। ৪২ তাতে বালিকাটি তৎক্ষণাৎ উঠে বেড়াতে লাগল, কেননা তার বয়স বারো বছর ছিল। এতে তারা বড়ই বিস্ময়ে

[৫:৩৫] দে: পদ: ২২; [৫:৩৭] দে: মথি ৮:২১; [৫:৩৮] দে: পদ: ২২; [৫:৩৯] দে: মথি ৯:২৪; [৫:৪১] মার্ক ১:৩১; [৫:৪১] দে: লুক ৭:১৪;

৫:৩৪ মুক্ত থাক। “মুক্ত থাক” শব্দটির প্রকৃত গ্রীক অর্থ হল “উদ্ধার পাও”। এখানে জাগতিক সুস্থতা (তোমার যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হও) এবং আত্মিক পরিত্রাণ (শান্তিতে যাও) উভয়ই বোঝানো হয়েছে। মার্কের সুসমাচারে এই দু’টি বিষয় প্রায়শই এক সাথে দেখা যায় (২:১-১২; ৩:১-৬)। নতুন নিয়ম অনুসারে বিশ্বাস কোন সামান্য বস্তুগত অভিজ্ঞতা নয়, বরং এটি এক আত্মিক অভিজ্ঞতা, যা স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত ও সত্যায়িত হয়।

৫:৩৬ কেবল বিশ্বাস কর। এখানে অবিরত বিশ্বাস বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। যায়ীরকে এখানে কেবল একটি একক কাজে বিশ্বাস করার ব্যাপারে নয়, বরং সব সময় প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বাস ধরে রাখার কথা বলা হচ্ছে।

৫:৩৭ পিতর, যাকোব ... যোহন। এই তিনজন প্রেরিতর সাথে যীশু খ্রীষ্টের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল (প্রেরিত ৩:১)। তবে এমন নয় যে, তিনি তাঁদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতেন। প্রথমত,

তিনি তাঁর অধীনে বিশেষ দায়িত্বে তাঁদেরকে মনোনীত করেছিলেন; এবং দ্বিতীয়ত, তাঁরা অন্য সকল প্রেরিতর মধ্যে সবচেয়ে কর্মঠ এবং বাধ্য ছিলেন। এও হতে পারে যে, খ্রীষ্ট তাদের মধ্যে নেতৃত্বের বিশেষ গুণাবলী লক্ষ্য করেছিলেন। উল্লেখ্য, এই প্রথমবার খ্রীষ্ট শুধুমাত্র তাঁদেরকে কোন কাজে সাথে নিলেন। অন্য দু’বারের বিষয়ে দেখুন ৯:২ ও ১৪:৩৩ পদে।

৫:৩৮ লোকেরা ভীষণ কান্নাকাটি ও বিলাপ করছে। সে সময় কারও মৃত্যুর পর পেশাদার বিলাপকারীদের ভাড়া করে আনার প্রথা ছিল।

৫:৪১ টালিখা কুমী। মার্কই একমাত্র সুসমাচার লেখক, যিনি এখানে মূল অরামীয় ভাষার শব্দগুচ্ছটি রেখে দিয়েছেন। এটি ছিল প্রথম শতাব্দীর ইস্রায়েল দেশে ব্যবহৃত একটি ভাষা এবং সম্ভবত এ ভাষাতেই সাধারণত যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর প্রেরিতরা কথা বলতেন; তবে হয়তোবা কোন কোন সময় তাঁরা হিব্রু ও গ্রীকও বলতেন। এই ধরনের আরও কথার জন্য দেখুন

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

একেবারে চমৎকৃত হল। <sup>৪০</sup> পরে তিনি তাদেরকে এই দৃঢ় আদেশ দিলেন, যেন কেউ এই ঘটনার কথা জানতে না পারে, আর কন্যাটিকে কিছু আহার দিতে আদেশ করলেন।

[৫:৪৩] দে: মথি ৮:৪।

৩:১৭; ৭:১১,৩৪; ১৫:২২ পদ।

৫:৪৩ যেন কেউ ... জানতে না পারে। গালীল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যীশু খ্রীষ্ট যাদেরকে সুস্থ করেছেন, তাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশকেই তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যেন তাঁর আশ্চর্য কাজের কথা তারা কাউকে না বলে। তাঁর আশ্চর্য কাজের কথা দ্রুত জানাজানি হয়ে গেলে

লোকদের মধ্যে তাঁর মহা জনপ্রিয়তা এবং ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকে আসা ক্রমবর্ধমান বাধা-বিপত্তি তাঁর কর্মকাণ্ডে এক মহা সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারত এবং এতে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারত (১:৪৪; ৫:১৯; ৭:৩৬; ৮:২৬)।

#### মার্ক ৫ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

ঝড় থামানোর পর, প্রভু যীশু এবং তাঁর শিষ্যেরা যর্দন নদী ও গালীল সাগরের পূর্ব উপকূলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত গেরাসেনীদের উপকূলে নেমেছিলেন। (১) প্রভু যীশু এক জন মন্দ আত্মাবিশিষ্ট লোককে সুস্থ করেছিলেন, যার মধ্যে অসংখ্য মন্দ আত্মা দলবদ্ধ হয়ে বাস করতো এবং যেটি তাকে খুবই অত্যাচার করতো। আর লোকটির মধ্য থেকে যখন প্রভু যীশু মন্দ আত্মাদেরকে বের করেন ও সে সুস্থ হয়ে উঠে, তখন সেখানকার লোকজন প্রভু যীশুকে ঐ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। যাহোক তিনি লোকটির প্রতি যা করেছিলেন, সে দিকাপলির সব জায়গাতে গিয়ে প্রচার করেছিল। এরপর তাঁরা নৌকায় করে সাগরের অপর পাড়ে গিয়েছিলেন— যেখানে যীশু যায়ীর নামে সমাজ-ঘরের এক নেতার মৃত মেয়েকে জীবিত করে তুলেছিলেন (মার্ক ৫:২১-২৪, ৩৫-৪৩)। আর একই সাথে তিনি এক জন স্ত্রীলোককে সুস্থ করেছিলেন, যিনি বার বছর ধরে রক্তশ্রাব জনিত রোগে ভুগছিলেন (মার্ক ৫:২৫-৩৪)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— “সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুত্র” হিসেবে মন্দ আত্মার স্বীকৃতি। মন্দ আত্মায় পাওয়া লোকটিকে সুস্থ করে, তাকে কেন প্রভু যীশু তার প্রতি যা করেছিলেন, তা অন্যদেরকে বলতে বলেছিলেন এবং অন্যদিকে, যায়ীরের মৃত মেয়েকে জীবিত করার ঘটনাকে তিনি গোপন রাখতে বলেছিলেন।

#### মার্ক ৫ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. শিষ্যেরা যখন নৌকা থেকে নামলেন তখন কার সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল? (২ পদ)
২. যীশুকে দেখে এই লোকটি কি করলো? (৬ পদ)
৩. মন্দ আত্মাটির কি নাম ছিল? (৯ পদ)

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

৪. যখন মন্দ আত্মা শূকরের পালে গিয়ে ঢুকল সেগুলোর কি হল? (১৩ পদ)
৫. মন্দ আত্মা ছাড়ানোর পর সেই লোকটি দেখতে কেমন হল? (১৫ পদ)
৬. লোকটি যীশুর কাছে কি মিনতি করেছিল? তার প্রতি যীশুর জবাব কি ছিল? (১৮, ১৯ পদ)
৭. যায়ীর কেন যীশুর কাছে এসেছিলেন? (১৮, ১৯ পদ)
৮. যীশু কি করলেন? (২৪ পদ)
৯. বিশ্বাসের ফলে ভিড়ের মধ্যে স্ত্রীলোকটির কি হল? (২৫-২৯ পদ)
১০. যীশু তাঁকে কি বলেছিলেন? (৩৪ পদ)
১১. দারিদ্রতা বা হতাশা কি প্রভুর সাহায্য থেকে বিশ্বাসীকে দূরে রাখতে পারে? (গীতসংহিতা ৩৪:৬ পদ)
১২. মৃত বালিকাটির বাবার বিশ্বাস তাঁকে কি ফিরিয়ে দিয়েছিল? (৪১, ৪২ পদ)
১৩. বালিকাটিকে সুস্থ করার পর যীশু লোকদের কি করার আদেশ দিলেন? (৪৩ পদ)

### নিজের নগরের লোকেরা যীশু খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করে

৬<sup>১</sup> পরে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করে নিজের নগরে আসলেন এবং তাঁর শিষ্যরাও তাঁর পিছনে পিছনে চললেন। <sup>২</sup> বিশ্রামবার উপস্থিত হলে তিনি সমাজ-গৃহে উপদেশ দিতে লাগলেন; তাতে অনেক লোক তাঁর কথা শুনে চমৎকৃত হয়ে বললো, এই লোক কোথা থেকে এসব পেয়েছে? একে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে যে এরকম পরাক্রম-কার্যগুলো সম্পন্ন হয়, এই বা কি? <sup>৩</sup> এ কি সেই ছুতার মিস্ত্রি, মরিয়মের সেই পুত্র

[৬:১] দে: মথি ২:২৩; [৬:২] মার্ক ১:২১; [৬:২] দে: মথি ৪:২৩; [৬:২] দে: মথি ৭:২৮; [৬:৩] দে: মথি ১২:৪৬; [৬:৩] মথি ১১:৬; যোহন ৬:৬১;

৬:১ নিজের নগর। যদিও মার্ক সুনির্দিষ্টভাবে নাসরত নগরের নাম উল্লেখ করেন নি, তবুও এই নগরের কথাই বোঝানো হচ্ছে (১:৯)। এই ভ্রমণ এবং লূক ৪:১৬-৩০ পদে বর্ণিত ভ্রমণ এক নয়, কারণ তা এক বছর পূর্বে ঘটেছিল। যীশু খ্রীষ্ট এর আগে একাকী নাসরত ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি একজন রবি হিসেবে তাঁর প্রেরিতদের নিয়ে ফিরছেন।

৬:২ কোথা থেকে এসব পেয়েছে? তাঁর প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তারা এর স্বর্গীয় উৎস নিয়ে প্রশ্ন করেছিল। তাদের জিজ্ঞাসার অর্থ এই— যদি তাঁর অতি-

প্রাকৃত ক্ষমতা ঈশ্বর থেকে না আসে, তবে তা শয়তান থেকে এসেছে। এটি হচ্ছে বিশ্বাসহীনতার মূল বিষয়, যা ঈশ্বরের উপস্থিতি ও প্রতাপের প্রমাণকে একগুঁয়েভাবে প্রত্যাখ্যান করে। যদিও ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তথাপি তিনি যখন-তখন মানুষের ভ্রষ্টতার কারণে তাদের উপরে আঘাত হানেন না।

৬:৩ ছুতার মিস্ত্রি। মথিতে যীশু খ্রীষ্টকে “ছুতার মিস্ত্রির পুত্র” বলা হয়েছিল (মথি ১৩: ৫৫)। কেবলমাত্র মার্ক স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টকেই কাঠমিস্ত্রি হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই গ্রীক শব্দটি রাজমিস্ত্রী বা কামারকেও বোঝায়, কিন্তু এখানে



### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

নয়? যাকোব, যোষি, যিহূদা ও শিমোনের ভাই নয়? এর বোনেরা কি এখানে আমাদের মধ্যে নেই? এভাবে তারা তাঁর বিষয়ে মনে বাধা পেতে লাগল।<sup>৪</sup> তখন যীশু তাদেরকে বললেন, নিজের দেশ ও আত্মীয়-স্বজন এবং নিজের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও ভাববাদীরা অসম্মানিত হন না।<sup>৫</sup> তখন তিনি সেই স্থানে আর কোন পরাক্রম-কার্য করতে পারলেন না, কেবল কয়েক জন রোগগ্রস্ত লোকের উপরে হাত রেখে তাদেরকে সুস্থ করলেন।<sup>৬</sup> আর তিনি তাদের বিশ্বাস না আনার দরুন আশ্চর্য জ্ঞান করলেন।

পরে তিনি চারদিকে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে উপদেশ দিলেন।

#### বারো জন শিষ্যকে প্রচারে প্রেরণ

<sup>৭</sup> আর তিনি সেই বারো জনকে ডেকে দু'জন দু'জন করে তাঁদেরকে প্রেরণ করতে আরম্ভ করলেন এবং তাদেরকে অশুচি-আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দান করলেন।<sup>৮</sup> তিনি তাদের আদেশ করলেন, তোমরা যাত্রার জন্য একটি করে লাঠি ছাড়া আর কিছু নিও না, রুটিও না, ঝুলিও না, থলিতে পয়সাও না; <sup>৯</sup> কিন্তু পায়ে জুতা দাও, আর দু'টা জামা গায়ে দিও না।<sup>১০</sup> তিনি তাদেরকে আরও বললেন, তোমরা যে কোন স্থানে যে বাড়িতে প্রবেশ করবে, সেই স্থান থেকে প্রস্থান করা পর্যন্ত সেই গৃহেই থেকো।<sup>১১</sup> আর যদি কোন স্থানের

[৬:৪] লুক ৪:২৪; যোহন ৪:৪৪; [৬:৫] দে: মার্ক ৫:২৩; [৬:৬] মথি ৯:৩৫; মার্ক ১:৩৯; লুক ১৩:২২; [৬:৭] মার্ক ৩:১৩; [৬:৭] দ্বি:বি ১৭:৬; লুক ১০:১; [৬:৭] দে: মথি ১০:১; [৬:১১] দে: মথি ১০:১৪;

কাঠমিড্রিই এর স্বাভাবিক অর্থ মনে হয়।

যাকোব, যোষি, যিহূদা ও শিমোনের ভাই। যাকোব পরবর্তীতে যিরূশালেম মণ্ডলীর প্রধান পুরোহিত হয়েছিলেন (প্রেরিত ১৫:১৩; গালা ২:৯,১২) এবং তিনিই যাকোব পত্রের লেখক। এহূদা হলেন যিহূদা পত্রের লেখক। খ্রীষ্টের অন্যান্য ভাই ও বোনদের সম্পর্কে অল্পই জানা যায় (লুক ৮:১৯)।

তারা তাঁর বিষয়ে বিশ্বাস পেতে লাগল। তারা এ কথা বিশ্বাস করার কোন কারণ দেখল না যে, তিনি তাদের থেকে আলাদা বা তিনি ঈশ্বর কর্তৃক বিশেষভাবে অভিষেকপ্রাপ্ত।

৬:৫ তিনি সেই স্থানে ... পারলেন না। এ কথাটি বলা হচ্ছে এ জন্য নয় যে, নাসরতে কোন আশ্চর্য কাজ করার ক্ষমতা যীশু খ্রীষ্টের ছিল না, কিন্তু এরূপ বিশ্বাসহীনতার মাঝে তিনি আশ্চর্য কাজ না করতে চাইলেন না (৬ পদ)।

৬:৭ দু'জন দু'জন করে। দু'জন দু'জন করে প্রচার করতে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে একাধিক সাক্ষীর উপস্থিতিতে সাক্ষ্যদানের বিশ্বাস যোগ্যতাকে দাঁড় করানো (দ্বি:বি: ১৭:৬) এবং

তাদের প্রশিক্ষণ কালে পারস্পরিক সমর্থন যোগানো। এই প্রচার-যাত্রার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যত প্রেরিতদের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করানো। অন্য দিকে যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতা যে তাঁর উপস্থিতিরও বাইরে প্রসারিত এবং এমনকি তাদের কাছেও হস্তান্তর করা যায়, তা দেখানো। ঈশ্বর তাদের প্রয়োজন যোগাতে পারেন এবং একই সাথে তাদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালনের মত যোগ্যতা এবং কর্তৃত্ব দান করতে পারেন।

৬:৮ রুটিও না, ঝুলিও না, থলিতে পয়সাও না। প্রচারকারীদেরকে সম্পূর্ণরূপে সেই সমস্ত মানুষের আর্থিত্যতার উপর নির্ভর করতে হত, যাদের কাছে তাঁরা সাক্ষ্য দিতেন ও প্রচার করতেন (পদ ১০)।

৬:৯ দু'টা জামা গায়ে দিও না। রাতে ঠাণ্ডা বাতাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আবরণ হিসেবে অতিরিক্ত জামা পরতে হত। এখানে এই কথা বোঝানো হচ্ছে যে, প্রেরিতদেরকে প্রতি রাতে থাকার ব্যবস্থার জন্যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হবে।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

লোকেরা তোমাদেরকে গ্রহণ না করে এবং তোমাদের কথাও না শুনে, তবে সেখান থেকে প্রস্থান করার সময় তাদের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যের জন্য নিজ নিজ পায়ের ধূলা ঝেড়ে ফেলো।<sup>১২</sup> পরে তাঁরা প্রস্থান করে প্রচার করতে লাগলেন যেন, লোকেরা মন ফিরায়ে।<sup>১৩</sup> আর তাঁরা অনেক মন্দ-আত্মা ছাড়ালেন ও অনেক অসুস্থ লোকের মাথায় তেল দিয়ে তাদেরকে সুস্থ করলেন।

### বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মৃত্যুবরণ

<sup>১৪</sup> আর রাজা হেরোদ তাঁর কথা শুনেতে পেলেন, কেননা তাঁর নাম প্রসিদ্ধ হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, বাপ্তিস্মদাতা যোহন মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন, আর সেজন্য পরাক্রমগুলো তাঁতে কাজ করে চলেছে।<sup>১৫</sup> কিন্তু কেউ কেউ বললো, উনি এলিয় এবং কেউ কেউ বললো, উনি এক জন ভাববাদী, ভাববাদীদের মধ্যে কোন এক জনের মত।<sup>১৬</sup> কিন্তু হেরোদ তাঁর কথা শুনে বললেন, আমি যে যোহনের মাথা কেটে ফেলেছি, তিনিই জীবিত হয়ে উঠেছেন।

<sup>১৭</sup> কারণ হেরোদ আপন ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্য নিজেই লোক পাঠিয়ে যোহনকে ধরে কারাগারে বন্দী করেছিলেন, কেননা তিনি হেরোদিয়াকে বিয়ে করেছিলেন।

[৬:১২] লুক ৯:৬; [৬:১৩] দে: যাকোব ৫:১৪; [৬:১৪] দে: মথি ৩:১; [৬:১৫] মালা ৪:৫; [৬:১৫] দে: মথি ২১:১১; [৬:১৫] মথি ১৬:১৪; মার্ক ৮:২৮; [৬:১৭] মথি ৪:১২; ১১:২; লুক ৩:১৯, ২০;

৬:১১ নিজ নিজ পায়ের ধূলা ঝেড়ে ফেলো। এখানে ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ করা হয় নি; এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তাদের চিন্তা জঘাত হয় এবং তারা নিজেরা মন পরিবর্তন করে (মথি ১০:১৪)। কিন্তু যারা মন পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করে না তাদের প্রতি এটি ছিল ধিক্কার দেয়ার চিহ্ন (প্রেরিত ১৩:৫১)।

৬:১২-১৩ প্রচার করতে লাগলেন ... মন্দ আত্মা ছাড়ালেন। এ কাজ যীশু খ্রীষ্টের নামে প্রেরিতদের নিজেদের পরিচর্যা কাজের আরম্ভকে তুলে ধরছে (৩:১৪-১৫) এবং তাঁদের বার্তা সুস্পষ্টভাবে তাঁর মত একই (১:১৫)।

৬:১৩ মাথায় তেল দিয়ে সুস্থ করলেন। প্রাচীন কালে জলপাই তেল ঔষধ হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত (যিশা ১:৬; লুক ১০:৩৪; যাকোব ৫:১৪)।

৬:১৪ রাজা হেরোদ। মার্ক হয়তোবা সহজভাবে হেরোদের জনপ্রিয় উপাধিটি ব্যবহার করছেন (মথি ১৪:১)। হেরোদ আন্তিপাস, গালীল ও পেরেয়ার শাসনকর্তা (৪ খ্রীঃপূঃ থেকে ৩৯

খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন। তবে সেই সময় তিনি আসলে কোন রাজা ছিলেন না, কিন্তু তাঁর প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য “রাজা” শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে।

৬:১৫ উনি এলিয়। যে ভাববাদী খ্রীষ্টের জন্য পথ প্রস্তুত করতে খ্রীষ্টের আগে ফিরে আসবেন বলে যিহূদীরা আশা করতো (মালাখি ৪:৫-৬)। যীশু কে, এ প্রশ্নের উত্তরে প্রেরিতরা পরে এই একই কথা বলেছিলেন (৮:২৮; মথি ১৬:১৪; লুক ৯: ১৯)। দেখুন, মালাখি ৪:৫।

৬:১৬ বাপ্তিস্মদাতা যোহনের ... জীবিত হয়ে উঠেছেন। হেরোদ ব্যাকুল বিবেকে তাড়িত হয়ে এবং কুসংস্কারের মোহে পড়ে ভয় পাচ্ছিলেন যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাঁকে ভূত হয়ে দেখা দিতে ফিরে এসেছেন।

৬:১৭ বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে ... বন্দী করেছিলেন। যোসেফাস বলেন যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে মরু সাগরের পূর্ব পাশে পেরিয়ার রক্ষাদুর্গ মাহেরাসে কারাবদ্ধ করা হয়েছিল (১:১৪; লুক ৩:১৯- ২০)।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

<sup>১৮</sup> কারণ যোহন হেরোদকে বলেছিলেন, ভাইয়ের স্ত্রীকে রাখা আপনার উচিত নয়। <sup>১৯</sup> আর হেরোদিয়া তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয়ে উঠে নি, <sup>২০</sup> কারণ হেরোদ যোহনকে ধার্মিক ও পবিত্র লোক জেনে ভয় করতেন ও তাঁকে রক্ষা করতেন। আর তাঁর কথা শুনে তিনি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলেও তাঁর কথা শুনতে ভালবাসতেন। <sup>২১</sup> পরে এক সুবিধার দিন উপস্থিত হল, যখন হেরোদ তাঁর জন্মদিনে তাঁর বড় বড় রাজ-কর্মচারীদের, সেনাপতিদের এবং গালীলের প্রধান লোকদের জন্য এক রাতে ভোজ প্রস্তুত করলেন; <sup>২২</sup> আর হেরোদিয়ার কন্যা ভিতরে এসে ও নেচে হেরোদ এবং য়ারা তাঁর সঙ্গে ভোজে বসেছিলেন, তাঁদের সম্মুখে করলো। তাতে রাজা সেই কন্যাকে বললেন, তোমার যা ইচ্ছা হয়, আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব। <sup>২৩</sup> আর তিনি শপথ করে তাকে বললেন, অর্ধেক রাজ্য পর্যন্ত হোক, আমার কাছে যা চাইবে, তা-ই তোমাকে দেব। <sup>২৪</sup> তাতে সে বাইরে গিয়ে তার মাকে জিজ্ঞাসা করলো, কি চাইব? সে বললো, বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথা। <sup>২৫</sup> সে তৎক্ষণাৎ রাজার কাছে এসে তা চাইল, বললো, আমি ইচ্ছা করি যে, আপনি এখনই বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথা খালায় করে আমাকে দিন। <sup>২৬</sup> তখন রাজা অতিশয় দুঃখিত হলেও তাঁর শপথের জন্য এবং যারা ভোজে বসেছিল, তাদের ভয়ে, তাকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন না। <sup>২৭</sup> আর রাজা তৎক্ষণাৎ এক জন সেনাকে পাঠিয়ে যোহনের মাথা আনতে আদেশ করলেন; সে কারাগারে গিয়ে তাঁর মাথা কেটে ফেললো, <sup>২৮</sup> পরে তাঁর মাথা খালায় করে এনে সেই কন্যাকে দিলে পর সে তা নিয়ে গিয়ে তার মাকে দিল। <sup>২৯</sup> এই সংবাদ পেয়ে তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে কবর দিল।

#### পাঁচ হাজার লোককে খাবার দান

<sup>৩০</sup> পরে প্রেরিতেরা যীশুর কাছে এসে একত্র হলেন; আর তাঁরা যা কিছু করেছিলেন ও যা কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন সমস্তই তাঁকে জানানো। <sup>৩১</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা

[৬:১৮] লেবী ১৮:১৬; ২০:২১; [৬:২০] দে: মথি ১১:৯; [৬:২১] ইষ্টের ১:৩; ২:১৮; [৬:২১] লূক ৩:১; [৬:২৩] ইষ্টের ৫:৩, ৬; ৭:২; [৬:৩০] মথি ১০:২; লূক ৯:১০; ১৭:৫; ২২:১৪; ২৪:১০; প্রেরি ১:২, ২৬; [৬:৩০] লূক ৯:১০; [৬:৩১]

হেরোদিয়া। মথি ১৪:৩ পদের নোট দেখুন।

ফিলিপ। মথি ১৪:৩ পদের নোট দেখুন।

৬:২২ হেরোদিয়ার কন্যা। মথি ১৪:৬ পদের নোট দেখুন।

৬:২৩ অর্ধেক রাজ্য পর্যন্ত হোক। উদারতার এক প্রবাদমূলক উক্তি, যা আক্ষরিকভাবে নেয়া যায় না (ইষ্টের ৫:৩-৬)। এখানে এই উদারতা উপলক্ষটির অনুকূলে ছিল এবং অতিথিদের অনুমোদন লাভ করেছিল।

৬:৩০ প্রেরিতেরা। মার্কের সুসমাচারে শব্দটি কেবল এখানে এবং ৩:১৪ পদে ব্যবহার হয়েছে। প্রেরিতেরা যীশু খ্রীষ্টের অনুমোদিত প্রতিনিধি (ইব্রী ৩:১)। নতুন নিয়মে শব্দটি

মাঝে মাঝে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে (যোহন ১৩:১৬ দেখুন, যেখানে গ্রীক *আপোস্টলোস*-এর অনুবাদ করা হয়েছে “সংবাদদাতা”)। শাব্দিক অর্থে: (১) বারোজনের একজন (৩:১৪), যা পৌলের বেলায়ও প্রয়োগ করা হয়েছে (রোমীয় ১:১)। (২) বার্ণবা (প্রেরিত ১৪:১৪), যীশু খ্রীষ্টের ভাই যাকোব (গালা ১:১৯), মন্তথিয়, যিনি যিহূদা ঈফুরিয়োতীয়ের স্থালাভিষিক্ত হয়েছিলেন (প্রেরিত ১:২৫-২৬) এবং সম্ভবত আন্দ্রনীক ও যুনিয় (রোমীয় ১৬:৭) সহ বৃহত্তর দলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাঁরা যা কিছু ... তাঁকে জানানো। কারণ তিনি

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

বিরলে একটি নির্জন স্থানে এসে কিছু কাল বিশ্রাম কর। কারণ অনেক লোক আসা যাওয়া করছিল, তাই তাঁদের আহার করবারও অবকাশ ছিল না। <sup>৩২</sup> পরে তাঁরা নৌকাযোগে বিরলে একটি নির্জন স্থানে যাত্রা করলেন। <sup>৩৩</sup> কিন্তু লোকে তাঁদেরকে যেতে দেখলো এবং অনেকে তাঁদেরকে চিনতে পারল, তাই সব নগর থেকে দৌড়ে তাঁদের আগেই সেখানে উপস্থিত হল। <sup>৩৪</sup> তখন যীশু বের হয়ে অনেক লোক দেখে তাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হলেন, কেননা তারা পালক-বিহীন মেয়ের পালের মত ছিল; আর তিনি তাদেরকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে লাগলেন।

<sup>৩৫</sup> পরে দিবা প্রায় অবসান হলে তাঁর শিষ্যরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, এটি নির্জন স্থান এবং বেলাও প্রায় শেষ হয়ে গেছে; <sup>৩৬</sup> এদেরকে বিদায় করুন, যেন এরা চারদিকে পাড়ায় পাড়ায় ও গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাদ্যদ্রব্য কিনতে পারে। <sup>৩৭</sup> কিন্তু উত্তরে তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরাই ওদেরকে আহার দাও। তাঁরা বললেন, আমরা গিয়ে কি দুই শত সিকির রুটি কিনে নিয়ে ওদেরকে খেতে দেব? <sup>৩৮</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের কাছে কয়খানা রুটি আছে? গিয়ে দেখ। তাঁরা দেখে বললেন, পাঁচখানা রুটি এবং দু'টি মাছ আছে। <sup>৩৯</sup> তখন তিনি সকলকে সবুজ ঘাসের উপরে দলে দলে বসিয়ে দিতে

মার্ক ৩:২০; [৬:৩২] পদ: ৪৫; দে: মার্ক ৪:৩৬; [৬:৩৪] দে: মথি ৯:৩৬; [৬:৩৭] ২রাজা ৪:৪২-৪৪; [৬:৩৮] মথি ১৫:৩৪; মার্ক ৮:৫;

তাঁদেরকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে দায়িত্ব দিয়ে- ছিলেন। তাঁরা গালীলে তৃতীয়বার প্রচার যাত্রার পর ফিরে আসছিলেন (১:৩৯)।

**৬:৩২ তাঁরা নৌকাযোগে ... যাত্রা করলেন।** যোহন জানান যে, তাঁরা গালীল সাগরের অপর পারে গিয়েছিলেন (যোহন ৬:১)। লুক আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলেন যে, তাঁরা বৈথূসৈদায় গিয়েছিলেন (লুক ৯:১০), যা উত্তর-পূর্ব তীরে ৫ হাজার লোককে খাওয়ানোর স্থানকে চিহ্নিত করে (৭:২৪)।

**৬:৩৩ তাঁদের আগেই সেখানে উপস্থিত হল।** সম্ভবত নৌকাটিকে বিপরীত থেকে আসা প্রবল বাতাসের ঝাপটা ধীরগতির করে ফেলেছিল, যে কারণে লোকেরা হ্রদের পার ধরে পায়ে হেঁটে নৌকাটির সামনে পৌছাতে পেরেছিল।

**৬:৩৪ পালকবিহীন ভেড়ার পালের মত।** উপযুক্ত নেতাবিহীন গরীব লোকদের বুঝাতে পবিত্র শাস্ত্রে এরকম বাক্যালঙ্কার অনেক স্থানেই ব্যবহার করা হয়েছে (গণনা ২৭:১৭; ১ রাজা ২২:১৭; ২ বংশা ১৮:১৬; যিহি ৩৪:৫, মথি ৯:৩৬)।

**৬:৩৬ নিজেদের জন্য খাদ্যদ্রব্য কিনতে পারে।**

প্রেরিতরা নিজেদের কথাই ভাবছিলেন, লোকদের কথা ভাবেন নি। তাঁরা আর সবার মত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং অসহিষ্ণু হয়ে গিয়েছিলেন (পদ ৩১)।

**৬:৩৭ তোমরাই ওদেরকে আহার দাও।** এ পদে “তোমরা” শব্দটিতে জোর দেয়া হয়েছে। এখানে জাগতিক ক্ষুধার কাছে আত্মিক ক্ষুধার পরাজয়কে তিরস্কার করা হয়েছে। যে সম্পদ আছে তা ব্যবহার করে অভাব দূর করা যায়, যদি প্রভুকে তা কাজে লাগানোর সুযোগ দেয়া হয়।

**দু'শো সিকি।** একজন লোকের আট মাসের মজুরি। এক দিনের কাজের স্বাভাবিক মজুরি ছিল ১ সিকি (মথি ২০:২), অর্থাৎ ২০০ সিকি উপার্জন করতে প্রায় আট মাস লাগবে। তৎকালীন নতুন নিয়মের সময়ে কেবল রোমীয় নয়, সেই সাথে গ্রীক, সিরীয় ও মিশরীয় মুদ্রার প্রচলন ছিল, যেগুলোর স্থানীয় মান ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

**৬:৩৯ সবুজ-ঘাস।** বসন্ত ঋতুর প্রথম দিকের বৃষ্টি বা শীতের শেষে গালীল সাগরের চারপাশে সবুজ ঘাস গজাতো।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

আদেশ করলেন।<sup>৪০</sup> তারা এক শত এক শত করে ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করে সারি সারি বসে গেল।<sup>৪১</sup> পরে তিনি সেই পাঁচখানি রুটি ও দু'টি মাছ নিয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে আশীর্বাদ করলেন এবং সেই রুটি কয়খানি ভেঙ্গে লোকদের সম্মুখে রাখার জন্য শিষ্যদেরকে দিতে লাগলেন; আর সেই দু'টি মাছও সকলকে ভাগ করে দিলেন।<sup>৪২</sup> তাতে সকলে আহার করে তৃপ্ত হল।

<sup>৪৩</sup> পরে তাঁরা গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা বারো ডালা এবং মাছও কিছু তুলে নিলেন।<sup>৪৪</sup> যারা সেই রুটি ভোজন করেছিল, তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই ছিল পাঁচ হাজার।

### জলের উপর হেঁটে যাওয়া

<sup>৪৫</sup> পরে তিনি তৎক্ষণাৎ শিষ্যদেরকে দৃঢ় ভাবে বলে দিলেন, যেন তাঁরা নৌকায় উঠে তাঁর আগে অন্য পারে বৈতসৈদার দিকে যান, আর ইতোমধ্যে তিনি লোকদেরকে বিদায়

[৬:৪১] দে: মথি ১৪:১৯; [৬:৪৫] পদ: ৩২; [৬:৪৫] দে: মথি ১১:২১;

৬:৪০ একশো একশো করে ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করে। প্রসঙ্গটি প্রান্তরে মোশির আবাস-তাবুর কথা মনে করিয়ে দেয় (যা৩ ১৮:২১)। এর মূল শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে “দল” বা “ছক” (পদ ৩৯)।

৬:৪১ সেই পাঁচখানি রুটি ও দু'টি মাছ নিয়ে। এখানে ভাষাটা যেন যীশু খ্রীষ্টের সেই প্রভুর ভোজ পালনের ভাষার মতই (১৪:২২): “রুটি নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন এবং তা টুকরা টুকরা করে প্রেরিতদের হাতে দিয়ে বললেন, নাও, এটা আমার দেহ”।

৬:৪২ সকলে আহার করে তৃপ্ত হল। যীশু খ্রীষ্ট নিজে যেহেতু ঈশ্বর হয়েও মাংসে মূর্তিমান হয়েছেন, সেহেতু তাঁর পক্ষে এ ধরনের আশ্চর্য কাজ সাধন করা কোন কষ্টসাধ্য বিষয় নয়। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যখন প্রকৃত মেঘপালক আসবেন, তখন প্রান্তর হয়ে পড়বে সমৃদ্ধ চারণভূমি, যেখানে মেঘদের একত্রিত করা হবে এবং খাওয়ানো হবে (যিহি ৩৪:২৩-৩১); আর এখানে খ্রীষ্ট প্রান্তরে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ভোজ খেয়েছেন (যিশা ২৫:৬-৯)। যীশু খ্রীষ্টই সেই মেঘপালক, যিনি আমাদের সকল অভাবে যুগিয়ে থাকেন যাতে আমাদের কিছুর অভাব না হয় (গীত ২৩:১)।

৬:৪৩ গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা বারো ডালা এবং কিছু

মাছ। যিহুদীরা রুটিকে ঈশ্বরের দানরূপে দেখতো এবং খাবারের সময় কোন গুঁড়াগাঁড়া মাটিতে পড়ে গেলে তা তুলে নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল; এই অবশিষ্ট অংশগুলো ছোট ঝুড়িতে সংগ্রহ করা হত। প্রেরিতদের প্রত্যেকে তাঁদের ঝুড়ি পূর্ণ করে ফিরেছিলেন (৮:৮; মথি ১৫:৩৭)।

৬:৪৪ পুরুষ। আক্ষরিকভাবে পুরুষদের কথা বোঝানো হয়েছে, যেভাবে চারটি সুসমাচারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মথি এ কথার সাথে “স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে ছাড়া” যুক্ত করে আরও স্পষ্ট করেছেন (মথি ১৪:২১)। শুধুমাত্র পুরুষ সংখ্যা ছিল ৫ হাজার, যা একাধারে বিস্ময়কর এবং অবিশ্বাস্য, কারণ কফরনাহূম ও বৈতসৈদার পার্শ্ববর্তী শহরগুলোর প্রত্যেকটিতে সম্ভবত কেবল ২ থেকে ৩ হাজার পুরুষের বসতি ছিল। এখান থেকেই আমরা যীশু খ্রীষ্টের তুলুল জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ধারণা করতে পারি।

৬:৪৫ তাঁর অগ্রে ... যান। লোকেরা জোরপূর্বক চাপাচাপি করে যীশু খ্রীষ্টকে তাদের রাজা বানাতে প্রস্তুত ছিল (যোহন ৬:১৪-১৫); সে কারণে খ্রীষ্ট লোকদের মনোযোগ লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে তাঁর প্রেরিতদের আগেই হ্রদের ওপারে পাঠালেন, আর এদিকে তিনি প্রার্থনা করার জন্য পর্বতে চলে গিয়েছিলেন।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

দিলেন। <sup>৪৬</sup> লোকদেরকে বিদায় করে তিনি প্রার্থনা করার জন্য পর্বতে চলে গেলেন।

<sup>৪৭</sup> যখন সন্ধ্যা হল, তখন নৌকাখানি সমুদ্রের মাঝখানে ছিল এবং তিনি স্থলে ছিলেন।

<sup>৪৮</sup> পরে সম্মুখ বাতাসের দরুন তাঁদের নৌকা বাইতে কষ্ট হচ্ছে দেখে, তিনি প্রায় রাতের চতুর্থ প্রহরে সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে আসলেন এবং তাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে উদ্যত হলেন। <sup>৪৯</sup> কিন্তু সমুদ্রের উপর দিয়ে তাঁকে হাঁটতে দেখে তাঁরা তাঁকে ভূত মনে করলেন, আর চৈচিয়ে উঠলেন; <sup>৫০</sup> কারণ সকলেই তাঁকে দেখেছিলেন ও ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন, তাঁদেরকে বললেন, সাহস কর, এই আমি, ভয় করো না। <sup>৫১</sup> পরে তিনি তাঁদের কাছে নৌকায় উঠলেন, আর বাতাস থেমে গেল; তাতে তাঁরা ভীষণ আশ্চর্য হলেন। <sup>৫২</sup> কেননা রুটির বিষয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন নি, তাঁদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল।

### গিনেষরৎ এলাকায় অনেককে সুস্থ করা

<sup>৫৩</sup> পরে তাঁরা পার হয়ে স্থলে, গিনেষরৎ প্রদেশে, এসে নৌকা লাগালেন। <sup>৫৪</sup> আর নৌকা থেকে বের হলে লোকেরা তৎক্ষণাৎ তাঁকে চিনতে পারল; <sup>৫৫</sup> তারা সমুদয় অঞ্চলে চারদিকে দৌড়াতে লাগল, আর অসুস্থ লোকদেরকে খাটের উপরে করে তিনি যে কোন স্থানে আছেন তা জেনে সেই স্থানে আনতে লাগল। <sup>৫৬</sup> আর গ্রামে, বা নগরে, বা পাড়ায়, যে

[৬:৪৬] দে: লুক ৩:২১; [৬:৪৯] লুক ২৪:৩৭; [৬:৫০] দে: মথি ১৪:২৭; [৬:৫১] পদ: ৩২; [৬:৫১] মার্ক ৪:৩৯; [৬:৫২] মার্ক ৮:১৭-২১; [৬:৫৩] যোহন ৬:২৪, ২৫; [৬:৫৬] দে: মথি ৯:২০।

**৬:৪৮ চতুর্থ প্রহর।** রাত ৩টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত সময়সীমা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, খ্রীষ্ট ঝড়ের শুরুতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রেরিতদের সাহায্য করেন নি। প্রেরিতরা কষ্ট করছিলেন এবং প্রার্থনা করছিলেন দেখে তিনি তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসলেন। আমরা বলতে পারি যে, তিনি তাঁদের বিশ্বাস পরীক্ষা করছিলেন (১৩:৩৫; মথি ১৪:২৫)।

**সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে।** প্রভুর মহিমাময় উপস্থিতি ও ক্ষমতার এক বিশেষ প্রদর্শন, যিনি সমুদ্রের উপরও রাজত্ব করেন (গীতা ৮৯:৯; যিশা ৫১:১০, ১৫; যির ৩১:৩৫)।

**৬:৪৯ ভূত।** যিহুদী কুসংস্কারে ধারণা করা হত যে, রাতের বেলায় ভূত বা মন্দ আত্মা মানুষকে বিনষ্ট করার জন্য বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। যীশু খ্রীষ্টকে জলের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে প্রেরিতরা আরও বেশি ভয় পেয়েছিলেন।

**৬:৫২ রুটির বিষয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন নি।** যদি তাঁরা ৫ হাজার লোককে খাওয়ানোর আশ্চর্য ঘটনাটি বুঝতেন, তাহলে তাঁরা জলের উপর

যীশু খ্রীষ্টের হাঁটা বা ঝড় থামানোতে বিস্ময়াভিভূত হতেন না।

**তাঁদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল।** প্রেরিতরা নিজেরাই যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বাধাদানকারীদের মত আচরণ করছিলেন, কারণ তাঁরা তাঁদের হৃদয় কঠিন করে রেখেছিলেন (৩:৫; ৮: ১৭-২১)। যাত্রাপুস্তকে ঈশ্বর পাঁচ বার ফরৌণের হৃদয় কঠিন করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে (যাত্রা ৪:২১; ৭:৩; ৯:১২; ১০:১, ২০, ২৭; ১১:১০; ১৪:৪, ৮; রোমীয় ৯:১৭-১৮)। অন্য পাঁচ বার ফরৌণ তাঁর নিজ হৃদয় কঠিন করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে (৭:১৩-১৪, ২২; ৮:১৫, ১৯, ৩২; ৯:৭, ৩৪-৩৫)। প্রথম পাঁচটি আঘাতের ক্ষেত্রে ফরৌণ নিজেই নিজের অন্তর কঠিন করেছেন। ষষ্ঠ আঘাত থেকে ঈশ্বর নিজে ফরৌণের মন কঠিন করেছেন (যাত্রা ৯:১২; রোমীয় ১:২৪-২৮)।

**৬:৫৩ গিনেষরৎ।** মথি ১৪:৩৪ পদের নোট দেখুন।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

কোন স্থানে তিনি প্রবেশ করলেন, সেই স্থানে তারা অসুস্থদেরকে বাজারে নিয়ে আসল এবং তাঁকে বিনতি করলো, যেন ওরা তাঁর কাপড়ের প্রান্তভাগটুকু স্পর্শ করতে পারে, আর যত লোক তাঁকে স্পর্শ করলো সকলেই সুস্থ হল।

৬:৫৬ তাঁর বস্ত্রের প্রান্তভাগটুকু স্পর্শ করতে ধর্মভীরু যিহুদীদের পোশাকের শেষ প্রান্তে থাকা পারে। সম্ভবত তা ছিল ঈশ্বর ও মোশির আইন- সুন্দর কারুকাজ (গণনা ১৫:৩৭-৪১; দ্বি.বি. কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশের জন্য ২২:১২; মথি ২৩:৫)।

#### মার্ক ৬ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু নাসরতে তাঁর নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন, যেখানের লোকজন শ্রোতা হিসেবে তাঁর কথায় মনোযোগ দেয় নি। কিন্তু তাই বলে তিনি থেমে থাকেন নি, তিনি সেখানকার আশে-পাশের গ্রামগুলোয় তাঁর শিক্ষা দেয়ার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন (মার্ক ৬:১-৬)। তারপর তিনি মন্দ আত্মা ছাড়ানোর এবং অসুস্থ লোকদেরকে সুস্থ করার ক্ষমতা দিয়ে তাঁর বারো জন শিষ্যকে পাঠিয়েছিলেন, পাপ থেকে মন পরিবর্তনের কথা প্রচারের জন্য তিনি তাঁদেরকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন (মার্ক ৬:৭-১৩)। আর ঐ সময় রাজা হেরোদ বাণ্ডিস্মদাতা যোহনের মাথা কেটে ফেলেছিলেন (মার্ক ৬:১৪-২৯)। আরোগ্যকারী এবং প্রচার বিষয়ক পরিচর্যার কাজ থেকে বারো জন শিষ্যের ফিরে আসার পর পরই প্রভু যীশু পাঁচটি রুটি ও দুইটি মাছ দিয়ে ৫০০০ বেশি লোককে খাইয়েছিলেন (মার্ক ৬:৩০-৪৪)। শিষ্যদেরকে গালীল সাগর পাড়ি দিয়ে বৈথসৈদা গ্রামের পথে পাঠিয়ে দিয়ে, যীশু একটি পাহাড়ে উঠে প্রার্থনা করেছিলেন। আর ঐ সময় তাঁরা যখন নৌকায় করে সাগর পাড়ি দিচ্ছিলেন, তখন প্রভু যীশু সাগরের জলের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের নৌকায় এসে উঠেছিলেন (মার্ক ৬:৪৫-৫২)। গিনেসবরৎ এলাকায় উপস্থিত হওয়ার পরে, যীশু যেখানে যেতেন, লোকেরা সেখানে তাদের অসুস্থ লোকদেরকে নিয়ে আসতেন। আর যত লোক তাঁকে স্পর্শ করতো, তারা সবাই সুস্থ হতো (মার্ক ৬:৫৩-৫৬)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল- নিজের শহর নাসরতে প্রভু যীশুর অভ্যর্থনা পান নি। তাঁর বারো জন শিষ্য এবং প্রভু যীশুর আরোগ্যকারী পরিচর্যার সফলতা দেখা যায়। এছাড়া, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহের বিষয়ে ঈশ্বরের সত্যকে প্রচারের জন্য বাণ্ডিস্মদাতা যোহনের সাহসিকতা প্রকাশ পেয়েছে।

#### মার্ক ৬ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. এরপর যীশু কোথায় গেলেন? (১ পদ)
২. তাঁর শিক্ষার প্রতি লোকদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? (২,৩ পদ)
৩. যীশু তাদের কি জবাব দিলেন? (৫ পদ)
৪. কেন যীশু সেখানে অতটা ফলপ্রসূ হলেন না? (৫,৬ পদ)

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

৫. যাত্রাপথের জন্য শিষ্যদের কি নিতে বলা হয়েছিল? (৮ পদ)
৬. যদি কেউ তাঁদের ভালোভাবে গ্রহণ না করে তবে তাঁরা কি করবে? (১১ পদ)
৭. শিষ্যেরা কি বিষয়ে প্রচার করতে লাগলেন? (১২ পদ)
৮. রাজা হেরোদ যীশুকে কে বলে মনে করেছিলেন? (১৪ পদ)
৯. অন্যদের মতামত কি ছিল? (১৫ পদ)
১০. কোন ঘটনার প্রেরিপেক্ষিতে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মৃত্যু হয়েছিল? (১৭-২৫ পদ)
১১. যোহনের বিষয়ে রাজা হেরদের নিজস্ব মতামত কি ছিল? (২০ পদ)
১২. কেন যীশু শিষ্যদের আলাদা হতে বলেছিলেন? (৩১ পদ)
১৩. কেন লোকদের প্রতি যীশুর মমতা হল? (৩৪ পদ)
১৪. পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানোর আশ্চর্য কাজটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (৩৮-৪৪ পদ)
১৫. কেন যীশু পর্বতের উপর উঠলেন? (৪৬ পদ)

### পূর্বপুরুষদের দেওয়া নিয়ম

৭<sup>১</sup> আর ফরীশীরা ও কয়েক জন ধর্ম-শিক্ষক যিরূশালেম থেকে এসে তাঁর কাছে একত্র হল।<sup>২</sup> তারা দেখলো যে, তাঁর কয়েক জন শিষ্য অশুচি অবস্থায় অর্থাৎ হাত না ধুয়ে আহার করছেন।<sup>৩</sup> ফরীশীরা ও যিহুদীরা সকলে প্রাচীনদের পরম্পরাগত নিয়ম মান্য করায় ভাল করে হাত না ধুয়ে আহার করে না।<sup>৪</sup> আর বাজার থেকে আসলে তারা স্নান না করে আহার করে না। এছাড়া তারা আরও অনেক বিষয় মানবার আদেশ পেয়েছে, যথা, ঘটি,

[৭:২] প্রেরি ১০:১৪, ২৮; ১১:৮; রোমী ১৪:১৪; [৭:৩] পদ: ৫, ৮, ৯, ১৩; লুক ১১:৩৮; [৭:৪] মথি ২৩:২৫; লুক ১১:৩৯;

৭:১ যিরূশালেম থেকে ... একত্র হল; যিরূশালেম থেকে সত্য-উদঘাটনকারী ধর্মীয় নেতাদের আরেকটি দলকে (৩:২২) গালীলে যীশু খ্রীষ্টের কর্মকাণ্ড অনুসন্ধান করতে পাঠানো হয়েছিল (২:১৬; মথি ২:৪)।

৭:৩ যিহুদীরা সকলে। কেউ কেউ এই কথাটিকে অতিরঞ্জন বলে থাকেন, যেহেতু যিহুদী নিয়ম অনুসারে যীশু খ্রীষ্টের সময়ে কেবল পুরোহিতদের জন্য এ ধরনের আনুষ্ঠানিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বাধ্যতামূলক ছিল। এছাড়া, সম্প্রতি আবিস্কৃত ডেড সী স্ক্রোলের আলোকে

বলা যায়, এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কোন রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে নয়, বরং আচারানুষ্ঠানিক অপবিত্রতা দূর করার উদ্দেশ্যে করা হত।

প্রাচীনদের পরম্পরাগত নিয়ম। যোহন ২:৬ পদের নোট দেখুন। প্রাচীনদের পরম্পরাগত নিয়ম বা বিধি-বিধান পালন করা বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত ছিল (পদ ৫; মথি ১৫:২)।

৭:৪ বাজার। মূলত এমন কোন স্থান, যেখানে গেলে যিহুদীরা অযিহুদীদের সংস্পর্শে আসতো, অথবা এমন যিহুদীদের সংস্পর্শে আসতো যারা আনুষ্ঠানিক আইন-কানুন পালন করতো না এবং



### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

ঘড়া ও ব্রোঞ্জের নানা পাত্র ইত্যাদি ধোয়া। ৫ পরে ফরীশীরা ও ধর্ম-শিক্ষকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার শিষ্যরা কেন প্রাচীনদের পরম্পরা-গত নিয়ম অনুসারে চলে না, কিন্তু অশুচি হাতে আহার করে? ৬ তিনি তাদেরকে বললেন, ভগুরা, যিশাইয় তোমাদের বিষয়ে সঠিক কথাই ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন, যেমন লেখা আছে,

“এই লোকেরা মুখেই আমার সম্মান করে,  
কিন্তু এদের অন্তঃকরণ আমার কাছ থেকে দূরে থাকে।

৭ এরা অনর্থক আমার উপাসনা করে,  
মানুষের আদেশমালা ধর্মসূত্র বলে শিক্ষা দেয়।”

৮ তোমরা ঈশ্বরের আদেশ ত্যাগ করে মানুষের পরম্পরাগত নিয়ম ধরে রয়েছে।

৯ তিনি তাদেরকে আরও বললেন, তোমাদের পরম্পরাগত নিয়ম পালনের জন্য তোমরা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করবার জন্য ভাল পথই তোমাদের আছে। ১০ কেননা মোশি বলেছেন, “তুমি তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সম্মান কর,” আর, “যে কেউ পিতার বা মাতার নিন্দা করে, তার প্রাণদণ্ড হোক।” ১১ কিন্তু তোমরা বলে থাক, মানুষ যদি পিতাকে কিম্বা মাতাকে বলে, ‘আমার কাছ থেকে যা দিয়ে তোমার উপকার হতে পারতো, তা কোর্বান, অর্থাৎ ঈশ্বরকে দেওয়া হয়েছে,’ ১২ তবে তোমরা তাকে পিতার বা মাতার

[৭:৫] দে: পদ: ৩; গালা ১:১৪; কল ২:৮; [৭:৬] যিশা ২৯:১৩; [৭:৮] দে: পদ: ৩; [৭:৯] দে: পদ: ৩; [৭:১০] যাত্রা ২০:১২; দ্বি:বি ৫:১৬; [৭:১০] যাত্রা ২১:১৭; লেবী ২০:৯; [৭:১১] মথি ২৩:১৬, ১৮;

এভাবে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে অপবিত্র হয়ে পড়তো।

৭:৬ যিশাইয় ... ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন। যিশাইয় তাঁর দিনের ধর্মীয় নেতাদের তিরস্কার করেছিলেন (যিশা ২৯:১৩)। যীশু খ্রীষ্ট প্রাচীনদের প্রচলিত নিয়মকে বর্ণনা করতে যিশাইয় ভাববাদীর “মানুষের মুখস্থ করা আদেশ”- এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করছেন (৭ পদ)।

৭:৮ ঈশ্বরের আদেশ ... মানুষের পরম্পরাগত নিয়ম। যীশু খ্রীষ্ট পরিস্কারভাবে দু’টির মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। ঈশ্বরের আদেশগুলো পুস্তকে পাওয়া যায় এবং তা বাধ্যতামূলক; কিন্তু প্রাচীনদের পরম্পরাগত প্রচলিত নিয়ম (৩ পদ) পবিত্র শাস্ত্র ভিত্তিক নয় এবং তাই কর্তৃত্বমূলক বা বাধ্যতামূলক নয়।

৭:১০ “তুমি তোমার ... প্রাণদণ্ড হোক”। এখানে পঞ্চম আদেশটি ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় রূপে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৭:১১ কোর্বান। হিব্রুতে বলা হয় ‘কর্বান’,

যার অর্থ নৈবেদ্য, উপহার বা উৎসর্গ। যিহুদীদের প্রথা অনুসারে একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন যিহুদী সন্তান আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশে মন্দিরে তার আয় উৎসর্গ করতে পারে, এর ফলে সে তার পিতামাতার ভরণপোষণ দেওয়া থেকে রেহাই পেয়ে যেত। এই ধরনের উৎসর্গ ছিল আইন-কানুন নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় পিতামাতার প্রতি তাদের ছেলেমেয়েদের একান্ত দায়িত্বকে পরোক্ষভাবে উপেক্ষা করার সহজ উপায়। আইন-কানুনের শিক্ষকরা মনে করতেন যে, উৎসর্গের শপথ করা বাধ্যতামূলক, এমনকি তড়িঘড়ি করে উচ্চারিত হলেও। এই উৎসর্গ অনেকগুলো প্রচলিত নিয়মের একটি, যা যিহুদী নিয়ম-কানুন সহজে গ্রহণ করেছে, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এই হিব্রু শব্দটির ব্যাখ্যা করার দ্বারা মার্ক প্রকাশ করেছেন যে, তিনি অযিহুদী পাঠকদের, সম্ভবত রোমীয়দের প্রতি প্রাথমিকভাবে এই সুসমাচার রচনা করেছিলেন।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

জন্য আর কিছুই করতে দাও না। <sup>১৩</sup> এভাবে তোমাদের পরম্পরাগত নিয়ম দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের বাক্য নিষ্ফল করছো; আর এই রকম অনেক কাজ করে থাক।

<sup>১৪</sup> পরে তিনি লোকদেরকে পুনরায় কাছে ডেকে বললেন, তোমরা সকলে আমার কথা শোন ও বুঝ। <sup>১৫</sup> মানুষের বাইরে এমন কিছুই নেই, যা তার ভিতরে গিয়ে তাকে অশুচি করতে পারে; <sup>১৬</sup> কিন্তু যা কিছু মানুষ থেকে বের হয়, সে সবই মানুষকে অশুচি করে।

<sup>১৭</sup> পরে তিনি লোকদের ছেড়ে বাড়ির ভিতরে আসলে পর তাঁর শিষ্যরা তাঁকে সেই দৃষ্টান্তটির অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। <sup>১৮</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরাও কি এমন অবোধ? তোমরা কি বোঝ না যে, যা কিছু বাইরে থেকে মানুষের ভিতরে যায়, তা তাকে অশুচি করতে পারে না? <sup>১৯</sup> তা তো তার অন্তরে প্রবেশ করে না, কিন্তু উদরে প্রবেশ করে এবং বহিঃস্থানে গিয়ে পড়ে। এই কথায় তিনি সমস্ত খাদ্যদ্রব্যকে শুচি বললেন। <sup>২০</sup> তিনি আরও বললেন, মানুষ থেকে যা বের হয়, তা-ই মানুষকে অশুচি করে। <sup>২১</sup> কেননা ভিতর থেকে, মানুষের অন্তঃকরণ থেকে, কুচিন্তা বের হয়— পতিতগমন, চৌর্যবৃত্তি, খুন, <sup>২২</sup> ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, ছল, লম্পটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অহংকার ও মূর্খতা; <sup>২৩</sup> এসব মন্দ বিষয় ভিতর থেকে বের হয় এবং মানুষকে অশুচি করে।

#### সুর-ফৈনীকীর স্ত্রীলোকটির বিশ্বাস

<sup>২৪</sup> পরে তিনি উঠে সেই স্থান থেকে সোর ও সীদোন অঞ্চলে গমন করলেন। আর তিনি

[৭:১৩] দে: ইব্রী ৪:১২; [৭:১৩] দে: পদ: ৩; [৭:১৭] মার্ক ৯:২৮; [৭:১৯] রোমী ১৪:১-১২; কল ২:১৬; ১তীম ৪:৩-৫; [৭:১৯] দে: প্রেরি ১০:১৫; [৭:২২] মথি ২০:১৫; [৭:২৪] দে: মথি ১১:২১;

৭:১৩ এরূপে ... নিষ্ফল করছো। আইন-কানুনের শিক্ষকরা কোরবান শপথের সমর্থনে গণনা ৩০:১-২ পদ থেকে সাহায্য নিতেন, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট বাইবেলের একটি শিক্ষা ব্যবহার করে অপরটি নিষ্ফল করার অভ্যাসকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করছেন। যিহূদী ধর্ম-শিক্ষকরা গণনা ৩০:১-২ পদের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করে এবং তারা এর আক্ষরিক ভাবধারায় চালিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আইন-কানুনের মূল অর্থ মুছে দেয়। ঈশ্বর কখনও এমন বাধ্যতা চান না যেখানে একটি আদেশ পালন করতে গিয়ে প্রতি অন্যটিকে নিষ্ফল করতে হয়।

৭:১৫-১৬ বাইরে এমন কিছুই ... অশুচি করতে পারে। ধর্মীয় প্রয়োগে এটি বৈপ্লবিক শিক্ষা এবং যুক্তিবাদের বন্দীত্ব থেকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীত্বকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে নির্দেশ করা হয়েছে। বাহ্যিক নয়, বরং অভ্যন্তরীণ অশুচিতা সমস্ত অশুচিতার উৎস। যীশু খ্রীষ্ট এখানে অন্তরের বিশুদ্ধতায়

জোর দিয়েছেন।

৭:১৯ সমস্ত খাদ্যদ্রব্যকে শুচি বললেন। মার্ক এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সুসমাচারের পাঠকদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের ঘোষণার তাৎপর্য দেখাতে সাহায্য করেছেন (প্রেরিত ১০:৯-১৬)।

৭:২০ মানুষ থেকে ... অশুচি করে। যীশু খ্রীষ্ট এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে যিহূদীদের কুসংস্কারকে দূর করে বলেছেন যে, অশুচিতা ও অপবিত্রতা মানুষের অন্তর থেকে আসে, বাহ্যিক নিয়ম লঙ্ঘন বা অন্য কোন বাহ্যিক বস্তু গ্রহণের মাধ্যমে নয়। ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা রক্ষা অপবিত্র হাত বা খাবার দ্বারা ব্যহত হয় না, বরং পাপ দ্বারা হয় (পদ ২১-২৩)।

৭:২৪ সোর। ফৈনীকীয়াতে অবস্থিত এক অযিহূদীদের নগর, বর্তমানে এটি আধুনিক লেবানন; তৎকালে এর অবস্থান ছিল গালীলের উত্তর-পূর্ব দিকে। কফরনাহূম থেকে প্রায় ৩০ মাইলের যাত্রা যীশু খ্রীষ্টকে সোরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নিয়ে এসেছিল।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

একটি বাড়িতে প্রবেশ করলেন, তিনি চাইলেন যেন কেউ জানতে না পারে তিনি কোথায় আছেন; কিন্তু গুপ্ত থাকতে পারলেন না। <sup>২৫</sup> কারণ তখনই এক জন স্ত্রীলোক, যার একটি মেয়ে ছিল, আর তাকে অশুচি আত্মায় পেয়েছিল, তাঁর বিষয় শুনতে পেয়ে এসে তাঁর পায়ে পড়লো। <sup>২৬</sup> স্ত্রীলোকটি গ্রীক, জাতিতে সুর-ফৈনীকী। সে তাঁর কাছে বিনতি করতে লাগল, যেন তিনি তার কন্যার মন্দ-আত্মা ছাড়িয়ে দেন। <sup>২৭</sup> তিনি তাকে বললেন, প্রথমে সম্ভানেরা তৃপ্ত হোক, কেননা সম্ভানদের খাদ্য নিয়ে কুকুরদের কাছে ফেলে দেওয়া ভাল নয়। <sup>২৮</sup> কিন্তু স্ত্রীলোকটি উত্তরে তাঁকে বললো, হ্যাঁ, প্রভু, আর কুকুরেরাও টেবিলের নিচে ছেলেদের খাদ্যের গুঁড়াগাঁড়া খায়। <sup>২৯</sup> তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার এই উত্তরের জন্য, এখন গিয়ে দেখবে, তোমার কন্যার মন্দ-আত্মা ছেড়ে গেছে। <sup>৩০</sup> পরে সে বাড়িতে গিয়ে দেখতে পেল, কন্যাটি বিছানায় শুয়ে আছে এবং মন্দ-আত্মা বের হয়ে গেছে।

#### এক জন বধির ও তোতলা লোককে সুস্থ করা

<sup>৩১</sup> পরে তিনি সোর অঞ্চল থেকে বের হলেন এবং সীদোন হয়ে দিকাপলি অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে গালীল-সাগরের কাছে আসলেন। <sup>৩২</sup> তখন লোকেরা এক জন বধির ও তোতলাকে তাঁর কাছে এনে তাঁকে তার উপরে হাত রাখতে বিনতি করলো। <sup>৩৩</sup> তিনি তাকে ভিড়ের মধ্য

[৭:২৫] দে: মথি ৪:২৪; [৭:৩১] পদ: ২৪; দে: মথি ১১:২১; [৭:৩১] দে: মথি ৪:১৮; [৭:৩১] মথি ৪:২৫; মার্ক ৫:২০; [৭:৩২] মথি ৯:৩২; লূক ১১:১৪; [৭:৩২] দে: মার্ক ৫:২৩; [৭:৩৩] মার্ক ৮:২৩;

যেন কেউ জানতে না পারে তিনি কোথায় আছেন। পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানোর পর থেকে (৬:৩০-৪৪) যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর প্রেরিতরা অধিকাংশ সময় গালীল প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গালীলে সমস্ত বাধা পরিহার করে চলা এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রেরিতদের শিক্ষা দেয়ার সুযোগকে নিশ্চিত করা (৯:৩০-৩১)। যে সব অঞ্চলে তিনি গিয়েছিলেন সেগুলো হচ্ছে:

১. গালীল সাগরের উত্তর-পূর্ব তীর (৬:৩০-৫৩),
  ২. ফৈনীকীয়া (৭:২৪-৩০),
  ৩. দিকাপলি (৭:৩১-৮:১০) এবং
  ৪. কৈসারিয়া-ফিলিপী (৮:২৭-৯:৩২)।
- ৭:২৬ গ্রীক। এখানে সম্ভবত “অযিহুদী” বোঝাতে এই কথা ব্যবহার করা হয়েছে।  
সুর-ফৈনীকী। সে সময়ে ফৈনীকীয়া প্রশাসনিক-ভাবে সিরিয়ার অধীনে ছিল। মার্ক সম্ভবত উত্তর আফ্রিকার লিবিয়-ফৈনীকীয় জাতি থেকে এই মহিলাকে আলাদা করে বুঝাতে এই পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

৭:২৭ সম্ভানদের খাদ্য ... ভাল নয়। মথি ১৫:২৬ পদের নোট দেখুন।

৭:২৮ হ্যাঁ, প্রভু। পুরো সুসমাচারে কেবল এই স্থানে যীশু খ্রীষ্টকে “প্রভু” বলে সম্বোধন করা হচ্ছে।

৭:৩১ সোর অঞ্চল ... কাছে আসলেন। স্পষ্টত যীশু খ্রীষ্ট সোর থেকে সীদোনের উত্তর দিকে গেলেন (প্রায় ২৫ মাইল) এবং তারপর গালীল সাগরের পূর্ব পার পর্যন্ত হেরোদ ফিলিপের এলাকা হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গেলেন। যাত্রাপথটি ছিল বৃত্তাকার, যেন গালীলে প্রবেশ করতে না হয়, যেখানে হেরোদ আন্তিপি ক্ষমতায় ছিলেন (৬:১৭-২৯) এবং যেখানে বহু লোক যীশু খ্রীষ্টকে জোর করে রাজা করতে চেয়েছিল (যোহন ৬: ১৪-১৫)। হেরোদ যীশু খ্রীষ্টের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করছিলেন (৬:১৪-১৬)।

দিকাপলি। মার্ক ৭:২৪ এবং মথি ৪:২৫ পদের নোট দেখুন।

৭:৩২ লোকেরা ... বিনতি করলো। সে অঞ্চলের লোকেরা যীশু খ্রীষ্টের কাছে আরেক

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

থেকে বিরলে এক পাশে এনে তার দুই কানে তাঁর আঙ্গুল দিলেন, থুথু ফেললেন ও তার জিহ্বা স্পর্শ করলেন। <sup>৩৪</sup> আর তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি করে দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে তাকে বললেন, ইপ্ফাথা, অর্থাৎ খুলে যাক। <sup>৩৫</sup> তাতে তার কান খুলে গেল, জিহ্বার বন্ধন মুক্ত হল, আর সে স্পষ্ট কথা বলতে লাগল। <sup>৩৬</sup> পরে তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন, তোমরা এই কথা কাউকেও বলো না; কিন্তু তিনি যত বারণ করলেন, ততই তারা গভীর আত্মহে আরও বেশি প্রচার করলো। <sup>৩৭</sup> আর তারা ভীষণ চমৎকৃত হয়ে বললো, ইনি সকলই উত্তমরূপে করেছেন, ইনি বধিরদেরকে শুনবার শক্তি এবং বোবাদেরকে কথা বলবার শক্তি দান করেন।

[৭:৩৪] মার্ক ৬:৪১; যোহন ১১:৪১; [৭:৩৪] মার্ক ৮:১২; [৭:৩৫] যিশা ৩৫:৫, ৬; [৭:৩৬] দে: মথি ৮:৪।

অসহায় রোগীকে নিয়ে আসে। সে পুরোপুরি বধির নয়, কিন্তু তোতলা ছিল।

৭:৩৩ বিরলে এক পাশে এনে। সম্ভবত বিশৃঙ্খলতা এবং অপ্রয়োজনীয় লোক-জানাজানি এড়াতে খ্রীষ্ট এই কাজ করেছিলেন (পদ ৩৬)।

থুথু ফেললেন। থুথুর ব্যবহার এখানে প্রতিষেধক নয়, বরং এর মধ্য দিয়ে লোকটির মধ্যে বিশ্বাস জাগ্রত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে (৮:২৩; যোহন ৯:৬)।

৭:৩৪ দীর্ঘ নিশ্বাস। উপরের দিকে তাকানো এবং দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করা বা আর্তস্বর করা প্রভুর অনুভূতি ও করুণার প্রকাশ এবং তাঁর মধ্যে মানবীয় আবেগের দৃষ্টান্ত, যা দেখাতে মার্ক

আগ্রহী ছিলেন।

ইপ্ফাথা। এটি অরামীয় শব্দ, যা মার্ক তাঁর অযিহুদী পাঠকদের জন্য অনুবাদও প্রকাশ করেন। এ শব্দটি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বোবা লোকটির মুখ খুলে যায়।

৭:৩৫ তার কান খুলে গেল ... বলতে লাগল। ঈশ্বর যখন তাঁর লোকদের মুক্ত করতে আসবেন, তখন যা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যীশু খ্রীষ্ট ঠিক তা-ই করছিলেন (যিশা ৩৫:৫-৬)।

৭:৩৬ তোমরা এই কথা কাউকেও বলো না। ১:৪৪; ৫:১৯,৪৩; মথি ৮:৪; ১৬:২০ পদের নোট দেখুন।

### মার্ক ৭ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

যিরুশালেম থেকে আসা ধর্মীয় নেতারা কিছু যিহুদী ঐতিহ্যগত নিয়ম-কানুন পালনে প্রভু যীশুর শিষ্যদের ব্যর্থতার বিষয়ে অভিযোগ তুলেছিলেন বলে তিনি ঐ সব নিয়ম-কানুন জনিত বিপদ এবং যা কিছু সত্যিকার অর্থে মানুষকে নৈতিকভাবে কলুষিত করে, তার বিরুদ্ধে সাবধান করেছিলেন (মার্ক ৭:১-২৩)। তারপর যীশু বৈথসৈদা ছেড়ে খুবই দ্রুত সোর ও সীদোন এলাকায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সেখানকার এক জন সুর-ফৈনীকীয় স্ত্রীলোকের মেয়েকে সুস্থ করেছিলেন (মার্ক ৭:২৪-৩০)। সেখান থেকে তিনি দিকাপলি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গালীল সাগরের কাছে পৌঁছেছিলেন, যেখানে তিনি এক জন বধির ও তোতলা লোককে সুস্থ করেছিলেন (মার্ক ৭:৩১-৩৭)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— ঐতিহ্যগত নিয়ম-কানুন জনিত বিপদ এবং মিথ্যে উপাসনা এবং যা সত্যিকার অর্থে নৈতিকভাবে কলুষিত করে সেই বিষয়ে প্রভুর যীশুর শিক্ষা দান।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

### মার্ক ৭ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. কোন বিষয়টি ফরীশীদের দুঃশ্চিন্তার কারণ ছিল? (২-৫ পদ)
২. তাঁদের অভিযোগের বিরুদ্ধে যীশু কি উত্তর দিয়েছিলেন? (৬ পদ)
৩. ঈশ্বরের আদেশ বাদ দিয়ে ফরীশীরা কি বেছে নিয়েছিলেন? (৮ পদ)
৪. ফরীশীদের পরম্পরাগত প্রথা পালনের ফলাফল কি ছিল? (১৩ পদ)
৫. কোন জিনিসটি একজন ব্যক্তিকে অশুচি করে? (১৫ পদ)
৬. কেন বাহ্যিক জিনিস মানুষকে অশুচি করতে পারে না? (১৯ পদ)
৭. এরপর যীশু কোথায় গেলেন? (২৪ পদ)
৮. যে স্ত্রী লোকটি তাঁর কাছে এসেছিল, তিনি কে ছিলেন? (২৬ পদ)
৯. কিসের সাথে যীশু ছেলেমেয়েদের রুটির উদাহরণটি সম্পর্কযুক্ত করেছেন? (২৭, ২৮ পদ)
১০. বয়রা ও তোতলা লোকটিকে সুস্থ করার ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (৩২-৩৫ পদ)

### চার হাজার লোককে খাবার দান

**৮**<sup>১</sup> সেই সময়ে যখন আবার লোকের ভিড় হল, আর তাদের কাছে কোন খাবার ছিল না, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে কাছে ডেকে বললেন, <sup>২</sup> এই লোকদের প্রতি আমার করুণা হচ্ছে; কেননা এরা আজ তিন দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে এবং এদের কাছে কোন খাবার নেই। <sup>৩</sup> আর আমি যদি এদেরকে অনাহারে বাড়িতে বিদায় করি, তবে এরা পথে মূর্ছা পড়বে; আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ দূর থেকে এসেছে। <sup>৪</sup> উত্তরে তাঁর শিষ্যরা বললেন, এখানে মরুভূমির মধ্যে কে কোথা থেকে রুটি দিয়ে এসব লোককে তৃপ্ত করতে

[৮:২] দে: মথি ৯:৩৬:

**৮:১-১০** যীশু খ্রীষ্ট চার হাজার লোককে খাবার দেন। যদিও এই বিবরণ ও ৬:৩৪-৪৪ পদের মধ্যে খুব বেশি সাদৃশ্য রয়েছে, তবুও এ দু'টো আলাদা ঘটনা; কারণ যীশু খ্রীষ্ট নিজেই দু'বার খাওয়ানোর কথা বলেছেন (১৮-২০ পদ)।

**৮:১** আবার লোকের ভিড় হল। দিকাপলিতে এ ঘটনা ঘটান পর থেকে (৭:৩১), সম্ভবত যিহূদী ও অযিহূদী উভয় সম্প্রদায় থেকে লোকেরা একত্রে তাঁর পিছনে পিছনে চলতো।

**৮:২** এই লোকদের প্রতি আমার করুণা হচ্ছে।

যীশু খ্রীষ্টের মমতা হচ্ছিল, কারণ সেই লোকেরা পালকবিহীন মেঘপালের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল (৬:৩৪)। এখন তাঁর করুণা হচ্ছে, কারণ তারা দীর্ঘ সময় ধরে কোন খাবার ছাড়া রয়েছে।

**৮:৪** এখানে মরুভূমির মধ্যে ... তৃপ্ত করতে পারবে? প্রেরিতদের প্রশ্ন তাঁদের অপরাধতা প্রকাশ করে এবং তাঁরা স্বীকার করেন যে, যীশু খ্রীষ্টই কেবল তাদের খাওয়াতে পারেন। তাঁরা ৫ হাজার লোককে খাওয়ানোর ঘটনা ভুলে যান নি (৬:৩৪-৪৪) এবং এই কারণে তাঁরা সহজেই

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

পারবে? <sup>৫</sup> তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে কয়খানা রুটি আছে? তাঁরা বললেন, সাতখানা। <sup>৬</sup> পরে তিনি লোকদেরকে ভূমিতে বসতে আদেশ করলেন এবং সেই সাতখানি রুটি নিয়ে ধন্যবাদপূর্বক ভেঙ্গে লোকদের সম্মুখে রাখার জন্য শিষ্যদেরকে দিতে লাগলেন; তাঁরা লোকদের সম্মুখে রাখলেন। <sup>৭</sup> তাঁদের কাছে কয়েকটি ছোট ছোট মাছও ছিল, তিনি আশীর্বাদ করে সেগুলোও লোকদের সম্মুখে রাখতে বললেন। <sup>৮</sup> তাতে লোকেরা আহার করে তৃপ্ত হল এবং তাঁরা অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া সাত বুড়ি তুলে নিলেন। <sup>৯</sup> সেখানে কমবেশ চার হাজার লোক ছিল; পরে তিনি তাদেরকে বিদায় করলেন। <sup>১০</sup> আর তখনই তিনি শিষ্যদের সঙ্গে নৌকায় উঠে দল্‌মনুখা প্রদেশে আসলেন।

#### লোকেরা চিহ্ন-কাজ দেখতে চায়

<sup>১১</sup> পরে ফরীশীরা বাইরে এসে তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদ করতে লাগল, পরীক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে আকাশ থেকে একটি চিহ্ন দেখতে চাইলো। <sup>১২</sup> তখন তিনি আত্মায় দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, এই কালের লোকেরা কেন চিহ্নের খোঁজ করে? আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, এই লোকদেরকে কোন চিহ্ন-কাজ দেখানো যাবে না। <sup>১৩</sup> পরে তিনি তাদেরকে ছেড়ে আবার নৌকায় উঠে অন্য পারে গেলেন।

#### শিষ্যদের সাবধান করা

<sup>১৪</sup> আর শিষ্যরা রুটি নিতে ভুলে গিয়েছিলেন, নৌকায় তাঁদের কাছে কেবল একখানি ছাড়া আর রুটি ছিল না। <sup>১৫</sup> পরে তিনি তাঁদেরকে আদেশ করলেন, সাবধান, তোমরা ফরীশীদের খামির বিষয়ে ও হেরোদের খামির বিষয়ে সাবধান থেকো। <sup>১৬</sup> তাতে তাঁরা

[৮:৭] মথি ১৪:১৯; [৮:৮] পদ: ২০; [৮:১১] দে: মথি ১২:৩৮; [৮:১২] মার্ক ৭:৩৪; [৮:১৫] ১করি ৫:৬-৮; [৮:১৫] লুক ১২:১; [৮:১৫] দে: মথি ১৪:১; মার্ক ১২:১৩;

খ্রীষ্টের উপরে এই খাবার যোগানোর ভার অর্পণ করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়, এই প্রশ্ন ছিল তাঁদের আত্মিক স্থলবুদ্ধিতার পরিচায়ক; তাঁরা ধীরগতির শিক্ষার্থী ছিলেন।

**৮:৮ সাত বুড়ি।** মথি ১৫:৩৭ পদের নোট দেখুন। এই বুড়ি অযিহুদী ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত হত এবং এটি একজন মানুষকে বহন করে নিয়ে যাবার মত বড় ছিল (প্রেরিত ৯: ২৫)।

**৮:৯ চার হাজার লোক।** ৬:৪৪ পদের নোট দেখুন।

**৮:১০ দল্‌মনুখা প্রদেশ।** গিনেসরৎ সমভূমির দক্ষিণে “তালমনুখা” নামে একটি গুহা আবিস্কৃত হয়েছে; হয়তো বা সেই স্থানে যীশু খ্রীষ্ট যাত্রাবিরতি করেছিলেন। মথি বলছেন যে, যীশু খ্রীষ্ট মগদনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গিয়েছিলেন

(মথি ১৫:৩৯ পদের নোট দেখুন)। দল্‌মনুখা ও মগদন (বা মগদলা) গালীল সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত দু’টো স্থানের নাম হতে পারে।

**৮:১১ আকাশ থেকে একটি চিহ্ন।** ফরীশীরা যীশু খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের চেয়ে তাঁর স্বর্গীয় কর্তৃত্বের স্বপক্ষে আরও জোরালো প্রমাণ চেয়েছিল; কিন্তু তিনি এরূপ চিহ্ন ঘটাতে অস্বীকার করলেন, কারণ অনুরোধটি অবিশ্বাস থেকে এসেছিল (মথি ১৬:১-৪; মথি ১২:৩৮-৪২; লুক ১১:২৯-৩২)।

**৮:১৩ অন্য পার।** গালীল সাগরের পূর্ব তীর।

**৮:১৫ ফরীশীদের খামি ও হেরোদের খামি।** এখানে খামি মন্দতা বা কলুষতার প্রতীক, যা সমগ্র নতুন নিয়ম জুড়ে এভাবেই প্রকাশ করা হয়েছে (মথি ১৬:৬,১১; লুক ১২:১; ১ করি ৫:৬-৮; গালা ৫:৯); কিন্তু মথি ১৩:৩৩ পদে

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

পরস্পর তর্ক করে বলতে লাগলেন, আমাদের কাছে তো রুটি নেই। <sup>১৭</sup> তা বুঝে যীশু তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের রুটি নেই বলে কেন তর্ক করছো? তোমরা কি এখনও কিছু জানতে পারছো না, বুঝতে পারছো না? তোমাদের অন্তঃকরণ কি কঠিন হয়ে রয়েছে? <sup>১৮</sup> চোখ থাকতে কি দেখতে পাও না? কান থাকতে কি শুনতে পাও না? আর মনেও কি পড়ে না? <sup>১৯</sup> আমি যখন পাঁচ হাজার লোকের মধ্যে পাঁচখানা রুটি ভেঙ্গে দিয়েছিলাম, তখন তোমরা গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা কত ডালা তুলে নিয়েছিলে? তাঁরা বললেন, বারো বুড়ি। <sup>২০</sup> আর যখন চার হাজার লোকের মধ্যে সাতখানা রুটি ভেঙ্গে দিয়েছিলাম, তখন গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা কত বুড়ি তুলে নিয়েছিলে? তাঁরা বললেন, সাত বুড়ি। <sup>২১</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা কি এখনও বুঝতে পারছো না?

#### এক জন অন্ধকে দৃষ্টি দান করা

<sup>২২</sup> পরে তাঁরা বৈথসৈদাতে আসলেন; আর লোকেরা এক জন অন্ধকে তাঁর কাছে এনে তাঁকে বিনতি করলো, যেন তিনি তাকে স্পর্শ করেন। <sup>২৩</sup> তখন তিনি সেই অন্ধের হাত ধরে তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন; পরে তার চোখে থুথু দিয়ে ও তার উপরে হাত রেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? <sup>২৪</sup> সে চোখ তুলে চাইলো ও বললো, মানুষ দেখছি, তারা গাছের মত দেখতে, হেঁটে বেড়াচ্ছে। <sup>২৫</sup> তখন তিনি তার চোখের উপরে আবার হাত রাখলেন, তাতে সে স্থির দৃষ্টিপাত করলো ও সুস্থ হল, স্পষ্টভাবে সকলই

[৮:১৭] যিশা ৬:৯, ১০; মার্ক ৬:৫২; [৮:১৯] মথি ১৪:২০; মার্ক ৬:৪১-৪৪; লুক ৯:১৭; যোহন ৬:১৩; [৮:২০] পদ: ৬-৯; মথি ১৫:৩৭; [৮:২১] মার্ক ৬:৫২; [৮:২২] দে: মথি ১১:২১; [৮:২২] মার্ক ১০:৪৬; যোহন ৯:১; [৮:২৩] মার্ক ৭:৩৩; [৮:২৩] দে: মার্ক ৫:২৩;

এর অর্থ ব্যতিক্রমী, যেখানে অল্প পরিমাণ খামি অনেক পরিমাণ ময়দা ফাঁপাতে সক্ষম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে এটি ফরীশী ও হেরোদ আন্তিপ উভয়ের মন্দতা তুলে ধরছে (লুক ২৩:৮), যারা খ্রীষ্টকে একটি চিহ্ন দেখাতে বলেছিল, তাঁর স্বর্গীয় কর্তৃত্বের প্রমাণ দেখতে চেয়েছিল (পদ ১১)।

৮:১৭ তোমাদের অন্তঃকরণ কি কঠিন হয়ে রয়েছে? খ্রীষ্টের প্রেরিতরাও তাঁদের প্রভুর শিক্ষার আত্মিক দিক বুঝতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, তিনি এমন কোন বিশেষ খামির বিষয়ে বলছেন যা ফরীশীরা অত্যন্ত পছন্দ করতো। মানবীয় হৃদয়ের একগুঁয়েমিতা ও অন্ধত্ব পবিত্র শাস্ত্রে প্রায়ই দেখা যায় (১৬:২,৩; যাক্রা ১৪:৩১) এবং সত্যিকারভাবে প্রভুর জন্য তা দুঃখজনক। যাহোক, প্রেরিতদের অবস্থা ফরীশীদের মত নয়, যাদের জন্য প্রত্যাখ্যান ছাড়া আর অন্য কিছু

ছিল না (পদ ১৩)। তাদের আত্মিক অন্ধত্ব ঘোঁচাতে প্রভুকে অনেক ধৈর্যশীল ও অসীম যত্নবান দেখা যায়। এটি মস্তিষ্কের নয়, কিন্তু অন্তরের বিষয় (পদ ১৭), বুদ্ধিবৃত্তিক পাণ্ডিত্যের বদলে নৈতিক সহানুভূতির বিষয় (১ করি ২:৯-১৬; ইফি ১:১৭)।

৮:১৮-২০ মনেও কি পড়ে না? এই পদগুলো দু'বার বিরাট সংখ্যক জনতাকে খাওয়ানোর আশ্চর্য ঘটনা তুলে ধরে (পদ ১-১০)।

৮:২২ বৈথসৈদা। মথি ১১:২১ পদের নোট দেখুন।

৮:২৪ গাছের মত দেখতে। আংশিকভাবে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলে লোকটি তার চারদিকে ঘুরছে এমন উঁচু কিছু দেখতে পাচ্ছিল। সে জানে যে ওগুলো মানুষ, কিন্তু সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না।

৮:২৫ স্পষ্টভাবে সকলই দেখতে পেল। অন্ধকে দৃষ্টিদানের ঘটনাটি নির্দেশ করে যে, যীশু খ্রীষ্ট

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

দেখতে পেল।<sup>২৬</sup> পরে তিনি তাকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন, বললেন, এই গ্রামে প্রবেশ করো না।

### পিতরের ঘোষণা

<sup>২৭</sup> পরে যীশু ও তাঁর শিষ্যরা প্রস্থান করে কৈসারিয়া-ফিলিপী অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে গেলেন। আর পথের মধ্যে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে, এই বিষয়ে লোকে কি বলে? <sup>২৮</sup> তাঁরা তাঁকে বললেন, অনেকে বলে, আপনি বাপ্তিস্‌মদাতা যোহন; আর কেউ কেউ বলে, আপনি এলিয়; আর কেউ কেউ বলে, আপনি ভাববাদীদের মধ্যে এক জন। <sup>২৯</sup> তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তোমরা কি বল? আমি কে? পিতর উত্তরে তাঁকে বললেন, আপনি সেই খ্রীষ্ট। <sup>৩০</sup> তখন তিনি তাঁর কথা কাউকেও বলতে তাঁদেরকে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে দিলেন।

[৮:২৮] দে: মথি ৩:১; [৮:২৮] মালা ৪:৫; [৮:২৯] যোহন ৬:৬৯; ১১:২৭; [৮:৩০] দে: মথি ৮:৪; ১৬:২০; ১৭:৯; মার্ক ৯:৯; লুক ৯:২১;

যখন মানুষের পরিব্রাজ্যের জন্য আসবেন সেই সময় সম্পর্কে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এখন খ্রীষ্ট ঠিক তাই করেছেন (যিশা ৩৫:৫)। প্রেরিতরা প্রথম অবস্থায় এই লোকটির মত ছিলেন। যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যেকটি কাজের যথাযোগ্যতা এবং পূর্ণতা রয়েছে; তিনি যা শুরু করেছেন, তা শেষ করবেন। পঞ্চাশতমীর দিনে তাঁর আত্মার দ্বিতীয় স্পর্শে প্রেরিতরা সব কিছু স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলেন।

**৮:২৬ এই গ্রামে প্রবেশ করো না।** যীশু খ্রীষ্ট তার জন্য যা করেছেন তা যেন সে প্রচার করে না বেড়ায় এবং খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ ও তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন হওয়ার আগেই যেন তাঁর কর্মকাণ্ডে বাধা বিপত্তির সৃষ্টি না হয় এ কারণেই খ্রীষ্ট এই আদেশ দিয়েছিলেন (১:৪৪; ৫:১৯; মথি ৮:৪; ১৬:২০)।

**৮:২৭ কৈসারিয়া-ফিলিপী।** ৭:২৪; মথি ১৬:১৩ পদের নোট দেখুন।

**৮:২৯ খ্রীষ্ট।** ১:১ পদের নোট দেখুন। যেহেতু “খ্রীষ্ট” শব্দটি বহুলাংশে যিহূদীদের রাজনৈতিক ও জাতীয় চেতনার অংশ ছিল, তাই যীশু এই উপাধিটি কম ব্যবহার করতেন। মার্কের এর সাতটি প্রয়োগের মধ্যে, কেবলমাত্র তিনটি যীশু খ্রীষ্টের উক্তি দ্বারা দেখা যায় (৯:৪১; ১২:৩৫; ১৩:২১) এবং এর কোনটিই তিনি তাঁর নিজের

উপাধিরূপে ব্যবহার করেন নি (৯:৪১ পদের সম্ভাব্য ব্যতিক্রম ছাড়া)। মার্ক ১:১ পদে যীশুকে খ্রীষ্ট বলে পরিচয় করিয়ে দেন। এখানে পিতরের উত্তর যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার নিগূঢ় সত্যের প্রকাশ। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজের শুরু থেকে, কিংবা বলা যায় তারও আগে থেকেই তাঁর খ্রীষ্টিয় কাজ সম্পর্কে অবগত ছিলেন (লুক ২:৪৯) এবং তিনি তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু সম্পর্কেও জানতেন; কিন্তু মাত্র এখন তিনি তা সহজভাবে প্রকাশ করছেন। ঘটনার ধারাবাহিকতা তাঁর কাছে পূর্বজ্ঞাত এবং প্রকৃ তপক্ষে তিনি ঈশ্বরের পূর্ব নিরূপিত পরিকল্পনার অংশ (প্রেরিত ৪: ২৮)। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা খ্রীষ্টকে দু'ভাবে প্রকাশ করেছেন: বিজয়ী (যিশা ১১ অধ্যায়) এবং যাতনাভোগকারী (যিশা ৫৩ অধ্যায়; লুক ২৪:২৬; ১ পিতর ১:১০-১১)।

**৮:৩১-৩৮ নিজের মৃত্যুর বিষয়ে যীশু খ্রীষ্ট।** ৮:৩১ পদে যীশু খ্রীষ্টের জীবনের এক নতুন আখ্যান শুরু হয়েছে এবং এখানে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু বিষয়ক তিনটি পূর্বাভাসের মধ্য দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে (৮:৩১; ৯:৩১; ১০:৩৩-৩৪)। এই ঘটনা গালীল থেকে প্রস্থানের ঘটনা নির্দেশ করে, যেখানে মার্ক যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজের অধিকাংশ বর্ণনা করেছেন।



## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

### নিজের মৃত্যুর বিষয়ে যীশু খ্রীষ্ট

৩১ পরে তিনি তাঁদেরকে এই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন যে, মনুষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হবে এবং প্রাচীনবর্গ, প্রধান পুরোহিত ও ধর্ম-শিক্ষকদের কর্তৃক অগ্রাহ্য হতে হবে, নিহত হতে হবে, আর তিন দিন পরে আবার উঠতে হবে। ৩২ এই কথা তিনি স্পষ্টভাবেই বললেন। তাতে পিতর তাঁকে কাছে নিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। ৩৩ কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে তাঁর শিষ্যদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে পিতরকে অনুযোগ করলেন, বললেন, আমার সম্মুখ থেকে দূর হও, শয়তান; কেননা যা ঈশ্বরের তা নয়, কিন্তু যা মানুষের তা-ই

[৮:৩১] দে: মথি ৮:২০; [৮:৩১] দে: মথি ১৬:২১; [৮:৩১] মথি ২৭:১, ২; [৮:৩১] প্রেরি ২:২৩; ৩:১৩; [৮:৩১] দে: মথি ১৬:২১; [৮:৩১] দে: মথি ১৬:২১; [৮:৩২] যোহন ১৮:২০; [৮:৩৩] দে: মথি ৮:১০; [৮:৩৪] মথি ১০:৩৮; লুক ১৪:২৭;

এখন খ্রীষ্ট যিরূশালেমের দিকে যাচ্ছেন এবং পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্টের জীবনের শেষ দিনগুলোর বর্ণনা শুরু হচ্ছে। এই ভাগে যীশু ‘খ্রীষ্ট’ উপাধিটি তাঁর নিজের প্রতি প্রয়োগ করে এর সত্যিকার অর্থকে সংজ্ঞায়িত করছেন।

**৮:৩১ মনুষ্যপুত্র।** যীশু খ্রীষ্ট এই উপাধিটি নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন। সুসমাচারে ৮১ বার এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং খ্রীষ্ট ছাড়া অন্য কারও মুখে এই শব্দ কখনও উচ্চারিত হয় নি। দানি ৭:১৩-১৪ পদে মনুষ্য পুত্রকে স্বর্গীয় অবয়বধারী বলে রূপায়িত করা হয়েছে, যিনি শেষকালে ঈশ্বর কর্তৃক মহিমা, সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দ্বারা দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন। তিনি “মনুষ্যপুত্র” শব্দটি ব্যবহার করছেন খ্রীষ্টিয় উপাধি হিসেবে, যা এর প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে (পদ ৩১)। এটি পিতরের উক্ত “খ্রীষ্ট” শব্দটির সাথে প্রতিশব্দ হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে (পদ ২৯)। আমাদের প্রভু নিজেকে ৮০ বারেরও বেশি এই নামে উল্লেখ করেছেন। তিনি ১ করি ১৫:৪৫-৪৭ পদ অনুসারে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি, যেমন দায়ুদ-সন্তান স্বতন্ত্র ভাবে তাঁর যিহূদী নাম এবং মনুষ্যপুত্র বা ঈশ্বরের পুত্র তাঁর স্বর্গীয় নাম। যীশু খ্রীষ্ট অবিরতভাবে তাঁর পরিচর্যা কাজে (মথি ১১:১৯; লুক ১৯:১০), তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানে (মথি ১২:৪০; ২০:১৮; ২৬:২) এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনে (মথি ২৪:৩৭-৪৪; লুক ১২:৪০) এ নাম ব্যবহার করেছেন। এই নামে তাঁর প্রতি

বিশ্বজনীন বিচারের ভার দেয়া হয়েছে (যোহন ৫:২২,২৭)। এই নামেই এক আগত মানুষ দ্বারা পুরাতন নিয়মের প্রতিজ্ঞাত অনুগ্রহ পরিপূর্ণতা পেয়েছে (আদি ১:২৬; ৩:১৫; ১২:৩; গীত ৮:৪; ৮০:১৭; যিশা ৭:১৪; ৯:৬-৭; ৩২:২)।

**অনেক দুঃখ ভোগ করতে হবে।** যেরূপ যিশা ৫২:১৩-৫৩:১২ (মার্ক ৯:৯,১২,৩১; ১০:৩৩-৩৪; ১৪:২১,৪১) পদে যীশু খ্রীষ্টকে যাতনাভোগকারী দাস বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

**প্রাচীন নেতৃবর্গ।** মহাসভার, অর্থাৎ যিহূদীদের উচ্চ আদালতের সাধারণ সদস্যগণ।

**প্রধান পুরোহিত।** মথি ২:৪ পদের নোট দেখুন। এদের মধ্যে শাসনকারী মহাপুরোহিত, কায়াফা; সাবেক মহাপুরোহিত হানন অন্তর্ভুক্ত।

**ধর্ম-শিক্ষক।** মথি ২:৪ পদের নোট দেখুন। পবিত্র শাস্ত্র বা আইন-কানূনের শিক্ষক। এখানে উল্লিখিত তিনটি দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মহাসভা গঠিত হয়।

**৮:৩২ পিতর.....অনুযোগ করতে লাগলেন।** খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কাজে যাতনাভোগ প্রত্যাখানের কোন অবকাশ নেই। পিতর যীশু খ্রীষ্টকে তিরস্কার করেছিলেন শুধুমাত্র এই শিক্ষা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছিল বলে নয়, বরং ভয়ানকভাবে ভুল শিক্ষা বলে মনে হয়েছিল।

**৮:৩৩ শয়তান।** জুদুশে মৃত্যুবরণ করা থেকে যীশু খ্রীষ্টকে বিরত থাকার উপদেশ দানের চেষ্টা

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

তুমি ভাবছো।

৩৪ পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে লোকদেরকেও ডেকে বললেন, কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তুলে নিক এবং আমার পিছনে আসুক। ৩৫ কেননা যে কেউ আপন প্রাণ রক্ষা করতে ইচ্ছা করে, সে তা হারাবে; কিন্তু যে কেউ আমার এবং সুসমাচারের জন্য আপন প্রাণ হারায়, সে তা রক্ষা করবে। ৩৬ বস্তুত মানুষ যদি সমুদয় জগৎ লাভ করে আপন প্রাণ খোয়ায়, তবে তার কি লাভ হবে? ৩৭ কিম্বা মানুষ আপন প্রাণের পরিবর্তে কি দিতে পরে? ৩৮ কেননা যে কেউ এই কালের ব্যভিচারী ও পাপী লোকদের মধ্যে আমাকে ও আমার বাক্যকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করে, তবে মনুষ্যপুত্র যখন পবিত্র দূতদের সঙ্গে আপন পিতার প্রত্যাপে আসবেন তখন তিনি তাকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করবেন।

[৮:৩৫] দে: যোহন ১২:২৫; [৮:৩৮] দে: মথি ৮:২০; [৮:৩৮] মথি ১০:৩৩; লূক ১২:৯; [৮:৩৮] দে: ১থিষ ২:১৯।

ছিল সেই একই প্রলোভন, যা যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের সূচনালগ্নে শয়তান দেখিয়েছিল (মথি ৪:৮-১০), তাই খ্রীষ্ট পিতরকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করলেন।

৮:৩৪ সে নিজেকে অস্বীকার করুক। একজন ব্যক্তির নিজেকে তার জীবন ও কাজের প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করা থেকে বিরত থাকা।

আপন ক্রুশ তুলে নিক। রূপকল্পটি একজন ব্যক্তির, যে ইতোমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, যাকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার স্থান পর্যন্ত তার নিজের ক্রুশ-কাঠ বহন করতে হত (যোহন ১৯:১৭)। ক্রুশ-কাঠ বহন যাতনা ভোগের ইচ্ছা এবং প্রভুর উদ্দেশ্যে মৃত্যুবরণ করাকে বোঝায়। আমার পিছনে আসুক। এই কথার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ক্রুশের উপরই তাঁর নিজের মৃত্যু হবে।

৮:৩৫ আপন প্রাণ রক্ষা করতে ইচ্ছা করে। যীশু খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করে দৈহিক জীবন রক্ষা করা যেতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবন হারিয়ে যাবে। অন্যভাবে বলা যায়, খ্রীষ্টের শিষ্যত্বের ফল হতে

পারে দৈহিক জীবনের ক্ষতি, কিন্তু সে ক্ষতি অনন্ত জীবন লাভের তুলনায় তাৎপর্যহীন।

৮:৩৬ সমুদয় জগৎ। এ জীবনে লাভ করার বা অর্জন করার সম্ভাবনা রয়েছে এমন সমস্ত বস্তু বা বিষয়।

প্রাণ। অনন্ত জীবন (পদ ৩৭)।

৮:৩৮ যে কেউ এই কালের ... লজ্জার বিষয় জ্ঞান করে। যে ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ ও সম্ভ্রষ্ট করার চেয়ে পাপী লোকদের মধ্যে নিজেকে উপযোগী করতে অধিকতর যত্নশীল, তার ঈশ্বরের রাজ্যে কোন অংশ নেই। রোমীয় ১:১৬ পদে বরং এর উল্টো অর্থ রয়েছে।

মনুষ্য পুত্র ... লজ্জার বিষয় জ্ঞান করবেন।

২ থিষ ১:৬-১০ পদের নোট দেখুন। যীশু খ্রীষ্ট যে পরিস্থিতিতে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছেন, অপমানিত হচ্ছেন এবং মৃত্যুদণ্ড লাভ করেছেন, তা পুরোপুরি পাল্টে যাবে, যখন সকল লোকদের বিচারকরূপে তিনি মহিমাময় প্রত্যাবর্তন করবেন।

### মার্ক ৮ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

সাতটি রুটি ও কিছু ছোট মাছ দিয়ে প্রভু যীশু আরও এক বার প্রায় চার হাজারের মত বিপুল সংখ্যক লোককে খাইয়েছিলেন। তারপর তিনি নৌকায় করে গালীল সাগরের পশ্চিম

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

তীরবর্তী অঞ্চল দলমনুথায় (মগদন) গিয়েছিলেন (মার্ক ৮:১-১০)। যেখানে যাচাইয়ের জন্য স্বর্গীয় চিহ্ন দেখানোর জন্য ফরীশীরা তাঁর কাছে দাবী করেছিল। কিন্তু যীশু চিহ্ন দেখাতে অস্বীকার করে তাঁর শিষ্যদেরকে নিয়ে নৌকায় করে সাগরের অন্য পারে গিয়েছিলেন। পর্যাণ্ট রুটি আনতে তাঁর শিষ্যদের ব্যর্থতাকে ফরীশী এবং হেরোদের খামির বিষয়ে তাঁদেরকে সাবধান করতে তিনি ব্যবহার করেছিলেন, যা তাঁরা বুঝতে পারেনি (মার্ক ৮:১১-২১)। বৈথসেদায় (উত্তর-পশ্চিমের সেই জায়গা, যেখানে যর্দন নদী গিয়ে সাগরে পড়েছে) এসে যীশু এক জন অন্ধ লোককে সুস্থ করেছিলেন (মার্ক ৮:২২-২৬)। তারপর প্রভু যীশু ও শিষ্যেরা যখন কৈসারিয়া ফিলিপি শহরের কাছে পৌঁছেছিলেন, তখন তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কে ছিলেন এবং লোকেরা তাঁর বিষয়ে কি মনে করেছিল। যখন তিনি শিষ্যদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁরা কি মনে করেছিলেন, তিনি কে ছিলেন— তখন পিতর তাঁকে খ্রীষ্ট/মশীহ বলে স্বীকার করেছিলেন (মার্ক ৮:২৭-৩০)। এরপর প্রভু যীশু তাঁর মৃত্যু এবং মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন— আর এই সব বিষয় বলার জন্য পিতরের অনুযোগের পরে প্রভু যীশু তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন (মার্ক ৮:৩১-৩৩)। তারপর তিনি লোকদের ও শিষ্যদের তাঁর কাছে ডেকেছিলেন এবং তাঁকে অনুসরণের মূল্য (নিজের ক্রুশ বহন) ও পুরস্কারের বিষয়ে কথা বলেছিলেন (মার্ক ৮:৩৪-৩৮)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— তাঁর শিষ্যদের বোঝার ধীরগতি এবং শিষ্যদের মূল্য (নিজের ক্রুশ বহন) ও পুরস্কার নিয়ে প্রভু যীশুর শিক্ষা।

### মার্ক ৮ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. চার হাজার লোকটিকে খাওয়ানোর ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (১-৯ পদ)
২. দলমনুথা এলাকায় ফরীশী যীশুর কাছে কিসের খোঁজ করছিলেন? (১০ পদ)
৩. যীশুর জবাব কি ছিল? (১২ পদ)
৪. শিষ্যেরা কোন বিষয়টি বুঝতে পারছিলেন না? (১৪-২১ পদ)
৫. অন্ধ লোকটির সুস্থ হওয়ার ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। (২২-২৬ পদ)
৬. খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর সম্পর্কে বলার পর, তাঁর শিষ্যদের সাথে কি বিষয় নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন? (৩১ পদ)
৭. শিষ্যেরা কি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বুঝতে পেরেছিলেন? (৩২ পদ)
৮. তাঁকে অনুসরণ করতে একজন ব্যক্তির কি প্রয়োজন হবে বলে যীশু বলেছিলেন? (৩৪ পদ)
৯. সবচেয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি একজন মানুষ লাভ করতে পারে? (৩৬,৩৭ পদ)
১০. যারা খ্রীষ্টকে নিয়ে লজ্জাবোধ করেন তাদের প্রতি কি ঘটবে? (৩৮ পদ)

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

৯<sup>১</sup> আর তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কয়েক জন আছে, যারা কোন মতে মৃত্যুর আশ্বাদ পাবে না, যে পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্য পরাক্রমের সঙ্গে আসতে না দেখে।

### যীশু খ্রীষ্টের রূপান্তর

২ ছয় দিন পরে যীশু কেবল পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিয়ে বিরলে একটি উঁচু পর্বতে গেলেন, আর তিনি তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন।<sup>৩</sup> আর তাঁর পোশাক উজ্জ্বল এবং অতিশয় শুভ্রবর্ণ হল, পৃথিবীর কোন ধোপার পক্ষে সেরকম শুভ্রবর্ণ করা সম্ভব নয়।<sup>৪</sup> আর এলিয় ও মোশি তাঁদেরকে দেখা দিলেন; তাঁরা যীশুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।<sup>৫</sup> তখন পিতর যীশুকে বললেন, রব্বি, এখানে আমাদের থাকা ভাল; আমরা তিনটি কুটির তৈরি করি, একটি আপনার জন্য, একটি মোশির জন্য এবং একটি এলিয়ের জন্য।<sup>৬</sup> কারণ কি বলতে হবে, তা তিনি বুঝলেন না, কেননা তাঁরা ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন।

[৯:১] মার্ক ১৩:৩০; লূক ২২:১৮; [৯:১] মথি ২৪:৩০; ২৫:৩১; [৯:২] দে: মথি ৪:২১; [৯:৩] দে: মথি ২৮:৩; [৯:৫] দে: মথি ২৩:৭;

৯:১ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি। ৩:২৮ পদের নোট দেখুন।

তাদের মধ্যে কয়েক জন ... আশ্বাদ পাবে না। মথি ১৬:২৮ পদের নোট দেখুন।

ঈশ্বরের রাজ্য পরাক্রমের সঙ্গে আসতে না দেখে। মথি ৩:২ পদের নোট দেখুন। এই পদের চারটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা রয়েছে:

- ১) যীশু খ্রীষ্টের রূপান্তর;
- ২) যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গে আরোহণ;
- ৩) ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেম নগরীর ধ্বংস;
- ৪) পঞ্চগশত্তমী ও মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজের আরম্ভ।

শেষেরটির ব্যাপারে অনেকে সন্তোষ প্রকাশ করেন, কারণ প্রেরিতরা তখন ক্রুশকে মানুষের হৃদয়ে বিজয়ের চিহ্ন ও কারণ হিসেবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। কারণ এই সময় কেন ঈশ্বরের রাজ্য আসার সময় হিসেবে ধরা হয় এই বিষয়টি তাঁদেরই কাছে হেঁচট খাওয়ার মত বিষয় ছিল।

৯:২ ছয় দিন পরে। মথি ১৭:১ পদের নোট দেখুন।

একটি উঁচু পর্বতে। লূক ৯:২৮ পদের নোট দেখুন। এ পর্বতটি হর্মোন পর্বত বলে ধরা হয় (৯,২০০ ফুট) এবং এটি কৈসারিয়া-ফিলিপী থেকে ১২ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত (লূক

৯:৩২)।

রূপান্তরিত হলেন। মথি ১৭:২ পদের নোট দেখুন।

৯:৪ এলিয় ও মোশি। মথি ১৭:৩; লূক ৯:৩০ পদের নোট দেখুন। এই রূপান্তর যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গীয় সভাকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই ঘটনাটি প্রাথমিক মণ্ডলীকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল (২ পিতর ১:১৬-১৮)। এই রূপান্তর তাদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তা দেয়, যা ৮:৩১-৩৪ পদের প্রত্যাদেশের পর নড়বড়ে হয়ে যেতে পারত। যাতনাভোগকারী খ্রীষ্টের ধারণা পুরাতন নিয়মের প্রত্যাদেশের বিপরীত নয়, কিন্তু আইন-কানুন ও ভাববাদীদের পুস্তকের সাক্ষ্য অনুসারে তার প্রতিনিধি এখানে মোশি এবং এলিয়।

৯:৫ রব্বি। হিব্রু শব্দ, এর বাংলা অর্থ ‘শিক্ষক’ বা ‘গুরু’।

তিনটি কুটির। পিতর হয়তো নতুন কুটির নির্মাণের ইচ্ছা করেছিলেন, যেখানে ঈশ্বর আবার তাঁর লোকদের সাথে বাস করতে পারেন (যাত্রা ২৯:৪২); অথবা তিনি কুঁড়ে-ঘরের পর্বের সময় ব্যবহৃত কুটিরের বিষয় চিন্তা করে থাকতে পারেন (লেবীয় ২৩:৪২)। তবে যে কারণেই হোক না কেন, তিনি সে সময় প্রতিজ্ঞাত মহিমার পরিপূর্ণতা দেখাতে উদগ্রীব হয়েছিলেন।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

<sup>৭</sup> পরে একখানি মেঘ উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে ঢেকে ফেললো; আর সেই মেঘ থেকে এই বাণী হল, ‘ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁর কথা শোন।’ <sup>৮</sup> পরে হঠাৎ তাঁরা চারদিকে দৃষ্টিপাত করে আর কাউকেও দেখতে পেলেন না, দেখলেন, কেবল একা যীশু তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন।

### এলিয়ের আগমন

<sup>৯</sup> পর্বত থেকে নামবার সময়ে তিনি তাঁদেরকে দৃঢ় আদেশ দিয়ে বললেন, তোমরা যা যা দেখলে, তা কাউকেও বলো না, যতদিন মৃতদের মধ্য থেকে মনুষ্যপুত্র উত্থাপিত না হন। <sup>১০</sup> তখন মৃতদের মধ্য থেকে উত্থান কি, তাঁরা এই বিষয় পরস্পর আলোচনা করে সেই কথা নিজেদের মধ্যে রেখে দিলেন। <sup>১১</sup> পরে তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ধর্ম-শিক্ষকেরা তো বলেন, প্রথমে এলিয়কে আসতে হবে। <sup>১২</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, এলিয় প্রথমে এসে সমস্ত বিষয় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন বটে; আর মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে কিভাবেই বা লেখা রয়েছে যে, তাঁকে অনেক দুঃখ পেতে ও অবজ্ঞাত হতে হবে? <sup>১৩</sup> কিন্তু

[৯:৭] যাত্রা ২৪:১৬; [৯:৭] দে: মথি ৩:১৭; [৯:৯] দে: মার্ক ৮:৩০; [৯:৯] দে: মথি ৮:২০; [৯:১২] দে: মথি ৮:২০; [৯:১২] দে: মথি ১৬:২১; [৯:১২] লুক ২৩:১১;

৯:৭ সেই মেঘ থেকে এই বাণী হল। ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতীক হিসেবে সুরক্ষা দান করতে ও পরিচালিত করতে মেঘ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন যাত্রা ১৬:১০; ১৯:৯; ২৪:১৫-১৮; ৩৩:৯-১০)।

এঁর কথা শোন! যীশু খ্রীষ্টকে মান্য করার জন্য আদেশ দেওয়া হচ্ছে, কারণ তিনি এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি; তাই তাঁর কথা শোনার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকা (যাকোব ১:২২-২৫)।

৯:৯ কাউকেও বলো না। তখনো সমস্ত কিছু প্রকাশ করার সময় আসে নি। যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর প্রেরিতদের প্রত্যেককে সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা বলতে হবে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা তারা খ্রীষ্টের সাথে থেকে লাভ করেছিলেন। প্রভুর খ্রীষ্টত্বের গোপনীয়তা তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা ও লোকেরা যে ধরনের রাজনৈতিক খ্রীষ্টের প্রত্যাশা করেছিল তা পূরণ করার জন্য তাঁর মিশন ছিল না। সে ক্ষেত্রে একটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। তবে তাঁর মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থিত হবার পরে সেই আশঙ্কা কেটে গেছে।

৯:১০ মৃতদের মধ্য থেকে উত্থান। যিহূদী

হিসেবে তারা পুনরুত্থান শিক্ষার সাথে পরিচিত কারণ ফরীশীরা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো। তবুও খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়টি খ্রীষ্টের মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেখানে তারা খ্রীষ্টের মৃত্যুতেই বিশ্বাস করতো না।

৯:১১ প্রথমে এলিয়কে আসতে হবে। মালাখি ৪:৫ পদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, ভাববাদী এলিয় ইস্রায়েল জাতির কাছে ফিরে এসে প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত করবেন। প্রেরিতরা বিশ্বাস করতেন যে, খ্রীষ্ট এসে গেছেন; কিন্তু এলিয় তাঁর আগে আসেন নি। কিন্তু যীশু মথি ১৭:১০ পদে বলেছেন যে, এলিয় এসে গেছেন। যীশু খ্রীষ্টের কথামত বাস্তবদাতা যোহনই ছিলেন সেই এলিয়।

৯:১২ এলিয় ... আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন। ভাববাদী এলিয় বা তাঁর মত কারও আসার ইঙ্গিত, যা যীশু খ্রীষ্টের আগমনের প্রস্তুতি হিসেবে ঘটবে (মথি ১৭:১০ পদের নোট দেখুন)।

তাঁকে অনেক দুঃখ পেতে ও অবজ্ঞাত হতে হবে। ঠিক যেভাবে এলিয়কে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে (মথি ১৭:১২ পদের নোট দেখুন)।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

আমি তোমাদেরকে বলছি, এলিয়ের বিষয়ে যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারে তিনি এসে গেছেন এবং লোকেরা তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা তা-ই করেছে।

#### ভূতে পাওয়া ছেলেটিকে সুস্থ করা

<sup>১৪</sup> পরে তাঁরা শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন, তাঁদের চারদিকে অনেক লোক, আর ধর্ম-শিক্ষকেরা তাঁদের সঙ্গে বাদানুবাদ করছে। <sup>১৫</sup> তাঁকে দেখামাত্র সমস্ত লোক অতিশয় চমৎকৃত হল ও তাঁর কাছে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানালো। <sup>১৬</sup> তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এদের সঙ্গে তোমরা কোন্ বিষয়ে বাদানুবাদ করছো? <sup>১৭</sup> তাতে লোকদের মধ্যে এক জন উত্তরে বললো, গুরু, আমার পুত্রটিকে আপনার কাছে এনেছিলাম, তাকে বোবা আত্মায় পেয়েছে; <sup>১৮</sup> আর সেটি তাকে যেখানে ধরে, সেখানে আছাড় মারে, আর তার মুখে ফেনা উঠে এবং সে দাঁত কিড়মিড় করে, আর শক্ত হয়ে যায়; আমি আপনার শিষ্যদেরকে তা ছাড়াতে বললাম, কিন্তু তাঁরা পারলেন না। <sup>১৯</sup> উত্তরে তিনি তাদেরকে বললেন, হে অবিশ্বাসী বংশ, আমি কত কাল তোমাদের কাছে থাকব? কত কাল তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করবো? ওকে আমার কাছে আন। <sup>২০</sup> তারা তাকে তাঁর কাছে আনলো; তাঁকে দেখামাত্র সেই আত্মা তাকে অতিশয় মুচড়ে ধরলো। সে ভূমিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল আর মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে লাগল। <sup>২১</sup> তখন তিনি তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কতদিন হল তার এই রকম হয়েছে? সে বললো, ছেলে বেলা থেকে; <sup>২২</sup> আর সেই আত্মা একে বিনাশ করার জন্য অনেক বার আগুনে ও অনেক বার জলে ফেলে দিয়েছে; কিন্তু আপনি যদি কিছু করতে পারেন, তবে আমাদের প্রতি দয়া করে উপকার করুন। <sup>২৩</sup> যীশু তাকে বললেন, যদি পারেন! – যে বিশ্বাস করে, তার পক্ষে সকলই সম্ভব। <sup>২৪</sup> অমনি সেই

[৯:১৩] দে: মথি ১১:১৪; [৯:২০] মার্ক ১:২৬; [৯:২৩] দে: মথি ২১:২১; মার্ক ১১:২৩; যোহন ১১:৪০;

**৯:১৩ এলিয়ের বিষয়ে যেরূপ লেখা আছে।** এলিয়ের ফিরে আসার বিষয়ে যেরূপ লেখা আছে সেভাবেই তিনি এসেছেন। এলিয়ের জীবনে পরিচর্যার দায়িত্ব পালনের সময় যা ঘটেছিল, তা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জীবনেও পুনরাবৃত্তি হবে। এলিয় দুই ঈশ্বরের সময়ে পরিচর্যা কাজ করেছিলেন আর বাপ্তিস্মদাতা যোহনের হেরোদিয়ার সময়ে ছিলেন এবং তার কারণে কষ্টভোগ ও মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কিন্তু লোকেরা চিনতে পারে নি যে, এলিয়ই বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মধ্যে দৃশ্যমান ছিলেন। তিনি এসে গেছেন। এখানে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে (মথি ১৭:১৩ পদের নোট দেখুন)।  
**লোকেরা।** হেরোদ ও হেরোদিয়া (৬:১৭-২৯)। এলিয়ের মত বাপ্তিস্মদাতা যোহন মন্দ লোকদের

দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলেন।

**৯:১৪ প্রেরিত।** পিতর, যাকোব ও যোহন ছাড়া বাকি নয় জন প্রেরিতের কথা এখানে বোঝানো হয়েছে (পদ ২)।

**৯:১৮ সেটি তাকে যেখানে ধরে ... শক্ত হয়ে যায়।** বালকটির এই অবস্থার কারণ হচ্ছে সে ছিল মন্দ-আত্মায় আক্রান্ত (পদ ২০-২৬ দেখুন)।

**৯:২২ একে বিনাশ করার জন্য।** ৫:৫,১৩ পদের নোট দেখুন।

**৯:২৩ যদি পারেন ... সকলই সম্ভব।** যীশু খ্রীষ্টের বালকটিকে সুস্থ করার ক্ষমতা আছে কিনা সে সম্পর্কে নয়, কিন্তু তার পিতার এ কথা বিশ্বাস করার মত বিশ্বাস ছিল কি না, সেটা বিবেচনা করাই এই উক্তির উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর সব কিছুই

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

বালকের পিতা চেষ্টা করে অশ্রুপাতপূর্বক বলে উঠলো, বিশ্বাস করেছে; আমার মধ্যে যে অবিশ্বাস রয়েছে তা দূর করে দিন।<sup>২৫</sup> পরে লোকেরা এক সঙ্গে দৌড়ে আসছে দেখে যীশু সেই অশ্রুচি আত্মাকে ধমক দিয়ে বললেন, হে বধির বোবা আত্মা, আমিই তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে বের হও, আর কখনও এর মধ্যে প্রবেশ করো না।<sup>২৬</sup> তখন সে চেষ্টা করে তাকে অতিশয় মুচড়ে ধরলো এবং বের হয়ে গেল; তাতে বালকটি মরার মত হয়ে পড়লো; এমন কি অধিকাংশ লোক বললো, সে মারা গেছে।<sup>২৭</sup> কিন্তু যীশু তার হাত ধরে তাকে তুললে সে উঠলো।<sup>২৮</sup> পরে তিনি বাড়িতে আসলে তাঁর শিষ্যরা গোপনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কেন সেটা ছাড়াতে পারলাম না? <sup>২৯</sup> তিনি বললেন, প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুতেই এই জাতি বের হয় না।

#### যীশু দ্বিতীয় বার নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বলেন

<sup>৩০</sup> সেই স্থান থেকে প্রস্থান করে তাঁরা গালীলের মধ্য দিয়ে গমন করলেন, আর তিনি চাইলেন যেন কেউ তা জানতে পায়। <sup>৩১</sup> কেননা তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে উপদেশ দিয়ে বলতেন, মানুষপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তারা তাঁকে হত্যা করবে; তাঁর মৃত্যুর তিন দিন পরে তিনি আবার উঠবেন। <sup>৩২</sup> কিন্তু তাঁরা সেই কথা বুঝলেন না এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেও ভয় করলেন।

[৯:২৫] পদ: ১৫; [৯:২৮] মার্ক ৭:১৭; [৯:৩১] দে: মথি ৮:২০; [৯:৩১] পদ: ১২; প্রেরি ২:২৩; ৩:১৩; [৯:৩১] দে: মথি ১৬:২১; [৯:৩১] দে: মথি ১৬:২১; [৯:৩২] লুক ২:৫০; ৯:৪৫; ১৮:৩৪; যোহন ১২:১৬;

করতে পারেন তার বিশ্বাসের উপর কোন সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে না।

**৯:২৪ বিশ্বাস এনেছি ... দূর করে দিন।** অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্বাস পুরোপুরি সিদ্ধ থাকে না, সেখানে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের একটি দোলায়মান অবস্থা বিরাজ করে।

**৯:২৫ লোকেরা এক সঙ্গে দৌড়ে আসছে দেখে।** এই কারণে যীশু খ্রীষ্ট যত বেশি সম্ভব তাঁর আশ্চর্য কাজের প্রচারণা পরিহার করতে চেয়েছিলেন।

**৯:২৯ প্রার্থনা ছাড়া।** এই ঘটনার আগে প্রেরিতগণ যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ করেছিলেন, সে সময় সকলে তাঁদের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং তাঁরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, তাঁদের মধ্যেই সেই ক্ষমতা নিহিত আছে। প্রার্থনার অভাব তাঁদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল এবং তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, মন্দ আত্মাদের উপরে এই ক্ষমতা যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে এসেছিল (৩:১৫; ৬:৭,১৩)।

হয়তোবা ক্রুশের কথা শুনে বিম্ব পেয়েছিলেন বলে তাঁরা প্রার্থনা করতে ভুলে গিয়েছিলেন এবং এই কারণে তাঁরা ঈশ্বরের স্পর্শের বাইরে ছিলেন। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে প্রার্থনার সাথে ‘উপবাস’ শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে। ‘উপবাস’ বলতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বা সংযম বোঝায়। তাই বলা যায়, এরূপ ক্ষেত্রে প্রার্থনা ও উপবাস বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এক জন ব্যক্তিকে এ ধরনের কাজ করার জন্য উপযুক্ত করে তুলে।

**এই জাতি।** এই উক্তি দ্বারা ধারণা করা যায় যে, বিভিন্ন রকমের মন্দ আত্মা রয়েছে।

**৯:৩০ গালীলের মধ্য দিয়ে গমন করলেন।** গালীলে ও গালীলের চারদিকে যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজ শেষ হয়েছে (৭:২৪ পদের নোট দেখুন) এবং তিনি এখন যাতনাবোধ করতে ও মৃত্যুবরণ করতে যিরূশালেমের পথে রয়েছেন (১০:৩২-৩৪)।

**৯:৩২ তাঁরা সেই কথা বুঝলেন না।** ৯:১০; ৮-৩২-৩৩ পদের নোট দেখুন।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

### শ্রেষ্ঠ কে, এই বিষয়ে শিক্ষা

৩৩ পরে তাঁরা কফরনাহুমে আসলেন, আর বাড়ির মধ্যে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, পথে তোমরা কোন্ বিষয়ে তর্কবিতর্ক করছিলে? ৩৪ তাঁরা চুপ করে রইলেন, কারণ কে শ্রেষ্ঠ, পথে পরস্পর এই বিষয়ে বাদানুবাদ করেছিলেন। ৩৫ তখন তিনি বসে সেই বারো জনকে ডেকে বললেন, কেউ যদি প্রথম হতে ইচ্ছা করে, তবে সে সকলের শেষে থাকবে ও সকলের পরিচারক হবে। ৩৬ পরে তিনি একটি শিশুকে নিয়ে তাঁদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং তাকে কোলে করে তাঁদেরকে বললেন, ৩৭ যে কেউ আমার নামে এর মত কোন শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, আর যে কেউ আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, কিন্তু যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, তাঁকেই গ্রহণ করে।

### সপক্ষ না বিপক্ষ?

৩৮ যোহন তাঁকে বললেন, গুরু, আমরা এক ব্যক্তিকে আপনার নামে মন্দ-আত্মা ছাড়াতে দেখেছিলাম, আর তাকে বারণ করেছিলাম, কারণ সে আমাদের অনুসরণ করে না। ৩৯ কিন্তু যীশু বললেন, তাকে বারণ করো না কারণ এমন কেউ নেই, যে আমার নামে পরাক্রম-কার্য করে কেউ ফিরে আমার নিন্দা করতে পারে। ৪০ কারণ যে কেউ আমাদের বিপক্ষ নয়, সে আমাদের সপক্ষ। ৪১ বাস্তবিক যে কেউ তোমাদেরকে খ্রীষ্টের লোক বলে

[৯:৩৩] দে: মথি ৪:১৩; [৯:৩৩] মার্ক ১:২৯; [৯:৩৪] লুক ২২:২৪; [৯:৩৫] মথি ১৮:৪; মার্ক ১০:৪৩; লুক ২২:২৬; [৯:৩৬] মার্ক ১০:১৬; [৯:৩৭] দে: মথি ১০:৪০; [৯:৩৮] গণনা ১১:২৭-২৯; [৯:৪০] মথি ১২:৩০; লুক ১১:২৩;

৯:৩৩ কফরনাহুম। ১:২১; মথি ৪:১৩ পদের নোট দেখুন।

গৃহমধ্যে। সম্ভবত এটি পিতর ও আন্দ্রিয়ের ঘর ছিল (১:২৯)।

৯:৩৪ তাঁরা চুপ করে রইলেন। কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁরা হঠাৎ করে খ্রীষ্টের প্রশ্ন শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন বলেই এমন চুপ করে ছিলেন।

কে শ্রেষ্ঠ। পদ ও মর্যাদার প্রশ্ন স্বাভাবিক এবং এই বিষয়টি যে কোন যিহূদী দলের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবোধের শিক্ষার মধ্যে তার কোন স্থান নেই (পদ ৩৫; ১০:৪২-৪৫)। কেউ কেউ মনে তনে করেন, তাঁদের বাদানুবাদ চলছিল মূলত পিতর, যাকোব এবং যোহনের মধ্যে। মানবীয় স্বভাবের কারণে সর্বোচ্চ আত্মিক অভিজ্ঞতার সুযোগ লাভের পরেও কোন ব্যক্তির অন্তরে অহঙ্কার প্রবেশ করতে পারে; কিন্তু অহঙ্কার সত্ত্বেও ঈশ্বর আমাদের মধ্যে সেই নম্রতা নিয়ে আসেন যা

তাঁর কাছে মহামূল্যবান (২ করি ১২:৭)।

৯:৩৮ সে আমাদের অনুসরণ করে না। লোকটি স্পষ্টত বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু বারোজন প্রেরিতর মত সে কোন স্বতন্ত্র অনুসারী গোষ্ঠীর সদস্য ছিল না। তারপরও সে যীশু খ্রীষ্টের নামে কাজ করেছিল এবং অন্ততপক্ষে একবার প্রেরিতরা যা করতে পারেন নি তা করতে সে সক্ষম হয়েছিল এবং করেছিল (১৪-১৮, ২৮ পদ)।

৯:৩৯ তাকে বারণ করো না। শিষ্যত্বের বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের ধারণা প্রেরিতদের সক্ষীর্ণ ধারণার তুলনায় যথেষ্ট আন্তরিক এবং উদারপন্থী ছিল। যদি কোন ক্ষেত্রে বা কোন কাজে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ নির্গত হয়, তবে তা নিবারণ করা উচিত নয়।

৯:৪০ যে কেউ আমাদের বিপক্ষ নয়, সে আমাদের সপক্ষ। মথি ১২:৩০ পদের নোট দেখুন। দু'টো উক্তি পরিপূরক, বিরোধী নয়। মার্ক ৯:৪০ পদের নীতি মণ্ডলীর বাইরে যারা রয়েছে তাদের প্রতি মণ্ডলীর মনোভাবকে



## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

এক বাটি জল পান করতে দেয়, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, সে কোন মতে তার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না।

### পাপের প্রলোভন

<sup>৪২</sup> আর এই যে ছোটরা আমার উপর বিশ্বাস করে, যদি তোমাদের কেউ তাদের সম্মুখে এমন কোন বাধা স্থাপন করে যাতে তারা উচোট খায়, তবে বরং তার গলায় বড় যাঁতা বেঁধে তাকে সাগরে ফেলে দিলেও তার পক্ষে ভাল। <sup>৪৩</sup> আর তোমার হাত যদি তোমাকে পাপের পথে নিয়ে যায়, তবে তা কেটে ফেল; <sup>৪৪</sup> দুই হাত নিয়ে নরকে, সেই অনিবার্ণ আগুনে যাওয়ার চেয়ে বরং নুলা হয়ে জীবনে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল। <sup>৪৫</sup> আর তোমার পা যদি তোমাকে পাপের পথে নিয়ে যায়, তবে তা কেটে ফেল; <sup>৪৬</sup> দুই পা নিয়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং খোঁড়া হয়ে জীবনে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল। <sup>৪৭</sup> আর তোমার চোখ যদি তোমাকে পাপের পথে নিয়ে যায়, তবে তা উৎপাটন করে ফেল; দুই চোখ নিয়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং একটি চোখ নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল; <sup>৪৮</sup> নরকে তো লোকদের কীট মরে না এবং আগুন নিভে যায় না।

[৯:৪১] দে: মথি ১০:৪২; [৯:৪২] দে: মথি ৫:২৯; [৯:৪২] মথি ১৮:৬; লুক ১৭:২; [৯:৪৩] দে: মথি ৫:২৯; [৯:৪৩] মথি ৫:৩০; ১৮:৮; [৯:৪৩] দে: মথি ২৫:৪১; [৯:৪৫] দে: মথি ৫:২৯; [৯:৪৫] মথি ১৮:৮; [৯:৪৭] দে: মথি ৫:২৯; [৯:৪৭] মথি ৫:২৯; ১৮:৯; [৯:৪৮] যিশা ৬৬:২৪; দে: মথি ২৫:৪১;

পরিচালিত করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।  
অপরদিকে মথি ১২:৩০ পদের নীতি ভেতরের  
ও বাইরের প্রত্যেকের প্রতি মণ্ডলীর প্রচার  
কাজের কথা বলে।

**৯:৪১ এক বাটি জল পান করতে দেয়।**  
বিশ্বাসীদের প্রতি মণ্ডলীর ক্ষুদ্রতম দয়ার  
কাজকেও ঈশ্বর স্মরণ করেন, কারণ তারা  
বিশ্বাসী।

**আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি।** ৩:২৮ পদের  
নোট দেখুন।

**তার পুরস্কার।** ঈশ্বরের অনুমোদন এবং তাঁর  
অনুগ্রহ।

**৯:৪২ ছোটরা।** সম্ভবত ৩৬-৩৭ পদে উল্লিখিত  
ছোট ছেলেমেয়েরা, অথবা ৩৮ পদে উল্লিখিত  
লোকটি। যীশু খ্রীষ্টের বক্তব্য এখানে পরিষ্কার-  
যাদেরকে আমরা বিশ্বাসীদের মধ্যে সবচেয়ে নিচু  
স্তরের বলে মনে করি, তাদেরকে পাপে পড়তে  
প্ররোচিত করার ফলে মারাত্মক শাস্তি নেমে  
আসবে।

**যাঁতা।** শস্য পেয়ার জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের  
ভারী পাথরের টুকরো, যার সাথে গাধা বা ঘোড়া

জুড়ে দিয়ে ঘোরানো হত।

**৯:৪৩ তা কেটে ফেল।** এখানে রূপক অর্থে  
কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপরে  
জোর দেওয়া হয়েছে।

**৯:৪৪ নরক।** মথি ৫:২২ পদের নোট দেখুন।  
**অনিবার্ণ আগুন।** নরক (মথি ৫:২২)। কোন  
কোন পাণ্ডুলিপিতে এরপরে এই কথাগুলো  
রয়েছে, “যেখানে তাদের কীটেরা কখনো মরে  
না”।

**জীবন।** স্বর্গে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে অনন্ত জীবন।

**৯:৪৭ ঈশ্বরের রাজ্য।** মথি ৩:২ পদের নোট  
দেখুন।

**৯:৪৮ নরকে ... নির্বাপিত হয় না।** যিশা  
৬৬:২৪ পদ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শাস্তির  
কথা বলে। পবিত্র শাস্ত্রের এই অংশটি পাপীদের  
সীমাহীন ধ্বংসের চিত্র হিসেবে প্রকাশিত  
হয়েছে।

**কীট মরে না।** কীট সর্বদা বাজে আবর্জনার স্তূপে  
উপস্থিত থাকে (মথি ৫:২২ পদের নোট  
দেখুন)।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

<sup>৪৯</sup> বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আগুনরূপ লবণে লবণাক্ত করা যাবে। <sup>৫০</sup> লবণ ভাল, কিন্তু লবণ যদি লবণত্ব হারায়, তবে তোমরা কিসে তা আত্মদয়ুক্ত করবে? তোমরা নিজ নিজ অন্তরে লবণ রাখ এবং পরস্পর শান্তিতে থাক।

[৯:৪৯] লেবী ২:১৩; [৯:৫০] মথি ৫:১৩; লূক ১৪:৩৪, ৩৫; [৯:৫০] কল ৪:৬; [৯:৫০] রোমী ১২:১৮; ২করি ১৩:১১; ১থি ৫:১৩।

**৯:৪৯ আগুনরূপ লবণে লবণাক্ত।** এই কথার মধ্য দিয়ে বোঝানো হতে পারে যে, যারা নরকে প্রবেশ করে, তারা প্রত্যেকে প্রথমে এর আগুনের জ্বালা ভোগ করে; কিংবা এমনটা বোঝানো হতে পারে যে, এ জীবনে প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে যন্ত্রণার ও শুদ্ধতার আগুনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া-আসা করতে হবে।

**৯:৫০ লবণ ভাল।** লবণকে শিষ্যত্বের সাথে তুলনা করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর

সুসমাচারের প্রতি বশ্যতা আনার গুরুত্ব প্রদর্শন করা (৮:৩৫, ৩৮; মথি ৫:১৩ পদের নোট দেখুন)।

**পরস্পর শান্তিতে থাক।** মানুষের পারস্পরিক বিবাদের মীমাংসা হয় এবং শান্তি পুনঃস্থাপিত হয় তখনই, যখন আমরা পরস্পরের মাঝে যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের প্রতি সার্বজনীন আনুগত্য প্রকাশ করি।

### মার্ক ৯ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে সংগৃহীত ঘটনাবলী শুরু হয়েছে, পাহাড়ে প্রভু যীশুর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে (মার্ক ৯:১-১৩), বিষয়টি পরবর্তীতে পিতর তাঁর চিঠিতে উদ্ধৃত করেছিলেন (২ পিতর ১:১৬-১৮)। তারপর তিনি এক জন মন্দ আত্মায় পাওয়া লোককে সুস্থ করেছিলেন, যেটি তাঁর শিষ্যেরা বিশ্বাস ও প্রার্থনার অভাবে সম্পন্ন করতে পারেন নি (মার্ক ৯:১৪-২৯)। গালীলে ফিরে গিয়ে প্রভু যীশু আবারও তাঁর আসন্ন মৃত্যু ও মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (মার্ক ৯:৩০-৩২)। কফরনাহুমে এসে যীশু শিশুর মত নম্রতার প্রয়োজনীয়তা (মার্ক ৯:৩৩-৩৭), দলবাজির বিষয়ে সাবধানতা (মার্ক ৯:৩৮-৪১), অন্যদেরকে অথবা নিজেকে পাপের পথে নিয়ে যাওয়ার বিপদ (মার্ক ৯:৪২-৪৮), আগুন ও লবণের গুণগত প্রভাব সম্পর্কিত বিষয়গুলোর উপর শিক্ষা দিয়ে ও একে অন্যের সাথে শান্তিতে থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি তাঁর ঐ সময়কার শিক্ষা বিষয়ক পর্ব শেষ করেছিলেন (মার্ক ৯:৪৯-৫০)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— প্রভু যীশুর রূপান্তরের তাৎপর্য, নম্রতার প্রয়োজনীয়তা, দলবাজির বিপদ, অন্যদেরকে অথবা নিজেকে পাপের পথে নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতা, “আগুন” ও “লবণ” এর গুণগত প্রভাব এবং একে অন্যের সাথে শান্তিতে থাকার শিক্ষা।

### মার্ক ৯ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. পাহাড়ের উপরে যাওয়ার সময় যীশু কাদের তাঁর সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন? (২ পদ)
২. তাঁরা সেখানে যাওয়ার পর কি ঘটলো? (২ পদ)

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

৩. যীশু সেখানে কিভাবে প্রকাশিত হলেন? (৩ পদ)
৪. এতে শিষ্যদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? (৬ পদ)
৫. কখন এই বিষয়টি অন্যদের কাছে গিয়ে বলতে হবে বলে যীশু বলেছিলেন? (৯ পদ)
৬. যীশু “পুনরুত্থান” বলতে কি বুঝিয়েছিলেন তা কি তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন? (১০ পদ)
৭. শিষ্যরা কি করতে ব্যর্থ হল? (১৮ পদ)
৮. যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য কি সম্ভব? (২৩ পদ)
৯. কেন শিষ্যরা মন্দ আত্মাটিকে ছাড়াতে সক্ষম হননি? (২৯ পদ)
১০. শিষ্যেরা কি নিয়ে তর্কাতর্কি করছিলেন? (৩৩, ৩৪ পদ)
১১. তাঁদের প্রতি যীশুর জবাবটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। (৩৫-৩৭ পদ)
১২. অন্যেরা যখন তাঁর নামে আশ্চর্য কাজ করছিল তাতে যীশুর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? (৩৯, ৪০ পদ)
১৩. যীশু লবণের বিষয় কি বলেছিলেন? (৫০ পদ)

### স্ত্রী ত্যাগ করার বিষয়ে শিক্ষা

**১০**<sup>১</sup> সেই স্থান থেকে উঠে তিনি যিহূদিয়ার অঞ্চলে ও যর্দন নদীর অপর পারে আসলেন; তাতে তাঁর কাছে আবার লোক সমাগত হতে লাগল এবং তিনি নিজের রীতি অনুসারে আবার তাদেরকে উপদেশ দিলেন।<sup>২</sup> তখন ফরীশীরা কাছে এসে পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, স্ত্রী পরিত্যাগ করা কি পুরুষের পক্ষে উচিত? <sup>৩</sup> উত্তরে

[১০:১] মার্ক ১:৫; যোহন ১০:৪০; ১১:৭; [১০:১] দে: মথি ৪:২৩; মার্ক ২:১৩; ৪:২; ৬:৬, ৩৪; [১০:২] মার্ক ২:১৬;

**১০:১** যিহূদিয়ার অঞ্চল। ইস্রায়েল দেশের দক্ষিণ অঞ্চল। যিহূদিয়াতে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের জন্য লুক ৯:৫১ পদের নোট দেখুন। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পরিচর্যা কাজের পরিক্রমায় কফরনাহূম থেকে দক্ষিণ দিকে যিহূদিয়াতে শমরিয়া অঞ্চলে যান এবং এরপর যর্দন পার হয়ে পেরিয়াতে যান, যেখানে তিনি হেরোদ আন্তিপাসের এলাকায় অবস্থান করেছেন (মথি ১৪:১ পদের নোট দেখুন)। পেরিয়াতে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের জন্য লুক ১৩:২২ পদের নোট দেখুন।

**১০:২** পরীক্ষা করার জন্য। ফরীশীদের প্রশ্নটি

ছিল শত্রুভাবাপন্ন। প্রশ্নটি ছিল অবৈধ স্ত্রীত্যাগ করা এবং পুনর্বিবাহ নিয়ে, যে কারণে বাপ্তিস্মদাতা যোহন হেরোদিয়াকে দোষারোপ করেছিলেন (৬:১৭-১৮); তাঁর এই ভর্ৎসনা প্রথমে তাঁর কারাবরণ এবং তারপর তাঁর জীবনাবসান ঘটাল। ফরীশীরা আশা করেছিল যে, এই প্রশ্ন করে তারা যীশু খ্রীষ্টের মুখ থেকে এমন উত্তর বের করে নিয়ে আসবে, যা শাসকগোষ্ঠীকে উদ্ভুদ্ধ করবে তাঁকে বন্দী করার জন্য, যেরূপ বাপ্তিস্মদাতা যোহনের ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

স্ত্রী পরিত্যাগ করা। স্ত্রী ছেড়ে দেবার যথেষ্ট

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

তিনি তাদেরকে বললেন, মোশি তোমাদেরকে কি আদেশ দিয়েছেন? <sup>৪</sup> তারা বললো, ত্যাগপত্র লিখে আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করবার অনুমতি মোশি দিয়েছেন।

<sup>৫</sup> যীশু তাদেরকে বললেন, তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন বলে তিনি এই বিধি লিখেছেন; <sup>৬</sup> কিন্তু সৃষ্টির আদি থেকে ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী করে তাদেরকে নির্মাণ করেছেন; <sup>৭</sup> “এই কারণে মানুষ তার পিতা-মাতাকে ত্যাগ করে আপন স্ত্রীতে আসক্ত হবে, <sup>৮</sup> আর সে দু’জন একাঙ্গ হবে;” সুতরাং তারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ। <sup>৯</sup> অতএব ঈশ্বর যার যোগ করে দিয়েছেন, মানুষ তার বিয়োগ না করুক।

<sup>১০</sup> পরে শিষ্যরা বাড়িতে আবার সেই বিষয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। <sup>১১</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, যে কেউ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্য স্ত্রীকে বিয়ে করে, সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে; <sup>১২</sup> আর স্ত্রী যদি আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করে আর এক জনকে

[১০:৪] দ্বি:বি ২৪:১-৪; মথি ৫:৩১; [১০:৫] গীত ৯৫:৮; ইব্রী ৩:১৫; [১০:৬] আদি ১:২৭; ৫:২; [১০:৮] আদি ২:২৪; ১করি ৬:১৬; [১০:১১] দে: লুক ১৬:১৮; [১০:১২] রোমী ৭:৩; ১করি ৭:১০, ১১;

কারণ কিসে হত মোশির আইন-কানুন সে বিষয়ে স্পষ্ট নয় এবং ধর্ম-শিক্ষকরা দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১-৪ পদের ব্যাখ্যায় একমত ছিলেন না।

**১০:৪ ত্যাগ করার অনুমতি।** স্ত্রীত্যাগের বিষয়ে দু’টো প্রধান মত প্রচলিত ছিল। মোশির আইন-কানুন (দ্বি:বি. ২৪:১-৪) অনুসারে অপ্রীতিকর কিছু দেখলে লিখিত ত্যাগপত্র দেওয়ার নিয়ম ছিল। শাম্মাই-এর অনুসারীদের মত অনুসারে স্ত্রীর অবিশ্বস্ততার প্রমাণ পাওয়া না গেলে কোন মতেই বিবাহের বন্ধন ছিন্ন করা যাবে না। হিল্লেল এর মতবাদ অনুসারে যে কোন কারণে ত্যাগপত্র প্রদান করা যেত।

**১০:৫ তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন বলে।** স্ত্রীত্যাগ মানবীয় দুর্বলতা বলে গণ্য এক বিষয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতো, যা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অসম্মান করেছিল; কিন্তু ঈশ্বর বিবাহ বিচ্ছেদ চান না, যেহেতু ৬-৯ পদ স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেয়। দ্বি:বি. ২৪:১ পদের উদ্দেশ্য স্ত্রীত্যাগকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা নয়, বরং এর পরিণতির কঠোরতাকে হ্রাস করা।

**১০:৬ সৃষ্টির আদি থেকে।** যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের মূল অভিপ্রায় দেখাতে মানবীয় পাপের সূচনার পূর্বের সময়ে ফিরে যান। ঈশ্বর মহান এক আশীর্বাদের হিসেবে বিবাহের প্রচলন করেছেন

এবং তাঁর সৃষ্ট নারী ও পুরুষকে পবিত্র ভালবাসায় যুক্ত করেছেন।

**১০:৮ তারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ।** যীশু খ্রীষ্ট এই উক্তির মধ্য দিয়ে বিবাহের স্থায়ীত্বের আদর্শকে নিশ্চিত করেছেন।

**১০:৯ ঈশ্বর যার যোগ করে দিয়েছেন।** স্বয়ং খ্রীষ্ট ঈশ্বরের কর্তৃত্ব দ্বারা বিয়ের পবিত্রতার ভিত্তি গেঁথেছেন এবং স্ত্রীত্যাগকে ‘না’ বলার মধ্য দিয়ে মানবীয় স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে এক রক্ষাকবচ স্থাপন করেছেন, যা প্রায়শ বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার আশঙ্কায় ফেলে।

**১০:১১ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে।** যিহুদীদের রীতি অনুসারে স্ত্রীত্যাগ স্বয়ং স্বামী কর্তৃক কার্যকর হত, কোন আইনগত বিচার, আদালত বা কর্তৃত্ব দ্বারা নয়।

**সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে।** স্বামীর পক্ষে স্ত্রীত্যাগের এক সহজ ঘোষণা বিবাহের স্বর্গীয় বিধি এবং এর নৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে না। বিবাহ বন্ধনের এই চিরস্থায়ী ক্ষমতা ফরীশীদের আদালতে অগ্রাহ্য করা হত। কিন্তু মথি ১৯:৩,৯ পদের নোট দেখুন, যেখানে এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে (১ করি ৭:১২,১৫ পদের নোট দেখুন)।

**১০:১২ স্ত্রী যদি আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করে।** সে যুগে কোন যিহুদী স্ত্রীলোক তার স্বামীকে

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

বিয়ে করে, তবে সেও ব্যভিচার করে।

### শিশুদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের আশীর্বাদ

<sup>১৩</sup> পরে লোকেরা কতগুলো শিশুকে তাঁর কাছে আনলো, যেন তিনি তাদেরকে স্পর্শ করেন; তাতে শিষ্যরা তাদেরকে ভর্ৎসনা করলেন। <sup>১৪</sup> কিন্তু যীশু তা দেখে অসন্তুষ্ট হলেন, আর তাঁদেরকে বললেন, শিশুদেরকে আমার কাছে আসতে দাও, বারণ করো না; কেননা ঈশ্বরের রাজ্য এদের মত লোকদেরই। <sup>১৫</sup> আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যে ব্যক্তি শিশুর মত হয়ে ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে কোন মতে তাতে প্রবেশ করতে পারবে না। <sup>১৬</sup> পরে তিনি তাদেরকে কোলে নিলেন ও তাদের উপরে হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

### এক জন ধনবান

<sup>১৭</sup> পরে তিনি বের হয়ে পথে যাচ্ছেন, এমন সময়ে এক জন দৌড়ে এসে তাঁর সম্মুখে জানু পেতে জিজ্ঞাসা করলো, হে সৎ গুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী হবার জন্য আমি কি

[১০:১৪] দে: মথি ২৫:৩৪; [১০:১৫] মথি ১৮:৩; [১০:১৬] মার্ক ৯:৩৬; ১০:১৭] মার্ক ১:৪০; [১০:১৭] লূক ১০:২৫; দে: প্রেরি ২০:৩২;

ছেড়ে দিতে পারত না। ঐ কথাটা এমন সময়ের বিষয়ে যখন যিহূদীরা অযিহূদীদের এলাকায় বাস করতো, যেখানে ত্রীলোক তার স্বামীকে ত্যাগ দিতে পারত।

**সেও ব্যভিচার করে।** যীশু খ্রীষ্টের এই ঘোষণা হেরোদ আন্তিপাস ও হেরোদিয়ার প্রতি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাহসিকতাপূর্ণ অভিযোগকে সমর্থন করে এবং সমানভাবে তাদেরকে দোষারোপ করে।

**১০:১৩ তিনি তাদেরকে স্পর্শ করেন।** মাথায় হাত রাখা ছিল আশীর্বাদ করার কাজ (১০:১৬), ভুল করে প্রেরিতেরা ভেবেছিল যে, শিশুদের জন্য যীশু খ্রীষ্টের কোন সময় ও ধৈর্য নেই।

**১০:১৪ এই মত লোকদেরই।** ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই, যারা শিশুদের মত ঈশ্বরের দান হিসেবে তাঁর রাজ্যকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত (১৫ পদের নোট দেখুন)। এই শিশুদেরকে খ্রীষ্টের কাছে আনা হয়েছিল বাড়ি যাওয়ার আগে তাঁকে বিদায় জানাতে ও তাঁর কাছ থেকে দোয়া নিতে। প্রভু যীশু নারী ও শিশুদের জন্য সহানুভূতিশীল ছিলেন, অন্যদিকে জাগতিক রাজ্যের ধারণায় প্রসূত হয়ে প্রেরিতরা এই শিশুদেরকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছিলেন।

**১০:১৫ শিশুর মত হয়ে।** এখানে শিশুদের

স্বভাবগত আন্তরিক ও খোলা মন এবং গ্রহণযোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বরের রাজ্য অবশ্যই স্বর্গীয় অনুগ্রহের দান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, এটি মানবীয় প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জন করা যায় না। এখানে কেবলমাত্র তারাই প্রবেশ করার অধিকার রাখে, যারা তাদের অসহায়ত্বের কথা জানে এবং যাদের কোন কিছুতে কোন দাবী নেই বা গুণের বড়াই নেই।

**১০:১৬ হাত রেখে প্রার্থনা করলেন।** যীশু খ্রীষ্ট এখানে দৃশ্যত দেখাচ্ছেন যে, স্বর্গীয় রাজ্যের দোয়া অব্যাহতভাবে দান করা হয়।

**১০:১৭ এক জন।** মার্ক এই লোকটির পরিচয় দেন নি, কিন্তু লূক তাকে একজন ‘নেতা’ হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন (লূক ১৮:১৮); সম্ভবত সে যিহূদী মহাসভা বা আদালতের একজন সদস্য ছিল। মথি তাকে ‘যুবক’ বলে উল্লেখ করেছেন (মথি ১৯:২০)।

**অনন্ত জীবন।** মথি ১৯:১৬ পদের নোট দেখুন। **আমি কি করবো?** ধনী লোকটি পৃথিবীবী ধার্মিকতার পরিভাষা অনুসারে তার গুণের স্বীকৃতি হিসেবে অনন্ত জীবন লাভ করার আশা করছিল; কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট শিক্ষা দিচ্ছেন যে, এটি কেবলমাত্র অনুগ্রহের দ্বারা গ্রহণ করার মত এক উপহার (পদ ১৫)।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

করবো? <sup>১৮</sup> যীশু তাকে বললেন, আমাকে সৎ কেন বলছো? এক জন ছাড়া সৎ আর কেউ নেই, তিনি ঈশ্বর। <sup>১৯</sup> তুমি আদেশগুলো জানো, “নরহত্যা করো না, ব্যভিচার করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, প্রবঞ্চনা করো না, তোমার পিতা-মাতাকে সমাদর করো”। <sup>২০</sup> সেই ব্যক্তি তাঁকে বললো, গুরু, বাল্যকাল থেকে এসব আমি পালন করে আসছি। <sup>২১</sup> যীশু তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রেমে পূর্ণ হয়ে তাকে বললেন, একটি বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে, যাও, তোমার যা কিছু আছে বিক্রি করে দরিদ্রদেরকে দান কর, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; আর এসো, আমার অনুসারী হও। <sup>২২</sup> এই কথায় সে বিষণ্ণ হল, দুঃখিত হয়ে চলে গেল, কারণ তার বিস্তর সম্পত্তি ছিল।

[১০:১৯] যাত্রা ২০:১২-১৬; দ্বি:বি ৫:১৬-২০; [১০:২১] দে: প্রেরি ২:৪৫; [১০:২১] মথি ৬:২০; লুক ১২:৩৩; [১০:২১] দে: মথি ৮:১৯;

**১০:১৮ আমাকে সৎ কেন বলছো?** যীশু খ্রীষ্ট তাঁর নিজ সততাকে অস্বীকার করছেন না, কিন্তু লোকটিকে তিনি এ কথা স্বীকার করতে বলছেন যে, তার একমাত্র আশা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করছে, যিনি একাই কেবলমাত্র অনন্ত জীবন দিতে পারেন। তিনি যুবকটিকে এজন্যও অনুপ্রাণিত করতে পারেন, যেন যার সাথে সে কথা বলছে তাঁর পূর্ণ পরিচয় ও প্রকৃতি সম্পর্কে সে জানতে পারে।

**১০:১৯ প্রবঞ্চনা করো না।** প্রবঞ্চনার নিষেধাজ্ঞা লোভের বিরুদ্ধে আদেশনামার দশম আদেশকে তুলে ধরেছে। তবে মূলত যীশু খ্রীষ্ট এখানে ছয়টি আদেশের সবক’টি উল্লেখ করছেন, যা একজন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ভুল কাজ ও আচরণকে নিষিদ্ধ করেছে (যাত্রা ২০:১২-১৬; দ্বি:বি. ৫:১৬-২১)।

**১০:২০ বাল্যকাল।** সম্ভবত ১৩ বছর বয়সকে বোঝানো হচ্ছে, যখন থেকে একজন যিহুদী বালককে আইন-কানূনের আদেশসমূহ পালনে ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

**এসব পালন করে আসছি।** লোকটি নিষ্ঠার সাথে কথা বলেছিল, কারণ তার জন্য আইন-কানুন পালন করা ছিল বাহ্যিক ধার্মিকতার বিষয়; কিন্তু অন্তরকে শুদ্ধরূপে আইন-কানূনের নিয়ম অনুসারে গঠন করা সহজ ব্যাপার নয়। পৌল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ধর্ম গ্রহণ করার আগে তাঁরও একই চিন্তা ছিল (ফিলি ৩:৬)।

**১০:২১ যীশু তার প্রতি ... প্রেমে পূর্ণ হয়ে।** যীশু খ্রীষ্ট লোকটির আন্তরিকতা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর এই সাড়াধান পবিত্র শাস্ত্রের আজ্ঞাগুলো গভীরতা বোঝার ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতাকে তুলে ধরে তাকে লজ্জা দেয়ার জন্য নয়, কিন্তু এটি ঋণটি ভালবাসার প্রকাশ ছিল।

**একটি বিষয়ে ... দান কর।** লোকটির প্রাথমিক সমস্যা ছিল তার সম্পদ (পদ ২২), তাই যীশু খ্রীষ্টের ইচ্ছা ছিল তাকে এর অধীনতা থেকে বের করা। এমন কোন নির্দেশনা নেই যে, তার প্রতি যীশু খ্রীষ্টের এই আদেশ সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর জীবনে প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। এটি কেবল তাদের বেলায় প্রয়োগ করা যায়, যারা একই ধরনের আত্মিক সমস্যায় রয়েছে।

**স্বর্গে ধন পাবে।** অনন্ত জীবন বা পরিব্রাণের ধন। এই ধন কারও জাগতিক বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ বা আত্মত্যাগের দ্বারা অর্জন করতে হয় না, বরং শুধুমাত্র যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে পাওয়া যায়। লোকটি তার সম্পদ দান করার মধ্য দিয়ে সেই বাধাকে দূর করতে সক্ষম হবে, যা যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস আনা থেকে তাকে দূরে রেখেছে।

**১০:২২ দুঃখিত হয়ে চলে গেল।** ফিরে যাবার এই দুঃখজনক সিদ্ধান্ত অনন্ত জীবনের বদলে তার বিষয়-সম্পত্তির প্রতি আরও বেশি ভালবাসাকে ফুটিয়ে তোলে (৮:১৯)।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

২৭ তখন যীশু চারদিকে দৃষ্টিপাত করে তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন, যাদের ধন আছে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন দুষ্কর! ২৮ তাঁর কথায় শিষ্যরা আশ্চর্য হলেন; কিন্তু যীশু পুনর্বীর তাঁদেরকে বললেন, বৎসরা, যারা ধনের উপর নির্ভর করে, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে কেমন দুষ্কর! ২৯ ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করার চেয়ে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সহজ। ৩০ তখন তাঁরা অতিশয় আশ্চর্য হয়ে বললেন, তবে কে পরিব্রাজ পেতে পারে? ৩১ যীশু তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, এটা মানুষের পক্ষে অসম্ভব বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব নয়, কারণ ঈশ্বরের পক্ষে সকলই সম্ভব।

৩২ তখন পিতর তাঁকে বলতে লাগলেন, দেখুন, আমরা সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে আপনার অনুসারী হয়েছি। ৩৩ যীশু বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই, যে আমার জন্য ও সুসমাচারের জন্য তার বাড়ি বা ভাই-বোন বা পিতা-মাতা বা সন্তান-সন্ততি বা জায়গা-জমি ত্যাগ করেছে, কিন্তু এখন ইহকালে তার শতগুণ না পাবে; ৩৪ সে বাড়ি, ভাই-বোন, মা, সন্তান-সন্ততি ও জায়গা-জমি, নির্যাতনের সঙ্গে এসব পাবে এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন পাবে। ৩৫ কিন্তু যারা প্রথম, এমন অনেক লোক শেষে পড়বে ও যারা শেষের, তারা প্রথম হবে।

#### যীশু তৃতীয় বার নিজের মৃত্যুর বিষয় বলেন

৩৬ একবার তাঁরা পথে ছিলেন, যিরূশালেমে যাচ্ছিলেন এবং যীশু তাদের আগে আগে চলছিলেন, তখন তাঁরা আশ্চর্য হলেন আর যাঁরা পিছনে চলছিলেন, তাঁরা ভয় পেলেন। পরে

[১০:২৩] গীত ৫২:৭; ৬২:১০; মার্ক ৪:১৯; ১তীম ৬:৯, ১০, ১৭; [১০:২৪] মথি ৭:১৩, ১৪; যোহন ৩:৫; [১০:২৫] লুক ১২:১৬-২০; ১৬:১৯-৩১; [১০:২৭] দে: মথি ১৯:২৬; [১০:২৮] দে: মথি ৪:১৯; [১০:৩০] মথি ৬:৩৩; [১০:৩০] দে: মথি ১২:৩২; [১০:৩০] দে: মথি ২৫:৪৬; [১০:৩১] দে: মথি ১৯:৩০; [১০:৩২] মার্ক ৩:১৬-১৯;

১০:২৫ সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সহজ। উট ইস্রায়েল দেশে প্রাপ্ত সবচেয়ে বড় প্রাণী। বৃহত্তম প্রাণী ও ক্ষুদ্রতম ছিদ্রের মধ্যে তুলনামূলক তারতম্যের দ্বারা দু'টি বিষয়ের সম্ভাব্যতা আলোচনা করা হয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে যে দু'টোই অসম্ভব বলে মনে হয়।

১০:২৯ সুসমাচারের। ১:১ পদের নোট দেখুন।

১০:৩০ আগামী যুগ। এই শব্দটি দ্বারা অনন্ত জীবনের সময়কালকে বোঝানো হয়। এ যুগ মন্দ (গালা ১:৪), কিন্তু আসন্ন ধার্মিক যুগ যীশু খ্রীষ্টের আগমন থেকে শুরু হবে এবং চিরকাল চলতে থাকবে।

নির্যাতনের সঙ্গে এসব পাবে। যারা যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হতে চায় তাদের জীবন প্রতিজ্ঞা ও নির্যাতন, আশীর্বাদ ও যন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত। তাড়না বা নির্যাতনের সময় একজন বিশ্বাসীর বিশ্বাসের শক্তি সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় ও

অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে সহভাগিতা বৃদ্ধি পায়।

১০:৩১ যারা প্রথম, এমন অনেক লোক শেষে পড়বে। যারা ত্যাগী জীবন যাপন করবে, তাদেরকে অবশ্যই নিঃস্বার্থভাবে তা করতে হবে, নতুবা তা ঈশ্বরের চোখে গ্রাহ্যণীয় হবে না।

১০:৩২ তাঁরা পথে ছিলেন। যিরূশালেমে যাচ্ছিলেন। যিরূশালেমে এ শেষ যাত্রা ইফ্রয়িম নামক নগর থেকে শুরু হয়েছিল (যোহন ১১:৪৫); এই যাত্রায় তাঁরা গিয়েছিলেন গালীলে (লুক ১৭:১১), এরপর পেরিয়া হয়ে দক্ষিণে যিরীহোতে (লুক ১৮:৩৫), তারপর বৈথনিয়াতে (লুক ১৯:২৯) এবং সবশেষে যিরূশালেমে (লুক ১৯:৪১)।

যাঁরা পিছনে চলছিলেন। সম্ভবত যিরূশালেমে নিস্তারপর্ব পালন করতে যে সব তীর্থযাত্রীগণ

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

তিনি আবার সেই বারো জনকে নিয়ে নিজের প্রতি যা যা ঘটবে, তা তাঁদেরকে বলতে লাগলেন। <sup>৩৩</sup> তিনি বললেন, দেখ, আমরা যিরূশালেমে যাচ্ছি, আর মনুষ্যপুত্রকে প্রধান পুরোহিত ও ধর্ম-শিক্ষকদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে; তারা তাঁর প্রাণদণ্ড বিধান করবে এবং অযিহুদীদের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হবে। <sup>৩৪</sup> আর তারা তাঁকে বিদ্রোপ করবে, তাঁর মুখে থুথু দেবে, তাঁকে কশাঘাত করবে ও হত্যা করবে; আর তিন দিন পরে তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।

#### ঈশ্বরের রাজ্যে মহান কে?

<sup>৩৫</sup> পরে সিবদিয়ের দুই পুত্র, যাকোব ও যোহন, তাঁর কাছে এসে বললেন, গুরু, আমাদের বাসনা এই, আমরা আপনার কাছে যা যাচঞা করবো, আপনি তা আমাদের জন্য করুন। <sup>৩৬</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের বাসনা কি? তোমাদের জন্য আমি কি করবো? <sup>৩৭</sup> তাঁরা বললেন, আমাদেরকে এই বর দান করুন, যেন আপনি যখন মহিমা লাভ করেন তখন আমরা এক জন আপনার ডান পাশে, আর এক জন বাম পাশে বসতে পারি। <sup>৩৮</sup> যীশু তাঁদেরকে বললেন, তোমরা কি যাচঞা করছো, তা বুঝ না। আমি যে পাত্রে পান করি, তাতে কি তোমরা পান করতে পার এবং আমি যে বাস্তিস্মে বাস্তিস্ম নেই, তাতে কি তোমরা বাস্তিস্ম নিতে পার? <sup>৩৯</sup> তাঁরা বললেন, পারি। যীশু তাঁদেরকে বললেন, আমি যে

[১০:৩৩] দে: লুক ৯:৫১; [১০:৩৩] দে: মথি ৮:২০; [১০:৩৩] মথি ২৭:১, ২; [১০:৩৪] দে: মথি ১৬:২১; [১০:৩৪] প্রেরি ২:২৩; ৩:১৩; [১০:৩৪] দে: মথি ১৬:২১; [১০:৩৪] দে: মথি ১৬:২১; [১০:৩৭] মথি ১৯:২৮; [১০:৩৮] ইয়োব ৩৮:২; [১০:৩৮] দে: মথি ২০:২২; [১০:৩৮] লুক ১২:৫০; [১০:৩৯] প্রেরি ১২:২; প্রকা ১:৯;

যাচ্ছিলেন তারা।

বারোজন। ৩:১৬-১৯ এবং লুক ৬:১৪-১৬ পদের নোট দেখুন।

**১০:৩৩-৩৪ অযিহুদীদের হাতে ... হত্যা করবে।** মার্কের সুসমাচারে “ক্রুশারোপণ করা হবে” কথাটি যন্ত্রণার পূর্বাভাস হিসেবে ব্যবহার হয়নি, কিন্তু এ বিবৃতিটি যীশুকে তাদের দ্বারা হত হতে অযিহুদীদের হাতে সমর্পণ করার বিষয়টি তুলে ধরে।

**১০:৩৩ মনুষ্যপুত্র ... প্রধান পুরোহিত ও ধর্ম-শিক্ষক।** ৮:৩১; মথি ২:৪ পদের নোট দেখুন।

**১০:৩৫ বাসনা।** পদ ও ক্ষমতার জন্য যাকোব ও যোহনের আকাঙ্ক্ষা কেবল তখনই বোঝা যাবে, যদি তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে দাসের মত পরিচর্যা কাজে নিজেদেরকে সমর্পণ করেন (পদ ৪৩-৪৪ দেখুন)।

সিবদিয়ের দুই পুত্র, যাকোব ও যোহন। ১:১৯; ৩:১৭ পদের নোট দেখুন।

**১০:৩৭ ডান পাশে ... বাম পাশে।** মর্যাদা ও

ক্ষমতার অবস্থান।

**১০:৩৮ আমি যে পাত্রে পান করি ... পান করতে পার?** এটি যিহুদী সংস্কৃতির একটি প্রকাশভঙ্গি, যার অর্থ কারও সাথে একই ভাগ্য বরণ করা। পুরাতন নিয়মে আব্দুর-রসের পাত্র মানুষের পাপ ও বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধের এক সাধারণ দৃষ্টান্ত (গীত ৭৫:৮; যিশা ৫১:১৭-২৩; যির ২৫:১৫-২৮; ৪৯:১২; ৫১:৭)। অনুরূপভাবে, যে পাত্রে যীশু খ্রীষ্ট পান করবেন— এ কথার অর্থ হচ্ছে পাপের স্বর্গীয় শাস্তি লাভ, যা তিনি পাপী মানবজাতির পক্ষে বহন করলেন (১০:৪৫; ১৪:৩৬)।

**আমি যে বাস্তিস্মে ... বাস্তিস্ম নিতে পার?** বাস্তিস্ম শব্দটির অর্থ এখানে পাত্র শব্দটির সঙ্গে সমান্তরাল; এখানে খ্রীষ্টের দুঃখভোগ এবং মৃত্যুকে বাস্তিস্মের প্রতীক হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে (লুক ১২:৫০ দেখুন; রূপকটির জন্য রোমীয় ৬:৩-৪ দেখুন)।



## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

পাত্রে পান করি, তাতে তোমরা পান করবে এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নেই, তাতে তোমরাও বাপ্তিস্ম নেবে; <sup>৪০</sup> কিন্তু যাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করা হয়েছে, তাদের ছাড়া আর কাউকেও আমার ডান পাশে বা বাম পাশে বসতে দিতে আমার অধিকার নেই।

<sup>৪১</sup> এই কথা শুনে অন্য দশ জন যাকোব ও যোহনের প্রতি বিরক্ত হতে লাগলেন। <sup>৪২</sup> কিন্তু যীশু তাঁদেরকে কাছে ডেকে বললেন, তোমরা জান, জাতিদের মধ্যে যারা শাসনকর্তা বলে গণ্য, তারা তাদের উপরে প্রভুত্ব করে এবং তাদের মধ্যে যারা মহান, তারা তাদের উপরে কর্তৃত্ব করে। <sup>৪৩</sup> তোমাদের মধ্যে সেরকম হওয়া উচিত নয়; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ মহান হতে চায়, সে তোমাদের পরিচারক হবে; <sup>৪৪</sup> এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, সে সকলের দাস হবে। <sup>৪৫</sup> কারণ বাস্তবিক মনুষ্যপুত্রও পরিচর্যা পেতে আসেন নি, কিন্তু পরিচর্যা করতে এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে এসেছেন।

### অন্ধ বরুতীময়কে সুস্থ করা

<sup>৪৬</sup> পরে তাঁরা যিরীহোতে আসলেন। আর তিনি যখন তাঁর শিষ্যদের ও বিস্তর লোকের

[১০:৪৩] দে: মার্ক ৯:৩৫; [১০:৪৫] দে: মথি ২০:২৮; [১০:৪৫] দে: মথি ২০:২৮;

১০:৪০ আমার অধিকার নেই। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পিতার কর্তৃত্ব বিষয়টি তুলে ধরেছেন। ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব বা পারিবারিক সম্পর্কের কারণে এই সুযোগ লাভ করা যায় না, কিন্তু ঈশ্বর যার জন্য যে পরিকল্পনা করে রেখেছেন সেই অনুসারেই সব ঘটবে।

১০:৪১ রুষ্ট হতে লাগলেন। সম্ভবত এর কারণ হল, তাঁরা নিজেরা তাঁদের জন্য মর্যাদা ও ক্ষমতার অবস্থান চেয়েছিলেন।

১০:৪৩ তোমাদের মধ্যে সেরূপ হওয়া উচিত নয়। যীশু খ্রীষ্ট এই জগতের মূল্যবোধের কাঠামোকে পাল্টে দেন। একজনকে যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হিসাবে জীবন যাপন করতে হলে তাদের জীবনে নম্রতা ও প্রেমপূর্ণ কাজ থাকতে হবে।

১০:৪৫ অনেকের পরিবর্তে ... দিতে এসেছেন। মার্কের সুসমাচারের অন্যতম প্রধান একটি পদ। যীশু খ্রীষ্ট এই জগতে দাস হিসেবে এসেছেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে এমন এক দাস, যিনি আমাদের মুক্তির জন্য যাতনা ভোগ করবেন এবং মারা যাবেন, যেমন ভাববাদী যিশাইয় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (যিশা ৫২:১৩-৫৩: ১২)। এই পদে যীশু খ্রীষ্টের কাজকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়। “পরিচর্যা করতে” এবং “আপন

প্রাণ দিতে”: এই সুসমাচারের ১০:৩১ পদ পর্যন্ত ঈশ্বরের পুত্রের পরিচর্যা বা সেবা কাজের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং এর পরবর্তী অংশে পুত্রের মূল্যবান ত্যাগের কথা বলা হয়েছে।

মুক্তির মূল্য। অর্থাৎ ‘বন্দীত্ব থেকে মুক্তির লাভের জন্য প্রদত্ত মূল্য’। যীশু খ্রীষ্ট পাপের ও মৃত্যুর বন্দীত্ব থেকে আমাদেরকে মুক্ত করার জন্য তাঁর জীবন দিলেন। “মুক্তির মূল্য” শব্দটি ১ তীম ২:৬ পদে যুগ্ম শব্দরূপে ব্যবহার হয়েছে। এর অর্থ যীশু খ্রীষ্টের কাজের সর্বভোম দিক। তিনি এমন কিছু করেন যা অন্য কেউ করতে পারে না এবং যা অন্যদের করার দরকার নেই। “অনেকের” শব্দটি যিশা ৫৩:১১,১২ পদ সম্পর্কে সম্ভাব্য উল্লেখ। যদিও এটি অনেকের জন্য, কিন্তু সবার জন্য নয় (রোমীয় ৫:১৯)।

১০:৪৬ যিরীহো। একটি প্রাচীন নগর, যা যর্দনের পাঁচ মাইল পশ্চিমে এবং যিরূশালেমের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। যীশু খ্রীষ্টের সময়ে পুরাতন নিয়মের যিরীহো এক কথায় পরিত্যক্ত ছিল, কিন্তু এর দক্ষিণে মহান হেরোদ কর্তৃক এক নগর নির্মিত হয়েছিল।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

সঙ্গে যিরীহো থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন, তখন তীময়ের পুত্র বর্তীময় নামে এক জন অন্ধ ভিক্ষুক পথের পাশে বসেছিল।<sup>৪৭</sup> সে যখন শুনতে পেল তিনি নাসরতীয় যীশু, তখন চোঁচিয়ে বলতে লাগল, হে যীশু, দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি করুণা করুন।<sup>৪৮</sup> তখন অনেক লোক চুপ চুপ বলে তাকে ধমক দিল; কিন্তু সে আরও বেশি চোঁচিয়ে বলতে লাগল, হে দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি করুণা করুন।<sup>৪৯</sup> তখন যীশু থেমে বললেন, ওকে ডাক; তাতে লোকেরা সেই অন্ধকে ডেকে বললো, ওহে, সাহস কর, উঠ, উনি তোমাকে ডাকছেন।<sup>৫০</sup> তখন সে তার কাপড় ফেলে লাফ দিয়ে উঠে যীশুর কাছে গেল।<sup>৫১</sup> যীশু তাকে বললেন, তুমি কি চাও? আমি তোমার জন্য কি করবো? অন্ধ তাঁকে বললো, রব্বুনী (হে আমার গুরু), যেন দেখতে পাই।<sup>৫২</sup> যীশু তাকে বললেন, চলে যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করলো। তখনই সে দেখতে পেল এবং পথ দিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল।

[১০:৪৭] দে: মার্ক ১:২৪; [১০:৪৭] দে: মথি ৯:২৭; [১০:৫১] দে: মথি ২৩:৭; [১০:৫২] দে: মথি ৯:২২; [১০:৫২] দে: মথি ৮:১৯।

বের হয়ে যাচ্ছেন। লুক বলেছেন, “যখন তিনি যিরীহোর নিকটবর্তী হলেন” (লুক ১৮:৩৫)। লুক হয়তো নতুন যিরীহো নগরের কথা বুঝিয়েছেন এবং যেক্ষেত্রে মথি (২০:২৯) ও মার্ক পুরাতন নগরটির কথা বুঝিয়েছেন।

অন্ধ ভিক্ষুক পথের পাশে বসেছিল। নগরদ্বারের ঠিক বাইরে বসে যিরুশালেমের উদ্দেশ্যে যাতায়াতকারী তীর্থযাত্রীদের কাছে অন্ধ ভিক্ষুকরা ভিক্ষা চাইতো।

১০:৪৭ দায়ূদ-সন্তান। যীশু খ্রীষ্টের উপাধি (যিশা ১১:১-৩; যির ২৩:৫-৬; যিহিষ্কেল ৩৪:২৩-২৪; এবং মথি ১:১; ৯:২৭ পদের

নোট দেখুন)। মার্ক শুধুমাত্র এই স্থানে যীশু খ্রীষ্টকে সম্বোধন করতে এই উপাধিটি ব্যবহার করা হয়েছে।

১০:৫১ তুমি কি চাও? অন্ধ ভিক্ষুকটির জন্য এ ছিল এক অব্যবহৃত সুযোগ। কিন্তু সে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় জিনিসটিই চেয়েছিল। এই প্রশ্নটির পর পরই সুসমাচারের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হতে যাচ্ছে— যীশু খ্রীষ্ট যিরুশালেমে দিকে অগ্রসর হচ্ছেন পরিভ্রমণের জন্য ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা রয়েছে তার শেষ কাজটুক সম্পূর্ণ করতে।

### মার্ক ১০ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

যিহূদিয়াতে আসার পরে, ফরীশীরা প্রভু যীশুকে বিয়ে-বিচ্ছেদের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন (মার্ক ১০:১-১২)। সেখানে ছোট ছোট শিশুদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল যেন তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ করেন। প্রাথমিকভাবে যীশুর শিষ্যদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও, তিনি ঐ শিশুদেরকে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং তাঁদেরকে শিশুর মত হয়ে ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণের গুরুত্বের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন (মার্ক ১০:১৩-১৬)। যখন এক জন ধনী যুবক তাঁকে অনন্ত জীবনের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন (মার্ক ১০:১৭-২২), তখন তিনি এই উপস্থিত বিষয়টি ব্যবহার করে তাঁর শিষ্যদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের সাথে পার্থিব ধন-সম্পত্তির সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন (মার্ক ১০:২৩-৩১)। তারপর তিনি তৃতীয় বারের (তুলনামূলক উদ্ধৃতি: মার্ক ৮:৩১-৩৩; ৯:৩০-৩২) মত তাঁর আসন্ন মৃত্যু ও মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার বিষয়ে

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (মার্ক ১০:৪৬-৫২)। তারপর যীশু যাকোব ও যোহনের একটি অনুরোধকে ব্যবহার করে তাঁর শিষ্যদেরকে সেবার গুরুত্বের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন (মার্ক ১০:৩৫-৪৫)। প্রভু যীশু যিরীহো শহর ছেড়ে যাওয়ার সময়, বরতীময় নামের এক জন অন্ধকে সুস্থ করে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন (মার্ক ১০:৪৬-৫২)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল- বিয়ে ও বিয়ে-বিচ্ছেদ বিষয়ক প্রভু যীশুর শিক্ষা, ঈশ্বরের রাজ্যে শিশুর মত নম্রতা ও দাসের মত মনোভাবের গুরুত্ব, ঈশ্বরের রাজ্যের প্রসঙ্গে অধিকৃত ধন-সম্পত্তি ও পুরস্কারের বিষয়ে শিক্ষা।

### মার্ক ১০ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষয়ে যীশুর শিক্ষার সারমর্ম করুন। (২-১২ পদ)
২. যখন দু'জন মানুষ বিয়ে করে এর ফল কি দাঁড়ায়? (৮ পদ)
৩. যে নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য স্ত্রীলোককে বিয়ে করে তাদের বিষয়ে যীশু কি শিক্ষা দিয়েছিলেন? (১১,১২ পদ)
৪. শিশুদের জন্য খ্রীষ্টের আশীর্বাদ বর্ণনা করুন। (১৩-১৬ পদ)
৫. ধনী লোকটি যীশুকে কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল? (১৭ পদ)
৬. যীশু ধনী লোকটিকে কি উত্তর দিয়েছিলেন? লোকটি তাঁকে কিভাবে উত্তর দিয়েছিল? (১৮-২০ পদ)
৭. যীশু তাঁকে কি করতে বলেছিলেন? (২১ পদ)
৮. সে লোকটির উপর যীশুর উক্তির কি প্রভাব পড়েছিল? (২২ পদ)
৯. ধন-সম্পদ কি মানুষকে যীশুর পথ অনুসরণ করা থেকে দূরে রাখতে পারে? (২৩-২৭ পদ)
১০. যীশু তাঁর শিষ্যদের কি পুরস্কারের কথা প্রতিজ্ঞা করেছেন? (২৯-৩০ পদ)
১১. যীশু কিভাবে তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? (৩২-৩৪ পদ)
১২. খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে কে প্রথম হবে? (৪৩,৪৪ পদ)
১৩. তাঁর উদাহরণ অনুসারে খ্রীষ্টের অনুসারীদের কিভাবে আচরণ করা উচিত? (ইফি ৫:২১ পদ)
১৪. খ্রীষ্টের উদাহরণ অনুসারে একে অপরের প্রতি বিশ্বাসীদের ব্যবহার কি হওয়া উচিত? (রোমীয় ১২:১০ পদ)
১৫. দুর্বল বিশ্বাসীদের প্রতি সবল বিশ্বাসীদের কেমন ব্যবহার করা উচিত? (রোমীয় ১৫:১,৩ পদ)
১৬. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা কিভাবে খ্রীষ্টের আইন পালন করতে পারে? (গালা ৬:২ পদ)

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

### যীশু খ্রীষ্টের যিরূশালেমে প্রবেশ

**১১** <sup>১</sup> পরে যখন তাঁরা যিরূশালেমের নিকটবর্তী হয়ে জৈতুন পর্বতে বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামে আসলেন, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দুই জনকে পাঠিয়ে দিলেন, <sup>২</sup> তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের সম্মুখে ঐ গ্রামে যাও; সেখানে প্রবেশ করা মাত্র একটি গাধার বাচ্চা বাঁধা দেখতে পাবে, যার উপরে কোন মানুষ কখনও বসে নি; সেটিকে খুলে আন। <sup>৩</sup> আর যদি কেউ তোমাদেরকে বলে, এই কাজ কেন করছো? তবে বলো, এতে প্রভুর প্রয়োজন আছে; তাতে সে তৎক্ষণাৎ সেটিকে এখানে পাঠিয়ে দেবে। <sup>৪</sup> তখন তাঁরা গিয়ে দেখতে পেলেন, একটি গাধার বাচ্চা একটি দরজার কাছে, বাইরে রাস্তায় বাঁধা রয়েছে, আর তা খুলতে লাগলেন। <sup>৫</sup> তাতে যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, গাধার বাচ্চাটিকে খুলে কি করছো? <sup>৬</sup> তাতে যীশু যেমন বলেছিলেন, তাঁরা ওদেরকে সেই মত বললেন, আর ওরা তাঁদেরকে সেটি নিয়ে যেতে দিল। <sup>৭</sup> পরে তাঁরা সেই গাধার বাচ্চাটিকে যীশুর কাছে এনে তার উপরে তাদের কাপড় পেতে দিলেন; আর তিনি তার উপরে বসলেন। <sup>৮</sup> তখন অনেকে নিজ নিজ কাপড় পথে পেতে দিল ও অন্যেরা ক্ষেত

[১১:১] দে: মথি ২১:১৭; [১১:১] দে: মথি ২১:১; [১১:২] গণনা ১৯:২; দ্বি:বি ২১:৩; ১শমূ ৬:৭; [১১:৪] মার্ক ১৪:১৬;

**১১:১-২** যীশু খ্রীষ্টের যিরূশালেমে প্রবেশ। প্রথমত, তাঁর বিজয়যাত্রা সখরিয় ৯:৯ পদের পূর্ণতার জন্য; এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর খ্রীষ্টত্ব প্রকাশ করার জন্য। তিনি অবশ্যই খ্রীষ্ট হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হবেন। তাঁর প্রবেশের ধরন তাঁর খ্রীষ্টত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। তিনি যুদ্ধের অশ্বে সজ্জিত কোন বিজয়ী বীর নন, বা যিহুদীদের প্রত্যাশিত রোমবিরোধী রাজনৈতিক বিপ্লবীও নন। তাঁর উদ্দেশ্য পাপের ক্ষমতা চূর্ণ করা। রাজধানী নগরে এসে যীশু তৎক্ষণাৎ মন্দিরে গেলেন।

**১১:২** সম্মুখে ঐ গ্রামে। সম্ভবত বৈৎফগী। এই ঘটনাকে যীশু খ্রীষ্টের অতিপ্রাকৃতিক জ্ঞানের প্রকাশ দেখা যায়। তবে এও হতে পারে যে, তিনি এর মালিকের সাথে আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, যিনি সম্ভবত সেই ভোজগৃহের মালিকের (১৪:১৪) মত একজন স্বতঃস্ফূর্ত শিষ্য ছিলেন। তবে যেহেতু তাঁরা যাত্রা পথে ছিলেন এবং এরকম ব্যবস্থাপনার কোন ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয় না।

গাধার বাচ্চা। এর মূল গ্রীক প্রতিশব্দ দ্বারা যে কোন পশুর বাচ্চার কথা বোঝানো হতে পারে; কিন্তু এখানে এই শব্দটি দিয়ে গাধার বাচ্চাকে বোঝানো হয়েছে (মথি ২১:২; যোহন ১২: ১৫)।

যার উপরে কোন মানুষ কখনও বসে নি। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য অব্যবহৃত পশু বিশেষভাবে উপযুক্ত বলে ধরা হত (গণনা ১৯:২; দ্বি:বি. ২১:৩; ১ শমূ ৬:৭)।

**১১:৯** প্রভুর নামে। লূক ১৯:৩১ পদের নোট দেখুন। গাধার বাচ্চার পিঠে চড়া তাঁর নম্রতার প্রকাশ নয়, বরং পবিত্র বাইবেল অনুসারে এটি হচ্ছে রাজকীয় কোন ব্যক্তির শান্তিতে আগমনের প্রতীক এবং এটাই এই বিজয়যাত্রার প্রকৃত তাৎপর্য।

**১১:৮** নিজ নিজ কাপড় পথে পেতে দিল। রাস্তায় চাদর পেতে দেওয়া ও গাছের ডালপালা বিছিয়ে দেওয়া হত রাজাদের বা অত্যন্ত সম্মানিত লোকদের স্বাগতম জানানোর জন্য (২ রাজা ৯:১৩)।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

থেকে ডালপালা কেটে পথে ছড়িয়ে দিল।<sup>৯</sup> আর যেসব লোক সম্মুখে ও পিছনে যাচ্ছিল, তারা চিৎকার বলতে লাগল,

হোশান্না! ধন্য তিনি,

যিনি প্রভুর নামে আসছেন!

<sup>১০</sup> ধন্য যে রাজ্য আসছে,

আমাদের পিতা দায়ূদের রাজ্য;

উর্ধ্বলোকে হোশান্না।

<sup>১১</sup> পরে তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ করে মন্দিরে গেলেন, আর চারদিকে দৃষ্টিপাত করে সকলই দেখে বেলা অবসান হওয়াতে সেই বারো জনের সঙ্গে বের হয়ে বৈথনিয়াতে গমন করলেন।

### যীশু খ্রীষ্ট ও ডুমুর গাছটি

<sup>১২</sup> পরের দিন তাঁরা বৈথনিয়া থেকে বের হয়ে আসলে পর তিনি ক্ষুধার্ত হলেন; <sup>১৩</sup> এবং দূর থেকে পাতায় ঢাকা একটি ডুমুর গাছ দেখে, হয় তো তা থেকে কিছু ফল পাবেন বলে কাছে গেলেন; কিন্তু কাছে গেলে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না; কেননা তখন ডুমুর ফলের সময় ছিল না। <sup>১৪</sup> তিনি গাছটিকে বললেন, এখন থেকে কেউ কখনও তোমার ফল ভোজন না করুক। এই কথা তাঁর শিষ্যরা শুনতে পেলেন।

[১১:৯] গীত ১১৮:২৫, ২৬; মথি ২৩:৩৯; [১১:১০] লূক ২:১৪; [১১:১১] মথি ২১:১২, ১৭; [১১:১৩] লূক ১৩:৬-৯;

ডালপালা। শব্দটি “পাতা” বা “পাতাপূর্ণ ডাল” বোঝায়, যা নিকটবর্তী স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যেত। কেবল যোহন খেজুর ডালের কথা উল্লেখ করেন (যোহন ১২:১৩), যা স্পষ্টত যিরীহো থেকে এসেছিল, যেহেতু সেগুলো যিরূশালেমে পাওয়া যেত না।

**১১:৯ হোশান্না!** অর্থাৎ “ঈশ্বরের প্রশংসা হোক”। এটি ইব্রীয় শব্দে একটি প্রার্থনা যার অর্থ “এখন তুমি (আমাদের) মুক্ত কর”, যা কালক্রমে একটা প্রশংসাজনক শব্দে রূপ নিয়েছে। এছাড়া, মথি ২১:৯ পদের নোট দেখুন।

**১১:১১ বৈথনিয়াতে গমন করলেন।** স্পষ্টত যীশু খ্রীষ্ট বৈথনিয়াতে তাঁর বন্ধু মরিয়ম, মার্থা ও লাসারের গৃহে দুঃখভোগের সঞ্জাহের বৃহস্পতি-বার পর্যন্ত প্রতিটি রাত কাটিয়েছিলেন (১১:১৯; ১৪:১৩; মথি ২১:১৭; যোহন ১২:১-৩)।

**বারোজন।** ৩:১৬-১৯ এবং লূক ৬:১৪-১৬ পদের নোট দেখুন।

**১১:১২ পরের দিন।** দুঃখভোগ সঞ্জাহের সোমবার।

**১১:১৩ তখন ডুমুর ফলের সময় ছিল না।** যিরূশালেম এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মার্চ বা এপ্রিল মাসে ডুমুর গাছের পাতা গজাতে আরম্ভ করে, কিন্তু জুন মাসে সব পাতা বের না হওয়া পর্যন্ত গাছে ফল আসে না। এ গাছটি ব্যতিক্রম ছিল এই অর্থে যে, এটি নিস্তারপর্বের সময়ই পাতায় পরিপূর্ণ ছিল।

**১১:১৪ এখন থেকে কেউ কখনও তোমার ফল ভোজন না করুক।** সম্ভবত ঘটনাটি ঈশ্বরের বিচারের একটি দৃষ্টান্ত; ডুমুর গাছ দ্বারা ইস্রায়েল জাতিকে তুলে ধরা হচ্ছে (হোশেয় ৯:১০; নহুম ৩:১২)। পাতাপূর্ণ গাছে স্বাভাবিকভাবে ফল থাকার কথা, কিন্তু এটিকে অভিশাপ দেয়া হল, কারণ এটিতে কোন ফল ছিল না। মন্দির পরিষ্কারকরণ কাজের ঘটনাটি (১৫-১৯ পদ) ডুমুর গাছের দু’টো বর্ণনার মাঝে রয়েছে (১২-১৪ পদ ও ২০-২৫ পদ), হয়তোবা এর মধ্য

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

### মন্দির পরিষ্কার করা

<sup>১৫</sup> পরে তাঁরা যিরূশালেমে আসলেন, আর তিনি মন্দিরের মধ্যে গিয়ে, যারা মন্দিরের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করছিল, তাদেরকে বের করে দিতে লাগলেন এবং মহাজনদের টেবিল ও যারা কবুতর বিক্রি করছিল, তাদের আসনগুলো উলটিয়ে ফেললেন। <sup>১৬</sup> আর মন্দিরের মধ্য দিয়ে কাউকেও কোন পাত্র নিয়ে যেতে দিলেন না। <sup>১৭</sup> আর তিনি উপদেশ দিয়ে তাদেরকে বললেন, এই কথা কি লেখা নেই, “আমার গৃহকে সর্বজাতির প্রার্থনার গৃহ বলা হবে?” কিন্তু তোমরা এটিকে “দস্যুদের গৃহ” করে তুলেছো। <sup>১৮</sup> এই কথা শুনে প্রধান পুরোহিত ও ধর্ম-শিক্ষকেরা কিভাবে তাঁকে বিনষ্ট করা যায় তারই উপায় খোঁজ করতে লাগল; কেননা তারা তাঁকে ভয় করতো, কারণ তাঁর উপদেশে সমস্ত লোক চমৎকৃত হয়েছিল। <sup>১৯</sup> আর সন্ধ্যা হলে

[১১:১৭] যিশা ৫৬:৭; [১১:১৭] যির ৭:১১; [১১:১৮] মথি ২১:৪৬; মার্ক ১২:১২; লূক ২০:১৯; [১১:১৮] দে: মথি ৭:২৮; [১১:১৯] লূক ২১:৩৭;

দিয়ে স্বর্গীয় বিচারের ঘটনাকে সমর্থন করা হয়েছে (২১ পদের নোট দেখুন)। যীশু খ্রীষ্ট একটি মাত্র প্রয়োগ এখানে দেখান, আর তা হচ্ছে বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনার দৃষ্টান্ত (২১-২৫ পদ)।

**১১:১৫-১৯ মন্দির পরিষ্কার করা।** প্রথম তিনটি সুসমাচারের লেখকদের সকলেই যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের শেষ দিকে মন্দির পরিষ্কারকরণ কাজের ঘটনা তুলে ধরেন, কেবল যোহনের সুসমাচারে এই ঘটনাটি প্রথমদিকে রয়েছে (মথি ২১:১২-১৭; যোহন ২:১৪-১৭)।

**১১:১৫ তিনি মন্দিরের মধ্যে গিয়ে।** এটি অযিহুদীদের প্রাঙ্গন; মন্দিরের শুধুমাত্র এই অংশটিতে অযিহুদীরা ঈশ্বরের উপাসনা এবং প্রার্থনার জন্য একত্রিত হতে পারত (পদ ১৭)।

**ক্রয়-বিক্রয়।** নিস্তারপর্বের উৎসবে আসা তীর্থযাত্রীদের পশু দরকার হত, যা উৎসর্গ দিতে আচারানুষ্ঠানিক আবশ্যকতার জন্য ব্যবহৃত হত এবং ব্যবসায়ীরা পশুর খোঁয়াড় ও টাকা-পয়সার টেবিল অযিহুদীদের প্রাঙ্গনে স্থাপন করতো।

**মহাজনদের টেবিল।** তীর্থযাত্রীদের অর্থ বিনিময়ের মাধ্যমে স্থানীয় মুদ্রা ক্রয় করার প্রয়োজন হত, কারণ মন্দিরের বাৎসরিক কর স্থানীয় মুদ্রায় দিতে হত।

যারা কবুতর বিক্রি করছিল। কপোত বা কবুতর প্রয়োজন হত জ্রীলোকদের শুচি করার জন্য (লেবীয় ১২:৬; লূক ২:২২-২৪), যাদের

চর্মরোগ ছিল তাদের শুচি করার জন্য (লেবীয় ১৪:২২) এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে (লেবীয় ১৫:১৪,২৯)। দরিদ্ররা সচরাচর মন্দিরে কবুতর উৎসর্গ করার জন্য নিয়ে আসত (লেবীয় ৫:৭)।

**১১:১৬ মন্দিরের ... যেতে দিলেন না।** মার্ক সুসমাচারে কেবল এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। স্পষ্টত যিরূশালেম শহর এবং জৈতুন পর্বতের মধ্যকার দূরত্ব কমাতে মন্দিরের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করা হত (পদ ২৭)।

**১১:১৭ আমার গৃহকে সর্বজাতির প্রার্থনা-গৃহ বলা হবে।** যিশা ৫৬:৭ পদে ধার্মিক অযিহুদীদের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল যে, মন্দিরে তাদেরকে ঈশ্বরের উপাসনা করার অনুমতি দেয়া হবে। অযিহুদীদের প্রাঙ্গনকে কোলাহলপূর্ণ, দুর্গন্ধময় বাজার এলাকায় পরিণত করার মধ্য দিয়ে যিহুদী নেতারা ঈশ্বর অযিহুদীদের জন্য যে ব্যবস্থা করেছিলেন তারা প্রকারান্তে সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করেছিল। দস্যুগণের গৃহর। তারা কেবলমাত্র লোকদের থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করছিল তা নয়, বরং তারা এর পবিত্রতাকে খর্ব করে মন্দিরকে অপবিত্র করেছিল।

**১১:১৮ প্রধান পুরোহিত ও ধর্ম-শিক্ষকরা।** মথি ২:৪ পদের নোট দেখুন।

কিভাবে তাঁকে বিনষ্ট করা যায়। ৩:৬ পদের নোট দেখুন। তারা তাদের জীবনের জন্য যীশু

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

যীশু ও তাঁর শিষ্যরা নগরের বাইরে চলে গেলেন।

শুকিয়ে যাওয়া ডুমুর গাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া

<sup>২০</sup> খুব ভোরে তাঁরা যেতে যেতে দেখলেন, সেই ডুমুরগাছটি সমূলে শুকিয়ে গেছে।  
<sup>২১</sup> তখন পিতর আগের কথা স্মরণ করে তাঁকে বললেন, রবি, দেখুন, আপনি যে ডুমুরগাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেটি শুকিয়ে গেছে। <sup>২২</sup> উত্তরে যীশু তাদেরকে বললেন, ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস রাখ। <sup>২৩</sup> আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যে কেউ এই পর্বতকে বলে, ‘উপড়ে গিয়ে সাগরে গিয়ে পড়,’ এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যা বলে তা ঘটবে, তবে তার জন্য তা-ই হবে। <sup>২৪</sup> এজন্য আমি তোমাদেরকে বলি, যা কিছু তোমরা প্রার্থনার সময় যাচঞা কর, বিশ্বাস করো যে, তা পেয়েছো, তাতে তোমাদের জন্য তা-ই হবে।

<sup>২৫</sup> আর তোমরা যখনই প্রার্থনা করতে দাঁড়াও, যদি কারো বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা করো; <sup>২৬</sup> যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করেন।

যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতার বিষয়ে প্রশ্ন

<sup>২৭</sup> পরে তাঁরা আবার যিরুশালেমে আসলেন; আর তিনি মন্দিরের মধ্যে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময়ে প্রধান পুরোহিতেরা, ধর্ম-শিক্ষকেরা ও প্রাচীনবর্গরা তাঁর কাছে এসে তাঁকে বললো, <sup>২৮</sup> তুমি কি ক্ষমতায় এসব করছো? এসব করতে তোমাকে এই ক্ষমতা কেই বা

[১১:২১] দে: মথি ২৩:৭; [১১:২৩] দে: মথি ২১:২১; [১১:২৪] দে: মথি ৭:৭; [১১:২৫] দে: মথি ৬:১৪;

খ্রীষ্টকে বিপজ্জনক এক আতঙ্ক বলে মনে করেছিল।

১১:১৯ নগরের বাইরে। বৈথনিয়া (পদ ১১)।

১১:২০ খুব ভোরে। দুঃখভোগ সন্তোষের মঙ্গলবার ভোর বেলা।

সমূলে শুকিয়ে গেছে। এর দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংসের কথা নির্দেশ করা হয়েছে (ইয়োব ১৮:১৬); ভবিষ্যতে কেউই এ গাছ থেকে ফল খাবে না। এটি ৭০ খ্রীষ্টাব্দে আসন্ন বিচারের স্পষ্ট সতর্কীকরণরূপে কাজ করেছিল (পদ ১৩:২ এবং মথি ২৪:২ পদের নোট দেখুন)।

১১:২১ আপনি যে ডুমুরগাছটিকে ... শুকিয়ে গেছে। সম্ভবত যিহূদী কর্তৃপক্ষের ভাগ্য সম্পর্কে এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যারা এখন তাদের ত্রাণকর্তাকে প্রত্যাখ্যান করতে যাচ্ছে (পদ ১৪)।

১১:২৩ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি। ৩:২৮ পদের নোট দেখুন।

এই পর্বত ... সাগরে। জৈতুন পর্বত, যার চূড়া থেকে মরু-সাগর দেখা যায়।

১১:২৬ যেন তোমাদের ... অপরাধগুলো ক্ষমা করেন। ২৬ পদের পরে কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে, “কিন্তু তোমরা যদি ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন না।” সম্ভবত মথি ৬:১৫ পদ থেকে এই অংশটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

১১:২৭ মন্দিরের মধ্যে। মন্দিরের প্রধান দালানের চারদিকে কয়েকটি প্রাঙ্গন রয়েছে, যাতে মহিলাদের প্রাঙ্গন রয়েছে, যিহূদী পুরুষদের অঙ্গন রয়েছে এবং অযিহূদীদের প্রাঙ্গন রয়েছে (পদ ১৬)।

প্রধান পুরোহিতেরা, ধর্ম-শিক্ষকগণ ও প্রাচীন নেতৃবর্গ। ৮:৩১ পদের নোট দেখুন।

১১:২৮ তুমি কী ক্ষমতায় এসব করছো? যীশু খ্রীষ্টের যদি কোন অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের কাছ

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

দিয়েছে? <sup>২৯</sup> যীশু তাদেরকে বললেন, আমিও তোমাদেরকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো, আমাকে উত্তর দাও, তা হলে আমি তোমাদেরকে বলবো, কি ক্ষমতায় এসব করছি। <sup>৩০</sup> যোহন বাপ্টিস্ম দেবার অধিকার স্বর্গ থেকে পেয়েছিলেন, না মানুষ থেকে? আমাকে উত্তর দাও। <sup>৩১</sup> তখন তারা পরস্পর আলোচনা করে বললো, যদি বলি, স্বর্গ থেকে, তা হলে সে বলবে, তবে তোমরা তাঁর উপর বিশ্বাস কর নি কেন? <sup>৩২</sup> আবার যদি বলি, মানুষের কাছ থেকে, তবে? তারা লোকসাধারণকে ভয় করতো, কারণ সকলে যোহনকে সত্যিই ভাববাদী বলে মানতো। <sup>৩৩</sup> অতএব তারা যীশুকে এই উত্তর দিল, আমরা জানি না। তখন যীশু তাদেরকে বললেন, তবে আমিও কি ক্ষমতায় এসব করছি, তা তোমাদেরকে বলবো না।

[১১:৩২] দে: মথি ১১:৯।

থেকে পাওয়া ক্ষমতা না থাকে, তাহলে যে সকল কাজ তিনি করছিলেন, তা তিনি কোন কর্তৃত্বের অধিকারে করছিলেন সে ব্যাপারেই তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল (লুক ২০:২ পদের নোট দেখুন)। যিহূদী নেতারা যীশু খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। যদি তিনি তাঁর খ্রীষ্টত্বের দাবী করেন, তাহলে তাঁর দাবী প্রথমত রোমীয়দের বিরুদ্ধে যাবে। স্বর্গীয় কর্তৃত্ব দাবী করলে তা ঈশ্বর নির্দা বলে তারা তুলে ধরবে, আর দায়ূদ-পুত্র বলে দাবী করলেও তিনি রোম-

বিরোধী হবেন। এসব করে যিহূদীরা তাঁকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল।

**১১:৩০ স্বর্গ থেকে পেয়েছিলেন, না মানুষ থেকে?** “স্বর্গ” শব্দটি ঈশ্বরকে বোঝানোর জন্য প্রচলিত এক যিহূদী পরিভাষা। প্রায়শ যিহোবা নামটি সম্ভাব্য অপব্যবহার রোধ করতে ‘স্বর্গ’ নামটি বিকল্পরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে (যাত্রা ২০:৭)। যীশু খ্রীষ্টের প্রশ্ন এ বোঝাচ্ছে যে, বাপ্টিস্মদাতা যোহনের বাপ্টিস্মের মত তাঁর কর্তৃত্ব ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে।

### মার্ক ১১ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

বিজয়ীর বেশে যিরূশালেমে প্রবেশের মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু তাঁর জীবনের শেষ সপ্তাহটি শুরু করেছিলেন এবং খুবই দ্রুত যিরূশালেমের মন্দিরে গিয়ে তাঁর এগার জন শিষ্যকে সাথে নিয়ে বৈথনিয়াতে ফিরে গিয়েছিলেন (মার্ক ১১:১-১১)। পরের দিন সকালে আবার সেখান থেকে যিরূশালেমে ফিরে এসেছিলেন। আর আসার পথে খিদ্দে পাওয়ায় কোন ফল না পেয়ে একটি ডুমুর গাছকে তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন (মার্ক ১১:১২-১৪)। তিনি মন্দিরে অবস্থানরত টাকা-পয়সা বদলকারীদেরকে সেখান থেকে বের করে দিয়ে, আবারও সন্ধ্যায় যিরূশালেম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন (মার্ক ১১:১৫-১৯)। তৃতীয় দিনে শিষ্যেরা যীশুর অভিশাপ দেয়া সেই ডুমুর গাছটিকে শুকনো অবস্থা দেখতে পেয়েছিলেন এবং তিনি তাঁদেরকে প্রার্থনায় বিশ্বাসের ক্ষমতা ও অন্যদেরকে ক্ষমার গুরুত্বের উপর শিক্ষা দিয়েছিলেন (মার্ক ১১:২০-২৬)। যিরূশালেমের মন্দিরে প্রধান পুরোহিতেরা, ধর্ম-শিক্ষকরা ও বৃদ্ধ নেতারা তাঁর ক্ষমতার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন। আর তাঁরা বাপ্টিস্মদাতা যোহনের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন (মার্ক ১১:২৭-৩৩) বলে কোন্ ক্ষমতায় তিনি



### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

এই সব করেছিলেন, তা তাদের কাছে বলতে অস্বীকার করেছিলেন। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— যিরূশালেমে বিজয়ীর বেশে প্রবেশের তাৎপর্য, ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দেয়া ও মন্দির পরিস্কার করা, প্রার্থনায় বিশ্বাস ও ক্ষমার বিষয়ে প্রভু যীশুর শিক্ষা।

### মার্ক ১১ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যীশু তাঁর শিষ্যদের কি করতে বলেছিলেন? (২ পদ)
২. গাধার বাচ্চাটিকে নিয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে তাঁদের কি বলতে বলা হয়েছে? (৩ পদ)
৩. যিরূশালেমে প্রবেশের ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (৭-১১ পদ)
৪. ডুমুর গাছের প্রতি যীশু কি করলেন? (১২-১৪ পদ)
৫. উপাসনা-ঘরে যা ঘটেছিল তা নিয়ে যীশু কেন এত বিরক্ত ছিলেন? (১৭ পদ)
৬. বিশ্বাসের শক্তির বিষয় বলতে গিয়ে যীশু কোন আশ্চর্য চিত্রটি তুলে ধরেছেন? (২২-২৪ পদ)
৭. সখরিয় ৯:৯ পদে যীশুর যিরূশালেমে প্রবেশের কথা কিভাবে বর্ণিত হয়েছে?
৮. পৌল যীশুর রাজত্বকে কিভাবে বর্ণনা করেছেন? (১ তীম ৬:১৪, ১৫ পদ)
৯. প্রার্থনার কোন দরকারী উপাদানটির কথা যীশু ২৪ পদে উল্লেখ করেছেন?
১০. ধর্ম-শিক্ষকেরা কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন? (২৮ পদ)
১১. কোন প্রশ্নের মধ্য দিয়ে যীশু তাঁদের জবাব দিয়েছিলেন? (৩০ পদ)
১২. এতে তাঁদের উত্তর কি ছিল? (৩১-৩৩ পদ)

### কৃষকদের দৃষ্টান্ত

**১২**<sup>১</sup> পরে তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাদের কাছে কথা বলতে লাগলেন। এক ব্যক্তি আগুর-ক্ষেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন, আগুর প্রেষণের জন্য কুণ্ড খনন করলেন এবং উঁচু পাহারা-ঘর নির্মাণ করলেন; আর কৃষকদেরকে তা ইজারা দিয়ে অন্য দেশে চলে

[১২:১] যিশা ৫:১-৭;

**১২:১-১১ কৃষকদের দৃষ্টান্ত।** যীশু খ্রীষ্টের অধিকাংশ দৃষ্টান্তে একটি প্রধান বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। তবে এই দৃষ্টান্তটির পুঙ্খানুপুঙ্খতা প্রথম শতাব্দীর যিহুদী অধ্যুষিত গালীলের সামাজিক অবস্থাকে তুলে ধরে। অনুপস্থিত ভূস্বামীদের মালিকানাধীন বৃহৎ সম্পত্তি স্থানীয় কৃষকদের হাতে রাখা হত, যারা বর্গাচাষী হিসেবে ভূমি চাষ করতো। দৃষ্টান্তটি যীশু খ্রীষ্টের জীবনে যা ঘটতে

যাচ্ছে তা তুলে ধরে এবং যারা এসব ঘটাবে তাদের উপর ঈশ্বরের শক্তির কথা প্রকাশ করে (মথি ২১:৩৫-৩৭, ৪১ পদের নোট দেখুন)।

**১২:১ দৃষ্টান্ত।** ৪:২ পদের নোট দেখুন। এক ব্যক্তি আগুরক্ষেত করে ...। বর্ণনাটি যিশা ৫:১-২ পদের ভাষাকে প্রতিফলিত করে, যেখানে আগুরক্ষেত স্পষ্টভাবে ইস্রায়েলকে প্রতীক হিসাবে তুলে ধরেছে।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

গেলেন। <sup>২</sup> পরে কৃষকদের কাছে আঙ্গুর-ক্ষেতের ফলের অংশ পাবার জন্য তাদের কাছে উপযুক্ত সময়ে এক জন দাসকে পাঠিয়ে দিলেন; <sup>৩</sup> তারা তাকে ধরে প্রহার করলো ও খালি হাতে বিদায় করে দিল। <sup>৪</sup> আবার তিনি তাদের কাছে আর এক জন দাসকে পাঠালেন; তারা তার মাথায় আঘাত করলো ও অপমান করলো। <sup>৫</sup> পরে তিনি আর এক জনকে পাঠালেন; তারা তাকে হত্যা করলো এবং আরও অনেকের মধ্যে কাউকেও প্রহার, কাউকেও বা হত্যা করলো। <sup>৬</sup> তখন তাঁর আর এক জন মাত্র ছিলেন, তিনি প্রিয়তম পুত্র; তিনি তাদের কাছে শেষে তাঁকেই পাঠালেন, বললেন, তারা আমার পুত্রকে সম্মান করবে। <sup>৭</sup> কিন্তু কৃষকেরা পরস্পর বললো, এই তো উত্তরাধিকারী, এসো, আমরা একে হত্যা করি, তাতে অধিকার আমাদেরই হবে। <sup>৮</sup> পরে তারা তাঁকে ধরে হত্যা করলো এবং আঙ্গুর-ক্ষেতের বাইরে ফেলে দিল। <sup>৯</sup> সেই আঙ্গুর-ক্ষেতের কর্তা কি করবেন? তিনি এসে সেই কৃষকদেরকে বিনষ্ট করবেন এবং ক্ষেত অন্য লোকদেরকে দেবেন। <sup>১০</sup> তোমরা কি শাস্ত্রের এই বাক্য পাঠ কর নি,

“যে পাথর রাজমিস্ত্রীরা অগ্রাহ্য করেছে,

তা-ই কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠলো;

<sup>১১</sup> এটা প্রভু হতেই হয়েছে, আর আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত লাগে”?

<sup>১২</sup> তখন তারা তাঁকে ধরতে চেষ্টা করলো, কেননা তারা বুঝেছিল যে, তিনি তাদেরই বিষয়ে সেই দৃষ্টান্ত বলেছিলেন; কিন্তু তারা লোকসাধারণকে ভয় করতো বলে তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেল।

---

[১২:৬] ইব্রী ১:১-৩; [১২:১০] দে: প্রেরি ৪:১১; [১২:১১] গীত ১১৮:২২, ২৩; [১২:১২] দে: মার্ক ১১:১৮; [১২:১২] মথি ২২:২২;

---

**উঁচু পাহারা-ঘর।** পাথরের তৈরি উঁচু পাটাতন যার উপরে পাহারাদার দাঁড়িয়ে পশু ও পাখিদের উৎপাত থেকে পাকা আঙ্গুর রক্ষা করতো। এছাড়া মথি ২১:৩৩ পদের নোট দেখুন।

**১২:৭ তাতে অধিকার আমাদেরই হবে।** যিহূদী নিয়ম-কানুন অনুসারে উত্তরাধিকারী কর্তৃক অদাবীকৃত সম্পত্তি “মালিকানা-বিহীন” বা “বেওয়ারিশ” ঘোষণা করা হবে এবং এরপরে এর উপরে যে কারও দাবী উঠানো যেতে পারে। বর্গাচাষীরা মনে করেছিল যে, মালিকের পুত্র তার সম্পত্তি দাবী করতে এসেছে এবং যদি তাকে হত্যা করা হয়, তবে জায়গাটি তারা দাবী করতে পারে।

**১২:৯ অন্য লোকদেরকে।** মথি ২১:৪১ পদের নোট দেখুন।

**১২:১০ কোণের প্রধান প্রস্তর।** অনেকে মনে করেন যে, পাথর বলতে ইস্রায়েল জাতিকে

বোঝানো হয়েছে, যে জাতি বিশ্বশক্তির শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছে। কোণের প্রধান প্রস্তর বলতে আক্ষরিকভাবে দালানের কাঠামো স্থির রাখতে ব্যবহৃত বৃহৎ পাথর এবং দুই দেয়ালের কোণকে যে পাথর সোজা রাখে (সখ ৪:৭; ১০:৪)। এখানে লেখক শব্দটি দিয়ে “প্রধান শাসক” বুঝিয়ে থাকতে পারেন। ‘কোণ’-এর হিব্রু প্রতিশব্দটি মাঝে মাঝে নেতা বা শাসকের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয় (যিশা ১৯:১৩; বিচার ২০:২; ১ শমূ ১৪:৩৮)। এ পাথর জাগতিক শক্তি দ্বারা তুচ্ছীকৃত হয়ে আত্মিক পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাথর হয়ে উঠলো। যীশু খ্রীষ্ট এ পদ নিজের প্রতি প্রয়োগ করেছেন (গীত ১১৮:২৩; মথি ২১:৪২; লূক ২০:১৭; প্রেরিত ৪:১১; ইফি ২:২০; ১ পিতর ২:৭)।

**১২:১২ তাদেরই বিষয়ে।** ১১:২৭ পদে উল্লিখিত মহাসভার প্রতিনিধিবর্গ।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

### কর দেবার বিষয়ে শিক্ষা

<sup>১৩</sup> পরে তারা কয়েকজন ফরীশী ও হেরোদীয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিল, যেন তারা তাঁকে কথার ফাঁদে ধরতে পারে। <sup>১৪</sup> তারা এসে তাঁকে বললো, গুরু, আমরা জানি, আপনি সৎ এবং কারো বিষয়ে ভীত নন; কারণ আপনি মানুষের মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্তু সত্যরূপে ঈশ্বরের পথের বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন; কৈসরকে কি কর দেওয়া উচিত? <sup>১৫</sup> আমরা কর দেব কি দেব না? তিনি তাদের কপটতা বুঝে বললেন, আমাকে কেন পরীক্ষা করছো? একটি দীনার এনে দাও, আমি দেখি। <sup>১৬</sup> তারা একটি দীনার আনলো; তিনি তাদেরকে বললেন, এই ছবি ও এই নাম কার? তারা বললো, সম্রাটের। <sup>১৭</sup> যীশু তাদেরকে বললেন, সম্রাটের যা যা তা সম্রাটকে দাও, আর ঈশ্বরের যা তা ঈশ্বরের দাও। তখন তারা তাঁর বিষয়ে অতিশয় আশ্চর্য জ্ঞান করলো।

### পুনরুত্থানের বিষয়ে শিক্ষা

<sup>১৮</sup> পরে সদ্বাকীরা- যারা বলে, পুনরুত্থান নেই- তাঁর কাছে আসল এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা

[১২:১৩] মথি ২২:১৬; মার্ক ৩:৬; [১২:১৩] দে: মথি ১২:১০; [১২:১৭] রোমী ১৩:৭; [১২:১৮] দে: প্রেরি ৪:১; [১২:১৮] প্রেরি ২৩:৮; ১করি ১৫:১২;

**১২:১৩-১৭ কর দেবার বিষয়ে শিক্ষা।** ঘটনাটি সম্ভবত মন্দিরে দুঃখভোগের সপ্তাহের মঙ্গলবারে সংঘটিত হয়েছিল।

**১২:১৩ তাঁকে কথার ফাঁদে ধরতে পারে।** যীশু খ্রীষ্টকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা, যা প্রথমদিকে গালিলীয় পরিচর্যা কাজের সময়ে সূত্রপাত হয়েছিল, এখন তা পরিপক্বতা লাভ করেছে এবং যিরূশালেমে তা পূর্ণতা লাভ করবে।

**১২:১৪ কৈসরকে কি কর দেওয়া উচিত?** যিহূদিয়ার যিহূদীদের জন্য সম্রাটের প্রতি বশ্যতা স্বীকারের চিহ্ন হিসেবে কর দেওয়া আবশ্যিক। কর দেওয়া ছিল যিহূদীদের জন্য অত্যন্ত ঘৃণ্য একটি কাজ; কিছু কিছু যিহূদী সরাসরি কর দিতে অস্বীকার করতো এই কথা চিন্তা করে যে, কৈসরকে কর দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তাদের উপরে শাসন করতে রোমীয়দের অধিকারকে স্বীকার করা। মথি ২২:১৫-১৭ পদের নোট দেখুন।

**১২:১৫ দীনার।** মার্ক ৬:৩৭; মথি ২২:১৯ পদের নোট দেখুন।

**১২:১৭ সম্রাটের যা যা তা সম্রাটকে দাও।** মথি ২২:২১ পদের নোট দেখুন। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যবাধকতাকে খর্ব করে না (রোমীয় ১৩:১-৭; ১ তীম ২:১-৬; ১ পিতর

২:১৩-১৭)। যীশু খ্রীষ্টের উত্তর তাঁর সিদ্ধ প্রজ্ঞার প্রদর্শন এবং এই উত্তর রাষ্ট্রের প্রতি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মনোভাব সম্পর্কিত নৈতিক সমস্যারও সমাধান দেয়। কর দেওয়া অনেকটা উপহার দেওয়ার মত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা এক ধরনের ঋণ পরিশোধ। ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য একটি অন্যটির বিপরীত নয়। ফরীশীরা কৈসরের প্রতিকৃতি সম্বলিত মুদ্রা ব্যবহার করতো, তাই যীশু খ্রীষ্ট মুদ্রা দেখাতে বললেন। এই উত্তর রোমীয় পাঠকদের স্বার্থের অনুকূলে, যেহেতু এটি রাষ্ট্রের প্রতি অবাধ্যতার অভিযোগ থেকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে মুক্ত করে।

**১২:১৮ সদ্বাকী।** একটি যিহূদী দল, যা বিভ্রান্ত ও আধুনিকতাবাদী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের অধিকাংশই যিরূশালেমে অবস্থান করতো এবং মন্দির ও এর প্রশাসনকে তারা তাদের প্রাথমিক আগ্রহের বিষয় করে তুলেছিল। যদিও সংখ্যায় তারা অল্প ছিল, তথাপি যীশু খ্রীষ্টের সময়ে তারা শক্তিশালী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। মথি ৩:৭; লুক ২০:২৭; প্রেরিত ৪:১ পদের নোট দেখুন।

যারা বলে, পুনরুত্থান নেই। সদ্বাকীরা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতো, মোশির পাঁচটি পুস্তককে কর্তৃত্বমূলক বলে গ্রহণ করেছিল এবং

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

করলো, <sup>১৯</sup> গুরু, মোশি আমাদের জন্য লিখেছেন, কারো ভাই যদি স্ত্রী রেখে মারা যায়, আর তার সন্তান না থাকে, তবে তার ভাই তার স্ত্রীকে বিয়ে করে আপন ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন করবে। <sup>২০</sup> ভাল, তারা সাত ভাই ছিল; প্রথম জন এক জন স্ত্রীকে বিয়ে করলো, আর সে সন্তান না রেখে মারা গেল। <sup>২১</sup> পরে দ্বিতীয় জন তাকে বিয়ে করলো, কিন্তু সেও সন্তান না রেখে মারা গেল; <sup>২২</sup> তৃতীয় জনও তেমনি। এভাবে সাত জনই কোন সন্তান রেখে যায় নি; সকলের শেষে সেই স্ত্রীও মারা গেল। <sup>২৩</sup> পুনরুত্থান দিনে যখন তারা উঠবে, সে তাদের মধ্যে কার স্ত্রী হবে? তারা সাত জনই তো তাকে বিয়ে করেছিল।

<sup>২৪</sup> যীশু তাদেরকে বললেন, এটা-ই কি তোমাদের ভ্রান্তির কারণ নয় যে, তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম? <sup>২৫</sup> মৃতদের মধ্য থেকে উঠলে পর লোকেরা তো বিয়ে করে না এবং বিবাহিতাও হয় না, বরং স্বর্গে দূতদের মত থাকে। <sup>২৬</sup> কিন্তু মৃতদের বিষয়ে, তারা যে উক্তি হয়, এই বিষয়ে মোশির পুস্তকে ঝোপের ঘটনায় ঈশ্বর তাঁকে কিরূপ বলেছিলেন, তা কি তোমরা পাঠ কর নি? তিনি বলেছিলেন, “আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর।” <sup>২৭</sup> তিনি মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদের। তোমরা বড়ই ভ্রান্তিতে পড়েছ।

### সর্বপ্রধান আদেশের বিষয়ে শিক্ষা

<sup>২৮</sup> আর ধর্ম-শিক্ষকদের এক জন কাছে এসে তাদেরকে তর্ক বিতর্ক করতে শুনে এবং যীশু তাদেরকে উপযুক্ত উত্তর দিয়েছেন জেনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, সকল আদেশের মধ্যে কোনটি প্রথম? <sup>২৯</sup> উত্তরে যীশু বললেন, প্রথমটি এই, “হে ইস্রায়েল, শোন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু; <sup>৩০</sup> আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তর, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করবে।” <sup>৩১</sup> দ্বিতীয়টি এই,

[১২:১৯] দ্বি:বি ২৫:৫; [১২:২৪] ১তীম ৩:১৫-১৭; [১২:২৫] ১করি ১৫:৪২, ৪৯, ৫২; [১২:২৬] যাত্রা ৩:৬; [১২:২৮] লুক ১০:২৫-২৮; ২০:৩৯; [১২:৩০] দ্বি:বি ৬:৪, ৫; [১২:৩১] লেবী ১৯:১৮; দে: মথি ৫:৪৩;

মৌখিক ঐতিহ্যকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিল (মথি ১৫:২ পদের নোট দেখুন)। এসব বিশ্বাস তাদেরকে ফরীশীদের বিরুদ্ধে ও সাধারণ যিহুদী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে স্থান করে দিয়েছিল।

**১২:১৯ মোশি আমাদের জন্য লিখেছেন ...।** মথি ২২:২৪ পদের নোট দেখুন।

**১২:২৬ মোশির পুস্তকে।** পঞ্চপুস্তক, পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি পুস্তক।

**ঝোপের ঘটনা।** পঞ্চপুস্তকের ২য় পুস্তক যাত্রা ৩:১-৬ পদে উল্লিখিত ঘটনা (রোমীয় ১১:২ দেখুন, যেখানে এলিয়ের বিষয় বলতে ১ রাজা ১৯:১-১০ পদ বোঝানো হয়েছে)।

**১২:২৮ সকল আদেশের মধ্যে কোনটি প্রথম?** যিহুদী রক্ষিগণ আইন-কানুনে ৬১৩টি বিধান নির্ণয় করেছিল এবং “ভারী” (বা “মহান”)

এবং “হালকা” (বা “ক্ষুদ্র”) আজ্ঞা বলে পার্থক্য করার চেষ্টা করেছিল।

**১২:২৯ প্রথমটি।** প্রথম উদ্ধৃতিটি ‘শেমা’ নামে পরিচিত হয়ে আসছে, যা হিব্রুতে দ্বি:বি. ৬:৪ পদের প্রথম শব্দের আলোকে উল্লিখিত হয়েছে, যার অর্থ “শ্রবণ করা”। শেমা যিহুদীদের কলেমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, যা প্রতি সন্ধ্যায় ও সকালে ধার্মিক যিহুদীরা উচ্চারণ করতো। এখন পর্যন্ত এটি যিহুদীদের সমাজগৃহে উপাসনা গুরু করবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

**১২:৩১ দ্বিতীয়টি।** শেমার সাথে যীশু খ্রীষ্ট লেবীয় ১৯:১৮ পদ থেকে আদেশটি যুক্ত করেন, যেন এটি প্রকাশ পায় যে, প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের এক স্বাভাবিক ও যৌক্তিক উপস্থাপন।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

“তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত প্রেম করবে।” এই দু’টি আদেশ থেকে বড় আর কোন আদেশ নেই। <sup>৩২</sup> ধর্ম-শিক্ষক তাঁকে বললো, বেশ, গুরু, আপনি সত্যি বলেছেন যে, তিনি এক এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই; <sup>৩৩</sup> আর সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত বুদ্ধি ও সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে প্রেম করা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত প্রেম করা সমস্ত পোড়ানো-উৎসর্গ ও অন্যান্য উৎসর্গ থেকে শ্রেষ্ঠ। <sup>৩৪</sup> তখন সে বুদ্ধিপূর্বক উত্তর দিয়েছে দেখে যীশু তাকে বললেন, ঈশ্বরের রাজ্য থেকে তুমি খুব দূরে নও। এর পরে তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে আর কারো সাহস হল না।

#### ধর্ম-শিক্ষকদের কাছে প্রশ্ন

<sup>৩৫</sup> আর মন্দিরে উপদেশ দেবার সময়ে যীশু প্রশ্ন করে বললেন, ধর্ম-শিক্ষকেরা কেমন করে বলে যে, খ্রীষ্ট দায়ূদের সন্তান? <sup>৩৬</sup> দায়ূদ নিজেই তো পবিত্র আত্মার আবেশে এই কথা বলেছেন,

“প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, তুমি আমার ডান দিকে বস,  
যতদিন তোমার শত্রুদেরকে তোমার পায়ের তলায় না রাখি।”

[১২:৩২] দ্বি:বি ৪:৩৫, ৩৯; যিশা ৪৫:৬, ১৪; ৪৬:৯; [১২:৩৩] ১শমূ ১৫:২২; হোশেয় ৬:৬; মীখা ৬:৬-৮; ইব্রী ১০:৮;  
[১২:৩৪] দে: মথি ৩:২; [১২:৩৪] মথি ২২:৪৬; লূক ২০:৪০; [১২:৩৫] দে: মথি ২৬:৫৫; [১২:৩৫] দে: মথি ৯:২৭;  
[১২:৩৬] ২শমূ ২৩:২; [১২:৩৬] গীত ১১০:১; দে: মথি ২২:৪৪;

প্রতিবেশী। লূক ১০:২৫-৩৭ পদ দেখুন। দু’টো বিষয় একটি শব্দ “প্রেম”-এর মাঝে সংস্থাপিত-প্রথমটি ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য ও পরেরটি মানুষের প্রতি কর্তব্য। প্রেম আবেগপ্রসূত নয়, বরং এটি মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সক্রিয় নীতি। আধুনিক যুগে অনেকে মানুষের প্রতি ভালবাসা বা ভালবাসার উপরে জোর দেয়, কিন্তু ঈশ্বরকে ভালবাসার কথা ভুলে যায়; কিন্তু শেষোক্তটি থেকে প্রকৃত ভালবাসা প্রবাহিত হয়। মানুষকে ভালবাসার বিকল্প নয়, বরং দু’টোকে যুক্ত করে দেখানো হয়েছে।

**১২:৩৩ পোড়ানো-উৎসর্গ ও অন্যান্য উৎসর্গ।** এই উক্তির দ্বারা ধারণা করা যায় যে, আলোচনাটি মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল (১১:২৭)।

**১২:৩৪ ঈশ্বরের রাজ্য।** মথি ৩:২ পদের নোট দেখুন।

**১২:৩৫ খ্রীষ্ট দায়ূদের সন্তান।** ১০:৪৭ পদের নোট দেখুন। অধিকাংশ লোক জানত যে, খ্রীষ্ট দায়ূদের রাজবংশ থেকে আসবেন।

**১২:৩৬ প্রভু আমার প্রভুকে বললেন।** ঈশ্বর

দায়ূদের প্রভুকে বললেন, অর্থাৎ দায়ূদের চেয়ে মহানকে বললেন, কিংবা আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় খ্রীষ্টকে বললেন (গীত ১১০:১)। উদ্ধৃতিটির উদ্দেশ্য এই বিষয়টি প্রকাশ করা যে, খ্রীষ্ট দায়ূদের বংশধর থেকে বেশি কিছু- তিনি দায়ূদের প্রভু। তিনি দায়ূদ থেকে উৎকৃষ্টতর (মথি ২২:৪৪-৪৫; লূক ২০:৪২-৪৪; প্রেরিত ২:৩৪-৩৫; ইব্রী ১:১৩ পদের নোট দেখুন)। দায়ূদের প্রভুকে মহান রাজার ডান পাশে সম্মানের স্থান দেওয়া হয়েছে (গীত ৪৫:৯; ১ রাজা ২:১৯); এরূপে তাঁকে ক্ষমতায় ও কর্তৃত্বে স্বয়ং ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র হিসেবে স্বীকৃতি দান করা হল। এই অবস্থানের বিষয়ে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে নতুন নিয়মে বেশ কিছু স্থানে উল্লেখ রয়েছে (মথি ২৬:৬৪; ১৬:১৯; লূক ২২:৬৯; প্রেরিত ২:৩৩; ৮:১; ১০:১২; ১২:২)।

**শত্রু।** গীত ২:১-৩ পদে উল্লিখিত জাতিগণের বিদ্রোহের বিষয়ে দেখুন।

**পায়ের তলায়;** প্রাচীন রাজারা প্রায়শ পরাজিত শত্রুর ঘাড়ের উপরে পা রেখে তাদের শক্তি ও ক্ষমতা দেখাতেন (ইব্রী ১০:১২-১৩; যিহো

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

<sup>৩৭</sup> দায়ূদ নিজেই তো তাঁকে প্রভু বলেন, তবে তিনি কিভাবে তাঁর সন্তান হলেন? আর সাধারণ লোকে আনন্দপূর্বক তাঁর কথা শুনতো।

### ধর্ম-শিক্ষকদের প্রতি ভর্তসনা

<sup>৩৮</sup> আর তিনি তাঁর উপদেশের মধ্যে তাদেরকে বললেন, ধর্ম-শিক্ষকদের থেকে সাবধান, তারা লম্বা লম্বা কোর্তা পরে বেড়াতে চায় এবং হাট বাজারে লোকদের কাছ থেকে মঙ্গলবাদ পেতে চায়, <sup>৩৯</sup> সমাজ-গৃহে প্রধান প্রধান আসন এবং ডোজে প্রধান প্রধান স্থান ভালবাসে। <sup>৪০</sup> এই যে লোকেরা বিধবাদের বাড়িসুদ্ধ গ্রাস করে, আর লোক দেখাবার লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে, এরা বিচারে আরও বেশি দণ্ড পাবে।

### দরিদ্র বিধবার দান

<sup>৪১</sup> আর তিনি ভাণ্ডারের সম্মুখে বসে, লোকেরা ভাণ্ডারের মধ্যে কিভাবে টাকা-পয়সা রাখছে, তা দেখছিলেন। তখন অনেক ধনবান তার মধ্যে বিস্তর টাকা-পয়সা রাখল। <sup>৪২</sup> পরে একটি দরিদ্র বিধবা এসে দু'টি ক্ষুদ্র মুদ্রা তাতে রাখল, যার মূল্য সিকি পয়সা। <sup>৪৩</sup> তখন তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে কাছে ডেকে বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, ভাণ্ডারে যারা মুদ্রা রাখছে, তাদের সকলের চেয়ে এই দরিদ্র বিধবা বেশি রাখল; <sup>৪৪</sup> কেননা অন্য সকলে

[১২:৩৭] যোহন ১২:৯; [১২:৩৯] লূক ১১:৪৩; [১২:৪১] ২রাজা ১২:৯; যোহন ৮:২০; [১২:৪৪] ২করি ৮:১২।

১০:২৪)। সিংহাসনের একটি অংশ ছিল রাজার পা রাখার স্থান (২ বংশা ৯:১৮; ১ রাজা ৫:৩)। পৌলও ১ করি ১৫:২৫; ইফি ১:২২ পদে যীশু খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে এই বাক্যাংশটি প্রয়োগ করেন।

**১২:৩৮ লম্বা লম্বা কাপড়;** ধর্ম-শিক্ষকরা লম্বা, সাদা কাপড় পরত যা ঝুলে পড়ত এবং প্রায় মাটি পর্যন্ত পৌঁছাত।

**১২:৩৯ সমাজ ঘরে প্রধান প্রধান আসন।** সমাজ ঘরে স্থাপিত পুস্তক রাখার বাস্ত্রের সামনের আসনের কথা বোঝানো হয়েছে, যে বাস্ত্রে থাকত পবিত্র পঞ্চপুস্তক। যারা সেখানে বসতো তাদেরকে মন্দিরে উপস্থিত সকল উপাসনাকারী দেখতে পেত।

**১২:৪০ বিধবাদের বাড়িসুদ্ধ গ্রাস করে।** এরা বাইরে ধার্মিক বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতো আর বিধবা বা অনাথরা সামাজিকভাবে দুর্বল বলে সেই দুর্বলতার সুযোগ নিত। যীশু খ্রীষ্ট এদের ভয়ংকর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

**১২:৪১ ভাণ্ডার।** মন্দিরের অর্থের ভাণ্ডার; এটি মহিলাদের প্রাঙ্গণে অবস্থিত ছিল। পুরুষ ও

মহিলা উভয়কে এই প্রাঙ্গণে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হত, কিন্তু মহিলারা মন্দিরের দালানের কাছে এর চেয়ে বেশি যেতে পারত না। এখানে ১৩টি তুরী আকৃতির পাত্র ছিল, যাতে উপাসনাকারীদের দ্বারা আনীত দান রাখা হত।

**১২:৪২ দু'টি ক্ষুদ্র মুদ্রা।** তৎকালীন ইস্রায়েল দেশে ব্যবহৃত সবচেয়ে ছোট বা কম মূল্যমানের মুদ্রা। যদিও বিধবার দান যৎসামান্য ছিল, তবুও “তার যা ছিল” সে তা-ই দিল (৪৪ পদ; ২ করি ৮:১২ পদের নোট দেখুন)। সমস্ত সত্যিকার দানের মূল হচ্ছে ত্যাগ এবং প্রত্যেক উপহারের মূল্য আপেক্ষিক এবং তা নির্ভর করে মনোভাবের উপর।

**১২:৪৩ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি।** ৩:২৮ পদের নোট দেখুন। মানুষ কী পরিমাণ বা কী দেয় তা আমাদের প্রভুর প্রথম চিন্তা নয়, কিন্তু কীভাবে দেয় তা প্রধান। ঈশ্বরের রাজ্যে টাকা-পয়সার কোন মূল্য নেই; তাই অর্থের হিসাব করার বদলে খ্রীষ্ট অর্থদাতাদের মনের অভিপ্রায়ের প্রতি বেশি মূল্য প্রদান করেছেন।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

নিজ নিজ অতিরিক্ত ধন থেকে কিছু কিছু রেখেছে, কিন্তু সে অনটনে থাকলেও বেঁচে থাকবার জন্য তার যা ছিল, সমস্তই রাখল।

#### মার্ক ১২ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

মন্দিরে ধর্মীয় নেতাদের অভিযোগ তোলার পরে, শিক্ষার দেয়ার জন্য প্রভু যীশু তাঁদের কাছে এক জন দুষ্ট আংগুর ক্ষেতের চাষীর গল্প বলেছিলেন (মার্ক ১২:১-১২)। কর দেয়ার বিষয়ে প্রশ্ন তুলে ফরীশীরা ও হেরোদের দলের লোকেরা যীশুকে কথার ফাঁদে ফেলার চেষ্টা চালিয়েছিল (মার্ক ১২:১৩-১৭)। অন্যদিকে সদ্বৃকীরা মৃতদের জীবিত হওয়ার বিষয়টির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে ধরেছিল (মার্ক ১২:১৮-২৭)। এক জন ধর্ম-শিক্ষক জিজ্ঞাসা করেছিল, মোশির আইন-কানূনের মধ্যে প্রথম আদেশ কোনটি (মার্ক ১২:২৮-৩৪)। সহজেই তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর, সাধারণ লোকদের খুবই আনন্দের বিষয় হিসেবে রাজা দায়ূদের বংশধর খ্রীষ্টের সম্পর্কে তিনি তাদেরকে পাল্টা একটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং ধর্ম-শিক্ষকদের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন (মার্ক ১২:৩৫-৪০)। এক জন গরীব বিধবাকে মন্দিরের দান-বাক্সে মাত্র দুইটি পয়সা রাখতে দেখে, বিষয়টির সমর্থনে প্রভু যীশু শিষ্যদের কাছে তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, কিভাবে ঐ বিধবা তাঁর দরিদ্রতা সত্ত্বেও সবার চেয়ে বেশি দান করেছিলেন (মার্ক ১২:৪১-৪৪)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— দুষ্ট আংগুর ক্ষেতের চাষীদের গল্পের অর্থ, করা দেয়া, মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া এবং সবচেয়ে বড় আদেশ, কিভাবে খ্রীষ্ট রাজা দায়ূদের বংশধর এবং তাঁর প্রভু, কিভাবে গরীবরা সত্যিকার অর্থে ধনীদের চেয়ে বেশি দিতে পারে সেই বিষয়ে শিক্ষা।

#### মার্ক ১২ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. কৃষকদের কাছে পাঠানো প্রত্যেকটি দাসের কি দশা হয়েছিল? (২-৫ পদ)
২. শেষে কাকে পাঠানো হয়েছিল? (৬ পদ)
৩. তারা ছেলেটিকে কি করল? (৭ পদ)
৪. এই গল্পটি কিসের প্রতিরূপ বলে আপনি মনে করেন?
৫. রোম-সম্রাটকে কর দেওয়ার প্রশ্নের উত্তরে যীশু কি বলেছিলেন? (১৫-১৭ পদ)
৬. ঈশ্বর কাদের ঈশ্বর? (২৭ পদ)
৭. যীশু কোনটিকে প্রথম আদেশ বলে ব্যক্ত করেছেন? (২৯,৩০ পদ)
৮. দ্বিতীয় আদেশ কোনটি? (৩১ পদ)
৯. একজন মানুষের তার প্রতিবেশীকে কতটুকু ভালোবাসা উচিত? (৩৩ পদ)
১০. কোন ধরনের দান যীশুকে খুশি করেছে? (৪৩,৪৪ পদ)

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

### যিরূশালেমের বিনাশ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

**১৩**<sup>১</sup> পরে যীশু মন্দির থেকে বাইরে যাবার সময়ে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এক জন তাঁকে বললেন, গুরু, দেখুন, কেমন পাথর ও কত বড় দালান! <sup>২</sup> যীশু তাঁকে বললেন, তুমি কি এসব বড় বড় দালান দেখছো? এর একটি পাথর আর একটি পাথরের উপরে থাকবে না, সকলই ভূমিসাৎ হবে।

<sup>৩</sup> পরে তিনি জৈতুন পর্বতে মন্দিরের উল্টো দিকে বসলে পর পিতর, যাকোব, যোহন ও আন্দ্রিয় বিরলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, <sup>৪</sup> আমাদেরকে বলুন দেখি, এসব ঘটনা কখন হবে? আর এই সমস্ত কিছু পূর্ণ হবার সময়ের চিহ্নই বা কি? <sup>৫</sup> যীশু তাঁদেরকে বলতে লাগলেন, দেখো কেউ যেন তোমাদেরকে না ভুলায়। <sup>৬</sup> অনেকে আমার নাম ধরে আসবে, বলবে, আমিই সেই, আর অনেক লোককে ভুলাবে। <sup>৭</sup> কিন্তু তোমরা যখন যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনে, তখন ব্যাকুল হয়ো না; এসব অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু তখনও শেষ নয়। <sup>৮</sup> কারণ জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠবে। স্থানে স্থানে ভূমিকম্প হবে; দুর্ভিক্ষ হবে; এসব যাতনার আরম্ভ মাত্র।

[১৩:২] লুক ১৯:৪৪; [১৩:৩] দে: মথি ২১:১; [১৩:৩] দে: মথি ৪:২১; [১৩:৫] পদ: ২২; যির ২৯:৮; ইফি ৫:৬; ২থিষ ২:৩, ১০-১২; ১তীম ৪:১; ১তীম ৩:১৩; ১যোহন ৪:৬;

**১৩:১ কেমন পাথর ও কত বড় দালান!** মন্দিরের স্তম্ভ ও ভবন। যোসেফাসের মতে এই পাথর স্তম্ভগুলো ছিল সাদা রংয়ের এবং সেগুলোর কোন কোনটি ৩৭ ফুট লম্বা, ১২ ফুট উচ্চ এবং ১৮ ফুট প্রশস্ত ছিল। যিহূদীদের কাছে এই দালানের মত স্থিতিশীল আর কিছুই নেই, কারণ তা ঈশ্বরের লোকদের সাথে তাঁর উপস্থিতির স্থল।

**১৩:২ এর একটি পাথর ... ভূমিসাৎ হবে।** মথি ২৪:২ পদের নোট দেখুন।

**১৩:৩ জৈতুন পর্বত। ১১:১ পদের নোট দেখুন।** পিতর, যাকোব, যোহন ও আন্দ্রিয়। ১:১৬-২০ পদের নোট দেখুন।

**১৩:৪ এসব ঘটনা কখন হবে?** প্রেরিতরা মনে করেছিলেন যে, মন্দিরের ধ্বংস এমন এক ঘটনা হবে, যা শেষ সময়ের সূত্রপাত ঘটাবে (মথি ২৪:৩)।

**পূর্ণ হবার সময়ের চিহ্ন।** যার মাধ্যমে প্রেরিতরা জানতে পারতেন যে, মন্দিরের ধ্বংস শীঘ্রই ঘটতে যাচ্ছে এবং শেষকাল সন্নিকট হচ্ছে।

**১৩:৫ দেখো। “দেখো”, “তোমরা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাকো” (৯ পদ), “তোমরা**

সাবধান থাকো” (২৩ পদ), “সাবধান, তোমরা জেগে থাকো” (৩৩ পদ), “অতএব তোমরা জেগে থাকো” (৩৫ পদ), এবং “জেগে থাকো” (৩৭ পদ) – এ ধরনের উক্তি থেকে এটি পরিষ্কার যে, জৈতুন পর্বতে দত্ত শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতারণার ঝুঁকি থেকে প্রেরিতদের সতর্ক করা; ভবিষ্যতের আভাস দেয়া নয়, বর্তমান পরিস্থিতি অনুধাবন করে কৌতূহল নিবারণ করা নয়, কিন্তু ভয় থেকে মুক্ত করা এবং সদা সতর্ক থাকতে উৎসাহিত করা।

**১৩:৬ আমিই সেই।** অর্থাৎ “আমিই খ্রীষ্ট”।

**১৩:৭ শেষ নয়।** এখানে যিরূশালেমের ধ্বংস নয়, কিন্তু যুগের শেষ সময়ের কথা বলা হয়েছে (মথি ২৪:৩)। সে সময় ধর্মীয় জগতে ভণ্ডরা আসবে, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে হাহাকার এবং বস্তুজগতে দুর্যোগ আসবে। কিন্তু এসব কেবলমাত্র ইতিহাসের ধারায় ঘটবে, যাকে আবশ্যিকভাবে শেষ যুগের চিহ্ন হিসেবে মনে করে সতর্ক থাকতে হবে। অন্য অর্থে “এসব যাতনার আরম্ভ মাত্র” (পদ ৮)।

**১৩:৮ যাতনা।** মথি ২৪:৮ পদের নোট দেখুন।



## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

### নির্যাতনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

<sup>৯</sup> তোমরা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থেকো। লোকে তোমাদেরকে বিচার-সভার লোকদের হাতে তুলে দেবে এবং সমাজ-গৃহে তোমাদের বেত মারা হবে; আর আমার জন্য তোমরা শাসনকর্তা ও রাজাদের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য তাদের সম্মুখে দাঁড়াবে। <sup>১০</sup> আর প্রথমে সর্বজাতির কাছে সুসমাচার প্রচার হওয়া আবশ্যিক। <sup>১১</sup> কিন্তু লোকে যখন তোমাদেরকে ধরিয়ে দেবার জন্য নিয়ে যাবে, তখন কি বলবে সেজন্য আগেই চিন্তিত হয়ো না; বরং সেই দণ্ডে যে কথা তোমাদেরকে দেওয়া যাবে, তা-ই বলো; কেননা তোমরাই যে কথা বলবে, তা নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মাই বলবেন। <sup>১২</sup> তখন ভাই ভাইকে ও পিতা সন্তানকে মেরে ফেলবার জন্য ধরিয়ে দেবে এবং সন্তানেরা আপন আপন মাতা-পিতার বিপক্ষে উঠে তাদেরকে হত্যা করাবে। <sup>১৩</sup> আর আমার নামের জন্য তোমরা সকলের ঘৃণিত হবে; কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে, সেই পরিত্রাণ পাবে।

### ধ্বংসের ঘৃণার বস্তু

<sup>১৪</sup> কিন্তু যখন তোমরা দেখবে, ধ্বংসের সেই ঘৃণার বস্তু যেখানে দাঁড়াবার নয়, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে— যে পাঠ করে, সে বুঝুক, —তখন যারা যিহুদিয়াতে থাকে, তারা পাহাড়ী

[১৩:৯] দে: মথি ১০:১৭; [১৩:১১] মথি ১০:১৯, ২০; লুক ১২:১১, ১২; [১৩:১২] মীখা ৭:৬; মথি ১০:২১; লুক ১২:৫১-৫৩; [১৩:১৩] দে: যোহন ১৫:২১; [১৩:১৩] দে: মথি ১০:২২; [১৩:১৪] দানি ৯:২৭; ১১:৩১; ১২:১১;

১৩:৯ বিচার সভা। যিহুদী ধর্মীয় আদালত, যা সমাজ ঘরের প্রাচীনদের নিয়ে গঠিত হত।

বেত মারা হবে। কোন লোক যিহুদী নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন করলে তাকে প্রহারের মাধ্যমে শাস্তি দান করা হত; সর্বাধিক শাস্তি ছিল ৩৯ বার বেত্রাঘাত (২ করি ১১:২৩-২৪ পদ দেখুন)।

১৩:১০ প্রথমে। যুগের শেষ সময় আসার আগে (মথি ২৪:১৪)।

১৩:১১ চিন্তিত হয়ো না। অপ্রস্তুত প্রচারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে না, কিন্তু অত্যাচারের সময় বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করে দাঁড়ানোর জন্য তাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে, যেন তারা প্রতি মুহূর্তে পবিত্র আত্মার পরিচালনা ও অনুপ্রেরণার উপর নির্ভর করেন।

১৩:১৩ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে। এরূপ স্থির থাকা পরিত্রাণের নিশ্চিত নির্দেশনা দান করে (ইব্রী ৩:১৪; ৬:১১-১২; ১০:৩৬)। শেষ পর্যন্ত বলতে সম্ভবত যুগের শেষ পর্যন্ত বলা হয় নি, কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বলা হয়েছে (পদ ৭; যোহন ১৩: ১)। সহিষ্ণুতা খ্রীষ্ট-

বিশ্বাসী জীবনের মূল বিষয়; ‘পরিত্রাণ’ এখানে পূর্ণ পরিত্রাণ অর্থে উল্লিখিত হয়েছে (ইব্রী ৯: ২৮)।

১৩:১৪ ধ্বংসের সেই ঘৃণার বস্তু। দানি ৯:২৭; ১১:৩১; ১২:১১ পদ থেকে এই বিষয়টি এসেছে। পুরাতন নিয়মে এটি যে কোন প্রতিমাপূজক ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়, যা যিহুদীদের ঘৃণা ও বিরক্তির উদ্বেক করে। তবে খুব সম্ভবত এখানে অযিহুদীদের দ্বারা মন্দিরে পূজার উদ্দেশ্যে কোন মূর্তি স্থাপন বা শুরুর উৎসর্গ করাকে বুঝাতে পারে।

যেখানে দাঁড়াবার নয়, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

২ থি ২:৪ পদের নোট দেখুন।

যারা যিহুদিয়াতে ... পলায়ন করুক। মথি ২৪:১৬ পদের নোট দেখুন।

১৩:১৪ যে পাঠ করে, সে বুঝুক। এই কথা যীশু নয়, কিন্তু সুসমাচারটির লেখক বলেছেন যেন পাঠ করার সময় এই পবিত্র শাস্ত্রের এই অংশের মধ্যে আসলে কি বলা হচ্ছে তা তারা বুঝতে পারেন।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

এলাকায় পালিয়ে যাক, <sup>১৫</sup> এবং যে কেউ ছাদের উপরে থাকে, সে বাড়ি থেকে জিনিসপত্র নেবার জন্য নিচে না নামুক ও তার মধ্যে প্রবেশ না করুক; <sup>১৬</sup> এবং যে কেউ ক্ষেতে থাকে, সে নিজের কাপড় নেবার জন্য পিছনে ফিরে না যাক। <sup>১৭</sup> হায়, সেই সময় গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রী নারীদের অবস্থা কি ভীষণই না হবে! <sup>১৮</sup> আর প্রার্থনা করো, যেন এই অবস্থা শীতকালে না হয়। <sup>১৯</sup> কেননা সেই সময় এরকম দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হবে, যেরকম দুঃখ-কষ্ট ঈশ্বরের কৃত সৃষ্টির প্রথম থেকে এই পর্যন্ত কখনও হয় নি, কখনও হবে না। <sup>২০</sup> আর প্রভু যদি সেই দিনের সংখ্যা কমিয়ে না দিতেন, তবে কোন প্রাণীই রক্ষা পেত না; কিন্তু তিনি যাদেরকে মনোনীত করেছেন, সেই মনোনীতদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমিয়ে দিলেন।

<sup>২১</sup> আর সেই সময়ে যদি কেউ তোমাদেরকে বলে, দেখ, সেই খ্রীষ্ট এখানে, কিম্বা দেখ, ওখানে, তোমরা বিশ্বাস করো না। <sup>২২</sup> কেননা ভণ্ড খ্রীষ্টেরা ও ভণ্ড ভাববাদীরা উঠবে এবং নানা চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখাবে, যেন, যদি হতে পারে, তবে মনোনীতদেরকেও ভুলায়। <sup>২৩</sup> কিন্তু তোমরা সাবধান থেকো। দেখ, আমি আগেই তোমাদেরকে সকলই জানালাম।

#### মনুষ্যপুত্রের ফিরে আসা

<sup>২৪</sup> আর সেই সময়ে, সেই কষ্টের পরে, সূর্য অন্ধকার হবে, চন্দ্র জ্যোৎস্না দেবে না, <sup>২৫</sup> আকাশ থেকে তারাগুলোর পতন হবে ও আকাশের পরাক্রমগুলো বিচলিত হবে। <sup>২৬</sup> আর

[১৩:১৭] লুক ২৩:২৯; [১৩:১৯] মার্ক ১০:৬; [১৩:১৯] দানি ৯:২৬; ১২:১; যোয়েল ২:২; [১৩:২১] লুক ১৭:২৩; ২১:৮; [১৩:২২] দে: মথি ৭:১৫; [১৩:২২] দে: যোহন ৪:৪৮; ২থি ২:৯, ১০; [১৩:২৩] ২পিত ৩:১৭; [১৩:২৫] যিশা ১৩:১০;

**১৩:১৫** যে কেউ ছাদের উপরে ... প্রবেশ না করুক। লুক ১৭:৩১ পদ দেখুন। **১৩:১৫-২৩** পদের আদেশ ও সতর্কবাণী এমন সময়ের কথা বুঝায় যখন বিদেশী শত্রুরা যিরূশালেম আক্রমণ করবে। তখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য যিহূদিয়ার পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে পালিয়ে থাকার প্রয়োজন হবে। তখনকার সময় ঘরের ছাদ থাকত সমান, সেখানে যেতে হলে ঘরের বাইরে সিঁড়ি বেয়ে যেতে হত। ছাদে যদি কোন লোক থাকে তাহলে তাকে ঘরের ভিতরে গিয়ে মালপত্র গুছানোর কথা না ভেবেই পাহাড়ে গিয়ে পালাতে হবে। মার্ক ২:৪; লুক ১৭:৩১ পদের নোট দেখুন।

**১৩:১৬** বস্ত্র। মথি ৫:৪০ পদের নোট দেখুন। **১৩:১৭** গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রী নারী। যারা বিশেষভাবে কঠিন পরিস্থিতিতে পালাতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের প্রতিনিধি হিসেবে রূপক অর্থে এদের কথা বলা হয়েছে।

**১৩:১৮** শীতকাল। যে সময়ে ভারী বৃষ্টিপাত হয় এবং পাহাড়ী নদীর সৃষ্টি হয়, যা তীব্র শ্রোত

নিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে এবং যা অতিক্রম করা যায় না; ফলে লোকেরা সঙ্কটের সময় নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাতে পারে না। ইউসেবিয়াস নামে মণ্ডলীর এক ঐতিহাসিক বলেন যে, ৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে যিরূশালেমের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা এভাবে যর্দনের পূর্বে পেলা ও পেরিয়াতে পলায়ন করেছিল। “শীতকাল” বলতে অনেক সময় “ঝড়ো আবহাওয়া” বোঝানো হয়।

**১৩:১৯** এরকম দুঃখ-কষ্ট। মথি ২৪:২১ পদের নোট দেখুন।

**১৩:২০** মনোনীত। ঈশ্বরের লোকেরা।

**১৩:২৪** সেই সময়ে। পুরাতন নিয়মের সাধারণ ভাব প্রকাশ, যা শেষকাল বোঝাতে বলা হয়ে থাকে (যির ৩:১৬, ১৮; ৩১:২৯; ৩৩:১৫-১৬; যোয়েল ৩:১; সখ ৮:২৩)।

**সেই কষ্ট**। ১৯ পদ এবং মথি ২৪:২১ পদের নোট দেখুন।

**১৩:২৫** আকাশ থেকে ... বিচলিত হবে। ২৪-২৫ পদের বর্ণনা বিশ্বভ্রম্মাঙ্কের সম্পূর্ণ ধ্বংসকে

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

তখন লোকেরা দেখবে, মনুষ্যপুত্র মহাপরাক্রম ও মহিমার সঙ্গে মেঘযোগে আসছেন।<sup>২৭</sup> তখন তিনি ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করে পৃথিবীর সীমা থেকে আকাশের সীমা পর্যন্ত চার দিক থেকে তাঁর মনোনীতদেরকে একত্র করবেন।

#### ডুমুর গাছ থেকে শিক্ষা লাভ

<sup>২৮</sup> আর ডুমুরগাছ দেখে তা থেকে শিক্ষা লাভ কর; যখন তার ডাল কোমল হয়ে পাতা বের করে, তখন তোমরা জানতে পার যে, গ্রীষ্মকাল সন্নিকট; <sup>২৯</sup> সেভাবে তোমরা ঐ সমস্ত ঘটনা দেখলেই জানতে পারবে যে, তিনি সন্নিকট, এমন কি, দ্বারে উপস্থিত। <sup>৩০</sup> আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যে পর্যন্ত এ সব পূর্ণ না হবে, সেই পর্যন্ত এই কালের লোকদের লোপ হবে না। <sup>৩১</sup> আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হবে, কিন্তু আমার কথার লোপ কখনও হবে না।

৩৪:৪; দে: মথি ২৪:২৯; [১৩:২৬] দে: প্রকা ১:৭; [১৩:২৭] সখ ২:৬; [১৩:৩০] লুক ১৭:২৫; [১৩:৩০] মার্ক ৯:১; [১৩:৩১] দে: মথি ৫:১৮;

বোঝায় না। এই বর্ণনা পতিত জগতের উপর ঈশ্বরের বিস্ময়কর বিচারের বর্ণনা করতে সাধারণত ব্যবহৃত হত (যিশা ১৩:১০; ২৪:২১-২৩; ৩৪:৪; যিহি ৩২:৭-৮; যোয়েল ২:১০,৩১; ৩:১৫; আমোস ৮:৯)।

**১৩:২৬ মনুষ্যপুত্র।** দানি ৭:১৩ পদে এর পরিষ্কার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ৮:৩১ পদের নোট দেখুন।

**মহাপরাক্রম ও মহিমার সঙ্গে মেঘযোগে আসছেন;** যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের দৃশ্যকল্প (৮:৩৮; ২ থি ১:৬-১০; প্রকা ১৯:১১-১৬)।

**১৩:২৭ দূত;** প্রকা ১৩:১৪-১৬ পদের নোট দেখুন। স্বর্গের স্বর্গদূতেরা ঈশ্বরের পক্ষে প্রথম কথা বলতে দেখা যায় আদিপুস্তক ১৬:১০ পদে হাগারের সঙ্গে। স্বর্গদূতদেরকে দেখা যায় সদাপ্রভুর কাছ থেকে আসতে; এই কারণে তাদেরকে বলা হয় ‘সংবাদদাতা’ (‘দূত’ শব্দের হিব্রু অর্থ ‘সংবাদদাতা’)। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা আদি ১৯:১,২১; ৩১:১১,১৩; যাত্রা ৩:২,৪; বিচার ২:১-৫; ৬:১১-১২,১৪; ১৩:৩-২৩; সখ ৩:১-৬; ১২:৮ পদে দেখা যায়। তবে হতে পারে প্রভুর ব্যক্তিগত সংবাদদাতা হিসেবে যিনি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং তাঁর কর্তৃত্ব বহন করছেন, দূত

হিসেবে যিনি তাকে পাঠিয়েছেন তাঁর পক্ষে কথা বলতে পারেন।

**মনোনীতদেরকে একত্র করবেন।** পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তাঁর লোকদের একত্রিত করবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে (দ্বি.বি. ৩০:৩-৪; যিশা ৪৩:৬; যির ৩২:৩৭; যিহি ৩৪:১৩; ৩৬:২৪)।

**১৩:২৮ ডুমুর গাছ।** ১১:১৩ পদের নোট দেখুন। এখানে ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যিকার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে (৫ পদ); প্রেরিতগণ যে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন তা নয়, কিন্তু তাঁরা ঘটনার চলমান দৃষ্টিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে আত্মিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উন্মোচন করতেন।

**১৩:২৯ ঐ সমস্ত ঘটনা।** ৫-২৩ পদে উল্লিখিত চিহ্নগুলো যিরুশালেমের ধ্বংস হওয়ার এবং এছাড়া এগুলো যুগের শেষ হওয়ার পূর্বে ঘটবে। সম্ভবত এর দ্বারা যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনকে বোঝানো হয়েছে (লুক ২১:৩১ এবং মথি ২৪:৩৩ পদের নোট দেখুন)।

**১৩:৩০ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি।** ৩:২৮ পদের নোট দেখুন।

**এই কালের লোক।** যদি এই শব্দগুচ্ছকে স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল হিসেবে ধরা হয়, তাহলে এখানে সেই যুগকে বোঝানো হতে পারে, যে যুগে যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে বিচরণ

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

### জেগে থাকার ও প্রার্থনা করার প্রয়োজনীয়তা

৩২ কিন্তু সেই দিনের বা সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেউই জানে না; স্বর্গের দূতেরাও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন। ৩৩ সাবধান, তোমরা জেগে থেকো ও প্রার্থনা করো; কেননা সেই সময় কবে হবে, তা জান না। ৩৪ কোন ব্যক্তি যেন তার বাড়ি ছেড়ে বিদেশে গিয়ে প্রবাস করছেন; আর তিনি তার দাসদেরকে ক্ষমতা দিয়েছেন, প্রত্যেকের কাজ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং দারোয়ানকে জেগে থাকতে আদেশ করেছেন। ৩৫ অতএব তোমরা জেগে থেকো, কেননা বাড়ির কর্তা কখন আসবেন, কি সন্ধ্যাবেলা, কি দুপুর রাতে, কি মোরগ ডাকার সময়ে, কি ভোর বেলায়, তোমরা তা জান না; ৩৬ তিনি হঠাৎ এসে তোমাদেরকে যেন না দেখেন, তোমরা ঘুমিয়ে রয়েছ। ৩৭ আর আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তা-ই সকলকে বলি, জেগে থাক।

[১৩:৩২] গ্রেগরি ১:৭; ১থিষ ৫:১, ২; [১৩:৩৩] ১থিষ ৫:৬; [১৩:৩৪] মথি ২৫:১৪; [১৩:৩৭] লুক ১২:৩৫-৪০।

করেছিলেন; অথবা সেসব লোকদের বোঝানো হয়েছে, যারা এসব ঘটনা ঘটান সময় বেঁচে থাকবে (লুক ২১:৩২ পদের নোট দেখুন)।

১৩:৩২ সেই দিনের। প্রভুর আবির্ভাবের দিনের জন্য পুরাতন নিয়মের প্রকাশ (আমোস ৮:৩, ৯, ১৩; ৯:১১; যীশা ৪:৬; ৫:১০; ৭:১১), যা মনুষ্যপুত্রের আগমনকে নির্দেশ করছে (পদ ২৬)।

কেউই জানে না। ভবিষ্যত জানা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাধাজনক হবে, সাহায্যকারী নয়। এর জন্য বিশেষ কিছু চিহ্ন দেয়া হয়েছে, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নয়; কিংবা তা কোন সুস্পষ্ট পূর্বাভাসও নয়।

পুত্রও জানেন না। পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় যীশু

খ্রীষ্ট নিজেও শুধুমাত্র বিশ্বাসে ভর করে চলেছেন; এই কারণে তাঁর পরিচর্যা কাজের উৎকর্ষতার চিহ্ন ছিল বাধ্যতা।

১৩:৩৫ কি সন্ধ্যাবেলা ... কি ভোর বেলায়। রোমীয়দের মান অনুসারে রাতের চারটি প্রহর (মথি ১৪:২৫ পদের নোট দেখুন)। এখানে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগ করার নয়, কিন্তু সেগুলো বিশ্বস্তভাবে করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, কারণ গৃহকর্তা একদিন আমাদের কাজ পরীক্ষা করবেন (১ করি ৩:১৩-১৫; ২ করি ৫:১০)। আমাদের দায়িত্ব সময়ের সদ্ব্যবহার করে তাঁর জন্য অন্যদের আত্মা জয় করার কাজ চালানো।

### মার্ক ১৩ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়টিতে জৈতুন পাহাড়ে শিষ্যদের কাছে প্রভু যীশুর তুলে ধরা বক্তব্য সংগৃহীত রয়েছে এবং মন্দির ধ্বংসের বিষয়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীকে কেন্দ্র করে শিষ্যদের মনে আসা বিভিন্ন প্রশ্ন স্থান পেয়েছে (মার্ক ১৩:১-২)। এটি যিরূশালেমের ধ্বংসকে সম্পৃক্ত করেছে, যা সংঘটিত হয়েছিল ৭০ খ্রীষ্টাব্দে— তবে অনেকেই এটিকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উদ্ধৃতি হিসেবে মনে করেন (১৩:৩-৩৭)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— প্রভু যীশু যে সব ঘটনাবলীর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেগুলোর পূর্ণতার বিষয়, এবং সতর্ক ও প্রার্থনাশীল হওয়ার বিষয়ে প্রভুর শিক্ষা।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

### মার্ক ১৩ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. উপাসনা-ঘরটি সম্পর্কে যীশু কি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? (২ পদ)
২. শিষ্যেরা কোন দুইটি প্রশ্ন যীশুকে করেছিলেন? (৪ পদ)
৩. প্রথম প্রশ্নটিতে তাঁরা কি উল্লেখ করেছিলেন? (১ পদ)
৪. খ্রীষ্ট কি কি চিহ্নের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যেগুলো দেখা যাবে? (৬-৮ পদ)
৫. ঈশ্বরের দেওয়া সুখবর কোথায় কোথায় অবশ্যই প্রচার করতে হবে? (১০ পদ)
৬. নির্যাতনের সময় বিশ্বাসীদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত? (১১ পদ)
৭. মহাকষ্টের সময় কি কি ঘটবে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (১৪-২০ পদ)
৮. মহাকষ্টের ঠিক পরেই কি ঘটবে? (২৪-২৬ পদ)
৯. স্বর্গদূতগণ কাদের জড়ো করবেন? (২৭ পদ)
১০. কোন জিনিষটি চিরকাল থাকবে? (৩১ পদ)
১১. খ্রীষ্ট কখন আসবেন তা কে জানে? (৩২ পদ)
১২. অপেক্ষা করবার সময় বিশ্বাসীদের কি করতে হবে? (৩৭ পদ)

### যীশু খ্রীষ্টকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র

**১৪**<sup>১</sup> দুই দিন পরে নিস্তারপর্ব ও খামিহীন রুটির পর্ব; এমন সময়ে প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম-শিক্ষকেরা কিভাবে তাঁকে কৌশলে ধরে হত্যা করতে পারে তারই চেষ্টা করছিল।<sup>২</sup> কেননা তারা বললো, পর্বের সময়ে নয়, পাছে লোকদের মধ্যে গুণ্ডগোল হয়।

[১৪:১] দে: যোহন ১১:৫৫; [১৪:১] দে: মথি ১২:১৪;

**১৪:১** নিস্তারপর্ব। যিহূদীদের একটি ধর্মীয় উৎসব, যা সেই সময়ের স্মরণার্থে পালন করা হয়, যখন সদাপ্রভুর দূত ইস্রায়েলীয়দের প্রথমজাতকে হত্যা না করে তাদের ঘরকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন এবং মিশরীয়দের ঘরে ঘরে প্রথমজাত সন্তানকে হত্যা করেছিলেন (যাত্রা ১২:১৩,২৩,২৭)। ভোজে ব্যবহৃত মেঘশাবক নীষন মাসের (মার্চ-এপ্রিল) ১৪ তারিখে উৎসর্গ করা হত এবং সূর্যাস্ত থেকে মধ্য রাতের মধ্যে খেয়ে শেষ করতে হত। যেহেতু যিহূদীদের নতুন দিন শুরু হয় সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে, তাই নিস্তারপর্বের ভোজ নিশান মাসের ১৫ তারিখে খাওয়া হত।

**খামিহীন রুটির পর্ব।** এই পর্ব নিস্তারপর্বের পরে শুরু হত এবং তা সাত দিন ধরে চলত (যাত্রা ১২:১৫-২০; ২৩:১৫; ৩৪:১৮; দ্বি.বি. ১৬:১-৮)।

**প্রধান পুরোহিতেরা।** ৮:৩১ পদের নোট দেখুন।

**ধর্ম-শিক্ষকরা;** মথি ২:৪ পদের নোট দেখুন।

**১৪:২ পর্বের সময়ে নয়।** নিস্তারপর্ব এবং সপ্তাহব্যাপী খামিহীন রুটির পর্বের সময়ে যিরূশালেমের লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার থেকে কয়েক লক্ষে পৌছে যায়। উপস্থিত এত বড় ও উত্তেজিত জনতার সামনে যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণতার করা খুব বাটুকিপূর্ণ কাজ ছিল।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

### যীশু খ্রীষ্টের অভিষেক

<sup>৩</sup> যীশু যখন বৈথনিয়াতে কুষ্ঠ রোগী শিমোনের বাড়িতে ছিলেন, তখন তিনি ভোজনে বসলে এক জন স্ত্রীলোক শ্বেত পাথরের পাত্রে বহুমূল্য খাঁটি জটামাংসীর তেল নিয়ে আসল; সে পাত্রটি ভেঙ্গে তাঁর মাথায় তেল ঢেলে দিল। <sup>৪</sup> কিন্তু উপস্থিত কোন কোন ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে পরস্পর বললো, তেলের এরকম অপব্যয় হল কেন? <sup>৫</sup> এই তেল তো বিক্রি করলে তিন শত সিকিরও বেশি পাওয়া যেত এবং তা দরিদ্রদেরকে দান করা যেত। আর তারা সেই স্ত্রীলোকটির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করলো। <sup>৬</sup> কিন্তু যীশু বললেন, একে থাকতে দাও, কেন একে দুঃখ দিচ্ছে? এ আমার প্রতি সৎকাজ করলো। <sup>৭</sup> কেননা দরিদ্রেরা তোমাদের কাছে সব সময়ই আছে; তোমরা যখন ইচ্ছা কর, তাদের দয়া দেখাতে পার; কিন্তু আমাকে সব সময় পাবে না। <sup>৮</sup> এ যা করতে পারতো, তা-ই করলো; আগে এসে আমাকে কবরের জন্য প্রস্তুত করতে আমার দেহে সুগন্ধি তেল ঢেলে দিলো। <sup>৯</sup> আর আমি তোমাদেরকে সত্যি

[১৪:৩] দে: মথি ২১:১৭; [১৪:৩] লূক ৭:৩৭-৩৯; [১৪:৭] দ্বি:বি ১৫:১১; [১৪:৮] যোহন ১৯:৪০;

**১৪:৩ বৈথনিয়া।** মথি ২১:১৭ পদের নোট দেখুন।

**ভোজনে বসলে।** পর্বের সময় ভোজ খাওয়ার এক প্রচলিত ভঙ্গি।

**কুষ্ঠ রোগী শিমন।** মথি ২৬:৬ পদের নোট দেখুন।

**এক জন স্ত্রীলোক।** আমরা যোহনের সুসমাচার (১২:৩) থেকে জানি যে, তিনি মার্থা ও লাসারের বোন মরিয়ম।

**শ্বেত প্রস্তরের পাত্র।** এক ধরনের সীলমোহরকৃত তরল পদার্থ রাখার পাত্র; এর মুখ ছিল লম্বা এবং এর মধ্যকার জিনিস ব্যবহার করার জন্য এটিকে ভেঙ্গে ফেলতে হত। এই পাত্রে একজনের ব্যবহার করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সুগন্ধি তেল থাকত।

**জটামাংসীর তেল।** প্রধানত ভারতে জন্মায় এমন এক ধরনের গাছের শিকড়ের নির্যাস থেকে তৈরি সুগন্ধি তেল।

**১৪:৩ তাঁর মাথায় তেল ঢেলে দিল।** যোহনের সুসমাচার অনুসারে এই ঘটনা দুঃখভোগের সপ্তাহ শুরু হওয়ার পূর্বে ঘটেছিল (যোহন ১২:১)। যে মহিলা যীশু খ্রীষ্টকে অভিষেক করেছিলেন তার ভালবাসা ও ভক্তির সঙ্গে ধর্মীয় নেতাদের ঘৃণা ও যিহূদা বিশ্বাসঘাতকতার তারতম্য করতে মথি ও মার্ক ঘটনাটি এখানে

লিপিবদ্ধ করেছেন। সেকালে ভোজে বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অভিষেক করা ছিল একটি সাধারণ প্রথা (গীত ২৩:৫; লূক ৭:৪৬)। মহিলাটির কাজ যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তার গভীর ভক্তি প্রকাশ করেছিল।

**১৪:৪ উপস্থিত কোন কোন ব্যক্তি।** মথি (২৬:৮) তাদেরকে শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু যোহন (১২:৪-৫) এককভাবে ইষ্কোরিয়োতীয় যিহূদার নাম উল্লেখ করেছেন।

**১৪:৫ দরিদ্রদেরকে দান করা যেত।** নিস্তার পর্বের দিন সন্ধ্যায় দরিদ্রের উপহার দেয়া যিহূদী রীতি ছিল (যোহন ১৩:২৯)।

**১৪:৭ দরিদ্রেরা তোমাদের কাছে সব সময়েই আছে।** এই কথার মাধ্যমে দরিদ্রদের প্রতি চিন্তা না করার কথা বলা হয় নি, কারণ তাদের প্রয়োজন যীশু খ্রীষ্টের অন্তর জ্ঞাত ছিল (মথি ৬:২-৪; লূক ৪:১৮; ৬:২০; ১৪:১৩,২১; ১৮:২২; যোহন ১৩:২৯)।

**১৪:৮ কবরের জন্য ... তেল ঢেলে দিল।** কবর দেওয়ার জন্য মৃতদেহকে প্রস্তুত করতে সুগন্ধি তেলে অভিষেক করা যিহূদীদের প্রচলিত রীতি ছিল (১৬:১ পদের নোট দেখুন)। সম্ভবত যীশু খ্রীষ্ট এখানে তাঁর মৃত্যুর যন্ত্রণাভোগের বিষয় জোর দিয়ে পূর্বাভাস দিয়েছেন।

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

বলছি, জগতের সমস্ত স্থানে যে কোন স্থানে সুসমাচার প্রচার করা হবে, সেই স্থানে এর স্মরণার্থে এর এই কাজের কথাও বলা যাবে।

<sup>১০</sup> পরে ঈস্কোরিয়োতীয় যিহূদা, সেই বারো জনের মধ্যে এক জন, প্রধান পুরোহিতদের কাছে গেল, যেন তাদের হাতে যীশুকে ধরিয়ে দিতে পারে। <sup>১১</sup> তারা শুনে আনন্দিত হল এবং তাকে টাকা দিতে স্বীকার করলো; তখন সে কোন্ সুযোগে তাঁকে ধরিয়ে দেবে, তারই চেষ্টা করতে লাগল।

### নিস্তারপর্ব পালন ও প্রভুর ভোজ স্থাপন

<sup>১২</sup> খামিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিন, যেদিন নিস্তারপর্বের মেসশাবক উৎসর্গ করা হত, সেদিন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, আমরা কোথায় গিয়ে আপনার জন্য নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করবো? আপনার ইচ্ছা কি? <sup>১৩</sup> তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্য থেকে দুই জনকে পাঠিয়ে দিলেন, বললেন, তোমরা নগরে যাও, এমন এক ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে পড়বে, যে এক কলসী জল নিয়ে আসছে; তারই পিছনে পিছনে যেও; <sup>১৪</sup> আর সে যে বাড়িতে প্রবেশ করে, সেই বাড়ির কর্তাকে বলো, গুরু বলছেন, যেখানে আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তারপর্বের ভোজ ভোজন করতে পারি, আমার সেই অতিথিশালা কোথায়? <sup>১৫</sup> তাতে সেই

[১৪:৯] দে: মথি ২৪:১৪; মার্ক ১৬:১৫; [১৪:১০] মার্ক ৩:১৬-১৯; [১৪:১০] দে: মথি ১০:৪; [১৪:১২] যাত্রা ১২:১-১১; দ্বি:বি ১৬:১-৪; ১করি ৫:৭; [১৪:১৫] প্রেরি ১:১৩;

**১৪:৯ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি। ৩:২৮ পদের নোট দেখুন।**

**সুসমাচার। ১:১ পদের নোট দেখুন।**

**১৪:১০ ঈস্কোরিয়োতীয় যিহূদা। ৩:১৯ পদের নোট দেখুন।**

**প্রধান পুরোহিতগণ। ৮:৩১ পদের নোট দেখুন।**  
সে সময় যীশুকে গ্রেফতার করা ছিল তাদের জন্য এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ, যদিও পর্বের সময় তারা যীশুকে গ্রেফতার করতে চায় নি (পদ ২ দেখুন)।

**১৪:১১ টাকা।** ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রা (মথি ২৬:১৫)।

**১৪:১২ খামিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিন।**  
সাধারণভাবে এটি নিশান মাসের ১৫ তারিখ বোঝায়, অর্থাৎ নিস্তারপর্বের পরের দিন (পদ ১ দেখুন)। তবে “যে দিন নিস্তারপর্বের মেসশাবক উৎসর্গ করা হত”— এই অতিরিক্ত বাক্যাংশটি এ কথা পরিষ্কার করে যে, এখানে নিশান মাসের ১৪ তারিখকে বোঝানো হয়েছে, কারণ নিস্তারপর্বের মেস এই তারিখে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে (যাত্রা ১২:৬)। এই পুরো আট দিনব্যাপী পর্বকে মাঝে মাঝে খামিহীন রুটির পর্ব বলা

হয়। এমন প্রমাণ রয়েছে যে, নিশান মাসের ১৪ তারিখকে অনানুষ্ঠানিকভাবে “খামিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিন” বোঝানো হয়। অন্যদিকে যোহন নির্ভুল ও প্রাসঙ্গিকভাবে (যোহন ১৮:২৮; ১৯:৩১) ত্রুশারোপণের পরবর্তী শুক্রবার সন্ধ্যাকে এই পর্ব বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাই এ কথা ধরে নেয়া উত্তম যে, যীশু খ্রীষ্ট সঠিক সময়ে নিস্তারপর্ব পালন করতে পারবেন না বলে এক দিন আগে পালন করেছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের পবিত্র মেসশাবক (১ করি ৫:৭) মন্দিরে মেস উৎসর্গ করার সময়ে একই সাথে হত হয়েছিলেন।

**১৪:১৩ প্রেরিতদের মধ্য থেকে দুই জন।** পিতর ও যোহন (লুক ২২:৮)।

যে এক কলসী জল নিয়ে আসছে। তাকে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে, কারণ প্রথাগতভাবে কেবল মহিলারা জলের কলসী বহন করে।

**১৪:১৪ আমার সেই অতিথিশালা কোথায়?**  
যিহূদীদের এমন রীতি ছিল যে, যিরূশালেমে কোন তীর্থযাত্রী কারও ঘরে অতিথি বা আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে বাস করলে তার অনুরোধের

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

ব্যক্তি তোমাদেরকে উপরের একটি সুসজ্জিত প্রশস্ত কুঠরী দেখিয়ে দেবে, সেই স্থানে আমাদের জন্য ভোজ প্রস্তুত করো।<sup>১৬</sup> পরে শিষ্যরা প্রস্থান করে নগরে গেলেন, আর তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনি দেখতে পেলেন; পরে তাঁরা নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন।

<sup>১৭</sup> পরে সন্ধ্যা হলে তিনি সেই বারো জনের সঙ্গে উপস্থিত হলেন।<sup>১৮</sup> তাঁরা বসে ভোজন করছেন, এমন সময়ে যীশু বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, তোমাদের এক জন আমাকে ধরিয়ে দেবে, সে আমার সঙ্গে ভোজন করছে।<sup>১৯</sup> তখন তাঁরা দুঃখিত হলেন এবং একে একে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, সে কি আমি?<sup>২০</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, এই বারো জনের মধ্যে এক জন, যে আমার সঙ্গে ভোজনপাত্র হাত ডুবাচ্ছে, সেই।<sup>২১</sup> কেননা মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যেমন লেখা আছে, তেমনি তিনি যাচ্ছেন; কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যে মনুষ্যপুত্রকে ধরিয়ে দেয়। সেই মানুষের জন্ম না হলে তার পক্ষে ভালই ছিল।

[১৪:২০] যোহন ১৩:১৮-২৭; [১৪:২১] দে: মথি ৮:২০;

ভিত্তিতে উপরের কুঠরী বা অতিথিশালা নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপনের জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হত। এতে মনে হয় যে খ্রীষ্ট সেই গৃহের মালিকের সাথে আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, “আমার” শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্টের স্বার্বভৌমত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নিরাপত্তার কারণে এ অজ্ঞাত প্রেরিতর পরিচিতি ও ঘরের অবস্থান গোপন রাখা দরকার ছিল।

**১৪:১৫ সুসজ্জিত প্রশস্ত কুঠরী।** যে কক্ষে ভোজ অনুষ্ঠানের জন্য টেবিল, হেলান দেয়ার ব্যবস্থা, হাত ধোয়ার পাত্র, জল ও তোয়ালে রয়েছে (যোহন ১৩:৪)।

**ভোজ প্রস্তুত করো।** ভোজের জন্য যে সমস্ত খাবার প্রস্তুত করা হত তা হচ্ছে— খামিশূন্য রুটি, আঙ্গুর-রস, তেতো শাক, বোল এবং মেঘ।

**১৪:১৬ ভোজ প্রস্তুত করলেন।** প্রেরিতরা খাবারের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। এখানে উৎসর্গকৃত মেঘ সরবরাহ বা এর মাংস ভোজন করার কথা উল্লেখ নেই এবং তা না থাকাও অসম্ভব কিছু নয়; কারণ যেখানে ঈশ্বরের সত্যিকার মেঘশাবক উপস্থিত এবং যিনি পরদিনই উৎসর্গীকৃত হবেন, সেখানে প্রতীকী মেঘশাবকের প্রয়োজন নেই।

**১৪:১৭ সন্ধ্যা হলে।** দুঃখভোগের সপ্তাহের বৃহস্পতিবার।

**১৪:১৮ বসে ভোজন করছেন।** মূলত নিস্তারপর্বের মেঘ দাঁড়িয়ে ভোজন করতে হত (যাত্রা ১২:১১), কিন্তু এই প্রথা অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং যীশু খ্রীষ্টের সময়ে হেলান দিয়ে ভোজ গ্রহণ করা হত। এর উদ্দেশ্য এ কথা স্মরণ করা যে, ইস্রায়েলরা আর দাস নয়, কিন্তু স্বাধীন ও প্রতিজ্ঞাত দেশের নিরাপদ নাগরিক।

**আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি।** ৩:২৮ পদের নোট দেখুন।

**১৪:২০ যে আমার সঙ্গে ভোজনপাত্র হাত ডুবাচ্ছে।** মথি ২৬:২৩ পদের নোট দেখুন। মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের মধ্যে একই সাথে রুটি খেয়ে শত্রুতার কাজ করার রীতি নেই, কারণ ভোজের সহভাগিতা পবিত্র (গীত ৪১:৯ পদের নোট দেখুন)।

**১৪:২১ মনুষ্যপুত্র।** ৮:৩১ পদের নোট দেখুন। যেমন লেখা আছে। যীশু খ্রীষ্টই যে যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে উল্লিখিত “যাতনা ভোগকারী দাস,” তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্পষ্টত স্বর্গীয় সিদ্ধান্ত অনুসারেই যিহূদা খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল; কিন্তু এজন্য সে কোন ক্ষমা পাবে না, কারণ সে এই কাজ তার নিজ ইচ্ছায় করেছে।



## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

<sup>২২</sup> তাঁরা ভোজন করছেন, এমন সময়ে তিনি রুটি নিয়ে আশীর্বাদপূর্বক ভাঙলেন এবং তাঁদেরকে দিলেন, আর বললেন, তোমরা নেও, এ আমার শরীর। <sup>২৩</sup> পরে তিনি পানপাত্র নিয়ে ধন্যবাদপূর্বক তাঁদেরকে দিলেন এবং তাঁরা সকলেই তা থেকে পান করলেন। <sup>২৪</sup> আর তিনি তাঁদেরকে বললেন, এ আমার রক্ত, নতুন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের জন্য ঢেলে দেওয়া হয়। <sup>২৫</sup> আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যেদিন আমি ঈশ্বরের রাজ্যে নতুনভাবে তা পান না করি, সেদিন পর্যন্ত আমি আগ্রর ফলের রস আর কখনও পান করবো না।

<sup>২৬</sup> পরে তাঁরা গান গেয়ে বের হয়ে জৈতুন পর্বতে গেলেন। <sup>২৭</sup> তখন যীশু তাঁদেরকে

[১৪:২২] দে: মথি ১৪:১৯; [১৪:২৩] ১করি ১০:১৬; [১৪:২৪] দে: মথি ২৬:২৮; [১৪:২৫] দে: মথি ৩:২; [১৪:২৬] দে: মথি ২১:১; [১৪:২৭] সখ ১৩:৭;

**১৪:২২ তাঁরা ভোজন করছেন।** নতুন নিয়ম প্রভুর ভোজ সম্পর্কে চারটি বিবরণ দেয় (মথি ২৬:২৬-২৮; মার্ক ১৪:২২-২৪; লুক ২২:১৯-২০; ১ করি ১১:২৩-২৫)। মথির বর্ণনা অনেকটা মার্কের মতই, এদিকে লুক ও পৌলের বর্ণনার মধ্যে মিল রয়েছে। প্রতিটি বিবরণে *রুটি নিলেন* বলা আছে, আশীর্বাদ করার কথা আছে, রুটি ভাঙার কথা আছে, “এই আমার শরীর” উক্তি, *পানপাত্র নিলেন* এবং *নতুন নিয়মের রক্ত* সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেবল পৌল এবং লুক প্রভুর ভোজ অবিরতভাবে পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

**এই আমার শরীর।** রুটি খ্রীষ্টের দেহের প্রতিনিধিত্ব করে, যা তাঁর সকল প্রেরিতর জন্য দেওয়া হয়েছিল (লুক ২২:১৯; ১ করি ১১:২৪)। ‘নাও’ শব্দটি নির্দেশ করে যে, তাঁর মৃত্যু- যা আমাদের জন্য আশীর্বাদযুক্ত, তা এক উপহার হিসেবে প্রেরিতদের ও আমাদের গ্রহণ করা আবশ্যিক।

**১৪:২৪ এ আমার রক্ত, নতুন নিয়মের রক্ত।** পানপাত্রটি যীশু খ্রীষ্টের রক্তের প্রতিকল্প, যা অন্যদিকে তাঁর জীবন সেচন করা অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকে বোঝায়। নতুন চুক্তিতে তাঁর লোকদের নিকট ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি কেবল যীশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সম্ভব (যির ৩১:৩১-৩৪; ইব্রী ৮:৮-১২; লুক ২২:২৩)। যাত্রা ২৪-৭ পদের নোট দেখুন।

**অনেকের জন্য।** রোমীয় ৫:১৫ পদের নোট দেখুন। খ্রীষ্টের মৃত্যু যিরমিয় কর্তৃক উক্ত

অনুগ্রহের চুক্তির সূচনা করে (যিরমিয় ৩১:৩১-৩৪)। মোশি বলেছিলেন ‘নিয়মের রক্ত’ সম্পর্কে (যাত্রা ২৪:৮) যা ঈশ্বর সিনাই পর্বতে ইস্রায়েলীয়দের সাথে স্থাপন করেছিলেন। কয়েক শতাব্দী পর ভাববাদী যিরমিয় নতুন চুক্তি, স্বর্গীয় ক্ষমা ও পুনর্বাসনের কথা বলেন, কিন্তু তিনি রক্ত দ্বারা তা বলবৎ করার কথা বলেন নি। ইব্রীয় পাঠকদের কাছে এ কথা আশ্চর্যজনক মনে হবে, কারণ প্রাচ্যে যে কোন জাতির লোকদের মধ্যে, এমন কি মরুভূমিতে বেদুইনদের মধ্যেও যে কোন দু’জন ব্যক্তি বা দুই পক্ষের মধ্যে রক্ত দ্বারা চুক্তি মুদ্রাঙ্কিত হত। কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট এখন যিরমিয়ের দৃশ্যকল্পের পূর্ণতা দিয়েছেন; নতুন চুক্তি তাঁর রক্ত দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হয়েছে।

**১৪:২৫ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি।** মথি ৩:২৮ পদের নোট দেখুন।

**আর কখনও পান করবো না।** এই উক্তিকে নাসরীয়দের মানতের সাথে তুলনা করা যায় (গণনা ৬:১-২১)। এই প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর জীবনের আসন্ন উৎসর্গের জন্য নিজেকে পৃথক করেছেন। অথবা এই কথাগুলোকে যিহূদী নিয়ম-কানুনের চূড়ান্ত সমাপ্তি হিসেবে প্রয়োগ করা যায়, যার অধীনে তিনি এতদিন ছিলেন। (১ করি ১১:২৬; যিশা ২৫:৬; মথি ৮:১১; লুক ১৪:১৫; প্রকা ১৯:৯)।

**১৪:২৬ গান গেয়ে।** মথি ২৬:৩০ পদের নোট দেখুন।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

বললেন, তোমরা সকলে আমাকে নিয়ে মনে বাধা পাবে; কেননা লেখা আছে, “আমি পালরক্ষককে আঘাত করবো, তাতে মেঘেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে।” <sup>২৮</sup> কিন্তু পুনরুত্থিত হলে পর আমি তোমাদের আগে গালীলে যাব। <sup>২৯</sup> পিতর তাঁকে বললেন, যদি সকলের মনে বাধা আসেও, তবুও আমার মনে বাধা আসবে না। <sup>৩০</sup> যীশু তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমিই আজ, এই রাতে, মোরগ দু’বার ডাকবার আগে, তিন বার আমাকে অস্বীকার করবে। <sup>৩১</sup> কিন্তু তিনি আরও জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, যদি আপনার সঙ্গে মরতেও হয়, কোন মতে আপনাকে অস্বীকার করবো না। অন্য সকলেও তেমনি বললেন।

#### গেথশিমানী বাগানে যীশু খ্রীষ্ট

<sup>৩২</sup> পরে তাঁরা গেথশিমানী নামক একটি স্থানে আসলেন; আর তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন, আমি যতক্ষণ প্রার্থনা করি, তোমরা এখানে বসে থাক। <sup>৩৩</sup> পরে তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং মনে অত্যন্ত যন্ত্রণা পেতে ও উদ্ভিগ্ন হতে লাগলেন। <sup>৩৪</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত হয়েছে; তোমরা এখানে থাক, আর জেগে থাক। <sup>৩৫</sup> পরে তিনি কিষ্টিং আগে গিয়ে ভূমিতে উবুড় হয়ে পড়লেন এবং এই প্রার্থনা করলেন, যদি হতে পারে, তবে যেন সেই সময় তাঁর কাছ থেকে চলে যায়। <sup>৩৬</sup> তিনি বললেন, পিতা, পিতা, তোমার পক্ষে সকলই সম্ভব; আমার কাছ থেকে এই পানপাত্র দূর কর; তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক, তোমার ইচ্ছামত হোক। <sup>৩৭</sup> পরে

[১৪:২৮] মার্ক ১৬:৭; [১৪:৩০] পদ: ৬৬-৭২; লুক ২২:৩৪; যোহন ১৩:৩৮; [১৪:৩১] লুক ২২:৩৩; যোহন ১৩:৩৭; [১৪:৩৩] দে: মথি ৪:২১; [১৪:৩৪] যোহন ১২:২৭; [১৪:৩৫] পদ: ৪১; দে: মথি ২৬:১৮; [১৪:৩৬] রোমী ৮:১৫; গালা ৪:৬; [১৪:৩৬] দে: মথি ২০:২২; [১৪:৩৬] দে: মথি ২৬:৩৯;

জৈতুন পর্বত। ১১:১ পদের নোট দেখুন।

১৪:৩০ আমি তোমাকে সত্যি বলছি। ৩:৩-২৮ পদের নোট দেখুন।

মোরগ দু’বার ডাকবার আগে। সখ ১৩:৭ পদের কথা খ্রীষ্টের নিজের ও তাঁর প্রেরিতদের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করছে।

১৪:৩২ গেথশিমানী। জৈতুন পর্বতের পাদদেশের ঢালু জমিতে অবস্থিত বাগান বা খামার, যা যীশু খ্রীষ্টের পছন্দের একটি স্থান (লুক ২২:৩৯; যোহন ১৮:২)। হিব্রু ভাষায় নামটি অর্থ হচ্ছে “তেল-প্রেষণ” অর্থাৎ জলপাই প্রেষণ করে তা থেকে তেল বের করা।

১৪:৩৩ পিতর, যাকোব ও যোহন। ৫:৩৭ পদের নোট দেখুন।

১৪:৩৬ আব্বা, পিতা। বিশেষভাবে ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রকাশ (‘আব্বা’ অরামীয় শব্দ)।

এই পানপাত্র। মৃত্যুর এবং ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র, যা যীশু খ্রীষ্ট তাঁর উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণতা

দিতে পিতার হাত থেকে নিয়েছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর এরূপ মৃত্যুকে ভয় পেয়েছিলেন তা নয়, কিন্তু তিনি প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন বলেই এই কথা বলেছিলেন, যেহেতু তিনি তাঁর এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীর পাপ তাঁর নিজের উপর তুলে নিচ্ছেন। ১০:৩৮ পদের নোট দেখুন। এ যন্ত্রণা দৈহিক যন্ত্রণার চেয়ে অনেক বেশি তীব্র। আমরা বলতে পারি যে, তাঁর এই আত্ননাদ তাঁর পাপবিহীন আত্মার ‘পাপযুক্ত’ হওয়া এবং পাপের কারণে স্বর্গীয় শান্তি ভোগ করার প্রতিক্রিয়া (২ করি ৫:২১)। মানবীয় অভিজ্ঞতায় এই যন্ত্রণা উপলব্ধি করা অসম্ভব, কারণ একা তিনি পাপহীন ছিলেন।

তোমার ইচ্ছামত হোক। যীশু খ্রীষ্টের ইচ্ছা এবং পিতার ইচ্ছা ছিল এক, কারণ তিনি পিতার প্রতি বাধ্য ছিলেন। পিতার ইচ্ছাতে তিনি ক্রুশে সমর্পিত হতে যাচ্ছেন আর এখন তিনি বাগানে একইভাবে প্রার্থনা করছেন। মানুষের প্রধান শত্রু তাদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিয়ে

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

তিনি এসে দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর তিনি পিতরকে বললেন, শিমোন, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছো? এক ঘণ্টাও কি জেগে থাকতে তোমার শক্তি হল না? <sup>৩৮</sup> তোমরা জেগে থাক ও প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু দেহ দুর্বল। <sup>৩৯</sup> আর তিনি পুনরায় গিয়ে সেই কথা বলে প্রার্থনা করলেন। <sup>৪০</sup> পরে তিনি আবার এসে দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন; কারণ তাঁদের চোখ বড়ই ভারী হয়ে পড়েছিল, আর তাঁকে কি উত্তর দেবেন, তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না। <sup>৪১</sup> পরে তিনি তৃতীয়বার এসে তাঁদেরকে বললেন, এখনও তোমরা ঘুমাচ্ছ ও বিশ্রাম করছো; যথেষ্ট হয়েছে; সময় উপস্থিত, দেখ, মনুষ্যপুত্রকে পাপীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। <sup>৪২</sup> উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে ধরিয়ে দিচ্ছে, সে কাছে এসে গেছে।

#### শত্রুদের হাতে যীশু খ্রীষ্ট

<sup>৪৩</sup> আর তিনি যখন কথা বলছেন, তৎক্ষণাৎ যিহূদা, সেই বারো জনের এক জন আসল এবং তার সঙ্গে অনেক লোক খড়্গ ও লাঠি নিয়ে প্রধান পুরোহিতদের, ধর্ম-শিক্ষকদের ও প্রাচীনদের কাছ থেকে আসল। <sup>৪৪</sup> যে তাঁকে ধরিয়ে দিচ্ছিল, সে আগে তাদেরকে এই সঙ্কেত বলেছিল, আমি যাকে চুম্বন করবো, সে-ই ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাকে ধরে সাবধানে নিয়ে যাবে। <sup>৪৫</sup> সে এসে তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে গিয়ে বললো, রব্বি; আর তাঁকে আগ্রহপূর্বক চুম্বন করলো। <sup>৪৬</sup> তখন তারা তাঁর উপরে হস্তক্ষেপ করে তাঁকে ধরলো। <sup>৪৭</sup> কিন্তু যারা পাশে

[১৪:৩৮] মথি ৬:১৩; [১৪:৩৮] রোমী ৭:২২, ২৩; [১৪:৪১] পদ: ৩৫; দে: মথি ২৬:১৮; [১৪:৪৩] দে: মথি ১০:৪; [১৪:৪৫] দে: মথি ২৩:৭;

গিয়ে পাপ এবং মৃত্যু এনেছে (যিশা ১৪:১৩,১৪); কিন্তু ঈশ্বরকে তাঁর ইচ্ছা সঁপে দিয়ে যীশু খ্রীষ্ট মানুষের জন্য পরিত্রাণ আনলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণের মাধ্যমে সর্বদাই মাংসিক ইচ্ছাকে পরাজিত করা সম্ভব।  
**১৪:৩৭ শিমোন।** ১:১৬ পদের নোট দেখুন। হয়তোবা এককভাবে শিমোনের অর্থাৎ পিতরের প্রতি এই কথা বলা হয়েছে, কারণ তিনি সাহসের সাথে এই বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, তিনি যীশুতে বিশ্ব পাবেন না (২৯-৩১ পদ)।  
**১৪:৩৮ যেন পরীক্ষায় না পড়।** প্রলোভন দ্বারা আক্রান্ত হওয়া; এখানে প্রলোভন হচ্ছে ভীতিজনক পরিস্থিতির মুখে অবিশ্বস্ত হয়ে পড়া। আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু দেহ দুর্বল। যখন মানুষের আত্মা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে, তখন তা মানবীয় দুর্বলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এই উক্তির ভাবার্থটি গীত ৫১:২ পদ থেকে নেয়া হয়েছে।  
**১৪:৪১ মনুষ্যপুত্র।** ৮:৩১ পদের নোট দেখুন।

**১৪:৪৩ যিহূদা, সেই বারো জনের এক জন।** ৩:১৯ পদের নোট দেখুন।  
**অনেক লোক ছোঁরা লাঠি নিয়ে ... আসলো।** মন্দিরের শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত নিরাপত্তাকর্মী এবং দাসেরা বা সাহায্যকারীরা অনেকে মিলে খ্রীষ্টকে গ্রেফতার করতে এসেছিল। যোহন (১৮:৩) বলেছেন, অন্তত কয়েকজন রোমীয় সৈন্য এই গ্রেফতারকারী দলের মধ্যে ছিল। লাঠি নিয়ে আসার ব্যাপারে এই মত প্রকাশ করা হয় যে, বেশ কয়েকজনকেই শেষ মুহূর্তে বাধ্যতামূলকভাবে এই দলে আনা হয়েছিল, যাদের আগে থেকে কোন প্রস্তুতি ছিল না।  
**প্রধান পুরোহিত, ধর্ম-শিক্ষক ও প্রাচীন।** ৮:৩১; মথি ২:৪ পদের নোট দেখুন। যীশু খ্রীষ্টকে গ্রেফতার করার পরোয়ানা মহাসভা কর্তৃক দেওয়া হয়েছিল।  
**১৪:৪৫ চুম্বন।** সম্মানের চিহ্ন, যা দ্বারা প্রেরিতরা প্রথাগতভাবে তাদের রব্বিকে সম্বোধন জানিয়ে

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে এক জন তাঁর খড়্গ খুলে মহাপুরোহিতের দাসকে আঘাত করে তার একটি কান কেটে ফেললো।<sup>৪৮</sup> তখন যীশু তাদেরকে বললেন, যেমন দস্যু ধরতে যায়, তেমনি কি তোমরা খড়্গ ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে আসলে? <sup>৪৯</sup> আমি প্রতিদিন মন্দিরে তোমাদের কাছে থেকে উপদেশ দিয়েছি, তখন তো আমায় ধরলে না; কিন্তু শাস্ত্রের বচনগুলো সফল হওয়া আবশ্যিক। <sup>৫০</sup> তখন শিষ্যরা সকলে তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

<sup>৫১</sup> আর এক জন যুবক উলঙ্গ শরীরে একখানি চাদর জড়িয়ে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল; <sup>৫২</sup> তারা তাকে ধরলো, কিন্তু সে সেই চাদরখানি ফেলে উলঙ্গই পালিয়ে গেল।

### মহাপুরোহিতের সম্মুখে যীশু খ্রীষ্টের বিচার

<sup>৫৩</sup> পরে তারা যীশুকে মহাপুরোহিতের কাছে নিয়ে গেল; তাঁর সঙ্গে প্রধান

[১৪:৪৯] দে: মথি ২৬:৫৫; [১৪:৪৯] যিশা ৫৩:৭-১২; দে: মথি ১:২২; [১৪:৫০] পদ: ২৭;

থাকে (লুক ২২:৪৭)।

**১৪:৪৭** যারা পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে এক জন। আমরা যোহনের সুসমাচার থেকে জানি যে, ইনি ছিলেন পিতর। যে দাসকে তিনি আঘাত করেছিলেন তার নাম ছিল মঙ্ক (যোহন ১৮:১০)।

**১৪:৪৯** মন্দিরে। ১১:২৭ পদের নোট দেখুন। পবিত্র শাস্ত্রের কথা সফল হওয়া আবশ্যিক। হয়তোবা যিশা ৫৩ অধ্যায়কে এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা সখ ১৩:৭ পদেরও ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই কথাটি ২৭ পদে খ্রীষ্ট কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে এবং এখন পরিপূর্ণতা লাভ করছে।

**১৪:৫০** তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। ২৭-৩১ পদের পরিপূর্ণতা এখানে সাধিত হল।

**১৪:৫১** এক জন যুবক। তার পরিচয় সুনির্দিষ্টভাবে দেয়া হয়নি; কিন্তু তার ছদ্মনাম এ কথা বোঝায় যে, ইনিই হলেন যোহন-মার্ক, এই সুসমাচারের লেখক।

**একখানি চাদর।** সাধারণত এ ধরনের চাদরের বাইরের আবরণ মেঘের লোম দিয়ে তৈরি হত। রক্ষীদের হাতে এমন সুন্দর ও দামী চাদর ফেলে রেখে পালিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, যুবকটি ধনী পরিবার থেকে এসেছেন।

**১৪:৫২** উলঙ্গই পালিয়ে গেল। তাঁর পরনে অন্তর্বাস না থাকার অর্থ হচ্ছে, তিনি যীশুকে অনুসরণ করার জন্য তাড়াহুড়ো করে গায়ে শুধুমাত্র চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

**১৪:৫৩-১৫:১৫** যীশু খ্রীষ্টের বিচার। যীশু খ্রীষ্টের বিচার দু'টি স্তরে হয়েছিল: যিহুদী বিচার ও রোমীয় বিচার, যার প্রত্যেকটির তিনটি অংশ রয়েছে। যিহুদী বিচারের অংশ ছিল:-

১. হাননের সম্মুখে অর্থাৎ সাবেক প্রধান পুরোহিতের শুনানি (যা কেবল যোহন ১৮:১২-১৪, ১৯-২৩ পদে উল্লেখ করা হয়েছে);
২. মহাপুরোহিত কায়াফার সম্মুখে এবং মহাসভার সম্মুখে বিচার, যিনি তখন প্রধান পুরোহিত ছিলেন (১৪:৫৩-৬৫); এবং
৩. রাজকালীন অধিবেশন মহাসভার চূড়ান্ত রায় (১৫:১)।

রোমীয় বিচারের তিনটি অংশ এরকম:

১. পীলাতের সামনে বিচার (১৫:২-৫);
২. হেরোদ আন্তিপাসের সামনে বিচার (কেবল লুক ২৩:৬-১২ পদে রয়েছে); এবং
৩. পীলাতের সামনে বিচার চলল ও শেষ হল (১৫:৬-১৫)। যেহেতু হেরোদ আন্তিপাসের সামনে যীশু খ্রীষ্টের উপস্থিতির কোন বৃত্তান্ত মার্ক দেন নি, তাই পীলাতের সামনের বিচার এই সুসমাচারে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে (১৫:২-১৫)।

**১৪:৫৩** মহা-পুরোহিত। কায়াফা, ইনি সাবেক মহাপুরোহিত হাননের জামাতা ছিলেন (মথি ২৬:৫৭)। কায়াফা ১৮-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মহাপুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। হানন

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

পুরোহিতেরা, প্রাচীনবর্গেরা ও ধর্ম-শিক্ষকেরা সকলে সমবেত হল।<sup>৫৪</sup> আর পিতর দূরে থেকে তাঁর পিছনে পিছনে ভিতরে মহাপুরোহিতের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত গেলেন এবং পদাতিকদের সঙ্গে বসে আগুন পোহাতে লাগলেন।

<sup>৫৫</sup> তখন প্রধান পুরোহিতেরা ও সমস্ত মহাসভা যীশুকে হত্যা করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য খোঁজ করলো, কিন্তু পেল না।<sup>৫৬</sup> কেননা অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিল বটে, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য মিললো না।<sup>৫৭</sup> পরে কয়েক জন দাঁড়িয়ে তাঁর বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে বললো, <sup>৫৮</sup> আমরা ওকে এই কথা বলতে শুনেছি, আমি এই হাতের তৈরি মন্দির ভেঙ্গে ফেলবো, আর তিন দিনের মধ্যে এমন আর একটি মন্দির নির্মাণ করবো যা হাতের তৈরি নয়।<sup>৫৯</sup> এতেও তাদের সাক্ষ্য মিললো না।<sup>৬০</sup> তখন মহাপুরোহিত মধ্যস্থানে দাঁড়িয়ে যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কোন উত্তরই দেবে না? তোমার বিরুদ্ধে এরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?<sup>৬১</sup> কিন্তু তিনি নীরব রইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। আবার মহাপুরোহিত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সেই খ্রীষ্ট, পরমমন্থের পুত্র?<sup>৬২</sup> যীশু বললেন, আমি সেই; আর তোমরা

[১৪:৫৪] দে: মথি ২৬:৩; [১৪:৫৪] যোহন ১৮:১৮; [১৪:৫৫] দে: মথি ৫:২২; [১৪:৫৮] দে: যোহন ২:১৯; [১৪:৬১] যিশা ৫৩:৭; মথি ২৭:১২, ১৪; মার্ক ১৫:৫; লুক ২৩:৯; যোহন ১৯:৯; [১৪:৬১] মথি ১৬:১৬; যোহন ৪:২৫, ২৬; [১৪:৬২] দে: প্রকা ১:৭;

সম্পর্কে মার্ক কিছুই বলেন নি (যোহন ১৮: ১৩)।

প্রধান পুরোহিতেরা, প্রাচীন নেতৃবর্গেরা ও ধর্ম-শিক্ষকেরা। সম্পূর্ণ মহাসভা।

**১৪:৫৪ মহাপুরোহিতের প্রাঙ্গণ।** গোপনীয়তা নিশ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে কায়াফার গৃহে মহাসভা বসতে পারতো।

**১৪:৫৫ মহাসভা।** যিহূদীদের উচ্চ আদালত। নতুন নিয়মের সময়ে এটি তিন ধরনের সভাপদ নিয়ে গঠিত হত: প্রধান পুরোহিত, প্রাচীন এবং ধর্ম-শিক্ষক। এর পূর্ণ সভাপদ ছিল ৭১ জন; এদের মহাপুরোহিত ছিলেন সভা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা। রোমীয় বিচার ব্যবস্থায় মহাসভাকে প্রচুর ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা মৃত্যুদণ্ড আরোপ করতে পারতেন না (যোহন ১৮:৩১ এবং মথি ২৭:২ পদের নোট দেখুন)।

**১৪:৫৬ অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিল।** যিহূদী বিচার কার্যক্রমে সাক্ষ্যদানকারীর অভিযোগ দায়েরকারী বা বাদীর ভূমিকা পালন

করতো।

তাদের সাক্ষ্য মিললো না। দ্বি.বি. ১৯:১৫ পদ অনুসারে, দুই বা তিনজন লোক সাক্ষ্য না দিলে একজন লোককে শাস্তি দেয়া যায় না, অর্থাৎ সাক্ষীদের সকলের সাক্ষ্য এক হতে হবে।

**১৪:৫৮ এই কথা বলতে শুনেছি।** সুসমাচারে এই উদ্ধৃতিটির মত এত স্পষ্টভাবে যীশু খ্রীষ্টের আর কোন উক্তি উদ্ধৃত করা হয় নি। এটি সম্ভবত যোহন ২:১৯ পদের কথা এখানে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

**১৪:৬১ পরমমন্থের পুত্র।** “পরমমন্থ” বলতে ঈশ্বরকে বোঝানো হয়েছে, যেহেতু যিহূদীদের মধ্যে তাঁর নাম উচ্চারণ করার ব্যাপারে সংস্কার চালু ছিল (১১:৩০ পদের নোট দেখুন)। এই উপাধিটি “ঈশ্বরের পুত্র” উপাধির সমান, যদিও এই প্রেক্ষাপটে এটি ঈশ্বরত্বের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে হয় না, বরং তা রাজকীয় খ্রীষ্টত্বের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে, যেহেতু প্রচলিত যিহূদী মতবাদ অনুসারে খ্রীষ্টকে একজন মানুষ হতে হবে, ঈশ্বর নন।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে ও আকাশের মেঘসহ আসতে দেখবে।  
৬৩ তখন মহাপুরোহিত নিজের কাপড় ছিঁড়ে বললেন, আর সাক্ষীর আমাদের কি প্রয়োজন?  
৬৪ তোমরা তো নিন্দা শুনলে; তোমাদের কি বিবেচনা হয়? তারা সকলে তাঁকে দোষী করে বললো এই মৃত্যুর যোগ্য। ৬৫ তখন কেউ কেউ তাঁর গায়ে থুথু দিতে লাগল এবং তাঁর মুখ ঢেকে তাঁকে ঘৃষি মারতে লাগল, আর বলতে লাগল, ভবিষ্যদ্বাণী বল না? পরে পদাতিকরা প্রহার করতে করতে তাঁকে গ্রহণ করলো।

#### পিতরের তিন বার অস্বীকার

৬৬ পিতর যখন নিচে প্রাঙ্গণে ছিলেন, তখন মহাপুরোহিতের এক জন দাসী আসল;  
৬৭ সে পিতরকে আগুন পোহাতে দেখে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললো, তুমিও তো সেই নাসারতীয় যীশুর সঙ্গে ছিলে। ৬৮ কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন, তুমি যা বলছো, তা আমি জানিও না, বুঝিও না। পরে তিনি বের হয়ে ফটকের কাছে গেলেন, আর মোরগ ডেকে উঠলো। ৬৯ কিন্তু দাসী তাঁকে দেখে, যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তাদেরকেও বলতে

[১৪:৬৩] লেবী ১০:৬; ২১:১০; গণনা ১৪:৬; প্রেরি ১৪:১৪; [১৪:৬৪] লেবী ২৪:১৬; [১৪:৬৫] দে: মথি ১৬:২১; [১৪:৬৬] পদ: ৫৪; [১৪:৬৭] পদ: ৫৪; [১৪:৬৭] দে: মার্ক ১:২৪; [১৪:৬৮] পদ: ৩০, ৭২;

১৪:৬২ মনুষ্যপুত্র। ৮:৩১ পদের নোট দেখুন।  
এই উক্তির মধ্য দিয়ে দানি ৭:১৩ এবং গীত ১১০:১ পদকে সমন্বিত করা হয়েছে।

১৪:৬৩ নিজের বস্ত্র ছিঁড়ে বললেন। মহা দুঃখ বা শোকের চিহ্ন (আদি ৩৭:২৯; ২ রাজা ১৮:৩৭; ১৯:১)। তবে এখানে মহাপুরোহিতের এই কাজ বিচারের রায় নিষ্পত্তি করা হিসেবে প্রকাশ করছে এবং এই সত্য প্রকাশ করছে যে, তিনি যীশু খ্রীষ্টের উত্তরকে ঈশ্বর নিন্দা বা ঈশ্বরনিন্দা বলে ধরে নিয়েছিলেন (মথি ২৬:৬৫ পদের নোট দেখুন)। কিন্তু পুরোহিতের পোশাক ছিঁড়ে ফেলা মহাপুরোহিত বা পুরোহিতদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল (লেবী ২১:১০)।

১৪:৬৪ নিন্দা। ঈশ্বরনিন্দা; ঈশ্বরনিন্দা করা বলতে কেবলমাত্র ঈশ্বরের নাম ধরে গালাগাল বা ভর্ৎসনা করা নয় (লেবী ২৪:১০-১৬), কিন্তু সেই সাথে তাঁর মহিমা ও কর্তৃত্ব যে কোন ধরনের প্রকাশ্য অপমানও হতে পারে (মার্ক ২৭; ৩:২৮-২৯; যোহন ৫:১৮; ১০:৩৩)। খ্রীষ্ট হিসেবে যীশুর দাবী বস্তুত এমন মহিমা ও কর্তৃত্বের দাবী যা কেবলমাত্র ঈশ্বরের থাকে, তাই কায়ার এই কথাকে ঈশ্বরনিন্দা বলে মনে করেছিলেন; মোশির আইন-কানুনে এই পাপের

জন্য পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান রয়েছে (লেবী ২৪:১৬)।

১৪:৬৫ তাঁর গায়ে থুথু দিতে লাগল ... তাঁকে ঘৃষি মারতে লাগল। প্রত্যাখ্যান ও দোষারোপ করার এক সুপরিচিত ভঙ্গি (গণনা ১২:১৪; দ্বি.বি. ২৫:৯; ইয়োব ৩০:১০; যিশা ৫০:৬)।

মুখ ঢেকে। মূলত এখানে বোঝানো হয়েছে চোখ ঢেকে। যিশা ১১:২-৪ পদে এ ধরনের আভাস দেওয়া হয়েছে যে, খ্রীষ্ট দৃষ্টিশক্তি ছাড়াই শুধু গন্ধ দিয়ে বুঝতে পারবেন।

ভবিষ্যদ্বাণী বল না? এর অর্থ। “বল তো দেখি, কে তোমাকে আঘাত করলো?”

১৪:৬৬ নিচে। যখন যীশু খ্রীষ্টকে কায়ারফার গৃহের উপরতলার কক্ষে প্রহার করা হচ্ছিল, তখন পিতর নিচের প্রাঙ্গণে ছিলেন।

এক দাসী। দ্বার-রক্ষিকা (যোহন ১৮:১৬)।

১৪:৬৭ নাসরতীয়। মথি ২:২৩ পদের নোট দেখুন।

১৪:৬৮ তুমি যা বলছো, তা আমি জানিও না, বুঝিও না। আনুষ্ঠানিকভাবে ও আইনগতভাবে কোন কিছু অস্বীকার করার জন্য প্রচলিত যিহুদী প্রথা।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

লাগল, এই ব্যক্তি তাদের এক জন। <sup>৭০</sup> তিনি আবার অস্বীকার করলেন। কিছু সময় পরে, যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, আবার তারা পিতরকে বললো, সত্যিই তুমি তাদের এক জন, কেননা তুমি গালিলীয় লোক। <sup>৭১</sup> কিন্তু তিনি অভিশাপপূর্বক শপথ করে ও দিব্য করে বলতে লাগলেন, তোমরা যে ব্যক্তির কথা বলছো তাকে আমি চিনি না। <sup>৭২</sup> তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বার মোরগ ডেকে উঠলো; তাতে যীশু এই যে কথা বলেছিলেন, ‘মোরগ দু’বার ডাকবার আগে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করবে,’ তা পিতরের মনে পড়লো এবং তিনি সেই বিষয় চিন্তা করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

[১৪:৭০] পদ: ৩০, ৬৮, ৭২; [১৪:৭০] প্রেরি ২:৭; [১৪:৭১] পদ: ৩০, ৭২; [১৪:৭২] পদ: ৩০, ৬৮।

**১৪:৭০ গালিলীয়।** গালিলীয়দের সহজেই তাদের বাচনভঙ্গির জন্য চেনা যেত। পিতরের কথার ভঙ্গি তাঁকে একজন গালিলীয় হিসেবে প্রমাণ করছিল এবং প্রাঙ্গনে যিহূদিয়ার অধিবাসীদের মাঝে তাঁর নিঃসঙ্গ উপস্থিতি এ কথা প্রকাশ করেছিল যে, তিনি যীশু খ্রীষ্টের

একজন অনুসারী।

**১৪:৭১ অভিশাপপূর্বক শপথ করে।** তিনি অপবিত্র বা অশুভ কোন কিছুর বা কথার প্রতি ইঙ্গিত করেন নি; বরং তিনি শপথ দিয়ে নিশ্চিত করছিলেন যে, ঈশ্বরের অভিশাপ তাঁর উপর পড়বে, যদি তাঁর কথা সত্যি না হয়।

### মার্ক ১৪ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই দীর্ঘ অধ্যায়টি প্রভু যীশুকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঐ সব চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলীর বর্ণনা দেয়, যেগুলো তাঁকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র সহ- শত্রুদের হাতে তাঁর ধরা পরা ও বিচার (মার্ক ১৪:১-২, ১০-১১), মৃত্যুর প্রস্তুতি হিসেবে মরিয়মের দ্বারা প্রভু যীশুর অভিষেক (মার্ক ১৪:৩-৯), শিষ্যদের সাথে প্রভু যীশুর শেষ নিস্তারপর্বের ভোজ ও প্রভুর ভোজের প্রতিষ্ঠা (মার্ক ১৪:১২-৩১), গেথশিমানী বাগানে প্রভু যীশুর প্রার্থনা (মার্ক ১৪:৩২-৪২), যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রভু যীশুকে ধরিয়ে দেয়া (মার্ক ১৪:৪৩-৫২), মহাপুরোহিত ও মহাসভার সামনে প্রভু যীশুর উপস্থিতি (মার্ক ১৪:৫৩-৬৫) এবং প্রভু যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে পিতরের অস্বীকারকে (মার্ক ১৪:৬৬-৭২) নির্দেশ করে। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যবীণ দিকগুলো হল- প্রভুর ভোজ প্রতিষ্ঠা, প্রভু যীশু শত্রুদের হাতে ধরা পরা, যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতা, মহাসভার অবিচার এবং পিতরের অস্বীকার করার বিষয়গুলো প্রকাশ করা হয়েছে।

### মার্ক ১৪ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. প্রধান পুরোহিতেরা যীশুর সাথে কি করতে চেয়েছিলেন? (১,২ পদ)

মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

২. বৈথনিয়ায় পিতরের বাড়িতে স্ত্রীলোকটি কি করেছিলেন? (৩ পদ)
৩. কয়েকজন মানুষ কি অভিযোগ করেছিল? (৪,৫ পদ)
৪. তিনি যে কাজ করেছিলেন যীশু কি তা সমর্থন করেছিলেন? (৬-৯ পদ)
৫. যিহূদা ঈস্কারিয়োৎ কিসের পরিকল্পনা করেছিলেন? (১০,১১ পদ)
৬. নিস্তারপর্বের ভোজের প্রস্তুতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। (১২-১৬ পদ)
৭. যীশু কিভাবে জানালেন যে কে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে? (১৭-২১ পদ)
৮. তাঁর বিশ্বাসঘাতকের ক্ষেত্রে কোনটি ভালো ছিল? (২১ পদ)
৯. প্রভুর ভোজের ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (২২-২৫ পদ)
১০. যীশু একত্রিত হয়ে খাওয়া-দাওয়ার মাধ্যমে যে নতুন ব্যবস্থা চালু করেছেন, কেন তাঁর শিষ্যেরা তা বহাল রাখবেন? (১ করিন্থীয় ১১:২৪,২৬ পদ)
১১. ভোজের পরে যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা কোথায় গিয়েছিলেন? (২৬ পদ)
১২. শিষ্যেরা তাঁর সম্পর্কে কি অনুভব করবেন সে বিষয়ে যীশু কিভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? (২৭ পদ)
১৩. পিতর কি বললেন? যীশু তাঁকে কি বললেন? (২৯-৩১ পদ)
১৪. বাগানে কি ঘটেছিল বর্ণনা করুন। (৩২-৩৫ পদ)
১৫. যীশুর প্রতি যেসব ভীষণ দুঃখ-কষ্ট আসতে যাচ্ছিল তা জেনেও কি তিনি তাঁর উদ্দেশ্য থেকে পিছু হটেছিলেন? (৩৬ পদ)
১৬. ঘুমিয়ে থাকা শিষ্যদের তিনি কি বলেছিলেন? (৪১-৪২ পদ)
১৭. যিহূদা যেভাবে যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল তা বর্ণনা করুন। (৪৩-৪৬ পদ)
১৮. তাঁকে হ্রেষতার করার পর পর কি ঘটেছিল? (৪৭-৫০ পদ)
১৯. যীশুকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? কে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন? (৪৭-৫০ পদ)
২০. বিচারসভার সামনে যীশুর বিচার কার্যের বর্ণনা দিন। (৫৫-৫৯ পদ)
২১. মহাপুরোহিত যীশুকে কি কি প্রশ্ন করেছিলেন? তাঁর জবাব কি ছিল? (৬০-৬২ পদ)
২২. বিচারসভার ফলাফলের সারসংক্ষেপ করুন। (৬৩-৬৫ পদ)
২৩. পিতর কিভাবে তাঁর প্রভুকে অস্বীকার করেছিলেন? (৬৬-৭১ পদ)
২৪. যখন যীশুর কথাগুলো পিতরের স্মরণে আসলো, তখন তা কিভাবে পিতরকে প্রভাবিত করেছিল? (৭২ পদ)



## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

### শাসনকর্তা পীলাতের সম্মুখে যীশু খ্রীষ্টের বিচার

**১৫**<sup>১</sup> আর প্রধান পুরোহিতেরা খুব ভোরে প্রাচীন নেতাদের, ধর্ম-শিক্ষকদের ও সমস্ত মহাসভার সঙ্গে পরামর্শ করে যীশুকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে পীলাতের হাতে তুলে দিল।<sup>২</sup> তখন পীলাত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি যিহূদীদের রাজা? উত্তরে তিনি তাঁকে বললেন, তুমিই বললে।<sup>৩</sup> পরে প্রধান পুরোহিতেরা তাঁর উপরে অনেক দোষারোপ করতে লাগল।<sup>৪</sup> পীলাত তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কোনই উত্তর দেবে না? দেখ, এরা তোমার উপরে কত দোষারোপ করছে।<sup>৫</sup> কিন্তু যীশু আর কোন উত্তর দিলেন না; তাতে পীলাত আশ্চর্য হলেন।

<sup>৬</sup> নিস্তারপর্বের সময়ে তিনি লোকদের জন্য এমন এক জন বন্দীকে মুক্ত করতেন, যাকে তারা চাইতো।<sup>৭</sup> সেই সময়ে বারাব্বা নামে এক ব্যক্তি বিদ্রোহীদের সঙ্গে কারাগারে আটক ছিল, তারা বিদ্রোহ করে নরহত্যাও করেছিল।<sup>৮</sup> তখন লোকেরা উপরে গিয়ে, তিনি তাদের

[১৫:১] মথি ২৭:১; লুক ২২:৬৬; [১৫:১] দে: মথি ৫:২২; [১৫:১] দে: মথি ২৭:২; [১৫:২] পদ: ৯, ১২, ১৮, ২৬; দে: মথি ২:২; [১৫:৫] দে: মার্ক ১৪:৬১;

**১৫:১ খুব ভোরে।** দুঃখভোগ সপ্তাহের শুক্রবার। রোমীয় সরকার ব্যবস্থায় কার্যদিবস শুরু হত দিনের আলো ফোটার সাথে সাথে। ১৪:৫৫ পদের নোট দেখুন।

**পরামর্শ করে।** স্পষ্টত তারা পীলাতের সামনে যীশু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে নিন্দা পরিবর্তে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাঁকে অভিযুক্ত করতে চেয়েছিল (লুক ২৩:১-১৪ পদের নোট দেখুন)।

**পীলাত।** ২৬-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যিহূদিয়া অঞ্চলে দায়িত্ব পালনকারী রোমীয় গভর্নর, যার সরকারী বাসভবন ছিল ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল কৈসারিয়াতে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে কৈসারিয়াতে কর্মরত প্রত্নতত্ত্ববিদগণ পীলাত ও তাঁর নাম সম্বলিত শিলালিপি আবিষ্কার করেন, যা পীলাতের শাসনামলের সময়কার। যিরূশালেমে এসে তিনি মহান হেরোদ কর্তৃক নির্মিত মনোরম বাসভবনে অবস্থান করছিলেন, যা মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। মার্ক ১৬ পদে এই ভবনকে রাজপ্রাসাদ হিসেবে নির্দেশ করেছেন এবং এটিই সেই স্থান, যেখানে যীশু খ্রীষ্টের চূড়ান্ত বিচার সংঘটিত হয়েছিল। মার্ক খ্রীষ্টের ক্রুরোপণের দায় যিহূদীদের উপর বর্তিয়েছেন এবং রোমীয় পাঠকদের এ কথা বোঝিয়েছেন যে, যীশু খ্রীষ্ট রোমীয় শাসকের

কাছে নির্দোষ বলে পরিগণিত হয়েছিলেন।

**১৫:২ পীলাত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।** রোমীয় আদালতে শাসনকর্তা বা গভর্নর এককভাবে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন।

**১৫:৩ অনেক দোষারোপ।** লুক ২৩:২ পদের নোট দেখুন। অপরাধমূলক মামলায় কয়েকটি অভিযোগ আনা স্বাভাবিক ছিল।

**১৫:৪ তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না? যদি যীশু খ্রীষ্ট আত্মপক্ষ সমর্থন না করেন, তাহলে রোমীয় বিধি অনুসারে পীলাতকে তাঁর উদ্দেশ্যে একপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হত।**

**১৫:৬ নিস্তারপর্বের সময়ে।** যোহন ১৮:৩৯ পদের নোট দেখুন।

**১৫:৭ বারাব্বা।** এই নামের অর্থ “পিতার সন্তান” এবং এ নামটি “স্বর্গস্থ পিতার পুত্র” যীশু খ্রীষ্টের সাথে তারতম্য প্রকাশ করে। সম্ভবত সে যিহূদীদের একটি বিপ্লবী দলের সদ্য ছিল।

**বিদ্রোহ।** অন্যান্য উৎস থেকে এই বিদ্রোহ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না, যদিও মার্ক এমনভাবে এ সম্পর্কে বলেছেন যেন এই বিদ্রোহের ঘটনা যীশু খ্রীষ্টের সময়ে সর্বজনবিদিত ছিল। সাধারণত রোমীয় শাসনামলে প্রায়ই এ ধরনের বিদ্রোহ সংঘটিত হত (লুক ১৩:১)।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

জন্য যা করতেন, তা-ই যাচঞা করতে লাগল।<sup>৯</sup> পীলাত উত্তরে তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদের জন্য যিহূদীদের রাজাকে মুক্ত করে দেব, এ কি তোমাদের ইচ্ছা?<sup>১০</sup> কেননা প্রধান পুরোহিতেরা যে হিংসা বশতঃ তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল তা তিনি জানতে পেরেছিলেন।<sup>১১</sup> কিন্তু প্রধান পুরোহিতেরা জনতাকে উত্তেজিত করে নিজেদের জন্য বরং বারাবার মুক্তি চাইতে বললো।<sup>১২</sup> পরে পীলাত আবার উত্তরে তাদেরকে বললেন, তবে তোমরা যাকে যিহূদীদের রাজা বল, তাকে নিয়ে কি করবো?<sup>১৩</sup> তারা পুনর্বীর চিৎকার করে বললো, ওকে ক্রুশে দাও।<sup>১৪</sup> পীলাত তাদেরকে বললেন, কেন? এ কি অপরাধ করেছে? কিন্তু তারা ভীষণভাবে চৈঁচিয়ে বলতে লাগল, ওকে ক্রুশে দাও।<sup>১৫</sup> তখন পীলাত লোকগুলোকে সম্ভ্রষ্ট করার মানসে তাদের জন্য বারাবারকে মুক্ত করলেন এবং যীশুকে কশাঘাত করে ক্রুশের উপরে হত্যা করার জন্য তুলে দিলেন।

#### যীশু খ্রীষ্টের প্রতি সৈন্যদের বিদ্বেষ

<sup>১৬</sup> পরে সৈন্যেরা প্রাঙ্গণের মধ্যে, অর্থাৎ রাজপ্রাসাদের ভিতরে, তাঁকে নিয়ে গিয়ে সমস্ত সেনাদলকে ডেকে একত্র করলো।<sup>১৭</sup> পরে তাঁকে বেগুনে কাপড় পরালো এবং কাঁটার মুকুট গর্থে তাঁর মাথায় দিল, <sup>১৮</sup> আর তাঁর বন্দনা করে বলতে লাগল, যিহূদী-রাজ, নমস্কার!<sup>১৯</sup> আর তাঁর মাথায় লাঠি দ্বারা আঘাত করলো, আর তাঁর গায়ে থুথু দিল ও হাঁটু পেতে তাঁকে প্রণিপাত করলো।<sup>২০</sup> তাঁকে বিদ্বেষ করার পর তারা ঐ বেগুনে কাপড় খুলে তাঁর নিজের কাপড় পরিয়ে দিল। পরে তারা ক্রুশে দেবার জন্য তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল।

[১৫:৯] দে: পদ: ২; [১৫:১১] প্রেরি ৩:১৪; [১৫:১৫] যিশা ৫৩:৬; [১৫:১৬] যোহন ১৮:২৮, ৩৩; ১৯:৯; [১৫:১৮] দে: পদ: ২; [১৫:২০] ইব্রী ১৩:১২;

**১৫:১৩ ওকে ক্রুশে দাও।** ২৪ পদের নোট দেখুন।

**১৫:১৫ কশাঘাত।** রোমীয়রা বন্দীদেরকে নির্যাতন করার জন্য চামড়ার তৈরি কশ বা চাবুক ব্যবহার করতো, যার প্রান্তভাগে কাঁটা ও পাথর সংযুক্ত থাকত। যিহূদীরা সর্বোচ্চ ৪০টি পর্যন্ত বেত্রাঘাত করার অনুমোদন দিত, কিন্তু রোমীয়দের মধ্যে এ ধরনের কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কশাঘাত করা বন্দীরা বেঁচে থাকতো না।

**১৫:১৬ রাজপ্রাসাদের ভিতরে।** এর মূল শব্দটি দিয়ে সাধারণত সৈনিকদের তাঁবু বা সামরিক প্রধান কার্যালয়কে বোঝানো হত।

**সমস্ত সেনাদল।** যে সৈন্যেরা রাজপ্রাসাদে একত্রিত হয়েছিল, তাদেরকে ইস্রায়েল দেশে অধিহূদী অধিবাসীদের মধ্য থেকে সৈনিক হিসেবে চাকরিতে নেওয়া হয়েছিল এবং তারা

রোমীয় সামরিক সরকারের অধীনে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিল।

**১৫:১৭ বেগুনে কাপড়।** সম্ভবত পুরনো সামরিক পোশাক, যার রং ছিল বেগুনী (মথি ২৭:২)।

**কাঁটার মুকুট।** কাঁটাগাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি মুকুট (এর মূল গ্রীক শব্দটি সহজভাবে কেবল “কাঁটাঝোপ” বোঝায়), যা সেই দেশে সহজলভ্য ছিল। বেগুনে কাপড় ও কাঁটার মুকুট উভয়ই যীশু খ্রীষ্টকে অপমান করার জন্য তাঁর গায়ে চাপানো হয়েছিল।

**১৫:১৮ যিহূদী-রাজ, নমস্কার!** অপমানসূচক অভ্যর্থনা, যা “কৈসার, নমস্কার” – এই প্রথাগত সম্ভাষণ নকল করে বলা হয়েছিল।

**১৫:১৯ তাঁর গায়ে থুথু দিল।** সম্ভবত আনুগত্যের চূষনের এক ব্যঙ্গাত্মক প্রকাশ; হাতে বা গালে চূষন করা মধ্যপ্রাচ্যের রাজকীয় ব্যক্তিবর্গকে সম্ভাষণ ও শ্রদ্ধা জানানোর প্রথা

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

<sup>২১</sup> আর শিমোন নামে এক জন কুরীণীয় লোক পল্লীগ্রাম থেকে সেই পথ দিয়ে আসছিল— সে সিকন্দরের ও রুফের পিতা— তাকেই তারা যীশুর ক্রুশ বইবার জন্য বাধ্য করলো। <sup>২২</sup> পরে তারা তাঁকে গলগথা নামক স্থানে নিয়ে গেল; এই নামের অর্থ ‘মাথার খুলির স্থান’। <sup>২৩</sup> আর তারা তাঁকে গন্ধরসে মিশানো আঙ্গুর-রস দিতে চাইল, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। <sup>২৪</sup> পরে তারা তাঁকে ক্রুশে দিল এবং তাঁর কাপড়গুলো ভাগ করে নিল; কে কি নেবে তা করার জন্য গুলিবাঁট করলো।

[১৫:২১] দে: মথি ২৭:৩২; [১৫:২১] রোমী ১৬:১৩; [১৫:২১] মথি ২৭:৩২; লূক ২৩:২৬; [১৫:২৩] পদ: ৩৬; গীত ৬৯:২১; হিতো ৩১:৬; [১৫:২৪] গীত ২২:১৮;

হিসেবে প্রচলিত ছিল।

**১৫:২১ শিমোন।** কুরীণীয় শিমোন, একজন যিহুদী; সম্ভবত তিনি নিস্তারপর্ব পালন করার জন্য যিরূশালেমে অবস্থান করছিলেন (প্রেরিত ৬:৯)।

**কুরীণীয়।** উত্তর আফ্রিকার লিবিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ নগর, যার জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ ছিল যিহুদী জনগোষ্ঠী।

**সিকন্দরের ও রুফের পিতা।** কেবল মার্ক কর্তৃক তাদের নাম উল্লিখিত হয়েছে; এখানে এমনভাবে নাম দু’টো বলা হয়েছে, যেন যাদের কাছে তিনি এই সুসমাচার লিখেছেন তাদের কাছে এই দুই ব্যক্তি পরিচিত ছিলেন। তবে রুফ হয়তো রোমীয় ১৬:১৩ পদে উক্ত একই ব্যক্তি হতে পারে।

**ক্রুশ বইবার জন্য।** মৃত্যুদণ্ডদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার নিজ ক্রুশ বহন করতে হত, যা প্রায় ৩০ বা ৪০ কেজি ওজনের ছিল এবং তা ক্রুশারোপণের স্থান পর্যন্ত নিয়ে যেতে হত। খ্রীষ্টও তাঁর ক্রুশটি বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন (যোহন ১৯:১৭), কিন্তু তিনি কশাঘাতের কারণে এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, শিমোনকে ক্রুশ বহনের কাজটি করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

**১৫:২২ গলগথা।** এই নামের অর্থ ‘মাথার খুলির স্থান’। এটি একটি পাহাড়ের নাম হতে পারে (যদিও সুসমাচারে এ ধরনের কোন পাহাড় সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি), যা দেখতে খুলির মত। এখানে সে সময় অনেক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হত।

**১৫:২৩ গন্ধরসে মিশানো আঙ্গুর-রস।** তালমুদ গ্রন্থ এই সাক্ষ্য দেয় যে, গন্ধরস মিশানো

আঙ্গুর-রস মৃত্যুযন্ত্রণাকে প্রশমিত করে (উপদেশক ৩১:৬)। গন্ধরস আরবীয় মরুভূমি ও আফ্রিকা অঞ্চলে প্রাপ্ত এক প্রকার বিশেষ গাছ থেকে তৈরি মসলা (আদি ৩৭:২৫); এটি অনুভূতিনাশকও বটে, সুতরাং খ্রীষ্ট এই পানীয় পান করলে নিঃসন্দেহে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন এবং আমরা ক্রুশের উপর তাঁর সন্তুষ্টি আর শুনতে পেতাম না।

**১৫:২৪ ক্রুশে দিল।** মৃত্যুদণ্ড দানের একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় অপরাধীকে ক্রুশ কাঠের উপর পেরেকবিদ্ধ করা হয়, বড় লোহার পেরেক বা গজাল হাতের কজি ও পায়ের তালুর হাড় ভেদ করে কাঠের সাথে গেঁথে দেওয়া হত। যদি দোষী ব্যক্তির জীবন দীর্ঘক্ষণ থাকতো, তখন মৃত্যু ত্বরান্বিত করার জন্য তার পা ভেঙ্গে দেয়া হত (যোহন ১৯:৩৩)। যিরূশালেমের কাছে ৭ থেকে ৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যকার সময়ের ক্রুশহত এক লোকের কঙ্কাল প্রত্নতাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করেছেন, যা ক্রুশে হত অপরাধীদের অবস্থানের প্রতি নির্দেশ করে। যারা রোমীয় নাগরিক নয়, এমন দাস, খুব নীচ অপরাধী এবং বিদ্রোহীদেরকে শুধুমাত্র এভাবে নৃশংস মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। প্রথম শতাব্দীর লেখকগণ স্পষ্ট করে ক্রুশহত হওয়ার যন্ত্রণা ও অপমানের বিষয় বর্ণনা করেছেন।

**তাঁর কাপড়গুলো ভাগ করে নিল।** যে সৈন্যরা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতো, তাদের অলিখিতভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তির পোশাক বা টাকার থলি, এ ধরনের জিনিস ভাগ করে নেওয়ার অধিকার ছিল। যীশু খ্রীষ্টের পোশাকের মধ্যে ছিল সম্ভবত বহির্বাস ও অন্তর্বাস, কোমর বন্ধনী এবং পায়ের

## মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

২৫ সকাল নটার সময় তারা তাঁকে ক্রুশে দিল। ২৬ আর তাঁর উপরে এই দোষ-নামা লেখা হল, ‘যিহুদীদের রাজা’। ২৭ আর তারা তাঁর সঙ্গে দু’জন দস্যুকে ক্রুশে দিল— এক জনকে তাঁর ডানে ও এক জনকে তাঁর বামে। ২৮ তখন শাস্ত্রের এই বাক্য পূর্ণ হল, তিনি অধর্মীদের সঙ্গে গণিত হলেন। ২৯ আর যেসব লোক সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করছিল, তারা মাথা নেড়ে তাঁর নিন্দা করে বললো, ওহে, তুমি না মন্দির ভেঙ্গে ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে গাঁথে তোল! ৩০ নিজেকে রক্ষা কর, ক্রুশ থেকে নাম। ৩১ আর সেভাবে প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম-শিক্ষকদের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে তাঁকে বিদ্রূপ করে বললো, ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করতো, নিজেকে রক্ষা করতে পারে না; ৩২ খ্রীষ্ট ইস্রায়েলের রাজা, এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, দেখে আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস করবো। আর যারা তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিল, তারাও তাঁকে তিরস্কার করলো।

৩৩ পরে বেলা ছয় ঘটিকা থেকে নয় ঘটিকা পর্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হয়ে রইলো। ৩৪ আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চরবে ডেকে বললেন, এলোই, এলোই, লামা শবজ্ঞানী; অনুবাদ করলে এর অর্থ এই, ‘ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায়

[১৫:২৬] দে: পদ: ২; [১৫:২৯] গীত ২২:৭; ১০৯:২৫; [১৫:২৯] দে: যোহন ২:১৯; [১৫:৩১] গীত ২২:৭; [১৫:৩২] দে: মার্ক ১৪:৬১; ১৫:৩২] দে: পদ: ২; [১৫:৩৩] আমো ৮:৯; [১৫:৩৪] গীত ২২:১;

স্যাণ্ডেল।

**১৫:২৬ দোষ-নামা।** অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন ক্রুশ কাঁধে নিয়ে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে যেত, সে সময় তার সামনে একটি কাঠের ফলকে তার মৃত্যুদণ্ডের কারণ লিখে দেওয়া হত এবং ক্রুশ স্থাপন করার পর তার মাথার উপর বোর্ডটি টাঙ্গিয়ে দেয়া হত।

**যিহুদীদের রাজা।** দোষ-নামাতে উল্লিখিত শব্দাবলীতে সুসমাচার ভেদে কিছু পার্থক্য দেখা যায়; কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশারোপণ করা হয়েছিল নিজেকে যিহুদীদের রাজা দাবী করার জন্য।

**১৫:২৭ দু’জন দস্যু:** রোমীয় আইন অনুসারে দস্যুবৃত্তি মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য অপরাধ নয়। মার্কের লেখা অনুসারে এই দু’জন সাজাপ্রাপ্তের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনে তাদেরকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল।

**১৫:২৮ তিনি অধর্মীদের সঙ্গে গণিত হলেন:** যিশা ৫৩:১২ যে কথা খ্রীষ্টের জন্য লেখা আছে তা পূর্ণ হল, “তিনি অধর্মীদের সঙ্গে গণিত হলেন।”

**১৫:৩২ যারা তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিল:**

দুই অপরাধীর একজন পরে মন পরিবর্তন করেছিল এবং যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছিল (লুক ২৩:৩৯-৪৩)।

**১৫:৩৩ ছয় ঘটিকা:** দুপুর ১২টা।

**নয় ঘটিকা:** বিকেল ৩টা।

**১৫:৩৪ এলোই, এলোই, লামা শবজ্ঞানী:** এর অর্থ এই, ‘ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ’? কথাগুলো অরামীয় ভাষায় বলা হয়েছিল, যা যীশু খ্রীষ্টের সময়ে ইস্রায়েল দেশে প্রচলিত ভাষাগুলোর একটি। এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, যীশু খ্রীষ্ট যখন মানবজাতির পাপ বহন করছিলেন, সে সময় তিনি ঈশ্বর কর্তৃক কীভাবে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন (গীত ২২:১)। যীশু খ্রীষ্টের খাঁটি মানবীয় বৈশিষ্ট্য পাপগ্রস্ত হল, যেন আমরা রক্ষা পাই ও কখনও ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা না হই (ইব্রী ১৩:৫)। এ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তিনি এ জগতের পাপময় মানবত্বকে উদ্ধার করতে তাঁর খাঁটি মানবত্বকে উৎসর্গীকৃত করছেন। ধার্মিক মানবত্ব নিয়ে এসে মানবীয় যীশু আবার পিতার কাছে চলে গেলেন।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

পরিত্যাগ করেছ’? <sup>৩৫</sup> তাতে যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই কথা শুনে বললো, দেখ, ও এলিয়কে ডাকছে। <sup>৩৬</sup> আর এক জন দৌড়ে একখানি স্পঞ্জে সিকা ভরে তা নলে লাগিয়ে তাঁকে পান করতে দিয়ে বললো, থাক, দেখি, এলিয় ওকে নামাতে আসেন কি না।

<sup>৩৭</sup> পরে যীশু জোরে চিৎকার করে প্রাণত্যাগ করলেন। <sup>৩৮</sup> তখন মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চিরে দু’ভাগ হয়ে গেল। <sup>৩৯</sup> আর যে শতপতি তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি যখন দেখলেন যে, যীশু এইভাবে মৃত্যুবরণ করলেন, তখন বললেন, সত্যিই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

<sup>৪০</sup> কয়েকজন স্ত্রীলোকও দূরে থেকে দেখছিলেন; তাদের মধ্যে মগদলীনী মরিয়ম, ছোট যাকোবের ও যোশির মা মরিয়ম এবং শালোমী ছিলেন; <sup>৪১</sup> যখন তিনি গালীলে ছিলেন, তখন এঁরা তাঁর পিছনে পিছনে যেতেন ও তাঁর পরিচর্যা করতেন। আরও অনেক স্ত্রীলোক সেখানে ছিলেন, যারা তাঁর সঙ্গে যিরূশালেমে এসেছিলেন।

<sup>৪২</sup> পরে সন্ধ্যা হলে, সেদিন আয়োজন দিন অর্থাৎ বিশ্রামবারের আগের দিন বলে,

[১৫:৩৬] পদ: ২৩; গীত ৬৯:২১; [১৫:৩৭] যোহন ১৯:৩০; [১৫:৩৮] ইব্রী ১০:১৯, ২০; [১৫:৩৯] পদ: ৪৫; [১৫:৩৯] মার্ক ১:১, ১১; ৯:৭; দে: মথি ৪:৩; [১৫:৪০] গীত ৩৮:১১; [১৫:৪০] মার্ক ১৬:১; লূক ২৪:১০; যোহন ১৯:২৫; [১৫:৪১] মথি ২৭:৫৫, ৫৬; লূক ৮:২, ৩; [১৫:৪২] মথি ২৭:৬২; যোহন ১৯:৩১;

**১৫:৩৫ দেখ, ও এলিয়কে ডাকছে:** পাশে দাঁড়ানো লোকেরা যীশু খ্রীষ্টের চিৎকারের (এলোই, এলোই) প্রথম কথাগুলোকে এলিয়ের জন্য কান্না বলে ভুলভাবে নিয়েছিল। প্রথাগতভাবে এই কথা বিশ্বাস করা হয় যে, ভাববাদী এলিয় নির্দোষদের রক্ষা করার জন্য এবং ধার্মিকদের উদ্ধার করার জন্য সঙ্কটের মুহূর্তে আসবেন (পদ ৩৬)।

**১৫:৩৬ সিরকা:** শ্রমিক ও সৈন্যদের পানের জন্য ব্যবহৃত টক আঙ্গুর-রস।

**১৫:৩৭ জোরে চিৎকার করে:** চিৎকারের প্রবণতা নির্দেশনা দেয় যে, যারা ক্রুশাহত হয় তাদের মত তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন নি; কারণ তারা সম্পূর্ণ যন্ত্রণা, ক্লান্তি ও দীর্ঘ সময়ের যাতনা ভোগ করে এবং তারপর মৃত্যুর আগে অবচেতন হয়ে পড়ে। কোন সুসমাচার লেখক এমন কথা লেখেন নি যে, খ্রীষ্ট মারা গেলেন; কারণ তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছায় অতুলনীয়ভাবে তাঁর আত্মা সমর্পণ করলেন।

**১৫:৩৮ মন্দিরের পর্দা:** এই পর্দা মহাপবিত্র স্থান থেকে পবিত্র স্থানকে আলাদা করে রেখেছিল (যাত্রা ২৬:৩১-৩৩)। পর্দা ছিড়ে যাওয়ার ঘটনা

এটি নির্দেশ করে যে, যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য প্রবেশ করেছেন যেন আমরাও ঈশ্বরের প্রতিটি উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে পারি (ইব্রী ৯:৮-১০, ১২; ১০:১৯-২০)।

**১৫:৩৯ শতপতি।** তার নাম লঙ্গিনুস; তিনি রোমীয় সেনাবাহিনীতে ১০০ জন সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন।

**যীশু এইভাবে মৃত্যুবরণ করলেন।** ৩৭ পদের নোট দেখুন।

**ঈশ্বরের পুত্র।** মথি ২৭:৫৪; লূক ২৩:৪৭ পদের নোট দেখুন।

**১৫:৪০ মগদলীনী মরিয়ম:** ১৬:৯ ও লূক ৮:২ পদ থেকে আমরা জানি যে, যীশু খ্রীষ্ট তার ভেতর থেকে সাতটি মন্দ আত্মা ছাড়িয়েছিলেন। ছোট যাকোবের ও যোশির মা মরিয়ম: মার্ক ১৫:৪৭; ১৬:১ দেখুন।

**শালোমী।** সম্ভবত সিবদিয়ের স্ত্রী এবং যাকোব ও যোহনের মা (মথি ২৭:৫৬)।

**১৫:৪২ আয়োজন দিন।** শুক্রবার; যেহেতু সময়টি ছিল শেষ বিকেল, তাই সূর্যাস্তের আগেই ক্রুশ থেকে যীশু খ্রীষ্টের দেহ নামিয়ে আনা

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

<sup>৪৩</sup> অরিমাথিয়ার যোষেফ নামক এক জন সম্ভ্রান্ত পরিষদ-সদস্য আসলেন, তিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করতেন; তিনি সাহসপূর্বক পিলাতের কাছে গিয়ে যীশুর দেহ যাচঞা করলেন। <sup>৪৪</sup> কিন্তু যীশু যে এত শীঘ্র মৃত্যুবরণ করেছেন, এতে পীলাত আশ্চর্য জ্ঞান করলেন এবং সেই শতপতিকে ডেকে এনে, তিনি এর মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছেন কি না, জিজ্ঞাসা করলেন; <sup>৪৫</sup> পরে শতপতির কাছ থেকে জেনে যোষেফকে দেহটি দান করলেন। <sup>৪৬</sup> যোষেফ একখানি চাদর কিনে তাঁকে নামিয়ে ঐ চাদরে জড়ালেন এবং শৈলে খোদাই-করা একটি কবরে রাখলেন; পরে কবরের মুখে একখানি পাথর গড়িয়ে দিলেন। <sup>৪৭</sup> তাঁকে যে স্থানে রাখা হল, তা মগদলীনী মরিয়ম ও যোশির মা মরিয়ম দেখতে পেলেন।

[১৫:৪৩] দে: মথি ৫:২২; [১৫:৪৩] দে: মথি ৩:২; লূক ২:২৫, ৩৮; [১৫:৪৫] পদ ৩৯; [১৫:৪৬] মার্ক ১৬:৩; [১৫:৪৭] পদ ৪০।

জরুরি ছিল, কারণ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্রামবার শুরু হবে (দি.বি. ২১:২২)।

**১৫:৪৩ অরিমাথিয়া।** মথি ২৭:৫৭ পদের নোট দেখুন।

**পরিষদ-সদস্য।** সহসভার সভ্য (১৪:৫৫ পদের নোট দেখুন)।

**ঈশ্বরের রাজ্য।** মথি ৩:২ পদের নোট দেখুন।

**পীলাত।** ১ পদের নোট দেখুন।

**যীশুর লাশ যাচঞা করলেন।** লূক ২৩:৫২ পদের নোট দেখুন।

**১৫:৪৪ আশ্চর্য জ্ঞান করলেন।** ক্রুশাহত লোকেরা প্রায়ই ক্রুশারোপণের পর দুই বা তিন দিন বেঁচে থাকে, তাই যীশু খ্রীষ্টের এত দ্রুত মৃত্যুবরণ করার ঘটনাটি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী।

**১৫:৪৫ যোষেফকে দেহটি দান করলেন।** রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত একজন

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর মৃতদেহ এত সহজে নিয়ে যেতে দেওয়া এবং বিশেষ করে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নন এমন একজনের কাছে তা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক একটি বিষয় ছিল।

**১৫:৪৬ শৈলে খোদাই-করা একটি কবর।** মথি আমাদের বলেন যে, কবরটি যোষেফের নিজের জন্য সংরক্ষিত ছিল এবং এটি ছিল নতুন, অর্থাৎ আগে এর ব্যবহার হয় নি (মথি ২৭:৬০)। কবরস্থানটি ক্রুশারোপণ স্থানের খুব নিকটবর্তী একটি বাগানে অবস্থিত ছিল (যোহন ১৯:৪১)। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুসারে যীশু খ্রীষ্টের কবরস্থ করণের স্থানটি (বর্তমানে যিরূশালেমে অবস্থিত চার্চ অব দ্যা হলি সেপালখার) ছিল প্রথম শতাব্দীর একটি কবরস্থান।

**পাথর।** চাকতি আকৃতির বড় পাথর, যা কবরের ঢালু মুখে গড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

### মার্ক ১৫ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

মোশির আইন-কানূনের জন্য যখন প্রভু যীশুর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা ব্যহত হয়েছিল, তখন ধর্মীয় নেতারা তাঁকে রোমীয় শাসনকর্তা পণ্ডীয় পীলাতের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। যিনি বারাব্বাকে মুক্ত করে দিয়ে যীশুকে চাবুক মেরে ক্রুশে দেয়ার জন্য লোকদের ইচ্ছের কাছে ছেড়ে দিয়েছিলেন (মার্ক ১৫:১-১৫)। রোমীয় সৈন্যরা তাঁকে উপহাস ও আরও মারধর করে ক্রুশে দেয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছিল এবং পথে তারা কুরীণীয় শিমোন নামের এক জন লোককে প্রভু যীশুর ক্রুশ বহন করার জন্য বাধ্য করেছিল (মার্ক ১৫:১৬-২১)। তারপর গল্গথা নামের একটি জায়গায় দুই জন ডাকাতির সাথে ক্রুশে দেয়া হয়েছিল। পথিকদের

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

দ্বারা নিন্দিত হয়ে, প্রধান পুরোহিতদের কাছে হাস্যোদ্দীপকের কারণ হয়ে ছয় ঘন্টা সময় ধরে ক্রুশে ঝুলে থাকার পরে মারা গিয়েছিলেন (মার্ক ১৫:২২-৪১)– শিষ্যা হিসেবে এক দল স্ত্রীলোক যার সাক্ষী হয়েছিলেন। অরিমাথিয়া গ্রামের যোষেফ নামে মহাসভার এক জন নামী সদস্যের অনুরোধে প্রভু যীশুর মৃতদেহকে পাহাড় কেটে তৈরি করা একটি কবরে সমাহিত করা হয়েছিল, যা মগদলীনী মরিয়ম ও যোষেফের মা মরিয়ম দেখেছিলেন (মার্ক ১৫:৪২-৪৭)। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল– প্রভু যীশু ক্রুশবিদ্ধ হওয়া, প্রভু যীশুর দৈহিক মৃত্যুর আগে যে সব নির্যাতন ভোগ করা, যে সব স্ত্রীলোকেরা প্রভু যীশুর মৃত্যু ও সমাধিস্থকরণের সাক্ষী হয়েছিলেন তাঁদের কথা উল্লেখ করে এর ঘটনাবলী তুলে ধরা।

### মার্ক ১৫ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

১. পীলাতের সামনে যীশুর বিচারের সারমর্ম করুন। (১-৫ পদ)
২. কিভাবে লোকেরা যীশুর বিরুদ্ধে কথা বলেছিল তা বর্ণনা করুন। (৬-১৪ পদ)
৩. অবশেষে পীলাত কি করলেন? কেন? (১৫ পদ)
৪. যীশুর দুঃখভোগের সম্পর্কে বহুকাল আগে ভাববাদী কি বলেছিলেন? (যিশা ৫৩:৭ পদ)
৫. যীশুর নির্দোষিতা সম্পর্কে পিতর কি বলেছিলেন? (১ পিতর ২:২২ পদ)
৬. পিতর যীশুর নন্দিতাকে কিভাবে বর্ণনা করেছেন? (১ পিতর ২:২৩ পদ)
৭. ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার জন্য যীশু কিভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন? (১৬-২০ পদ)
৮. ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (২২-২৭ পদ)
৯. ক্রুশের চারপাশে কি কি ঘটেছিল? (২৯-৩২ পদ)
১০. যীশুকে কবর দেওয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (৪২-৪৭ পদ)

### যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান

**১৬** <sup>১</sup>বিশ্রামবার অতীত হলে পর মগদলীনী মরিয়ম, যাকোবের মা মরিয়ম এবং শালোমী সুগন্ধি দ্রব্য ক্রয় করলেন, যেন গিয়ে তাঁর লাশে মাখাতে পারেন।

[১৬:১] লুক ২৩:৫৬; যোহন ১৯:৩৯, ৪০;

**১৬:১** বিশ্রামবার অতীত হলে। শনিবার প্রায় সন্ধ্যা ৬টা। বিশ্রামবারে কোন ক্রয়-বিক্রয় করা সম্ভব ছিল না।

মগদলীনী মরিয়ম, যাকোবের মা মরিয়ম এবং শালোমী। ১৫:৪০ পদের নোট দেখুন।

সুগন্ধি দ্রব্য: ঔষধ দ্বারা দেহ সজীব রাখার প্রথা

যিহূদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। এসব সুগন্ধি দ্রব্য আনা হয়েছিল ভক্তি ও ভালবাসার চিহ্ন হিসেবে।

যেন তাঁর মৃতদেহে মাখাতে পারেন। যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কোন আশা এই মহিলাদের মধ্যে ছিল না।

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

<sup>২</sup> পরে সপ্তাহের প্রথম দিন তাঁরা খুব ভোরে, সূর্য উদিত হলে, কবরের কাছে আসলেন।  
<sup>৩</sup> তাঁরা পরস্পর বলাবলি করছিলেন, কবরের মুখ থেকে কে আমাদের জন্য পাথরখানি সরিয়ে দেবে? <sup>৪</sup> এমন সময় তাঁরা দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, পাথরখানি সরানো হয়েছে; কেননা তা বেশ বড় ছিল। <sup>৫</sup> পরে তাঁরা কবরের ভিতরে গিয়ে দেখলেন, ডান পাশে সাদা পোশাক পরা এক জন যুবক বসে আছেন; তাতে তারা খুব অবাক হলেন। <sup>৬</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, অবাক হয়ো না, তোমরা নাসরতীয় যীশুর খোঁজ করছো, যিনি ক্রুশে হত হয়েছেন; তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন, এখানে নেই; দেখ, এই স্থানে তাঁকে রাখা হয়েছিল; <sup>৭</sup> কিন্তু তোমরা যাও, তাঁর শিষ্যদেরকে আর পিতরকে বল, তিনি তোমাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন; যেমন তিনি তোমাদেরকে বলেছিলেন, সেখানে তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে। <sup>৮</sup> তখন তাঁরা বের হয়ে কবর থেকে পালিয়ে গেলেন, কারণ তাঁরা ভীষণ ভয়ে কাঁপছিলেন ও বিস্মিত হয়েছিলেন; তাঁরা এত ভয় পেয়েছিলেন যে, কাউকে কিছু বললেন না।

#### শিষ্যদের সঙ্গে যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ

<sup>৯</sup> সপ্তাহের প্রথম দিনে যীশু খুব ভোরে পুনরুত্থিত হলে পর প্রথমে সেই মগদলীনী মরিয়মকে দর্শন দিলেন, যার মধ্য থেকে তিনি সাতটি মন্দ-আত্মা ছাড়িয়েছিলেন। <sup>১০</sup> তিনিই গিয়ে য়ারা যীশুর সঙ্গে থাকতেন তাঁদেরকে সংবাদ দিলেন, তখন তাঁরা শোক ও কান্নাকাটি করছিলেন। <sup>১১</sup> যখন তাঁরা শুনলেন যে, তিনি জীবিত আছেন ও তাঁকে দর্শন দিয়েছেন, তখন সেই কথা তারা বিশ্বাস করলেন না।

<sup>১২</sup> তারপর তাঁদের দু'জন যখন পল্লীগ্রামে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি আর এক আকারে তাঁদের কাছে প্রকাশিত হলেন। <sup>১৩</sup> তাঁরা গিয়ে অন্য সকলকে এই কথা জানালেন, কিন্তু

[১৬:৩] মার্ক ১৫:৪৬; [১৬:৫] দে: যোহন ২০:১২; [১৬:৬] দে: মার্ক ১:২৪; [১৬:৭] যোহন ২১:১-২৩; [১৬:৭] মার্ক ৮:২৮; [১৬:৯] মার্ক ১৫:৪৭; যোহন ২০:১১-১৮; [১৬:১১] পদ: ১৩, ১৪; লুক ২৪:১১; [১৬:১২] লুক ২৪:১৩-৩২;

১৬:৩ কে আমাদের জন্য পাথরখানি সরিয়ে দেবে? কবরের প্রবেশস্থলে বড় পাথর স্থাপন করা আপেক্ষিকভাবে সহজ কাজ, কিন্তু একবার যদি প্রবেশ মুখের কঠিন পাথরের মধ্যে কাটা খাঁচে পাথরটি বসানো যায়, তাহলে তা সরানো খুবই কষ্টকর।

১৬:৫ তাঁরা কবরের ভিতরে গিয়ে দেখলেন। কবরের বহির্ভাগের প্রবেশদ্বার থেকে গুরু করে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ পথের অবস্থান ছিল, যার শেষ প্রান্তে ছিল আয়তাকার কবর-কক্ষ।

সাদা পোশাক পরা এক জন যুবক। মথি তাঁকে একজন দূত বলে পরিচয় দিয়েছেন (২৮:২)। লুক ২৪:৪ পদের নোট দেখুন।

১৬:৬ ক্রুশে হত হয়েছেন। ১৫:২৪ পদের নোট দেখুন।

তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন। মার্কের সুসমাচারের বর্ণনার শেষ পর্যায় হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান, যখন তাঁকে পরাক্রমের সাথে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে (রোমীয় ১:৪)।

১৬:৭ প্রেরিতদেরকে আর পিতরকে। যীশু খ্রীষ্ট পিতরের জন্য বিশেষ চিন্তা রেখেছিলেন তাঁর অটল আস্থা এবং পরবর্তীতে প্রত্যাখ্যানের কারণে (১৪:২৯-৩১, ৬৬-৭২)।

যেমন তিনি তোমাদেরকে বলেছিলেন। ১৪:২৮ পদের নোট দেখুন।

১৬:৯ মগদলীনী মরিয়ম। ১৫:৪০ পদের নোট দেখুন।

১৬:১২-১৩ পল্লীগ্রামে যাচ্ছিলেন। ইম্মাযু গ্রামের দিকে যাত্রারত দু'জন প্রেরিতের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত (লুক ২৪:১৩-৩৫)।



### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

তাদের কথাতেও তাঁরা বিশ্বাস করলেন না।

<sup>১৪</sup> তারপর সেই এগার জন শিষ্য ভোজনে বসলে পর তিনি তাঁদের কাছে প্রকাশিত হলেন এবং তাঁদের অবিশ্বাস ও মনের কঠিনতার জন্য তাঁদেরকে তিরস্কার করলেন; কেননা তিনি পুনরুত্থিত হলে পর যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁদের কথায় তাঁরা বিশ্বাস করেন নি।

<sup>১৫</sup> আর তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা জগতের সমস্ত স্থানে যাও, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর। <sup>১৬</sup> যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তিস্ম নেয়, সে পরিত্রাণ পাবে; কিন্তু যে বিশ্বাস করে না, তার বিচার করে শাস্তি দেওয়া যাবে। <sup>১৭</sup> আর যারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলো তাদের অনুবর্তী হবে; তারা আমার নামে মন্দ-আত্মা ছাড়াবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, তারা সাপ তুলবে, <sup>১৮</sup> এবং প্রাণনাশক কিছু পান করলেও তাতে কোন মতে তাদের ক্ষতি হবে না; তারা অসুস্থদের উপরে হাত রাখবে, আর তারা সুস্থ হবে।

<sup>১৯</sup> তাঁদের সঙ্গে কথা বলবার পর প্রভু যীশুকে উদ্দেশ্যে, স্বর্গে তুলে নেওয়া হল এবং সেখানে তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে বসলেন। <sup>২০</sup> আর তাঁরা প্রস্থান করে সর্বত্র প্রচার করতে লাগলেন এবং প্রভু তাদের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে অনুবর্তী চিহ্নগুলো দ্বারা সেই বাক্যের সত্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। আমেন।

[১৬:১৪] লুক ২৪:৩৬-৪৩।

১৬:১৪ এগার জন প্রেরিত। ঈস্কোরিয়োতীয় যিহূদা এর মধ্যে আত্মহত্যা করেছিল (মথি ২৭:৫)।

১৬:১৬ বাপ্তিস্ম নেয়। মার্ক ১:৪; রোমীয় ৬:৩-৪ পদের নোট দেখুন।

১৬:১৮ প্রাণনাশক কিছু পান করলেও। ক্ষতি

হয় না এমন প্রাণনাশক বিষ পান করার কোন ঘটনা নতুন নিয়মে দেখা যায় না। অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখুন প্রেরিত ৮:৭; ২:৪; ২৮:৩-৫, ৮।

১৬:১৯ ঈশ্বরের ডান পাশে। ঈশ্বরের অদ্বিতীয় কর্তৃত্বের অবস্থান (১৪:২৬; গীতা ১১০:১)।

#### মার্ক ১৬ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশুকে জ্রুশে দেয়ার পরবর্তী সপ্তাহের প্রথম দিনে তাঁর দেহে সুগন্ধী উপকরণ মাখাতে মগদলীনী মরিয়ম, যাকোবের মা মরিয়ম এবং শালোমী সমাধির কাছে আসলেও এটির মুখে রাখা বিশাল পাথরটির সরানোর বিষয়ে তাঁরা অনিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিশাল পাথরটি সরানো হয়েছিল। আর সেখানে সাদা লম্বা পোশাক পরা এক জন যুবক যীশু যে জীবিত হয়ে উঠেছেন, তা ঘোষণা করেছিলেন এবং তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তাঁরা শিষ্যদেরকে গালীলে গিয়ে যীশুর সাথে সাক্ষাৎ করতে বলেন (মার্ক ১৬:১-৮)। প্রভু যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠে প্রথমে মগদলীনী মরিয়মের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সেই ঘটনা যখন তিনি সবাইকে জানিয়েছিলেন, তখন কেউই তাঁর কথা বিশ্বাস করে নি (মার্ক ১৬:৯-১১)। এরপর তিনি আরও দুই জন শিষ্যের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরাও তা বিশ্বাস করে নি (মার্ক ১৬:১২-১৩)। সবশেষে যীশু তাঁর এগার জন শিষ্যের কাছে উপস্থিত হয়ে, তাঁদের অবিশ্বাস ও কঠিন মনকে তিরস্কার করেছিলেন এবং তারপর

### মার্ক লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

বিশ্বাসীর জীবনে লক্ষ্য করা যাবে এমন চিহ্নের প্রতিশ্রুতি সহকারে তিনি তাঁদেরকে সুখবর প্রচারের বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন (মার্ক ১৬:১৪-১৮)। আর শিষ্যদেরকে এই দায়িত্ব দেয়ার পর, প্রভু যীশুকে স্বর্গে তুলে নেয়া হয়েছিল এবং তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে বসে, আশ্চর্য কাজ করার বিশেষ চিহ্নের (মার্ক ১৬:১৯-২০) মধ্য দিয়ে প্রেরিতদের সাথে কাজ করেছিলেন। এই অধ্যায়ের লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হল— প্রভু যীশুর মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠা, শিষ্যদের বিশেষ দায়িত্ব ও সুখবর প্রচারের খুঁটিনাটি বিষয়, এবং শিষ্যদের আশ্চর্য কাজের উদ্দেশ্যের বিষয় প্রকাশ করা।

### মার্ক ১৬ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. কারা যীশুর কবরে গিয়েছিলেন? (১ পদ)
২. কবরে আসার পর তাঁরা কি আশ্চর্য ঘটনা দেখতে পেল? (৪ পদ)
৩. যীশুর দেহ খুঁজে না পাওয়াকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল? (৬ পদ)
৪. মহিলাদের প্রতিক্রিয়াটি বর্ণনা করুন। (৮ পদ)
৫. যীশু কাকে প্রথমে দেখা দিয়েছিলেন? (৯ পদ)
৬. এই কথা শুনে শিষ্যদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? (১১ পদ)
৭. কেন যীশু শিষ্যদের তিরস্কার করেছিলেন? (১৪ পদ)
৮. তিনি তাঁদের কি করার আদেশ দিয়েছিলেন? (১৫ পদ)
৯. কার নামে তারা ঐসব কাজ করবেন? (১৭ পদ)
১০. তাঁদের সাথে কথা বলার পর যীশুর সাথে কি ঘটলো? (১৯ পদ)
১১. এরপর শিষ্যেরা কি করেছিলেন? (২০ পদ)

## অধ্যয়নের গভীরতায় লুক লিখিত সুসমাচার

### ভূমিকা

#### সুসমাচারটির লেখক:

সুসমাচারটির মধ্যে লেখকের নাম পাওয়া যায় না, কিন্তু অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ লুককে এই সুসমাচারের লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এই পুস্তকখানি প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ নামক পুস্তকের আগের লেখা পুস্তক; এই দুই পুস্তকের ভাষা ও গঠন কাঠামো নির্দেশ করে যে, এই দু'টি পুস্তকই একই ব্যক্তি দ্বারা লেখা হয়েছে। দুটি পুস্তকই থিয়ফিল নামক এক ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে প্রথম পুস্তকের সূত্র পাওয়া যায় (প্রেরিত ১:১)। প্রেরিত পুস্তকের বিশেষ কয়েকটি অংশে “আমরা” সর্বনামটি ব্যবহার করা হয়েছে (প্রেরিত ১৬:১০-১৭; ২০:৫-১৫; ২১:১-১৮; ২৭:১-২৮:১৬); এতে বুঝা যায় যে, যখন পুস্তকের এই অংশগুলোর বর্ণিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তখন লেখক লুক পৌলের সাথে ছিলেন। অন্যান্য দিক বিচার করলে পৌলের “লুক, সেই প্রিয় চিকিৎসক” (কল ৪:১৪) এবং “সহকর্মী” (ফিলীমন ২৪) উক্তিগুলো লুককেই এই সুসমাচারটির লেখক বলে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রাথমিক মণ্ডলীর পিতাগণও এই পুস্তকখানির লেখক হিসাবে লুককে চিহ্নিত করেছেন।

#### যার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে:

সুসমাচারটি বিশেষভাবে থিয়ফিলকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে (১:৩); এই নামের অর্থ, “যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন”। নামটির সাথে “মহামহিম” শব্দের ব্যবহার এই ব্যক্তিকে

একজন রোমীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা সম্মানিত একজনের প্রতি নির্দেশ করে। সম্ভবত তিনি লুকের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

যদিও থিয়ফিলকে লক্ষ্য করে প্রাথমিকভাবে সুসমাচারটি রচিত হয়েছে কিন্তু এতে এর উদ্দেশ্যকে সীমাবদ্ধ করে না। সকল বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে এবং অবিশ্বাসীদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে এই পুস্তকখানি লেখা হয়েছে। লুক দেখাতে চেয়েছেন যে, ঈশ্বরের রাজ্যে যে সমস্ত বিশ্বাসী অযিহূদী থেকে এসেছে তাদের স্থান যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তিনি সমস্ত জগতে সুসমাচারটির প্রচারকে নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য বলা যায় যে, এই পুস্তকখানি অযিহূদীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই লেখা হয়েছে।

#### লেখার তারিখ ও স্থান:

যিরূশালেমের পতনের বিষয়ে বলার সময়ে যে শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে (২১:১০) তা থেকে বুঝা যায় যে, এ পুস্তকখানা ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয়দের দ্বারা যিরূশালেমের ধ্বংস হবার পরে লেখা হয়েছে। যদিও কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, লুকের লেখা পুস্তক দু'খানি ঐ ঘটনার আগে লেখা হয়েছিল, তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের ধারণা পুস্তক দু'টি ৭০-৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছিল। সুসমাচারখানা কোথায় লেখা হয়েছিল তা

## ভূমিকা

জানার কোন উপায় নেই। সিরিয়ার আন্তিয়খিয়া, কৈসরিয়া বা আখায়া (গ্রীক) ইত্যাদি স্থানের কথা অনুমান করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ পণ্ডিতদের ধারণা এটি লেখা হয়েছে ইস্রায়েল দেশের বাইরে কোন দেশে।

### লেখার ধরন:

লুক যেহেতু একজন শিক্ষিত ডাক্তার ছিলেন তাই সেই সময়কার বহুল ব্যবহৃত ভাষা গ্রীকের উপর তাঁর অসম্ভব ভাল দখল ছিল। তাঁর শব্দ-ভাণ্ডার ছিল ব্যাপক ও সমৃদ্ধ। আবার তিনি অনেক সময় সম্পূর্ণ সেমিটিক বা সেমিটিক প্রভাববিশিষ্ট শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত শব্দকোষ সাধারণভাবে তখনকার ভৌগলিক ও কৃষ্টিগত দিকটিকে প্রকাশ করেছে। যখন লুক যিহুদী পরিমণ্ডলে পিতরের বিষয়ে লিখেছেন, তখন তিনি সেমিটিক প্রভাব বিশিষ্ট ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং পৌলের ক্ষেত্রে গ্রীক প্রভাব বিশিষ্ট ভাষা ব্যবহার করেছেন।

### সুসমাচারটির মূলবাণী:

সকলের জন্য সুসমাচার। এই সুসমাচারের ভিতরে বার বার একটা সার্বজনীনতার সুর বেজে উঠে আর তা হল সুসমাচার সকলের জন্যই। স্বর্গদূতেরা ঘোষণা করলেন, “উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে [তাঁর] প্রীতিপাত্র মানুষের মধ্যে শান্তি।” (২:১৪)। শিমিয়োনের কথায়— ঈশ্বরের পরিত্রাণ হচ্ছে “অযিহুদীদের প্রতি প্রকাশিত হবার আলো, ও তোমার লোক ইস্রায়েলের গৌরব।” (২:৩২) এবং ভাববাদী যিশাইয়ের কথাও উদ্ধৃত করা হয়েছে: “এবং সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখতে পাবে” (৩:৬)। যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি গিয়ে শেষ করা হয়েছে এই

ভাবে— “... ইনি আনুশের পুত্র, ইনি শেথের পুত্র, ইনি আদমের পুত্র, ইনি ঈশ্বরের পুত্র;” (৩:২৩-৩৮) এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট যীশুর দেয়া সুসমাচারের সার্বজনীন প্রকৃতি দেখা যায়।

সেই সময় যিহুদীরা যাদেরকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বেশি মূল্যবান বলে মনে করতো না, এই সুসমাচারের লেখক তাঁর লেখায় সেই সমস্ত মানুষের বিভিন্ন দল বা শ্রেণীকে বিশেষ স্থান দিয়েছেন। যীশুর পরিচর্যা কাজের মধ্যে শমরীয়দের দেখা যায় (৯:৫১-৫৫; ১৭:১১-১৯) এবং একজন দয়ালু শমরীয়কে দেখা যায় তাঁর একটা গল্পের প্রধান চরিত্রে (১০:৩০-৩৭)। এছাড়া ঘৃণিত কর-আদায়কারীদের প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে (৩:১২-১৩; ৫:২৭-৩২); কর-আদায়কারীদের মধ্যে সঙ্কেয়কে দেখা যায় মন পরিবর্তনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে, যেমন দেখা যায় মন্দিরে প্রার্থনায় রত কর-আদায়কারীকে (১৮:৯-১৪)। অন্য অনেকেই আছে যাদেরকে ঘৃণার সঙ্গে লোকেরা পাপী বলেছে, তাদেরকে অন্য সুসমাচারের চেয়ে এই সুসমাচারে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্ম-শিক্ষকদের চোখে তথাকথিত পাপী ছিল তারা, যারা মোশির আইন-কানুন বিশেষ করে খাবার গ্রহণ ও অযিহুদীদের সাথে মেলামেশা সংক্রান্ত আইন-কানুন সূক্ষ্মভাবে মানত না। সে কারণে যারা সূক্ষ্মভাবে আইন-কানুন পালন করতো সেই সমস্ত ধর্ম-শিক্ষকরা তাদের অধার্মিক মনে করতো ও সমাজের বাইরের লোক বলে তুচ্ছ করতো (৫:৩০,৩২; ৭:৩৪; ১৫:১-২; ১৮:১৩; ১৯:৭; ২৪:৭)। এই সুসমাচারের মধ্যে মহিলাদের কথা অন্য যে কোন সুসমাচারের চেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাই বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মা ইলীশাবেৎকে

## ভূমিকা

(১:৫-৭, ২৬-৫৭); বৃদ্ধা মহিলা-ভাববাদী হান্নাকে (২:৩৬-৩৮); নায়িন-দ্বারের বিধবাকে (৭:১১-১৭); এবং নাম না জানা সেই কুঁজা খ্রীলোককে যাকে যীশু খ্রীষ্ট সমাজ-ঘরে সুস্থ করলেন (১৩:১০-১৩)। মগ্দলীনী মরিয়ম, যোহানা, শোশননা এবং অনেক খ্রীলোকই আছেন যারা যীশু খ্রীষ্টকে ও তাঁর প্রেরিতদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন (৮:১-৩)। এখানে আরও আছেন সেই খ্রীলোকেরা যারা যীশুর পিছনে পিছনে কালভেরীর ক্রুশ পর্যন্ত গিয়েছিলেন (১৫:৮-১০; ১৮:২-৮)। অন্যান্য সুসমাচারের মত লুকে আমরা দেখি সর্বপ্রথমে খ্রীলোকেরাই যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কথা জানতে পারেন ও অন্যদের তা জানান (২৪:১-১০)।

**আনন্দ ও প্রশংসা।** লুকের লেখা সুসমাচারের প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে আছে চমৎকার কতগুলো প্রশংসার গান যেগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মণ্ডলীর উপাসনায় বড় স্থান করে নিয়েছে। স্বর্গদূতদের গাওয়া গান (২:১৪); মরিয়মের প্রশংসা-গান (১:৪৬-৫৫); সখরিয়ের আশীর্বাদ উচ্চারণ (১:৬৮-৭৯); শিমিয়োন কর্তৃক ঈশ্বরের গৌরব (২:২৯-৩২) এর সবই এখানে আছে। বারবার আমরা দেখি লোকেরা ঈশ্বরের প্রশংসা করছে, বিভিন্ন ভাব ও ভঙ্গি ব্যবহার করছে, (যেমন- ১:৬৪; ২:১৩; ৫:২৫-২৬) এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে (১৮:৪৩)। সঙ্কেয় যীশু খ্রীষ্টকে আনন্দের সঙ্গে (১৯:৬) তাঁর ঘরে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করেন। বিভিন্ন গল্পের মধ্যে যীশু খ্রীষ্ট শিক্ষা দেন যে, মানুষের আনন্দ ও সুখ স্বর্গে একই আনন্দের পার্থিব রূপ (১৫)। সুসমাচারখানা শেষ করা হয়েছে যিরূশালেমের মন্দিরে যীশুর প্রেরিতদের আনন্দ ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ জানানোর মধ্য

দিয়ে (২৪:৫২-৫৩)।

**সম্পদ ও দারিদ্র্য।** বাপ্তিস্মদাতা যোহন ও যীশু খ্রীষ্ট উভয়েই ধন-সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহারের গুরুত্বের উপরে জোর দিয়েছেন (৩:১০-১৪)। যীশু খ্রীষ্ট লোভের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন (১২:১৩-২১) এবং ফরীশীদের বলা হয়েছে টাকা-পয়সার প্রেমিক (১৬:১৪)। যীশু গল্প বলেছেন যেগুলোর মধ্যে সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। যেমন- দুই ঋণীর দৃষ্টান্ত (৭:৪০-৪২), মূর্থ ধনী লোকের বিষয় (১২:১৩-২১), হারানো টাকার দৃষ্টান্ত (১৫:৮-১০); একজন অসৎ কর্মচারী (১৬:১-১২) এবং লাসার ও একজন ধনী লোক (১৬:১৯-৩১)। যীশু শিক্ষা দেন যে, দরিদ্রকে দান করা সত্যিকারের ধন সঞ্চয়ের একটা পথ (১১:৩৭-৪১) ও তাঁর অনুসারীদের তাদের সম্পদ বিক্রি করে সেই অর্থ গরীবদের দিতে বলেন (১২:৩২-৩৪)।

**প্রার্থনা।** এই সুসমাচারে যীশু খ্রীষ্টের সাত বার প্রার্থনা করার বিষয়ে উল্লেখ আছে যা অন্য কোন সুসমাচারে নেই। যীশুর বাপ্তিস্মের সময় (৩:২১); রোগীদের রোগ সুস্থ করার সময় (৫:১৬); বারোজন প্রেরিতের নিয়োগের আগে (৬:১২); যীশুকে খ্রীষ্টরূপে স্বীকার করার আগে (৯:১৮); তাঁর উজ্জ্বল রূপ গ্রহণ করার আগে (৯:২৯); প্রেরিতদের শিক্ষা দেবার আগে (১১:১) এবং ক্রুশের উপরে (২৩:৩৪,৪৬)। তিনি পিতরের জন্য প্রার্থনা করেন (২২:৩২) এবং প্রার্থনার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনটি গল্প বলেন যা অন্য সুসমাচারগুলোতে নেই, যেমন- মধ্যরাতের বন্ধু (১১:৫-৮), ঈশ্বর-ভয়হীন বিচারক (১৮:১-৮) এবং ফরীশী ও কর-আদায়কারী (১৮:৯-১৪)।

**পবিত্র আত্মা।** সমদর্শী অন্যান্য সুখবরগুলো থেকে এখানে পবিত্র আত্মার উল্লেখ অনেক

## ভূমিকা

বেশি। পবিত্র আত্মাকে দেখা যায় ইলীশাবেতের সঙ্গে (১:৪১-৪৫), সখরিয়ের সঙ্গে (১:৬৭) ও শিমিয়ানের সঙ্গে (২:২৫)। যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের সময়ে (৩:২২), তাঁর পরীক্ষার সময় (৪:১) এবং তাঁর কাজের শুরুতে (৪:১৪) পবিত্র আত্মা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। “সেই সময়ে তিনি পবিত্র আত্মায় উল্লসিত” হন (১০:২১) এবং পবিত্র আত্মাকে ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় দান বলেন (১১:১৩)। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁর অনুসারীদের যখন বিচারের জন্য শাসনকর্তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে তখন তাদের সঙ্গে পবিত্র আত্মা থাকবেন (১২:১১-১২) এবং তিনি যখন তাদের কাছ থেকে চলে যাবেন তখন তিনি তাদের জন্য পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেন (২৪:৪৯)।

আজকের পৃথিবীতে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বিশ্বাসীদের তাদের পৃথিবীবী সম্পদের সদ্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সুসমাচারে এই বিষয়টির উপরে গুরুত্ব দেওয়ায় বুঝা যায় যে, এ পুস্তকটি লেখার সময়েও খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে এটি একটি বড় সমস্যা ছিল। সম্ভবত তখন অনেকেই ছিল যারা পৃথিবীবী ধন-সম্পদের বিপদের বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় নি ও তারা দরিদ্রদের বিষয়ে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখায় নি। যাহোক, সুসমাচারের সবচেয়ে বড় দিকটি হচ্ছে তার সার্বজনীনতা। আমরা এর মধ্যে যীশু খ্রীষ্টকে প্রায়ই দেখতে পাই সমাজের নিচু শ্রেণীর মানুষদের ও গরীবদের, দুঃখী ও সর্বহারাদের সঙ্গে, সমাজে যারা অবহেলিত ও অবাস্তিত তাদের সকলের সঙ্গে মেলামেশার জন্য উৎসাহী একজন বন্ধুরূপে। তিনি তাদের সবাইকেই মহান ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করা ও একে অন্যকে ভালবাসা করার জন্য আহ্বান

জানান।

### লুক লিখিত সুসমাচারের ধর্মতত্ত্বীয় গুরুত্ব:

লূকের এই সুসমাচারটি ইতিহাসের এক অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি আধুনিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুসমাচারটি লিখেছেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর বিশ্বাস ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপরে ভিত্তি করে প্রসার লাভ করবে। তিনি তাঁর পাঠকদের বিশ্বাসের জন্য দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি ছিল, যা অন্যান্য সুসমাচার লেখকদের উপলব্ধির পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে। কাহিনী নির্বাচন এবং গুরুত্ব আরোপের ক্ষেত্রে তিনি যীশু খ্রীষ্টের জীবনের সেসব বিষয়ের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন, যেগুলোকে তিনি বিশেষ গুরুত্ববহ বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যসংক্রান্ত জ্ঞান ছিল অসাধারণ এবং কাহিনীর গতিধারায় তিনি তা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করেছেন।

♦ লুক যীশু খ্রীষ্টের কাহিনীকে ইতিহাসের অংশ বলে ঘোষণা করেছেন। অন্য সকল সুসমাচার লেখকের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে কাছ থেকে যীশু খ্রীষ্টের জীবনী ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। লুক যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ ও প্রাথমিক মণ্ডলীর উত্থানের মাঝে ধারাবাহিকতা তুলে ধরেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি যীশু খ্রীষ্টের জীবন কাহিনীকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী মণ্ডলীর ইতিহাসের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অবশ্য লুক আমাদেরকে এই ধারণা দিয়েছেন যে, যীশু খ্রীষ্টের জীবন কেবলমাত্র মণ্ডলীর ইতিহাসের সামান্য অংশ নয়; বরং তাঁর জীবনকাল হচ্ছে মানুষের সাথে ঈশ্বরের

## ভূমিকা

অনুগ্রহশীল আচরণ প্রকাশের প্রধান সময়, যা ইস্রায়েলের ইতিহাসের অনুসরণ করেছে এবং মণ্ডলীর যুগের সূচনা করেছে।

- ♦ যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের মূল দিক হচ্ছে পরিত্রাণের সুসমাচার। তিনি যীশু খ্রীষ্টকে তুলে ধরেছেন একমাত্র পরিত্রাণকর্তা হিসাবে, “কারণ যা হারিয়ে গিয়েছিল, তার খোঁজ ও পরিত্রাণ করতে মনুষ্যপুত্র এসেছেন।”
- ♦ পরিত্রাণ যদি হারানোদের জন্য হয়, তবে এটি সকল মানুষের জন্য, কারণ সবাই হারিয়ে গেছে। লুক বিশেষভাবে দেখিয়েছেন যে, কীভাবে যীশু অপেক্ষাকৃত কম সুযোগপ্রাপ্তদের জন্য পরিত্রাণ নিয়ে এসেছেন— দরিদ্রদের, নারী, ছেলেমেয়ে ও মারাত্মক পাপীদের জন্য তাঁর পরিত্রাণের কাজ পরিলক্ষিত হয়। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি যিহুদীদের মাঝে তাঁর পরিচর্যা কাজকে আবদ্ধ করেছেন, তবুও তিনি এমনভাবে সে কাজগুলো করেছেন যে, তাঁর সুসমাচার অযিহুদীদের প্রতি প্রসারিত হয়েছে, বিশেষভাবে শমরীয়দেরকে, যাদেরকে যিহুদীরা ঘৃণার চোখে দেখত তারাও প্রচণ্ডভাবে আকর্ষিত হয়েছে।
- ♦ লুক ‘ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রশস্ততা’ বিষয়ে খুব বেশি জোর দিয়েছেন। একই সাথে যীশু খ্রীষ্টের দাবীগুলো খুবই শক্তিশালীভাবে প্রকাশ করেছেন। যীশু খ্রীষ্ট লোকদের আহ্বান করেছেন

তাঁর শিষ্য হওয়ার জন্য এবং শিষ্য হওয়ার যে মূল্য তা দিতেও তিনি তাদের প্রস্তুত হতে বলেছেন।

- ♦ লুক তাঁর সুসমাচারে আগামী যুগের বৈশিষ্ট্যগুলোকে নির্দেশিত করেছেন। তাঁর প্রেরিতদেরকে অবশ্যই সমস্ত জাতির কাছে পরিত্রাণের সুসমাচারের প্রচারের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতেই তারা এই কাজ করবেন। যখন সমস্ত কিছু সম্পন্ন হবে, ঠিক তখনই যীশু মানব জাতির বিচারকরূপে হঠাৎ হাজির হবেন এবং তাঁর স্বর্গীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

### পুস্তকটির মূল পদ:

“তখন যীশু তাকে বললেন, আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ উপস্থিত হল; যেহেতু এই ব্যক্তিও অব্রাহামের সন্তান। কারণ যা হারিয়ে গিয়েছিল, তার খোঁজ ও পরিত্রাণ করতে মনুষ্যপুত্র এসেছেন।” (১৯:৯, ১০)।

### প্রধান ব্যক্তিসমূহ:

যীশু খ্রীষ্ট, ইলীশাবেৎ, সখরিয়, বাপ্তিস্মদাতা যোহন, মরিয়ম, তাঁর প্রেরিতগণ, মহান হেরোদ, পিলাত, মগদলনী মরিয়ম।

### প্রধান স্থানসমূহ:

বৈৎলেহম, গালীল, যিহুদিয়া, যিরূশালেম।

### পুস্তকটির রূপরেখা:

(১) ভূমিকা (১:১-৪)

(২) যীশু খ্রীষ্টের জন্ম (১:৫-২:৫২)

ক. যীশু খ্রীষ্টের জন্মের সংবাদ (১:৫-৫৬)

## ভূমিকা

- খ. বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্ম (১:৫৭-৮০)  
গ. যীশু খ্রীষ্টের জন্ম ও শৈশবকাল (২ অধ্যায়)
- (৩) যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ্য কাজের জন্য প্রস্তুতি (৩:১-৪:১৩)  
ক. বাপ্তিস্মদাতা যোহনের ঘোষণা (৩:১-২০)  
খ. যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম (৩:২১-২২)  
গ. যীশু খ্রীষ্টের বংশ-তালিকা (৩:২৩-২৮)  
ঘ. যীশু খ্রীষ্টের পরীক্ষা (৪:১-১৩)
- (৪) গালীলে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা-কাজ (৪:১৪-৯:৯)  
ক. নাসরতে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা-কাজ (৪:১৪-৩০)  
খ. এক জন মন্দ-আত্মায় পাওয়া লোক ও অন্যান্যদেরকে সুস্থ করা (৪:৩১-৪৪)  
গ. যীশু খ্রীষ্ট তাঁর প্রথম প্রেরিতকে আহ্বান করেন (৫:১-১১)  
ঘ. যীশু খ্রীষ্ট এক জন কুষ্ঠ রোগী ও একজন পক্ষাঘাত রোগীকে সুস্থ করেন (৫:১২-২৬)  
ঙ. ফরীশীদের সাথে নানা বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক (৫:২৭-৬:১১)  
চ. বারো জন প্রেরিতকে বেছে নেওয়া (৬:১২-১৬)  
ছ. যীশু খ্রীষ্ট শিক্ষা দেন ও সুস্থ করেন (৬:১৭-৪৯)  
জ. যীশু খ্রীষ্ট শতপতির দাসকে সুস্থ করেন (৭:১-১০)  
ঝ. বিধবার একমাত্র পুত্রকে জীবন দান (৭:১১-১৭)  
ঞ. যীশু খ্রীষ্টের কাছে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রেরিতরা (৭:১৮-৩৫)  
ট. অনুতাপিনী স্ত্রীর প্রতি যীশু খ্রীষ্টের দয়া (৭:৩৬-৫০)  
ঠ. যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা-কাজ ও শিক্ষা (৮:১-২১)  
ড. যীশু খ্রীষ্ট ঝড় থামান ও এক জন মন্দ-আত্মায় পাওয়া লোককে সুস্থ করেন (৮:২২-৩৯)  
ঢ. একটি মৃত বালিকা ও এক জন অসুস্থ স্ত্রীলোক (৮:৪০-৫৬)  
ণ. যীশু খ্রীষ্ট বারো জন প্রেরিতকে প্রচার করতে পাঠান (৯:১-৬)  
ত. রাজা হেরোদের অস্থিরতা (৯:৭-৯)
- (৫) গালীলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ (৯:১০-৫০)  
ক. পাঁচ হাজার লোককে আহ্বান দেওয়া (৯:১০-১৭)  
খ. যীশু খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন (৯:১৮-২৭)  
গ. যীশু খ্রীষ্টের রূপান্তর (৯:২৮-৩৬)  
ঘ. যীশু খ্রীষ্ট একটি বালককে সুস্থ করেন (৯:৩৭-৫০)
- (৬) যিহূদিয়াতে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ (৯:৫১-১৩:২১)  
ক. শমরীয়দের একটি গ্রাম যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করলো না (৯:৫১-৬২)  
খ. যীশু খ্রীষ্ট সন্তর জনকে প্রচারে পাঠান (১০:১-২৪)  
গ. প্রধান আঙুর বিষয়ে শিক্ষা ও দয়ালু শমরীয়ের গল্প (১০:২৫-৩৭)  
ঘ. মরিয়ম ও মার্খার বাড়িতে যীশু খ্রীষ্ট (১০:৩৮-৪২)  
ঙ. যিহূদিয়াতে খ্রীষ্টের শিক্ষা দান ও সুস্থকরণ (১১:১-১৩:২১)



### ভূমিকা

- (৭) পেরিয়াতে ও যিরুশালেমের যাত্রাপথে পরিচর্যা-কাজ (১৩:২২-১৯:২৭)
- ক. যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা দান ও সুস্থকরণ (১৩:২২-১৪:৩৫)
  - খ. হারানো ভেড়া, হারানো সিকি এবং হারানো পুত্রের দৃষ্টান্ত (১৫:১-৩২)
  - গ. অসৎ ব্যবস্থাপকের দৃষ্টান্ত (১৬:১-১৮)
  - ঘ. লাসার ও এক জন ধনবান (১৬:১৯-৩১)
  - ঙ. যীশু খ্রীষ্টের বিবিধ শিক্ষা (১৭:১-১০)
  - চ. যীশু খ্রীষ্ট দশ জন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করেন (১৭:১১-১৯)
  - ছ. ঈশ্বরের রাজ্য আসার বিষয়ে শিক্ষা (১৭:২০-৩৭)
  - জ. প্রার্থনা, ধনাসক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা (১৮:১-৩৪)
  - ঝ. এক জন অন্ধকে চোখ দান (১৮:৩৫-৪৩)
  - এং. সকেয়ের মন পরিবর্তন (১৯:১-১০)
  - ট. দশটি মুদ্রার দৃষ্টান্ত (১৯:১১-২৭)
- (৮) যীশু খ্রীষ্টের দুঃখভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান (১৯:২৮-২৪:৫৩)
- ক. যীশু খ্রীষ্টের যিরুশালেমে প্রবেশ (১৯:২৮-৪৪)
  - খ. মন্দির পরিষ্কার করা (১৯:৪৫-৪৮)
  - গ. যিরুশালেমে দেওয়া যীশুর উপদেশ (২০:১-২১:৩৮)
  - ঘ. যীশু খ্রীষ্টকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র (২২:১-৬)
  - ঙ. নিস্তারপর্বের প্রস্তুতি (২২:৭-১৩)
  - চ. প্রভুর ভোজ স্থাপন (২২:১৪-৩৮)
  - ছ. গেৎশিমানী বাগানে যীশু খ্রীষ্টের প্রার্থনা (২২:৩৯-৪৬)
  - জ. শত্রুদের হাতে যীশু খ্রীষ্ট (২২:৪৭-৬৫)
  - ঝ. মহাসভার সম্মুখে যীশু খ্রীষ্ট (২২:৬৬-৭১)
  - এং. পীলাতের সামনে যীশু খ্রীষ্টের বিচার (২৩:১-১২)
  - ট. যীশু খ্রীষ্টের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের রায় (২৩:১৩-২৫)
  - ঠ. যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণ (২৩:২৬-৪৩)
  - ড. যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু (২৩:৪৪-৪৯)
  - ঢ. যীশু খ্রীষ্টের কবর (২৩:৫০-৫৬)
  - ণ. যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান (২৪:১-১২)
  - ত. ইম্মায়ু নামক গ্রামের পথে (২৪:১৩-৩৫)
  - থ. প্রেরিতদের সঙ্গে যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ (২৪:৩৬-৪৯)
  - দ. যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে চলে যাওয়া (২৪:৫০-৫৩)

## লুক লিখিত সুসমাচারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ

লুক পটভূমি হিসাবে তাঁর ঘটনার বিবরণ শুরু করেছেন যিরূশালেমের মন্দিরের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্মের বিষয় দিয়ে। এরপর তিনি সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে নাসরত নগরের মরিয়মের কথা বলেছেন, যাকে পরিত্রাণকর্তার মা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে (১:২৬)। সম্রাট কৈসরের লোকগণনার আদেশের কারণে মরিয়ম ও যোষেফ বৈৎলেহম নগরে যান নাম লেখাবার জন্য এবং এখানেই পবিত্র শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মরিয়মের গর্ভে যীশু খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেন (২:১১)। যীশু খ্রীষ্ট নাসরতেই তাঁর ছোটবেলা কাটিয়ে বড় হয়ে উঠেন ও যর্দন নদীতে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন (৩:২১,২২) ও মরু এলাকায় শয়তান কর্তৃক পরীক্ষিত হন (৪:১)। তাঁর পরিচর্যা কাজের বেশিরভাগ সময় তিনি গালীল প্রদেশে কাটিয়েছেন। তিনি তাঁর পরিচর্যা



কাজের কেন্দ্র হিসাবে কফরনাহুমকে বেছে নেন (৪:৩১) এবং সেখান থেকেই তিনি সমস্ত অঞ্চলে পরিচর্যা কাজ করতে থাকেন (৮:১)। পরে তিনি গিনেসের অঞ্চলে যান (যাকে গাদারাও বলা হয়ে থাকে) যেখানে তিনি দু'জন মন্দ-আত্মায় পাওয়া লোককে সুস্থ করে তোলেন (৮:৩৬)। তিনি বৈৎসৈদার কাছে গালীল সাগরের তীরে একজন লোকের খাবার দিয়ে ৫০০০ লোককে খাওয়ান (৯:১০)। যীশু সব সময়েই বড় বড় উৎসবের সময়ে যিরূশালেমে ভ্রমণে যেতেন এবং যিরূশালেমের কাছে বৈথনিয়ায় তাঁর বন্ধুর বাড়িতে থাকতেন (১০:৩৮)। তিনি গালীল ও শমরিয়ার মাঝখানে ১০জন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেন (১৭:১১)। তিনি যিরিহোর একজন অসৎ কর আদায়কারীকে তাঁর শিষ্য হতে আহ্বান করেন এবং এর ফলে তাঁর জীবন আমূল বদলে যায় (১৯:১)। জৈতুন পর্বতের উপরে বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রাম দুটি ছিল তাঁর বিশ্রামের জায়গা, বিশেষ করে এই পৃথিবীতে থাকার তাঁর শেষ দিনগুলোতে। যিহূদী নেতাদের অভিযোগে যিরূশালেমে তাঁর বিচার হয় এবং তিনি যিরূশালেমের দেয়ালের বাইরে ক্রুশারোপিত হন কিন্তু তিনি মৃত্যুর তৃতীয় দিনের দিন মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হন। তিনি পুনরুত্থানের পরে ইম্মায়ুর পথে দু'জন প্রেরিতকে দেখা দেন এবং তাঁরাই ছিলেন প্রথম শিষ্য যারা পুনরুত্থিত যীশুর দেখা পেয়েছিলেন (২৪:১৩)।

## লুক লিখিত সুসমাচারের কিছু মজাদার তথ্য

পুস্তকটির লেখক: লুক

লিখবার সময়: ৭০-৮০ খ্রীষ্টাব্দ

পবিত্র বাইবেলে এর স্থান:

- ♦ পবিত্র বাইবেলের মধ্যে এটি ৪২তম পুস্তক
- ♦ নতুন নিয়মে এটি তৃতীয় সুসমাচার
- ♦ চারটি সুসমাচারের মধ্যে এর স্থান তৃতীয় (মথি - যোহন)
- ♦ এর পরে আরও ২৪টি পুস্তক রয়েছে।

অধ্যায়: এতে ২৪টি অধ্যায় আছে

পদ: এর মধ্যে ১১৫১টি পদ রয়েছে

শব্দ: এর মধ্যে ২৪৯৪৪টি শব্দ রয়েছে

- ♦ লুক সম্পর্কে কিছু তথ্য:
  - লুক একজন ডাক্তার ছিলেন
  - লুক ১২ জন শিষ্যের মধ্যে একজন ছিলেন না
  - নতুন নিয়মে গ্রীক এই নামটি মাত্র তিন বার পাওয়া যায়:
    - কলসীয় ৪:১৪ পদ
    - ২ তিমথীয় ৪:১ পদ
    - ফিলীমন ২৪ পদ
- ♦ লুক হয়তো বা গ্রীক সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা একজন যিহুদী বা এক জন অযিহুদী।
  - খুব সম্ভবত তিনি একজন অযিহুদী ছিলেন।
  - কলসীয় ৪:১০-১৪ পদে, পৌল তাঁর তিনজন সহকর্মীর কথা বলেছেন যাদের তৃষ্ণা হ্রাস হয়েছিল (যিহুদী) এবং তিনি অযিহুদীদের তালিকায় লুকের নাম রেখেছেন একজন অযিহুদী হিসাবে (১২-১৪)।
- ♦ ঐতিহ্য অনুসারে:
  - লুক বিয়ে করেন নি

- লুক লুক ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন

♦ লুক যীশু খ্রীষ্টের একটি পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন:

- পূর্বপুরুষদের বংশ-তালিকা
- তাঁর জন্ম
- তাঁর বেড়ে উঠা এবং ধারাবাহিক উন্নয়ন

♦ নতুন নিয়মের চারখানা সুসমাচারের মধ্যে লুকের লেখা সুসমাচারটি সবচেয়ে বড়।

♦ লুক বংশ-তালিকার দিকে এবং ঐতিহাসিক নিখুঁততার দিকে জোর দিয়েছেন বলে মথি মার্ক ও যোহনের চেয়ে এটিকে আরও বোধযোগ্য করে তুলেছে।

♦ লুক বংশ-তালিকা দিতে গিয়ে আদম থেকে শুরু করেছেন।

♦ যীশুর জন্ম থেকে ত্রিশ বছরের সময় পর্যন্ত তিনি একটি পদের মধ্য দিয়ে তুলে ধরার প্রায়স পেয়েছেন, লুক ২:৫২ পদের মধ্যে যেখানে বলা হয়েছে ... “পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মানুষের কাছে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেতে থাকলেন।”

♦ লুক লিখিত সুসমাচারের মধ্যে মূল শব্দ হল

- “মনুষ্যপুত্র” তেইশ বার উল্লেখ রয়েছে
- “ঈশ্বরের পুত্র” সাত বার উল্লেখ রয়েছে
- “ঈশ্বরের রাজ্য” বত্রিশ বার উল্লেখ রয়েছে

শুধুমাত্র লুক লিখিত সুসমাচারেই পাওয়া যায়

## যে সব ঘটনার বিবরণ শুধুমাত্র লুক লিখিত সুসমাচারেই পাওয়া যায়

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| ১:৫-২৫   | সখরিয়ের দর্শন ও ইলীশাবেতের গর্ভবতী হওয়া                 |
| ১:২৬-৩৮  | মরিয়মের শুভেচ্ছা                                         |
| ১:৩৯-৫৬  | ইলীশাবেতের ঘরে মরিয়ম                                     |
| ১:৫৭-৮০  | বাগ্টিস্মদাতা যোহনের জন্ম ও সখরিয়ের মুখে ঈশ্বরের প্রশংসা |
| ২:১-৩    | আগন্তু কৈসরের লোকগণনার আদেশ                               |
| ২:৪-৭    | বৈৎলেহমে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম                              |
| ২:৮-২০   | যীশু খ্রীষ্টের জন্মের বর্ণনা                              |
| ২:২১     | যীশু খ্রীষ্টের তুক্ছেদ করানো                              |
| ২:২২-২৪  | মন্দিরে যীশুকে উৎসর্গ                                     |
| ২:২৫-৩৮  | শিমিয়োন ও হান্নার ঘটনা                                   |
| ২:৩৯-৪০  | নাসরতে নীরব বছরগুলো                                       |
| ২:৪১-৫২  | নিস্তারপর্বে ধর্ম-শিক্ষকদের মধ্যে যীশু খ্রীষ্ট            |
| ৩:১-২    | বাগ্টিস্মদাতা যোহনের প্রচার কাজের আরম্ভের সময়            |
| ৩:১০-১৫  | যোহনের কৃতকার্যতা                                         |
| ৩:২৩-৩৮  | মরিয়ম থেকে খ্রীষ্টের বংশ-তালিকা                          |
| ৪:১৫-৩০  | নাসরতে যীশু খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করা                    |
| ৫:১-১০   | পিতর, যোহন ও যাকোবকে আহ্বান                               |
| ৬:১৭-৪৯  | সমভূমিতে যীশুর বক্তব্য                                    |
| ৭:১১-১৭  | নায়িন গ্রামে বিধবার ছেলেকে মৃত্যু থেকে জীবন দান          |
| ৭:৩৬-৫০  | শিমোনের বাড়িতে একজন খ্রীলোক যীশুকে অভিষেক করেন           |
| ৮:১-৩    | যে খ্রীলোকেরা যীশু খ্রীষ্টের সেবা করতেন                   |
| ৯:৫১-৫৬  | যাকোব ও যোহনের প্রাসঙ্গিক ঘটনা                            |
| ১০:১-১২  | ৭০ জনকে বাইরে প্রচারে পাঠানো                              |
| ১০:১৭-২৪ | তাদের ফিরে আসা ও প্রতিবেদন দেওয়া                         |
| ১০:২৫-৩৭ | দয়ালু শমরীয়ের গল্প                                      |
| ১০:৩৮-৪২ | মার্থা ও মরিয়মের ঘরে যীশু                                |
| ১১:৫-৮   | মাবরাতের বন্ধুর দৃষ্টান্ত                                 |
| ১১:৩৭-৫৪ | ফরীশী কর্তৃক যীশু খ্রীষ্ট আপ্যায়িত হলেন                  |
| ১২:১-৫৩  | বিরাত জনতার প্রতি যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা                   |
| ১৩:১-৫   | পীলাত কর্তৃক কয়েকজন গালিলীয়কে হত্যা                     |
| ১৩:৬-৯   | ফলহীন ডুমুর গাছের দৃষ্টান্ত                               |

শুধুমাত্র লুক লিখিত সুসমাচারেই পাওয়া যায়

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| ১৩:১০-১৭ | ১৮ বছর ধরে যে স্ত্রীলোক রক্তস্রাবে ভুগছিল            |
| ১৩:২২-৩০ | কতজন লোক পরিত্রাণ পাবে?                              |
| ১৩:৩১-৩৩ | যিহূদীদের কাছে রাজা হেরোদ সম্মুখে যীশুর উত্তর        |
| ১৪:১-৬   | শোথ-রোগে ভোগা লোকের সুস্থতা লাভ                      |
| ১৪:৭-১৪  | উচ্চাভিলাষী অতিথির দৃষ্টান্ত                         |
| ১৪:১৫-২৪ | বিরাত ভোজের দৃষ্টান্ত                                |
| ১৪:২৫-৩৫ | শিষ্যত্ব গ্রহণের শর্তের বিষয়                        |
| ১৫:৩-৭   | হারানো ভেড়ার দৃষ্টান্ত                              |
| ১৫:৮-১০  | হারানো টাকার দৃষ্টান্ত                               |
| ১৫:১১-৩২ | হারানো ছেলের দৃষ্টান্ত                               |
| ১৬:১-১৮  | অসৎ কর্মচারীর দৃষ্টান্ত                              |
| ১৬:১৯-৩১ | ধনী লোক ও ভিক্ষারী লাসার                             |
| ১৭:১-১০  | শিষ্যদের প্রতি নির্দেশ                               |
| ১৭:১২-১৯ | দশজন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থতা দান                         |
| ১৭:২০-৩৭ | ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রশ্ন                        |
| ১৮:১-৮   | নাছোড়বান্দা বিধবার দৃষ্টান্ত                        |
| ১৮:৯-১৪  | ফরীশী ও কর-আদায়কারীর দৃষ্টান্ত                      |
| ১৯:২-১০  | সক্কেয়ের মন পরিবর্তন ও আহ্বান                       |
| ১৯:১১-২৭ | দীনারের দৃষ্টান্ত                                    |
| ১৯:৪১-৪৪ | যিরূশালেমের নারীদের জন্য যীশু খ্রীষ্টের দুঃখ প্রকাশ  |
| ২২:৩১-৩২ | পিতরের প্রতি সতর্কবাণী                               |
| ২২:৩৫-৩৮ | ভবিষ্যতের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া              |
| ২২:৪৩    | গেৎশিমানীতে একজন স্বর্গদূত                           |
| ২২:৪৪    | রক্তের মত ঘাম                                        |
| ২৩:৬-১২  | পীলাত খ্রীষ্টকে হেরোদের কাছে পাঠালেন                 |
| ২৩:২৭-৩১ | যিরূশালেমের স্ত্রীলোকদের প্রতি খ্রীষ্টের বাণী        |
| ২৩:৩৯-৪৩ | অনুশোচনাকারী ডাকাত                                   |
| ২৪:১৩-৩৫ | ইম্মায়ূর পথে শিষ্যদের কাছে যীশু খ্রীষ্ট             |
| ২৪:৩৭-৪৯ | ১১ জন শিষ্যর কাছে যীশু খ্রীষ্টের দেখা দেওয়া         |
| ২৪:৫০-৫৩ | শিষ্যদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের আশীর্বাদ ও স্বর্গারোহণ |

## শয়তানের কার্যক্রম

### শয়তান ও তার কার্যক্রম

আদিপুস্তক ৩:১-১৪  
আদিপুস্তক ৩:১৫  
যিশাইয় ১৪:১২  
যিহিষ্কেল ২৮:১৪  
১ বংশাবলি ২১:১  
ইয়োব ১:৭-২:১০  
সখরিয় ৩:১-৯  
মথি ৪:৩  
মথি ১২:২৪; প্রেরিত ১০:৩৮  
১ তীমথিয় ৪:১-৬  
মথি ৪:৪; লূক ৪:১০-১১  
মথি ১২:২২-২৯  
সখরিয় ৩:১  
লূক ৪:১৩  
যোহন ১৩:২,২৭  
প্রেরিত ৫:৩  
২ করিন্থীয় ৪:৪  
১ পিতর ৫:৮  
ইফিসীয় ৬:১১,১২  
ইফিসীয় ২:২  
যোহন ৮:৪৪  
২ থিমলনীকীয় ২:৯  
যোহন ৮:৪৪  
যোহন ৮:৪৪  
যোহন ১২:৩১; ১৪:৩০  
লূক ১৩:১৬  
মথি ২৫:৪১  
মথি ১৩:৩৮,৩৯  
মথি ১৩:১৯  
প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ১-৩  
মথি ১৩:৩৯  
মথি ১৩:৩৮  
ইফিসীয় ৬:১০-২০  
১ পিতর ৫:৮-৯  
১ থিমলনীকীয় ২:১৮  
প্রকাশিত বাক্য ১২:৯  
প্রকাশিত ১২:৯; ২০:২  
লূক ১০:১৮  
লূক ২২:৩১  
প্রকাশিত বাক্য ২:৯  
যোহন ৩:৮,১০  
প্রকাশিত বাক্য ২০:১০

সে এদোন বাগানে সাপের ছদ্মবেশ ধরেছিল  
সে সাপের বংশধর  
তার পতনের পূর্বে সে ছিল ভোরের সন্তান  
সে অভিযুক্ত আচ্ছাদক করুব ছিল  
সে দায়ূদকে মন্দ কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল  
সে ইয়োবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে এবং তাঁকে কষ্টে ফেলেছে  
সে মহাপুরোহিত যিহোশূয়ের বিরোধিতা করেছিল  
সে প্রলোভনকারী  
সে মন্দ আত্মাদের রাজা  
সে ভুল শিক্ষার উস্কানি দেয়  
সে ঈশ্বরের বাক্যে ভেজাল দেয়  
সে মন্দ আত্মা পাওয়া লোকদের মধ্যে কাজ করে  
শয়তান হল অভিযোগকারী  
সে শয়তান, নিন্দাকারী  
তার কারণে যিহূদা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে  
তার কারণে অনন্য মিথ্যা বলেছে  
সে আত্মিকভাবে লোকদের অন্ধ করে দেয়  
সে বিশ্বাসীদের ক্ষতি করতে চেষ্টা করে  
সে অন্ধকার রাজ্যের শাসনকর্তা  
সে অবিশ্বাসীদের লোকদের মধ্যে বাস করে  
যারা তার সন্তান তাদের (অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের) মধ্যে বাস করে  
মিথ্যা চিহ্ন দেখায় ও আশ্চর্য-কাজ করে  
সে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার জন্মদাতা  
সে খুনী  
সে এই পৃথিবীর রাজা  
সে আত্মিকভাবে ও শারীরিকভাবে লোকদের অন্ধ করে  
সে পতিত স্বর্গদূত  
সে শ্যামাঘাস বুনে  
সে ঈশ্বরের বাক্য কেড়ে নেয়  
১০০০ বছর খ্রীষ্টের রাজত্বের সময় তাকে বন্দী করা হবে  
সে শত্রু  
সে “শয়তান”  
পবিত্র আত্মা নির্দেশিত প্রার্থনায় সে পরাজিত  
বিশ্বাস দ্বারা সে পরাজিত হয়  
বিশ্বাসীদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে বাধা সৃষ্টি করে  
সে ছলনাকারী  
সে দানব, পুরানো সাপ  
সে পাপহীন সর্বোচ্চ জায়গা থেকে পতিত হয়েছে  
সে শিমন পিতরকে নিশানা হিসেবে দেখেছিল  
সে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের দয়া অস্বীকার করে  
যারা পাপ থেকে পরিত্রাণ পায় নি তারা তার সন্তান  
তার শেষ ফল হবে জ্বলন্ত আগুন

## যিহুদী ধর্ম-বিশ্বাসে ‘বিশ্রামবার’ যিহুদী ধর্ম-বিশ্বাসে ‘বিশ্রামবার’

বিশ্রামবারকে হিব্রু ভাষায় বলা হয় ‘শাব্বাথ’, যার অর্থ পরিশ্রম থেকে বিরতি বা বিশ্রাম।

১. সৃষ্টি সমাপ্ত হওয়ার পর ঈশ্বরের বিশ্রামের দিন হিসেবে পবিত্র শাস্ত্রে বিশ্রামবারের উল্লেখ রয়েছে (আদি ২:২-৩)। এরপর এদোন বাগান থেকে সিনাই পর্বত পর্যন্ত দীর্ঘ এই সময়ে এর আর কোন উল্লেখ নেই। পরবর্তীতে ইস্রায়েল জাতির কাছে বিশ্রামবার প্রকাশ করা হয় (যাত্রা ১৬:২৩; নহি ৯:১৩-১৪) এবং একে ব্যবস্থার অংশ করা হয় (যাত্রা ২০:৮-১১)। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এই দিনটি পৃথক করার জন্য ইস্রায়েল জাতির কাছে বিধান উপস্থাপন করা হয়েছে (যাত্রা ৩১:১৩-১৭)। এই দিনটিতে সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম পালন করা হত (যাত্রা ৩৫:২-৩) এবং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশ দ্বারা বিশ্রামবারে কাঠ কুড়ালেও মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয় (গণনা ১৫:৩২-৩৬)। অবিরতভাবে চলতে থাকা পোড়ানো-উৎসর্গ (গণনা ২৮:৯) এবং বার্ষিক পর্বের দিন ছাড়া (যাত্রা ১২:১৬; লেবীয় ২৩:৩,৮; গণনা ২৮:২৫) অন্য কখনোই সপ্তম দিন বা বিশ্রামবারে কায়িক পরিশ্রম, উপাসনা বা অন্য কোন ধর্মীয় কাজের দিন হিসেবে নির্ধারণ করা হয় নি। এটি সাধারণভাবে মানুষ ও পশুর জন্য বিশ্রামের দিন, মানুষের প্রয়োজনে এক মানবীয় শর্ত। যীশু খ্রীষ্টের কথায়, “বিশ্রামবার মানুষের জন্য, মানুষ বিশ্রামবারের জন্য নয়” (মার্ক ২:২৭)।
২. আমাদের প্রভু এই দিনটির উদ্ঘাপনকে দেখেছিলেন ফরীশী রব্বিদের নানা রীতি-নীতি এবং বিধি-নিষেধে ভরপুর অবস্থায় (মথি ১২:২)। তিনি যা করেছিলেন তা ছিল তাদের ব্যবস্থার পুরোপুরি বিপরীত, যে কারণে তিনি স্বয়ং তৎকালীন ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশ্রামবার ভঙ্গকারী বলে দোষীকৃত হন। পরবর্তীতে আবার মহা দুঃখ-কষ্টের কালে (মথি ২৪:২০-২১) এবং ভবিষ্যৎ রাজ্যের সময়ে (যিশা ৬৬:২৩) বিশ্রামবার পালন করা হবে।
৩. সপ্তাহের প্রথম দিন খ্রীষ্টীয় মতে বিশ্রামবার হিসেবে পালন করার রীতি মণ্ডলীর অনুশাসনের যুগে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্রামবার স্মরণ করিয়ে দেয় ঈশ্বরের সৃষ্টি থেকে বিশ্রামের বিধান: সপ্তাহের শেষ দিনে ঈশ্বর বিশ্রাম নিলেন, সপ্তাহের প্রথম দিনে যীশু খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হলেন; সপ্তম দিনে ঈশ্বর বিশ্রাম নিলেন, প্রথম দিনে যীশু সক্রিয় হয়ে দায়িত্বে নিযুক্ত হলেন। বিশ্রামবার স্মরণ করিয়ে দেয় সৃষ্টিকর্মের সমাপ্তির কথা। বিশ্রামবার আইনগত বাধ্যবাধকতার দিন; প্রথম দিন, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উপাসনা ও পরিচর্যা কাজের দিন। বিশ্রামবারকে প্রেরিত পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে কেবলমাত্র যিহুদীদের সম্পর্কিত করে এবং নতুন নিয়মের অবশিষ্ট অংশে মাত্র দু’বার (কল ২:১৬; ইব্রীয় ৪:৪)। শাস্ত্রের এই সমস্ত অংশে সপ্তাহের সপ্তম দিন হিসেবে বিশ্রামবারকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বর্তমান বিশ্রামের নমুনাকারে, যাতে বিশ্বাসীরা যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করে বিশ্রামে প্রবেশ করবে।

সুসমাচার সমূহে উল্লেখিত স্ত্রীলোকেরা

## যীশু খ্রীষ্ট ও সুসমাচার সমূহে উল্লেখিত স্ত্রীলোকেরা

- ♦ কুয়ার পাশে একজন শমরীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে যীশু কথা বলেন। যোহন ৪:১-২৬
- ♦ যীশু একজন বিধবার ছেলেকে মৃত্যু থেকে জীবন দান করেন। লূক ৭:১১-১৭
- ♦ একজন পাপী স্ত্রীলোক যীশুর পায়ে সুগন্ধি মাখিয়ে দেন। লূক ৭:৩৬-৫০
- ♦ যীশু খ্রীষ্ট একজন ব্যভিচারিণীকে ক্ষমা করেন। যোহন ৮: ১-১১
- ♦ একদল স্ত্রীলোক যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে ভ্রমণ করেন। লূক ৮:১-৩
- ♦ যীশু খ্রীষ্ট মরিয়ম ও মার্থার বাড়িতে বেড়াতে যান। লূক ১০:৩৮-৪২
- ♦ যীশু একজন অসুস্থ স্ত্রীলোককে সুস্থ করেন। লূক ১০:১৩-১৭
- ♦ যীশু একজন অযিহূদী স্ত্রীলোকের মেয়েকে সুস্থ করেন। মার্ক ৭:২৪-৩০
- ♦ ক্রন্দররত স্ত্রীলোকেরা যীশুর ক্রুশের যাত্রার সময়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যান। লূক ২৩:২৭-৩১
- ♦ যীশুর মা ও অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা ক্রুশবিদ্ধ যীশুর কাছে ছিলেন। যোহন ১৯:২৫-২৭
- ♦ যীশু মগদলীনী মরিয়মকে দেখা দেন। মার্ক ১৬:৯-১১
- ♦ পুনরুত্থানের পরে যীশু অন্যান্য স্ত্রীলোকদের দেখা দেন। মথি ২৮:৮-১০



## প্রভুর প্রার্থনা

### আমাদের প্রভুর শেখানো প্রার্থনা

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের এই প্রার্থনাটি শিখিয়েছিলেন, যে কারণে তা প্রভুর প্রার্থনা বলে পরিচিত। এটি প্রবর্তন করা হয়েছিল দু'টি ভিন্ন উপলক্ষে ও ভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং এই দু'টি সংস্করণের মধ্যে কিছু তারতম্য লক্ষ্য করা যায়: প্রথমত, পর্বতে দণ্ড উপদেশে, যখন যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে প্রার্থনার কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন (লুক ৬:৫-১৩ পদের সাথে মথি ৫:১ পদের তুলনা করুন); এবং দ্বিতীয়ত, এক শিষ্যর অনুরোধে 'কোন একটি স্থানে' (লুক ১১:১-৪)। যদিও প্রভুর প্রার্থনাকে কেবল একটি কাঠামোরূপে ব্যবহার করতে দেয়া হয়নি, দু'টো বিবরণ প্রার্থনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের অনেক মূল্যবান বিষয় শিক্ষা দেয়:-

১. এরূপ প্রার্থনা সকলের পিতা হিসেবে ঈশ্বরের সম্পর্কের উপরে ভিত্তি করে করা হয়েছে, যারা সত্যিকারভাবে তাঁর পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে (যোহন ১:১৩); কারণ কেবল তারাই ঈশ্বরকে বলতে পারে “আমাদের পিতা”।
২. প্রার্থনাটি উপাসনার মনোভাব দিয়ে শুরু হতে হবে: “তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক”- যা ঈশ্বরের সমস্ত সত্তার পরম পবিত্রতার স্বীকৃতি।
৩. প্রার্থনার প্রথম আবেদন হিসেবে অবশ্যই প্রথমে ঈশ্বর রাজ্য ও স্বর্গের আগমন কামনা করতে হবে।
৪. সত্যিকার প্রার্থনা ঈশ্বরের সকল ইচ্ছাকে শিরোধার্য বলে মেনে নেয়, তা জানা বা অজানা হোক, কিংবা মঞ্জুরকৃত হোক বা না হোক।
৫. প্রার্থনা সবসময় স্বর্গীয় ইচ্ছা ও রাজ্যকে লক্ষ্য বিষয় হিসেবে দেখবে, যা অবশ্যই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।
৬. এরপরে ঈশ্বরের সন্তানেরা তাদের প্রার্থনায় বর্তমান জাগতিক চাহিদার কথা প্রকাশ করতে পারে।
৭. প্রার্থনা বাধ্যগ্রস্ত হতে পারে, যখন পাপের কারণে পিতার সাথে সন্তানদের সহভাগিতা ছিন্ন হয়ে পড়ে (মথি ৬:১২, ১৫)।
৮. ঈশ্বরের সন্তানেরা স্বর্গীয়ভাবে অবশ্যই ‘প্রার্থনা করতে’ শিখবে, কেবল প্রার্থনার ‘পদ্ধতি’ নয় (লুক ১১:১)।

এই প্রার্থনা মণ্ডলীর প্রার্থনার সম্পূর্ণ কাঠামো চিহ্নিত করে না। প্রার্থনায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উপাদান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত নেই (ফিলি ৪:৬-৭), তবুও “তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক” কথাটিতে স্পষ্টভাবে ধন্যবাদ প্রদানের বিষয়টি রয়েছে; কারণ ধন্যবাদ ব্যতিরেকে কে ঈশ্বরকে পবিত্র বলে সম্বোধন করে তাঁর উপাসনা করতে পারে? পরবর্তীতে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের অগ্রগতির কারণে, আমাদের প্রভু যীশুর বিশ্বাসীদেরকে তাঁর নামে প্রার্থনা করার জন্য সুনির্দিষ্ট আদেশ দিয়েছেন (যোহন ১৬:২৩-২৪)।

সাতটি বিশ্রামবারে সাতটি আশ্চর্য কাজ

## সাতটি বিশ্রামবারে সাতটি আশ্চর্য-কাজ

- ◆ প্রভু যীশু অশুচি আত্মা ছাড়ান (মার্ক ১:২১-২)।
- ◆ প্রভু যীশু পিতরের শাশুরী জ্বর সুস্থ করেন (মার্ক ১:২৯-৩১)।
- ◆ বৈথেস্দের পুকুর পারে এক জন রোগীকে সুস্থ করা (যোহন ৫:১-১৮)।
- ◆ প্রভু যীশু একটি লোকের শুকিয়ে যাওয়া হাত সুস্থ করেন (মার্ক ৩:১-৬)।
- ◆ প্রভু যীশু এক জন কুঁজা স্ত্রীলোককে সুস্থ করেন (লুক ১৩:১০-১৭)।
- ◆ প্রভু যীশু এক জন শোথ-রোগীকে সুস্থ করেন (লুক ১৪:১-৬)।
- ◆ প্রভু যীশু এক জন জন্মান্নকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন (যোহন ৯:১-১৬)।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যিহূদী ধর্মীয় নেতারা ঈশ্বরের ব্যবস্থার সঙ্গে নানা রকম নিয়ম-কানুন যোগ করে গিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর যাত্রাপুস্তকে বিশ্রামবার সম্বন্ধে আদেশ করেছেন যে, সাতবারের দিন হবে বিশ্রাম-দিন (যাত্রা ২০:১০,১১)। কিন্তু যিহূদী ধর্মীয় নেতারা এই আদেশের সঙ্গে যুক্ত করেছেন যে, বিশ্রামবারে কোন রোগীকে সুস্থ করা যাবে না; কারণ সুস্থ করাও একটি কাজ, আর সেদিন কোন কাজ করা যাবে না। সাতবার প্রভু যীশু বিশ্রামবারে রোগী সুস্থ করেছেন। এই রোগী সুস্থতার মধ্য দিয়ে আসলে যীশু যিহূদী ধর্মীয় নেতাদের একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন যেন তারা বিশ্রামবার উপলক্ষে যে সমস্ত নিয়ম-কানুন তৈরি করেছে তার প্রতি ফিরে তাকায়, আর বিশ্রামবারের যে আসল উদ্দেশ্য-ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা- লোকদের সাহায্য করার মধ্য দিয়ে সেই গৌরবের কাজের প্রতি মনোযোগ দেয়। প্রভু যীশু এই যে সব ধর্মীয় নেতাদের অবজ্ঞা করে সাধারণ লোকদের সাহায্য করেছেন তাতে কি ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েছেন? নিশ্চয়ই!

দৃষ্টান্তের ব্যবহার

যীশু সমদর্শী সুসমাচারগুলোতে যেসব দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন

| দৃষ্টান্ত                    | মথি             | মার্ক        | লুক          |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| কাঠার নিচে প্রদীপ            | ৫:১৪-১৫         | ৪:২১-২২      | ৮:১৬; ১১:৩৩  |
| বুদ্ধিমান ও নির্বোধ লোক      | ৭:২৪-২৭         |              | ৬:৪৭-৪৯      |
| পুরাতন কোর্তায় নতুন তালি    | ৯:১৬            | ২:২১         | ৫:৩৬         |
| পুরাতন কুপায় নতুন আঙ্গুর-রস | ৯:১৭            | ২:২২         | ৫:৩৭-৩৮      |
| বীজবাপক ও ভূমি               | ১৩:৩-৮, ১৮-২৩   | ৪:৩-৮, ১৪-২০ | ৮:৫-৮, ১১-১৫ |
| শ্যামাঘাস                    | ১৩:২৪-৩০, ৩৬-৪৩ |              |              |
| সর্বো দানা                   | ১৩:৩১-৩২        | ৪:৩০-৩২      | ১৩:১৮-১৯     |
| খামি                         | ১৩:৩৩           | ১৩:২০-২১     |              |
| গুপ্তধন                      | ১৩:৪৪           |              |              |
| মূল্যবান মুক্তা              | ১৩:৪৫-৪৬        |              |              |
| জাল                          | ১৩:৪৭-৫০        |              |              |
| গৃহকর্তা                     | ১৩:৫২           |              |              |
| হারানো মেঘ                   | ১৮:১২-১৪        | ১৫:৪-৭       |              |
| নির্দয় দাস                  | ১৮:২৩-২৪        |              |              |
| আঙ্গুর-ক্ষেতের শ্রমিক        | ২০:১-১৬         |              |              |
| দুই পুত্র                    | ২১:২৮-৩২        |              |              |
| গৃহকর্তা                     | ২১:৩৩-৩৪        | ১২:১-১১      | ২০:৯-১৮      |
| বিবাহ ভোজ                    | ২২:২-১৪         |              |              |
| ডুমুর গাছ                    | ২৪:৩২-৩৫        | ১৩:২৮-২৯     | ২১:২৯-৩১     |
| বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস     | ২৪:৪৫-৫১        | ১২:৪২-৪৮     |              |
| দশ কুমারী                    | ২৫:১-১৩         |              | ১৯:১২-২৭     |
| তালস্ত                       | ২৫:১৪-৩০        |              |              |
| ভেড়া ও ছাগল                 | ২৫:৩১-৪৬        |              |              |
| বাড়ন্ত বীজ                  | ৪:২৬-২৯         |              |              |
| সতর্ক দাস                    | ১৩:৩৫-৩৭        | ১২:৩৫-৪০     |              |
| মহাজন                        |                 | ৭:৪১-৪৩      |              |
| দয়ালু শমরীয়                |                 | ১০:৩০-৩৭     |              |
| অভাবী বন্ধু                  |                 | ১১:৫-৮       |              |
| নির্বোধ ধনী                  |                 | ১২:১৬-২১     |              |
| নিষ্ফলা ডুমুর গাছ            |                 | ১৩:৬-৯       |              |
| হারানো মুদ্রা                |                 | ১৫:৮-১০      |              |
| হারানো (অপব্যয়ী) পুত্র      |                 | ১৫:১১-৩২     |              |
| ধূর্ত কর্মচারী               |                 | ১৫:১-১৮      |              |
| ধনী লোক ও লাসার              |                 | ১৬:১৯-৩১     |              |
| মনিব ও তাঁর দাস              |                 | ১৭:৭-১০      |              |
| নাছোড়বান্দা বিধবা           |                 | ১৮:২-৮       |              |
| ফরীশী ও কর-আদায়কারী         |                 | ১৮:১০-১৪     |              |
| ভোজে সবচেয়ে নিচু আসন        |                 | ১৪:৭-১৪      |              |
| মহা ভোজ                      |                 | ১৪:১৬-২৪     |              |

পুনরুত্থানের পর যীশু খ্রীষ্টের দর্শন দান

## পুনরুত্থানের পর যীশু খ্রীষ্টের দর্শন দান

| ঘটনা                            | স্থান         | সময়                   | মুখি     |
|---------------------------------|---------------|------------------------|----------|
| শূন্য কবর                       | যিরুশালেম     | পুনরুত্থান রবিবার      | ২৮:১-১০  |
| বাগানে মগদলীনী মরিয়মকে         | যিরুশালেম     | পুনরুত্থান রবিবার      |          |
| অন্যান্য স্ত্রীলোককে            | যিরুশালেম     | পুনরুত্থান রবিবার      | ২৮:৯-১০  |
| ইস্রায়েল পথে গমনরত দু'জন লোককে | ইস্রায়েল পথে | পুনরুত্থান রবিবার      |          |
| পিতরকে                          | যিরুশালেম     | পুনরুত্থান রবিবার      |          |
| উপরের কুঠরীতে ১০ জন শিষ্যকে     | যিরুশালেম     | পুনরুত্থান রবিবার      |          |
| উপরের কুঠরীতে ১১ জন শিষ্যকে     | যিরুশালেম     | পরবর্তী রবিবার         |          |
| মাঝ ধরার সময় ৭ জন              | গালীল সাগরে   | কিছুকাল পর             |          |
| পর্বতে ১১ জন শিষ্যকে            | গালীল         | কিছুকাল পর             | ২৮:১৬-২০ |
| পাঁচশোরও বেশিজনকে               | অজানা         | কিছুকাল পর             |          |
| যাকোবকে                         | অজানা         | কিছুকাল পর             |          |
| স্বর্গারোহণের সময় শিষ্যদেরকে   | জৈতুন পর্বত   | পুনরুত্থানের ৪০ দিন পর |          |
| পৌলকে                           | দামেস্ক       | কয়েক বছর পর           |          |

পুনরুত্থানের পর যীশু খ্রীষ্টের দর্শন দান

| মার্ক    | লুক      | যোহন     | প্রেরিত           | ১ করিন্থীয় |
|----------|----------|----------|-------------------|-------------|
| ১৬:১-৮   | ২৪:১-১২  | ২০:১-৯   |                   |             |
| ১৬:৯-১১  |          | ২০:১১-১৮ |                   |             |
|          |          |          |                   |             |
| ১৬:১২-১৩ | ২৪:১৩-৩২ |          |                   |             |
|          | ২৪:৩৪    | ২০:১৯-২৫ | ১৫:৫              |             |
|          | ২৪:৩৬-৪৩ | ২০:১৯-২৫ |                   |             |
| ১৬:১৪    |          | ২০:২৬-৩১ | ১৫:৫              |             |
|          |          | ২১:১-২৩  |                   |             |
| ১৬:১৫-১৮ |          |          |                   |             |
|          |          |          | ১৫:৬              |             |
|          |          |          | ১৫:৭              |             |
|          | ২৪:৪৪-৪৯ |          | ১:৩-৮             |             |
|          |          |          | ৯:১-১৯<br>২৬:৯-১৮ | ৯:১         |

লুক লিখিত সুসমাচারে অন্যতম চরিত্রগুলো

## বাণ্ডিস্মদাতা যোহনের পিতা পুরোহিত সখরিয়

সখরিয় ছিলেন মন্দিরের পুরোহিতদের একজন। সবার আগে তাঁকেই প্রথম জানানো হয়েছিল যে, ঈশ্বর স্বয়ং এই পৃথিবীতে মানুষ রূপে নেমে আসবেন। সখরিয় ও তাঁর স্ত্রী ইলীশাবেৎ উভয়ে ধার্মিক হিসেবে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কোন সন্তান ছিল না, যা নিয়ে তাদের মনে অনেক দুঃখ ছিল। যিহূদী সংস্কৃতিতে সন্তান না হওয়াকে ঈশ্বরের অভিশাপ বলে মনে করা হত। তাঁরা দু'জনেই অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং সন্তানের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন।

পুরোহিতেরা বছরে দু'বার মন্দিরে সেবা কাজ করতেন, এবং প্রতিবার তারা শুধুমাত্র এক সপ্তাহের জন্য তা করতেন। এভাবেই একবার যখন পুরোহিত সখরিয় সোনার পবিত্র ধূপবেদিতে গিয়ে পবিত্র সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়ে সেবা কাজ করছিলেন, তখন সদাপ্রভুর স্বর্গদূত গাব্রিয়েল ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী ইলীশাবেৎ, যিনি আর এক পুরোহিত পরিবারের সন্তান, তার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান হবে, যার নাম হবে যোহন, আর তিনিই হবেন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পথ প্রস্তুতকারী, লুক ১:১২-১৭। এই শুভ সংবাদ যখন তিনি বিশ্বাস করলেন না, তখন তিনি ততদিন পর্যন্ত বোবা হয়ে রইলেন, যতদিন না এই প্রতিজ্ঞাত ঘোষণা সত্য প্রমাণিত হল। নয় মাস পরে ইলীশাবেতের সন্তানের জন্ম হল, আর সখরিয় একটি লেখার পাতে নাম লিখে দিলেন যে, শিশুটির নাম হবে যোহন, আর তখনই তার মুখ ও জিহ্বা খুলে গেল, আর তিনি ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রশংসা করলেন। এভাবে এই শিশুটি (বাণ্ডিস্মদাতা যোহন) অন্তরে বলবান হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই জন্মেছিলেন, লুক ১:৮০।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ একজন ধার্মিক মানুষ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।
- ◆ ঈশ্বরের একজন নিবেদিত-প্রাণ পুরোহিত ছিলেন।
- ◆ হাতের গোণা সেই সব লোকদের একজন, যাদের সাথে স্বর্গদূতরা সরাসরি কথা বলেছেন।

### দুর্বলতা ও যে সব ভুল করেছেন:

- ◆ নিজের বার্ধক্যের জন্য ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর ছেলের জন্ম হওয়ার প্রতিজ্ঞাকে সাময়িকভাবে সন্দেহ করেছেন।

### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ শারীরিক সীমাবদ্ধতা ঈশ্বরের কাজকে প্রতিহত করতে পারে না।
- ◆ ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা অনেক সময় অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনার মধ্য দিয়েও সম্পাদন করে থাকেন।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ কাজ: মন্দিরের পুরোহিত
- ◆ আত্মীয়-স্বজন: স্ত্রী: ইলীশাবেত, পুত্র: বাণ্ডিস্মদাতা যোহন
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: যোষেফ, মরিয়ম, মহান হেরোদ।

মূল পদ: “তাঁরা দু'জন ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক ছিলেন, প্রভুর সমস্ত আদেশ ও নিয়ম অনুসারে নির্দোষভাবে চলতেন। তাঁদের কোন সন্তান ছিল না, কেননা ইলীশাবেৎ বন্ধ্যা ছিলেন এবং দু'জনেরই অধিক বয়স হয়েছিল।” (লুক ১:৬, ৭)

লুক ১ অধ্যায়ে সখরিয়ের কথা পাওয়া যায়।

লুক লিখিত সুসমাচারে অন্যতম চরিত্রগুলো

## বাণ্ডিস্মদাতা যোহনের মা ইলীশাবেৎ

ইলীশাবেৎ ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের মা মরিয়মের বোন। তাঁর স্বামী ছিলেন পুরোহিত সখরিয় এবং তাঁর পিতার নাম ছিল হারোণ। ইলীশাবেৎ ও সখরিয় দু'জনেরই অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোন সন্তান তাঁদের ছিল না। ইস্রায়েলের মত সমাজে, যেখানে নারীর গুরুত্ব নির্ধারণ করা হত তার সন্তান ধারণের সক্ষমতার উপরে, সেখানে নিঃসন্তান থাকাটা ইলীশাবেতের জন্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। কিন্তু তারপরও তাঁরা দু'জনেই ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন।

সখরিয় তাঁর পৌরহিত্যের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রতি বছর দুই সপ্তাহ যিরূশালেম মন্দিরে থাকতেন। একবার এমনই এক দায়িত্ব পালনের শেষে সখরিয় বোবা অবস্থায় ঘরে ফিরে আসেন। তিনি যে সুসংবাদ পেয়েছিলেন তা তাঁকে লিখে জানাতে হয়েছিল, কারণ তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। ইলীশাবেৎ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তাদের প্রায় বিলীন হয়ে যাওয়া স্বপ্ন অবশেষে সত্যি হতে চলেছে! ইলীশাবেৎ গর্ভবতী হলেন এবং তিনি বুঝলেন ঈশ্বরের কাছ থেকে তিনি তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই উপহার পেতে চলেছেন।

আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে দ্রুত এ কথা ছড়িয়ে পড়লো। সন্তর মাইল উত্তরে অবস্থিত নাসরতে ইলীশাবেতের বোন মরিয়মও অপ্রত্যাশিতভাবে গর্ভবতী হলেন। তিনিই যে ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের মা হতে চলেছেন, স্বর্গদূতর কাছ থেকে এই বার্তা পাওয়ার পর মরিয়ম ইলীশাবেতের সাথে দেখা করতে চললেন। তাঁরা দু'জনেই পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছিলেন। ইলীশাবেৎ জানতেন যে, মরিয়মের সন্তান তাঁর নিজ সন্তানের চেয়েও মহান ব্যক্তি হবেন, কারণ যোহন হবেন মরিয়মের সন্তানের অগ্রদূত।

শিশুটির যখন জন্ম হল, ইলীশাবেৎ তখন তার ঈশ্বর-প্রদত্ত নামটি রাখতে চাইলেন: যোহন। সখরিয় কথা বলতে না পারায় লিখে এই নামের প্রতি তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। শহরের প্রত্যেকে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল এই শিশুটি বড় হয়ে কে হবেন! ইলীশাবেৎ ঈশ্বরের কাছ থেকে এই মহান উপহার পেয়ে তাঁর প্রশংসা ও গৌরব করলেন।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ♦ অত্যন্ত ধার্মিক ও আত্মিক একজন নারী ছিলেন।
- ♦ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূরণে কোন ধরনের সন্দেহ পোষণ করেন নি।
- ♦ বাণ্ডিস্মদাতা যোহনের মা।
- ♦ মরিয়মের কাছ থেকে ত্রাণকর্তার আগমনের সংবাদ পাওয়া প্রথম ব্যক্তি।

### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ♦ ঈশ্বরের প্রতি যারা বিশ্বস্ত থাকেন, তাদেরকে ঈশ্বর কখনো ভুলে যান না।
- ♦ ঈশ্বর পরিকল্পনা ও কাজের পদ্ধতি আমাদের প্রত্যাশা অনুসারে নাও হতে পারে।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ♦ কাজ: গৃহিণী
- ♦ আত্মীয়-স্বজন: স্বামী: সখরিয়, পুত্র: বাণ্ডিস্মদাতা যোহন, বোন: মরিয়ম
- ♦ সমসাময়িক যারা ছিলেন: যোষেফ, মরিয়ম।

মূল পদ: “আর আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবেন, আমার এমন সৌভাগ্য কোথা থেকে হল? কেননা দেখ, তোমার মঙ্গলবাদের শব্দ আমার কানে প্রবেশ করা মাত্র শিশুটি আমার জঠরে উল্লাসে নেচে উঠলো। আর ধন্য যিনি বিশ্বাস করলেন, কারণ প্রভু হতে যা যা তাঁকে বলা হয়েছিল সেসব সিদ্ধ হবে।” (লুক ১:৪৩-৪৫)

## লুক লিখিত সুসমাচারে অন্যতম চরিত্রগুলো

### শিষ্য যাকোব

সিবদীয় এবং শালোমীর পুত্র, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য যোহনের বড় ভাই। তিনি খ্রীষ্টের বারোজন শিষ্যের একজন। খ্রীষ্ট তাঁর বারোজন শিষ্যের মধ্য থেকে তিনজনকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যাকোব সেই তিনজনের মধ্যে একজন ছিলেন। অন্য দু'জন ছিলেন পিতর ও তাঁর ভাই যোহন।

কর্মজীবনে তিনি ছিলেন একজন জেলে। পিতর ও ভাই যোহনের সাথে যৌথভাবে তিনি এই ব্যবসা করতেন, মথি ২০:২০; ২৭:৫৬। সেখান থেকে তাঁরা তিন জন খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার আহ্বান পান এবং তাঁর খ্রীষ্টের কথা মত তাঁর অনুসারী হন। শিষ্যদের একজন হতে পেরে যাকোব অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যীশু খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যের নিগূঢ়ত্ব তিনি বুঝতে পারেন নি। তিনি এবং তাঁর ভাই যীশু খ্রীষ্টের দুই পাশে দু'টি আসন দাবী করে স্বর্গরাজ্যে তাঁদের অবস্থান নিশ্চিত করতেও চেয়েছিলেন। অন্য সকল শিষ্যের মত যাকোবও বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এই পৃথিবীতে খ্রীষ্ট কী করতে এসেছেন। তিনি রোম সাম্রাজ্যের পতন ও ইস্রায়েলের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখছিলেন। তবে আর যাহোক, তিনি যীশুর সাথে থাকতে ও তাঁকে অনুসরণ করতেই চেয়েছিলেন। তিনি সঠিক নেতার অধীনে নিজেকে রেখেছিলেন, যদিও তাঁর মতাদর্শ ছিল ভুল। তবে খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর তাঁর চোখ খুলে যায়।

যাকোব এবং যোহন তাঁদের সাহসিকতা ও নির্ভীক মনোভাবের কারণে বিখ্যাত ছিলেন। এ জন্য তাঁদেরকে *বোয়ানের্গিস* নামে ডাকা হত, যার অর্থ “বজ্রধ্বনির পুত্রেরা”। শিষ্যদের ভিতরে যাকোবই প্রথম সাক্ষ্যমর হন। রাজা হেরোদ আগ্রিপ্প ৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে শিরচ্ছেদ করে হত্যা করেন, খ্রিঃ ১২:১,২।

#### সাক্ষ্যমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ ১২ জন শিষ্যের একজন ছিলেন।
- ◆ প্রধান ৩ শিষ্যের একজন ছিলেন।
- ◆ ১২ জন শিষ্যের মধ্যে সর্বপ্রথম বিশ্বাসের জন্য সাক্ষ্যমর হন।

#### দুর্বলতা ও যে সব ভুল করেছেন:

- ◆ যাকোব নিজেকে বদমেজাজী (লুক ৯:৫৪) ও স্বার্থপর (মার্ক ১০:৩৭) বলে প্রমাণ করেছেন। দু'বারই তিনি ও তাঁর ভাই যোহন এক মনোভাব নিয়ে এক সাথে কথা বলেছেন।

#### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ যীশুকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে নিজের জীবন হারানো তেমন বড় কোন মূল্য নয়।

#### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ কোথায়: গালীল
- ◆ কাজ: জেলে, শিষ্য
- ◆ আত্মীয়-স্বজন: পিতা: সিবদীয়, মা: শালোমী, ভাই: যোহন
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: যীশু খ্রীষ্ট, পীলাত, হেরোদ আগ্রিপ্প।

মূল পদ: “পরে সিবদীয়ের দুই পুত্র, যাকোব ও যোহন, তাঁর কাছে এসে বললেন, গুরু, আমাদের বাসনা এই, আমরা আপনার কাছে যা যাচঞা করবো, আপনি তা আমাদের জন্য করুন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের বাসনা কি? তোমাদের জন্য আমি কি করবো? তাঁরা বললেন, আমাদেরকে এই বর দান করুন, যেন আপনি যখন মহিমা লাভ করবেন তখন আমরা এক জন আপনার ডান পাশে, আর এক জন বাম পাশে বসতে পারি।” (মার্ক ১০:৩৫-৩৭)

যাকোবের কথা সুসমাচারগুলোতে পাওয়া যায়। খ্রিঃ ১:১৩ ও ২:২ পদের তাঁর উল্লেখ আছে।



## লুক লিখিত সুসমাচারে অন্যতম চরিত্রগুলো

### লাসারের বোন মার্থা

মাখা নামের অর্থ তিজ্ঞতা। তিনি লাসার এবং মরিয়মের বড় বোন। তাঁরা এক সাথে বৈথনিয়া গ্রামে থাকতেন, লুক ১০:৩৮,৪০,৪১; যোহন ১১:১-৩৯। অনেকের মতে তিনি ছিলেন একজন বিধবা স্ত্রীলোক, সে কারণে তিনি তার ভাই লাসার এবং বোন মরিয়মকে সঙ্গে নিয়ে থাকতেন। এই তিনজনকে ঘিরে সুসমাচারের অন্যতম একটি গল্প হচ্ছে যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর শিষ্যদেরকে আপ্যায়ন করার ঘটনা। এই ঘটনার সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, অতিথিদের জন্য সবচেয়ে ভাল খাবার প্রস্তুত করার জন্য মার্থার অতি ব্যস্ততা এবং উদ্বিগ্নতা। অপরদিকে তাঁর বোন মরিয়ম আতিথ্যের চেয়ে খ্রীষ্টের কাছে বসে তাঁর শিক্ষা শোনার প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন। উপরন্তু কাজে সাহায্য না করার জন্য মার্থা মরিয়মের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টের কাছে অভিযোগ করেন। খ্রীষ্ট অত্যন্ত নম্রভাবে মার্থার ভুল দেখিয়ে দেন ও তাঁর করণীয় শিখিয়ে দেন।

এরপর আমরা দেখি ভাই লাসারের মৃত্যুতে শোকাভূত মার্থাকে। যীশু যখন লাসারের মৃত্যুর পর তাঁদের গ্রামে আসলেন, মার্থা তখন দৌড়ে তাঁর সাথে দেখা করতে যান এবং তাঁর অন্তরে আশা ও নিরাশার যে দ্বন্দ্ব খেলা করেছে তা প্রকাশ করেন। যীশু মার্থার ভেতরে আশা ও বিশ্বাসের অভাব দেখিয়ে দেন ও তাঁকে বিশ্বাসে সবল হতে বলেন। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরেই মার্থা আবারও বলে বলেন যে, চার দিনের মৃতদেহ নিশ্চয়ই পচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে গিয়ে মার্থা অনেক সময় মূল বিবেচ্য বিষয় থেকে দূরে সরে গেছেন। কিন্তু যীশু তাঁর প্রতি সব সময় ধৈর্যশীল থেকেছেন।

এরপর আমরা আবার মার্থাকে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের কাছে খাবার পরিবেশন করতে দেখি। মার্থা তাঁর আতিথেয়তা থেকে সরে আসেন নি, কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রে বলা হয়েছে এবার তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। ছোট বোনের মত তিনিও শিখেছিলেন যে, নীরব থাকা ও শ্রবণ করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনার সূচনা হয়।

#### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ একজন অতিথিপরায়ণ গৃহিণী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।
- ◆ যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করেছিলেন।
- ◆ সব কিছু অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করার প্রচেষ্টা ছিল।

#### দুর্বলতা ও যে সব ভুল করেছেন:

- ◆ তাঁর কাজগুলোকে সবাই বেশি গুরুত্ব দেবে বলে ভাবতেন।
- ◆ খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন।
- ◆ তাঁর প্রচেষ্টার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া না হলে অসন্তুষ্ট হতেন।
- ◆ জীবন দানের জন্য যীশু ক্ষমতায় সন্দেহ ছিল।

#### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আমাদের কাজের মূল উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ◆ যীশুর কথা শোনা ও তাঁর জন্য কাজ করার পৃথক উপযুক্ত সময় আছে।

#### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ কোথায়: বৈথনিয়া।
- ◆ আত্মীয়-স্বজন: বোন: মরিয়ম, ভাই: লাসার।

মূল পদ: “কিন্তু মার্থা পরিচর্যা বিষয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন; আর তিনি কাছে এসে বললেন, প্রভু, আপনি কি কিছু মনে করছেন না যে, আমার বোন পরিচার্যার ভার একা আমার উপরে ফেলে রেখেছে? অতএব ওকে বলে দিন যেন আমার সাহায্য করে।” (লুক ১০:৪০)

মার্থার কথা লুক ১০:৩৮-৪২ ও যোহন ১১:১৭-৪৫ পদে পাওয়া যায়।

লুক লিখিত সুসমাচারে অন্যতম চরিত্রগুলো

## শিমিয়োন ও হান্না

যোষেফ ও মরিয়ম যখন আট দিন বয়সী যীশুকে তুচ্ছের করানোর জন্য মন্দিরে নিয়ে যান, সেখানে তাঁরা দু'জন অপ্রত্যাশিত শুভাকাজক্ষীর দেখা পান। ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এই দুই ব্যক্তি খ্রীষ্টের জন্মের জন্য অধীর আগ্রহে তাদের সারাটা জীবন অপেক্ষা করেছেন— শিমিয়োন এবং মহিলা-ভাববাদী হান্না। উভয়েই যীশুকে শিশু অবস্থাতেই খ্রীষ্ট হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

শিমিয়োন ছিলেন একজন ধার্মিক ও ঈশ্বর-ভক্ত ব্যক্তি। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি মারা যাবার আগে সদাপ্রভুর প্রতিজ্ঞাত মশীহকে দেখতে পাবেন। যখন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা-মাতা ব্যবস্থা অনুসারে তাঁদের প্রথম সন্তানকে সদাপ্রভুর কাছে উৎসর্গ করার জন্য মন্দিরে আসেন, সে সময়ে শিমিয়োন তাঁকে কোলে নেন এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করেন। ধারণা করা হয় যে, তিনি সেনহেড্রিন মহাসভার সভাপতি এবং গমলীয়েলের পিতা ছিলেন, প্রেরিত ৫:৩৪-৪০। শিমিয়োনের দাদা রাজা দায়ূদের বংশের লোক ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে ১৩ খ্রীষ্টাব্দে সভাপতির পদে বসেন। তাঁর পায়ের কাছে বসে পৌল শিক্ষা পেয়ে বেড়ে ওঠেন।

মন্দিরে শিশু যীশুকে নিয়ে শিমিয়োনের প্রার্থনা ও প্রশংসা হান্নার দৃষ্টি কাড়ে। তিনি ছিলেন একজন মহিলা ভাববাদী। তাঁর বাবা ছিলেন পনূয়েল। বিয়ের সাত বছর পরে তাঁর স্বামী মারা যান এবং এরপর থেকেই তিনি বিধবা থাকাকালীন অবস্থায় প্রতিদিন মন্দিরে উপাসনা করতেন। চুরাশি বছর বয়সে তিনি প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টের দেখা পান ও তাঁর অন্তর দিয়ে তিনি ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসা করেন।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ উভয়েই ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টের আগমন সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস বজায় রেখেছিলেন।
- ◆ পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজের জন্য তাঁর প্রশংসা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি।
- ◆ উভয়েই তাঁদের বিশ্বাস ও বয়সের কর্তৃত্ব থেকে কথা বলেছেন।

### তাঁদের জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ত লোকদের মধ্যে কাউকে কাউকে তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও স্বচ্ছ ধারণা দিয়ে থাকেন।
- ◆ ইস্রায়েলে এমন অনেকেই ছিলেন, যারা মশীহকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন।
- ◆ বয়সে প্রবীণ হওয়ার কারণে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় একজন মানুষের কার্যকারিতা কমে যায় না।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ কোথায়: যিরূশালেম
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: যোষেফ, মরিয়ম, মহান হেরোদ।

মূল পদ: “আর দেখ, শিমিয়োন নামে এক ব্যক্তি যিরূশালেমে ছিলেন। তিনি ধার্মিক ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন এবং ইস্রায়েলের সাত্ত্বনার অপেক্ষা করছিলেন ও পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে ছিলেন। আর পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল যে, তিনি প্রভুর খ্রীষ্টকে দেখতে না পেলে মৃত্যু দেখবেন না। . . . তিনি (হান্না) ধর্মধাম থেকে প্রস্থান না করে উপবাস ও প্রার্থনা সহকারে রাত দিন উপাসনা করতেন।” (লুক ২:২৫,২৬,৩৭)

শিমিয়োন ও হান্নার কথা লুক ২:২১-৩৮ পদে পাওয়া যায়।

লুক লিখিত সুসমাচারে অন্যতম চরিত্রগুলো

## যিহূদা ইষ্কারিয়োট

যিহূদা ইষ্কারিয়োট ছিল শিমোনের পুত্র, যোহন ৬:৭১; ১৩:২,২৬। মথি, মার্ক, ও লুক লিখিত সুসমাচারে যীশু খ্রীষ্টের ১২ জন শিষ্যের তালিকায় তার নাম সব শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হিসাবে সে এই দলটির কোষাধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। যেহেতু তার কাছে টাকার থলি থাকত তাই সে সেখান থেকে টাকা চুরি করতো, যোহন ১২:৬। শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করার পর ধীরে ধীরে তার চরিত্রের মন্দ দিকটি প্রকাশ পায়, যোহন ১৩:২৭; সে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যোহন ১৮:৩। পরবর্তীতে সে অত্যন্ত দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে নিজের পাপ স্বীকার করে; পাপের বিনিময়ে যে অর্থ সে পেয়েছিল তা মন্দির মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে চলে যায় এবং গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে, মথি ২৭:৫; প্রেরিত ১:২৫। প্রেরিত ১:১৮ পদ অনুসারে প্রথমে সে হিল্লোম উপত্যকায় একটি গাছের ডালে ঝুলে আত্মহত্যা করে এবং সেই ডাল ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গিয়ে তার পেট ফেটে নাড়িভুঁড়ি বেড়িয়ে আসে, মথি ২৭:৫। কেন এমন একজন মানুষকে যীশু খ্রীষ্ট শিষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রে এই কথা লেখা আছে: “যীশু খ্রীষ্ট আগে থেকেই জানতেন কে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে,” যোহন ৬:৬৪।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ♦ বারোজন শিষ্যের সঙ্গে যীশু খ্রীষ্ট তাকেও বেছে নেন। সে একমাত্র শিষ্য যে গালিলীয় ছিল না।
- ♦ সে শিষ্য দলের টাকা-পয়সা রাখবার দায়িত্ব পালন করতো।
- ♦ প্রভু যীশুকে ধরিয়ে দিয়ে সে যে মন্দ কাজ করেছে তা সে বুঝতে পেরেছিল।

### দুর্বলতা ও যে সব ভুল করেছে:

- ♦ সে লোভী ছিল (যোহন ১২:৬)।
- ♦ সে যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।
- ♦ সে পাপ করে ক্ষমা না চেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

### তার জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ♦ মন্দ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য শয়তানকে সুযোগ করে দেয় আমাদেরকে তার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য।
- ♦ মন্দ কাজের পরিণতি খুবই ভয়ংকর হয়, এমন কি, একটুখানি ভুল ও মন্দ কাজ খুবই ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।
- ♦ ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য কোন নিকৃষ্ট ঘটনার মধ্য দিয়েও কাজ করে থাকে।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ♦ কোথায়: খুব সম্ভবত করিয়োৎ গ্রাম
- ♦ কাজ: যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য
- ♦ আত্মীয়-স্বজন: পিতা: শিমিয়োন
- ♦ সমসাময়িক যারা ছিলেন: যীশু খ্রীষ্ট, বাপ্তিস্মদাতা যোহন, পীলাত ও যীশু খ্রীষ্টের অন্য শিষ্যগণ।

মূল পদ: “আর শয়তান ঈষ্কারিয়োটীয় যিহূদা, বারো জনের এক জন, তার ভিতরে প্রবেশ করলো। তখন সে গিয়ে কিভাবে যীশুকে তাদের হাতে তুলে দিতে পারবে সেই ব্যাপারে প্রধান পুরোহিতদের ও সেনাপতিদের সঙ্গে কথাবার্তা বললো।” (লুক ২২:৩,৪)

সুসমাচারগুলোর মধ্যে যিহূদা ইষ্কারিয়োটের কথা পাওয়া যায়। এছাড়া প্রেরিত পুস্তকের ১:১৮, ১৯ পদে তার বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়।

লুক লিখিত সুসমাচারে প্রভু যীশুর সময়কার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো

## বৈৎলেহম নগর

বৈৎলেহম নামটির অর্থ রুটির গৃহ। যিহূদিয়ার একটি পর্বতময় নগর। যাকোবের সময়ে এটিকে ইফ্রাথ বলা হত, আদিপুস্তক ৩৫:১৬,১৯; ৪৮:৭; রূত ৪:১১। কনান দেশ দখলের পর ‘সবূলুন-এর বৈৎলেহম’ থেকে আলাদা করবার জন্য এর নতুন নামকরণ করা হয় ‘যিহূদিয়ার বৈৎলেহম’, রূত ১:১। এটি যিগ্গহের পরে ইস্রায়েলের শাসনকর্তা ইব্‌সনের নিজের গ্রাম, বিচার ১২:৮-৯। এটিকে বলা হয়েছে বৈৎ-লেহেম ইফ্রাথা, মিকা ৫:২; এবং বৈৎ-লেহেম যিহূদা, ১ শমূ ১৭:১২; নতুন নিয়মের সময় এটি ‘দায়ূদ নগর’ হিসেবে পরিচিতি পায়, লুক ২:৪,১১। পবিত্র শাস্ত্রে এটিকে এমন স্থান হিসেবে বর্ণনা করা আছে যেখানে রাহেল মারা যান এবং তাঁকে পথের পাশে কবর দেওয়া হয়, আদি ৪৮:৭। উপত্যকার পূর্ব দিকটা হল মোয়াবীয় রুতের দেশ। সেখানকার শস্য ক্ষেতেই তিনি শস্য কুড়িয়েছিলেন এবং এই সেই পথ যেখান দিয়ে নয়মী শহরে ফিরতেন। এটি সেই স্থান যেখানে দায়ূদের জন্ম হয় এবং যেখানে তাঁকে ভাববাদী শমূয়েল রাজা হিসেবে অভিষেক করেন, ১ শমূ ১৬:৪-১৩। এই বৈৎলেহমেই অদুল্লমের গুহায় লুকিয়ে থাকার সময় তাঁর তিনজন বীর নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তাঁর জন্য বৈৎলেহমের কূপ থেকে জল এনেছিল, ২ শমূ ২৩:১৩-১৭। কিন্তু এই স্থানটি যে কারণে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য তা হল যীশু খ্রীষ্ট এই নগরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, মথি ২:৬; মীখা ৫:২। যীশুর জন্মের পর রাজা হেরোদ যখন জানতে পারলেন যে, তিনি পণ্ডিতদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন, তখন যিরূশালেমের ২ বছর ও তার কম বয়সী সকল ছেলে শিশুদের হত্যা করান, মথি ২:১৬,১৮; যির ৩১:১৫। বৈৎলেহমের বর্তমান নাম হচ্ছে বীৎ-লাহাম, অর্থাৎ মাংসের ঘর। এটি যিরূশালেম থেকে ৫ মাইল দক্ষিণে, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৫৫৫০ ফুট উঁচুতে অর্থাৎ যিরূশালেম থেকে ১০০ ফুট বেশি উঁচু স্থানে অবস্থিত। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩০ অব্দে মহান রোমীয় সম্রাট কনষ্টানটাইনের দ্বারা স্থাপিত একটি মণ্ডলী এখনও সেখানে রয়েছে, যার নাম “দি চার্চ অব নেটিভিটি”। এটিকে গুহা বা কবরও বলা হয়ে থাকে। যীশু খ্রীষ্ট এই স্থানে জন্মগ্রহণ করার কারণে অনেকে এটিকে গোশালাও বলে থাকেন। সম্ভবত বিশ্বের মধ্যে এটিই সবচেয়ে পুরাতন মণ্ডলী। এর কাছে আর একটি গুহা রয়েছে। ধারণা করা হয় যে, মধ্যযুগীয় মণ্ডলীর একজন পৃষ্ঠপোষক যেরোম এই গুহায় থেকে ল্যাটিন ভাষায় পবিত্র বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন।

লুক লিখিত সুসমাচারে প্রভু যীশুর সময়কার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো

## যিরীহো নগরী

যিরীহো নামের অর্থ হল সুগন্ধি স্থান। যর্দনের সমভূমিতে অবস্থিত একটি সুরক্ষিত শহর, এর সামনে দিয়ে ইস্রায়েলরা যর্দন নদী পার হয়, যিহো ৩:১৬। শহরটি “আইন-আস-সুলতান” বা “ইলিশায়ের বার্গার” কাছে এবং যর্দন থেকে প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, ২ রাজা ২:১৯-২২। এটি ছিল যর্দন উপত্যকায় পশ্চিম ইস্রায়েলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং কনান দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ শহর, গণনা ২২:১; ৩৪:১৫। ইস্রায়েলীয়রা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এই শহর দখল করে, যিহো ৬ অধ্যায়। এটি ছিল “অভিশপ্ত” শহর, ইব্রীয় সমাজের সর্বাধিক ঘৃণিত এবং সদাপ্রভুর কাছে বর্জিত ব্যক্তি বা বস্তু ছিল এই শহরে। সে কারণে এ শহরের সকল অধিবাসী এবং সমস্ত বস্তু ধ্বংস করে ফেলা হয়, যিহো ৬:১৭; লেবীয় ২৭:২৮, ২৯; দ্বি.বি. ১৩:১৬। শুধুমাত্র রূপা, সোনা, পিতল এবং লোহার পাত্রগুলো সংরক্ষণ করে যিহোবার গৃহের ভাঙারে রাখা হয়, যিহো ৬:২৪; গণনা ৩১:২২, ২৩, ৫০-৫৪। গুপ্তচরদের শপথ অনুসারে শুধুমাত্র রাহব এবং তার পিতার পরিবারস্থ সকল ব্যক্তি এবং বস্তুকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়, যিহো ২:১৪।

অদোনীষেদক একটি পোড়ামাটির ফলকে লিখে মিশরের রাজাকে জানান যে, “আবিগি” অর্থাৎ ইব্রীয়রা জয় লাভ করেছে এবং যিরীহোর দুর্গগুলো দখল করে রাজার ভূমি সকল লুট করেছে। সম্ভবত এ ঘটনার পূর্বেই ইস্রায়েল থেকে মিশরীয় সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হয়। শহরটি বিন্যামীন বংশকে দেওয়া হয় এবং বিচারকত্বকগণের আমলে সেখানে লোকবসতি ছিল, যিহো ১৮:২১; বিচার ৩:১৩; ২ শমু ১০:৫। দায়ূদের সময়ের আগ পর্যন্ত যিরীহোর কথা আর উল্লেখ করা হয়নি, ২ শমু ১০:৫। সরলবাবিলের অধীনে যারা বন্দীদশা থেকে ফিরে আসে তাদের মধ্যে “যিরীহোর সন্তানেরা” ছিল, ইস্রা ২:৩৪; নহি ৭:৩৬। হীয়েলের সহযোগিতায় বৈথেলীয়রা এটিকে পুনরায় আরও সুরক্ষিত শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে, ১ রাজা ১৬:৩৪। কিন্তু এই পুনর্নির্মাণ কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হীয়েলের সকল সন্তান একে একে মারা যায়।

নতুন নিয়মের সময়কালে যিরীহো তার পুরানো অবস্থান থেকে কিছুটা দক্ষিণ-পূর্বে এবং আখোর উপত্যকার প্রবেশ পথের কাছে অবস্থিত ছিল। সে সময় এটি ছিল একটি ধনী এবং সমৃদ্ধশালী শহর। এটি ব্যবসায়িকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং সমতল ভূমির চারদিকে বিস্তৃত খেজুর গাছের জন্য বিখ্যাত ছিল। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শেষ যিরূশালেম যাত্রার সময় এই স্থান দিয়ে যান। এখানে তিনি দু’জন অন্ধ লোককে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন, মথি ২০:২৯-৩৪; মার্ক ১০:৪৬-৫২; সকেয় নামে একজন কর আদায়কারীর গৃহে পরিত্রাণ নিয়ে আসেন, লুক ১৯:২-১০।

এর-রিহা একটি ছোট গ্রাম, যা আধুনিক যিরীহোর প্রতিনিধিত্ব করছে, এটি যিরীহো থেকে দুই মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত। ১৮৪০ সালে তুর্কিদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে এটি এখন ভগ্ন অবস্থায় আছে। যে উপত্যকার মাঝে প্রাচীন শহরটির অবস্থান, তার মাটি অত্যন্ত উর্বর, সেখানে সেচের জন্য পর্যাপ্ত জল আছে এবং অসংখ্য পুরানো জল প্রবাহের নালা আছে যা এখনো প্রায় নিখুঁত। তা সত্ত্বেও এখানকার সমস্ত সমভূমি পতিত এবং জনমানব শূন্য, কারণ যিরীহোর জলবায়ু অত্যন্ত গরম এবং অস্বাস্থ্যকর। এর কারণ হচ্ছে সমভূমিটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক নিচে, প্রায় ১২০০ ফুট নিচে অবস্থিত। তিনটি পৃথক যিরীহোর সন্ধান পাওয়া যায়: যিহোশূয়ের যিরীহো, রাজা হেরোদের যিরীহো এবং জিহাদের যিরীহো। এর-রিহা অর্থাৎ আধুনিক যিরীহো ক্রুসেডের সময় থেকেই বিদ্যমান ছিল।

লুক লিখিত সুসমাচারে প্রভু যীশুর সময়কার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো

## যিরুশালেম নগরী

যিরুশালেম শহরটি শালেম, অরীয়েল এবং যিবুষ নামে পরিচিত শহর, যাকে ঈশ্বরের শহর ও পবিত্র শহরও বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে নামটির অর্থ “শান্তির শোভাযাত্রা” বা “শান্তির ভিত্তি”। এই দ্বৈত রূপ সম্ভবত সেই দুই পর্বতকে নির্দেশ করে যার উপরে এই শহরটি অবস্থিত, অর্থাৎ সিয়োন এবং মোরিয়া। কারো কারো মতে শহরটির দুইটি অংশ: উপরের শহর এবং নিচের শহর। যিরুশালেম একটি সুরক্ষিত পাহাড়ী শহর। এটি ইস্রায়েল দেশের সর্বোচ্চ সমতলভূমির প্রান্তে অবস্থিত এবং দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে গভীর এবং অত্যন্ত খাড়া সঙ্কীর্ণ উপত্যকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। পবিত্র বাইবেলে প্রথমে একে ‘শালেম’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে, আদি ১৪:১৮; গীত ৭৬:২। যখন একে প্রথম যিরুশালেম হিসেবে উল্লেখ করা হয় তখন যিরুশালেমের রাজা ছিলেন অদোনী-ষেদক, যিহো ১০:১। যিহোশূয়ের মৃত্যুর পরে এই শহরটি দখল হয়ে যায় এবং যিহুদিয়ার লোকেরা এটিকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়, বিচার ১:১-৮; কিন্তু যিবূষীয়রা এখান থেকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হয়নি। দাযূদ গলিয়তের মাথা যিরুশালেমে নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত এই শহরের কথা আর উল্লেখ করা হয় নি, ১ শমূ ১৭:৫৪। দাযূদ পরবর্তীতে যিরুশালেমের প্রাচীরের ভিতরে বসবাসরত অবশিষ্ট যিবূষীয়দের বিরুদ্ধে তাঁর সৈন্যদলের নেতৃত্ব দেন এবং তাদেরকে বিতাড়িত করেন, সিয়োনে তাঁর নিজের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে তিনি এর নাম দেন “দাযূদ শহর,” ২ শমূ ৫:৫-৯; ১ বংশা ১১:৪-৮।

দাযূদের মৃত্যুর পর শলোমন সেই মন্দির নির্মাণ করলেন, যা মোরিয়া পর্বতে ঈশ্বরের নামে নির্মিত গৃহ (খ্রীষ্টপূর্ব ১০১০)। তিনি সেই শহর অত্যন্ত সুরক্ষিত করে সাজান এবং এটি ইস্রায়েলের সমস্ত সামাজিক এবং ধর্মীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে এটি প্রায়ই মিশরীয়, আশেরীয় এবং ইস্রায়েলের রাজাদের দ্বারা বেদখল হয়। শেষ পর্যন্ত ইস্রায়েলের ভীষণ পাপের ফলে বাবিলের রাজা নবুখদনিৎসর শহরটি আক্রমণ করে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৮)। শহরটি পুনঃস্থাপন করা হয় ৫৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কোরসের প্রথম বছরে, ইস্রা ১:২,৩,৫-১১। ইস্রার এবং নহিমিয়ার পুস্তকে সেই শহর এবং মন্দির পুনর্নির্মাণের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে।

এর পর অনেক সময় পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে শহরটি পারস্যের অধীনে, গ্রীক সাম্রাজ্যের অধীনে, যিহুদী শাসনকর্তাদের অধীনে শাসিত হয়। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের আগে থেকেই রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে এটি হেরোদ এবং তাঁর পরিবার কর্তৃক শাসিত হয়। মহান হেরোদ (রাজত্বকাল খ্রী.পূ. ৩৭-৪) মন্দির এবং এর চারপাশের দেয়াল পুনর্নির্মাণ করেছিলেন, তৈরি করেছিলেন রঙ্গমঞ্চ, রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ও একটি হিপ্পোড্রোম (স্টেডিয়াম) ঘোড়া ও রথের দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য। তিনি নগরটিতে স্থাপত্যকলার উৎকর্ষতা সাধন করেছিলেন এবং এতে রোমান কৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছিল।

প্রকৃতপক্ষে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরুশালেমের পতনের পূর্ব পর্যন্ত এটি রোমের অধীনে ছিল এবং এরপর যীশু খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সেই শহরটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। পরবর্তীতে মধ্যযুগে সেই প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষের উপর আধুনিক যিরুশালেম শহর নির্মিত হয়।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

### উৎসর্গ

**১** প্রথম থেকে যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং বাক্যের সেবা করে এসেছেন, তাঁরা আমাদের কাছে সবকিছু যেমন জানিয়েছেন, <sup>২</sup> সেই অনুসারে অনেকেই আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে গৃহীত বিষয়াবলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেছেন, <sup>৩</sup> সেজন্য আমিও প্রথম থেকে সমস্ত বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করেছি বলে, হে মহামহিম থিয়ফিল, আপনাকে সুবিন্যস্ত একটি বিবরণ লেখা ভাল মনে করলাম; <sup>৪</sup> যেন, আপনি যেসব বিষয় শিক্ষা পেয়েছেন, সেসব সত্যি কি না তা জানতে পারেন।

### বাপ্টিস্মদাতা যোহনের ভবিষ্যদ্বাণী

<sup>৫</sup> যিহূদিয়ার রাজা হেরোদের সময়ে অবিয়ের পালার মধ্যে সখরিয় নামে এক জন পুরোহিত ছিলেন; তাঁর স্ত্রী হারোণ-বংশীয়া, তাঁর নাম ইলীশাবেৎ। <sup>৬</sup> তাঁরা দু'জন ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক ছিলেন, প্রভুর সমস্ত আদেশ ও নিয়ম অনুসারে নির্দোষভাবে চলতেন।

[১:২] মার্ক ১:১; যোহন ১:২৭; প্রেরি ১:২১, ২২; [১:২] ইব্রী ২:৩; ১পিত ৫:১; ২পিত ১:১৬; ১যোহন ১:১; [১:২] দে: মার্ক ৪:১৪; [১:৩] প্রেরি ১১:৪; [১:৩] প্রেরি ২৪:৩; ২৬:২৫; [১:৩] প্রেরি ১:১; [১:৪] যোহন ২০:৩১; প্রেরি ২:৪২; [১:৫] মথি ২:১; [১:৫] ১বংশা ২৪:১০; [১:৬] আদি ৬:৯; দ্বি:বি ৫:৩৩; ১রাজা ৯:৪; লুক ২:২৫;

**১:১ স্বচক্ষে দেখেছেন এবং বাক্যের সেবা করে এসেছেন।** লুক যদিও প্রত্যক্ষদর্শী নন, তথাপি তিনি তাদের থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন যারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার ব্রত নিয়ে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন। প্রৈরিতিক প্রচার ও যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ তাঁর জন্য সহজলভ্য ছিল।

**১:২ সম্পূর্ণভাবে গৃহীত বিষয়াবলীর বিবরণ।** পুরাতন নিয়মে যেসব বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তার মধ্যে যেগুলো এখন পুরোপুরি সম্পাদিত হয়েছে।

**১:৩ সবিশেষ অনুসন্ধান করেছি বলে।** ঐতিহাসিক পুঙ্খানুপুঙ্খতায় লুকের বৃত্তান্ত সঠিক, কারণ তা প্রত্যেক দিক থেকে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা মানবীয় প্রচেষ্টাকে বাতিল করে না। বিবরণটি সম্পূর্ণ, যা যীশু খ্রীষ্টের পার্থিব জীবনের আরম্ভ থেকে শুরু করা হয়েছে। তিনি ঘটনার তথ্যসমূহকে সুস্জলভাবে ও অর্থপূর্ণভাবে সাজিয়েছেন।

**মহামহিম।** পৌল গর্ভনর ফিলিপ্স (প্রেরিত ২৪:৩) এবং ফিষ্টের (প্রেরিত ২৬:২৫) জন্য এ

সম্মানজনক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

**থিয়ফিল।** ভূমিকা দেখুন।

**১:৪ সত্যি কি না তা জানতে পারেন।** যোহন লিখিত সুসমাচারের উদ্দেশ্য (যোহন ২০:৩১) তুলনা করুন।

**১:৫ যিহূদিয়ার রাজা হেরোদ।** মহান হেরোদ ৩৭-৪ খ্রীষ্টপূর্ব সময়কালে শাসন করেছেন এবং তাঁর রাজ্যে সামেরিয়া, গালীলী, পেরিয়া ও সিরিয়ার অনেক অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল (মথি ২:১ পদের নোট দেখুন)। যে সময়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে তা সম্ভবত ৭-৬ খ্রীষ্টপূর্ব।

**সখরিয় ... ইলীশাবেত।** বাপ্টিস্মদাতা যোহনের পিতা-মাতা; উভয়ে হারোণের পুরোহিতীয় বংশ থেকে এসেছেন।

**অবিয়ের পালা।** রাজা দায়ূদের সময় পুরোহিতদেরকে ২৪টি ভাগে সংগঠিত করা হয়েছিল এবং অবিয়া ছিলেন এদের একটি ভাগের নেতা (নহি ১২:১২; ১ বংশা ২৪:১০)।

**১:৬ ধার্মিক ... নির্দোষভাবে চলতেন।** তারা পাপবিহীন নন, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ পালনে বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ ছিলেন। শিমিয়োন (২:২৫) ও যোষেফকেও (মথি ১:১৯) এ ধরনের বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

<sup>৭</sup> তাঁদের কোন সন্তান ছিল না, কেননা ইলীশাবেৎ বন্ধ্যা ছিলেন এবং দু'জনেরই অনেক বয়স হয়েছিল।

<sup>৮</sup> একদিন যখন সখরিয় নিজের পালা অনুসারে ঈশ্বরের সাক্ষাতে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করছিলেন, <sup>৯</sup> তখন পুরোহিত কাজের প্রথা অনুসারে গুলিবাঁট ক্রমে তাঁকে প্রভুর পবিত্র স্থানে প্রবেশ করে ধূপ জ্বালাতে হল। <sup>১০</sup> সেই ধূপ জ্বালাবার সময়ে সমস্ত লোক বাইরে থেকে প্রার্থনা করছিল। <sup>১১</sup> তখন প্রভুর এক জন দূত ধূপবেদির ডান পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে দর্শন দিলেন। <sup>১২</sup> তাঁকে দেখে সখরিয়ের মন অস্থির হয়ে উঠলো, ভীষণ ভয় তাঁকে পেয়ে বসলো। <sup>১৩</sup> কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, সখরিয়, ভয় করো না, কেননা তোমার বিনতি গ্রাহ্য হয়েছে, তোমার স্ত্রী ইলীশাবেৎ তোমার জন্য পুত্র প্রসব করবেন ও তুমি তার নাম

[১:৮] ১বংশা ২৪:১৯; ২বংশা ৮:১৪; [১:৯] প্রেরি ১:২৬; [১:৯] যাত্রা ৩০:৭, ৮; ১বংশা ২৩:১৩; ২বংশা ২৯:১১; গীত ১৪১:২; [১:১০] লেবী ১৬:১৭; [১:১১] দে: প্রেরি ৫:১৯; [১:১১] যাত্রা ৩০:১-১০; [১:১২] কাজী ৬:২২, ২৩; ১৩:২২; [১:১৩] পদ: ৩০; দে: মথি ১৪:২৭; [১:১৩] পদ: ৬০, ৬৩; দে: মথি ৩:১;

১:৭ সন্তান ছিল না। ২৫ পদের নোট দেখুন। একজন যিহুদী নারীর জন্য নিঃসন্তান হওয়া মহা নিন্দার বিষয় ছিল (১:২৫; আদি ৩০:২৩) এবং মাঝে মাঝে তা পাপের শাস্তি বলে ধরা হত। কিন্তু ৬ পদ আমাদেরকে ভিন্ন কথা বলে; প্রকৃতপক্ষে বন্ধ্যা নারীর সন্তানের জন্ম হওয়া অনেক সময় মানুষের জন্য মহা অনুগ্রহের নিদর্শন (উদাহরণ, ইসহাক, গিদিয়োন ও শমুয়েল)।

১:৮ নিজের পালা অনুসারে। লেবীয়দের বৃহৎ পুরোহিতীয় বংশকে চব্বিশটি উপ-বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল, অবিয়ের বংশ (পদ ৫) ছিল তার মধ্যে অষ্টম বংশ (১ বংশা ২৪:১০)। বছরে দু'সপ্তাহের জন্য প্রত্যেকটি বিভাগ মন্দিরে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতো, তাই অনেক পুরোহিত বছরের বাকি সময় ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে যিরূশালেম থেকে দূরে কোথাও কাটাতেন (পদ ২৩)।

১:৯ ধূপ জ্বালাতে হল। পুরোহিতদের প্রধান কর্তব্যের একটি হচ্ছে মহাপবিত্র স্থানের সামনের ধূপ বেদিতে ধূপ প্রজ্জ্বলিত রাখা। তিনি সকালের উৎসর্গের পূর্বে আবার সাক্ষ্যকালীন উৎসর্গের পরে মহাপবিত্র স্থানের সামনে ধূপ জ্বালাবেন (যাত্রা ৩০:৬-৮)। স্বাভাবিকভাবে একজন পুরোহিত এই সুযোগ খুব কমই লাভ

করতেন এবং অনেকে কখনোই সে সুযোগ পেতেন না, যেহেতু এই দায়িত্বটি গুলিবাঁট দ্বারা নির্ধারণ করা হত। গুলিবাঁটের গুলি সচরাচর ছোট পাথর বা কাঠের টুকরা দিয়ে তৈরি হত। মাঝে মাঝে তীর ব্যবহার করা হত (ইস্রা ২১:২১; নহি ১১:১)। কাপড়ের ভাঁজে কয়েকটি নুড়ি পাথর বা কাঠের টুকরো রেখে নেড়ে-চেড়ে মাটিতে ফেলা হত এবং যে পাশটি উপরের দিকে মুখ করে থাকতো তার ভিত্তিতে পুরোহিত নির্ধারণ করা হত। এটি কোন সম্ভাব্যতা বিচার নয়, বরং ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানার একটি উপায় (উপদেশক ১৬:৩৩; যোনা ১:৭; প্রেরিত ১:২৬)।

১:১১ প্রভুর এক জন দূত। ১৯ পদ দেখুন।

ধূপবেদির ডান পাশে। দক্ষিণ দিকে, কারণ ধূপবেদিটি পূর্বমুখী ছিল।

১:১২ ভয়। স্বর্গদূতদের দর্শন পাওয়ার পর সাধারণ প্রতিক্রিয়া, যেরূপ গিদিয়োন (বিচার ৬:২২-২৩) এবং মানোহ (বিচার ১৩:২২)-এর ক্ষেত্রে হয়েছিল।

১:১৩ ভয় করো না। নিশ্চয়তা প্রদানের এই কথা পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মে অনেকবার দেওয়া হয়েছে (লুক ১:৩০; ২:১০; ৫:১০; ৮:৫০; ১২:৭; আদি ১৫:১; ২১:১৭; ২৬:২৪; দ্বি.বি. ১:২১; যিহোশূয় ৮:১)।



## লুক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

যোহন রাখবে। <sup>১৪</sup> আর তোমার আনন্দ ও উল্লাস হবে এবং তার জন্মে অনেকে আনন্দিত হবে। <sup>১৫</sup> কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান হবে এবং আগুর-রস বা সুরা কিছুই পান করবে না; আর সে মায়ের গর্ভ থেকেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবে; <sup>১৬</sup> এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে অনেককে তাদের ঈশ্বর প্রভুর প্রতি ফিরাবে। <sup>১৭</sup> সে তাঁর সম্মুখে এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে গমন করবে, যেন পিতাদের অন্তর সন্তানদের প্রতি ও অবাধ্যদেরকে ধার্মিকদের বিজ্ঞতায় চলবার জন্য ফিরাতে পারে, প্রভুর জন্য সুসজ্জিত এক দল লোককে প্রস্তুত করতে পারে। <sup>১৮</sup> তখন সখরিয় দূতকে বললেন, কেমন করে আমি তা জানতে পারব? কেননা আমি বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রীও অনেক বয়স হয়েছে। <sup>১৯</sup> দূত উত্তরে তাঁকে বললেন, আমি গাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকি, তোমার সঙ্গে কথা বলবার ও তোমাকে এসব

[১:১৪] পদ: ৫৮; [১:১৫] গণনা ৬:৩; লেবী ১০:৯; কাজী ১৩:৪; লুক ৭:৩৩; [১:১৫] পদ: ৪১, ৬৭; শ্রেণি ২:৪; ৪:৮, ৩১; ৬:৩, ৫; ৯:১৭; ১১:২৪; ইফি ৫:১৮; দে: শ্রেণি ১০:৪৪; [১:১৫] যির ১:৫; গালা ১:১৫; [১:১৭] পদ: ৭৬; [১:১৭] দে: মথি ১১:১৪; [১:১৭] মালা ৪:৫, ৬; [১:১৭] দে: মথি ৩:৩; [১:১৮] আদি ১৫:৮; [১:১৮] পদ: ৩৪; আদি ১৭:১৭; [১:১৯] পদ: ২৬; দানি ৮:১৬; ৯:২১;

যোহন। নামটির হিব্রু বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে, ‘সদাপ্রভু অনুগ্রহশীল’। যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের মুখবন্ধ হিসেবে লুক বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্মের কাহিনী সম্পৃক্ত করেন। সুসমাচারের মূল কাহিনীটির প্রারম্ভেই খ্রীষ্টের অগ্রদূতের জন্মের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন, যিনি প্রভুর আগমনের জন্য লোকদের প্রস্তুত করবেন (১:১৬, ৭৬)। পুরাতন নিয়মের এই সকল ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, আর তারই পূর্ণতা আমরা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। লেখক এখানে ভাববাদী বাপ্তিস্মদাতা যোহনের আগমন ঘোষণা করেছেন অত্যন্ত গৌরব ও মহিমার সাথে, কারণ বাপ্তিস্মদাতা যোহন সেই সময়কার লোকদের মধ্যে সবচেয়ে মহান মানুষ (৭:২৮)। তাঁর পিতা-মাতা সেই যুগের অন্যতম ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতা সখরিয় পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করার সময়েই স্বর্গদূতের কাছ থেকে দর্শনের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর প্রার্থনার উত্তর হিসেবে তাঁর পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন। সেই সন্তান মানুষের জন্য আনন্দ বয়ে আনবে নতুন এলিয় হিসেবে তাঁর ভূমিকার মধ্য দিয়ে (মালাখি ৪:৫)।

**১:১৪ আনন্দ ও উল্লাস।** প্রারম্ভিক অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (১:১৪, ৪৪, ৪৭, ৫৮; ২:১০)।

**১:১৫ আগুর-রস বা সুরা।** সম্ভবত বাপ্তিস্মদাতা

যোহন আসক্তিজনক পানীয় থেকে বিরত থাকার নাসরীয় ব্রতের অধীনে ছিলেন (গণনা ৬:১-৪)। যদি তা হয়, তিনি ছিলেন একজন জীবনব্যাপী নাসরীয়, যেক্ষেপ ছিলেন শিমিয়োন (বিচার ১৩:৪-৭) এবং শমুয়েল (১ শমু ১:১১)।

**১:১৭ এলিয়।** বাপ্তিস্মদাতা যোহন মাৎসিক আকারে প্রত্যাবর্তনকারী এলিয় নন (যোহন ১:২১), কিন্তু তিনি পুরাতন নিয়মের মন পরিবর্তনের প্রচারকারীর মত কাজ করেছেন এবং সে কারণেই তিনি মালাখি ৪:৫-৬ পদের পূর্ণতা সাধনকারী (মথি ১১:১৪; ১৭:১০-১৩)। যেন পিতাদের অন্তর সন্তানদের প্রতি। মালাখি ৪:৬ পদ দেখুন।

**প্রভুর জন্য সুসজ্জিত এক দল লোক।** বাপ্তিস্মদাতা যোহন যিশাইয় ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা সাধন করতে সাহায্য করেছিলেন (যিশা ৪০:৩-৫), যেক্ষেপ লুক ৩:৪-৬ পদে দেখা যায়।

**১:১৮ কেমন করে আমি তা জানতে পারব?** অব্রাহাম (আদি ১৫:৮), গিদিয়োন (বিচার ৬:১৭) এবং হিষ্কিয়ের (২ রাজা ২০:৮) মত সখরিয় একটি চিহ্ন চাইলেন (১ করি ১:২২ পদের সাথে তুলনা করুন)।

**১:১৯ গাব্রিয়েল।** নামটি অর্থ “ঈশ্বর আমার প্রভু” বা “ঈশ্বরের শক্তিমান লোক” হতে পারে। পবিত্র শাস্ত্রে কেবলমাত্র দু’জন স্বর্গদূতের

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

বিষয়ের সুখবর দেবার জন্য প্রেরিত হয়েছি। <sup>২০</sup> আর দেখ, এসব যেদিন ঘটবে, সেদিন পর্যন্ত তুমি নীরব থাকবে, কথা বলতে পারবে না; যেহেতু আমার এই সকল বাক্য যা যথাসময়ে সফল হবে, তাতে তুমি বিশ্বাস করলে না।

<sup>২১</sup> আর লোকেরা সখরিয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল এবং মন্দিরের মধ্যে তাঁর বিলম্ব হওয়াতে তারা আশ্চর্য জ্ঞান করতে লাগল। <sup>২২</sup> পরে তিনি বাইরে এসে তাদের কাছে কথা বলতে পারলেন না; তখন তারা বুঝলো যে, মন্দিরের মধ্যে তিনি কোন দর্শন পেয়েছেন; আর তিনি তাদের কাছে নানা সঙ্কেত করতে থাকলেন এবং বোবা হয়ে রইলেন। <sup>২৩</sup> পরে তাঁর উপাসনার সময় পূর্ণ হলে তিনি নিজের বাড়িতে চলে গেলেন।

<sup>২৪</sup> এই সময়ের পরে তাঁর স্ত্রী ইলীশাবেৎ গর্ভবতী হলেন; আর তিনি পাঁচ মাস নিজেকে সঙ্গোপনে রাখলেন, বললেন, <sup>২৫</sup> লোকদের মধ্যে আমার অপযশ খণ্ডবার জন্য এই সময়ে দৃষ্টিপাত করে প্রভু আমার প্রতি এরকম ব্যবহার করেছেন।

#### যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী

<sup>২৬</sup> পরে ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বরের কাছ থেকে গালীল দেশের নাসরত নামক নগরে এক জন কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন, <sup>২৭</sup> তিনি দায়ূদ-কুলের যোষেফ নামক এক

[১:২০] যাত্রা ৪:১১; ইহি ৩:২৬; [১:২২] পদ: ৬২; [১:২৫] আদি ৩০:২৩; যিশা ৪:১; [১:২৬] দে: পদ: ১৯; [১:২৬] দে: মথি ২:২৩; [১:২৭] মথি ১:১৬, ১৮, ২০; লুক ২:৪;

নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁরা হচ্ছেন গাব্রিয়েল (দানি ৮:১৬; ৯:২১) এবং মিখাইল (দানি ১০:১৩,২১; যিহূদা ৯; প্রকা ১২:৭)।

**১:২১ লোকেরা সখরিয়ের অপেক্ষা করছিল।** তারা অপেক্ষা করছিল যেন সখরিয় পবিত্র স্থান থেকে বেরিয়ে এসে তাদের উদ্দেশে আশীর্বচন উচ্চারণ করতে পারেন, যে আশীর্বচন হরোণ ইস্রায়েলীয়দের জন্য উচ্চারণ করতেন (গণনা ৬:২৪-২৬)।

**১:২৩ তাঁর উপাসনার সময়।** প্রত্যেক পুরোহিত প্রতি ছয় মাসে একবার এক সপ্তাহের উপাসনা চালানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকতেন।

**নিজের গৃহে।** পদ ৩৯ দেখুন।

**১:২৪ নিজেকে সঙ্গোপনে রাখলেন।** সদাপ্রভু যে তাঁর বক্ষ্যাত্ম দূর করেছেন সেই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

**১:২৫ লোকদের মধ্যে ... অপযশ খণ্ডবার জন্য ... প্রভু আমার প্রতি...** কেবলমাত্র সন্তানের অভাব ব্যক্তিগত সুখ থেকে পিতা-মাতাদেরকে বঞ্চিত করে না, কিন্তু তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সাধারণভাবে এটিকে স্বর্গীয় অভিশাপ

বিবেচনা করা হত এবং সমাজে তা নিন্দার বিষয় ছিল (আদি ১৬:২ পদে সারা; ২৫:২১ পদে রিবকা; ৩০:২৩ পদে রাহেল; ১ শমু ১:১-১৮ পদে হান্নার বিবরণ দেখুন; এছাড়া লেবীয় ২০:২০-২১; গীতা ১২৮:৩; যির ২২:৩০ পদও দেখুন)।

**১:২৬ ষষ্ঠ মাসে।** বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে গর্ভে ধারণের সময় থেকে ছয় মাস পরে।

**১:২৬ এক জন কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন।** যীশুর খ্রীষ্টের জন্ম বিষয়ক ঘোষণা প্রায় পূর্ববর্তী ঘটনাটির মতই, কিন্তু এখানে শিশুটির মাকে তাঁর জন্মের সংবাদ দান করা হয়েছে যিনি ছিলেন একজন অবিবাহিতা কুমারী। সখরিয়ের মত তিনিও স্বর্গীয় দর্শনে ভীত হয়েছিলেন এবং ‘ধন্যা’ হিসেবে সম্বোধিত হয়ে তিনি বিহ্বল হয়েছিলেন। দূত তাঁকে ঈশ্বরের এই অনুগ্রহের কথা জানান যে, শিশুটি খ্রীষ্ট হবেন (যিশা ৭:১৪)। সম্ভবত মরিয়ম স্বর্গদূতের কথায় বুঝেছিলেন যে, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে গর্ভধারণ করবেন এবং বিয়ের আগে কীভাবে তা সম্ভব তা তিনি কল্পনা করতে পারছিলেন না। দূত বিষয়টি

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

জন পুরুষের বাগ্দত্তা ছিলেন; সেই কুমারীর নাম মরিয়ম। <sup>২৮</sup> দূত গৃহের মধ্যে তাঁর কাছে এসে বললেন,

অয়ি মহানুগৃহীতে, মঙ্গল হোক;

প্রভু তোমার সহবর্তী।

<sup>২৯</sup> কিন্তু তিনি সেই কথায় ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলেন, আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এ কেমন মঙ্গলবাদ? <sup>৩০</sup> দূত তাঁকে বললেন, মরিয়ম, ভয় করো না, কেননা তুমি ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করেছ। <sup>৩১</sup> আর দেখ, তুমি গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে ও তাঁর নাম যীশু রাখবে। <sup>৩২</sup> তিনি মহান হবেন, আর তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে; আর প্রভু ঈশ্বর

[১:৩০] পদ: ১৩; দে: মথি ১৪:২৭; [১:৩০] আদি ৬:৮; [১:৩১] যিশা ৭:১৪; মথি ১:২১, ২৫; লুক ২:২১; [১:৩২] পদ: ৩৫, ৭৬; দে: মার্ক ৫:৭; [১:৩২] দে: মথি ১:১;

পরিস্কার করেন যে, তাঁর পুত্র সত্যিকার ও প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের পুত্র হবেন; তাই শিশুটির পবিত্রতার জন্য পবিত্র আত্মার ক্ষমতায় তাঁর জন্ম হবে। এ কথা নিশ্চিত করতে দূত ইলীশাবেতের অভিজ্ঞতার কথা বলেন এবং মরিয়ম তা গ্রহণ করেন।

নাসরত। মথি ২:২৩ পদের নোট দেখুন।

১:২৭ বাগ্দত্তা ছিলেন। মথি ১:১৮ পদের নোট দেখুন।

মরিয়ম। নতুন নিয়মে ৬ জন মরিয়ম রয়েছেন:

১. যীশু খ্রীষ্টের মা মরিয়ম, যাকে পরিস্কারভাবে এই অধ্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।
২. প্রেরিত যাকোবের (ছোট যাকোব) মা মরিয়ম (মার্ক ১৫:৪০), যিনি ক্লোপার স্ত্রী (যোহন ১৯:২৯), যে ক্লোপাকে আলফেয় বলে মনে করা হয় (মথি ১০:৩; মার্ক ৩:১৮; লুক ৬:১৫)। তিনি যীশু খ্রীষ্টের মা মরিয়মের জ্ঞাতি বোন। এই মরিয়ম ত্রুশারোপণের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন (মথি ২৭:৫৬; মার্ক ১৫:৪০; যোহন ১৯:২৫), খ্রীষ্টের কবর দেখতে গিয়েছিলেন (মার্ক ১৫:৪৭; ১৬:১; লুক ২৪:১০) এবং সম্ভবত সেসব মহিলাদের সাথে ছিলেন, যারা পুনরুত্থানের দিনে পুনরুত্থিত যীশুকে দেখেছিলেন (মথি ২৮:৭-৯; লুক ২৪:৯,২২-২৪)। কেউ কেউ মনে করেন যে, এই মরিয়ম যীশু খ্রীষ্টের মা মরিয়মের আপন বোন, কিন্তু দুই সহোদর বোনের

একই নাম হওয়াটা একেবারেই অসম্ভব।

৩. মার্থা ও লাসারের বোন, বৈথনিয়ার মরিয়ম; তাঁর নাম ধরে উল্লেখ করা হয়েছে কেবল লুক ১০:৩৯,৪২; যোহন ১১:১,২,১৯,২০,২৮,৩১, ৩২,৪৫; ১২:৩ পদে; কিন্তু মথি ২৬:৭ ও মার্ক ১৪:৩-৯ পদে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
  ৪. মগ্দলিনী মরিয়ম, মগ্দলা অঞ্চলের একজন মহিলা, যার ভেতর থেকে সাতটি মন্দ আত্মা বের করা হয়েছিল (লুক ৮:২)। তাঁর নাম 'মগ্দলিনী' শব্দটি ছাড়া কখনও উল্লেখ করা হয়নি এবং পাপী মহিলাটির সাথে তাঁকে মিলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না, যে মহিলাটি গালীলের এক নগরীতে ত্রাণকর্তার পায়ে আতর মাখিয়ে অভিশেক করেছিলেন (লুক ৭:৩৬-৫০)।
  ৫. যোহন মার্ক-এর মা মরিয়ম, যিনি বার্নবার বোন (প্রেরিত ১২:১২)।
  ৬. রোমের এক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বিশ্বাসী নারী, যার কাছে পৌল তাঁর সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন (রোমীয় ১৬:১৬)।
- ১:২৮ মঙ্গল হোক। সম্ভাষণ বাণী; ল্যাটিন ভাষায় এভা মারিয়া (আব গধত্রধ)।
- ১:৩১ যীশু। মথি ১:২১ পদের নোট দেখুন।
- ১:৩২ ঈশ্বরের পুত্র। এ উপাধির দু'টো অর্থ রয়েছে: ১. ঈশ্বরের স্বর্গীয় পুত্র; এবং ২. নির্দিষ্ট সময়ে জন্মগ্রহণকারী খ্রীষ্ট। দ্বিতীয় অর্থটি তাঁর খ্রীষ্টত্বকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে (পদ ৩২-

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

তঁার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন; <sup>৩৩</sup> তিনি যাকোব-কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করবেন ও তঁার রাজ্যের শেষ হবে না। <sup>৩৪</sup> তখন মরিয়ম দূতকে বললেন, এটি কিভাবে হবে, কেননা আমি তো এক জন কুমারী? <sup>৩৫</sup> দূত উত্তরে তাঁকে বললেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন এবং সর্বশক্তিমানের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করবে; এই কারণে যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। <sup>৩৬</sup> আর দেখ, তোমার জ্ঞাতি যে ইলীশাবেৎ, তিনিও বৃদ্ধ বয়সে পুত্র-সন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন; লোকে যাকে বন্ধ্যা বলতো, কিন্তু এখন তঁার ছয় মাস চলছে। <sup>৩৭</sup> কেননা ঈশ্বরের কোন বাক্য শক্তিহীন হবে না। <sup>৩৮</sup> তখন মরিয়ম বললেন, দেখুন, আমি প্রভুর দাসী; আপনার কথা অনুসারে আমার প্রতি ঘটুক। পরে দূত তঁার কাছ থেকে চলে গেলেন।

#### ইলীশাবেতের বাড়িতে মরিয়ম

<sup>৩৯</sup> সেই সময়ে মরিয়ম উঠে তাড়াতাড়ি পাহাড়ী অঞ্চলে যিহূদার একটি নগরে গেলেন, <sup>৪০</sup> এবং সখরিয়ের বাড়িতে প্রবেশ করে ইলীশাবেৎকে মঙ্গলবাদ করলেন। <sup>৪১</sup> আর এরকম হল, যখন ইলীশাবেৎ মরিয়মের মঙ্গলবাদ শুনলেন, তখন তঁার জঠরে শিশুটি নেচে উঠলো; আর ইলীশাবেৎ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন এবং উচ্চরবে বললেন, <sup>৪২</sup> নারীদের মধ্যে তুমি ধন্য এবং ধন্য তোমার জঠরের ফল। <sup>৪৩</sup> আর আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবেন, আমার এমন সৌভাগ্য কোথা থেকে হল? <sup>৪৪</sup> কেননা দেখ, তোমার মঙ্গলবাদের শব্দ আমার কানে প্রবেশ করা মাত্র শিশুটি আমার জঠরে উল্লাসে নেচে উঠলো। <sup>৪৫</sup> আর ধন্য যিনি

[১:৩৩] মথি ২৮:১৮; [১:৩৩] ২শমূ ৭:১৬; গীত ৮৯:৩, ৪; যিশা ৯:৭; যির ৩৩:১৭; দানি ২:৪৪; ৭:১৪, ২৭; মীখা ৪:৭; ইব্রী ১:৮; [১:৩৫] মথি ১:১৮; [১:৩৫] পদ: ৩২, ৭৬; দে: মার্ক ৫:৭; [১:৩৫] দে: মার্ক ১:২৪; [১:৩৫] দে: মথি ৪:৩; [১:৩৬] পদ: ২৪; [১:৩৭] দে: মথি ১৯:২৬; [১:৩৮] পদ: ৬৫; [১:৪১] দে: পদ: ১৫; [১:৪২] কাজী ৫:২৪; [১:৪৩] দে: যোহন ১৩:১৩;

৩৩)।

তঁার পিতা দায়ূদ। মরিয়ম এবং যোষেফ দু'জনেই দায়ূদের বংশধর ছিলেন (মথি ১:১৬); তাই যীশুকে সত্যিকার অর্থে দায়ূদের 'পুত্র' বলা যায়।

সিংহাসন। দায়ূদের বংশের সিংহাসন খ্রীষ্টের অধিকার হিসেবে পুরাতন নিয়মে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে (২ শমূ ৭:১৩, ১৬; গীত ২:৬-৭; ৮৯:২৬-২৭; যিশা ৯:৬-৭)।

১:৩৩ যুগে যুগে। গীত ৪৫:৬; প্রকা ১১:১৫ পদের নোট দেখুন।

তঁার রাজ্যের শেষ হবে না। যদিও মধ্যস্থতাকারীরূপে যীশু খ্রীষ্টের ভূমিকা একদিন শেষ হয়ে যাবে (১ করি ১৫:২৪-২৮), কিন্তু পিতা ও পুত্রের রাজ্য কখনও শেষ হবে না।

১:৩৪ এটি কিভাবে হবে? মরিয়ম অবিশ্বাস নিয়ে এ কথা জিজ্ঞেস করেন নি, যেটা সখরিয়

করেছিলেন (পদ ২০,৪৫)।

১:৩৫ পবিত্র সন্তান। যীশু কখনও পাপ করেন নি (২ করি ৫:২১; ইব্রীয় ৪:১৫; ৭:২৬; ১ পিতর ২:২২; ১ যোহন ৩:৫)। পবিত্র বলতে 'ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পৃথকীকৃত' বা 'নৈতিকভাবে খাঁটি' বলা হয় নি; বরং এখানে স্বর্গীয় সত্তাবিশিষ্ট হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে (গীত ৮৯:৫, ৭ পদের নোট দেখুন)।

সর্বশক্তিমানের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করবে। পবিত্র আত্মার আগমনকে আইন-কানুন-তাবুতে ঈশ্বরের মহিমার উপস্থিতির প্রকাশভঙ্গি অনুসারে ব্যক্ত করা হয়েছে (যাত্রা ৪০:৩৫)।

১:৩৬ তোমার জ্ঞাতি যে ইলীশাবেত। ইলীশাবেত মরিয়মের বাবার দিক থেকে, বা মায়ের দিক থেকে, বা অন্য কোন সম্পর্কের দিক থেকে সম্পর্কিত তা জানা যায় না।

১:৪৪ উল্লাসে নেচে উঠলো। কোন এক আশ্চর্য

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

বিশ্বাস করলেন, কারণ প্রভু হতে যা যা তাঁকে বলা হয়েছিল সেসব সিদ্ধ হবে।

#### মরিয়মের প্রশংসা গান

- <sup>৪৬</sup> তখন মরিয়ম বললেন,  
আমার প্রাণ প্রভুর মহিমা ঘোষণা করছে,  
<sup>৪৭</sup> আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্তা ঈশ্বরে উল্লসিত হয়েছে।  
<sup>৪৮</sup> কারণ তিনি তাঁর দাসীর নিচ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন;  
কেননা দেখ, এখন থেকে পুরুষপরম্পরা সকলে আমাকে ধন্যা বলবে।  
<sup>৪৯</sup> কারণ যিনি পরাক্রমী, তিনি আমার জন্য মহৎ মহৎ কাজ করেছেন;  
এবং তাঁর নাম পবিত্র।  
<sup>৫০</sup> আর যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,  
তাঁর করুণা তাদের পুরুষপরম্পরায় বর্তে।  
<sup>৫১</sup> তিনি আপন বাহু দ্বারা বিক্রমের কাজ করেছেন;  
যারা নিজেদের হৃদয়ের কল্লনায় অহঙ্কারী,  
তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করেছেন।  
<sup>৫২</sup> তিনি বিক্রমীদেরকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়েছেন ও নিচদেরকে উন্নত করেছেন।  
<sup>৫৩</sup> তিনি ক্ষুধার্তদেরকে উত্তম উত্তম দ্রব্যে পরিপূর্ণ করেছেন,  
এবং ধনবানদেরকে শূন্য হাতে বিদায় করেছেন।  
<sup>৫৪</sup> তিনি তাঁর দাস ইস্রায়েলের উপকার করেছেন,  
যেন আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে বলা তাঁর করুণা অনুসারে,  
<sup>৫৫</sup> অব্রাহাম ও তার বংশের প্রতি চিরতরে করুণা স্মরণ করেন।

[১:৪৬] গীত ৩৪:২, ৩; [১:৪৭] গীত ১৮:৪৬; যিশা ১৭:১০; ৬১:১০; ঐধন ৩:১৮; ১তীম ১:১; ২:৩; ৪:১০; [১:৪৮] পদ: ৩৮; গীত ১৩৮:৬; [১:৪৮] লুক ১১:২৭; [১:৪৯] গীত ৭১:১৯; [১:৪৯] গীত ১১১:৯; [১:৫০] যাত্রা ২০:৬; গীত ১০৩:১৭; [১:৫১] গীত ৯৮:১; যিশা ৪০:১০; [১:৫১] আদি ১১:৮; যাত্রা ১৮:১১; শমূ ২২:২৮; যির ১৩:৯; ৪৯:১৬; [১:৫২] দে: মথি ২৩:১২; [১:৫৩] গীত ১০৭:৯; [১:৫৪] গীত ৯৮:৩;

উপায়ে পবিত্র আত্মা অজাত এই শিশুর মাঝে এমন আশ্চর্য সাড়া তৈরি করেছিলেন যাতে শিশুটি নেচে উঠেছিল।

**১:৪৬ আমার প্রাণ প্রভুর মহিমা ঘোষণা করছে...** লুক ১ ও ২ অধ্যায়ের চারটি গীতের এটি একটি (১:৬৮-৭৯; ২:১৪; ২:২৯-৩২)। এই প্রশংসা গীত “ম্যাগনিফিকেট” নামে পরিচিত যার অর্থ “গৌরবান্বিত করা।” এ গীতটি অনেকটা গীতসংহিতার গীতগুলোর মত এবং হান্নার গীতের সঙ্গেও এর তুলনা করা যেতে পারে (১ শমূ ২:১-১০)।

**১:৫০ যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে।** যারা ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে এবং তাঁর ইচ্ছার সাথে মিল

রেখে বাস করে।

**১:৫১ আপন বাহু।** ঈশ্বরের পরাক্রমী কাজের রূপক বর্ণনা। ঈশ্বরের কোন দেহ নেই, তিনি আত্মা (যোহন ৪:২৪)।

**১:৫৩ ক্ষুধার্তদেরকে।** দৈহিকভাবে ও আত্মিক-ভাবে উভয় ক্ষেত্রে (মথি ৫:৬; যোহন ৬:৩৫)। ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে পরিবর্তন আনবে।

**১:৫৪ আপন করুণা অনুসারে।** গীতটি এই নিশ্চয়তা দিয়ে শেষ হয় যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি কৃত প্রতিজ্ঞায় অটল থাকবেন (আদি ২২:১৬-১৮)।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

৫৬ আর মরিয়ম মাস তিনেক ইলীশাবেতের কাছে রইলেন, পরে নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন।

### যোহনের জন্ম

৫৭ পরে ইলীশাবেতের প্রসবকাল সম্পূর্ণ হলে তিনি পুত্র প্রসব করলেন। ৫৮ তখন তাঁর প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা শুনতে পেল যে, প্রভু তাঁর প্রতি মহা করুণা করেছেন, আর তারা তাঁর সঙ্গে আনন্দ করতে লাগল।

৫৯ পরে তারা অষ্টম দিনে বালকটির তৃক্ছেদ করতে আসল, আর তার পিতার নাম অনুসারে তার নাম সখরিয় রাখতে চাইল। ৬০ কিন্তু তার মা উত্তরে বললেন, তা নয়, এর নাম যোহন রাখা হবে। ৬১ তারা তাঁকে বললো, আপনার গোষ্ঠীর মধ্যে এই নামে তো কাউকেও ডাকা হয় না। ৬২ পরে তারা তার পিতাকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করলো, আপনার ইচ্ছা কি? এর কি নাম রাখা যাবে? ৬৩ তিনি একখানি লিপিফলক চেয়ে নিয়ে লিখলেন, এর নাম যোহন। তাতে সকলে আশ্চর্য জ্ঞান করলো। ৬৪ আর তখনই তাঁর মুখ ও তাঁর জিহ্বা খুলে গেল, আর তিনি কথা বললেন, ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগলেন। ৬৫ এতে চারদিকের প্রতিবেশীরা সকলে ভয় পেল, আর যিহূদিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলের সর্বত্র লোকে এ সব কথা বলাবলি করতে লাগল। ৬৬ আর যত লোক এই কথা শুনলো, সকলে তা মনে গেঁথে রেখে বলতে লাগল, এই বালকটি তবে কি হবে? কারণ প্রভুর হাত তাঁর সহবর্তী ছিল।

### সখরিয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

৬৭ তখন তার পিতা সখরিয় পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী বললেন; তিনি বললেন,

৬৮ ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু ধন্য হোন;  
কেননা তিনি তত্ত্বাবধান করেছেন,

[১:৫৫] দে: গালা ৩:১৬; [১:৫৯] আদি ১৭:১২; লেবী ১২:৩; লুক ২:২১; ফিলি ৩:৫; [১:৬০] পদ: ১৩, ৬৩; দে: মথি ৩:১; [১:৬২] পদ: ২২; [১:৬৩] পদ: ১৩, ৬০; দে: মথি ৩:১; [১:৬৪] পদ: ২০; ইহি ২৪:২৭; [১:৬৫] পদ: ৩৯; [১:৬৬] আদি ৩৯:২; শেরি ১১:২১; [১:৬৭] দে: পদ: ১৫; [১:৬৭] যোয়েল ২:২৮;

১:৫৬ মাস তিনেক। মরিয়ম যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্ম পর্যন্ত ইলীশাবেতের সাথে ছিলেন, এর প্রমাণ এখানে রয়েছে এবং এরপর তিনি নাসরতে তাঁর নিজ গৃহে ফিরে যান।

১:৫৯ পিতার নাম অনুসারে। তৎকালীন একটি প্রচলিত নিয়ম। শিশুর জন্মের ‘অষ্টম দিন’ খৎনা করার জন্য নিরূপিত দিন ছিল (লেবী ১২:৩); কিন্তু এ উপলক্ষে শিশুর নাম দেওয়ার ঘটনা সচরাচর দেখা যেত না, কারণ পুরাতন নিয়মে জন্মের সময়ই নাম দেওয়া হত।

১:৬২ তারা তার পিতাকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করলো। এখানে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সখরিয়

যেহেতু বোবা ছিলেন, তাই তিনি একই সাথে বধিরও ছিলেন।

১:৬৩ একখানি লিপিফলক। সম্ভবত ছোট কোন কাঠের টুকরো।

১:৬৭ পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী বললেন। ভবিষ্যদ্বাণী কেবলমাত্র পূর্বাভাস দেয় না, সেই সাথে ঈশ্বরের বাক্যও ঘোষণা করে। সখরিয় ও ইলীশাবেত উভয়েই (৪১-৪৫ পদ) পবিত্র আত্মা দ্বারা এমন বিষয় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা অন্য কোনভাবে তাঁরা প্রকাশ করতে সক্ষম হতেন না।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

- তাঁর লোকদের জন্য মুক্তি সাধন করেছেন,  
৬৯ আর আমাদের জন্য তাঁর দাস দায়ুদের কুলে পরিত্রাণের এক শৃঙ্গ উঠিয়েছেন,  
৭০ –যেমন তিনি পুরাকাল থেকে তাঁর সেই পবিত্র ভাববাদীদের মুখ দ্বারা বলে এসেছেন—  
৭১ আমাদের শত্রুদের হাত থেকে ও যারা আমাদেরকে ঘৃণা করে,  
তাদের সকলের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।  
৭২ আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি করুণা করার জন্য,  
তাঁর পবিত্র নিয়ম স্মরণ করার জন্য।  
৭৩ এই সেই দিব্য, যা তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহামের কাছে শপথ করেছিলেন,  
৭৪ আমাদেরকে এই বর দেবার জন্য যে আমরা শত্রুদের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে,  
নির্ভয়ে পবিত্রভাবে ও ধার্মিকতায় তাঁর উপাসনা করতে পারবো।  
৭৫ তাঁর সাক্ষাতে সারা জীবন করতে পারবো।  
৭৬ আর, হে বালক, তুমি সর্বশক্তিমানের ভাববাদী বলে আখ্যাত হবে,  
কারণ তুমি প্রভুর সম্মুখে চলবে,  
তাঁর পথ প্রস্তুত করার জন্য;  
৭৭ তাঁর লোকেরা পাপ ক্ষমার মধ্য দিয়ে যে পরিত্রাণ লাভ করবে সেই বিষয়ে জ্ঞান দেবার  
জন্য।

[১:৬৮] আদি ২৪:২৭; ১রাজা ৮:১৫; গীত ৭২:১৮; [১:৬৮] গীত ১১১:৯; লুক ৭:১৬; [১:৬৯] ১শমু ২:১, ১০; শমু ২২:৩; গীত ১৮:২; ৮৯:১৭; ১৩২:১৭; ইহি ২৯:২১; [১:৬৯] দে: মথি ১:১; [১:৭০] যির ২৩:৫; প্রেরি ৩:২১; রোমী ১:২; [১:৭২] মীখা ৭:২০; [১:৭২] গীত ১০৫:৮, ৯; ১০৬:৪৫; ইহি ১৬:৬০; [১:৭৩] আদি ২২:১৬-১৮; [১:৭৪] ইব্রী ৯:১৪; [১:৭৪] ১যোহন ৪:১৮; [১:৭৫] ইফি ৪:২৪; [১:৭৬] দে: মথি ১১:৯; [১:৭৬] পদ: ৩২, ৩৫; দে: মার্ক ৫:৭; [১:৭৬] পদ: ১৭; দে: মথি ৩:৩; [১:৭৭] যির ৩১:৩৪; মথি ১:২১; মার্ক ১:৪;

১:৬৮ তাঁর লোকদের জন্য মুক্তি সাধন করেছেন। জাতিগত পার্থিব মুক্তি নয় (পদ ৭১), কিন্তু নৈতিক ও আত্মিক মুক্তি (পদ ৭৫, ৭৭)।  
১:৬৯ শৃঙ্গ। শিং; শক্তি ও ক্ষমতার নির্দেশক (দ্বি.বি. ৩৩:১৭; গীত ২২:২১; ৭৫:৫, ১০; ৯২:১০; ১১২:৯; মীখা ৪:১৩)।  
১:৭০ পবিত্র ভাববাদীদের মুখ দ্বারা বলে এসেছেন। ২ শমু ৭:১২ ও যিশা ৯:১১ পদের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে (প্রেরিত ৩:২১ পদের নোট দেখুন)।  
১:৭৩ এই সেই শপথ। আদি ২২:১৬-১৮; ২৬:৩ ও গীত ১০৫:৯-১১ পদে কৃত প্রতিজ্ঞার অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য সেই অবস্থার সৃষ্টি করবেন যেন তারা পবিত্রতায় ও ধার্মিকতায় তাঁর সেবা করতে পারে।

১:৭৪ শত্রুদের হাত থেকে নিস্তার। কোন সন্দেহ নেই যে, এখানে সকল অত্যাচার ও বন্দীত্ব থেকে মুক্তি এবং পাপ থেকে পরিত্রাণের কথা বলা হয়েছে।

১:৭৬ সর্বশক্তিমানের ভাববাদী। যীশুকে যেভাবে ‘সর্বশক্তিমানের পুত্র’ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তেমনি বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে ‘সর্বশক্তিমানের ভাববাদী’ বলে আখ্যাত করা হয়েছে (যিশা ৪০:৩; মালাখি ৩:১)। ‘প্রভু’ বলতে এখানে যীশুকে বোঝানো হচ্ছে না (১:৪৩), কিন্তু ঈশ্বরকে বোঝানো হচ্ছে— যে ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে কাজ করেন।  
পথ প্রস্তুত করার জন্য। ৩:৪ পদের নোট দেখুন।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

৭৮ তা আমাদের ঈশ্বরের সেই করুণায়ুক্ত স্নেহহেতু হবে,

যার দ্বারা উর্ধ্ব থেকে উষা আমাদের তত্ত্বাবধান করবে,

৭৯ যারা অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায় বসে আছে,

তাদের উপরে আলো দেবার জন্য, আমাদের চরণ শান্তির পথে চালাবার জন্য।

৮০ পরে বালকটি বেড়ে উঠতে এবং আত্মায় বলবান হতে লাগলেন; আর তিনি যত দিন ইস্রায়েলের কাছে প্রকাশিত না হলেন, তত দিন মরুভূমিতে ছিলেন।

[১:৭৮] মালা ৪:২; [১:৭৯] গীত ১০৭:১৪; যিশা ৯:২; ৫৯:৯; মথি ৪:১৬; দে: প্রেরি ২৬:১৮; [১:৭৯] দে: লুক ২:১৪; [১:৮০] লুক ২:৪০, ৫২।

১:৭৮ উর্ধ্ব থেকে উষা। খ্রীষ্টের আগমন সম্পর্কিত ইঙ্গিত (গণনা ২৪:১৭; যিশা ৯:২; ৬০:১; মালাখি ৪:২)। সখরিয় কেবলমাত্র তাঁর নিজ সন্তানের প্রশংসা করেন নি, যিনি ‘সর্বশক্তিমানের ভাববাদী’ (পদ ৭৬-৭৭), সেই সাথে তিনি অনাগত খ্রীষ্টকে সম্মান দিয়েছিলেন (পদ ৭৮-৭৯)।

১:৭৯ যারা অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায় বসে আছে। হারিয়ে যাওয়া লোকেরা, যারা ঈশ্বর থেকে দূরবর্তী (যিশা ৯:১-২; মথি ৪:১৬)।

শান্তির পথে। ২:১৪ পদের নোট দেখুন।

১:৮০ যত দিন প্রকাশিত না হলেন। খ্রীষ্টের আগমন সম্পর্কিত প্রচার ঘোষণাকে তিনি তাঁর

জীবনের মূল ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন; তবে তাঁর ৩০ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পরেই কেবল তিনি তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করেন (৩:২৩ পদের নোট দেখুন)।

মরুভূমিতে ছিলেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্মের সময়ে তাঁর পিতা-মাতা বৃদ্ধ ছিলেন। সম্ভবত তিনি যখন যুবক ছিলেন, তখন তাঁরা মারা গিয়েছিলেন এবং তিনি স্পষ্টত যিহূদিয়ার মরুভূমিতে বেড়ে উঠেছেন, যা যিরূশালেম ও মরু-সাগরের মাঝখানে অবস্থিত। তিনি কুমরানে ছিলেন, যেখানে যিহূদীদের একটি দল ধর্মযাত্রা করছিল।

### লুক ১ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

লুক সুসমাচার বিষয়ক তাঁর এই লেখার কাজটিকে মহামান্য থিয়ফিলকে উৎসর্গ করেন। এখানে মহামান্য থিয়ফিল যে শিক্ষা লাভ করেছেন, সেই শিক্ষার বিষয়ে সত্যকে তুলে ধরতে লুক তাঁর লেখার উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করেন (১-৪)। এরপর বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে আলোকপাত করা হয় (১:৫-২৫)। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্মও স্বর্গদূত দ্বারা ঘোষণা করা হয়। এরপর লেখক প্রভু যীশুর জন্মের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন (১:২৬-৩৮)। কিভাবে যীশু কুমারীর মরিয়মের গর্ভে জন্ম নেবেন তা ফুটিয়ে তোলা হয়। সেখানেও আমরা তাঁর অতিপ্রাকৃতিক জন্মের বিষয়টি স্বর্গদূতের ভবিষ্যদ্বাণীতে দেখতে পাই। মরিয়মের কাছে স্বর্গদূতের প্রকাশিত হওয়ার পরে আমরা মরিয়মকে ইলীশাবেতের বাড়িতে যেতে দেখি (১:৩৯-৫৬)। তারা উভয়ের কুশল বিনিময়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এর পর লেখক বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্ম (১:৫৭-৬৬) বিষয়ক বিবরণ দেওয়া হয়েছে।



## লুক লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

এই বৃদ্ধ বয়সে একটি ছেলে সন্তান পেয়ে সখরিয় ঈশ্বরের প্রশংসা করতে থাকেন। এই প্রশংসায় দেখা যায় তাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপচে পড়ছে (১:৬৭-৮০)।

### লুক ১ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. লুক তাঁর সুসমাচারটি লেখার পেছনে কি কারণ ব্যক্ত করেছেন? (৪ পদ)
২. বিশ্বাসের ভিত্তি এবং প্রেরিতদের শিক্ষার বিষয়ে পিতর কি বিবৃতি দিয়েছিলেন? (২ পিতর ১:১৬ পদ)
৩. লোকেরা যেন তাঁকে ও অন্য শিষ্যদের বিশ্বাস করে সেজন্য যোহন কি কি কারণ দেখিয়েছিলেন? (১ যোহন ১:১,৩ পদ)
৪. সখরিয় কে ছিলেন? (১৩-১৭ পদ)
৫. স্বর্গদূত সখরিয়কে কি বলেছিলেন? (১৩-১৭ পদ)
৬. স্বর্গদূত সখরিয়ের কাছে বলা তাঁর সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁকে কি প্রমাণ দিয়েছিলেন?
৭. মরিয়ম কি সংবাদ পেয়েছিলেন? (২৬-৩৮ পদ)
৮. ইলীশাবেত কে ছিলেন? কে তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন? (৩৯,৪০ পদ)
৯. মরিয়ম কি বলেছিলেন? (৪৬-৫৫ পদ)
১০. সখরিয়ের ছেলের নাম কি রাখা হয়েছিল? কেন? (৫৯-৬৪ পদ)
১১. সখরিয় তাঁর ছেলের সম্পর্কে কি ভবিষ্যদ্বাণী করে ছিলেন? (৭৬-৭৯ পদ)

### যীশু খ্রীষ্টের জন্ম

২<sup>১</sup> সেই সময়ে সম্রাট আগস্তুর এই আদেশ বের হল যে, সমস্ত পৃথিবীর লোকের নাম লেখাতে হবে।

[২:১] মথি ২২:১৭; লুক ৩:১; [২:১] দে: মথি ২৪:১৪;

২:১ সেই সময়ে। লুকই একমাত্র সুসমাচার রচয়িতা যিনি তাঁর বর্ণনায় ঐতিহাসিক কোন তারিখ বা সময়ের উল্লেখ করেছেন।

**সম্রাট আগস্ত**। প্রথম এবং (অনেকের মত) সবচেয়ে বিখ্যাত রোমীয় সম্রাট (৩১ খ্রী:পূ:-১৪ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি রোমীয় প্রজাতন্ত্রকে রাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় রূপান্তর করে রোম সাম্রাজ্যকে প্রসারিত করেন এবং সম্পূর্ণ ভূমধ্যসাগরীয় বিশ্বকে এর অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি সুখ্যাতিপূর্ণ

*পেত্র রোমানা*, অর্থাৎ ‘রোমীয় শান্তি’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং রোমীয় সাহিত্য ও স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণালী যুগের সূচনা করেন। আগস্ত (যার অর্থ ‘মহিমাম্বিত’) ছিল এক উপাধি যা ২৭ খ্রীষ্টপূর্বে রোমীয় সিনেট কর্তৃক তাঁকে প্রদান করা হয়।

**নাম লেখানো**। আদমশুমারী; লোক গণনা করা। সামরিক কাজ ও কর পরিচালনার জন্য দেশের সকল নাগরিকের নাম লেখানো হত; তবে যিহূদীরা রোমীয় সামরিক বাহিনীতে যোগদান

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

<sup>২</sup> সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরীণিয়ের সময়ে এই প্রথম নাম লেখানো হয়। <sup>৩</sup> সকলে নাম লেখাবার জন্য নিজ নিজ নগরে যেতে লাগল। <sup>৪</sup> আর যোষেফও গালীলের নাসরত নগর থেকে যিহুদিয়ায় বৈথলেহম নামক দায়ূদের নগরে গেলেন, কারণ তিনি দায়ূদের কুল ও গোষ্ঠীজাত ছিলেন; <sup>৫</sup> তিনি তাঁর বাগ্‌দত্তা স্ত্রী মরিয়মের সঙ্গে নাম লেখাবার জন্য গেলেন; তখন ইনি গর্ভবতী ছিলেন। <sup>৬</sup> তাঁরা সেই স্থানে আছেন, এমন সময়ে মরিয়মের প্রসবকাল সম্পূর্ণ হল। <sup>৭</sup> আর তিনি তাঁর প্রথমজাত পুত্র প্রসব করলেন; এবং তাঁকে কাপড়ে জড়িয়ে যাবপাত্রে রাখলেন, কারণ পাশ্চালায় তাঁদের জন্য কোন স্থান ছিল না।

### স্বর্গদূতেরা রাখালদের দেখা দেন

<sup>৮</sup> ঐ অঞ্চলে মেঘের রাখালরা মাঠে অবস্থিতি করছিল এবং রাতের বেলায় নিজ নিজ পাল পাহারা দিচ্ছিল। <sup>৯</sup> আর প্রভুর এক জন দূত তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং প্রভুর

[২:২] মথি ৪:২৪; প্রেরি ১৫:২৩, ৪১; ২১:৩; গালা ১:২১; [২:৪] দে: যোহন ৭:৪২; [২:৫] লুক ১:২৭; [২:৯] দে: প্রেরি ৫:১৯;

করা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। ঈশ্বর এক পৌত্তলিক সম্রাটের বিধানকে ব্যবহার করেছেন মীখা ৫:২ পদের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা দানের জন্য।

**২:২ কুরীণিয়া।** এই শাসনকর্তা সম্ভবত দুই মেয়াদের জন্য পদ লাভ করেছিলেন: প্রথমে ৬-৪ খ্রীষ্টপূর্ব এবং এরপর ৬-৯ খ্রীষ্টাব্দ। দু'টি মেয়াদেই তিনি নাম লেখানো বা আদমুমারী করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। এখানে প্রথম নাম লেখানোর ঘটনা আমরা দেখতে পাই এবং প্রেরিত ৫:৩৭ পদ দ্বিতীয়টির কথা বলে। এই নাম লেখানোর কাজের তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কুরীণিয়া ৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শাসক ছিলেন বলে অনেকে বলে থাকেন এবং এ সময়ে নাম লেখানোর আদেশের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ হয়েছিল (প্রেরিত ৩:৩৭)।

**২:৩ নিজ নিজ নগরে।** সম্ভবত যার যার পিতৃপুরুষদের বাসস্থানের কথা এখানে বলা হয়েছে।

**২:৪ নাসরত ... বৈথলেহম।** বৈথলেহম শহর দায়ূদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন (১ শমু ১৭:১২; ২০:৬), যা নাসরত থেকে অন্ততপক্ষে তিন দিনের হাঁটাপথ।

**২:৫ বাগ্‌দত্তা স্ত্রী।** মথি ১:১৮ পদের নোট দেখুন।

**মরিয়মের সঙ্গে।** মরিয়মও দায়ূদের বংশের

ছিলেন এবং তাঁর নামও তালিকাভুক্ত করা আবশ্যিক ছিল। রোমীয় অধ্যুষিত ইসরাইল দেশ ও সিরিয়াতে ১২ বছর বা তার বেশি বয়সী নারীদের কর দিতে হত এবং সেজন্য তাদের নাম লেখাতে হত।

**২:৭ কাপড়।** সে সময় নবজাত শিশুকে আবৃত করার জন্য কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করা হত। যাবপাত্র। পশুদের খাওয়ানোর গামলা বিশেষ। এটিই একমাত্র ইঙ্গিত দেয় যে, যীশু একটি গোয়াল ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন কিছু প্রচলিত ধারণা অনুসারে তাঁর জন্মস্থানটি ছিল কোন ধরনের গুহা, যা সম্ভবত আস্তাবল বা গোয়াল ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হত।

**২:৮ মাঠে অবস্থান করছিল।** খোলা মাঠে রাত কাটানোর মানেই যে সে সময় গ্রীষ্মকাল বা শুষ্ক ঋতু ছিল তা নয়। মন্দিরে উৎসর্গ জন্য সংরক্ষিত মেঘপাল সারা বছর বৈথলেহমের কাছে মাঠে রাখা হত। এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মেঘপাল মাঠে রাখা হত, শীতকালেও তা রাখা সম্ভব ছিল। তবে যীশু যে ডিসেম্বরেই জন্মগ্রহণ করেছেন এমন কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই।

**পাল পাহারা দিচ্ছিল।** চোর ও শিকারী প্রাণী থেকে মেঘপাল রক্ষা করার জন্য পালাক্রমে পাহারা দেওয়া হত।

**২:৯ প্রভুর এক দূত।** প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মের

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

মহিমা তাদের চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল; তাতে তারা ভীষণ ভয় পেল। <sup>১০</sup> তখন দূত তাদেরকে বললেন, ভয় করো না, কেননা দেখ, আমি তোমাদেরকে মহানন্দের সুসমাচার জানাচ্ছি; সেই আনন্দ সমস্ত লোকেরই হবে; <sup>১১</sup> কারণ আজ দায়ুদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মেছেন; তিনি খ্রীষ্ট, প্রভু। <sup>১২</sup> আর তোমাদের কাছে এ-ই হল তার চিহ্ন- তোমরা দেখতে পাবে একটি শিশু কাপড়ে জড়ানো ও যাবপাত্রে শোয়ানো রয়েছে। <sup>১৩</sup> পরে হঠাৎ স্বর্গীয় বাহিনীর একটি বড় দল ঐ দূতের সঙ্গী হয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা-গীত করতে করতে বলতে লাগলেন,

<sup>১৪</sup> উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের মহিমা,  
পৃথিবীতে [তঁার] প্রীতিপাত্র মানুষের মধ্যে শান্তি।

[২:১০] দে: মথি ১৪:২৭; [২:১১] দে: মথি ১:২১; দে: যোহন ৩:১৭; ৪:৪২; প্রেরি ৫:৩১; ১৩:২৩; দে: রোমী ১১:১৪; ১তীম ৪:১০; ১যোহন ৪:১৪; [২:১১] মথি ১:১৬; ১৬:১৬, ২০; যোহন ১১:২৭; প্রেরি ২:৩৬; ৩:২০; দে: ৯:২২; [২:১১] দে: যোহন ১৩:১৩; [২:১২] ১শমু ২:৩৪; ১০:৭; ২রাজা ১৯:২৯; গীত ৮৬:১৭; যিশা ৭:১৪; [২:১৪] যিশা ৯:৬; ৫২:৭; ৫৩:৫; মীখা ৫:৫; লুক ১:৭৯; দে: যোহন ১৪:২৭; রোমী ৫:১; ইফি ২:১৪, ১৭;

কাহিনীতেই কেবল এ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে (১:১১; মথি ১:২০, ২৪; ২:১৩, ১৯)। ১:১১ পদে এই দূতকে গাব্রিয়েল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে (১:১৯; ১:২৬)।

<sup>২:১০</sup> ভয় করো না। স্বর্গদূতের উপস্থিতিতে ভয় পাওয়া এক সাধারণ প্রতিক্রিয়া এবং সে সময়ে উৎসাহ দেয়া প্রয়োজন।

**সমুদয় লোক।** অর্থাৎ সমগ্র ইস্রায়েল জাতি। ৩২ পদে যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বব্যাপী তাৎপর্য প্রকাশিত হয়েছে।

<sup>২:১১</sup> দায়ুদের নগর। বৈথলেহম।

**ত্রাণকর্তা।** অনেক যিহুদী নিজেদেরকে রোমীয় শাসন থেকে মুক্ত করতে একজন রাজনৈতিক নেতার সন্ধান করছিল, অন্যদিকে অন্যান্যরা আশা করছিল এমন এক মুক্তিদাতার যিনি তাদেরকে দৈহিক পীড়া ও কষ্ট থেকে মুক্ত করবেন। কিন্তু এ ঘোষণা মূলত এমন এক ত্রাণকর্তার, যিনি তাদেরকে পাপ থেকে পরিত্রাণ করবেন (মথি ১:২১; যোহন ৪:৪২)।

**তিনি খ্রীষ্ট, প্রভু।** প্রেরিত ২:৩৬; ফিলি ২:১১ পদ দেখুন।

<sup>২:১৪</sup> উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের ... মানুষের মধ্যে প্রীতি। ১:৪৬-৫৫ পদের নোট দেখুন। ল্যাটিন ভলগেট সংস্করণে এই সংক্ষিপ্ত সঙ্গীতকে বলা হয়েছে *গ্লোরিয়া এন এক্সেলসিস ডিও*, অর্থাৎ

‘সর্বোচ্চ ঈশ্বরের গৌরব’। স্বর্গদূতেরা এই প্রশংসা করার দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব স্বীকার করেছিল।

**উর্ধ্বলোক।** স্বর্গকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে ঈশ্বর বাস করেন (মথি ৬:৯)।

**[তঁার] প্রীতিপাত্র মানুষের মধ্যে শান্তি।** শান্তির নিশ্চয়তা সবার প্রতি দেওয়া হয়নি, কিন্তু যারা ঈশ্বরের প্রীতিপাত্র, যারা তঁার অনাবিল আনন্দ তাদের প্রতিই শুধুমাত্র দেওয়া হয়েছে। রোমীয় বিশ্ব *পেক্স রোমানা*, অর্থাৎ রোমীয় শান্তি উপভোগ করেছিল, যা পার্থিব শান্তি হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু দূতগণ আরও গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি, অন্তর ও আত্মার শান্তির ঘোষণা দিচ্ছিলেন, যা ত্রাণকর্তা কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে (পদ ১১)। খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হয় (রোমীয় ৫:১) এবং বিশ্বাসীদের উপরেই কেবল তঁার আনুকূল্য অবস্থান করে। দায়ুদের বংশজাত যীশু খ্রীষ্টকে ‘শান্তির রাজা’ বলা হয়েছে (যিশা ৯:৬) এবং তিনি নিজে তঁার প্রেরিতদের কাছে শান্তির প্রতিজ্ঞা করেছেন (যোহন ১৪:২৭)। কিন্তু যীশু বিরোধও আনয়ন করেন (“খড়গ;” মথি ১০:৩৪-৩৬ ও লুক ১২:৪৯ পদ দেখুন), কারণ ঈশ্বরের সাথে স্থিত শান্তি শয়তান ও তার ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

<sup>১৫</sup> দূতেরা তাদের কাছ থেকে স্বর্গে চলে গেলে পর মেসের রাখালরা পরস্পর বললো, চল, আমরা একবার বৈৎলেহম পর্যন্ত যাই এবং এই যে ব্যাপার প্রভু আমাদেরকে জানালেন তা গিয়ে দেখি। <sup>১৬</sup> পরে তারা তাড়াতাড়ি গিয়ে মরিয়ম ও যোষেফ এবং সেই যাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে দেখতে পেল। <sup>১৭</sup> দেখে বালকটির বিষয়ে যে কথা তাদেরকে বলা হয়েছিল তা জানালো। <sup>১৮</sup> তাতে যত লোক মেসপালকদের মুখে ঐ সব কথা শুনলো, সকলে এসব বিষয়ে আশ্চর্য জ্ঞান করলো। <sup>১৯</sup> কিন্তু মরিয়ম সেসব কথা হৃদয়ের মধ্যে আন্দোলন করতে করতে মনে সঞ্চয় করে রাখলেন। <sup>২০</sup> আর মেসপালকদেরকে যেমন বলা হয়েছিল, তারা তেমনি সবকিছু দেখে শুনে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা-গীত করতে করতে ফিরে আসল। <sup>২১</sup> আর যখন বালকটির তৃষ্ণা করাবার জন্য আট দিন পূর্ণ হল, তখন তাঁর নাম যীশু রাখা হল; এই নাম তাঁর গর্ভস্থ হবার আগে দূতের দ্বারা রাখা হয়েছিল।

### মন্দিরে শিশু যীশু

<sup>২২</sup> পরে যখন মোশির ব্যবস্থা অনুসারে তাঁদের শুচি হবার কাল সম্পূর্ণ হল, তখন তাঁরা তাঁকে যিরূশালেমে নিয়ে গেলেন, যেন তাঁকে প্রভুর কাছে উপস্থিত করেন, <sup>২৩</sup> যেমন প্রভুর ব্যবস্থায় লেখা আছে, ‘গর্ভ উন্মোচক প্রত্যেক পুরুষ সন্তান প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র বলে আখ্যাত হবে’; <sup>২৪</sup> আর যেন উৎসর্গ দান করেন, যেমন প্রভুর ব্যবস্থায় উক্ত হয়েছে, ‘এক জোড়া ঘুঘু কিম্বা দু’টি কবুতরের বাচ্চা।’

<sup>২৫</sup> আর দেখ, শিমশোন নামে এক ব্যক্তি যিরূশালেমে ছিলেন। তিনি ধার্মিক ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন এবং ইস্রায়েলের সান্ত্বনার অপেক্ষা করছিলেন ও পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে

[২:১৬] পদ: ৭; [২:১৯] পদ: ৫১; [২:২০] দে: মথি ৯:৮; [২:২১] দে: লুক ১:৫৯; [২:২১] দে: লুক ১:৩১; [২:২২] লেবী ১২:২-৮; [২:২৩] যাত্রা ১৩:২, ১২, ১৫; গণনা ৩:১৩; [২:২৪] লেবী ১২:৮; [২:২৫] লুক ১:৬; [২:২৫] পদ: ৩৮; যিশা ৫২:৯; লুক ২৩:৫১;

কাজ করে (যাকোব ৪:৪)।

**২:২০ গৌরব ও প্রশংসা-গান।** এই শব্দগুচ্ছ লুক তাঁর সুসমাচারে প্রায়ই ব্যবহার করেছেন (১:৬৪; ২:১৩,২৮; ৫:২৫-২৬; ৭:১৬; ১৩:১৩; ১৭:১৫,১৮; ১৯:৩৭; ২৩:৪৭; ২৪:৫৩)।

**২:২২ তাঁদের শুচি হবার কাল।** পুত্র সন্তানের জন্ম হওয়ার পর শুচি হওয়ার জন্য মন্দিরে উৎসর্গ করতে যাওয়ার পূর্বে মাকে ৪০ দিন অপেক্ষা করতে হত। যদি সে মেসশাবক ও কপোতশাবক যোগাড় করতে না পারতো, তাহলে তাকে এক জোড়া ঘুঘু কিংবা দু’টি কপোতশাবক আনতে হত (লেবী ৫:১১; ১২:২-৮)।

**তাঁকে প্রভুর কাছে উপস্থিত করেন।** মানুষ ও পশুর প্রথমজাত সন্তান প্রভুতে উৎসর্গ করতে হত (পদ ২৩; যাত্রা ১৩:১২-১৩)। পশুর

শাবককে উৎসর্গ করা হত, কিন্তু মানুষের সন্তানেরা জীবনভর ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত হত। প্রকৃতপক্ষে লেবীয়রা ইস্রায়েল জাতির সকল প্রথমজাত পুরুষের পক্ষে কাজ করতো (গণনা ৩:১১-১৩; ৮:১৭-১৮)।

**২:২৫ ধার্মিক ও ঈশ্বরভক্ত।** শিমিয়োনকে ধার্মিক ও ঈশ্বরভক্ত লোক বলা হয়েছে, কারণ তিনি ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন, তিনি প্রভুর সমস্ত আদেশ ও বিধি অনুসারে নির্দোষরূপে চলতেন (লুক ১:৬; রোমীয় ১০:৫; ফিলি ৩: ৬)। পুরাতন নিয়মের ধার্মিক লোক মাত্রই নিষ্পাপ ছিল না (উপদেশক ৭:২০); কিন্তু শিমিয়োন এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তাঁর পাপ মোচনের জন্য আগত খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিলেন ও তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন (লেবী ৪:২৭-৩৫)।

**ইস্রায়েলের সান্ত্বনা।** যে শান্তি খ্রীষ্ট তাঁর

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

ছিলেন। <sup>২৬</sup> আর পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল যে, তিনি প্রভুর খ্রীষ্টকে দেখতে না পেলে মৃত্যু দেখবেন না। <sup>২৭</sup> তিনি সেই আত্মার আবেশে মন্দিরে আসলেন এবং শিশু যীশুর পিতা-মাতা যখন তাঁর বিষয়ে ব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাঁকে ভিতরে আনলেন, <sup>২৮</sup> তখন তিনি তাঁকে কোলে নিলেন, আর ঈশ্বরের গৌরব করলেন ও বললেন,

<sup>২৯</sup> হে প্রভু, এখন তুমি তোমার বাক্য অনুসারে তোমার দাসকে শান্তিতে বিদায় করছো,

<sup>৩০</sup> কেননা আমার নয়নযুগল তোমার পরিত্রাণ দেখতে পেল,

<sup>৩১</sup> যা তুমি এসব জাতির সম্মুখে প্রস্তুত করেছ,

<sup>৩২</sup> অযিহূদীদের প্রতি প্রকাশিত হবার আলো,

ও তোমার লোক ইস্রায়েলের গৌরব।

<sup>৩৩</sup> শিশুটির বিষয়ে এসব কথা শুনে তাঁর পিতা-মাতা আশ্চর্য জ্ঞান করতে লাগলেন।

<sup>৩৪</sup> আর শিমিয়োন তাঁদেরকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁর মা মরিয়মকে বললেন, দেখ, ইনি ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের জন্য এবং যার বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে, এমন চিহ্ন হবার জন্য স্থাপিত, <sup>৩৫</sup> -আর তোমার নিজের প্রাণও খড়্গে বিদ্ধ হবে- যেন অনেক

[২:২৭] পদ: ২২; [২:২৯] পদ: ২৬; [২:২৯] প্রেরি ২:২৪; [২:৩০] যিশা ৪০:৫; ৫২:১০; লুক ৩:৬; [২:৩২] যিশা ৪২:৬; ৪৯:৬; প্রেরি ১৩:৪৭; ২৬:২৩; [২:৩৪] দে: মথি ১২:৪৬; [২:৩৪] যিশা ৮:১৪; মথি ২১:৪৪; ১করি ১:২৩; ২করি ২:১৬; গালা ৫:১১; ১পি ২:৭, ৮;

আগমনের মধ্য দিয়ে তাঁর লোকদের প্রতি নিয়ে আসবেন (পদ ২৬, ৩৮; ২৩:৫১; ২৪:২১; যিশা ৪০:১-২; মথি ৫:৪)।

পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে ছিলেন। পশ্চাশতাব্দীর পর সকল বিশ্বাসীদের উপর পবিত্র আত্মা যেভাবে নেমে এসেছিলেন সেভাবে নয়, কিন্তু শিমিয়োনকে পবিত্র আত্মার এক বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি দান করা হয়েছিল, যাতে তিনি ‘যীশুকে’ স্বীকার করতে পারেন।

**২:২৮ আর ঈশ্বরের গৌরব করলেন ও বললেন।** ১:৪৬-৫৫ পদের নোট দেখুন। ল্যাটিন ভলগেট ভাষায় শামাউনের এই প্রশংসা গানকে বলা হয়েছে *নাঙ্ক দিমিডিস*, অর্থাৎ “আমি এখন বিদায় নেব”। শিমিয়োন সমস্ত মানবজাতির জন্য পরিত্রাণকর্তার আগমন দেখতে পেয়েছেন, কেবল যিহূদীদের জন্য নয়। এখানে পুরাতন নিয়মে প্রতিজ্ঞাত বিশ্বজনীন পরিত্রাণের বিষয়ে লক্ষ্য করা যায় (গীত ৯৮; যিশা ৪৯:৬)। এরপর তিনি যোষেফ ও মরিয়মের প্রতি আশীর্বাচন দান করেন এবং

আরেক ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, শিশুটির আগমন বিচার ও পরিত্রাণ আনবে, কারণ মানুষ যেকোনো অন্তরে পোষণ করেন সেভাবে তিনি প্রকাশ পাবেন এবং মরিয়ম তাঁর পুত্রের জন্য অন্তরে কষ্ট পাবেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ও কথা হান্নার ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা নিশ্চয়তা লাভ করেছিল।

**২:৩১ এসব জাতি।** নিজে অযিহূদী হওয়ায় লুক এই সত্যের উপরে জোর দিতে সচেষ্ট যে, পরিত্রাণ অযিহূদী (৩২ পদ) ও যিহূদী উভয়ের জন্য দেওয়া হয়েছে।

**২:৩৩ তাঁর বাবা।** লুক যীশু খ্রীষ্টের কুমারীর গর্ভে জন্মকে স্বীকৃতি দিয়ে (১:২৬-৩৫), যোষেফকে যীশু খ্রীষ্টের পালক পিতা হিসেবে এখানে উল্লেখ করেছেন।

**২:৩৪ ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের জন্য।** যীশু তাদের উঁচুতে তুলে ধরেন যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে, কিন্তু তিনি তাদের জন্য বিপ্লবজনক যারা তাঁকে অবিশ্বাস করে (২০:১৭-১৮; ১ করি ১:২৩; ১ পিতর ২:৬-৮)।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশিত হয়।

<sup>৩৬</sup> আর হান্না নান্নী এক জন মহিলা-ভাববাদী ছিলেন, তিনি পনূয়েলের কন্যা, আশের বংশজাত; তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল, তিনি কুমারী অবস্থার পর সাত বছর স্বামীর সঙ্গে বাস করেন, <sup>৩৭</sup> আর চুরাশী বছর পর্যন্ত বিধবা হয়ে থাকেন, তিনি ধর্মধাম থেকে প্রস্থান না করে উপবাস ও প্রার্থনা সহকারে রাত দিন উপাসনা করতেন। <sup>৩৮</sup> তিনি সেই সময়ে উপস্থিত হয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করলেন এবং যত লোক যিরূশালেমের মুক্তির অপেক্ষা করছিল, তাদেরকে যীশুর কথা বলতে লাগলেন।

### যীশু খ্রীষ্টকে নিয়ে নাসরতে ফিরে আসা

<sup>৩৯</sup> আর প্রভুর ব্যবস্থা অনুসারে মরিয়ম ও যোষেফ সমস্ত কাজ করার পর গালীলে, তাঁদের নিজের নগর নাসরতে, ফিরে গেলেন।

<sup>৪০</sup> পরে বালকটি বেড়ে উঠতে ও বলবান হতে লাগলেন, জ্ঞানে পূর্ণ হতে থাকলেন; আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁর উপরে ছিল।

### মন্দিরে বারো বছরের বালক যীশু খ্রীষ্ট

<sup>৪১</sup> তাঁর পিতা-মাতা প্রত্যেক বছর নিস্তারপর্বের সময়ে যিরূশালেমে যেতেন। <sup>৪২</sup> তাঁর

[২:৩৬] দে: প্রেরি ২১:৯; [২:৩৭] ১তীম ৫:৯; [২:৩৭] প্রেরি ১৩:৩; ১৪:২৩; ১তীম ৫:৫; [২:৩৮] পদ: ২৫; যিশা ৪০:২; ৫২:৯; লুক ১:৬৮; ২৪:২১; [২:৩৯] পদ: ৫১; দে: মথি ২:২৩; [২:৪০] পদ: ৫২; লুক ১:৮০; [২:৪১] যাত্রা ২৩:১৫; দ্বি:বি ১৬:১-৮; লুক ২২:৮;

২:৩৫ তোমার নিজের প্রাণও খড়্গের আঘাতে বিদ্ধ হবে। এখানে বোঝানো হয়েছে যে, মরিয়ম ও যীশু দু'জনেই গভীর ক্রেশ ভোগ করবেন; এটিই এই সুসমাচারে যীশু খ্রীষ্টের যাতনা ও মৃত্যু সম্পর্কিত প্রথম উল্লেখ।

২:৩৬ মহিলা-ভাববাদী হান্না। অন্যান্য মহিলা-নবীরা হলেন মরিয়ম (যাত্রা ১৫:২০), দবোরা (বিচার ৪:৪), হুলদা (২ রাজা ২২:১৪) এবং ফিলিপের কন্যাগণ (প্রেরিত ২১:৯)। হান্না নামের অর্থ “অনুগ্রহশীল” (১ শমূ ১:২)। তিনি শিশু যীশু খ্রীষ্টের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করেন, যেভাবে পুরাতন নিয়মের হান্না শমূয়েলের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিলেন (১ শমূ ২:১-১০)। আশের বংশ। উত্তরাঞ্চলীয় বংশের একটি, যেখানে তথাকথিত দশ বংশের অবস্থান ছিল।

২:৩৭ মন্দির থেকে প্রস্থান না করে। হেরোদ কর্তৃক পুনঃনির্মিত মন্দিরে অনেক বৃহৎ আকৃতির এবং বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী কক্ষ ছিল এবং সেগুলোর একটিতে থাকতে হান্নাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এই বিবৃতিই সম্ভবত এ কথা

বোঝায় যে, তিনি মন্দিরে নিয়মিত উপাসনা-প্রার্থনা করে সারা দিন সময় কাটাতেন।

২:৩৮ যিরূশালেম। ঈশ্বরের বাছাইকৃত লোকদের পবিত্র নগর (যিশা ৪০:২; ৫২:৯); এখানে এটি সম্পূর্ণ অর্থে ইস্রায়েলের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

২:৩৯ গালীলে ... ফিরে গেলেন। লুক তাঁর সুসমাচারে পণ্ডিতদের আগমনের কথা এবং হেরোদের আক্রমণ, মিশরে পলায়ন ও প্রত্যাবর্তন উল্লেখ করেন নি (মথি ২:১-২৩ দেখুন)।

২:৪১ নিস্তারপর্বের সময়ে। আইন-কানুন অনুসারে যিহূদীদের তিনটি পর্বে সকল বয়সের পুরুষের তাদের পরিবার সমেত প্রতি বছর অংশগ্রহণ করার বিধান ছিল: নিস্তারপর্ব, পশ্চাশত্তমী ও কুঁড়ে-ঘরের পর্ব (যাত্রা ২৩:১৪-১৭; দ্বি:বি. ১৬:১৬)। অনেকেই তিনটি পর্বে যোগ দিতে না পারলেও অধিকাংশ যিহূদী নিস্তারপর্বে উপস্থিত হতে চেষ্টা করতো। যিরূশালেমে ৬০ হাজার থেকে ১ লক্ষ দর্শনার্থীর

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

বারো বছর বয়স হলে তাঁরা পর্বের রীতি অনুসারে যিরূশালেমে গেলেন; <sup>৪০</sup> এবং পর্বের সময় সমাপ্ত করে যখন ফিরে আসছিলেন, তখন বালক যীশু যিরূশালেমে রয়ে গেলেন; আর তাঁর পিতা-মাতা তা জানতেন না, <sup>৪১</sup> কিন্তু তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে আছেন মনে করে তাঁরা এক দিনের পথ গেলেন; পরে জ্ঞাতি ও পরিচিত লোকদের মধ্যে তাঁর খোঁজ করতে লাগলেন; <sup>৪২</sup> আর তাঁকে না পেয়ে তাঁর খোঁজ করতে করতে তাঁরা আবার যিরূশালেমে ফিরে গেলেন। <sup>৪৩</sup> তিন দিনের পর তাঁরা তাঁকে মন্দিরে খুঁজে পেলেন; তিনি ধর্ম-শিক্ষকদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন; <sup>৪৪</sup> আর যারা তাঁর কথা শুনছিল, তারা সকলে তাঁর বুদ্ধি ও উত্তরে অতিশয় আশ্চর্য জ্ঞান করলো। <sup>৪৫</sup> তাঁকে দেখে তাঁরা চমৎকৃত হলেন এবং তাঁর মা তাঁকে বললেন, বৎস, আমাদের প্রতি এরকম ব্যবহার কেন করলে? দেখ, তোমার পিতা এবং আমি কাতর হয়ে তোমার খোঁজ করছিলাম। <sup>৪৬</sup> তিনি তাদেরকে বললেন, কেন আমার খোঁজ করলে? আমার পিতার বাড়িতে আমাকে থাকতেই হবে, এই কথা কি জানতে না? <sup>৪৭</sup> কিন্তু তিনি তাঁদেরকে যে কথা বললেন, তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না। <sup>৪৮</sup> পরে তিনি তাঁদের সঙ্গে নেমে নাসরতে চলে গেলেন ও তাদের বাধ্য হয়ে থাকলেন। আর তাঁর মা সমস্ত কথা তাঁর অন্তরে গেঁথে রাখলেন।

<sup>৪৯</sup> পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মানুষের কাছে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেতে থাকলেন।

[২:৪৭] দে: মথি ৭:২৮; [২:৪৮] দে: মথি ১২:৪৬; [২:৪৮] লুক ৩:২৩; ৪:২২; [২:৪৯] যোহন ২:১৬; [২:৫০] দে: মার্ক ৯:৩২; [২:৫১] পদ: ৩৯; দে: মথি ২:২৩; [২:৫১] পদ: ১৯; [২:৫২] পদ: ৪০; ১শমূ ২:২৬; হিতো ৩:৪; লুক ১:৮০।

সমাগম হত এ সময়ে, কিন্তু শহরটির স্বাভাবিক লোকসংখ্যা ছিল ২৫ হাজার। সঙ্গ ও নিরাপত্তা লাভের জন্য বৃহৎ যাবাবর গোষ্ঠী দলে দলে ভ্রমণ করতো।

**২:৪২ বারো বছর বয়স।** বারো বছর বয়সে যিহুদী কিশোররা তাদের নিজ ধর্মে দীক্ষা নেওয়া শুরু করে।

**২:৪৬ তিন দিন।** যোষেফ ও মরিয়ম যিরূশালেম থেকে একদিনের পথ এগিয়ে গিয়েছিলেন, দ্বিতীয় দিন তাঁরা যিরূশালেমে ফিরতি পথে যাত্রা করেছিলেন এবং যীশুকে খুঁজতে তৃতীয় দিন অতিবাহিত করেছিলেন।

**ধর্ম-শিক্ষক।** যিহুদী ধর্মে অভিজ্ঞ ধর্ম-শিক্ষক বা রবি।

**২:৪৯ আমরা পিতার গৃহে।** যীশু খ্রীষ্ট তাঁর স্বর্গস্থ পিতার প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত কর্তব্যের

বিষয়ে বলছেন। তিনি মরিয়মের বলা “তোমার পিতা”-এর সাথে তাঁর “আমার পিতা” কথাটির তুলনা করেন (পদ ৪৮)। ১২ বছর বয়সে তিনি ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অতুলনীয় সম্পর্কের বিষয়ে জানতেন; কিন্তু একই সাথে তিনি তাঁর জাগতিক পিতা-মাতার প্রতিও বাধ্য ছিলেন (পদ ৫১)।

**২:৫২ জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মানুষের কাছে অনুগ্রহে।** ১ শমূয়েল ২:২৬ পদে বালক শমূয়েলের জন্য একই রকম কথা ব্যবহার করা হয়েছে।

**বৃদ্ধি পেতে থাকলেন।** যদিও যীশু মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তথাপি এমন কোন ইঙ্গিত নেই যে, জন্ম থেকে তাঁর সব জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছিল। তাঁকেও অন্যান্য শিশুদের মত ক্রমান্বয়ে পরিপক্বতা লাভ করতে হয়েছে।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

### লুক ২ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

পুরো যিহূদা ও গালীলের উপর রাজা হেরোদের রাজত্বের সময় রোমের সম্রাট ছিলেন আগস্ত কৈসার। সেই সময়ে লোকগণনা করা হচ্ছিল বলে যোষেফ ও গর্ভবতী মরিয়ম নাসরৎ থেকে রাজা দায়ূদের নিজের শহর বৈৎলেহমের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সেখানেই যীশুর জন্ম হয় (২:১-৭)। স্বর্গদূত সুসংবাদ নিয়ে বৈৎলেহমের স্থানীয় মেসপালকদের কাছে উপস্থিত হন। সেই সুসংবাদ হল একটি ছোট শিশু জন্মেছে— যার বিশেষ কিছু নাম রয়েছে: ত্রাণকর্তা, খ্রীষ্ট বা মশীহ এবং প্রভু। মেসপালকেরা বৈৎলেহমে গিয়ে শিশুটিকে দেখতে পান। জন্মের আট দিন পরে, শিশুটির ত্বক্ছেদ করানো হয় এবং তাঁর নাম যীশু রাখা হয় (২:৮-২১)। কিছু দিন পরে, যোষেফ ও মরিয়ম শিশু যীশুকে যিরূশালেমের মন্দিরে প্রভুর কাছে নিয়ে আসেন। মন্দিরে শিমিয়োন ও হান্না পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে মশীহকে দেখতে পেয়ে ঈশ্বরের গৌরব করেন। এর পর যোষেফ ও মরিয়ম গালীলের নাসরতে তাদের নিজেদের বাড়িতে ফিরে যান। ছোট শিশুটি বেড়ে উঠতে এবং ঈশ্বরের জ্ঞান ও আশীর্বাদে পূর্ণ হতে থাকলেন (২:২২-৪০)। যোষেফ ও মরিয়ম প্রতি বছরে যিরূশালেমে গিয়ে সেখানে নিস্তারপর্ব পালন করেন। যীশুর বয়স যখন বরো বছর, তিনিও তখন তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে মন্দিরে আসেন। যিরূশালেমের মন্দিরে ধর্ম-শিক্ষকদের সঙ্গে শাস্ত্রের বিষয়ে তাঁর আলাপ-আলোচনা হয়। ছেলেটির শাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞানের গভীরতা দেখে তারা আশ্চর্য হলেন। এরপর যীশু তাঁর বাবা-মায়ের সাথে নাসরতে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যান। আর জীবনের সম্পূর্ণতা অর্জনে যীশু জ্ঞানে, বয়সে এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠতে থাকেন (২:৪১-৫২)।

### লুক ২ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যীশু কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? (১-৭ পদ)
২. স্বর্গদূত ও রাখালদের গল্পটি বলুন। (৮-১৪ পদ)
৩. স্বর্গদূত তাদের কি সংবাদ দিয়েছিলেন? (১০, ১১ পদ)
৪. স্বর্গদূতেরা চলে যাবার পর রাখালেরা কি করেছিল? (১৫-২০ পদ)
৫. যীশুকে দেখার পর শিমিয়োন কি বলেছিলেন? (২৯-৩২ পদ)
৬. যীশুর জন্মের মধ্য দিয়ে আব্রাহামকে করা কোন প্রতিজ্ঞাটি পূরণ হয়েছিল? (আদিপুস্তক ২২:১৮ পদ)
৭. এখানে যিশাইয়ের মধ্য দিয়ে কোন ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয়েছিল? (যিশাইয় ৯:২ পদ)
৮. শত শত বছর পূর্বে যীশুর জন্মের বিষয়ে যিশাইয় কিভাবে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন? (যিশাইয় ৯:৬ পদ)
৯. কিভাবে যীশুর শৈশব জীবনের বর্ণনা করা হয়েছিল? (৪০ পদ)
১০. বারো বছর বয়সে যীশুর যিরূশালেমে গমনের বর্ণনা করুন। (৪১-৫০ পদ)
১১. যীশুর শৈশব কোথায় কেটেছিল? (৫১ পদ)
১২. জীবনের কোন চারটি ক্ষেত্রে বালক যীশু বেড়ে উঠছিলেন? (৫২ পদ)



## লুক লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

### বাপ্তিস্মদাতা যোহনের ঘোষণা

৩<sup>১</sup> তিবিরিয়া সম্রাটের রাজত্বের পঞ্চদশ বছরে যখন পন্থীয় পীলাত যিহূদিয়ার শাসনকর্তা, হেরোদ গালীলের রাজা, তাঁর ভাই ফিলিপ যিহূরিয়া ও ত্রাখোনীতিয়া প্রদেশের রাজা এবং লুযাণিয় অবিলীনির রাজা, <sup>২</sup> তখন হানন ও কায়াফা মহাপুরোহিত ছিলেন। ঠিক এই সময়ে ঈশ্বরের বাক্য মরুভূমিতে সখরিয়ের পুত্র যোহনের কাছে উপস্থিত হল। <sup>৩</sup> তাতে তিনি যর্দনের নিকটবর্তী সমস্ত দেশে এসে পাপ ক্ষমার জন্য মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করতে লাগলেন; <sup>৪</sup> যেমন যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকে লেখা আছে,

“মরুভূমিতে এক জনের কণ্ঠস্বর, সে ঘোষণা করছে,

তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর,

তাঁর রাজপথগুলো সরল কর।

[৩:১] দে: মথি ২৭:২; [৩:১] দে: মথি ১৪:১; [৩:২] দে: মথি ২৬:৩; [৩:২] দে: মথি ৩:১; [৩:২] লুক ১:১৩; [৩:৩] পদ: ১৬; দে: মার্ক ১:৪;

৩:১ তিবিরিয়া সম্রাটের রাজত্বের পঞ্চদশ বছরে। ঐতিহাসিকগণ প্রায়শ সত্যতা নিরূপণের জন্য শাসকদের রাজত্বের সময়কাল উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। এ বর্ণনা দ্বারা ২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালটি নির্দেশ করে (প্রদেশগুলোতে তিবিরিয়া সম্রাটের শাসন শুরু হয় ১১ খ্রীষ্টাব্দে) যা যীশু খ্রীষ্টের প্রচার কাজ আরম্ভের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সময়কাল বলেই গণ্য করা হয়।

পন্থীয় পীলাত। রোমীয় শাসক, যিনি যিহূদিয়া, শমরীয়া ও ইদুমিয়ায় শাসন করেছিলেন।

গালীলের রাজা। মহান হেরোদের মৃত্যুতে (৪ খ্রীষ্টপূর্ব) তাঁর পুত্র আর্থিলায় হেরোদ আন্তিপাস এবং হেরোদ ফিলিপকে তাঁর বিভক্ত রাজ্যের শাসনভার দেয়া হয়েছিল। হেরোদ আন্তিপাস গালীল ও পেরিয়ার রাজা হন (মথি ১৪:১)।

লুযাণিয় অবিলীনির রাজা। তাঁর সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না, কেবল তার নামটি এই সুসমাচারে পাওয়া যায়।

৩:২ হানন ও কায়াফা মহাপুরোহিত ছিলেন। ৬ থেকে ১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হানন মহাপুরোহিত ছিলেন। এরপর তার পুত্র এলিয়র আসেন, তারপর তার জামাতা কায়াফা এবং পরে আরও চারজন তার স্থলে কাজ করেন। রোমীয় সরকার হাননকে পদচ্যুত করলেও যিহূদিয়া তার কর্তৃত্ব

স্বীকার করা অব্যাহত রেখেছিল। তাই লুক তার নাম ও রোমীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কায়াফার নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ঈশ্বরের বাক্য। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচার ও তাঁর বাপ্তিস্ম দানের কর্তৃত্বের উৎস। ঈশ্বরের বাক্য বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাছে ঠিক সেভাবেই এসেছিল, যেভাবে তা পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের কাছে এসেছিল (যির ১:২; যিহি ১:৩; হোশেয় ১:১; যোয়েল ১:১)।

মরুভূমিতে। এখানে নির্জন এবং জনমানবহীন এলাকা বোঝানো হয়েছে; বালিময় বা জলশূন্য স্থান নয়।

৩:৩ পাপ ক্ষমার জন্য। যীশু খ্রীষ্ট দ্রুতীয়ায় মৃত্যু দ্বারা পাপের শাস্তি থেকে অনুতপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করবেন।

মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্ম অন্তরের পরিবর্তন তুলে ধরেছিল, যা পাপের জন্য দুঃখ এবং পবিত্র জীবন চালানোর এক সংকল্পকে যুক্ত করে।

৩:৪ পথ প্রস্তুত কর। প্রাচীন কালে দূরবর্তী দেশে কোন রাজা ভ্রমণ শুরু করার পূর্বে, যে রাস্তায় তিনি ভ্রমণ করবেন, সেগুলোকে সংস্কার ও উন্নত করা হত। একইভাবে খ্রীষ্টের আগমনের প্রস্তুতি হিসেবে নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তার কথা বাপ্তিস্মদাতা

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

৫ প্রত্যেক উপত্যকা পরিপূর্ণ হবে,  
প্রত্যেক পর্বত ও উপপর্বত নিম্ন করা হবে,  
যা যা বাঁকা, সেসব সরল করা হবে,  
যা যা অসমান, সেসব সমান করা হবে,  
৬ এবং সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বরের পরিভ্রাণ দেখতে পাবে।”

৭ অতএব যেসব লোক তাঁর দ্বারা বাপ্তিস্ম নিতে বের হয়ে আসল, তিনি তাদেরকে বললেন, হে সাপের বংশধরেরা, আগামী ক্রোধ থেকে পালিয়ে যেতে তোমাদেরকে কে চেতনা দিল? ৮ অতএব মন পরিবর্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান হও। মনে মনে বলতে আরম্ভ করো না যে, অব্রাহাম আমাদের পিতা; কেননা আমি তোমাদেরকে বলছি, ঈশ্বর এসব পাথর থেকে অব্রাহামের জন্য সন্তান উৎপন্ন করতে পারেন। ৯ আর এখনই গাছগুলোর গোড়ায় কুঠার লাগানো আছে; অতএব যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়।

১০ তখন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, তবে আমাদের কি করতে হবে? ১১ উত্তরে তিনি তাঁদেরকে বললেন, যার দু’টি কোর্তা আছে, সে যার নেই তাকে একটি দিক; আর যার কাছে খাদদ্রব্য আছে, সেও তেমনি করুক। ১২ আর কর-আদায়কারীরাও বাপ্তিস্ম নিতে আসল এবং তাঁকে বললো, গুরু, আমাদের কি করতে হবে? ১৩ তিনি তাদেরকে বললেন,

[৩:৬] গীতা ৯৮:২; যিশা ৪০:৩-৫; ৪২:১৬; ৫২:১০; লুক ২:৩০; [৩:৭] মথি ১২:৩৪; ২৩:৩৩; [৩:৭] দে: রোমী ১:১৮; [৩:৮] যিশা ৫১:২; লুক ১৯:৯; যোহন ৮:৩৩, ৩৯; প্রেরি ১৩:২৬; রোমী ৪:১, ১১, ১২, ১৬, ১৭; ৯:৭, ৮; গালা ৩:৭; [৩:৯] দে: মথি ৩:১০; [৩:১০] পদ: ১২, ১৪; প্রেরি ২:৩৭; ১৬:৩০; [৩:১১] যিশা ৫৮:৭; ইহি ১৮:৭; [৩:১২] লুক ৭:২৯; [৩:১৩] লুক ১৯:৮;

যোহন ঘোষণা করেছিলেন।

৩:৬ সমস্ত পৃথিবী। ঈশ্বরের পরিভ্রাণ যিহূদী ও অযিহূদী উভয়ের কাছে জানানো হবে, যা লুকের সুসমাচারের প্রধান বিষয়বস্তু।

৩:৭ সাপের বংশধরেরা। সাপ মন্দতা ও ধ্বংসের প্রতীক বলে মনে করা হত। মথি লিখিত সুসমাচারে সন্দুকী ও ফরীশীদের জন্য এই বিশেষণমূলক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

আগামী ক্রোধ। যিরূশালেমের ধ্বংস (২১:২০-২৩) যা ৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল, এবং শেষ বিচার (যোহন ৩:৩৬) উভয়কে এখানে বোঝানো হয়েছে।

তোমাদেরকে কে চেতনা দিল? অর্থাৎ কেউ কি তাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলে (অর্থাৎ মন পরিবর্তন করলে) বিচার থেকে নিজেকে রক্ষা করা যাবে?

৩:৯ গোড়ায় কুড়াল লাগানো আছে। প্রতীকী অর্থে তাদের জন্য বিচার সন্নিকট, যারা মন পরিবর্তন করে নি এবং যাদের ভেতরে অনুতাপ জন্মে নি।

আগুনে। বিচারের প্রতীক (মথি ৭:১৯; ১৩:৪০-৪২)।

৩:১১ দু’টি কোর্তা। কোর্তা বলতে ভেতরের জামার মত কোন পোশাককে বোঝানো হয়েছে। যেহেতু এরূপ দু’টো পোশাকের দরকার পড়ে না, তাই দ্বিতীয়টি যার প্রয়োজন রয়েছে তাকে দিয়ে দেয়া উচিত (৯:৩)।

৩:১২ কর-আদায়কারী। যিহূদী প্রতিনিধিদের দ্বারা রোমীয় সরকারের জন্য কর আদায় করা হত, যারা রোম সম্রাটের অধীনে চাকরি করার কারণে এবং তাদের নিজেদের লোকদের সাথে প্রায়শ জালিয়াতি করার কারণে ঘৃণিত ছিল।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

তোমাদের জন্য যা নিরূপিত, তার বেশি আদায় করো না।<sup>১৪</sup> আর সৈনিকেরাও তাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমাদেরই বা কি করতে হবে? তিনি তাদেরকে বললেন, কারো প্রতি দৌরাভ্য করো না, অন্যায়পূর্বক কিছু আদায়ও করো না এবং তোমাদের বেতনে সম্বৃষ্ট থেকো।

<sup>১৫</sup> আর লোকেরা যখন অপেক্ষায় ছিল এবং যোহনের বিষয়ে সকলে মনে মনে এই তর্ক বিতর্ক করছিল, কি জানি, ইনিই বা সেই খ্রীষ্ট, <sup>১৬</sup> তখন যোহন উত্তরে সকলকে বললেন, আমি তোমাদেরকে জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি বটে, কিন্তু এমন এক জন আসছেন, যিনি আমার চেয়ে শক্তিমান, যাঁর জুতার ফিতা খুলবার যোগ্য আমি নই; তিনি তোমাদেরকে পবিত্র আত্মা ও আগুনে বাপ্তিস্ম দেবেন।<sup>১৭</sup> তাঁর কুলা তাঁর হাতে আছে; তিনি আপন খামার সুপরিষ্কৃত করবেন ও গম আপন গোলাতে সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তুষ অনিবার্ণ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন।

<sup>১৮</sup> আরও অনেক উপদেশ দিয়ে যোহন লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতেন।  
<sup>১৯</sup> কিন্তু রাজা হেরোদ আপন ভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়ার বিষয়ে এবং নিজের সমস্ত দুষ্কর্মের বিষয়ে যোহন কর্তৃক দোষীকৃত হলে, তার সেসব দুষ্কর্মগুলোর সঙ্গে এটিও যোগ করলেন,  
<sup>২০</sup> যোহনকে কারাগারে বন্দী করলেন।

---

[৩:১৪] যাত্রা ২৩:১; লেবী ১৯:১১; [৩:১৫] দে: মথি ৩:১; [৩:১৫] যোহন ১:১৯, ২০; থেরি ১৩:২৫; [৩:১৬] পদ: ৩; দে: মার্ক ১:৪; [৩:১৬] যোহন ১:২৬, ৩৩; থেরি ১:৫; ২:৩; ১১:১৬; ১৯:৪; [৩:১৭] যিশা ৩০:২৪; [৩:১৭] মথি ১৩:৩০; দে: ২৫:৪১; [৩:১৯] পদ: ১; দে: মথি ১৪:১; [৩:২০] দে: মথি ১৪:৩, ৪;

---

**৩:১৪ সৈনিকেরা।** বিশেষ বিশেষ যিহুদী নেতা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য সীমিত আকারের নিরাপত্তাকর্মী বা সৈনিক দেয়া হত (যেমন হেরোদ আন্তিপাসের দেহরক্ষী, মন্দিরের নিরাপত্তা কর্মী এবং কর-আদায়কারীদের রক্ষীদল)। কর-আদায়কারী ও সৈনিকদেরকে তাদের পেশার কারণে নয়, বরং সাধারণত তারা যে ধরনের অনৈতিক কাজ করতো সেই কারণে তাদেরকে দোষারোপ করা হত।

**৩:১৬ তোমাদেরকে পবিত্র আত্মা ও আগুনে বাপ্তিস্ম দেবেন।** এই কথা পঞ্চাশতমীর দিনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল (থেরিত ১:৫; ২:৪, ৩৮)। এখানে আগুনকে বিচারের সাথে তুলনা করা হয়েছে (পদ ১৭)। থেরিত ২:৩ এবং ১ করি ৩:১৩ পদের নোট দেখুন।

**৩:১৭ তাঁর কুলা।** রূত ১:২২ এবং মথি ৩:১২ পদের নোট দেখুন।

**গম ... তুষ।** তুষ বলতে অনুতাপহীনদের এবং গম বলতে ধার্মিকদের বলা হচ্ছে। অনেক

যিহুদী মনে করতো যে, যখন খ্রীষ্ট আসবেন তখন কেবল পৌত্তলিকদের বিচার হবে ও শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু বাপ্তিস্মদাতা যোহন বলছেন, যারা অনুতত্ত্ব হবে না তাদের সকলের প্রতি বিচার নেমে আসবে, তারা যিহুদী হোক বা অযিহুদী হোক।

**৩:১৯ রাজা হেরোদ ... বাপ্তিস্মদাতা যোহন কর্তৃক দোষীকৃত হলে ...** হেরোদ আন্তিপাস আরবের রাজা চতুর্থ আরিতার কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন; কিন্তু তিনি হেরোদিয়াকে বিয়ে করার জন্য তাকে ত্যাগ দিয়েছিলেন। এই হেরোদিয়া ছিল তাঁর ভাই হেরোদ ফিলিপের স্ত্রী (মথি ১৪:৩; মার্ক ৬:১৭)।

**৩:২০ বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে কারাগারে বন্দী করলেন।** যোসেফাসের মতে, বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে মরু-সাগরের পূর্বদিকে মাখেররুতে কারাবদ্ধ করা হয়েছিল। যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ শুরু হওয়ার কিছু দিন পর এই ঘটনা ঘটেছিল (যোহন ৩:২২-২৪); কিন্তু লুক এই

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

### যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম

<sup>২১</sup> আর যখন সমস্ত লোক বাপ্তিস্ম নিচ্ছিল, তখন যীশুও বাপ্তিস্ম নিয়ে প্রার্থনা করছেন, এমন সময়ে স্বর্গ খুলে গেল, <sup>২২</sup> এবং পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে, কবুতরের মত, তাঁর উপরে নেমে আসলেন, আর স্বর্গ থেকে এই বাণী হল, “তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।”

### যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি

<sup>২৩</sup> আর যীশু নিজে যখন কাজ আরম্ভ করেন, তখন কমবেশ ত্রিশ বছর বয়স্ক ছিলেন;

[৩:২১] মথি ১৪:২৩; মার্ক ১:৩৫; ৬:৪৬; লুক ৫:১৬; ৬:১২; ৯:১৮, ২৮; ১১:১; [৩:২২] যিশা ৪২:১; যোহন ১:৩২, ৩৩; প্রেরি ১০:৩৮; [৩:২২] দে: মথি ৩:১৭; [৩:২২] দে: মথি ৩:১৭; [৩:২৩] মথি ৪:১৭; প্রেরি ১:১; [৩:২৩] লুক

ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করছেন বাপ্তিস্মদাতা যোহনের পরিচর্যা কাজের বিষয়ে তাঁর বর্ণনা সমাপ্ত করতে এবং যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের বিবরণ শুরু করতে (মথি ৪:১২; মার্ক ১:১৪)। পরবর্তীতে তিনি সংক্ষেপে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মৃত্যুর বিষয়ে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন (৯:৭-৯)।

**৩:২১ প্রার্থনা করছেন।** কেবল লুক এ কথা উল্লেখ করেন যে, যীশু খ্রীষ্ট বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর প্রার্থনা করেছিলেন। প্রার্থনায় রত যীশু লুকের বিবৃতির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় (৫:১৬; ৬:১২; ৯:১৮, ২৮-২৯; ১১:১; ২২:৩২, ৪১; ২৩:৩৪, ৪৬)।

**৩:২২ পবিত্র আত্মা ... নেমে আসলেন।** লুক “দৈহিক আকারে” বলে সুনির্দিষ্ট চিহ্নের কথা উল্লেখ করেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাছে এটি ছিল এক বিশেষ চিহ্ন (যোহন ১:৩২-৩৪; মার্ক ১:১০)।

**তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।** পূর্ববর্তী দু’টি সুসমাচারের রচয়িতাগণ স্বর্গ থেকে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি একটি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন: (১) রূপান্তরিত হওয়ার সময়ে পর্বতে (৯:৩৫), এবং (২) যীশু খ্রীষ্টের শেষ সপ্তাহে মন্দিরের প্রাঙ্গণে (যোহন ১২:৮)। এই স্বর এ কথা নির্দেশ করে না যে, ঈশ্বরের পুত্ররূপে যীশুকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে, বরং এখানে তাঁকে স্বর্গীয় অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে, যার মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের দাস ও পুত্ররূপে তাঁর

দায়িত্ব পালন করতে শুরু করছেন।

**৩:২৩-৩৮ যীশু খ্রীষ্টের বংশ-তালিকা।** লুক ও মথি সুসমাচারে যীশু খ্রীষ্টের বংশ-তালিকায় কিছু পার্থক্য রয়েছে (মথি ১:২-১৬)। মথি বংশ-তালিকাটি শুরু করেছেন অব্রাহাম থেকে (যিহূদী জাতির জনক), আর লুক উল্টোদিক থেকে তাঁর বংশ-তালিকা শুরু করেন এবং আদম দিয়ে শেষ করেন; এর দ্বারা তিনি সমস্ত মানব বংশের সাথে যীশু খ্রীষ্টের সম্পর্ক দেখিয়েছেন। অব্রাহাম থেকে দায়ূদের আগ পর্যন্ত মথি ও লুকের বংশ-তালিকা প্রায় একই রকম, কিন্তু দায়ূদ থেকে তাঁদের তালিকায় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ হল মথি কেবল সিংহাসনের উত্তরাধিকারীদের উল্লেখ করে দায়ূদের গৃহের আইনগত বংশধারাটি দেখিয়েছেন; অন্যদিকে লুক যোষেফ থেকে দায়ূদ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ বংশধারা দেখিয়েছেন। অন্যদিকে মথি যোষেফকে বংশ তালিকা নিয়ে এসেছেন, যিনি যীশু খ্রীষ্টের আইনসম্মত পিতা; অন্য দিকে লুক মরিয়মের বংশধারার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যিনি যীশুর খ্রীষ্টের রক্তের আত্মীয়।

**৩:২৩ প্রায় ত্রিশ বছর।** লুক বিশ্ব ইতিহাস (পদ ১-২) এবং যীশু খ্রীষ্টের বাকী জীবন উভয়ের সাথে যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজের সূচনাকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। ত্রিশ বছর বয়স ছিল এমন একটি সময়, যখন একজন লেবীয় তার পরিচর্যা কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন (গণনা ৪:৪৭)।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

তিনি (যেমন ধরা হত) যোষেফের পুত্র— ইনি এলির পুত্র, <sup>২৪</sup> ইনি মত্ততের পুত্র, ইনি লেবির পুত্র, ইনি মক্ষির পুত্র, ইনি যান্নায়ের পুত্র, ইনি যোষেফের পুত্র, <sup>২৫</sup> ইনি মত্তথিয়ের পুত্র, ইনি আমোষের পুত্র, ইনি নহুমের পুত্র, ইনি ইষলির পুত্র, ইনি নগির পুত্র, <sup>২৬</sup> ইনি মাটের পুত্র, ইনি মত্তথিয়ের পুত্র, ইনি শিমিয়ির পুত্র, ইনি যোষেথের পুত্র, ইনি যূদার পুত্র, <sup>২৭</sup> ইনি যোহানার পুত্র, ইনি রীষার পুত্র, ইনি সরুবাবিলের পুত্র, ইনি শল্টীয়েলের পুত্র, ইনি নেরির পুত্র, <sup>২৮</sup> ইনি মক্ষির পুত্র, ইনি অদীর পুত্র, ইনি কোষমের পুত্র, ইনি ইল্‌মাদমের পুত্র, ইনি এরের পুত্র, <sup>২৯</sup> ইনি যিহোশূয়ের পুত্র, ইনি ইলীয়েষরের পুত্র, ইনি যোরীমের পুত্র, ইনি মত্ততের পুত্র, ইনি লেবির পুত্র, <sup>৩০</sup> ইনি শিমিয়োনের পুত্র, ইনি যূদার পুত্র, ইনি যোষেফের পুত্র, ইনি যোনমের পুত্র, ইনি ইলিয়াকীমের পুত্র, <sup>৩১</sup> ইনি মিলেয়ার পুত্র, ইনি মিন্নার পুত্র, ইনি মত্তথের পুত্র, ইনি নাথনের পুত্র, ইনি দাযূদের পুত্র, <sup>৩২</sup> ইনি যিশায়ের পুত্র, ইনি ওবেদের পুত্র, ইনি বোয়সের পুত্র, ইনি সলমোনের পুত্র, ইনি নহশোনের পুত্র, <sup>৩৩</sup> ইনি অন্মীনাদবের পুত্র, ইনি অদমানের পুত্র, ইনি অর্ণির পুত্র, ইনি হিশ্রোণের পুত্র, ইনি পেরসের পুত্র, ইনি যিহূদার পুত্র, <sup>৩৪</sup> ইনি যাকোবের পুত্র, ইনি ইসহাকের পুত্র, ইনি অব্রাহামের পুত্র, ইনি তেরহের পুত্র, ইনি নাহোরের পুত্র, <sup>৩৫</sup> ইনি সরুগের পুত্র, ইনি রিয়ুর পুত্র, ইনি পেলগের পুত্র, ইনি এবরের পুত্র, ইনি শেলহের পুত্র, <sup>৩৬</sup> ইনি কৈননের পুত্র, ইনি অফক্‌ষদের পুত্র, ইনি শেমের পুত্র, ইনি নোহের পুত্র, ইনি লেমকের পুত্র, <sup>৩৭</sup> ইনি মথূশেলহের পুত্র, ইনি হানোকের পুত্র, ইনি যেরদের পুত্র, ইনি মহললেলের পুত্র, ইনি কৈননের পুত্র, <sup>৩৮</sup> ইনি ইনোশের পুত্র, ইনি শেথের পুত্র, ইনি আদমের পুত্র, ইনি ঈশ্বরের পুত্র।

১:২৭; [৩:২৭] মথি ১:১২; [৩:৩১] ২শমূ ৫:১৪; ১বংশা ৩:৫; [৩:৩৩] রূত ৪:১৮-২২; ১বংশা ২:১০-১২; [৩:৩৪] আদি ১১:২৪, ২৬; [৩:৩৬] আদি ১১:১২; [৩:৩৬] আদি ৫:২৮-৩২; [৩:৩৭] আদি ৫:১২-২৫; [৩:৩৮] আদি ৫:১, ২, ৬-৯।

যেমন ধরা হত। লুক ইতোমধ্যেই কুমারীর গর্ভে জন্মলাভের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন (১:৩৪-৩৫); এখানে তিনি আবারও পরিষ্কার করে দিচ্ছেন যে, যোষেফ যীশু খ্রীষ্টের দৈহিক পিতা ছিলেন না।

৩:২৭ সরুবাবিল। বাবিলে নির্বাসনের পরে সরুবাবিল যিহূদী গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন; শল্টীয়েলের বিষয়ে জানতে দেখুন হগয় ১:২। কিন্তু ১ বংশা ৩:১৯ পদে (হিব্রু সংস্করণে, সেপ্টুয়াজিণ্টে নয়) সরুবাবিলের পিতা হলেন

পদায়। মথি ১:১২ ও ১ বংশা ৩:১৭ পদ অনুসারে শল্টীয়েল যিকনিয়ের পুত্র, নেরির নন; সম্ভবত এদের মধ্যে একজন দত্তক পিতা ছিলেন।

৩:৩১ নাথন। ইনি ভাববাদী নাথন নন (২ শমূ ৫:১৪)। পদ ৩২ থেকে নামগুলো সামান্য বানানের পার্থক্য ছাড়া সেপ্টুয়াজিণ্ট অনুবাদের সাথে অভিন্ন। এগুলো নেওয়া হয়েছে আদি ৫:১-৩২; ১১:১০২৬; রূত ৪:১৮-২২; ১ বংশা ১:১-৩৪; ২:১-১৫; ৩:৫-১৯ পদ থেকে।

### লুক ৩ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

সম্রাট তিবিরিয়ের রাজত্বের পঞ্চদশতম বছর চলছে। এই সময়ে প্রান্তরে যোহনকে কিছু দিনের জন্য দেখতে পাওয়া যায়। তিনি মানুষকে পাপ থেকে মন পরিবর্তনের আহ্বান করেন। তিনি প্রভুর আসার পথকে প্রস্তুত করতে প্রান্তরে প্রচার করছেন। যারা মন পরিবর্তন

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

করছিল তিনি তাদের যর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম দিতেন। তিনি লোকদের জানাতেন যে, তিনি জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন বটে কিন্তু এমন একজন আসছেন তিনি সবাইকে পবিত্র আত্মায় ও আগুনে বাপ্তিস্ম দেবেন (৩:১-২০)। যীশুও যোহনের কাছে আসেন বাপ্তিস্ম নিতে। তাঁর বাপ্তিস্মের সময় স্বর্গ খুলে যায়, পবিত্র আত্মা কবুতরের আকারে তাঁর উপর নেমে আসে এবং স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বর যীশুকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করে, “তুমিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমার উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট” (৩:২১-২২)। লুক প্রভু যীশুর বংশ বিষয়ক এক সুদীর্ঘ তালিকা তুলে ধরেন— যীশু থেকে শুরু করে আদম পর্যন্ত (৩:২৩-৩৮)।

### লুক ৩ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. বাপ্তিস্মদাতা যোহন কোথায় গিয়েছিলেন? তিনি কি বিষয়ে প্রচার করেছিলেন? (৩ পদ)
২. যোহন লোকদের কি বলে সম্বোধন করলেন? (৭-৯ পদ)
৩. তিনি লোকদের কি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন? (১১ পদ)
৪. লোকেরা কি ভাবছিল? (১৫ পদ)
৫. যোহন তাঁর নিজের ও এরপরে যিনি আসছেন তাঁর সম্পর্কে কি বলেছিলেন? (১৬, ১৭ পদ)
৬. কে বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে বন্দী করে জেলে দিলেন? (১৯, ২০ পদ)
৭. যীশুর বাপ্তিস্ম গ্রহণের সময় পবিত্র আত্মা কি আকারে নেমে এসেছিলেন? (২২ পদ)
৮. এই সময়ে যীশুর বয়স কত ছিল? (২৩ পদ)
৯. এই বংশ-তালিকাটি এবং মথি ১ অধ্যায়ে লিখিত তালিকাটির মধ্যে তফাৎ কি? (২৩-৩৮ পদ)

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

### যীশু খ্রীষ্টের পরীক্ষা

**৪**<sup>১</sup> যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে যর্দন নদী থেকে ফিরে আসলেন এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেই আত্মার আবেশে মরুভূমির মধ্যে চালিত হলেন,<sup>২</sup> আর শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হলেন। সেসব দিনে তিনি কিছুই আহার করেন নি; পরে সেসব দিন শেষ হলে পর ক্ষুধিত হলেন।<sup>৩</sup> তখন শয়তান তাঁকে বললো, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরটিকে বল, যেন তা রুটি হয়ে যায়।<sup>৪</sup> উত্তরে যীশু তাকে বললেন, লেখা আছে, “মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না।”

<sup>৫</sup> পরে সে তাঁকে উপরে নিয়ে গিয়ে মুহূর্তকালের মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখালো।

<sup>৬</sup> আর শয়তান তাঁকে বললো, তোমাকেই আমি এ সব কর্তৃত্ব ও এই সকলের প্রতাপ দেব; কেননা এই সকল আমাকে দেওয়া হয়েছে, আর আমার যাকে ইচ্ছা, তাকে দান করি; <sup>৭</sup> অতএব তুমি যদি আমার সম্মুখে পড়ে প্রণিপাত কর, তবে এসবই তোমার হবে।<sup>৮</sup> উত্তরে যীশু তাকে বললেন, লেখা আছে, “তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণিপাত করবে, কেবল তাঁরই উপাসনা করবে”।

[৪:১] পদ: ১৪, ১৮; দে: লুক ১:১৫, ৩৫; ৩:১৬, ২২; ১০:২১; [৪:১] লুক ৩:৩, ২১; [৪:১] ইহি ৩৭:১; লুক ২:২৭; [৪:২] যাজ্ঞা ৩৪:২৮; ১ রাজা ১৯:৮; [৪:২] ইব্রী ৪:১৫; [৪:৩] দে: মথি ৪:৩; [৪:৪] দ্বি:বি ৮:৩; [৪:৫] দে: মথি ২৪:১৪; [৪:৬] যোহন ১২:৩১; ১৪:৩০; ১ যোহন ৫:১৯; [৪:৮] দ্বি:বি ৬:১৩;

**৪:১** পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে। লুক তাঁর সুসমাচারেই কেবল পবিত্র আত্মার উপর জোর দিচ্ছেন না (১:৩৫, ৪১, ৬৭; ২:২৫-২৭; ৩:১৬, ২২; ৪:১৪, ১৮; ১০:২১; ১১:১৩; ১২:১০, ১২), সেই সাথে প্রেরিতদের কার্য বিবরণ পুস্তকের তিনি পবিত্র আত্মার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যেখানে ৫৭ বার পবিত্র আত্মার উল্লেখ করা হয়েছে।

**মরুভূমির।** যিহূদিয়ার প্রান্তরে (মথি ৩:১; ১:৮০ পদের নোট দেখুন)।

**৪:২ পরীক্ষিত হলেন।** মথি ৪:১-১১; ইব্রীয় ২:২:১৮; ৪:১৫ পদের নোট দেখুন। লুক বলেন যে, যীশু উপবাস থাকার জন্য ৪০ দিন পরীক্ষিত হয়েছেন এবং মথি ও লুক উভয়ের সুসমাচারে তিনটি সুনির্দিষ্ট প্রলোভনমূলক প্রশ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরীক্ষার ঘটনাটি ঘটেছিল ঠিক তখন, যখন যীশু খ্রীষ্টের ক্ষুধা ছিল প্রচণ্ড তীব্র এবং তাঁর আত্মিক প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল সবচেয়ে কম। মথি ও লুক দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরীক্ষার অনুক্রমের পার্থক্য দেখা যায়। মথি সম্ভবত ক্রমান্বয়িক ধারা অনুসরণ

করেছিলেন। যেহেতু পর্বতে পরীক্ষার শেষ দিকে (মথিতে উল্লিখিত তৃতীয় পরীক্ষা) যীশু শয়তানকে বলেছিলেন দূর হয়ে যেতে (মথি ৪:১০)। একটি বিশেষ বিষয়কে গুরুত্ব দিতে সুসমাচার লেখকরা প্রায়শ বিভিন্ন ঘটনাকে পুনর্বিন্যাস করেছেন, তাতে অনেক সময় তাঁরা ক্রমান্বয়িক অনুক্রম বজায় রাখার কথা চিন্তা করেন নি। হয়তোবা লুকের দৃষ্টি এখানে ভৌগলিক, যেভাবে তিনি যিরূশালেমে যীশুর স্বর্গারোহণের মাধ্যমে তাঁর সুসমাচার শেষ করেছেন।

**৪:৩ তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও।** মথি ৪:৩ পদের নোট দেখুন।

**এই পাথরটিকে বল, যেন এ রুটি হয়ে যায়।** শয়তান সব সময় তার পরীক্ষাকে আকর্ষণীয় করে থাকে।

**৪:৭ আমার সম্মুখে পড়ে প্রণাম কর।** শয়তান ক্রুশের যন্ত্রণা পরিহার করতে যীশুকে প্রলোভন দেখিয়েছে, যা তিনি বিশেষভাবে সহ্য করে নিজ কাঁধে বহন করতে এসেছিলেন (মার্ক ১০:৪৫)। প্রলোভনটি জাগতিক আধিপত্যের দিকে মোহিত

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

<sup>৯</sup> আর সে তাঁকে যিরুশালেমে নিয়ে গেল ও মন্দিরের চুড়ার উপরে দাঁড় করালো এবং তাঁকে বললো, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই স্থান থেকে নিচে পড়; <sup>১০</sup> কেননা লেখা আছে,

‘তিনি তাঁর দূতদেরকে তোমার বিষয়ে আদেশ দেবেন,  
যেন তাঁরা তোমাকে রক্ষা করেন;’

<sup>১১</sup> আর ‘তাঁরা তোমাকে হাতে করে তুলে নেবেন,  
যেন তোমার চরণে পাথরের আঘাত না লাগে।’

<sup>১২</sup> উত্তরে যীশু তাকে বললেন, লেখা আছে, “তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করো না”। <sup>১৩</sup> আর সমস্ত পরীক্ষা শেষ করে শয়তান কিছুকালের জন্য তাঁর কাছ থেকে চলে গেল।

### নাসারতে যীশু খ্রীষ্টের উপদেশ

<sup>১৪</sup> তখন যীশু পবিত্র আত্মার শক্তিতে পূর্ণ হয়ে গালীলে ফিরে গেলেন এবং তাঁর কীর্তি

[৪:১১] গীত ৯১:১১, ১২; [৪:১২] দ্বি:বি ৬:১৬; [৪:১৩] ইব্রী ৪:১৫; [৪:১৩] যোহন ১৪:৩০; [৪:১৪] মথি ৪:১২; [৪:১৪] দে: মথি ৯:২৬;

করে, যাকে প্রশস্ত পথের সাথে তুলনা করা যায়।

**৪:৯ মন্দিরের চুড়ায়।** সম্ভবত মন্দিরের স্তম্ভ শ্রেণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণ, যেখান থেকে আনুমানিক ১০০ ফুট নিচে অবস্থানে রয়েছে কিদ্রোন উপত্যকা; অথবা মন্দিরের মূল চুড়া।

তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও। মথি ৪:৩ পদের নোট দেখুন।

এই স্থান থেকে নিচে পড়। শয়তান যীশু খ্রীষ্টকে পরীক্ষা করছে যেন যীশু ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকে পরীক্ষা করেন এবং নাটকীয়ভাবে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন।

**৪:১০ কেননা লেখা আছে।** এবার শয়তানও শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিচ্ছে, তবে সে গীত ৯১:১১-১২ পদকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করেছে।

**৪:১২ যীশু তাকে বললেন।** যীশু খ্রীষ্ট পবিত্র শাস্ত্র থেকে উত্তর দিয়েছেন, যেভাবে তিনি অন্য দু’টো প্রলোভনকে উপেক্ষা করেছেন। এখানে তিনি দ্বিতীয় বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। প্রলোভনে পতিত হলে তাঁর পুত্র ও পিতার সাথে তাঁর সম্পর্কের বাস্তবতায় সন্দেহ তৈরি হত। একজন ব্যক্তি তখনই ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকে পরীক্ষা করার চিন্তা করবে (দ্বি:বি. ৬:১৬), যখন সে আর তাঁকে বিশ্বাস না করে

সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করবে। সবগুলো প্রলোভন যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গীয় পুত্রত্বের বিরুদ্ধে। সেগুলো তাঁকে তাঁর স্বর্গীয় ক্ষমতাকে অপব্যবহারে উৎসাহিত করেছিল, তাঁর পিতাকে মান্য না করে শয়তানকে মান্য করার মাধ্যমে জাগতিকভাবে তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে তাঁকে কলুষিত করার চেষ্টা করেছিল এবং তাঁর পিতার প্রেম ও পরিচর্যার বাস্তবতার প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল। তাই যীশু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে প্রলোভনগুলো খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী কর্মকাণ্ডের চালিত হয়নি বা দৃষ্টিনন্দন আশ্চর্য কাজ সম্পাদনের দ্বারাও লোকদের মন জয় করতে তাঁকে উৎসাহিত করা হয় নি, বরং পিতা-পুত্রের সম্পর্কে ফাটল ধরতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, যার উপরে তাঁর খ্রীষ্টত্ব অবস্থান করেছিল। মরুভূমিতে ইস্রায়েল জাতির অভিজ্ঞতার সাথে এর মিল রয়েছে (দ্বি:বি. ৬-৮ অধ্যায়), কিন্তু সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে সাব্যস্ত হয় নি।

**৪:১৩ শয়তান কিছুকালের জন্য তাঁর কাছ থেকে চলে গেল।** এরপর ২২:৩ পদের আগ পর্যন্ত শয়তানকে আর দেখা যায় না; কিন্তু তাই বলে এই নয় যে, সে এই সময়টুকু নিষ্ক্রিয় ছিল (১৩:১৬; ২২:২৮)। যীশু খ্রীষ্টের সমগ্র পরিচর্যা



## লুক লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

চারদিকের সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো।<sup>১৫</sup> আর তিনি তাদের সমাজ-গৃহগুলোতে উপদেশ দিয়ে সকলের দ্বারা গৌরবান্বিত হতে লাগলেন।

### নাসরতে যীশু খ্রীষ্ট অগ্রাহ্য হন

<sup>১৬</sup> আর তিনি যেখানে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, সেই নাসরতে উপস্থিত হলেন এবং আপন রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে সমাজ-গৃহে প্রবেশ করলেন ও পাঠ করতে দাঁড়ালেন।<sup>১৭</sup> তখন যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক তাঁর হাতে দেওয়া হল, আর তিনি পুস্তকখানি খুলে সেই স্থান পেলেন যেখানে লেখা আছে,

<sup>১৮</sup> “প্রভুর আত্মা আমার মধ্যে অবস্থিতি করেন,  
কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন,  
দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য;  
তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন,

[৪:১৫] দে: মথি ৪:২৩; [৪:১৬] দে: মথি ২:২৩; [৪:১৬] মথি ১৩:৫৪; [৪:১৬] দে: ১তীম ৪:১৩; [৪:১৮] দে: যোহন ৩:৩৪; [৪:১৮] মার্ক ১৬:১৫;

কাজের সময় ও ক্ষেত্র জুড়ে শয়তান পরীক্ষা করা অব্যাহত রেখেছিল (মার্ক ৮:৩৩) এবং গেথশিমানী বাগানে সে যীশু খ্রীষ্টকে সবচেয়ে বড় পরীক্ষায় ফেলেছিল।

**৪:১৬ নাসরতে উপস্থিত হলেন।** তাঁর পরিচর্যা কাজের গুরুত্ব দিকে নয়, বরং এর প্রায় এক বছর পরে; পদ ২৩ অনুসারে যীশু খ্রীষ্ট ইতোমধ্যেই পরিচর্যা কাজ করে আসছিলেন। সম্ভবত যোহন ১:১৯-৪:৪২ পদের সবগুলো ঘটনা লুক ৪:১৩ ও ৪:১৪ পদের মাঝামাঝি সময়ে ঘটেছিল।

**আপন রীতি অনুসারে।** দৈনন্দিন উপাসনার বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের রীতি তাঁর সব অনুসারীর জন্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

**পাঠ করতে।** যীশু খ্রীষ্ট সম্ভবত হিব্রু ভাষায় যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক থেকে পাঠ করেছিলেন। তবে সে সময়কার প্রচলিত ভাষা ছিল অরামীয়।

**৪:১৭ যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক।** পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলো স্ক্রোল বা গুটিয়ে রাখা কিতাবে লেখা হয়েছিল, যা সমাজ ঘরের বিশেষ স্থানে রাখা হত এবং বিশেষ পরিচর্যাকারী কর্তৃক পাঠকের হাতে দেওয়া হত। খ্রীষ্ট সম্পর্কে পুস্তকের যে অংশ যীশু পাঠ করেছিলেন (যিশা

৬১:১-২), তা সম্ভবত তিনি নিজেই পাঠ করার জন্য বাছাই করেছিলেন, অথবা এটি সেদিনের জন্য নিরূপিত পাঠ ছিল। সমাজ-ঘরের উপাসনা প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতো প্রার্থনা করা, আইন-কানুন বা ভাববাদীদের পুস্তক থেকে পাঠ করা ও বাণী-প্রচার করা। উপাসনা পরিচালনাকারী পুরোহিত প্রার্থনা ও পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করার জন্য দাঁড়াতেন এবং তিনিই পবিত্র শাস্ত্র থেকে শিক্ষা দিতেন। যে কোন যোগ্য ব্যক্তি উপস্থিত মতে পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করতে পারতেন (প্রেরিত ১৩:১৫)। এ সময়ে আইন-কানুন থেকে যীশু খ্রীষ্টের জন্য নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করার জন্য নির্ধারিত ছিল, কিন্তু যীশু ভাববাদীদের পুস্তক থেকে তাঁর নিজের পাঠ বাছাই করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন।

**৪:১৮ প্রভুর আত্মা আমার মধ্যে অবস্থিতি করেন ...** এই পদটি খ্রীষ্টের প্রচার ও সুস্থকরণের পরিচর্যা কাজ, যা মানবীয় প্রয়োজনের প্রত্যেকটি পূরণ করে, সে সম্পর্কে বলে।

**তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন।** আক্ষরিক-ভাবে তেল দিয়ে অভিষেক করা নয় (যাত্রা ৩০:২২-৩১), বরং পবিত্র আত্মা দ্বারা।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

বন্দীদের কাছে মুক্তি,  
এবং অন্ধদের কাছে দৃষ্টিদান ঘোষণা করার জন্য,  
নির্যাতিতদেরকে নিস্তার করে বিদায় করার জন্য,  
১৯ প্রভুর অনুগ্রহের বছর ঘোষণা করার জন্য”।

২০ পরে তিনি পুস্তকখানি বন্ধ করে কর্মচারীর হাতে দিয়ে বসলেন। তাতে সমাজ-গৃহে সকলের চোখ তাঁর প্রতি স্থির হয়ে রইলো। ২১ আর তিনি তাদেরকে বলতে লাগলেন, পবিত্র শাস্ত্রের এই বাক্য তোমাদের কর্ণগোচরে পূর্ণ হল। ২২ তাতে সকলে তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিল ও তাঁর মুখ থেকে বের হওয়া সুন্দর সুন্দর কথায় আশ্চর্য হল; আর বললো, এ কি যোষেফের পুত্র নয়? ২৩ তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে অবশ্য এই প্রবাদ বাক্য বলবে, চিকিৎসক, নিজেকেই সুস্থ কর; কফরনাহুমে যা যা করা হয়েছে বলে শুনেছি, এখানে এই স্বদেশেও কর। ২৪ তিনি আরও বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, কোন ভাববাদী স্বদেশে গ্রাহ্য হয় না। ২৫ আর আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, এলিয়ের সময় যখন তিন বছর ছয় মাস পর্যন্ত আকাশ রুদ্ধ ছিল ও সমস্ত দেশে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছিল, ২৬ কিন্তু এলিয় তাদের কারো কাছে প্রেরিত হন নি, কেবল সীদোন দেশের সারিফতে এক জন বিধবা স্ত্রীলোকের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। ২৭ আর ইলীশায়

[৪:১৯] লেবী ২৫:১০; যিশা ৬১:১, ২; গীতা ১০২:২০; ১০৩:৬; যিশা ৪২:৭; ৪৯:৮, ৯; ৫৮:৬; [৪:২০] পদ: ১৭; দে: মথি ২৬:৫৫; [৪:২১] দে: মথি ১:২২; [৪:২২] মথি ১৩:৫৪, ৫৫; যোহন ৬:৪২; ৭:১৫; [৪:২৩] পদ: ১৬; দে: মথি ২:২৩; [৪:২৩] মার্ক ১:২১-২৮; ২:১-১২; [৪:২৪] মথি ১৩:৫৭; যোহন ৪:৪৪; [৪:২৫] ১রাজা ১৭:১; ১৮:১; যাকোব ৫:১৭, ১৮; প্রকা ১১:৬; [৪:২৬] ১রাজা ১৭:৮-১৬; দে: মথি ১১:২১;

বন্দীদের কাছে মুক্তি। প্রাথমিকভাবে যিশাইয় ইস্রায়েলের মুক্তির পূর্বাভাস দিয়েছেন বাবিলের বন্দীত্ব থেকে, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট পাপ ও এর সকল পরিণতি থেকে মুক্তির ঘোষণা দিলেন।

৪:১৯ প্রভুর অনুগ্রহের বছর। পঞ্জিকার বছর নয়, কিন্তু যে সময়ে পরিত্রাণ ঘোষণা করা হবে যিশা ৬১:১-২ পদ থেকে এই উদ্ধৃতি পরোক্ষভাবে জুবিলী বছরের উল্লেখ করে (লেবীয় ২৫:৮-৫৫); এই রীতি অনুসারে প্রতি ৫০ বছর পর পর কৃতদাসদের মুক্ত করে দেয়া হত, ঋণ ক্ষমা করে দেয়া হত এবং পৈতৃক সম্পত্তি মূল পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হত।

৪:২০ বসলেন। পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করার সময় দাঁড়ানোর রীতি ছিল (পদ ১৬), কিন্তু শিক্ষা দানের সময় বসার রীতি ছিল (মথি ৫:১; ২৬:৫৫; যোহন ৮:২; প্রেরিত ১৬:১৩)।

৪:২৩ স্বদেশ। নাসরত। যদিও যীশু বৈথলেহমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তথাপি তিনি গালীলের নাসরতে বড় হয়েছিলেন (১:২৬; ২:৩৯, ৫১;

মথি ২:২৩)।

কফরনাহুম। মথি ৪:১৩ পদের নোট দেখুন।

৪:২৬ তাদের কারো কাছে প্রেরিত হন নি। দু'জন অযিহুদীকে ঈশ্বরের সাহায্য করা সম্পর্কে যীশু খ্রীষ্টের ইঙ্গিতের উল্লেখ (১ রাজা ১৭:১-১৫; ২ রাজা ৫:১-১৪) অযিহুদীদের জন্য লূকের বিশেষ বিবেচনাকে ফুটিয়ে তোলে। যীশু খ্রীষ্ট এ কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যখন ইস্রায়েলরা উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের সংবাদদাতাকে প্রত্যাখ্যান করেছে সেজন্য ঈশ্বর তাঁকে অযিহুদীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন— এবং আবার সেরূপ হবে যদি তারা যীশুকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে (১০:১৩-১৫; রোমীয় ৯-১১ অধ্যায়)।

সীদোন। সোর থেকে ২০ মাইল উত্তরে অতি প্রাচীন এক ফৈণীকীয় নগরী। পরবর্তীতে যীশু খ্রীষ্ট এই অঞ্চলে এক অযিহুদী মহিলার মেয়েকে সুস্থ করেছিলেন (মথি ১৫:২১-২৮)।

৪:২৮ ক্রোধে পূর্ণ হল। যিহুদীদেরকে

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

ভাববাদীর সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক কুষ্ঠ রোগী ছিল, কিন্তু তাদের কেউই শুচি হয় নি, কেবল সিরিয়া দেশের নামান হয়েছিল। <sup>২৮</sup> এই কথা শুনে সমাজ-গৃহের উপস্থিত লোকেরা সকলে ক্রোধে পূর্ণ হল; <sup>২৯</sup> আর তারা উঠে তাঁকে নগরের বাইরে ঠেলে নিয়ে চললো এবং যে পর্বতে তাদের নগর নির্মিত হয়েছিল, তার অগ্রভাগ পর্যন্ত নিয়ে গেল, যেন তাঁকে নিচে ফেলে দিতে পারে। <sup>৩০</sup> কিন্তু তিনি তাদের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন।

### এক জন মন্দ-আত্মা পাওয়া লোককে সুস্থ করা

<sup>৩১</sup> পরে তিনি গালীলের কফরনাহূম নগরে নেমে আসলেন। আর তিনি বিশ্রামবারে লোকদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন; <sup>৩২</sup> এবং লোকেরা তাঁর উপদেশে চমৎকৃত হল; কারণ তাঁর কথা ক্ষমতায়ুক্ত ছিল। <sup>৩৩</sup> তখন ঐ সমাজ-গৃহে এক ব্যক্তি ছিল, তাঁকে অশুচি আত্মা পেয়েছিল; <sup>৩৪</sup> সে উচ্চরবে চৈচিয়ে বললো, হে নাসরতীয় যীশু, আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি আমাদেরকে বিনাশ করতে আসলেন? আমি জানি আপনি কে, ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি। <sup>৩৫</sup> তখন যীশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, চুপ্ কর এবং লোকটির মধ্য থেকে বের হও, তখন সেই মন্দ-আত্মা তাকে মাঝখানে ফেলে দিয়ে তার মধ্য থেকে বের হয়ে গেল, তার কোন হানি করলো না। <sup>৩৬</sup> তখন সকলে চমৎকৃত হল এবং পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, এ কেমন কথা? ইনি ক্ষমতায় ও পরাক্রমে অশুচি আত্মাদেরকে আদেশ করেন, আর তারা বের হয়ে যায়। <sup>৩৭</sup> পরে চারদিকের অঞ্চলের সর্বত্র তাঁর কীর্তির কথা ছড়িয়ে পড়লো।

### পিতরের শাশুড়িকে সুস্থ করা

<sup>৩৮</sup> পরে তিনি সমাজ-গৃহ থেকে উঠে শিমোনের বাড়িতে প্রবেশ করলেন; তখন শিমোনের শাশুড়ির ভীষণ জ্বর হয়েছিল, তাই তাঁরা তাঁর সুস্থতার জন্য তাঁকে বিনতি

[৪:২৭] ২রাজা ৫:১-১৪; [৪:২৯] গণনা ১৫:৩৫; শেরি ৭:৫৮; ইব্রী ১৩:১২; [৪:৩০] যোহন ৮:৫৯; ১০:৩৯; [৪:৩১] পদ: ২৩; দে: মথি ৪:১৩; [৪:৩২] দে: মথি ৭:২৮; [৪:৩২] পদ: ৩৬; মথি ৭:২৯; [৪:৩৪] দে: মথি ৮:২৯; [৪:৩৪] দে: মার্ক ১:২৪; [৪:৩৪] যাকোব ২:১৯; [৪:৩৪] পদ: ৪১; দে: মার্ক ১:২৪; [৪:৩৫] পদ: ৩৯, ৪১; মথি ৮:২৬; লুক ৮:২৪; [৪:৩৬] দে: মথি ৭:২৮; [৪:৩৬] পদ: ৩২; মথি ৭:২৯; দে: মথি ১০:১; [৪:৩৭] পদ: ১৪; দে: মথি ৯:২৬;

দোষারোপ করার কারণে এবং অযিহূদীদের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণের কারণে।

**৪:৩০ তিনি তাদের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন।** তাঁর এই চলে যাওয়া আশ্চর্য ছিল, না কি স্বাভাবিক ছিল তা লুক ব্যাখ্যা করেন নি। তবে তাঁর এই চলে যাওয়া আবশ্যিক ছিল, কারণ তাঁর মৃত্যুর সময় এখনও আসে নি (যোহন ৭:৩০)।

**৪:৩১ কফরনাহূম।** কফরনাহূমের উপর লেখা প্রবন্ধটি দেখুন।

**৪:৩২ তাঁর উপদেশে চমৎকৃত হল।** মার্ক ১:২২ পদের নোট দেখুন।

**৪:৩৩ অশুচি আত্মা পেয়েছিল।** পৌত্তলিকদের

কাছে ‘অপবিত্র আত্মা’ বা ‘মন্দ আত্মা’ এক অতিপ্রাকৃতিক সত্তা, যা ভাল বা মন্দ উভয়ই হতে পারে। কিন্তু লুক এখানে পরিষ্কার করে বলেছেন যে, এটি ছিল এক মন্দ আত্মা, যা মানুষের মানসিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করতে পারে (যোহন ১০:২০), উগ্র আচরণের প্রকাশ ঘটাতে পারে (লুক ৮:২৬-২৯), শারীরিক অসুস্থতা সৃষ্টি করতে পারে (১৩:১১, ১৬) এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারে (প্রকা ১৬:১৪)।

**৪:৩৮ পিতরের শাশুড়ি।** পিতর বিবাহিত ছিলেন (১ করি ৯:৫)।

**ভীষণ জ্বর।** পূর্ববর্তী দু’টি সুসমাচারেও এই

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

জানালেন।<sup>৩৯</sup> তখন তিনি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে জ্বরকে ধমক দিলেন, তাতে তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল; আর তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে তাঁদের পরিচর্যা করতে লাগলেন।

<sup>৪০</sup> পরে সূর্য অস্ত যাবার সময়ে লোকদের অসুস্থ রোগীদের, যারা নানা রোগে ভুগছিল, তারা তাদেরকে তাঁর কাছে আনলো; আর তিনি প্রত্যেক জনের উপরে হাত রেখে তাদেরকে সুস্থ করলেন।<sup>৪১</sup> আর অনেক লোকের মধ্য থেকে মন্দ আত্মাও বের হয়ে গেল, তারা চিৎকার করে বললো, আপনি ঈশ্বরের পুত্র; কিন্তু তিনি তাদেরকে ধমক দিলেন, কথা বলতে দিলেন না, কারণ তারা জানত যে তিনিই সেই খ্রীষ্ট।

### সমাজ-গৃহে যীশু খ্রীষ্টের প্রচার

<sup>৪২</sup> পরে প্রভাত হলে তিনি বের হয়ে কোন নির্জন স্থানে গমন করলেন; আর লোকেরা তাঁর খোঁজ করলো এবং তাঁর কাছে এসে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চাইল, যেন তিনি তাদের কাছ থেকে চলে না যান।<sup>৪৩</sup> কিন্তু তিনি তাদেরকে বললেন, অন্য অন্য নগরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে হবে; কেননা সেজন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।<sup>৪৪</sup> পরে তিনি যিহূদিয়ার নানা সমাজ-গৃহে প্রচার করতে লাগলেন।

[৪:৩৯] পদ: ৩৫, ৪১; [৪:৪০] দে: মার্ক ৫:২৩; [৪:৪০] দে: মথি ৪:২৩; [৪:৪১] দে: মথি ৪:৩; [৪:৪১] দে: পদ: ৩৫; [৪:৪১] দে: মথি ৮:৪; [৪:৪৩] দে: মথি ৩:২; [৪:৪৪] দে: মথি ৪:২৩।

আশ্চর্য কাজের বর্ণনা রয়েছে (মথি ৮:১৪-১৫; মার্ক ১:২৯-৩১), কিন্তু শুধুমাত্র চিকিৎসক লুক আরও সুনির্দিষ্টভাবে ‘ভীষণ জ্বর’ শব্দ দু’টি ব্যবহার করেছেন।

**৪:৪০ সূর্য অস্ত যাবার সময়ে।** বিশ্রামবার (পদ ৩১) সূর্যাস্তের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় (প্রায় সন্ধ্যা ৬টা)। প্রাচীন নিয়ম অনুসারে, বিশ্রাম-বার শেষ না হওয়া পর্যন্ত যিহূদীরা এক মাইলের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি হাঁটতে বা বোঝা বহন করতে পারতো না। তাই সূর্যাস্তের পর তারা যীশু খ্রীষ্টের কাছে রোগীদের বহন করে এনেছিল। তাদের আশ্রয় এই সত্য প্রকাশ করে যে, সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছিল তখন তারা রওনা দিয়েছিল।

**৪:৪১ কারণ তারা জানত যে তিনিই সেই খ্রীষ্ট।** মার্ক ১:৩৪ পদের নোট দেখুন।

**৪:৪২ নির্জন স্থানে।** মার্ক “যেখানে তিনি প্রার্থনা করতেন”—এই কথাগুলো যুক্ত করেছেন (মার্ক ১:৩৫)।

**৪:৪৩ ঈশ্বরের রাজ্য।** বাক্যাংশটি লুক এই

প্রথম ব্যবহার করেছেন; তাঁর সুসমাচারে এটি ৩০ বারের বেশি উল্লেখিত হয়েছে। পবিত্র বাইবেলে এর বিভিন্ন অর্থের কয়েকটি হচ্ছে: ঈশ্বরের অনন্তকালীন রাজত্ব, রাজারূপে যীশু খ্রীষ্টের নিজ রাজ্যে তাঁর উপস্থিতি, স্বর্গীয় রাজ্যের আসন্ন আত্মিক রূপ, ভবিষ্যতের রাজ্য (মথি ৩:২ পদের নোট দেখুন)।

**৪:৪৪ পরে তিনি ... প্রচার করতে লাগলেন।** এই বিবৃতিটুকু কেবল এই অধ্যায়ে (পদ ১৪ থেকে) যা বলা হয়েছে তার সাথেই সম্পৃক্ত নয়, কিন্তু সেই সাথে যীশু খ্রীষ্টের ভবিষ্যৎ পরিচর্যা কাজের সাথেও তা সম্পৃক্ত।

**যিহূদিয়া।** কিছু কিছু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য সুসমাচারে (মথি ৪:২৩; মার্ক ১:৩৯) যিহূদিয়ার পরিবর্তে গালীল উল্লেখ করা হয়েছে। অযিহূদীদের উদ্দেশ্যে এই সুসমাচারটি রচনা করায় সম্ভবত ইস্রায়েলীয়দের অঞ্চল বোঝাতে লুক ‘যিহূদিয়া’ নামটি ব্যবহার করেন, যার অর্থ ‘যিহূদীদের দেশ’ (২৩:৫; প্রেরিত ১০:৩৭; ১১:১,২৯; ২৬:২০।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

### লুক ৪ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

যর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম নেয়ার পরে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে প্রভু যীশু সেখান থেকে চলে আসলে, পবিত্র আত্মা তাঁকে প্রান্তরে নিয়ে যান ও সেখানে ৪০ দিন ধরে শয়তান কতৃক নানা রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হন। এই সময় তিনি কিছুই খান নি। শয়তান তাকে হারাতে না পেরে তাঁর কাছ থেকে চলে যায় (৪:১-১৩)। প্রভু যীশু পবিত্র আত্মার শক্তিতে পূর্ণ হয়ে গালীলে ফিরে আসেন। আর এখানে তিনি খুবই শক্তিশালী এক মন্দ আত্মাকে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। যীশু স্থানীয় সমাজ-ঘরগুলোতে শিক্ষা দিতে থাকেন এবং নাসরতের সমাজ-ঘরের শিক্ষা দেন। সেখানে তিনি যিশাইয়ের লেখা পুস্তক ৬১:১-২ অংশটি উল্লেখ করে তার পূর্ণতার ঘোষণা দেন। কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাকে বিশ্বাস করে নি (৪:১৪-৩০)। প্রভু যীশু নাসরত ছেড়ে কফরনাহূমে যান। সেখানকার সমাজ-ঘরে শিক্ষা দেন ও অসুস্থদের সুস্থ করেন। মন্দ-আত্মারা জানতো যে, যীশু হলেন “ঈশ্বরের সেই পবিত্র জন” (লুক ৪:৩৪)। কিন্তু প্রভু যীশু তাকে চূপ করিয়ে দেন। এরপর প্রভু যীশু শিমোনের বাড়িতে যান ও তাঁর শাশুড়িকে সুস্থ করেন। পরবর্তী দিনে তিনি কফরনাহূম ছেড়ে একটি নির্জন জায়গায় যান। সেখান থেকে তিনি গালীলের দক্ষিণে অবস্থিত যিহূদার সমাজ-ঘরগুলোতে যাবেন বলে স্থির করেন (৪:৩১-৪৪)।

### লুক ৪ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. মরুভূমিতে শয়তানের দ্বারা যীশুর প্রথম প্রলোভনটি কি ছিল? (১-৪ পদ)
২. শয়তান কিভাবে দ্বিতীয়বার তাঁকে পরীক্ষা করেছিল? যীশু তাকে কি জবাব দিয়েছিলেন? (৫-৮ পদ)
৩. শেষ প্রলোভনটি কি ছিল? যীশু কিভাবে এটির সম্মুখীন হলেন? (৯-১২ পদ)
৪. যীশুর প্রলোভন জয়ের ফলাফল কি ছিল? (১৩ পদ)
৫. শয়তান কাদের কাছ থেকে পালাবে? (যাকোব ৪:৭ পদ)
৬. শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভের জন্য কি কি জিনিস প্রয়োজন? (ইফিষীয় ৬:১১-১৭ পদ)
৭. ঈশ্বরের বাক্যের শক্তির বিরুদ্ধে কি কিছু দাঁড়াতে পারে? (ইব্রীয় ৪:১২ পদ)
৮. যীশুর স্বদেশ নাসরতে প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা দিন। (১৬-২০ পদ)
৯. লোকদের প্রতি তাঁর বক্তব্যের সারাংশ কি ছিল? (২১-২৭ পদ)
১০. লোকদের উপর এর প্রভাব কি ছিল? (২৮-৩০ পদ)
১১. যীশুর কথার কোন বিষয়টিতে লোকেরা হতবাক হয়েছিল? (৩২ পদ)
১২. মন্দ আত্মা কিভাবে যীশু খ্রীষ্টকে চিনতে পেরেছিল? (৩৪ পদ)
১৩. মন্দ আত্মাগুলো কি জানত তিনি কে ছিলেন? (৪১ পদ)

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

### যীশু খ্রীষ্ট তাঁর প্রথম শিষ্যকে আহ্বান করেন

 <sup>১</sup> একবার যখন লোকেরা তাঁর উপরে চাপাচাপি করে পড়ে ঈশ্বরের বাক্য শুনছিল, তখন তিনি গিনেসরৎ হ্রদের কূলে দাঁড়িয়েছিলেন, <sup>২</sup> আর তিনি দেখলেন, হ্রদের ধারে দু'খানি নৌকা রয়েছে, কিন্তু জেলেরা নৌকা থেকে নেমে গিয়ে জাল ধুচ্ছিল। <sup>৩</sup> তাতে তিনি ঐ দু'টির মধ্য থেকে শিমোনের নৌকায় উঠে স্থল থেকে একটু দূরে যেতে তাঁকে অনুরোধ করলেন; আর তিনি নৌকায় বসে লোকদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন। <sup>৪</sup> পরে কথা শেষ করে তিনি শিমোনকে বললেন, তুমি গভীর জলে নৌকা নিয়ে চল, আর তোমরা মাছ ধরবার জন্য তোমাদের জাল ফেল। <sup>৫</sup> শিমোন উত্তরে বললেন, হে প্রভু, আমরা সমস্ত রাত পরিশ্রম করে কিছুই পাই নি, কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলবো। <sup>৬</sup> তাঁরা জাল ফেললে পর মাছের বড় ঝাঁক ধরা পড়লো ও তাঁদের জাল ছিঁড়তে শুরু করলো; তাতে তাঁদের যে অংশীদারেরা অন্য নৌকায় ছিলেন, তাঁদেরকে তাঁরা ডাকলেন যেন তাঁরা এসে তাঁদের সাহায্য করেন। <sup>৭</sup> তাঁরা এসে দু'খানি নৌকা মাছে এমন ভাবে পূর্ণ করলেন যে, নৌকা দু'খানি ডুবে যাবার মত হল। <sup>৮</sup> তা দেখে শিমোন পিতর যীশুর জানুর উপরে পড়ে বললেন, আমার কাছ থেকে প্রস্থান করুন, কেননা, হে প্রভু, আমি পাপী। <sup>৯</sup> কারণ জালে এত মাছ ধরা পড়েছিল বলে তিনি ও য়ারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন, সকলে চমৎকৃত হয়েছিলেন; <sup>১০</sup> আর সিবিদিয়ের পুত্র যাকোব ও যোহন, যারা শিমোনের অংশীদার ছিলেন, তাঁরাও চমৎকৃত হয়েছিলেন। তখন যীশু শিমোনকে বললেন, ভয় করো না, এখন থেকে তুমি মানুষ ধরবে।

[৫:১] দে: মার্ক ৪:১৪; দে: ইব্রী ৪:১২; [৫:৩] মথি ১৩:২; [৫:৪] যোহন ২:১৬; [৫:৫] লুক ৮:২৪, ৪৫; ৯:৩৩, ৪৯; ১৭:১৩; [৫:৫] যোহন ২:১৩; [৫:৬] যোহন ২:১১; [৫:৮] আদি ১৮:২৭; ইয়োব ৪২:৬; যিশা ৬:৫; [৫:১০] দে: মথি ১৪:২৭;

**৫:১ গিনেসরৎ হ্রদ।** লুকই কেবল এটিকে হ্রদ বলেছেন; অন্যান্য সুসমাচার লেখকগণ এটিকে গালীল সাগর বলেছেন এবং যোহন দু'বার এটিকে তিবিরিয়া সাগর বলেছেন (যোহন ৬:১; ২১:১)।

**৫:২ জাল ধুচ্ছিল।** প্রতিবার মাছ ধরার পর পরবর্তী সময়ে আবার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করতে জাল ধুয়ে ছড়িয়ে রাখতে হত।

**৫:৩ বসে।** জনতার কাছে শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষকদের প্রচলিত দেহভঙ্গি (৪:২০ পদের নোট দেখুন)। হ্রদের তীরে নৌকাটি বসে শিক্ষা দেওয়া জন্য একটি আদর্শ স্থান ছিল, যেখানে জনতার চাপ ছিল না, কিন্তু শোনা ও দেখার মত দূরত্বে ছিল।

**৫:৮ আমার কাছ থেকে চলে যান।** একজন মানুষ ঈশ্বরের যত বেশি কাছে আসে, তত বেশি সে তার নিজের পাপ ও অযোগ্যতা অনুভব

করতে পারে, যে রূপ অব্রাহাম (আদি ১৮:২৭), ইয়োব (৪২:৬) এবং যিশাইয় (৬:৫) করেছিলেন।

**৫:১০ এখন থেকে তুমি মানুষ ধরবে।** প্রথম প্রেরিতদের আহ্বান সম্পর্কে মার্ক একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন (মার্ক ১:১৬-২০)। কিন্তু লুক প্রেরিতদের আহ্বান সম্পর্কে একটি দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ দেখায় যে, যীশু খ্রীষ্টের সাথে শিমোন পিতরের বন্ধুত্ব হওয়ার পর এবং তাঁর কাছে স্বর্গীয় ক্ষমতা প্রকাশের পর তিনি তাঁর প্রেরিতদেরকে আহ্বান করেন। শিমোন যীশু খ্রীষ্টের আদেশ অনুসারে মাছ ধরে বিমোহিত হয়েছিলেন, কিন্তু যখন তাঁর ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ তার কাছে আসল, তাঁর মধ্যে ভয় ও অযোগ্যতার ভাবও আসল। এই অধ্যায়ে বারো জন প্রেরিতর নেতা হিসেবে শিমোনের দিকে সমস্ত মনোযোগ ধাবিত

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

<sup>১১</sup> পরে তাঁরা নৌকা কূলে এনে সব কিছু ফেলে রেখে তাঁর পিছনে চললেন।

### এক জন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করা

<sup>১২</sup> একবার তিনি কোন নগরে গেলেন; সেই স্থানে এক জন সর্বাঙ্গকুষ্ঠ রোগী ছিল; সে যীশুকে দেখে উবুড় হয়ে পড়ে বিনতি সহকারে বললো, প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে পবিত্র করতে পারেন। <sup>১৩</sup> তখন তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন, বললেন, আমার ইচ্ছা, তুমি শুচি হও; আর তখনই তার কুষ্ঠ চলে গেল। <sup>১৪</sup> পরে তিনি তাকে আদেশ দিলেন, এই কথা কাউকেও বলো না, কিন্তু পুরোহিতের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও এবং লোকদের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য তোমার শুচিকরণ সম্বন্ধে মোশির আদেশ অনুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর। <sup>১৫</sup> কিন্তু তাঁর বিষয়ে জনরব আরও বেশি ছড়িয়ে পড়তে লাগল; আর তাঁর কথা শুনবার জন্য এবং নিজ নিজ রোগ থেকে সুস্থ হবার জন্য অনেক লোক সমাগত হতে লাগল। <sup>১৬</sup> কিন্তু তিনি কোন না কোন নির্জন স্থানে গিয়ে প্রার্থনা করতেন।

[৫:১১] পদ: ২৮; দে: মথি ৪:১৯; [৫:১২] দে: মথি ৮:২; [৫:১৪] দে: মথি ৮:৪; [৫:১৪] লেবী ১৪:২-৩২; [৫:১৫] দে: মথি ৯:২৬; [৫:১৬] দে: লুক ৩:২১;

হয়েছে।

**৫:১১** সব কিছু ফেলে রেখে তাঁর পিছনে চললেন। তাঁরা এর আগেও যীশু খ্রীষ্টের সাথে সময় কাটিয়েছেন (যোহন ১:৪০-৪২; ২:১-২); কিন্তু তাঁদের এই মেলামেশা এখন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বন্ধনে রূপ নিচ্ছে, যেহেতু তাঁরা এখন তাঁদের প্রভুকে অনুসরণ করছেন।

**৫:১২** সর্বাঙ্গকুষ্ঠ রোগী। এর গ্রীক পরিভাষা যে কোন চর্মরোগকে বোঝায়, শুধুমাত্র কুষ্ঠ রোগ নয়। লেবীয় ১৩:২ পদে এই রোগের উল্লেখ আছে। এখানেও লুক রোগের বিবরণ দিয়ে তাঁর চিকিৎসক সত্তার পরিচয় দেন। যে গ্রীক পরিভাষা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তা চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়, যদিও তা শুধুমাত্র কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না। এটি যে কোন চর্মরোগ বোঝাতে পারে, যা সবসময় সংক্রামক নয়।

**৫:১৪** এই কথা কাউকেও বলো না। মথি ৮:৪; ১৬:২০ পদের নোট দেখুন।

পুরোহিতের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও। এ আদেশ দ্বারা যীশু খ্রীষ্ট লোকটিকে আইন-কানুন পালন করতে, প্রকৃত সুস্থতা লাভের আরও প্রমাণ প্রদান করতে, তাঁর পরিচর্যা কাজ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কাছে সাক্ষ্য দিতে এবং শুচিকরণের আচারানুষ্ঠানিক সনদ সরবরাহ করতে উৎসাহ

দিলেন, যেন লোকটি সমাজে পুনরায় গৃহীত হতে পারে।

লোকদের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য। মার্ক ১:৪৪ পদের নোট দেখুন। খ্রীষ্ট লোকটিকে আইন-কানুন মান্য করতে শিক্ষা দিলেন (লেবীয় ১৪:১-৩২)।

**৫:১৬** প্রার্থনা করতেন। অন্যান্য যে কোন সুসমাচার থেকে লুক যীশু খ্রীষ্টের প্রার্থনার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জর্দন নদীতে যীশুর উপরে পবিত্র আত্মা নেমে আসার সময় তিনি প্রার্থনা করছিলেন (৩:২১); কোন কোন সময় তিনি প্রার্থনার জন্য নিজেকে লোকদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিতেন (৫:১৬); বারো জন শিষ্য মনোনীত করার আগে তিনি সারা রাত ধরে প্রার্থনা করেছিলেন (৬:১২); প্রেরিতদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করার আগে তিনি বিজনে প্রার্থনা করেছিলেন (৯:১৮); উজ্জ্বলরূপ পরিগ্রহণের আগে তিনি প্রার্থনা করার জন্য পর্বতের যান (৯:২৮); প্রেরিতদের প্রভুর প্রার্থনা শিক্ষা দেবার পূর্বে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন (১১:১); গেৎশিমানী বাগানে তিনি একান্তভাবে প্রার্থনা করেছিলেন (২২:৪৪); জ্বুশের উপরে তিনি অন্যদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (২৩:৩৪) ও প্রার্থনা সহকারেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন (২৩:৪৬); তিনি

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

### এক জন পক্ষাঘাত রোগীকে সুস্থ করা

<sup>১৭</sup> আর এক দিন তিনি উপদেশ দিচ্ছিলেন এবং ফরীশীরা ও ধর্ম-শিক্ষকেরা কাছে বসেছিল; তারা গালীল ও যিহূদিয়ার সমস্ত গ্রাম এবং যিরূশালেম থেকে এসেছিল; আর প্রভুর শক্তি তাঁর সঙ্গে ছিল, যেন তিনি সুস্থ করেন। <sup>১৮</sup> আর দেখ, কয়েক জন লোক এক জনকে খাটে করে আনলো, সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত; তারা তাকে ভিতরে এনে তাঁর সম্মুখে রাখতে চেষ্টা করলো। <sup>১৯</sup> কিন্তু ভিড়ের জন্য ভিতরে আনবার পথ না পাওয়াতে ঘরের ছাদে উঠলো এবং টালিগুলোর মধ্য দিয়ে বিছানাসুদ্ধ তাকে মাঝখানে যীশুর সম্মুখে নামিয়ে দিল। <sup>২০</sup> তাদের বিশ্বাস দেখে তিনি বললেন, বন্ধু, তোমার পাপ ক্ষমা হল। <sup>২১</sup> তখন ধর্ম-শিক্ষকেরা ও ফরীশীরা এই তর্ক করতে লাগল, এ কে, যে ঈশ্বর-নিন্দা করছে? একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? <sup>২২</sup> যীশু তাদের তর্ক জেনে উত্তরে তাদেরকে বললেন, তোমরা মনে মনে কেন তর্ক করছো? <sup>২৩</sup> কোন্টা সহজ, ‘তোমার পাপ ক্ষমা হলো’ বলা, না ‘তুমি উঠে হেঁটে বেড়াও’ বলা? <sup>২৪</sup> কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করতে মনুষ্যপুত্রের

[৫:১৭] মথি ১৫:১; লুক ২:৪৬; [৫:১৭] মার্ক ৫:৩০; লুক ৬:১৯; [৫:২০] লুক ৭:৪৮, ৪৯; [৫:২১] যিশা ৪৩:২৫; [৫:২৪] দে: মথি ৮:২০;

পুনরুত্থানের পরেও প্রার্থনা করেছিলেন (২৪:৩০)।

**৫:১৭ ফরীশী।** লুকে প্রথমবারের মত এদের উল্লেখ করা হল। এই পদবীর অর্থ ‘পৃথকীকৃত’। তারা সংখ্যায় ছিল প্রায় ৬ হাজার এবং তারা সমস্ত ইস্রায়েল দেশে ছড়িয়ে ছিল। তারা ছিল সমাজ ঘরের শিক্ষক, লোকদের চোখে আদর্শ ধার্মিক এবং আইন-কানুন ও তা যথাযথভাবে পালনের জন্য স্বঘোষিত রক্ষক। তারা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী মৌখিক বিধি-বিধান ও রীতিনীতিকে পবিত্র শাস্ত্রের সমপর্যায়ের এবং সমান কর্তৃত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতো (মার্ক ৭:৮-১৩)। ইতোমধ্যে যীশু যিরূশালেমে যিহূদী নেতাদের কাছ থেকে বাধা পেয়েছেন (যোহন ৫:১৬-১৮)। এখন তারা কফরনাহুমেও তাঁর কথা শুনতে এবং তাঁর প্রতি নজর রাখতে এসেছে (মার্ক ২:১-৬)।

**ধর্ম-শিক্ষক।** যারা আইন-কানুন অধ্যয়ন করতো, অনুবাদ করতো এবং শিক্ষা দিত (লিখিত ও মৌখিক উভয়ভাবে)। এসব ধর্ম-শিক্ষকদের অনেকেই ফরীশীদের দলে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

**৫:১৯ ছাদ।** মার্ক ২:৪ পদের নোট দেখুন।

টালি। ঘরের ছাউনি।

**৫:২০ তোমার পাপ ক্ষমা হল।** খ্রীষ্ট লোকটিকে ক্ষমার ঘোষণা জানানোতে বোঝা যায় যে, সে বিশেষভাবে কোন নিন্দনীয় পাপের কারণে দোষী ছিল; তবে এর অর্থ এই নয় যে, পাপের কারণেই সব সময় মানুষের এরকম দুর্দশা হয়ে থাকে (লুক ১৩:১-৫)।

**৫:২১ এ কে, যে ঈশ্বরনিন্দা করছে?** মার্ক ২:৭ পদের নোট দেখুন। ফরীশীরা ঈশ্বরনিন্দা করা বা ঈশ্বরনিন্দা করাকে একজন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব এমন সবচেয়ে মারাত্মক পাপ বলে বিবেচনা করতো (মার্ক ১৪:৬৪ পদের নোট দেখুন)। ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউই কোন মানুষের পাপ ক্ষমা করতে পারে না; তাই প্রশ্ন উঠলো যীশু খ্রীষ্ট কী করে এই অসুস্থ লোকটির পাপ ক্ষমা করছেন। বাস্তবিক তিনি মনুষ্যপুত্রের উচ্চতর কর্তৃত্ব দাবী করেছিলেন, যিনি মানুষের উপরে ঈশ্বরের চূড়ান্ত বিচারের মধ্যস্থতাকারী (দানি ৭:৯-১২; লুক ৯:২৬; ১২:৮)।

**৫:২৪ যেন তোমরা জানতে পার।** সুস্থতা দানে যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতা পাপের ক্ষমা প্রদানে তাঁর ক্ষমতার দৃশ্যনীয় নিশ্চয়তা।



## লুক লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

ক্ষমতা আছে, তা যেন তোমরা জানতে পার, এজন্য— তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে বললেন, তোমাকে বলছি, উঠ। তোমার বিছানা তুলে নিয়ে তোমার ঘরে যাও।— ২৫ তাতে সে তখনই তাদের সাক্ষাতে উঠলো এবং নিজের বিছানা তুলে নিয়ে ঈশ্বরের গৌরব করতে করতে তার বাড়িতে চলে গেল। ২৬ তখন সকলে ভীষণ আশ্চর্য হল, আর ঈশ্বরকে মহিমাম্বিত করতে লাগল এবং ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে বলতে লাগল, আজ আমরা আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম।

### শিষ্য হিসেবে লেবিকে আহ্বান

২৭ তারপর তিনি বাইরে গেলেন, আর দেখলেন, লেবি নামে এক জন কর-আদায়কারী করগ্রহণ-স্থানে বসে আছেন; তিনি তাঁকে বললেন, আমাকে অনুসরণ কর। ২৮ তাতে তিনি সব কিছু পরিত্যাগ করে উঠে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন।

২৯ পরে লেবি তাঁর বাড়িতে তাঁর জন্য বড় একটি ভোজ প্রস্তুত করলেন এবং অনেক কর-আদায়কারী ও অন্য অন্য লোক তাঁদের সঙ্গে ভোজনে বসেছিল। ৩০ তখন ফরীশীরা ও তাদের ধর্ম-শিক্ষকেরা তাঁর শিষ্যদের বিরুদ্ধে বচসা করে বলতে লাগল, তোমরা কি কারণে কর-আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে ভোজন পান করছো? ৩১ উত্তরে যীশু তাদেরকে বললেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই, কিন্তু অসুস্থ লোকদেরই প্রয়োজন আছে। ৩২ আমি ধার্মিকদেরকে নয়, কিন্তু পাপীদেরকেই ডাকতে এসেছি, যেন তারা মন ফিরায়ে।

### উপবাসের বিষয়ে প্রশ্ন

৩৩ পরে তারা তাঁকে বললো, যোহনের শিষ্যেরা বার বার উপবাস রাখে ও প্রার্থনা করে,

[৫:২৬] দে: মথি ৯:৮; [৫:২৭] দে: মথি ৮:১৯; [৫:২৮] পদ: ১১; দে: মথি ৮:১৯; [৫:২৯] লুক ১৫:১; [৫:৩০] প্রেরি ২৩:৯; [৫:৩০] দে: মথি ৯:১১; [৫:৩২] দে: যোহন ৩:১৭; [৫:৩৩] লুক ৭:১৮; যোহন ১:৩৫; ৩:২৫, ২৬;

৫:২৭ কর-আদায়কারী। ৩:১২ পদের নোট দেখুন।

করগ্রহণ-স্থান। যে স্থানে কর আদায় করা হত (মার্ক ২:১৪ পদের নোট দেখুন)।

৫:২৮ সব কিছু ... গমন করলেন। যেহেতু কিছু দিন যাবৎ যীশু কফরনাহুমে পরিচর্যা কাজ করে আসছিলেন, সেহেতু লেবি সম্ভবত তাঁকে আগে থেকে চিনতেন (১১ পদের নোট দেখুন)।

৫:২৯ বড় এক ভোজ। লেবি যীশু খ্রীষ্টকে গোপনে অনুসরণ করতে শুরু করেন নি।

৫:৩০ ফরীশীরা ... বচসা করে বলতে লাগল। তারা সম্ভবত বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল এবং দূর থেকে তাদের অভিযোগগুলো লিপিবদ্ধ করছিল।

কর-আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে। কর-আদায়কারীরা ধর্মীয়ভাবে অশুচি ছিল; তারা রোমীয়দের পক্ষে কাজ করতো এবং এজন্যই তারা ঘৃণিত ছিল, কারণ তারা যিহূদীদের উপরে

অত্যাচার চালাতো এবং অপকর্ম করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিত। পাপী বলতে বেশ্যা এবং অপরাধীদের বোঝানো হয়েছে, যারা কখনও ভাল কাজ করে না। এদেরকে ফরীশীরা সব সময় এড়িয়ে চলতো।

ভোজন পান করছো?। মার্ক ২:১৫ পদের নোট দেখুন।

৫:৩১ সুস্থ লোকদের চিকিৎসকের ... প্রয়োজন আছে। এখানে এ কথা বোঝানো হচ্ছে না যে, ফরীশীরা “সুস্থ” ছিল; কিন্তু একজন মানুষকে অবশ্যই তার আত্মিক সুস্থতা লাভের পূর্বে নিজের পাপের কথা স্বীকার করতে হবে (মার্ক ২:১৭ পদের নোট দেখুন)।

৫:৩৩ বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রেরিতরা ... প্রার্থনা করে। বাপ্তিস্মদাতা যোহন প্রান্তরে বেড়ে উঠেছেন এবং পঙ্গপাল ও বনমধুর মত সামান্য খাবার খেয়ে সংযমী হয়ে বাঁচতে শিখেছেন।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

ফরীশীদের শিষ্যেরাও সেরকম করে; কিন্তু তোমার শিষ্যেরা ভোজন পান করে থাকে।  
৩৪ যীশু তাদেরকে বললেন, বর সঙ্গে থাকতে তোমরা কি বাসর-ঘরের লোকদেরকে উপবাস করাতে পার? ৩৫ কিন্তু সময় আসবে; আর যখন বরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে, তখন তারা উপবাস রাখবে। ৩৬ তিনি তাদেরকে আরও একটি দৃষ্টান্ত বললেন, তা এই— কেউ নতুন কাপড় থেকে টুকরা ছিঁড়ে পুরানো কাপড়ে লাগায় না; তা করলে নতুনটাও ছিঁড়তে হয় এবং পুরানো কাপড়েও সেই নতুনের তালি মিলবে না। ৩৭ আর পুরানো কুপায় কেউ টাটকা আঙ্গুর-রস রাখে না; রাখলে টাটকা আঙ্গুর-রসে কুপাগুলো ফেটে যাবে, তাতে আঙ্গুর-রসও পড়ে যাবে, কুপাগুলোও নষ্ট হবে। ৩৮ কিন্তু টাটকা আঙ্গুর-রস নতুন কুপাতেই রাখতে হয়। ৩৯ আর পুরানো আঙ্গুর-রস পান করে কেউ টাটকা চায় না, কেননা সে বলে, পুরাতনই ভাল।

[৫:৩৪] যোহন ৩:২৯; [৫:৩৫] লুক ৯:২২; ১৭:২২; যোহন ১৬:৫-৭।

তাঁর পরিচর্যা কাজ এক নিগূঢ় বার্তা ও নির্দেশনা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। প্রভু যীশু ও বাপ্তিস্মদাতা যোহন পরিচর্যা কাজের মধ্যে তুলনা করার জন্য লুক ৭:২৪-২৮ এবং মথি ১১:১-১৯ দেখুন। ফরীশীদেরও জীবনেও কৃচ্ছতা সাধনের রীতি রয়েছে (১৮:১২ পদের নোট দেখুন)। কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট ভোজে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর প্রেরিতরা এমন এক স্বাধীনতা ভোগ করছিলেন যা ফরীশীরা কখনোই পায় নি।

**উপবাস।** মার্ক ২:১৮ পদের নোট দেখুন। যুক্তি-তর্কের ভিত্তিতে যীশু খ্রীষ্ট এখানে উপবাসকে প্রত্যাখ্যান করলেন (যিশা ৫৮:৩-১১ তুলনীয়), তিনি নিজে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে উপবাস করতেন এবং আত্মিক সুফল লাভের জন্য তিনি এ ব্যাপারে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চর্চার অনুমতি দিয়েছেন (মথি ৪:২; ৬:১৬-১৮)।

**৫:৩৫ তখন তারা উপবাস করবে।** মার্ক ২:১৯-২০ পদের নোট দেখুন। পুরাতন নিয়ম অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত সাধনের দিনে উপবাস রাখা আবশ্যিক ছিল। যীশু খ্রীষ্ট ফরীশীদের অনুসৃত সত্ত্বে দু'দিন উপবাস রাখার প্রথাকে অগ্রাহ্য করেছেন। পরিব্রাণের নতুন যুগ এসেছে, তাই পুরানো যুগের আনুষ্ঠানিক শোকের দিন শেষ। কেবল যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী দুঃখার্ত দিনে শোক করা উপযুক্ত।

**৫:৩৯ পুরাতনই ভাল।** যীশু খ্রীষ্ট এখানে কিছু কিছু লোকের অসম্মতি নির্দেশ করছেন, যারা তাদের প্রচলিত ধর্মীয় মতের পরিবর্তন চায় না এবং সুসমাচার গ্রহণের চেষ্টা করে না।

**শস্য-ক্ষেত দিয়ে যাচ্ছিলেন।** মার্ক ২:২৩ পদের নোট দেখুন।

### লুক ৫ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

গালীলে ফিরে এসে প্রভু যীশু গিনেসরৎ হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে লোকদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য তুলে ধরেন। এখানেই তিনি শিমোন ও তাঁর সঙ্গীদের তাঁর শিষ্য হবার জন্য আহ্বান করেন। তাঁরা তাদের নৌকা পারে রেখে, সব কিছু ফেলে যীশু সাথে চলে যায় (৫:১-১১)। আর এই সময় তিনি যখন একটি শহরে আসেন, তখন এক জন কুষ্ঠরোগীকে তিনি সুস্থ করেন। আর এই কথা ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রভু যীশু আনুষ্ঠানিকভাবে জনপ্রিয় ওঠেন। কারণ

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

তঁার দ্বারা সবাই সুস্থ হতে চায়। কিন্তু তিনি প্রান্তরের নির্জন স্থানে গিয়ে নিজেকে আড়াল করে সেখানে বসে প্রার্থনা করেন (৫:১২-১৬)। গালীল, যিহূদা এবং এমনকি যিরূশালেম থেকে ও ধর্ম-শিক্ষকরা প্রভু যীশুর শিক্ষাকে শুনতে সেখানে আসে। তখন তিনি এক জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে সুস্থ করেন। তিনি ঐ পক্ষাঘাতীকে বলেন: “তোমার পাপ ক্ষমা করা হলো” (লুক ৫:১৬)। এই বিষয় নিয়ে ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকরা তঁার কথার বিরোধিতা করে। তিনি তাদের জানান যে, ঈশ্বরের পুত্র তঁার ইচ্ছে অনুসারে লোকদের পাপ ক্ষমা করার অধিকার রাখে। আর এখানে উপস্থিত সবাই তঁার কথা শুনে ও আশ্চর্য-কাজ দেখে হতবাক হয়ে পড়ে এবং ঈশ্বরের গৌরব করে (৫:১২-২৬)। এর পরে প্রভু যীশু কর আদায়কারী লেবিকে তঁাকে অনুসরণ করতে আহ্বান করেন। আর তঁার কথায় লেবি সব কিছু ফেলে, যীশুকে অনুসরণ করেন (৫:২৭-৩২)।

### লুক ৫ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. লোকেরা কেন যীশুর চারপাশে ভিড় জমাচ্ছিল? (১ পদ)
২. যীশু কোথা থেকে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন? (৩ পদ)
৩. যীশু শিমোনকে কি বলেছিলেন? শিমোনের অজুহাত কি ছিল? (৪,৫ পদ)
৪. খ্রীষ্টের প্রতি পিতরের বাধ্যতার ফল কি ছিল? (৬ পদ)
৫. পিতর এতে কিরূপ সাড়া দিয়েছিলেন? (৭,৮ পদ)
৬. যীশু কোন অস্বাভাবিক মন্তব্যটি করেছিলেন? (১০ পদ)
৭. কুষ্ঠরোগীটি যীশুকে কি বলেছিলেন যা তার বিশ্বাসকে প্রদর্শন করে? (১২ পদ)
৮. যেসব লোকেরা অবশরোগীটিকে নামিয়ে দিয়েছিল যীশু তাদের কি দেখে খুশি হয়েছিলেন? (২০ পদ)
৯. যেসব লোকেরা এই আশ্চর্য কাজটি দেখেছিল তাদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? (২৬ পদ)
১০. যীশু কাকে শিষ্য হবার আহ্বান করেছিলেন? (২৭ পদ)

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

### বিশ্রামবারের বিষয়ে প্রশ্ন

৬<sup>১</sup> এক দিন বিশ্রামবারে যীশু শস্য-ক্ষেত দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর শিষ্যেরা শীঘ্র ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাতে ঘষে ঘষে খেতে লাগলেন।<sup>২</sup> তাতে কয়েক জন ফরীশী বললো, বিশ্রামবারে যা করা উচিত নয়, তোমরা কেন তা করছো? <sup>৩</sup> উত্তরে যীশু তাদেরকে বললেন, দাযূদ ও তাঁর সঙ্গীদের যখন খিদে পেয়েছিল তখন তিনি কি করেছিলেন, তাও কি তোমরা পাঠ কর নি? <sup>৪</sup> তিনি তো ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করে যে দর্শন-রুটি কেবল পুরোহিতদের ছাড়া আর কারো ভোজন করা উচিত নয়, তা নিয়ে নিজে ভোজন করেছিলেন এবং সঙ্গীদেরকেও দিয়েছিলেন। <sup>৫</sup> পরে তিনি তাদেরকে বললেন, মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের কর্তা।

### শুকিয়ে যাওয়া হাতটি সুস্থ হল

<sup>৬</sup> আর এক বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে প্রবেশ করে উপদেশ দিলেন; সেই স্থানে একটি লোক ছিল, যার ডান হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। <sup>৭</sup> আর তিনি বিশ্রামবারে সুস্থ করেন কি না তা দেখবার জন্য ধর্ম-শিক্ষকেরা ও ফরীশীরা তাঁর প্রতি দৃষ্টি রাখল, যেন তাঁর নামে দোষারোপ করার সুত্র পায়। <sup>৮</sup> কিন্তু তিনি তাদের চিন্তা জানতেন, আর হাত শুকিয়ে যাওয়া সেই ব্যক্তিকে বললেন, উঠ, মাঝখানে দাঁড়াও। তাতে সে উঠে দাঁড়ালো। <sup>৯</sup> পরে যীশু তাদেরকে বললেন, তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্রামবারে কি করা উচিত? ভাল করা না মন্দ করা? প্রাণ রক্ষা করা না নাশ করা? <sup>১০</sup> তাদের সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সেই লোকটিকে বললেন, তোমার হাত বাড়িয়ে দাও। সে তা-ই করলো, আর তার হাত সুস্থ

[৬:১] দ্বি:বি ২৩:২৫; [৬:২] দে: মথি ১২:২; [৬:৩] ১শমু ২১:৬; [৬:৪] লেবী ২৪:৫, ৯; [৬:৫] দে: মথি ৮:২০; [৬:৬] পদ: ১; [৬:৭] দে: মথি ১২:১০; [৬:৭] দে: মথি ১২:২; [৬:৮] দে: মথি ৯:৮;

৬:৩ দাযূদ ... কি করেছিলেন। মার্ক ২:২৫ পদের নোট দেখুন। তিনি ফরীশীদেরকে দাযূদের ঘটনা বললেন, যাকে পুরোহিত কর্তৃক তাঁর লোকদেরকে ‘পবিত্র’ রুটি খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল (১ শমু ২১:১-৬), যা শুধুমাত্র পুরোহিতদের খাওয়ার জন্য অনুমোদিত ছিল।

৬:৪ পবিত্র রুটি। মথি ১২:৪ পদের নোট দেখুন।

৬:৫ মনুষ্যপুত্র। মার্ক ৮:৩১ পদের নোট দেখুন।

বিশ্রামবারের কর্তা। ফরীশীদের প্রণীত বিশ্রামবার বিষয়ক আইন-কানুন বাতিল করার জন্য যীশু খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব রয়েছে (মথি ১২:৮; মার্ক ২:২৭)। পুরাতন নিয়মে বিশ্রামবার পালন করার উদ্দেশ্য দু’টি: সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করা

(যাত্রা ২০:১১) এবং পরিভ্রাণকর্তাকে স্মরণ করা (দ্বি:বি. ৫:১৫)। নতুন নিয়মে যীশু স্বয়ং পরিভ্রাণকর্তা, তাই পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মতে তিনি বিশ্রামবারের কর্তা।

৬:৮ উঠ, মাঝখানে দাঁড়াও। লোকটিকে সুস্থ করার বিষয়ে যেন কারও কোন প্রশ্ন না থাকে।

৬:৯ বিশ্রামবারে কি করা উচিত ... ? যীশু খ্রীষ্ট ফরীশীদের থেকে আগত প্রশ্নবাণ এবং আক্রমণ সহ্য করেছিলেন, এখন তিনি নিজেই সমাজ ঘরে প্রত্যেকের কাছে প্রশ্ন রাখার উদ্যোগ নিলেন (মার্ক ৩:৪ পদের নোট দেখুন)।

৬:১০ তাদের সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। যীশু দেখতে চেয়েছিলেন যে, কেউ তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেয় কিনা বা প্রস্তাবিত উত্তরে বাধা দেয় কিনা, কিন্তু তা করার মত সাহস কারও ছিল না।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

হল। <sup>১১</sup> কিন্তু তারা ক্রোধে পূর্ণ হল, আর যীশুর প্রতি কি করবে, সেই কথা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল।

#### বারো জন প্রেরিতকে বেছে নেওয়া

<sup>১২</sup> সেই সময়ে তিনি একদিন প্রার্থনা করার জন্য বের হয়ে পর্বতে গেলেন, আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে সমস্ত রাত্রি যাপন করলেন। <sup>১৩</sup> পরে যখন দিন হল, তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে ডাকলেন এবং তাঁদের মধ্য থেকে বারো জনকে মনোনীত করলেন, আর তাঁদেরকে ‘প্রেরিত’ নাম দিলেন। <sup>১৪</sup> শিমোন, যাকে তিনি পিতর নামও দিলেন ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয় এবং যাকোব ও যোহন এবং ফিলিপ এবং বর্থলময়, <sup>১৫</sup> এবং মথি ও থোমা এবং আলফেয়ের (পুত্র) যাকোব ও উদযোগী আখ্যাত শিমোন, <sup>১৬</sup> যাকোবের (পুত্র) যিহূদা, এবং ঈফরিয়োতীয় যিহূদা, যে তাঁকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।

#### শিক্ষা দান ও সুস্থ করণ

<sup>১৭</sup> পরে তিনি তাঁদের সঙ্গে নেমে একটি সমান ভূমির উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন; আর তাঁর

[৬:১১] যোহন ৫:১৮; [৬:১২] দে: লুক ৩:২১; [৬:১৩] দে: মার্ক ৬:৩০; [৬:১৫] মথি ৯:৯; [৬:১৭] মথি ৮:২৫; দে: মথি ১১:২১; মার্ক ৩:৭, ৮;

৬:১১ তারা ক্রোধে পূর্ণ হল। কারণ তারা যীশু খ্রীষ্টের যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারছিল না; ইতোমধ্যেই তারা তাঁর জীবন নাশের ষড়যন্ত্র করেছিল (যোহন ৫:১৮)। মার্ক ৩:৬ পদের নোট দেখুন।

৬:১২ প্রার্থনা করতে করতে সমস্ত রাত্রি যাপন করলেন। ১২ জন শিষ্য নির্বাচন করার পূর্বে যীশু প্রার্থনায় রাত কাটিয়েছিলেন কারণ এটি তাঁর পরিচর্যা কাজে ও ভবিষ্যত মিশন কাজে খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল।

৬:১৩ তিনি তাঁর প্রেরিতদেরকে ডাকলেন। যারা যীশু খ্রীষ্টের কথা শুনতে এসেছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন নিয়মিতভাবে তাঁকে অনুসরণ করে আসছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্ততপক্ষে ৭২ জন পুরুষ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাদেরকে প্রচার করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল (১০:১, ৭)। খ্রীষ্টের স্বর্গে আরোহণের পর ১২০ জন বিশ্বাসী যিরুশালেমে পবিত্র আত্মার অবতরণের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন এবং উপাসনা করেছিলেন (প্রেরিত ১:১৫)। এই প্রেরিতদের মধ্য থেকে যীশু তাঁর প্রেরিত হিসেবে ১২ জনকে বাছাই করেছিলেন। প্রেরিত নামের অর্থ, “যে ব্যক্তিকে এক বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে” (মার্ক ৬:৩০; ১ করি

১:১; ইব্রীয় ৩:১)।

৬:১৪ পিতর। মথি ১০:২-৪; মার্ক ৩:১৬-১৯; প্রেরিত ১:১৩ পদে প্রেরিতদের তালিকা দেখা যায়। নামগুলোর ক্রমধারা ভিন্ন হলেও সবগুলো তালিকাতেই পিতর সর্বদা প্রথমে রয়েছেন ও ঈফরিয়োতীয় যিহূদা সব শেষে রয়েছে।

বর্থলময়। সম্ভবত মথি, মার্ক ও লুকের সুসমাচারে উল্লিখিত বর্থলময় এবং যোহনের সুসমাচারে উল্লিখিত নথনেল একই ব্যক্তি। যোহন ১:৪৫ পদে ফিলিপের সাথে নথনেলকে যুক্ত করা হয়েছে।

৬:১৫ মথি। লেবির আরেক নাম।

আল্ফেয়ের (পুত্র) যাকোব। সম্ভবত ছোট যাকোব (মার্ক ১৫:৪০)।

ইয়াকুবের (পুত্র) এহূদা। থদ্দেয়ের আরেক নাম (মথি ১০:৩; মার্ক ৩:১৮; যোহন ১৪:২২)।

৬:১৬ ঈফরিয়োতীয় এহূদা। সম্ভবত যিহূদিয়া থেকে মাত্র এই একজনই শিষ্য হিসেবে যোগ দিয়েছিল, অন্যান্যরা গালীল থেকে এসেছিলেন (মার্ক ৩:১৯ পদের নোট দেখুন)। ‘ঈফরিয়োতীয়’ অর্থ ‘কিরিয়োতের লোক’ বা ‘গুপ্তঘাতক’ (ল্যাটিন সিকেরিয়ুস) বা ‘ভ্রান্ত ব্যক্তি’।

৬:১৭ সমান ভূমির উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

অনেক শিষ্য এবং সমস্ত যিহূদিয়া ও যিরূশালেম এবং সোর ও সীদোনের সমুদ্র উপকূল থেকে অনেক লোক উপস্থিত হল; <sup>১৮</sup> তারা তাঁর কথা শুনবার ও নিজ নিজ রোগ থেকে সুস্থ হবার জন্য তাঁর কাছে এসেছিল এবং যারা অশুচি আত্মা দ্বারা কষ্ট পাচ্ছিল তারা সুস্থ হল। <sup>১৯</sup> আর সমস্ত লোক তাঁকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করলো, কেননা তাঁর মধ্য থেকে শক্তি বের হয়ে সকলকে সুস্থ করছিল।

#### ধন্য ও ধিক্

<sup>২০</sup> পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, ধন্য দীনহীনেরা, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই। <sup>২১</sup> ধন্য তোমরা, যারা এখন ক্ষুধিত, কারণ তোমরা পরিতৃপ্ত হবে। ধন্য তোমরা, যারা এখন কান্নাকাটি কর, কারণ তোমরা হাসবে।

<sup>২২</sup> ধন্য তোমরা, যখন লোকে মনুষ্য-পুত্রের জন্য তোমাদেরকে হিংসা করে, আর যখন তোমাদেরকে পৃথক করে দেয় ও নিন্দা করে এবং তোমাদের নাম মন্দ বলে দূর করে দেয়। <sup>২৩</sup> সেদিন আনন্দ করো ও নৃত্য করো, কেননা দেখ, স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর; কেননা তাদের পূর্বপুরুষেরা ভাববাদীদের প্রতি তা-ই করতো। <sup>২৪</sup> কিন্তু ধিক্ তোমাদেরকে, তোমরা যারা ধনবান, কারণ তোমরা তোমাদের সাত্ত্বনা পেয়েছ। <sup>২৫</sup> ধিক্ তোমাদেরকে, যারা এখন পরিতৃপ্ত, কারণ তোমরা ক্ষুধিত হবে; ধিক্ তোমাদেরকে, যারা এখন হাসছো, কারণ তোমরা বিলাপ করবে ও কাঁদবে। <sup>২৬</sup> ধিক্ তোমাদেরকে, যখন সকল লোকে তোমাদের সুখ্যাতি করে, কারণ তাদের পূর্বপুরুষেরা ভণ্ড ভাববাদীদের প্রতি তা-ই করতো।

#### শত্রুদের প্রেম করার শিক্ষা

<sup>২৭</sup> কিন্তু তোমরা যে শুনছো, আমি তোমাদেরকে বলি, তোমরা নিজ নিজ শত্রুদেরকে প্রেম করো; যারা তোমাদেরকে হিংসা করে, তাদের মঙ্গল করো; <sup>২৮</sup> যারা তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়, তাদেরকে আশীর্বাদ করো; যারা তোমাদেরকে নিন্দা করে, তাদের জন্য

---

[৬:১৯] দে: মথি ৯:২০; [৬:১৯] মার্ক ৫:৩০; লুক ৫:১৭; [৬:২০] দে: মথি ২৫:৩৪; [৬:২১] যিশা ৫৫:১, ২; মথি ৫:৬; [৬:২১] যিশা ৬১:২, ৩; মথি ৫:৪; প্রকা ৭:১৭; [৬:২২] যোহন ৯:২২; ১৬:২; [৬:২২] যিশা ৫১:৭; [৬:২২] দে: যোহন ১৫:২১; [৬:২৩] দে: মথি ৫:১২; [৬:২৩] দে: মথি ৫:১২; [৬:২৪] যাকোব ৫:১; [৬:২৪] লুক ১৬:২৫; [৬:২৫] যিশা ৬৫:১৩; [৬:২৫] হিতো ১৪:১৩; [৬:২৬] দে: মথি ৭:১৫; [৬:২৭] পদ: ৩৫; মথি ৫:৪৪; রোমী ১২:২০; [৬:২৮] দে: মথি ৫:৪৪;

---

সম্ভবত স্থানটি কোন এক মালভূমি ছিল, যা এ প্রেক্ষাপট ও মথি ৫:১-এর প্রেক্ষাপট উভয়কে বোঝাতে পারে।

**৬:২০ ধন্য।** মথি ৫:৩-১২ দেখুন। স্বর্গীয় সুখ পৃথিবীবী সূখের চেয়ে গভীরতর অর্থ প্রকাশ করে। মথির বিবরণ নির্দেশনা দেয় যে, যীশু ‘আত্মার’ দারিদ্র্যের কথা বলেছেন (মথি ৫:৩) এবং ‘ধার্মিকতার’ জন্য ক্ষুধার কথা বলেছেন।

**৬:২৪ ধিক্।** এই অংশটি ২০-২২ পদের প্রতিটি বিষয়ের অবিকল বিপরীত অবস্থানের প্রতিচ্ছবি।

**৬:২৭ নিজ নিজ শত্রুদেরকে ভালবাসা করো।** যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষাদানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মহব্বত। খ্রীষ্ট কেবলমাত্র অন্যদের প্রতি আক্রোশপূর্ণ আচরণকে নিষিদ্ধ করেন নি, সেই সাথে এই আদেশও দিয়েছেন যেন আমরা প্রত্যেককে ভালবাসি, এমনকি আমাদের শত্রু বা শত্রুদেরও। ‘শত্রু’ বলতে যারা প্রেরিতদের অত্যাচার করেছিল তাদেরকে বোঝায়। প্রেরিতদের আচরণের বিধান ৩১ পদে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়েছে।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

প্রার্থনা করো। <sup>২৯</sup> যে তোমার এক গালে চড় মারে, তার দিকে অন্য গালও পেতে দিও; এবং যে তোমার কোর্তা তুলে নেয়, তাকে জামাও নিতে বারণ করো না। <sup>৩০</sup> যে কেউ তোমার কাছে যাচঞা করে, তাকে দিও; এবং যে তোমার দ্রব্য নিয়ে যায়, তার কাছে তা আর চেয়ো না। <sup>৩১</sup> আর তোমরা যেমনটি ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাদের প্রতি সেই রকম ব্যবহার করো।

<sup>৩২</sup> আর যারা তোমাদেরকে প্রেম করে, তাদেরকেই প্রেম করলে তোমরা কিরূপ সাধু-বাদ পেতে পার? কেননা, পাপী লোকেরাও, যারা তাদেরকে প্রেম করে, তারাও তাদেরকে প্রেম করে। <sup>৩৩</sup> আর যারা তোমাদের উপকার করে, যদি তাদের উপকার কর, তবে তোমরা কিরূপ সাধুবাদ পেতে পার? <sup>৩৪</sup> পাপী লোকেরাও তা-ই করে। আর যাদের কাছে পাবার আশা থাকে, যদি তাদেরকেই ধার দাও, তবে তোমরা কিরূপ সাধুবাদ পেতে পার? পাপী লোকেরাও পাপী লোকদেরকে ধার দেয়, যেন সেই পরিমাণে পুনরায় পায়। <sup>৩৫</sup> কিন্তু তোমরা নিজ নিজ শত্রুদেরকে প্রেম করো, তাদের ভাল করো এবং কখনও নিরাশ না হয়ে ধার দিও, তা করলে তোমাদের মহাপুরস্কার হবে এবং তোমরা সর্ব-শক্তিমানের সন্তান হবে, কেননা তিনি অকৃতজ্ঞদের ও দুষ্টদের প্রতিও কৃপাবান। <sup>৩৬</sup> তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও।

### অন্যদের বিচার করার বিষয়ে শিক্ষা

<sup>৩৭</sup> আর তোমরা বিচার করো না, তাতে তোমাদেরও বিচার করা হবে না; আর দোষী করো না, তাতে তোমাদেরও দোষী করা হবে না। তোমরা ছেড়ে দিও, তাতে তোমাদেরও ছেড়ে দেওয়া যাবে। <sup>৩৮</sup> দান কর, তাতে তোমাদেরকেও দেওয়া যাবে; লোকে প্রচুর পরিমাণে চেপে চেপে, ঝাঁকিয়ে নিয়ে, উপচে পড়বার মত করে তোমাদের কোলে দেবে; কারণ তোমরা যেভাবে মেপে দাও, সেভাবে তোমাদের জন্যও মাপা যাবে।

<sup>৩৯</sup> আর তিনি তাদেরকে একটি দৃষ্টান্তও বললেন, অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে?

---

[৬:৩০] দ্বি:বি ১৫:৭, ৮, ১০; হিতো ২১:২৬; [৬:৩১] মথি ৭:১২; [৬:৩২] মথি ৫:৪৬; [৬:৩৪] মথি ৫:৪২; [৬:৩৫] পদ: ২৭; [৬:৩৫] দে: রোমী ৮:১৪; [৬:৩৫] দে: মার্ক ৫:৭; [৬:৩৬] যাকোব ২:১৩; [৬:৩৬] মথি ৫:৪৮; ৬:১; লুক ১১:২; ১২:৩২; রোমী ৮:১৫; ইফি ৪:৬; ১পি ১:১৭; ১যোহন ১:৩; ৩:১; [৬:৩৭] দে: মথি ৭:১; [৬:৩৭] মথি ৬:১৪; [৬:৩৮] গীত ৭৯:১২; যিশা ৬৫:৬, ৭; [৬:৩৮] দে: মথি ৭:২; [৬:৩৯] মথি ১৫:১৪;

---

৬:২৯ অন্য গালও পেতে দিও। আমাদের কখনও প্রতিহিংসামূলক মনোভাব থাকা উচিত নয়।

কোর্তা ... জামা। কোর্তা বাইরে পরার কাপড়, যার নিচে জামা পরা হয়।

৬:৩৬ তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু। ঈশ্বরের শুদ্ধতা আমাদের সম্মুখে দৃষ্টান্ত ও লক্ষ্য হওয়া উচিত (মথি ৫:৪৮)।

৬:৩৭ দোষী করো না। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর

অনুসারীদের ন্যায় ও অন্যায় (৪৩-৪৫ পদ তুলনীয়) বোঝবার ক্ষমতার অভাব মোচন করেন নি, বরং তিনি অন্যদের অন্যায় ও ভণ্ডামীপূর্ণ বিচার করাকে নিন্দিত করেছেন।

৬:৩৮ উপচে ... কোলে দেবে। ইব্রীয়দের বাইরে পরার পোশাকে কোমর বন্ধনীর উপরে একটি ভাঁজ রেখে পকেট হিসেবে ব্যবহার করা হত, যাতে করে বেশি পরিমাণ গম নেওয়া যায়; সম্ভবত এখানে এ বিষয়ে বলা হচ্ছে।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

উভয়েই কি গর্তে পড়বে না? <sup>৪০</sup> ছাত্র শিক্ষক থেকে বড় নয়, কিন্তু যে কেউ পরিপক্ব হয়, সে তার শিক্ষকের মত হবে। <sup>৪১</sup> আর তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটা আছে, তা-ই কেন দেখছো, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ আছে, তা কেন ভেবে দেখছো না? <sup>৪২</sup> তোমার চোখে যে কড়িকাঠ আছে, তা যখন দেখছো না, তখন তুমি কেমন করে আপন ভাইকে বলতে পার, ভাই, এসো, আমি তোমার চোখ থেকে কুটাটা বের করে দিই? তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ আছে, তা তো তুমি দেখছো না! হে ভগ্ন, আগে নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠ বের করে ফেল, তারপর তোমার ভাইয়ের চক্ষুতে যে কুটা আছে, তা বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।

#### ফল দেখে গাছ চেনা যায়

<sup>৪৩</sup> কারণ এমন ভাল গাছ নেই, যাতে মন্দ ফল ধরে এবং এমন মন্দ গাছও নেই, যাতে ভাল ফল ধরে। <sup>৪৪</sup> স্ব স্ব ফল দ্বারাই প্রত্যেক গাছ চেনা যায়; লোকে তো কাঁটাবন থেকে ডুমুর সংগ্রহ করে না এবং কাঁটারোপ থেকে আঙ্গুর ফল সংগ্রহ করে না। <sup>৪৫</sup> ভাল মানুষ তার হৃদয়ের ভাল ভাগুর থেকে ভালই বের করে এবং মন্দ মানুষ মন্দ ভাগুর থেকে মন্দই বের করে; যেহেতু হৃদয়ের উপচয় থেকে তার মুখ কথা বলে।

#### দুই রকম ভিত্তি

<sup>৪৬</sup> আর তোমরা কেন আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু, বলে ডাক, অথচ আমি যা যা বলি, তা কর না? <sup>৪৭</sup> যে কেউ আমার কাছে এসে আমার কথা শুনে পালন করে, সে কার মত তা আমি তোমাদেরকে জানাচ্ছি। <sup>৪৮</sup> সে এমন এক ব্যক্তির মত, যে বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে খনন করলো, খুঁড়ে গভীর করলো ও পাথরের উপরে ভিত্তিমূল স্থাপন করলো; পরে বন্যা আসলে সেই বাড়ির উপর দিয়ে জলের স্রোত বেগে বয়ে গেল, কিন্তু তা হেলাতে পারল না, কারণ তা উত্তমরূপে নির্মিত হয়েছিল। <sup>৪৯</sup> কিন্তু যে শুনে পালন না করে, সে এমন এক ব্যক্তির মত, যে মাটির উপরে কোন ভিত্তিমূল ছাড়াই বাড়ি তৈরি করলো; পরে জলের স্রোত বেগে বয়ে সেই বাড়িতে লাগল, আর অমনি তা পড়ে গেল এবং সেই বাড়ি একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল।

[৬:৪০] দে: যোহন ১৩:১৬; [৬:৪৪] মথি ১২:৩৩; [৬:৪৫] হিতো ৪:২৩; মথি ১২:৩৪, ৩৫; মার্ক ৭:২০; [৬:৪৬] দে: যোহন ১৩:১৩; [৬:৪৬] মালা ১:৬; মথি ৭:২১; [৬:৪৭] লুক ৮:২১; ১১:২৮; যাকোব ১:২২-২৫।

৬:৪১ কুটা ... কড়িকাঠ। যীশু খ্রীষ্টের এই যখন আমরা নিজেদের আরও বড় ত্রুটি বা তুলনা করার মধ্য দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, অন্য অপরাধ গোপন করে থাকি।  
কারও সমালোচনা করা কত বোকামি ও ভগ্নামি,

#### লুক ৬ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

কোন এক বিশ্রামবারে কিছু ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের অভিযোগের কারণে যীশু শিক্ষা দিয়ে বলেন যে, তিনি নিজেই বিশ্রামবারের কর্তা। তিনি শাস্ত্র থেকে বিষয়টি দেখিয়ে দিলে তারা



### লুক লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

চুপ হয়ে যায় (৬:১-৫)। এর তিনি বিশ্রামবারে প্রভু যীশু সমাজ-ঘরে শিক্ষা দিলেন ও লোকদের রোগ থেকে সুস্থ করলেন। তিনি তাদের দেখিয়ে দিলেন যে, ব্যবস্থা অনুসারে বিশ্রামবারে ভাল কাজ করা উচিত (৬:৬-১১)। এর পর প্রভু যীশু একটি পাহাড়ে উঠে সারা রাত ধরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। ভোর বেলায় তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে ডেকে তাঁদেরকে “প্রেরিত” হিসেবে মনোনীত করেন। লুক তাঁদের নামের তালিকা দিয়েছেন। এরপর প্রভু যীশু এখন সমতল জায়গাগুলোয় প্রচারের কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। অগণিত লোকজন তাঁর কাছে সমবেত হতে থাকে যেন তাঁর শিক্ষা শুনতে ও রোগ থেকে সুস্থতা লাভ করতে পারে। প্রভু যীশু মন্দ আত্মায় পাওয়া অনেক লোককে এবং অসুস্থদেরকে সুস্থ করেন (৬:১২-৪৯)।

### লুক ৬ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যীশুর বিরুদ্ধে ফরীশীরা কোন্ ধর্মীয় আইন ভঙ্গ করার অভিযোগটি এনেছিলেন? (২ পদ)
২. প্রশ্নের শেষে যীশু কি বলেছিলেন? (৫ পদ)
৩. কিভাবে যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রকাশ পেয়েছিল? (৮ পদ)
৪. যীশু কতক্ষণ প্রার্থনা করলেন? (১২ পদ)
৫. শিষ্যদের অপর নামটি কি? (১৩ পদ)
৬. গরীব, ক্ষুধার্ত, দুঃখী ও অপমানিতদের কেন যীশু ধন্য বলেছেন? (২০-২২ পদ)
৭. কেন আমাদের আনন্দ করা উচিত? (২৩ পদ)
৮. ২৭-৩০ পদে বর্ণিত যীশুর আদেশের সারাংশ করুন।
৯. যীশুর আদেশের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটি নিজের কথায় ব্যাখ্যা করুন।
১০. আমরা যখন কিছু ধার দিই, আমাদের কি তা ফেরত পাবার আশা করা উচিত? (৩৫ পদ)
১১. ৩৭ এবং ৩৮ পদে অন্যদের দোষ ধরবার ও দান করবার বিষয়ে যীশু কি বলেছিলেন?
১২. একটি গাছকে কিভাবে চেনা যায়? (৪৪ পদ)
১৩. তাঁর বাক্য শুন্য পাশাপাশি বিশ্বাসীদের কি করা উচিত? (৪৬,৪৭ পদ)

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

### শতপতির দাসকে সুস্থ করা

৭<sup>১</sup> লোকদের কর্ণগোচরে তাঁর সমস্ত কথা সমাপ্ত করে তিনি কফরনাহুমে প্রবেশ করলেন।

<sup>২</sup> তখন এক জন শতপতির এক জন দাস অসুস্থ হয়ে মৃতপ্রায় হয়েছিল; সে তার প্রিয়পাত্র ছিল। <sup>৩</sup> তিনি যীশুর সংবাদ শুনে যিহূদীদের কয়েক জন প্রাচীনকে দিয়ে তাঁর কাছে নিবেদন করে পাঠালেন, যেন তিনি এসে তার দাসকে বাঁচান। <sup>৪</sup> তারা যীশুর কাছে এসে আত্মহত্যা করবে বিনতি করে বলতে লাগলেন, আপনি যে তার জন্য এই কাজ করেন, তিনি তার যোগ্য; <sup>৫</sup> কেননা তিনি আমাদের জাতিকে প্রেম করেন, আর আমাদের সমাজ-গৃহ তিনি নিজে নির্মাণ করে দিয়েছেন। <sup>৬</sup> যীশু তাদের সঙ্গে গমন করলেন, আর তিনি বাড়ির অনতিদূরে থাকতেই শতপতি কয়েক জন বন্ধুর মধ্য দিয়ে তাঁকে বলে পাঠালেন, প্রভু, নিজেকে কষ্ট দেবেন না; কেননা আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার ছাদের নিচে আসেন; <sup>৭</sup> সেজন্য আমি নিজেকেও আপনার কাছে আসার যোগ্য মনে করি নি; আপনি মুখে বলুন, তাতেই আমার দাস সুস্থ হবে। <sup>৮</sup> কারণ আমিও কর্তৃত্বের অধীনে নিযুক্ত লোক, আব-  
তার সৈন্যরা আমার অধীন; আর আমি তাদের এক জনকে ‘যাও’ বললে সে যায় এবং অন্যকে ‘এসো’ বললে সে আসে, আর আমার দাসকে ‘এই কাজ কর’ বললে সে তা করে।

[৭:১] মথি ৭:২৮; [৭:৭] গীত ১০৭:২০;

৭:২ শতপতির একজন দাস। এই শতপতি সম্ভবত হেরোদ আন্তিপাসের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ছিলেন এবং তার অধীনে সাধারণত ১০০ সৈন্যকে নিয়োগ দেওয়া হত। নতুন নিয়মে উল্লিখিত রোমীয় শতপতির প্রাথমিক হওয়ার মত বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন (প্রেরিত ১০:২; ২৩:১৭-১৮; ২৭:৪৩)। এই শতপতি তার দাসের জন্য সত্যিকার অর্থে চিন্তিত ছিলেন। তিনি যিহূদীদের দ্বারা প্রাথমিক হয়েছিলেন এবং তারা তার সম্পর্কে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করেছে, যদিও তিনি ছিলেন একজন অযিহূদী (পদ ৫,৯)।

৭:৩ যিহূদীদের কয়েক জন প্রাচীন। সামাজিক-ভাবে উচ্চ পর্যায়ের মর্যাদা সম্পন্ন যিহূদী, যদিও তারা সমাজ ঘরের শাসক ছিলেন না। তারা আসতে রাজি হয়েছিলেন এবং তারা শতপতির পক্ষে আবেদন রেখেছিলেন। মথির বিবরণে (মথি ৮:৫-১৩) শতপতি নিজে যীশু খ্রীষ্টের সাথে কথা বলেছিলেন, অন্যদিকে লুকের বিবরণে তিনি তার বন্ধুদের মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্টের

সাথে কথা বলেছিলেন (মথি ৮:৫ পদের নোট দেখুন)।

৭:৬ আমি এমন ... ছাদের নিচে আসেন। মথি ৮:৮ পদের নোট দেখুন। নিজ দাসের জন্য শতপতির চিন্তা, যিহূদীদের প্রতি তার মনোভাব ও প্রভু যীশুর সাথে সাক্ষাতে তার অযোগ্যতার উপলব্ধি তাকে এক উচ্চ পর্যায়ে আসীন করে। তিনি স্বীকার করেন যে, ঈশ্বরের কর্তৃত্বের কারণে রোগ নিরাময়ে যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতা রয়েছে এবং কেবল আদেশ করার মধ্য দিয়ে রোগ আরোগ্য করার ব্যাপারে যীশু খ্রীষ্টের সামর্থ্যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। এই অযিহূদী শতপতি যিহূদীদের বিশ্বাসকে অতিক্রম করেছিলেন। লুক উল্লিখিত এই কাহিনী মথি উল্লিখিত কাহিনীর চেয়ে আলাদা, যেখানে শতপতি নিজে উপস্থিত না হয়ে দু’দল সংবাদদাতাকে পাঠিয়েছেন। সম্ভবত এখানে বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে (মথি ৯:১৮-২৬; মার্ক ৫:২২-৪৩ পদের সাথে তুলনা করুন)।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

<sup>৯</sup> এসব কথা শুনে যীশু তার বিষয়ে আশ্চর্য জ্ঞান করলেন এবং যে লোকেরা তাঁর পিছনে পিছনে আসছিল, তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন, আমি তোমাদেরকে বলছি, ইস্রায়েলের মধ্যেও এত বড় বিশ্বাস দেখতে পাই নি। <sup>১০</sup> পরে যাদেরকে পাঠান হয়েছিল, তারা বাড়িতে ফিরে গিয়ে সেই দাসকে সুস্থ দেখতে পেলেন।

#### বিধবার একমাত্র পুত্রকে জীবন দান

<sup>১১</sup> কিছু কাল পরে তিনি নায়িন্ নামক নগরে যাত্রা করলেন এবং তাঁর শিষ্যেরা ও অনেক লোক তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিল। <sup>১২</sup> যখন তিনি নগর-দ্বারের নিকটবর্তী হলেন তখন লোকেরা একটি মৃত মানুষকে বহন করে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল; সে তার মায়ের একমাত্র পুত্র এবং সেই মা এক জন বিধবা; আর নগরের অনেক লোক তার সঙ্গে ছিল। <sup>১৩</sup> তাকে দেখে প্রভু তার প্রতি করুণাবিষ্ট হলেন এবং তাকে বললেন, কেঁদো না। <sup>১৪</sup> পরে কাছে গিয়ে খাট স্পর্শ করলেন; তাতে বাহকেরা দাঁড়ালো। তিনি বললেন, হে যুবক, তোমাকে বলছি, উঠ। <sup>১৫</sup> তাতে সেই মৃত মানুষটি উঠে বসলো এবং কথা বলতে লাগল; পরে তিনি তাকে তার মায়ের হাতে তুলে দিলেন। <sup>১৬</sup> তখন সকলে ভয়ে ভীত হল এবং ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে বলতে লাগল, ‘আমাদের মধ্যে এক জন মহান ভাববাদীর উদয় হয়েছে’, আর ‘ঈশ্বর আপন লোকদের তত্ত্বাবধান করেছেন’। <sup>১৭</sup> পরে যিহূদিয়ার সমস্ত স্থানে এবং চারদিকে সমস্ত অঞ্চলে তাঁর বিষয়ে এই কথা ছড়িয়ে পড়লো।

#### যীশু খ্রীষ্টের কাছে যোহনের শিষ্যেরা

<sup>১৮</sup> আর যোহনের শিষ্যেরা তাঁকে এসব বিষয়ে সংবাদ দিল। <sup>১৯</sup> তাতে যোহন তাঁর দু’জন শিষ্যকে ডেকে তাদের দ্বারা প্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, ‘যাঁর আগমন হবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না, আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?’ <sup>২০</sup> পরে সেই দুই ব্যক্তি তাঁর

[৭:১৩] পদ: ১৯; লুক ১০:১; ১৩:১৫; ১৭:৫; ২২:৬১; ২৪:৩৪; যোহন ১১:২; [৭:১৪] মথি ৯:২৫; মার্ক ১:৩১; লুক ৮:৫৪; যোহন ১১:৪৩; প্রেরি ৯:৪০; [৭:১৬] লুক ১:৬৫; [৭:১৬] দে: মথি ৯:৮; [৭:১৬] পদ: ৩৯; দে: মথি ২১:১১; [৭:১৬] লুক ১:৬৮; [৭:১৭] দে: মথি ৯:২৬; [৭:১৮] দে: মথি ৩:১; [৭:১৮] দে: লুক ৫:৩৩;

৭:৯ আশ্চর্য জ্ঞান করলেন। যীশু খ্রীষ্টের আশ্চর্য জ্ঞান করার কথা কেবল দু’বার উল্লিখিত হয়েছে, একটি এখানে বিশ্বাসের নিদর্শনের কারণে এবং অপরটি নাসরতে বিশ্বাসহীনতার কারণে (মার্ক ৬:৬)।

৭:১৪ খাট। লোকটিকে সম্ভবত যিহূদী প্রথা অনুসারে খোলা কফিনে করে কবর স্থানের দিকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক মৃত্যু থেকে জীবিত করার তিনটি ঘটনার প্রথম এটি, অন্য দু’টি ঘটনা হচ্ছে যারীরের কন্যাকে জীবিত করা (৮:৪০-৫৬) এবং লাসারকে জীবিত করা (যোহন ১১:৩৮-৪৪)। এখানে বিধবার জন্য যীশু খ্রীষ্টের হৃদয় অতিমাত্রায় ভারাক্রান্ত হয়েছিল (১ রাজা ১৭:১৭-২৪; ২

রাজা ৪:১৮-৩৮)।

৭:১৮ বাপ্তিস্মদাতা যোহনের শিষ্যরা। বাপ্তিস্মদাতা যোহন কারাবন্দী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রেরিতরা তাঁর সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং তাঁর পরিচর্যা কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

৭:১৯ আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব? বাপ্তিস্মদাতা যোহন যীশু খ্রীষ্টের আগমন ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে মাসের পর মাস কারাগারে থেকে অবসন্ন হয়ে পড়ছেন এবং যীশু খ্রীষ্টের কাজ স্পষ্টত বাপ্তিস্মদাতা যোহন যেভাবে আশা করেছিলেন সেরূপ ফল আনে নি। তাঁর এই হতাশা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। তিনি তাঁর বিশ্বাসের পুনঃনিশ্চয়তা চেয়েছিলেন এবং হয়তোবা তিনি যীশুকে আরও কাজের জন্য

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

কাছে এসে বললো, বাপ্তিস্মদাতা যোহন আমাদের দ্বারা আপনার কাছে এই কথা বলে পাঠিয়েছেন, যাঁর আগমন হবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না, আমরা অন্য জনের অপেক্ষায় থাকব? <sup>২১</sup> সেই সময় তিনি অনেক লোককে রোগ, ব্যাধি ও দুষ্ট আত্মা থেকে সুস্থ করলেন এবং অনেক অন্ধকে দেখবার ক্ষমতা দিলেন। <sup>২২</sup> পরে তিনি ঐ দুই জনকে এই উত্তর দিলেন, তোমরা যাও, যা দেখলে ও শুনলে তার সংবাদ যোহনকে দাও। তাঁকে বলো, অন্ধেরা দেখতে পাচ্ছে, খঞ্জেরা চলছে, কুষ্ঠ রোগীরা শুচি হচ্ছে, বধিরেরা শুনতে পাচ্ছে, মৃতেরা উত্থাপিত হচ্ছে, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছে; <sup>২৩</sup> আর ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আমাদের নিয়ে মনে কোন বাধা না পায়।

<sup>২৪</sup> যোহনের দূতেরা প্রস্থান করলে পর তিনি লোকদেরকে যোহনের বিষয়ে বলতে লাগলেন, তোমরা মরুভূমিতে কি দেখতে গিয়েছিলে? কি বাতাসে কেঁপে ওঠা নল? <sup>২৫</sup> তবে কি দেখতে গিয়েছিলে? কি কোমল পোশাক পরা কোন ব্যক্তিকে? দেখ, যারা জঁকাল পোশাক পরে এবং বিলাসিতায় কাল যাপন করে, তারা তো রাজপ্রাসাদে থাকে। <sup>২৬</sup> তবে কি দেখতে গিয়েছিলে? কি এক জন ভাববাদীকে? হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে বলছি, ভাববাদীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে। <sup>২৭</sup> ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে লেখা আছে, “দেখ, আমি আমার

[৭:২১] দে: মথি ৪:২৩; [৭:২২] যিশা ২৯:১৮, ১৯; ৩৫:৫, ৬; ৬১:১, ২; লুক ৪:১৮; [৭:২৬] দে: মথি ১১:৯; [৭:২৭]

উদ্দীপনা যোগাতে চেয়েছিলেন।

৭:২২ যা দেখলে ও শুনলে, তার সংবাদ বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে দাও। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রেরিতদের প্রশ্নের উত্তরে খ্রীষ্ট তাঁর সুস্থকরণ ও জীবন দানকারী পরিচর্যা কাজের প্রতি ইঙ্গিত দেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন নি, কিন্তু স্পষ্টভাবে দর্শনীয় প্রমাণ দিলেন। এটি এমন প্রমাণ যা মশীহ সম্পর্কে যে পরিচর্যা কাজের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল সেই পরিচর্যা কাজের প্রতিফলন।

দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছে। এভাবে যীশু বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, এসব বিষয়ই পবিত্র শাস্ত্রে খ্রীষ্ট সম্পর্কে আগাম বলা হয়েছিল (যিশা ২৯:১৮-২১; ৩৫:৫-৬; ৬১:১; লুক ৪:১১)।

৭:২৩ যে আমাদের নিয়ে মনে কোন বাধা না পায়। যীশু বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে ফাঁদে আটকিয়ে নিরুৎসাহিত ও সন্দেহে পূর্ণ করতে চান নি।

৭:২৪ তোমরা মরুভূমিতে কি দেখতে গিয়েছিলে? বাপ্তিস্মদাতা যোহন দুর্বল সংবাদদাতা নন, তিনি মানবীয় ও পার্থিব চাপে

টলমল হন নি। অন্যদিকে, তিনি এক সত্যিকার ভাববাদী ছিলেন।

বাতাসে কেঁপে ওঠা নল। যীশু খ্রীষ্ট বাপ্তিস্মদাতা যোহন সম্পর্কে যখন বলেছেন যে, তিনি ‘বাতাসে কেঁপে ওঠা নল’ ছিলেন না, তখন তিনি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের ধার্মিকতাপূর্ণ চরিত্র ও একজন প্রচারকারী হিসাবে তাঁর যে সুনাম ছিল সেই সম্পর্কেই বলেছেন, যিনি তাঁর বিবেকের বিরুদ্ধে কখনও যান নি, বা আপোস করেন নি। বাপ্তিস্মদাতা যোহন নির্ভয়ে ঈশ্বরের বাক্য লোকদের কাছে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি কখনও জনতার মতামতের কাছে নত হন নি। হেরোদের অপরাধ সমস্ত যিহূদীরা নীরবে মেনে নিয়েছিল কিন্তু বাপ্তিস্মদাতা যোহন এক মুহূর্তের জন্যও তার পাপ মেনে নেন নি। তিনি এই পাপের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে ছিলেন যদিও এর জন্য তাঁকে জীবন দিতে হয়েছিল। তিনি জীবন দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

৭:২৬ ভাববাদীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। বাপ্তিস্মদাতা যোহন খ্রীষ্টের জন্য পথ প্রস্তুত করার জন্য প্রেরিত এক অতুলনীয় ভাববাদী ছিলেন।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

দূতকে তোমার আগে প্রেরণ করি, সে তোমার আগে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।”

২৮ আমি তোমাদেরকে বলছি, জ্বীলোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন থেকে মহান কেউই নেই; তবুও ঈশ্বরের রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি, সে তাঁর চেয়েও মহান। ২৯ (আর সমস্ত লোক ও কর-আদায়কারীরা এই কথা শুনে ঈশ্বরকে ধর্মময় বলে স্বীকার করলো, কেননা তারা যোহনের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল; ৩০ কিন্তু ফরীশীরা ও ধর্ম-শিক্ষকেরা তাঁর দ্বারা বাপ্তিস্ম না নেওয়াতে তাদের বিষয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে বিফল করেছিল।)

৩১ অতএব আমি কার সঙ্গে এই কালের লোকদের তুলনা করবো? তারা কিসের মত? ৩২ তারা এমন বালকদের মত, যারা বাজারে বসে এক জন আর এক জনকে ডেকে বলে, ‘আমরা তোমাদের কাছে বাঁশী বাজালাম, তোমরা নাচলে না; আমরা বিলাপ করলাম, তোমরা কাঁদলে না।’ ৩৩ কারণ বাপ্তিস্মদাতা যোহন এসে রুটি খান নি, আঙ্গুর-রসও পান করেন নি, তাই তোমরা বল, তাকে মন্দ-আত্মায় পেয়েছে। ৩৪ মনুষ্যপুত্র এসে ভোজন পান করলেন, আর তোমরা বল, ঐ দেখ, এক জন পেটুক ও মদ্যপায়ী, কর-আদায়কারীদের ও পাপীদের বন্ধু। ৩৫ কিন্তু প্রজ্ঞা তাঁর সকল সন্তান দ্বারা নির্দোষ বলে গণিত হলেন।

### অনুতাপিনী জ্বীর প্রতি যীশু খ্রীষ্টের দয়া

৩৬ আর ফরীশীদের মধ্যে এক জন তাঁকে তার সঙ্গে ভোজন করতে নিমন্ত্রণ করলো।

মালা ৩:১; মথি ১১:১০; মার্ক ১:২; [৭:২৮] দে: মথি ৩:২; [৭:২৯] মথি ২১:৩২; মার্ক ১:৫; লুক ৩:১২; [৭:৩০] দে: মথি ২২:৩৫; [৭:৩৩] লুক ১:১৫; [৭:৩৪] লুক ৫:২৯, ৩০; ১৫:১, ২;

৭:২৮ ঈশ্বরের রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি। মার্ক ১১:১১ পদের নোট দেখুন।

৭:৩০ ফরীশীরা ও ধর্ম-শিক্ষকরা। পবিত্র শাস্ত্র ও আইন-কানুনের শিক্ষক (১০:২৫, ৩৭; ১১:৪৫-৪৬, ৫২; ১৪:৩; মথি ২২:৩৫), যাদের অধিকাংশ ছিলেন ফরীশী (৫:১৭ পদের নোট দেখুন)।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে বিফল করেছিল। কর-আদায়কারীরা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে মন পরিবর্তন করার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছিল, অথচ ফরীশীরা বাপ্তিস্ম নিতে অস্বীকার করে ঈশ্বরের বাক্য প্রত্যাখ্যান করেছে।

৭:৩২ তারা এমন বালকদের মত। লোকেরা বাপ্তিস্মদাতা যোহন ও যীশু উভয়কে প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু ভিন্ন কারণে। তারা সেই সমস্ত শিশুদের মত, যারা একবার আনন্দজনক খেলা আবার দুঃখজনক খেলা খেলতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাথে মেলামেশা করবে না, কারণ তিনি কঠোরতম

নিয়ম অনুসরণ করেছিলেন; আবার তারা যীশু খ্রীষ্টের সাথে মেলামেশা করবে না, কারণ তিনি স্বাধীনভাবে সব শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন।

৭:৩৪ কর-আদায়কারীদের ও পাপীদের বন্ধু। যীশু খ্রীষ্ট যেসব লোকদের সাথে খেয়েছেন এবং কথা বলেছেন, তারা ছিল ধর্মীয়ভাবে ও সামাজিকভাবে অপাংক্তেয়। এমনকি একজন কর-আদায়কারীকে তিনি প্রেরিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন (৫:২৭-৩২)।

৭:৩৫ প্রজ্ঞা তাঁর সকল সন্তান দ্বারা নির্দোষ বলে গণিত হলেন। বোকাটির পরিচয় দিয়ে সমালোচনা করে প্রত্যাখ্যান করার বদলে আত্মিকভাবে বিজ্ঞ লোকেরা দেখতে পায় যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহন ও যীশু উভয়ের পরিচর্যা কাজ স্বর্গীয়, যদিও তাঁদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে (মথি ১১:১৯ পদের নোট দেখুন)।

৭:৩৬ ফরীশীদের মধ্যে এক জন। ৫:১৭ পদের নোট দেখুন। তার উদ্দেশ্য যীশুকে ফাঁদে আটকানো, তাঁর থেকে ঈশ্বরের বাক্য শেখা

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

তাতে তিনি সেই ফরীশীর বাড়িতে প্রবেশ করে ভোজনে বসলেন। <sup>৩৭</sup> আর দেখ, সেই নগরে এক জন পাপী স্ত্রীলোক ছিল। সে যখন জানতে পারল, তিনি সেই ফরীশীর বাড়িতে ভোজনে বসেছেন, তখন একটি শ্বেত পাথরের পাত্রে সুগন্ধি তেল নিয়ে আসল। <sup>৩৮</sup> পরে পিছনের দিকে তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলে তাঁর পা ভিজাতে লাগল এবং তার মাথার চুল দিয়ে তা মুছে দিল, আর তাঁর পা চুম্বন করতে করতে সেই সুগন্ধি তেল মাখাতে লাগল। <sup>৩৯</sup> তা দেখে, যে ফরীশী তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিল, সে মনে মনে বললো, এ যদি ভাববাদী হত তবে জানতে পারতো, একে যে স্পর্শ করছে সে কে এবং কি রকম স্ত্রীলোক, কারণ সে পাপী। <sup>৪০</sup> তখন উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, শিমোন, তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে। <sup>৪১</sup> সে বললো, গুরু, বলুন। এক মহাজনের দু'জন ঋণী ছিল; এক জন ধারতো পাঁচ শত সিকি, আর এক জন পঞ্চাশ সিকি। <sup>৪২</sup> তাদের পরিশোধ করার সঙ্গতি না থাকাতে তিনি উভয়কেই ক্ষমা করলেন। ভাল, তাদের মধ্যে কে তাঁকে বেশি প্রেম করবে? <sup>৪৩</sup> শিমোন উত্তরে বললো, আমার মনে হয়, যার বেশি ঋণ ক্ষমা করলেন, সেই। তিনি তাকে বললেন, যথার্থ বিচার করলে। <sup>৪৪</sup> আর তিনি সেই স্ত্রীলোকের দিকে ফিরে শিমোনকে বললেন, এই স্ত্রীলোকটিকে দেখছো? আমি তোমার বাড়িতে প্রবেশ করলাম, তুমি আমার পা ধোবার জল দিলে না, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি চোখের জলে আমার

[৭:৩৯] পদ: ১৬; দে: মথি ২১:১১; [৭:৪৪] আদি ১৮:৪; ১৯:২; ৪৩:২৪; কাজী ১৯:২১; যোহন ১৩:৪-১৪; ১তীম

নয়।

**৭:৩৭ এক পাপী স্ত্রীলোক।** একজন বেশ্যা। সে অবশ্যই যীশুকে প্রচার করতে শুনেছে এবং অনুতপ্ত হয়ে সে এক নতুন জীবন যাপন করতে সক্ষম করেছিল। সে এই উপলব্ধি লাভ করেছিল যে, সে ক্ষমা পেতে পারে এবং সে কারণেই সে এসেছিল তার ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

**শ্বেত পাথরের পাত্রে।** লম্বা গলা বিশিষ্ট গোলা-কৃতি বোতল।

**৭:৩৮ পশ্চাৎ দিকে তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে।** যীশু খ্রীষ্ট খাবার টেবিল থেকে তাঁর পা প্রসারিত করে আসনের উপর হেলে বসেছিলেন, যার কারণে এই স্ত্রীলোকটি তার চুল দিয়ে খ্রীষ্টের পা মুছে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

**কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিতে।** যীশু খ্রীষ্টের প্রতি এই স্ত্রীলোকের ভালবাসা ও ঐকান্তিক ভক্তির কারণে সে তার চোখের পানি দিয়ে যীশুর পা ভিজিয়ে দিয়েছিল। চোখের পানি কোন কোন ক্ষেত্রে দুঃখ বেদনা প্রকাশ করে, অথবা

খ্রীষ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপও হতে পারে। বিশ্বাসীগণ অনেক সময় প্রার্থনার সময় চোখের জলে ঈশ্বরের কাছে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকেন, এই চোখের পানি তাঁর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য ও সেবা বলে বিবেচিত হয়। (গীত ১২৬:৫-৬; যির ৯:১)।

**তাঁর পা চুম্বন ... মাখাতে লাগল।** মূলত এ ধরনের সুগন্ধি তৈল সম্মান প্রদর্শনের চিহ্ন হিসেবে মাথায় দেওয়া হত, কিন্তু এর বিপরীতে স্ত্রীলোকটি তাঁর পায়ে সুগন্ধি তৈল মাখালো। একই ঘটনা ক্রুশারোপণের ঠিক এক সপ্তাহ পূর্বে বৈথনিয়ার মরিয়ম কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল (যোহন ১২:৩)।

**৭:৪১ পাঁচশো সিকি।** এক সিকি এক দিনের মজুরির সমমূল্যের মুদ্রা।

**৭:৪৪ আমার পা ধোবার জল।** আতিথ্যতার ন্যূনতম প্রকাশভঙ্গি (যাকোব ২:১৪-২৬)। যখন যীশু খ্রীষ্ট শিমোনকে স্ত্রীলোকটির কথা বলছিলেন, তখন তিনি তার কাজটি তুলে

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

পা ভিজিয়েছে ও নিজের চুল দিয়ে তা মুছে দিয়েছে।<sup>৪৫</sup> তুমি আমাকে চুম্বন করলে না, কিন্তু যখন থেকে আমি ভিতরে এসেছি, সে আমার পা চুম্বন করেছে, ক্ষান্ত হয় নি। তুমি তেল দিয়ে আমার মাথা অভিষিক্ত করলে না,<sup>৪৬</sup> কিন্তু সে সুগন্ধি দ্রব্য আমার পা অভিষিক্ত করেছে।<sup>৪৭</sup> এজন্য তোমাকে বলছি, সে অনেক পাপ করলেও তা ক্ষমা করা হয়েছে; কেননা সে বেশি প্রেম করলো; কিন্তু যাকে অল্প ক্ষমা করা যায়, সে অল্পই প্রেম করে।<sup>৪৮</sup> পরে তিনি সেই স্ত্রীলোককে বললেন, তোমার পাপ ক্ষমা হয়েছে।<sup>৪৯</sup> তখন যারা তাঁর সঙ্গে ভোজনে বসেছিল, তারা মনে মনে বলতে লাগল, এ কে যে, পাপ ক্ষমা করে? <sup>৫০</sup> কিন্তু তিনি সেই স্ত্রীলোককে বললেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ দিয়েছে; শান্তিতে প্রস্থান কর।

৫:১০; [৭:৪৫] লুক ২২:৪৭, ৪৮; দে: রোমী ১৬:১৬; [৭:৪৬] গীত ২৩:৫; উপদে ৯:৮; [৭:৪৮] মথি ৯:২; [৭:৫০] দে: মথি ৯:২২; [৭:৫০] দে: থেরি ১৫: ৩৩।

ধরেছিলেন, কারণ কেবল তার কাজের মাধ্যমে শিমোন তার বিশ্বাসের প্রমাণ দেখতে পারেন। কিন্তু যখন তিনি স্ত্রীলোকটিকে শান্তিতে বিদায় করছিলেন, তিনি তার বিশ্বাসের দিকে ইঙ্গিত করলেন (পদ ৫০), তার কাজ নয় (তীত ২:১৪; ৩:৪-৮)। বিশ্বাসীদের কখনও তার নিজের কাজের উপর নির্ভর করা উচিত নয় (মথি ৭:২২-২৩); এই নির্ভরতা সম্পূর্ণরূপে যীশু খ্রীষ্টের মধ্যস্থতামূলক কাজের উপরে আনতে হবে।

৭:৪৭ সে বেশি ভালবাসা করলো। যীশুর প্রতি

আমাদের গভীর ভালবাসা ও আত্মনিবেদন অবশ্যই আমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে আসতে হবে, কারণ তিনি আমাদের জন্য ক্রুশে তাঁর প্রাণ দিয়ে আমাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন। এখানে তার ক্ষমার জন্য এই ভালবাসা ছিল একটি স্পষ্ট প্রমাণ।

৭:৫০ তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ দিয়েছে। তার পাপের ক্ষমা হয়েছে এবং সে ঈশ্বরের শান্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেছে (১:৭৯; ২:১৪ পদের নোট দেখুন)।

### লুক ৭ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

লোকদের সঙ্গে কথা বলার পরে, প্রভু যীশু কফরনাহূমে যান। সেখানে তিনি যেখানে এক জন শতপতির দাসকে এক জনকে সুস্থ করেন। এই সুস্থতার কাজ যীশু অনেক দূর থেকে কেবল মুখের কথায় সুস্থ করে তোলেন (৭:১-১৭)। এরপর গালীলের নায়িন নামের একটি শহরে যান রয়েছে। প্রভু যীশু এবং তাঁর শিষ্যেরা যখন এই শহরের ফটকের দিকে এগোচ্ছেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, লোকেরা এক বিধবার এক মাত্র ছেলের মৃতদেহকে নিয়ে এই শহরের বাইরে চলে যাচ্ছে। তিনি তাকেও জীবন দান করেন। কারণ যুবকটির মায়ের কান্না তাকে কষ্ট দিচ্ছিল। যারা এই কাজ দেখলেন তারা সবাই ঈশ্বরের গৌরব করে এবং স্বীকার করে যে, প্রভু যীশু আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী এক ভাববাদী (৭:১১-১৭)। তিনি যোহনের পাঠানো শিষ্যদের দ্বারা তাঁকে সন্দেহ না করতে বলেন। তিনি যোহনকে তাঁর কাজের কথা জানাতে বলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে যোহনের বিষয়ে খুব ভাল ভাল কথা বলেন (৭:১৮-৩৫)। এরপর এক জন ফরীশী তার ঘরে প্রভু যীশুকে খাবারের নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে একজন পাপী স্ত্রীলোক তাঁর সেবা করে। এই অবস্থা দেখে শিমোন সে মনে মনে অবাক হয়েছিল। কিন্তু যীশু একটি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তাদের

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

উপযুক্ত শিক্ষা দেন। তিনি দেখান যার বেশী পাপ ক্ষমা হয়েছে সে বেশী ভালবাসা দেখায়। (৭:৩৬-৫০)।

### লুক ৭ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. শতপতিটি কাদেরকে যীশুর কাছে পাঠালেন? (২,৩ পদ)
২. শতপতিটির কোন বিষয় যীশুকে খুশি করেছিল? (৯ পদ)
৩. শতপতির দাসের সুস্থ হওয়ার বর্ণনা করুন। (১০ পদ)
৪. বিধবার ছেলেটির মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া বর্ণনা করুন। (১১-১৭ পদ)
৫. যীশুর বিষয় কি কথা ছড়িয়ে পড়লো? (১৬,১৭ পদ)
৬. বাপ্তিস্মদাতা যোহনের শিষ্যেরা যীশুকে কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন? (১৯ পদ)
৭. যীশু কিভাবে তাঁদের উত্তর দিলেন? (২২,২৩ পদ)
৮. যীশু বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সম্পর্কে কি বলেছিলেন? (২৮ পদ)
৯. যীশু তাঁর প্রজন্মকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন? (৩২ পদ)
১০. খারাপ স্ত্রীলোকটির যীশুকে অভিষিক্ত করার ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (৩৬-৩৮ পদ)
১১. ফরীশী লোকটি কেন অভিযোগ করেছিলেন? (৩৯ পদ)
১২. দুইজন ঋণগ্রহীতার গল্লের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করুন। (৪০-৫০ পদ)

### যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে কয়েকজন স্ত্রী লোক

**৮**<sup>১</sup> এর পরেই তিনি ঘোষণা করতে করতে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করতে লাগলেন। আর তাঁর সঙ্গে সেই বারো জন,<sup>২</sup> এবং যারা দুষ্ট আত্মা কিম্বা রোগ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, এমন কয়েক জন স্ত্রীলোক ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন মগ্দলীনী নাম্নী মরিয়ম, যার মধ্য থেকে সাতটি মন্দ-আত্মা

[৮:১] দে: মথি ৪:২৩; [৮:২] মথি ২৭:৫৫, ৫৬;

**৮:১** ভ্রমণ করতে লাগলেন। এ যাবৎ যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ কফরনাহূমে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং তাঁর প্রচারের অধিকাংশ স্থান ছিল সমাজ ঘর; কিন্তু এখন তিনি গালীল প্রদেশে তাঁর দ্বিতীয় প্রচার-যাত্রার উদ্দেশ্যে শহরে শহরে ভ্রমণ করছেন। প্রথম প্রচার-যাত্রার বর্ণনা দেখুন ৪:৪৩-৪৪; মথি ৪:২৩-২৫; মার্ক ১:৩৮-৩৯

পদে। তৃতীয় প্রচার-যাত্রার জন্য ৯:১-৬ পদের নোট দেখুন।

**৮:২** মগ্দলীনী মরিয়ম। মগ্দলা নিবাসী মরিয়ম। এই মরিয়মকে ৭ম অধ্যায়ের পাপী স্ত্রীলোক কিংবা বৈথনিয়া নিবাসী মরিয়মের সাথে (যোহন ১১:১) মিলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না।



### লুক লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

বের হয়েছিল, ° যোহানা, যিনি হেরোদের বিষয়াধ্যক্ষ কূষের স্ত্রী এবং শোশননা ও আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক; তাঁরা নিজ নিজ সম্পত্তি থেকে তাঁদের পরিচর্যা করতেন।

#### বীজ বপনকারীর দৃষ্টান্ত কথা

৪ আর যখন অনেক লোক সমাগত হচ্ছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন নগর থেকে লোকেরা তাঁর কাছে আসছিল, তখন তিনি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে বললেন, ° বীজ বাপক তার বীজ বপন করতে গেল। বপনের সময়ে কতগুলো বীজ পথের পাশে পড়লো, তাতে তা পদতলে দলিত হল ও আকাশের পাখিরা তা খেয়ে ফেললো। ° আর কতগুলো পাথরের উপরে পড়লো, তাতে তা অঙ্কুরিত হলে রস না পাওয়াতে শুকিয়ে গেল। ° আর কতগুলো কাঁটাবনের মধ্যে পড়লো, তাতে কাঁটাগাছ-গুলো সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরিত হয়ে তা চেপে রাখল। ° আর কতগুলো বীজ উত্তম ভূমিতে পড়লো, তাতে তা অঙ্কুরিত হয়ে শত গুণ ফল উৎপন্ন করলো। এই কথা বলে তিনি জোরে বললেন, যার শুনতে কান থাকে, সে শুনুক।

[৮:৩] দে: মথি ১৪:১; [৮:৮] দে: মথি ১১:১৫;

সাতটি মন্দ আত্মা। সাত একটি পূর্ণ সংখ্যা, যা লোকটির সবচেয়ে খারাপ অবস্থা নির্দেশ করে (১১:২৬)।

৮:৩ শোশননা। তার সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না।

তাঁদের পরিচর্যা করতেন। যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর প্রেরিতরা তাঁদের জন্য আশ্চর্য কাজ করার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন ধরনের প্রতিদান গ্রহণ করতেন না। তবে এই স্ত্রীলোকেরা যারা যীশুর কাছ থেকে সুস্থতা লাভ করেছিল ও বিশেষ সেবা পেয়েছিল, এখন তারাই বিশ্বস্তভাবে যীশুকে ও তাঁর প্রেরিতদেরকে বিশেষ সেবা ও সাহায্য দিচ্ছেন। তাদের সেবা ও বিশ্বস্ততা আমাদের জন্য একটি আদর্শস্বরূপ।

৮:৪ দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে। পুরাতন নিয়মে যে কোন ধরনের কাল্পনিক ঘটনা বা বিষয়ের কথা বোঝাতে ‘দৃষ্টান্ত’ ব্যবহৃত হত, যার মধ্যে স্বর্গীয় বাণী, গল্প, উপকথা ও ধাঁধা যুক্ত থাকত। যিহূদী ধর্ম-শিক্ষকেরাও দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিতেন, যদিও তাদের দৃষ্টান্ত গুণগত দিকে যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তগুলোর চেয়ে অনেক নিম্নমানের ছিল। যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যে লুগু উপমা (যেমন ৫:৩৬-৩৯), হিতোপদেশ (যেমন ৪:২৩), নমুনামূলক ঘটনা (যেমন এখানে) ও বিশেষ

ঘটনা (যেমন ১০:৩০-৩৭) ছিল, যেগুলো ঈশ্বরের কাজের প্রকৃতি রূপক অর্থে প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হত।

৮:৫ বীজ বপন করতে গেল। পূর্বদেশীয় নিয়মে প্রথমে বীজ বপন করা হয় এবং পরে ক্ষেতে চাষ দেয়া হয়।

পথের পাশে। অনেক স্থানে ক্ষেতের উপর দিয়ে রাস্তা সরাসরি চলে গেছে এবং যানবাহন ও মানুষের চলাচল ক্ষেতের উপরিভাগকে এত কঠিন করে ফেলেছে যে, বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মূল গজাতে পারে না।

৮:৬ পাথরের উপরে। মাটির পাতলা আন্তর, যা শক্ত পাথরকে ঢেকে রাখে। কোনভাবে এই মাটি ভিজলেও তা খুব শীঘ্র শুকিয়ে যায় এবং এই মাটিতে অঙ্কুরিত বীজও শুকিয়ে যায় (মথি ১৩:৫-৬)।

৮:৮ শত গুণ ফল। মথি (১৩:৮) ও মার্কের (৪:৮) চেয়ে লুকের বর্ণনা বেশ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মূল বিষয় একই; ফসলের বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে মাটির গুণের উপর।

যার শুনতে কান থাকে, সে শুনুক। শ্রোতাদের জন্য এটি এক উদ্বুদ্ধকারী ঘোষণা, যেন তারা দৃষ্টান্তটি বুঝতে পারে এবং তাদের জীবনে গ্রহণ করতে পারে।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

### বীজ বপনকারীর দৃষ্টান্তটির উদ্দেশ্য

<sup>৯</sup> পরে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ দৃষ্টান্তের অর্থ কি? <sup>১০</sup> তিনি বললেন, ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্বগুলো তোমাদেরকে জানতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আর সকলের কাছে দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা হয়েছে, যেন তারা দেখেও না দেখে এবং শুনেও না বোঝে।

<sup>১১</sup> দৃষ্টান্তটি এই— সেই বীজ ঈশ্বরের বাক্য। <sup>১২</sup> আর তারাই পথের পাশের লোক, যারা শুনেছে, পরে শয়তান এসে তাদের অন্তর থেকে সেই বাক্য হরণ করে নেয়, যেন তারা বিশ্বাস না করে পরিভ্রাণ না পায়। <sup>১৩</sup> আর তারাই পাথুরে ভূমিতে পড়া লোক, যারা শুনে আনন্দপূর্বক সেই বাক্য গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের মূল নেই বলে তারা অল্প সময়ের জন্য বিশ্বাস করে, আর পরীক্ষার সময়ে সরে পড়ে। <sup>১৪</sup> আর যেগুলো কাঁটাবনের মধ্যে পড়লো, তারা এমন লোক, যারা শুনেছে, কিন্তু চলতে চলতে জীবনের চিন্তা ও ধন ও সুখভোগের দ্বারা চাপা পড়ে এবং পল্ল ফল উৎপন্ন করে না। <sup>১৫</sup> আর যা উত্তম ভূমিতে পড়লো, তারা এমন লোক, যারা সৎ ও উত্তম দিলে বাক্য শুনে ধরে রাখে এবং ধৈর্য সহকারে ফল উৎপন্ন করে।

### পাত্রের নিচে প্রদীপ

<sup>১৬</sup> আর প্রদীপ জ্বলে কেউ পাত্র দিয়ে ঢেকে রাখে না, কিম্বা পালঙ্কের নিচে রাখে না, কিন্তু প্রদীপ-আসনের উপরেই রাখে, যেন যারা ভিতরে যায়, তারা আলো দেখতে পায়। <sup>১৭</sup> কারণ এমন গুপ্ত কিছুই নেই যা প্রকাশিত হবে না এবং এমন লুকানো কিছুই নেই যা

[৮:১০] দে: মথি ১৩:১১; [৮:১০] যিশা ৬:৯; দে: মথি ১৩:১৩, ১৪; [৮:১১] দে: ইব্রী ৪:১২; [৮:১৩] মথি ১১:৬; [৮:১৪] মথি ১৯:২৩; ১তীম ৬:৯, ১০, ১৭; [৮:১৬] দে: মথি ৫:১৫;

৮:৯ তাঁর প্রেরিতরা। এখানে শুধুমাত্র বারো জন শিষ্য নন, অন্যান্য শিষ্য ও অনুসারীরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন (মার্ক ৪: ১০)।

৮:১০ ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব। সেই সমস্ত সত্য জ্ঞান, যা কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ থেকে জানা যাবে (ইফি ৩:২-৫; ১ পিতর ১:১০-১২)। মার্ক ৪:১১ পদের নোট দেখুন।

শুনেও না বোঝে। উদ্ধৃতিটি এই দুঃখজনক সত্য প্রকাশ করে যে, যারা যীশু খ্রীষ্টের বার্তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবে না তাদের কাছ থেকে এই মহান সত্য গুপ্ত থাকবে (যিশা ৬:৯)। তাদের চূড়ান্ত পরিণতি মথি ১৩:১৪-১৫ পদের পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় (মার্ক ৪:১২ পদের নোট দেখুন)।

৮:১১ ঈশ্বরের বাক্য। যে বাক্য ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে।

৮:১২ বিশ্বাস না করে পরিভ্রাণ না পায়। শয়তানের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকেরা যেন এই

সকল বাক্য শুনে উপলব্ধি করতে না পারে এবং তা গ্রহণ না করে, এতে করে তারা আর পরিভ্রাণ পাবে না।

৮:১৩ অল্প সময়ের জন্য বিশ্বাস করে। এ ধরনের বিশ্বাস অতিরঞ্জিত এবং তা পরিভ্রাণ দান করতে পারে না। এটি সেই বিশ্বাস, যাকে যাকোব ‘মৃত’ বলেন (যাকোব ২:১৭,২৬) বা ‘কর্মবিহীন বিশ্বাস’ (যাকোব ২:২০)।

৮:১৬ প্রদীপ জ্বলে। যদিও খ্রীষ্ট তাঁর অধিকাংশ বার্তা দৃষ্টান্তের মাঁচে দিয়েছেন, তথাপি তিনি ইচ্ছা করেছেন যেন প্রেরিতরা স্পষ্টভাবে এই সত্যগুলোকে জানতে পারেন (১১:৩৩ পদের নোট দেখুন)।

প্রদীপ-আসনের উপরেই রাখে। মথি ৫:১৫ পদের নোট দেখুন।

৮:১৭ এমন গুপ্ত ... প্রকাশ পাবে না। এই পদটি ১৬ পদকে ব্যাখ্যা করছে। এখানে সত্য প্রকাশ করার বিষয়ে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

জানা যাবে না ও প্রকাশ পাবে না।<sup>১৮</sup> অতএব তোমরা কিভাবে শুনছ সেই বিষয়ে মনোযোগ দাও; কেননা যার আছে, তাকে দেওয়া যাবে; আর যার নেই, তার যা আছে বলে মনে করা হয়, তাও তার কাছ থেকে নেওয়া যাবে।

### সত্যিকারের সম্পর্ক

<sup>১৯</sup> আর তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর কাছে আসলেন, কিন্তু জনতার ভিড়ের দরুন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারলেন না।<sup>২০</sup> পরে তাঁকে জানান হল, আপনার মা ও আপনার ভাইয়েরা আপনাকে দেখবার বাসনায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।<sup>২১</sup> উত্তরে তিনি তাদেরকে বললেন, এই যে ব্যক্তির দৃষ্টির বাক্য শুনে ও পালন করে, এরাই আমার মা ও ভাইয়েরা।

### যীশু খ্রীষ্ট ঝড় থামান

<sup>২২</sup> একদিন তিনি স্বয়ং ও তাঁর শিষ্যেরা একখানি নৌকায় উঠলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, এসো, আমরা হ্রদের ওপারে যাই; তাতে তাঁরা নৌকা খুলে দিলেন।<sup>২৩</sup> কিন্তু তাঁরা নৌকা ছেড়ে দিলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, আর হ্রদে ঝড় এসে পড়লো, তাতে নৌকা জলে

[৮:১৭] মথি ১০:২৬; মার্ক ৪:২২; লুক ১২:২; [৮:১৮] দে: মথি ২৫:২৯; [৮:২০] যোহন ৭:৫; [৮:২১] লুক ৬:৪৭; ১১:২৮; যোহন ১৪:২১;

(১২:২)। প্রেরিতগণ কর্তৃক প্রচারিত সুসমাচারের মধ্য দিয়ে এই মহান সত্য প্রকাশিত হবে।

**৮:১৮** তোমরা কিভাবে শুনছো সেই বিষয়ে মনোযোগ দাও। প্রেরিতরা কেবল তাঁদের নিজেদের জন্য শোনেন নি, কিন্তু যাদের সাথে তাঁরা কাজ করবেন তাদের জন্যও শুনেছেন (মার্ক ৪:২৪; যাকোব ১:১৯-২২)। যে সত্য বোঝা যায় না এবং গ্রহণ করা হয় না, তা হারিয়ে যাবে (১৯:২৬); কিন্তু যে সত্যকে কাজে প্রয়োগ করা হয়, তা আরও প্রসার লাভ করবে।

**৮:১৯** তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর কাছে আসলেন। মার্ক ৩:২১, ৩১-৩২ থেকে তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও জানা যায়। “সে পাগল হয়েছে” – এ কথা চিন্তা করে তাঁর পরিবারের সবাই সম্ভবত তাঁর কর্মযজ্ঞ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন।

**ভাইয়েরা।** খ্রীষ্টের ভাইয়েরা এই সময় পর্যন্ত যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেন নি (যোহন ৭:৫)। প্রাথমিক মণ্ডলীতে যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক বিষয়ক বিভিন্ন মতের উত্থান ঘটেছিল: তাঁরা যীশু খ্রীষ্টের পালক পিতা

যোষেফের প্রাক্তন স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান (এপিফানিসের মতে) বা তাঁর চাচাতো ভাই ছিলেন (যেরোহের মতে)। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত (হেলভিদিও কর্তৃক প্রস্তাবিত) হচ্ছে যে, তাঁরা যোষেফ ও মরিয়মের সন্তান ছিলেন, অর্থাৎ যীশুর সহোদর কনিষ্ঠ ভাই ছিলেন। এই ভাইদের চারজনের নাম মার্ক ৬:৩ পদে দেওয়া হয়েছে, যেখানে তাঁর বোনেরও নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু এখানে যোষেফের উল্লেখ নেই, তাই হতে পারে তিনি ইতোমধ্যে মারা গিয়েছিলেন।

**৮:২১** এরাই আমার মা ও ভাইয়েরা। যীশু খ্রীষ্টের উত্তরে তাঁর স্বাভাবিক পরিবারকে প্রত্যাখ্যান করা প্রকাশ পায় না, কিন্তু তাদের প্রতি তাঁর আত্মিক সম্পর্কের অগ্রাধিকারে প্রতি জোর দেয়া বোঝায়, যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস এনেছিল।

**৮:২৩ ঝড়।** মার্ক ৪:৩৭ পদের নোট দেখুন। গালীল হ্রদ উচ্চ পর্বত দ্বারা বেষ্টিত; এর নিচে সঙ্কীর্ণ উপত্যকা রয়েছে, যেখান থেকে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে ধোঁয়া নির্গমনের মত করে তীব্র বাতাস বেরিয়ে আসে এবং হ্রদে প্রবল ঝড় সৃষ্টি

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

পূর্ণ হতে লাগল ও তাঁরা সঙ্কটে পড়লেন। <sup>২৪</sup> পরে তাঁরা কাছে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, প্রভু, প্রভু, আমরা মারা পড়লাম। তখন তিনি জেগে উঠে বাতাসকে ও জলের তরঙ্গকে ধমক দিলেন, আর উভয়ই থেমে গেল ও শান্তি হল। <sup>২৫</sup> পরে তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের বিশ্বাস কোথায়? তখন তাঁরা ভয়ে আশ্চর্য হয়ে পরস্পর বললেন, ইনি তবে কে যে বাতাস ও জলকে আদেশ দেন, আর তারা ঐর আদেশ মানে?

#### এক জন মন্দ-আত্মা পাওয়া লোককে সুস্থ করা

<sup>২৬</sup> পরে তাঁরা গালীলের পরপারস্থ গেরাসেনীদের অঞ্চলে পৌঁছালেন। <sup>২৭</sup> আর তিনি স্থলে নামলে ঐ নগরের একটা মন্দ-আত্মা পাওয়া লোক সম্মুখে উপস্থিত হল; সে অনেক দিন থেকে কাপড় পরতো না ও বাড়িতে থাকতো না, কিন্তু কবরে থাকতো। <sup>২৮</sup> যীশুকে দেখামাত্র সে চিৎকার করে উঠলো এবং তাঁর সম্মুখে পড়ে চিৎকার বললো, হে যীশু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুত্র, আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আপনার কাছে বিনতি করি, আমাকে যাতনা দেবেন না। <sup>২৯</sup> কারণ তিনি সেই অশুচি আত্মাকে লোকটি থেকে বের হয়ে যেতে আদেশ করলেন; কেননা ঐ আত্মা দীর্ঘকাল থেকে তাকে ধরেছিল, আর শিকল ও বেড়ী দ্বারা বেঁধে রাখলেও সে শিকল ছিঁড়ে মন্দ-আত্মার বশে নির্জন স্থানে চলে যেত। <sup>৩০</sup> যীশু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? সে বললো, বাহিনী; কেননা অনেক মন্দ-আত্মা তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। <sup>৩১</sup> পরে তারা তাঁকে বিনতি করতে লাগল, যেন তিনি তাদেরকে অতল গর্তে চলে যেতে আদেশ না দেন।

[৮:২৪] দে: লুক ৫:৫; [৮:২৪] লুক ৪:৩৫, ৩৯, ৪১; [৮:২৪] গীত ১০৭:২৯; যোনা ১:১৫; [৮:২৮] দে: মথি ৮:২৯; [৮:২৮] দে: মার্ক ৫:৭; [৮:৩১] প্রকা ৯:১, ২, ১১; ১১:৭; ১৭:৮; ২০:১, ৩;

করে।

**৮:২৫ ইনি তবে কে ...?** প্রেরিতদের এ ধরনের প্রশ্ন করা তেমন অযৌক্তিক নয়। এর উত্তর হল, ঈশ্বর ঢেউয়ের উপরে রাজত্ব করেন এবং তাঁর ক্ষমতা এখন যীশু খ্রীষ্টের ভেতরে কাজ করছে (গীত ৮৯:৮; ৯৩:৩; ১০৬:৮; ১০৭:২৩; যিশা ৫১:৯); কিন্তু তাঁরা তখনও বিষয়টি পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি।

**৮:২৬ গেরাসেনীদের অঞ্চল।** সুসমাচারে এই স্থানটির দুই ধরনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: ১. গেরাসেনীদের অঞ্চল (মার্ক ৫:১ পদের নোট দেখুন); ২. গাদারীদের অঞ্চল (মথি ৮:২৮ পদের নোট দেখুন)।

**৮:২৭ মন্দ-আত্মা পাওয়া লোক।** ৪:৩৩ পদের নোট দেখুন। মথি (৮:২৮) দু'জন মন্দ আত্মাগ্রস্ত লোকের কথা বলেন, কিন্তু মার্ক (৫:২) ও লুক কেবল একজনের কথা উল্লেখ করেন। ঈশ্বরের রাজ্যের বিরুদ্ধে শয়তানের যে

সংগ্রাম, মানুষকে মন্দ আত্মাগ্রস্ত করা তার অন্যতম।

**কবর।** মৃতদেহ কবরস্থ করার, যা অধিকাংশ লোক এড়িয়ে চলতো নিজেদের অপবিত্র করার ভয়ে (মার্ক ৫:৩ পদের নোট দেখুন)।

**৮:২৮ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুত্র।** লুক ১:৩২; ৪:৩৪ পদের সাথে তুলনা করুন। 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' উপাধিটি সাধারণভাবে অযিহূদীদের দ্বারা ব্যবহৃত হত (আদি ১৪:১৯; লুক ১:৩২; প্রেরিত ১৬:১৭)। কিন্তু এখানে দেখা যায় মন্দ আত্মা এই উপাধিটি ব্যবহার করছে যীশু খ্রীষ্টের জন্য।

**৮:৩০ তোমার নাম কি?** যীশু লোকটিকে তার নাম জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু মন্দ আত্মাটি এই প্রশ্নের উত্তর দিল এবং তারা যে লোকটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে তা দেখাল।

**৮:৩১ অতল গর্ত।** মন্দ আত্মা ও শয়তানকে আবদ্ধ রাখার একটি স্থান (প্রকা ৯:১)।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

<sup>৩২</sup> সেই স্থানে পর্বতের উপরে বড় একটি শূকরের পাল চরছিল। তাতে মন্দ আত্মারা তাঁকে বিনতি করলো, যেন তিনি তাদেরকে শূকরগুলোর মধ্যে প্রবেশ করতে অনুমতি দেন; তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। <sup>৩৩</sup> তখন মন্দ আত্মারা সেই লোকটির মধ্য থেকে বের হয়ে শূকরগুলোর মধ্যে প্রবেশ করলো, তাতে সেই পাল বেগে ঢালু পাড় দিয়ে দৌড়ে গিয়ে হ্রদে পড়ে ডুবে মারা গেল।

<sup>৩৪</sup> এই ঘটনা দেখে, যারা সেগুলোকে চরাচ্ছিল, তারা পালিয়ে গেল এবং নগরে ও পাড়ায় পাড়ায় সংবাদ দিল। <sup>৩৫</sup> তখন কি ঘটেছে, দেখবার জন্য লোকেরা বের হল এবং যীশুর কাছে এসে দেখলো, যে লোকটির মধ্য থেকে মন্দ আত্মাগুলো বের হয়েছে, সে কাপড় পরে ও সুবোধ হয়ে যীশুর পায়ের কাছে বসে আছে; তাতে তারা ভয় পেল। <sup>৩৬</sup> আর যারা সেই সব ঘটনা দেখেছিল, তারা সেই মন্দ-আত্মায় পাওয়া লোকটি কিভাবে সুস্থ হয়েছিল তা তাদেরকে বললো। <sup>৩৭</sup> তাতে গেরাসেনীদের প্রদেশের চারদিকের সমস্ত লোক তাঁকে বিনতি করলো, যেন তিনি তাদের কাছ থেকে চলে যান, কেননা তারা মহাভয়ে আক্রান্ত হয়েছিল। তখন তিনি নৌকায় উঠে ফিরে আসলেন। <sup>৩৮</sup> আর যার মধ্য থেকে মন্দ আত্মাগুলো বের হয়েছিল, সেই লোকটি অনুরোধ করলো, যেন তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে; <sup>৩৯</sup> কিন্তু তিনি তাকে বিদায় করে বললেন, তুমি তোমার বাড়িতে ফিরে যাও এবং তোমার জন্য ঈশ্বর যে যে মহৎ কাজ করেছেন, তার বৃত্তান্ত বল। তাতে সে চলে গিয়ে, যীশু তার জন্য যে যে মহৎ কাজ করেছেন তা নগরের সর্বত্র প্রচার করতে লাগল।

#### একটি মৃত বালিকা ও এক জন অসুস্থ স্ত্রীলোক

<sup>৪০</sup> যীশু ফিরে আসলে লোকেরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলো; কারণ সকলে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। <sup>৪১</sup> আর দেখ, যায়ীর নামে এক ব্যক্তি আসলেন; তিনি সমাজ-গৃহের এক

[৮:৩৩] পদ: ২২, ২৩; [৮:৩৫] লুক ১০:৩৯; [৮:৩৬] দে: মথি ৮:২৪; [৮:৩৭] থেরি ১৬:৩৯; [৮:৪১] পদ: ৪৯; দে:

**৮:৩২ শূকর পাল।** শূকর যিহুদীদের কাছে অশুচি প্রাণী ছিল এবং তা খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল (লেবীয় ১১:৭-৮), কিন্তু এ স্থানটি হচ্ছে দিকাপলি, যা প্রধানত অযিহুদী অধ্যুষিত এলাকা।

**তিনি তাদেরকে ... অনুমতি দেন।** মথি ৮:৩২ পদের নোট দেখুন। একজন লোক বহু শূকরের চেয়েও মূল্যবান। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন যে, মন্দ আত্মাদের তর্জন-গর্জনে ভীত হয়ে শূকরগুলো দলবদ্ধভাবে ছোট্টাছুটি করে জলে পড়েছিল। কিন্তু এখানে এর মূল কারণটি পরিষ্কার।

**৮:৩৯ তুমি তোমার বাড়িতে ... তার বৃত্তান্ত বল।** যদিও লোকটি যীশুকে অনুসরণ করতে চেয়েছিল, তবুও তাকে নির্দেশ দেয়া হল যেন

সে তার নিজ এলাকায় এই আশ্চর্য কাজের কথা বলে (মার্ক ৫:১৯ পদের নোট দেখুন)। কিন্তু এই অতিপ্রাকৃত ঘটনা সেখানকার লোকদেরকে এতটাই আতঙ্কিত করেছিল যে, তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়ার দিকে ফিরে তাকালো না। লোকেরা যদি মন্দ আত্মাগ্রস্থ লোকটির সুস্থতার ঘটনায় যীশুকে ব্যক্তিগতভাবে ভয় পায়, তাহলে তারা সুস্থ হওয়া লোকটির মুখে যীশুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উত্তম কাজের বিষয়ে শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করবে।

**৮:৪১ সমাজ-গৃহের এক জন নেতা।** সমাজ ঘরের নেতারা উপাসনা পরিচালনা করা, অংশ-গ্রহণকারীদের নির্বাচন করা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন (মার্ক ৫:২২ পদের নোট দেখুন)।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

জন নেতা। তিনি যীশুর পায়ে পড়ে তাঁর বাড়িতে আসতে তাঁকে বিনতি করতে লাগলেন; <sup>৪২</sup> কারণ তাঁর একটি মাত্র কন্যা ছিল, বয়স কমবেশ বারো বছর, আর সে মৃতপ্রায় হয়েছিল। যীশু যখন যাচ্ছিলেন, লোকেরা তাঁর উপরে চাপাচাপি করে পড়তে লাগল।

<sup>৪৩</sup> আর এক জন স্ত্রীলোক, যে বারো বছর ধরে প্রদর রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, যে চিকিৎসকদের পিছনে সর্বস্ব ব্যয় করেও কারো দ্বারা সুস্থ হতে পারে নি, <sup>৪৪</sup> সে পিছনের দিকে এসে তাঁর কাপড়ের প্রান্তভাগটুকু স্পর্শ করলো; আর তৎক্ষণাৎ তার রক্তস্রাব বন্ধ হল। <sup>৪৫</sup> তখন যীশু বললেন, কে আমাকে স্পর্শ করলো? সকলে অস্বীকার করলে পিতর ও তাঁর সঙ্গীরা বললেন, প্রভু, লোকেরা চাপাচাপি করে আপনার উপরে পড়ছে। <sup>৪৬</sup> কিন্তু যীশু বললেন, আমাকে কেউ স্পর্শ করেছে, কেননা আমি টের পেয়েছি আমার মধ্য থেকে শক্তি বের হল। <sup>৪৭</sup> স্ত্রীলোকটি যখন দেখলো, সে লুকিয়ে থাকতে পারে নি, তখন কাঁপতে কাঁপতে আসল এবং তাঁর সম্মুখে ভূমিতে উবুড় হয়ে, কি জন্য তাঁকে স্পর্শ করেছিল এবং কিভাবে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়েছিল, তা সব লোকের সাক্ষাতে বর্ণনা করলো। <sup>৪৮</sup> তিনি তাকে বললেন, বৎসে! তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করলো; শান্তিতে চলে যাও।

<sup>৪৯</sup> তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে সমাজ-গৃহের নেতার বাড়ি থেকে এক জন এসে বললো, আপনার কন্যার মৃত্যু হয়েছে, গুরুকে আর কষ্ট দেবেন না। <sup>৫০</sup> তা শুনে যীশু তাঁকে উত্তরে বললেন, ভয় করো না, কেবল বিশ্বাস কর, তাতে সে সুস্থ হবে। <sup>৫১</sup> পরে তিনি সেই বাড়িতে উপস্থিত হলে, পিতর, যাকোব ও যোহন এবং বালিকাটির বাবা ও মা ছাড়া আর কাউকেও প্রবেশ করতে দিলেন না। <sup>৫২</sup> তখন সকলে তার জন্য কাঁদছিল ও বিলাপ করছিল। তিনি বললেন, কেঁদো না; সে মারা যায় নি, ঘুমিয়ে রয়েছে। <sup>৫৩</sup> তখন তারা তাঁকে উপহাস করলো, কেননা তারা জানতো, সে মৃত্যুবরণ করেছে। <sup>৫৪</sup> কিন্তু তিনি তার হাত ধরে ডেকে বললেন, বালিকা, উঠ। <sup>৫৫</sup> তাতে তার আত্মা ফিরে আসল ও সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল; আর

---

মার্ক ৫:২২; [৮:৪৩] লেবী ১৫:২৫-৩০; [৮:৪৪] দে: মথি ৯:২০; [৮:৪৫] দে: লুক ৫:৫; [৮:৪৬] মথি ১৪:৩৬; মার্ক ৩:১০; [৮:৪৬] লুক ৫:১৭; ৬:১৯; [৮:৪৮] দে: মথি ৯:২২; [৮:৪৮] দে: প্রেরি ১৫:৩৩; [৮:৪৯] পদ: ৪১; [৮:৫১] দে: মথি ৮:২১; [৮:৫২] লুক ২৩:২৭; [৮:৫২] দে: মথি ৯:২৪; [৮:৫৪] দে: লুক ৭:১৪;

---

৮:৪৩ রক্তস্রাব রোগে আক্রান্ত। ১২ বছর যাবৎ অবিরাম রক্তক্ষরণ হওয়ায় মহিলাটি আনুষ্ঠানিকভাবে অশুচি ছিল (লেবীয় ১৫:১৯-৩০)।

কারো দ্বারা সুস্থ হতে পারে নি। মার্ক ৫:২৬ পদের সাথে তুলনা করলে দেখায় যায়, লুক নিজে চিকিৎসক হওয়ায় তিনি এই ঘটনায় চিকিৎসকদের ব্যর্থতা বর্ণনায় সংযত ছিলেন।

৮:৪৫ কে আমাকে স্পর্শ করলো? স্ত্রীলোকটির মঙ্গলের জন্য ও জনতার কাছে সাক্ষ্য উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে যীশু খ্রীষ্ট আশ্চর্য কাজটির কথা জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি

চেয়েছিলেন মহিলাটি যেন তার আত্ম-সম্মান ফিরে পায় ও তাকে তিনি বিশ্বাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এবং তার সমস্ত কুসংস্কার ও সন্দেহ যেন দূর হয়।

৮:৪৬ আমার মধ্য থেকে শক্তি বের হল। মার্ক ৫:৩৪ পদের নোট দেখুন।

৮:৪৮ বৎস! স্নেহপূর্ণ সম্বোধন। (লুক ২৩:২৮ পদের সাথে তুলনা করুন)।

৮:৫২ সে মরে নি, ঘুমিয়ে রয়েছে। লাসার সম্পর্কে খ্রীষ্টের এই একই উক্তি যোহন ১১:১১-১৪ পদে দেখুন।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

তিনি তাকে কিছু আহার দিতে আদেশ করলেন। ৫৬ এতে তার পিতা-মাতা চমৎকৃত হল, কিন্তু তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন, এই ঘটনার কথা কাউকেও বলো না।

[৮:৫৬] দে: মথি ৮:৪।

৮:৫৬ এই ঘটনার কথা কাউকেও বলো না। কথা যদি এখনই জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ মথি ৮:৪; মার্ক ৫:৪৩ পদের নোট দেখুন। হয়ে পড়ে, তাহলে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের মৃত্যু থেকে জীবিত করার এই আশ্চর্য কাজের জন্য তা বিপরীতমুখী ফল বয়ে আনতে পারে।

#### লুক ৮ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ক সুখবরের আহ্বান জানিয়ে প্রভু যীশু প্রতিটি শহর ও প্রতিটি গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর এই সময় বার জন শিষ্য ও কিছু স্ত্রীলোক তাঁর সাথে রয়েছেন (৮:১-৩)। প্রভু যীশু তাঁর চারপাশে সমবেত অনেক লোকের কাছে দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেন (৮:১-২১)। এরপর প্রভু যীশু গিনেসরৎহুদে নৌকাতে করে যাওয়ার সময় সমুদ্রের ঝড় থামান। তখন শিষ্যেরা ভয় ও ভক্তিতে হতবাক হয়ে পড়েন (৮:২২-২৫)। তাঁরা হুদ পাড়ি দিয়ে গালীলের বিপরীত দিকে অবস্থিত অযিহুদী গাদারীয়দের এলাকায় উপস্থিত হন। সেখানে তিনি মন্দ আত্মাবিশিষ্ট এক জন লোককে সুস্থ করেন। এই মন্দ আত্মাগুলোও জানে যে, যীশু সত্যিকার অর্থেই, “সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুত্র” (৮:২৫-৩৯)। প্রভু যীশু যখন ফিরে আসেন, তখন তিনি একটি মৃত মেয়েকে জীবিত করে তোলেন ও সেখানে যাবার পথে তিনি একজন স্ত্রীলোককেও সুস্থ করেন (৮:৪০-৫৬)।

#### লুক ৮ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. গালীলের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় যাত্রায় কারা যীশুর সাথে গিয়েছিলেন? (১-৩ পদ)
২. শিষ্যদের কোন বিশেষ সুবিধাটি দেওয়া হয়েছিল? (১০ পদ)
৩. যারা সেই বাক্য শোনে তাদের কাছ থেকে কে এই বাক্য সরিয়ে নিয়ে যায়? (১২ পদ)
৪. পাথুরে জমিতে পরা বাক্যের কি পরিণতি হয়? (১৩ পদ)
৫. কাঁটাবনের মধ্যে পরা বাক্যের কি পরিণতি হয়? (১৪ পদ)
৬. যীশুর মা কেন তাঁর দেখা পাচ্ছিলেন না? (১৯ পদ)

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

৭. যীশু অন্য পারে ফিরে যাওয়ার পর কি হল? (৪০ পদ)
৮. অশুচি স্ত্রীলোকটির এমন কি ছিল যা তাকে সুস্থ করেছিল? (৪৭, ৪৮ পদ)
৯. যারীর মেরের বিষয়ে যীশু কি আশ্বাস দিয়েছিলেন? (৫০ পদ)
১০. যীশুর সাথে আর কার কার সেই ঘরে ঢুকান অনুমতি ছিল? (৫১ পদ)
১১. “সে ঘুমাচ্ছে” এই বিবৃতিটি শুনে লোকেরা যীশুর প্রতি কি করেছিল? (৫৩ পদ)

### বারো জন শিষ্যকে প্রচার করতে পাঠানো

৯<sup>১</sup> পরে তিনি সেই বারো জনকে একত্র ডেকে তাঁদেরকে সমস্ত মন্দ আত্মার উপরে এবং রোগ ভাল করার জন্য শক্তি ও ক্ষমতা দিলেন; <sup>২</sup> আর ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করতে এবং রোগীদের সুস্থ করতে তাঁদেরকে প্রেরণ করলেন। <sup>৩</sup> আর তিনি তাঁদেরকে বললেন, পথের জন্য কিছুই নিও না, লাঠিও না, ঝুলিও না, খাদ্যও না, টাকাও না; দু’টা

[৯:১] দে: মথি ১০:১; [৯:১] দে: মথি ৮:২৩; লুক ৫:১৭; [৯:২] দে: মথি ৩:২; [৯:৩] লুক ১০:৪; ২২:৩৫;

৯:১ বারো জন। প্রেরিতগণ (লুক ৬:১৩)।  
শক্তি ও কর্তৃত্ব। সুস্থ করার বিশেষ শক্তি (৫:১৭; ৮:৪৬) এবং শিক্ষাদান ও মন্দ-আত্মার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার কর্তৃত্ব।

৯:২ ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করতে এবং রোগীদের সুস্থ করতে। প্রথমবারের মত যীশু তাঁর ১২ জন প্রেরিতকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে ও বাক্য প্রচার করতে পাঠান। মথি লিখিত সুসমাচারে এই বারোজনকে পাঠাবার সময়ে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল তা ছিল ইস্রায়েল কুলের হারানো মেসদের কাছে যাবার জন্য। (মথি ৬:১০)। যদিও যীশু তাঁর পুনরুত্থানের পরে এই পরিধিটিকে বৃদ্ধি করেন ও সমস্ত জাতির জন্য বা পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত তাদের যেতে আদেশ দেন (মথি ২৮:১৮-২০)। সুসমাচার প্রচার করার জন্য যীশু খ্রীষ্টের নির্দেশ কখনও আরগ্যসাধন ও মন্দ-আত্মার বিরুদ্ধে অভিযান ব্যতিরেকে দেওয়া হয় নি। ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে এগুলোও জড়িত বলে

সুসমাচারের লেখকগণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন (মথি ৯:৩৫-৩৮; ১০:৭-৮; মার্ক ৩:১৩-১৪)।

তাঁদেরকে প্রেরণ করলেন। এই পর্যায়ে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের নতুন ধাপ শুরু হয়েছিল। তিনি প্রেরিতগণকে প্রচার, শিক্ষাদান ও সুস্থ করার মত কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন, যে কাজগুলো তাঁরা তাঁকে এর আগে করতে দেখেছেন (মথি ৯:৩৫)। যীশু ও তাঁর প্রেরিতদের এটি তৃতীয় গালীল যাত্রা (৮:১ পদের নোট দেখুন)। প্রথম যাত্রায় যীশু খ্রীষ্ট চারজন জেলের সাথে ভ্রমণ করেছেন; দ্বিতীয় যাত্রায় ১২ জন প্রেরিতের সবাই তাঁর সাথে ছিলেন; তৃতীয় বার যীশু দুই জন দুই জন করে পাঠিয়ে দিয়ে একাকী সেখানে গেলেন।

৯:৩ কিছুই নিও না। যে কোন অতিরিক্ত জিনিস, এমনকি স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় জিনিসও নিতে নিষেধ করা হয়েছে, যা ভ্রমণকে ব্যাহত করবে। প্রেরিতদেরকে সম্পূর্ণরূপে তাদের উপর



### লুক লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

করে জামাও নিও না।<sup>৪</sup> আর তোমরা যে কোন বাড়িতে প্রবেশ কর, সেখানে থেকেও এবং সেখান থেকে প্রস্থান করো।<sup>৫</sup> আর যেসব লোক তোমাদেরকে গ্রহণ না করে, সেই নগর থেকে প্রস্থান করার সময়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের জন্য তোমাদের পায়ের ধূলা ঝেড়ে ফেলো।<sup>৬</sup> পরে তাঁরা প্রস্থান করে চারদিকে গ্রামে গ্রামে যেতে লাগলেন, সর্বত্র সুসমাচার প্রচার করতে এবং সুস্থতা দান করতে লাগলেন।

#### রাজা হেরোদের অস্থিরতা

<sup>৭</sup> আর যা যা হচ্ছিল, রাজা হেরোদ সমস্তই শুনতে পেলেন এবং তিনি বড় অস্থির হলেন, কারণ কেউ কেউ বলতো, যোহন মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন।<sup>৮</sup> আর কেউ কেউ বলতো, এলিয় দর্শন দিয়েছেন; আর কেউ কেউ বলতো, পূর্বকালীন ভাববাদীদের এক জন মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন।<sup>৯</sup> আর হেরোদ বললেন, আমিই তো যোহনের মাথা কেটে ফেলেছি; কিন্তু ইনি কে, যার বিষয়ে এরকম কথা শুনতে পাচ্ছি? আর তিনি তাঁকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

#### পাঁচ হাজার লোককে আহ্বান দেওয়া

<sup>১০</sup> পরে প্রেরিতেরা যা যা করেছিলেন, ফিরে এসে তার বৃত্তান্ত যীশুকে বললেন। আর তিনি তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে বৈথসেদা নামক নগরে গেলেন।<sup>১১</sup> কিন্তু লোকেরা তা জানতে পেরে তাঁর পিছনে পিছনে চললো, আর তিনি তাদেরকে সদয় ভাবে গ্রহণ করে তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় কথা বললেন এবং যাদের সুস্থ হবার প্রয়োজন ছিল তাদেরকে সুস্থ করলেন।

[৯:৫] দে: মথি ১০:১৪; [৯:৭] দে: মথি ১৪:১; [৯:৭] দে: মথি ৩:১; [৯:৭] পদ: ১৯; [৯:৮] দে: মথি ১১:১৪; [৯:৮] পদ: ১৯; যোহন ১:২১; [৯:৯] লুক ২৩:৮; [৯:১০] দে: মার্ক ৬:৩০; [৯:১০] দে: মথি ১১:২১; [৯:১১] পদ: ২; দে: মথি ৩:২;

নির্ভরশীল হতে হবে, যাদের গৃহে তাঁরা আশ্রয় নেবেন (মার্ক ৬:৮ পদের নোট দেখুন)।

**৯:৪ সেখানে থেকে।** যে এলাকায় তাঁরা প্রচার করবেন সে সময় কেবলমাত্র একটি ঘরকে তাঁদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

**৯:৫ পায়ের ধূলা ঝেড়ে ফেলো।** ঈশ্বরের বাক্যকে যারা প্রত্যাখ্যান করবে, তাদেরকে এবং বাসস্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার একটি ভঙ্গি; এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হবে যে, তাদের এই অস্বীকৃতির দায় তাদের উপরেই বর্তাবে (লুক ১০:১১; মথি ১০:১৪; প্রেরিত ১৩:৫১)।

**৯:৭ রাজা হেরোদ।** মথি ১৪:১ পদের নোট দেখুন।

**যোহন মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন।** মার্ক ৬:১৬ পদের নোট দেখুন। লুক বাপ্টিস্মদাতা

যোহনের মৃত্যুর বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কিছু বলেন নি (মথি ১৪:১-১২; মার্ক ৬:১৭-২৯ দেখুন); কাহিনীর চলমান প্রেক্ষাপটে এই হত্যাকাণ্ডের কথাটি তিনি সহজভাবে তুলে ধরেছেন। এই সময়ের কিছু আগে এই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছিল (পদ ৯)।

**৯:৮ এলিয় দর্শন দিয়েছেন।** লুক ১:১৭; মার্ক ৯:১২ পদের নোট দেখুন।

**৯:৯ তিনি তাঁকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।** যীশুকে দেখার জন্য হেরোদের এই আগ্রহ যীশু খ্রীষ্টের বিচার না আসা পর্যন্ত পূর্ণ হয় নি (২৩:৮-১২)।

**৯:১০ বৈথসেদা।** মথি ১১:২১ পদের নোট দেখুন। এ সময় যীশু শহর থেকে দূরবর্তী এলাকায় সরে এসেছিলেন (পদ ১২)।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

<sup>১২</sup> পরে দিবা অবসান হতে লাগল, আর সেই বারো জন কাছে এসে তাঁকে বললেন, আপনি এই লোকদেরকে বিদায় করুন, যেন এরা চারদিকে গ্রামে ও পাড়ায় গিয়ে রাত্রিবাস করে ও খাদ্যদ্রব্য খুঁজে নেয়, কেননা এখানে আমরা নির্জন স্থানে আছি। <sup>১৩</sup> কিন্তু তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরাই এদেরকে আহার দাও। তাঁরা বললেন, পাঁচখানা রুটি ও দু'টি মাছ ছাড়া আমাদের কাছে কিছু নেই; তবে কি আমরা গিয়ে এ সব লোকের জন্য খাদ্য কিনে আনতে পারব? <sup>১৪</sup> কারণ সেখানে অনুমান পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল। তখন তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন, পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করে ওদেরকে সারি সারি বসিয়ে দাও। <sup>১৫</sup> তাঁরা সেরকম করলেন, সকলকে বসিয়ে দিলেন। <sup>১৬</sup> পরে তিনি সেই পাঁচখানা রুটি ও দু'টি মাছ নিয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টি করে সেগুলোর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন ও ভাঙ্গলেন; আর লোকদের সম্মুখে রাখার জন্য শিষ্যদেরকে দিতে লাগলেন। <sup>১৭</sup> তাতে সকলে আহার করে তৃপ্ত হল এবং তারা যা অবশিষ্ট রাখল, সেসব গুঁড়াগাঁড়া কুড়ালে পর বারো ডালা হল।

### পিতরের ঘোষণা

<sup>১৮</sup> একবার তিনি একাকী প্রার্থনা করছিলেন, শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন; আর তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে, এই বিষয়ে লোকেরা কি বলে? <sup>১৯</sup> তাঁরা উত্তরে বললেন, বাপ্তিস্মদাতা যোহন; কিন্তু কেউ কেউ বলে, আপনি এলিয়, আর কেউ কেউ বলে, পূর্বকালীন ভাববাদীদের এক জন জীবিত হয়ে উঠেছেন। <sup>২০</sup> তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন,

[৯:১৬] দে: মথি ১৪:১৯; [৯:১৮] দে: লুক ৩:২১; [৯:১৯] দে: মথি ৩:১; [৯:১৯] পদ: ৭, ৮; [৯:২০] যোহন ১:৪৯; ৬:৬৬-৬৯; ১১:২৭;

**৯:১২ দিবা অবসান হতে লাগল।** লোকদের কাছে প্রচার ও তাদেরকে সুস্থকরণের পর তাদের খাবার ও বাসস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হল, কারণ তাঁরা তখন এক নিভৃত স্থানে অবস্থান করছিলেন। খ্রীষ্ট নিজেই প্রশ্নটি তুলে ধরতে পারতেন (যোহন ৬:৫ দেখুন); কিন্তু অন্যান্য সুসমাচারগুলো নির্দেশ করে যে, প্রেরিতরাই প্রশ্নটি ছিলেন।

**৯:১৪ সেখানে অনুমান পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল।** ৫ হাজার লোককে খাওয়ানোই যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ব্যতিরেকে একমাত্র আশ্চর্য কাজ যা চারটি সুসমাচারের সবগুলোতে লিপিবদ্ধ হয়েছে (মার্ক ৬:৩০-৪৪; যোহন ৬:১-১৪ পদের নোট দেখুন)।

**৯:১৪ পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন ... বসিয়ে দাও।** মার্ক ৬:৪০ পদের নোট দেখুন।

**৯:১৬ সেগুলোর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন।** কোন কোন অনুবাদে যীশু খ্রীষ্ট রুটি

ও মাছগুলোকে আশীর্বাদ করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যিহূদীদের ধন্যবাদ জানাবার ভাষা ছিল এ রকম: “আমাদের ঈশ্বর প্রভু ধন্য, যিনি জগতের রাজা, যিনি মর্ত্য থেকে রুটি যোগান”।

**৯:১৭ সেসব গুঁড়াগাঁড়া কুড়ালে পর বারো ডালা হল।** এ কাজের মাধ্যমে অপচয় না করার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকে যে পর্যাপ্তভাবে খেতে পেরেছিল তার নিদর্শন প্রকাশ করা হয়েছে (মার্ক ৬:৪৩ পদের নোট দেখুন)।

**৯:১৮ এই বিষয়ে লোকেরা কি বলে?** প্রেরিতদের দেওয়া প্রতিবেদন এবং হেরোদের কাছে দেওয়া সংবাদ একই ছিল (পদ ৭-৮ দেখুন)। এ ঘটনাটি ঘটেছিল কৈসারিয়া-ফিলিপি প্রদেশের উত্তরে হেরোদের অধীনস্থ এলাকায় (মথি ১৬:১৩; মার্ক ৭:২৪ পদের নোট দেখুন)।

**৯:২০ পিতর উত্তরে বললেন।** পিতর ছিলেন প্রেরিতদের মুখপাত্র।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে? পিতর উত্তরে বললেন, আপনি ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট।

### যীশু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন

<sup>২১</sup> তখন তিনি তাঁদেরকে দৃঢ়ভাবে বলে দিলেন ও আদেশ করলেন, এই কথা কাউকেও বলো না; <sup>২২</sup> তিনি বললেন, মনুষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে; প্রাচীনদের, প্রধান পুরোহিতদের ও ধর্ম-শিক্ষকদের কর্তৃক অত্যাচার হতে হবে এবং হত হতে হবে; আর তৃতীয় দিনে উঠতে হবে।

<sup>২৩</sup> আর তিনি সকলকে বললেন, কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক, প্রতিদিন আপন ক্রুশ তুলে নিক এবং আমার পিছনে আসুক।

<sup>২৪</sup> কেননা যে কেউ আপন প্রাণ রক্ষা করতে ইচ্ছা করে, সে তা হারাতে হবে; কিন্তু যে কেউ আমার জন্য আপন প্রাণ হারায়, সে-ই তা রক্ষা করবে। <sup>২৫</sup> কারণ মানুষ যদি সমস্ত জগৎ

[৯:২১] দে: মার্ক ৮:৩০; [৯:২২] দে: মথি ৮:২০; [৯:২২] দে: মথি ১৬:২১; [৯:২২] মথি ২৭:১, ২; [৯:২২] প্রেরি ২:২৩; ৩:১৩; [৯:২২] দে: মথি ১৬:২১; [৯:২২] দে: মথি ১৬:২১; [৯:২৩] মথি ১০:৩৮; লুক ১৪:২৭; [৯:২৪] দে: যোহন ১২:২৫;

ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট। ভবিষ্যদ্বাণীকৃত এই পরিব্রাজকতা (খ্রীষ্টের) জন্য ইস্রায়েলরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অপেক্ষমান ছিল (লুক ২:১১; যোহন ৪:২৫; মথি ১৬:১৮; মার্ক ৮:২৯ পদের নোট দেখুন)।

**৯:২১ এই কথা কাউকেও বলো না।** খ্রীষ্ট সম্পর্কে লোকদের ভুল ধারণা ছিল এবং জনগণের কাছে নিজেকে স্পষ্টভাবে পরিচিত করে তোলার আগে তাঁর আরও শিক্ষা দানের প্রয়োজন ছিল। তাঁর আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা বাকি ছিল এবং কোন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে তা ব্যাহত হোক তা তিনি চান নি (মথি ৮:৪; ১৬:২০; মার্ক ১:৩৪ পদের নোট দেখুন)। যিহূদীরা রাজনৈতিক অর্থে যীশু খ্রীষ্টের আগমনের ব্যাখ্যা করেছিল। খ্রীষ্ট দুঃখ-ভোগ করবেন এমন ধারণা তারা কখনও গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না, প্রেরিতরাও প্রথমে তা গ্রহণ করতে পারেন নি।

**৯:২২ মনুষ্যপুত্র।** মার্ক ৮:৩১ পদের নোট দেখুন। যিহূদীদের প্রতীক্ষিত খ্রীষ্ট ছিলেন মানবীয়, কিন্তু মনুষ্যপুত্র স্বর্গীয় সত্তাবিশিষ্ট (দানি ৭:৯-২২); পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্টের ভূমিকা প্রকাশে এটিই তাঁর উপযুক্ত উপাধি। তাই যীশু এই উপাধিটি প্রকাশ করা থেকে বিরত

থেকেছেন, কারণ যিহূদীদের ধারণা ছিল ভিন্ন। দুঃখভোগ করতে হবে। মৃত্যুর বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের প্রথম স্পষ্ট পূর্বাভাস (পরবর্তী পূর্বাভাসগুলোর জন্য দেখুন পদ ৪৪; ১২:৫০; ১৭:২৫; ১৮:৩১-৩৩; এর সাথে তুলনা করুন ২৪:৭,২৫-২৭)

**৯:২৩ প্রতিদিন আপন ক্রুশ তুলে নিক।** যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে গেলে আত্মত্যাগ, পূর্ণ উৎসর্গ ও ইচ্ছাপূর্ণ বাধ্যতা আবশ্যিক। লুক অবিরত এই পদক্ষেপ গ্রহণের উপরে জোর দিয়ে “প্রতিদিন” শব্দটি উল্লেখ করেছেন, যা অন্যান্য সুসমাচারে নেই (মথি ১৬:২৪-২৬; মার্ক ৮:৩৪)। গালীল থেকে আসা প্রেরিতরা জানতেন যে, ক্রুশ বলতে কি বোঝায়; কারণ তাদের এলাকায় অপরাধীদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত।

**৯:২৪ যে কেউ আমার জন্য আপন প্রাণ হারায়।** চারটি সুসমাচারে এই উক্তিটি যীশুকে বলতে দেখা যায় এবং দু’টো সুসমাচারে একাধিকবার বলতে দেখা যায় (মথি ১০:৩৮-৩৯; ১৬:২৪-২৫; মার্ক ৮:৩৪,৩৫; লুক ১৪:২৬-২৭; ১৭:৩৩; এবং কিছুটা ভিন্ন রূপে যোহন ১২:২৫ পদে)। যীশু খ্রীষ্টের অন্য কোন উক্তি এত জোর দিয়ে বলা হয়নি।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

লাভ করে নিজেকে নষ্ট করে, কিম্বা হারায়, তবে তার কি লাভ হল? <sup>২৬</sup> কেননা যে কেউ আমাকে ও আমার বাক্যকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করে, মনুষ্যপুত্র যখন নিজের প্রতাপে এবং পিতার ও পবিত্র দূতদের প্রতাপে আসবেন, তখন তিনি তাকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করবেন। <sup>২৭</sup> কিন্তু আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েক জন আছে, যারা, যে পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে না পাবে, সেই পর্যন্ত কোন মতে মৃত্যুর আশ্বাদ পাবে না।

#### যীশু খ্রীষ্টের রূপান্তর

<sup>২৮</sup> এসব কথা বলবার পরে অনুমান আট দিন গত হলে তিনি পিতর, যোহন ও যাকোবকে সঙ্গে নিয়ে প্রার্থনা করার জন্য পর্বতে উঠলেন। <sup>২৯</sup> আর দেখ তিনি প্রার্থনা করছেন, এমন সময়ে তাঁর মুখের দৃশ্য অন্যরূপ হল এবং তাঁর পোশাক শুভ্র ও উজ্জ্বল হল। <sup>৩০</sup> আর দেখ, দু'জন পুরুষ, মোশি ও এলিয়, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

[৯:২৬] মথি ১০:৩৩; লুক ১২:৯; ১তীম ২:১২; [৯:২৬] দে: মথি ১৬:২৭; [৯:২৮] দে: মথি ৮:২১; [৯:২৮] দে: লুক ৩:২১;

৯:২৬ যে কেউ ... লজ্জার বিষয় জ্ঞান করে।

লুক ১২:৯; মার্ক ৮:৩৮ পদের নোট দেখুন।

৯:২৭ এমন কয়েক জন আছে। মথি ১৬:২৮ পদের নোট দেখুন।

ঈশ্বরের রাজ্য। মথি ৩:২ পদের নোট দেখুন।

৯:২৮ আনুমানিক আট দিন। এক সপ্তাহ বোঝাতে এই বাক্যাংশটি ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন, যোহন ২০:২৬ গ্রীক ভাষায় এর উল্লেখ রয়েছে; মথি ১৭:১ পদের নোট দেখুন)।

পিতর, যোহন ও যাকোব। যারীরের কন্যাকে সুস্থ করার সময় (৮:৫১) এবং গেৎশিমানীতে তাঁর শেষবার যাওয়ার সময় (মার্ক ১৪:৩৩) এই তিনজন শিষ্য যীশু খ্রীষ্টের সাথে ছিলেন।

পর্বতে। যদিও বেশির ভাগ মানুষ তাবোর পর্বতকেই যীশু খ্রীষ্টের রূপান্তরিত হওয়ার স্থান বলে মনে করেন, তথাপি কৈসারিয়া-ফিলিপী থেকে এর দূরত্ব, এর উচ্চতা (প্রায় ১৮০০ ফুট) অনুসারে এই পর্বতটিকে প্রকৃত অর্থে সেই স্থান বলে ধরে নেওয়া যায় না। বরং হরমোন পর্বত এই প্রেক্ষাপটে আরও বেশি খাপ খায়, যেটি আরও নিকটবর্তী এবং আরও উঁচু (উচ্চতা ৯,০০০ ফুটের উপরে; মার্ক ৯:২ দেখুন)।

৯:৩০ মূসা ও এলিয়। মূসা ছিলেন পুরাতন নিয়মের মহান উদ্ধারকর্তা ও আইন-কানুনদাতা

এবং এলিয় ছিলেন ভাববাদীদের প্রতিনিধি। মোশির কাজ যিহোশূয় (যিহোশূয় নামের অর্থ 'সদাপ্রভু পরিদ্রাণ করেন') কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে; এলিয়ের কাজ ইলিশায় কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে (যিহোশূয় নামের আরেক রূপ ইলিশায়, অর্থাৎ 'ঈশ্বরের পরিদ্রাণ' বা 'ঈশ্বর পরিদ্রাণ করেন'; যা ছিল তাঁর পরিচর্যা কাজের মূল দর্শন)। তাঁরা এখন যীশু খ্রীষ্টের সাথে (যাঁর হিব্রু নাম যিহোশূয়) সেই 'যাত্রা' সম্পর্কে কথা বলছেন, যা তিনি শীঘ্রই সম্পাদন করতে যাচ্ছেন, যা দ্বারা তিনি তাঁর লোকদের পাপের বন্দীত্ব থেকে উদ্ধার করবেন এবং মোশি ও এলিয় উভয়ের কাজের পরিপূর্ণতা আনবেন (১ রাজা ১৯:১৬)। ঠিক যেভাবে যিহোশূয় ইস্রায়েলকে প্রতিজ্ঞাত দেশে এনেছিলেন, ঠিক সেভাবে ইলিশায় ইস্রায়েলের বিশ্বাসীদের কাছে প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদের পথ উন্মুক্ত করলেন (২ রাজা ২:১৯-৮:১৫; ৯:১-৩; ১৩:১৪-২০ পদে ইলিশায়ের কাজ দেখুন)। নতুন নিয়মে বাস্তবদাতা যোহনের (এলিয়, মথি ১১:১৪; ১৭:১২) পরে যীশু এসেছেন (যিহোশূয়, মথি ১:২১ পদের নোট দেখুন) ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত পরিদ্রাণকর্তা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করতে।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

৩১ তাঁরা সপ্রতাপে দেখা দিয়ে তাঁর সেই যাত্রার বিষয় কথা বলতে লাগলেন, যা তিনি যিরূশালেমে সমাপন করতে উদ্যত ছিলেন। ৩২ তখন পিতর ও তাঁর সঙ্গীরা নিদ্রায় ভরাক্রান্ত ছিলেন, কিন্তু জেগে উঠে তাঁর মহিমা এবং ঐ দুই ব্যক্তিকে দেখলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ৩৩ পরে তাঁরা তাঁর কাছ থেকে প্রস্থান করলেন, এমন সময়ে পিতর যীশুকে বললেন, প্রভু, এখানে আমাদের থাকা ভাল; আমরা তিনটি কুটির তৈরি করি; একটি আপনার জন্য, একটি মোশির জন্য, আর একটি এলিয়ের জন্য; কিন্তু তিনি কি বললেন, তা নিজেই বুঝতে পারলেন না। ৩৪ তিনি এই কথা বললেন, এমন সময়ে একখানি মেঘ এসে তাঁদেরকে ছায়া করলো; তাতে তাঁরা সেই মেঘে প্রবেশ করলে এঁরা ভয় পেলেন। ৩৫ আর সেই মেঘ থেকে এই বাণী হল, ইনিই আমার পুত্র, আমার মনোনীত, এঁর কথা শোন। ৩৬ এই বাণী হবামাত্র সেখানে একা যীশুকে দেখা গেল। আর তাঁরা নীরব রইলেন, যা যা দেখেছিলেন তার কিছুই সেই সময়ে কাউকেও জানালেন না।

#### একটি বালককে সুস্থ করা

৩৭ পরদিন তাঁরা সেই পর্বত থেকে নেমে আসলে অনেক লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। ৩৮ আর দেখ, ভিড়ের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি চিৎকার করে বললো, গুরু, বিনয় করি, আমার পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, কেননা এটি আমার একমাত্র সন্তান। ৩৯ আর দেখুন, একটা আত্মা একে আক্রমণ করে, আর এ হঠাৎ চেষ্টা করে উঠে। সেই আত্মাটি একে মুচড়ে ধরে, তাতে সে মুখ দিয়ে ফেনা বের করে, আর আত্মাটি তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে কষ্ট দিয়ে ছেড়ে যায়। ৪০ আর আমি আপনার শিষ্যদেরকে নিবেদন করেছিলাম, যেন তাঁরা এটাকে ছাড়িয়ে দেন, কিন্তু তাঁরা পারলেন না। ৪১ তখন উত্তরে যীশু বললেন, হে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী বংশ, কত কাল আমি তোমাদের কাছে থাকব ও তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করবো? তোমার পুত্রকে এখানে আন। ৪২ সে আসছে, এমন সময়ে ঐ মন্দ-আত্মা তাকে

[৯:৩১] ২পি ১:১৫; [৯:৩২] মথি ২৬:৪৩; [৯:৩৩] দে: লুক ৫:৫; [৯:৩৫] যিশা ৪২:১; [৯:৩৫] দে: মথি ৩:১৭; [৯:৩৬] মথি ১৭:৯; [৯:৪১] দ্বি:বি ৩২:৫;

**৯:৩১ যাত্রা।** গ্রীক ভাষায় বলে *এক্সোডাস*, যীশু খ্রীষ্টের আসন্ন গৌরবময় মৃত্যুর এক পূর্বাভাস। এই শব্দটি যীশু খ্রীষ্টের পরিদ্রাণ দানকারী মৃত্যু ও মিশর থেকে ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর লোকদের রক্ষা করার সাথে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানকেও সম্পর্কিত করতে পারে।

**৯:৩২ নিদ্রায়।** ঘটনাটি রাতের বেলায় ঘটেছিল।

**৯:৩৩ তিনটি কুটির।** তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উপস্থিতিতে দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্যে এক ক্ষণস্থায়ী নির্মাণ: আইন-কানুনদাতা, ভাববাদী ও খ্রীষ্ট। তবে পিতরের চিন্তাটি যথার্থ নয়, কারণ যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে আর মাত্র কয়েক দিন অবস্থান করবেন।

**৯:৩৫ ইনিই আমার পুত্র, আমার মনোনীত।** বা “মনোনীত জন;” মরু-সাগরে প্রাপ্ত ক্ষোভ থেকে জানা যায় ইস্রায়েল দেশের যিহুদীদের মধ্যে এ ধরনের উপাধির প্রচলন ছিল; সম্ভবত এখানে যিশা ৪২:১ পদের প্রতিধ্বনি করা হয়েছে (লুক ২৩:৩৫)। অনেকে মনে করেন এখানে মনোনীত বলতে ‘প্রেমের পাত্র’ বোঝানো হয়েছে (মথি ১৭:৫; ২ পিতর ১:১৭ দেখুন)।

**৯:৩৯ একটা আত্মা একে আক্রমণ করে।** মন্দ আত্মা, যা মৃগীরোগ (মথি ১৭:১৫) ও বাকহীন অবস্থার (মার্ক ৯:১৭) সৃষ্টি করেছিল। মন্দ আত্মা বহু ধরনের ক্রেশের জন্য দায়ী (৪:৩৩ পদের নোট দেখুন)।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

ফেলে দিল ও ভয়ানক ভাবে মুচড়ে ধরলো। কিন্তু যীশু সেই অশুচি আত্মাকে ধমক দিলেন, বালকটিকে সুস্থ করলেন ও তার পিতার কাছে তাকে ফিরিয়ে দিলেন।<sup>৪৩</sup> তখন সকলে ঈশ্বরের মহিমায় চমৎকৃত হল।

#### মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

<sup>৪৪</sup> আর তিনি যে সমস্ত কাজ করছিলেন, তাতে সকল লোক আশ্চর্য জ্ঞান করলে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন, তোমরা এসব কথা মনোযোগ দিয়ে শোন, কেননা সম্প্রতি মনুষ্যপুত্রকে মানুষের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে।<sup>৪৫</sup> কিন্তু তাঁরা এই কথা বুঝলেন না এবং এর অর্থ তাঁদের থেকে গুপ্ত রাখা হল, যাতে তাঁরা বুঝে উঠতে না পারেন এবং তাঁর কাছে এই কথার বিষয় জিজ্ঞাসা করতে তাঁদের ভয় হল।

<sup>৪৬</sup> আর তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এই তর্ক তাঁদের মধ্যে উপস্থিত হল।<sup>৪৭</sup> তখন যীশু তাঁদের হৃদয়ের তর্ক জেনে একটি শিশুকে নিয়ে তাঁর নিজের পাশে দাঁড় করালেন,<sup>৪৮</sup> এবং তাঁদেরকে বললেন, যে কেউ আমার নামে এই শিশুটিকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে। যে কেউ আমাকে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন; কারণ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে ক্ষুদ্র, সেই মহান।

<sup>৪৯</sup> পরে যোহন বললেন, প্রভু, আমরা এক ব্যক্তিকে আপনার নামে মন্দ-আত্মা ছাড়াতে দেখেছিলাম, আর তাকে বারণ করছিলাম, কারণ সে আমাদের দলভুক্ত নয়।<sup>৫০</sup> কিন্তু যীশু তাঁকে বললেন, বারণ করো না, কেননা যে তোমাদের বিপক্ষ নয়, সে তোমাদের সপক্ষ।

#### শমরীয়দের একটি গ্রাম যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করলো না

<sup>৫১</sup> আর যখন তাঁর উর্ধ্বে নীত হবার সময় পূর্ণ হয়ে আসছিল, তখন তিনি একান্ত মনে যিরূশালেমে যেতে উন্মুখ হলেন,<sup>৫২</sup> এবং তাঁর আগে দূতদেরকে প্রেরণ করলেন আর তাঁরা

[৯:৪৪] দে: পদ: ২২; [৯:৪৫] দে: মার্ক ৯:৩২; [৯:৪৬] লুক ২২:২৪; [৯:৪৭] দে: মথি ৯:৪; [৯:৪৮] দে: মথি ১০:৪০; [৯:৪৮] দে: মার্ক ৯:৩৫; [৯:৪৯] দে: লুক ৫:৫; [৯:৫০] মথি ১২:৩০; লুক ১১:২৩; [৯:৫১] দে: মার্ক ১৬:১৯; [৯:৫১] লুক ১৩:২২; ১৭:১১; ১৮:৩১; ১৯:২৮; [৯:৫২] দে: মথি ১০:৫;

#### ৯:৪৪ মনুষ্য পুত্রকে ... ধরিয়ে দেওয়া হবে।

যীশু খ্রীষ্টের আসন্ন মৃত্যুর আরেক পূর্বাভাস (২২ পদের নোট দেখুন), এটি কীভাবে আনয়ন করা হবে তার এক নির্দেশনা (২২:২১ দেখুন)।

৯:৪৬ তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই প্রশ্নটি নানা কারণে উত্থিত হয়েছিল (লুক ২২:২৪; মার্ক ১০:৩৫-৪৫)। শিষ্যদেরকে এভাবে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসা এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ, কারণ যিহূদীদের চোখে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বহীন সদস্য ছিল শিষ্যরা।

৯:৪৮ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সেই মহান। একজন ব্যক্তি অবশ্যই মহান হবে, যদি সে নিজের কথা না ভেবে নিষ্ঠার সাথে ও অকৃত্রিমভাবে ঈশ্বরকে সম্মান করতে

শেখে।

৯:৪৯ সে আমাদের দলভুক্ত নয়। ৫০ পদে খ্রীষ্ট প্রেরিতদের বলা ‘আমাদের’ সর্বনামটিকে ‘তোমাদের’ বলে ঘুরিয়ে দেন, যা এ কথা বোঝাতে পারে যে, যীশু খ্রীষ্টের সাথে লোকটির সম্পর্ক ছিল যা প্রেরিতরা অবগত ছিলেন না (মার্ক ৯:৩৮ পদের নোট দেখুন)।

৯:৫০ যে তোমাদের বিপক্ষ নয়, সে তোমাদের সপক্ষ। প্রেরিতদের কাজে বাধাজনক নয় এমন যে কোন কাজকে অনুমোদন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে (১১:২৩ পদে ভিন্ন প্রেক্ষাপটের একটি ঘটনা দেখুন)।

৯:৫১ যিরূশালেমে যেতে উন্মুখ হলেন। আক্ষরিকভাবে “তিনি যিরূশালেম অভিমুখে

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

গিয়ে শমরীয়দের কোন গ্রামে প্রবেশ করলেন, যাতে তাঁর জন্য আয়োজন করতে পারেন।<sup>৫৩</sup> কিন্তু লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করলো না, কেননা তিনি যিরূশালেমে যেতে উন্মুখ ছিলেন।<sup>৫৪</sup> তা দেখে তাঁর শিষ্য যাকোব ও যোহন বললেন, প্রভু, আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, এলিয় যেমন করেছিলেন, তেমনি আমরা বলি, আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে এদেরকে ভস্ম করে ফেলুক? <sup>৫৫</sup> কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে তাঁদেরকে ধমক দিলেন। <sup>৫৬</sup> পরে তাঁরা অন্য গ্রামে চলে গেলেন।

<sup>৫৭</sup> তাঁরা পথে যাচ্ছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, আপনি যে কোন স্থানে যাবেন, আমি আপনার পিছনে যাব। <sup>৫৮</sup> যীশু তাকে বললেন, শিয়ালদের গর্ত আছে এবং আকাশের পাখিগুলোর বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা রাখার স্থান নেই। <sup>৫৯</sup> আর এক জনকে তিনি বললেন, আমাকে অনুসরণ কর। কিন্তু সে বললো, প্রভু, আগে আমার পিতাকে কবর দিয়ে আসতে অনুমতি দিন। <sup>৬০</sup> তিনি তাকে বললেন, মৃতেরাই নিজ নিজ মৃতদের

[৯:৫৪] দে: মথি ৪:২১; [৯:৫৪] ২রাজা ১:১০, ১২; [৯:৫৭] পদ: ৫১; [৯:৫৮] দে: মথি ৮:২০; [৯:৫৯] দে: মথি ৪:১৯; [৯:৬০] দে: মথি ৩:২;

যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হলেন” (যিশা ৫০:৭)। লুক যীশু খ্রীষ্টের মিশন সমাপ্ত করার জন্য তাঁর সংকল্পের উপর জোর দেন (১৩:২২ পদের নোট দেখুন)। যিরূশালেমে এই ভ্রমণ তাঁর শেষ আগমন বা তাঁর বিজয়-যাত্রা ছিল না, কিন্তু এই যাত্রার মধ্য দিয়ে যিহূদিয়াতে তাঁর পরিচর্যা কাজের সূচনা ঘটে, যার কেন্দ্রীয় নগরী ছিল যিরূশালেম। মার্ক ১০:১ পদে এই যাত্রাকে যিহূদিয়া অভিমুখে যাত্রা বলে দেখানো হয়েছে, যেখানে যোহন আরও সুনির্দিষ্টভাবে কুঁড়ে-ঘরের পর্বের সময়ে যিরূশালেমের দিকে যাত্রার কথা বর্ণনা করেছেন (যোহন ৭:১-১০)। যিহূদিয়ায় খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের বিষয়ে লুক ৯:৫১-১৩:২১ ও যোহন ৭:১-১০:৩৯ পদে পুনরায় উল্লিখিত হয়েছে।

**৯:৫২ শমরীয়দের কোন গ্রাম।** শমরীয়রা যিহূদীদের বিশেষ শত্রু হিসেবে পরিচিত ছিল, যারা যিরূশালেমে আগত তীর্থযাত্রীদের যাত্রা-পথে রাতের বেলায় সহজে আশ্রয় দিতে চাইত না। গালীল থেকে শমরীয়া হয়ে যিরূশালেম প্রায় তিন দিনের পথ এবং সে সময় শমরীয়রা তীর্থযাত্রীদেরকে প্রায়শই রাতে আশ্রয় দিতে চাইতো না। এই বিদ্বেষের কারণে গালীল থেকে যিরূশালেমে যাওয়ার সময় যিহূদীরা প্রায়শই যর্দন নদীর পূর্ব পাশ দিয়ে যেত।

**৯:৫৪ আগুন ... ভস্ম করে ফেলুক?** যে কাজটি এলিয় করেছিলেন (২ রাজা ১:৯-১৬)। এরকম আচরণের জন্য যাকোব ও যোহন “বজ্রের পুত্র” নামে পরিচিত ছিলেন (মার্ক ৩:১৭)।

**৯:৫৫ তাঁদেরকে ধমক দিলেন।** ১ রাজা ১৮:৩৮; ২ রাজা ১:১০ দেখুন। এটি এলিয় ও মোশির পরিচর্যা কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত (লুক ১০:২; গণনা ১৬:৩৫)। কর্মিল পর্বতে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন এবং স্বর্গ থেকে আগুন দ্বারা তাঁর ভাববাদীকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন (১ রাজা ১৮:৩৮-৩৯)। শমরীয়দের ধ্বংস করতে একই রকম আগুন নামিয়ে আনার জন্য প্রেরিতদের অনুরোধকে যীশু খ্রীষ্ট তিরস্কার করেছেন বলে এই নয় যে, তিনি এলিয়ের আগুন নামিয়ে আনাকে অন্যায় বলে সাব্যস্ত করছেন; বরং তাঁর তিরস্কারের কারণ এই যে, তাঁর প্রেরিতরা এলিয়ের সময়কার প্রেক্ষাপট এবং তাঁদের সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে শমরীয়দের বিশ্বাসহীনতার পার্থক্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

**৯:৫৭ তাঁরা পথে যাচ্ছেন।** যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর প্রেরিতরা শমরীয়ার মধ্যে দিয়ে, কিন্তু অন্য একটি গ্রাম ধরে যিরূশালেমের দিকে তাঁদের যাত্রা অব্যাহত রাখলেন।

**৯:৫৯ আমার পিতাকে কবর দিয়ে আসতে**

### লুক লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

কবর দিক; কিন্তু তুমি গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণা কর। <sup>৬১</sup> আর এক জন বললো, প্রভু, আমি আপনাকে অনুসরণ করবো, কিন্তু আগে নিজের বাড়ির লোকদের কাছে বিদায় নিয়ে আসতে অনুমতি দিন। <sup>৬২</sup> কিন্তু যীশু তাকে বললেন, যে কোন ব্যক্তি লাঙ্গলে হাত দিয়ে পিছনে ফিরে চায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযুক্ত নয়।

[৯:৬১] ১রাজা ১৯:২০।

**অনুমতি দিন।** যদি লোকটির পিতা ইতোমধ্যেই কয়েক বছর দেরীতেও ঘটতে পারতো। যীশু মারা যেত, তাহলে নিশ্চয়ই সে মৃতদেহ কবরস্থ তাঁকে বললেন যে, আত্মিকভাবে যারা মৃত করার কাজে জড়িত হয়ে পড়তো; কিন্তু এমন তারাই দৈহিকভাবে মৃতদের কবর দিতে পারে প্রমাণ দেখা যায় যে, সে তার পিতার মৃত্যুর এবং আত্মিকভাবে জীবিতদের ঈশ্বরের রাজ্য পরক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চেয়েছিল, যা প্রচারে ব্যস্ত থাকতে হবে।

#### লুক ৯ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু তাঁর বার জন শিষ্যকে মন্দ আত্মা ছাড়ানোর ও অসুস্থদেরকে সুস্থ করার ক্ষমতা দেন। তাঁরা বিভিন্ন গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় লোকদের কাছে সুখবর তুলে ধরেন এবং অসুস্থদেরকে সুস্থ করেন। যীশুর কথা রাজা হেরোদের কানে গিয়ে পৌঁছায়। লোকেরা কেউ কেউ যীশুকে ভাববাদী এলিয় অথবা অনেক আগেকার কোন ভাববাদী যিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে ফিরে এসেছেন বলে মনে করেছেন (৯:১-১১)। যীশু তাঁর কথা শুনতে আসা লোকদের খাবার ব্যবস্থা করেন। শিষ্যরা তাঁকে মশীহ বা খ্রীষ্ট বলে স্বীকার করেন। এর পরপরই তিনি নিজের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে বলতে থাকেন (৯:১২-১৭)। এই সময় প্রার্থনার জন্য প্রভু যীশু পিতর, যোহন ও যাকোবকে সাথে নিয়ে একটি পাহাড়ে ওঠেন। এখানেই প্রার্থনার সময় তাঁর মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে যায় এবং তাঁর পোশাক শুভ্র সাদা দেখায়। মোশি ও ভাববাদী এলিয় সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে কথা বলেন। সেখান থেকে নেমে এলে কে বড় সেই বিষয়ে শিক্ষা দেন (৯:২৮-৫০)। যিরূশালেমের যাওয়ার পথে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য উপযুক্ত হবার শিক্ষা দেন (৯:৫১-৬২)।

#### লুক ৯ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যীশু তাঁর শিষ্যদের কি করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন? (১ পদ)
২. তাঁদের মিশন কি ছিল? (২ পদ)
৩. তাঁরা এতে কিভাবে সাড়া দিয়েছিলেন? (৬ পদ)
৪. পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানোর সারমর্মটি লিখুন। (১২-১৭ পদ)
৫. ১৮ পদে যীশু তাঁর শিষ্যদের কোন প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছিলেন?
৬. যীশু কি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন? (২২ পদ)
৭. কারা পাহাড়ের উপরে দেখা দিয়েছিলেন? (৩০ পদ)



### লুক লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

৮. তাঁরা কি বিষয়ে কথা বলছিলেন? (৩১ পদ)
৯. তাঁরা কি করবে সে বিষয়ে পিতর কি সুপারিশ করেছিলেন? (৩৩ পদ)
১০. লোকেরা কেন আশ্চর্য হয়েছিলেন? (৪৩ পদ)
১১. একটি শিশুকে গ্রহণ করার বিষয়ে যীশু কি বলেছেন? (৪৮ পদ)
১২. মনুষ্যপুত্র কেন এসেছিলেন?

### যীশু খ্রীষ্ট সন্তর জনকে প্রচারে পাঠান

**১০**<sup>১</sup> তারপর প্রভু আরও সন্তর জনকে নিযুক্ত করলেন, আর তিনি যেখানে যেখানে যেতে উদ্যত ছিলেন, সেসব নগরে ও স্থানে তাঁর আগে দু'জন দু'জন করে তাদেরকে প্রেরণ করলেন।<sup>২</sup> তিনি তাদেরকে বললেন, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্যকারী লোক অল্প; অতএব শস্য-ক্ষেতের মনিবের কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজের শস্য-ক্ষেতে কার্যকারী লোক পাঠিয়ে দেন।<sup>৩</sup> তোমরা যাও, দেখ, কেন্দুয়াদের মধ্যে যেমন মেঘশাবক, তেমনি তোমাদেরকে প্রেরণ করছি।<sup>৪</sup> তোমরা কোন থলি বা ঝুলি বা জুতা সঙ্গে নিয়ে যেও না এবং পথের মধ্যে কাউকেও মঙ্গলবাদ করো না।<sup>৫</sup> আর যে কোন বাড়িতে প্রবেশ করবে, প্রথমে বলো, এই বাড়িতে শান্তি বর্ষিত হোক।<sup>৬</sup> আর সেখানে যদি শান্তির লোক থাকে, তবে তোমাদের শান্তি তার উপরে অবস্থিতি করবে, নতুবা তা তোমাদের প্রতি

[১০:১] দে: লুক ৭:১৩; [১০:১] লুক ৯:১, ২, ৫১, ৫২; [১০:১] মার্ক ৬:৭; [১০:১] মথি ১০:১; [১০:২] মথি ৯:৩৭, ৩৮; যোহন ৪:৩৫; [১০:৩] মথি ১০:১৬;

**১০:১** সন্তর জনকে নিযুক্ত করলেন। শুধুমাত্র লুকে এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে, যদিও এই নির্দেশ সাধারণভাবে বারোজনকে দেয়া হয়েছিল (মথি ৯:৩৭-৩৮; ১০:৭-১৬; মার্ক ৬:৭-১১; লুক ৯:৩-৫)। প্রথম দিককার পাণ্ডুলিপিগুলোর বিশেষ কিছু পার্থক্য একে অস্পষ্ট করে তুলে যে, সংখ্যাটি ৭২ ছিল না কি ৭০ ছিল (কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে “৭২” রয়েছে; পদ ১৭ দেখুন)। হতে পারে ‘সন্তর’ সংখ্যাটি আদি ১০ অধ্যায়ে জাতিদের সংখ্যা বা সন্তরজন প্রাচীন (যাত্রা ২৪:১) বিষয়ক উল্লিখন।

**দু'জন দু'জন করে।** গালীলে পরিচর্যা কাজের সময়ে যীশু তাঁর বারোজন প্রেরিতকে দু'জনের

একেকটি দলে বিভক্ত করে প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন (লুক ৯:১-৬; মার্ক ৬:৭), প্রাথমিক মণ্ডলীতে যে চর্চা প্রচলিত ছিল (প্রেরিত ১৩:২; ১৫:২৭, ৩৯-৪০; ১৭:১৪; ১৯:২২)।

**১০:৪ থলি বা ঝুলি বা জুতা সঙ্গে নিয়ে যেও না।** প্রেরিতদের হালকা বোঝা নিয়ে ভ্রমণ করতে হবে, যাতে টাকার থলি, ঝুলি বা অতিরিক্ত জুতা থাকবে না।

**কাউকেও শুভেচ্ছা জানাবে না।** প্রচলিত প্রথা অনুসারে কাউকে দীর্ঘ সম্ভাষণ জানাতে নিষেধ করা হয়েছে, যেন রাস্তায় চলার সময় তাঁদের থামতে না হয় এবং সময় নষ্ট না হয়; প্রচার কাজকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

ফিরে আসবে।<sup>১</sup> আর সেই গৃহেই থেকো এবং তারা যা দেয়, তা-ই ভোজন পান করো; কেননা কার্যকারী লোক তার বেতনের যোগ্য! এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেও না।<sup>২</sup> আর তোমরা যে কোন নগরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদেরকে গ্রহণ করে, তবে যা তোমাদের সম্মুখে রাখা হবে, তা-ই ভোজন করো।<sup>৩</sup> আর সেখানকার অসুস্থদেরকে সুস্থ করো এবং তাদেরকে বলো, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের সন্নিহিত হল।<sup>৪</sup> কিন্তু তোমরা যে কোন নগরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদেরকে গ্রহণ না করে, তবে বের হয়ে সেই নগরের পথে পথে গিয়ে এই কথা বলো, <sup>৫</sup> তোমাদের নগরের যে ধূলা আমাদের পায়ে লেগেছে, তাও তোমাদের বিরুদ্ধে ঝেড়ে ফেললাম; তবুও এই কথা জেনো যে, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিহিত হল।<sup>৬</sup> আমি তোমাদেরকে বলছি, সেদিন সেই নগরের দশা থেকে বরং সদোমের দশা সহনীয় হবে।

<sup>৭</sup> কোরাসীন, ধিক্ তোমাকে! বৈথূসদা, ধিক্ তোমাকে! কেননা তোমাদের মধ্যে যেসব পরাক্রম-কার্য করা হয়েছে, সেসব যদি সোর ও সীদোনে করা হত, তবে অনেক দিন আগে তারা চট পড়ে ভস্মে বসে মন ফিরাতো।<sup>৮</sup> কিন্তু বিচারের দিনে তোমাদের দশা থেকে বরং সোর ও সীদোনের দশা সহনীয় হবে।<sup>৯</sup> আর হে কফরনাহূম, তুমি না কি স্বর্গ পর্যন্ত উঠতে উঠবে? তুমি পাতাল পর্যন্ত নেমে যাবে।

<sup>১০</sup> যে তোমাদেরকে মানে, সে আমাকেই মানে এবং যে তোমাদেরকে অগ্রাহ্য করে, সে

---

[১০:৭] দে: ১তীম ৫:১৮; [১০:৮] ১করি ১০:২৭; [১০:৯] দে: মথি ৩:২; [১০:১১] দে: মথি ১০:১৪; [১০:১১] পদ: ৯; [১০:১২] দে: মথি ১০:১৫; [১০:১২] মথি ১১:২৪; [১০:১৩] লুক ৬:২৪-২৬; [১০:১৩] দে: প্রকা ১১:৩; [১০:১৫] দে: মথি ৮:১৩; [১০:১৬] দে: মথি ১০:৪০;

---

**১০:৭ কার্যকারী লোক তার বেতনের যোগ্য!** যীশু এই শিক্ষা দিলেন যে, যারা সুসমাচার গ্রহণ করবে, তাদের উচিত প্রচারকারীদের খাবার ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা মেটাতে (১ করি ৯:১৪)। প্রাথমিক মণ্ডলী রীতি অনুসারে ধর্মীয় শিক্ষক ও প্রচারকারীদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা তাদের যোগান দিতে হত, যাদের কাছে তাঁরা সুসমাচার প্রচার করতেন এবং শিক্ষা দিতেন (৩ যোহন ১:৭)। পৌল তাঁর মণ্ডলীর উপরে ভারস্বরূপ হতে চান নি, যদিও এই নির্ভরতার অধিকার তাঁর ছিল (১ করি ৯:১৪; ১ তীম ৫:১৮)।

**১০:৯ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের সন্নিহিত।** যীশু খ্রীষ্টের প্রচারের মূল বার্তা (৪:৪৪; মথি ৩:২ পদের নোট দেখুন)।

**১০:১২ বরং সদোমের দশা সহনীয় হবে।** যদিও সদোম এতটাই পাপে পূর্ণ ছিল যে, ঈশ্বর সেটিকে ধ্বংস করেছিলেন (আদি ১৯:২৪-২৮;

যিহূদা ৭), তথাপি যেসব লোকেরা যীশু খ্রীষ্টের বার্তা শুনেছিল এবং তাঁর প্রেরিতদের বার্তা শুনেছিল, তাদের আরও বেশি জবাবদিহিতা করতে হবে, কারণ তারা তাঁদের নিকট প্রচারিত রাজ্যের সুসমাচার পেয়েছে আর তারা তা গ্রহণ করে নি।

**সেদিন।** শেষ বিচারের দিন।

**১০:১৪ সোর ও সীদোন।** গালীলের উত্তরে ফৈণীকীয়ার অযিহূদী নগরসমূহ, যারা যীশু খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ দেখার সুযোগ পায় নি এবং গালীলের প্রায় অধিকাংশ লোক যেভাবে তাঁর প্রচার শুনেছে তারা সেভাবে শুনতে পায় নি (১২ পদের নোট দেখুন)।

**১০:১৫ কফরনাহূম।** গালীলের উত্তর তীরে যীশু খ্রীষ্টের প্রধান কার্যক্ষেত্র (মথি ৮:১৩ পদের নোট দেখুন), যার অধিবাসীদের যীশুকে দেখার ও তাঁর কথা শোনার বহু সুযোগ হয়েছিল; তাই তাদের প্রত্যাখ্যানের দোষ আরও বেশি হবে।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

আমাকেই অগ্রাহ্য করে; আর যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, সে তাঁকেই অগ্রাহ্য করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।

### সত্তর জনের আনন্দ সহকারে ফিরে আসা

<sup>১৭</sup> পরে সেই সত্তর জন আনন্দে ফিরে এসে বললো, প্রভু, আপনার নামে মন্দ আত্মারাও আমাদের বশীভূত হয়। <sup>১৮</sup> তিনি তাদেরকে বললেন, আমি শয়তানকে বিদ্যুতের মত স্বর্গ থেকে পড়তে দেখছি। <sup>১৯</sup> আমি তোমাদেরকে সাপ ও বৃশ্চিক পদতলে দলিত করার এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপরে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছি। কিছুতেই কোন মতে তোমাদের ক্ষতি করবে না; <sup>২০</sup> তবুও আত্মারা যে তোমাদের বশীভূত হয়, এতে আনন্দ করো না; কিন্তু তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে, এতেই আনন্দ কর।

### যীশু খ্রীষ্টের আনন্দিত হওয়া

<sup>২১</sup> সেই সময়ে তিনি পবিত্র আত্মায় উল্লসিত হলেন ও বললেন, হে আমার পিতা, স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কেননা তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানদের থেকে এসব বিষয় গুপ্ত রেখে শিশুদের কাছে এসব প্রকাশ করেছ। হ্যাঁ, পিতা, কেননা তা তোমার দৃষ্টিতে প্রীতিজনক হল। <sup>২২</sup> আমার পিতা সকলই আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। পুত্র কে, তা কেউ জানে না, কেবল পিতা জানেন; আর পিতা কে, তা কেউ জানে না, কেবল পুত্র জানেন, আর পুত্র যার কাছে তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন, সে জানে।

<sup>২৩</sup> পরে তিনি শিষ্যদের প্রতি ফিরে বিরলে বললেন, ধন্য সেসব লোক, তোমরা যা যা দেখছো, যারা তা দেখতে পায়। <sup>২৪</sup> কেননা আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা যা যা দেখেছো, তা অনেক ভাববাদী ও রাজা দেখতে বাসনা করেও দেখতে পান নি। তোমরা যা যা শুনছো, তা তাঁরা শুনতে বাসনা করেও শুনতে পান নি।

[১০:১৭] পদ: ১; [১০:১৭] দে: মার্ক ১৬:১৭; [১০:১৮] দে: মথি ৪:১০; [১০:১৮] যিশা ১৪:১২; প্রকা ৯:১; ১২:৮, ৯; [১০:১৯] মার্ক ১৬:১৮; প্রেরি ২৮:৩-৫; [১০:২০] দে: প্রকা ২০:১২; [১০:২১] ১করি ১:২৬-২৯; [১০:২২] দে: মথি ২৮:১৮; [১০:২২] যোহন ১:১৮; [১০:২৪] ১পি ১:১০-১২;

**১০:১৮** শয়তানকে ... পড়তে দেখছি। এমনকি প্রেরিতরাও মন্দ আত্মা ছাড়িয়েছিলেন (পদ ১৭), যা বোঝায় শয়তান পরাজয়ের যন্ত্রণা ভোগ করছে।

**১০:১৯** সাপ ও বৃশ্চিক ... শত্রু। সর্প ও বৃশ্চিক মন্দ-আত্মার প্রতিনিধিত্ব করছে এবং শত্রু হচ্ছে স্বয়ং শয়তান।

**১০:২০** এতে আনন্দ করো না। মন্দ আত্মাকে পরাজিত করা বা তাকে প্রতিহত করার শক্তির চেয়ে মানুষের পরিত্রাণ পাওয়া আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

**১০:২২** আমার পিতা সকলই আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। সব জ্ঞান পিতা থেকে তাঁর কাছে দেয়া হয়েছে; পিতা ও পুত্রের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য

পারস্পরিক ব্যক্তিগত জ্ঞানের নিশ্চয়তা রয়েছে, যাতে কেবল পুত্র লোকদের কাছে পিতাকে জানাতে পারেন। পুত্র থেকে প্রেরিতরা এ জ্ঞান পেয়েছেন। অতীতের লোকেরা স্বর্গীয় রাজ্যের আগমন বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে দেখেছিল, কিন্তু কেবল প্রেরিতরা ঈশ্বরের পুত্রকে দেখার ও শোনার সুযোগ পেয়েছেন।

**সকলই।** এখানে সকলই বলতে সকল প্রত্যাদেশ বোঝানো হয়েছে, সকল ক্ষমতা নয়। জানে না ... জানেন। ‘জানা’ শব্দটি হিব্রুতে ব্যক্তিগত জ্ঞান অর্থে (যেমন আদি ৪:১ পদে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে) বা পছন্দ বোঝাতে প্রয়োগ করা হয় (আমোস ৩:২; যোহন ১০:১৫)।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

### প্রধান আদেশের বিষয়ে শিক্ষা

<sup>২৫</sup> আর দেখ, এক জন ধর্ম-শিক্ষক উঠে তাঁর পরীক্ষা করে বললো, গুরু, কি করলে আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হব? <sup>২৬</sup> তিনি তাকে বললেন, ব্যবস্থায় কি লেখা আছে? কিরূপ পাঠ করছো? <sup>২৭</sup> সে উত্তরে বললো, “তুমি তোমার সমস্ত অন্তর, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত শক্তি ও তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করবে এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত প্রেম করবে।” <sup>২৮</sup> তিনি তাকে বললেন, যথার্থ উত্তর করলে; তা-ই কর, তাতে জীবন পাবে। <sup>২৯</sup> কিন্তু সে নিজেকে নির্দোষ দেখাবার ইচ্ছায় যীশুকে বললো, ভাল, আমার প্রতিবেশী কে?

### দয়ালু সামেরীয়ের গল্প

<sup>৩০</sup> এই কথা নিয়ে যীশু বললেন, এক ব্যক্তি যিরূশালেম থেকে যিরীহোতে নেমে যাচ্ছিল, এমন সময়ে দস্যুদের হাতে পড়লো। দস্যুরা তার কাপড় খুলে নিল এবং তাকে আঘাত করে আধমরা অবস্থায় ফেলে চলে গেল। <sup>৩১</sup> ঘটনাক্রমে এক জন পুরোহিত সেই পথ দিয়ে নেমে যাচ্ছিল; সে তাকে দেখে এক পাশ দিয়ে চলে গেল। <sup>৩২</sup> পরে সেভাবে এক জন লেবীয়ও সেই স্থানে এসে দেখে এক পাশ দিয়ে চলে গেল। <sup>৩৩</sup> কিন্তু এক জন শমরীয়

[১০:২৫] মথি ১৯:১৬; লুক ১৮:১৮; [১০:২৭] দ্বি:বি ৬:৫; [১০:২৭] লেবী ১৯:১৮; দে: মথি ৫:৪৩; [১০:২৮] দে: রোমী ৭:১০; [১০:২৯] লুক ১৬:১৫; [১০:৩১] লেবী ২১:১-৩; [১০:৩৩] দে: মথি ১০:৫;

**১০:২৫ ধর্ম-শিক্ষক।** পুস্তকের বহু পদ জানা একজন বিদ্বান ধর্ম-শিক্ষক কর্তৃক খ্রীষ্টকে এ ধরনের একটি সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কারণ হচ্ছে (১৮:১৮; মথি ২২:৩৫), হয় সে যীশু খ্রীষ্টের সাথে তর্ক করতে চেয়েছিল, নতুবা যীশু কী রকম শিক্ষা দেন তা সে দেখতে চেয়েছিল (৭:৩০ পদের নোট দেখুন)।

**১০:২৭ ... ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করবে এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত প্রেম করবে।** অন্যত্র খ্রীষ্ট এই কথাগুলোকে অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহার করেছেন (মথি ২২:৩৫-৪০; মার্ক ১২:২৮-৩২) পবিত্র শাস্ত্রের দু’টো অংশকে এক করে (দ্বি:বি. ৬:৫; লেবীয় ১৯:১৮)। চারমাত্রার ভালবাসা (অন্তঃকরণ, প্রাণ, শক্তি ও অন্তর, যা এখানে ও মার্ক ১২:৩০ পদে দেখা যায়) বা ত্রিমাত্রিক ভালবাসা (দ্বি:বি. ৬:৫; মথি ২২:৩৭; মার্ক ১২:৩৩) যেটাই হোক না কেন, পূর্ণ ভক্তির আবশ্যকতাই এর মূল তাৎপর্য।

**১০:২৯ নিজেকে নির্দোষ দেখাবার ইচ্ছায়।** তার প্রথম প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই সে জানতো, তাই

বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য সে এই উত্তরের ব্যাখ্যা চাইল।

**১০:৩০ যিরূশালেম থেকে যিরীহোতে।** শহর দু’টির মধ্যকার দূরত্ব ১৭ মাইল এবং এই পথটি সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় ২৫০০ ফুট উচ্চতা থেকে নেমে সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় ৮০০ ফুট নিচে চলে গেছে। রাস্তাটি এবড়ো-থেবড়ো এবং এটি মরু এলাকা দিয়ে গিয়েছে, এ কারণে দস্যুরা খুব সহজে অরক্ষিত ভ্রমণকারীদের পথিমধ্যে আক্রমণ করার সুযোগ পেত।

**১০:৩১-৩৩ পুরোহিত ... লেবীয় ... শমরীয়।** এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে, যে লোকটিকে খ্রীষ্ট এখানে সবচেয়ে ভাল বলে উল্লেখ করছেন, সে কোন ধর্মীয় নেতা নয় বা কোন সাধারণ যিহুদী নাগরিকও নয়, কিন্তু যিহুদীদের কাছে ঘৃণিত একজন অযিহুদী ব্যক্তি, একজন শমরীয়। যিহুদীরা শমরীয়দের দৈহিকভাবে (মথি ১০:৫ পদের নোট দেখুন) ও আত্মিকভাবে (যোহন ৪:২০, ২২ পদের নোট দেখুন) ঘৃণা করতো; কিন্তু যীশু বলছেন যে, মানুষকে ভালবাসার জন্য

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে তার কাছে আসল; <sup>৩৪</sup> আর তাকে দেখে করুণাবিষ্ট হল এবং কাছে এসে তেল ও আঙ্গুর-রস ঢেলে দিয়ে তার ক্ষতগুলো বেঁধে দিল; পরে তার নিজের পশুর উপরে তাকে বসিয়ে একটি পাছশালায় নিয়ে গিয়ে তার সেবা-যত্ন করলো। <sup>৩৫</sup> পরের দিন দু'টি সিকি বের করে পাছশালার কর্তাকে দিয়ে বললো, এই ব্যক্তির প্রতি যত্ন করো, বেশি যা কিছু ব্যয় হয়, আমি যখন ফিরে আসি, তখন পরিশোধ করবো। <sup>৩৬</sup> তোমার কেমন মনে হয়, এই তিন জনের মধ্যে কে ঐ দস্যুদের হাতে পড়া ব্যক্তির প্রতিবেশী হয়ে উঠলো? <sup>৩৭</sup> সে বললো, যে ব্যক্তি তার প্রতি করুণা করলো, সেই। তখন যীশু তাকে বললেন, যাও, তুমিও সেরকম কর।

#### মার্থা ও তাঁর বোন মরিয়মের সঙ্গে দেখা করতে যান

<sup>৩৮</sup> আর যখন তাঁরা যাচ্ছিলেন, তিনি কোন গ্রামে প্রবেশ করলেন, আর মার্থা নামে একটি স্ত্রীলোক আপন বাড়িতে তাঁর আতিথ্য করলেন। <sup>৩৯</sup> মরিয়ম নামে তাঁর একটি বোন ছিলেন, তিনি প্রভুর পায়ের কাছে বসে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। <sup>৪০</sup> কিন্তু মার্থা পরিচর্যা বিষয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন; আর তিনি কাছে এসে বললেন, প্রভু, আপনি কি কিছু মনে করছেন না যে, আমার বোন পরিচর্যার ভার একা আমার উপরে ফেলে রেখেছে? অতএব ওকে বলে দিন যেন আমার সাহায্য করে। <sup>৪১</sup> কিন্তু প্রভু উত্তরে তাঁকে বললেন, মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক বিষয়ে চিন্তিত ও ব্যস্ত আছ; <sup>৪২</sup> কিন্তু অল্প কয়েকটি বিষয়, বরং একটি মাত্র বিষয় আবশ্যিক। বাস্তবিক মরিয়ম সেই উত্তম অংশটি মনোনীত করেছে, যা তার কাছ থেকে নেওয়া যাবে না।

[১০:৩৮] যোহন ১১:১; ১২:২; [১০:৩৯] যোহন ১১:১; ১২:৩; [১০:৩৯] লুক ৮:৩৫; [১০:৪০] মার্ক ৮:৩৮; [১০:৪১] মথি ৬:২৫-৩৪; লুক ১২:১১, ২২; [১০:৪২] গীত ২৭:৪।

কোন জাতিগত সীমা পরিসীমা গ্রহণযোগ্য নয়।  
**১০:৩৫ দু'টি সিকি।** একজন শ্রমিকের দুই দিনের মজুরি, যা দিয়ে একজন ব্যক্তি দুই মাস পর্যন্ত কোন সরাইখানায় অবস্থান করতে পারবে।

**১০:৩৬ কে ... প্রতিবেশী হয়ে উঠলো?** প্রশ্নটি হচ্ছে: কে তার কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে উত্তম প্রতিবেশী বলে প্রমাণ করেছে? কাকে সাহায্য করা যায় এ বিষয়ে যীশু তথ্য দিচ্ছেন না, কারণ আদেশ পালনে ব্যর্থতা তথ্যের অভাবে হয় না, কিন্তু ভালবাসার অভাবে হয়। এই ধর্ম-শিক্ষকের নতুন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, কিন্তু তার নতুন অন্তর প্রয়োজন— অর্থাৎ তার মন পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

**১০:৩৮ কোন গ্রামে।** বৈথনিয়া যিরুশালেম

থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এখানেই মরিয়ম ও মার্থা বাস করতেন (যোহন ১২:১-৩)।

**১০:৩৯ মরিয়ম ... পায়ের কাছে বসে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন।** এই ঘটনায় মার্থার কাজের চেয়ে যে মরিয়মের বাক্য শ্রবণের মূল্য বেশি দেখানো হয়েছে তা নয়; কিন্তু এর সাথে এখানে এই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, যীশু খ্রীষ্টের প্রতি যে সেবা কাজ করা হবে, তা এমনভাবে করা উচিত নয় যাতে করে তাঁর বাক্য শ্রবণ করার সময় না হয়। তাঁর প্রয়োজনের অতিরিক্ত আয়োজন করার চেয়ে তাঁর কথা শ্রবণ করে তাঁকে বেশি সম্মান দেওয়া যায়; মার্থা অনেক ধরনের খাবার তৈরি করছিলেন, যেখানে এক ধরনের খাবারই যথেষ্ট ছিল।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

#### লুক ১০ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু সুসমাচার প্রচারের জন্য সত্তর জন শিষ্যকে প্রতিটি অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। এই যাত্রায় কোন কিছুই সঙ্গে নিতে নিষেধ করেছেন। বিশেষ আনন্দ নিয়ে শিষ্যদের দল ফিরে আসলে যীশু বলেন, “তাদের আসল আনন্দ হল, তাদের নাম স্বর্গে লেখা হয়েছে” (১০:১-২৪)। অনন্ত জীবনের বিষয়ে প্রশ্ন উঠলে অনন্ত জীবন কিভাবে পাওয়া যায় যীশু সেই শিক্ষা প্রদান করেন (১০:২৫-৩৭)। যীশুর এই যাত্রায় তিনি একটি গ্রামে প্রবেশ করেন, সেখানে আমরা মার্থা ও মরিয়মকে দেখতে পাই। তখন যীশুর কাছে মন দিয়ে শোনার বিষয়টিও গুরুত্ব পায় (১০:৩৮-৬২)।

#### লুক ১০ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যীশু আরও কতজন শিষ্যকে বেছে নিলেন? (১ পদ)
২. তাঁদের কিভাবে পাঠানো হয়েছিল? (১ পদ)
৩. যীশু ফসল ও মজুরের সম্পর্কে কি বলেছিলেন? (২ পদ)
৪. যেসব গ্রাম শিষ্যদের গ্রহণ করবে ও যেসব গ্রাম তাঁদের গ্রহণ করবে না সে বিষয়ে যীশু তাঁদের কি নির্দেশ দিয়েছিলেন? (১০-১২ পদ)
৫. বিচারের দিনে কোন্ ৩টি শহর কঠোর শাস্তির যোগ্য বলে যীশু বলেছেন? (১৩-১৫ পদ)
৬. তাঁদের বিশ্বস্ততার জন্য সেই সত্তরজন শিষ্য কি পুরস্কার পেয়েছিলেন? (১৭ পদ)
৭. কেন শিষ্যেরা আনন্দিত হবে? (২০ পদ)
৮. কোন্ ধরনের লোকদের কাছে যীশু সত্যকে প্রকাশ করেছেন? (২১ পদ)
৯. ধর্ম-শিক্ষকটি কি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন? (২৫ পদ)
১০. দয়ালু শমরীয়ের গল্পটির সার-সংক্ষেপ করুন। (৩০-৩৫ পদ)
১১. একজন ভাল প্রতিবেশীর গুণ কি? (৩৭ পদ)

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

### প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা

**১১**<sup>১</sup> এক সময়ে তিনি কোন স্থানে প্রার্থনা করছিলেন; যখন শেষ করলেন, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এক জন তাঁকে বললেন, প্রভু, আমাদেরকে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিন, যেমন যোহনও তাঁর শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।<sup>২</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বলো,

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,  
তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক।

<sup>৩</sup> তোমার রাজ্য আসুক।

আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রতিদিন আমাদেরকে দাও।

<sup>৪</sup> আর আমাদের পাপ ক্ষমা কর;

কেননা আমরাও আমাদের প্রত্যেক অপরাধীকে ক্ষমা করি।

আর আমাদের পরীক্ষাতে এনো না।

### অবিরত প্রার্থনা করা

<sup>৫</sup> আর তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কারো যদি বন্ধু থাকে, আর সে যদি মধ্যরাতে তার কাছে গিয়ে বলে, ‘বন্ধু আমাকে তিনখানা রুটি ধার দাও,’<sup>৬</sup> কেননা আমার এক বন্ধু পথে যেতে যেতে আমার কাছে এসেছেন, তাঁর সম্মুখে রাখার মত আমার কিছুই

[১১:১] দে: লুক ৩:২১; [১১:১] দে: যোহন ১৩:১৩; [১১:২] দে: মথি ৩:২; [১১:৪] মথি ১৮:৩৫; মার্ক ১১:২৫; [১১:৪] মথি ২৬:৪১; যাকোব ১:১৩;

**১১:১** প্রার্থনা করছিলেন। কেবল বিশেষ উপলক্ষে নয় (যেমন বাপ্টিস্ম, ৩:২১; বারোজনের মনোনয়ন, ৬:১২; গেৎশিমানী বাগানে দুঃখভোগ, ২২:৪১), কিন্তু নিয়মিত অভ্যাস হিসেবে।

আমাদেরকে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিন। প্রেরিতদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রভুর প্রার্থনার নমুনা এখানে দেয়া হয়েছে; এই প্রার্থনা মথি ৬:৯-১৩ পদের অনুরূপ, যেখানে এটি পর্বতে দত্ত উপদেশের অংশবিশেষ ছিল। এই প্রার্থনায় ছ’টি আবেদন যুক্ত হয়েছে, যেক্ষেত্রে লুকে পাঁচটি আবেদন দেখা যায়।

**১১:২** হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা। ‘পিতা’ শব্দটি যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক ব্যবহৃত অরামীয় ‘আব্বা’ শব্দের ভাষান্তর (লুক ১০:২১; মার্ক ১৪:৩৬); তাই এখানে খ্রীষ্ট পিতা-ঈশ্বরের সাথে প্রেরিতদের একনিষ্ঠ সম্পর্ক তুলে ধরেছেন, যা তিনি নিজে ভোগ করছেন।

পবিত্র বলে মান্য হোক। তাঁর নাম, যা তাঁর

ব্যক্তিত্ব তুলে ধরে— তা মানুষের জগতে সম্মানিত ও গৃহীত হোক। এই কথার মধ্য দিয়ে তাঁর পবিত্রতা ধারণ করার আবেদন বোঝায়। **রাজ্য আসুক।** ঈশ্বরের রাজ্য আসার মধ্য দিয়ে শয়তানের রাজ্য ধ্বংস হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। কারণ এ দু’টি রাজ্য একসঙ্গে থাকতে পারে না। তবে তাঁর রাজ্য আসবার জন্য আমাদের শুধু প্রার্থনা নয় কিন্তু সাক্ষ্যদানও করতে হবে।

**১১:৪** আমাদের পাপ সকল ক্ষমা কর। প্রার্থনাটি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বিশ্বাসীদের জন্য একটি নমুনা, যাদের পাপ ইতোমধ্যেই ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। খ্রীষ্ট এখানে মূলত দৈনন্দিন ক্ষমার কথা বলেছেন, যা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য আবশ্যিক।

**১১:৫-১৩** অবিরত প্রার্থনা করা। যীশু খ্রীষ্ট এখন প্রার্থনায় (পদ ৫-৮) আমাদের একাগ্রতার কথা বলেছেন এবং তিনি নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দেন (পদ ৯-১৩)।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

নেই; <sup>১</sup> তা হলে সেই ব্যক্তি ভিতরে থেকে কি এমন উত্তর দেবে, ‘আমাকে কষ্ট দিও না, এখন দরজা বন্ধ এবং আমার সন্তানেরা আমার কাছে শুয়ে আছে, আমি উঠে তোমাকে কিছু দিতে পারি না?’ <sup>২</sup> আমি তোমাদেরকে বলছি, সে যদিও বন্ধ বলে উঠে তা না দেয়, তবুও সে বারংবার অনুরোধ করছে বলে উঠে তার প্রয়োজন অনুসারে তা তাকে দেবে।

<sup>৩</sup> আর আমি তোমাদেরকে বলছি, যাচঞা কর, তোমাদেরকে দেওয়া যাবে, খোঁজ কর, পাবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলে দেওয়া যাবে। <sup>৪</sup> কেননা যে কেউ যাচঞা করে, সে গ্রহণ করে এবং যে খোঁজ করে, সে পায়; আর যে দ্বারে আঘাত করে, তার জন্য খুলে দেওয়া যায়। <sup>৫</sup> তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কে, যার পুত্র রুটি চাইলে তাকে পাথর দেবে? কিম্বা মাছ চাইলে মাছের পরিবর্তে সাপ দেবে? <sup>৬</sup> কিম্বা ডিম চাইলে তাকে বৃশ্চিক দেবে? <sup>৭</sup> অতএব তোমরা মন্দ হয়েও যদি তোমাদের সন্তানদেরকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করতে জান, তবে এটা কত বেশি নিশ্চয় যে, স্বর্গস্থ পিতা, যারা তাঁর কাছে যাচঞা করে, তাদেরকে পবিত্র আত্মা দান করবেন।

#### যীশু খ্রীষ্ট ও বেল্সবুল

<sup>৮</sup> আর তিনি একটা বোবা মন্দ-আত্মা ছাড়িয়েছিলেন। মন্দ-আত্মা বের হলে সেই বোবা কথা বলতে লাগল; তাতে লোকেরা আশ্চর্য জ্ঞান করলো। <sup>৯</sup> কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, এই ব্যক্তি মন্দ-আত্মাদের অধিপতি বেল্সবুলের দ্বারা মন্দ-আত্মা ছাড়াই। <sup>১০</sup> আর কেউ কেউ পরীক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে আকাশ থেকে কোন চিহ্ন চাইল। <sup>১১</sup> কিন্তু তিনি তাদের মনের ভাব জেনে তাদেরকে বললেন, যে কোন রাজ্য নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়, তা উচ্ছিন্ন হয়, এক গৃহ অন্য গৃহের বিপক্ষ হলে তার পতন ঘটে। <sup>১২</sup> আর শয়তানও যদি নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়, তবে তার রাজ্য কিভাবে স্থির থাকবে? কেননা তোমরা বলছো, আমি বেল্সবুলের দ্বারা মন্দ-আত্মা ছাড়াই। <sup>১৩</sup> আর আমি যদি বেল্সবুলের দ্বারা

[১১:৮] লুক ১৮:১-৬; [১১:৯] দে: মথি ৭:৭; [১১:১৪] মথি ৯:৩২, ৩৩; [১১:১৫] দে: মার্ক ৩:২২; [১১:১৫] মথি ৯:৩৪; [১১:১৬] দে: মথি ১২:৩৮; [১১:১৭] দে: মথি ৯:৪৪; [১১:১৮] দে: মথি ৮:১০;

**১১:১৩ পবিত্র আত্মা দান করবেন।** মথি ৭:১১ পদে বলা হয়েছে, “উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করবেন,” অর্থাৎ আত্মিক বর। লুক আত্মার কাজে জোর দেন, যা ঈশ্বরদত্ত সবচেয়ে মহান বর।

**১১:১৪ বোবা মন্দ আত্মা।** লুক ৪:৩৩ পদের নোট দেখুন। এই মন্দ আত্মাটি আক্রান্ত ব্যক্তিকে বোবা করে ফেলেছিল। মথি লিখিত সুসমাচারে উল্লিখিত সম্ভাব্য একই ঘটনাটি এই ইঙ্গিত দেয় যে, লোকটি অন্ধও ছিল (মথি ১২:২২-৩০; মার্ক ৩:২০-২৭)।

**১১:১৫ মন্দ আত্মাদের অধিপতি বেল্সবুল।** শয়তান (পদ ১৮); মথি ১০:২৫ পদের নোট

দেখুন।

**১১:১৬ আকাশ থেকে কোন চিহ্ন চাইল।** যীশু খ্রীষ্ট এক মন্দ আত্মাগ্রস্ত বোবাকে সুস্থ করেছেন, এতেই তারা সন্তুষ্ট ছিল না এবং এই চিহ্ন স্বীকার না করে তারা আরও চিহ্ন দেখানোর জন্য দাবী জানাচ্ছিল।

**১১:১৭ যে কোন রাজ্য নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়।** যদি শয়তান যীশু খ্রীষ্টের সাথে হাত মেলায়, যে তাঁকে প্রতি অবস্থায় বাধা দিয়ে থাকে, তাহলে শয়তান নিজের উপরে নিজেই আঘাত হানবে এবং নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনবে।



## লুক লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

মন্দ-আত্মা ছাড়াই, তবে তামাদের লোকেরা কার দ্বারা ছাড়াই? তোমরা ঠিক কথা বলছো কিনা তার জন্য তারাই তোমাদের বিচার করবে। <sup>২০</sup> কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আঙ্গুল দ্বারা মন্দ-আত্মা ছাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য তো তোমাদের কাছে এসে পড়েছে। <sup>২১</sup> সেই বলবান ব্যক্তি যখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থেকে নিজের বাড়ি রক্ষা করে, তখন তার সম্পত্তি নিরাপদে থাকে। <sup>২২</sup> কিন্তু যে ব্যক্তি তার থেকে বেশি বলবান, সে এসে যখন তাকে পরাজিত করে, তবে যে অস্ত্রশস্ত্রের উপর সে ভরসা করেছিল তা হরণ করে নেয়, আর লুণ্ঠিত দ্রব্য বিতরণ করে। <sup>২৩</sup> যে আমার সপক্ষ নয়, সে আমার বিপক্ষ এবং যে আমার সঙ্গে কুড়ায় না, সে ছাড়িয়ে ফেলে।

### অশুচি আত্মার ফিরে আসা

<sup>২৪</sup> যখন অশুচি আত্মা মানুষ থেকে বের হয়ে যায়, তখন জলবিহীন নানা স্থান দিয়ে ভ্রমণ করে বিশ্রামের খোঁজ করে; কিন্তু না পেয়ে বলে, আমি যেখান থেকে বের হয়ে এসেছি, আমার সেই বাড়িতে ফিরে যাই। <sup>২৫</sup> পরে এসে তা মার্জিত ও সাজানো দেখতে

[১১:২০] যাত্রা ৮:১৯; [১১:২০] দে: মথি ৩:২; [১১:২৩] মথি ১২:৩০; মার্ক ৯:৪০; লুক ৯:৫০;

**১১:১৯** তোমাদের লোকেরা কার দ্বারা ছাড়াই? যীশু যদিও পরিস্কারভাবে বলেন নি যে, ফরীশীদের অনুসারীরা (মথি ১২:২৪) প্রকৃত অর্থেই মন্দ আত্মা ছাড়াই (২৪ পদের নোট দেখুন); কিন্তু তারা ঈশ্বরের শক্তিতে সেগুলোকে ছাড়াই বলে দাবী করেছিল। এখানে বলা যায় তখনও অনেকে ঈশ্বরের ক্ষমতা ব্যতিরেকে মন্দ আত্মা ছাড়াইতো। কিন্তু এখানে যীশু খ্রীষ্ট ভিন্ন রকম দাবী করেছেন। তাই শয়তানের শক্তি ব্যবহার করেছেন বলে যীশুকে অভিযুক্ত করার ফলে তাদের নিজেদের অনুসারীদেরকেই দোষারোপ করছে বলে পরোক্ষভাবে বলা হচ্ছে। **১১:২০** ঈশ্বরের রাজ্য তো তোমাদের কাছে এসে পড়েছে। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর নিজ ব্যক্তিত্বে এসে উপস্থিত হয়েছেন (৪:৪৩ পদের নোট দেখুন) এবং মন্দতার শক্তিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে (যাত্রা ৮:১৯; গীত ৮:৩)।

**১১:২২** যে ব্যক্তি তার থেকে বেশি বলবান। যীশু খ্রীষ্ট বেলেসবুলের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান এবং মন্দ আত্মাদের ছাড়ানোর মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন যে, তিনি শয়তানকে পরাভূত করেছেন ও তাকে নিরস্ত্র করেছেন। তাই এ কথা বলা বোকামি যে, যীশু খ্রীষ্ট শয়তানের শক্তিতে মন্দ আত্মা ছাড়ান।

**১১:২৩** যে আমার সপক্ষ নয়, সে আমার বিপক্ষ। যে ব্যক্তি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে যীশু খ্রীষ্টকে সমর্থন করে না, সে তাঁর বিরোধিতা করে এবং সে নিরপেক্ষও থাকতে পারে না। লুক ৯:৫০ পদে প্রেরিতগণ যে ব্যক্তিকে “আমাদের একজন নয়” বলে বর্ণনা করেছেন, স্পষ্টতই তিনি এক বিশ্বাসী যিনি যীশু খ্রীষ্টের নামে কাজ করতেন (মার্ক ৯:৩৮ পদের নোট দেখুন) এবং যীশু তার কাজে বাধা দেন নি বা বাধা দিতে বলেন নি।

**১১:২৪** অশুচি আত্মা মানুষ থেকে বের হয়ে যায়। যীশু খ্রীষ্ট হয়তোবা এখানে যিহূদী ওষাদেরকে বোঝাচ্ছেন, যারা মন্দ আত্মা ছাড়ানোর দাবী করে (১৯ পদ তুলনীয়), কিন্তু যারা ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের মন্ত্র দিয়ে মন্দ আত্মা ছাড়ানো অকার্যকর। মথি ১২:৪৩-৪৫ দেখুন, যেখানে যীশু তৎকালীন যিহূদী জাতি সম্পর্কে একই মন্তব্য করেন।

**জলবিহীন নানা স্থান।** এগুলো মন্দ আত্মাদের স্বাভাবিক বাসস্থান বলে পরিচিত ছিল, কিন্তু তারা মানুষের দেহকে বসবাসের স্থান হিসেবে অগ্রাধিকার দিয়েছিল।

**১১:২৫** মার্জিত ও সাজানো দেখতে পায়। স্থানটি পরিস্কার করা হয়েছে, কিন্তু বেদখল

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

পায়। <sup>২৬</sup> তখন সে গিয়ে নিজের থেকে দুষ্ট অপর সাতটা আত্মাকে সঙ্গে নিয়ে আসে এবং তারা সেই স্থানে প্রবেশ করে বাস করে; তাতে সেই মানুষের প্রথম দশা থেকে শেষ দশা আরও মন্দ হয়।

<sup>২৭</sup> তিনি এসব কথা বলছেন, এমন সময়ে ভিড়ের মধ্য থেকে কোন একটি জ্বীলোক চিৎকার করে তাঁকে বললো, ধন্য সেই গর্ভ, যা আপনাকে ধারণ করেছিল, আর সেই স্তন, যার দুগ্ধ আপনি পান করেছিলেন। <sup>২৮</sup> তিনি বললেন, কিন্তু এর চেয়ে বরং ধন্য তারাই, যারা ঈশ্বরের বাক্য শোনে ও তা পালন করে।

### যোনার চিহ্ন

<sup>২৯</sup> পরে তাঁর কাছে আরও অনেক লোকের একত্রিত হতে থাকলে তিনি বলতে লাগলেন, এই কালের লোকেরা দুষ্ট। এরা চিহ্নের খোঁজ করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন তাদেরকে দেওয়া যাবে না। <sup>৩০</sup> কারণ যোনা যেমন নীনবীর লোকদের কাছে চিহ্নস্বরূপ হয়েছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও এই কালের লোকদের কাছে চিহ্ন হবেন। <sup>৩১</sup> বিচারে সময় দক্ষিণ দেশের রাণী এই কালের লোকদের সঙ্গে উঠে এদেরকে দোষী করবেন, কেননা শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে

[১১:২৬] ২পি ২:২০; [১১:২৭] লুক ২৩:২৯; [১১:২৮] দে: ইব্রী ৪:১২; [১১:২৮] হিতো ৮:৩২; লুক ৬:৪৭; ৮:২১; যোহন ১৪:২১; [১১:২৯] পদ: ১৬; দে: মথি ১২:৩৮; [১১:২৯] যোনা ১:১৭; মথি ১৬:৪; [১১:৩১] ১রাজা ১০:১; ২বংশা ৯:১;

অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এটি এমন এক জীবন যা সুসজ্জিত, কিন্তু ঈশ্বরের উপস্থিতির অভাবে মন্দতা কর্তৃক পুনর্দখলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে।

**১১:২৯** এরা চিহ্নের খোঁজ করে। যিহূদীরা যীশু খ্রীষ্টের কাছে আশ্চর্য চিহ্নের অন্বেষণ করেছিল (পদ ১৬, মথি ১২:৩৮; মার্ক ৮:১১), কিন্তু যীশু তাদের অনুরোধকে ফিরিয়ে দেন, কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল অসৎ। লোকেরা তাঁর বাক্যের সত্যতা অনুধাবনের জন্য আশ্চর্য কোন কিছু দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি আশ্চর্য ক্ষমতার কাজ দ্বারা তাঁর বাক্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে অনিচ্ছুক ছিলেন। আশ্চর্য কাজ লোকদের অবাক করে, কিন্তু তিনি সেসব কাজ দেখিয়েছেন বিচারক ও পরিত্রাণকর্তারূপে তাঁর পিতার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে।

**১১:৩০** যোনা ... চিহ্নস্বরূপ হয়েছিলেন। যোনা তিন দিন বিরাট মাছের ভিতর ‘কবরস্থ’ হয়ে কাটিয়েছিলেন (মথি ১২:৪০ পদের নোট দেখুন), ঠিক একইভাবে পুনরুত্থানের আগে যীশু

তিন দিন কবরে থাকবেন।

**১১:৩১-৩২** শলোমনের চেয়েও মহান... যোনা থেকে মহান এক ব্যক্তি। যীশু খ্রীষ্ট ক্ষুদ্রতর থেকে মহত্তর দিকে যুক্তি দেখান। যদি সাবা দেশের রাণী শলোমনের প্রজ্ঞার কথা শুনে অনেক দূর দেশ থেকে এসেছিলেন এবং নীনবীর লোকেরা যোনার প্রচারে সাড়া দিয়েছিল, তাহলে যীশু খ্রীষ্টের সময়কার লোকদের আরও কত না বেশি করে তাঁর পরিচর্যা কাজে সাড়া দেয়া উচিত, যিনি শলোমন ও যোনার চেয়ে আরও অনেক বড়।

**১১:৩১** দক্ষিণ দেশের রাণী। শবা দেশের রাণী (১ রাজা ১০:১-১০ দেখুন)। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দেখায়, শবা ছিল একটি বাণিজ্য নির্ভর দেশ, যে দেশটি ৯০০-৪৫০ খ্রীষ্টপূর্বে দক্ষিণ-পশ্চিম আরবে বিস্তার লাভ করেছিল। ভারত ও পূর্ব আফ্রিকার সাথে এই দেশের সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। দেশটি আরবীয় মরুভূমি দিয়ে মরুযাত্রীদের পথ ধরে উত্তরে দামেস্ক ও গাজার দিকে বিলাসদ্রব্য রপ্তানি করতো। সম্ভবত

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

এসেছিলেন; আর দেখ, শলোমনের চেয়েও মহান এক ব্যক্তি এখানে আছেন। <sup>৩২</sup> নীনবীর লোকেরা বিচারের সময়ে এই কালের লোকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে এদেরকে দোষী করবে; কেননা তারা যোনার প্রচারের ফলে মন ফিরিয়েছিল, আর দেখ, যোনা থেকে মহান এক ব্যক্তি এখানে আছেন।

#### শরীরের আলো

<sup>৩৩</sup> প্রদীপ জ্বলে কেউ গুপ্ত কুঠরীতে কিম্বা কাঠার নিচে রাখে না, কিন্তু প্রদীপ-আসনের উপরেই রাখে, যেন যারা ভিতরে যায় তারা আলো দেখতে পায়। <sup>৩৪</sup> তোমার চোখই শরীরের প্রদীপ; তোমার চোখ যখন সরল হয়, তখন তোমার সমস্ত শরীরও আলোতে পূর্ণ হয়; কিন্তু চোখ মন্দ হলে তোমার শরীরও অন্ধকারে পূর্ণ হয়। <sup>৩৫</sup> অতএব দেখো, তোমার অন্তরে যে আলো আছে, তা অন্ধকার কি না। <sup>৩৬</sup> বাস্তবিক, তোমার সমস্ত শরীর যদি আলোতে পূর্ণ হয়, কোনও অংশ অন্ধকারময় না থাকে, তবে প্রদীপ যেমন নিজের তেজে তোমাকে আলো দান করে, তেমনি তোমার শরীর সম্পূর্ণভাবে আলোতে পূর্ণ হবে।

#### ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের তিরস্কার করা

<sup>৩৭</sup> তিনি কথা বলছেন এমন সময়ে এক জন ফরীশী তাঁকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করলো; আর তিনি ভিতরে গিয়ে ভোজনে বসলেন। <sup>৩৮</sup> ফরীশী দেখে আশ্চর্য জ্ঞান করলো যে, ভোজনের আগে তিনি স্নান করেন নি। <sup>৩৯</sup> কিন্তু প্রভু তাকে বললেন, তোমরা ফরীশীরা তো

---

[১১:৩২] যোনা ৩:৫; [১১:৩৩] দে: মথি ৫:১৫; [১১:৩৭] লুক ৭:৩৬; ১৪:১; [১১:৩৮] মার্ক ৭:৩, ৪; [১১:৩৯] দে: লুক ৭:১৩; [১১:৩৯] মথি ২৩:২৫, ২৬; মার্ক ৭:২০-২৩;

---

শলোমনের জাহাজের বহর শবা দেশের এ ব্যবসার একচ্ছত্র আধিপত্যকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছিল। সাবার রাণী শলোমনের প্রজ্ঞা ও শলোমনের উপাসনার বিষয় অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সময়কার লোকদের দোষারোপ করতে সাবার রাণীর উদাহরণ ব্যবহার করেছেন, কারণ তারা স্বীকার করে নি যে, ‘শলোমনের চেয়েও মহৎ একজন’ তাদের মাঝে রয়েছেন (মথি ১২:৪২)।

**১১:৩৩ কাঠা।** এক ধরনের পাত্র, যাতে প্রায় দশ কেজি তরল পদার্থ বহন করা যেত।

**আলো দেখতে পায়।** প্রদীপ এমন একটি আলোর উৎস, যা কেবলমাত্র যারা তার কাছে থাকবে তাদেরকে আলো দেয় (পদ ৩৬)। যীশু খ্রীষ্ট সবাইকে দেখানোর জন্য প্রকাশ্যে সুসমাচারের আলো জ্বালিয়েছেন, কিন্তু যিহূদীরা আরও নয়নাভিরাম চিহ্ন দেখতে চেয়েছিল।

**১১:৩৪ তোমার চোখই শরীরের প্রদীপ।** চোখের মাধ্যমেই শরীর আলো লাভ করে থাকে। যদি চোখে কোন সমস্যা থাকে, তাহলে তার জীবন অন্ধকারময় হয়ে যায়। ফলে তার চলাফেরায় ও কাজে বিঘ্ন ঘটে। ঠিক একইভাবে যখন একজনের আত্মিক চোখ, অর্থাৎ তার মনোভাব, চিন্তা-চেতনা, ও বাসনাগুলো ঈশ্বরের দিকে থাকে ও ঈশ্বরের বাক্য তার অন্তরে প্রবেশ করে তখন সেটি দয়া, আশীর্বাদ, সুফল ও পরিত্রাণ উৎপন্ন করে (গালা ৫:২২-২৩)। কিন্তু যদি তার আকাঙ্ক্ষা ও বাসনাগুলো ঈশ্বরমুখী না হয়, সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ ও তার সত্যের কোন প্রভাবই তার জীবনে পড়ে না।

**১১:৩৮ ভোজনের আগে তিনি স্নান করেন নি।** বিশেষ আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা রক্ষার নিয়ম, যা আইন-কানূনের আদেশ নয়— কিন্তু ফরীশীদের প্রচলিত নিয়মে যুক্ত হয়েছিল।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

পানপাত্রের ও ভোজনপাত্রের বাইরের দিকটা পরিষ্কার করে থাক, কিন্তু তোমাদের ভিতরে দৌরাভ্য ও দুষ্টতায় ভরা।<sup>৪০</sup> নির্বোধেরা, যিনি বাইরের ভাগ তৈরি করেছেন, তিনি কি ভিতরের ভাগও তৈরি করেন নি? <sup>৪১</sup> বরং ভিতরে যা যা আছে, তা দান কর, আর দেখ, তোমাদের পক্ষে সকলই শুচি।

<sup>৪২</sup> কিন্তু ফরীশীরা, ধিক্ তোমাদেরকে, কেননা তোমরা পুদিনা, তেজপাতা ও সকল প্রকার শাকের দশ ভাগের এক ভাগ দান করে থাক, আর ন্যায়বিচার ও ঈশ্বর-প্রেম উপেক্ষা করে থাক; কিন্তু এসব পালন করা এবং ঐ সমস্ত পরিত্যাগ না করা, তোমাদের উচিত ছিল। <sup>৪৩</sup> ফরীশীরা, ধিক্ তোমাদেরকে, কেননা তোমরা সমাজ-গৃহে প্রধান আসন ও হাট বাজারে লোকদের মঙ্গলবাদ পেতে ভালবাস। <sup>৪৪</sup> ধিক্ তোমাদেরকে, কারণ তোমরা এমন গুপ্ত কবরের মত, যার উপর দিয়ে লোকে না জেনে যাতায়াত করে।

<sup>৪৫</sup> তখন ধর্ম-শিক্ষকদের এক জন উত্তরে তাঁকে বললো, গুরু, এই কথা বলে আপনি আমাদেরও অপমান করছেন। <sup>৪৬</sup> তিনি বললেন, ধর্ম-শিক্ষকেরা, ধিক্ তোমাদেরকেও, কেননা তোমরা মানুষের উপরে দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দিয়ে থাক, কিন্তু নিজেরা একটি আঙ্গুল দিয়ে সেসব বোঝা স্পর্শ কর না। <sup>৪৭</sup> ধিক্ তোমাদেরকে, কেননা তোমরা ভাববাদীদের কবর গেঁথে থাক, আর তোমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁদেরকে বধ করেছিল। <sup>৪৮</sup> সুতরাং তোমরা সাক্ষী

[১১:৪০] লুক ১২:২০; ১করি ১৫:৩৬; [১১:৪১] লুক ১২:৩৩; [১১:৪১] দে: প্রেরি ১০:১৫; [১১:৪২] লুক ১৮:১২; [১১:৪২] দ্বি:বি ৬:৫; মীখা ৬:৮; [১১:৪২] মথি ২৩:২৩; [১১:৪৩] মথি ২৩:৬, ৭; লুক ১৪:৭; ২০:৪৬; [১১:৪৪] মথি ২৩:২৭; [১১:৪৫] দে: মথি ২২:৩৫; [১১:৪৬] দে: মথি ২৩:৪;

**১১:৩৯ বাইরের দিকটা পরিষ্কার করে থাক।** ফরীশীরা প্রায়ই তাদের শরীর আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে ব্যস্ত থাকতো।

**দৌরাভ্য ও দুষ্টতায়।** এসব ফরীশীরা নৈতিকভাবে পবিত্র হওয়ার চেয়ে আচারানুষ্ঠান পালনের দিকে বেশি নজর রাখে।

**১১:৪০ ভিতরের ভাগও নির্মাণ করেন নি?** মানুষের ভিতর অর্থাৎ অন্তর ও মনের পবিত্রতা বাইরের আনুষ্ঠানিক পবিত্রতার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

**১১:৪১ ভিতরে যা যা আছে।** রূপক অর্থে ৩৯ পদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

**তোমাদের পক্ষে সকলই শুচি।** অন্তর থেকে কোন কিছু দান করা হলে অন্য সব ন্যায় কাজকে স্বাভাবিকভাবেই অনুমোদন দেওয়া যায়। যদি কেউ গরীবকে দান করে, তার অন্তর আর ‘দৌরাভ্য ও দুষ্টতার’ বেড়া জালে আবদ্ধ থাকতে পারে না (পদ ৩৯)।

**১১:৪৪ গুপ্ত কবরের তুল্য।** যিহূদীরা তাদের

কবরকে সাদা বকবাকে করে থাকে, যাতে দুর্ঘটনাবশত কেউ সেগুলো স্পর্শ না করে এবং নোংরা হয়ে না পড়ে (গণনা ১৯:১৬; মথি ২৩:২৭)। ঠিক যেভাবে কবর স্পর্শ করার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে একজন ব্যক্তি অশুচি হয়, তেমনই ফরীশীদের সাথে ঘনিষ্ঠতা থাকলে যে কেউ নৈতিকভাবে অপবিত্রতায় চালিত হতে পারে।

**১১:৪৬ মানুষের উপরে দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দিয়ে থাক।** ফরীশীরা মোশির বিধি ও পূর্ণাঙ্গ আইন-কানূনের সাথে তাদের মনগড়া নিয়ম-কানুন যুক্ত করে (মথি ১৫:২) এবং অন্যদেরকে সেগুলো পালনের ব্যাপারে কোন সাহায্য করে না (মথি ২৩:৪)।

**১১:৪৭ ভাববাদীদের কবর গেঁথে থাক।** বাহ্যিকভাবে ফরীশীরা যিহূদী ভাববাদীদেরকে সম্মান প্রদর্শন করেছে বলে ধারণা করা হত, কারণ তারা ভাববাদীদের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করতো, কিন্তু ভাববাদীরা যে যীশু

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

হচ্ছ এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাজের অনুমোদন করছো; কেননা তারা তাঁদেরকে বধ করেছিল, আর তোমরা তাঁদের কবর গেঁথে থাক।<sup>৪৯</sup> এই কারণ ঈশ্বরের প্রজ্ঞাও বললেন, আমি তাদের কাছে ভাববাদী ও প্রেরিতদেরকে প্রেরণ করবো, আর তাদের মধ্য থেকে তারা কাউকে কাউকেও বধ করবে ও নির্যাতন করবে,<sup>৫০</sup> যেন জগতের পত্তনের সময় থেকে যত ভাববাদীর রক্তপাত হয়েছে, তার প্রতিশোধ এই কালের লোকদের কাছ থেকে নেওয়া যায়—<sup>৫১</sup> হেবলের রক্ত থেকে সেই সখরিয়ের রক্ত পর্যন্ত যিনি বেদি ও মন্দিরের মধ্যস্থানে নিহত হয়েছিলেন— হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে বলছি, এই কালের লোকদের কাছ থেকে তার প্রতিশোধ নেওয়া যাবে।<sup>৫২</sup> ধর্ম-শিক্ষকেরা, ধিক্ তোমাদেরকে, কেননা তোমরা জ্ঞানের চাবি হরণ করে নিয়েছ; নিজেরা প্রবেশ করলে না এবং যারা প্রবেশ করছিল, তাদেরকেও বাধা দিলে।

<sup>৫৩</sup> তিনি সেই স্থান থেকে বের হয়ে আসলে ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা তাঁকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করতে ও নানা বিষয়ে কথা বলাবার জন্য উত্তেজিত করতে লাগল, <sup>৫৪</sup> তাঁর মুখের কথায় তাঁকে ফাঁদে ফেলবার জন্য অপেক্ষা করে রইলো।

[১১:৪৮] মথি ২৩:২৯-৩২; প্রেরি ৭:৫১-৫৩; [১১:৪৯] ১করি ১:২৪, ৩০; কল ২:৩; [১১:৪৯] মথি ২৩:৩৪; [১১:৫১] আদি ৪:৮; [১১:৫১] ২বংশা ২৪:২০, ২১; [১১:৫১] মথি ২৩:৩৫, ৩৬; [১১:৫২] মথি ২৩:১৩; [১১:৫৪] দে: মথি ১২:১০।

খ্রীষ্টের আগমনের কথা বলেছেন, তা তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল; আর এই কাজের মধ্য দিয়ে তারা ভাববাদীদেরকে অসম্মান করেছিল। তারা ভাববাদীদের শিক্ষার বিপরীতে চলছিল, ঠিক যেরূপ তাদের পূর্বপুরুষরাও করতো।

**১১:৫১ হেবলের রক্ত ... সখরিয়ের রক্ত।** মথি ২৩:৩৫ পদের নোট দেখুন।

**১১:৫২ জ্ঞানের চাবি।** আইন-কানুন সম্পর্কিত বিষয়ে লোকদের অন্তর যাদের উন্মুক্ত করা উচিত, তারাই ধর্মতত্ত্বের ভুল ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা দানের ভুল পদ্ধতি দ্বারা লোকদের উপলব্ধিকে

অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে। তারা নিজেদেরকে ও লোকদেরকে পরিভ্রাণের পথ সম্পর্কে অজ্ঞতায় রাখে। মথির বর্ণনা অনুসারে তারা ‘মানুষের সম্মুখে স্বর্গ-রাজ্য রুদ্ধ করে থাকে’ (মথি ২৩:১৩)।

**১১:৫৪ তাঁকে ফাঁদে ফেলবার জন্য।** লূকের সম্পূর্ণ সুসমাচারে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, যিহূদী ধর্মীয় নেতারা সব সময়ই যীশু খ্রীষ্টকে ফাঁদে ফেলে তাদের পথ থেকে সরাতে চেয়েছে (৬:১১; ১৯:৪৭-৪৮; ২০:১৯-২০; ২২:২)।

### লুক ১১ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এরপর প্রভু যীশু কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়, তা তুলে ধরেন। দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা দেন। আমরা যেমন আমাদের সন্তানদের ভাল জিনিস দিই তেমনি এটি কতই না নিশ্চিত যে, স্বর্গস্থ পিতা তাকেই পবিত্র আত্মা দেবেন, যিনি সেটি তাঁর কাছে চাইবেন (১১:১-১৩)। কথা বলতে সক্ষম নয় এমন এক জন লোকের মধ্য থেকে প্রভু যীশু মন্দ আত্মা ছাড়ান। প্রসংগত প্রভু যীশু বেলসবুলের ক্ষমতার বিষয়েও শিক্ষা দেন। তিনি বলেন

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

যে, তিনি যদি ঈশ্বরের শক্তিতে মন্দ আত্মা ছাড়ান তবে তো ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে (১১:১৪-১৬)। লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে বলে তিনি বলেন, যোনার চিহ্ন ছাড়া তাদের আর কোন চিহ্ন দেখাবেন না। তিনি দক্ষিণ দেশের রাণী, রাজা শলোমন ও যোনার দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন (২৯-৩৬)। এরপর এক জন ফরীশী প্রভু যীশুকে তার সাথে খাবার খাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। সেখানে উপস্থিত অন্যান্য ফরীশীদের মনোভাবের জন্য তিনি নানা ভাবে তাদের ভৎসনা করেন (১১:৩৭-৫৪)।

### লুক ১১ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. প্রার্থনা সম্পর্কে কি কি সত্য যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন? (১-১৩ পদ)
২. যীশু কোন দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রার্থনায় গভীর আন্তরিকতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিলেন? (৫-১০ পদ)
৩. তিনি কিভাবে প্রার্থনায় ঈশ্বরের উত্তরের উপর নির্ভর করতে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উৎসাহিত করেছিলেন? (১১-১৩ পদ)
৪. যীশু কাদের তাঁর মায়ের চেয়েও ধন্য বলেছেন? (২৮ পদ)
৫. কেন সেই কালের লোকেরা খারাপ ছিলেন? (২৯ পদ)
৬. কেন নীনবী শহরের লোকেরা সেই কালের লোকদের দোষ ধরিয়ে দেবেন? (৩২ পদ)
৭. যীশু ফরীশীদের বিরুদ্ধে কিভাবে ধিক্কার দিয়েছিলেন? (৩৭-৪৪ পদ)
৮. ধর্ম-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তিনি কি বলেছিলেন? (৪৫-৫৪ পদ)
৯. কিভাবে যাকোব একটি জিহ্বার মহাশক্তির বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন? (যাকোব ৩:৫,৬ পদ)
১০. জিহ্বা দমনে রাখার প্রভাব কি? (যাকোব ৩:২ পদ)
১১. একজন লোকের জিহ্বার বিষয়ে গীত রচক কি পরামর্শ দিয়েছিলেন? (গীতসংহিতা ৩৪:১৩ পদ)

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

### কপটতা ও লোভের বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের উপদেশ

**১২**<sup>১</sup> ইতোমধ্যে যখন হাজার হাজার লোক সমাগত হয়ে এক জন অন্যের উপর পড়তে লাগল, তখন তিনি প্রথমে তাঁর শিষ্যদেরকে বলতে লাগলেন, তোমরা ফরীশীদের খামি থেকে সাবধান থাক, তা কপটতা।<sup>২</sup> কিন্তু এমন ঢাকা কিছুই নেই, যা প্রকাশ পাবে না এবং এমন গুপ্ত কিছুই নেই, যা জানা যাবে না।<sup>৩</sup> অতএব তোমরা অন্ধকারে যা কিছু বলেছ, তা আলোতে শোনা যাবে; এবং অন্তরাগারে কানে কানে যা বলেছ, তা ছাদের উপর থেকে প্রচার করা হবে।

### তাঁকেই ভয় কর

<sup>৪</sup> হে আমার বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে বলছি, যারা শরীর ধ্বংস করার পর আর কিছু করতে পারে না, তাদেরকে ভয় করো না।<sup>৫</sup> তবে কাকে ভয় করবে, তা বলে দেই; হত্যা করার পর নরকে নিক্ষেপ করতে যার ক্ষমতা আছে, তাকেই ভয় কর; হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে বলছি, তাকেই ভয় কর।<sup>৬</sup> পাঁচটি চড়াই পাখি কি দুই পয়সায় বিক্রি হয় না? আর তাদের মধ্যে একটিও ঈশ্বরের দৃষ্টিগোচরে গুপ্ত নয়।<sup>৭</sup> এমন কি, তোমাদের মাথার চুলগুলোও সমস্ত গণনা করা আছে। ভয় করো না, তোমরা অনেক চড়াই পাখি থেকে শ্রেষ্ঠ।

[১২:১] মথি ১৬:৬, ১১, ১২; [১২:২] দে: মার্ক ৪:২২; [১২:৪] যোহন ১৫:১৪, ১৫; [১২:৫] ইব্রী ১০:৩১; [১২:৭] দে: মথি ১০:৩০; [১২:৭] মথি ১২:১২;

**১২:১** ফরীশীদের খামি। মার্ক ৮:১৫ পদের নোট দেখুন।

**কপটতা।** কপটতা হচ্ছে আপনি নিজে যা নন সেই রকম অভিনয় করা। বাইরে ধার্মিক কিন্তু বাস্তবে পাপ, অনৈতিকতা, লোভ অভিলাষ ও অন্যান্য অধার্মিকতার মধ্যে থাকা। যীশু খ্রীষ্ট ফরীশীদের ধিক্কার দিয়েছিলেন, এবং প্রেরিতদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যেন তাঁদের জীবন ও পরিচার্যার মধ্যে এই ধরনের পাপ দেখা না যায়।

**১২:২** এমন ঢাকা কিছুই নেই, যা প্রকাশ পাবে না। আলোচ্য প্রেক্ষাপটে এর অর্থ হচ্ছে, ভগ্নমি করে লুকিয়ে রাখা কোন কিছুই অজানা থাকবে না।

**১২:৩** বন্ধ ঘর। বিশেষ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত কক্ষ, যা মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কিংবা ভয়ঙ্কর কেন অপরাধীকে বন্দী করে রাখার জন্য ব্যবহৃত হত।

**১২:৪** আর কিছু করতে পারে না। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে অত্যাচারের সময় বিশ্বাসে স্থির থাকার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে (মথি ১০:২৮)।

**১২:৫** নরকে নিক্ষেপ করতে যার ক্ষমতা আছে। কেবল ঈশ্বরের এই শক্তি রয়েছে। ‘নরক’-এর গ্রীক প্রতিশব্দ হচ্ছে ‘গেহান্না’ (মথি ৫:২২ পদের নোট দেখুন); তবে এটি ‘হেডিস’ নয়, যেটি মৃতদের আত্মার একটি সাধারণ আবাসস্থল।

**তাকেই ভয় কর।** যীশু খ্রীষ্ট তাঁর প্রেরিতদের বলেন যে, তাঁদের অবশ্যই ঈশ্বরের উপস্থিতিতে এবং পাপের বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধের সামনে দাঁড়াতে হবে (যিশাইয় ৬:১-৫ পদ তুলনা করুন।) সেজন্য ঈশ্বরের কর্তৃত্বের প্রতি সম্মান দেখাতে, তাঁর মহিমায় আনন্দিত হতে এবং তাঁর উপরে নির্ভর করতে হবে। পদ ৬-৭ আমাদের নির্ভরতার ভিত্তির কথা বলে।

**১২:৬** পাঁচটি চড়াই পাখি কি দুই পয়সায় বিক্রি হয় না? ঈশ্বর ক্ষুদ্র পাখিদের বিষয়েও খেয়াল রাখেন, যা সস্তায় খাবারের জন্য বিক্রি হয়। রোমীয় সাম্রাজ্যে প্রচলিত তিনটি মুদ্রা হচ্ছে *দিনার* (মথি ১৮:২৮), *এ্যাসারিওন* (মথি ১০:২৯) এবং *কেদ্রোন্তে* (মথি ৫:২৬)। এখানে যে মুদ্রা বা পয়সার কথা বলা হয়েছে তা হল

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

<sup>৮</sup> আর আমি তোমাদেরকে বলছি, যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, মানুষপুত্রও ঈশ্বরের দূতদের সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করবেন; <sup>৯</sup> কিন্তু যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, ঈশ্বরের দূতদের সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করা হবে। <sup>১০</sup> আর যে কেউ মানুষপুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে, সে ক্ষমা পাবে; কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে ক্ষমা পাবে না। <sup>১১</sup> আর লোকে যখন তোমাদেরকে সমাজ-গৃহে এবং শাসন-কর্তাদের ও কর্তৃপক্ষদের সম্মুখে নিয়ে যাবে, তখন কিভাবে কি উত্তর দেবে, অথবা কি বলবে, সেই বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না; <sup>১২</sup> কেননা কি কি বলা উচিত, তা পবিত্র আত্মা সেই সময়ে তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন।

### মূর্খ ও ধনবানের লোকের দৃষ্টান্ত

<sup>১৩</sup> পরে লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, গুরু, আমার ভাইকে বলুন, যেন পৈতৃক ধন আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়। <sup>১৪</sup> কিন্তু তিনি তাকে বললেন, বন্ধু, তোমাদের উপরে বিচারকর্তা বা বিভাগকর্তা করে আমাকে কে নিযুক্ত করেছে? <sup>১৫</sup> পরে তিনি তাদেরকে বললেন, সাবধান, সমস্ত রকম লোভ থেকে নিজদেরকে রক্ষা করো, কেননা উপচে পড়লেও মানুষের সম্পত্তিতে তার জীবন হয় না। <sup>১৬</sup> আর তিনি তাদেরকে এই দৃষ্টান্তটি বললেন, এক জন ধনবানের ভূমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়েছিল। <sup>১৭</sup> তাতে সে মনে মনে বিবেচনা করতে লাগল, কি করি? <sup>১৮</sup> আমার শস্য রাখার স্থান নেই। পরে বললো, এরকম করবো, আমার গোলাঘর-গুলো ভেঙ্গে বড় বড় গোলাঘর তৈরি করবো এবং তার মধ্যে আমার সমস্ত শস্য ও আমার দ্রব্য রাখবো। <sup>১৯</sup> আর আপন প্রাণকে বলবো, প্রাণ, বহু বছরের জন্য তোমার জন্য অনেক দ্রব্য সঞ্চিত আছে; বিশ্রাম কর, ভোজন পান কর, আমোদ প্রমোদ কর। <sup>২০</sup> কিন্তু ঈশ্বর তাকে বললেন, হে নির্বোধ, আজ রাতেই তোমার প্রাণ তোমার কাছ থেকে দাবি করে নেওয়া যাবে, তবে তুমি এই যে আয়োজন করলে, এসব কার হবে? <sup>২১</sup> যে কেউ নিজের জন্য ধন সঞ্চয় করে কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশে ধনবান নয়, সে এই রকম।

[১২:৮] লুক ১৫:১০; [১২:৯] মার্ক ৮:৩৮; ১তীম ২:১২; [১২:১০] দে: মথি ৮:২০; [১২:১০] মথি ১২:৩১, ৩২; দে: ১যোহন ৫:১৬; [১২:১১] মথি ১০:১৭, ১৯; লুক ২১:১২, ১৪; [১২:১২] যাত্রা ৪:১২; মথি ১০:২০; মার্ক ১৩:১১; লুক ২১:১৫; [১২:১৫] ইয়োব ২০:২০; ৩১:২৪; গীত ৬২:১০; [১২:২০] যির ১৭:১১; লুক ১১:৪০; [১২:২০] ইয়োব ২৭:৮; [১২:২০] গীত ৩৯:৬; ৪৯:১০; [১২:২১] পদ: ৩৩;

এয়াসারিওন, যা দিয়ে পাঁচটি পাখি কেনা যেত।

**১২:৮ আমাকে স্বীকার করে।** যখন একজন ব্যক্তি স্বীকার করে যে, যীশু-ই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র (মথি ১৬:১৬; ১ যোহন ২:২২), তখন যীশুও স্বীকার করবেন যে, সেই ব্যক্তিটি তাঁর অনুগত অনুসারী (মথি ৭:২১)।

**১২:১৩ পৈতৃক ধন আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়।** দ্বি.বি. ২১:১৭ পদে উল্লিখিত আইন অনুসারে পিতার সম্পত্তি থেকে জ্যেষ্ঠ পুত্র কনিষ্ঠের চেয়ে দ্বিগুণ অংশ পাবে। এ ধরনের

বিষয়ের বিরোধ স্বাভাবিকভাবে রব্বিদের দ্বারা নিষ্পত্তি করা হত। যীশু খ্রীষ্টের প্রতি এই ব্যক্তির অনুরোধ ছিল স্বার্থপর ও জাগতিক ভাবপূর্ণ। এমন কোন নির্দেশনা নেই যে, যীশু যা বলছিলেন তা লোকটি গুরুত্ব দিয়ে শুনছিল (পদ ১-১১ তুলনা করুন)। যীশু খ্রীষ্ট এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে লোভের পরিণতি সম্পর্কে উত্তর দিয়েছেন।

**১২:২০ নির্বোধ।** বোকা, মূর্খ (১১:৪০; ইফি ৫:১৭)।



## লুক লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

### ভয় পেও না

২২ পরে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন, এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলছি, ‘কি ভোজন করবো’ বলে প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা ‘কি পরবো’ বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না। ২৩ কেননা খাদ্য থেকে প্রাণ ও কাপড় থেকে শরীর বড় বিষয়। ২৪ কাকগুলোর বিষয় চিন্তা কর; তারা বুনেও না কাটেও না; তাদের ভাঙারও নেই, গোলাঘরও নেই; আর ঈশ্বর তাদেরকে আহাৰ দিয়ে থাকেন; ২৫ পাখিগুলোর চেয়ে তোমরা কত বেশি শ্রেষ্ঠ! আর তোমাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে কে নিজের বয়স এক ঘণ্টা মাত্র বৃদ্ধি করতে পারে? ২৬ অতএব তোমরা অতি ছোট কাজও যদি করতে না পার, তবে অন্য অন্য বিষয়ে কেন চিন্তা কর? ২৭ ক্ষেতের ফুলের বিষয় বিবেচনা কর, সেগুলো কেমন বাড়ে; সেসব কোন শ্রম করে না, সুতাও কাটে না, তবুও আমি তোমাদেরকে বলছি, শলোমন তাঁর সমস্ত জাঁকজমকের মধ্যে থেকেও এর একটির মত সুসজ্জিত ছিলেন না। ২৮ ভাল, ক্ষেতের যে ঘাস আজ আছে ও আগামীকাল চুলায় ফেলে দেওয়া যাবে, তা যদি ঈশ্বর এভাবে সাজিয়ে থাকেন, তবে হে অল্পবিশ্বাসীরা, তোমাদেরকে কত বেশি নিশ্চয় সাজাবেন! ২৯ আর, কি ভোজন করবে, কি পান করবে, এই বিষয়ে তোমরা সচেতন হয়ো না এবং উদ্ভিগ্ন হয়ো না; ৩০ কেননা জগতের জাতিরা এসব বিষয়ে সচেতন; কিন্তু তোমাদের পিতা জানেন যে, এসব দ্রব্য তোমাদের প্রয়োজন আছে। ৩১ তোমরা বরং তাঁর রাজ্যের বিষয়ে সচেতন হও, তা হলে এই সকলও তোমাদেরকে দেওয়া যাবে।

৩২ হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করো না, কেননা তোমাদেরকে সেই রাজ্য দিতে তোমাদের পিতার হিতসংকল্প হয়েছে। ৩৩ তোমাদের যা আছে, বিক্রি করে দান কর। নিজেদের জন্য এমন থলি প্রস্তুত কর, যা পুরানো হয় না; স্বর্গে অক্ষয় ধন সঞ্চয় কর, যেখানে চোর কাছে আসে না, কীটেও ক্ষয় করে না; ৩৪ কেননা যেখানে তোমাদের ধন, সেখানে তোমাদের মনও থাকবে।

### যে দাস মনিবের অপেক্ষায় জেগে থাকে

৩৫ তোমাদের কোমর বেঁধে রাখ ও প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখ; ৩৬ এবং তোমরা এমন লোকদের মত হও, যারা তাদের মনিবের অপেক্ষায় থাকে যে, তিনি বিয়ে ভোজ থেকে কখন ফিরে আসবেন, যেন তিনি এসে দ্বারে আঘাত করলে তারা তখনই তাঁর জন্য দরজা

[১২:২৪] ইয়োব ৩৮:৪১; গীত ১৪৭:৯; [১২:২৭] ১রাজা ১০:৪-৭; [১২:২৮] দে: মথি ৬:৩০; [১২:৩০] দে: লুক ৬:৩৬; [১২:৩০] মথি ৬:৮; [১২:৩১] দে: মথি ৩:২; [১২:৩১] মথি ১৯:২৯; [১২:৩২] দে: মথি ১৪:২৭; [১২:৩২] দে: মথি ২৫:৩৪; [১২:৩৩] দে: প্রেরি ২:৪৫; [১২:৩৩] দে: মথি ৬:২০; [১২:৩৩] দে: যাকোব ৫:২; [১২:৩৪] মথি ৬:২১;

১২:৩১ তাঁর রাজ্যের বিষয়ে সচেতন হও। যেহেতু পদ ৩২ আমাদেরকে দেখায় যে, খ্রীষ্ট খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রতি কথা বলছিলেন, যারা ইতোমধ্যেই স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশের নিশ্চয়তা পেয়েছেন, সে কারণে এই আদেশ সম্ভবত এই কথা বোঝায় যে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জাগতিক জিনিসের চেয়ে বরং স্বর্গ-রাজ্যের আত্মিক

আশীর্বাদের অন্বেষণ করা উচিত (মথি ৬:৩৩)। ১২:৩৩ দান কর। ধনীদের জাগতিক ঝুঁকি এবং দান করার প্রয়োজনীয়তা লুক লিখিত সুসমাচারে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে (৩:১১; ৬:৩০; ১১:৪১; ১৪:১৩-১৪; ১৬:৯; ১৮:২২; ১৯:৮)।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

খুলে দিতে পারে। <sup>৩৭</sup> ধন্য সেই দাসেরা, যাদেরকে প্রভু এসে জেগে থাকতে দেখবেন। আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, তিনি কোমর বেঁধে তাদেরকে ভোজনে বসাবেন এবং কাছে এসে তাদের পরিচর্যা করবেন। <sup>৩৮</sup> যদি দ্বিতীয় প্রহরে কিম্বা যদি তৃতীয় প্রহরে এসে তিনি জেগে থাকতে দেখেন, তবে তারা ধন্য। <sup>৩৯</sup> কিন্তু এই কথা জেনো, চোর কোন সময়ে আসবে, তা যদি গৃহকর্তা জানতো, তবে জেগে থাকতো, নিজের বাড়িতে সিঁধ কাটতে দিত না। <sup>৪০</sup> তোমরাও প্রস্তুত থাক; কেননা যে সময়ে মনে করবে না, সেই সময়েই মনুষ্যপুত্র আসবেন।

### বিশ্বস্ত ও অবিশ্বস্ত দাস

<sup>৪১</sup> তখন পিতর বললেন, প্রভু আপনি কি আমাদেরকে, না সকলকেই এই দৃষ্টান্ত বলছেন? <sup>৪২</sup> প্রভু বললেন, সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান কর্মচারী কে, যাকে তার প্রভু নিজের পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করবেন, যেন সে তাদেরকে উপযুক্ত সময়ে খাদ্যের নির্ধারিত অংশ দেয়? <sup>৪৩</sup> ধন্য সেই দাস, যাকে তার প্রভু এসে সেরকম করতে দেখবেন। <sup>৪৪</sup> আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, তিনি তাকে তার সমস্ত কিছুর নেতা করে নিযুক্ত করবেন। <sup>৪৫</sup> কিন্তু সেই দাস যদি মনে মনে বলে, আমার মনিবের আসার বিলম্ব আছে এবং সে দাস-দাসীদের প্রহার করতে, ভোজন পান করতে ও মাতাল হতে আরম্ভ করে, <sup>৪৬</sup> তবে যেদিন সে অপেক্ষা না করবে ও যে সময়ের কথা সে না জানবে, সেদিন সেই সময়ে সেই দাসের প্রভু আসবেন এবং তাকে দ্বিখণ্ড করে অবিশ্বস্তদের মধ্যে তার স্থান নির্ধারণ করবেন। <sup>৪৭</sup> আর

[১২:৩৭] মথি ২৪:৪২, ৪৬; ২৫:১৩; [১২:৩৭] দে: মথি ২০:২৮; [১২:৩৯] মথি ৬:১৯; ১থি ৫:২; ২পি ৩:১০; প্রকা ৩:৩; ১৬:১৫; [১২:৪০] মার্ক ১৩:৩৩; লুক ২১:৩৬; [১২:৪২] দে: লুক ৭:১৩; [১২:৪৬] পদ: ৪০; [১২:৪৭] দ্বি:বি ২৫:২;

**১২:৩৭ কোমর বেঁধে ... পরিচর্যা করবেন।** প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এখানে স্বাভাবিক নিয়মকে উল্লেখ দিয়েছেন এবং দাসদের সেবা করছেন (লুক ২২:২৭; মার্ক ১০:৪৫; যোহন ১৩:৪-৫, ১২-১৬)।

**১২:৩৮ দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় প্রহরে।** রোমীয়রা রাতকে চারটি প্রহরে ভাগ করতো (মার্ক ১৩:৩৫) এবং যিহূদীরা তিনটি প্রহরে ভাগ করতো (বিচার ৭:১৯; মথি ১৪:২৫)। এখানে সম্ভবত যিহূদী মান অনুসারে রাতের শেষ দু'টি প্রহরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভোজটি প্রথম প্রহরে শুরু হয়েছিল।

**১২:৪০ যে সময়ে মনে করবে না।** যীশু খ্রীষ্টের আগমন সুনিশ্চিত, কিন্তু সময় জানা নেই (মথি ২৪:৩৬)।

**১২:৪১ আমাদেরকে, না সকলকেই এই দৃষ্টান্ত বলছেন?** যীশু খ্রীষ্ট দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে

লোকদের শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু প্রেরিতদের সাথে তিনি সরাসরি ব্যাখ্যা সহকারে কথা বলেছেন। তবে তিনি কেবলমাত্র প্রেরিতদেরকে জেগে থাকার জন্য সতর্ক করে দেন নি, বরং সকল মানুষের জন্যই বলেছেন (মার্ক ১৩:৩৭)। পরবর্তী পদসমূহে তিনি পরিপূর্ণভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার উপরে জোর দিয়েছেন।

**১২:৪২ বুদ্ধিমান কর্মচারী।** অনেক সময় মালিকের প্রিয় নির্দিষ্ট কোন কর্মচারীকে সমস্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত করে রেখে যাওয়া হত (পদ ৪৩; ১৬:১)।

**১২:৪৬-৪৮ দ্বিখণ্ড করে ... অনেক প্রহরে প্রহৃত হবে ... অল্প প্রহরে প্রহৃত হবে।** শান্তির তিনটি স্তর; প্রত্যেক মানুষ তার জীবনে যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ ভোগ করবে সেই অনুপাতে তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে, যদি সে খ্রীষ্টের সুসমাচারের আহ্বানে

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

সেই দাস, যে নিজের মনিবের ইচ্ছা জেনেও প্রস্তুত হয় নি ও তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে নি, সে অনেক প্রহারে প্রহৃত হবে।<sup>৪৮</sup> কিন্তু যে না জেনে প্রহারের যোগ্য কাজ করেছে, সে অল্প প্রহারে প্রহৃত হবে। আর যে কোন ব্যক্তিকে বেশি দেওয়া হয়েছে, তার কাছে বেশি দাবি করা হবে এবং লোকে যার কাছে বেশি রেখেছে, তার কাছে বেশি চাইবে।

<sup>৪৯</sup> আমি পৃথিবীতে আগুন জ্বালাতে এসেছি; আর এখন যদি তা প্রজ্জ্বলিত হয়ে থাকে, তবে আর চাই কি? <sup>৫০</sup> কিন্তু আমাকে একটি বাগ্গিস্ম গ্রহণ করতে হবে, আর তা যতদিন সিদ্ধ না হয়, ততদিন আমি কত না চাপের মধ্যে আছি! <sup>৫১</sup> তোমরা কি মনে করছো, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি? তোমাদেরকে বলছি, তা নয়, বরং বিভেদ। <sup>৫২</sup> কারণ এখন থেকে এক বাড়িতে পাঁচ জন ভিন্ন হবে, তিন জন দু'জনের বিপক্ষে, <sup>৫৩</sup> ও দু'জন তিন জনের বিপক্ষে; পিতা পুত্রের বিপক্ষে এবং পুত্র পিতার বিপক্ষে; মা কন্যার বিপক্ষে এবং কন্যা মায়ের বিপক্ষে; শাশুড়ি বধূর বিপক্ষে এবং বধূ শাশুড়ির বিপক্ষে পৃথক হবে।

### সময়কে চিনে নেওয়া

<sup>৫৪</sup> আর তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা যখন পশ্চিমে মেঘ উঠতে দেখ, তখন অমনি বলে থাক, বৃষ্টি আসছে; আর তা-ই ঘটে। <sup>৫৫</sup> আর যখন দক্ষিণা বাতাস বইতে দেখ, তখন বলে থাক, বেশ রোদ হবে এবং তা-ই ঘটে। <sup>৫৬</sup> ভগুরা তোমরা পৃথিবীর ও আকাশের ভাব বুঝতে পার, কিন্তু এই সময় বুঝতে পার না, এটা কেমন?

### বিপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা

<sup>৫৭</sup> আর ন্যায়্য কি, তা তোমরা কেন বিচার কর না? <sup>৫৮</sup> ফলত যখন বিপক্ষের সঙ্গে

[১২:৪৮] লেবী ৫:১৭; গণনা ১৫:২৭-৩০; [১২:৫০] মার্ক ১০:৩৮; [১২:৫০] দে: যোহন ১৯:৩০; [১২:৫৩] মীখা ৭:৬; মথি ১০:২১; [১২:৫৪] মথি ১৬:২; [১২:৫৬] মথি ১৬:৩; [১২:৫৮] মথি ৫:২৫;

সাদা না দেয় (রোমীয় ২:১২-১৬)।

**১২:৪৯ আগুন।** নতুন নিয়মে বিভিন্নভাবে রূপকভাবে আগুনের উল্লেখ করা হয়েছে (৩:১৬ পদের নোট দেখুন)। এখানে এটি বিচারের সাথে (পদ ৪৯) এবং বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট (পদ ৫১)। বিচার দু'দলের উপর পতিত হয়, যারা ধার্মিকতা থেকে পৃথক।

**১২:৫০ বাগ্গিস্ম।** পুরাতন নিয়মে জলে নিমজ্জিত হওয়া দুর্দশা ও যাতনার প্রতীক (গীত ৬৯:১-৩ পদের সাথে তুলনা করুন); যে যাতনা যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশে বহন করতে হয়েছে (মার্ক ১০:৩৮ পদের নোট দেখুন)।

**তা যতদিন সম্পন্ন না হয়।** ক্রুশ থেকে যীশু খ্রীষ্টের বাণীগুলো এই সমস্ত কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করে (যোহন ১৯:২৮, ৩০)।

**১২:৫৪-৫৬ যখন পশ্চিমে মেঘ উঠতে দেখ ...।** পশ্চিম দিক থেকে আসা বাতাসের উৎস ছিল

ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণ দিক থেকে আসা বাতাসের উৎস ছিল মরুভূমি। যদিও লোকেরা এ ধরনের চিহ্ন দেখে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলতে পারতো, তথাপি তারা তাদের আত্মিক সঙ্কট, খ্রীষ্টের আগমন, তাঁর মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী, রোমের সাথে আসন্ন বিরোধ এবং অনন্তকালীন পরিণতির বিষয়ে কিছুই বুঝতে পারেনি, যা তাদের নিজেদের জীবনের অবশ্যাব্যীভাবে ঘটবে।

**১২:৫৭ তোমরা কেন বিচার কর না?** ফরীশীদের জোরাজুরি, রোমীয় আইন এবং এমনকি পরিবারের চাপ সত্ত্বেও একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিঃশর্তে ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে হবে। সময়ের চিহ্ন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের আহ্বান জানায়— যিহূদী জাতির উপর বিচার নেমে আসার পূর্বে।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

শাসনকর্তার কাছে যাবে, পথের মধ্যে তা থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করো; পাছে সে তোমাকে বিচারকর্তার সম্মুখে টেনে নিয়ে যায়, আর বিচারকর্তা তোমাকে পদাতিকের হাতে তুলে দেয় এবং পদাতিক তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। <sup>৫৯</sup> আমি তোমাকে বলছি, যতদিন শেষ পয়সাটা পর্যন্ত পরিশোধ না করবে, ততদিন তুমি কোন মতে সেখান থেকে বাইরে আসতে পাবে না।

[১২:৫৯] মথি ৫:২৬; মার্ক ১২:৪২।

১২:৫৮ মুক্তি পেতে চেষ্টা করো। খুব বেশি হয়েছে।  
দেৱী হওয়ার আগেই হিসাব নিষ্পত্তি করতে বলা

#### লুক ১২ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেন। তিনি তাদের উৎসাহ দেন এই বলে যে, দেহ ছাড়া অন্য কোন কিছু ধ্বংস করার যাদের কোন ক্ষমতা নেই, তাদেরকে ভয় করার কোন কারণ নেই। তিনি তাদের মূল্য কতখানি সেই বিষয়েও শিক্ষা দেন। যারা প্রভুকে স্বীকার করবেন তাদের পুরস্কারের কথাও বলেন। নির্যাতন আসলে ও কিভাবে পবিত্র আত্মা তাদের সাহায্য করবেন সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন (১২:১-১২)। এর পর তিনি একটি অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে একজন মূর্থ ধনী লোকের দৃষ্টান্ত দিয়ে ঈশ্বরের চোখে প্রকৃত ধনী কে সেই বিষয়ে শিক্ষা দেন (১২:১৩-৫৯)। এরপর তিনি জীবনের প্রয়োজনের বিষয়ে কথা বলেন যে, ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়টিকে জীবনে প্রথমে স্থান দিতে হবে এবং তার পরে আসবে মৌলিক চাহিদার বিষয়টি (১২:২২-৩৪)। তিনি শিষ্যদের কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বলে সব সময় প্রস্তুত থাকার কথা বলেন। তাই তিনি শিষ্যদেরকে দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে বিশ্বস্ত থাকার পুরস্কার ও অবিশ্বস্তদের শাস্তির বিষয়ে কথা বলেন। এছাড়া, তিনি সময় বা কাল চিনে নেবার শিক্ষাও দেন (৩৫-৫৯)।

#### লুক ১২ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যীশু তাঁর বন্ধুদেরকে কাকে ভয় করতে বললেন? (৪-৫ পদ)
২. যীশু তাঁর বন্ধুদেরকে চড়াই পাখির উল্লেখ দিয়ে কিভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন? (৬-৭ পদ)
৩. একজন ব্যক্তির জীবনে কোন বিষয়টি সবচেয়ে দরকারী বিষয় নয়? (১৩-১৫ পদ)
৪. ধনী লোকের গল্পটির দ্বারা তা সম্পর্কিত করুন। (১৬-২১ পদ)
৫. উদ্ভিন্নতার বিষয়ে খ্রীষ্টের পরামর্শ কি ছিল? (২২-২৯ পদ)
৬. মানুষের কিসের খোঁজ করা উচিত এবং কেন? (৩০-৩৪ পদ)

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

৭. প্রস্তুত থাকবার বিষয়ে যীশু কি বলেছিলেন? (৩৫-৪০ পদ)
৮. এই বিষয়টি অবিশ্বস্ত দাসের গল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত করুন। (৪১-৪৮ পদ)
৯. যীশু এই পৃথিবীতে কি দিতে এসেছেন? (৪৯-৫৩ পদ)
১০. সময়ের অর্থ বিচার করে দেখার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে যীশু কিরকম শিক্ষা দিয়েছিলেন? (৫৪-৫৯ পদ)
১১. প্রকৃত প্রয়োজনের জন্য কাদের ভক্তিপূর্ণ ভয় থাকা প্রয়োজন? (গীত ৩৪:৯ পদ)
১২. ঈশ্বরের অটল ভালবাসা কতটুকু মহান? (গীত ১০৩:১১ পদ)

### মন ফিরানো আবশ্যিক

**১৩**<sup>১</sup> সেই সময়ে উপস্থিত কয়েক জন তাঁকে সেই গালিলীয়দের বিষয়ে সংবাদ দিল, যাদের রক্ত পীলাত তাদের উৎসর্গের পশুর রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন।<sup>২</sup> উত্তরে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি মনে করছো, সেই গালিলীয়দের এরকম দুর্গতি হয়েছে বলে তারা অন্য সকল গালিলীয় লোকের চেয়ে বেশি পাপী ছিল? <sup>৩</sup> আমি তোমাদেরকে বলছি, তা নয়; বরং যদি মন না ফিরাও, তোমরা সকলেই তেমনি বিনষ্ট হবে।<sup>৪</sup> অথবা সেই আঠারো জন, যাদের উপরে শীলোহে অবস্থিত উচ্চগৃহ পড়ে গিয়ে মারা পড়েছিল, তোমরা কি তাদের বিষয়ে মনে করছো যে, তারা যিরুশালেম-নিবাসী অন্য সকল লোকের চেয়ে বেশি অপরাধী ছিল? <sup>৫</sup> আমি তোমাদেরকে বলছি, তা নয়; বরং যদি মন না ফিরাও, তোমরা সকলেই তেমনি বিনষ্ট হবে।

### ফলহীন ডুমুর গাছের দৃষ্টান্ত

<sup>৬</sup> আর তিনি এই দৃষ্টান্তটি বললেন, কোন ব্যক্তির আগুর-ক্ষেতে তাঁর একটা ডুমুর গাছ

[১৩:১] দে: মথি ২৭:২; [১৩:২] যোহন ৯:২, ৩; [১৩:৪] যোহন ৯:৭, ১১; [১৩:৫] মথি ৩:২; প্রেরি ২:৩৮; [১৩:৬] যিশা ৫:২; যির ৮:১৩; মথি ২১:১৯;

**১৩:১** গালিলীয়দের। ঘটনাটি অন্য কোন সুসমাচারে পাওয়া যায় না। মন্দিরে উৎসর্গ করায় রত যিহূদীদের হত্যা করায় পীলাত প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হয়েছিলেন; এই গালিলীয়েরা এক অলঙ্ঘনীয় রোমীয় আইন ভঙ্গ করেছিল, যার কারণে তাদেরকে এই শাস্তি পেতে হয়েছে।

**১৩:২-৪** বেশি পাপী ... বেশি অপরাধী ছিল? প্রাচীনকালে প্রায়ই এটি মনে করা হত যে, যারা প্রচণ্ড পাপী কেবল তাদের প্রতিই দুরাবস্থা ঘটবে (যোহন ৯:১-২; ইয়োব ৪:৭; ২২:৫ দেখুন,

যেখানে ইলীফস ভুলভাবে ইয়োবকে অভিযুক্ত করেছিলেন)। কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট বলেন যে, ছোট-বড় সকল পাপীকেই অনুতাপ করতে হবে বা ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

**১৩:৪** সেই আঠারো জন। আরেকটি ঘটনা, যার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না এবং কেবলমাত্র এই সুসমাচারেই এর উল্লেখ রয়েছে।

শীলোহে অবস্থিত উচ্চ গৃহ। যিরুশালেম নগরীর দেয়ালের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের ভিতরে নির্মিত একটি গৃহ।

**১৩:৬** ডুমুর গাছ। সম্ভবত এর দ্বারা সমগ্র যিহূদী

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

রোপিত ছিল; আর তিনি এসে সেই গাছে ফলের খোঁজ করলেন, কিন্তু পেলেন না।<sup>১</sup> তাতে তিনি আগুর ক্ষেতের রক্ষককে বললেন, দেখ, আজ তিন বছর ধরে এসে এই ডুমুর গাছে ফল খোঁজ করছি, কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না। তুমি এটা কেটে ফেল; এটা কেন ভূমিও নষ্ট করে।<sup>২</sup> সে উত্তরে তাঁকে বললো, প্রভু, এই বছরও ওটা থাকতে দিন, আমি ওর মূলের চারদিকে খুঁড়ে সার দেব, <sup>৩</sup> তারপর যদি ওতে ফল ধরে তবে তো ভালই, নয় তো ওটা কেটে ফেলবেন।

### এক জন কুঁজা স্ত্রীলোককে সুস্থ করা

<sup>৪</sup> তিনি বিশ্রামবারে কোন সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। <sup>৫</sup> আর দেখ, এক জন স্ত্রীলোক, যাকে আঠার বছর ধরে মন্দ আত্মায় পেয়েছিল, সে তাকে কুঁজা করে রেখেছে, কোন মতে সোজা হতে পারতো না। <sup>৬</sup> তাকে দেখে যীশু কাছে ডাকলেন, আর বললেন, হে নারী, তোমার দুর্বলতা থেকে মুক্ত হলে। <sup>৭</sup> পরে তিনি তার উপরে হাত রাখলেন; তাতে সে তখনই সোজা হয়ে দাঁড়াল, আর ঈশ্বরের গৌরব করতে লাগল। <sup>৮</sup> কিন্তু বিশ্রামবারে যীশু সুস্থ করেছিলেন বলে সমাজ-গৃহের নেতা ক্রুদ্ধ হল, সে উত্তরে লোকদেরকে বললো, ছয় দিন আছে, সেই সকল দিনে কাজ করা উচিত; অতএব ঐ সমস্ত দিনে এসে সুস্থ হয়ো, বিশ্রামবারে নয়। <sup>৯</sup> কিন্তু প্রভু তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, ভগ্নরা, তোমাদের প্রত্যেক জন কি বিশ্রামবারে নিজ নিজ বলদ কিংবা গাধা যাবপাত্র থেকে খুলে জল খাওয়াতে নিয়ে যায় না? <sup>১০</sup> তবে এই স্ত্রীলোক, অব্রাহামের কন্যা, যাকে শয়তান, দেখ, আজ আঠারো বছর ধরে বেঁধে রেখেছিল, এর এই বন্ধন থেকে বিশ্রামবারে মুক্তি পাওয়া কি উচিত নয়? <sup>১১</sup> তিনি এসব কথা বললে তাঁর বিপক্ষেরা সকলে লজ্জিত হল; কিন্তু তাঁর দ্বারা যে সমস্ত মহিমার কাজ হচ্ছিল, তাতে সমস্ত সাধারণ লোক আনন্দিত হল।

[১৩:৭] দে: মথি ৩:১০; [১৩:১০] দে: মথি ৪:২৩; [১৩:১১] পদ: ১৬; [১৩:১৩] দে: মার্ক ৫:২৩; [১৩:১৪] দে: মথি ১২:২; [১৩:১৪] দে: মার্ক ৫:২২; [১৩:১৪] যাত্রা ২০:৯; [১৩:১৫] লুক ১৪:৫; [১৩:১৬] দে: লুক ৩:৮; [১৩:১৬] দে: মথি ৪:১০; [১৩:১৭] যিশা ৬৬:৫;

জাতিকে বোঝানো হয়েছে (মার্ক ১১:১৪ পদের নোট দেখুন), কিন্তু এর দ্বারা একজন বিশ্বাসীদের জীবনকেও বোঝানো হতে পারে।

**১৩:৭ তিন বৎসর ধরে।** যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে— এমন একটি ইঙ্গিত।

**১৩:১১ সে তাকে কুঁজা করে রেখেছে।** মন্দ আত্মার দ্বারা বিভিন্ন বিকলাঙ্গতার সৃষ্টি হয় (৪:৩৩ পদের নোট দেখুন)। এই নারীর বর্ণনা অনুসারে তার মেরুদণ্ডের হাড় বেঁকে শক্ত হয়ে গিয়েছিল।

**১৩:১২ দুর্বলতা থেকে মুক্ত হলে।** মন্দ আত্মাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং স্ত্রীলোকটি শয়তানের বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে, সেই সাথে সে তার শারীরিক বিকলাঙ্গতা থেকে মুক্ত হয়েছে।

**১৩:১৪ বিশ্রামবারে যীশু সুস্থ করেছিলেন।** যীশু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল বিশ্রামবারে তাঁর কর্মকাণ্ড (৬:৬-১১; ১৪:১-৬; মথি ১২:১-৮, ১১-১২; যোহন ৫:১-১৮; যাত্রা ২০:৯-১০)।

**১৩:১৫ বলদ কিংবা গাধা ... খাওয়াতে নিয়ে যায় না?** একজন মানুষের প্রয়োজনের চাইতে বরং একটি পশুর প্রয়োজনের প্রতি যিহুদীদের বেশি চিন্তা ছিল। যীশু তাঁর সমালোচকদের বলেছেন ‘ভগ্ন’, কারণ তারা আইন-কানূনের ব্যাখ্যা জানার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর সুস্থকরণের কাজটিকে দোষারোপ করা এবং তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

### সরিষা-দানার দৃষ্টান্ত

<sup>১৮</sup> তখন তিনি বললেন, ঈশ্বরের রাজ্য কিসের মত? আমি কিসের সঙ্গে তার তুলনা দেব? <sup>১৯</sup> তা সরিষা-দানার মত, যা কোন ব্যক্তি নিয়ে নিজের বাগানে বপন করলো। পরে তা বেড়ে গাছ হয়ে উঠলো এবং আকাশের পাখিরা এসে তার শাখাতে বাস করলো।

### খামির দৃষ্টান্ত

<sup>২০</sup> আবার তিনি বললেন, আমি কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা দেব? <sup>২১</sup> তা এমন খামির মত, যা কোন স্ত্রীলোক নিয়ে তিন মাণ ময়দার মধ্যে মিশালো, শেষে সমস্তই ফেঁপে উঠলো।

### সঙ্কীর্ণ দ্বার

<sup>২২</sup> আর তিনি নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে উপদেশ দিতে দিতে যিরূশালেমের দিকে গমন করছিলেন। <sup>২৩</sup> তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, প্রভু, যারা

[১৩:১৮] দে: মথি ৩:২; [১৩:১৮] দে: মথি ১৩:২৪; [১৩:১৯] লুক ১৭:৬; [১৩:১৯] দে: মথি ১৩:৩২; [১৩:২১] ১করি ৫:৬; [১৩:২২] দে: লুক ৯:৫১;

**১৩:২১ খামি।** এর গাঁজানোর গুণকে এখানে জোর দিয়ে দেখানো হয়েছে, যেভাবে এটি ভিতর থেকে কাজ করে সমস্ত খামিকে প্রভাবিত করে। এই দৃষ্টান্ত ঈশ্বরের রাজ্যের ক্ষমতাপূর্ণ প্রভাবের কথা বলে। মোশির আইন-কানুনে খামিবিহীন রুটির পর্ব ও নিস্তারপর্বে ব্যবহৃত রুটিতে খামি নিষিদ্ধ ছিল (যাত্রা ১২:৮, ১৫-২০; লেবীয় ২৩:৬-৮)। বেদিতে রাখা উৎসর্গস্বরূপ রুটির উপরেও এমন নিষেধাজ্ঞা রয়েছে (যাত্রা ২৩:১৮; ৩৪:১৫; লেবীয় ২:১১; ৬:১৭)। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় প্রথমে পাকা শস্য হিসেবে উপহার দেয়া দু'টি দোলনীয় উৎসর্গের রুটিতে খামির ব্যবহার (লেবীয় ২৩:১৭) এবং ধন্যবাদ উপহার হিসেবে দেয়া রুটিতে (লেবীয় ৭:১৩)। খামির মূল কাজ হচ্ছে ময়দার তালকে ফাপিয়ে তোলা, যা পবিত্র শাস্ত্রে সব সময়ই অপবিত্রতা বা মন্দতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে (যাত্রা ১২:১৫, ১৯; ১৩:৭; লেবীয় ২:১১; দ্বি.বি. ১৬:৪; মথি ১৬:৬, ১২; মার্ক ৮:১৫; লুক ১২:১; ১ করি ৫:৬-৯; গালা ৫:৯)। 'তিন মান ময়দায়' খামির ব্যবহার স্বর্গীয় রাজ্যের মধ্যে মন্দতার প্রবেশকে তুলে ধরেছে বলে ধারণা করা হয়। শাস্ত্রের কোথাও খামিকে উত্তম বলা হয়নি; তাই এখানে সতর্ক করা হয়েছে যে, সত্যিকার শিক্ষা মিথ্যা শিক্ষা

দ্বারা কলুষিত হবে (১ তীম ৪:১-৩; ২ তীম ২:১৭-১৮; ৪:৩-৪; ২ পিতর ২:১-৩)। পুরাতন নিয়মে এটি সবসময় মন্দ অর্থে ব্যক্ত হয়েছে (আদি ১৯:৩)। এখানে খামি মিথ্যা শিক্ষা (মথি ১৬:১২) হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে: এতে ফরীশীবাদ, সদ্দুকীবাদ ও হেরোদীয়বাদের এই তিন মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটেছে (মথি ১৬:৬; মার্ক ৮:১৫)। ফরীশীদের খামি হচ্ছে ধর্মের বাহ্যিকতা (মথি ২৩:১৪-১৬, ২৩-২৮); সদ্দুকীদের রয়েছে অলৌকিকতা ও পবিত্র শাস্ত্রের প্রতি সন্দেহবাদ (মথি ২২:২৩, ২৯); হেরোদীয়দের রয়েছে জাগতিকতা (মথি ২২:১৬-২১; মার্ক ৩:৬)।

**সমস্তই।** গ্রীক ভাষায় বলা হয় তিন *স্যা়াতাস* (*Satas*), সম্ভবত প্রায় অর্ধেক বুশেল বা ২২ লিটার। একই পরিমাণ আদি ১৮:৬ পদে সারা কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে (সেখানকার হিসেবে প্রায় ২০ কোয়ার্ট বা প্রায় ২২ লিটার)।

**১৩:২২ নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে।** ১১:১ ও ১৩:২১ পদের ঘটনাবলীর মধ্যবর্তী কোন এক সময় যীশু যিহূদিয়া ত্যাগ করেন এবং পেরিয়া ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাঁর কাজ শুরু করেন, যা ১৩:২২-১৯:২৭; মথি ১৯:১-২০:২৮; মার্ক ১০ অধ্যায়; এবং যোহন ১০:৪০-৪২ পদে লিপিবদ্ধ আছে। সম্ভবত পেরিয়াতে

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

পরিভ্রাণ পাচ্ছে, তাদের সংখ্যা কি অল্প? <sup>২৪</sup> তিনি তাদেরকে বললেন, সন্ধীর্ণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে প্রাণপণ কর; কেননা আমি তোমাদেরকে বলছি, অনেকে প্রবেশ করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু পারবে না। <sup>২৫</sup> গৃহকর্তা উঠে দরজা বন্ধ করলে পর তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় আঘাত করতে আরম্ভ করবে, বলবে, প্রভু, আমাদেরকে দরজা খুলে দিন; আর উত্তরে তিনি তোমাদেরকে বলবেন, আমি জানি না, তোমরা কোথাকার লোক; <sup>২৬</sup> তখন তোমরা বলতে আরম্ভ করবে, আমরা আপনার সাক্ষাতে ভোজন পান করেছি এবং আমাদের পথে পথে আপনি উপদেশ দিয়েছেন। <sup>২৭</sup> কিন্তু তিনি বলবেন, তোমাদেরকে বলছি, আমি জানি না, তোমরা কোথাকার লোক; হে দুর্বৃত্তরা, আমার কাছ থেকে দূর হও। <sup>২৮</sup> সেই স্থানে কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষবে; তখন তোমরা দেখবে, অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোব এবং ভাববাদীরা সকলে ঈশ্বরের রাজ্যে রয়েছেন, আর তোমাদেরকে বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। <sup>২৯</sup> আর পূর্ব ও পশ্চিম থেকে এবং উত্তর ও দক্ষিণ থেকে লোকেরা এসে ঈশ্বরের রাজ্যে বসবে। <sup>৩০</sup> আর দেখ, যারা শেষের, এমন কোন কোন লোক প্রথম হবে এবং যারা প্রথম, এমন কোন কোন লোক শেষে পড়বে।

#### যিরুশালেমের জন্য দুঃখ প্রকাশ

<sup>৩১</sup> সেই সময়ে কয়েক জন ফরীশী কাছে এসে তাঁকে বললো, বের হও, এই স্থান থেকে চলে যাও; কেননা হেরোদ তোমাকে হত্যা করতে চাইছেন। <sup>৩২</sup> তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা গিয়ে সেই শিয়ালকে বল, দেখ, আজ এবং আগামীকাল আমি মন্দ-আত্মা ছাড়াছি ও রোগীদের সুস্থ করছি এবং তৃতীয় দিনে আমার কাজ শেষ করবো। <sup>৩৩</sup> যা হোক, আজ,

[১৩:২৪] মথি ৭:১৩; [১৩:২৫] মথি ৭:২৩; ২৫:১০-১২; [১৩:২৭] দে: মথি ৭:২৩; [১৩:২৮] দে: মথি ৮:১২; [১৩:২৯] দে: মথি ৮:১১; [১৩:৩০] দে: মথি ১৯:৩০; [১৩:৩১] দে: মথি ১৪:১; [১৩:৩২] দে: ইব্রী ২:১০;

পরিচর্যা কাজের শেষ দিকে তিনি উত্তরে গালীলে গিয়েছিলেন এবং তারপর আবার পেরিয়া হয়ে দক্ষিণে যিরিহো ও যিরুশালেমের দিকে গিয়েছিলেন। খ্রীষ্টের কথায় এর কিছু ইঙ্গিত প্রকাশ পায়, যা লুক পেরিয়াতে পরিচর্যা কাজের সময়কালীন বলে দেখিয়েছেন, কিন্তু মথিতে তা ভিন্ন পরিস্থিতিতে দেখানো হয়েছে (৭:১৩-১৪, ২২-২৩)। সম্ভবত তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন কথার পুনরাবলোকন করেছিলেন।

যিরুশালেমের দিকে গমন করছিলেন। যেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। যদিও যীশু খ্রীষ্ট সমগ্র পেরিয়া জুড়ে পরিচর্যা কাজ করছিলেন, তথাপি তাঁর দৃষ্টি অবিরতভাবে পবিত্র নগরী ও তাঁর সর্বশেষ কাজের দিকে নিবদ্ধ রয়েছে।

১৩:২৩ যারা পরিভ্রাণ ... কি অল্প? হয়তোবা প্রশ্নকর্তা লক্ষ্য করেছিলেন যে, বৃহৎ জনতা যীশু খ্রীষ্টের প্রচার শুনতে ও সুস্থ হতে এসেছিল, কিন্তু খুব অল্প লোকই সত্যিকার অর্থে অনুসারী ও

অনুগত ছিল। যীশু এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেন নি, কিন্তু তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, অনেক দেবী হয়ে যাওয়ার পরও অনেকে প্রবেশ করতে চায়।

১৩:২৯ পূর্ব ও পশ্চিম ... উত্তর ও দক্ষিণ থেকে। সমগ্র বিশ্ব থেকে (গীত ১০৭:৩) এবং অযিহূদীসহ সমস্ত লোকদের মধ্য থেকে।

১৩:৩১ হেরোদ তোমাকে হত্যা করতে চাইছেন। মথি ১৪:১ পদের নোট দেখুন। যীশু সম্ভবত পেরিয়াতে অবস্থান করছিলেন, যে অঞ্চলটি হেরোদের শাসনাধীন ছিল (৩:১ পদের নোট দেখুন)। ফরীশীরা যীশুকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করলো, যেন তিনি এই অঞ্চল ত্যাগ করে যিহূদিয়ায় চলে যান।

১৩:৩২ শিয়াল। ধূর্ত প্রাণী।

কাজ শেষ করবো। যীশু খ্রীষ্টের জীবনের পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা ছিল, যা অবশ্যই পালন করা হবে এবং তাঁর উদ্দেশ্য সম্পাদিত না হওয়া



### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

আগামীকাল ও পরশু আমাকে গমন করতে হবে; কারণ এমন হতে পারে না যে, যিরুশালেমের বাইরে কোন ভাববাদী বিনষ্ট হয়। <sup>৩৪</sup> যিরুশালেম, যিরুশালেম, তুমি ভাববাদীদেরকে হত্যা করে থাক ও তোমার কাছে যারা প্রেরিত হয়, তাদেরকে পাথর মেরে থাক! পাথির মা যেমন তার বাচ্চাদেরকে পাথর নিচে একত্র করে, আমি কত বার তেমনি তোমার সন্তানদেরকে একত্র করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না। <sup>৩৫</sup> দেখ, তোমাদের সেই বাড়ি তোমাদের জন্য উৎসন্ন হয়ে পড়ে রইলো। আর আমি তোমাদেরকে বলছি, যে সময় পর্যন্ত তোমরা না বলবে, “ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন,” সেই সময় পর্যন্ত তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না।

[১৩:৩৩] দে: মথি ২১:১১; [১৩:৩৪] দে: মথি ২৩:৩৭; [১৩:৩৫] যির ১২:১৭; ২২:৫; গীত ১১৮:২৬; লুক ১৯:৩৮।

পর্যন্ত তাঁর কোন ক্ষতি হবে না (৪:৪৩; ৯:২২)।

**১৩:৩৩ আজ এবং আগামীকাল।** হোশেয় ৬:১ পদ থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যেখানে দু’দিন বলতে সপ্তকের (তৃতীয় দিন) পূর্বে সংক্ষিপ্ত সময়কে বোঝায়। যীশু খ্রীষ্টের শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিচর্যা কাজ করে যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করেছেন (২ তীম ৪:৭)।

**যিরুশালেমের বাইরে।** যীশু খ্রীষ্টের সময় এখনও আসে নি (লুক ২:৩৮; যোহন ৭:৩০; ৮:২০, ৫৯; ১০:৩৯; ১১:৫৪); কিন্তু সময় পূর্ণ হলে তাঁর পূর্বের অসংখ্য ভাববাদীর মত তিনিও যিরুশালেমে মৃত্যুবরণ করবেন।

**১৩:৩৪ কত বার।** যিরুশালেমের প্রতি এই বিলাপ আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে, অন্যান্য

সুসমাচার যতটুকু বর্ণনা দিয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশি সময় যীশু যিরুশালেমে অবস্থান করেছেন (যোহন ২:১৩; ৪:৪৫; ৫:১; ৭:১০; ১০:২২)। তবে ৩৪-৩৫ পদের বিবৃতি যিরুশালেম থেকে কিছু দূরে, অর্থাৎ পেরিয়াতে উচ্চারিত হতে পারে। মথি ২৩:৩৭-৩৮ পদ অনুসারে দুঃখভোগ সন্তোষের মঙ্গলবারে এই উক্তি করা হয়েছিল। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর অনেক উক্তি ও শিক্ষা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করেছেন।

**১৩:৩৫ সেই গৃহ ... পড়ে রইলো।** ঈশ্বর তাঁর মন্দির ও তাঁর নগরীকে অবরুদ্ধ করবেন (লুক ২১:২০, ২৪; যির ১২:৭; ২২:৫)।

**সেই সময় পর্যন্ত ... দেখতে পাবে না।** সখ ১২:১০; প্রকা ১:৭; যিশা ৪৫:২৩; রোমী ১৪:১১; ফিলি ২:১০-১১ দেখুন।

### লুক ১৩ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

যীশু এখানে মন পরিবর্তনের বিষয়ে শিক্ষা দেন এবং সতর্ক করেন যে, মন পরিবর্তন না করলে তারাও গালিলীয়দের মত বিনষ্ট হবে। তিনি জীবনে ফলের বিষয়ে সতর্ক করেন। জীবনে ফল না ধরলে তাকেও কেটে ফেলা হবে (১৩:১-৯)। সচরাচর যীশু যেমন করে থাকেন, তেমনি কোন এক বিশ্রামবার এক জন কুঁজো স্ত্রীলোককে সুস্থ করেন। কিন্তু সমাজ-ঘরের প্রধান খুবই বিরক্ত হয়ে ওঠেন। প্রভু তাদের কপট বলে ডাকেন। তিনি বিশ্রামবারে সুস্থ করার এমন যুক্তি তুলে ধরেন যে, তাতে উপস্থিত লোকজন আনন্দিত হয় (১৩:১০-১৭)। প্রভু যীশু স্বর্গ-রাজ্যের বিভিন্ন দিকের উপর দৃষ্টান্তমূলক গল্প বলেন। তিনি শর্যে দানা ও খামির উদাহরণ দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা দেন (১৩:১৮-৩০)। এরপর তিনি

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

পাপ থেকে পরিত্রাণের বিষয়ে শিক্ষা দেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, “যারা এখন শেষে রয়েছে, তারা প্রথম হবে এবং যারা এখন প্রথমে রয়েছে, তারা শেষে পড়বে” (১৩:২২: ৩০)। তিনি যিরূশালেমের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন কারণ সেখানকার লোকেরা সময়কে চিনে নেয় নি (১৩:৩১-৩৫)।

### লুক ১৩ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যাদের উপর দুর্যোগ নেমে আসে তারা অন্যদের চেয়ে বেশি পাপী? (১-৫ পদ)
২. কোন জিনিসটি একজন ব্যক্তিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে? (৩,৫ পদ)
৩. এটি ফলবিহীন ডুমুর গাছের গল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত করুন। (৬-৯ পদ)
৪. জ্ঞানের ভিত্তি কোনটি? (গীত ১১১:১০)
৫. বিশ্রামবারে মহিলাটির সুস্থ হবার ঘটনাটি এবং এর ফলে সমাজ-ঘরের নেতাদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল তা বর্ণনা করুন। (১০-১৪ পদ)
৬. যীশু তাঁর বিপক্ষদেরকে কিভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে লজ্জায় ফেলেছিলেন? (১৫-১৭ পদ)
৭. ঈশ্বরের রাজ্যকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? (১৮-২১ পদ)
৮. “পাপ থেকে পরিত্রাণ কি অল্প লোকই পাবে?”— যীশু এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন তার সারমর্ম করুন। (২৩-২৯ পদ)
৯. যীশুর সম্পর্কে শুধুমাত্র জ্ঞান থাকা কি তাঁর রাজ্যে প্রবেশ নিশ্চিত করতে পারে? (২৫-২৭ পদ)
১০. যীশু হেরোদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণীতে কি বলেছিলেন? (৩১-৩৫ পদ)
১১. কিভাবে একজন ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে পারে সেই বিষয়ে মোশি কি বলেছিলেন? (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৯ পদ)
১২. পৌল কিভাবে বলেছিলেন যে আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস অর্জন করতে পারি? (ফিলিপীয় ১:২৭ পদ)

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

### এক জন শোথ-রোগীকে সুস্থ করা

**১৪**<sup>১</sup> তিনি এক বিশ্রামবারে প্রধান ফরীশীদের এক জন নেতার বাড়িতে আহ্বান করতে গেলেন, আর তারা তাঁর উপরে দৃষ্টি রাখল।<sup>২</sup> আর দেখ, এক জন শোথ-রোগী তাঁর সম্মুখে ছিল।<sup>৩</sup> উত্তরে যীশু ধর্ম-শিক্ষকদের ও ফরীশীদেরকে বললেন, বিশ্রামবারে সুস্থ করা উচিত কিনা? <sup>৪</sup> কিন্তু তারা চুপ করে রইলো। তখন তিনি তাকে ধরে সুস্থ করলেন, পরে বিদায় দিলেন। <sup>৫</sup> আর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে, যার সন্তান কিম্বা বলদ কূপে পড়লে সে বিশ্রামবারে তৎক্ষণাৎ তাকে তুলবে না? <sup>৬</sup> তারা এসব কথার উত্তর দিতে পারল না।

### নম্রতার বিষয়ে শিক্ষা

<sup>৭</sup> আর নিমন্ত্রণপ্রাপ্ত লোকেরা কিভাবে প্রধান প্রধান আসন মনোনীত করেছে, তা লক্ষ্য করে তিনি তাদেরকে একটি দৃষ্টান্ত বললেন; তিনি তাদেরকে বললেন, <sup>৮</sup> যখন কেউ তোমাকে বিয়ে ভোজে নিমন্ত্রণ করে, তখন প্রধান আসনে বসবে না; কি জানি, তোমার চেয়ে বেশি সম্মানিত আর কোন লোককে তিনি নিমন্ত্রণ দিয়েছেন, <sup>৯</sup> আর যে ব্যক্তি তোমাকে ও তাকে নিমন্ত্রণ করেছে, সে এসে তোমাকে বলবে, এই স্থানটি ওনাকে ছেড়ে দাও; আর তখন তুমি লজ্জিত হয়ে নিম্নতম স্থান গ্রহণ করতে যাবে। <sup>১০</sup> কিন্তু তুমি যখন নিমন্ত্রণপ্রাপ্ত হও, তখন নিম্নতম স্থানে গিয়ে বসবে; তাতে যে ব্যক্তি তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছে, সে যখন আসবে, তোমাকে বলবে, বন্ধু, উচ্চতর স্থানে গিয়ে বস; তখন যারা তোমার সঙ্গে বসে আছে, সেই সবার সাক্ষাতে তোমার গৌরব হবে। <sup>১১</sup> কেননা যে কেউ নিজেকে উঁচু করে, তাকে নত করা যাবে, আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উঁচু করা

[১৪:১] লুক ৭:৩৬; ১১:৩৭; [১৪:১] দে: মথি ১২:১০; [১৪:৩] দে: মথি ২২:৩৫; [১৪:৩] দে: মথি ১২:২; [১৪:৫] লুক ১৩:১৫; [১৪:৭] দে: লুক ১১:৪৩; [১৪:১১] দে: মথি ২৩:১২;

**১৪:১** এক বিশ্রামবারে। বিশ্রামবারে যীশু খ্রীষ্টের কৃত সাতটি আশ্চর্য কাজের কথা আমরা সুসমাচারগুলোতে দেখতে পাই, এর মধ্যে লুক পাঁচটি ঘটনা তাঁর সুসমাচারে লিপিবদ্ধ করেন (৪:৩১,৩৮; ৬:৬; ১৩:১৪; ১৪:১); অন্য দু'টি হচ্ছে যোহন ৫:১০ এবং ৯:১৪। ফরীশীদের পরিদর্শনের ঘটনা জানতে ১৩:১৪ পদের নোট দেখুন। বিশ্রামবারের ভোজ আগের দিনে প্রস্তুত করে রাখা হত।

**১৪:২** শোথ-রোগ। এই রোগের কারণে শরীরের বিভিন্ন অংশে তরল পদার্থ জমা হয়, ফলে সেই স্থানটি ফুলে ওঠে।

**১৪:৩** ধর্ম-শিক্ষকদের ও ফরীশীদেরকে। ৫:১৭; ৭:৩০ পদের নোট দেখুন। আশ্চর্য কাজ করার আগে তাদেরকে প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে

যীশু খ্রীষ্ট তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন, যেন তারা পরে আর প্রতিবাদ জানাতে না পারে।

**১৪:৫** সন্তান কিম্বা বলদ। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে ‘সন্তান’ এর স্থানে শুধুমাত্র ‘বলদ’ রয়েছে। কিন্তু দ্বি.বি. ৫:১৪ পদে মানুষ ও পশু উভয়ের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। কেবল ফরীশীরা যীশু খ্রীষ্টের কাজকে অবৈধ বলে রায় দিয়েছিল, মোশির আইন-কানুন অনুসারে তা কখনোই অবৈধ নয়।

**১৪:৭** প্রধান প্রধান আসন। যিহূদীরা ভোজে সবচেয়ে ভাল আসনটি পাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি করতো, কারণ প্রধান আসনে বসা সম্মানের বিষয় ছিল (২২:২৪)।

**১৪:১১** যে কেউ নিজেকে উঁচু করে, তাকে নত

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

যাবে।

<sup>১২</sup> আবার যে ব্যক্তি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিল, তাকেও তিনি বললেন, তুমি যখন মধ্যাহ্ন ভোজ কিম্বা রাত্রিকালীন ভোজ প্রস্তুত কর, তখন তোমার বন্ধুদেরকে, বা তোমার ভাইদেরকে, বা তোমার জ্ঞাতীদেরকে কিম্বা ধনী প্রতিবেশীদেরকে ডেকো না; কি জানি, তারাও তোমাকে পাল্টা নিমন্ত্রণ করবে, আর তুমি প্রতিদান পাবে। <sup>১৩</sup> কিন্তু তুমি যখন ভোজ প্রস্তুত কর, তখন দরিদ্র, নুলা, খঞ্জ ও অন্ধদেরকে নিমন্ত্রণ করো; <sup>১৪</sup> তাতে তুমি ধন্য হবে, কেননা তোমাকে প্রতিদান দিতে তাদের কিছু নেই, তাই ধার্মিকদের পুনরুত্থানের সময়ে তুমি প্রতিদান পাবে।

### বড় ভোজের দৃষ্টান্ত

<sup>১৫</sup> এসব কথা শুনে যারা বসেছিল, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, ধন্য সেই ব্যক্তি, যে ঈশ্বরের রাজ্যে ভোজন করবে। <sup>১৬</sup> তিনি তাকে বললেন, কোন ব্যক্তি বড় একটি ভোজ প্রস্তুত করে অনেককে নিমন্ত্রণ করলেন। <sup>১৭</sup> পরে ভোজনের সময়ে তাঁর দাস দ্বারা নিমন্ত্রিতদেরকে বলে পাঠালেন, এসো, এখন সকলই প্রস্তুত। <sup>১৮</sup> তখন তারা সকলেই একমত হয়ে অজুহাত চাইতে লাগল। প্রথম জন তাকে বললো, আমি একখানি ক্ষেত ক্রয় করলাম, তা দেখতে না গেলে নয়; বিনতি করি, আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। <sup>১৯</sup> আর এক জন বললো, আমি পাঁচ জোড়া বলদ কিনলাম, তাদের পরীক্ষা করতে যাচ্ছি; বিনতি করি, আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। <sup>২০</sup> আর এক জন বললো, আমি বিয়ে করলাম, এজন্য যেতে

[১৪:১৩] পদ: ২১; [১৪:১৪] প্রেরি ২৪:১৫; [১৪:১৫] যিশা ২৫:৬; মথি ২৬:২৯; লুক ১৩:২৯; প্রকা ১৯:৯; [১৪:১৫] দে: মথি ৩:২;

করা যাবে। এটি এক মৌলিক নীতি, যা পবিত্র বাইবেলে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে (১১:৪৩; ১৮:১৪; ২০:৪৬; ২ বংশা ৭:১৪-১৫; হিতো ৩:৩৪; ২৫:৬-৭; মথি ১৮:৪; ২৩:১২; যাকোব ৪:১০)।

**১৪:১৪ ধার্মিক।** যাদের যীশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের ভিত্তিতে ঈশ্বর কর্তৃক এরূপ ঘোষিত হয়েছে এবং যারা তাদের কাজ দ্বারা তাদের বিশ্বাসের প্রমাণ দিয়েছেন (মথি ২৫:৩৪-৪০ পদের সঙ্গে তুলনা করুন)।

**ধার্মিকদের পুনরুত্থান।** প্রত্যেক মানুষের পুনরুত্থান হবে (দানি ১২:২; যোহন ৫:২৮-২৯; প্রেরিত ২৪:১৫)। কেউ কেউ মনে করেন যে, ধার্মিকদের পুনরুত্থান (১ করি ১৫:২৩; ১ থিষ ৪:১৬; প্রকা ২০:৪-৬) ‘সাধারণ’ পুনরুত্থান থেকে আলাদা (১ করি ১৫:১২,২১; ইব্রীয় ৬:২; প্রকা ২০:১১-১৫)।

**১৪:১৫ যে ঈশ্বরের রাজ্যে ভোজন করবে;** লুক ১৩:২৯; যিশা ২৫:৬; মথি ৮:১১; ২৫:১-১০; ২৬:২৯; প্রকা ১৯:৯ দেখুন।

**১৪:১৬ তিনি তাকে বললেন।** যীশু খ্রীষ্ট লোকটির মন্তব্যকে তাঁর দৃষ্টান্তের উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করলেন এবং সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে, প্রত্যেক মানুষ স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

**১৪:১৮ একখানি ক্ষেত ক্রয় করলাম।** প্রাথমিক নিমন্ত্রণ নিঃশর্তে গ্রহণ করা হয়েছিল; কিন্তু যখন সেই নিমন্ত্রণে উপস্থিত হবার চূড়ান্ত সময় আসলো তখন অন্যান্য স্বার্থ অধিকার লাভ করলো। যে ‘যুক্তি’ দেয়া হয়েছে তার কোনটিই সত্য নয়; উদাহরণস্বরূপ, প্রথমজন নিশ্চয়ই না দেখে জমি ক্রয় করে নি, বা দ্বিতীয়জনও নিশ্চয়ই পরীক্ষা করার আগেই বলদ ক্রয় করে নি (পদ ১৯)।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

পারছি না।<sup>২১</sup> পরে সে দাস এসে তার প্রভুকে এ সব বৃত্তান্ত জানালো। তখন সেই গৃহকর্তা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দাসকে বললেন, শীঘ্র বের হয়ে নগরের পথে পথে ও গলিতে গলিতে যাও, দরিদ্র, নুলা, খঞ্জ ও অন্ধদেরকে এখানে আন।<sup>২২</sup> পরে সেই দাস বললো, প্রভু, আপনি যা আদেশ করেছিলেন, তা করা হয়েছে, আর এখনও স্থান আছে।<sup>২৩</sup> তখন প্রভু সেই দাসকে বললেন, বের হয়ে রাজপথে রাজপথে ও সরু পথগুলোতে যাও এবং আসার জন্য লোকদেরকে পীড়াপীড়ি কর, যেন আমার বাড়ি পরিপূর্ণ হয়।<sup>২৪</sup> কেননা আমি তোমাদেরকে বলছি, ঐ নিমন্ত্রণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জনও আমার ভোজের আশ্বাদ পাবে না।

#### শিষ্য হওয়ার মূল্য দেওয়া

<sup>২৫</sup> একবার অনেক লোক তার সঙ্গে যাচ্ছিল; তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে তাদেরকে বললেন, <sup>২৬</sup> যদি কেউ আমার কাছে আসে, আর আপন পিতা-মাতা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে, ভাই-বোন, এমন কি নিজের প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান না করে, তবে সে আমার শিষ্য হতে পারে না।<sup>২৭</sup> যে কেউ নিজের ক্রুশ বহন না করে ও আমার পিছনে পিছনে না আসে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না।<sup>২৮</sup> বাস্তবিক উচ্চগৃহ নির্মাণ করতে ইচ্ছা হলে কে তোমাদের মধ্যে আগে বসে ব্যয় হিসাব করে না দেখবে, সমাপ্ত করার সম্ভাবিত তার আছে কি না? <sup>২৯</sup> কি জানি ভিত্তিমূল বসালে পর যদি সে সমাপ্ত করতে না পারে, তবে যত লোক তা দেখবে, সকলে তাকে বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করবে, <sup>৩০</sup> বলবে, এই ব্যক্তি নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু সমাপ্ত করতে পারল না।<sup>৩১</sup> অথবা কোন্ রাজা অন্য রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবার সময়ে আগে বসে বিবেচনা করবে না, যিনি বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমার বিরুদ্ধে আসছেন, আমি দশ হাজার নিয়ে কি তার সম্মুখবর্তী হতে পারি? <sup>৩২</sup> যদি না পারেন, তবে শত্রু দূরে থাকতে তিনি দূত প্রেরণ করে সন্ধির নিয়ম জিজ্ঞাসা করবেন।<sup>৩৩</sup> ভাল, তেমনি তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের সর্বস্ব ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না।

[১৪:২১] পদ: ১৩; [১৪:২৪] মথি ২১:৪৩; প্রেরি ১৩:৪৬; [১৪:২৬] মথি ১০:৩৭; দে: যোহন ১২:২৫; [১৪:২৭] মথি ১০:৩৮; লুক ৯:২৩; [১৪:৩৩] ফিলি ৩:৭, ৮;

**১৪:২৪ নিমন্ত্রণপ্রাপ্ত ব্যক্তি।** যিহুদীদের বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ না করে যীশু তাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, ঈশ্বরের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাদেরকেও প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং তাদের পরিবর্তে অযিহুদীদেরকে নিমন্ত্রিতদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে (২০:৯-১৯)।

**১৪:২৬ আপন পিতামাতা ... অপ্রিয় জ্ঞান না করে।** রূপক অর্থে বলা হচ্ছে যে, প্রত্যেক মানুষকে তার সবচেয়ে আপনজন বা তার পরিবারের চেয়ে যীশু খ্রীষ্টকে বেশি ভালবাসতে হবে (মথি ১০:৩৭)। মালাখি ১:২-৩ পদ দেখুন।

**১৪:২৭ যে কেউ নিজের ক্রুশ বহন না করে।**

লুক ৯:২৩; মথি ১০:৩৮ দেখুন।

**১৪:২৮ ব্যয় হিসাব করে না দেখবে।** খ্রীষ্ট কোন অন্ধ এবং সাদাসিধে প্রতিশ্রুতি চান নি, যা কেবল আশীর্বাদ চাইবে। যেভাবে নির্মাতা খরচের অনুমান করে বা একজন রাজা সামরিক শক্তির মূল্যায়ন করে (পদ ৩১), ঠিক একইভাবে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যীশু তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে ঠিক কী আশা করেন।

**১৪:৩৩ যে কেউ নিজের সর্বস্ব ত্যাগ না করে।** যীশু খ্রীষ্ট এই বলে সতর্ক করেছেন যে, শিষ্যত্বের মূল্য হচ্ছে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণ।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

### লবণের বিষয়ে শিক্ষা

৩৪ লবণ তো উত্তম; কিন্তু সেই লবণেরও যদি স্বাদ চলে গিয়ে থাকে, তবে তা কিসে আত্মদায়ক করা যাবে? ৩৫ তা না ভূমির, না সারটিবির উপযোগী; লোকে তা বাইরে ফেলে দেয়। যার শুনবার কান আছে সে শুনুক।

[১৪:৩৪] মার্ক ৯:৫০; [১৪:৩৫] মথি ৫:১৩; [১৪:৩৫] দে: মথি ১১:১৫।

### লুক ১৪ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

ফরীশীদের কোন এক জন প্রভু যীশুকে তার বাড়িতে খাবারের নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে তিনি একজন শোথ রোগীকে সুস্থ করেন। সেই দিনটি ছিল বিশ্রামবার। এই বিষয়ে আপত্তি উঠলে তিনি উপযুক্ত শিক্ষা দেন। প্রভু যীশু ভোজ ও ভোজের সময়ে সম্মানের বিষয়ে নির্দেশনামূলক একটি ছোট শিক্ষা তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, ভোজে সেই সব লোকদের নিমন্ত্রণ করা উচিত যারা এর প্রতিদান দিতে পারবে না। কারণ আপনার প্রতিদান আপনাকে সময়ের শেষে ফিরিয়ে দেয়া হবে (১৪:১-২৪)। এরপর তিনি শিষ্য হবার বিষয়ে উপদেশ দিয়ে বলেন যে, তাঁর শিষ্য হতে হলে ভেবে-চিন্তেই তার সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন (১৪:২৫-৩৫)।

### লুক ১৪ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. ফরীশীরা কিভাবে যীশুর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন? (৪ পদ)
২. বিয়ের ভোজের গল্পটি সারাংশ লিখুন। (৭-১০ পদ)
৩. নম্রতার বিষয়ে যীশু কি বলেছিলেন? (১১ পদ)
৪. পূর্ণ এবং চূড়ান্ত হিসেব কোথায় করা হয়? (১২-১৪ পদ)
৫. নিমন্ত্রণকে অবজ্ঞা করার দৃষ্টান্তটি বর্ণনা করুন। (১৫-২৪ পদ)
৬. মনিব তার দাসকে কি আদেশ দিয়েছিলেন? (২৩ পদ)
৭. কেন প্রধান পুরোহিত এবং ফরীশীরা কালের চিহ্নগুলোকে কম গুরুত্ব দিয়েছিলেন?
৮. কারা খ্রীষ্টের শিষ্য হতে পারে না? (২৫-২৭ পদ)
৯. যীশু তাঁর শিক্ষাকে জোরালো করার জন্য কোন দৃষ্টান্তগুলো ব্যবহার করেছিলেন? (২৮-৩৫ পদ)

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

### হারানো মেষের দৃষ্টান্ত

**১৫**<sup>১</sup> আর কর-আদায়কারী ও পাপীরা সকলে তাঁর কথা শুনবার জন্য তাঁর কাছে আসছিল।<sup>২</sup> তাতে ফরীশীরা ও তাদের ধর্ম-শিক্ষকরা বচসা করে বলতে লাগল, এই ব্যক্তি পাপীদেরকে গ্রহণ করে ও তাদের সঙ্গে ভোজন-পান করে।

<sup>৩</sup> তখন তিনি তাদেরকে এই দৃষ্টান্তটি বললেন।<sup>৪</sup> তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির একশত মেষ আছে ও সেসব মেষের মধ্য থেকে একটি মেষ হারিয়ে যায় তবে কি সে নিরানব্বইটা মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়ে যে পর্যন্ত সেই হারানোটি না পায়, সেই পর্যন্ত তার খোঁজ করতে যায় না? <sup>৫</sup> আর তা পেলে পর সে আনন্দপূর্বক কাঁধে তুলে নেয়। <sup>৬</sup> পরে ঘরে এসে বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদেরকে ডেকে বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার যে মেষটি হারিয়ে গিয়েছিল তা খুঁজে পেয়েছি। <sup>৭</sup> আমি তোমাদেরকে বলছি, তেমনি এক জন পাপী মন ফিরালে স্বর্গে আনন্দ হবে; যাদের মন ফিরানো আবশ্যিক নয়, এমন নিরানব্বই জন ধার্মিকের বিষয়ে তত আনন্দ হবে না।

### হারানো সিকির দৃষ্টান্ত

<sup>৮</sup> অথবা কোন স্ত্রীলোক যার দশটি সিকি আছে, সে যদি একটি হারিয়ে ফেলে, তবে

[১৫:১] লুক ৫:২৯; [১৫:২] দে: মথি ৯:১১; [১৫:৩] মথি ১৩:৩; [১৫:৪] গীত ২৩; ১১৯:১৭৬; যির ৩১:১০; ইহি ৩৪:১১-১৬; লুক ৫:৩২; ১৯:১০; [১৫:৬] পদ: ৯; [১৫:৭] পদ: ১০;

**১৫:১-১০ হারানো ভেড়ার দৃষ্টান্ত।** নিরানব্বইটি ভেড়া খোঁয়াড়ে থাকতে একটি হারানো ভেড়ায় কী আসে যায়? বেশির ভাগ মানুষই একক কোন কিছুর মূল্য অবজ্ঞা করে থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের বেলায় তা নয়। হারানো মেষটি ফিরে আসতে ঘরে যারা নিরাপদে আছে তাদের চেয়ে বরং তার জন্য তিনি বেশি আনন্দ করেন। সেই গৃহিনীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা দেখা যায়, যে দশটি হারানো মুদ্রা পেয়ে আনন্দ করে এবং তার আনন্দে সামিল হতে তার সাথীদেরও ডেকে আনে। একইভাবে, অবহেলিতদের পরিত্রাণ লাভের কারণে ঈশ্বরের আনন্দে ফরীশীদেরও অংশ নেয়া উচিত ছিল।

**১৫:২ বচসা করে বলতে লাগল।** তারা নিজেদের মধ্যে অভিযোগ করেছিল, কিন্তু সরাসরি নয়।

**তাদের সঙ্গে ভোজন-পান করে।** সাধারণত কারও সঙ্গে বসে খাওয়া সাধারণ সাহচর্যের চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতার চিহ্ন বলে মনে করা হয়; একজন ব্যক্তির সঙ্গে খাওয়া গ্রহণ ও স্বীকৃতি নির্দেশ করে (প্রেরিত ১১:৩; ১ করি ৫:১১;

গালা ২:১২)।

**১৫:৩ এই দৃষ্টান্তটি।** যীশু খ্রীষ্ট এখানে একটি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে উত্তর দিয়েছেন, যেটি ফরীশীদের অমিশুক মনোভাবের সাথে ঈশ্বরের ভালবাসার তুলনামূলক তারতম্য দেখায়।

**১৫:৪ কোন ব্যক্তির একশত মেষ আছে।** মেষপালকের বিষয়ে গীত ২৩; যিশা ৪০:১১; যির ৩৪:১১-১৬ থেকে জানা যায়।

**১৫:৭ স্বর্গে আনন্দ হবে।** একজন পাপীদের মন পরিবর্তনের ঘটনায় ঈশ্বরের চিন্তা ও আনন্দ ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের মনোভাবের সাথে পুরোদস্তুর আলাদা করে দেখানো হয়েছে (পদ ২)।

**যাদের মন ফিরানো ... আনন্দ হবে না।** সম্ভবত তাদের প্রতি এখানে ব্যঙ্গোক্তি করা হয়েছে, যারা নিজেদেরকে ধার্মিক মনে করে (যেমন ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকরা) এবং মন পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করে না।

**১৫:৮ দশটি সিকি।** আনুমানিক এক রোমীয় দিনার, যা প্রায় এক দিনের মজুরির সমান (মথি ২০:২)।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

প্রদীপ জ্বলে ঘর বাড় দিয়ে যে পর্যন্ত তা না পায়, ভাল করে খুঁজে দেখে না? <sup>৯</sup> আর পেলো পর সে বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদেরকে ডেকে বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমি যে সিকিটি হারিয়ে ফেলেছিলাম তা পেয়েছি। <sup>১০</sup> তেমনি আমি তোমাদেরকে বলছি, এক জন পাপী মন ফিরালে ঈশ্বরের দূতদের সাক্ষাতে আনন্দ হয়।

#### হারানো পুত্রের দৃষ্টান্ত

<sup>১১</sup> আর তিনি বললেন, এক ব্যক্তির দু'টি পুত্র ছিল; <sup>১২</sup> তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ জন তার পিতাকে বললো, পিতা, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে, তা আমাকে দাও। তাতে তিনি তাদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। <sup>১৩</sup> অল্প দিন পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা নিয়ে দূরদেশে চলে গেল, আর সেখানে সে অনাচারে নিজের টাকা উড়িয়ে দিল। <sup>১৪</sup> সে সব ব্যয় করে ফেললে পর সেই দেশে ভারী দুর্ভিক্ষ হল, তাতে সে কষ্টে পড়তে লাগল। <sup>১৫</sup> তখন সে গিয়ে সেই দেশের এক জন গৃহস্থের আশ্রয় নিল; আর সে তাকে শূকর চরাবার জন্য তার মাঠে পাঠিয়ে দিল; <sup>১৬</sup> তখন শুকরে যে গুঁটি খেত, তা দিয়ে সে উদর পূর্ণ করতে বাধ্য করতো, আর কেউই তাকে তাও দিত না। <sup>১৭</sup> কিন্তু চেতনা পেলে সে বললো, আমার পিতার কত মজুর বেশি বেশি খাদ্য পাচ্ছে, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরছি। <sup>১৮</sup> আমি উঠে আমার পিতার কাছে যাব, তাঁকে বলবো, পিতা, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করেছি; <sup>১৯</sup> আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই; তোমার এক জন মজুরের মত আমাকে রাখ। <sup>২০</sup> পরে সে উঠে তার পিতার কাছে আসল। সে দূরে থাকতেই তার পিতা তাকে দেখতে পেলেন ও করুণাবিষ্ট হলেন, আর দৌড়ে গিয়ে তার গলা ধরে তাকে চুম্বন করতে থাকলেন। <sup>২১</sup> তখন পুত্র তাঁকে বললো, পিতা, স্বর্গের বিরুদ্ধে

[১৫:৯] পদ: ৬; [১৫:১০] পদ: ৭; [১৫:১১] মথি ২১:২৮; [১৫:১২] দ্বি:বি ২১:১৭; [১৫:১২] পদ: ৩০; [১৫:১৩] পদ: ৩০; লুক ১৬:১; [১৫:১৫] লেবী ১১:৭; [১৫:১৮] লেবী ২৬:৪০; মথি ৩:২; [১৫:২০] আদি ৪৫:১৪, ১৫; ৪৬:২৯; প্রেরি ২০:৩৭; [১৫:২১] গীত ৫:৪;

ভাল করে খুঁজে দেখে না? প্রাচীন যুগে মধ্যপ্রাচ্যের ঘরগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন জানালা থাকতো না এবং মেঝে হত মাটির, যার কারণে মুদ্রার মত এমন ছোট জিনিস খুঁজে পেতে অসুবিধা হত।

**১৫:১২ তাদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করে দিলেন।** পিতা নিজে উত্তরাধিকারের সম্পত্তি ভাগ করে দিতে পারেন (জ্যেষ্ঠ সন্তানকে দ্বিগুণ পরিমাণ দেওয়া হত, দ্বি:বি. ২১:১৭; লুক ১২:১৩); তিনি তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই সম্পত্তি থেকে আয় গ্রহণ করার অধিকার রাখেন। কিন্তু কনিষ্ঠ সন্তানের অনুরোধের ভিত্তিতে সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়া খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল।

**১৫:১৩ সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে।** কনিষ্ঠ পুত্রের

উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন সে গৃহ ত্যাগ করে তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে এবং ফিরে আসার মত কিছু রেখে না গিয়ে চলে গেল। সে তার পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল এবং সে নিজের ইচ্ছা অনুসারে তার অংশ ব্যয় করতে চেয়েছিল।

**অনাচারে।** ৩০ পদে বিষয়টি অধিকতর সুনির্দিষ্ট, যদিও তার বড় ভাইয়ের কথায় অতিরঞ্জন থাকতে পারে।

**১৫:১৫ শূকর চরাবার জন্য।** যিহূদীদের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অসম্মানের কাজ; কেবল কাজটি অরুচিকর নয়, সেই সাথে ঘৃণিতও বটে, কারণ শূকর 'অশুচি' পশু ছিল (লেবী ১১:৭)।

**১৫:১৬ গুঁটি।** শস্যের এক প্রকার উচ্ছিষ্ট বা এক ধরনের উদ্ভিদের মূল।



### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

ও তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করেছি, আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই। <sup>২২</sup> কিন্তু পিতা তার দাসদেরকে বললেন, শীঘ্র করে সর্বপেক্ষা উত্তম কোর্তাটি আন, আর একে পরিয়ে দাও। এর হাতে আংটি দাও ও পায়ে জুতা পরাও; <sup>২৩</sup> আর হস্তপুষ্ট বাছুরটি এনে জবাই কর; আমরা ভোজন করে আমোদ প্রমোদ করি; <sup>২৪</sup> কারণ আমার এই পুত্র মারা গিয়েছিল, এখন বেঁচে উঠেছে; হারিয়ে গিয়েছিল, এখন পাওয়া গিয়েছে। তাতে তারা আমোদ প্রমোদ করতে লাগল।

<sup>২৫</sup> তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেতে ছিল, পরে সে আসতে আসতে যখন বাড়ির কাছে পৌঁছালো, তখন বাদ্য ও নৃত্যের শব্দ শুনতে পেল। <sup>২৬</sup> আর সে এক জন দাসকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, এসব কি হচ্ছে? <sup>২৭</sup> সে তাকে বললো, তোমার ভাই ফিরে এসেছে এবং তোমার পিতা হস্তপুষ্ট বাছুরটি মেরেছেন, কেননা তিনি তাকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেয়েছেন। <sup>২৮</sup> তাতে সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, ভিতরে যেতে চাইল না; তখন তার পিতা সাধ্য সাধনা করতে লাগলেন। <sup>২৯</sup> কিন্তু সে উত্তরে পিতাকে বললো, দেখ, এত বছর আমি তোমার সেবা করে আসছি, কখনও তোমার আদেশ লঙ্ঘন করি নি, তবুও আমাকে কখনও একটি ছাগলের বাচ্চা দাও নি, যেন আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করতে পারি। <sup>৩০</sup> কিন্তু তোমার এই যে পুত্র পতিতাদের সঙ্গে তোমার ধন খেয়ে ফেলেছে, সে যখন আসল, তারই জন্য হস্তপুষ্ট বাছুরটি জবাই করলে। <sup>৩১</sup> তিনি তাকে বললেন, বৎস, তুমি সব সময়ই আমার সঙ্গে আছ, আর যা যা আমার, সকলই তোমার। <sup>৩২</sup> কিন্তু আমাদের আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ করা উচিত হয়েছে, কারণ তোমার এই ভাই মারা গিয়েছিল, এখন বেঁচে উঠেছে; হারিয়ে গিয়েছিল, এখন পাওয়া গেছে।

[১৫:২২] সখ ৩:৪; প্রকা ৬:১১; [১৫:২২] আদি ৪১:৪২; [১৫:২৪] ইফি ২:১, ৫; ৫:১৪; ১তীম ৫:৬; [১৫:২৪] পদ: ৩২; [১৫:২৮] যোনা ৪:১; [১৫:৩০] পদ: ১২, ১৩; [১৫:৩০] হিতো ২৯:৩; [১৫:৩২] পদ: ২৪; মালা ৩:১৭।

**১৫:২২-২৩ সর্বাপেক্ষা উত্তম কোর্তা ... আংটি ... জুতা ... হস্তপুষ্ট বাছুর।** বিশেষ সম্মানসূচক পোশাক, কর্তৃত্বের জন্য মোহরাক্ষিত আংটি, পুত্রের জন্য জুতা (দাসেরা খালি পায়ে চলতো) এবং বিশেষ উপলক্ষে ভোজনের জন্য সংরক্ষিত হস্তপুষ্ট বাছুর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান প্রদান এবং বরণ করে নেওয়ার চিহ্ন প্রকাশ করে (আদি ৪১:৪২; সখ ৩:৪)।

**১৫:২৮ সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো।** এখানে পিতার ক্ষমা ও ভালবাসা ঈশ্বরের স্বর্গীয় দয়া ও ভালবাসাকে তুলে ধরে এবং বড় ভাইয়ের অসন্তুষ্টি ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের মনোভাবকে তুলে ধরে, যারা যীশু খ্রীষ্টকে বাধা দিয়েছিল।

**১৫:২৯ ছাগলের বাচ্চা দাও নি।** মোটা তাজা বাছুরের চেয়ে আরও সস্তা খাবার।

**১৫:৩০ তোমার এই যে পুত্র।** বড় ভাই তাকে

নিজের ভাই হিসেবেও স্বীকার করছে না, বরং অত্যন্ত তিক্ত স্বরে তার ঘৃণার কথা প্রকাশ করছে।

**১৫:৩১ যা যা আমার, সকলই তোমার।** পিতার ভালবাসা দুই ভাইকে যুক্ত করেছে। দৃষ্টান্তটির মধ্য দিয়ে ফরীশীদের আত্মকেন্দ্রিকতার প্রকাশ, ঘটেছে যারা ঈশ্বরের ভালবাসা অনুভব করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

**১৫:৩২ মারা গিয়েছিল, এখন বেঁচে উঠেছে।** কনিষ্ঠ পুত্রের প্রত্যাবর্তনের চমৎকার এক দৃশ্য, যা যীশু খ্রীষ্টের মন পরিবর্তনের প্রচারে মূলবচনের চিত্রও তুলে ধরে (রোমীয় ৬:১৩; ইফি ২:১,৫)। “হারিয়ে গিয়েছিল, এখন পাওয়া গেল” কথাগুলো “ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় ছিল, এখন উদ্ধার পেল” বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে (লুক ১৯:১০; মথি ১০৬; ১৪)।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

### লুক ১৫ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

সব কর আদায়কারী ও পাপী লোকেরা প্রভু যীশুর কথা শোনার জন্য তাঁর কাছে আসতে থাকেন, যা ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা ভাল চোখে দেখে নি। প্রভু যীশু সচরাচর যেমন করে থাকেন, তেমনি তাদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের এই উক্তির উত্তরটি তুলে ধরেন। তিনি প্রথম হারানো মেষের দৃষ্টান্ত দেন যেটি খুঁজে পেলে পর মেষ-পালকের আনন্দ হয় তেমনি কোন লোক পাপ থেকে মন যখন ফিরায়, তখন স্বর্গেও এভাবে আনন্দ হয়। একই ভাবে দশটি মুদার দৃষ্টান্ত ও হারানো ছেলের দৃষ্টান্ত দেন যার মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করেন যে, যে, সব লোকেরা পাপে হারিয়ে গেছে এবং স্বর্গের পিতা তাদের ফিরে পাবার জন্য ব্যকুল হয়ে থাকেন আর তারা ফিরে আসলে স্বর্গের পিতা ও স্বর্গদূতেরা আনন্দ করেন। আর এখানে নির্ধারিত দৃষ্টান্তগুলোর মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেয়া শেষ হলে পর ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকরা যীশুর প্রতি আরও খেপে উঠে (১৫:১-৩২)।

### লুক ১৫ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. ধর্ম-শিক্ষকেরা ও ফরীশীরা যীশুর বিপক্ষে কি দোষ খুঁজে পেয়েছিলেন? (১,২ পদ)
২. হারানো ভেড়ার গল্পটির মধ্য দিয়ে কি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে? (৩-৭ পদ)
৩. হারানো রূপার টাকার দৃষ্টান্তটির মূল বিষয় কি? (৮-১০ পদ)
৪. হারানো ছেলের গল্পটির পিতার চরিত্রের মধ্য দিয়ে কি বলা হয়েছে? (১১-৩২ পদ)
৫. ছোট ছেলেটি কি তার টাকাগুলো বুদ্ধিমানের মত ব্যয় করেছিল? (১৩ পদ)
৬. ছেলেটি কার বিরুদ্ধে পাপ করেছিল? (১৮ পদ)
৭. তাকে কিভাবে বাড়িতে স্বাগত জানানো হয়েছিল? (২২-২৪ পদ)
৮. তার ফিরে আসার ফলে বড় ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? (২৮,২৯ পদ)
৯. কেন তাদের পক্ষে আনন্দ করা যথাযথ ছিল? (৩২ পদ)
১০. একজন পাপীর ফিরে আসার প্রতি পিতার মনোভাব কিভাবে ঈশ্বরের মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করে? (যিশাইয় ৫৫:৬,৭ পদ)

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

### ধন-সম্পদের সম্বন্ধে উপদেশ

**১৬**<sup>১</sup> আর তিনি শিষ্যদেরকেও বললেন, এক জন ধনবান লোক ছিল, তার এক ব্যবস্থাপক ছিল; তাকে এই বলে অপবাদ দেওয়া হল যে, সে মনিবের ধন অপচয় করছে।<sup>২</sup> পরে সে তাকে ডেকে বললো, তোমার বিষয়ে এ কি কথা শুনছি? তোমার ব্যবস্থাপক পদের হিসাব দাও, কেননা তুমি আর ব্যবস্থাপক থাকতে পারবে না।<sup>৩</sup> তখন সেই ব্যবস্থাপক মনে মনে বললো, কি করবো? আমার প্রভু তো আমার কাছ থেকে ব্যবস্থাপক-পদ নিয়ে নিচ্ছেন; মাটি কাটার বলও আমার নেই, ভিক্ষা করতে আমার লজ্জা হয়।<sup>৪</sup> আমার ব্যবস্থাপক-পদ গেলে লোকে যেন নিজ নিজ বাড়িতে আমাকে গ্রহণ করে, এজন্য যা করবো, তা বুঝলাম।<sup>৫</sup> পরে সে তার মনিবের প্রত্যেক ঋণীকে ডেকে প্রথম জনকে বললো, তুমি আমার মনিবের কত ধার? <sup>৬</sup> সে বললো, এক শত মণ তৈল। তখন সে তাকে বললো, তোমার ঋণপত্র নেও এবং শীঘ্র বসে পঞ্চাশ লেখ।<sup>৭</sup> পরে সে আর এক জনকে বললো, তুমি কত ধার? সে বললো, নয় শত মণ গম। তখন সে বললো, তোমার ঋণপত্র নিয়ে সাত শত বিশ মণ লেখ।<sup>৮</sup> তাতে সেই প্রভু সেই অধার্মিক ব্যবস্থাপকের প্রশংসা করলো, কারণ সে বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল। বাস্তবিক এই যুগের সন্তানেরা নিজের জাতির সম্বন্ধে আলোর সন্তানদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান।<sup>৯</sup> আর আমিই তোমাদেরকে বলছি,

[১৬:১] লুক ১৫:১৩, ৩০; [১৬:৮] গীত ১৭:১৪; [১৬:৮] গীত ১৮:২৬; [১৬:৮] যোহন ১২:৩৬; ইফি ৫:৮; ১ থি ৫:৫; [১৬:৯] পদ: ১১, ১৩; [১৬:৯] মথি ১৯:২১; লুক ১২:৩৩;

**১৬:১** প্রেরিতদেরকেও বললেন। সম্ভবত বারোজন শিষ্য ছাড়া অন্যান্য প্রেরিতরাও সেখানে ছিলেন (৬:১৩; ১০:১)।

**ব্যবস্থাপক।** একজন ধনাধ্যক্ষ বা ম্যানেজার, যে মালিকের সকল ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের তদারকি করে থাকে।

**মালিকের ধন অপচয় করছে।** সে তার মালিকের বিষয়-সম্পত্তি অপব্যয় করছিল, ঠিক যেরূপ অপব্যয়ী পুত্র করেছিল (১৫:১৩)।

**১৬:৩ কি করবো?** অসৎ ব্যবস্থাপক (পদ ৮) নিজের সুবিধার্থে তার অবস্থানের সুযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল না, যদিও এর মাধ্যমে তার মালিক প্রতারণিত হয়েছে। সে তার চাকরি হারাতে জেনে তার মালিকের কাছে দায়বদ্ধ ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ কমিয়ে দিয়ে তাদেরকে নিজের প্রতি দায়গ্রস্ত করে তার ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা করেছিল। সে যে বাট্টা দিয়েছিল, তা অসৎ কাজ ছিল কি না সে ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারীরা বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। সে কি তার মালিকের

প্রকৃত যে পাওনা ছিল তার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে, না কি তার মালিকের যে সুদ বসানোর অধিকার নেই এমন সুদ দেওয়া প্রতিরোধ করেছে? মূলত একজন ব্যবস্থাপক দেনাদারদের কাছ থেকে অতিরিক্ত সুদ আদায় করতো, যা মোশির আইনের বিরোধী ছিল, যেখানে আরেকজন যিহূদীর কাছ থেকে সুদ নেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল (দ্বি.বি. ২৩:১৯)। তাই ঋণ কমানোর মধ্য দিয়ে হয়তোবা সে সুদ বাদ দিয়ে শুধু আসলটুকু ফেরত দেওয়ার জন্য নির্ধারণ করেছিল, যাতে করে সে তার মালিকের দেনাদারদের আনুকূল্য লাভ করতে পারে। যে কোন ঘটনায় মূল বিষয় এক— সে তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য পরিকল্পনা করার উদ্দেশ্যে তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার মত যথেষ্ট ধূর্ত ছিল।

**১৬:৭ নয় শত মণ গম।** আনুমানিক ১০০ একর জমিতে উৎপন্ন গমের সমপরিমাণ।

**১৬:৮ সেই প্রভু।** ব্যবস্থাপকটির মালিক অথবা স্বয়ং ঈশ্বর হতে পারেন। যে কোন দিক থেকে

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

নিজেদের জন্যে অধার্মিকতার ধন দ্বারা বন্ধুত্ব লাভ কর, যেন সেটি শেষ হলে তারা তোমাদেরকে সেই অনন্ত আবাসে গ্রহণ করে।

<sup>১০</sup> যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে প্রচুর বিষয়েও বিশ্বস্ত; আর যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অধার্মিক, সে প্রচুর বিষয়েও অধার্মিক। <sup>১১</sup> অতএব তোমরা যদি অধার্মিকতার ধনে বিশ্বস্ত না হয়ে থাক, তবে কে বিশ্বাস করে তোমাদের কাছে সত্য ধন রাখবে? <sup>১২</sup> আর যদি পরের বিষয়ে বিশ্বস্ত না হয়ে থাক, তবে কে তোমাদের নিজের বিষয় তোমাদেরকে দেবে? <sup>১৩</sup> কোন ভৃত্য দুই মনিবের দাসত্ব করতে পারে না, কেননা সে হয় এক জনকে ঘৃণা করবে, অন্যকে প্রেম করবে, নয় তো এক জনের প্রতি অনুরক্ত হবে, অন্যকে তুচ্ছ করবে। তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করতে পার না।

#### ব্যবস্থা ও ঈশ্বরের রাজ্য

<sup>১৪</sup> তখন ফরীশীরা, যারা টাকা ভালবাসত তারা এসব কথা শুনছিল, আর তারা তাঁকে উপহাস করতে লাগল। <sup>১৫</sup> তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরাই তো মানুষের সাক্ষাতে নিজদেরকে ধার্মিক দেখিয়ে থাক, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের অন্তঃকরণ জানেন; কেননা মানুষের মধ্যে যা উঁচু, তা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ঘূণার যোগ্য।

<sup>১৬</sup> ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের পুস্তক যোহন না আসা পর্যন্ত কার্যকরী ছিল; সেই থেকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার হচ্ছে এবং প্রত্যেক জন সবলে সেই রাজ্যে প্রবেশ করছে।

[১৬:১০] মথি ২৫:২১, ২৩; লুক ১৯:১৭; [১৬:১১] পদ: ৯, ১৩; [১৬:১৩] পদ: ৯, ১১; মথি ৬:২৪; [১৬:১৪] দে: ১তীম ৩:৩; [১৬:১৪] লুক ২৩:৩৫; [১৬:১৫] লুক ১০:২৯; [১৬:১৫] দে: প্রকা ২:২৩; [১৬:১৬] মথি ৫:১৭; ১১:১২, ১৩; [১৬:১৬] দে: মথি ৪:২৩;

দেখলে এখানে ব্যবস্থাপকের কৌশলের কথা বলা হচ্ছে, তার নৈতিকতাকে নয়।

আলোর সন্তান। ঈশ্বরের লোক (যোহন ১২:৩৬; ইফি ৫:৮; ১ থিষ ৫:৫)।

১৬:৯ অধার্মিকতার ধন দ্বারা। ঈশ্বর যা দিয়েছেন তা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের লোকদের সতর্ক থাকা উচিত।

বন্ধুত্ব লাভ কর। যারা অভাবে আছে তাদের সাহায্য কর; তারা ভবিষ্যতে তাদের কৃতজ্ঞতা দেখাবে যখন তারা স্বর্গে (অনন্তকালীন আবাস) তাদের উপকারকারীদের অভ্যর্থনা জানাবে। এভাবে জাগতিক সম্পদ অনন্তকালীন কল্যাণ লাভে বুদ্ধিপূর্বক ব্যবহার করতে হবে।

১৬:১০ প্রচুর বিষয়েও বিশ্বস্ত। লুক ১৯:১৭; মথি ২৫:২১ তুলনা করুন। যে পরিমাণ অর্পিত হয়েছে তা দ্বারা বিশ্বস্ততা নিরূপিত হয় না, কিন্তু যে এটি ব্যবহার করে সেই ব্যক্তির চরিত্র দ্বারা নিরূপিত।

১৬:১১ সত্য ধন। সর্বোচ্চ মূল্যবান বস্তু, যা চূড়ান্তভাবে আত্মিক এবং অনন্তকালীন।

১৬:১৩ দুই মনিবের দাসত্ব। মথি ৬:২৪; যাকোব ৪:৪ দেখুন।

১৬:১৬ বাস্তবদাতা যোহন না আসা পর্যন্ত। বাস্তবদাতা যোহনের পরিচর্যা কাজ, যা যীশু খ্রীষ্টের জন্য পথ প্রস্তুত করেছিল, তা ছিল পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যকার বিভক্তকারী রেখা (যির ৩১:৩১-৩৪; ইব্রীয় ৮:৬-১২; ১০:১৬-১৭)।

প্রত্যেক জন। সাধারণ লোকেরা, যারা স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করতে আগ্রহী; এখানে মন্দ আত্মা বা মানুষের কথা বলা হয় নি।

সবলে সেই রাজ্যে প্রবেশ করছে। সম্ভবত এখানে সেই তীব্র আকর্ষণের কথা বলা হয়েছে, যার দ্বারা লোকেরা ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচারে সাড়া দিচ্ছিল। অগণিত লোক যীশু খ্রীষ্টের কথা শুনতে আসছিল এবং তাঁর বার্তা গ্রহণ করতে

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

<sup>১৭</sup> কিন্তু ব্যবস্থার এক বিন্দু পড়ে যাওয়ার চেয়ে বরং আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হওয়া সহজ।

<sup>১৮</sup> যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে আর এক জনকে বিয়ে করে, সে ব্যভিচার করে; আর যে কেউ স্বামীত্যাগী স্ত্রীকে বিয়ে করে, সেও ব্যভিচার করে।

#### লাসার ও এক জন ধনবান

<sup>১৯</sup> এক জন ধনবান লোক ছিল, সে বেগুনে কাপড় ও মসীনার কাপড় পরতো এবং প্রতিদিন জাঁকজমকের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করতো। <sup>২০</sup> তার ফটক-দ্বারে লাসার নামে এক জন কান্দালকে রাখা হয়েছিল, <sup>২১</sup> তার শরীর ঘায়ে ভরা ছিল এবং সে সেই ধনবানের টেবিল থেকে পড়ে যাওয়া গুঁড়াগাঁড়া খেয়ে পেট ভরাতে চাইত; আবার কুকুরেরাও এসে তার ঘা চেটে দিত। <sup>২২</sup> কালক্রমে ঐ কান্দাল মারা গেল, আর স্বর্গদূতেরা তাকে নিয়ে অব্রাহামের কোলে বসালেন। <sup>২৩</sup> পরে সেই ধনবানও মারা গেল এবং তাকে কবর দেওয়া হল। আর পাতালে, যাতনার মধ্যে, সে চোখ তুলে দূর থেকে অব্রাহামকে এবং তাঁর কোলে লাসারকে দেখতে পেল। <sup>২৪</sup> তাতে সে চিৎকার বললো, পিতা অব্রাহাম, আমার প্রতি করুণা করুন,

[১৬:১৭] দে: মথি ৫:১৮; [১৬:১৮] মথি ৫:৩১, ৩২; ১৯:৯; মার্ক ১০:১১; রোমী ৭:২, ৩; ১ করি ৭:১০, ১১; [১৬:১৯] ইহি ১৬:৪৯; [১৬:২০] প্রেরি ৩:২; [১৬:২১] মথি ১৫:২৭; লুক ১৫:১৬; [১৬:২৪] পদ: ৩০; দে: লুক ৩:৮; [১৬:২৪] দে: মথি ৫:২২;

আসছিল (মথি ১১:১২)।

**১৬:১৭ এক বিন্দু পড়ে যাওয়ার চেয়ে।** যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ (যা নতুন নিয়মের যুগের প্রতিনিধিত্ব করে) আইন-কানূনের পরিপূর্ণতা সাধন করেছিল (যা পুরাতন নিয়মের যুগের প্রতিনিধিত্ব করে) এবং তা হয়েছিল সম্ভাব্য সব ধরনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে যথার্থ (২১:৩৩)। মথি ৫:১৭-১৮ পদের নোট দেখুন।

**১৬:১৮ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে।** মথি ৫:৩১-৩২; ১৯:৯; মার্ক ১০:১১-১২; ১ করি ৭:১০-১১ দেখুন। যীশু খ্রীষ্ট এখানে আইন-কানূনের ধারাবাহিক কর্তৃত্বকে নিশ্চিত করছেন: ব্যভিচার এখনও অবৈধ ও পাপ কাজ। এটি দেখায় যে, ত্যাগ দেয়া প্রসঙ্গে পুরুষের কঠিন হৃদয়ের কারণে এই আইন-কানুন প্রণয়ন করা হয়েছিল (মথি ১৯: ৯)।

**১৬:১৯ বেগুনে কাপড় ও মসীনার কাপড়।** দামী পোশাকের বৈশিষ্ট্য।

**১৬:২০ লাসার।** যীশু খ্রীষ্ট যাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছিলেন সেই লাসার নয় (যোহন ১১:৪৩-৪৪)। যদি এটি কেবলই একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে, তাহলে এটিই একমাত্র

দৃষ্টান্ত যেখানে যীশু কোন একটি চরিত্রের নাম দিয়েছেন।

**১৬:২১ ঘায়ে ভরা ছিল।** মূল গ্রীক শব্দটি একটি চিকিৎসাশাস্ত্রীয় পরিভাষা, যা কেবল এখানেই দেখা যায়।

**১৬:২২ অব্রাহামের কোলে।** ‘অব্রাহামের কোল’ বলতে অনুগ্রহের স্থান বোঝায়, যাতে ধার্মিক মৃত ব্যক্তি তার ভবিষ্যতে সাফল্য লাভের অপেক্ষায় রয়েছে। এর পরম সুখ হচ্ছে অনুগ্রহের গুণ, যা অব্রাহামের মত লোকদের জন্য সংরক্ষিত আছে।

**১৬:২৩ পাতালে।** গ্রীক হেডিস; এটি এমন একটি স্থান যেখানে দুষ্ট মৃতরা চূড়ান্ত বিচার না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকে। ধনী লোকটির দুর্দশা থেকে এখানকার যন্ত্রণা সম্পর্কে প্রমাণ মেলে। পাতালের দুর্দশা নরকের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে (আগুন, প্রকা ২০:১০; যন্ত্রণা, প্রকা ১৪:১১; পৃথকীকরণ মথি ৮:১২)। অনেকেই অব্রাহামের কোল এবং পাতাল সম্পর্কে যীশু খ্রীষ্টের বর্ণনাকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করে থাকেন। দু’ভাবে এর ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে:

১. মৃত্যু ও মহান ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

লাসারকে পাঠিয়ে দিন, যেন সে অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবিয়ে আমার জিহ্বা শীতল করে, কেননা এই আগুনের শিখায় আমি যন্ত্রণা পাচ্ছি। <sup>২৫</sup> কিন্তু অব্রাহাম বললেন, বৎস স্মরণ কর, তুমি তোমার জীবন কালে কত সুখভোগ করেছ, আর লাসার তেমনি কষ্ট ভোগ করেছে; এখন সে এই স্থানে সান্ত্বনা পাচ্ছে। <sup>২৬</sup> আর এসব ছাড়া আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বড় একটি ফাঁকা স্থান রয়েছে, যেন এই স্থান থেকে যারা তোমাদের কাছে যেতে চায়, তারা না পারে, আবার ঐ স্থান থেকে আমাদের কাছে কেউ পার হয়ে আসতে না পারে। <sup>২৭</sup> তখন সে বললো, আমি আপনাকে অনুরোধ করি, পিতা, আমার পিতার বাড়িতে লাসারকে পাঠিয়ে দিন; <sup>২৮</sup> কেননা আমার পাঁচটি ভাই আছে; সে গিয়ে তাদের কাছে সাক্ষ্য দিক; যেন তারাও এই যাতনা-স্থানে না আসে। <sup>২৯</sup> কিন্তু অব্রাহাম বললেন, তাদের কাছে মোশির ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের পুস্তক রয়েছে; তাঁদেরই কথায় তারা মনোযোগ দিক। <sup>৩০</sup> তখন সে বললো, তা নয়, পিতা অব্রাহাম, বরং মৃতদের মধ্য থেকে যদি কেউ তাদের কাছে যায়, তা হলে তারা মন ফিরাবে। <sup>৩১</sup> কিন্তু তিনি বললেন, তারা যদি মোশির ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের পুস্তকের কথা না শুনে, তবে মৃতদের মধ্য থেকে কেউ উঠলেও তারা মন ফিরাবে না।

[১৬:২৫] গীত ১৭:১৪; [১৬:২৫] লুক ৬:২১, ২৪, ২৫; [১৬:২৮] প্রেরি ২:৪০; ২০:২৩; ১থি ৪:৬; [১৬:২৯] দে: লুক ২৪:২৭, ৪৪; যোহন ১:৪৫; ৫:৪৫-৪৭; প্রেরি ১৫:২১; [১৬:২৯] লুক ৪:১৭; ২৪:২৭, ৪৪; যোহন ১:৪৫; [১৬:৩০] পদ: ২৪; দে: লুক ৩:৮।

বিচারের মাঝে পরিত্রাণবিহীন লোকদের অবস্থা (প্রকা ২০:১১- ১৫)। লুক ১৬:২৩-২৪ পদ দেখায় যে, পাতালে মৃত পাপীরা সচেতন অবস্থায় রয়েছে, তারা তাদের ইন্দ্রিয় ও স্মৃতির পূর্ণ ব্যবহার করছে এবং দুর্দশায় রয়েছে। এটি হারানোদের চূড়ান্ত বিচার পর্যন্ত চলবে (২ পিতর ২:৯), যখন সকল পরিত্রাণবিহীন ব্যক্তিকে আগুনের হৃদে নিক্ষেপ করা হবে (প্রকা ২০:১৩-১৫)।

২. সাধারণ অর্থে, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাঝে সকল মানবীয় বিদেহী আত্মার অবস্থান। এই ব্যাখ্যাটি পুরাতন নিয়মে কোন কোন বিশেষ উপলক্ষে দেখা যায়, কিন্তু নতুন নিয়মে এর উল্লেখ খুব কম (আদি ৩৭:৩৫; ৪২:৩৮; ৪৪:২৯,৩১)। এ ধরনের চিন্তা করা অবশ্যই উচিত নয় যে, মৃত্যুর পরে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; কারণ ২৩ পদ দেখায় যে, যখন পরিত্রাণবিহীন লোকটি পাতালে

অব্রাহাম ও লাসারকে দেখেছিল, তখন বলা হয়েছিল তারা ‘ঐ স্থানে’ এবং ২৬ পদ বলে যে, দু’টো স্থানের মাঝে বিরাট শূন্যতা রয়েছে, যেন কেউ একটি থেকে অন্যটিতে যেতে না পারে।

১৬:২৮ আমার পাঁচটি ভাই আছে। প্রথম বারের মত ধনী লোকটি অন্যের জন্য চিন্তা করছে।

১৬:২৯ মোশির আইন-কানুন ও ভাববাদীদের পুস্তক। সমগ্র পুরাতন নিয়মের অপর নাম। ধনী লোকটি পবিত্র শাস্ত্র ও এর শিক্ষায় মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং ভয় পেয়েছিল যে, তার ভাইয়েরাও একই রকম করবে।

১৬:৩০ মৃতদের মধ্য থেকে যদি কেউ। গল্পটি এ কথা বোঝায় যে, লাসারকে আশা করা হয়েছিল যেন সে গিয়ে তার ভাইদের সাবধান করে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির মন অন্ধ থাকে এবং পবিত্র শাস্ত্রকে অস্বীকার করে, তাহলে কোন প্রমাণ— এমনকি পুনরুত্থিত হয়ে তার কাছে গেলেও সে পরিবর্তিত হবে না।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

#### লুক ১৬ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের জন্য একজন অসৎ কর্মচারীর একটি ছোট গল্প তুলে ধরেন। তিনি এর মধ্যে দিয়ে বৈষয়িক দিককে কেন্দ্র করে একটি মূলনীতি তুলে ধরেন। যদি পার্থিব ধন-সম্পদকেই আপনি বিশ্বস্তভাবে ব্যবহার না করতে পারেন, তবে আত্মিক সম্পদও আপনাকে দেওয়া হবে না। সর্বোচ্চ মান হিসেবে যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে—ঈশ্বর অথবা ধন-সম্পত্তি। এদের উভয়কে এক সাথে নিতে পারেন না (১৬:১-১৮)। এর পর তিনি ধনী লোক ও লাসারের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন যে, ধন এই পৃথিবীর সুখ আনে বটে কিন্তু মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য এর কোন কার্যকারিতা নেই (১৬:১৯-৩১)।

#### লুক ১৬ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. অসৎ কর্মচারীর দৃষ্টান্তটির মধ্য দিয়ে যীশু কি শিক্ষা দিয়েছেন? (১-৮ পদ)
২. ধন-সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার কি? (৯ পদ)
৩. যখন কেউ ছোট বিষয় থেকে বড় কোন বিষয়ে প্রবেশ করে তখন কি তার স্বভাবগত পরিবর্তন হয়? (১০ পদ)
৪. কেউ কি একই সাথে মানুষের প্রতি অবিশ্বস্ত এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হতে পারে? (১১-১৩ পদ)
৫. কেন ফরীশীরা এই দৃষ্টান্তগুলো শুনে উপহাস করলেন? (১৪ পদ)
৬. যীশু তাদের কি বললেন? (১৫-১৮ পদ)
৭. যাকে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে তার কাছে কি প্রত্যাশা থাকে? (১ করিন্থীয় ৪:২ পদ)
৮. একজন কর্মচারী কতদিন পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকবে? (প্রকাশিত বাক্য ২:১০)
৯. বিশ্বস্ততার পুরস্কার কি? (মথি ২৫:২১ পদ)
১০. ধনীলোক ও লাসারের গল্পটির মধ্য দিয়ে কি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে? (১৯-৩১ পদ)
১১. পরিত্রাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষকে বিশ্বাস করানোর জন্য ঈশ্বর কি কি উপায় দিয়েছিলেন? (২৯-৩১ পদ)

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১৭ অধ্যায়

### ক্ষমা করার বিষয়ে উপদেশ

**১৭**<sup>১</sup> যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে আরও বললেন, পাপের পথে নিয়ে যাবার জন্য উসকানি উপস্থিত হবে না এমন হতে পারে না; কিন্তু ধিক্ তাকে, যার দ্বারা উসকানি উপস্থিত হবে! <sup>২</sup> যে এই ক্ষুদ্রদের মধ্যে এক জনের সম্মুখে এমন কোন বাধা স্থাপন করে যাতে সে উচোট খায়, তবে তাকে বরং গলায় যাঁতা বেঁধে তাকে সাগরে ফেলে দেওয়া তার পক্ষে ভাল। তোমরা তোমাদের নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাক। <sup>৩</sup> তোমার ভাই যদি পাপ করে, তাকে অনুযোগ করো; আর সে যদি অনুতাপ করে, তাকে ক্ষমা করো। <sup>৪</sup> আর যদি সে এক দিনের মধ্যে সাত বার তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে, আর সাত বার তোমার কাছে ফিরে এসে বলে, অনুতাপ করলাম, তবে তাকে ক্ষমা করো।

<sup>৫</sup> আর প্রেরিতেরা প্রভুকে বললেন, আমাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দিন। <sup>৬</sup> প্রভু বললেন, একটি সরিষাদানার মত বিশ্বাস যদি তোমাদের থাকে, তবে ‘তুমি সমূলে উপড়ে গিয়ে সাগরে রোপিত হও’ এই কথা তুঁত গাছটিকে বললে গাছটি তোমাদের কথা মানবে।

<sup>৭</sup> আর তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যার দাস হাল বেয়ে কিম্বা মেষ চরিয়ে ক্ষেত থেকে ভিতরে আসলে সে তাকে বলবে, ‘তুমি এখনই এসে খেতে বস’? <sup>৮</sup> বরং তাকে কি বলবে না, ‘আমি কি খাব, তার আয়োজন কর এবং আমি যতক্ষণ ভোজন পান করি, ততক্ষণ কোমর বেঁধে আমার সেবা কর, তারপর তুমি ভোজন পান করবে’? <sup>৯</sup> সেই দাস আদেশ পালন করলো বলে সে কি তাকে ধন্যবাদ জানাবে? <sup>১০</sup> সেই ভাবে সমস্ত আদেশ পালন করলে পর তোমরাও বলো আমরা অযোগ্য দাস, যা করতে বাধ্য ছিলাম, তা-ই করলাম।

১৭:১] দে: মথি ৫:২৯; [১৭:১] মথি ১৮:৭; [১৭:২] মার্ক ১০:২৪; লুক ১০:২১; [১৭:২] দে: মথি ৫:২৯; [১৭:৩] দে: মথি ১৮:১৫; [১৭:৩] ইফি ৪:৩২; কল ৩:১৩; [১৭:৪] মথি ১৮:২১, ২২; [১৭:৫] দে: মার্ক ৬:৩০; [১৭:৫] দে: লুক ৭:১৩; [১৭:৬] মথি ১৩:৩১; ১৭:২০; লুক ১৩:১৯; [১৭:৬] দে: মথি ২১:২১; মার্ক ৯:২৩; [১৭:৮] লুক ১২:৩৭; [১৭:১০] ১করি ৯:১৬;

১৭:২ যাঁতা। শস্য চূর্ণ করার ভারী পাথর।

এই ক্ষুদ্রদের মধ্যে এক জন। বিশ্বাসে ক্ষুদ্র বা বয়সে ক্ষুদ্র হতে পারে (লুক ১০:২১; মথি ১৮:৬; মার্ক ১০:২৪)।

১৭:৩ তোমার ভাই। মথি ১২:৫০; ১৮:১৫-১৭ দেখুন।

১৭:৪ সাত বার। অর্থাৎ সীমাহীন পরিমাণে ক্ষমা করতে হবে (গীত ১১৯:১৬৪; মথি ১৮:২১-২২ দেখুন)।

১৭:৫ আমাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দিন। ১-৪ পদের বাক্য অনুসারে তারা নিজেদেরকে অযোগ্য বলে অনুভব করলো। তারা যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা অনুসারে জীবন-যাপন করার জন্য আরও

বেশি বিশ্বাস অর্জন করতে চেয়েছিল।

১৭:৬ সরিষা-দানার মত বিশ্বাস। মথি ১৭:২০; মার্ক ১১:২৩ দেখুন; মথি ১৩:৩১-৩২; মার্ক ৪:৩১ পদের নোট দেখুন।

১৭:৭ যার দাস। দাস যখন তার কর্তব্য পালন করে, সে তার স্বাভাবিক মজুরির চেয়ে অধিক প্রত্যাশা করার অধিকার রাখে না; এতে তার এমন কিছুই নেই যাতে সে গর্ব করতে পারে। এই দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় এক পাঠ শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য পরিচর্যা কাজ করে, তারা যেন তাদের বিশ্বাসের জন্য গর্বিত হওয়ার প্রলোভনে না পড়ে (১ থিম ১:৩)।



## লুক লিখিত সুসমাচার : ১৭ অধ্যায়

### দশ জন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করা

<sup>১১</sup> যিরূশালেমে যাবার সময়ে তিনি শমরীয়া ও গালীল দেশের মধ্য দিয়ে গমন করলেন। <sup>১২</sup> তিনি কোন গ্রামে প্রবেশ করছেন, এমন সময়ে দশ জন কুষ্ঠ রোগী তাঁর সম্মুখে পড়লো, তারা দূরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, <sup>১৩</sup> যীশু, প্রভু, আমাদেরকে করুণা করুন! <sup>১৪</sup> তাদেরকে দেখে তিনি বললেন, যাও, পুরোহিতদের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও। যেতে যেতে তারা শুচি হয়ে গেল। <sup>১৫</sup> তখন তাদের এক জন নিজেকে সুস্থ দেখে উচ্চরবে ঈশ্বরের গৌরব করতে করতে ফিরে আসল, <sup>১৬</sup> এবং যীশুর পায়ে উবুড় হয়ে পড়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে লাগল; সেই ব্যক্তি এক জন শমরীয়। <sup>১৭</sup> উত্তরে যীশু বললেন, দশ জন কি শুচি হয় নি? তবে সেই নয় জন কোথায়? <sup>১৮</sup> ঈশ্বরের গৌরব করার জন্য ফিরে এসেছে, এই বিদেশী লোকটি ভিন্ন এমন কাউকেও কি পাওয়া গেল না? <sup>১৯</sup> পরে তিনি তাকে বললেন, উঠে চলে যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে।

[১৭:১১] দে: লুক ৯:৫১; [১৭:১১] লুক ৯:৫১, ৫২; যোহন ৪:৩, ৪; [১৭:১২] দে: মথি ৮:২; [১৭:১২] লেবী ১৩:৪৫, ৪৬; [১৭:১৩] দে: লুক ৫:৫; [১৭:১৪] লেবী ১৪:২; মথি ৮:৪; [১৭:১৫] দে: মথি ৯:৮; [১৭:১৬] দে: মথি ১০:৫; [১৭:১৯] দে: মথি ৯:২২;

**১৭:১২ কুষ্ঠ রোগী।** লেবীয় ১৩:২ পদে উল্লিখিত ‘কুষ্ঠরোগ’-এর মূল হিব্রু শব্দের অর্থ ‘চর্মরোগ’। এসব রোগে দৃশ্যনীয় খুঁত দেখা যেত, যা অপবিত্রতার প্রতীক হিসেবে গণ্য হত—যেমন ‘কলঙ্ক’ (লেবীয় ১৩:৪৭-৫৯; দ্বি.বি. ২৪:৮-৯)। এর লক্ষণ দ্রুত বদলায় (লেবীয় ১৩:৬,২৬-২৭,৩২-৩৭), যা সত্যিকার অর্থে কুষ্ঠ নয় বলে প্রতীয়মান হয়। এরূপ আনুষ্ঠানিক অপবিত্র ব্যক্তিকে ছাউনির বাইরে অর্থাৎ আবাস-তাঁবু ও চারপাশের এলাকা থেকে দূরে রাখা হত। এর সূত্র ধরে পরবর্তীতে কোন অপবিত্র ব্যক্তিকে মন্দিরের এলাকায় প্রবেশ করতে দেয়া হত না, যেখানে সে অন্যের সঙ্গে মিশতে পারে। ঈশ্বরের উপস্থিতি কেবল আবাস-তাঁবুতেই থাকত না, সেই সাথে তাঁর উপস্থিতি পুরো ইস্রায়েল শিবিরেও অবস্থান করতো (গণনা ৫:৩; দ্বি.বি. ২৩:১৪); তাই অপবিত্র লোকদের শিবিরে থাকা উচিত নয় বলে মনে করা হত (গণনা ৫:১-৪; ১২:১৪-১৫; ৩১:১৯-২৪; লেবীয় ১০:৪-৫; গণনা ১৫:৩৫-৩৬; ২ রাজা ৭:৩-৪; ২ বংশা ২৬:২১)। ঈশ্বরের উপস্থিতির কাছ থেকে তাদেরকে পৃথক করে দেওয়ার কারণে তারা নিজেদের কাপড় ছিঁড়ে ও চুল

এলোমেলো রেখে তাদের মুখ আংশিক ঢেকে রাখতো এবং তাদের দুঃখ প্রকাশ করতো (লেবীয় ১৩:৪৫)।

**১৭:১৪ পুরোহিতদের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও।** রোগ থেকে আরোগ্য লাভের পর সুস্থতা স্বীকৃতি লাভের স্বাভাবিক রীতি (লেবীয় ১৩:২-৩; ১৪:২-৩২)।

**১৭:১৬ শমরীয়।** ১০:৩১-৩৩ পদের নোট দেখুন। সচরাচর যিহূদীরা শমরীয়দের সাথে মেলামেশা করতো না (যোহন ৪:৯), কিন্তু কুষ্ঠ রোগের কারণে রোগীদের মধ্যে এই সামাজিক বাধা ভেঙ্গে গিয়েছিল (লেবীয় ১৩:২,৪,৪৫-৪৬; ২২:৪; গণনা ৫:২)।

**১৭:১৯ তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে।** মথি ৯:২২ দেখুন। এই অংশটিকে “তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ দিয়েছে”—এভাবেও বলা যেতে পারে (৭:৫০)। একমাত্র শমরীয় লোকটি যীশু খ্রীষ্টকে ধন্যবাদ দিতে ফিরে আসলো—এই সত্যতা নির্দেশ করতে পারে যে, দশ জনই দৈহিক সুস্থতা লাভ করেছিল, কিন্তু সে একা দৈহিক সুস্থতার পাশাপাশি পরিত্রাণও পেয়েছিল (৭:৫০; ৮:৪৮,৫০)।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১৭ অধ্যায়

### ঈশ্বরের রাজ্য আসার বিষয়ে শিক্ষা

<sup>২০</sup> ফরীশীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, ঈশ্বরের রাজ্য কখন আসবে? উত্তরে তিনি তাদেরকে বললেন, ঈশ্বরের রাজ্য জাঁক-জমকের সঙ্গে আসে না; <sup>২১</sup> আর লোকে বলবে না, দেখ, এই স্থানে! কিম্বা ঐ স্থানে! কারণ দেখ, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যেই আছে।

<sup>২২</sup> আর তিনি শিষ্যদেরকে বললেন, এমন সময় আসবে, যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রের সময়ের একটি দিন দেখতে ইচ্ছা করবে, কিন্তু দেখতে পাবে না। <sup>২৩</sup> তখন লোকেরা তোমাদেরকে বলবে, দেখ ঐ স্থানে! দেখ, এই স্থানে! যেও না, তাদের পিছনে যেয়ো না।

<sup>২৪</sup> কেননা বিদ্যুৎ যেমন আকাশের নিচে এক দিক থেকে চমকালে আকাশের নিচে অন্যদিক পর্যন্ত আলোকিত হয়, মনুষ্যপুত্র তাঁর দিনে ঠিক তেমনি হবেন। <sup>২৫</sup> কিন্তু প্রথমে তাঁকে অনেক দুঃখভোগ করতে এবং এই কালের লোকদের কাছে অগ্রাহ্য হতে হবে। <sup>২৬</sup> আর নোহের সময়ে যেমন হয়েছিল, মনুষ্যপুত্রের সময়েও তেমনি হবে। <sup>২৭</sup> লোকে ভোজন পান করতো, বিয়ে করতো, বিবাহিতা হত, যে পর্যন্ত না নোহ জাহাজে প্রবেশ করলেন, আর বন্যা এসে সকলকে বিনষ্ট করলো। <sup>২৮</sup> আবার লোটের সময়ে যেমন হয়েছিল— লোকে ভোজন পান, ক্রয়-বিক্রয়, গাছ লাগানো ও বাড়ি-ঘর নির্মাণ করতো; <sup>২৯</sup> কিন্তু যেদিন লোট সদোম থেকে বের হলেন, সেদিন আকাশ থেকে আগুন ও গন্ধক বর্ষণ করে সকলকে বিনষ্ট

[১৭:২০] দে: মথি ৩:২; [১৭:২১] পদ: ২৩; [১৭:২২] দে: মথি ৮:২০; [১৭:২২] দে: লুক ৫:৩৫; [১৭:২৩] মথি ২৪:২৩; লুক ২১:৮; [১৭:২৪] মথি ২৪:২৭; [১৭:২৫] দে: মথি ১৬:২১; [১৭:২৫] লুক ৯:২২; ১৮:৩২; [১৭:২৫] মার্ক ১৩:৩০; লুক ২১:৩২; [১৭:২৬] আদি ৬:৫-৮; ৭:৬-২৪; [১৭:২৮] আদি ১৯:১-২৮;

### ১৭:২১ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যেই আছে।

যীশু খ্রীষ্টের কথা অনুসারে বর্তমান ঈশ্বরের রাজ্যটি আত্মিক, জাগতিক বা রাজনৈতিক নয়। ঈশ্বরের রাজ্য জাঁকজমকের সঙ্গে আসে না (২০ পদ) অর্থাৎ এটি পার্থিব কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে আসে না। বরং এটি তাঁর লোকদের মধ্যে, তাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকে, যারা ধার্মিকতা, শান্তি ও পবিত্র আত্মায় আনন্দ করে (রোমীয় ১৪:১৭)। ঈশ্বরের লোকেরা পবিত্র আত্মার দ্বারা পাপের, রোগ-ব্যাধির ও শয়তানের শক্তিকে পরাজিত করে এর প্রকাশ ঘটায়, জাতিগণের শাসনকর্তাদের জয় করে নয়।

১৭:২২ দেখতে ইচ্ছা করবে। কষ্টের সময়ে বিশ্বাসীরা সেই দিনটিকে চাইবেন, যখন যীশু খ্রীষ্ট তাঁর আপন মহিমায় ফিরে আসবেন এবং তাঁর লোকদেরকে তাদের দুর্দশা থেকে মুক্ত

করবেন।

১৭:২৩ যেও না, তাদের পিছনে যেও না। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে তোমাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম থেকে দূরে সরে যেও না।

১৭:২৪ বিদ্যুৎ . . চমকালে। তাঁর আগমন হবে আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত ও সবার দৃষ্টিগোচরে (১২:৪০)।

১৭:২৫ তাঁকে অনেক দুঃখভোগ ... অগ্রাহ্য হতে হবে। যীশু খ্রীষ্ট বার বার তাঁর আসন্ন মৃত্যুর বিষয়ে আগাম বলছেন (৫:৩৫; ৯:২২, ৪৩-৪৫; ১২:৫০; ১৩:৩২-৩৩; ২৪:৭; মথি ১৬:২১), যা তাঁর মহিমামণ্ডিত প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ঘটবে।

১৭:২৮ লোটের সময়ে। আদি ১৮:১৬-১৯:২৮।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৭ অধ্যায়

করলো— <sup>৩০</sup> মনুষ্যপুত্র যেদিন প্রকাশিত হবেন, সেই দিনেও ঠিক তেমনি হবে। <sup>৩১</sup> সেদিন যে কেউ ছাদের উপরে থাকবে, আর তার জিনিসপত্র ঘরে থাকবে, সে তা নেবার জন্য নিচে না নামুক; আর তেমনি যে কেউ ক্ষেতে থাকবে, সেও পিছনে ফিরে না আসুক। <sup>৩২</sup> লোটের স্ত্রীকে স্মরণ করো। <sup>৩৩</sup> যে কেউ আপন প্রাণ লাভ করতে চেষ্টা করে, সে তা হারাবে; আর যে কেউ প্রাণ হারায়, সে তা বাঁচাবে। <sup>৩৪</sup> আমি তোমাদেরকে বলছি, সেই রাতে দু'জন এক বিছানায় থাকবে, তাদের এক জনকে নেওয়া যাবে এবং অন্য জনকে ছেড়ে যাওয়া হবে। <sup>৩৫</sup> দু'জন স্ত্রীলোক একত্রে যাঁতা পিষবে; তাদের এক জনকে নেওয়া যাবে এবং অন্য জনকে ছেড়ে যাওয়া হবে। <sup>৩৬</sup> তখন তাঁরা উত্তরে তাঁকে বললেন, হে প্রভু, কোথায়? <sup>৩৭</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, যেখানে শব, সেখানেই শকুন জুটবে।

[১৭:৩০] মথি ১০:২৩; দে: ১৬:২৭; ২৪:৩, ২৭, ৩৯; ২৫:৩১; দে: ১করি ১:৭; দে: ১থিষ ২:১৯; ২থিষ ১:৭; ২:৮; ২পি ৩:৪; দে: প্রকা ১:৭; [১৭:৩১] মথি ২৪:১৭, ১৮; [১৭:৩২] আদি ১৯:২৬; [১৭:৩৩] দে: যোহন ১২:২৫; [১৭:৩৫] মথি ২৪:৪১; [১৭:৩৭] মথি ২৪:২৮।

**১৭:৩০ মনুষ্যপুত্র যে দিন প্রকাশিত হবেন।** যীশু খ্রীষ্ট তাঁর দ্বিতীয় আগমনের মধ্য দিয়ে সকলের দৃষ্টিগোচর হবেন (১ করি ১:৭; ২ থিষ ১:৭; ১ পিতর ১:৭, ১৩; ৪:১৩)। **১৭:৩১ ছাদের উপরে।** যিহূদীরা তাদের ঘরের সমতল ছাদের উপরে বিশ্রাম নিত। যখন চূড়ান্ত সময় আসবে, তখন কেউ যেন ঘরের ভিতরে গিয়ে কোন জিনিস নিয়ে আসার চিন্তা না করে। মথি ও মার্ক যিরূশালেমের পতনের সময় একই রকম পলায়নের কথা উল্লেখ করেছেন এবং পরোক্ষভাবে তাঁরা শেষ সময়ের কথা বুঝিয়েছেন (মথি ২৪:১৭-১৮; মার্ক ১৩:১৫), কিন্তু এখানে পরিস্কারভাবে যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তনকে বোঝানো হয়েছে (পদ ৩০; ২১:২১)। **১৭:৩৩ যে কেউ প্রাণ হারায়, সে তা বাঁচাবে।**

৯:২৪ পদের নোট দেখুন (মথি ১০:৩৯ পদের সাথে তুলনা করুন)। **১৭:৩৫ নেওয়া যাবে।** ‘ধ্বংস থেকে’ বা ‘স্বর্গ-রাজ্যে নেওয়া’ বোঝাতে পারে। স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, যে কোন পরিস্থিতিতে দু'জন ব্যক্তি জীবনে যত ঘনিষ্ঠই হোক না কেন, তাদের অনন্তকালীন গন্তব্য একই হবে কি না সে ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা নেই। একজন শাস্তি পেতে পারে, অন্যজন পরিত্রাণ পেতে পারে। একজন পুরস্কার ও অন্যজন আশীর্বাদ পেতে পারে। **১৭:৩৭ যেখানে শব, সেখানেই শকুন জুটবে।** একটি প্রবাদ; মথি ২৪:২৮ পদের নোট দেখুন। প্রেরিতদের প্রশ্নের উত্তরে যীশু খ্রীষ্ট ব্যাখ্যা করছেন যে, এসব ঘটনা সেখানেই ঘটবে যেখানে ঘটনাটির জন্য উপযুক্ত মানুষ রয়েছে।

### লুক ১৭ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু শিষ্যদের উদ্দেশ্যে পাপ ও বিশ্বাস সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। বিশ্বাসের পথে তাদের বাধা নয় বরং সাহায্যকারীর ভূমিকা থাকতে হবে। তিনি একটি সর্ষে দানার মত বিশ্বাসের ক্ষমতার বিষয়টি তুলে ধরেন। স্বর্গের পিতা আমাদের সব পরিশ্রমের কথা জানান। তিনিই আমাদের পুরস্কৃত করবেন। অযোগ্য দাসের মতই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। কারণ আমরা কেবল তা-ই করে থাকি, যা করতে আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয় (১৭:১-১০)।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৮ অধ্যায়

এর পর প্রভু যীশু তাঁর যিরুশালেম অভিযাত্রী যাত্রায় কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত দশ জন লোককে সুস্থ করেন যাদের মধ্যে একজন শমরীয় ছিল (১৭:১১-১৯)। কয়েক জন ফরীশী প্রভু যীশুকে ঈশ্বরের রাজ্য আসার বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানান যে, ঈশ্বরের রাজ্য তো আপনাদের মধ্যেই রয়েছে। এরপর যীশু তার শিষ্যদের মনুষ্যপুত্রের ফিরে আসবার সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন (১৭:২০-৩৭)।

### লুক ১৭ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যখন কোন বিশ্বাসী ভাই পাপ করে তার প্রতি কি করা উচিত? (৩ পদ)
২. যখন কোন পাপী বিশ্বাসী ভাই পাপ থেকে মন ফিরায় তখন কি করা উচিত? (৪ পদ)
৩. ভাল কাজ করবার পর একজন বিশ্বাসীর ঈশ্বরের প্রতি কি মনোভাব হওয়া উচিত? (১০ পদ)
৪. সুস্থ হওয়া সেই একজন চর্মরোগী কি করেছিলেন? (১৫-১৭ পদ)
৫. ঈশ্বরের রাজ্য আসবার বিষয়ে যীশু কি শিক্ষা দিচ্ছিলেন? (২০, ২১ পদ)
৬. পুত্র ফিরে আসবার আগে কোন বিষয়গুলো অবশ্যই ঘটবে? (২৫ পদ)
৭. শেষ কালে পৃথিবীর কি অবস্থা হবে? (২৬-২৮ পদ)
৮. যখন সেই দিনগুলো আসবে তখন কি ঘটবে? (৩১-৩৬ পদ)
৯. যখন শিষ্যেরা জিজ্ঞেস করলো, “প্রভু, কোথায়?” তখন যীশু কি উত্তর দিয়েছিলেন? (৩৭ পদ)

### প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা

**১৮**<sup>১</sup> নিরুৎসাহিত না হয়ে তাঁদের সব সময়ই যে প্রার্থনা করা উচিত, এই বিষয়ে তিনি শিষ্যদের কাছে এই দৃষ্টান্তটি বললেন, <sup>২</sup> তিনি বললেন, কোন নগরে এক জন বিচারকর্তা ছিল, সে ঈশ্বরকে ভয় করতো না, মানুষকেও মানতো না। <sup>৩</sup> আর সেই নগরে এক বিধবা ছিল, সে তার কাছে এসে বলতো, অন্যায়ের প্রতিকার করে আমার বিপক্ষ থেকে আমাকে উদ্ধার করুন! <sup>৪</sup> বিচারকর্তা কিছুকাল পর্যন্ত সম্মত হল না; কিন্তু পরে মনে মনে বললো, যদিও আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না, মানুষকেও মানি না, <sup>৫</sup> তবুও এই বিধবা

[১৮:১] যিশা ৪০:৩১; লুক ১১:৫-৮; দে: প্রেরি ১:১৪; দে: রোমী ১:১০; ১২:১২; ইফি ৬:১৮; কল ৪:২; ১থি ৫:১৭; [১৮:৩] যিশা ১:১৭; [১৮:৫] লুক ১১:৮;

**১৮:২ মানুষকেও মানতো না।** সে এমন একজন ব্যক্তি ছিল যে অন্যান্যদের অভাব সম্পর্কে বা তার ব্যাপারে তাদের মতামত সম্পর্কে চিন্তা করতো না।

**১৮:৩ এক বিধবা।** অত্যন্ত সহায়হীন ও মর্মান্বিত এক নারী, কারণ তার পক্ষে কথা বলার মত কেউ ছিল না; কেবল ন্যায়বিচার ও তার নিজের অটল ও দৃঢ় অবস্থান তার অনুকূলে ছিল।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৮ অধ্যায়

আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, এজন্য অন্যায় থেকে একে উদ্ধার করবো। তা নাহলে সে সব সময় এসে আমাকে জ্বালাতন করবে।<sup>৬</sup> পরে প্রভু বললেন, শোন, ঐ অধার্মিক বিচারকর্তা কি বলে।<sup>৭</sup> তবে যারা দিনরাত ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করে, ঈশ্বর কি তাঁর সেই মনোনীতদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করবেন না, যদিও তিনি তাঁদের বিষয়ে ধৈর্য ধরে আছেন?<sup>৮</sup> আমি তোমাদেরকে বলছি, তিনি শীঘ্রই তাদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করবেন। কিন্তু মনুষ্যপুত্র যখন আসবেন, তখন কি পৃথিবীতে বিশ্বাস দেখতে পাবেন?

#### ফরীশী ও খাজনা-আদায়কারীর দৃষ্টান্ত

<sup>৯</sup> যারা নিজেদের উপরে বিশ্বাস রাখতো, মনে করতো যে, তারাই ধার্মিক এবং অন্য সকলকে হেয় জ্ঞান করতো, এমন কয়েক জনকে তিনি এই দৃষ্টান্ত বললেন।<sup>১০</sup> দুই ব্যক্তি প্রার্থনা করার জন্য মন্দিরে গেল; এক জন ফরীশী আর এক জন কর-আদায়কারী।<sup>১১</sup> ফরীশী দাঁড়িয়ে নিজে নিজে এরকম প্রার্থনা করলো, হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে, আমি অন্য সব লোকের মত উপদ্রবকারী, অন্যায়কারী ও ব্যভিচারী নই কিম্বা ঐ কর-আদায়কারীর মতও নই;<sup>১২</sup> আমি সপ্তাহের মধ্যে দুই বার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ দান করি।<sup>১৩</sup> কিন্তু কর-আদায়কারী দূরে দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলতেও সাহস পেল না, বরং সে বুকে করাঘাত করতে করতে বললো, হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি দয়া কর।<sup>১৪</sup> আমি তোমাদেরকে বলছি, এই ব্যক্তি ধার্মিক গণিত

[১৮:৬] দে: লুক ৭:১৩; [১৮:৭] যাত্রা ২২:২৩; গীত ৮৮:১; প্রকা ৬:১০; [১৮:৮] দে: মথি ৮:২০; [১৮:৮] দে: মথি ১৬:২৭; [১৮:৯] লুক ১৬:১৫; [১৮:৯] যিশা ৬৫:৫; [১৮:১০] প্রেরি ৩:১; [১৮:১১] মথি ৬:৫; মার্ক ১১:২৫; [১৮:১২] যিশা ৫৮:৩; মথি ৯:১৪; [১৮:১২] মালা ৩:৮; লুক ১১:৪২; [১৮:১৩] যিশা ৬৬:২; যির ৩১:১৯; লুক ২৩:৪৮; [১৮:১৩]

**১৮:৭** যারা দিনরাত ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করে। ঈশ্বর মনোনীতদের প্রতি তাঁর সমর্থন দান করতে দেরি করবেন না, যদি তাদের আবেদন ন্যায্য হয়ে থাকে। তিনি অধার্মিক বিচারকের মত নন, যাকে ক্রমাগত বিরক্ত করতে হবে যতক্ষণ না তিনি ক্লান্ত হন ও মনোযোগ দেন।

**ঈশ্বর কি ... প্রতিকার করবেন না?** একজন অযোগ্য বিচারক, যে ন্যায় বা অন্যায়ের কোন বাধা অনুভব করে না, তাকে সহায়হীন কোন ব্যক্তি নাছোড়বান্দার মত ধরলে সে যদি ন্যায়বিচার করতে বাধ্য হয়, তাহলে ঈশ্বর কত না সহজে আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেবেন!

**১৮:৮** তখন ... দেখতে পাবেন? এই বিশ্বাস এমন, যা প্রার্থনা ও আনুগত্যের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যায় (মথি ২৪:১২-১৩)। খ্রীষ্ট এমন এক সময়ের কথা বলেন যা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের দিকে আলোকপাত করে। আত্মিক বিচ্যুতি ও তাড়নার সময়ের কথা এখানে বলা

হচ্ছে, যখন এই বিধবার মত করে প্রচণ্ড পশ্চাৎদর্শন করতে হবে।

**১৮:১০** প্রার্থনা করার জন্য। সকাল ও বিকেলের উৎসর্গের সাথে প্রার্থনার সময়সূচীর সম্পর্ক ছিল। তবে এছাড়া লোকেরা যে কোন সময় ব্যক্তিগত প্রার্থনার জন্য মন্দিরে যেতে পারতো।

**১৮:১২** সপ্তাহের মধ্যে দুই বার উপবাস রাখি। প্রায়শ্চিত্তের দিনের উপবাস ছাড়া অন্য কোন উপবাসের কোন আদেশ মোশির আইন-কানুনে দেয়া হয় নি। ফরীশীরা সোমবার ও বৃহস্পতিবারেও উপবাস রাখতো (লুক ৫:৩৩; মথি ৬:১৬; মার্ক ২:১৮; প্রেরিত ২৭:৯)।

**সমস্ত আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ দান করি।** প্রথম শতাব্দীর ফরীশীরা তাদের যা কিছু আছে সবকিছুর দশমাংশ দিত, কেবল তারা যা উপার্জন করতো তার উপর নয়।

**১৮:১৩** আমার প্রতি, এই পাপীদের প্রতি দয়া কর। এখানে লোকটির প্রায়শ্চিত্তের কথা

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৮ অধ্যায়

হয়ে নিজের বাড়িতে নেমে গেল, ঐ ব্যক্তি নয়; কেননা যে কেউ নিজেকে উঁচু করে, তাকে নত করা যাবে; কিন্তু যে নিজেকে নত করে, তাকে উঁচু করা যাবে।

#### শিশুদের আশীর্বাদ করা

<sup>১৫</sup> আর লোকেরা তাঁদের ছোট শিশুদেরকেও তাঁর কাছে আনলো, যেন তিনি তাদেরকে স্পর্শ করেন। শিষ্যেরা তা দেখে তাদেরকে ভরসনা করতে লাগলেন। <sup>১৬</sup> কিন্তু যীশু তাদেরকে কাছে ডাকলেন, বললেন, শিশুদেরকে আমার কাছে আসতে দাও, বারণ করো না, কেননা ঈশ্বরের রাজ্য এদের মত লোকদেরই। <sup>১৭</sup> আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যে কেউ শিশুর মত হয়ে ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে কোন মতে তাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

#### ধনাসক্তির বিষয়ে শিক্ষা

<sup>১৮</sup> এক জন নেতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, হে সৎ গুরু, কি করলে আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হব? <sup>১৯</sup> যীশু তাকে বললেন, আমাকে সৎ কেন বলছো? এক জন ছাড়া সৎ আর কেউ নেই, তিনি ঈশ্বর। <sup>২০</sup> তুমি আদেশগুলো জান, “ব্যভিচার করো না, বধ করো না, চুরি করো না, মিথ্যাসাক্ষ্য দিও না, তোমার পিতা-মাতাকে সমাদর করো”। <sup>২১</sup> সে বললো, বাল্যকাল থেকে এসব পালন করে আসছি। <sup>২২</sup> এই কথা শুনে যীশু তাকে বললেন, এখনও একটি বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে; তোমার যা কিছু আছে সমস্ত বিক্রি কর, আর দরিদ্রদেরকে বিতরণ কর, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; আর এসো, আমার পশ্চাৎগামী হও। <sup>২৩</sup> কিন্তু এই কথা শুনে সে অতিশয় দুঃখিত হল, কারণ সে অতিশয় ধনবান ছিল। <sup>২৪</sup> তখন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে যীশু বললেন, যাদের ধন আছে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন দুষ্কর! <sup>২৫</sup> বাস্তবিক ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করার চেয়ে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের প্রবেশ করা সহজ।

লুক ৫:৩২; ১তীম ১:১৫; [১৮:১৪] দে: মথি ২৩:১২; [১৮:১৭] মথি ১১:২৫; ১৮:৩; [১৮:১৮] লুক ১০:২৫; [১৮:২০] যাত্রা ২০:১২-১৬; দ্বি:বি ৫:১৬-২০; রোমী ১৩:৯; [১৮:২২] দে: প্রেরি ২:৪৫; [১৮:২২] দে: মথি ৬:২০; [১৮:২৪] হিতো ১১:২৮;

বোঝানো হচ্ছে (১ যোহন ২:২ পদের নোট দেখুন)। কর-আদায়কারী তার সৎকর্মের পক্ষে বলছে না, কিন্তু তার পাপ ক্ষমা করার জন্য ঈশ্বরের দয়ার কথা বলছে। ‘দয়া কর’ কথাটি নতুন নিয়মে বেশ কিছু প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়েছে (যাত্রা ২৫:১৭, ১৮, ২১; ইব্রীয় ৯:৫)। **১৮:১৪ ধার্মিক গণিত হয়ে।** ঈশ্বর তাকে ধার্মিক বলে স্বীকার করলেন, অর্থাৎ তার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে এবং তাকে ধার্মিক বলে গণ্য করা হয়েছে (পদ ৯); কিন্তু তার নিজের গুণে এই ক্ষমা আসে নি, বরং এই ক্ষমা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে এসেছে। **১৮:১৭ শিশুর মত হয়ে।** পরিপূর্ণ বিশ্বাস,

আন্তরিকতা ও পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আসে পূর্ণ নির্ভরতা, (মথি ১৮:৩; ১৯:১৪; মার্ক ১০:১৫; ১ পিতর ২:২)।

**১৮:১৮ সৎ গুরু।** লোকটির এই সম্বোধনের প্রেক্ষিতে খ্রীষ্ট জিজ্ঞেস করলেন যে, সে ‘সৎ’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ জানে কি না। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট তাঁর উপর আরোপিত ‘সৎ’ সম্বোধনটিকে অস্বীকার করেন নি; এখানে স্বর্গীয় পুত্রত্বের নিগূঢ় রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে (মার্ক ১০:১৭-২৭)।

**অনন্ত জীবন।** মথি ১৯:১৬ পদের নোট দেখুন। **১৮:২০ আদেশগুলো।** সাধারণভাবে দশ আজ্ঞার কথা বলা হয়েছে।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৮ অধ্যায়

২৬ যারা শুনলো, তারা বললো, তাহলে কে পরিব্রাজ্ঞ পেতে পারে? ২৭ তিনি বললেন, যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব, তা ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব। ২৮ তখন পিতর বললেন, দেখুন, আমাদের নিজের সবকিছু পরিত্যাগ করে আপনার অনুসারী হয়েছি।

২৯ তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই, যে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য নিজের বাড়ি বা স্ত্রী বা ভাই-বোন বা পিতা-মাতা বা সন্তান-সন্ততি ত্যাগ করলে, ৩০ ইহকালে তার বহুগুণ এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন না পাবে।

#### তৃতীয় বার মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

৩১ পরে তিনি সেই বারো জনকে কাছে নিয়ে তাঁদেরকে বললেন, দেখ, আমরা যিরূশালেমে যাচ্ছি; আর ভাববাদীদের দ্বারা মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যা যা লেখা হয়েছে, সেসব সিদ্ধ হবে। ৩২ কারণ তাঁকে অযিহূদীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে এবং লোকেরা তাঁকে বিদ্রোপ করবে, তাঁকে অপমান করবে, তাঁর গায়ে থুথু দেবে; ৩৩ এবং কশাঘাত করে তাঁকে হত্যা করবে; পরে তৃতীয় দিনে তিনি পুনরায় উঠবেন।

৩৪ শিষ্যেরা কিন্তু এই সকলের কিছুই বুঝতে পারলেন না। প্রকৃত পক্ষে তিনি তাঁদের কাছে যা যা বলেছিলেন তার অর্থ তাঁদের থেকে গুপ্ত রইলো, তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারলেন না।

#### এক জন অন্ধকে চোখ দান

৩৫ আর যখন তিনি যিরীহোর নিকটবর্তী হলেন, এক জন অন্ধ পথের পাশে বসে ভিক্ষা করছিল; ৩৬ সে লোকদের গমনের শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করলো, এর কারণ কি? ৩৭ লোকে

[১৮:২৭] দে: মথি ১৯:২৬; [১৮:২৮] দে: মথি ৮:১৯; [১৮:৩০] দে: মথি ১২:৩২; [১৮:৩০] দে: মথি ২৫:৪৬; [১৮:৩১] দে: লুক ৯:৫১; [১৮:৩১] গীত ২২; যিশা ৫৩; [১৮:৩১] দে: মথি ৮:২০; [১৮:৩২] লুক ২৩:১; [১৮:৩৩] দে: মথি ১৬:২১; [১৮:৩৩] দে: প্রেরি ২:২৩; [১৮:৩৩] দে: মথি ১৬:২১; [১৮:৩৩] দে: মথি ১৬:২১; [১৮:৩৪] দে: মার্ক ৯:৩২; [১৮:৩৫] লুক ১৯:১;

১৮:৩০ ইহকালে ... আগামী যুগে। বর্তমান যুগে পাপ ও দুঃখের; ভবিষ্যৎ যুগের উদ্বোধন হবে খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তন দ্বারা।

১৮:৩১ ভাববাদীদের দ্বারা ... লেখা হয়েছে। এই উক্তিটিকে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর তৃতীয় পূর্বাভাস হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে (১৭:২৫ পদের নোট দেখুন)। প্রথম একক পূর্বাভাস ৯:২২ পদে এবং দ্বিতীয়টি ৯:৪৩-৪৫ পদে। খ্রীষ্টের মৃত্যুর বিষয়ে অনেক বছর আগে থেকেই এই ঘটনার পূর্বাভাস দেয়া হয়ে আসছে (গীত ২২ ও ৬৯ অধ্যায়; যিশা ৪৯:৭; ৫০, ৫২ ও ৫৩ অধ্যায়; সখ ১৩:৭; লুক ২৪:২৭; মথি ২৬:২৪, ৩১, ৫৪ দেখুন)।

মনুষ্য পুত্র। মার্ক ৮:৩১ পদের নোট দেখুন।

১৮:৩৫ যিরীহোর নিকটবর্তী হলেন। মার্ক

১০:৪৬ পদের নোট দেখুন।

একজন অন্ধ। বর্তমান (মার্ক ১০:৪৬)। মথি বলেন যে, দু'জন অন্ধ লোককে সুস্থ করা হয়েছিল (মথি ৮:২৮ পদের নোট দেখুন)। সম্ভবত যেহেতু এখানে খ্রীষ্টের সাথে শুধুমাত্র একজন অন্ধ কথা বলেছিল, সে কারণে মার্ক ও লুক অন্যজনের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেন নি। মার্ক রয়েছে, যীশু খ্রীষ্ট যিরীহো শহর ত্যাগ করার সময় বর্তমানকে সুস্থ করেন (মার্ক ১০:৪৬-৫২), এখানে বলা হচ্ছে তিনি নগরীতে প্রবেশের সময়ে তাকে সুস্থ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, পুরাতন ও নতুন যিরীহো শহর দু'টো পরস্পর নিকটবর্তী এবং ঘটনাটি এই দু'টি শহরের মাঝামাঝি স্থানে ঘটেছিল।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৮ অধ্যায়

তাকে বললো, নাসরতীয় যীশু এই পথ দিয়ে যাচ্ছেন।<sup>৩৮</sup> তখন সে চিৎকার বললো, হে যীশু, দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি করুণা করুন।<sup>৩৯</sup> যারা আগে আগে যাচ্ছিল, তারা চুপ চুপ বলে তাকে ধমক দিল, কিন্তু সে আরও বেশি চিৎকারে বলতে লাগল, হে দায়ূদ-সন্তান আমার প্রতি করুণা করুন।<sup>৪০</sup> তখন যীশু থেমে তাকে তাঁর কাছে আনতে আদেশ করলেন; পরে সে কাছে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,<sup>৪১</sup> তুমি কি চাও? আমি তোমার জন্য কি করবো? সে বললো, প্রভু, যেন দেখতে পাই।<sup>৪২</sup> যীশু তাকে বললেন, দেখতে পাও; তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করলো।<sup>৪৩</sup> তাতে সে তৎক্ষণাৎ দেখতে পেল এবং ঈশ্বরের গৌরব করতে করতে তাঁর পিছনে পিছনে গমন চললো। তা দেখে সকল লোক ঈশ্বরের প্রশংসা করলো।

[১৮:৩৭] লুক ১৯:৪; [১৮:৩৮] পদ: ৩৯; দে: মথি ৯:২৭; [১৮:৩৮] মথি ১৭:১৫; লুক ১৮:১৩; [১৮:৩৯] পদ: ৩৮; [১৮:৪২] দে: মথি ৯:২২; [১৮:৪৩] দে: মথি ৯:৮; লুক ১৩:১৭।

১৮:৩৮-৩৯ দায়ূদ-সন্তান। খ্রীষ্টের একটি ৪৫; মার্ক ১২:৩৫; যোহন ৭:৪২; ২ শমূ ৭:১২ উপাধি (মথি ১২:২৩; ২১:১৫-১৬; ২২:৪১-১৩; গীতা ৮৯:৩-৪; আমোস ৯:১১ দেখুন)।

### লুক ১৮ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা দেন। এর পর তিনি আরেকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। এই দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে যীশু দেখান যে, ঈশ্বরের কাছে নিজেদেরকে নীচু করাই হল নিজেদের উঁচু করার সরল পথ। তিনি ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের পথও দেখিয়ে দেন (১৮:১-১৭)। এর পর যীশু অনন্ত জীবন পাবার পথ নিয়ে কথা বলেন। তিনি ধনীদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা যে কত কঠিন তা দেখিয়ে দেন। তিনি নিজের মৃত্যুর বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেন যে, তাঁর বিষয়ে বলা ভাববাদীদের কথা অবশ্যই পূর্ণ হবে (১৮:১৮-৩৪)। প্রভু যীশু তাঁর যাত্রা পথে যিরীহোর কাছাকাছি আসলেন। সেখানে তিনি একজন অন্ধ লোককে তার দেখার শক্তি ফিরিয়ে দেন (১৮:৩৫-৪৩)।

### লুক ১৮ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. অসৎ বিচারকের দৃষ্টান্তটির মধ্য দিয়ে প্রভু কি বলতে চেয়েছেন? (১-৫ পদ)
২. এই দৃষ্টান্তটির প্রতি যীশু কি উক্তি করেছিলেন? (৬-৮ পদ)
৩. কারা উপাসনা ঘরে প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন? (১০ পদ)
৪. ফরীশী লোকটি কিভাবে প্রার্থনা করছিলেন? (১১-১২ পদ)
৫. কর-আদায়কারী লোকটি কিভাবে প্রার্থনা করেছিলেন? (১৩ পদ)
৬. তাদের মধ্যে কে ঈশ্বরের সাক্ষাতে নির্দোষ বলে গৃহীত হয়েছিলেন? (১৪ পদ)
৭. ছোট ছেলেমেয়েদের বিষয়ে যীশু কি বলেছিলেন? (১৬ পদ)



## লুক লিখিত সুসমাচার : ১৯ অধ্যায়

৮. অনন্ত জীবনের চেয়ে ধনী যুবক নেতাটির কাছে কি গুরুত্বপূর্ণ ছিল? (১৮-২৩ পদ)  
৯. শিষ্যদের কাছে কি প্রমাণ ছিল যা প্রকাশ করে যে যীশুকে মরতে হবে? (২৫-২৭ পদ)  
১০. যিরীহো শহরের কাছে আশ্চর্য-কাজটির বর্ণনা করুন। (৩৫-৪৩ পদ)

### সক্কেয়ের মন পরিবর্তন

**১৯** <sup>১</sup> পরে তিনি যিরীহোতে প্রবেশ করে নগরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। <sup>২</sup> আর দেখ, সক্কেয় নামে এক ব্যক্তি ছিল, আর সে ছিল এক জন প্রধান কর-আদায়কারী এবং ধনবান। <sup>৩</sup> আর যীশু কে, সে তা দেখতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভিড়ের দরুন পারল না, কেননা সে খর্বকায় ছিল। <sup>৪</sup> তাই সে আগে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে দেখবার জন্য একটি ডুমুর গাছে উঠলো, কারণ তিনি সেই পথে যাচ্ছিলেন। <sup>৫</sup> পরে যীশু যখন সেই স্থানে উপস্থিত হলেন, তখন উপরের দিকে চেয়ে তাকে বললেন, সক্কেয়, শীঘ্র নেমে এসো, কেননা আজ তোমার বাড়িতে আমাকে থাকতে হবে। <sup>৬</sup> তাতে সে শীঘ্র নেমে আসল এবং আনন্দের সঙ্গে তাঁর আতিথ্য করলো। <sup>৭</sup> তা দেখে সকলে বচসা করে বলতে লাগল, ইনি এক জন পাপীর ঘরে রাত্রি যাপন করতে গেলেন। <sup>৮</sup> তখন সক্কেয় দাঁড়িয়ে প্রভুকে বললো, প্রভু দেখুন, আমার সম্পত্তির অর্ধেক আমি দরিদ্রদেরকে দান করছি; আর যদি অন্যায়পূর্বক কারো কিছু হরণ করে থাকি, তার চারগুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি। <sup>৯</sup> তখন যীশু তাকে বললেন, আজ এই

[১৯:১] লুক ১৮:৩৫; [১৯:৪] ১রাজা ১০:২৭; ১বংশা ২৭:২৮; যিশা ৯:১০; [১৯:৪] লুক ১৮:৩৭; [১৯:৭] দে: মথি ৯:১১; [১৯:৮] দে: লুক ৭:১৩; [১৯:৮] লুক ৩:১২, ১৩; [১৯:৮] যাত্রা ২২:১; লেবী ৬:৪, ৫; গণনা ৫:৭; শমু ১২:৬; ইহি ৩৩:১৪, ১৫; [১৯:৯] দে: লুক ৩:৮;

**১৯:১** যিরীহোতে। মার্ক ১০:৪৬ পদের নোট দেখুন।

**১৯:২** প্রধান কর-আদায়কারী। সম্ভবত এমন একজন ব্যক্তি, যে একটি প্রদেশের দায়িত্বে থাকতো এবং তার অধীনে অন্যান্য কর-আদায়কারীরা কাজ করতো। সে সময়ে এলাকাটি সমৃদ্ধ ছিল; তাই এতে কোন বিস্ময় নেই যে, সক্কেয় ধনী হয়ে উঠেছিল। রোমীয়রা কোন বিশেষ জায়গায় কর-আদায়কারী নির্বাচনের সময় নিলামে সর্বোচ্চ দাম দাতাকে সুযোগ দিত। এরূপ কর-আদায়কারী তার কাজের জন্য কোন বেতন পেত না, তাই সে চেষ্টা করতো সরকারকে নিরূপিত পরিমাণ দেয়ার পর তার হাতে যেন যথেষ্ট অর্থ থাকে। এ কারণে সে অনেক সময় আইন বহির্ভূতভাবে

অতিরিক্ত কর আদায় করতো। সক্কেয় এই ধরনের কর-আদায়কারী ছিল (লুক ৩:১২; মার্ক ২:১৪-১৫ পদের নোট দেখুন)।

**১৯:৪** ডুমুর গাছ। ৩০-৪০ ফুট উঁচু এক ধরনের শক্ত গাছ, যার কাণ্ড বেঁটে এবং শাখা-প্রশাখা অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত, যা একজন বর্ধিষ্ণু লোকের ভার বহন করতে সক্ষম (আমোস ৭:১৪)। এই গাছ ফল দেয় এবং এর কাঠ উপকারী।

**১৯:৫** তোমার গৃহে আমাকে থাকতে হবে। স্বর্গীয় পরিকল্পনা ও আবশ্যিকতা প্রকাশ করা হয়েছে।

**১৯:৮** চারগুণ। আইন-কানূনের নিয়ম অনুসারে চুরির জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (যাত্রা ২২:১; ১ শমু ১২:৬; হিতো ৬:৩১)।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৯ অধ্যায়

বাড়িতে পরিত্রাণ উপস্থিত হল; যেহেতু এই ব্যক্তিও অব্রাহামের সন্তান।<sup>১০</sup> কারণ যা হারিয়ে গিয়েছিল, তার খোঁজ ও পরিত্রাণ করতে মনুষ্যপুত্র এসেছেন।

#### দশটি মুদ্রার দৃষ্টান্ত

<sup>১১</sup> যখন, তারা এসব কথা শুনছিল, তখন তিনি একটি দৃষ্টান্তও বললেন, কারণ তিনি যিরূশালেমের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন; আর তারা অনুমান করছিল যে, ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকাশ তখনই হবে।<sup>১২</sup> অতএব তিনি বললেন, ভদ্র-বংশীয় এক ব্যক্তি দূরদেশে গেলেন, অভিপ্রায় এই যে, নিজের জন্য রাজপদ নিয়ে ফিরে আসবেন।<sup>১৩</sup> আর তিনি তাঁর দশ জন দাসকে ডেকে দশটি মুদ্রা দিয়ে বললেন, আমি যে পর্যন্ত না আসি, তুমি তা দিয়ে ব্যবসা কর।<sup>১৪</sup> কিন্তু তাঁর লোকেরা তাঁকে ঘৃণা করতো, তারা তাঁর পিছনে দূত পাঠিয়ে দিল, বললো, আমাদের ইচ্ছা নয় যে, এই ব্যক্তি আমাদের উপরে রাজত্ব করেন।<sup>১৫</sup> পরে তিনি রাজপদ লাভ করে যখন ফিরে আসলেন, তখন যাদেরকে টাকা দিয়েছিলেন, সেই দাসদেরকে

[১৯:১০] ইহি ৩৪:১২, ১৬; দে: যোহন ৩:১৭; [১৯:১১] দে: মথি ৩:২; [১৯:১১] লুক ১৭:২০; প্রেরি ১:৬; [১৯:১৩] মার্ক ১৩:৩৪;

**১৯:৯ অব্রাহামের সন্তান।** এক সত্যিকার যিহুদী; কেবল অব্রাহামের বংশের বলে নয়, কিন্তু এমন একজন যে অব্রাহামের বিশ্বাসের ‘পদাঙ্ক’ অনুসরণ করে চলে (রোমীয় ৪:১২)। যীশু এই কর-আদায়কারীকে এরূপে চিনেছিলেন, যদিও যিহুদী সমাজ তাকে বহিষ্কার করেছিল।

**১৯:১০ মনুষ্যপুত্র।** খ্রীষ্টের উপাধি (দানি ৭:১৩); চারটি সুসমাচারে কেবল যীশু নিজের প্রতি এই উপাধি আরোপ করেছেন; এছাড়া পুরাতন নিয়মে স্ত্রিফানের মুখে (প্রেরিত ৭:৫৬) এবং যোহনের দর্শনে এই উপাধিটি উল্লিখিত হয়েছে (প্রকা ১:১৩)। মার্ক ৮:৩১ পদের নোট দেখুন।

**খোঁজ ও পরিত্রাণ করতে।** যীশু খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ—পরিত্রাণ করা, অর্থাৎ অনন্ত জীবন দান করা (১৮:১৮) এবং ঈশ্বরের রাজ্য আনা (১৮:২৫)। ১৫:৩২ পদের নোট দেখুন।

**১৯:১১ ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকাশ তখনই হবে।** তারা চেয়েছিল যেন খ্রীষ্ট আপন ক্ষমতা ও মহিমায় প্রকাশিত হন এবং অন্যান্য সব রাজ-নৈতিক ও সামরিক শত্রুদের পরাজিত করে তাঁর পার্থিব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

**১৯:১২ নিজের জন্য রাজপদ নিয়ে ফিরে আসবেন।** এটি এক অস্বাভাবিক রীতি, কিন্তু হেরোদীয়রা তাদের কর্তৃত্ব লাভের জন্য ঠিক এই কাজই করেছিল; তারা যিহুদীদের উপরে শাসক হওয়ার জন্য রোমে অনুমতি আনতে গিয়েছিল। একইভাবে যীশুকে শীঘ্রই চলে যেতে হবে এবং ভবিষ্যতে রাজা হিসেবে ফিরে আসতে হবে। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর দাসদেরকে তাদের প্রভুর সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে (একই রকম দৃষ্টান্তের জন্য মথি ২৫:১৪-৩০ দেখুন)।

**১৯:১৩ দশটি মুদ্রা।** এক তালস্ত ৬০ মুদ্রার সমান (মথি ২৫:১৫) এবং এক মুদ্রা ১০০ ড্রাকমার সমান, এক ড্রাকমা প্রায় এক দিনের মজুরির মূল্য (১৫:৮ পদের নোট দেখুন)। এরূপ পূর্ণ পরিমাণ দুই ও তিন বছরের গড় মজুরির মূল্য ধরা হয়েছে এবং দশমাংশ হবে প্রায় তিন মাসের মজুরি। যাহোক, মথিতে লিপিবদ্ধ দৃষ্টান্তে উল্লিখিত পরিমাণের তুলনায় এটি সামান্য। এখানে দশজনের সবাইকে একই পরিমাণ দেয়া হয়েছে।

**১৯:১৪ তাঁর পশ্চাৎ দূত পাঠিয়ে দিল।** আর্থিলাস ক্ষেত্রে এ ধরনের একটি ঘটনা ত্রিশ বছর আগে ঘটেছিল এবং আরও অসংখ্য ক্ষেত্রে ঘটেছে;

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৯ অধ্যায়

তার কাছে ডেকে আনতে বললেন, যেন তিনি জানতে পারেন, তারা ব্যবসা করে কে কত লাভ করেছে। <sup>১৬</sup> তখন প্রথম ব্যক্তি কাছে এসে বললো, প্রভু, আপনার মুদ্রা দিয়ে আরও দশটি মুদ্রা লাভ করেছি। <sup>১৭</sup> তিনি তাকে বললেন, ধন্য! উত্তম দাস, তুমি অতি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হলে; এজন্য দশটি নগরের উপরে কর্তৃত্ব কর। <sup>১৮</sup> দ্বিতীয় ব্যক্তি কাছে এসে বললো, প্রভু, আপনার মুদ্রা দিয়ে আরও পাঁচটি মুদ্রা লাভ করেছি। <sup>১৯</sup> তিনি তাকেও বললেন, তুমিও পাঁচটি নগরের উপরে কর্তৃত্ব কর। <sup>২০</sup> পরে আর এক জন এসে বললো, প্রভু, দেখুন, এই আপনার মুদ্রা। <sup>২১</sup> আমি এটি রুমালে বেঁধে রেখে দিয়েছিলাম, কারণ আপনার সম্বন্ধে আমার ভয় ছিল, কেননা আপনি কঠিন লোক, যা রাখেন নি, তা তুলে নেন এবং যা বুনেন নি, তা কাটেন। <sup>২২</sup> তিনি তাকে বললেন, দুষ্ট দাস, আমি তোমার নিজের মুখের কথা দিয়েই তোমার বিচার করবো। তুমি না জানতে যে, আমি কঠিন লোক, যা রাখি নি, তা-ই তুলে নেই এবং যা বুনি নি, তা-ই কাটি? <sup>২৩</sup> তবে আমার টাকা মহাজনদের কাছে রাখ নি কেন? তা করলে আমি এসে সুদের সঙ্গে তা আদায় করতে পরতাম। <sup>২৪</sup> আর যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তিনি তাদেরকে বললেন, এর কাছ থেকে ঐ মুদ্রা নিয়ে নেও এবং যার দশটি মুদ্রা আছে তাকে দাও। <sup>২৫</sup> তারা তাঁকে বললো, প্রভু এর যে দশটি মুদ্রা আছে। <sup>২৬</sup> তিনি তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে বলছি, যার আছে, তাকে আরও দেওয়া যাবে; কিন্তু যার নেই, তার যা আছে, তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া যাবে। <sup>২৭</sup> এছাড়া, আমার এই যে শত্রুরা ইচ্ছা করে নি যে, আমি তাদের উপরে রাজত্ব করি, তাদেরকে এই স্থানে আন, আর আমার সাক্ষাতে হত্যা কর।

#### যীশু খ্রীষ্টের যিরূশালেমে প্রবেশ

<sup>২৮</sup> এসব কথা বলে তিনি তাদের আগে আগে চললেন, যিরূশালেমের দিকে উঠতে লাগলেন।

---

[১৯:১৭] হিতো ২৭:১৮; [১৯:১৭] লুক ১৬:১০; [১৯:২১] মথি ২৫:২৪; [১৯:২২] ২শমু ১:১৬; ইয়োব ১৫:৬; [১৯:২২] মথি ২৫:২৬; [১৯:২৬] দে: মথি ২৫:২৯; [১৯:২৮] মার্ক ১০:৩২; দে: লুক ৯:৫১;

---

গল্পটির এই অংশ যীশুকে যিহূদীদের রাজা হিসেবে প্রত্যাখ্যানের বিপক্ষে হুঁশিয়ার করে দেয়া হচ্ছে।

**১৯:২২ তুমি না জানতে...?** প্রভু তার দাসের বিবৃতিতে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না, বরং প্রশ্নরূপে তার পুনরুজ্জীবিত করছেন। যদি দাসটি এই ধারণাই পোষণ করে, তাহলে তার সেভাবে কাজ করা উচিত ছিল।

**১৯:২৬ যার আছে, তাকে ... নিয়ে নেওয়া যাবে।** যারা নিজেদের জন্য ও অন্যান্যদের জন্য সুসমাচারের আত্মিক সুফল অন্বেষণ করে, তারা আরও ধন লাভ করবে এবং যাদের যা দেয়া হয়

তাতে অবজ্ঞা করে বা অপচয় করে, তারা ক্ষীণ হয়ে পড়বে; এমনকি তাদের যা আছে তাও তারা হারাবে।

**১৯:২৭ আমার এই যে শত্রুরা ... হত্যা কর।** সম্ভবত এখানে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেমের ধ্বংস হওয়ার ঘটনার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে। যারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং সক্রিয় বিরোধিতা করেছে (পদ ১৪), তারা অবহেলাকারী ও অলস দাসের চেয়ে আরও অনেক বেশি মারাত্মক শাস্তি পাবে।

**১৯:২৮ যিরূশালেমে দিকে।** দুঃখভোগ সপ্তাহের রবিবারে বিজয়-যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৯ অধ্যায়

২৯ পরে যখন জৈতুন নামক পর্বতের পাশে অবস্থিত বৈৎফগী ও বৈথনিয়ার নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি দু'জন শিষ্যকে পাঠিয়ে দিলেন, ৩০ বললেন, ঐ সম্মুখস্থ গ্রামে যাও; সেখানে প্রবেশ করামাত্র একটি গাধার বাচ্চা বাঁধা দেখতে পাবে, যাতে কোন মানুষ কখনও বসে নি; সেটি খুলে আন। ৩১ আর যদি কেউ তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, এটি কেন খুলছ, তবে এরকম বলবে, এতে প্রভুর প্রয়োজন আছে। ৩২ তখন যাঁদেরকে পাঠান হল, তাঁরা গিয়ে, তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনই দেখতে পেলেন। ৩৩ যখন তাঁরা গাধার বাচ্চাটি খুলছিলেন, তখন প্রভুরা তাঁদেরকে বললো, গাধার বাচ্চাটি খুলছ কেন? ৩৪ তাঁরা বললেন, এতে প্রভুর প্রয়োজন আছে। ৩৫ পরে তাঁরা সেটিকে যীশুর কাছে নিয়ে আসলেন এবং তার পিঠে তাদের কাপড় পেতে তার উপরে যীশুকে বসালেন। ৩৬ পরে যখন তিনি যেতে লাগলেন, লোকেরা নিজ নিজ কাপড় পথে পেতে দিতে লাগল। ৩৭ আর তিনি নিকটবর্তী হয়েছেন, জৈতুন পর্বত থেকে নামবার স্থানে উপস্থিত হয়েছেন, এমন সময়ে, সমস্ত শিষ্যদল যেসব পরাক্রম-কার্য দেখেছিল, সেই সব কাজের জন্য আনন্দপূর্বক চিৎকার ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলতে লাগল,

[১৯:২৯] দে: মথি ২১:১৭; [১৯:২৯] দে: মথি ২১:১; [১৯:৩২] লুক ২২:১৩; [১৯:৩৬] ২রাজা ৯:১৩; [১৯:৩৭] দে: মথি ২১:১;

**১৯:২৯ বৈৎফগী।** যিরিহো থেকে যিরুশালেম-গামী পথের নিকটস্থ একটি গ্রাম।  
**বৈথনিয়া।** যিরুশালেমের দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় দু'মাইল দূরের আরেকটি গ্রাম (যোহন ১১:১৮)। এখানেই মার্তা, মরিয়ম ও লাসারের বাড়ি ছিল।

**জৈতুন পর্বত।** যিরুশালেম নগরীর পূর্ব দিকে অবস্থিত। জৈতুন পর্বত ও যিরুশালেমের মধ্যে কিদ্রোন উপত্যকাটি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি এক মাইলের বেশি দীর্ঘ একটি গিরিশ্রেণী (সখ ১৪:৪; মার্ক ১১:১)। পুরাতন নিয়মে পর্বতটির এই নাম কেবল ২ শমূ ১৫:৩০ পদে দেখা যায়। এই পর্বতটি মন্দিরের চূড়ার দিকে মুখ করা। পর্বতটি প্রায় ২,৭০০ ফুট উঁচু এবং মন্দিরের চূড়া থেকে এর উচ্চতা প্রায় ২০০ ফুট বেশি।

**দু'জন প্রেরিত।** এখানে বা অন্যান্য পুস্তকে নাম উল্লেখ করা হয় নি।

**১৯:৩০ সম্মুখস্থ গ্রাম।** সম্ভবত বৈৎফগী গ্রাম।  
**গাধার বাচ্চা।** অন্যান্য বিবরণেও গাধার বাচ্চা (যোহন ১২:১৫) বলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাচ্চাটির সাথে তার মায়ের কথাও

বলা হয়েছে (মথি ২১:৭)। যীশু খ্রীষ্ট এ সময়ে গাধার বাচ্চার পিঠে চড়ে যিরুশালেমে প্রবেশ করলেন প্রকাশ্যে এই দাবী করতে যে, দায়ূদের সিংহাসনে বসার জন্য তিনিই মনোনীত দায়ূদ-সন্তান (১ রাজা ১:৩৩,৪৪), যাঁর সম্পর্কে ভাববাদীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (সখ ৯:৯)।  
**যাতে কোন মানুষ কখনও বসে নি।** যেটিকে পৃথিবীবী কোন কাজে কখনও ব্যবহার করা হয় নি (গণনা ১৯:২; ১ শমূ ৬:৭)।

**১৯:৩১ প্রভুর প্রয়োজন আছে।** হয় ঈশ্বর, বা স্বয়ং যীশু; এখানে যীশু খ্রীষ্ট ইস্রায়েলের প্রভু হিসেবে তাঁর নিজের অতুলনীয় পদমর্যাদা দাবী করছেন।

**১৯:৩৭ পরাক্রম-কার্য।** লাসারের মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া এবং অন্ধ বর্তীয়ময়ের সুস্থতা লাভ এ ধরনের পরাক্রম-কার্যের সাম্প্রতিক উদাহরণ। তবে যিরুশালেমে বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব আশ্চর্য কাজ সাধন করেছেন এবং গালীলে তাঁর সম্পূর্ণ পরিচর্যা কাজ যোহন লিখিত সুসমাচারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (মথি ২১:১৪; যোহন ১২:১৭)।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ১৯ অধ্যায়

৩৮ “ধন্য সেই রাজা, যিনি প্রভুর নামে আসছেন;  
স্বর্গে শান্তি এবং উর্ধ্বলোকে মহিমা।”

৩৯ তখন লোকদের মধ্য থেকে কয়েক জন ফরীশী তাঁকে বললো, গুরু, আপনার শিষ্যদেরকে ধমক দিন।<sup>৪০</sup> উত্তরে তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে বলছি, এরা যদি চুপ করে থাকে, পাথরগুলো চৈঁচিয়ে উঠবে।

### যিরূশালেমকে দেখে যীশু খ্রীষ্টের কান্না

৪১ পরে যখন তিনি কাছে আসলেন, তখন নগরটি দেখে তার জন্য কাঁদলেন,<sup>৪২</sup> বললেন, তুমি, তুমিই যদি আজ যা যা শান্তিজনক, তা বুঝতে! কিন্তু এখন সেসব তোমার দৃষ্টি থেকে গুপ্ত রইলো।<sup>৪৩</sup> কারণ তোমার উপরে এমন সময় উপস্থিত হবে, যে সময়ে তোমার শত্রুরা তোমার চারদিকে জাঙ্গাল বাঁধবে, তোমাকে বেষ্টিত করবে, তোমাকে সমস্ত দিক দিয়ে অবরোধ করবে,<sup>৪৪</sup> এবং তোমাকে ও তোমার মধ্যবর্তী তোমার সন্তানদেরকে ভূমিসাৎ করবে, তোমার মধ্যে পাথরের উপরে পাথর থাকতে দেবে না; কারণ তোমার তত্ত্বাবধানের সময় তুমি চিনে নাও নি।

### মন্দির পরিষ্কার করা

৪৫ পরে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং বিক্রেতাদেরকে বের করতে আরম্ভ করলেন,<sup>৪৬</sup> তাদেরকে বললেন, লেখা আছে,

“আমার গৃহ প্রার্থনা গৃহ হবে,”

কিন্তু তোমরা তা “দস্যুদের গহ্বর” করে তুলেছ।”

৪৭ আর তিনি প্রতিদিন মন্দিরে উপদেশ দিতেন। আর প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম-

---

[১৯:৩৮] গীত ১১৮:২৬; লুক ১৩:৩৫; [১৯:৩৮] দে: লুক ২:১৪; [১৯:৩৯] মথি ২১:১৫, ১৬; [১৯:৪০] ঐধন ২:১১; [১৯:৪১] যিশা ২২:৪; লুক ১৩:৩৪, ৩৫; [১৯:৪৩] যিশা ২৯:৩; যির ৬:৬; ইহি ৪:২; ২৬:৮; লুক ২১:২০; [১৯:৪৪] গীত ১৩৭:৯; [১৯:৪৪] লুক ২১:৬; [১৯:৪৪] ১পি ২:১২; [১৯:৪৬] যিশা ৫৬:৭; [১৯:৪৬] যির ৭:১১; [১৯:৪৭] দে:

---

**১৯:৪৩** তোমার শত্রুরা তোমার চারদিকে জাঙ্গাল বাঁধবে। লুক ২১:২০ দেখুন; এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছিল যখন রোম ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেম দখল করেছিল এবং নগরীটিকে দখল করতে ‘জাঙ্গাল’ ব্যবহার করেছিল। এই উক্তিটি পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর স্মৃতিচারণ (যিশা ২৯:৩; ৩৭:৩৩; যিহি ৪:১-৩)।

**১৯:৪৪** তোমার তত্ত্বাবধানের সময় তুমি চিনে নাও নি। ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বে যিহুদীদের কাছে এসেছিলেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল (যোহন ১:১০-১১; লুক ২০:১৩-১৬)।

**১৯:৪৫** মন্দিরে। বাইরের প্রাঙ্গণ বা অযিহুদীদের প্রাঙ্গণ, যেখানে উৎসর্গ দেয়ার জন্য বেশি দামে জন্য পশু বিক্রি হত। যোহন যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের শুরু দিকে মন্দির পরিষ্কারকরণের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন (যোহন ২:১৩-২৫), কিন্তু প্রথম দু’টি সুসমাচার (মথি ২১:১২-১৩; মার্ক ১১:১৫-১৭) যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের শেষের দিকে এই পরিষ্কারকরণের ঘটনাটি উল্লেখ করে (মথি ২১:১২-১৭; যোহন ২:১৪-১৭)।

বিক্রেতাদেরকে বের করতে আরম্ভ করলেন। মথি (১১:১১-১৭) স্পষ্টভাবে বলেন যে, মন্দির পরিষ্কারকরণের এই কাজটি বিজয় যাত্রার পরের

### লুক লিখিত সুসমাচার : ১৯ অধ্যায়

শিক্ষকরা এবং লোকদের নেতৃবর্গরা তাঁকে বিনষ্ট করতে চেষ্টা করতে লাগল; <sup>৪৮</sup> কিন্তু কিভাবে তা করবে তার কোন উপায় তারা খুঁজে পেল না, কেননা লোকেরা সকলে একত্র মনে তাঁর কথা শুনত।

মথি ২৬:৫৫; [১৯:৪৭] দে: মথি ১২:১৪; মার্ক ১১:১৮।

দিন ঘটেছিল, অর্থাৎ দুঃখভোগের সন্তোষের পরিষদের সভ্য (মার্ক ১৪:৫৫ পদের নোট সোমবারে। দেখুন)।

১৯:৪৭ প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম-শিক্ষকরা। তাঁকে বিনষ্ট করতে চেষ্টা করতে লাগল। লুক লুক ৩:২; ২২:৫২; ২৩:৪; ২৪:২০ দেখুন। ২০:১৯-২০; যোহন ৭:১; ১১:৫৩-৫৭ দেখুন। তারা মহাসভা, অর্থাৎ শাসনকারী যিহুদী

#### লুক ১৯ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

যিরীহো শহরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়, প্রভু যীশু সকেয় নামের এক জন লোককে দেখতে পান। তিনি তার বাড়ীর অতিথি হন। প্রভুকে পেয়ে সকেয়ের জীবন পরিবর্তন হয়ে যায়। এই সময় তিনি ঘোষণা করেন যে, হারানো লোকদেরকে খুঁজে বের করে, তাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করতেই তিনি এসেছেন (১৯:১-১১)। প্রভু যীশু যিরুশালেমে পৌঁছানোর পর ঈশ্বরের রাজ্য আসবে— এই ভুল ধারণার সংশোধনের জন্য রাজা ও দশজন দাসের আরেকটি দৃষ্টান্ত দেন (১৯:১১-২৭)। এর পর প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে নিয়ে বৈৎফগী ও বৈথনিয়াতে এসে উপস্থিত হন। এখানে তিনি যিরুশালেমে প্রবেশের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি একটি গাধার বাচ্চার পিঠে চড়ে অগ্রসর হতে থাকেন। যিরুশালেমে প্রবেশের পথে সাধারণ জনতা তাদের রীতি অনুসারে তাঁকে রাজা ও মশীহের মতই গ্রহণ করে। এই সময় যিরুশালেম শহরে হুলস্থূল পড়ে যায়। যীশু যিরুশালেমের মন্দিরের প্রবেশ করে সেখান থেকে ব্যবসায়ীদের তাড়িয়ে দেন। তিনি প্রার্থনার গৃহকে প্রার্থনার গৃহ রাখতেই চেয়েছেন (১৯:২৮-৪৮)।

#### লুক ১৯ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. সকেয়ের বাড়িতে যীশুর পরিদর্শনের বর্ণনা দিন। (১-১০ পদ)
২. ২ পদে সকেয় সম্পর্কে কি বলা আছে?
৩. সকেয় তার অতীতের কাজের ক্ষতিপূরণ হিসেবে কি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন? (৮ পদ)
৪. একশো দীনারের দৃষ্টান্তটির সারাংশ লিখুন। (১১-২৮ পদ)
৫. প্রভু আমাদের যা কিছু দিয়েছেন তা যদি আমরা ব্যবহার না করি তাহলে কি আমরা তা ধরে রাখতে পারব? (২৬ পদ)

### লুক লিখিত সুসমাচার : ২০ অধ্যায়

৬. যিরূশালেমে যীশুর বিজয় যাত্রার বর্ণনা করুন। (২৯-৩৮ পদ)
৭. সেই সময় লোকদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? (৩৭ পদ)
৮. যিরূশালেমের দৃশ্য যীশুর উপর কি প্রভাব ফেলেছিল? (৪১-৪৪ পদ)
৯. যীশুর কান্না কারণ কি ছিল? (৪২ পদ)
১০. যীশু শহরে প্রবেশের ফলে সেখানে কি প্রভাব পড়েছিল? (মথি ২১:১০, ১১ পদ)
১১. ঈশ্বরের গৃহ কেমন হতে হবে? (৪৬ পদ)

### যিরূশালেমে দেওয়া যীশুর উপদেশ

**২০**<sup>১</sup> এক দিন তিনি মন্দিরে লোকদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন ও সুসমাচার প্রচার করছেন, ইতোমধ্যে প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম-শিক্ষকেরা প্রাচীনদের সঙ্গে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, <sup>২</sup> আমাদেরকে বল, তুমি কি ক্ষমতায় এসব করছো? তোমাকে যে এই ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই বা কে? <sup>৩</sup> উত্তরে তিনি তাদেরকে বললেন, আমিও তোমাদেরকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো, আমাকে বল; <sup>৪</sup> যোহনের বাপ্তিস্ম স্বর্গ থেকে হয়েছিল না মানুষ

[২০:১] দে: মথি ২৬:৫৫; [২০:১] লুক ৮:১; [২০:২] যোহন ২:১৮; প্রেরি ৪:৭; ৭:২৭; [২০:৪] দে: মার্ক ১:৪;

**২০:১** এক দিন। সুনির্দিষ্ট করে বলা নেই, কিন্তু মার্কের সুসমাচারে এই একই ঘটনার বিবরণ (মার্ক ১১:১৯-২০, ২৭-৩৩) নির্দেশনা দেয় যে, এই দিন (মঙ্গলবার) মন্দির পরিষ্কার করার (অর্থাৎ সোমবারের) পরের দিন।

**প্রধান পুরোহিতেরা।** লুক ১৯:৪৭ ও মথি ২:৪ পদের নোট দেখুন।

**ধর্ম-শিক্ষকেরা।** লুক ৫:১৭, ৩০; মথি ২:৪ পদের নোট দেখুন।

**প্রাচীন।** মথি ১৫:২ পদের নোট দেখুন। এই দলগুলোর প্রত্যেকেই যিহুদী পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে, যার নাম মহাসভা (লুক ২২:৬৬)।

**২০:২** তোমাকে যে এই ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই বা কে? তারা এটি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের (যোহন ১:১৯-২৫) এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রথম দিককার পরিচর্যা কাজের সময় (যোহন ২:১৮-২২) জিজ্ঞেস করেছিল। এখানে মন্দির পরিষ্কার করাকে ভিত্তি করে এই প্রশ্ন করা হচ্ছে, যা কেবল মাত্র যিহুদী নেতাদের কর্তৃত্বকে অবমাননা করে নি, কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক লাভেও

আঘাত হেনেছিল। নেতারা লোকদের চোখে যীশুকে হেয় করার জন্য একটি পথ খুঁজছিল বা রোমীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিপজ্জনক হিসেবে উপস্থাপন করে তাঁকে সন্দেহজনক করে তুলতে চেয়েছিল।

**২০:৪** বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্ম ... মানুষ থেকে? একটিমাত্র প্রশ্নের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দিয়ে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর বিরোধীদের উপর এক বোঝা চাপিয়ে দিলেন, যেখানে কেবল দু'টো বিকল্প রয়েছে: বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্ম ছিল ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত অথবা মানুষ দ্বারা পরিকল্পিত। উত্তর দিতে না চেয়ে তারা নিজেদেরকে এক বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলেছিল।

**স্বর্গ থেকে।** মার্ক ১১:৩০ পদের নোট দেখুন। এখানে যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক তাদেরকে উল্টো প্রশ্ন করে আটকে ফেলাটা মুখ্য বিষয় নয়; কিন্তু এখানে সেই সমস্ত প্রশ্নকারীদের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, যারা স্বর্গীয় কর্তৃত্বকে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক অথচ জনগণের ভয়ে তারা চূপচাপ হয়ে পড়েছিল।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ২০ অধ্যায়

থেকে? <sup>৫</sup> তখন তারা পরস্পর তর্ক করলো, বললো, যদি বলি, স্বর্গ থেকে, তা হলে সে বলবে, তোমরা তাঁকে বিশ্বাস কর নি কেন? <sup>৬</sup> আর যদি বলি, মানুষ থেকে, তবে লোকেরা আমাদেরকে পাথর মারবে; কারণ তাদের এই ধারণা হয়েছে যে, যোহন ভাববাদী ছিলেন। <sup>৭</sup> তারা উত্তরে বললো, আমরা জানি না, কোথা থেকে। <sup>৮</sup> যীশু তাদেরকে বললেন, তবে আমিও কি ক্ষমতায় এসব করছি তা তোমাদেরকে বলবো না।

#### দুই কৃষকদের দৃষ্টান্ত

<sup>৯</sup> পরে তিনি লোকদেরকে এই দৃষ্টান্তটি বলতে লাগলেন; কোন ব্যক্তি আগুরের বাগান করেছিলেন, পরে তা কৃষকদেরকে জমা দিয়ে দীর্ঘকালের জন্য অন্য দেশে চলে গেলেন। <sup>১০</sup> পরে যথা সময়ে কৃষকদের কাছে এক দাসকে পাঠিয়ে দিলেন, যেন তারা আগুর-ক্ষেতের ফলের অংশ তাঁকে দেয়; কিন্তু কৃষকেরা তাঁকে প্রহার করে খালি হাতে বিদায় করে দিল। <sup>১১</sup> পরে তিনি আর এক জন দাসকে পাঠালেন, তারা তাকেও প্রহার করে অপমানপূর্বক খালি হাতে বিদায় করে দিল। <sup>১২</sup> পরে তিনি তৃতীয় এক জনকে পাঠালেন, তারা তাকেও ক্ষতবিক্ষত করে বাইরে ফেলে দিল। <sup>১৩</sup> তখন আগুর-ক্ষেতের কর্তা বললেন, আমি কি করবো? আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাব; হয় তো তারা তাঁকে সম্মান করবে; <sup>১৪</sup> কিন্তু কৃষকেরা তাকে দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী; এসো, আমরা একে হত্যা করি, যেন অধিকার আমাদেরই হয়। <sup>১৫</sup> পরে তারা তাঁকে আগুর-ক্ষেতের বাইরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করলো। এখন আগুর-ক্ষেতের কর্তা তাদেরকে নিয়ে কি করবেন? <sup>১৬</sup> তিনি এসে এই কৃষকদেরকে বিনষ্ট করবেন এবং ক্ষেত অন্য লোকদেরকে দেবেন। এই কথা শুনে তারা বললো, এমন না হোক। <sup>১৭</sup> কিন্তু তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, তবে এই যে কথা লেখা রয়েছে তার অর্থ কি, “যে পাথর রাজমিস্ত্রিরা অগ্রাহ্য করেছে, তা-ই কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠলো”? <sup>১৮</sup> সেই পাথরের উপরে যে পড়বে, সে ভেঙ্গে যাবে; কিন্তু সেই পাথর যার উপরে পড়বে, তাকে চুরমার করে ফেলবে।

[২০:৬] লুক ৭:২৯; [২০:৬] দে: মথি ১১:৯; [২০:৯] যিশা ৫:১-৭; [২০:৯] মথি ২৫:১৪; [২০:১৩] দে: মথি ৩:১৭; [২০:১৬] লুক ১৯:২৭; [২০:১৭] গীত ১১৮:২২; দে: প্রেরি ৪:১১; [২০:১৮] যিশা ৮:১৪, ১৫;

২০:১০ এক দাসকে পাঠিয়ে দিলেন। এই দৃষ্টান্ত (পদ ৯) যিশা ৫:১-৭ পদের পুনরাবলি। যে দাসদেরকে কৃষকদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাঁরা হচ্ছেন ভাববাদী, যাদের ঈশ্বর আগে পাঠিয়েছিলেন এবং যারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন (নহি ৯:২৬; যির ৭:২৫-২৬; ২৫:৪-৭; মথি ২৩:৩৪; প্রেরিত ৭:৫২; ইব্রীয় ১১:৩৬-৩৮)।

যেন ... তাঁকে দেয়। শস্য কর্তনের চুক্তি অনুসারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য মালিকের নিকট দিতে হয়। সঠিক সময়ে তিনি তার প্রাপ্য শস্যের অংশ আশা করে থাকেন।

২০:১৩ আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাব। প্রিয় পুত্রের প্রতি সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত আরও পরিষ্কার করে যে, দৃষ্টান্তে যে পুত্রকে বোঝানো হয়েছে তিনিই ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট (লুক ৩:২২; মথি ১৭:৫)।

২০:১৮ তাকে চুরমার করে ফেলবে। যেভাবে পাথরের সাথে ধাক্কা খেলে একটি পাথর ভেঙ্গে যায় এবং অনেক উঁচু থেকে নিচে পাথরের উপর পড়লে তা চূর্ণ হয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে যারা যীশু খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করবে তারা শেষ হয়ে যাবে (যিশা ৮:১৪; দানি ২:৩৪-৩৫, ৪৪; লুক ২:৩৪)।



## লুক লিখিত সুসমাচার : ২০ অধ্যায়

<sup>১৯</sup> সেই সময়ে ধর্ম-শিক্ষকেরা ও প্রধান পুরোহিতেরা তাঁর উপরে হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তারা লোকদেরকে ভয় করলো; কেননা তারা বুঝেছিল যে, তিনি তাদেরই বিষয়ে সেই দৃষ্টান্ত বলেছিলেন।

### কর দেবার বিষয়ে প্রশ্ন

<sup>২০</sup> তখন তারা তাঁর উপরে দৃষ্টি রাখল এবং এমন কয়েক জন গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিল যারা ছদ্মবেশী ধার্মিক সাজবে, যেন তাঁর কথা ধরে তাঁকে রাজদ্বারে ও শাসনকর্তার হাতে তাঁকে তুলে দিতে পারে। <sup>২১</sup> তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, গুরু, আমরা জানি, আপনি যথার্থ কথা বলেন ও যথার্থ শিক্ষা দেন, কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না, কিন্তু সত্যরূপে ঈশ্বরের পথের বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। <sup>২২</sup> কৈসরকে কর দেওয়া ব্যবস্থা অনুসারে আমাদের উচিত কি না? <sup>২৩</sup> কিন্তু তিনি তাদের ধূর্ততা বুঝতে পেরে বললেন, আমাকে একটি দীনার দেখাও; এতে কার মূর্তি ও নাম আছে? <sup>২৪</sup> তারা বললো, রোম-সম্রাটের। <sup>২৫</sup> তখন তিনি তাদেরকে বললেন, তবে যা যা রোম-সম্রাটের তা সম্রাটের দাও, আর যা যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও। <sup>২৬</sup> এতে তারা লোকদের সাক্ষাতে তাঁর কথার কোন ছিদ্র ধরতে পারল না, বরং তার উত্তরে আশ্চর্য জ্ঞান করে চুপ করে রইলো।

### পুনরুত্থানের বিষয়ে শিক্ষা

<sup>২৭</sup> আর সদ্বাকীরা, যারা প্রতিবাদ করে বলে, পুনরুত্থান নেই, তাদের কয়েক জন কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, <sup>২৮</sup> গুরু, মোশি আমাদের জন্য লিখেছেন, কারো ভাই যদি স্ত্রী রেখে মারা যায়, আর তার সন্তান না থাকে, তবে তার ভাই সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করবে ও

[২০:১৯] লুক ১৯:৪৭; [২০:১৯] দে: মার্ক ১১:১৮; [২০:২০] দে: মথি ১২:১০; [২০:২০] মথি ২৭:২; [২০:২১] যোহান ৩:২; [২০:২৫] লুক ২৩:২; রোমী ১৩:৭; [২০:২৭] দে: প্রেরি ৪:১; [২০:২৭] প্রেরি ২৩:৮; ১করি ১৫:১২;

**২০:১৯ ধর্ম-শিক্ষকেরা ও প্রধান পুরোহিতেরা।** যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তাদের বিরোধিতার বিষয়ে জানতে দেখুন, লুক ৫:৩০; ৯:২২; ১৯:৪৭; ২২:২; ২৩:১০ পদ।

**২০:২০ শাসনকর্তার ... কর্তৃত্ব।** যিহূদী ধর্মীয় নেতারা নিজেরা পদক্ষেপ নিতে ভয় পেয়ে যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে কিছু বিবৃতি বের করে নিতে চাইল, যার ফলে রোমীয় কর্মকর্তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে এবং লোকদের সাথে তাঁর সংযোগ রক্ষার পথ দূরে সরিয়ে দেবে।

**২০:২২ কৈসরকে কর দেওয়া।** কৈসরের আদেশ অনুসারে কর দিতে বললে লোকেরা হতাশ হবে, আবার কর দিতে নিষেধ করলে রোমীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোড়ন শুরু হবে। প্রশ্নকারীরা যীশু খ্রীষ্টকে এই উভয় সঙ্কটের ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল।

**২০:২৩ দীনার।** রোমীয় মুদ্রা, যা একজন

শ্রমিকের এক দিনের মজুরির সমান (মথি ২২:১৯ পদের নোট দেখুন)।

**মূর্তি ও নাম।** প্রতিটি দীনারের একদিকে কৈসরের প্রতিমূর্তি ছিল এবং অন্য পিঠে লেখা ছিল— “তিবিরিয় অগস্ত কৈসর, প্রধান পুরোহিত স্বর্গত অগস্তের পুত্র।”

**২০:২৭ সদ্বাকী।** এক অভিজাত রাজনৈতিক দল, যারা জাগতিক ও পৌত্তলিক নেতাদের সাথে আপোষ করে চলতে আগ্রহী। তারা এ সময় মহাপুরোহিতের পক্ষ সমর্থন করতো এবং তারা মহাসভায় অধিকাংশ আসন দখল করেছিল। তারা পুনরুত্থান বা পরজীবনে বিশ্বাস করতো না এবং তারা ফরীশীদের শেখানো মৌখিক প্রচলিত ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল (মথি ২:৪; ৩:৭; মার্ক ১২:১৮; প্রেরিত ৪:১ পদের নোট দেখুন)।

**২০:২৮ তার ভাই সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করবে।**

### লুক লিখিত সুসমাচার : ২০ অধ্যায়

আপন ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন করবে।<sup>২৯</sup> ভাল, সাতটি ভাই ছিল; প্রথম জন এক জন স্ত্রীকে বিয়ে করলো, আর সে সন্তান না রেখে মারা গেল।<sup>৩০</sup> পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি সেই স্ত্রীকে বিয়ে করলো;<sup>৩১</sup> এভাবে সাত জনই সন্তান না রেখে মারা গেল।<sup>৩২</sup> শেষে সেই স্ত্রীও মারা গেল।<sup>৩৩</sup> অতএব পুনরুত্থানে সে তাদের মধ্যে কার স্ত্রী হবে? তারা সাত জনই তো তাকে বিয়ে করেছিল।

<sup>৩৪</sup> যীশু তাদেরকে বললেন, এই জগতের সন্তানেরা বিয়ে করে এবং বিবাহিতা হয়।<sup>৩৫</sup> কিন্তু যারা সেই জগতের এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের অধিকারী হবার যোগ্য গণিত হয়েছে, তারা বিয়ে করে না এবং বিবাহিতাও হয় না।<sup>৩৬</sup> তারা আর মরতেও পারে না, কেননা তারা স্বর্গদূতদের সমতুল্য এবং পুনরুত্থানের সন্তান হওয়াতে ঈশ্বরের সন্তান।<sup>৩৭</sup> আবার মৃতরা যে উত্থাপিত হয়, এই বিষয়ে মোশিও ঝোপের বৃন্তান্তে দেখিয়েছেন; কেননা তিনি প্রভুকে “অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর” বলেছেন।<sup>৩৮</sup> ঈশ্বর তো মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদের; কেননা তাঁর সাক্ষাতে সকলেই জীবিত।

<sup>৩৯</sup> তখন কয়েক জন ধর্ম-শিক্ষক বললো, গুরু, আপনি বেশ বলেছেন।<sup>৪০</sup> বাস্তবিক, সেই সময় থেকে তাঁকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে তাদের আর সাহস হল না।

#### দায়ুদের পুত্রের বিষয়ে প্রশ্ন

<sup>৪১</sup> আর তিনি তাদেরকে বললেন, লোকে কেমন করে খ্রীষ্টকে দায়ুদের সন্তান বলে?

<sup>৪২</sup> দায়ুদ তো নিজে গীতসংহিতায় বলেন,

“প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, প্রভু তুমি আমার ডানদিকে বস,

<sup>৪৩</sup> যতদিন না আমি তোমার শত্রুদেরকে তোমার তোমার পায়ের তলায় রাখি।”

<sup>৪৪</sup> অতএব দায়ুদ তাঁকে প্রভু বলেছেন; তবে তিনি কিভাবে তাঁর সন্তান?

[২০:২৮] দ্বি:বি ২৫:৫; [২০:৩৫] দে: মথি ১২:৩২; [২০:৩৬] দে: যোহন ১:১২; [২০:৩৭] যাত্রা ৩:৬; [২০:৪০] মথি ২২:৪৬; মার্ক ১২:৩৪; [২০:৪১] দে: মথি ১:১; [২০:৪৩] গীত ১১০:১; দে: মথি ২২:৪৪;

স্বামীর মৃত্যুতে দেবর বিধবা ভাবীকে বিয়ে করবে, এমন একটি ‘দেবর-বিয়ে’ আইন প্রচলিত ছিল (মথি ২২:২৪ পদের নোট দেখুন; আদি ৩৮:৮ তুলনীয়)।

২০:৩৪-৩৫ এই জগতের ... সেই জগতের। ১৮:৩০ পদের নোট দেখুন।

২০:৩৬ স্বর্গদূতদের সমতুল্য। পুনরুত্থান-পরবর্তী জীবন এই পার্থিব জীবনের ধারাকে অনুসরণ করবে, এমনটি মনে করা উচিত নয়। নতুন যুগে কোন বিবাহ, জন্মদান ও মৃত্যু থাকবে না।

পুনরুত্থানের সন্তান। যারা ধার্মিকদের পুনরুত্থানের সময়ে পুনরুত্থিত হবে (মথি ২২:২৩-৩৩; মার্ক ১২:১৮-২৭; প্রেরিত ৪:১-

২; ২৩:৬-১০)।

২০:৩৭ ঝোপের বৃন্তান্ত। যেহেতু যীশু খ্রীষ্টের সময়ে পবিত্র শাস্ত্রের অধ্যায় ও পদ নির্ণয় করা হয় নি, সেই কারণে কোন নির্দিষ্ট অংশের উল্লেখ করার প্রয়োজন হলে এভাবে ঘটনাবলীর ইঙ্গিত দিয়ে পরিচিত করানো হত। এখানে জলন্ত ঝোপে মোশির অভিজ্ঞতার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে (যাত্রা ৩:২)।

২০:৩৯ গুরু, আপনি বেশ বলেছেন। এমনকি যদিও যীশু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের মহা শত্রুতা ছিল, তবুও পুনরুত্থানের বিষয়ে তারা সদ্ধকীদের বিপক্ষে থাকায় যীশু খ্রীষ্টের পক্ষ নিল।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২০ অধ্যায়

### ধর্ম-শিক্ষকদের থেকে সাবধান

<sup>৪৫</sup> পরে তিনি সব লোকের কর্ণগোচরে তাঁর শিষ্যদের বললেন, <sup>৪৬</sup> ধর্ম-শিক্ষকদের থেকে সাবধান, তারা লম্বা লম্বা কাপড় পড়ে বেড়াতে চায় ও হাট বাজারে লোকদের মঙ্গলবাদ, সমাজ-গৃহে প্রধান প্রধান আসন এবং ভোজে প্রধান প্রধান স্থান ভালবাসে। <sup>৪৭</sup> তারা বিধবাদের বাড়ি গ্রাস করে এবং লোককে দেখাবার জন্য লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে; তারা বিচারে আরও বেশি দণ্ড পাবে।

[২০:৪৬] দে: লুক ১১:৪৩।

২০:৪৪ দায়ূদ তাঁকে প্রভু বলেছেন। যদি খ্রীষ্ট দায়ূদের বংশধর হন, তাহলে কীভাবে দায়ূদ সম্মানিত রাজা হয়ে তাঁর বংশধরকে প্রভু বলে সম্বোধন করছেন? যতক্ষণ না যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিরোধিতাকারীরা এ কথা স্বীকার করে নিচ্ছে যে, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের স্বর্গীয় পুত্র, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না (গীত ১১০:১; মার্ক ১২:৩৬ পদের নোট দেখুন)।  
২০:৪৬ লম্বা লম্বা কাপড় ... প্রধান প্রধান আসন। মার্ক ১২:৩৮-৩৯ পদের নোট দেখুন।

২০:৪৭ বিধবাদের গৃহ গ্রাস করে। ধর্ম-শিক্ষকরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জালিয়াতি ও ষড়যন্ত্র করে এসব সহায়হীন মানুষের থেকে সুবিধা নিয়ে থাকে।  
তারা বিচারে আরও অধিক দণ্ড পাবে। লুক ১২:৪৭-৪৮ দেখুন। মানুষের মূল্যবোধ যত বেশি হবে, প্রকৃত ন্যায়বিচারের দাবী তত কঠোর হবে; এবং যত বেশি ভগ্নমী থাকবে (মথি ২৩:১-৩৬), শাস্তি তত বেশি হবে।

### লুক ২০ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু যিরূশালেমের মন্দিরে শিক্ষা দিচ্ছেন বলে তাঁর কতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠে। কিন্তু তিনি জানিয়ে দেন যে, তিনি তাঁর নিজের অধিকারেই কাজ করেন। এরপর প্রভু যীশু তাঁর অধিকার বুঝাতে আংগুর ক্ষেত ইজারা দেবার গল্পটি বলেন। যীশু গীতসংহিতা ১১৮:২২ পদকে মনে করিয়ে দেন (২০:১-১৯)। যীশুকে ধর্ম-শিক্ষকরা তাঁর কথার ফাঁদে ফেলতে চায় কিন্তু প্রভু যীশু তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। কিন্তু যীশু পরিস্কার ভাবেই তাদের বুঝিয়ে দেন যে, তারা না জানে শাস্ত্র ও না জানে তার অর্থ (২০:২০-২৬)। এরপর যীশু কর দেবার বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে ফরীশীদের মুখ বন্ধ করে দেন। সদৃকীদের অভিযোগ খন্ডন করলে ধর্ম-শিক্ষকরাও অভিভূত হয়ে পড়ে। এর পর যীশু এই ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীদের স্বরূপ তুলে ধরে বলেন যে, তারা তাদের কর্মের পুরো শাস্তি ভোগ করবেন (২০:২৭-৪৭)।

### লুক ২০ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যিহূদী নেতারা যীশুকে কোন দুইটি প্রশ্ন করেছিলেন? (২ পদ)
২. লোকেরা বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে কি বলে মনে করতেন? (৬ পদ)

### লুক লিখিত সুসমাচার : ২১ অধ্যায়

৩. আংগুর-ক্ষেতের চাষীদের দৃষ্টান্তটির মধ্য দিয়ে যীশু কি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন? (৯-১৬ পদ)
৪. প্রধান পুরোহিতেরা ভয় পেয়েছিলেন কেন? (১৯ পদ)
৫. সন্দুকীরা যীশুকে কি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল? (২৭-৩৩ পদ)
৬. যীশু পুনরুত্থান সম্পর্কে কি বিবৃতি দিয়েছিলেন? (৩৪-৩৬ পদ)
৭. তিনি তাদের শাস্ত্র থেকে কি প্রমাণ দেখিয়েছিলেন? (৩৭-৪০ পদ)
৮. মথি লিখিত সুসমাচারে যীশুর উত্তরটি কেমন ছিল? (মথি ২২:৩৭-৪০ পদ)
৯. যীশু কাদের কাছ থেকে লোকদের দূরে থাকতে বলেছেন? (৪৬,৪৭ পদ)
১০. কিসের বিরুদ্ধে পবিত্র বাইবেল আমাদের সাবধানবাণী দেয়? (ইব্রীয় ৩:১২ পদ)
১১. একই সাবধানবাণী পৌল কিভাবে প্রকাশ করেছেন? (কলসীয় ২:৮ পদ)

### প্রকৃত দানশীলতার বিষয়ে শিক্ষা

২১<sup>১</sup> পরে তিনি চোখ তুলে দেখলেন, ধনবানেরা ভাঙারে নিজ নিজ দান রাখছে।<sup>২</sup> আর তিনি দেখলেন, এক জন দীনহীন বিধবা সেই স্থানে দু'টি সিকি পয়সা রাখছে।<sup>৩</sup> তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, এই দরিদ্র বিধবা সকলের চেয়ে বেশি রাখল; <sup>৪</sup> কেননা এরা সকলে নিজ নিজ অতিরিক্ত ধন থেকে কিছু কিছু দানের মধ্যে রাখল, কিন্তু এই নিজের অনটন সত্ত্বেও এর বেঁচে থাকবার জন্য যা কিছু ছিল, সমস্তই রাখল।

### যিরুশালেমের বিনাশের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

<sup>৫</sup> আর যখন কেউ কেউ মন্দিরের বিষয় বলছিল, সেটি কেমন সুন্দর সুন্দর পাথরে ও

[২১:১] মথি ২৭:৬; যোহন ৮:২০; [২১:৪] ২করি ৮:১২;

২১:১ ভাঙারে। মন্দিরের মহিলাদের প্রাঙ্গণে উপাসনাকারীদের দান সংগ্রহ করার জন্য ১৩টি চোঙ্গাকৃতির বাস্ক বসানো ছিল।

২১:২ দু'টি সিকি পয়সা। যিহুদীদের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা, যার মূল্যমান খুবই কম।

২১:৩ সকলের চেয়ে বেশি রাখল। ২ করি ৮:১২ পদের নোট দেখুন।

২১:৫-৩৬ যিরুশালেমের বিনাশের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী। মার্ক ১৩:১-৩৭ পদের নোট দেখুন।

২১:৫ পাথরে ও উপহারের জিনিসে সুশোভিত। মন্দির ছিল অত্যন্ত সুসজ্জিত একটি ভবন। এর

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটি প্রস্তর ফলক প্রায় ৩৬ ফুট দীর্ঘ ছিল। যোসেফাস বলেছেন, “যা কিছু স্বর্ণ দ্বারা মোড়ানো হয় নি, তা ধবধবে নিখুঁত সাদা।” মন্দিরের অঙ্গসজ্জার জন্য হেরোদ স্বর্ণ নির্মিত আঙ্গুরলতা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। স্বর্ণনির্মিত আঙ্গুরের একেকটি থোকা একজন মানুষের সমান লম্বা ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে মন্দিরের ধ্বংসাত্মক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানোর পর হেরোদ কর্তৃক সংস্কারকৃত মন্দিরের সৌন্দর্য আরও স্পষ্ট হয়ে আমাদের সামনে ফুটে উঠছে।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২১ অধ্যায়

উপহারের জিনিসে সুশোভিত, <sup>৬</sup> তখন তিনি বললেন, তোমরা তো এই সব দেখছো, কিন্তু এমন সময় আসছে, যখন এর একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকবে না, সমস্তই ভূমিসাৎ হবে।

### চিহ্ন ও দৌরাভ্য

<sup>৭</sup> তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, গুরু, তবে এসব ঘটনা কখন হবে? আর যখন এসব সফল হবার সময় হবে, তখন তার চিহ্নই বা কি? <sup>৮</sup> তিনি বললেন, দেখো, ভ্রান্ত হয়ো না; কেননা অনেকে আমার নাম ধরে আসবে, বলবে, ‘আমিই তিনি’ ও সময় সন্নিহিত; তোমরা তাদের পিছনে যেও না। <sup>৯</sup> আর যখন তোমরা যুদ্ধের ও গণ্ডগোলার কথা শুনবে, ভয় পেয়ো না, কেননা প্রথমে এসব ঘটবেই ঘটবে, কিন্তু তখনই শেষ নয়।

<sup>১০</sup> পরে তিনি তাঁদেরকে বললেন, জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠবে। <sup>১১</sup> বড় বড় ভূমিকম্প এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হবে, আর আকাশে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর লক্ষণ ও মহৎ মহৎ চিহ্ন-কাজ হবে; <sup>১২</sup> কিন্তু এসব ঘটনার আগে লোকেরা তোমাদের উপরে হস্তক্ষেপ করবে, তোমাদেরকে নির্যাতন করবে, সমাজ-গৃহে নিয়ে যাবে ও কারাগারে তুলে দেবে; আমার নামের জন্য তোমাদেরকে রাজাদের ও শাসনকর্তাদের সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হবে। <sup>১৩</sup> সাক্ষ্যের জন্য এসব তোমাদের প্রতি ঘটবে। <sup>১৪</sup> অতএব মনে মনে স্থির করো যে, কি উত্তর দিতে হবে, তার জন্য আগে চিন্তা করবে না। <sup>১৫</sup> কেননা আমি তোমাদেরকে এমন মুখ ও বিজ্ঞতা দেব যে, তোমাদের বিপক্ষেরা কেউ প্রতিরোধ করতে বা উত্তর দিতে পারবে না। <sup>১৬</sup> আর তোমাদের পিতা-মাতা, ভাইয়েরা, জ্ঞাতি ও বন্ধুরা

[২১:৬] লুক ১৯:৪৪; [২১:৮] লুক ১৭:২৩; [২১:১০] ২বংশা ১৫:৬; যিশা ১৯:২; [২১:১১] যিশা ২৯:৬; যোয়েল ২:৩০; [২১:১৩] ফিলি ১:১২; [২১:১৪] লুক ১২:১১; [২১:১৫] দে: লুক ১২:১২; [২১:১৬] লুক ১২:৫২, ৫৩;

২১:৬ একখানি পাথর ... সমস্তই ভূমিসাৎ হবে। ৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল, যখন রোমীয়রা যিরূশালেম দখল করেছিল এবং মন্দির আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

২১:৭ এসব ঘটনা কখন হবে? মার্ক বলেছেন যে, এই প্রশ্নটি পিতর, যাকোব ও আন্দ্রিয়— এই চারজন শিষ্য এক সাথে জিজ্ঞাসা করেছিলেন (মার্ক ১৩:৩)। মথি প্রশ্নটির পূর্ণরূপ উল্লেখ করেছেন, যেখানে যীশু খ্রীষ্টের আগমনের ও শেষ যুগের চিহ্ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (মথি ২৪:৩)। চিহ্নই বা কী? যে সমস্ত ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তার চিহ্ন কেমন হবে, সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে।

২১:৮ ‘আমিই তিনি’। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পুনরাগমনের সময় এই কথা বলবেন। সময় সন্নিহিত। শেষ কাল কাছে এসে গেছে।

২১:৯ তখনই শেষ নয়। শেষকালের কথা বলা হচ্ছে (মথি ২৪:৩-৬)। ৮-১৮ পদে উল্লিখিত সকল ঘটনা সম্পূর্ণরূপে বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য, যুগের শেষে সময়ের চিহ্ন নয়।

২১:১১ আকাশে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর লক্ষণ। ২৫ পদ দেখুন। প্রভুর দিনের সাথে সম্পৃক্ত স্বর্গীয় চিহ্নের ভাববাণীমূলক বর্ণনার জন্য মার্ক ১৩:২৫ পদের নোট দেখুন।

২১:১২ সমাজ ঘরে নিয়ে ... তুলে দেবে। সমাজ ঘর কেবল উপাসনার স্থান ও বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হত না, কিন্তু সেই সাথে পৌর অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং বিচার চলাকালীন সময়ে আসামীদের বন্দী করে রাখার জন্যও ব্যবহৃত হত।

২১:১৫ কেউ প্রতিরোধ করতে বা উত্তর দিতে পারবে না। প্রেরিত ৬:৯-১০ দেখুন।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২১ অধ্যায়

তোমাদের ধরিয়ে দেবে এবং তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে তারা হত্যা করাবে। <sup>১৭</sup> আর আমার নামের দরশন সকলে তোমাদের ঘৃণা করবে। <sup>১৮</sup> কিন্তু তোমাদের মাথার একগাছি কেশও নষ্ট হবে না। <sup>১৯</sup> তোমরা নিজ নিজ ধৈর্যে নিজ নিজ প্রাণ লাভ করবে।

<sup>২০</sup> আর যখন তোমরা যিরূশালেমকে সৈন্যসামন্ত দ্বারা বেষ্টিত দেখবে, তখন জানবে যে, তার ধ্বংস সন্নিকট। <sup>২১</sup> তখন যারা যিহূদিয়ায় থাকে, তারা পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে যাক এবং যারা নগরের মধ্যে থাকে, তারা বাইরে যাক; আর যারা পল্লীগ্রামে থাকে, তারা নগরে প্রবেশ না করুক। <sup>২২</sup> কেননা তখন প্রতিশোধের সময়, যে সমস্ত কথা লেখা আছে, সেসব পূর্ণ হবার সময়। <sup>২৩</sup> হায়, সেই সময়ে গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী স্ত্রীদের সন্তাপ! কেননা দেশে বিষম দুর্গতি হবে এবং এই জাতির উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসবে। <sup>২৪</sup> লোকেরা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে এবং বন্দী হয়ে সকল জাতির মধ্যে নীত হবে; আর জাতিদের সময় সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যিরূশালেম জাতিদের দ্বারা পদ-দলিত হবে।

### মনুষ্যপুত্রের আগমন

<sup>২৫</sup> আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগুলোর মধ্যে নানা চিহ্ন প্রকাশ পাবে এবং পৃথিবীতে সমস্ত জাতি কষ্ট পাবে, তারা সমুদ্রের ও তরঙ্গের গর্জনে ভীষণ ভয় পাবে। <sup>২৬</sup> ভয়ে এবং ভূমণ্ডলে যা যা ঘটবে তার আশঙ্কায়, মানুষের প্রাণ উড়ে যাবে; কেননা আকাশের পরাক্রমগুলো বিচলিত হবে। <sup>২৭</sup> আর সেই সময় তারা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রম ও মহামহিমা সহকারে মেঘযোগে

[২১:১৭] দে: যোহন ১৫:২১; [২১:১৮] দে: মথি ১০:৩০; [২১:১৯] দে: মথি ১০:২২; [২১:২০] দে: লুক ১৯:৪৩; [২১:২১] লুক ১৭:৩১; [২১:২২] যিশা ৬৩:৪; দানি ৯:২৪-২৭; হোশেয় ৯:৭; [২১:২২] দে: মথি ১:২২; [২১:২৪] যিশা ৫:৫; ৬৩:১৮; দানি ৮:১৩; প্রকা ১১:২; [২১:২৫] ২পি ৩:১০, ১২; [২১:২৬] দে: মথি ২৪:২৯; [২১:২৭] দে: মথি ৮:২০; [২১:২৭] দে: প্রকা ১:৭;

**২১:১৮ তোমাদের মাথার একগাছি কেশও নষ্ট হবে না।** ১৬ পদের আলোকে এখানে দৈহিক নিরাপত্তা বোঝানো হয় নি। উক্তিটি রূপক অর্থে নির্দেশ করছে যে, প্রকৃত অর্থাৎ আত্মিক কোন ক্ষতি সাধিত হবে না। যদিও নিপীড়ন এবং মৃত্যু আসতে পারে, তথাপি ঈশ্বর সব কিছুর নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন এবং আমাদের চূড়ান্ত পরিণতি হবে নিশ্চিত অনন্তকালীন বিজয়।

**২১:১৯ নিজ নিজ ধৈর্যে নিজ নিজ প্রাণ।** মার্ক ১৩:১৩ পদের নোট দেখুন।

**২১:২০ সৈন্যসামন্ত দ্বারা ঘেরাও হতে দেখবে।** ১৯:৪৩ দেখুন। শেষকাল সন্নিকট হওয়ার চিহ্ন (পদ ৭ তুলনা করুন); সে সময় যিরূশালেম নগরীর চারপাশ সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে। ‘ধ্বংসের সেই ঘৃণার বস্তু’ এ সময় মন্দিরে স্থাপিত হবে (মথি ২৪:১৫)।

**২১:২১ পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে যাক।** যখন সৈন্যবাহিনী নগরীকে ঘিরে ফেলে, তখন

স্বাভাবিকভাবে সবাই নগরীর দেয়ালের ভিতরে রক্ষা পেতে চাইবে; কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর অনুসারীদের পর্বতে নিরাপদে স্থান খুঁজতে নির্দেশ দেন, কারণ নগরীটি একেবারে ধ্বংস করে ফেলা হবে (মথি ২৪:১৬ পদের নোট দেখুন)।

**২১:২২ প্রতিশোধের সময়।** বিশ্বাসহীনতার পরিণতিস্বরূপ ঈশ্বরের শাস্তিমূলক ন্যায়বিচার (যিশা ৬৩:৪; যির ৫:২৯)।

**২১:২৪ জাতিদের সময়।** অযিহূদীরা আত্মিক সুযোগ বা ধর্মাস্তর (লুক ২০:১৬; রোমীয় ১১:২৫) এবং যিরূশালেমের উপর আধিপত্য উভয়ই পাবে, কিন্তু এই সময় শেষ হবে যখন অযিহূদীদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করবে।

**২১:২৭ সেই সময় ... মেঘযোগে আসতে দেখবে।** যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময় (দানি ৭:১৩)। এই শিক্ষার পূর্বাভাসগুলো

### লুক লিখিত সুসমাচার : ২১ অধ্যায়

আসতে দেখবে। <sup>২৮</sup> কিন্তু এসব ঘটনা আরম্ভ হলে তোমরা উঠে দাঁড়ায়ো, মাথা তুলো, কেননা তোমাদের মুক্তি সন্নিকট।

#### ডুমুর গাছের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা

<sup>২৯</sup> আর তিনি তাদেরকে একটি দৃষ্টান্ত বললেন, ডুমুর গাছ ও অন্যান্য গাছগুলোকে লক্ষ্য কর; <sup>৩০</sup> যখন সেগুলো পল্লবিত হয়, তখন তা দেখে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পার যে, এখন গ্রীষ্মকাল সন্নিকট। <sup>৩১</sup> তেমনি তোমরাও যখন এসব ঘটছে দেখতে পাবে, তখন জানবে, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট। <sup>৩২</sup> আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যে পর্যন্ত সমস্ত সিদ্ধ না হবে, সেই পর্যন্ত এই কালের লোকদের লোপ হবে না। <sup>৩৩</sup> আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হবে, কিন্তু আমার কথার লোপ কখনও হবে না।

#### জেগে থেকো এবং প্রার্থনা করো

<sup>৩৪</sup> কিন্তু নিজেদের বিষয়ে সাবধান থেকো, পাছে উচ্ছৃঙ্খলতায়, মত্ততায় এবং জীবিকার চিন্তায় তোমাদের অন্তর ভারগ্রস্ত হয়, আর সেদিন হঠাৎ ফাঁদের মত তোমাদের উপরে এসে

[২১:২৮] লুক ১৮:৭; [২১:৩১] দে: মথি ৩:২; [২১:৩২] লুক ১১:৫০; ১৭:২৫; [২১:৩৩] দে: মথি ৫:১৮; [২১:৩৪] মার্ক ৪:১৯; [২১:৩৪] লুক ১২:৪০, ৪৬; ১থি ৫:২-৭;

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চূড়ান্তভাবে শেষ কালকে বোঝাচ্ছে, সেই সাথে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেমের আসন্ন ধ্বংসের পূর্বাভাসও এখানে রয়েছে।

**২১:২৮ উঠে দাঁড়ায়ো, মাথা তুলো।** এই সকল চিহ্ন যখন দেখা যাবে, তখন নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়; বরং আনন্দ, আশা ও বিশ্বাস নিয়ে উপরের দিকে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

**২১:২৯ ডুমুর গাছ ... লক্ষ্য কর।** বসন্তের আগমন গাছের সবুজ পাতা গজানোর মধ্য দিয়ে ঘোষিত হয় (মথি ২৪:৩২-৩৫; মার্ক ১৩:২৮-৩১)। ইস্রায়েল দেশে ডুমুর গাছে পাতা আসে সবার আগে। ‘অন্যান্য গাছ’ কথাটি যুক্ত করে অন্যান্য দেশে গ্রীষ্মকালের আগমনের বার্তা ঘোষণা করা হয়েছে। একইভাবে একটি রাজ্যের আগমনের ব্যাপারে আগেভাগে ধারণা করা যায়, যখন এর চিহ্নগুলো দেখা যায়; তবে এখানে ‘রাজ্য’ ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ৩১ পদে ভবিষ্যৎ রাজ্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

**২১:৩২ এই কালের লোক।** যদি এখানে যিরূশালেমের ধ্বংস বোঝানো হয়, যা খ্রীষ্ট এসব কথা বলার প্রায় ৪০ বছর পর ঘটেছিল, সেক্ষেত্রে ‘এই কাল’ কথাটি স্বাভাবিক

আয়ুষ্কালের সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব ঘটনা ৭০ খ্রীষ্টাব্দের যিরূশালেম নগরী ধ্বংসের মধ্য দিয়ে প্রাথমিকভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। যদি এখানে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন বোঝানো হয়, তাহলে এখানে যিহূদী জাতির লোকদের নির্দেশ করা হতে পারে, যারা যুগের শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাত জাতি হিসেবে স্বীকৃত থাকবে; অথবা এসব বিষয়ের শুরুতে জীবিত থাকা ভবিষ্যৎ বংশকেও বোঝাতে পারে। এখানে এ কথা বোঝানো হয় নি যে, খ্রীষ্টের এমন কোন ভুল ধারণা ছিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছেন। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, খ্রীষ্টের প্রথম আগমন ও যিরূশালেমের উপর বিচার স্বর্গীয় রাজ্যের আগমনকে সন্নিকট করেছে। যদিও ‘সন্নিকট’ সম্পর্কে ঈশ্বরের ধারণা আমাদের প্রত্যাশা থেকে ভিন্ন প্রমাণিত হয়েছে।

**২১:৩৪ সেদিন।** যখন খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন এবং ঈশ্বরের রাজ্যের ভবিষ্যৎ বৈশিষ্ট্য সূচিত হবে (পদ ৩১)।

**হঠাৎ ফাঁদের মত তোমাদের উপরে এসে পড়ে।** এখানে বোঝানো হয় নি যে, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সম্পূর্ণরূপে অঘোষিত থাকবে, কারণ এর পূর্বাভাস হিসেবে চিহ্ন দেখা যাবে।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ২১ অধ্যায়

পড়ে; ৩৫ কেননা সেদিন সমস্ত ভূতল-নিবাসী সকলের উপরে উপস্থিত হবে। ৩৬ কিন্তু তোমরা সব সময় জেগে থেকো এবং প্রার্থনা করো, যেন এই যেসব ঘটনা হবে তা এড়াতে এবং মনুষ্যপুত্রের সম্মুখে দাঁড়াতে শক্তিমান হও।

৩৭ আর তিনি প্রতিদিন মন্দিরে উপদেশ দিতেন এবং প্রতি রাতে বাইরে গিয়ে জৈতুন নামক পর্বতে গিয়ে থাকতেন। ৩৮ আর সমস্ত লোক তাঁর কথা শুনবার জন্য খুব ভোরে মন্দিরে তাঁর কাছে আসতো।

[২১:৩৬] মথি ২৬:৪১; [২১:৩৭] দে: মথি ২৬:৫৫; [২১:৩৭] মার্ক ১১:১৯; [২১:৩৭] দে: মথি ২১:১; [২১:৩৮] যোহন ৮:২।

২১:৩৫ সমস্ত ভূতল-নিবাসী। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রতিটি দিন, তাঁর বিজয়-যাত্রা থেকে আগমন সমস্ত মানবজাতিকে একত্রিত করবে, যা নিস্তারপর্ব পর্যন্ত (রবিবার-বৃহস্পতিবার)। যিরূশালেমের পতনের সময়েও ঘটে নি। জৈতুন নামক পর্বত। লুক ১৯:২৯; মথি ২১:১৭ ২১:৩৭ প্রতিদিন। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর জীবনের শেষ পদের নোট দেখুন।

### লুক ২১ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এখন প্রভু যীশু মন্দিরে ঈশ্বরের কাজের জন্য দান ও উপহার দেবার সত্যিকারের শিক্ষা তুলে ধরেন। কে কি পরিমাণ দেন সেটা বড় বিষয় নয় কিন্তু প্রভুর জন্য আমরা সবটুকু দেই কি না সেটিই আসল বিষয়। গরীব বিধবার সবটুকু দেবার মধ্য দিয়ে সেই শিক্ষা ফুটে উঠেছে (২১:১-৪)। আর এই সময় কয়েক জন যিরূশালেমের মন্দির নিয়ে কথা বলছিলেন। কিন্তু প্রভু তাদের জানিয়ে দেন ভবিষ্যতে এই মন্দিরের অবস্থা কি হতে যাচ্ছে। সেই সময় ভাক্ত ভাববাদী, যুদ্ধ, বিদ্রোহ, সব জায়গাতে পরিলক্ষিত ভয়ানক ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মড়ক এবং মহাকাশের ভয়াবহ ঘটনাবলী ঘটতে থাকবে। এই সময়ে বিশ্বাসীরা নিজেদের পক্ষে কথা বলার জন্য পবিত্র আত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। তবে পরিবারের লোকেরাই শত্রু হয়ে উঠবে। এই সময় যিরূশালেমের ধ্বংস হবে এবং ঈশ্বরের “মহা ক্রোধের প্রকাশ ঘটবে”। তখন তারা যে “মনুষ্যপুত্রকে মেঘের মধ্য দিয়ে ফিরে আসতে দেখবে (২১:৫-৩৮)।

### লুক ২১ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. গরীব বিধবার দান কিভাবে ধনী লোকদের চেয়ে আলাদা ছিল? (১-৪ পদ)
২. দানের পরিমাণ কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়? (২ করিন্থীয় ৮:১২ পদ)
৩. শিষ্যেরা কোন দুইটি প্রশ্ন যীশুকে করেছিলেন? (৭ পদ)
৪. যীশু ভণ্ড ভাববাদীদের বিষয়ে কি বলেছিলেন? (৮ পদ)
৫. শেষ সময়ের আগে কি অবশ্যই ঘটবে? (৯ পদ)
৬. অত্যাচার নেমে আসার ফলে কি হবে? (১৩ পদ)



### লুক লিখিত সুসমাচার : ২২ অধ্যায়

৭. তাদের শত্রুদের কিভাবে উত্তর দেওয়া যায় তা নিয়ে কেন তাদের চিন্তা করা উচিত নয়? (১৫ পদ)
৮. তিনি তাদের কি আশ্বাস দিয়েছেন? (১৮ পদ)
৯. যিরুশালেমের প্রতি কি ঘটবে? (২৪ পদ)
১০. ২৫ ও ২৬ পদে কোন চিহ্নগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে?
১১. এই সব ঘটলে পর শিষ্যদের কি করা উচিত? (২৮ পদ)
১২. মনুষ্যপুত্রের আসবার সময়ে বিশ্বাসীদের কিভাবে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত? (৩৬ পদ)

### যীশু খ্রীষ্টকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র

**২২**<sup>১</sup> তখন নিস্তার পর্ব নিকটবর্তী হচ্ছিল। এই পর্বকে খামিহীন রুটির পর্বও বলা হয়।<sup>২</sup> আর প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম-শিক্ষকেরা কিভাবে তাঁকে হত্যা করতে পারে, তারই চেষ্টা করছিল; কেননা তারা লোকদেরকে ভয় করতো।

### ঈস্করিয়োতীয় যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতা

<sup>৩</sup> আর শয়তান ঈস্করিয়োতীয় যিহূদা, বারো জনের এক জন, তার ভিতরে প্রবেশ করলো।<sup>৪</sup> তখন সে গিয়ে কিভাবে যীশুকে তাদের হাতে তুলে দিতে পারবে সেই ব্যাপারে প্রধান পুরোহিতদের ও সেনাপতিদের সঙ্গে কথাবার্তা বললো।<sup>৫</sup> এতে তারা আনন্দিত হয়ে

[২২:১] দে: যোহন ১১:৫৫; [২২:২] দে: মথি ১২:১৪; [২২:৩] দে: মথি ৮:১০; [২২:৩] দে: মথি ১০:৪; [২২:৪] পদ: ৫২; প্রেরি ৪:১; ৫:২৪;

**২২:১** খামিহীন রুটির পর্ব ... নিস্তারপর্ব।  
নিস্তারপর্বকে দু'টো ভিন্ন উপায়ে উদ্‌যাপন করা হত:

১. নিশান মাসের ১৪ তারিখ সন্ধ্যা শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই পর্বের ভোজ শুরু হত (লেবীয় ২৩:৪-৫), যেহেতু যিহূদীদের একটি নতুন দিবস শুরু হত সূর্যাস্তের পর-পরই, সে কারণে মূলত ১৫ তারিখের প্রথম ঘটিকায় পর্ব শুরু হত।
২. নিস্তারপর্বের ভোজের পরবর্তী সপ্তাহ (যিহি ৪৫:২১); অন্যান্য জায়গায় এই সপ্তাহটি খামিহীন রুটির পর্ব নামে পরিচিত, কারণ এই সপ্তাহে কোন খাবারেই খামি ব্যবহার করা হত না (যাত্রা ১২:১৫-২০; ১৩:৩-৭)।

**২২:২** প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম-শিক্ষকেরা।

লুক ২০:১ পদ দেখুন।

**২২:৩** শয়তান ঈস্করিয়োতীয় ... প্রবেশ করলো। সুসমাচারে এই উক্তিটি দু'টো ভিন্ন অর্থ নিয়ে উল্লিখিত হয়েছে:

১. যিহূদা প্রধান পুরোহিতের কাছে যাওয়ার ও এখন যীশু খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বে; এবং
২. শেষ ভোজের সময়ে (যোহন ১৩:২৭)। এরূপে সুসমাচার লেখকগণ যিহূদিয়ার উপর শয়তানের নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বলছেন, যে কখনও পূর্ণ পরিচর্যায় নিবেদিত হয় নি বা যীশু খ্রীষ্টের প্রতি যথাযোগ্যভাবে নিজেকে সমর্পণ করে নি।

**২২:৪** সেনাপতি। এদের সবাইকে যিহূদী এবং প্রধানত লেবীয়দের থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২২ অধ্যায়

তাকে টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা করলো। <sup>৬</sup> তাতে যিহূদা সম্মত হল এবং জনতার অগোচরে তাঁকে তাদের হাতে ধরিয়ে দেবার সুযোগ খোঁজ করতে লাগল।

### নিস্তারপর্বের প্রস্তুতি

<sup>৭</sup> পরে খামিহীন রুটির দিন, অর্থাৎ যেদিন নিস্তারপর্বের মেঘশাবক উৎসর্গ করতে হত, সেই দিন আসল। <sup>৮</sup> তখন তিনি পিতর ও যোহনকে প্রেরণ করে বললেন, তোমরা গিয়ে আমাদের জন্য নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত কর, আমরা ভোজন করবো। <sup>৯</sup> তাঁরা বললেন, কোথায় প্রস্তুত করবো? আপনার ইচ্ছা কি? <sup>১০</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, দেখ, তোমরা নগরে প্রবেশ করলে এমন এক ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে পড়বে, যে ব্যক্তি এক কলসী জল নিয়ে আসছে; তোমরা তার পিছন পিছন যে বাড়িতে সে প্রবেশ করবে সেখানে যাবে। <sup>১১</sup> আর তোমরা বাড়ির কর্তাকে বলবে, গুরু আপনাকে বলছেন, যেখানে আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তারপর্বের ভোজ ভোজন করতে পারি, সেই অতিথিশালা কোথায়? <sup>১২</sup> তাতে সে তোমাদেরকে সাজানো একটি উপরের বড় কুঠরী দেখিয়ে দেবে; সেই স্থানে ভোজ প্রস্তুত করো। <sup>১৩</sup> তাঁরা গিয়ে তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনই দেখতে পেলেন; আর নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন।

### প্রভুর ভোজ স্থাপন

<sup>১৪</sup> পরে সময় উপস্থিত হলে তিনি ও তাঁর সঙ্গে প্রেরিতেরা ভোজনে বসলেন। <sup>১৫</sup> তখন

[২২:৫] সখ ১১:১২; [২২:৭] যাত্রা ১২:১৮-২০; দ্বি:বি ১৬:৫-৮; দে: মার্ক ১৪:১২; [২২:৮] প্রেরি ৩:১, ১১; ৪:১৩, ১৯; ৮:১৪; [২২:১৩] লুক ১৯:৩২; [২২:১৪] দে: মার্ক ৬:৩০; [২২:১৪] মথি ২৬:২০; মার্ক ১৪:১৭, ১৮; [২২:১৫] দে: মথি

২২:৭ যে দিন ... উৎসর্গ করতে হত। নিশান মাসের ১৪ তারিখে বিকেল ২:৩০ থেকে ৫:৩০ এর মধ্যে পুরোহিতদের প্রাঙ্গনে এই উৎসর্গ দেওয়া হত; দুঃখভোগ সন্তাহের বৃহস্পতিবারে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

২২:১০ যে ব্যক্তি এক কলসী জল নিয়ে আসছে। একজন পুরুষ জলের কলসী বহন করছে দেখাটা খুবই বিস্ময়কর, কারণ স্বাভাবিকভাবে এটি মহিলাদের কাজ।

২২:১১ গুরু আপনাকে বলছেন। এরূপ সম্বোধন করার সম্ভাব্য কারণ হল, সেই গৃহের মালিক যীশু খ্রীষ্টের পরিচিত কিংবা তাঁর অনুসারী ছিলেন।

২২:১৩ তিনি যেমন বলেছিলেন। হতে পারে যে যীশু লোকটির সাথে আগেই কথা বলে রেখেছিলেন এটি নিশ্চিত করতে যে, নিস্তারপর্বের ভোজে যেন কোন বিঘ্ন না আসে। যেহেতু ঠিক কোথায় খ্রীষ্ট নিস্তারপর্বের ভোজ পালন করবেন তা তিনি আগেভাগে বলেন নি,

সে কারণে যিহূদা শত্রুদেরকে এই সংবাদ দিতে ব্যর্থ হয়েছিল; তা না হলে হয়তো সে এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানকে ব্যাহত করতো। ভোজের জন্য মেঘশাবক, রুটি, তেতো শাক ও আঙ্গুর-রস যোগাড় করা প্রয়োজন ছিল। কক্ষটি সম্ভবত প্রেরিত ১:১৩ পদে উল্লিখিত কক্ষটি হতে পারে, তবে খুব সম্ভব এটি মরিয়মের ঘর (প্রেরিত ১২:১২) ছিল বলেও অনেকে মনে করেন।

২২:১৪ ভোজনে বসলেন। মার্ক ১৪:৩ পদের নোট দেখুন। যীশু খ্রীষ্টের যুগের আগে থেকেই যে ধারায় নিস্তারপর্বের ভোজ খাওয়া হত তা ছিল:

১. প্রারম্ভিক আশীর্বাদ ও প্রার্থনার পর চার কাপ আঙ্গুর-রসের প্রথমটি নেয়া হত এবং শাক ও চাটনিযুক্ত খাবার নেয়া হত।
২. নিস্তারপর্বের প্রচলনের কাহিনী আলোচনা করা হত, গীত ১১৩ গাওয়া হত এবং দ্বিতীয় বার আঙ্গুর-রস পান করা হত।
৩. মূল ভোজের জন্য প্রার্থনা করার পর

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২২ অধ্যায়

তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমার দুঃখভোগের আগে তোমাদের সঙ্গে আমি এই নিস্তারপর্বের ভোজ ভোজন করতে একান্তই বাঞ্ছা করেছি; <sup>১৬</sup> কেননা আমি তোমাদেরকে বলছি, যে পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্যে এর উদ্দেশ্য পূর্ণ না হয়, সেই পর্যন্ত আমি তা আর ভোজন করবো না। <sup>১৭</sup> পরে তিনি পানপাত্র গ্রহণ করে ধন্যবাদপূর্বক বললেন, এই নাও এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও; <sup>১৮</sup> কেননা আমি তোমাদেরকে বলছি, যে পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন না হয়, এখন থেকে সেই পর্যন্ত আমি আঙ্গুর ফলের রস আর পান করবো না। <sup>১৯</sup> পরে তিনি রুটি নিয়ে ধন্যবাদপূর্বক ভাঙ্গলেন এবং তাঁদেরকে দিলেন, বললেন, এ আমার শরীর, যা তোমাদের জন্য দেওয়া যাচ্ছে, আমার স্মরণার্থে এরকম করো। <sup>২০</sup> আর সেভাবে তিনি ভোজন শেষ হলে পানপাত্রটি নিয়ে বললেন, এই পানপাত্র আমার রক্তে নতুন নিয়ম, যে রক্ত তোমাদের জন্য ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। <sup>২১</sup> কিন্তু দেখ, যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তার হাত আমার সঙ্গে টেবিলের উপরে রয়েছে। <sup>২২</sup> কেননা যেমন

১৬:২১; [২২:১৬] দে: লুক ১৪:১৫; [২২:১৯] দে: মথি ১৪:১৯; [২২:২০] যাত্রা ২৪:৮; যিশা ৪২:৬; যির ৩১:৩১-৩৪; সখ ৯:১১; ২করি ৩:৬; ইব্রী ৮:৬; ৯:১৫; [২২:২১] গীত ৪১:৯; [২২:২২] দে: মথি ৮:২০; [২২:২২] জেরি ২:২৩;

খামিহীন রুটিসহ ঝলসানো মেসশাবকের মাংস খাওয়া হত ও লতা জাতীয় সবজি খাওয়া হত। এরপর আবারও প্রার্থনা করে তৃতীয় কাপ আঙ্গুর-রস পান করা হত।  
৪. গীত ১১৪-১১৮ গাওয়া হত এবং চতুর্থ ও শেষবারের মত আঙ্গুর-রস পান করা হত।  
২২:১৬ যে পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্যে এর উদ্দেশ্য পূর্ণ না হয়। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর প্রেরিতদের সাথে এই নিস্তারপর্ব পালন করতে আকুল আকাঙ্ক্ষী ছিলেন, কারণ তিনি খাঁটি ‘নিস্তারপর্বের মেসশাবক’ (১ করি ৫:৭) হিসেবে নিজে উৎসর্গকৃত হওয়ার পূর্বে এটি ছিল শেষ উপলক্ষ এবং এরূপে সকল সময়ের জন্য এ উৎসর্গ পরিপূর্ণ করলেন। ভবিষ্যৎ রাজ্য না আসা পর্যন্ত যীশু খ্রীষ্ট আর নিস্তারপর্বের ভোজে অংশ নেবেন না। নতুন নিয়মের এই যুগে মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণতা পাচ্ছে এবং সবশেষে আসন্ন মহান মেসশাবকের বিয়ের ‘ভোজে’ আবার এই সহভাগিতা পূর্ণতা লাভ করবে (প্রকা ১৯:৯)।  
২২:১৭ পানপাত্র গ্রহণ করে। সম্ভবত নিস্তারপর্বের ভোজে গৃহীত চারটি পানপাত্রের প্রথম বা তৃতীয় পানপাত্র।  
২২:১৮ যে পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন না

হয়। পদ ১৬ এবং ৪:৪৩ পদের নোট দেখুন।  
২২:১৯ তোমাদের জন্য। এখানে বলা হচ্ছে খ্রীষ্ট জ্রুশে তিনি নিজেকে আমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্তমূলক উৎসর্গ দান করবেন।  
আমার স্মরণার্থে। নিস্তারপর্ব যেমন ছিল মিশরের বন্দীত্ব থেকে ইস্রায়েলকে ঈশ্বরের উদ্ধারের অবিরাম স্মরণ করা ও ঘোষণা করা, তেমনি মণ্ডলীর যুগে যীশু খ্রীষ্টের স্মরণার্থে জ্রুশে তাঁর প্রায়শ্চিত্তমূলক কাজের মাধ্যমে পাপের বন্দীত্ব থেকে বিশ্বাসীদের মুক্তি স্মরণ করা ও ঘোষণা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।  
২২:২০ ভোজন শেষ হলে। এই অংশের পুনরাবলম্বিত কেবলমাত্র ১ করি ১১:২৫ পদে পাওয়া যায় (১ করি ১১:২৩-২৬ পদের নোট দেখুন)।  
পানপাত্রটি নিয়ে বললেন। মার্ক ১৪:২৪ পদের নোট দেখুন।  
নতুন নিয়ম। ভাববাদী যিরমিয়ের মধ্য দিয়ে মহান ঈশ্বরের পরিচয় ও অনুগ্রহের পূর্ণতার যে নতুন নিয়মের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু দ্বারা (“আমার রক্তে”) প্রতিষ্ঠিত ও সীলমোহরকৃত হতে যাচ্ছে (১ করি ১১:২৫ পদের নোট দেখুন)।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২২ অধ্যায়

নির্ধারিত হয়েছে, সেই অনুসারে মনুষ্যপুত্র যাচ্ছেন, কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে।<sup>২৩</sup> তখন তাঁরা পরস্পর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তবে আমাদের মধ্যে এই কাজ কে করবে?

### শ্রেষ্ঠ কে তা নিয়ে বিতর্ক

<sup>২৪</sup> আর তাঁদের মধ্যে এই বিবাদও উৎপন্ন হল যে, তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য? <sup>২৫</sup> কিন্তু তিনি তাঁদেরকে বললেন, জাতিদের রাজারাই তাদের উপরে প্রভুত্ব করে এবং তাদের শাসনকর্তারাই ‘হিতকারী’ বলে আখ্যাত হয়। <sup>২৬</sup> কিন্তু তোমরা সেরকম হয়ো না; বরং তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সে কনিষ্ঠের মত হোক এবং যে প্রধান, সে পরিচারকের মত হোক। <sup>২৭</sup> কারণ কে শ্রেষ্ঠ? যে ভোজনে বসে, না যে পরিচর্যা করে? যে ভোজনে বসে, সেই কি নয়? কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে পরিচারকের মত রয়েছি।

<sup>২৮</sup> তোমরাই আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে আমার সঙ্গে সঙ্গে বরাবর রয়েছ; <sup>২৯</sup> আর আমার পিতা যেমন আমার জন্য নির্ধারণ করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের জন্য একটি রাজ্য নির্ধারণ করছি, <sup>৩০</sup> যেন তোমরা আমার রাজ্যে আমার মেঝে ভোজন পান কর; আর তোমরা সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের বারো বংশের বিচার করবে।

### পিতরের অস্বীকার করার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

<sup>৩১</sup> শিমোন, শিমোন, দেখ, শয়তান তোমাদেরকে গেমের মত চালবার জন্য দাবী করছে;

৪:২৮; [২২:২৪] মার্ক ৯:৩৪; লুক ৯:৪৬; [২২:২৬] ১পি ৫:৫; [২২:২৬] দে: মার্ক ৯:৩৫; [২২:২৭] দে: মথি ২০:২৮; [২২:২৯] দে: মথি ২৫:৩৪; ১তীম ২:১২; [২২:৩০] দে: লুক ১৪:১৫; [২২:৩০] দে: মথি ১৯:২৮; [২২:৩১] ইয়োব ১:৬-১২; [২২:৩১] আমো ৯:৯;

**২২:২৫ হিতকারী।** এই উপাধিটি মিশর, সিরিয়া ও রোমের শাসকদের জন্য মর্যাদাসূচক সম্বোধন হিসেবে স্বীকৃত ছিল, কিন্তু তাদের কাজের মাধ্যমে সব সময় এই পরিচয় পাওয়া যায় না।

**২২:২৬ সে পরিচারকের মত হোক।** যীশু খ্রীষ্ট দাসরূপ-নেতৃত্বের বিষয়ে উৎসাহিত করার জন্য এই উদাহরণ দেন— নেতৃত্বের এ ধরনের বৈশিষ্ট্য তৎকালীন সমাজে এখনকার চেয়ে আরও বেশি অপ্রচলিত ছিল। খ্রীষ্ট বুঝিয়েছেন যে, ঈশ্বরের রাজ্যে মর্যাদার তারতম্যের প্রশ্ন নেই, অথচ এই পৃথিবীতেই শুধুমাত্র এসব ঘটনা ঘটে। মানবীয় সমাজে যার জন্য অপেক্ষা করা হয় বা যে দেরীতে কোথাও আসে সে সবচেয়ে বড় বলে গণ্য হয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর প্রেরিতদের পরিচর্যা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, স্বর্গীয় রাজ্যে এরূপ ঘটে না।

**২২:২৮ আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে।** এতে প্রলোভন (৪:১৩), কষ্ট (৯:৫৮) ও প্রত্যাখ্যান

(যোহন ১:১১) অন্তর্ভুক্ত।

**২২:২৯ তোমাদের জন্য একটি রাজ্য নির্ধারণ করছি।** পরবর্তী প্রেক্ষাপট (পদ ৩০) নির্দেশ করে যে, এই রাজ্য হচ্ছে সেই মহান স্বর্গীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ রূপ (লুক ৪:৪৩; মথি ৩:২ পদের নোট দেখুন)।

**২২:৩০ সিংহাসনে বসে।** যেভাবে প্রেরিতরা যীশু খ্রীষ্টের দুঃখ-কষ্টে অংশ নিচ্ছেন, একইভাবে তাঁর শাসন কাজেও তাঁরা অংশগ্রহণ করবেন (২ তীম ২:১২)।

**ইস্রায়েলের বারো বংশ।** মথি ১৯:২৮ দেখুন। যীশু খ্রীষ্ট এই অংশে প্রেরিতদের বিশেষ মর্যাদার কথা বলেছেন। সম্ভবত এর মাধ্যমে নতুন ইস্রায়েল সম্পর্কিত লুপ্ত উপমা দান করা হয়েছে।

**বিচার করবে।** বিচারক হিসেবে পরিচালনা বা শাসন করবে (বিচার ২:১৬)।

**২২:৩১ তোমাদেরকে ... দাবী করছে।** শয়তান

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২২ অধ্যায়

৩২ কিন্তু আমি তোমার জন্য বিনতি করেছি, যেন তোমার নিজের বিশ্বাস ব্যর্থ না হয়; আর তুমিও একবার ফিরলে পর তোমার ভাইদেরকে সুস্থির করো। ৩৩ তিনি তাঁকে বললেন, প্রভু, আপনার সঙ্গে আমি কারাগারে যেতে এবং মরতেও প্রস্তুত আছি। ৩৪ তিনি বললেন, পিতর, আমি তোমাকে বলছি, যে পর্যন্ত তুমি আমাকে চিন না বলে তিন বার অস্বীকার না করবে, সেই পর্যন্ত আজ মোরগ ডাকবে না।

### থলি, বুলি ও খড়্গ

৩৫ আর তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমি যখন থলি, বুলি ও জুতা ছাড়া তোমাদেরকে পাঠিয়েছিলাম, তখন তোমাদের কি কিছু অভাব হয়েছিল? তাঁরা বললেন, কিছুই নয়। ৩৬ তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন, কিন্তু এখন যার থলি আছে, সে তা গ্রহণ করুক, একই ভাবে বুলিও গ্রহণ করুক এবং যার নেই, সে তার কোর্তা বিক্রি করে খড়্গ ক্রয় করুক। ৩৭ কেননা আমি তোমাদেরকে বলছি, এই যে বাক্য লেখা আছে, “আর তিনি অধর্মীদের সঙ্গে গণিত হলেন,” তা আমার মধ্যে পূর্ণ হতে হবে; কারণ আমার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা পূর্ণ হচ্ছে। ৩৮ তখন তাঁরা বললেন, প্রভু, দেখুন, দু’খানি খড়্গ আছে। তিনি তাদেরকে বললেন, এই যথেষ্ট।

### গেথশিমানী বাগানে যীশু খ্রীষ্টের প্রার্থনা

৩৯ পরে তিনি বের হয়ে আপন রীতি অনুসারে জৈতুন পর্বতে গেলেন এবং শিষ্যরাও

[২২:৩২] যোহন ১৭:৯, ১৫; দে: রোমী ৮:৩৪; [২২:৩২] যোহন ২১:১৫-১৭; [২২:৩৩] যোহন ১১:১৬; [২২:৩৫] মথি ১০:৯, ১০; লুক ৯:৩; ১০:৪; [২২:৩৭] যিশা ৫৩:১২; [২২:৩৯] লুক ২১:৩৭; [২২:৩৯] দে: মথি ২১:১;

প্রেরিতদের পরীক্ষা করতে চেয়েছিল, যাতে করে সে তাঁদের আত্মিক ধ্বংস সাধন করতে পারে।

২২:৩৬ থলি ... বুলি। পূর্ববর্তী নির্দেশের সাথে তুলনা করুন (৯:৩; ১০:৪)। এখন পর্যন্ত তাঁরা উদার আতিথ্যতার উপর নির্ভর করছিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য তাঁদেরকে এখন থেকেই নিজেদের খরচ নিজেদের বহন করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

খড়্গ ক্রয় করুক। প্রেরিতদেরকে আসন্ন ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে সতর্ক করে দিতে এ কথা বলা হয়েছে। তাঁদের সে সময় আত্মরক্ষা ও সুরক্ষার প্রয়োজন হবে।

২২:৩৭ অধর্মীদের সঙ্গে গণিত হলেন। যীশু খ্রীষ্ট শীঘ্রই একজন অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার হবেন। পবিত্র শাস্ত্রে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা অনুসারে এই ঘটনা ঘটবে এবং তাঁর প্রেরিতগণও তাঁর অনুসারী হওয়ার জন্য বিপদে পড়বেন।

২২:৩৮ দু’খানি খড়্গ ... এই যথেষ্ট। প্রেরিতরা খ্রীষ্টের কথা যে একেবারেই আক্ষরিক অর্থে নিয়েছেন, সেটা বুঝতে পেরে তিনি ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলেছেন “যথেষ্ট হয়েছে!” এই উক্তি মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর এই আলোচনা শেষ করলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি পিতরকে খড়্গ ব্যবহারের জন্য ভর্ৎসনা করেছেন (পদ ৫০)। “যথেষ্ট হয়েছে” কথাটির অর্থ হল, “এ ধরনের কথা বলা বন্ধ কর। যীশু খ্রীষ্টের পথ খড়্গ দিয়ে নয়, বরং ভালবাসা দিয়ে প্রস্তুত করা হবে।”

২২:৩৯ জৈতুন পর্বত। লুক ২১:৩৭; যোহন ১৮:২ দেখুন। মথি সুনির্দিষ্টভাবে গেথশিমানীর কথা বলেছেন (মথি ২৬:৩৬) এবং যোহন বলেছেন জলপাইয়ের উদ্যান (যোহন ১৮:১)। স্পষ্টত এই স্থানটি জৈতুন পর্বতের ঢালু পাদদেশে অবস্থিত ছিল।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ২২ অধ্যায়

তাঁর পিছন পিছন চললেন। <sup>৪০</sup> সেই স্থানে উপস্থিত হলে পর তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়। <sup>৪১</sup> পরে তিনি তাদের থেকে কমবেশ এক ঢেলার পথ দূরে গেলেন এবং জানু পেতে প্রার্থনা করতে লাগলেন, <sup>৪২</sup> বললেন, পিতা, যদি তোমার অভিমত হয়, আমার কাছ থেকে এই পানপাত্র দূর কর; তবুও আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক; <sup>৪৩</sup> তখন স্বর্গ থেকে এক জন স্বর্গদূত দেখা দিয়ে তাঁকে সবল করলেন। <sup>৪৪</sup> পরে তিনি মর্মভেদী দুঃখে মগ্ন হয়ে আরও একাধি ভাবে প্রার্থনা করলেন; আর তাঁর শরীরের ঘাম যেন রক্তের ঘনীভূত বড় বড় ফোঁটা হয়ে ভূমিতে পড়তে লাগল। <sup>৪৫</sup> পরে তিনি প্রার্থনা করে উঠলে পর শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন, তাঁরা মনের দুঃখের কারণে ঘুমিয়ে পড়েছেন, <sup>৪৬</sup> আর তাঁদেরকে বললেন, কেন ঘুমাচ্ছে? উঠ, প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়।

### শত্রুদের হাতে যীশু খ্রীষ্ট

<sup>৪৭</sup> তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে দেখ, অনেক লোক এবং যার নাম যিহূদা— সেই বারো জনের মধ্যে এক জন— সে তাদের আগে আগে আসছে; সে যীশুকে চুম্বন করার জন্য তাঁর কাছে আসল। <sup>৪৮</sup> কিন্তু যীশু তাঁকে বললেন, যিহূদা, চুম্বন দ্বারা কি মনুষ্যপুত্রকে ধরিয়ে দিচ্ছ? <sup>৪৯</sup> তখন কি কি ঘটবে, তা দেখে যাঁরা তাঁর কাছে ছিলেন, তাঁরা বললেন, প্রভু, আমরা

[২২:৪০] মথি ৬:১৩; [২২:৪১] লুক ১৮:১১; [২২:৪২] দে: মথি ২০:২২; [২২:৪২] দে: মথি ২৬:৩৯; [২২:৪৩] মথি ৪:১১; মার্ক ১:১৩; [২২:৪৬] পদ: ৪০; [২২:৪৯] পদ: ৩৮;

**২২:৪০ সেই স্থানে।** যীশু খ্রীষ্ট নিয়মিত এখানে প্রার্থনা করার জন্য আসতেন (পদ ৩৯ দেখুন); তাই যিহূদা জানতো তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে।

**পরীক্ষা।** এখানে ২৮-৩৮ পদে উল্লিখিত কঠোর পরীক্ষাকে বোঝানো হয়েছে, যা প্রেরিতদের বিশ্বাসের স্বলন ঘটাতে পারে।

**২২:৪২ এই পানপাত্র।** যন্ত্রণার পানপাত্র (মথি ২০:২২-২৩; যিশা ৫১:১৭; যির ২৩:৩৩)। মার্ক ১৪:৩৬ পদের নোট দেখুন।

**২২:৪৩ স্বর্গ থেকে একজন দূত।** মথি ও মার্ক একজন স্বর্গদূতের কথা উল্লেখ করেছেন, যিনি যীশু খ্রীষ্টের চল্লিশ দিনব্যাপী উপবাস ও প্রান্তরে বসবাসের শেষদিকে শয়তান কর্তৃক প্রলোভিত হওয়ার সময় তাঁর পরিচর্যা করেছেন (মথি ৪:১১; মার্ক ১:১৩), কিন্তু লুক সেই ঘটনা উল্লেখ করেন নি। আবার এখানে একজন স্বর্গদূতের শক্তিদায়ক উপস্থিতির কথা লুক উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অন্যান্য সুসমাচার এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে নি।

**২২:৪৪ রক্তের ঘনীভূত বড় বড় ফোঁটা।** সম্ভবত রক্তের মত বড় বড় ফোঁটায় ঘাম পড়েছিল, অথবা সে সময় খ্রীষ্টের চরম দুর্দশা, অত্যধিক পরিশ্রম বা মর্মান্তিক বেদনা অনুভবের কারণে রক্ত ও ঘাম একত্রে মিশ্রিত হয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।

**২২:৪৭ অনেক লোক ... আগে আসছে।** তাদেরকে প্রধান পুরোহিত, প্রাচীনবর্গ (মথি ২৬:৪৭) এবং ধর্ম-শিক্ষকরা (মার্ক ১৪:৪৩) পাঠিয়েছিল; তারা ছোরা ও লাঠি নিয়ে এসেছিল। যিহূদী কর্মকর্তাদের সাথে এক সৈন্যদলও ছিল (পদ ৫২; যোহন ১৮:৩)।

**যীশুকে চুম্বন করার জন্য।** কর্তৃপক্ষের কাছে যীশুকে চিহ্নিত করে দেওয়ার জন্য আগেই সংকেত দেওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল (মথি ২৬:৪৮)। এটি অনাবশ্যক ছিল, কারণ যীশু নিজেই নিজেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন (যোহন ১৮:৫), কিন্তু যিহূদা তার পরিকল্পনা মতই কাজ করেছিল।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ২২ অধ্যায়

কি খড়্গ দ্বারা আঘাত করবো? ৫০ আর তাঁদের মধ্যে এক ব্যক্তি মহাপুরোহিতের দাসকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন। ৫১ কিন্তু উত্তরে যীশু বললেন, এই পর্যন্ত ক্ষান্ত হও। পরে তিনি তার কান স্পর্শ করে তাকে সুস্থ করলেন। ৫২ আর তাঁর বিরুদ্ধে যে প্রধান পুরোহিতেরা, মন্দিরের সেনাপতিরা ও প্রাচীনবর্গরা এসেছিল, যীশু তাদেরকে বললেন, লোকে যেমন দস্যুর বিরুদ্ধে যায়, তেমনি খড়্গ ও লাঠি নিয়ে কি তোমরা আসলে? ৫৩ আমি যখন প্রতিদিন মন্দিরে তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তখন তো আমার উপর তোমরা হাত তোল নি; কিন্তু এখন তোমাদের সময় এবং অন্ধকারের অধিকার।

#### পিতরের অস্বীকার

৫৪ পরে তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গেল এবং মহাপুরোহিতের বাড়িতে আনলো; আর পিতর দূরে থেকে পিছন পিছন চললেন। ৫৫ পরে লোকেরা প্রাঙ্গণের মধ্যে আগুন জ্বেলেন একত্র বসলে পিতর তাদের মধ্যে বসলেন। ৫৬ তিনি সেই আলোর কাছে বসলে এক জন দাসী তাঁকে দেখে তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললো, এই ব্যক্তিও ওর সঙ্গে ছিল। ৫৭ কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন, হে নারী, আমি তাকে চিনি না। ৫৮ একটু পরে আর এক জন তাঁকে দেখে বললো, তুমিও তাদের এক জন। পিতর বললেন, ওহে, আমি নই। ৫৯ ঘণ্টা খানেক পরে আর এক জন দৃঢ়ভাবে বললো, সত্যি, এই ব্যক্তিও তার সঙ্গে ছিল, কেননা এ গালিলীয় লোক। ৬০ তখন পিতর বললেন, ওহে, তুমি কি বলছো আমি বুঝতে পারছি না। তিনি কথা বলছিলেন, আর অমনি মোরগ ডেকে উঠলো। ৬১ আর প্রভু মুখ ফিরিয়ে পিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন; তাতে প্রভু এই যে বাক্য বলেছিলেন, ‘আজ মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করবে,’ তা পিতরের মনে পড়লো। ৬২ আর তিনি বাইরে গিয়ে ভীষণভাবে কান্নাকাটি করলেন।

[২২:৫২] পদ: ৪; [২২:৫৩] দে: মথি ২৬:৫৫; [২২:৫৩] যোহন ১২:২৭; [২২:৫৩] মথি ৮:১২; যোহন ১:৫; ৩:২০; [২২:৫৪] মথি ২৬:৫৭; মার্ক ১৪:৫৩; [২২:৫৪] মথি ২৬:৫৮; মার্ক ১৪:৫৪; যোহন ১৮:১৫; [২২:৫৯] লুক ২৩:৬; [২২:৬১] দে: লুক ৭:১৩; [২২:৬১] পদ: ৩৪;

২২:৫০ মহাপুরোহিতের দাস। তার নাম হচ্ছে মঙ্ক; শিমোন পিতর তাকে আঘাত করেছিলেন (যোহন ১৮:১০)।

২২:৫১ তাকে সুস্থ করলেন। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর প্রেরিতর অন্যায়কে শুধরে দিলেন। মঙ্কর বিশ্বাসের পরিচয় এখানে পাওয়া যায় না, কিন্তু পিতর যা করেছেন সে ধরনের কাজের অনুমতি দেয়া যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার পরিপন্থী।

২২:৫৩ এখন তোমাদের সময়। এটি ছিল যীশু খ্রীষ্টের শত্রুদের জন্য তাঁকে বন্দী করার নিরূপিত সময়; এটি এমন এক সময় যখন অন্ধকারের শক্তি (মন্দতার ক্ষমতা) ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে পরাজিত করতে তার সবচেয়ে খারাপ কাজটি করবে।

২২:৫৪ মহাপুরোহিতের বাড়ি। লুক ৩:২; মার্ক ১৪:৫৩; ১৫:১৫ পদের নোট দেখুন।

২২:৫৯ এ গালিলীয় লোক। পিতর তাঁর বাচনভঙ্গি (মথি ২৬:৭৩) এবং মহাপুরোহিতের দাস মঙ্কর এক আত্মীয় দ্বারা খ্রীষ্টের শিষ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন (যোহন ১৮:২৬)।

২২:৬১ প্রভু ... দৃষ্টিপাত করলেন। পিতর সংযুক্ত প্রাঙ্গণের বাইরে অবস্থান করছিলেন, তাই সম্ভবত যীশুকে যখন কায়াফার আদালত থেকে মহাসভায় নেওয়া হচ্ছিল, তখন যীশু ও পিতরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল।

পিতরের মনে পড়লো। যীশু খ্রীষ্টের বলা কথা পিতরের মনে পড়ে গেল (পদ ৩৪)।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২২ অধ্যায়

### যীশু খ্রীষ্টকে প্রহার ও বিদ্রূপ করা

৬৩ আর যে লোকেরা যীশুকে ধরেছিল, তারা তাঁকে বিদ্রূপ ও প্রহার করতে লাগল।  
৬৪ আর তাঁর চোখ ঢেকে জিজ্ঞাসা করলো, ভবিষ্যদ্বাণী বল দেখি, কে তোকে মারলো?  
৬৫ আর তারা নিন্দা করে তাঁর বিরুদ্ধে আরও অনেক কথা বলতে লাগল।

### মহাসভার সম্মুখে যীশু খ্রীষ্ট

৬৬ যখন দিন হল, তখন লোকদের প্রাচীনদের সমাজ, প্রধান পুরোহিতেরা এবং ধর্ম-শিক্ষকরা একত্র হল এবং তাদের সভার মধ্যে তাঁকে আনালা, আর বললো, তুমি যদি সেই খ্রীষ্ট হও, তবে আমাদেরকে বল। ৬৭ তিনি তাদেরকে বললেন, যদি তোমাদেরকে বলি, তোমরা বিশ্বাস করবে না; ৬৮ আর যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, কোন উত্তর দেবে না; ৬৯ কিন্তু এখন থেকে মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের পরাক্রমের ডান পাশে উপবিষ্ট থাকবেন। ৭০ তখন সকলে বললো, তবে তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র? তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরাই বলছো যে, আমি

[২২:৬৫] দে: মথি ১৬:২১; [২২:৬৬] দে: মথি ৫:২২; [২২:৬৬] মথি ২৭:১; মার্ক ১৫:১; [২২:৬৮] লুক ২০:৩-৮; [২২:৬৯] দে: মার্ক ১৬:১৯; [২২:৭০] দে: মথি ৮:৩; [২২:৭০] মথি ২৭:১১; লুক ২৩:৩।

২২:৬৬ যখন দিন হল। কেবলমাত্র দিনের বেলায় মহাসভার বিচার কাজ চালানো যেত।  
২২:৬৭ তুমি যদি সেই খ্রীষ্ট হও। এই দাবী পরবর্তীতে আনীত প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত: “তবে তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র?” (পদ ৭০)।  
২২:৬৯ এখন থেকে ... উপবিষ্ট থাকবেন। এখানকার কথোপকথন মার্কের সুসমাচার থেকে ভিন্ন (মার্ক ১৪:৬১-৬৪)। মার্কের বর্ণনা অনুসারে খ্রীষ্টকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে এবং একটি উত্তর এসেছে। লুকে রয়েছে দু’টি প্রশ্ন, মনুষ্য পুত্র ও ঈশ্বরের পুত্র— এই দু’টি উপাধির জন্য পৃথক দু’টি প্রশ্ন। মার্ক যীশু বলেছেন যে, তাঁর বিচারকেরা অর্থাৎ পুরোহিত ও ফরীশীরা তাঁকে ঈশ্বরের ডান পাশে বসে থাকতে দেখবে এবং বিচারক হিসেবে তাঁর আগমন দেখবে; আর এখানে তিনি বলছেন মনুষ্যপুত্রের বর্তমান

রাজত্বের বিষয়ে। এই দু’টি বিবৃতি বিরোধমূলক নয়, বরং পরিপূরক। এখানে বিচারক হিসেবে ঈশ্বরের ডান পাশে মনুষ্যপুত্রের আসীন হওয়ার পূর্বে পূর্ববর্তী এক মহিমামণ্ডিত অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে, যা লুকে জোর দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করুন, যীশু কীভাবে খ্রীষ্টের পরিবর্তে মনুষ্যপুত্র উপাধিকে বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করেছেন (৯:২০-২২)।

২২:৭১ আমরা নিজেরাই ... শুনলাম। যীশু খ্রীষ্টের উত্তরের প্রতিক্রিয়া এ কথা স্পষ্ট করে দিল যে, তাঁর উত্তর ছিল জোরালো হ্যাঁ-সূচক। মার্ক সহজভাবে “আমি” বলা হয়েছে (মার্ক ১৪:৬২)। খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে দাবী করা ঈশ্বরের অসম্মান করা, যদি না অবশ্যই দাবীটি সত্য হয় (মার্ক ১৪:৬৪ পদের নোট দেখুন)।

### লুক ২২ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

আর এই সময় যিহূদীদের খামিহীন রুটির পর্ব কাছে এসে গেল। যীশুর বিরুদ্ধে তখন ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। শয়তান যিহূদা ইষ্কারিয়োটের মধ্য দিয়ে কাজ করতে শুরু করে। আর যিহূদা উপযুক্ত সময়ের খোঁজ করতে থাকে। প্রভু উপরের ঘরে শিষ্যদের নিয়ে শেষ ভোজ খাওয়ার প্রস্তুতি নিতে বলেন। শিষ্যেরা উপরের ঘরে নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে



### লুক লিখিত সুসমাচার : ২২ অধ্যায়

বসেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে এই ভোজের মধ্য দিয়েই প্রভু যীশু রুটিরূপে তাঁর দেহ ও আংগুর-রসরূপে তাঁর রক্তের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে তাঁর নতুন নিয়ম স্থাপন করেন। এর মধ্যেই কে শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে তর্ক শুরু করলেন। কিন্তু তিনি শিখালেন সেবা করাই শ্রেষ্ঠত্বের মান- সেবা পাওয়া নয়। তিনি আরো অনেক দরকারী শিক্ষা প্রদান করে সকলকে নিয়ে জৈতুন পাহাড়ে যান। সেখানে যিহূদার নেতৃত্বে এক দল লোক গিয়ে যীশুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন সব শিষ্যই তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যায় (২২:১-৫৩)। পিতর প্রভু যীশুকে অনুসরণ করে মহাপুরোহিতের বাড়ি পর্যন্ত আসেন। এখানেই তাঁর মধ্য দিয়ে যীশুর সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় (২২:৫৪-৭১)।

### লুক ২২ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. খামিহীন রুটির আরেকটি নাম কি? (১ পদ)
২. যিহূদার কি হয়েছিল? (৩ পদ)
৩. নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করবার জন্য শিষ্যেরা কিভাবে জায়গাটি খুঁজে পেয়েছিল? (৭-১৩ পদ)
৪. যখন যীশু তাদের নিয়ে বসলেন তখন তিনি কি বললেন? (১৪-১৮ পদ)
৫. রুটি ও পেয়ালার আঙ্গুর-রস কিসের প্রতীক? (১৯,২০ পদ)
৬. শিষ্যদের মধ্যে কি নিয়ে তর্ক হচ্ছিল? (২৪-৩০ পদ)
৭. প্রভুর দাসের কেমন হওয়া উচিত? (২ তীমথিয় ২:২৪ পদ)
৮. এই পৃথিবীর আধিপত্য কাদের? (মথি ৫:৫ পদ)
৯. পৌল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য তীতকে কি বলেছিলেন? (তীত ৩:১,২ পদ)
১০. শিষ্যদের এখন জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির কেমন পরিবর্তন দরকার হবে? (৩৫,৩৬ পদ)
১১. শিষ্যদের কেন প্রার্থনা করতে হবে? (৪০ পদ)
১২. যীশু কেন প্রার্থনা করেছিলেন? (৪২ পদ)

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২৩ অধ্যায়

সেই। <sup>৭১</sup> তখন তারা বললো, আর সাক্ষ্য আমাদের কি প্রয়োজন? আমরা নিজেরাই তো এর মুখে শুনলাম।

### পীলাতের সামনে যীশু খ্রীষ্টের বিচার

**২৩** <sup>১</sup> পরে তারা দলসুদ্ধ সকলে উঠে তাঁকে পীলাতের কাছে নিয়ে গেল। <sup>২</sup> আর তারা তাঁর উপরে দোষারোপ করে বলতে লাগল, আমরা দেখতে পেলাম যে, এই ব্যক্তি আমাদের জাতিকে বিপথগামী করছে, কৈসরকে কর দিতে বারণ করে, আর বলে যে, আমিই খ্রীষ্ট, রাজা। <sup>৩</sup> তখন পীলাত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি যিহূদীদের রাজা? তিনি তাঁকে উত্তরে বললেন, তুমিই বললে। <sup>৪</sup> তখন পীলাত প্রধান পুরোহিতদেরকে ও সমাগত লোকদেরকে বললেন, আমি এই ব্যক্তির কোন দোষই দেখতে পাচ্ছি না। <sup>৫</sup> কিন্তু তারা আরও জোর দিয়ে বলতে লাগল, এই ব্যক্তি সমস্ত যিহূদিয়ায় এবং গালীল থেকে এই স্থান পর্যন্ত শিক্ষা দিয়ে লোকদেরকে উত্তেজিত করে।

<sup>৬</sup> এই কথা শুনে পীলাত জিজ্ঞাসা করলেন, এই ব্যক্তি কি গালীলীয়? <sup>৭</sup> পরে যখন তিনি জানতে পারলেন, ইনি হেরোদের অধিকারের লোক, তখন তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে

[২৩:১] দে: মথি ২৭:২; [২৩:২] পদ: ১৪; [২৩:২] লুক ২০:২২; [২৩:২] যোহন ১৯:১২; [২৩:৪] পদ: ১৪, ২২, ৪১; মথি ২৭:২৩; যোহন ১৮:৩৮; ১তীম ৬:১৩; দে: ২করি ৫:২১; [২৩:৫] মার্ক ১:১৪; [২৩:৬] লুক ২২:৫৯; [২৩:৭] দে: মথি ১৪:১;

**২৩:১** দলসুদ্ধ সকলে। মহাসভার সদস্য ও উপস্থিত সকলে (মথি ২৬:৫৯; ২৭:১), যারা খুব ভোরে একত্রিত হয়েছিল (২২:৬৬)।

তাঁকে পীলাতের কাছে নিয়ে গেল। মথি ২৭:২; মার্ক ১৫:১ পদের নোট দেখুন। রোমীয় শাসনকর্তার প্রধান কার্যালয় ছিল কৈসারিয়াতে, কিন্তু নিস্তারপর্বের সময় আগত অসংখ্য যিহূদীদের দ্বারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকায় তিনি সে সময় যিরূশালেমে অবস্থান করছিলেন।

**২৩:২** আমাদের জাতিকে বিপথগামী করছে। বৃহৎ জনতা যীশুকে অনুসরণ করেছিল বটে, কিন্তু তিনি তাদের ভুলভাবে চালিত করছিলেন না বা রোমের বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছিলেন না।

কৈসরকে কর দিতে বারণ করে। আরেকটি অসত্য অভিযোগ (লুক ২০:২৫ দেখুন)।

আমিই খ্রীষ্ট, রাজা। যীশু নিজেকে খ্রীষ্ট এবং রাজা বলে দাবী করেছেন, কিন্তু রাজনৈতিক বা সামরিক রাজা নন, যে দাবীর কারণে রোম উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়বে।

**২৩:৩** তুমিই বললে। যীশু খ্রীষ্ট স্বীকার করেছেন যে, তিনি রাজা; কিন্তু তারপরেই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাঁর রাজ্য এই পৃথিবীর নয় (যোহন ১৮:৩৩-৩৮)।

**২৩:৫** সমুদয় যিহূদিয়া। বা ‘যিহূদীদের দেশের উপরে;’ এখানে গালীলসহ যিহূদীদের সম্পূর্ণ দেশ বোঝানো হতে পারে, বা কেবল দক্ষিণাঞ্চল বোঝানো হতে পারে, যেখানে মূল যিহূদিয়া অঞ্চল পীলাত দ্বারা শাসিত ছিল (৪:৪৪ পদের নোট দেখুন)।

**২৩:৭** হেরোদের অধিকারের লোক। ৩:১ পদের নোট দেখুন। যদিও পীলাত ও হেরোদ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তথাপি পীলাত নিজে এই মামলাটি নিষ্পত্তি করতে চান নি বলে যীশুকে হেরোদের কাছে পাঠালেন (পদ ১২)।

যিরূশালেমে ছিলেন। হেরোদের প্রধান কার্যালয় ছিল গালীল সাগরের তিবিরিয়াতে; কিন্তু পীলাতের মত তিনিও যিরূশালেমে এসেছিলেন নিস্তারপর্বে আগত জনতার কারণে।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ২৩ অধ্যায়

দিলেন, কেননা সেই সময়ে তিনিও যিরূশালেমে ছিলেন।

<sup>৮</sup> যীশুকে দেখে হেরোদ অতিশয় আনন্দিত হলেন, কেননা তিনি তাঁর বিষয় শুনেছিলেন, এজন্য অনেক দিন থেকে তাঁকে দেখতে বাঞ্ছা করছিলেন এবং তাঁর কৃত কোন চিহ্ন দেখবার আশা করতে লাগলেন। <sup>৯</sup> তিনি তাঁকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু যীশু তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না। <sup>১০</sup> আর প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম-শিক্ষকেরা দাঁড়িয়ে উগ্রভাবে তাঁর উপর দোষারোপ করছিল। <sup>১১</sup> আর হেরোদ ও তাঁর সৈন্যেরা তাঁকে তুচ্ছ করলেন ও বিদ্রূপ করলেন এবং জমকাল পোশাক পরিয়ে তাঁকে আবার পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। <sup>১২</sup> সেদিন হেরোদ ও পীলাত পরস্পর বন্ধু হয়ে উঠলেন, কেননা আগে তাঁদের মধ্যে শত্রুতাব ছিল।

#### যীশু খ্রীষ্টের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের রায়

<sup>১৩</sup> পরে পীলাত প্রধান পুরোহিতেরা নেতৃবর্গ ও লোকদেরকে একত্র ডেকে তাদেরকে বললেন, <sup>১৪</sup> তোমরা এই ব্যক্তিকে আমার কাছে এই বলে এনেছ যে, সে লোককে বিপথে নিয়ে যায়; আর দেখ, আমি তোমাদের সাক্ষাতে বিচার করলেও, তোমরা তার উপরে যেসব দোষারোপ করছো, তার মধ্যে এই ব্যক্তির কোন দোষই পেলাম না; <sup>১৫</sup> আর হেরোদও পান নি, কেননা তিনি তাকে আমাদের কাছে ফেরৎ পাঠিয়েছেন; আর দেখ, এই ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের যোগ্য কিছুই করে নি। <sup>১৬</sup> অতএব আমি তাকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব।

<sup>১৭</sup> তিনি এই কথা বললেন কারণ ঐ পর্বের সময়ে তাদের জন্য এক জনকে তাঁর ছেড়ে দিতেই হত। <sup>১৮</sup> কিন্তু তারা দলসুদ্ধ সকলে চিৎকার করে বললো, একে দূর কর, আমাদের জন্য বারাব্বাকে ছেড়ে দাও। <sup>১৯</sup> নগরের মধ্যে দাঙ্গা ও হত্যা হওয়ার কারণে সেই ব্যক্তিকে

[২৩:৮] লুক ৯:৯; [২৩:৯] দে: মার্ক ১৪:৬১; [২৩:১১] মার্ক ১৫:১৭-১৯; যোহন ১৯:২, ৩; [২৩:১২] প্রেরি ৪:২৭; [২৩:১৪] দে: পদ: ৪; [২৩:১৬] পদ: ২২; মথি ২৭:২৬; যোহন ১৯:১; প্রেরি ১৬:৩৭; ২করি ১১:২৩, ২৪; [২৩:১৮]

**২৩:৮ তাঁকে দেখতে বাঞ্ছা করছিলেন।** হেরোদ যীশু খ্রীষ্টের পরিচয় নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন (৯:৭-৯) এবং তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন (লুক ১৩:৩১), যদিও তাঁদের দু'জনের কখনো দেখা হয় নি। এমন কোন কথার উল্লেখ নেই যে, যীশু খ্রীষ্ট তিবিরিয়ায় প্রচার করেছিলেন, যেখানে হেরোদের বাসস্থান ছিল।

**২৩:৯ কোন উত্তর দিলেন না।** হেরোদ যীশুকে যাদুকর বলে ধরে নিয়েছিলেন, তাই এ ধরনের লোকের কাছে উত্তর দেয়ার মত কোন কথা যীশু খ্রীষ্টের নেই।

**২৩:১১ জমকালো পোশাক।** মার্ক ১৫:১৭ পদের নোট দেখুন।

**২৩:১৬ আমি তাকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব।** যদিও যীশুকে যেভাবে দোষী করা হয়েছিল সেভাবে তিনি 'দোষী নন' বলে পীলাত

দেখলেন, তথাপি তিনি তাঁকে অবৈধভাবে প্রহার করে প্রধান পুরোহিতদের ও লোকদের সন্তুষ্ট করতে চাইলেন এবং ভবিষ্যতে যে কোন সম্ভাব্য সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে চাইলেন। বেত্রাঘাতের উদ্দেশ্য যদিও মেরে ফেলা নয়, তারপরও মাঝে মাঝে তা মৃত্যু ডেকে আনত (মার্ক ১৫:১৫ পদের নোট দেখুন)।

**২৩:১৮ বারাব্বা।** অর্থাৎ 'আবার সন্তান'। পীলাত জনতাকে একজন মন্দ ও বিপজ্জনক অপরাধী এবং যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে যে কোন একজনকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দিলেন (মথি ২৭:১৫-২০; মার্ক ১৫:৬-১১; যোহন ১৮:৩৯-৪০)।

**২৩:১৯ দাঙ্গা ও হত্যা।** কী কারণে এই দাঙ্গা হয়েছিল সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না, কিন্তু খুনের অভিযোগ থাকায় তার চরিত্র

### লুক লিখিত সুসমাচার : ২৩ অধ্যায়

কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। <sup>২০</sup> পরে পীলাত যীশুকে মুক্ত করার বাসনায় আবার তাদের কাছে কথা বললেন। <sup>২১</sup> কিন্তু তারা চেষ্টা করে বলতে লাগল, ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও। <sup>২২</sup> পরে তিনি তৃতীয় বার তাদেরকে বললেন, কেন? এ কি অপরাধ করেছে? আমি তার প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন দোষই পাই নি, অতএব একে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব। <sup>২৩</sup> কিন্তু তারা চিৎকার করে উগ্রভাবে চেষ্টা করে থাকলো, যেন তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়; আর তাদের চিৎকার প্রবল হল। <sup>২৪</sup> তখন পীলাত তাদের যাচঞা অনুসারে করতে আদেশ দিলেন; <sup>২৫</sup> দাঙ্গা ও বধ করার কারণে যে ব্যক্তিকে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছিল তারা তাকে চাইলো, তিনি তাকে মুক্ত করলেন, কিন্তু লোকদের ইচ্ছামত যীশুকে তাদের হাতে তুলে দিলেন।

#### যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণ

<sup>২৬</sup> পরে তারা তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে, ইতোমধ্যে শিমোন নামে এক জন কুরীণীয় লোক পল্লীগ্রাম থেকে আসছিল, তারা তাকে ধরে তার কাঁধে ক্রুশ চাপিয়ে দিল, যেন সে যীশুর পিছনে পিছনে তা বহন করে। <sup>২৭</sup> আর অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চললো। তাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক ছিল, তারা তাঁর জন্য হাহাকার ও বিলাপ করছিল। <sup>২৮</sup> কিন্তু যীশু তাদের দিকে ফিরে বললেন, ওগো যিরূশালেমের কন্যারা, আমার জন্য কেঁদো না, বরং নিজেদের এবং নিজ নিজ সন্তান-সন্ততির জন্য কাঁদ। <sup>২৯</sup> কেননা দেখ, এমন সময় আসছে, যে সময়ে লোকে বলবে, ধন্য সেই স্ত্রীলোকে, যারা বক্ষ্যা, যাদের উদর কখনও প্রসব করে নি, যাদের স্তন কখনও দুধ দেয় নি। <sup>৩০</sup> সেই সময়ে লোকেরা পর্বতমালাকে বলতে আরম্ভ করবে, আমাদের উপরে পড়; এবং উপপর্বত-মালাকে বলবে, আমাদেরকে ঢেকে রাখ।

প্রেরি ৩:১৩, ১৪; [২৩:২২] পদ: ১৬; [২৩:২৬] দে: মথি ২৭:৩২; [২৩:২৬] মার্ক ১৫:২১; যোহন ১৯:১৭; [২৩:২৭] লুক ৮:৫২; [২৩:২৮] লুক ১৯:৪১-৪৪; ২১:২৩, ২৪; [২৩:২৯] মথি ২৪:১৯; [২৩:৩০] যিশা ২:১৯; হোশেয় ১০:৮; প্রকা

সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারি (যোহন ১৮:৪০ দেখুন)।

**২৩:২৫** যীশুকে ... তুলে দিলেন। এই অংশে লুকের বিবরণটি সংক্ষেপিত। পীলাত ইতোমধ্যেই যীশু খ্রীষ্টকে তাঁর বিচার ও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে বেত্রাঘাত করার জন্য সৈন্যদের হাতে সমর্পণ করেছেন (যোহন ১৯:১-৫)। তিনি এখন তাঁকে ক্রুশারোপণের জন্য সমর্পণ করেছেন।

**২৩:২৬** শিমোন। রুফ ও সিকন্দর-এর পিতা (মার্ক ১৫:২১)। তিনি পরবর্তী সময়ে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ধর্মে দীক্ষিত হন এবং সম্ভবত তিনি রোম মণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত ছিলেন (রোমীয় ১৬:১৩)।

কুরীণী। মিশরের পশ্চিমে অবস্থিত লিবিয়ার

অন্যতম একটি প্রধান নগর।

**২৩:২৮** নিজেদের ... জন্য কাঁদ। নিরপরাধ যীশু খ্রীষ্টের প্রতি এমন আচরণের কারণে যিহুদীদের উপর আরও ভয়াবহ নির্ভরতা ও নির্যাতন নেমে আসবে। এ উক্তিটি দয়া ও করুণাসুলভ কঠোর উচ্চারিত হয়েছে, দোষী ঘোষণা করতে নয়; কারণ প্রায় ৪০ বছর পর যিরূশালেমের উপর ভয়ানক অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু হবে। রোমীয়রা নগরটি দখল করবে এবং মন্দির সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলবে।

**২৩:২৯** ধন্য সেই স্ত্রীলোকে, যারা বক্ষ্যা। চোখের সামনে নিজের সন্তানদের এমন দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখার চেয়ে সন্তান জন্ম না দেওয়াই উত্তম বলে মনে হবে (যির ১৬:১-৪; ১

### লুক লিখিত সুসমাচার : ২৩ অধ্যায়

<sup>৩১</sup> কারণ লোকেরা সরস গাছের প্রতি যদি এমন করে, তবে শুকনো গাছে প্রতি কি না ঘটবে?

<sup>৩২</sup> আরও দু'জন লোককে, দু'জন দুষ্কৃতিকারীকে হত্যা করবার জন্য যীশুর সঙ্গে নিয়ে চললো।

<sup>৩৩</sup> পরে মাথারখুলি নামক স্থানে গিয়ে তারা সেখানে তাঁকে এবং সেই দুই দুষ্কৃতিকারীকে ক্রুশে দিল, এক জনকে তাঁর ডান পাশে ও অন্য জনকে বাম পাশে রাখল।

<sup>৩৪</sup> তখন যীশু বললেন, পিতা, এদেরকে ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না। পরে তারা তাঁর কাপড়গুলো ভাগ করে গুলিবাঁট করলো। লোকেরা দাঁড়িয়ে দেখছিল।

<sup>৩৫</sup> নেতারাও তাঁকে উপহাস করে বলতে লাগল, ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করতো, যদি সে ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট, তাঁর মনোনীত হয়, নিজেকে রক্ষা করুক; <sup>৩৬</sup> আর সেনারাও তাঁকে বিদ্রূপ করলো, কাছে গিয়ে তাঁর কাছে অম্লরস নিয়ে বলতে লাগল, <sup>৩৭</sup> তুমি যদি যিহূদীদের রাজা হও, তবে নিজেকে রক্ষা কর। <sup>৩৮</sup> আর তাঁর মাথার উপরে একটি ফলকে এই কথা লেখা ছিল, “এই ব্যক্তি যিহূদীদের রাজা।”

৬:১৬; [২৩:৩১] ইহি ২০:৪৭; [২৩:৩২] যিশা ৫৩:১২; মথি ২৭:৩৮; মার্ক ১৫:২৭; যোহন ১৯:১৮; [২৩:৩৪] দে: মথি ১১:২৫; [২৩:৩৪] দে: মথি ৫:৪৪; [২৩:৩৪] গীত ২২:১৮; [২৩:৩৫] গীত ২২:১৭; [২৩:৩৫] যিশা ৪২:১; [২৩:৩৬] গীত ২২:৭; [২৩:৩৬] গীত ৬৯:২১; মথি ২৭:৪৮; [২৩:৩৭] লুক ৪:৩, ৯; [২৩:৩৮] দে: মথি ২:২;

করি ৭:২৫-৩৫)।

**২৩:৩০ আমাদের উপরে পড়।** অবিরত যন্ত্রণা ও শাস্তি ভোগ করার চেয়ে লোকেরা তাৎক্ষণিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চিরতরে শেষ হয়ে যেতে চাইবে (হোশেয় ১০:৮; প্রকা ৬:১৬)।

**২৩:৩১ সরস বৃক্ষে ... শুষ্ক বৃক্ষে।** যখন ‘বৃক্ষে’ উত্তমরূপে পানি দেয়া হচ্ছে ও তা সবুজ আছে, অর্থাৎ খ্রীষ্ট যখন তাদের মাঝে সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করছেন, সে সময় যদি তারা তাঁর প্রতি এ ধরনের আচরণ করে, তাহলে যখন তাঁকে তাদের মধ্য থেকে তুলে নেয়া হবে, যখন তাদের মাঝে সেই বৃক্ষ শুষ্ক হয়ে যাবে, সে সময় তারা তাদের প্রত্যাখ্যানের জন্য কেমন যন্ত্রণা পাবে এবং তাদের ভাগ্যে কী ঘটবে?

**২৩:৩২ দু'জন দুষ্কৃতিকারী।** ১৮ পদের নোট দেখুন।

**২৩:৩৩ মাথার খুলি।** মার্ক ১৫:২২ পদের নোট দেখুন।

**ক্রুশে দিল।** মার্ক ১৫:২৪ পদের নোট দেখুন।

**২৩:৩৪ তাঁর কাপড়গুলো ভাগ করে।** মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির সাথে থাকা যে কোন বস্তু তার দণ্ডদেশ পালনকারীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ

করে নিত। সৈন্যরা অজ্ঞাতসারে (যোহন ১৯:২৩-২৪ দেখুন) গীত ২২:১৮ পদের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছে (একই সাথে গীত ২২ অধ্যায় দেখুন)। গীত ২২:১৭ পদের বিবরণ অনুসারে মনে হতে পারে, কোন ব্যক্তি রাস্তায় ডাকাত বা শত্রু সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে গায়ের সমস্ত কাপড় হারিয়েছে।

**২৩:৩৬ অম্লরস।** এক ধরনের টক স্বাদবিশিষ্ট পানীয়, যা সৈন্যরা দিনের বেলায় নিজেদের সাথে বহন করতো। যীশু প্রশান্তিদায়ক পানীয় পান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন (মথি ২৭:৩৪; মার্ক ১৫:২৩); কিন্তু পরবর্তীতে তাঁকে সিরকা পান করতে দেওয়া হয়েছিল, যখন তিনি তৃষ্ণার্ত হয়েছিলেন (যোহন ১৯:২৮-৩০)। লুক দেখিয়েছেন যে, তাঁকে অপমানসূচকভাবে এই পানীয় দেওয়া হয়েছে।

**২৩:৩৮ ফলক।** এই ফলক মৃত্যুদণ্ডদেশ প্রাপ্ত অপরাধীর মাথার উপরে ক্রুশের গায়ে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হত, যেখানে তার অপরাধের বিবরণ লেখা থাকতো। যিহূদীদেরকে অপমান করার জন্য পীলাত এই নিয়ম প্রচলন করেছিলেন।

### লুক লিখিত সুসমাচার : ২৩ অধ্যায়

<sup>৩৯</sup> আর যে দুই দুষ্কৃতিকারীকে ক্রুশে টাঙ্গান হয়েছিল, তাদের মধ্যে এক জন তাঁকে নিন্দা করে বলতে লাগল, তুমি নাকি সেই খ্রীষ্ট? নিজেকে ও আমাদেরকে রক্ষা কর।  
<sup>৪০</sup> কিন্তু অন্য জন উত্তর দিয়ে তাকে অনুযোগ করে বললো, তুমি কি ঈশ্বরকেও ভয় কর না?  
<sup>৪১</sup> আমরা তো একই দণ্ড পাচ্ছি। আর আমরা ন্যায়সঙ্গত দণ্ড পাচ্ছি; কারণ যা যা করেছে, তারই সমুচিত ফল পাচ্ছি; কিন্তু ইনি কোন অপকর্ম করেন নি।<sup>৪২</sup> পরে সে বললো, যীশু আপনি যখন আপন রাজ্যে ফিরে আসবেন তখন আমাকে ক্ষমণ করবেন।<sup>৪৩</sup> তিনি তাকে বললেন, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হবে।

#### যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু

<sup>৪৪</sup> তখন বেলা অনুমান ষষ্ঠ ঘটিকা, আর নবম ঘটিকা পর্যন্ত গোটা দেশটা অন্ধকারময় হয়ে রইলো, সূর্যের আলো রইলো না।<sup>৪৫</sup> আর মন্দিরের পর্দাখানি মাঝামাঝি চিরে গেল।  
<sup>৪৬</sup> আর যীশু উচ্চরবে চিৎকার করে বললেন, পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মা সমর্পণ করি। আর এই কথা বলে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।<sup>৪৭</sup> যা ঘটলো, তা দেখে শতপতি ঈশ্বরের গৌরব করে বললেন, সত্যি এই ব্যক্তি ধার্মিক ছিলেন।<sup>৪৮</sup> আর যে সমস্ত

[২৩:৩৯] পদ: ৩৫, ৩৭; [২৩:৪১] দে: পদ: ৪; [২৩:৪২] দে: মথি ১৬:২৭; [২৩:৪৩] ২করি ১২:৩, ৪; প্রকা ২:৭; [২৩:৪৪] আমো ৮:৯; [২৩:৪৫] যাত্রা ২৬:৩১-৩৩; ইব্রী ৯:৩, ৮; [২৩:৪৫] ইব্রী ১০:১৯, ২০; [২৩:৪৬] মথি ২৭:৫০; [২৩:৪৬] গীত ৩১:৫; ১পিত ২:২৩; [২৩:৪৬] যোহন ১৯:৩০; [২৩:৪৭] দে: মথি ৯:৮;

যিহুদীদের রাজা। মার্ক ১৫:২৬ পদের নোট দেখুন।

**২৩:৩৯ তাদের মধ্যে এক জন।** মার্ক ১৫:৩২ পদের নোট দেখুন।

**২৩:৪৩ পরমদেশ।** সেপ্টুয়াজিন্ট (পুরাতন নিয়মের গ্রীক ভাষার অনুবাদ) অনুসারে শব্দটির অর্থ বাগান (আদি ২:৮-১০) বা জঙ্গল (নহি ২:৮)। কিন্তু নতুন নিয়মে (শুধুমাত্র লুক ২৩:৪৩; ২ করি ১২:৪ ও প্রকা ২:৭ পদে ব্যবহৃত হয়েছে) এটি স্বর্গীয় সুখের স্থান এবং মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যকার বিশ্রামস্থল হিসেবে বোঝানো হয়েছে (লুক ১৬:২২; ২ করি ১২: ২)। এই স্থান চূড়ান্ত বিচারের পূর্বে পরিব্রাজ্যপ্রাপ্তদের জন্য এবং যারা যীশুতে বিশ্বাস এনেছে তাদের জন্য উন্মুক্ত (মথি ১২:৪০; প্রেরিত ২:২৭, ৩১; ১ পিতর ৩:১৯)।

**২৩:৪৪ ষষ্ঠ ঘটিকা ... নবম ঘটিকা।** দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত, যিহুদীদের নিয়ম অনুসারে এই সময় গণনা করা হয়েছে। যীশুকে ক্রুশে দেয়া হয়েছিল তৃতীয় ঘটিকায় (সকাল ৯টায়, মার্ক ১৫:২৫)। যোহন যে ‘ষষ্ঠ

ঘটিকা’ (সকাল ৬টা) উল্লেখ করেছেন, তা সম্ভবত রোমীয় নিয়ম অনুসারে গণনা করা হয়েছে, যখন পীলাত তাঁর সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন (যোহন ১৯:১৪)।

**২৩:৪৫ মন্দিরের পর্দা।** পবিত্র স্থান ও মহাপবিত্র স্থানের মধ্যকার পর্দা। এর ছিঁড়ে যাওয়া খ্রীষ্ট কর্তৃক ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য সরাসরি পথ খুলে দেওয়া বোঝায় (ইব ৯:৩, ৮; ১০:১৯-২২)।

**২৩:৪৭ ঈশ্বরের গৌরব করে বললেন।** স্বর্গ থেকে পরাক্রমী চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ্যে খ্রীষ্টকে সম্মানিত করার কারণে কিংবা আতঙ্কের কারণে শতপতি ঈশ্বরের গৌরব করেছিলেন (মথি ২৭:৫৪)।

**সত্যি এই ব্যক্তি ধার্মিক ছিলেন।** মথি ও মার্কের বর্ণনা অনুসারে শতপতি বলেছিলেন, “সত্যিই, ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন”। ‘ধার্মিক’ ও ‘ঈশ্বরের পুত্র’ অবশ্য সমান অর্থবোধক পরিভাষা হতে পারে। একইভাবে, ‘ঈশ্বরের পুত্র’ ও ‘একজন ধার্মিক লোক’ সমার্থবোধক। শতপতি মূলত কোন অর্থে কথাটি বলেছেন তা

### লুক লিখিত সুসমাচার : ২৩ অধ্যায়

লোক এই দৃশ্য দেখবার জন্য সমাগত হয়েছিল, তারা যা যা ঘটলো, তা দেখে বুকে করাঘাত করতে করতে ফিরে গেল।<sup>৪৯</sup> আর তাঁর পরিচিত সকলে এবং যে স্ত্রীলোকেরা তাঁর সঙ্গে গালীল থেকে এসেছিলেন, তারা দূরে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলেন।

#### যীশু খ্রীষ্টের কবর

<sup>৫০</sup> আর সেই স্থানে যোষেফ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ধর্ম-সভার এক জন সদস্য, এক জন সৎ ও ধার্মিক লোক, <sup>৫১</sup> এই ব্যক্তি ওদের মন্ত্রণাতে ও কর্মকাণ্ডে সম্মত হন নি; তিনি যিহূদীদের অরিমাথিয়া নগরের লোক; তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করছিলেন। <sup>৫২</sup> এই ব্যক্তি পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর দেহ যাচঞা করলেন; <sup>৫৩</sup> পরে তা নামিয়ে সরু চাদরে জড়ালেন এবং শৈলে খোদিত এমন একটি কবরের মধ্যে তাঁকে রাখলেন, যাতে কখনও কাউকেও রাখা হয় নি। <sup>৫৪</sup> সেদিন আয়োজনের দিন এবং বিশ্রামবারের আরম্ভ

[২৩:৪৮] লুক ১৮:১৩; [২৩:৪৯] লুক ৮:২; [২৩:৪৯] গীত ৩৮:১১; [২৩:৫১] লুক ২:২৫, ৩৮; [২৩:৫৪] মথি ২৭:৬২;

নির্ধারণ করা কষ্টকর (মথি ২৭:৫৪ পদের নোট দেখুন)। তবে এটি পরিষ্কার মনে হয় যে, সুসমাচার লেখকগণ এই শতপতির ঘোষণার মধ্য যীশু খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতিই সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। যেহেতু শতপতিই হচ্ছেন ক্রুশারোপণের দায়িত্বপ্রাপ্ত রোমীয় কর্মকর্তা, সুতরাং তার স্বাক্ষর তাৎপর্যপূর্ণ বলে ধরা হয়ে থাকে (পীলাতের ঘোষণাও দেখুন পদ ৪,১৪-১৫,২২; মথি ২৭:২৩-২৪)।

**২৩:৪৮ বুকে করাঘাত করতে করতে।** যন্ত্রণা, দুঃখ বা বেদনার চিহ্ন (১৮:১৩ পদ দেখুন)।

**২৩:৪৯ যে স্ত্রীলোকেরা ... গালীল থেকে এসেছিলেন।** মথি ২৭:৫৫-৫৬; মার্ক ১৫:৪০-৫১; লুক ২৪:১০; যোহন ১৯:২৫ দেখুন।

**২৩:৫০ যোষেফ।** মহাসভার একজন সদস্য। সম্ভবত খ্রীষ্টের মৃত্যুদণ্ডদেশ ধার্য করা বা তাঁকে বন্দী করার পরিকল্পনা করার সময় যোষেফ মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন না (২২:৬৬), অথবা তিনি যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সমর্থনসূচক ভোট দেন নি (পদ ৫১)। মার্ক ১৪:৬৪ পদ অনুসারে তিনি তখন মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন না, কারণ সিদ্ধান্তটি ‘উপস্থিত সকলের’ দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল।

**২৩:৫১ অরিমাথিয়া।** মথি ২৭:৫৭ পদের নোট দেখুন।

ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করছিলেন। ২:২৫ দেখুন। যেহেতু সকল যিহূদী ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিল, সে কারণে এ কথা বলা যায় যে, যোষেফ যীশু কর্তৃক প্রচারিত ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বিশ্বাস করেছিলেন এবং এর আগমনের প্রত্যাশা নিয়ে বেঁচে ছিলেন।

**২৩:৫২ যীশুর দেহ যাচঞা করলেন।** দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর মৃতদেহ অনেক সময় দাফন করা হত না এবং নোংরা স্থানে ফেলে রাখা হত। নিকট আত্মীয়, যেমন মা-বাবা কিংবা স্ত্রী মৃতদেহটি চাইতে পারতো। মহাসভার একজন সদস্য হিসেবে খ্রীষ্টের মৃতদেহ যাচঞা করা যোষেফের জন্য অপরিমেয় সাহসী একটি পদক্ষেপ ছিল।

**২৩:৫৩ যাতে কখনও কাউকেও রাখা হয় নি।** সাধারণত কয়েকটি মৃতদেহ কবরস্থ করার মত জায়গা রেখে একটি পাহাড় কেটে গুহাকৃতির কবর তৈরি করা হত। এখানে আলোচ্য কবরটি যদিও তৈরি ছিল, তথাপি তখনও তা ব্যবহার করা হয় নি (লুক ১৯:৩০; মার্ক ১৫:৪৬ পদের নোট দেখুন)।

**২৩:৫৪ আয়োজনের দিন।** বিশ্রামবারের আগের দিন, অর্থাৎ শুক্রবার, যখন বিশ্রামবারের জন্য প্রস্তুতি নেয়া হয়। নিস্তারপর্বের জন্যও এই দিন প্রস্তুতি গ্রহণ করা হত; কিন্তু যেহেতু এই

### লুক লিখিত সুসমাচার : ২৩ অধ্যায়

সন্নিহিত হচ্ছিল। <sup>৫৫</sup> আর যে স্ত্রীলোকেরা তাঁর সঙ্গে গালীল থেকে এসেছিলেন, তাঁরা পিছনে পিছনে গিয়ে সেই কবর এবং কিভাবে তাঁর দেহ রাখা হয়েছে, তা দেখলেন; <sup>৫৬</sup> পরে ফিরে গিয়ে সুগন্ধি দ্রব্য ও তেল প্রস্তুত করলেন।

[২৩:৫৫] পদ: ৪৯; [২৩:৫৬] মার্ক ১৬:১; লুক ২৪:১; [২৩:৫৬] যাক্রা ১২:১৬; ২০:১০।

দিনটির পরদিনই বিশ্রামবার আসছে, কাজেই দিনটিকে শুক্রবার হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

**২৩:৫৫ স্ত্রীলোকেরা।** পদ ৪৯; ৮:২-৩; ২৪:১০ দেখুন। তাঁরা দেখেছিলেন যে, যীশু খ্রীষ্টকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছিল, যাতে করে বিশ্রামবার শেষ হলে তাঁরা আবার খ্রীষ্টের কবরে ফিরে যেতে পারেন।

**২৩:৫৬ সুগন্ধি দ্রব্য ও তেল।** কবর দেওয়ার

জন্য দেহকে প্রস্তুত করতে কয়েক গজ কাপড় এবং প্রচুর মসলা ব্যবহার করা হত। খ্রীষ্টকে কবর দেওয়ার সময়ই গন্ধরসে মিশ্রিত ৫০ সের অণুর তাঁর দেহে দেওয়া হয়েছিল (যোহন ১৯:৩৯)। বিশ্রামবারের পর এই স্ত্রীলোকেরা আবারও খ্রীষ্টের মৃতদেহের পরিচর্যা করতে ফিরে আসবেন বলে এই সুগন্ধি দ্রব্য ও তেল ও কিনে রেখেছিলেন।

### লুক ২৩ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এরপর রোমান শাসনকর্তা পণ্ডীয় পীলাতের সামনে তাঁর বিচার শুরু হয়। কিন্তু পীলাত জানতে পারেন নি যীশু সত্যিকার অর্থে কি অপরাধ করেছেন। পীলাত তাঁকে রাজা হেরোদের কাছে পাঠান, কিন্তু তিনিও আবার তাকে পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দেন। পীলাত এবং হেরোদ উভয়ই মনে করেছেন যে, যীশু অপরাধী নন। পীলাত যীশুকে বাঁচাতে চেয়েছেন কিন্তু লোকদের প্রতিবাদের মুখে শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে ক্রুশে হত্যা করার জন্য সৈন্যদের আদেশ দেন (২৩:১-২৫)। যীশুকে নিয়ে যাবার সময় তাঁকেই তাঁর ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। তিনি তা পারছেন দেখে শিমোন নামের কুরীণী শহরের এক লোককে যীশুর ক্রুশটি বহন করতে বাধ্য করা হয়। পরিশেষে তারা কালভেরী নামক জায়গায় দুই জন অপরাধীর সাথে ক্রুশে দেয়া হয়। তখন ধর্মীয় নেতারা তাঁকে উপহাস করে ও রোমীয় সৈন্যরা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করে। তখন তিন ঘন্টা ধরে পুরো পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, এবং মন্দিরের পর্দা মাঝখানে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে যায়। এ সময় যীশু পিতার কাছে তাঁর আত্মা তুলে দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন (২৩:২৬-৪৯)। যোষেফ পীলাতকে অনুরোধ করে যীশুর দেহ ক্রুশ থেকে নামিয়ে কাপড়ে জড়িয়ে পাথরের তৈরি একটি কবরে রাখেন। কয়েক জন স্ত্রীলোকও যোষেফের পিছনে পিছনে গিয়ে তাঁকে কোথায় কবর দেয়া হয় তা দেখেন (২৩:৫০-৫৬)।

### লুক ২৩ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. পীলাতের সামনে যীশুর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হয়েছিল? (২ পদ)
২. পীলাত যীশুকে কি জিজ্ঞেস করেছিলেন? (৩ পদ)



লুক লিখিত সুসমাচার : ২৪ অধ্যায়

৩. পীলাতের সিদ্ধান্ত কি ছিল? (৪ পদ)
৪. কেন পীলাত যীশুকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন? (৭ পদ)
৫. ধর্মনেতারা পীলাতের সিদ্ধান্তে কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল? (৫ পদ)
৬. যীশুকে দেখে হেরোদ খুশি হল কেন? (৮ পদ)
৭. হেরোদ যীশুকে নিয়ে কি করেছিল? (১১ পদ)
৮. পীলাত দ্বিতীয়বারের মত যীশুকে দেখে কি করেছিলেন? (১৩-২৪ পদ)
৯. যীশু কেন যিরুশালেমের মেয়েদের কাঁদতে নিষেধ করেছিলেন? (২৮-৩১ পদ)
১০. যারা যীশুকে ক্রুশে দিয়েছিল তাদের প্রতি তাঁর মনোভাব কেমন ছিল? (৩৪ পদ)
১১. দুই জন ডাকাতির প্রতিক্রিয়ার তুলনা করুন। (৩৯-৪৩ পদ)
১২. যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর সময় উপাসনা ঘরে কি ঘটেছিল? (৪৫ পদ)
১৩. রোমীয় শতপতির উপর যীশুর মৃত্যু কেমন প্রভাব ফেলেছিল? (৪৭ পদ)
১৪. অরিমাথিয়ার যোষেফ কিভাবে বর্ণিত হয়েছে? (৫০, ৫১ পদ)

যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান

**২৪** <sup>১</sup> বিশ্রামবারে তাঁরা বিধিমতে বিশ্রাম করলেন। কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিন অতি খুব ভোরে তাঁরা কবরের কাছে আসলেন এবং যে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করেছিলেন তা নিয়ে আসলেন। <sup>২</sup> তারা দেখলেন কবর থেকে পাথরখানা সরানো রয়েছে, <sup>৩</sup> কিন্তু ভিতরে গিয়ে যীশুর দেহ দেখতে পেলেন না। <sup>৪</sup> তাঁরা এই বিষয় ভাবছেন, এমন সময়ে দেখ, উজ্জ্বল পোশাক পরা দুই জন পুরুষ তাঁদের কাছে দাঁড়ালেন। <sup>৫</sup> তখন তাঁরা ভয় পেয়ে ভূমির দিকে

[২৪:১] লুক ২৩:৫৬; [২৪:৩] পদ: ২৩, ২৪; [২৪:৪] দে: যোহন ২০:১২;

**২৪:১** সপ্তাহের প্রথম দিন। যিহূদী রীতি অনুসারে একটি সূর্যাস্তের পরপরই আরেকটি দিন শুরু হয়। সুতরাং হয়তো রবিবার শুরু হওয়ার সাথে সাথে সুগন্ধি মশলা কেনা হয়েছিল (মার্ক ১৬:১) এবং তাঁরা রাতের মধ্যে সেগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করেছিলেন। যখন এই স্ত্রীলোকেরা রওনা দিলেন, তখন অন্ধকার ছিল (যোহন ২০:১) এবং যখন তাঁরা কবরে পৌঁছে গেলেন, তখনও খুব ভোর ছিল (মথি ২৮:১; মার্ক ১৬:২)।

**২৪:২** পাথরখানা সরানো রয়েছে। কবরের প্রবেশ পথ স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ রাখা হত, যেন দেহটিকে নষ্ট করার মত বর্বর লোক বা পশু

থেকে নিরাপদ রাখা যায়। তবে খ্রীষ্টের কবরের মুখের এই পাথরটি রোমান কর্তৃপক্ষ দ্বারা অতি সতর্কতার চিহ্ন হিসেবে সীলমোহর করে রাখা হয়েছিল (মথি ২৭:৬২-৬৬)।

**২৪:৪** দুই জন পুরুষ। তাঁদেরকে পুরুষের মত দেখাচ্ছিল, কিন্তু তাঁদের পোশাক ছিল দৃশ্যনীয় (লুক ৯:২৯; প্রেরিত ১:১০; ১০:৩০ দেখুন)। অন্যান্য সুসমাচারে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন দূত (পদ ২৩; যোহন ২০:১২ দেখুন)। অবশ্য মথি একজন স্বর্গদূতের কথা বলেছেন (দু'জন নয়, মথি ২৮:২) এবং মার্ক বলেছেন গুপ্ত-বস্ত্র পরিহিত এক জন যুবকের কথা (মার্ক ১৬:৫); তবে তাঁদের সংখ্যার

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২৪ অধ্যায়

মুখ নত করলে সেই দুই ব্যক্তি তাঁদেরকে বললেন, মৃতদের মধ্যে জীবিতের খোঁজ কেন করছো? তিনি এখানে নেই, কিন্তু উঠেছেন।<sup>৬</sup> গালীলে থাকতে থাকতেই তিনি তোমাদেরকে যা বলেছিলেন, তা স্মরণ কর; <sup>৭</sup> তিনি তো বলেছিলেন, মনুষ্যপুত্রকে পাপী মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে, ক্রুশারোপিত হতে হবে এবং তৃতীয় দিনে উঠতে হবে।<sup>৮</sup> তখন তাঁর সেই কথাগুলো তাঁদের স্মরণ হল; <sup>৯</sup> আর তাঁরা কবর থেকে ফিরে গিয়ে সেই এগারো জনকে ও অন্য সকলকে এই সব সংবাদ দিলেন।<sup>১০</sup> এঁরা মগদলীনী মরিয়ম, যোহানা ও যাকোবের মা মরিয়ম; আর এঁদের সঙ্গে অন্য স্ত্রীলোকেরাও প্রেরিতদেরকে এসব কথা বললেন।<sup>১১</sup> কিন্তু এসব কথা তাঁদের কাছে গল্পের মত মনে হল; তাঁরা তাঁদের কথায় বিশ্বাস করলেন না।<sup>১২</sup> তবুও পিতর উঠে কবরের কাছে দৌড়ে গেলেন এবং হেঁট হয়ে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, কেবল কাপড় পড়ে রয়েছে; আর যা ঘটেছে, তাতে আশ্চর্য জ্ঞান করে স্বস্থানে চলে গেলেন।

### ইম্মায়ু নামক গ্রামের পথে

<sup>১৩</sup> আর দেখ, সেদিন তাঁদের দু'জন যিরুশালেম থেকে চার মাইল দূরবর্তী ইম্মায়ু নামক

[২৪:৬] মথি ১৭:২২, ২৩; লুক ৯:২২; ২৪:৪৪; [২৪:৭] দে: মথি ৮:২০; [২৪:৭] দে: মথি ১৬:২১; [২৪:৮] যোহন ২:২২; [২৪:১০] লুক ৮:১-৩; [২৪:১০] দে: মার্ক ৬:৩০; [২৪:১১] মার্ক ১৬:১১; [২৪:১২] যোহন ২০:৩-৭; [২৪:১২] যোহন ২০:১০; [২৪:১৩] মার্ক ১৬:১২;

গরমিল নিয়ে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ অনেক সময় যিনি কথা বলেন কেবল তার কথাই উল্লেখ করা হয় এবং বক্তার সাথে যিনি থাকেন তার উল্লেখ করা হয় না।

**২৪:৬ গালীলে থাকতে ...** যা বলেছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পরিচর্যা কাজের সময় অসংখ্যবার তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন (৯:২২); কিন্তু প্রেরিতরা তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বা তিনি যা বলেছিলেন তা গ্রহণ করতে তাঁরা অসমর্থ ছিলেন।

**২৪:৯ এগারো জনকে ও অন্য সকলকে।** যিহুদিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার পর থেকে 'এগারোজন' শব্দটি দিয়ে মাঝে মাঝে প্রেরিতদের দলটিকে বোঝানো হত (প্রেরিত ১:২৬; ২:১৪)। যে সময় প্রেরিতরা প্রথমে পুনরুত্থিত যীশু খ্রীষ্টের দেখা পেলেন, সে সময় যিহুদা মারা গিয়েছিল, তথাপি তখনও এবং এখনও দলটিকে বারোজনের বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে (যোহন ২০:২৪)। 'অন্যান্যরা' বলতে বারো জন প্রেরিতের বাইরে যারা গালীল থেকে এসেছিলেন তাদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে।

**২৪:১০ মগদলীনী।** ৮:২ পদের নোট দেখুন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলাদের তালিকাতে তাঁর নাম প্রথমে এসেছে (মথি ২৭:৫৬; মার্ক ১৫:৪০; যোহন ১৯:২৫ তুলনীয়) এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি পুনরুত্থিত যীশুকে দেখেছিলেন (যোহন ২০:১৩-১৮)।

**যোহানা।** ৮:৩ দেখুন। শুধুমাত্র লুক তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন (অপর দিকে শুধুমাত্র মার্ক শালোমীর নাম যুক্ত করেন, মার্ক ১৬:১)।

**যাকোবের মা মরিয়ম।** মার্ক ১৬:১ দেখুন। তিনিই সম্ভবত মথি ২৮:১ পদে উল্লিখিত 'অন্য মরিয়ম'। এখানে যীশু খ্রীষ্টের মা মরিয়মের অনুপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি সম্ভবত সে সময় শিষ্য যোহনের সাথে ছিলেন (যোহন ১৯:২৭)।

**২৪:১২ পিতর ... দৌড়ে গেলেন।** এখানে শুধুমাত্র পিতরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু যোহনের সুসমাচারে অন্য একজন প্রেরিতকে যুক্ত করা হয়েছে, যিনি যোহন নিজেই।

**২৪:১৩ তাঁদের দু'জন।** একজনের নাম ক্লিয়পা (পদ ১৮; যিনি যোহন ১৯:২৫ পদে উল্লিখিত ক্লোপা হতে পারেন)।

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২৪ অধ্যায়

গ্রামে যাচ্ছিলেন, <sup>১৪</sup> এবং তাঁরা ঐ সমস্ত ঘটনার বিষয়ে পরস্পর কথাবার্তা বলছিলেন। <sup>১৫</sup> তাঁরা কথাবার্তা ও পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, এমন সময়ে যীশু নিজে কাছে এসে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করতে লাগলেন; <sup>১৬</sup> কিন্তু তাঁদের চোখ যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁকে চিনতে পারলেন না। <sup>১৭</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা চলতে চলতে পরস্পর যেসব কথা বলাবলি করছো, সেসব কি? তাঁরা বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে রলেন। <sup>১৮</sup> পরে ক্লিয়পা নামে তাঁদের এক জন উত্তরে তাঁকে বললেন, আপনি কি একা যিরূশালেমে প্রবাস করছেন, আর এই কয়েক দিনের মধ্যে সেখানে যেসব ঘটনা হয়েছে, তা জানেন না? <sup>১৯</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, কি কি ঘটনা ঘটেছে? তাঁরা তাঁকে বললেন, নাসরতীয় যীশু বিষয়ক ঘটনা, যিনি ঈশ্বরের ও সব লোকের সাক্ষাতে কাজে ও কথায় পরাক্রমী ভাববাদী ছিলেন; <sup>২০</sup> আর কিভাবে প্রধান পুরোহিতেরা ও আমাদের নেতৃবর্গরা প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তুলে দিলেন ও ক্রুশে হত্যা করালেন। <sup>২১</sup> কিন্তু আমরা আশা করছিলাম যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইস্রায়েলকে মুক্ত করবেন। আর এসব ছাড়া আজ তিন দিন চলছে, এসব ঘটেছে। <sup>২২</sup> আবার আমাদের কয়েক জন স্ত্রীলোক আমাদেরকে চমৎকৃত করলেন; তাঁরা খুব ভোরে তাঁর কবরের কাছে গিয়েছিলেন। <sup>২৩</sup> তারা তাঁর শব দেখতে না পেয়ে এসে বললেন, স্বর্গদূতদের দর্শন পেয়েছি, তাঁরা বলেন, তিনি জীবিত আছেন। <sup>২৪</sup> আর আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে কেউ কেউ কবরের কাছে গিয়ে, সেই স্ত্রীলোকেরা যেমন বলেছিলেন, তেমন দেখতে পেলেন, কিন্তু তাঁকে দেখতে পান নি। <sup>২৫</sup> তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা কত অবোধ! এবং ভাববাদীরা যে সমস্ত কথা বলেছেন, সেই সকল কথা বিশ্বাস করতে তোমাদের চিন্ত কত শিথিল! <sup>২৬</sup> খ্রীষ্টের কি আবশ্যক ছিল না যে, এ সব দুঃখভোগ করেন ও আপন প্রতাপে প্রবেশ করেন? <sup>২৭</sup> পরে তিনি মোশির ব্যবস্থা ও সমস্ত ভাববাদীদের পুস্তক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত পুস্তকে তাঁর নিজের বিষয়ে যেসব কথা আছে, তা তাঁদেরকে বুঝিয়ে

[২৪:১৫] পদ: ৩৬; [২৪:১৬] যোহন ২০:১৪; ২১:৪; [২৪:১৮] যোহন ১৯:২৫; [২৪:১৯] দে: মার্ক ১:২৪; [২৪:১৯] দে: মথি ২১:১১; [২৪:২০] লুক ২৩:১৩; [২৪:২১] লুক ১:৬৮; ২:৩৮; ২১:২৮; [২৪:২১] দে: মথি ১৬:২১; [২৪:২২] পদ: ১-১০; [২৪:২৪] পদ: ১২; [২৪:২৬] ইব্রী ২:১০; ১পি ১:১১; [২৪:২৭] আদি ৩:১৫; গণনা ২১:৯; দ্বি:বি ১৮:১৫;

২৪:১৬ তাঁকে চিনতে পারলেন না। বিশেষ স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের কারণে।

২৪:১৯ যিনি ... ভাববাদী ছিলেন। ঈশ্বরের লোক হিসেবে যীশুকে তাঁরা সম্মান করতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরা তাঁকে খ্রীষ্ট বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

২৪:২১ ইস্রায়েলকে মুক্ত করবেন। রোমের বন্দীত্ব থেকে যিহুদী জাতিকে মুক্ত করবেন এবং ঈশ্বরের রাজ্যের পথ প্রদর্শন করবেন (লুক ১:৬৮; ২:৩৮; ২১:২৮, ৩১; তীত ২:১৪; ১ পিতর ১:১৮)।

তিন দিন। সম্ভবত এখানে যিহুদীদের এই বিশ্বাসের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, মৃত্যুর তিন

দিন পর আত্মা দেহকে ত্যাগ করে থাকে; অথবা এখানে যীশু খ্রীষ্টের এই উক্তির কথা বোঝানো হতে পারে যে, তিনি তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থিত হবেন (৯:২২)।

২৪:২৩ স্বর্গদূতদের দর্শন পেয়েছি। ২৪:৪ পদের নোট দেখুন।

২৪:২৪ আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে কেউ কেউ। ২৪:১২ পদের নোট দেখুন।

২৪:২৭ মোশির আইন-কানুন ও সমুদয় ভাববাদীদের পুস্তক। সমগ্র পুরাতন নিয়ম পুস্তকটিকে সম্বোধন করার আরেকটি নাম। যিহুদী রীতি অনুসারে পবিত্র শাস্ত্রের তিনটি অংশ: মোশির আইন-কানুন; ভাববাদীদের

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২৪ অধ্যায়

দিলেন।

<sup>২৮</sup> পরে তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন, সেই গ্রামের কাছে উপস্থিত হলেন; আর তিনি আগে যাবার লক্ষণ দেখালেন। <sup>২৯</sup> কিন্তু তাঁরা সাধ্য সাধনা করে বললেন, আমাদের সঙ্গে অবস্থান করুন, কারণ সন্ধ্যা হয়ে আসল, বেলা প্রায় গেছে। তাতে তিনি তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করার জন্য বাড়িতে প্রবেশ করলেন। <sup>৩০</sup> পরে যখন তিনি তাঁদের সঙ্গে ভোজনে বসলেন, তখন রুটি নিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং ভেঙ্গে তাঁদেরকে দিতে লাগলেন। <sup>৩১</sup> অমনি তাঁদের চোখ খুলে গেল, তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন; আর তিনি তাঁদের থেকে অন্তর্হিত হলেন। <sup>৩২</sup> তখন তাঁরা পরস্পর বললেন, পথের মধ্যে যখন তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বললেন, আমাদের কাছে পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ খুলে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের অন্তর কি আমাদের ভিতরে উন্মত্ত হয়ে উঠছিল না? <sup>৩৩</sup> আর তাঁরা সেই দণ্ডেই উঠে যিরূশালেমে ফিরে গেলেন; এবং সেই এগারো জনকে ও তাঁদের সঙ্গীদেরকে সমবেত দেখতে পেলেন; <sup>৩৪</sup> তাঁরা বললেন, প্রভু নিশ্চয়ই উঠেছেন এবং শিমোনকে দেখা দিয়েছেন। <sup>৩৫</sup> পরে সেই দু'জন পথের ঘটনার বিষয় এবং রুটি ভাঙ্গবার সময়ে তাঁরা কিভাবে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন, এসব বৃত্তান্ত বললেন।

### শিষ্যদের সঙ্গে যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ

<sup>৩৬</sup> তাঁরা পরস্পর এসব কথাবার্তা বলছেন, ইতোমধ্যে তিনি নিজে তাঁদের মধ্যস্থানে দাঁড়ালেন ও তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের শান্তি হোক। <sup>৩৭</sup> এতে তাঁরা ভীষণ ভয় পেয়ে ও আতঙ্কিত হয়ে মনে করলেন, আত্মা দেখছি। <sup>৩৮</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, কেন ভয় পাচ্ছে? তোমাদের অন্তরে বিতর্কের উদয়ই বা কেন হচ্ছে? <sup>৩৯</sup> আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ

[২৪:২৭] যিশা ৭:১৪; ৯:৬; ৪০:১০, ১১; ৫৩; ইহি ৩৪:২৩; দানি ৯:২৪; মীখা ৭:২০; মালা ৩:১; [২৪:২৭] যোহন ১:৪৫; [২৪:৩০] দে: মথি ১৪:১৯; [২৪:৩১] পদ: ১৬; [২৪:৩২] গীত ৩৯:৩; [২৪:৩২] পদ: ২৭, ৪৫; [২৪:৩৪] দে: লুক ৭:১৩; [২৪:৩৪] ১করি ১৫:৫; [২৪:৩৫] পদ: ৩০, ৩১; [২৪:৩৬] যোহন ২০:১৯, ২১, ২৬; দে: ১৪:২৭; [২৪:৩৭] মার্ক ৬:৪৯;

পুস্তক এবং অন্যান্য লেখাসমূহ। প্রথম দু'টো ভাগ যীশু খ্রীষ্টের সময়ে একসাথে ছিল। তৃতীয়টি (মাঝে মাঝে গীত বলা হয়, কারণ এটিই এ অংশের প্রধান পুস্তক) পৃথক পুস্তক আকারে ছিল।

**২৪:২৮ তিনি আগে যাবার লক্ষণ দেখালেন।** যদি তাঁরা তাঁকে ভেতরে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ না জানাতেন, তাহলে তিনি স্পষ্টতই একা চলতে থাকতেন।

**২৪:৩১ তাঁদের চোখ খুলে গেল।** সহজভাবে চেনার বদলে পবিত্র আত্মার নির্দেশে তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল এবং তাঁরা খ্রীষ্টকে চিনতে পারলেন।

**২৪:৩৬ তিনি নিজে তাঁদের মধ্যস্থানে দাঁড়ালেন।** বন্ধ দরজার পেরিয়ে তিনি তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন (যোহন ২০:১৯), অর্থাৎ পুনরুত্থানের পর তাঁর দেহ ভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। তাঁর দেহ তখন ছিল পুনরুত্থিত ও মহিমাম্বিত দেহ (মার্ক ১৬:১২)।

**তোমাদের শান্তি হোক।** সম্ভাষণ জানানোর প্রচলিত ভাষা; এখানে পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে এর নতুন তাৎপর্য প্রকাশিত হয়েছে।

**২৪:৩৯ আমার হাত ও আমার পা।** যীশু খ্রীষ্টের পা ও হাতে ক্রুশের পেরেক গাঁথার কারণে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, সে ব্যাপারে বলা হয়েছে

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২৪ অধ্যায়

আমি স্বয়ং; আমাকে স্পর্শ কর, আর দেখ; কারণ আমাকে যেমন দেখছো, আত্মার এরকম অস্থি-মাংস নেই।<sup>৪০</sup> এই কথা বলে তিনি তাঁদেরকে হাত ও পা দেখালেন।<sup>৪১</sup> তখনও তাঁরা এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে, বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এবং তখনও আশ্চর্য জ্ঞান করছিলেন, তাই তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের কাছে এখানে কি কোন খাবার আছে?<sup>৪২</sup> তখন তাঁরা তাঁকে একখানি ভাজা মাছ দিলেন।<sup>৪৩</sup> তিনি তা নিয়ে তাঁদের সাক্ষাতে ভোজন করলেন।

<sup>৪৪</sup> পরে তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে আমি তোমাদেরকে যা বলেছিলাম। আমার সেই কথা এই, মোশির ব্যবস্থায় ও ভাববাদীদের পুস্তকে এবং গীতসংহিতায় আমার বিষয়ে যা যা লেখা আছে, সেসব অবশ্য পূর্ণ হবে।<sup>৪৫</sup> তখন তিনি তাঁদের বুদ্ধির দ্বার খুলে দিলেন, যেন তাঁরা পবিত্র শাস্ত্র বুঝতে পারেন; <sup>৪৬</sup> আর তিনি তাঁদেরকে বললেন, এরকম লেখা আছে যে, খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করবেন এবং তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে উঠবেন; <sup>৪৭</sup> আর তাঁর নামে পাপ ক্ষমার মন পরিবর্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচার হবে— যিরূশালেম থেকে আরম্ভ করা যাবে। <sup>৪৮</sup> তোমরাই এই সকলের সাক্ষী। <sup>৪৯</sup> আর দেখ, আমার পিতা যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা আমি তোমাদের কাছে প্রেরণ করছি; কিন্তু যে পর্যন্ত উপর থেকে শক্তি না পাও, সেই পর্যন্ত তোমরা এই নগরে অবস্থিতি কর।

[২৪:৩৯] যোহন ২০:২৭; ১যোহন ১:১; [২৪:৪৩] প্রেরি ১০:৪১; [২৪:৪৪] লুক ৯:৪৫; ১৮:৩৪; [২৪:৪৪] দে: মথি ১:২২; ১৬:২১; লুক ৯:২২, ৪৪; ১৮:৩১-৩৩; ২২:৩৭; [২৪:৪৪] দে: পদ: ২৭; [২৪:৪৪] দে: পদ: ২৭; [২৪:৪৪] গীত ২; ১৬; ২২; ৬৯; ৭২; ১১০; ১১৮; [২৪:৪৬] দে: মথি ১৬:২১; [২৪:৪৬] দে: মথি ১৬:২১; [২৪:৪৭] প্রেরি ৫:৩১; ১০:৪৩; ১৩:৩৮; [২৪:৪৭] মথি ২৮:১৯; মার্ক ১৩:১০; [২৪:৪৭] যিশা ২:৩; [২৪:৪৮] দে: যোহন ১৫:২৭; প্রেরি ১:৮; ২:৩২; ৪:২০; ৫:৩২; ১৩:৩১; ১পিত ৫:১; [২৪:৪৯] দে: যোহন ১৪:১৬; প্রেরি ১:৪;

(মার্ক ১৫:২৪; যোহন ২০:২০,২৭)।

**২৪:৪২ একখানি ভাজা মাছ।** এর মাধ্যমে প্রকাশিত হল যে, পুনরুত্থানের পর খ্রীষ্টের পৃথিবীয় দেহ ছিল, যা দিয়ে তিনি খাবার গ্রহণ করতে পারতেন।

**২৪:৪৪ মোশির আইন-কানুনে ও ভাববাদীদের পুস্তকে এবং গীতসংহিতায়।** হিব্রু পুরাতন নিয়মের তিনটি অংশ। তৃতীয় অংশের প্রথম পুস্তক হচ্ছে গীতসংহিতা। এখানে প্রকাশ পায় যে, সম্পূর্ণ পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্ট হিসেবে যীশুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

**২৪:৪৫ তিনি তাঁদের বুদ্ধির দ্বার খুলে দিলেন।** পুরাতন নিয়মের পুস্তক ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে (পদ ২৭ তুলনা করুন)।

**২৪:৪৬ দুঃখভোগ করবেন ... মৃতদের মধ্য থেকে উঠবেন।** পুরাতন নিয়ম এমন খ্রীষ্ট

সম্পর্কে বলে, যিনি দুঃখভোগ করবেন (গীত ২২ অধ্যায়; যিশা ৫৩ অধ্যায়) এবং তৃতীয় দিনে মৃতদের থেকে পুনরুত্থিত হবেন (গীত ৬:৯-১১; যিশা ৫৩:১০-১১; মথি ১২:৪০; এর সাথে যোনা ১:১৭ পদের তুলনা করুন)।

**২৪:৪৭ পাপ ক্ষমার মন পরিবর্তন।** প্রেরিত ৫:৩১; ১০:৪৩; ১৩:৩৮; ২৬:১৮ দেখুন। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পূর্বাভাস (পদ ৪৬) মানুষের সাড়াদানের বা মন পরিবর্তনের সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত এবং এর ফলস্বরূপ অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব (ক্ষমা; যিশা ৪৯:৬; প্রেরিত ১৩:৪৭; ২৬:২২-২৩ দেখুন)।

**২৪:৪৯ আমার পিতা যা প্রতিজ্ঞা করেছেন।** যোয়েল ২:২৮-২৯ দেখুন। এখানে পবিত্র আত্মার আসন্ন ক্ষমতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রেরিত ২:৪ পদে পূর্ণতা লাভ

## লুক লিখিত সুসমাচার : ২৪ অধ্যায়

### যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে চলে যাওয়া

৫০ পরে তিনি তাঁদেরকে বৈথনিয়ার সম্মুখ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং হাত তুলে তাঁদেরকে আশীর্বাদ করলেন। ৫১ পরে এরকম হল, তিনি আশীর্বাদ করতে করতে তাঁদের থেকে পৃথক হলেন এবং উর্ধ্বে, স্বর্গে নীত হতে লাগলেন। ৫২ আর তাঁরা তাঁকে প্রণিপাত করে মহানন্দে যিরুশালেমে ফিরে গেলেন; ৫৩ এবং সব সময় মন্দিরে থেকে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে থাকলেন।

[২৪:৫০] দে: মথি ২১:১৭; [২৪:৫১] ২রাজা ২:১১; [২৪:৫৩] দে: প্রেরি ২:৪৬।

করেছে।

২৪:৫০ বৈথনিয়া। জৈতুন পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত একটি গ্রাম (লুক ১৯:২৯; মথি ২১:১৭ পদের নোট দেখুন)।

২৪:৫১ উর্ধ্বে, স্বর্গে নীত হতে লাগলেন। পূর্ববর্তী অন্তর্হিত হওয়া থেকে ভিন্ন (লুক ৪:৩০; ২৪:৩; যোহন ৮:৫৯); এখন প্রেরিতরা খ্রীষ্টকে মেঘরথে চড়ে স্বর্গে আরোহণ করতে দেখলেন (প্রেরিত ১:৯)।

২৪:৫৩ সব সময়। আক্ষরিকভাবে এর অনুবাদ না করাই উচিত (২:৩৭ পদের সাথে তুলনা করুন), যেমনটা প্রেরিত ১:১৩ ও পরবর্তী পদসমূহে দেখা যায়।

মন্দিরে। যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গে নীত হওয়ার পরপরই বিশ্বাসীরা মন্দিরে অবিরত প্রার্থনায় মিলিত হয়েছিলেন (প্রেরিত ২:৪৬; ৩:১; ৫:২১,৪২); সেখানে অনেকে একত্রে সমবেত হতে পারতেন (২:৩৭ পদের নোট দেখুন)।

### লুক ২৪ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

সপ্তাহের প্রথম দিনের শুরুতে ঐ স্ত্রীলোকেরা প্রভু যীশুর মৃতদেহে মাথাবার জন্য সুগন্ধি দ্রব্য সাথে নিয়ে তাঁর সমাধিতে আসেন। সেখানে এসে তারা জানতে পারেন যে, যীশু মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। এই সংবাদটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। যীশুর এগার জন শিষ্যও এই সংবাদ পান। পিতর একা উঠে দৌড়ে সমাধির কাছে ছুটে গিয়ে তাঁর নিজের চোখের দেখে সবকিছু নিশ্চিত হন (২৪:১-১২)। এই একই দিনে প্রভু যীশুর দুই জন অনুসারীকে ইম্মাযু যাওয়ার পথে দেখা দেন (২৪:১৩-৩৫)। সবাই যখন একত্রিত হয়ে প্রভু যীশুর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন, তখন প্রভু তাদের মাঝে এসে উপস্থিত হন। তাদের সন্দেহ দূর করেন। তিনি শাস্ত্র থেকে তাঁর বিষয়ে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয় তুলে ধরেন। প্রভু যীশু তাঁদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁর চলে যাবার পর সহায় হিসেবে এক বিশেষ উপহার পাঠাবেন। এরপর প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বৈথনিয়া নামক একটি জায়গায় গিয়ে তিনি হাত তুলে তাঁদেরকে আশীর্বাদ করেন। আর সেই মুহূর্তে তাঁকে স্বর্গে তুলে নেয়া হয়। তাঁরা উবুড় হয়ে প্রভু যীশুকে প্রণাম করেন এবং আনন্দে যিরুশালেমে ফিরে যান (২৪:৩৬-৪৯)।

লুক লিখিত সুসমাচার : ২৪ অধ্যায়

লুক ২৪ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. পুনরুত্থানের ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (১-৫ পদ)
২. স্ত্রীলোকদের কি মনে করার কথা বলা হয়েছিল? (৬,৭ পদ)
৩. যখন তাঁদের মনে পড়ল, তাঁরা কি করলো? (৮,৯ পদ)
৪. তাঁদের কথায় শিষ্যদের উপর কি প্রভাব পড়েছিল? (১১,১২ পদ)
৫. যীশু কিভাবে মানবজাতির উপর তাঁর মহান ভালোবাসা দেখিয়েছিলেন? (যোহন ১৫:১৩ পদ)
৬. তাঁর শিষ্যেরা যারা তাঁকে তাঁর পুনরুত্থানের আগে ও পরে দেখেছিলেন, তাঁর বিষয়ে কি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন? (১ করিন্থীয় ১৫:২০ পদ)
৭. যীশু খ্রীষ্টের অনুসারীদের কি প্রমাণ আছে যে, তারাও মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবে? (যোহন ১৪:১৯ পদ)
৮. দুইজন শিষ্য কিভাবে যিরূশালেমে যাচ্ছিলেন তা বর্ণনা করুন। (১৩,১৪ পদ)
৯. রাস্তায় যীশু কিভাবে তাঁদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন তা বলুন। (১৫,১৬ পদ)
১০. তারা একে অপরকে কি বলেছিল? (১৭-২১ পদ)
১১. শিষ্যেরা পুনরুত্থান সম্পর্কে কি বলেছিলেন? (২২-২৪ পদ)
১২. তাদের প্রতি যীশু কি জবাব দিয়েছিলেন? (২৫-২৭ পদ)
১৩. যখন তারা গ্রামের কাছাকাছি চলে আসল তখন কি হল? (২৮,২৯ পদ)
১৪. যখন তারা খেতে বসলো তখন কি ঘটলো? (৩০,৩১ পদ)
১৫. প্রভু তাদের ছেড়ে যাওয়ার পরে শিষ্যেরা কি করেছিলেন? (৩২-৩৫ পদ)
১৬. শিষ্যদের মাঝে যীশু কিভাবে দেখা দিয়েছিলেন তা বর্ণনা করুন। (৩৬-৪৩ পদ)
১৭. তিনি তাদের কি বলেছিলেন? (৪৪-৪৯ পদ)





## অধ্যয়নের গভীরতায় যোহন লিখিত সুসমাচার

ভূমিকা

লেখক:

প্রাথমিক মণ্ডলীর পিতাগণ মোটামুটি সবাই একমত যে, সুসমাচারটির লেখক হচ্ছেন প্রেরিত যোহন (যোহন ১৩:২৩) এটি তাঁরই লেখা সুসমাচার। তিনি প্রাথমিক খ্রীষ্ট-মণ্ডলীতে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এই সুসমাচারে তিনি নিজের পরিচয় হিসেবে তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি। যোহন যিহূদী জীবন-আচরণ সম্পর্কে ভাল জানতেন। তিনি যিহূদী ও শমরীয়দের মধ্যকার বিরাজমান শত্রুতা (৪:৯) এবং যিহূদী প্রথাসমূহ— যেমন অষ্টম দিনে ত্বক্ছেদ করার রীতি, বিশ্রামবারে কাজ করার উপরে নিষেধাজ্ঞা, ইত্যাদি বিষয়গুলো তাঁর সুসমাচারে তুলে এনেছেন (যোহন ১:২০-২১; ৭:২২, ৪০-৪২)। তিনি যিহূদীদের ভূখণ্ডের ভৌগলিক অবস্থান খুব ভালই জানতেন; যিরূশালেম থেকে বৈথনিয়ার দূরত্ব তিনি প্রায় এক মাইল বলে উল্লেখ করেছেন (১১:১৮) এবং তিনি কান্না নগরের কথা উল্লেখ করেছেন, যার কথা অন্য কোন সুসমাচারে পাওয়া যায় না (২:১; ২১:২)। সুসমাচারটিতে এমন অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ রয়েছে যা অবশ্যই কেবলমাত্র একজন প্রত্যক্ষদর্শীর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা— যেমন বৈথনিয়ায় সুগন্ধি তৈলের সুবাসে গৃহ পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া (১২:৩)। প্রাথমিক যুগের লেখকেরা, যেমন ইরেনিয়াস ও টারটুলিয়ানের মতে যোহনই এ সুসমাচারটি লিখেছেন। এছাড়া, অন্যান্য সব সাক্ষ্য-প্রমাণও যোহনের লেখকত্বের উপর

জোর দিয়ে থাকে।

লিখবার সময়:

প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে, ৮৫-৯০ খ্রীষ্টাব্দে সুসমাচারটি লেখা হয়েছে বলে বেশিরভাগ পণ্ডিত মনে করে থাকেন। আদি মণ্ডলীর পিতাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন যে, চতুর্থ সুসমাচার হিসেবে পাঠক সমাজকে অধিকতর উন্নত ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞান দেবার জন্য অন্য তিনটির সুসমাচারের শেষে তিনি এই সুসমাচারটি রচনা করেছেন।

যাদের জন্য লেখা হয়েছে:

নতুন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ও যে সব লোকেরা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের বিষয়ে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন ও জানার আকাঙ্ক্ষা করছিলেন পুস্তকখানি তাদেরকে লক্ষ্য রেখে রচিত হয়েছে।

পুস্তকখানির উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব:

কোন কোন পণ্ডিত উপলব্ধি করেছেন যে, যোহনের লক্ষ্য ছিল যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারে এমন একটি গ্রীক সংস্করণ তৈরি করা, যা গ্রীক ভাষাভাষী চিন্তাবিদদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যাবে। অন্যান্যরা এতে দেখেছেন প্রথম তিনটি সুসমাচারে যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও কাজের এমন কিছু তথ্য যা ঐ সুসমাচারগুলোতে নেই কিন্তু তিনি তাঁর সুসমাচারে যুক্ত করেছেন যেন যে সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষা মণ্ডলীতে ঢুকে পড়েছিল

## ভূমিকা

তা দূর করা যায় এবং সুসমাচারের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করা যায়। কিন্তু স্বয়ং লেখক পরিষ্কারভাবে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য বিবৃত করেছেন এভাবে— “কিন্তু এসব লেখা হয়েছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশু-ই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করে যেন তাঁর নামে জীবন পাও” (যোহন ২০: ৩১)। তিনি প্রধানত গ্রীক ভাষাভাষী পাঠকদের উদ্দেশ্যে তাঁর সুসমাচারটি রচনা করে থাকতে পারেন, যাদের মধ্যে অনেকেই সে সময় ভ্রান্ত শিক্ষার মাঝে ডুবে ছিল, কিন্তু তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সকল মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচার করা; নতুন বিশ্বাসী তৈরি করা এবং তাদেরকে বিশ্বাসের পথে স্থির রাখা।

### অন্যান্য সুসমাচারের সাথে সম্পর্ক:

অন্যান্য সুসমাচারের সাথে তুলনা করলে এই সুসমাচারের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। অন্যান্য সুসমাচারের অনেক বিষয় যোহনের পুস্তকে নেই, আবার যোহনের পুস্তকের অনেক বিষয় অন্যান্য সুসমাচারগুলোতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য সুসমাচারের সাথে যোহন লিখিত সুসমাচারের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, অন্যান্য সুসমাচারগুলোতে যীশু খ্রীষ্টের গালীলে যেসব পরিচর্যা কাজ করেছেন তার উপর গুরুত্ব দেয়, কিন্তু যোহন জোর দিয়েছেন যিরূশালেমে যেসব পরিচর্যা কাজ করা হয়েছে তার উপর। যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা দানের যে সব বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে সেই সব বর্ণনার রচনামূল্যেও ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া যীশু খ্রীষ্টের বলা যে সমস্ত দৃষ্টান্ত-কথা উপস্থাপন করা হয়েছে সেই উপস্থাপনের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেও বেশ পার্থক্য

পরিদৃষ্ট হয়, যেমন— মন্দির পরিষ্কারকরণ, যীশুকে খেফতার করার পূর্ববর্তী ঘটনাবলী, পরিচর্যা কাজের স্থায়ীত্বকাল এবং প্রভুর ভোজের দিনক্ষণ, ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন যে, যোহন অপর তিনটি সুসমাচারকে ছাপিয়ে উঠে আরও বেশি কিছু তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। তবে এটি পরিষ্কার যে, তিনি তাঁর লেখার ভিত্তি হিসেবে পূর্ববর্তী সুসমাচারগুলোর প্রচলিত ধারণার সাহায্য নিয়েছেন। তাই যোহন লিখিত সুসমাচারকে অন্যান্য সুসমাচারের পরিপূরক হিসেবে ধরাটাই শ্রেয়।

### পুস্তকখানিতে ধর্ম তত্ত্বের ব্যবহার:

যোহনের লেখা সুসমাচারের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই স্বতন্ত্র ধরা পরে যীশু খ্রীষ্টকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে এবং এর ধর্মতাত্ত্বিক পটভূমি নির্মাণ করার ক্ষেত্রে। তাঁর লেখনির প্রধান উদ্দেশ্য যীশুর খ্রীষ্টত্ব ও পুত্রত্বকে তুলে ধরা যেন তখনকার বিশ্বাসীগণ যীশুর সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা পায়। যীশু-ই যে খ্রীষ্ট এই বিষয়টি অনেকবার যিহূদীদের মাঝে আলোচনার বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে (যোহন ৭:৩১; ১০:২৪)। এছাড়া, এই সুসমাচারে তিনবার যীশুর খ্রীষ্টত্ব সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছে (১:৪১; ৪:২৯; ১১:২৭)। খ্রীষ্টকে নিয়ে যিহূদী জাতির যেসব প্রত্যাশা ছিল যোহনের লেখায় সেই সব প্রত্যাশার পূর্ণতা প্রদান করা হয়েছে।

ঈশ্বরের পুত্ররূপে যীশু খ্রীষ্টের পরিচয়টি এই সুসমাচারে বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে ফুটে উঠেছে। বহুবার যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সাথে তাঁর পিতা-পুত্রের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। ‘পুত্র’ শব্দটির ব্যবহার অন্যান্য সুসমাচারে অনুপস্থিত নয়, তবে যোহন

## ভূমিকা

পুস্তকে তা বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে, পিতা মানুষের পরিত্রাণের যে পরিকল্পনা করেছেন তা পুত্রের মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রতি ভালবাসার কারণে ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছেন (৩:১৬)। পুত্র হচ্ছেন সেই প্রতিনিধি, যাঁর মধ্য দিয়ে পিতা নিজেকে প্রকাশ করেন (১:১৮)। ঈশ্বরের পুত্র বলে নিজেকে দাবী করায় পীলাতের সম্মুখে যীশু খ্রীষ্টকে অভিযুক্ত করা হয় এবং যিহূদী আইন-কানুন অনুসারে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আবেদন করা হয় (১৯:৭)।

অন্যান্য সুসমাচারগুলোতে যীশুকে ‘মनुষ্য পুত্র’ হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়; যদিও এই বিষয়টি যোহনের সুসমাচারের প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়, তবুও এটি তাঁর সুসমাচারের অন্যতম একটি মৌলিক ভিত্তি। মনুষ্য পুত্র, যিনি ঈশ্বর হয়েও মানুষ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছেন এবং যিনি পুনরুত্থিত হবেন (৩:১৩,১৪)। এই পুনরুত্থান মনুষ্য পুত্রকে চূড়ান্তভাবে মহিমাম্বিত করবে (১২:২৩)। এছাড়াও এই সুসমাচারে যীশু খ্রীষ্টের মানবীয় সত্তা সম্পর্কে বহু নির্দেশনা রয়েছে। এই সুসমাচারে মহিমাম্বিত খ্রীষ্টতত্ত্বকে যীশু খ্রীষ্টের মানবীয় সত্তা থেকে কখনও আলাদা করা হয় নি।

এই সুসমাচারটি নতুন নিয়মের মধ্যে ধর্মতত্ত্বে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে বলে অনেকে মনে করেন। এটির ব্যবহৃত ভাষা সরল, কিন্তু এর মূল বক্তব্য অনেক গভীর। সুসমাচারটিতে পুরাতন নিয়মের শক্তিশালী পটভূমি রয়েছে।

অন্যান্য সুসমাচারের সঙ্গে যে মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়:

- ♦ অন্যান্য সুসমাচারে আমরা দেখতে পাই যে, প্রেরিতরা যীশু খ্রীষ্টকে সহজেই

ঈশ্বরের পুত্র বা খ্রীষ্ট বলে স্বীকার করে নি, অনেক সময় একসঙ্গে কাটানোর পর ও নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলার পর তাঁরা স্বীকার করতে পেরেছেন (মথি ১৬:১৩-২০; মার্ক ৮:২৭-৩০; লূক ৯:১৮-২১)। অপরদিকে এই সুসমাচারে দেখা যায় যে, বিভিন্ন লোক যীশুর সঙ্গে তাদের প্রথম দেখাতেই তাঁকে ঈশ্বরের মেসশাবক, খ্রীষ্ট, পবিত্র শাস্ত্রের প্রতিজ্ঞাকৃত ত্রাণকর্তা, ঈশ্বরের পুত্র, ইস্রায়েলের রাজা ও পৃথিবীর পরিত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করেছেন; যেমন— বাপ্তিস্মদাতা যোহন (১:২৯-৩৬), আন্দ্রিয় (১:৪১), ফিলিপ (১:৪৫), নথনেল (১:৪৯), শমরীয় জীলোক (৪:২৯) ও শুখরের লোকেরা (৪:৪২)।

- ♦ অন্যান্য সুসমাচারে যীশু খ্রীষ্ট সাধারণত গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। যোহনের সুসমাচারে তিনি পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ে সরাসরি বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন।
- ♦ অন্যান্য সুসমাচারে যীশুর শিক্ষার কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে ঈশ্বরের রাজ্য। যোহনের সুসমাচারে এ বিষয়ের উল্লেখ খুবই কম। তার পরিবর্তে যোহনের লেখায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অনন্ত জীবনের কথায়; যথা— ৩:১৬,৩৬; ৫:২৪; ১২:২৫ ও ১৭:২-৩ পদ।
- ♦ অন্যান্য সুসমাচারে যীশুর প্রধান প্রধান আশ্চর্য কাজের মধ্যে একটি হচ্ছে মন্দ আত্মা ছাড়ানো (মথি ৯:৩২-৩৪; মার্ক ৫:১-২০; লূক ১১:১৪-১৫ এবং অন্যান্য স্থানে)। ঐ সকল মন্দ আত্মা বের করার মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্ট প্রমাণ করেন যে, সকল মন্দ শক্তি তাঁর কাছে

## ভূমিকা

- হার মানছে ও শয়তানের রাজত্ব শেষ হয়ে আসছে (মার্ক ৩:১১-১২; লূক ১১:২০)। যোহন মন্দ আত্মা বের করার কোন আশ্চর্য কাজের বর্ণনা করেন নি।
- ♦ যোহনের সুসমাচারে বিশেষ করে যিরূশালেমে ও তার কাছাকাছি জায়গায় করা তাঁর পরিচর্যার কাজগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য সুসমাচারে বেশি সংখ্যক কাজ দেখানো হয়েছে গালীলে; যীশুর কাজের শেষের দিকে তিনি যে যিরূশালেমে গেলেন কেবল তার বিষয়ে উল্লেখ আছে। যোহন নিস্তারপর্ব পালনের তিনটি ঘটনার উল্লেখ করেন (২:১৩; ৬:৪; ১১:৫৫); অন্যান্য সুসমাচারগুলোতে কেবল একটির কথাই আছে (মথি ২৬:১-৫; মার্ক ১৪:১; লূক ২২:১-২; যোহন ১১:৪৫-৫৩)।
  - ♦ যীশু খ্রীষ্টের প্রকৃতি প্রকাশ পেয়েছে পরপর ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার মধ্যে; যেগুলোকে যোহন “চিহ্ন-কাজ” বলেছেন যার প্রথমটি ঘটেছিল গালীলের কান্না গ্রামে (২:১-১১; ২:১১)। ২০:৩০-৩১ পদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য যীশুর চিহ্ন-কাজগুলোর বিবরণের পিছনে লেখকের উদ্দেশ্য কি সে বিষয়ে বলে দেয় (৩:২; ৬:১৪; ৭:৩১)।
  - ♦ এই সুসমাচারে যীশুর কতগুলো “আমিই” সংক্রান্ত বক্তব্য আছে যার অধিকাংশ তাঁর “চিহ্ন-কাজের” বিষয়ে বা আশ্চর্য কাজের বিষয় সম্পর্কিত: জীবন-রুটি (৬:৩৫); পৃথিবীর আলো (৮:১২); মেঘগুলোর জন্য দরজা (১০:৭), ভাল মেঘপালক (১০:১১), পুনরুত্থান ও জীবন (১১:২৫); পথ, সত্য ও জীবন (১৪:৬) এবং আসল আগুর গাছ (১৫:১)। কেবল মাত্র যোহনতেই যীশু সেই স্বর্গীয় নাম—
  - “আমিই সেই” ব্যবহার করেছেন (৮:২৪,২৮; ১৩:১৯); এবং তাঁর নিজের বিষয়ে “আমি আছি” (৮:৫৮) ব্যবহার করেছেন।
  - ♦ যোহনের সুসমাচারে লক্ষ্য করার মত আর একটি বিষয় হল “যিহুদী” শব্দের বহুল ব্যবহার, বিশেষ করে যীশুর বিরোধিতা যারা করেছে তাদের প্রায়ই “যিহুদী” বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যীশু ও তাঁর প্রেরিতরা ছিলেন যিহুদী, তবুও কোন কোন স্থানে তাঁদের এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেন তাঁরা যিহুদী নন। দেখুন ‘আপনাদের আইন-কানুনে’ (৮:১৭; ১০:৩৪); “আপনাদের পূর্বপুরুষেরা” (৬:৪৯ ও ৭:৫২); ‘আপনাদের পিতা अब্রাহাম’ (৮:৫৬)। এই দুর্বোধ্য বিষয়টির সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এই যে, সম্ভবত যিহুদী সমাজ থেকে আসা কিছু খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল বলে, সেই সময়ে ছোট্ট খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সমাজ (যাদের কাছে সুসমাচার এসেছিল) বৃহত্তর যিহুদী সমাজ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল (৯:২২,২৪; ১২:৪২)। কাজেই প্রথম শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে যিহুদীদের প্রতি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মনোভাব যীশুর সময়ের মনোভাবরূপে এই সুসমাচারে দেখানো হয়েছে।
  - ♦ যোহনের সুসমাচারে পবিত্র আত্মার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অন্যান্য সুসমাচারের মত এখানেও যীশুর পরিচর্যা কাজের শুরুতে তাঁর উপরে পবিত্র আত্মার নেমে আসা ও তাঁর সঙ্গে থাকার বিষয়কে দেখানো হয়েছে (১:৩২)। যীশুর জীবন যে পবিত্র আত্মার দ্বারাই পরিচালিত

## ভূমিকা

তা-ই সব স্থানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যোহন সুসমাচারের বিশেষ দিক হচ্ছে যে, পবিত্র আত্মার বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা এই, তিনি “সাহায্যকারী” (১৪:১৫-১৭,২৬; ১৫:২৬-২৭; ১৬:৭-১৫)। এই সাহায্যকারীর সবচেয়ে বড় কাজ হবে যীশুর অনুসারীদের মনে তাঁর দেওয়া সব শিক্ষা ধরে রাখবার জন্য (১৪:২৫) এবং তাঁদের পূর্ণ সত্যের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করা (১৬:১৩)। সুসমাচারের শেষে দেখা যায় পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত খ্রীষ্ট তাঁর অনুসারীদের মধ্যে পবিত্র আত্মা দান করে যান (২০:২২-২৩; ৭:৩৯)।

### প্রধান পদ:

“যীশু প্রেরিতদের সাক্ষাতে আরও অনেক চিহ্ন-কাজ করেছিলেন; সেসব এই পুস্তকে লেখা হয় নি। কিন্তু এসব লেখা হয়েছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশু-ই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করে যেন তাঁর নামে জীবন পাও।” (২০:৩০,৩১)।

### প্রধান প্রধান ব্যক্তি:

যীশু খ্রীষ্ট, তাঁর প্রেরিতগণ, বাপ্তিস্মদাতা যোহন, মরিয়ম, মার্খা, লাসার, যীশু খ্রীষ্টের মা মরিয়ম, পীলাত, মগ্দলীনী মরিয়ম।

### প্রধান স্থানসমূহ:

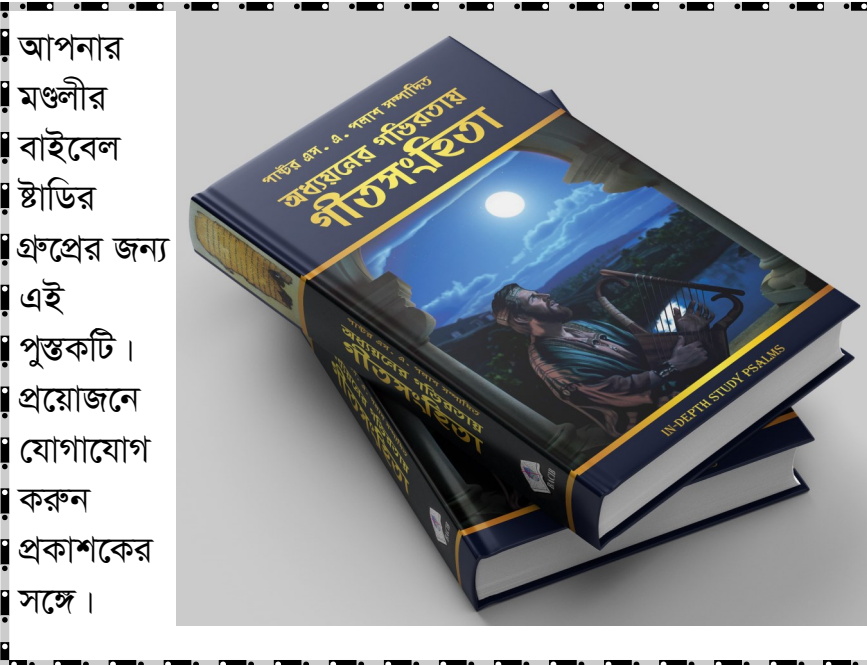
যিহূদিয়ার অঞ্চলসমূহ, শমরিয়া, গালীল, বৈথনিয়া, যিরূশালেম।

## পুস্তকখানির রূপরেখা:

- (১) ভূমিকা (১:১-১৮)
- (২) বাপ্তিস্মদাতা বাপ্তিস্মদাতা যোহন ও যীশুর প্রথম প্রেরিতদের দল (১:১৯-৫১)
  - ক. বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্য (১:১৯-৩৪)
  - খ. যীশু খ্রীষ্টের প্রথম প্রেরিতদের কয়েকজন (১:৩৫-৫১)
- (৩) যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজ ও শিক্ষা (অধ্যায় ২-১১)
  - ক. কান্না নগরে বিয়ের ভোজে যীশু খ্রীষ্ট (২:১-১১)
  - খ. মন্দিরে যীশু খ্রীষ্ট (২:১২-১৫)
  - গ. নতুন জন্ম ও বিশ্বাস সম্বন্ধে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা (৩:১-২১)
  - ঘ. যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্য (৩:২২-৪:৩)
  - ঙ. যীশু খ্রীষ্ট ও শমরিয়ার একজন স্ত্রীলোক (৪:৪-৪২)
  - চ. যীশু খ্রীষ্টের গালীলে গমন (৪:৪৩-৪৫)
  - ছ. যীশু খ্রীষ্ট একজন রাজ-কর্মচারীর পুত্রকে সুস্থ করেন (৪:৪৬-৫৪)
  - জ. বাৎসরিক পর্বের জন্য যীশুর যিরূশালেমে আসা ও সেখানে তাঁর পরিচর্যা কাজ (অধ্যায় ৫)
  - ঝ. পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানো এবং স্বর্গীয় খাদ্যের বিষয়ে শিক্ষা (অধ্যায় ৬)
  - ঞ. কুঁড়ে-ঘরের পর্ব পালন (অধ্যায় ৭-৮)
  - ট. যীশু খ্রীষ্ট এক জন জন্মান্বকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন (অধ্যায় ৯)

### ভূমিকা

- ঠ. যীশু খ্রীষ্টই উত্তম মেঘপালক (১০:১-২১)  
ড. যীশু খ্রীষ্টের প্রতি যিহূদীদের অবিশ্বাস (১০:২২-৩৯)  
ঢ. যর্দন নদীর অন্য পারে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ (১০:৪০-৪২)  
ণ. লাসারকে জীবন দান (অধ্যায় ১১)  
(৪) দুঃখভোগের সত্ত্বাহ (অধ্যায় ১২-১৯)  
ক. যীশু খ্রীষ্টের পা সুগন্ধি সুগন্ধি দিয়ে অভিষেক করা (১২:১-১১)  
খ. যীশু খ্রীষ্টের যিরূশালেমে প্রবেশ (১২:১২-১৯)  
গ. গ্রীকেরা যীশু খ্রীষ্টকে দেখতে চায় (১২:২০-৩৬)  
ঘ. যিহূদীদের অবিশ্বাস (১২:৩৭-৫০)  
(৫) শেষ ভোজে শিক্ষা (অধ্যায় ১৩-১৪)  
(৬) গেৎশিমানীর পথে শিক্ষা (অধ্যায় ১৫-১৬)  
(৭) প্রেরিতদের জন্য যীশুর প্রার্থনা (অধ্যায় ১৭)  
(৮) মহাপুরোহিতের সম্মুখে যীশুর বিচার (১৮:১-১৪)  
(৯) পিতরের অস্বীকার ও যীশু খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করা (১৮:১৫-১৯:১৫)  
(১০) যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণ ও কবর (১৯:১৬-৪২)  
(১১) যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান (২০:১-২৯)  
(১২) পুস্তকখানির উদ্দেশ্য প্রকাশ (২০:৩০-৩১)  
(১৩) প্রেরিতদের দেখা দেওয়া ও উপসংহার (২১ অধ্যায়)



## যোহন লিখিত সুসমাচারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ

যোহন তাঁর সুসমাচারটি শুরু করেছেন বৈথনিয়ার পূর্ব দিকে যর্দন নদীতে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের পরিচর্যা কাজের বর্ণনার মধ্য দিয়ে (১:২৮)। প্রায় একই সময়ে যীশু খ্রীষ্টও কয়েকজন অনুসারীকে নিয়ে তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করেন, যাদের মধ্য থেকে ১২ জন পরবর্তীতে তাঁর শিষ্য হিসেবে নির্বাচিত হন। গালীলে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ শুরু হয় কান্না গ্রামের বিয়ে বাড়িতে আশ্চর্য্য কাজ করার মধ্য দিয়ে (২:১)। এরপর তিনি কফরনাহুমে চলে আসেন, যা তাঁর নতুন আবাসস্থল হয়ে ওঠে (২:১২)। নিস্তারপর্ব ও বিশেষ ধর্মীয় উৎসবগুলোর জন্য তিনি নিয়মিত যিরূশালেমে যেতেন (২:১৩) এবং সেখানে তাঁর সাথে ফরীশী ধর্মীয় নেতা নীকদীমের দেখা হয় (৩: ১)। যিহূদিয়া ত্যাগ করার পর খ্রীষ্ট পুরো শমরীয়া জুড়ে ভ্রমণ করেছেন এবং শমরীয়দের মধ্যে প্রচার ও পরিচর্যা কাজ



করেছেন (৪:১)। গালীলে (৪:৪৬) এবং যিহূদিয়া ও যিরূশালেমে (৫:১) যীশু খ্রীষ্ট আশ্চর্য্য কাজ করেছেন। গালীল সাগরের (তিবিরিয় সাগর) পাশে বৈথসৈদায় খ্রীষ্ট পাঁচ হাজার লোককে খাইয়েছেন (৬:১), তিনি তাঁর ভীত প্রেরিতদের কাছে জলের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছেন (৬:১৬), গালীল এলাকা জুড়ে প্রচার করেছেন (৭:১), এরপর যিরূশালেমে ফিরে এসেছেন (৭:২), পেরিয়া অঞ্চলের যর্দনে প্রচার করেছেন (১০:৪০), বৈথনিয়াতে লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন (১১:১) এবং সবশেষে শেষ বারের মত তাঁর প্রেরিতদের সাথে নিস্তারপর্ব পালন করার জন্য এবং তাঁদেরকে আসন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া ও তাঁদের কী করতে হবে তা নির্দেশনা দেওয়ার জন্য যিরূশালেমে প্রবেশ করেছেন। ত্রুশারোপণের আগে তাঁর শেষ কয়েক ঘণ্টা তিনি কাটিয়েছেন এই যিরূশালেম নগরের মধ্যে (১৩:১), গেৎশিমানী নামের একটি জলপাই গাছের বাগানে (১৮:১) এবং সবশেষে তাঁর বিচারের জন্য যিরূশালেম নগরের মধ্যস্থিত একাধিক ভবনে (১৮:১২)। তিনি ত্রুশারোপিত হলেন ও মৃত্যুবরণ করলেন, কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারেই তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হলেন।

## যোহন লিখিত সুসমাচারের কিছু মজাদার তথ্য

যোহন নামের অর্থ অর্থ: “সদাপ্রভু দয়া করেছেন”

লেখক: যোহন

লেখার সময়: ৮৫-৯০ খ্রীষ্টাব্দ

পবিত্র বাইবেলে পুস্তকটির স্থান:

- পবিত্র বাইবেলের ৪৩তম পুস্তক
- সুসমাচারের চতুর্থ পুস্তক
- এই পুস্তকটির পরে আরও ২৩টি পুস্তক আছে
- অধ্যায় আছে: ২১
- পদ আছে: ৮৭৯
- শব্দ আছে: ১৯,০৯৯

যোহন সম্পর্কে কিছু পর্যবেক্ষণ:

- ♦ মার্ক ৩:১৭, যীশু যোহন ও তাঁর ভাই যাকোবকে নাম দিয়েছিলেন “বজ্রের পুত্রগণ”।
- ♦ যোহনের পিতার নাম সিবিদিয় ও মায়ের নাম শালোমী।
- ♦ যীশু যোহনকে আহ্বান করার আগ পর্যন্ত তিনি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের শিষ্য ছিলেন (১:১৯-৬১)।
- ♦ যোহনের নাম প্রেরিত পুস্তকে তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রতিবারই তাঁর নাম পিতরের সঙ্গে যুক্ত, ৩:১; ৪:১৩; ৮:১৪।
- ♦ প্রকাশিত বাক্য ১:৯ অনুসারে, রোমীয়রা যোহনকে পাটম দ্বীপে বন্দি করে রেখেছিল।
- ♦ যোহনকে চিহ্নিত করা হত এই বলে— ‘যাঁকে যীশু ভালবাসতেন’।
- ♦ ঐতিহ্য বলে যে, শেষ দিকে তিনি ইফিষে বাস করতেন।
- ♦ প্রেরিত পৌলের পরেই যোহন নতুন নিয়মের বেশি পুস্তক লিখেছেন:
  - যোহন
  - ১ যোহন
  - ২ যোহন

- ৩ যোহন

- প্রকাশিত বাক্য

- ♦ যোহনই খুব সম্ভবত সবচেয়ে বেশি দিন বেঁচে ছিলেন।
- ♦ যোহন পুস্তকের লেখার উদ্দেশ্য যোহন ২০:৩১ পদে লেখা হয়েছে: “কিন্তু এসব লেখা হয়েছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করে যেন তাঁর নামে জীবন পাও।”

নতুন নিয়মের চারটি সুসমাচারের বিষয়ে:

- ♦ মথি যিহূদী পাঠকদের জন্য লিখেছেন।
- ♦ মার্ক রোমীয় পাঠকদের জন্য লিখেছেন।
- ♦ লুক গ্রীক পাঠকদের জন্য লিখেছেন।
- ♦ যোহন সকল পাঠকদের জন্য লিখেছেন।
- ♦ যোহন তাঁর পুস্তকে যীশুর কাজের অর্থের প্রতি বেশি জোর দিয়েছেন শুধু কাজের বিবরণ প্রতি নয়।
- ♦ যোহন পুস্তকটি বিষয়-ভিত্তিক, বংশ-তালিকা ভিত্তিক নয়।
- ♦ যীশুর ঈশ্বরত্ব তাঁর বিখ্যাত সাতটি “আমি” বক্তব্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে:
  - যোহন ৬:৩৫, ৪৮ - “আমিই জীবন-রুটি”
  - যোহন ৮:১২, ৯:৫ - “আমিই পৃথিবীর আলো”
  - যোহন ১০:৭, ৯ “আমিই দরজা”
  - যোহন ১১:২৫ “আমিই পুনরুত্থান ও জীবন”
  - যোহন ১৪:৬ “আমিই পথ, সত্য ও জীবন”
  - যোহন ১৫:১ “আমিই আস্তুর গাছ”
- ♦ যোহন পুস্তকে যীশু ১২২ বার ঈশ্বরকে “পিতা” বলে সম্বোধন করেছেন।



আশ্চর্য কাজসমূহ

যীশু খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজসমূহ

| সুস্থতাদানের কাজ                 | মথি      | মার্ক    | লূক      | যোহন    |
|----------------------------------|----------|----------|----------|---------|
| কুষ্ঠরোগী                        | ৮:২-৪    | ১:৪০-৪২  | ৫:১২-১৩  |         |
| রোমান শতপতির দাস                 | ৮:৫-১৩   |          | ৭:১-১০   |         |
| পিতরের শাশুড়ি                   | ৮:১৪-১৫  | ১:৩০-৩১  | ৪:৩৮-৩৯  |         |
| গাদারীয় অঞ্চলের দু'জন লোক       | ৮:২৮-৩৪  | ৫:১-১৫   | ৮:২৭-৩৫  |         |
| পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক               | ৯:২-৭    | ২:৩-১২   | ৫:১৮-২৫  |         |
| রক্তস্রাবগ্রস্ত স্ত্রীলোক        | ৯:২০-২২  | ৫:২৫-২৯  | ৮:৪৩-৪৮  |         |
| দু'জন অন্ধ লোক                   | ৯:২৭-৩১  |          |          |         |
| বোবা, মন্দ-আত্মগ্রস্ত লোক        | ৯:৩২-৩৩  |          |          |         |
| শুষ্কহস্ত লোক                    | ১২:১০-১৩ | ৩:১-৫    | ৬:৬-১০   |         |
| অন্ধ, বোবা, মন্দ-আত্মগ্রস্ত লোক  | ১২:২২    |          | ১১:১৪    |         |
| কনানীয় স্ত্রীলোকের কন্যা        | ১৫:২১-২৮ | ৭:২৪-৩০  |          |         |
| মন্দ-আত্মায় পাওয়া বালক         | ১৭:১৪-১৮ | ৯:১৭-২৯  | ৯:৩৮-৪৩  |         |
| দু'জন অন্ধ লোক (বর্ত্তীময় সহ)   | ২০:২৯-৩৪ | ১০:৪৬-৫২ | ১৮:৩৫-৪৩ |         |
| বোবা বধির                        |          | ৭:৩১-৩৭  |          |         |
| সমাজ-ঘরে মন্দ-আত্মগ্রস্ত লোক     |          | ১:২৩-২৬  | ৪:৩৩-৩৫  |         |
| বৈথিসৈদায় অন্ধ লোক              |          | ৮:২২-২৬  |          |         |
| কুঁজা স্ত্রীলোক                  |          |          | ১৩:১১-১৩ |         |
| শোথ-রোগী                         |          |          | ১৪:১-৪   |         |
| দশ জন কুষ্ঠরোগী                  |          |          | ১৭:১১-১৯ |         |
| মহাপুরোহিতের দাস                 |          |          | ২২:৫০-৫১ |         |
| কফরনাহুমে রাজ-কর্মচারীর পুত্র    |          |          |          | ৪:৪৬-৫৪ |
| বৈথেস্‌দার পুকুর পারে অসুস্থ লোক |          |          |          | ৫:১-৯   |
| জন্মাক্ষ লোক                     |          |          |          | ৯:১-৭   |

## যীশু খ্রীষ্টের দাবীগুলো

# যীশু খ্রীষ্টের দাবীগুলো

যারা যীশু খ্রীষ্টের জীবন কাহিনী পাঠ করবেন, তারা প্রত্যেকেই এই অবধারিত প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন— যীশু কি ঈশ্বর ছিলেন? সুসমাচারগুলোতে লিপিবদ্ধ যীশু খ্রীষ্টের বিভিন্ন দাবী বিশ্লেষণ করে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, তিনি ঈশ্বর ছিলেন। তাঁর এই দাবী অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে নেওয়ার মাঝেই আমাদের অনন্ত জীবনের সমস্ত নিশ্চয়তা নিহিত রয়েছে।

| যীশু খ্রীষ্টের দাবী                         | মথি                                                                            | মার্ক                         | লুক                                                           | যোহন                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| পুরাতন নিয়মের<br>ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পূর্ণতা | ৫:১৭; ১৪:৩৩;<br>১৬:১৬,১৭;<br>২৬:৩১,৫৩-৫৬;<br>২৭:৪৩                             | ১৪:২১,৬১,৬২                   | ৪:১৬-২১;<br>৭:১৮-২৩;<br>১৮:৩১; ২২:৩৭;<br>২৪:৪৪                | ২:২২; ৫:৪৫-<br>৪৭; ৬:৪৫;<br>৭:৪০; ১০:৩৪-<br>৩৬; ১৩:১৮;<br>১৫:২৫; ২০:৯ |
| মনুষ্যপুত্র                                 | ৮:২০; ১২:৮;<br>১৬:২৭; ১৯:২৮;<br>২০:১৮,১৯;<br>২৪:২৭,৪৪;<br>২৫:৩১;<br>২৬:২,৪৫,৬৪ | ৮:৩১,৩৮; ৯:৯;<br>১০:৪৫; ১৪:৪১ | ৬:২২;<br>৭:৩৩,৩৪;<br>১২:৮; ১৭:২২;<br>১৮:৮,৩১;<br>১৯:১০; ২১:৩৬ | ১:৫১; ৩:১৩,১৪;<br>৬:২৭,৫৩;<br>১২:২৩,৩৪                                |
| ঈশ্বরের পুত্র                               | ১১:২৭; ১৪:৩৩;<br>১৬:১৬,১৭;<br>২৭:৪৩                                            | ৩:১১,১২;<br>১৬:৬১,৬২          | ৮:২৮; ১০:২২                                                   | ১:১৮; ৩:৩৫,৩৬;<br>৫:১৮-২৬;<br>৬:৪০; ১০:৩৬;<br>১১:৪; ১৭:১;<br>১৯:৭     |
| প্রতিজ্ঞাত মশীহ                             | ২৩:৯,১০;<br>২৬:৬৩,৬৪                                                           | ৮:২৯,৩০                       | ৪:৪১; ২৩:১,২;<br>২৪:২৫-২৭                                     | ৪:২৫,২৬;<br>১০:২৪,২৫;<br>১১:২৭                                        |
| শিক্ষক                                      | ২৬:১৮                                                                          |                               |                                                               | ১৩:১৩,১৪                                                              |
| যাঁর পাপ ক্ষমা করার<br>কর্তৃত্ব আছে         |                                                                                | ২:১-১২                        | ৭:৪৮,৪৯                                                       |                                                                       |
| প্রভু                                       |                                                                                | ৫:১৯                          |                                                               | ১৩:১৩,১৪;<br>২০:২৮,২৯                                                 |
| পরিচালক                                     |                                                                                |                               | ১৯:১০                                                         | ৩:১৭; ১০:৯                                                            |

## যীশু খ্রীষ্টের উপাধি

### যীশু খ্রীষ্টের উপাধি

যোহনের সুসমাচারে বিভিন্ন সময়ে যীশু খ্রীষ্ট নিজেকে বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ উপাধিতে সম্বোধন করেছেন। তিনি মানুষের জন্য যে দায়িত্বগুলো পালন করতে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, সেগুলোকেই তিনি তাঁর এই উপাধিগুলোর মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। এর কোন কোনটি পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা নির্দেশ করে। অন্যগুলো তাঁকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে।

| পদ    | উপাধি            | তাৎপর্য                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ৬:২৭  | মনুষ্যপুত্র      | নিজের প্রতি যীশুর সবচেয়ে প্রিয় সম্বোধন। এটি তাঁর মানবত্বের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। তিনি যেভাবে এটি ব্যবহার করেছেন তার মধ্য দিয়ে তাঁর স্বর্গীয় সত্তার পরিচয় প্রকাশ পায়।                                                                                                                  |
| ৬:৩৫  | জীবন-রুটি        | তাঁর আত্মত্যাগের ইঙ্গিত দেয়- তিনিই অনন্ত জীবনের একমাত্র উৎস।                                                                                                                                                                                                                                 |
| ৮:১২  | পৃথিবীর আলো      | আলো আত্মিক সত্যের প্রতীক। যীশু খ্রীষ্ট হলেন মানুষের আত্মিক সত্য জানার সার্বজনীন উত্তর।                                                                                                                                                                                                        |
| ১০:৭  | মেসদের দ্বার     | ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য যীশুই একমাত্র পথ।                                                                                                                                                                                                                                             |
| ১০:১১ | উত্তম মেসপালক    | পুরাতন নিয়মের অঙ্কিত মশীহের ভাববাদীসুলভ চিত্রটিকে যীশু খ্রীষ্ট পূর্ণতা দিয়েছেন। স্বর্গীয় সত্তার প্রতি মশীহের এটি অন্যতম দাবী, যা প্রকাশ করে আমাদের প্রতি যীশুর ভালবাসা ও তত্ত্বাবধান।                                                                                                      |
| ১৪:৬  | পথ, সত্য ও জীবন  | যীশুই সমস্ত মানুষের জন্য পথ, বার্তা ও অর্থ। এই উপাধির মধ্য দিয়ে মশীহ পৃথিবীতে তাঁর আগমনের কারণ সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করেছেন।                                                                                                                                                                  |
| ১৫:১  | প্রকৃত আঙ্গুরলতা | এই উপাধির একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে- “তোমরা শাখা।” যীশুর অন্যান্য আরও অনেক উপাধির মত এটিও আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, শাখা যেমন মূল কাণ্ড থেকেই জীবন পায় এবং তা থেকে কেটে নিলে যেমন শাখা আর বাঁচে না, তেমনি আমরাও আমাদের আত্মিক জীবনে সম্পূর্ণভাবে যীশু খ্রীষ্টের উপর নির্ভরশীল। |

প্রভু যীশু যেখানে যেখানে ছিলেন

## প্রভুর ভোজ থেকে শুরু করে কবরস্থ করা পর্যন্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কোথায় কোথায় ছিলেন?

- (১) সম্ভবত মার্কের মায়ের বাড়িতে প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই রাত ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে তিনি সেখান থেকে এক মাইল দূরে গেৎশিমানী বাগানে চলে যান।
- (২) গেৎশিমানী বাগানে প্রভু যীশু ২-৩ ঘণ্টা ধরে মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাঁর পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। এরপর যিহূদীরা তাঁকে মহাপুরোহিতের বাড়িতে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। যেখানে প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার পাশেই ছিল মহাপুরোহিতের বাড়ি।
- (৩) মহাপুরোহিতের বাড়িতে মাঝরাত থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত যীশুকে রাখা হয়েছিল। তারা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছিল ও তাঁকে অপমান করেছিল। সেই সময় পিতার খ্রীষ্টকে তিনবার অস্বীকার করেন।
- (৪) এরপর খুব সকালে তারা যীশুকে মহাপুরোহিত কায়ারফার কাছ থেকে রোমীয় শাসনকর্তা পীলাতের বাড়িতে নিয়ে যায়। পীলাত যীশুর বিচার করার জন্য তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দেন।
- (৫) হেরোদের রাজপ্রাসাদের সৈন্যরা তাঁকে অপমান করে। এরপর হেরোদ যীশুকে পুনরায় পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দেন।
- (৬) যীশুকে পুনরায় পীলাতের প্রাসাদে নিয়ে আসা হয় এবং পীলাত তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করার রায় দেন।
- (৭) গলগথা বা মাথার খুলি নামক পাহাড়ের উপরে খ্রীষ্টকে নিয়ে যাওয়া হয় ক্রুশে দেওয়ার জন্য। যিরূশালেমের উত্তর দিকের দেয়ালের একটু বাইরেই ছিল পাহাড়টির অবস্থান।
- (৮) যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে তাঁর আত্মা সমর্পণ করে মৃত্যুবরণ করার পর অরিমাথিয়ার যোষেফ এসে তাঁর মৃতদেহটি নিয়ে যান এবং একটি বাগানে তার নিজের জন্য সংরক্ষিত একটি কবরে খ্রীষ্টকে কবর দেন।

## বাপ্টিস্মদাতা যোহন

বাপ্টিস্মদাতা যোহন ছিলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অগ্রদূত। তাঁর পিতা সখরিয় ছিলেন অবিয় গোত্রের একজন পুরোহিত (১ বংশাবলি ২৪:১০); তাঁর মা ইলিশাবেৎ ছিলেন হারোণ বংশের একজন নারী (লুক ১:৫)। বাপ্টিস্মদাতা যোহনের কাজ ছিল যীশু খ্রীষ্টের আগমন ঘোষণা করা (মথি ৩:৩)। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ৬ মাস পূর্বে তাঁর জন্ম হয়। একজন স্বর্গদূত পূর্বেই তাঁর জন্মের বিষয়ে বলেন। জন্মের পর থেকেই যোহন ছিলেন একজন নাসরীয়। তিনি তাঁর জীবনের প্রথম বছরগুলো মরু অঞ্চলে কাটান (মথি ৩:১-১২)। অবশেষে যীশু খ্রীষ্টের আত্মপ্রকাশের আগে তিনি প্রকাশ্য জীবনে আসেন এবং মন পরিবর্তনের প্রচার করতে শুরু করেন। তিনি সদ্দুকী এবং ফরীশীদের “সাপের বংশ” বলে তিরস্কার করেন। তিনি খাজনা আদায়কারীদের অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে, সৈন্যদের অপরাধ এবং লুটতরাজের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। তাঁর প্রচারের কারণে দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে লোকজন এসে তিনি যেখানে ছিলেন সেই যর্দন নদীর তীরে সমবেত হয়। সেখানে তিনি এমন হাজারো লোককে বাপ্টিস্ম দেন যারা অনুতপ্ত হয়েছিল। যীশু খ্রীষ্টকে বাপ্টিস্ম দেওয়ার মাধ্যমে যোহনের বিশেষ দায়িত্ব শেষ হয়। সম্ভবত এর প্রায় ৬ মাস পর রাজা হেরোদ তাঁকে জেলখানায় বন্দী করেন, কারণ যোহন হেরোদকে তার আপন ভাই ফিলিপের স্ত্রীকে গ্রহণ করার পাপের জন্য তিরস্কার করেন (লুক ৩:১৯)। পরবর্তীতে তাঁকে শিরচ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। যীশু খ্রীষ্ট নিজেই তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, তিনি ছিলেন “জ্বলন্ত ও জ্যোতির্ময় প্রদীপ” (যোহন ৫:৩৫)।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ যীশু খ্রীষ্টের আগমন ঘোষণা করার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত একজন দূত ছিলেন।
- ◆ অনুতাপের মধ্য দিয়ে মন পরিবর্তনের প্রচারক ছিলেন।
- ◆ একজন নির্ভীক ঈশ্বরের সেবক ছিলেন।
- ◆ তাঁর ব্যতিক্রমী জীবন-যাপনের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।

### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ যারা ঈশ্বরের সেবা করে, তাদেরকে ঈশ্বর কোন ধরনের আরাম-আয়েশ বা সুখের জীবন দানের প্রতিজ্ঞা করেন না।
- ◆ ঈশ্বর যা চান সেটা করাই জীবনের সবচেয়ে বড় সুফলজনক কাজ।
- ◆ সত্যের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো জীবনের মায়ার চেয়ে অনেক বড়।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ কোথায়: যিহূদিয়া
- ◆ পেশা: ভাববাদী
- ◆ আত্মীয়-স্বজন: পিতা: সখরিয়, মা: ইলিশাবেৎ, মাসভুত ভাই: যীশু খ্রীষ্ট।
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: হেরোদ আন্তিপাস, হেরোদিয়া।

মূল পদ: “আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, জ্বীলোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে বাপ্টিস্মদাতা যোহন থেকে মহান কেউই উৎপন্ন হয় নি, তবুও স্বর্গ-রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি, সে তাঁর চেয়েও মহান।” (মথি ১১:১১)

বাপ্টিস্মদাতা যোহনের কাহিনী চারটি সুসমাচারেই পাওয়া যায়। যিশাইয় ৪০:৩ ও মালাখি ৪:৫ পদে তাঁর জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং প্রেরিত ১:৫,২২; ১০:৩৭; ১১:১৬; ১৩:২৪,২৫; ১৮:২৫; ১৯:৩,৪ পদে তাঁর উল্লেখ রয়েছে।

যোহন লিখিত সুসমাচারে অন্যতম চরিত্রগুলো

## নীকদীম

নীকদীম নামের অর্থ *বিজয়ী লোক*। তিনি ছিলেন একজন ফরীশী নেতা। তিনি প্রথমে এক রাতে প্রভু যীশুর কাছে তাঁর মতাদর্শ সম্পর্কে আরও কিছু জানার জন্য এসেছিলেন (যোহন ৩:১-২১)। যীশু খ্রীষ্ট তাকে “নতুন জন্মের” বিষয় বলেছিলেন। তাকে পরে ফরীশীদের সভায় দেখা যায়, যেখানে তিনি যীশু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যে শাস্তির নকশা করা হয়েছিল তার বিরোধিতা করেছিলেন (যোহন ৭:৫০-৫২)। তাকে আরেকবার দেখা যায় যখন যীশু খ্রীষ্টের মৃতদেহ কবর দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি সুগন্ধি তেল নিয়ে এসেছিলেন (যোহন ১৯:৩৯)। এরপর তার সম্পর্কে আর কোন উল্লেখ নেই। তিনি খ্রীষ্টের শিষ্য কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

### সম্প্রদায় ও অর্জনসমূহ:

- ♦ যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করা হাতে গোণা কয়েকজন ধর্মীয় নেতার মধ্যে একজন ছিলেন।
- ♦ একটি ক্ষমতাবাহী যিহুদী পরিষদের সদস্য ছিলেন।
- ♦ যীশুর চরিত্র ও তাঁর আশ্চর্য কাজে আকৃষ্ট একজন ফরীশী ছিলেন।
- ♦ যীশু খ্রীষ্টের মৃতদেহ নেওয়ার সময় অরিম্যাথিয়ার যোষেফের সাথে ছিলেন।

### দুর্বলতা ও যে সমস্তু ভুল করেছেন:

- ♦ মানুষের ভয়ে প্রকাশ্যে নিজেকে যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী বলে ঘোষণা দেন নি।

### তার জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ♦ নতুন জন্ম না হলে আমরা কখনোই ঈশ্বরের রাজ্যের একজন হতে পারি না।
- ♦ যাদের মন পরিবর্তন করা আমরা অসম্ভব বলে মনে করি তাদের অন্তর ঈশ্বর স্পর্শ করতে পারেন।
- ♦ ঈশ্বর ধৈর্যশীল ও দীর্ঘসহিষ্ণু।
- ♦ যদি আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখি, তাহলে ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর কাজে ব্যবহার করবেন।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ♦ কোথায়: যিরূশালেম
- ♦ পেশা: ধর্মীয় নেতা
- ♦ সমসাময়িক যারা ছিলেন: যীশু খ্রীষ্ট, হানন, কায়াফা, পীলাত, অরিম্যাথিয়ার যোষেফ।

মূল পদ: “নীকদীম তাঁকে বললেন, মানুষ বৃদ্ধ হলে কেমন করে তার জন্ম হতে পারে? সে কি দ্বিতীয় বার মায়ে গর্ভে প্রবেশ করে জন্ম নিতে পারে?” (যোহন ৩:৪)

নীকদীমের কথা যোহন ৩:১-২১; ৭:৫০-৫২ ও ১৯:৩৯,৪০ পদে পাওয়া।

## যোহন লিখিত সুসমাচারে অন্যতম চরিত্রগুলো

### কায়াফা

কায়াফা ছিলেন যিহূদীদের মহাপুরোহিত (২৭-৩৬ খ্রী:)। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রচার শুরু করার সময় এবং তাঁর ক্রুশে মৃত্যুবরণকালে তিনিই মহাপুরোহিত ছিলেন। দোষী সাব্যস্ত করার জন্য খ্রীষ্টকে মহাপুরোহিত কায়াফার বিচার সভায় নেওয়া হয়। পীলাতের সমস্ত রাজত্বকালে কায়াফা মহাপুরোহিত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন মহাপুরোহিত হাননের কন্যা এবং হানন সম্ভবত কায়াফার আত্মীয় বা রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি সদ্বৃকী দলের লোক ছিলেন এবং যীশু খ্রীষ্টের বিচারের সময় মহাসভার সদস্য ছিলেন। যীশু খ্রীষ্টকে হত্যা করার মূল কারণটি ব্যাখ্যা করে যিহূদীদের ক্ষেপিয়ে তোলেন এই কায়াফা। তিনি তাদের বলেন, “তোমরা কিছুই বোঝ না! তোমরা বিবেচনাও কর না যে, তোমাদের পক্ষে এটি ভাল, যেন লোকদের জন্য এক ব্যক্তি মরে, আর সমস্ত জাতি বিনষ্ট না হয়” (যোহন ১১:৪৯,৫০)। এই কথার মাধ্যমে তিনি অজ্ঞাতসারে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। যীশু খ্রীষ্টকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কোন ক্ষমতা কায়াফার ছিল না এবং সেজন্য তিনি খ্রীষ্টকে রোমীয় শাসনকর্তা পীলাতের কাছে পাঠান, যিনি খ্রীষ্টের মৃত্যুদণ্ডের কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারকদের বিরুদ্ধেও তাঁর ষড়যন্ত্র লক্ষ্য করা যায় (প্রেরিত ৪:৬)।

#### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ ১৮ বছর ধরে মহাপুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেছেন।

#### দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:

- ◆ যীশুর মৃত্যুর সাথে সরাসরি জড়িতদের মধ্যে একজন।
- ◆ তাঁর পদমর্যাদাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন।
- ◆ যীশু খ্রীষ্টের গ্রেফতার, অন্যায় বিচার, পীলাতের কাছ থেকে জোরপূর্বক ক্রুশারোপণের অনুমতি গ্রহণ, পুনরুত্থানের প্রতি যথা সম্ভব বাধা দান ও পরবর্তীতে পুনরুত্থানের বিকৃত ব্যাখ্যা দানের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।
- ◆ একদিকে যিহূদী ধর্মের লেবাস ধারণ করেছেন, অন্যদিকে রোম সরকারের সাথে আঁতাত করেছেন।
- ◆ পরবর্তী সময়ে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের নির্যাতনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

#### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ ঈশ্বর তাঁর শত্রুদের সবচেয়ে কুট পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রকেও তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে পারেন।
- ◆ আমরা যখন আমাদের স্বার্থপর চিন্তাকে আত্মিক লক্ষ্য ও ধার্মিকতার কথা দিয়ে ঢেকে রাখি, তখনও ঈশ্বর আমাদের অন্তরের সমস্ত কথা জানেন।

#### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ কোথায়: যিরূশালেম
- ◆ পেশা: মহাপুরোহিত
- ◆ আত্মীয়-স্বজন: শ্বশুর: হানন
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: যীশু খ্রীষ্ট, পীলাত, হেরোদ আন্তিপাস।

মূল পদ: “কিন্তু তাদের মধ্যে এক জন, কাইয়াফা, সেই বছরের মহাপুরোহিত, তাদেরকে বললেন, তোমরা কিছুই বোঝ না! তোমরা বিবেচনাও কর না যে, তোমাদের পক্ষে এটি ভাল, যেন লোকদের জন্য এক ব্যক্তি মরে, আর সমস্ত জাতি বিনষ্ট না হয়।” (যোহন ১১:৪৯,৫০)

কায়াফার কথা মথি ২৬:৫৭; লুক ৩:২; যোহন ১১:১৮ এবং প্রেরিত ৪:৬ পদে পাওয়া যায়।

## যোহন লিখিত সুসমাচারে অন্যতম চরিত্রগুলো

### শিষ্য যোহন

শিষ্য যোহন বড় যাকোবের ভাই (মথি ৪:২১; ১০:২; মার্ক ১:১৯; ৩:১৭; ১০:৩৫)। তিনি সিবদীয় ও শালোমীর কনিষ্ঠ পুত্র (মথি ৪:২১; ২৭:৫৬; মার্ক ১৫:৪০)। তিনি বৈথৈসদায় জন্মগ্রহণ করেন। দৃশ্যত তাঁর পিতা বেশ ধনী ছিলেন (মার্ক ১:২০; লুক ৫:৩; যোহন ১৯:২৭)। যিহুদী যুবকদের জন্য যে সমস্ত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল তিনি নিঃসন্দেহে তার সবগুলোতেই শিক্ষিত ছিলেন। বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে তিনি গালীল হ্রদে মাছ ধরার পেশা গ্রহণ করেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচারে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। সেখানে তিনি এই ঘোষণা শোনেন: “ঐ দেখ ঈশ্বরের মেসশাবক,” এবং তক্ষুণি যীশু খ্রীষ্টের আহ্বানে তাঁর শিষ্য হিসেবে যোগ দেন। তিনি ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের খুব কাছের মানুষ (মার্ক ৫:৩৭; মথি ১৭:১; ২৬:৩৭; মার্ক ১৩:৩)। তাঁকে খ্রীষ্ট খুব ভালবাসতেন। স্বভাবগত উদ্দীপনা এবং ঐকান্তিকতার জন্য তিনি “বোয়ানার্গিস” অর্থাৎ “বজ্রধ্বনির পুত্র” উপাধি পান (মার্ক ৩:১৭)। খ্রীষ্টকে বন্দী করার পর অন্য শিষ্যরা দ্রুত পালিয়ে গেলেও তিনি এবং পিতর খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেন মহাপুরোহিতের উঠানে এবং সেখান থেকে রাজবাড়িতে প্রবেশ করেন (যোহন ১৮:১৬, ১৯, ২৮)। এরপর তিনি খ্রীষ্টকে ক্রুশে দেওয়ার স্থান পর্যন্ত যান (যোহন ১৯:২৬, ২৭)। তাঁর উপরেই খ্রীষ্ট তাঁর মা মরিয়মকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেন। মগদলীনী মরিয়ম সর্বপ্রথম তাঁকে এবং পিতরকে মশীহের পুনরুত্থানের সংবাদ জানান এবং তাঁরাই প্রথম যীশুর কন্যা কবরে যান (যোহন ২০:২)। পুনরুত্থানের পর গালীল সমুদ্রের তীরে যীশু খ্রীষ্ট তাঁদের কাছে প্রকাশিত হন (যোহন ২১:১, ৭)। এরপরে প্রায়ই আমরা পিতর ও যোহনকে এক সঙ্গে দেখতে পাই (প্রেরিত ৩:১; ৪:১৩)। যোহন যিরুশালেম মণ্ডলীর প্রধান ছিলেন (প্রেরিত ১৫:৬; গালা ২:৯)। এশিয়াস্থ সপ্তমণ্ডলী তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল (প্রকা ১:১১)। তিনি অনেক নির্যাতিত হন এবং পাটম দ্বীপে নির্বাসিত হন (প্রকা ১:৯)। পরবর্তীতে তিনি ইফিষে আসেন এবং সম্ভবত সেখানেই তিনি ৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর সকল বন্ধুদের এবং সহচরদের চেয়ে বেশি দিন বেঁচে ছিলেন।

#### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ♦ যীশুর শিষ্য হওয়ার আগে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের শিষ্য ছিলেন।
- ♦ ১২ জন শিষ্যের ১ জন ছিলেন এবং পিতর ও যাকোবের সাথে প্রধান ৩ জন সাহাবীর ১ জন ছিলেন।
- ♦ নতুন নিয়মে এই পুস্তকগুলো রচনা করেছেন: যোহন লিখিত সুসমাচার; যোহন লিখিত ১ম, ২য় ও ৩য় পত্র।

#### দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:

- ♦ যাকোবের সাথে করে নিজের আক্রোশ ও বদমেজাজ প্রকাশ করতে চেয়েছেন বেশ কয়েকবার।
- ♦ ঈশ্বরের রাজ্যে একটি বিশেষ স্থান দাবী করেছিলেন।

#### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ♦ যারা উপলব্ধি করে যে, তাদেরকে কতটা ভালবাসা হয়েছে, তারা আরও বেশি ভালবাসতে সক্ষম হয়।
- ♦ ঈশ্বর যখন একটি জীবনকে পরিবর্তিত করেন, তিনি তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে কেড়ে নেন না, বরং তাঁর নিজ সেবায় আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করেন।

#### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ♦ পেশা: জেলে, শিষ্য
- ♦ আত্মীয়-স্বজন: পিতা: সিবদীয়, মা: শালোমী, ভাই: যাকোব।
- ♦ সমসাময়িক যারা ছিলেন: যীশু খ্রীষ্ট, পীলাত, হেরোদ আন্তিপাস।

মূল পদ: “প্রিয়তমেরা, আমি তোমাদের কাছে কোন নতুন আদেশের কথা লিখছি না; বরং এমন এক পুরানো আদেশের কথা লিখছি, যা তোমরা আদি থেকে পেয়েছ; তোমরা যে বাক্য শুনেছ, তা-ই এই পুরানো আদেশ। আবার আমি তোমাদের কাছে একটি নতুন আদেশের কথা লিখছি, তা তাঁর ও তোমাদের মধ্যে দেখা গেছে; কারণ অন্ধকার ঘুঁচে যাচ্ছে এবং প্রকৃত আলো এখন প্রকাশ পাচ্ছে।” (১ যোহন ২:৭, ৮)



যোহন লিখিত সুসমাচারে অন্যতম চরিত্রগুলো

## মগদলীনী মরিয়ম

তিবিরিয় বা গালীল সাগরের পশ্চিম প্রান্তবর্তী মগদলা গ্রামের অধিবাসী হওয়ায় তাঁকে এই নামে ডাকা হত। তিনি ছিলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের একজন শিষ্যা। তাঁর ভেতর থেকে ৭টি মন্দ-আত্মা বের করা হয়; সে কারণে ত্রাণকর্তার প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা, যা তাঁকে যীশুর শিষ্যা হতে উৎসাহিত করে। তিনি আরও কয়েকজন নারীর সাথে যিরূশালেমে যীশুর শেষ যাত্রা পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করেন। তাঁরা যীশুর ক্রুরোপণের পুরোটা সময় খুব কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ৩ দিন পরে সপ্তাহের প্রথম দিন ভোরবেলায় শালোমী এবং যাকোবের মা মরিয়মের সঙ্গে তিনি যীশুর দেহে লেপন করার জন্য সুগন্ধিদ্ৰব্য নিয়ে কবরের কাছে আসেন। কিন্তু তাঁরা শূন্য কবর এবং স্বর্গদূতকে দেখতে পান। তিনি দ্রুত ফিরে এসে পিতর এবং যোহনকে সংবাদ দেন। এরপর তাঁরা সকলে মিলে দৌড়ে কবরের কাছে আসেন। সেখানে পুনরুত্থিত যীশু তাঁকে দর্শন দেন। ধারণা করা হয় যে, প্রথম জীবনে এই মরিয়ম ছিলেন একজন পাপী নারী এবং যীশু খ্রীষ্টের সংস্পর্শে এসে তিনি পরিব্রাজ্য লাভ করেন।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ খ্রীষ্ট ও তাঁর শিষ্যদের বিভিন্ন প্রয়োজনে সহযোগিতা করেছেন।
- ◆ যীশুর মৃত্যুর সময় তাঁর ক্রুরোপণের পাশে থাকা হাতে গোণা শিষ্যদের মধ্যে একজন।
- ◆ সর্বপ্রথম পুনরুত্থিত যীশু খ্রীষ্টের দর্শন পান।

### দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:

- ◆ যীশু খ্রীষ্ট তাঁর মধ্য থেকে সাতটি মন্দ-আত্মা তাড়িয়েছিলেন।

### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ যারা বাধ্য থাকে, তারা স্বর্গীয় জ্ঞানে বৃদ্ধি লাভ করে।
- ◆ যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজে নারীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- ◆ যীশু তাঁর শিষ্যদের মধ্যে নারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কারণ তাদেরকেও ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এবং তারাও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বহন করে।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ কোথায়: মগদলা, যিরূশালেম
- ◆ পেশা: অজানা; তবে সম্ভবত তিনি বেশ ধনী ছিলেন।
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: যীশু খ্রীষ্ট, ১২ জন শিষ্য, মরিয়ম, মার্থা, লাসার, যীশুর মা মরিয়ম।

মূল পদ: “সপ্তাহের প্রথম দিনে যীশু খুব ভোরে পুনরুত্থিত হলে পর প্রথমে সেই মগদলীনী মরিয়মকে দর্শন দিলেন, যার মধ্য থেকে তিনি সাতটি মন্দ আত্মা ছাড়িয়েছিলেন।” (মার্ক ১৬:৯)

মগদলীনী মরিয়মের কাহিনী মথি ২৭, ২৮ অধ্যায়; মার্ক ১৫, ১৬ অধ্যায়; লূক ২৩, ২৪ অধ্যায় এবং যোহন ১৯, ২০ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। এছাড়া লূক ৮:২ পদে তাঁর নাম পাওয়া যায়।

## শিষ্য থোমা

প্রভু যীশুর ১২ জন শিষ্যদের মধ্যে একজন। তাঁকে ‘দিদুম’ বা ‘যমজ’ বলেও ডাকা হত (যোহন ১১:১৬; ২০:২৪; ২১:২)। শুরু থেকেই শিষ্যদের নামের তালিকার মধ্যে তাঁকে সব সময় আলফেয়ের পুত্র মথির সঙ্গে বা তাঁর নামের পাশে উল্লেখ করতে দেখা যায় (মার্ক ৩:১৮)। আর তাঁদের নামের পর পরই যাকোবের নাম উল্লেখ করতে দেখা যায়; এই যাকোবও ছিলেন আলফেয়ের পুত্র। মনে করা হয়ে থাকে যে মথি, থোমা এবং যাকোব এই তিন জন ছিলেন সহোদর ভাই। উত্তেজিত যিহুদীদের ভয়ে যখন অন্য শিষ্যরা যীশুর সঙ্গে বৈথানিয়া থেকে বৈথলেহমে যেতে চাইছিলেন না, তখন থোমা বলেন, “চল, আমরাও যাই, যেন তাঁর সঙ্গে মরতে পারি” (যোহন ১১:১৬)। ঈশ্বরের পথের বিষয়ে থোমার মন্তব্যের কারণেই যীশু খ্রীষ্ট তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, “আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না,” (যোহন ১৪:৬)। যীশু খ্রীষ্ট পুনরুত্থানের পর শিষ্যদের দেখা দেন। থোমা এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন (যোহন ২০:২৪,২৫)। কিন্তু এর ৮ দিন পরে যখন যীশু তাঁদের দেখা দিয়ে তাঁর হাত ও কুক্ষিদেশ দেখান, তখন তিনি আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন, “প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার” (যোহন ২০:২৬,২৭)। গালীল সাগরের তীরে যে ছয় জনের সামনে যীশু দেখা দেন, সেখানেও থোমা ছিলেন (যোহন ২১:১-৮)।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ যীশু খ্রীষ্টের ১২ জন সাহাবীর মধ্যে একজন ছিলেন।
- ◆ সন্দেহ ও বিশ্বাস এই উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত স্থিরচিত্ত ছিলেন।
- ◆ একজন নিষ্ঠাবান ও সৎ মানুষ ছিলেন।

### দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:

- ◆ যীশু খ্রীষ্টকে গ্রেফতার করার সময় অন্যান্যদের সাথে পালিয়ে গিয়েছিলেন।
- ◆ অন্যরা যে পুনরুত্থিত যীশুকে দেখেছেন তা বিশ্বাস করতে চান নি এবং প্রমাণ দেখতে চেয়েছেন।
- ◆ অনেক বেশি বাস্তববাদী চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন।

### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ সৎ ও বিশ্বাসের প্রতি ধাবিত সন্দেহকে যীশু কখনো প্রত্যাখ্যান করেন না।
- ◆ নীরবে অবিশ্বাস করার চেয়ে সন্দেহের কথা প্রকাশ করা ভাল।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ কোথায়: গালীল, যিহুদিয়া, শমরিয়া।
- ◆ পেশা: যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: যীশু খ্রীষ্ট, অন্যান্য শিষ্যগণ, পীলাত, হেরোদ আন্তিপাস।

মূল পদ: “পরে তিনি থোমাকে বললেন, এই দিকে তোমার আঙ্গুল বাড়িয়ে দাও, আমার হাত দু’খানি দেখ, আর তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, আমার পাজরের মধ্যে দাও এবং অবিশ্বাস করো না, বিশ্বাস কর। থোমা উত্তরে তাঁকে বললেন, প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!” (যোহন ২০:২৭,২৮)

সুসমাচারগুলোতে থোমার কাহিনী পাওয়া যায়। প্রেরিত ১:১৩ পদেও তাঁর উল্লেখ রয়েছে।

## লাসার

লাসার নামের অর্থ, যাকে প্রভু সাহায্য করেন। এটি এলিয়ের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ। তিনি বৈথনিয়া গ্রামের অধিবাসী, মরিয়ম এবং মার্থার ভাই। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে পর তাঁর বোনেরা যীশু খ্রীষ্টকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু যীশু তখন লাসারকে সুস্থ করতে যান নি। লাসার মারা যাওয়ার পর তিনি বৈথনিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। মৃত লাসারকে চারদিন কবরে রাখার পর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁকে জীবিত করে তোলেন (যোহন ১১:১-৪৪)। এই আশ্চর্য কাজ ফরীশীদের এতই উদ্ভিগ্ন করেছিল যে, তারা যীশু খ্রীষ্ট এবং লাসার উভয়কেই হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ♦ যীশুকে নিয়মিত নিজের বাড়িতে আতিথেয়তা করতেন।
- ♦ চার দিন কবরে থাকার পর যীশু খ্রীষ্ট তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলেন।

### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ♦ ঈশ্বরকে আমাদের জীবনের মালিকানা একবার দিয়ে দেওয়ার পর আমরা আর ধারণা করতে পারি না যে, তিনি আমাদেরকে নিয়ে কী করবেন।
- ♦ যীশু খ্রীষ্টের আত্মিক সম্পর্ক শুধু তাঁর ১২ জন শিষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না।
- ♦ যীশু খ্রীষ্ট এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, লাসারের অসুস্থতা ও মৃত্যু সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনাবলী ঈশ্বরকেই মহিমাম্বিত করবে।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ♦ কোথায়: বৈথনিয়া
- ♦ আত্মীয়-স্বজন: মরিয়ম ও মার্থা।

মূল পদ: “যীশু শুনে বললেন, এই অসুস্থতা মৃত্যুর জন্য হয় নি; কিন্তু ঈশ্বরের মহিমার জন্য হয়েছে, যেন ঈশ্বরের পুত্র এর দ্বারা মহিমাম্বিত হন।” (যোহন ১১:৪)

যোহন ১১:১-১২:১১ পদে লাসারকে একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

### ঈশ্বরের বাক্য মানব দেহে মূর্তিমান

১<sup>১</sup> আদিতে বাক্য ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং বাক্য নিজেই ঈশ্বর ছিলেন।

২<sup>২</sup> তিনি আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন।<sup>৩</sup> সকলই তাঁর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল, যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে কিছুই তাঁকে ছাড়া হয় নি।<sup>৪</sup> তাঁর মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবনই ছিল মানুষের

[১:১] যিশা ৫৫:১১; প্রকা ১৯:১৩; [১:১] যোহন ১৭:৫; ১যোহন ১:২; [১:১] ফিলি ২:৬; [১:২] আদি ১:১; যোহন ৮:৫৮; ১৭:৫, ২৪; ১যোহন ১:১; প্রকা ১:৮; [১:৩] পদ: ১০; ১করি ৮:৬; কল ১:১৬; ইব্রী ১:২; [১:৪] দে: যোহন ৫:২৬; ৬:৫৭; ১১:২৫; ১৪:৬; প্রেরি ৩:১৫; ইব্রী ৭:১৬; ১যোহন ১:১, ২; ৫:২০; প্রকা ১:১৮; [১:৪] গীত ৩৬:৯; যোহন

১:১ আদিতে। আদিপুস্তকের প্রারম্ভিক অংশের সাথে যোহনের প্রারম্ভিক অংশের অনেক মিল পাওয়া যায়। সেই সাথে সমগ্র সুসমাচার জুড়ে যোহন পুরাতন নিয়মের বাণী পরিপূর্ণ হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বরের বাক্য বা প্রজ্ঞা দ্বারা অনুপ্রাণিত তাঁর এই সৃষ্টিকর্ম যিহুদী সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছে (হিতো ৮ অধ্যায়; উপদেশক ১৮:১৫, ১৬ দেখুন)। তবে এই শব্দটির প্রয়োগ আদিপুস্তকের সঙ্গে মিল খুঁজে পেলেও এখানে শব্দটির ব্যবহার সুসমাচারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। এটি স্বতন্ত্রভাবে খ্রীষ্টীয় বর্ণনায় সমৃদ্ধ। এটি পরিকল্পিত হয়েছে এক অতুলনীয় ব্যক্তির কাজ ও শিক্ষার বিবরণ একীভূত ও সমন্বিত করার উদ্দেশ্যে।

বাক্য। যোহন তাঁর সুসমাচার শুরু করেন যীশুকে ‘বাক্য’ বা গ্রীক ভাষায় ‘লগোস’ নামে অভিহিত করে। খ্রীষ্টকে বাক্যরূপে অভিহিত করে যোহন বোঝাতে চেয়েছেন যে, খ্রীষ্টই ঈশ্বরের ব্যক্তিগত বাক্য। গ্রীক ভাষায় ‘বাক্য’ শব্দটিকে কেবল ‘কথিত কথা’ হিসেবে ব্যবহার হয় না, কিন্তু অকথিত কথার জন্য, অর্থাৎ মনের যুক্তির জন্যও ব্যবহার করা হয়। এটিকে গ্রীক ভাষায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বোঝাতেও প্রয়োগ করা হয়—প্রয়োগ করা হয় ইন্দ্রিয়গত নীতি বুঝাবার জন্য। অন্যদিকে যিহুদীরা ঈশ্বর বা ঈশ্বরের সত্ত্বা বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। সেজন্য যোহন এমন একটি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন যেটি যিহুদী ও অযিহুদী উভয়ের কাছে তা বোধগম্য হয়।

বাক্য ছিলেন। এখানে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদটি

অতীতকালে থাকলেও এটি চলমান অবস্থায় জোর দেয়। বাক্য এখন যা তা সৃষ্টি গুরুত্ব পূর্ণও ছিলেন।

১:২ আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। খ্রীষ্টকে সৃষ্টি করা হয় নি। তিনি অসীম এবং সব সময় পিতা ও পবিত্র আত্মার প্রেমের সহভাগিতায় ছিলেন (মার্ক ১:১১)।

১:৩ সকলই তাঁর দ্বারা ... তাঁকে ছাড়া হয় নি। এই উক্তিটি বাক্যের সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে প্রকাশ করে। এখানে সৃষ্টির সমস্ত কিছুতে বাক্যের প্রতিনিধিত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে এবং তাঁকে ছাড়া সৃষ্টির সকল সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি এখানে উন্মোচিত হয়েছে; সৃষ্টিতে তাঁদের উভয়ের ভূমিকাই দেখা যায়। জীবনের উৎস হিসেবে বাক্য সম্পর্কে এ মতবাদ এই সুসমাচারে মৌলিক একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। যোহন এই সমস্ত কিছু সুসমাচারের আকারে ব্যক্ত করেছেন, যেন তাঁর পাঠকগণ জীবন পান (যোহন ২০:৩১)।

১:৪ জীবন। এ সুসমাচারে ব্যাপক আলোচিত একটি বিষয়। যোহন পুস্তকে এই শব্দটি ৩৬ বার পাওয়া যায়, যেক্ষেত্রে নতুন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকগুলোতে সর্বমোট ১৭ বারের বেশি শব্দটি পাওয়া যায় না। জীবন হচ্ছে খ্রীষ্টের উপহার (১০:২৮), এবং বাস্তবিক তিনিই ‘জীবন’ (১৪:৬)।

মানুষের আলো। এই সুসমাচার খ্রীষ্টের সাথে আলোকে সম্পর্কিত করে, যাঁর কাছ থেকে সকল আত্মিক প্রত্যাদেশ ঘটে থাকে। তিনিই

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

আলো। <sup>৫</sup> আর সেই আলো অন্ধকারের মধ্যে আলো দিচ্ছে, আর সেই অন্ধকার আলোকে জয় করতে পারে নি।

<sup>৬</sup> এক জন মানুষ উপস্থিত হলেন, তিনি ঈশ্বর থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁর নাম যোহন। <sup>৭</sup> তিনি সাক্ষ্যের জন্য এসেছিলেন, যেন সেই আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, যেন সকলে তাঁর সাক্ষ্য শুনে বিশ্বাস করে। <sup>৮</sup> তিনি নিজে সেই আলো ছিলেন না, কিন্তু আসলেন যেন সেই আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। <sup>৯</sup> প্রকৃত আলো, যিনি সকল মানুষের মধ্যে আলো দান করেন, তিনি পৃথিবীতে আসছিলেন।

<sup>১০</sup> তিনি জগতেই ছিলেন এবং জগৎ তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল, আর জগৎ তাঁকে

৩:১৯; ৮:১২; ৯:৫; ১২:৪৬; [১:৫] গীত ১৮:২৮; [১:৫] যোহন ৩:১৯; [১:৬] দে: মথি ৩:১; [১:৭] পদ: ১৫, ১৯, ৩২; যোহন ৩:২৬; ৫:৩৩; [১:৭] পদ: ১২; দে: যোহন ৩:১৫; [১:৯] ১যোহন ২:৮; [১:৯] যিশা ৪৯:৬; [১:১০] দে: পদ: ৩;

পৃথিবীর আলো, যিনি মানুষের জন্য আশ্চর্যজনক আশা নিয়ে এসেছেন (৮:১২; গীত ৩৬:৯)।

**১:৫ অন্ধকার।** আলো ও আঁধারের মাঝে সম্পূর্ণ তারতম্য এ সুসমাচারের আকর্ষণীয় একটি বিষয়বস্তু (১২:৩৫)। কোন সন্দেহ নেই যে, এখানে ‘আলো’ শব্দটি ৪ পদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে আলোকিতকরণের কথা বলা হয়েছে, যা সাধারণভাবে মানুষের কাছে আসে এবং সম্ভবত এখানে বিবেক ও প্রজ্ঞার আলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে ধারণাটিকে আরও উন্নত করা হয়েছে, কারণ আলো একটি পরিবেশের উপর বিচ্ছুরিত, যাকে যোহন ‘অন্ধকার’ বলে বর্ণনা করেছেন। এই আলো বা আত্মাকে আলোকিতকরণের আলো, যা কেবল স্বর্গীয় বাক্য থেকে সৃষ্ট হয়।

**অন্ধকার আলোকে জয় করতে পারে নি।** আলোর উৎকৃষ্টতর বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে।

**১:৬ বাপ্তিস্মদাতা যোহন।** বাপ্তিস্মদাতা যোহন।

**১:৭ সাক্ষ্যের জন্য এসেছিলেন।** বাপ্তিস্মদাতা যোহনের পরিচর্যা কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যীশু বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া (১০:৪১)। এই সুসমাচারে সাক্ষ্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ‘সাক্ষ্য’ বা ‘সাক্ষী’ শব্দটি এই সুসমাচারে ১৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে (মথিতে একবারও নয়, মার্ক ৩ বার এবং লূকে ১ বার) এবং ‘সাক্ষ্য দেয়া’ ৩৩ বার ব্যবহার করা হয়েছে (মথি ও লূকে ১ বার করে, মার্ক ১ বার করে)। সুসমাচারটির লেখক যোহন যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে

তাঁর সাক্ষ্য তুলে ধরেছেন।

**যেন সকলে তাঁর সাক্ষ্য শুনে বিশ্বাস করে।** লোকদের বাপ্তিস্মদাতা যোহনের উপরে বিশ্বাস করার বিষয়ে নয় কিন্তু তাঁর সাক্ষ্য শুনে যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করতে হবে। একইভাবে লেখকের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর সুসমাচারের মধ্য দিয়ে যেন লোকেরা যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করে (২০:৩১)। তিনি ‘বিশ্বাস করার’ ক্রিয়াটি ৯৮ বার ব্যবহার করেন।

**১:৯ প্রকৃত আলো।** যাঁর থেকে বিরাজমান সকল আলোর উৎপত্তি। এই কথা বলার মধ্য দিয়ে যোহন খ্রীষ্টের মাংসিক মূর্তিধারণের কথা বুঝিয়েছেন।

**জগৎ।** এই সুসমাচারে ৭৮ বার এবং তাঁর পত্রসমূহে ২৪ বার ‘জগৎ’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির মধ্য দিয়ে প্রসঙ্গ অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী, পৃথিবীর লোক, অধিকাংশ লোক, ঈশ্বরের বিরোধী লোক, অথবা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের বিরোধী মানবীয় পদ্ধতি বোঝাতে পারে। যোহন শব্দটি বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করে এর গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন (১৭:৫, ১৪-১৫ পদের নোট দেখুন)।

**১:১০ জগৎ তাঁকে চিনলো না।** জগৎ তাঁকে স্বীকৃতি দেয় নি, এর অর্থ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তাঁকে খ্রীষ্ট বলে স্বীকার করে নেয় নি। এই সুসমাচারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পৃথিবীর সাথে যীশু খ্রীষ্টের তারতম্য দেখানো, যা সাধারণ অর্থে ঈশ্বরের প্রতি লোকদের বিরোধিতাকে চিহ্নিত

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

চিনলো না।<sup>১১</sup> তিনি নিজের অধিকারে আসলেন, আর যারা তাঁর নিজের, তারা তাঁকে গ্রহণ করলো না।<sup>১২</sup> কিন্তু যত লোক তাঁকে গ্রহণ করলো, সেই সকলকে, যারা তাঁর নামে বিশ্বাস করে তাদেরকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার ক্ষমতা দিলেন।<sup>১৩</sup> তারা রক্ত থেকে নয়, দেহের কামনা-বাসনা থেকে নয়, মানুষের ইচ্ছা হতেও নয়, কিন্তু ঈশ্বর থেকে জাত।

<sup>১৪</sup> আর সেই বাক্য মানব দেহে মূর্তিমান হলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করলেন, আর আমরা তাঁর মহিমা দেখলাম, যেমন পিতা থেকে আগত একজাতের মহিমা; তিনি

[১:১১] যিশা ৫৩:৩; [১:১২] পদ: ৭; দে: যোহন ৩:১৫; [১:১২] দে: ১যোহন ৩:২৩; [১:১২] দ্বি:বি ১৪:১; দে: রোমী ৮:১৪; ৮:১৬, ২১; ইফি ৫:১; ১যোহন ৩:১, ২; [১:১৩] যোহন ৩:৬; তীত ৩:৫; যাকোব ১:১৮; ১পি ১:২৩; ১যোহন ৩:৯; ৪:৭; ৫:১, ৪; [১:১৪] গালা ৪:৪; ফিলি ২:৭, ৮; ১তীম ৩:১৬; ইব্রী ২:১৪; ১যোহন ১:১, ২; ৪:২; [১:১৪] যাত্রা ৩৩:১৮; ৪০:৩৪; [১:১৪] দে: রোমী ৩:২৪; [১:১৪] যোহন ১৪:৬;

করে।

**১:১১ নিজের অধিকারে আসলেন।** ইস্রায়েল দেশে খ্রীষ্টের আগমনকে বোঝানো হয়েছে। অন্য অর্থে তাঁর নিজের সৃষ্ট সম্পদ হিসেবে তাঁর নিজের পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন।

**যারা তাঁর নিজের ... গ্রহণ করলো না।** যিহূদী বা ইস্রায়েল দেশের লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। খ্রীষ্টকে গ্রহণে ব্যর্থতা মানুষের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা। তাঁর নিজের জাতি তাঁর প্রতি বিরোধিতা করেছে বলে যোহনের সুসমাচার সহ অন্যান্য সুসমাচারেও এর উল্লেখ রয়েছে। যিহূদীদেরকে অবিরতভাবে খ্রীষ্টের সাথে শত্রুতা করতে দেখা যায়। যোহন তাঁর পাঠকদের এ কথা মনে করিয়ে দিতে চান না যে, তাঁর নিজের লোকদের কেউ তাঁকে গ্রহণ করে নি; কারণ তিনি পরবর্তী বিবৃতিতে তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

**১:১২ তাদেরকে ... ক্ষমতা দিলেন।** ঈশ্বরের পরিবারের সদস্যপদ কেবল অনুগ্রহ দ্বারা লাভ করা যায়, যা ঈশ্বরের দান (ইফি ২:৮-৯), এটি কোন মানবীয় গুণে অর্জন করা সম্ভব নয়, যেমনটি ১৩ পদে জোর দেওয়া হয়েছে। তবুও এ দান মানুষের গ্রহণ করা বা না করার উপর নির্ভর করে। ‘ক্ষমতা’ শব্দটি দ্বারা কর্তৃত্বের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এটি পরিষ্কার যে, সন্তানত্ব একবার অর্জন করলে তা আর হারিয়ে যায় না, কারণ এটি ঈশ্বর কাছ থেকে আসে, মানুষ থেকে নয়।

**১:১৩ রক্ত থেকে নয়।** এই উক্তি প্রকৃতিগত

জন্মগ্রহণের প্রক্রিয়ার সকল ধারণাকে বাতিল করে দেয়। কেউ কেউ পুরো পদটিকে কুমারীর গর্ভে জন্মের উল্লেখ বলে মনে করেন, কিন্তু সাধারণভাবে এখানে আক্ষরিক অর্থের চেয়ে আরও ব্যাপক আত্মিক অর্থ বোঝানো হয়েছে।

**১:১৪ মানব দেহে মূর্তিমান হলেন।** অন্যান্য সুসমাচার লেখকদের মত যোহন যীশু খ্রীষ্টের ইতিহাস ও উৎপত্তি বর্ণনা করে তাঁর সুসমাচার শুরু করেন নি। এর পরিবর্তে তিনি তাঁর পাঠকদেরকে বাক্য বা ‘লগোস, Logos’-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। যোহন সরাসরি বলেছেন যে, সেই অনাদি কাল থেকে যে বাক্যের অস্তিত্ব সেই বাক্য মানব দেহে মূর্তিমান হলেন অর্থাৎ মানুষ হলেন।

**দেহ।** শব্দটির মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্টের মানবত্বের বাস্তবতাকে প্রকাশ করা হয়েছে।

**আমাদের মধ্যে ... মহিমা দেখলাম।** ‘প্রবাস করা’ শব্দটির গ্রীক রূপ ‘তাঁর’ বা ‘কুঁড়ে-ঘর’ বোঝায়। এই পদটির মধ্য দিয়ে যিহূদী পাঠকদেরকে আবাস-তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা ঈশ্বরের মহিমাতে পূর্ণ হয়েছিল (যাত্রা ৪০:৩৪-৩৫)। খ্রীষ্ট তাঁর সকল আশ্চর্য কাজ এবং তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা প্রেরিতদের কাছে তাঁর মহিমা প্রকাশ করেছেন (২:১১)। সম্ভবত ‘মহিমা’ বলতে রূপান্তরকালীন মহিমার দৃশ্য বোঝানো হয়েছে যে মহিমা প্রেরিতরা সেদিন দেখেছিলেন; কিন্তু সম্ভবত এখানে তাঁর পরিচর্যা কাজ, বিশেষভাবে আশ্চর্য কাজের আলোকে বোঝানো হচ্ছে (২:১১)।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ।

<sup>১৫</sup> যোহন তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন, আর উচ্চৈঃস্বরে বললেন, ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে আমি বলেছি, যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার অগ্রগণ্য হলেন, কেননা তিনি আমার আগে ছিলেন।

১৬ কারণ তাঁর পূর্ণতা থেকে আমরা সকলে অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ পেয়েছি; <sup>১৭</sup> কারণ ব্যবস্থা মোশির মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অনুগ্রহ ও সত্য যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

<sup>১৮</sup> ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখে নি; একজাত পুত্র, যিনি পিতার হৃদয়ের কাছে থাকেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।

---

[১:১৫] পদ: ৭; [১:১৫] পদ: ৩০; মথি ৩:১১; [১:১৬] ইফি ১:২৩; কল ১:১৯; ২:৯; [১:১৬] দে: রোমী ৩:২৪; [১:১৭] দ্বি:বি ৩:২৪; যোহন ৭:১৯; [১:১৭] পদ: ১৪; [১:১৮] যাত্রা ৩:২০; যোহন ৬:৪৬; কল ১:১৫; ১তীম ৬:১৬; ১যোহন ৪:১২; [১:১৮] যোহন ৩:১৬, ১৮; ১যোহন ৪:৯;

---

সত্য। এই শব্দটি যোহন তাঁর সুসমাচারে ২৫ বার ব্যবহার করেছেন এবং যীশু খ্রীষ্টের সাথে তা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেন, যিনি নিজেই সত্য (১৪:৬)।

**১:১৫ উচ্চৈঃস্বরে বললেন।** বর্তমান কালের উল্লেখ এই ইঙ্গিত দেয় যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচার এখনও লোকদের কানে বাজে, যদিও এই সুসমাচার লেখার অনেক আগেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

**তিনি আমার পূর্বে ছিলেন।** প্রাচীনকালে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে কনিষ্ঠের চেয়ে বড় বলে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানো হত। লোকেরা স্বাভাবিকভাবে যীশুকে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে নিচু বলে মনে করতো, কারণ বাপ্তিস্মদাতা যোহন বয়সের দিক থেকে যীশুর চেয়ে বড় ছিলেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহন ব্যাখ্যা করেন যে, মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে জন্ম নেয়ার পূর্বেও ‘বাক্য’ হিসেবে যীশুর অস্তিত্ব ছিল (৮:৫৮)।

**১:১৬ অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ।** সম্ভবত এর অর্থ অবিরত অনুগ্রহ, যা এর অফুরন্ত উৎসকে চিহ্নিত করে। এই কথাগুলোর দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, যারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে তারা প্রচুর পরিমাণে অনুগ্রহ ও শক্তি পায় কারণ তারা তাঁর অনুগ্রহে সাড়া দিচ্ছে। তাঁর অনুগ্রহ, তাঁর উপস্থিতি, তাঁর শক্তি, ও তাঁর আশীর্বাদ অর্থাৎ

যারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেন ঈশ্বর এসব তাদেরকে দান করেন।

**১:১৭ অনুগ্রহ ও সত্য।** যারা পুরাতন নিয়মের আইন-কানূনের অধীনে ছিলেন, তাদের কয়েকজনের জীবনে যে বিশ্বাসের বিষয়ে আমরা দেখি, তা থেকেও তাদের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিষয় (আদি ৫:২৪; ৭:১; ১৫:৬), পাপ ক্ষমা করার প্রতিজ্ঞার বিষয়ে (যাত্রা ৩৪:৬-৭; লেবীয় ৫:১৭-১৮) জানা যায়। এখন খ্রীষ্টের মাধ্যমে অনুগ্রহ ও সত্য পূর্ণ মাত্রায় সকলের জন্য দেওয়া হয়েছে (রোমীয় ৫:১৭-২১)। সত্য এখন আর কোন ছায়া বা নিদর্শনের মধ্যে লুকানো অবস্থায় নেই।

**১:১৮ একজাত পুত্র।** খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বের সুস্পষ্ট ঘোষণা (১:১,১৪; ৩:১৬ পদের নোট দেখুন)।

**তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।** পুরাতন নিয়মে অনেকে ঈশ্বরকে দেখেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে (যেমন, যাত্রা ২৪:৯-১১); আবার আমাদের বলা হয়েছে যে, কেউই ঈশ্বরকে দেখার পর বেঁচে থাকতে পারে না (যাত্রা ৩৩:২০)। তাই কোন মানুষ ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ দেখতে পারে না; যারা তাঁকে দেখেছেন, তারা ঈশ্বরকে এমন এক রূপে দেখেছেন যা তিনি বিশেষ উপলক্ষে সাময়িকভাবে ধারণ করেছিলেন।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

### যোহনের সাক্ষ্য

<sup>১৯</sup> আর যোহনের সাক্ষ্য এই— যখন যিহূদীরা কয়েক জন পুরোহিত ও লেবীয়কে দিয়ে যিরূশালেম থেকে তাঁর কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করে পাঠালো, ‘আপনি কে?’ <sup>২০</sup> তখন তিনি স্বীকার করলেন, অস্বীকার করলেন না; তিনি স্বীকার করে বললেন, আমি সেই খ্রীষ্ট নই। <sup>২১</sup> তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, তবে আপনি কে? আপনি কি এলিয়? তিনি বললেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী? উত্তরে তিনি বললেন, না। <sup>২২</sup> তখন তারা তাঁকে বললো, আপনি কে? যারা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, তাদেরকে যেন উত্তর দিতে পারি। আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন? <sup>২৩</sup> তিনি বললেন, আমি “মরুভূমিতে এক জনের

[১:১৯] দে: মথি ৩:১; [১:১৯] যোহন ২:১৮; ৫:১০, ১৬; ৬:৪১, ৫২; ৭:১; ১০:২৪; [১:২০] যোহন ৩:২৮; লূক ৩:১৫, ১৬; [১:২১] দে: মথি ১১:১৪; [১:২১] দ্বি:বি: ১৮:১৫; [১:২৩] মথি ৩:১; [১:২৩] যিশা ৪০:৩;

**১:১৯ যিহূদীরা।** এই সুসমাচারে শব্দটি প্রায় ৭০ বার দেখা যায়। সাধারণ যিহূদী ও ধর্মীয় নেতা উভয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে যোহন এর দ্বারা যিহূদী নেতাদেরকে বুঝিয়েছেন, যারা যীশু খ্রীষ্টের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল (৮:৪৮)। এখানে মহাসভা কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিদের বোঝানো হয়েছে, যারা একজন অননুমোদিত শিক্ষকের কাজকর্মের খোঁজ-খবর নিতে এসেছিল।

**লেবীয়।** লেবি বংশধর, যারা মোশির সময়ে আবাস-তাঁবু ও পরবর্তীতে মন্দিরে পরিচর্যা কাজে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল (গণনা ৩:১৭-৩৭)। ধর্মীয় শিক্ষা দানও তাদের দায়িত্বের মধ্যে ছিল (২ বংশা ৩৫:৩; যিহি ৮:৭-৯) এবং সম্ভবত এই ভূমিকা নিয়েই তারা পুরোহিতদের সাথে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাছে এসেছিল।

**১:২০ আমি।** জোরালো স্বীকারোক্তি; এর মধ্য দিয়ে বাপ্তিস্মদাতা যোহন খ্রীষ্ট হিসেবে নিজেকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। পরবর্তী পদগুলোতে শব্দটি কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্ব্যর্থহীনভাবে যীশু খ্রীষ্টের সাথে এক স্বতন্ত্র্য পার্থক্য প্রকাশ করা হয়েছে এবং খ্রীষ্টকে সব সময় উচ্চতর স্থান দেয়া হয়েছে।

**১:২১ আপনি কি এলিয়?** যিহূদীরা বিশ্বাস করতো যে, এলিয় মারা যান নি (২ রাজা ২:১১) এবং তিনিই শেষ কাল ঘোষণা করতে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। এই অর্থে

বাপ্তিস্মদাতা যোহন সঠিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, তিনি এলিয় নন। পরবর্তীতে যখন যীশু বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে এলিয় বলে উল্লেখ করেছেন (মথি ১১:১৪; ১৭:১০-১৩), তখন তিনি এটি এই অর্থে বুঝিয়েছেন যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহন মালাখি ৪:৫ পদের পরিপূর্ণতা। যীশু বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে সত্যিকার আত্মিক অর্থে এলিয় দেখতে পেয়েছিলেন।

**সেই ভাববাদী।** দ্বি:বি: ১৮:১৫, ১৮ পদের সেই ভাববাদী। যিহূদী জাতি খ্রীষ্টের আগমনের সাথে সহযোগী ব্যক্তিদেরও প্রত্যাশা করছিল। বাপ্তিস্মদাতা যোহন জোর দিয়েই বলেছেন যে, তিনি ‘সেই ভাববাদী’ নন। তিনি এসেছিলেন যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে, তবুও তারা তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা অব্যাহত রাখল।

**১:২২ আপনার বিষয়ে আপনি কী বলেন?** এখানে লক্ষ্যণীয় যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহন যিশাইয় ৪০:৩ পদ উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু পূর্ববর্তী তিনটি সুসমাচারে যোহনের এই উক্তিগুলো পাওয়া যায় না। পার্থক্যটি বোধগম্য, কারণ এই সুসমাচারে খ্রীষ্টের অগ্রদূতকে তাঁর নিজ পরিচয় দিতে দেখা যাচ্ছে; অপরদিকে অন্যান্য সুসমাচারের লেখকগণ নিজেরাই বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, সরাসরি তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করেন নি।

**১:২৩ “মরুভূমিতে ... পথ সরল কর”।** বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাঁর নিজ পরিচর্যা কাজের



## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

কণ্ঠস্বর, যে ঘোষণা করছে, তোমরা প্রভুর পথ সরল কর,” যেমন ভাববাদী যিশাইয় বলেছিলেন।

<sup>২৪</sup> তারা ফরীশীদের কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছিল। <sup>২৫</sup> আর তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি যদি সেই খ্রীষ্ট নন, এলিয়ও নন, সেই ভাববাদীও নন, তবে বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন কেন? <sup>২৬</sup> যোহন উত্তরে তাদেরকে বললেন, আমি জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি বটে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এক জন দাঁড়িয়ে আছেন, যাকে তোমরা জান না, <sup>২৭</sup> যিনি আমার পরে আসছেন; আমি তাঁর জুতার ফিতা খুলবারও যোগ্য নই। <sup>২৮</sup> যর্দন নদীর অন্য পারে, বৈথনিয়াতে, যেখানে যোহন বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, সেখানে এসব ঘটলো।

### ঈশ্বরের মেসশাবক

<sup>২৯</sup> পরদিন তিনি যীশুকে তাঁর কাছে আসতে দেখলেন, আর বললেন, ঐ দেখ, ঈশ্বরের

[১:২৬] দে: মার্ক ১:৪; [১:২৭] পদ: ১৫, ৩০; [১:২৭] মার্ক ১:৭; [১:২৮] যোহন ৩:২৬; ১০:৪০; [১:২৯] পদ: ৩৬; আদি ২২:৮; যিশা ৫৩:৭; ১পি ১:১৯; প্রকা ৫:৬; ১৩:৮; [১:২৯] দে: যোহন ৩:১৭;

মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের আগমনের প্রস্তুতি হিসেবে লোকদের মন পরিবর্তনের আহ্বান জানাতে যিশাইয় ৪০:৩ পদের ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করলেন।

**১:২৪ ফরীশী।** রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠী, যারা এই প্রতিনিধিদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী বলে প্রমাণিত হয়েছিল (যোহন ১:১৯; মথি ৩:৭; মার্ক ২:১৬; লুক ৫:১৭ পদের নোট দেখুন)।

**১:২৫ সেই খ্রীষ্ট।** অর্থাৎ ‘অভিষিক্ত জন’ (২০ পদে উল্লিখিত খ্রীষ্ট শব্দটির গ্রীক প্রতিশব্দ খ্রিস্টস ও হিব্রু প্রতিশব্দ মেসায়্যা উভয়ের অর্থ একই)। পুরাতন নিয়মের সময় অনুসারে বিশেষত রাজা হিসেবে (১ শমু ১৬:১,১৩; ২৬:১১) বা পুরোহিত হিসেবে (যাত্রা ৪০:১৩-১৫; লেবীয় ৪:৩) কাজের জন্য কাউকে পৃথকভাবে অভিষিক্ত করা তার দায়িত্ব ও পদমর্যাদাকে আরও তাৎপর্যময় করে তুলতো। কিন্তু লোকেরা সেই অভিষিক্ত জনের অপেক্ষা অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্য অপেক্ষা করছিল।

**১:২৬ আমি জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি।** যেহেতু জল ছিল বাপ্তিস্ম দানের প্রচলিত উপকরণ, তাই এই উক্তি অপ্রত্যাশিত খ্রীষ্ট কর্তৃক প্রচলনকৃত ভিন্ন ধরনের বাপ্তিস্মের কথা বোঝানো হয়েছে। তবে ৩২ পদে না আসা পর্যন্ত তাঁর বাপ্তিস্মের আত্মিক বৈশিষ্ট্য বোঝা যায় না।

**১:২৭ জুতার ফিতা খুলবারও যোগ্য নই।** একটি

নগণ্য কাজ, যা দাসদেরই কেবল মানায়। প্রেরিতদের তাদের রক্ষির (শিক্ষকের) জন্য সব ধরনের সেবামূলক কাজ সম্পাদন করতে হত, কিন্তু পাদুকার অর্থাৎ জুতার বাঁধন খুলে দেবার কাজ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল।

**১:২৮ বৈথনিয়া।** অন্যান্য সুসমাচারে উল্লিখিত বৈথনিয়া যিরূশালেম থেকে প্রায় দু’মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু এখানে যে বৈথনিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে তা যর্দন নদীর অপর পারে অর্থাৎ পূর্ব পারে অবস্থিত ছিল। এই বৈথনিয়া মরিয়ম ও মার্খার বাসস্থান থেকে ভিন্ন (১১:১ পদ দেখুন)।

**১:২৯ পরদিন।** লক্ষ্যণীয় যে, যোহন ১ ও ২ অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে মোট ছয় দিনের ঘটনা-বলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (১:২৯,৩৫,৪৩; ২:১ দেখুন)। যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের শেষের দিকে ছয় দিন ধরে কী হয়েছিল তার আরেকটি তালিকাও যোহন দিয়েছেন (১২:১ দেখুন)।

**ঈশ্বরের মেসশাবক।** শ্রোতাদের কাছে মেস-শাবকের অর্থ ছিল নিস্তারপর্বের মেস। যিহূদীদের কাছে এর অর্থ ছিল মন্দিরের উৎসর্গের মেস। পুরো বিবৃতিটি যিহিফেল ২৯:৩৮-৪৬ ও যিশা ৫৩:৪-১২ পদের পটভূমির আলোকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। পবিত্র শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে এর স্পষ্ট ইঙ্গিত

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

মেসশাবক, যিনি জগতের পাপের ভার নিয়ে যান। <sup>৩০</sup> উনি সেই ব্যক্তি, যার বিষয়ে আমি বলেছিলাম, আমার পরে এমন এক ব্যক্তি আসছেন, যিনি আমার অগ্রগণ্য হলেন, কেননা তিনি আমার আগে ছিলেন। <sup>৩১</sup> আর আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু তিনি যেন ইস্রায়েলের কাছে প্রকাশিত হন, এজন্য আমি এসে জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি। <sup>৩২</sup> আর যোহন সাক্ষ্য দিলেন, বললেন, আমি পবিত্র আত্মাকে কবুতরের মত স্বর্গ থেকে নামতে দেখেছি; তিনি তাঁর উপরে অবস্থিতি করলেন। <sup>৩৩</sup> আর আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে বললেন, যাঁর উপরে আত্মাকে নেমে অবস্থিতি করতে দেখবে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন। <sup>৩৪</sup> আর আমি দেখেছি ও সাক্ষ্য দিয়েছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র।

#### প্রথম শিষ্য

<sup>৩৫</sup> পরদিন পুনরায় যোহন ও তাঁর দু'জন শিষ্য দাঁড়িয়ে ছিলেন; <sup>৩৬</sup> আর যীশু

[১:৩০] পদ: ১৫, ২৭; [১:৩২] মথি ৩:১৬; [১:৩৩] দে: মার্ক ১:৪; [১:৩৩] দে: মার্ক ১:৮; [১:৩৪] পদ: ৪৯; দে: মথি ৪:৩; [১:৩৫] দে: মথি ৩:১;

রয়েছে (যেমন, নিস্তারপর্বের উৎসর্গকৃত মেসশাবক, বা যিশা ৫৩:৭, যির ১১:১৯ এবং আদি ২২:৮ পদে উল্লিখিত মেসশাবক)। বাপ্তিস্মদাতা যোহন বলেছেন, যীশু হবেন পৃথিবীর পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ উৎসর্গ।

**পাপের ভার নিয়ে যান।** ‘নিয়ে যান’ শব্দটির ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য অর্থ হচ্ছে ‘প্রায়শ্চিত্ত করা’। যিশা ৫৩ অধ্যায়ে দেখা যায়, খ্রীষ্টের বদলিস্বরূপ দুঃখভোগ অনস্বীকার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উক্তিতে সুদূরপ্রসারী বিশ্বজনীন পরিভ্রাণ দানের উল্লেখ রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

**১:৩১ আমি তাঁকে চিনতাম না।** বাপ্তিস্মদাতা যোহন, যিনি ইস্রায়েলের কাছে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত মরুভূমিতে ছিলেন (লুক ১:৮০), যীশুকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর না চেনার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু উক্তিটি সম্ভবত এ কথা বোঝায় যে, ৩২-৩৩ পদে উল্লিখিত চিহ্ন দেখার পরই তিনি কেবল বুঝতে পেরেছিলেন এবং চিনেছিলেন যে, যীশু-ই সেই প্রতীক্ষিত খ্রীষ্ট যার পথ প্রস্তুত করার জন্য তিনি এসেছেন।

**১:৩২ পবিত্র আত্মাকে ... নামতে দেখেছি।** যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম সম্পর্কে জানতে মথি ৩:১৫ পদের নোট দেখুন। পবিত্র আত্মার অবতরণ

সম্পর্কে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্য পূর্ববর্তী সুসমাচারগুলো থেকে একটু ভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে, কারণ এখানে বাপ্তিস্মদাতা যোহন পবিত্র আত্মাকে কবুতরের আকারে নেমে আসার দাবী করেছেন। এখানে ও পশ্চাশত্তমীতে পবিত্র আত্মা দৃশ্যমানভাবে অবতরণ করেছেন (প্রেরিত ২:২,৩); উভয় ক্ষেত্রেই স্বর্গীয় পরিকল্পনা সাধিত হয়েছে।

**১:৩৩ তিনিই ... পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন।** বাপ্তিস্মদাতা যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেবেন। যদি এই উক্তির মাধ্যমে কোন সুনির্দিষ্ট ঘটনাকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে, তাহলে এর পরিপূর্ণতা ঘটেছিল পশ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মা নেমে আসার মাধ্যমে (প্রেরিত ২ অধ্যায়)।

**১:৩৫ তাঁর দু'জন প্রেরিত।** একজন ছিলেন আন্দ্রিয় (পদ ৪০)। অপর ব্যক্তির নাম বলা হয় নি; কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে, তিনি হচ্ছেন এই সুসমাচারের লেখক। তাঁরা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের শিষ্য ছিলেন এই অর্থে যে, তাঁরা বাপ্তিস্মদাতা যোহন কর্তৃক বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন এবং তিনিই ছিলেন তাঁদের প্রথম ধর্মীয় শিক্ষক।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময়ে যোহন তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেসশাবক।<sup>৩৭</sup> সেই দুই শিষ্য তাঁর এই কথা শুনে যীশুর পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন।<sup>৩৮</sup> তাতে যীশু ফিরে তাঁদেরকে পিছনে পিছনে আসতে দেখে বললেন, কিসের খোঁজ করছো? তাঁরা বললেন, রবি- অনুবাদ করলে এর অর্থ গুরু- আপনি কোথায় থাকেন? <sup>৩৯</sup> তিনি তাদেরকে বললেন, এসো, দেখবে। অতএব তাঁরা গিয়ে তিনি যেখানে থাকেন সেই স্থান দেখলেন। তারা সেদিন তাঁর কাছে থাকলেন; তখন বেলা অনুমান দশম ঘটিকা।<sup>৪০</sup> যোহনের কথা শুনে যে দু'জন যীশুর পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক জন শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়।<sup>৪১</sup> তিনি প্রথমে আপন ভাই শিমোনের দেখা পান, আর তাঁকে বলেন, আমরা খ্রীষ্টের দেখা পেয়েছি- অনুবাদ করলে এর অর্থ [অভিষিক্ত]।<sup>৪২</sup> তিনি তাঁকে যীশুর কাছে আনলেন। যীশু তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, তুমি যোহনের পুত্র শিমোন, তোমাকে কৈফা বলা যাবে- অনুবাদ করলে এর অর্থ পিতর [পাথর]।

#### ফিলিপ ও নথনেলকে আহ্বান

<sup>৪৩</sup> পরের দিন তিনি গালীলে যেতে ইচ্ছা করলেন ও ফিলিপের দেখা পেলেন। আর

[১:৩৬] দে: পদ: ২৯; [১:৩৮] পদ: ৪৯; দে: মথি ২৩:৭; [১:৪১] যোহন ৪:২৫; [১:৪২] আদি ১৭:৫, ১৫; ৩২:২৮; ৩৫:১০; [১:৪২] মথি ১৬:১৮; [১:৪৩] মথি ১০:৩; যোহন ৬:৫-৭; ১২:২১, ২২; ১৪:৮, ৯; [১:৪৩] দে: মথি ৪:১৯;

১:৩৬ ঈশ্বরের মেসশাবক। ২৯ পদের নোট দেখুন।

১:৩৮ কিসের খোঁজ করছো? তাদের স্পষ্ট ইচ্ছা ছিল যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ ও শিক্ষায় যোগ দেওয়া। সেজন্য তাঁরা তাঁকে 'রবি' বলে সম্বোধন করলেন, যা সাধারণত পণ্ডিত ও শিক্ষকদের জন্য উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হত।

১:৩৯ দশম ঘটিকা। প্রচলিত মান অনুসারে বিকেল ৪টা; অর্থাৎ প্রেরিতরা খ্রীষ্টের সাথে রাতে অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু রোমান মান অনুসারে সময়টি সকাল ১০টা, অর্থাৎ প্রেরিতরা খ্রীষ্টের সাথে দিনের অবস্থান করেছিলেন। যোহন এখানে সময়ের উল্লেখ করেছেন প্রেরিতদের সাথে খ্রীষ্টের পরিচয় পর্বের গুরুত্ব বোঝাতে।

১:৪১ অভিষিক্ত। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, যোহন অযিহূদী পাঠকদের জন্য যিহূদী পরিভাষা 'খ্রীষ্ট' শব্দটির অনুবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। নিঃসন্দেহে খ্রীষ্ট শব্দটির অর্থ কী, সে ব্যাপারে এই দু'জন প্রেরিতের ধারণা প্রকৃত অর্থ থেকে ভিন্ন ছিল। অন্যান্য সুসমাচারের বর্ণনা অনুসারে কৈসারিয়া

ফিলিপি শহরে না আসা পর্যন্ত যীশু নিজেকে খ্রীষ্ট বলে ব্যক্ত করেন নি, এমনকি মার্কের সুসমাচারে এ কথা গোপন রাখার জন্য বারবার তাগাদা দেওয়া হয়েছে।

১:৪২ পিতর। অরামীয় *কিফাস* ও গ্রীক *পেট্রোস*, অর্থাৎ 'পাথর'। কিন্তু সুসমাচারগুলোতে পিতরের চারিত্রিক যে ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা পাথর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; তিনি ছিলেন আবেগপ্রবণ ও অস্থিতিশীল। তিনি ছিলেন একজন প্রেরিত, প্রাথমিক মণ্ডলীর স্তম্ভ। তিনি কী ছিলেন তার উপর ভিত্তি করে যীশু তাঁর নাম রাখেন নি, বরং ঈশ্বরের অনুগ্রহে পরবর্তী সময়ে তিনি যা হবেন তার উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর নাম রেখেছেন।

১:৪৩ ফিলিপ। ফিলিপকে শিষ্য হিসেবে আহ্বান করার ক্ষেত্রে যীশু নিজেই উদ্যোগ নেন। যোহনের সুসমাচারে তাঁর কথা বহুবার বলা হয়েছে (৬:৫; ১২:২১; ১৪:৮ দেখুন)। তাঁকে বাস্তববাদী মানুষ হিসেবে আমরা দেখতে পাই। ফিলিপের সাথে এর আগে যীশু খ্রীষ্টের দেখা হয়েছিল বলে জানা যায় না, সেক্ষেত্রে

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

যীশু তাঁকে বললেন, আমাকে অনুসরণ কর।<sup>৪৪</sup> ফিলিপ বৈৎসৈদার লোক; আন্দ্রিয় ও পিতর সেই নগরের লোক।<sup>৪৫</sup> ফিলিপ নথনেলের দেখা পেলেন, আর তাঁকে বললেন, মোশি ব্যবস্থায় ও ভাববাদীরা যাঁর কথা লিখেছেন, আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি; তিনি নাসরতীয় যীশু, যোষেফের পুত্র।<sup>৪৬</sup> নথনেল তাঁকে বললেন, নাসরত থেকে কি উত্তম কিছু উৎপন্ন হতে পারে? ফিলিপ তাঁকে বললেন, এসো, দেখ।<sup>৪৭</sup> যীশু নথনেলকে তাঁর নিজের কাছে আসতে দেখে তাঁর বিষয়ে বললেন, ঐ দেখ, এক জন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যার অন্তরে ছল নেই।<sup>৪৮</sup> নথনেল তাঁকে বললেন, আপনি কিসে আমাকে চিনলেন? উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, ফিলিপ, তোমাকে ডাকবার আগে যখন তুমি সেই ডুমুর গাছের তলে ছিলে, তখন তোমাকে দেখেছিলাম।<sup>৪৯</sup> উত্তরে নথনেল তাঁকে বললেন, রবি, আপনিই ঈশ্বরের পুত্র, আপনিই ইস্রায়েলের রাজা।<sup>৫০</sup> উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, আমি যে তোমাকে বললাম, সেই ডুমুর

[১:৪৪] দে: মথি ১১:২১; [১:৪৫] যোহন ২:১২; [১:৪৫] দে: লুক ২৪:২৭; [১:৪৫] দে: লুক ২৪:২৭; [১:৪৫] দে: মার্ক ১:২৪; [১:৪৫] লুক ৩:২৩; [১:৪৬] যোহন ৭:৪১, ৪২, ৫২; [১:৪৭] রোমী ৯:৪, ৬; [১:৪৭] গীত ৩২:২; [১:৪৯] পদ: ৩৮; দে: মথি ২৩:৭; [১:৪৯] পদ: ৩৪; দে: মথি ৪:৩; [১:৪৯] দে: মথি ২:২; ২৭:৪২; যোহন ১২:১৩;

তাঁর প্রতি এই আহ্বান একেবারেই আকস্মিক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত।

**১:৪৪ বৈৎসৈদা।** মথি ১১:২১ পদের নোট দেখুন। বৈৎসৈদা সুপরিচিত একটি নগর, যেখান থেকে ফিলিপ, আন্দ্রিয় ও পিতর এসেছেন। অনেকে মনে করেন যীশু খ্রীষ্ট আগে থেকেই তাঁদের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং ফিলিপকে কোথায় খুঁজতে হবে তা তিনি জানতেন।

**১:৪৫ মোশি ... যাঁর কথা লিখেছেন।** পঞ্চপুস্তকের অনেক অংশকে ফরীশীরা খ্রীষ্ট সংক্রান্ত বলে মনে করতো এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরাও পবিত্র শাস্ত্রের অন্যান্য আরও অনেক অংশকে একইভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। ফিলিপ খুব দ্রুত এই সত্য অনুধাবন করতে পারলেন যে, নাসরতীয় যীশু-ই সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট।

**নথনেল।** এই প্রেরিতকে প্রায়শ বর্ধলময় বলে উল্লেখ করা হয়, অন্যান্য সুসমাচারে ফিলিপের পরে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যোহন ২১:২ পদে নথনেলকে অন্যান্য প্রেরিতদের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

**যোষেফের পুত্র।** যোষেফ যীশু খ্রীষ্টের পালক-পিতা ও আইনগত পিতা, যদিও তিনি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যোষেফের ঔরসজাত সন্তান নন।

**১:৪৭ একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়।** যোহন ২:২৪

-২৫ দেখুন। নথনেলকে সুনির্দিষ্টভাবে একজন খ্রীষ্টি ইস্রায়েলীয় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট তাঁকে যাকোবের সাথে তুলনা করেছেন এবং সম্ভবত তিনি ৫১ পদে এর ইঙ্গিত দিয়েছেন।

**১:৪৮ ডুমুর গাছ।** গরম আবহাওয়ায় এই গাছের ছায়া অধ্যয়ন ও প্রার্থনার জন্য অত্যন্ত পছন্দনীয় স্থান ছিল।

**আপনি কিসে আমাকে চিনলেন?** প্রশ্নটি থেকে বোঝা যায় যে, যীশু খ্রীষ্টের সাথে তাঁর আগে থেকে পরিচয় ছিল না। এদিকে যীশু খ্রীষ্টের উত্তর তাঁর পূর্বজ্ঞান তুলে ধরে, যা নথনেলকে গভীরভাবে বিমোহিত করেছিল এবং এই বিশ্বাসে চালিত করেছিল যে, তাঁর মধ্যে আশ্চর্য কিছু রয়েছে। স্পষ্ট অবস্থান বলে দেয়াতে এটি বোঝা যায় যে, নথনেলের গতিবিধি যীশু খ্রীষ্টের অজানা ছিল না।

**১:৪৯ ঈশ্বরের পুত্র।** যোহন ১:১৪, ১৮, ৩৪; ৩:১৬; ২০:৩১ দেখুন। যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের শুরু দিকে নথনেল যীশু খ্রীষ্টের প্রতি এই অর্থপূর্ণ উপাধিটি সম্বোধন করেছিলেন; পরবর্তীতে খ্রীষ্টের শত্রুরা এই উপাধিটি অপমান করার জন্য উচ্চারণ করেছে (মথি ২৭:৪০; যোহন ১৯:৭)।

**ইস্রায়েলের রাজা।** যোহন ১২:৩১ দেখুন। মার্ক

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

গাছের তলে তোমাকে দেখেছিলাম, সেজন্য কি বিশ্বাস করলে? এসব থেকেও মহৎ মহৎ বিষয় দেখতে পাবে।<sup>৫১</sup> আর তিনি তাঁকে বললেন, সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা দেখবে, স্বর্গ খুলে গেছে এবং ঈশ্বরের স্বর্গদূতেরা মনুষ্যপুত্রের উপর দিয়ে উঠছেন ও নামছেন।

[১:৫১] দে: মথি ৩:১৬; [১:৫১] আদি ২৮:১২; [১:৫১] দে: মথি ৮:২০।

১৫:৩২ পদে ‘খ্রীষ্ট’ ও ‘ইস্রায়েলের রাজা’ উপাধি দু’টি সমান বলে দেখানো হয়েছে।

১:৫১ স্বর্গ খুলে গেছে। যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের সময় প্রেরিতরা স্বর্গের, অর্থাৎ ঈশ্বরের সাক্ষ্য যীশু খ্রীষ্টের প্রতি সাধিত হতে দেখবেন। ঈশ্বরের দূতগণ ... উঠছেন ও নামছেন। যেরূপ যাকোবের স্বপ্নে হয়েছিল (আদি ২৮:১২)। স্বর্গদূতেরা ওঠা ও নামার সময় বলছিলেন, সদাপ্রভু ঈশ্বর যাকোবের ঈশ্বর হতে চান। নতুন নিয়মে যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যকার সেতু (যোহন ১৪:৬), ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী (১ তীম ২:৫)। এভাবেই যীশুকে ঈশ্বরের মনোনীত বলে চিহ্নিত

করা হয়েছে, যাঁর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে পরিভ্রাণ এসেছে।

মনুষ্য পুত্র। যীশু খ্রীষ্টের নিজের পরিচয় দানের জন্য সবচেয়ে পছন্দনীয় উপাধি (মার্ক ৮:৩১; লুক ৬:৫; ১৯:১০ পদের নোট দেখুন)। মানুষের সাথে অবিরত যোগাযোগের জন্য স্বর্গ খুলে গেছে, যার প্রতিনিধি হচ্ছেন মনুষ্য পুত্ররূপী যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, নথনেলের বলা ‘ঈশ্বর-পুত্র’ উপাধির প্রত্যুত্তর হিসেবে খ্রীষ্ট ‘মনুষ্যপুত্র’ বলছেন, অর্থাৎ স্বর্গ ও পৃথিবীর সম্পর্ক মধ্যস্থতাকারী খ্রীষ্টের মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য উভয়ের উপর নির্ভরশীল।

### যোহন ১ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

শুরুতেই ঈশ্বরের বাক্যের মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। তিনিই ঈশ্বর যিনি সমস্ত সৃষ্টির মূলে আছেন। তাঁর মধ্যে দিয়েই দয়া ও সত্য প্রকাশিত হয়েছে (১:১-১৮)। এরপরই যোহনের সাক্ষ্যের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। তিনি নিজে মশীহ নন কিন্তু মশীহের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছেন। তিনি যীশুকে তাঁর দিকে আসতে দেখে যীশুর বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য তুলে ধরে বলেন যে, আমি পবিত্র আত্মাকে কবুতরের মত হয়ে স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর উপর থাকতে দেখেছি। ইনিই ঈশ্বরের পুত্র (১:১৯-৩৪)। এর পরের দিনই তিনি যীশুকে ঈশ্বরের মেসিশি বলে ঘোষণা দেন, যিনি জগতের পাপভার নিয়ে যান। এর পর যীশু তাঁর নিজের শিষ্য গ্রহণ করতে শুরু করেন (১:৩৫-৫১)।

### যোহন ১ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যোহন তাঁর সুসমাচারের শুরুতে যীশুকে কি বলে অভিহিত করেছেন? (১ পদ)

যোহন লিখিত সুসমাচার : ১ অধ্যায়

২. আদিতে যীশু কোথায় ছিলেন? (১ পদ)
৩. সৃষ্টির কাজে যীশু খ্রীষ্টের ভূমিকা কি ছিল? (৩ পদ)
৪. ঈশ্বর প্রথমে কি সৃষ্টি করেছিলেন? (৪ পদ)
৫. যেসব মানুষেরা অন্ধকারে বাস করে তারা কেন ঈশ্বরের পাঠানো আলোর প্রতি সাড়া দানে ব্যর্থ হয়েছিল? (৫ পদ)
৬. পুরাতন নিয়মে বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে কিভাবে চিত্রিত করা হয়েছে? (৬ পদ)
৭. যীশু বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে কি বলে ডেকেছিলেন? (৮ পদ)
৮. প্রকৃত আলো ছাড়া যীশু আর কি ছিলেন? (৯ পদ)
৯. যারা যীশুকে গ্রহণ করলেন তাদের কিসের অধিকার দেওয়া হল? (১২, ১৩ পদ)
১০. যাদের জন্ম রক্ত মাংস থেকে হয়েছে তার মধ্য দিয়ে পরিভ্রাণ পাওয়ার বিষয়ে সেই মানুষের গর্ব করার কোন সম্ভাবনা আছে কি? (১৩ পদ)
১১. কি কারণে যিহূদীরা প্রত্যাশা করেছিল যে বাক্য মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে? (১৪ পদ)
১২. বিশ্বাসীরা কিভাবে তাঁর পূর্ণতা লাভ করেছে? (১৬ পদ)
১৩. কয়েকজন পুরোহিত ও লেবীয়কে কেন বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাছে পাঠানো হয়েছিল? (১৯ পদ)
১৪. যোহন যে ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লেখ করেছিলেন তাতে নবী যিশাইয় যীশুর সম্পর্কে কি বলেছিলেন? (২২, ২৩ পদ)
১৫. বাপ্তিস্মদাতা যোহন যীশুকে কি বলে চিহ্নিত করেছিলেন? (২৯ পদ)
১৬. যোহন কিভাবে যীশুকে চিনতেন? (৩১-৩৪ পদ)
১৭. প্রথম তিনজন শিষ্যকে বেছে নেওয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (৩৫-৪২ পদ)
১৮. কিভাবে নথনেলের দেখা পাবার আগেই যীশু তাঁকে চিনতেন? (৪৮ পদ)

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

### কান্না নগরে বিয়ের ভোজে যীশু খ্রীষ্ট

২<sup>১</sup> আর তৃতীয় দিনে গালীলের কান্না নগরে একটি বিয়ে হল এবং যীশুর মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন; <sup>২</sup> আর সেই বিয়েতে যীশু ও তাঁর শিষ্যদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। <sup>৩</sup> পরে সেখানে আঙ্গুর-রস ফুরিয়ে গেল যীশুর মা তাঁকে বললেন, ওদের আঙ্গুর-রস নেই। <sup>৪</sup> যীশু তাঁকে বললেন, নারী, এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আমার সময় এখনও উপস্থিত হয় নি। <sup>৫</sup> তাঁর মা পরিচারকদেরকে বললেন, ইনি তোমাদেরকে যা কিছু বলেন, তা-ই কর। <sup>৬</sup> সেখানে যিহূদীদের শুচিকরণ রীতি অনুসারে পাথরের ছয়টা জালা বসানো ছিল, তার এক একটাদে দুই তিন মণ করে জল ধরতো। <sup>৭</sup> যীশু তাদেরকে বললেন, ঐ সমস্ত জালায় জল পূর্ণ কর। তারা সেগুলো কাণায় কাণায় পূর্ণ করলো। <sup>৮</sup> পরে তিনি তাদেরকে বললেন, এখন সেটি থেকে কিছু তুলে ভোজের মনিবের কাছে নিয়ে যাও। তারা নিয়ে গেল। <sup>৯</sup> ভোজের কর্তা যখন সেই জল, যা আঙ্গুর-রস হয়ে গিয়েছিল তা খেয়ে দেখলেন আর তা কোথা থেকে আসল, তা জানতেন না— কিন্তু যে পরিচারকেরা জল

[২:১] যোহন ৪:৪৬; ২১:২; [২:১] দে: মথি ১২:৪৬; [২:৪] যোহন ১৯:২৬; [২:৪] দে: মথি ৮:২৯; [২:৪] দে: মথি ২৬:১৮; [২:৫] আদি ৪১:৫৫; [২:৬] মার্ক ৭:৩, ৪; যোহন ৩:২৫; [২:৯] যোহন ৪:৪৬;

২:১ বিয়ে। প্রথম শতাব্দীর যিহূদীদের দেশে কীভাবে বিয়ে অনুষ্ঠিত হত সে সম্পর্কে খুব কমই জানা গেছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়টি স্পষ্ট যে, বিয়ের ভোজটি সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তা অনেক সময় এক সপ্তাহ ধরে চলতো। আতিথেয়তা পালনে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা মারাত্মক অপরাধ বলে মনে করা হত। কান্না নগর। কেবল যোহনের সুসমাচারে এই নগরের কথা উল্লিখিত হয়েছে (২:১১; ৪:৪৬, ৫০; ২১:২)। এটি গালীল সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত, কিন্তু সুনির্দিষ্ট অবস্থান অজানা। বাপ্টিস্মদাতা যোহন যেখানে বাপ্টিস্ম দিতেন, সেই স্থান থেকে এর দূরত্ব প্রায় তিন দিনের হাঁটা পথ।

২:৩ ওদের আঙ্গুর-রস নেই। আয়োজন-কারীদের জন্য এই পরিস্থিতি খুবই বিব্রতকর ছিল, কারণ বিয়ের ভোজে যথেষ্ট পরিমাণে মানসম্পন্ন পানীয়ের ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক ছিল।

২:৪ এই বিষয়ে ... সম্পর্ক কি? এখানে বিস্ময় জাগতে পারে যে, যীশু এভাবে তাঁর মায়ের সাথে কথা বলছেন কেন! কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মরিয়মের এই ধারণা সংশোধন করা যে,

যীশু তাঁর মায়ের থেকে নির্দেশনা নিয়ে কাজ করবেন। তিনি শুধুমাত্র তাঁর পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে আদেশ গ্রহণ করবেন, যা এই সুসমাচার প্রকাশ করে।

আমার সময় এখনও উপস্থিত হয় নি। পুরো সুসমাচারটি জুড়ে এই একই ধরনের প্রকাশভঙ্গি বেশ কয়েকবার খুঁজে পাওয়া যাবে (৭:৬, ৮, ৩০; ৮:২০), যেখানে এই চিত্র প্রকাশ পায় যে, যীশু একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যের অভিমুখে যাচ্ছেন এবং সে কারণেই তিনি পৃথিবীতে এসেছেন। এই সময়টি হচ্ছে তাঁর দুঃখভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যু। ক্রুশারোপণ ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের এই সময় প্রকৃতভাবে পূর্ণ হয়েছিল (১২:২৩, ২৭; ১৩:১; ১৬:৩২; ১৭: ১)।

২:৬ শুচিকরণ রীতি অনুসারে। যিহূদীরা দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার পর নিজেদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে নোংরা বলে মনে করতো এবং তারা হাতের উপর জল ঢেলে দিয়ে নিজেদেরকে শুচি করতো। এই কারণে ভোজের আগে অতিথিদের হাত ধোয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণ জল প্রয়োজন হত।

২:৮-৯ ভোজের কর্তা। যিনি পুরো অনুষ্ঠানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকতেন।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

তুলেছিল, তারা জানতো- তখন ভোজের কর্তা বরকে ডেকে বললেন, <sup>১০</sup> সকল লোকেই প্রথমে উত্তম আঙ্গুর-রস পরিবেশন করে এবং যথেষ্ট পান করা হলে পর তার চেয়ে কিছু মন্দ পরিবেশন করে; তুমি উত্তম আঙ্গুর-রস এখন পর্যন্ত রেখেছ। <sup>১১</sup> এভাবে যীশু গালীলের কান্না নগরে এই প্রথম চিহ্ন-কাজ সাধন করে নিজের মহিমা প্রকাশ করলেন; আর তাঁর শিষ্যেরা তাঁতে বিশ্বাস করলেন।

<sup>১২</sup> পরে তিনি তাঁর মা ও ভাইয়েরা এবং তাঁর শিষ্যেরা কফরনাহুমে নেমে গেলেন, আর সেখানে বেশি দিন থাকলেন না।

### মন্দিরে যীশু খ্রীষ্ট

<sup>১৩</sup> তখন যিহূদীদের নিস্তারপর্ব সন্নিহিত ছিল, আর যীশু যিরূশালেমে গেলেন। <sup>১৪</sup> পরে তিনি মন্দিরের মধ্যে দেখলেন, লোকে গরু, মেঘ ও কবুতর বিক্রি করছে এবং মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়কারীরা বসে আছে; <sup>১৫</sup> তখন ঘাস দ্বারা এক গাছা কশা প্রস্তুত করে গরু, মেঘ সমস্তই

[২:১১] পদ: ২৩; মথি ১২:৩৮; যোহন ৩:২; দে: ৪:৪৮; ৬:২, ১৪, ২৬, ৩০; ১২:৩৭; ২০:৩০; [২:১১] যোহন ১:১৪; [২:১১] যাত্রা ১৪:৩১; [২:১২] দে: মথি ৪:১৩; [২:১২] দে: মথি ১২:৪৬; [২:১২] দে: মথি ১২:৪৬; [২:১৩] দে: যোহন ১১:৫৫; [২:১৩] দ্বি:বি ১৬:১-৬; লূক ২:৪১; [২:১৪] লেবী ১:১৪; দ্বি:বি ১৪:২৬; [২:১৪] দ্বি:বি ১৪:২৫;

**২:১০ তুমি উত্তম আঙ্গুর-রস এখন পর্যন্ত রেখেছ?** এ ধরনের কাজ ছিল প্রথাবিরুদ্ধ। কিন্তু এখানে এরূপ ঘটনা ঘটার কারণ কী? এর আত্মিক তাৎপর্য হচ্ছে আঙ্গুর-রসের অপ্রত্যাশিত সুমিষ্ট স্বাদ প্রতীকীভাবে পূর্ববর্তী ব্যবস্থার চেয়ে খ্রীষ্টীয় ব্যবস্থার উৎকৃষ্টতা প্রকাশ করে।

**২:১১ এই প্রথম।** যোহন এই ঘটনা দিয়েই খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের আরম্ভ বলে উল্লেখ করছেন। তবে ‘প্রথম’ শব্দটি অবশ্যই ৪:৫৪ পদের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে ‘দ্বিতীয়’ চিহ্ন-কার্য উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি গালীলে আসার পর করেছিলেন।

**চিহ্ন-কার্য।** যোহন সবসময় যীশু খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজকে ‘চিহ্ন-কার্য’ বলেছেন; এই শব্দটি আশ্চর্য কাজের বিস্ময়ের চেয়ে এর তাৎপর্যের প্রতি জোর দিয়ে থাকে (৪:৪৫; ৬:১৪; ৯:১৬; ১১:৪৭ দেখুন)। চিহ্ন-কার্য যীশু খ্রীষ্টের মহিমা প্রকাশ করে (যোহন ১:১৪; যিশা ৩৫:১-২; যোয়েল ৩:১৮; আমোস ৯:১৩)।

**২:১২ নেমে গেলেন।** গালীল সাগরের তীরবর্তী হওয়ায় কফরনাহুম কান্না নগরের চেয়ে নিচু এলাকায় অবস্থিত।

**২:১৩ নিস্তারপর্ব।** যাত্রা ১২:২ পদ দেখুন। এই পর্ব যিহূদী বছরের প্রথম মাসে অনুষ্ঠিত হত। এই পর্বের মধ্য দিয়েই ইস্রায়েলের ধর্মীয়

বর্ষপঞ্জির সূচনা হয়। প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে নতুন বছরের পর্বগুলো স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতিতে নব জীবনের সঞ্চারণ ঘটাতো। ধর্মীয় নববর্ষ হিসেবে এই পর্বটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিত যে, ঈশ্বরের লোক হিসেবে তাদের জীবন তাঁর অধীনে আছে। এই মাসের কনানীয় নাম ছিল *আবিব* (যাত্রা ১৩:৪; ২৩:১৫; ৩৪:১৮; দ্বি:বিঃ ১৬:১ দেখুন), যার অর্থ ‘শস্যের কচি শীষ’। পরবর্তীতে ব্যাবিলনীয় নাম নিশান ব্যবহৃত হয়েছে (যিহি ২:১; ইস্টের ৩:৭ দেখুন)। ইস্রায়েলের কৃষিকাজের বর্ষপঞ্জি শুরু হত প্রথমে পাকা ফসল কাটার সময় (যাত্রা ২৩:১৬)।

**২:১৪ গরু, ভেড়া ও কবুতর।** মন্দিরে উৎসর্গ করার জন্য এসব পশু প্রয়োজন হত। যে সমস্ত যিহূদীরা দূর থেকে আসতো, তাদেরকে মন্দিরের নিকটস্থ স্থান থেকে উৎসর্গ করার জন্য পশু কিনতে হত। সে সময় ব্যবসায়ীরা মন্দিরের বাইরের প্রাঙ্গণে এই পশুগুলো বিক্রি করছিল, যেখানে পরজাতীয়রা প্রার্থনা করার জন্য আসতে পারতো।

**মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়কারীরা।** মন্দিরে দান দেওয়ার জন্য যিরূশালেমে প্রচলিত মুদ্রা দিতে হত, এই কারণে সেখানে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা হত (মার্ক ১১:১৫ পদের নোট দেখুন); কিন্তু মন্দিরের মধ্যে বসে তাদের ব্যবসা করা উচিত



## যোহন লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

ধর্মধাম থেকে বের করে দিলেন এবং টাকা ক্রয়-বিক্রয়কারীদের মুদ্রা ছড়িয়ে দিলেন ও টেবিল উল্টিয়ে ফেললেন; <sup>১৬</sup> আর যারা কবুতর বিক্রি করছিল, তাদেরকে বললেন, এই স্থান থেকে এসব নিয়ে যাও; আমার পিতার গৃহকে ব্যবসার গৃহ করো না। <sup>১৭</sup> তাঁর শিষ্যদের মনে পড়লো যে, লেখা আছে, “তোমার গৃহবিষয়ক গভীর আগ্রহ আমাকে গ্রাস করবে।” <sup>১৮</sup> তখন যিহূদীরা উত্তরে তাঁকে বললো, তুমি আমাদেরকে কি চিহ্ন-কাজ দেখাচ্ছে যে এসব করছো? <sup>১৯</sup> উত্তরে যীশু তাঁদেরকে বললেন, তোমরা এই মন্দির ভেঙ্গে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যেই তা উঠাবো। <sup>২০</sup> তখন যিহূদীরা বললো, এই মন্দির নির্মাণ করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছে; তুমি কি তিন দিনের মধ্যে তা উঠাবে? <sup>২১</sup> কিন্তু তিনি আপন দেহরূপ মন্দিরের বিষয় বলছিলেন। <sup>২২</sup> অতএব যখন তিনি মৃতদের মধ্যে থেকে উঠলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়লো যে, তিনি এই কথা বলেছিলেন; আর তাঁরা পবিত্র শাস্ত্রে এবং যীশুর বলা কথায় বিশ্বাস করলেন।

<sup>২৩</sup> তিনি নিস্তারপর্বের সময়ে যখন যিরূশালেমে ছিলেন, তখন যেসব চিহ্ন-কাজ সাধন করলেন, তা দেখে অনেকে তাঁর নামে বিশ্বাস করলো। <sup>২৪</sup> কিন্তু এই বিষয়ে যীশু তাদের বিশ্বাস করলেন না, কারণ তিনি সকলকে জানতেন, <sup>২৫</sup> এবং কেউ যে মানুষের বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, এতে তার প্রয়োজন ছিল না; কেননা মানুষের অন্তরে কি আছে, তা তিনি নিজে জানতেন।

[২:১৬] লুক ২:৪৯; [২:১৭] গীত ৬৯:৯; [২:১৮] দে: যোহন ১:১৯; [২:১৮] দে: পদ: ১১; [২:১৮] দে: মথি ১২:৩৮; [২:১৯] দে: মথি ১৬:২১; ২৬:৬১; ২৭:৪০; মার্ক ১৪:৫৮; ১৫:২৯; প্রেরি ৬:১৪; [২:২১] ১করি ৬:১৯; [২:২২] লুক ২৪:৫-৮; যোহন ১২:১৬; ১৪:২৬; [২:২২] গীত ১৬:১০; দে: লুক ২৪:২৭; [২:২৩] পদ: ১৩; [২:২৩] দে: পদ: ১১; [২:২৩] দে: যোহন ৩:১৫; [২:২৫] যিশা ১১:৩; [২:২৫] দ্বি:বি ৩১:২১; ১রাজা ৮:৩৯; দে: মথি ৯:৪; যোহন ৬:৬১, ৬৪; ১৩:১১।

ছিল না।

**২:১৯ এই মন্দির।** যিহূদীরা চিন্তা করেছিল যে, যীশু খ্রীষ্ট আক্ষরিক অর্থে মন্দিরের কথা বোঝাচ্ছেন; কিন্তু যোহন আমাদের বলেন যে, তিনি তা করছিলেন না (পদ ২১)। কয়েক বছর পর যীশুকে এ কথা বলার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল যে, তিনি মন্দির ধ্বংস করবেন এবং এটিকে আবার তুলবেন (মথি ২৬:৬০; মার্ক ১৪:৫৭-৫৯), এবং বিদ্রূপকারীরা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করার সময় অভিযোগটি বারবার উচ্চারণ করছিল (মথি ২৭:৪০; মার্ক ১৫:২৯)।

**২:২১ আপন দেহরূপ মন্দির;** মন্দির ও যীশু খ্রীষ্টের দেহ উভয়ই ঈশ্বরের আবাসস্থল। ‘তিন দিন’ পরিস্কারভাবে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানকে বোঝায়। এই কারণে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও মণ্ডলীর প্রসারের মাঝে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে।

**২:২২ মনে পড়লো।** যোহন ১৪:২৬ পদ দেখুন। তাঁরা শুধু যে স্মরণ করলেন তা-ই নয়, সেই সাথে আগে কখনো বুঝতে পারেন নি এমন অনেক কিছুর তাৎপর্য তাঁরা সে সময় বুঝতে পারলেন। এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, পবিত্র শাস্ত্র ও যীশু খ্রীষ্টের কথা উভয়ই মনে পড়াতে তাঁরা বিশ্বাসে চালিত হলেন। প্রেরিতদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে যীশু খ্রীষ্টের ‘কথা’ বা উক্তি পবিত্র শাস্ত্রের সাথে সমান স্তরে রাখা হয়েছে।

**২:২৩ তাঁর নামে বিশ্বাস করলো।** প্রাচীন কালে একজন ব্যক্তির ‘নাম’ তার পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে সংক্ষেপে প্রকাশ করতো। এখানে কথাটির বিকল্প হিসেবে বলা যায়, ‘তাঁর উপরে বিশ্বাস করলো।’

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ২ অধ্যায়

### যোহন ২ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু এবং তাঁর শিষ্যেরা নিমন্ত্রিত হয়ে কান্না গ্রামের একটি বিয়ে বাড়িতে যান। সেখানে তাদের আংগুর-রস শেষ হয়ে গেলে তিনি তাঁর প্রথম আশ্চর্য কাজ করেন। তিনি ছয়টি বড় জালার জল আংগুর-রসে পরিণত করেন যেন তাদের সম্মান নষ্ট না হয় ( ২:১-১১)। ইতিমধ্যে নিস্তারপর্বের উৎসব কাছাকাছি এসে গেলে তিনি যিরূশালেমের মন্দিরে যান। তিনি মন্দির পরিষ্কার করেন ও সেখান থেকে ব্যবসায়ীদের তাড়িয়ে দেন। তবে ধর্মনেতারা যীশুর এই ধরনের কর্মকাণ্ডে খুশী হয় নি। তবে যীশু পুরো নিস্তারপর্বের সময়ে যিরূশালেমে থেকে অনেক আশ্চর্য কাজ করেন। তা দেখে লোকেরা খুশি হয় তাঁর উপর বিশ্বাস করতে শুরু করে (২:১৩-২৫)।

### যোহন ২ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. কোথায় যীশু প্রথম আশ্চর্য কাজটি করেছিলেন? (১ পদ)
২. মরিয়ম চাকরদেরকে কি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন? (৫ পদ)
৩. তাঁর সেবা-কাজের শুরুতে যীশুর ভাইদের বিশ্বাস তাঁর উপর কেমন ছিল? (১২ পদ)
৪. যখন যীশু নিস্তারপর্ব পালনের জন্য গেলেন, তখন তিনি কি দেখলেন এবং কি করলেন? (১৪,১৫ পদ)
৫. যারা কবুতর বিক্রি করছিলেন তাদের তিনি কি বললেন? (১৬ পদ)
৬. যিহূদী নেতা ও যীশুর মধ্যকার কথোপকথন এবং যীশুর উপর এর প্রভাব বর্ণনা করুন। (১৮-২২ পদ)
৭. যিহূদীরা আসলে কোন বিষয়টিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না? (১৮ পদ)
৮. কোন ঘটনার পর শিষ্যেরা যীশুর তাঁদের কাছে বলা কথাগুলো স্মরণ করছিলেন? (২২ পদ)
৯. কে তাঁদের মনে সেই সমস্ত কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন? (যোহন ১৪:২৬ পদ)
১০. লোকদের সম্পর্কে যীশু এমন কি বুঝতে পেরেছিলেন যার কারণে তিনি নিজেকে তাদের হাতে সমর্পিত হতে দিলেন না? (যোহন ৬:১৫ পদ)

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

### নতুন জন্ম

৩<sup>১</sup> ফরীশীদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর নাম নীকদীম; তিনি যিহুদীদের এক জন নেতা। <sup>২</sup> তিনি রাতের বেলায় যীশুর কাছে আসলেন এবং তাঁকে বললেন, রব্বি, আমরা জানি, আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত শিক্ষক; কেননা আপনি এই যেসব চিহ্ন-কাজ সাধন করছেন, ঈশ্বর সহবর্তী না থাকলে এসব কেউ করতে পারে না। <sup>৩</sup> উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, সত্যি সত্যি, আমি তোমাকে বলছি, নতুন জন্ম না হলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পায় না। <sup>৪</sup> নীকদীম তাঁকে বললেন, মানুষ বৃদ্ধ হলে কেমন করে তার জন্ম হতে পারে? সে কি দ্বিতীয় বার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে জন্ম নিতে পারে? <sup>৫</sup> উত্তরে যীশু বললেন, সত্যি সত্যি, আমি তোমাকে বলছি, যদি কেউ জল এবং আত্মা থেকে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। <sup>৬</sup> দেহ থেকে যা জাত, তা দেহই; আর আত্মা

[৩:১] যোহন ৭:৫০; ১৯:৩৯; [৩:১] লুক ২৩:১৩; [৩:২] দে: মথি ২৩:৭; [৩:২] পদ: ১১; [৩:২] দে: যোহন ২:১১; [৩:২] যোহন ১০:৩৮; ১৪:১০, ১১; থেরি ২:২২; ১০:৩৮; [৩:৩] দে: মথি ৩:২; দে: যোহন ১:১৩; [৩:৫] দে: থেরি ২২:১৬; তীত ৩:৫; [৩:৬] দে: যোহন ১:১৩; ১করি ১৫:৫০;

৩:১ ফরীশীদের মধ্যে এক ব্যক্তি। মথি ৩:৭; মার্ক ২:১৬; লুক ৫:১৭ পদের নোট দেখুন।

৩:২ রাজিকালে। হতে পারে প্রকাশ্য দিবালোকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে আসতে নীকদীম ভয় পেয়েছিলেন; অথবা তিনি চেয়েছিলেন দীর্ঘক্ষণ যাবৎ আলাপ করতে, যা দিনের বেলায় যীশু খ্রীষ্টের চারপাশে জনতার প্রচণ্ড ভিড় থাকায় দুঃসাধ্য ছিল। যীশু খ্রীষ্টকে কবরস্থ করার সময় মূল্যবান সুগন্ধি নিয়ে প্রকাশ্যে তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার কারণে বোঝা যায় যে, ইতিমধ্যেই তিনি যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিলেন (যোহন ১৯:৩৯-৪০)।

ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত শিক্ষক। সকল যিহুদী শিক্ষকের শিক্ষকতার স্বর্গীয় স্বীকৃতির প্রমাণ নেই, কারণ তাদের কর্তৃত্ব আইন শিক্ষালয়ের রীতি অনুসারে আরোপিত হত। লক্ষ্যণীয় যে, ‘চিহ্ন-কাজের’ মারফত নীকদীম যীশু খ্রীষ্টের প্রতি ঈশ্বরের অনুমোদন উপলব্ধি করেছিলেন। বস্তুত এখানে তিনি যীশু খ্রীষ্টের খ্রীষ্টত্বকে স্বীকার করছেন।

৩:৩ নতুন জন্ম। মূল গ্রীক শব্দটির আরেকটি অর্থ হতে পারে ‘উপর হতে জন্ম’। যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণ দানের সাথে এই উভয় অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে শুধুমাত্র পুনর্জন্মের প্রয়োজনীয়তার কথাই বলা হয় নি, বরং সেই

সাথে আত্মিক গুরুত্বের প্রসঙ্গও টানা হয়েছে।

৩:৪ দ্বিতীয় বার ... জন্ম নিতে পারে? নীকদীমের এ ধরনের অবিশ্বাসের কারণ সম্ভবত এই যে, বয়স ও অভ্যাসের পরিক্রমায় প্রথাগত রীতি-নীতি তাঁর অন্তরে স্থায়ীভাবে গেঁথে রয়েছে, যে কারণে তাঁর পক্ষে এত সহজে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারণা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

৩:৫ জল এবং আত্মা। এই বাক্যাংশটি বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:

১. এই অংশটি মূলত ‘আত্মার নতুন জন্ম’ বুঝিয়ে থাকে (পদ ৮; তীত ৩:৫);
২. জল শুচিকরণের উপকরণ;
৩. জল বাপ্তিস্মের মাধ্যম— বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্ম (১:৩১) বা যীশু খ্রীষ্টের ও তাঁর থেরিদের বাপ্তিস্ম (পদ ২২:৪:১-২)।

মূলত ‘জল’ বাপ্তিস্মের প্রতীক এবং ‘আত্মা’ পুনর্জন্মের প্রতীক। আরেকটি সম্ভাবনা হচ্ছে, ‘জল’ স্বাভাবিক জন্মকে বোঝায়। কেউ কেউ মনে করেন যে, এই অংশটিতে ‘আত্মা’-এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং ‘জলের’ উপরে তেমন জোর দেওয়া হয় নি, যে রূপ ৬-৮ পদে দেখা যায়; কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে অনেকে মনে করেন।

৩:৬ দেহ ... আত্মা। শব্দ দু’টি পরস্পর

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

থেকে যা জাত, তা আত্মাই।<sup>১</sup> আমি যে তোমাকে বললাম, তোমাদের নতুন জন্ম হওয়া আবশ্যিক, এতে আশ্চর্য জ্ঞান করো না।<sup>২</sup> বায়ু যে দিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বহে এবং তুমি তার শব্দ শুনে পাও; কিন্তু কোথা থেকে আসে, আর কোথায় চলে যায়, তা জান না; আত্মা থেকে জাত প্রত্যেক জন সেরকম।<sup>৩</sup> নীকদীম উত্তরে তাঁকে বললেন, এসব কিভাবে হতে পারে?<sup>৪</sup> উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, তুমি ইস্রায়েলের শিক্ষক হয়েও এসব বুঝতে পারছো না?

<sup>৫</sup> সত্যি সত্যি, আমি তোমাকে বলছি, আমরা যা জানি তা বলি এবং যা দেখেছি তার সাক্ষ্য দিই; আর তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ কর না।<sup>৬</sup> আমি জগতের বিষয়ের কথা বললে, তোমরা যদি বিশ্বাস না কর, তবে স্বর্গ বিষয়ের কথা বললে কেমন করে বিশ্বাস করবে?<sup>৭</sup> আর স্বর্গে কেউ উঠে নি; কেবল যিনি স্বর্গ থেকে নেমেছেন, সেই মনুষ্যপুত্র, যিনি

[৩:৮] ১করি ২:১৪-১৬; [৩:৯] যোহন ৬:৫২, ৬০; [৩:১০] লুক ২:৪৬; [৩:১১] যোহন ১:১৮; ৭:১৬, ১৭; [৩:১১] পদ: ৩২; [৩:১৩] হিভো ৩০:৪; প্রেরি ২:৩৪; ইফি ৪:৮-১০; [৩:১৩] পদ: ৩১; যোহন ৬:৩৮, ৪২; ইব্রী ৪:১৪; ৯:২৪;

বিপরীতার্থক। পৌলের রচনাসমূহে এ ধরনের শব্দ বেশি রয়েছে, যদিও ‘দেহ’ শব্দটি পৌলের রচনার মত ‘নৈতিক’ অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়নি। এটি আত্মিক ও জাগতিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে। আমাদের প্রভু এখানে ব্যক্ত করছেন যে, প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য সেই উৎস দ্বারা স্থিরীকৃত, যা তাদের জন্ম দান করে।

**৩:৭ তোমাকে।** মূল গ্রীক শব্দটি বহুবচনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কথা সকলের প্রতি প্রয়োগ করা যায়, কেবল নীকদীম নয়।

**আবশ্যিক।** কোন ব্যতিক্রম বা বিকল্প পথ নেই।

**৩:৮ বায়ু যে দিকে ইচ্ছা করে সেই দিকে বয়ে যায়।** এখানে ‘বায়ু’ এবং ‘আত্মা’ সমার্থক শব্দ। আত্মা বায়ুর মত যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করেন, এটাই তাঁর কাজের সার্বভৌম বৈশিষ্ট্য। পবিত্র আত্মা সার্বজনীন ও সার্বভৌম, তাঁর সমস্ত গতিবিধি মানবীয় নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে।

**৩:১০ ইস্রায়েলের শিক্ষক।** গ্রীক ভাষায় ‘শিক্ষক’ শব্দটি বহুবচনে উল্লেখ করা হয়েছে, সুতরাং শব্দটি এখানে প্রতিনিধিত্বমূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা নিজেদেরকে ইস্রায়েলের শিক্ষক বলে দাবী করে, এখানে তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করছেন নীকদীম।

**৩:১১ আমরা।** সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর প্রেরিতদেরকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কথাগুলো খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বেলায় সত্য এবং খ্রীষ্টের বেলায়ও সত্য। ১:৭ পদের নোট দেখুন। যীশু খ্রীষ্ট পরিষ্কারভাবে রব্বিবাদী শিক্ষকদের থেকে নিজেকে পৃথক করে দেখিয়েছেন এবং তাদের শিক্ষায় কর্তৃত্বকে অভাবের প্রতি নির্দেশ করেছেন। আবার শুধুমাত্র বক্তব্যটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করার জন্যও বহুবচনে বলা হতে পারে, যা পৌল কখনো কখনো করেছেন।

**৩:১২ জগতের বিষয়ের ... স্বর্গীয় বিষয়ের।**

‘জগতের বিষয়’ অবশ্যই পূর্ববর্তী শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। ‘স্বর্গীয় বিষয়’ হচ্ছে সেই সত্য, যা পৃথিবীতে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হতে পারে না।

**৩:১৩ স্বর্গে কেউ উঠে নি ... নেমেছেন।** অনেক পণ্ডিত মনে করেন, এটি হচ্ছে সেই অবস্থান, যেখান থেকে যীশু খ্রীষ্ট অবতরণ করেছেন এবং যে অবস্থানে তিনি স্বর্গারোহণের পর ফিরে গিয়েছিলেন। ‘নেমেছেন’ বলতে অবশ্যই তাঁর মাংসে মর্তিমান হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

**মনুষ্য পুত্র।** যীশু খ্রীষ্টের পছন্দসই পরিচিতিমূলক উপাধি (মার্ক ৮:৩১; লুক ৬:৫; ১৯:১০ পদের নোট দেখুন)।

যিনি স্বর্গে থাকেন। এই বাক্যাংশটিকে খ্রীষ্টের পূর্ব-অস্তিত্ব অর্থে ব্যাখ্যা করা যায় এবং এটি তাঁর স্বর্গীয় কর্তৃত্ব তুলে ধরে।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

স্বর্গে থাকেন। <sup>১৪</sup> আর মোশি যেমন মরুভূমিতে সেই সাপকে উঁচুতে উঠিয়েছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রকেও উঁচুতে তোলা হতে হবে, <sup>১৫</sup> যেন, যে কেউ তাঁতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পায়।

<sup>১৬</sup> কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করলেন যে, তাঁর এক জাত পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।

<sup>১৭</sup> কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নি, কিন্তু জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিভ্রাণ পায় সেজন্য তিনি তাঁকে প্রেরণ করেছেন। <sup>১৮</sup> যে তাঁতে বিশ্বাস করে, তার বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস করে না, তাঁর বিচার হয়ে গেছে, যেহেতু সে

[ত:১৩] দে: মথি ৮:২০; [ত:১৪] গণনা ২১:৮, ৯; [ত:১৪] দে: যোহন ১২:৩২; [ত:১৫] পদ: ১৬, ৩৬; আদি ১৫:৬; গণনা ১৪:১১; মথি ২৭:৪২; মার্ক ১:১৫; যোহন ১:৭, ১২; ২:২৩; ৫:২৪; ৭:৩৮; ২০:২৯; প্রেরি ১৩:৩৯; ১৬:৩১; রোমী ৩:২২; ১০:৯, ১০; ১যোহন ৫:১, ৫, ১০; [ত:১৫] পদ: ১৬, ৩৬; দে: মথি ২৫:৪৬; যোহন ২০:৩১; [ত:১৬] রোমী ৫:৮; ইফি ২:৪; ১যোহন ৪:৯, ১০; [ত:১৬] যিশা ৯:৬; রোমী ৮:৩২; [ত:১৬] আদি ২২:১২; যোহন ১:১৮; [ত:১৬] দে: পদ: ১৫; [ত:১৬] পদ: ৩৬; যোহন ৬:২৯, ৪০; ১১:২৫, ২৬; [ত:১৭] যোহন ৬:২৯, ৫৭; ১০:৩৬; ১১:৪২; ১৭:৮, ২১; ২০:২১; [ত:১৭] যিশা ৫৩:১১; দে: মথি ১:২১; দে: লুক ২:১১; ১৯:১০; যোহন ১:২৯; ১২:৪৭; দে: রোমী ১১:১৪; ১তীম ১:১৫; ২:৫, ৬; ১যোহন ২:২; ৩:৫; [ত:১৮] যোহন ৫:২৪; [ত:১৮] যোহন ১:১৮; ১যোহন ৪:৯;

**৩:১৪ উঁচুতে উঠিয়েছিলেন।** ১২:৩১-৩২ পদের নোট দেখুন। পুরাতন নিয়মে মোশির পিতলের তৈরি সাপের ঘটনা (গণনা ২১:৮, ৯) দ্বারা এই পৃথিবীতে মনুষ্যপুত্রের পরিচর্যা কাজ রূপায়িত হয়েছে। উঁচুতে উঠিয়েছেন বলতে স্পষ্টভাবে ক্রুশে বিদ্ধ করা বোঝায়, মহিমাম্বিতকরণ নয়। পিতলের সাপ উত্তোলন করার কারণ ছিল, ইস্রায়েলরা যেন সাপের আঘাত ও বিষের মৃত্যুজনক কষ্ট স্মরণ করে অনুতাপ করতে পারে। ঈশ্বর তাদের পাপ দেখালেন। ক্রুশে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর যন্ত্রণাকেও আমাদের সেভাবে দেখা প্রয়োজন।

**হতে হবে।** আবশ্যিকতা, অর্থাৎ ঈশ্বর এই ঘটনা অবশ্যই ঘটাবেন এবং আমাদেরকে অবশ্যই তা বিশ্বাস করতে হবে।

**৩:১৫ অনন্ত জীবন।** ঈশ্বরের সাথে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ সহভাগিতা, যা অনন্ত কালের জন্য বিদ্যমান থাকবে।

**৩:১৬ ঈশ্বর পৃথিবীকে এমন প্রেম করলেন।** এ এক মহান সত্য, যা ঈশ্বরের পরিভ্রাণের পরি-কল্পনার মূল অনুপ্রেরণা (১ যোহন ৪:৯-১০)। জগত। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ বা হয়তোবা সমস্ত সৃষ্টি (১:৯ পদের নোট দেখুন)।

**একজাত পুত্র।** যোহন ১:১৪, ১৮; আদি

২২:২, ১৬; রোমীয় ৮:৩২ পদের সাথে তুলনা করুন। যাত্রা ৪:২২-২৩; দ্বিঃবিঃ ১৪:১; ৩২:৫-৬; গীত ৭৩:১৫; ৮২:৬; হোশেয় ১:১০; মালাখি ১:৬ পদ দেখুন, যেখানে ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বর তাঁর সন্তান বলে ব্যক্ত করেছেন; একে এক আত্মিক সম্পর্ক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ইস্রায়েল সম্মিলিত জাতিগত অর্থে ঈশ্বরকে পিতা বলেছে, কিন্তু যীশু একক ও ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরকে পিতা বলেন। যদিও সকল বিশ্বাসীদের ‘ঈশ্বরের পুত্র’ বলা হয়েছে (২ করি ৬:১৮; প্রকা ২১:৭), তথাপি যীশু অতুলনীয়ভাবে ঈশ্বরের একজাত পুত্র।

**পুত্রকে দান করলেন ... অনন্ত জীবন পায়।** মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা সার্বজনীন। এই ভালবাসার প্রকাশ ত্যাগস্বীকারমূলক। এর উদ্দেশ্য বিশ্বাসীদের অনন্ত জীবন দান করা। এখানে ‘পায়’ শব্দটি বর্তমান কাল হিসেবে উল্লেখ করায় বোঝা যায় যে, বিশ্বাসীদের সেই অনন্ত জীবন বর্তমানে রয়েছে (যিশা ৯:৬ দেখুন)।

**৩:১৮ বিশ্বাস করে ... বিশ্বাস করে না।** যোহন ক্ষণিকের বিশ্বাস ও সন্দেহ সম্পর্কে বলছেন না, কিন্তু অবরিত ও স্থায়ী মনোভাবের কথা বলছেন। নতুন নিয়মে বিশ্বাস বুদ্ধিবৃত্তিক

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

ঈশ্বরের এক জাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নি। <sup>১৯</sup> আর সেই বিচার এই যে, পৃথিবীতে আলো এসেছে এবং মানুষেরা আলো থেকে অন্ধকার বেশি ভালবাসলো, কেননা তাদের কাজগুলো মন্দ ছিল। <sup>২০</sup> কারণ যে কেউ মন্দ আচরণ করে, সে আলো ঘৃণা করে এবং সে জ্যোতির কাছে আসে না, পাছে তার কাজ সকলের দোষ ব্যক্ত হয়। <sup>২১</sup> কিন্তু যে যা সত্যি তা পালন করে, সে জ্যোতির কাছে আসে, যেন তার কাজগুলো ঈশ্বরের ইচ্ছামত সাধিত বলে প্রকাশ পায়।

#### যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য

<sup>২২</sup> তারপর যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা যিহূদিয়া দেশে আসলেন, আর তিনি সেখানে তাঁদের সঙ্গে থাকলেন এবং বাপ্তিস্ম দিতে লাগলেন। <sup>২৩</sup> আর যোহনও শালীমের নিকটবর্তী ঐনোন নামে একটি স্থানে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, কারণ সেই স্থানে অনেক জল ছিল; <sup>২৪</sup> আর লোকেরা এসে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতো, কারণ তখনও যোহন কারাগারে নিষ্কিণ্ত হন নি।

<sup>২৫</sup> তখন এক জন যিহূদীর সঙ্গে শুচিকরণ বিষয়ে যোহনের শিষ্যদের তর্ক হল। <sup>২৬</sup> পরে তারা যোহনের কাছে এসে তাঁকে বললো, রবি, যিনি যর্দন নদীর ওপারে আপনার সঙ্গে ছিলেন, যাঁর বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছেন, দেখুন, তিনি বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন এবং সকলে তাঁর কাছে যাচ্ছে। <sup>২৭</sup> যোহন উত্তরে বললেন, স্বর্গ থেকে মানুষকে যা দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া

[৩:১৯] দে: যোহন ১:৪; [৩:১৯] গীত ৫২:৩; যোহন ৭:৭; [৩:২০] ইফি ৫:১১, ১৩; [৩:২২] যোহন ৪:২; [৩:২৩] দে: মথি ৩:১; [৩:২৪] মথি ৪:১২; ১৪:৩; [৩:২৫] যোহন ২:৬; [৩:২৬] দে: মথি ২৩:৭; [৩:২৬] যোহন ১:৭;

সম্মতির চেয়েও বেশি কিছু বোঝায়। গ্রীক ভাষায় শব্দটির (পিসতিস) অর্থ হচ্ছে অনুগত, প্রতিশ্রুত, আস্থা, নির্ভরতা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উপরে।

**৩:১৯ আলো ... অন্ধকার।** যোহন ১:৫ পদ দেখুন। মন্দ কাজ সুনির্দিষ্টভাবে অন্ধকারের সাথে সম্পর্কিত; আলো বা আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশি পছন্দ করার ফলে মানুষের উপরে শান্তি নেমে আসবে (পদ ১৬)।

**৩:২০ পাছে তার কর্ম সকলের দোষ ব্যক্ত হয়।** মানুষের অন্ধকারকে ভালবাসে তার অপকর্ম লুকানোর জন্য। অন্যদিকে যাদের কাজ সত্য, তারা আলোকে স্বাগত জানায় যেন সে তা প্রকাশ করতে পারে।

**৩:২২ বাপ্তিস্ম দিতে লাগলেন।** যোহন ৪:২ অনুসারে প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টের প্রেরিতরা বাপ্তিস্ম দিতেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাজ ও যীশু খ্রীষ্টের কাজের ঐতিহাসিক সম্পর্ক এখানে বিবৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী সুসমাচারগুলোর সাথে সাদৃশ্য বিচারে বলা যায় যে, যীশু খ্রীষ্ট সে সময়

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মতই মন পরিবর্তনের সুসমাচার প্রচার করছিলেন।

**৩:২৩ ঐনোন।** সম্ভবত যর্দনের পশ্চিমে স্কিথোপলি (বেথ-শান) এর প্রায় আট মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

**৩:২৫ শুচিকরণ বিষয়ে ... তর্ক হল।** ডেড সী স্ক্রোল থেকে দেখা যায় যে, কিছু কিছু যিহূদী আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র হওয়ার জন্য এবং সং পথে থাকতে গভীরভাবে চেষ্টা করতো।

**৩:২৬ সাক্ষ্য দিয়েছেন।** যোহন ১:৭ পদের নোট দেখুন। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রেরিতরা জানতো যে, তিনি যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন; কিন্তু তারা তাদের শিক্ষককে ভালবাসতো এবং এই কারণে তারা যীশু খ্রীষ্টের কৃতকার্যতায় ঈর্ষান্বিত ছিল।

**৩:২৭ স্বর্গ থেকে ... গ্রহণ করতে পারে না।** কথাটি যীশু ও বাপ্তিস্মদাতা যোহন উভয়ের বেলায় সত্য। উভয়েই ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই সুসমাচারে ‘দেওয়া’ ক্রিয়াটি ৭৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে;

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

সে আর কিছুই গ্রহণ করতে পারে না।<sup>২৬</sup> তোমরা নিজেরাই আমার সাক্ষী যে, আমি বলেছি, আমি সেই খ্রীষ্ট নই, কিন্তু তাঁর আগে প্রেরিত হয়েছি।<sup>২৭</sup> যে ব্যক্তি কন্যাকে পেয়েছে, সেই বর; কিন্তু বরের বন্ধু যে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শোনে, সে বরের গলার শব্দ শুনে অতিশয় আনন্দিত হয়; অতএব আমার এই আনন্দ পূর্ণ হল।<sup>২৮</sup> তাঁকে বৃদ্ধি পেতে হবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পেতে হবে।

#### যিনি স্বর্গ থেকে আসেন

<sup>২৯</sup> যিনি উপর থেকে আসেন, তিনি সর্বপ্রধান; যে পৃথিবী থেকে, সে পৃথিবীর এবং পৃথিবীরই কথা বলে; যিনি স্বর্গ থেকে আসেন, তিনি সর্বপ্রধান।<sup>৩০</sup> তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন, তারই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আর তাঁর সাক্ষ্য কেউ গ্রহণ করে না।<sup>৩১</sup> যে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে, সে এতে প্রমাণ করে যে, ঈশ্বর সত্য।<sup>৩২</sup> কারণ ঈশ্বর যাকে প্রেরণ করেছেন,

[৩:২৮] যোহন ১:২০, ২৩; [৩:২৯] মথি ৯:১৫; [৩:২৯] যোহন ১৬:২৪; ১৭:১৩; ফিলি ২:২; ১যোহন ১:৪; ২যোহন ১২; [৩:৩১] পদ: ১৩; [৩:৩১] যোহন ৮:২৩; ১যোহন ৪:৫; [৩:৩২] যোহন ৮:২৬; ১৫:১৫; [৩:৩২] পদ: ১১; [৩:৩৪] দে: পদ: ১৭; [৩:৩৪] যিশা ৪২:১; মথি ১২:১৮; লূক ৪:১৮; প্রেরি ১০:৩৮;

বিশেষভাবে পিতা পুত্রকে যে সমস্ত দান দিয়েছেন, সে সবের বেলায়। এটি ছিল যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গীয় কর্তৃত্ব প্রকাশক, যা অন্য কেউ নিয়ে নিতে পারে না।

**৩:২৯ বর।** বিবাহ অনুষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি; এখানে যীশুকে বোঝানো হচ্ছে। মিত্র বা বরের সঙ্গী সেখানে রয়েছেন কেবলমাত্র বরকে সাহায্য করার জন্য, যা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের ভূমিকাকে বর্ণনা করে।

**অতিশয় আনন্দিত হয়।** তিনি নিজে মঞ্চ উপবিষ্ট থাকার কারণে নয়, কিন্তু বর সেখানে আছেন বলেই আনন্দিত। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের আনন্দ যীশু খ্রীষ্টের কৃতকার্যতায় পূর্ণ হয়। বাপ্তিস্মদাতা যোহন নিজের কাজকে কেবল প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে দেখেন, যা বরের সঙ্গীর কাজের মত। তার কাজ হচ্ছে বরের আনন্দে আনন্দিত হওয়া (মথি ২২ ও ২৫ অধ্যায় দেখুন)। খ্রীষ্টের কনে হিসেবে মণ্ডলীর ধারণা অন্যান্য স্থানে, বিশেষভাবে ইফি ৫:২২-৩৩ পদে স্পষ্টত দেখা যায়।

**৩:৩০ তাঁকে বৃদ্ধি পেতে হবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পেতে হবে।** বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে যীশু খ্রীষ্টের জন্য পথ প্রস্তুত করতে পাঠানো হয়েছে এবং এখানে তাঁর অবস্থানকে পুনর্নিশ্চিত করা হয়েছে।

**৩:৩১ যিনি উপর থেকে আসেন।** যীশু খ্রীষ্ট,

যিনি স্বর্গ থেকে এসেছেন (১ করি ১৫:৪৭)।

**যে পৃথিবী থেকে।** এটি একটি সাধারণ প্রকাশভঙ্গি, যা যে কারও বেলায় প্রয়োগ করা যেতে পারে; কিন্তু এখানে সম্বোধনটি বিশেষত বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

**৩:৩২ তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন।** যীশু খ্রীষ্ট তাঁর স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা দিয়েছেন।

**কেউ গ্রহণ করে না।** এ বোঝানো হচ্ছে না যে, তিনি যা বলেছেন তা কোন ব্যক্তি গ্রহণ করে নি (পদ ৩৩ দেখুন), কিন্তু সাধারণ অর্থে লোকেরা তাঁর শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

**৩:৩৩ যে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে।** যখন কেউ খ্রীষ্টের সাক্ষ্য গ্রহণ করে, তখন সে এই সত্য গ্রহণ করে যে, যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গ থেকে এসেছেন এবং পৃথিবীর পরিব্রাজকের জন্য ঈশ্বর তাঁর মাধ্যমে কাজ করছেন। এর মাধ্যমে তিনি সাক্ষ্য দেন যে, ঈশ্বর সত্যবাদী।

**৩:৩৪ ঈশ্বর যাকে প্রেরণ করেছেন।** সমস্ত ভাববাদীকেই ঈশ্বর প্রেরণ করে থাকেন। সাধারণ মানুষ এটাই বিশ্বাস করে। তাই যারা যীশু খ্রীষ্টকে একজন ভাববাদী বলে মনে করত তাদের মনেও এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, যীশুকে ঈশ্বরই প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এখানে যীশু নিজের প্রসঙ্গে কথা বলেছেন যিনি শুধু ভাববাদী নন কিন্তু খ্রীষ্ট হিসাবে যিনি ঈশ্বরের

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৩ অধ্যায়

তিনি ঈশ্বরের বাক্য বলেন; কারণ ঈশ্বর আত্মাকে মেপে দেন না। ৩৫ পিতা পুত্রকে প্রেম করেন এবং সমস্তই তাঁর হাতে দিয়েছেন। ৩৬ যে কেউ পুত্রের উপর বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে; কিন্তু যে কেউ পুত্রকে অমান্য করে, সে জীবন দেখতে পাবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তার উপরে অবস্থিতি করবে।

[৩:৩৫] দে: মথি ২৮:১৮; [৩:৩৬] দে: পদ: ১৫; যোহন ৫:২৪; ৬:৪৭।

সঙ্গে ছিলেন তিনিই তাঁকে প্রেরণ করেছেন।

মেপে দেন না। কেউ কেউ মনে করে যে, ঈশ্বর কেবল যীশুকেই অপরিমেয়ভাবে আত্মা দান করেছেন। ঈশ্বর সকলকে তাদের প্রাপ্য অনুসারে প্রচুর পরিমাণে পবিত্র আত্মা দান করেন। এখানে ‘মেপে দেন না’-এর প্রকৃত অর্থ হবে ‘অবারিতভাবে’ দেন। ৩৫ পদ দ্বারা এ অর্থ পরিস্কার করা হয়েছে, যা পুত্রের প্রতি পিতার দানের কথা বলে।

৩:৩৫ সমস্তই তাঁর হাতে দিয়েছেন। খ্রীষ্টের উৎকৃষ্টতা প্রকাশ করা হয়েছে; কেবল সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় নয়, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে (যোহন ৫:২২,২৭; ৫:২৬; ১২:৪৯; ১৭:২; ১৭:২৪

দেখুন)।

৩:৩৬ অনন্ত জীবন পেয়েছে। অনন্ত জীবন বর্তমানেই প্রাপ্য এক অধিকার; এই জীবন বিশ্বাসীগণ পরবর্তীতে লাভ করবেন এমন নয় (১৫ পদের নোট দেখুন)।

ঈশ্বরের ক্রোধ। ঈশ্বর সমস্ত মন্দের ঘোর বিরোধী। যোহন লিখিত সুসমাচারে ‘ক্রোধ’ শব্দটি শুধুমাত্র এই পদে ব্যবহৃত হয়েছে (রোমীয় ১:১৮ পদের নোট দেখুন)।

অবস্থিতি করবে। পাপীদের উপর থেকে ঈশ্বরের ক্রোধ কখনও নির্বাপিত হবে না কিংবা তা ক্রমশ হ্রাস পাবে না; মন্দতার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ সর্বদাই স্থায়ী।

#### যোহন ৩ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

যিহূদী ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে নীকদীম নামে এক জন ব্যক্তি এক দিন রাতের বেলায় প্রভু যীশুর সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যীশু ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত একজন গুরু। কথা প্রসঙ্গে যীশু তাকে নতুন করে জন্ম নেবার কথা বলেন। তিনি তাকে শিখালেন যে, নতুন জন্ম না নিলে, কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পায় না। নীকদীম প্রভু যীশুর কথা সেই সময় বুঝে উঠতে সক্ষম হন নি। যীশু দেখিয়েছেন ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে জগতকে ভালবেসেছেন এবং জগতের জন্য পুত্রকে দান করেছেন (৩:১-২১)। এর পর আবারও যোহনের সাক্ষ্য দেখা যায়। তিনি বলেন যে, স্বর্গ থেকেই তাঁকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর হাতেই কণেকে দেওয়া হয়েছে, তিনিই মশীহ। যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে তাঁরা অনন্ত জীবন পাবে। আর যারা বিশ্বাস করবে না তাদের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ অবস্থিতি করবে (৩:২২-৩৬)।

#### যোহন ৩ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

১. নীকদীম কে ছিলেন? (১ পদ)
২. নতুন জন্ম সম্পর্কে যীশু তাঁকে কি বলেছিলেন? (৩-৯ পদ)



### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

৩. যদি কোন ব্যক্তিকে পরিত্রাণ পেতে হয় তবে তার ভেতর কোন আশ্চর্য কাজটি ঘটতে হবে? (৩ পদ)
৪. ৪ পদে উল্লেখিত প্রশ্নটিতে নীকদিমের বিষয়ে কি প্রমাণিত হয়? (১ করিন্থীয় ২:১৪ পদ)
৫. একজন মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের আত্মার প্রথম কাজটি কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? (৮ পদ)
৬. ধর্ম-শিক্ষক বা পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও কারও বিষয়ে কোন ব্যাপারটি সত্যি হতে পারে? (১০ পদ)
৭. যীশু খ্রীষ্ট ছাড়া আর অন্য কেউ কি আত্মিক সত্য প্রকাশের জন্য স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন? (১৩ পদ)
৮. খ্রীষ্ট কেন এই জগতে এসেছিলেন? (১৬ পদ)
৯. মানুষ কি ভালবাসে? কেন? (১৯ পদ)
১০. কেন এত লোক খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে সরে গেল? (২০ পদ)
১১. যোহন কোন আইন উপেক্ষা করছিল বলে কিছু লোক মনে করেছিল? (২৫ পদ)
১২. যোহন কোন ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ করেছিলেন? (২৮ পদ; মালাখি ৩:১ পদ)
১৩. যীশু তাঁর মতবাদ কোথা থেকে পেয়েছেন বলে তিনি বলেছিলেন? (৩৪ পদ)
১৪. যারা ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাস করে তাদের পুরস্কার কি? (৩৬ পদ)

### শমরিয়ার এক জন খ্রীলোক

**৪**<sup>১</sup> যীশু যখন জানলেন যে, ফরীশীরা শুনেছে, ‘যীশু যোহনের চেয়ে বেশি শিষ্য করেন এবং বাপ্তিস্ম দেন’—<sup>২</sup> কিন্তু যীশু নিজে বাপ্তিস্ম দিতেন না, তাঁর শিষ্যেরাই দিতেন—<sup>৩</sup> তখন তিনি যিহূদিয়া ত্যাগ করলেন এবং পুনর্বীর গালীলে চলে গেলেন, <sup>৪</sup> আর শমরিয়ার

[৪:১] যোহন ৩:২২, ২৬; [৪:৩] যোহন ৩:২২; [৪:৪] দে: মথি ১০:৫;

**৪:১** ফরীশীরা শুনেছে। যিহূদী ফরীশীরা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিল (১:২৪ পদের নোট দেখুন) এবং এখন তারা যীশু খ্রীষ্টের প্রতিও মনোযোগ দিচ্ছে।  
**৪:২** তাঁর শিষ্যেরাই দিতেন। শিষ্যেরাই যীশু খ্রীষ্টের অনুমোদন নিয়ে বা তাঁর পক্ষে বাপ্তিস্ম দিতেন (৩:২২)।  
**৪:৩** যিহূদিয়া ত্যাগ করলেন। সফলতার কারণে

যীশু খ্রীষ্ট যিহূদিয়া থেকে চলে যেতে বাধ্য হলেন (যা বাধা সৃষ্টি করে, যোহন ৭:১), ব্যর্থতার কারণে নয়।

**৪:৪** শমরিয়া। এখানে সম্পূর্ণ অঞ্চল, কেবল নগর নয়। যিহূদীরা প্রায়ই যর্দন পার হয়ে এবং পূর্ব পাশের দিকে ভ্রমণ করে শমরিয়া এড়িয়ে চলতো (মথি ১০:৫; লূক ৯:৫২ পদের নোট দেখুন)।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হল।<sup>৫</sup> তাতে তিনি শুখর নামক শমরীয়ার একটি নগরের কাছে গেলেন; যাকোব তাঁর পুত্র যোষেফকে যে ভূমি দান করেছিলেন, সেই নগর তার নিকটবর্তী।<sup>৬</sup> আর সেই স্থানে যাকোবের কূপ ছিল। তখন তিনি পথশ্রান্ত হওয়াতে অমনি সেই কূপের পাশে বসলেন। বেলা তখন অনুমান ষষ্ঠ ঘটিকা। শমরীয়ার এক জন স্ত্রীলোক সেই কূপ থেকে জল তুলতে আসল।

<sup>৭</sup> যীশু তাকে বললেন, আমাকে পান করার জল দাও।<sup>৮</sup> কেননা তাঁর শিষ্যেরা খাদ্য ক্রয় করতে নগরে গিয়েছিলেন।<sup>৯</sup> তাতে শমরীয় স্ত্রীলোকটি বললো, আপনি যিহূদী হয়ে কেমন করে আমার কাছে পান করার জল চাচ্ছেন? আমি তো শমরীয় স্ত্রীলোক। –কেননা শমরীয়দের সঙ্গে যিহূদীদের কোন দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নেই। –<sup>১০</sup> উত্তরে যীশু তাকে বললেন, তুমি যদি জানতে, ঈশ্বরের দান কি, আর কে তোমাকে বলছে, ‘আমাকে পান করার জল দেও’, তবে তাঁরই কাছে তুমি যাচঞা করতে এবং তিনি তোমাকে জীবন্ত জল দিতেন।<sup>১১</sup> স্ত্রীলোকটি তাঁকে বললো, গুরু, জল তুলবার কোন পাত্র আপনার কাছে নেই, কূপটিও গভীর; তবে সেই জীবন্ত জল কোথা থেকে পেলেন?<sup>১২</sup> আমাদের পূর্বপুরুষ যাকোব

[৪:৫] আদি ৩৩:১৯; যিহো ২৪:৩২; [৪:৭] আদি ২৪:১৭; ১রাজা ১৭:১০; [৪:৮] পদ: ৫, ৩৯; [৪:৯] দে: মথি ১০:৫; [৪:১০] যিশা ৪৪:৩; ৫৫:১; যির ২:১৩; ১৭:১৩; সখ ১৪:৮; যোহন ৭:৩৭, ৩৮; প্রকা ৭:১৭; ২১:৬; ২২:১, ১৭; [৪:১২] পদ: ৬;

তাঁকে যেতে হল। আবশ্যিকতা যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের মূল নীতি, ভৌগলিক প্রেক্ষাপট নয়।

**৪:৫ শুখর।** শিখিমের নিকটবর্তী একটি ছোট গ্রাম। যাকোব শিখিমের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কিছু জমি কিনেছিলেন (আদি ৩৩:১৮-১৯) এবং সেই জমি তিনি পরবর্তীতে যোষেফকে দিয়েছিলেন (আদি ৪৮:২১-২২)।

**৪:৬ যাকোবের কূপ।** পবিত্র বাইবেলের আর কোথাও এই কূপের উল্লেখ নেই।

**ষষ্ঠ ঘটিকা।** প্রায় দুপুর ১২টা।

**৪:৭ জল তুলতে।** লোকেরা স্বাভাবিকভাবে দিনের শেষ দিকে অর্থাৎ দিনের সবচেয়ে ঠাণ্ডা সময়ে জল তুলতো, দিনের মধ্যে দুপুরের গরমে নয় (আদি ২৪:১১ দেখুন)।

**৪:৯ শমরীয়দের ... সম্পর্ক নেই।** একজন যিহূদী আনুষ্ঠানিকভাবে অশুচি হয়ে পড়তো, যদি সে কোন শমরীয় ব্যক্তির ছোঁয়া পানীয়ের পাত্র ব্যবহার করতো; কারণ যিহূদীরা মনে করতো যে, সকল শমরীয় ‘অশুচি’ ছিল।

**৪:১০ ঈশ্বরের দান।** দান বলতে খ্রীষ্টের মাধ্যমে

ঈশ্বরের দত্ত অনুগ্রহ বোঝানো হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট জীবন দেন এবং তা তিনি বিনামূল্যেই দেন। ‘দান’ শব্দটি প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকে বা পত্রসমূহে সবসময় স্বর্গীয় দান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ঈশ্বরের আত্মাকে দানরূপে দেখানো হচ্ছে, ঠিক যেরূপ প্রেরিত পুস্তকে দেখানো হয়েছে।

**কে তোমাকে বলছে।** আত্মার দান কেবল যীশু খ্রীষ্ট দিতে পারেন। যদি সেই স্ত্রীলোক জানতো যে, যীশু খ্রীষ্টের এরূপ দান দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে, তাহলে সে তার অনুরোধ পরিবর্তন করতো।

**জীবন্ত জল।** যোহন ৭:৩৮-৩৯ পদে এর মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মাকে বোঝানো হয়েছে, কিন্তু এখানে এটি জীবন বোঝায় (পদ ১৪ দেখুন)। পুরাতন নিয়মে রূপক অর্থে শব্দটি পাওয়া যায় (হিতো ১৩:১৪; যির ১৭:১৩; সখ ১৪:৮ দেখুন)।

**৪:১২ পূর্বপুরুষ যাকোব।** অতীতের সম্মান এই স্ত্রীলোকটিকে তার সামনে বর্তমান মহান সুযোগ দেখতে বাধা দিচ্ছিল।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

থেকে কি আপনি মহান? তিনিই আমাদেরকে এই কূপ দিয়েছেন, আর এর জল তিনি নিজে ও তাঁর পুত্ররা পান করতেন, তাঁর পশুপালও পান করতো। <sup>১৭</sup> উত্তরে যীশু তাকে বললেন, যে কেউ এই জল পান করে, তার আবার পিপাসা পাবে; <sup>১৮</sup> কিন্তু আমি যে জল দেব, তা যে কেউ পান করে, তার পিপাসা আর কখনও হবে না; বরং আমি তাকে যে জল দেব, তা তার অন্তরে এমন জলের ফোয়ারা হবে, যা অনন্ত জীবন পর্যন্ত উথলে উঠবে। <sup>১৯</sup> স্ত্রীলোকটি তাঁকে বললো, গুরু, সেই জল আমাকে দিন, যেন আমার পিপাসা না পায় এবং জল তুলবার জন্য এতটা পথ হেঁটে আসতে না হয়।

<sup>২০</sup> যীশু তাকে বললেন, যাও, তোমার স্বামীকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো। <sup>২১</sup> স্ত্রীলোকটি উত্তরে তাঁকে বললো, আমার স্বামী নেই। <sup>২২</sup> যীশু তাকে বললেন, তুমি ভালই বলেছ তোমার স্বামী নেই; কেননা ইতোমধ্যে তোমার পাঁচটি স্বামী হয়ে গেছে, আর এখন তোমার যে আছে, সে তোমার স্বামী নয়; এই কথা সত্যি বলেছ। <sup>২৩</sup> স্ত্রীলোকটি তাঁকে বললো, গুরু, আমি দেখছি যে, আপনি এক জন ভাববাদী। <sup>২৪</sup> আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পর্বতে উপাসনা করতেন, আর আপনারা বলে থাকেন, যে স্থানে উপাসনা করা উচিত, সে স্থানটি যিরূশালেমেই আছে। <sup>২৫</sup> যীশু তাকে বলেন, হে নারী, আমার কথায় বিশ্বাস কর; এমন সময় আসছে, যখন তোমরা না এই পর্বতে, না যিরূশালেমে পিতার উপাসনা করবে।

[৪:১৪] যোহন ৬:৩৫; [৪:১৪] যিশা ১২:৩; ৫৮:১১; যোহন ৭:৩৮; [৪:১৪] দে: মথি ২৫:৪৬; [৪:১৫] যোহন ৬:৩৪; [৪:১৬] দে: মথি ২১:১১; [৪:২০] দ্বি:বি: ১১:২৯; যিহো ৮:৩৩; [৪:২০] লূক ৯:৫৩; [৪:২১] যোহন ৫:২৮; ১৬:২; [৪:২১] মালা ১:১১; ১তীম ২:৮;

**৪:১৪ উথলে উঠবে।** প্রকাশভঙ্গিটি খুব তেজস্বী, যার অর্থ ‘কেঁপে ওঠা’। যীশু খ্রীষ্ট এখানে বেগমান, প্রাচুর্যপূর্ণ জীবনের কথা বলছেন (যোহন ১০:১০ দেখুন)।

**৪:১৮ পাঁচটি স্বামী।** যিহূদীরা মনে করতো যে, একজন স্ত্রীলোক বেশি হলে দু’বার বা সর্বোচ্চ তিনবার ত্যাগপ্রাপ্ত হতে পারে। যদি শমরীয়দের মধ্যে এই একই রীতি থাকে, তাহলে মহিলাটির জীবন ভীষণভাবে অনৈতিক ছিল। আবার দেখা যায় সে তার বর্তমান স্বামীকে প্রকৃত অর্থে বিয়ে করে নি।

**৪:১৯ আপনি একজন ভাববাদী।** খ্রীষ্টের বিশেষ দূরদৃষ্টির কারণে এই উপাধি তাঁকে দেওয়া হল।

**৪:২০ এই পর্বতে।** উপাসনার সঠিক স্থান নিয়ে যিহূদী ও শমরীয়দের মধ্যে বহুদিন যাবত এক তর্কের বিষয় হয়ে আসছিল। শমরীয়রা মনে করতো যে, ‘এই পর্বত’ অর্থাৎ গরিষীম পর্বত বিশেষভাবে পবিত্র। অব্রাহাম ও যাকোব

সাধারণ এলাকায় বেদি নির্মাণ করেছিলেন (আদি ১২:৭; ৩৩:২০) এবং লোকেরা এই পর্বত থেকে আশীর্বাদ পেয়ে আসছে (দ্বিঃবিঃ ১১:২৯; ২৭:১২)। শমরীয়দের পুস্তকে গরিষীম পর্বত হচ্ছে সেই পর্বত, যার উপর মোশি বেদি নির্মাণের আদেশ করেছিলেন (দ্বিঃবিঃ ২৭:৪-৬)। শমরীয়রা ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গরিষীম পর্বতে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিল, যেটি ১২৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে যিহূদীরা ধ্বংস করে দিয়েছিল। শমরীয়দের কাছে গরিষীম পর্বত এবং যিহূদীর নিকট যিরূশালেম সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

**৪:২১ এমন সময় আসছে।** বর্তমানে সময় বিরোধের, কিন্তু এমন এক সময় আসছে যখন এ কথা স্পষ্ট হবে যে, উপাসনার জন্য ভৌগলিক স্থান বিবেচ্য বিষয় নয়, আত্মিক পবিত্রতাই মূল বিবেচ্য বিষয় (২৩ পদ)। স্থান নিয়ে বিরোধ সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

<sup>২২</sup> তোমরা যা জান না, তার উপাসনা করছো; আমরা যা জানি, তার উপাসনা করছি, কারণ যিহূদীদের মধ্য দিয়েই পরিভ্রাণ পাবার উপায় এসেছে। <sup>২৩</sup> কিন্তু এমন সময় আসছে, বরং এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার উপাসনা করবে; কারণ বাস্তবিক পিতা এরকম ভজনাকারীদেরই খোঁজ করেন। <sup>২৪</sup> ঈশ্বর আত্মা; আর যারা তাঁর উপাসনা করে, তাদেরকে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করতে হবে। <sup>২৫</sup> স্ত্রীলোকটি তাঁকে বললো, আমি জানি, খ্রীষ্ট, যাকে অভিষিক্ত বলে, তিনি আসছেন, তিনি যখন আসবেন, তখন আমাদেরকে সকলই জানাবেন। <sup>২৬</sup> যীশু তাকে বললেন, তোমার সঙ্গে কথা বলছি যে আমি, আমিই তিনি।

[৪:২২] ২রাজা ১৭:২৮-৪১; [৪:২২] যিশা ২:৩; রোমী ৩:১, ২; ৯:৪, ৫; ১৫:৮, ৯; [৪:২৩] যোহন ৫:২৫; ১৬:৩২; [৪:২৩] ফিলি ৩:৩; [৪:২৪] ফিলি ৩:৩; [৪:২৫] মথি ১:১৬; যোহন ১:৪১; [৪:২৬] যোহন ৮:২৪; ৯:৩৫-৩৭;

**৪:২২ তোমরা যা জান না, তার উপাসনা করছো।** শমরীয় পবিত্র শাস্ত্রে কেবল মোশির পাঁচটি পুস্তক রয়েছে। তারা সত্যিকার ঈশ্বরের উপাসনা করতো বটে, কিন্তু তাঁর প্রত্যাদেশের অধিকাংশ সংরক্ষণে তাদের ব্যর্থতা বোঝায় যে, তারা তাঁর সম্পর্কে খুবই কম জানতো। **যিহূদীদের মধ্য দিয়েই পরিভ্রাণ।** খ্রীষ্ট হবেন একজন যিহূদী বংশোদ্ভূত ব্যক্তি যার মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীতে পরিভ্রাণ আসবে।

**৪:২৩ এমন সময় ... এখনই উপস্থিত।** এখন এমন কিছু নেই যা যিহূদী কি ‘আত্মায় ও সত্যে’ উপাসনা করা থেকে দূরে রাখতে পারে। সত্যের সাথে আত্মাকে সম্পর্কিত করা ‘সত্যিকার উপাসনাকারীর’ ধর্ম। উপাসনার জন্য মূল গুরুত্ব আরোপ করতে হবে আত্মার উপর, যা পরবর্তী পদে দেখা যায়।

**বাস্তবিক পিতা ... খোঁজ করেন।** সত্যিকার উপাসনা আত্মিক হওয়ার মূল কারণ ঈশ্বরের স্বভাবে পাওয়া যায়। তিনি সেরকম উপাসনাকারীদের চান যারা কেবল তাঁর নিজের স্বভাবের অনুসারী।

**৪:২৪ আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করতে হবে।** যীশু খ্রীষ্ট এই পদে দু’টি বিষয় শিক্ষা দিতে চেয়েছেন:

- ১) “আত্মায়”— যে অবস্থায় পৌছালে আমরা প্রকৃত উপাসনা করতে পারি। যদি কেউ ঈশ্বরের কাছে আসতে চায় তবে তাকে

প্রকৃত আন্তরিকতার সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে আসতে হবে ও পবিত্র আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।

- ২) “সত্যে”— খ্রীষ্টই ঈশ্বরের সত্য যেখানে মিথ্যা ও অন্ধকার বাস করে না। খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে থাকলে আমাদের মধ্যে সত্য বাস করে। সুতরাং সত্যে উপাসনা করার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর মধ্যে অবস্থান করতে পারি।

**৪:২৫ খ্রীষ্ট ... সকলই জ্ঞাত করবেন।** মহিলাটির সর্বশেষ চেষ্টা ছিল আলোচনাটি কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া। শমরীয়রা একজন খ্রীষ্টের আশা করছিল বটে; কিন্তু পঞ্চপুস্তক ব্যতীত আর কোন পুস্তক গ্রহণ না করায় বোঝা যায় যে, তারা তাঁর সম্পর্কে খুবই কম জানতো। তারা তাঁকে প্রধানত একজন শিক্ষক হিসেবে মনে করেছিল। কিন্তু এই মহিলার কথা থেকে বোঝা যায়, সে অন্ততপক্ষে একজন ভাববাদীর আশা করছিল (দ্বিঃবিঃ ১৮:১৫)।

**৪:২৬ আমিই তিনি।** এই সুসমাচারে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর বন্দী হওয়া ও বিচারের আগে শুধুমাত্র এই একবার সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনিই খ্রীষ্ট (মার্ক ৯:৪১ দেখুন)। এখানে এমন একজনের কাছে খ্রীষ্ট নিজেকে প্রকাশ করেছেন, যে স্পষ্টত খ্রীষ্টের আগমন প্রত্যাশা করছিল এবং সে এ ধরনের প্রত্যাদেশের জন্য প্রস্তুত ছিল।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

২৭ এই সময় তাঁর শিষ্যেরা আসলেন এবং আশ্চর্য হলেন যে, তিনি এক জন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলছেন, তবুও কেউ বললেন না, আপনি কি চান? কিম্বা, কি জন্য ওর সঙ্গে কথা বলছেন? ২৮ তখন সে স্ত্রীলোকটি নিজের কলসী ফেলে রেখে নগরে গেল, ২৯ আর লোকদেরকে বললো, এসো, এক জন মানুষকে দেখ, আমি যা কিছু করেছি, তিনি সকলই আমাকে বলে দিলেন; তিনিই কি সেই খ্রীষ্ট নন? ৩০ তারা নগর থেকে বের হয়ে তাঁর কাছে আসতে লাগল।

৩১ ইতোমধ্যে শিষ্যেরা তাঁকে বিনতি করে বললেন, রবি, আহার করুন। ৩২ কিন্তু তিনি তাঁদেরকে বললেন, খাবারের জন্য আমার এমন খাদ্য আছে, যা তোমরা জান না। ৩৩ অতএব শিষ্যেরা পরস্পর বলতে লাগলেন, কেউ কি তাঁকে খাদ্য এনে দিয়েছে? ৩৪ যীশু তাঁদেরকে বললেন, আমার খাদ্য এই, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, যেন তাঁর ইচ্ছা পালন করি ও তাঁর কাজ সাধন করি। ৩৫ তোমরা কি বল না, আর চার মাস পরে শস্য কাটার সময় হবে? দেখ, আমি তোমাদেরকে বলছি, চোখ তুলে ক্ষেতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, শস্য এখনই কাটার মত সাদা রংয়ের হয়েছে। ৩৬ যে কাটে সে বেতন পায় এবং অনন্ত জীবনের জন্য শস্য সংগ্রহ করে; যেন, যে বুনে ও যে কাটে, উভয়ে একত্র আনন্দ করে। ৩৭ কেননা এই

[৪:২৭] পদ: ৮; [৪:২৯] পদ: ১৭, ১৮; [৪:২৯] মথি ১২:২৩; যোহন ৭:২৬, ৩১; [৪:৩১] দে: মথি ২৩:৭; [৪:৩২] ইয়োব ২৩:১২; মথি ৪:৪; যোহন ৬:২৭; [৪:৩৪] দে: মথি ২৬:৩৯; [৪:৩৪] দে: যোহন ১৯:৩০; [৪:৩৫] মথি ৯:৩৭; লুক ১০:২; [৪:৩৬] রোমী ১:১৩; [৪:৩৬] দে: মথি ২৫:৪৬;

৪:২৭ আশ্চর্য জ্ঞান করলেন। যিহূদী ধর্মীয় শিক্ষকগণ জনসমক্ষে কদাচিৎ মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতেন। এছাড়া ফরীশী ও রবিদের সাথে মহিলাদের কথা বলার অনুমতি ছিল না। এই কারণেই প্রেরিতরা মহিলাটিকে যীশু খ্রীষ্টের সাথে কথা বলতে দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন।

৪:২৯ আমি যা কিছু করেছি। এটি অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছিল। কিন্তু যীশু তার উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা এই উক্তির মধ্য দিয়ে বোঝা যায়।

৪:৩৩ কেউ কি তাঁকে খাদ্য এনে দিয়েছে? স্ত্রীলোকটির মত প্রেরিতরাও আরেকটি ভুল ধারণা করলেন (পদ ১৫)। তাঁরা হয়তোবা ভেবেছিলেন যে, স্ত্রীলোকটি যীশুকে কিছু খাবার খেতে দিয়েছে।

৪:৩৪ আমার খাদ্য এই ...। যোহন প্রায়ই উল্লেখ করেন যে, যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পিতার উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং পিতা যে কাজ করতে তাঁকে পাঠিয়েছেন, তিনি সেই কাজই করেছেন (যেমন ৫:৩০; ৬:৩৮; ৮:২৬; ৯:৪; ১০:৩৭-

৩৮; ১২:৪৯-৫০; ১৪:৩১; ১৫:১০; ১৭:৪)। সুতরাং এই উক্তি অনুসারে জাগতিক খাবারের পূর্বে ঈশ্বরের ইচ্ছা অগ্রাধিকার পাবে। যীশু এখানে জাগতিক খাবারের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করেছেন না। এই সুসমাচারে প্রায়শ যীশু খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর গভীর চেতনা প্রকাশ পায়।

৪:৩৫ চার মাস ... সময় হবে? একটি প্রবাদ, যার অর্থ অনেকটা এমন— ‘শস্য কাটার কাজ তাড়াহুড়ো করে হয় না,’ যাতে করে তা পাকতে করতে পারে। কিন্তু যীশু সেই ফসলের কথা বুঝিয়েছেন, যা ইতোমধ্যেই পেকে গেছে। আত্মিক শস্য ঋতু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

চোখ তুলে ... দৃষ্টিপাত কর। যীশু খ্রীষ্ট এখানে সেই বীজ পাক শস্যে রূপান্তরিত হওয়ার কথা বলছেন, যে বীজ তিনি শমরীয় স্ত্রীলোকের মনে ইতোমধ্যে বপন করেছেন।

৪:৩৬ অনন্ত জীবনের জন্য শস্য। যীশু খ্রীষ্ট সাধারণ শস্য সম্পর্কে বলেন নি, বরং ‘অনন্ত

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

স্থলে এই কথা সত্যি, এক জন বুনে, আর এক জন কাটে। <sup>৩৮</sup> আমি তোমাদেরকে এমন শস্য কাটতে প্রেরণ করলাম, যার জন্য তোমরা পরিশ্রম কর নি; অন্যেরা পরিশ্রম করেছে এবং তোমরা তাদের শ্রম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছ।

<sup>৩৯</sup> সেই নগরের শমরীয়রা অনেকে সেই স্ত্রীলোকটি যে সাক্ষ্য দিয়েছিল- আমি যা কিছু করেছে, তিনি আমাকে সকলই বলে দিলেন- তার এই কথার জন্য তাঁর উপর বিশ্বাস করলো। <sup>৪০</sup> অতএব সেই শমরীয়রা যখন তাঁর কাছে আসল, তখন তাঁকে বিনতি করলো, যেন তিনি তাদের কাছে অবস্থিতি করেন; তাতে তিনি দুই দিন সেখানে অবস্থান করলেন। <sup>৪১</sup> তখন আরও অনেক লোক তাঁর কথা শুনে তাঁর উপর বিশ্বাস করলো; <sup>৪২</sup> আর তারা সেই স্ত্রীলোককে বললো, এখন যে আমরা বিশ্বাস করেছি, তা তোমার কথা শুনে নয়, কেননা আমরা নিজেরা শুনেছি ও জানতে পেরেছি যে, ইনি সত্যিই জগতের পরিব্রাজক।

#### যীশু খ্রীষ্টের গালীলে গমন

<sup>৪৩</sup> সেই দুই দিনের পর তিনি সেখান থেকে গালীলে গমন করলেন। <sup>৪৪</sup> কারণ যীশু নিজে এই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, ভাববাদী নিজের দেশে সমাদর পান না। <sup>৪৫</sup> অতএব তিনি

[৪:৩৭] ইয়োব ৩১:৮; মীখা ৬:১৫; [৪:৩৯] পদ: ৫; [৪:৩৯] পদ: ২৯; [৪:৪২] দে: লুক ২:১১; [৪:৪৩] পদ: ৪০; [৪:৪৪] মথি ১৩:৫৭; লুক ৪:২৪;

জীবনের শস্য সম্পর্কে বলছেন।

উভয়ে একত্রে আনন্দ করে। খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত দাসদের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা থাকবে না এবং বপনকারী ও কর্তনকারী শস্যের আনন্দ ভাগ করে নেবে।

**৪:৩৮ অন্যেরা।** বাপ্তিস্মদাতা যোহন ও তাঁর প্রেরিতদের বোঝানো হতে পারে, যাদের কাজের ভিত্তির উপর প্রেরিতেরা গাঁথবেন; অথবা হয়তোবা যীশু আরও পিছনের দিকে ফিরে পুরাতন নিয়মের ভাববাদী ও অন্যান্য ধার্মিক লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করছেন।

**৪:৩৯ এই কথা প্রযুক্ত তাঁতে বিশ্বাস করলো।** যীশু খ্রীষ্টের অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে স্ত্রীলোকটি লোকদের কাছে সাক্ষ্য দিয়ে বেড়াচ্ছিল। এছাড়া হয়তো শমরীয়দের মধ্যে প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টের প্রত্যাশা জাগ্রত ছিল, সে কারণেই তারা এত সহজে খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছিল। উপরন্তু যীশু খ্রীষ্টের সংস্পর্শে এসে তাদের বিশ্বাস আরও গভীরতর হয়েছিল (পদ ৪০-৪২)।

**৪:৪২ পৃথিবীর পরিব্রাজকতা।** নতুন নিয়মে এই

প্রকাশভঙ্গি কেবল এখানে এবং ১ যোহন ৪:১৪ পদে দেখা যায়। এই উক্তির মধ্য দিয়ে এটি পরিষ্কার হয়েছে যে, যীশু খ্রীষ্ট কেবল শিক্ষা দেন না, কিন্তু পরিব্রাজণও দান করেন; এবং তাঁর পরিব্রাজণ সমগ্র পৃথিবীর জন্য (৩:১৬ পদের নোট দেখুন)।

**৪:৪৪ ভাববাদী নিজের দেশে সমাদর পান না।** এটি একটি প্রবাদ। এ কথা জানা সত্ত্বেও যীশু গালীলে গিয়েছিলেন, কারণ তিনি আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করতে এসেছিলেন (যোহন ১:২৯)। পূর্ববর্তী সুসমাচারগুলোতেও এমনটি ঘটতে দেখা যায়, কিন্তু সেখানে তাঁর নিজের দেশ গালীলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এখানে যিহূদিয়ার কথা বলা হয়েছে। লক্ষ্য করুন যে, মার্ক ৬:৪ ও মথি ১৩:৫৭ পদের উক্তি সরাসরি যীশু খ্রীষ্টের বক্তব্য রূপে উদ্ধৃত করেছে, কিন্তু এখানে লেখক বিবৃতি আকারে তা তুলে ধরেছেন। একজন যিহূদী সাধারণত ভাববাদীর দেশ বলতে যিরূশালেমকেই মনে করে। হয়তোবা যিরূশালেমে যেসব চিহ্ন-কাজগুলো করা হয়েছিল তা গালীলীয়দের

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

যখন গালীলে আসলেন, তখন গালীলীয়েরা তাঁকে গ্রহণ করলো, কারণ যিরূশালেমে পর্বের সময়ে তিনি যা যা করেছিলেন, সেসব তারা দেখেছিল; কেননা তারাও সেই পর্বে গিয়েছিল।

#### এক জন রাজ-কর্মচারীর পুত্রকে সুস্থ করা

<sup>৪৬</sup> পরে তিনি আবার গালীলের সেই কান্না নগরে গেলেন, যেখানে জলকে আঙ্গুর-রস করেছিলেন। সেখানে এক জন রাজ-কর্মচারী ছিলেন, তার পুত্র কফরনাহুমে অসুস্থ ছিল। <sup>৪৭</sup> যীশু যিহূদিয়া থেকে গালীলে এসেছেন শুনে তিনি তাঁর কাছে গেলেন এবং বিনতি জানালেন, যেন তিনি গিয়ে তার পুত্রকে সুস্থ করেন; কারণ সে মৃতপ্রায় হয়েছিল। <sup>৪৮</sup> তখন যীশু তাকে বললেন, চিহ্ন-কাজ এবং অদ্ভুত লক্ষণ যদি না দেখ, তোমরা কোন মতে বিশ্বাস করবে না। <sup>৪৯</sup> সেই রাজ-কর্মচারী তাঁকে বললেন, হে প্রভু, আমার ছেলেটি মারা যাবার আগেই আসুন। <sup>৫০</sup> যীশু তাকে বললেন, যাও, তোমার পুত্র বাঁচলো। যীশু সেই ব্যক্তিকে যে কথা বললেন, তিনি তা বিশ্বাস করে চলে গেলেন। <sup>৫১</sup> তিনি যাচ্ছেন, এমন সময়ে তার দাসেরা তার কাছে এসে বললো, আপনার বালকটি বাঁচলো। <sup>৫২</sup> তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ ঘটিকায় তার উপশম আরম্ভ হয়েছিল? তারা তাঁকে বললো, গতকাল সপ্তম ঘটিকার সময়ে তার জ্বর ছেড়ে গেছে। <sup>৫৩</sup> তাতে পিতা বুঝলেন, যীশু সেই ঘটিকাতেই তাকে বলেছিলেন, তোমার পুত্র বাঁচলো; আর তিনি নিজে ও তার সমস্ত পরিবার যীশুর উপর বিশ্বাস করলেন। <sup>৫৪</sup> যিহূদিয়া থেকে গালীলে আসার পর যীশু আবার এই দ্বিতীয় চিহ্ন-কাজ করলেন।

[৪:৪৫] যোহন ২:২৩; [৪:৪৬] যোহন ২:১-১১; [৪:৪৭] পদ: ৩, ৫৪; [৪:৪৮] দানি ৪:২, ৩; দে: যোহন ২:১১; প্রেরি ২:৪৩; ১৪:৩; রোমী ১৫:১৯; ২করি ১২:১২; ইব্রী ২:৪; [৪:৫৩] দে: প্রেরি ১১:১৪; [৪:৫৪] দে: পদ: ৪৮; দে: যোহন ২:১১

গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে সে সময় তারা যীশুকে গ্রহণ করেছিল।

**৪:৪৫ তাঁকে গ্রহণ করলো।** গালীলীয়দের অভ্যর্থনা প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের প্রত্যাখ্যান, কারণ তারা কেবল তাঁর আশ্চর্য কাজের প্রতি আগ্রহী ছিল। তারা খ্রীষ্টকে এই ভেবে স্বাগত জানাচ্ছিল না যে, তিনি তাদেরকে পরিত্রাণ দান করতে পারেন; উল্টো তারা তাঁকে কেবলমাত্র একজন আশ্চর্য কার্য সাধনকারী হিসেবে বিবেচনা করেছিল, যিনি তাদেরকে এ ধরনের আশ্চর্য কাজ দেখিয়ে আনন্দ দিতে পারবেন।

**৪:৪৬ রাজ-কর্মচারী।** তিনি হেরোদের অধীনস্থ একজন কর্মকর্তা ছিলেন। এখানে তাঁর পুত্রের উল্লেখ করায় তাঁকে পূর্ববর্তী সুসমাচারে উল্লিখিত শতপতি থেকে পৃথক করে দেখানো যায় (মথি ৮:৫-১০; লুক ৭:২-১০)।

**৪:৪৮ চিহ্ন-কার্য ... বিশ্বাস করবে না।** সাধারণ গালীলীয়দের মনোভাব, রাজ-কর্মচারীর মনোভাব নয়। যীশু খ্রীষ্ট সেই লোকটির অন্তরের চিন্তা সম্পর্কে জানতেন।

**৪:৫০ তোমার পুত্র বাঁচলো।** এই উক্তি কেবল সাধারণ এক ভবিষ্যদ্বাণী নয়, বরং এক পরাক্রমপূর্ণ বচন (পদ ৫১-৫৩ দেখুন)।

**৪:৫২ সপ্তম ঘটিকা।** যিহূদী পঞ্জিকা অনুসারে সময়টি দুপুর ১টা হতে পারে; কিন্তু রোমান নিয়ম অনুসারে সময়টি সকাল ৭টা, গতকাল উল্লেখ থাকায় যার সম্ভাবনা অধিক।

**৪:৫৪ দ্বিতীয় চিহ্ন-কার্য।** যদিও এরকম বহু চিহ্ন-কার্য তিনি এর আগে সাধন করেছেন (যোহন ২:২৩; ৩:২), কিন্তু যিহূদিয়া থেকে গালীলে এসে যীশু এই দ্বিতীয় বারের মত চিহ্ন-কার্য করলেন।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৪ অধ্যায়

### যোহন ৪ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু শুনতে পান যে, ধর্ম-নেতারা তাঁর বিষয়ে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছেন কারণ তিনি যোহনের চেয়ে আরও বেশি সংখ্যক লোককে বাপ্তিস্ম দিয়েছেন। প্রভু যীশুকে গালীলে যাবার সময় শমরীয়ার মধ্য দিয়ে যান। তাঁর যাবার পথে এক দিন দুপুর বেলায় প্রভু যীশু শুখর নামের একটি শমরীয় গ্রামে একটি কুয়ার পাশে বসে বিশ্রাম নেন। সেখানেই তাঁর শমরীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। স্ত্রীলোকটি যীশুর কাছে জীবন-জলের সন্ধান পান। স্ত্রীলোকটি বিশ্বাস করেন যে, তিনিই মশীহ তথা খ্রীষ্ট। সে গ্রামে গিয়ে খবর দিলে গ্রামবাসীরাও তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন (৪:১-৪২)। এরপর যীশু শুখর ছেড়ে গালীলে গেলেন। লোকেরা সেখানে তাঁকে স্বাগতম জানাল। সেখান থেকে তিনি কান্না গ্রামে যান যেখানে তিনি প্রথম আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। গালীল প্রদেশের কফরনাহুম শহরের এক জন রাজকর্মচারীর ছেলে খুবই অসুস্থ হয়ে, মরে যাওয়ার মত অবস্থা হলে যীশু তাকে সুস্থ করেন। তখন সেই রাজকর্মচারী এবং তাঁর বাড়ির সবাই যীশুর উপর বিশ্বাস করেন (৪:৪৩-৫৪)।

### যোহন ৪ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যীশু কোথায় গিয়েছিলেন? (১-৬ পদ)
২. যীশু ও শমরীয় স্ত্রীলোকটির মধ্যকার কথোপকথনটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (৭-২৬ পদ)
৩. ঈশ্বরের সর্বভোম দান কোনটি? (১০ পদ)
৪. যীশু কিসের বিষয় কথা বলছেন বলে স্ত্রীলোকটি মনে করেছিলেন? (১৫ পদ)
৫. যীশুকে ভাববাদী হিসেবে দেখার পাশাপাশি যীশুকে আর কিভাবে স্ত্রীলোকটির দেখা দরকার ছিল? (১৯ পদ)
৬. কিভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত? (২৪ পদ)
৭. স্ত্রীলোকটির উপর কথোপকথনের কি প্রভাব পড়েছিল? (২৭-৪২ পদ)
৮. কেন অনেক শমরীয় লোক যীশুর উপর বিশ্বাস করলো? (৪০-৪২ পদ)
৯. যীশু অবশেষে কোন শহরে এসেছিলেন? (৪৬ পদ)
১০. রাজকর্মচারীর ছেলের সুস্থ হবার বিষয়টি বর্ণনা করুন। (৪৭-৫৪ পদ)
১১. রাজকর্মচারীটি কি প্রকার বিজ্ঞতা দেখিয়েছিলেন? (৪৬,৪৭ পদ)
১২. যদিও তারা অনেক আশ্চর্যকাজ দেখেছিল, তবুও এর প্রতি কারও কারও প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? (৪৮ পদ)
১৩. লোকটি কেন একা বাড়ি ফিরে গেল? (৫০ পদ)
১৪. বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পূর্বেই লোকটির বিশ্বাস কিভাবে পুরস্কৃত হয়েছিল? (৫১, ৫২ পদ)
১৫. ঠিক কখন ছেলেটি সুস্থ হয়েছিল? (৫৩ পদ)



## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

### বিশ্রামবারে এক জন রোগীকে সুস্থ করা

৫<sup>১</sup> এর পরে যিহূদীদের একটি পর্বদিন উপস্থিত হল; আর যীশু যিরূশালেমে গেলেন।  
৫<sup>২</sup> যিরূশালেমে মেস-দ্বারের কাছ একটি পুষ্করণী আছে; ইব্রীয় ভাষায় সেটির নাম বৈথেস্‌দা, তার পাঁচটি চাঁদনি-ঘাট আছে।<sup>৩</sup> সেসব ঘাটে অনেক রোগী, অন্ধ, খঞ্জ ও যাদের শরীর একেবারে শুকিয়ে গেছে তারা পড়ে থাকতো।<sup>৪</sup> তারা জল কম্পনের অপেক্ষায় থাকতো। কেননা বিশেষ বিশেষ সময়ে ঐ পুষ্করণীতে প্রভুর এক জন স্বর্গদূত নেমে আসতেন ও জল কম্পন করতেন; সেই জল কম্পনের পরে যে কেউ প্রথমে জলে নামতো, তার যে কোন রোগ হোক, সে তা থেকে মুক্তি পেত।

৫<sup>৫</sup> আর সেখানে একটি লোক ছিল, সে আটত্রিশ বছরের রোগী।<sup>৬</sup> যীশু তাকে পড়ে থাকতে দেখে ও দীর্ঘকাল সেই অবস্থায় রয়েছে জেনে বললেন, তুমি কি সুস্থ হতে চাও?  
৫<sup>৭</sup> রোগী উত্তরে বললো, গুরু, আমার এমন কোন লোক নেই যে, যখন জল কাঁপে তখন আমাকে পুষ্করণীতে নামিয়ে দেয়; আমি যেতে যেতে আর এক জন আমার আগে নেমে পড়ে।<sup>৮</sup> যীশু তাকে বললেন, উঠ, তোমার খাট তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও।<sup>৯</sup> তাতে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি সুস্থ হল এবং নিজের খাট তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল। সেদিন বিশ্রামবার।

[৫:২] যিহি ৩:১; ১২:৩৯; [৫:২] যোহন ১৯:১৩, ১৭, ২০; ২০:১৬; গ্রেরি ২১:৪০; ২২:২; ২৬:১৪; [৫:৮] মথি ৯:৫, ৬; [৫:৯] মথি ১২:১-১৪; যোহন ৯:১৪;

৫:১ এর পরে। একটি অনির্দিষ্ট সময়কাল প্রকাশ করা হয়েছে (৬:১; ৭:১ দেখুন)।

যিহূদীদের একটি পর্ব। নিস্তারপর্ব, পঞ্চাশত্তমী অথবা কুঁড়ে-ঘরের পর্ব— এই তিনটি পদের যে কোন একটি হতে পারে। যোহন স্পষ্টভাবে অন্তত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নিস্তারপর্বের কথা উল্লেখ করেছেন, প্রথমটি ২:১৩, ২৩ পদে, দ্বিতীয়টি ৬:৪ পদে এবং তৃতীয়টি কয়েক বার, যেমন ১১:৫৫; ১২:১ ইত্যাদি পদে।

৫:৫ আটত্রিশ বছরের রোগী। যোহন এ কথা বলেন নি যে, তার কী ধরনের রোগ ছিল; তবে সম্ভবত সে পক্ষাঘাতের মত কোন রোগে আক্রান্ত ছিল। সে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছে এবং সুস্থতা কামনা করেছে কিন্তু কোন ফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত তার সুদিন এসেছিল। লোকটির দীর্ঘদিনের দুঃখকষ্টের জন্যই যীশু খ্রীষ্টের সাহানুভূতি হয়েছিল। আমাদের কখনই এই প্রত্যাশা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় যে, ঈশ্বর শীঘ্রই আমাদের প্রতি দয়া করতে যাচ্ছেন।

৫:৬ তুমি কি সুস্থ হতে চাও? লোকটির কাছে

প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, হয়তো সে এই প্রশ্ন আশাও করে নি। কারণ সে হয়তো যীশুকে জানতো না। কিন্তু এই প্রশ্ন থেকে তার মনে সুস্থ হবার আশা জেগে উঠেছিল।

৫:৭ যখন জল কাঁপে। এখানকার সাধারণ মানুষগুলো বিশেষ করে অসুস্থলোকেরা হয়তো যীশুকে যথাযোগ্য আরোগ্যদায়ী হিসেবে জানত না; এখানে যীশুকে হাতের কাছে পেয়েও লোকটি কেবল জলে নামলে সুস্থ হতে পারবে বলে আশা করছিল।

৫:৯ তৎক্ষণাৎ ... সুস্থ হল। স্বাভাবিকভাবে যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করলে সুস্থ হওয়া আবশ্যিক (যেমন মার্ক ৫:৩৪), কিন্তু এখানে লোকটি এমনকি যীশু কে তাও জানত না (পদ ১৩)। খ্রীষ্ট সচরাচর বিশ্বাসের নিশ্চয়তা পেলে তবেই সুস্থ করেছেন, কিন্তু তিনি মানুষের বিশ্বাসের অভাবের কারণে সীমাবদ্ধ থাকেন না। অখ্রীষ্টানরাও সুস্থতা লাভ করতে পারে, যদি তারা যীশু খ্রীষ্টের সুস্থকরণের পরাক্রমে বিশ্বাস করে।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

<sup>১০</sup> অতএব যাকে সুস্থ করা হয়েছিল, তাকে যিহূদীরা বললো, আজ বিশ্রামবার, খাট বহন করা তোমার পক্ষে উচিত নয়। <sup>১১</sup> কিন্তু সে তাদেরকে উত্তরে বললো, যিনি আমাকে সুস্থ করলেন, তিনিই আমাকে বললেন, তোমার খাট তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও। <sup>১২</sup> তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, সেই ব্যক্তি কে, যে তোমাকে বলেছে, খাট তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও? <sup>১৩</sup> কিন্তু যে সুস্থ হয়েছিল, সে জানত না, তিনি কে, কারণ সেখানে অনেক লোক থাকতে যীশু চলে গিয়েছিলেন।

<sup>১৪</sup> তারপরে যীশু মন্দিরে তার দেখা পেলেন, আর তাকে বললেন, দেখ, তুমি সুস্থ হলে; আর পাপ করো না, পাছে তোমার আরও বেশি মন্দ ঘটে। <sup>১৫</sup> সেই ব্যক্তি চলে গেল ও যিহূদীদেরকে বললো যে, যিনি তাকে সুস্থ করেছেন তিনি যীশু। <sup>১৬</sup> আর এই কারণে যিহূদীরা যীশুকে নির্যাতন করতে শুরু করলো, কেননা তিনি বিশ্রামবারে এসব করছিলেন। <sup>১৭</sup> কিন্তু যীশু তাদেরকে এই উত্তর দিলেন, আমার পিতা এখন পর্যন্ত কাজ করছেন, আমিও করছি। <sup>১৮</sup> যীশুর এই কথার জন্য যিহূদীরা তাঁকে হত্যা করতে আরও চেষ্টা করতে লাগল; কেননা তিনি কেবল বিশ্রামবার লঙ্ঘন করতেন তা নয়, কিন্তু আবার ঈশ্বরকে নিজের পিতা

[৫:১০] পদ: ১৬; [৫:১০] যিহি ১৩:১৫-২২; যির ১৭:২১; দে: মথি ১২:২; [৫:১৪] মার্ক ২:৫; যোহন ৮:১১; [৫:১৫] দে: যোহন ১:১৯; [৫:১৭] লুক ২:৪৯; [৫:১৭] যোহন ৯:৪; ১৪:১০; [৫:১৮] দে: মথি ১২:১৪; [৫:১৮] যোহন ১০:৩০, ৩৩;

**৫:১০ খাট বহন করা ... উচিত নয়।** এমন কথা প্রত্যক্ষভাবে মোশির আইন-কানুনে নেই, কিন্তু এটি হচ্ছে ফরীশীদের দ্বারা প্রচলিত নিয়ম, যার মধ্য দিয়ে তারা বিশ্রামবারে যে কোন ধরনের বোঝা বহন নিষিদ্ধ করেছিল। যিহূদীরা বিশ্রামবার পালনের ব্যাপারে অত্যন্ত কড়া নিয়ম পালন করতো (মথি ২৩:৪)। যিরূশালেমে যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক প্রকাশ্যে বিশ্রামবার লঙ্ঘনের ঘটনা এটিই প্রথম। যদিও এখানে সুস্থ হওয়া লোকটিই সমালোচিত হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টের প্রতি এটি পরোক্ষ আক্রমণ (পদ ১৬)।

**৫:১২ সেই ব্যক্তি কে।** যিহূদীরা ঈশ্বরের আইন-কানুনের কর্তৃত্ব এবং একজন সাধারণ মানুষের কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছিল।

**৫:১৪ আরও বেশি মন্দ।** পাপের অনন্তকালীন পরিণতি যে কোন দৈহিক পীড়ার চেয়ে আরও মারাত্মক। দৈহিক আরোগ্য ও নৈতিক স্থলনের মাঝে এখানে পার্থক্য দেখানো হচ্ছে। হতে পারে যে, লোকটির অসুস্থতা ও তার নৈতিক জীবনের মাঝে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। যদিও এটি এখানে ব্যাখ্যা করা হয়নি। অন্যদিকে

শারীরিক পঙ্গুত্বের চাইতেও মারাত্মক হচ্ছে আত্মিক পঙ্গুত্ব।

**৫:১৬ নির্যাতন করতে শুরু করলো।** যোহন আমাদেরকে এ কথা বিস্তারিতভাবে বলেন নি যে, খ্রীষ্টের প্রতি এই তাড়না কেমন ছিল। করছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট যে অবিরতভাবে বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ সাধন করছিলেন, সে কথা প্রকাশ পায়।

**৫:১৭ আমার পিতা এখন পর্যন্ত কাজ করছেন।** কাজের বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের নির্দোষিতা তাঁর পিতার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। যিহূদীরা ঈশ্বরকে ‘আমার পিতা’ বলে সম্বোধন করে না, অথচ এই সম্বোধন খুবই আন্তরিক। অবশ্য তারা ‘আমাদের পিতা’ ব্যবহার করতো, বা প্রার্থনায় ‘আমাদের স্বর্গস্থ পিতা’ বলতো। যীশু এই উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, কীভাবে বিশ্রামবার পালন করতে হবে। ঈশ্বর সে দিনে করুণাবশত তাঁর কাজ বন্ধ রাখেন নি এবং যীশুও বন্ধ রাখেন নি।

**৫:১৮ নিজের পিতা।** যিহূদীরা এই ধারণার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতো না যে, ঈশ্বর

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

বলে নিজেকে ঈশ্বরের সমান করতেন।

### পুত্রের কর্তৃত্ব

<sup>১৯</sup> অতএব উত্তরে যীশু তাদেরকে বললেন, সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, পুত্র নিজ থেকে কিছুই করতে পারে না, কেবল পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই করেন; কেননা তিনি যা যা করেন, পুত্রও তা-ই করেন। <sup>২০</sup> কারণ পিতা পুত্রকে প্রেম করেন এবং আপনি যা যা করেন, সকলই তাঁকে দেখান; আর এর চেয়েও মহৎ মহৎ কাজ তাঁকে দেখাবেন, যেন তোমরা আশ্চর্য মনে কর। <sup>২১</sup> কেননা পিতা যেমন মৃতদেরকে উঠান ও জীবন দান করেন, তেমনি পুত্রও যাদেরকে ইচ্ছা, জীবন দান করেন। <sup>২২</sup> পিতা কারো বিচার করেন না, কিন্তু বিচারের সমস্ত ভার পুত্রকে দিয়েছেন, <sup>২৩</sup> যেন সকলে যেমন পিতাকে সমাদর করে, তেমনি পুত্রকে সমাদর করে। পুত্রকে যে সমাদর করে না, যিনি তাঁকে

১৯:৭; [৫:১৯] পদ: ৩০; দে: যোহন ১৪:২৪; [৫:২০] যোহন ৩:৩৫; [৫:২০] যোহন ১৪:১২; [৫:২১] রোমী ৪:১৭; ৮:১১; ২করি ১:৯; ইব্রী ১১:১৯; [৫:২১] যোহন ১১:২৫; [৫:২২] পদ: ২৭; আদি ১৮:২৫; বিচার ১১:২৭; যোহন ৯:৩৯; দে: প্রেরি ১০:৪২; [৫:২৩] লুক ১০:১৬; দে: ১যোহন ২:২৩;

সবার পিতা; কিন্তু তারা প্রবলভাবে যীশু খ্রীষ্টের দাবীতে বাধা দিয়েছিল, কারণ তিনি পিতার সাথে এক বিশেষ সম্পর্কে নিজেকে যুক্ত করেছেন— এই সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সমান হিসেবে উপস্থাপন করছেন। যিহুদীদের কাছে বিশ্রামবার ভঙ্গ করার চেয়েও এটি বড় অপরাধ ছিল এটি। এই দাবী তাদের মৌলিক একত্ববাদকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে বলে তারা ধরে নিয়েছিল।

**৫:১৯ কিছুই করতে পারে না।** যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে পিতার উপর নির্ভর করা ব্যতীত কিছুই করা সম্ভব নয়। পুত্র নিজে থেকে কিছু না করার কারণ চার ভাগে বিবৃত হয়েছে:

১. পুত্র সম্পৃক্ত পিতার মত কাজ করেন (পদ ১৯);
২. পিতা পুত্রকে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করান (পদ ২০);
৩. পিতার মত, পুত্রেরও জীবন দেয়ার ক্ষমতা আছে (পদ ২১); এবং
৪. বিচারের জন্য পিতা পুত্রকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন (পদ ২২)।

এ সকল সমন্বিত কাজের দু'টো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে— “যেন তোমরা আশ্চর্য মনে কর” (পদ ২০) এবং “যেন সকলে যেমন

পিতাকে সমাদর করে, তেমনি পুত্রকে সমাদর করে” (পদ ২৩)।

**৫:২০ পিতা পুত্রকে প্রেম করেন।** পিতা ও পুত্রের মধ্যে একতার ভিত্তি ভালবাসা। ভালবাসার কারণেই পিতা তাঁর মহৎ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য পুত্রের কাছে প্রকাশ করেছিলেন এবং পুত্র বাধ্যতার সাথে তা পালন করেছিলেন।

**এর চেয়েও মহৎ মহৎ কর্ম।** মৃতদের জীবিত করা এবং বিচার কাজ পরিচালনা করা (পরবর্তী পদগুলো দেখুন)।

**৫:২১ পিতা যেমন মৃতদেরকে উঠান।** এটি যিহুদীদের এক দৃঢ় বিশ্বাস। তারা আরও মনে করতো যে, তিনি অন্য কাউকে এই সুযোগ দেন নি। যীশু বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন এমন অধিকার দাবী করেছেন, যা তাঁর বিরোধিতাকারীদের মতে কেবল ঈশ্বরের রয়েছে।

**পুত্রও ... জীবন দান করেন।** এখানে পুনরুত্থানের কথা বোঝানো হয়েছে (১১:২৫-২৬)।

**৫:২২ বিচারের সমস্ত ভার পুত্রকে দিয়েছেন।** যিহুদীরা বিশ্বাস করতো যে, পিতা অর্থাৎ ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীর বিচারক; তাই এই শিক্ষা তাদের কাছে ভ্রান্ত মনে হয়েছিল।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

পাঠিয়েছেন সে পিতাকেও সমাদর করে না। <sup>২৪</sup> সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনে ও যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর উপর বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে এবং তাকে বিচারে আনা হবে না, কারণ সে মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে।

<sup>২৫</sup> সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, এমন সময় আসছে, বরং এখন উপস্থিত, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনবে এবং যারা শুনবে, তারা জীবিত হবে। <sup>২৬</sup> কেননা পিতা যেমন জীবনের অধিকারী, তেমনি তিনি পুত্রকেও জীবনের অধিকারী হতে দিয়েছেন। <sup>২৭</sup> আর তিনি তাঁকে বিচার করার অধিকার দিয়েছেন, কেননা তিনি মনুষ্যপুত্র। <sup>২৮</sup> এতে আশ্চর্য মনে করো না; কেননা এমন সময় আসছে, যখন কবরস্থ সকলে তাঁর স্বর শুনবে, <sup>২৯</sup> এবং যারা সৎকর্ম করেছে, তারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য ও যারা অসৎকর্ম করেছে, তারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বের হয়ে আসবে।

[৫:২৪] দে: মথি ১০:৪০; দে: যোহন ৩:১৫; দে: ৩:১৭; [৫:২৪] দে: মথি ২৫:৪৬; [৫:২৪] যোহন ৩:১৮; [৫:২৪] ১যোহন ৩:১৪; [৫:২৫] যোহন ৪:২৩; ১৬:৩২; [৫:২৫] যোহন ৮:৪৩, ৪৭; [৫:২৬] দ্বি:বি ৩০:২০; ইয়োব ১০:১২; ৩৩:৪; গীত ৩৬:৯; দে: যোহন ১:৪; [৫:২৭] দে: পদ: ২২; [৫:২৮] যোহন ৪:২১; ১৬:২; [৫:২৯] দে: মথি ২৫:৪৬;

**৫:২৪ বিশ্বাস করে ... অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয়েছে।** বিশ্বাস ও জীবন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত (২০:৩১ দেখুন)। যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা শ্রবণ করা ও যিনি যীশুকে পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করার মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গীয় পরিচর্যা কাজের স্বীকৃতি থেকে বিশ্বাস প্রবাহিত হয় এবং এভাবেই তাঁর বাক্যের স্বর্গীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

**পার হয়ে গেছে।** চূড়ান্ত কাজ সংঘটিত হয়েছে এবং বিশ্বাসীগণ আর মৃত্যুর অধীন নন।

**৫:২৫ এমন সময় আসছে, বরং এখন উপস্থিত।** কেবলমাত্র ভবিষ্যৎ পুনরুত্থানের কথা বলা হচ্ছে না, সেই সাথে এই সত্যও বোঝানো হচ্ছে যে, খ্রীষ্ট এখন জীবন দেন। আত্মিকভাবে যারা মৃত, তারা তাঁর কথা শুনে তাঁর কাছ থেকে জীবন লাভ করে।

**৫:২৬ পুত্রকেও জীবনের অধিকারী হতে দিয়েছেন।** কথাটি পুরাতন নিয়মের পটভূমিতে ব্যাখ্যা করতে হবে, যেখানে জীবনকে ঈশ্বরের দান হিসেবে বলা হচ্ছে (দ্বি:বিঃ ৩০:২০; ইয়োব ১০:১২; ৩৩:৪; গীত ১৬:১১; ২৭:১; ৩৬:৯)। পুত্রকে একই রকম জীবন দেয়া হয়েছে, যা পিতার অধিকারে রয়েছে (১ যোহন ৫:১১ দেখুন)।

**৫:২৭ বিচার করার অধিকার।** পিতা কর্তৃক পুত্রকে দেয়া হয়েছে।

**মনুষ্যপুত্র।** যোহন ১:৫১ পদের নোট দেখুন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, পুনরুত্থান বলার সময় যীশু ঈশ্বরের পুত্র (পদ ২৫) এবং বিচারের কথা বলার সময় মনুষ্যপুত্র উপাধি ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় উপাধিটি সত্যিকার মানুষ হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্যকে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করে। বিচার এমন একজন করবেন যিনি মানুষকে জানেন।

**৫:২৮ এমন সময় আসছে।** মৃতদের জীবিত করে তোলার সময়। এখানে ‘সময়’ শব্দটির অর্থ ২৫ পদের ‘সময়’ শব্দের অর্থ থেকে আলাদা, কারণ এখানে চূড়ান্ত দৈহিক পুনরুত্থানের কথা রয়েছে।

**৫:২৯ সৎকার্য করেছে ... অসৎকার্য করেছে।** মানুষের বিচার হবে তার কাজের ভিত্তিতে, যদিও বিশ্বাসের উত্তর হিসেবে ঈশ্বর পরিদ্রাণ দান করবেন (পদ ২৪)। জীবনের পুনরুত্থান ও বিচারের পুনরুত্থানের মধ্যে তারতম্য রয়েছে, কারণ যে অনন্ত জীবনের অধিকারী, সে ইতোমধ্যে বিচারিত হিসেবে গণ্য; অন্যদিকে পাপীদের আসন্ন বিচারের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

### যীশু খ্রীষ্টের বিষয় সাক্ষ্য

৩০ আমি নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না; যেমন শুনি তেমনি বিচার করি; আর আমার বিচার ন্যায্য, কেননা আমি নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করি না, কিন্তু যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করি।

৩১ আমি যদি নিজের বিষয়ে নিজে সাক্ষ্য দিই, তবে আমার সাক্ষ্য সত্যি নয়। ৩২ আমার বিষয়ে আর এক জন সাক্ষ্য দিচ্ছেন; এবং আমি জানি, আমার বিষয়ে তিনি যে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, সেই সাক্ষ্য সত্যি। ৩৩ তোমরা যোহনের কাছে লোক পাঠিয়েছ, আর তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ৩৪ কিন্তু আমি যে সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তা মানুষ থেকে নয়; তবুও আমি এসব বলছি, যেন তোমরা পরিত্রাণ পাও। ৩৫ তিনি সেই জ্বলন্ত ও জ্যোতির্ময় প্রদীপ ছিলেন এবং তোমরা তাঁর আলোতে কিছু কাল আনন্দ করতে ইচ্ছুক হয়েছিলে। ৩৬ কিন্তু যোহনের দেওয়া সাক্ষ্যের চেয়ে আমার আরও গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য আছে; কেননা পিতা আমাকে যেসব কাজ সম্পন্ন করতে দিয়েছেন, সেসব কাজ আমি করছি, সেসব আমার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন। ৩৭ আর পিতা যিনি আমাকে

[৫:৩০] পদ: ১৯; [৫:৩০] যিশা ২৮:৬; যোহন ৮:১৬; [৫:৩০] দে: মথি ২৬:৩৯; [৫:৩১] যোহন ৮:১৪; [৫:৩২] পদ: ৩৭; যোহন ৮:১৮; [৫:৩৩] দে: যোহন ১:৭; [৫:৩৪] ১ যোহন ৫:৯; [৫:৩৪] প্রেরি ১৬:৩০, ৩১; ইফি ২:৮; তীত ৩:৫; [৫:৩৫] দানি ১২:৩; ২ পিত ১:১৯; [৫:৩৬] ১ যোহন ৫:৯; [৫:৩৬] যোহন ১৪:১১; ১৫:২৪; [৫:৩৬] দে: যোহন ৩:১৭;

৫:৩০ আমি নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না। যীশু তাঁর পিতার উপর নির্ভর করেন (১৯ পদের নোট দেখুন)। তিনি কেবল পিতার পরিকল্পনা অনুসারে কার্য সাধন করেন। পিতার ইচ্ছা অনুসারেই পুত্র কাজ করেন।

৫:৩১ আমি যদি ... সাক্ষ্য সত্যি নয়। নিজের সম্পর্কে যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য ঈশ্বরের সকল প্রত্যাদেশকে সমর্থন করে; অন্যথায় এটি অগ্রহণযোগ্য হবে।

৫:৩২ আর এক জন। পিতা পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। যিহূদীরা এই সাক্ষ্য গ্রহণ নাও করতে পারে, কিন্তু এই সাক্ষ্যই প্রকৃত প্রমাণ।

৫:৩৩ তোমরা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাছে লোক পাঠিয়েছ। এখানে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাছে যিহূদী নেতাদের প্রতিনিধি পাঠানো সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে (যোহন ১:১৯)।

তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু যদি যিহূদীরা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথা বিশ্বাস করতো, তাহলে তারা খ্রীষ্টকেও বিশ্বাস করতো

এবং পরিত্রাণ পেত।

৫:৩৫ তিনি ... ছিলেন। অতীত কাল এই ইঙ্গিত দেয় যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহন ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন, কিংবা কারাবন্দী ছিলেন।

জ্বলন্ত ও জ্যোতির্ময় প্রদীপ। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের দেওয়া শিক্ষা মানুষের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ছিল।

কিছু কাল। যিহূদী নেতারা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বার্তাকে কখনো মন থেকে গ্রহণ করে নি এবং তাঁর প্রতি তাদের সাড়া দান একেবারেই লোক দেখানো।

৫:৩৬ কাজ। যীশু খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ, যা তাঁর পরিচয় এবং তাঁর স্বর্গীয় পরিচর্যা কাজের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় (১০:২৫)। এই সকল কাজ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কারণ পিতা এই সকল কাজ সাধন করেছেন। যিনি দায়িত্ব দিয়েছেন, তাঁর সাক্ষ্যই কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে যীশু খ্রীষ্টের কাজের সাক্ষ্য বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্যের চেয়ে বড়। তবুও সেই সাক্ষ্য অনুর্বর ভূমিতে পড়েছিল।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

পাঠিয়েছেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন; তাঁর স্বর তোমরা কখনও শোন নি, তাঁর আকারও দেখ নি।<sup>৩৮</sup> আর তাঁর বাক্য তোমাদের অন্তরে অবস্থিতি করে না; কেননা তিনি যাকে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপর তোমরা বিশ্বাস কর না।

<sup>৩৯</sup> তোমরা পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করে থাক, কারণ তোমরা মনে করে থাক যে, তাতেই তোমাদের অনন্ত জীবন রয়েছে; আর তা-ই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়; <sup>৪০</sup> আর তোমরা জীবন পাবার জন্য আমার কাছে আসতে ইচ্ছা কর না। <sup>৪১</sup> আমি মানুষের কাছ থেকে গৌরব গ্রহণ করি না! <sup>৪২</sup> কিন্তু আমি তোমাদেরকে জানি, তোমাদের অন্তরে তো ঈশ্বরের প্রেম নেই। <sup>৪৩</sup> আমি আমার পিতার নামে এসেছি, আর তোমরা আমাকে গ্রহণ কর না; অন্য কেউ যদি নিজের নামে আসে, তাকে তোমরা গ্রহণ করবে। <sup>৪৪</sup> তোমরা কিভাবে বিশ্বাস করতে পার? তোমরা তো পরস্পরের কাছ থেকে প্রশংসা গ্রহণ করছো এবং একমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে যে প্রশংসা আসে, তার চেষ্টা কর না। <sup>৪৫</sup> মনে করো না যে, আমি পিতার কাছে তোমাদের উপরে দোষারোপ করবো; এক জন আছেন, যিনি তোমাদের উপরে

[৫:৩৭] যোহন ৮:১৮; [৫:৩৭] দ্বি:বি ৪:১২; ১তীম ১:১৭; দে: যোহন ১:১৮; [৫:৩৮] ১যোহন ১:১০; ২:১৪; [৫:৩৮] যিশা ২৬:১০; [৫:৩৮] দে: যোহন ৩:১৭; [৫:৩৯] রোমী ২:১৭, ১৮; [৫:৩৯] দে: মথি ২৫:৪৬; [৫:৩৯] দে: লুক ২৪:২৭, ৪৪; প্রেরি ১৩:২৭; [৫:৪০] যোহন ৬:৪৪; [৫:৪১] পদ: ৪৪; [৫:৪৪] দে: রোমী ২:২৯; [৫:৪৫] যোহন ৯:২৮;

৫:৩৭ তাঁর স্বর তোমরা কখনও শোন নি। সম্ভবত এখানে পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে (পদ ৩৮-৩৯ দেখুন)। ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের সময়ে তাঁর রবের মধ্য দিয়ে তাঁকে অনুমোদন দিয়েছেন (মথি ৩:১৭ দেখুন)।

তাঁর আকারও দেখ নি। সম্ভবত যীশু খ্রীষ্ট প্রকৃতপক্ষে কে, সেই আত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাদের অযোগ্যতাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

৫:৩৮ তোমরা বিশ্বাস কর না। ঈশ্বর যা বলছিলেন যিহূদীরা তা স্বীকার করে নি, যেভাবে যীশুর উপর বিশ্বাস করতে তাদের ব্যর্থতা দেখা যায়।

৫:৩৯ তোমরা পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করে থাক। যিহূদী নেতারা সূক্ষ্মভাবে অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করে থাকে। পুস্তকের প্রতিটি বর্ণের জন্য তাদের শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও (মথি ৫:১৮-২১ পদের নোট দেখুন) তারা সেই ব্যক্তিকে চিনতে পারে নি, যার সম্পর্কে পবিত্র শাস্ত্র সর্বোচ্চ সাক্ষ্য বহন করে।

৫:৪১ মানুষের থেকে গৌরব। যীশু খ্রীষ্ট মানবীয়

প্রশংসা গ্রহণ করেন নি এবং মানবীয় সাক্ষ্য ছাড়া বেশি কিছু গ্রহণ করেন নি (পদ ৩৪)।

৫:৪২ ঈশ্বরের প্রেম। তাদের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসা বা ঈশ্বরের জন্য তাদের ভালবাসা বোঝাতে পারে; সম্ভবত শেষেরটাই ঠিক (১ যোহন ৪:১৯)।

৫:৪৩ তোমরা আমাকে গ্রহণ কর না। যিহূদীদের মনোযোগ লোকদের উপর দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ ছিল। আত্ম-অন্বেষণ ও মানবীয় প্রশংসায় তাদের গুরুত্ব দান দেখায় যে, তারা সেই ব্যক্তিকে গ্রহণ করে নি, যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিলেন এবং এ কারণেই তারা ঈশ্বরের প্রশংসা অর্জন করতে পারে নি। যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তারা নিজেদের নয়, কিন্তু কিভাবে ঈশ্বরের গৌরব হবে তাঁর খোঁজ করবে। কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি যিহূদীদের মনোভাব দ্বারা এটি পরিষ্কার যে, তারা এরূপ করছিল না। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজের ও ঈশ্বরের গৌরব একসাথে করতে পারে না।

৫:৪৫ যিনি তোমাদের উপরে দোষারোপ করেন। মোশি। যিহূদীরা মোশির সাথে তাদের যোগাযোগের জন্য নিজেদের গর্বিত মনে

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৫ অধ্যায়

দোষারোপ করেন; তিনি মোশি, যাঁর উপরে তোমরা প্রত্যাশা রেখেছ।<sup>৪৬</sup> কারণ যদি তোমরা মোশির উপর বিশ্বাস করতে, তবে আমার উপরও বিশ্বাস করতে, কেননা আমারই বিষয়ে তিনি লিখেছেন।<sup>৪৭</sup> কিন্তু তাঁর লেখায় যদি বিশ্বাস না কর, তবে আমার কথায় কিভাবে বিশ্বাস করবে?

[৫:৪৫] রোমী ২:১৭; [৫:৪৬] আদি ৩:১৫; দে: লূক ২৪:২৭, ৪৪; প্রেরি ২৬:২২; [৫:৪৭] লূক ১৬:২৯, ৩১।

করেছিল, যিনি তাদের মহান আইন-কানুনদাতা। তাই এটি যীশু খ্রীষ্টের এই কথা যিহুদীদের কাছে খুবই অপ্রত্যাশিত যে, মোশি নিজেই ঈশ্বরের সামনে তাদের অভিযুক্ত করবেন।

৫:৪৬ আমারই বিষয়ে তিনি লিখেছেন। নতুন নিয়মের সকল লেখক এ বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, পুরাতন নিয়মের প্রতিটি পুস্তকে যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে (লূক ২৪:২৫-২৭, ৪৪ দেখুন)। যীশু খ্রীষ্ট সুনির্দিষ্টভাবে এই সত্য মোশির লেখার প্রতি আরোপ করেছেন (আদি ৪৯:১০; যাত্রা ১২:২১; লেবীয় ১৬:৫; গণনা

২৪:১৭; দ্বিঃবিঃ ১৮:১৫ দেখুন)। আদি ৪৯:১০ পদটি খ্রীষ্ট সংক্রান্ত; এটি প্রথম দিকে দায়ুদের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে এবং পরিশেষে খ্রীষ্টতে পূর্ণতা পেয়েছে।

৬:১-১৫ পাঁচ সহস্র লোককে আহার দান। যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ব্যতীত ৫ হাজার লোককে খাওয়ানো এমন একটি আশ্চর্য কাজ, যা চারটি সুসমাচারের সবক'টিতে দেখা যায়। এখানে যীশু খ্রীষ্টকে মানবীয় চাহিদা পূরণকারী হিসেবে দেখা যায়। তিনি তাঁর এই আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, তিনিই জীবন-খাদ্য (পদ ৩৫)।

### যোহন ৫ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই সব ঘটনার পরে যীশু যিরূশালেমে গেলেন। তখন যিহুদীদের একটি পর্ব চলছিল। প্রভু যীশু এখানকার বৈথেস্দা পুকুরের পাড়ে শুয়ে থাকা একজন অবস-রোগীকে সেখানে সুস্থ করেন। যে মাদুরে সে এত দিন শুয়েছিল, সেটি তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াতে বলেন। বিশ্রামবারে প্রভু যীশু তাকে সুস্থ করায় ধর্মীয় নেতারা আবারও অসন্তুষ্ট হয়েছিল (৫:১-১৫)। এরপর ধর্ম-নেতারা প্রভু যীশুকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রভু যীশু পরিস্কার করেই তাদের জানিয়ে দেন যে, পিতা ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে ভালবাসেন এবং তিনি যে অধিকার তাঁকে দিয়েছেন সেই অধিকারের জোরেই তিনি সব কাজ করেন (৫:১৬-৩০)। এরপর তিনি তাদের বলেন যে, তাঁর কাছে যে বড় সাক্ষ্য রয়েছে তা হল পিতা নিজেই পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন এবং পবিত্র শাস্ত্রও তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। তাই তাঁর মানুষের সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই (৫:৩১-৪৭)।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

### যোহন ৫ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. কেন যীশু সব সময় উৎসবে উপস্থিত হতেন? (যাত্রাপুস্তক ২৩:১৪ পদ)
২. বৈথেস্দের পুকুরটিতে লোকটির সুস্থ হবার ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (১-৯ পদ)
৩. কেন যিহূদী ধর্মনেতারা সুস্থ করবার বিষয়ে অভিযোগ করেছিল? (১০,১১ পদ)
৪. যে লোকটি সুস্থ হয়েছিল যীশু তাকে কি বলেছিলেন? (১৪ পদ)
৫. যিহূদীরা কেন যীশুকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল? (১৮ পদ)
৬. যিনি ঈশ্বরের বাক্য শুনে ও বিশ্বাস করেন এমন ব্যক্তির জন্য কি পুরস্কার রয়েছে? (২৪ পদ)
৭. কে বিশ্বাসীদের জন্য অনন্ত জীবনের উৎস? (২৬ পদ)
৮. কোন্ বিষয়ের জন্য যীশু ঈশ্বরের কাছ থেকে নিযুক্ত হয়েছেন? (২৭ পদ)
৯. যোহন খ্রীষ্টের সম্পর্কে কি সত্য বহন করেছিলেন? (৩৩-৩৫ পদ)
১০. শাস্ত্র সম্পর্কে যীশু কি বলেছিলেন? (৩৯ পদ)
১১. শাস্ত্র পড়ার পরেও কি কারণে একজন ব্যক্তি খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস নাও করতে পারে? (৪৩ পদ)
১২. ভাল কাজ করার পিছনে ধর্মীয় নেতাদের কি মতলব ছিল? (৪৪ পদ)
১৩. মোশি এবং তাঁর লেখা সম্পর্কে যীশু কি বলেছিলেন? (৪৬-৪৭ পদ)

### পাঁচ হাজার লোককে আহ্বার দান

৬<sup>১</sup> এর পরে যীশু গালীল-সাগরের, অর্থাৎ তিবিরিয়া-সাগরের, অন্য পারে চলে গেলেন।  
৬<sup>২</sup> আর বিস্তর লোক তাঁর পিছনে পিছনে যেতে লাগল, কেননা তিনি রোগীদের উপরে যেসব চিহ্ন-কাজ করতেন, সেসব তারা দেখতে পেত।<sup>৩</sup> আর যীশু পর্বতে উঠলেন এবং সেখানে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসলেন।<sup>৪</sup> তখন যিহূদীদের পর্বদিন নিস্তারপর্ব সন্নিহিত ছিল।  
৬<sup>৫</sup> আর যীশু চোখ তুলে বিস্তর লোক তাঁর কাছে আসছে দেখে ফিলিপকে বললেন, ওদের

৬:২] দে: যোহন ২:১১; [৬:৩] পদ: ১৫; [৬:৪] দে: যোহন ১১:৫৫; [৬:৫] দে: যোহন ১:৪৩;

৬:১ তিবিরিয়া-সাগর। সম্ভবত গালীল সাগরের রোমীয় নাম। নামটি সম্রাটের নামে নামাঙ্কিত তিবিরিয়া শহর থেকে এসেছে, যা ২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সম্ভবত যীশু খ্রীষ্টের সময়ে এই নাম খুব বেশি ব্যবহৃত হত না।

৬:৪ নিস্তারপর্ব। ২:১৩ পদের নোট দেখুন। যোহন কেন নিস্তারপর্বের বিষয়ে উল্লেখ

করেছেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। সম্ভবত তিনি স্বর্গীয় রূপটির বিষয়ে আত্মিক শিক্ষার সাথে আশ্চর্য কাজের তাৎপর্য যুক্ত করেছেন, যা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ‘নিস্তারপর্বের’ ভিত্তি তৈরি করেছিল (পদ ৫১ দেখুন)।

৬:৫ ফিলিপ। যেহেতু তিনি নিকটস্থ বৈথেসদা থেকে এসেছিলেন (১:৪৪), সেই কারণে



### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

খাবারের জন্য আমরা কোথায় রুটি কিনতে পাব? <sup>৬</sup> এই কথা তিনি তাঁর পরীক্ষার জন্য বললেন? কেননা কি করবেন, তা তিনি নিজে জানতেন। <sup>৭</sup> ফিলিপ তাঁকে উত্তরে বললেন, ওদের জন্য দুই শত সিকির রুটিও এরকম যথেষ্ট নয় যে, প্রত্যেক জন কিছু কিছু পেতে পারে। <sup>৮</sup> তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এক জন, শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয় তাঁকে বললেন, <sup>৯</sup> এখানে একটি বালক আছে, তার কাছে যবের পাঁচখানা রুটি এবং দু'টি মাছ আছে; কিন্তু এত লোকের মধ্যে তাতে কি হবে? <sup>১০</sup> যীশু বললেন, লোকদেরকে বসিয়ে দাও। সেই স্থানে অনেক ঘাস ছিল আর তার উপরেই লোকেরা বসে গেল। সেখানে পুরুষের সংখ্যা অনুমান পাঁচ হাজার লোক ছিল। <sup>১১</sup> তখন যীশু সেই রুটি কয়খানি নিলেন ও ধন্যবাদ জানালেন এবং যারা বসেছিল তাদেরকে ভাগ করে দিলেন; সেভাবে মাছ কয়টি থেকেও যে যত চাইল তা তিনি তাদের দিলেন। <sup>১২</sup> আর তারা তৃপ্ত হলে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন, অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়াগুলো সংগ্রহ কর, যেন কিছুই নষ্ট না হয়। <sup>১৩</sup> তাতে তাঁরা সংগ্রহ করলেন, আর ঐ পাঁচখানা যবের রুটির গুঁড়াগাঁড়ায় সেই লোকদের ভোজনের পর যা বেঁচেছিল, তাতে বারো ডালা পূর্ণ করলেন। <sup>১৪</sup> অতএব সেই লোকেরা তাঁর কৃত চিহ্ন-কাজ দেখে বলতে লাগল, উনি সত্যিই সেই ভাববাদী, যিনি পৃথিবীতে আসছেন।

[৬:৮] যোহন ১:৪০; [৬:৯] ২রাজা ৪:৪৩; [৬:১১] পদ: ২৩; দে: মথি ১৪:১৯; [৬:১৪] দে: যোহন ২:১১; [৬:১৪] দ্বি:বি ১৮:১৫, ১৮; মথি ১১:৩; দে: ২১:১১;

এভাবে তাঁকে জিজ্ঞেস করা যথার্থ ছিল। অন্যান্য সুসমাচারের সাথে এই আশ্চর্য কাজে একটি ভিন্নতা রয়েছে— তাঁরা লিখেছেন যে, প্রেরিতরা খাবার আয়োজনের জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন; কিন্তু যোহন লিখেছেন যে, খাবারের প্রয়োজন সম্পর্কে যীশু সর্বপ্রথম মনোযোগ আনেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল ফিলিপের প্রতি, যার উল্লেখ এই সুসমাচারে অন্য তিনটি উপলক্ষে রয়েছে (১:৪৩; ১২:২১ এবং ১৪:৮)।

**৬:৮ শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়।** যোহন লিখিত সুসমাচারের আরেকটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হল আন্দ্রিয়ের বিশেষ উল্লেখ। এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, এই সুসমাচার রচনায় যোহনের সহযোগী ছিলেন আন্দ্রিয় (১:৪৪ ও ১২:২১ পদ দেখুন, যেখানে ফিলিপের সাথে আন্দ্রিয়েরও উল্লেখ রয়েছে)।

**৬:৯ যবের রুটি।** সস্তা রুটি, যা দরিদ্রদের খাদ্য ছিল।

**৬:১০ অনুমান পাঁচ হাজার।** শুধুমাত্র পুরুষের সংখ্যা; নারী ও শিশুদের এখানে ধরা হয় নি

(মথি ১৪:২১)।

**৬:১১ ধন্যবাদ জানালেন।** পূর্ববর্তী সবক'টি সুসমাচার বলে যে, যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গের দিকে তাকালেন এবং তারপর প্রার্থনা করলেন ও রুটি ভাঙ্গলেন। যোহনের বর্ণনা অনুসারে প্রথম দু'টি কাজকে এক করে উল্লেখ করা হয়েছে।

**৬:১৩ গুঁড়াগাঁড়ায় ... বারো ডালা পূর্ণ করলেন।** পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার সরবরাহ করা হয়েছিল।

**৬:১৪ চিহ্ন-কাজ।** এই আশ্চর্য কাজ লোকদেরকে মনুষ্যপুত্রের প্রতি নির্দেশ করে এবং অনন্ত জীবনের খাদ্যের কথা বলে, যা তিনি দেন (পদ ২৭), কিন্তু তারা তাঁকে কেবল ভাববাদী হিসেবে দেখেছিল, অর্থাৎ দ্বিঃবিঃ ১৮:১৫ পদের ভাববাদী, যিনি হবেন মোশির মত (১:২১ পদের নোট দেখুন)। মোশির মাধ্যমে প্রান্তরে লোকদের জন্য ঈশ্বর খাদ্য ও পানীয় যুগিয়েছিলেন, আর এখানেও তারা যীশুকে একজন ভাববাদীর চেয়ে বেশি কিছু হিসেবে প্রত্যাশা করে নি।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

<sup>১৫</sup> তখন যীশু বুঝতে পারলেন যে, তারা এসে তাঁকে রাজা করার জন্য ধরতে উদ্যত হয়েছে, তাই আবার নিজে একাকী পর্বতে চলে গেলেন।

### জলের উপর দিয়ে হাঁটা

<sup>১৬</sup> সন্ধ্যা হলে তাঁর শিষ্যেরা সমুদ্রতীরে নেমে গেলেন, <sup>১৭</sup> এবং একখানি নৌকায় উঠে সমুদ্রপারে কফরনাহূমের দিকে যেতে লাগলেন। সেই সময়ে অন্ধকার হয়েছিল এবং যীশু তখনও তাঁদের কাছে আসেন নি। <sup>১৮</sup> আর খুব জোরে বাতাস বইছিল বলে সাগরে বড় বড় ঢেউ উঠছিল। <sup>১৯</sup> এভাবে দেড় বা দুই মাইল বেয়ে গেলে পর তাঁরা যীশুকে দেখতে পেলেন, তিনি সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে নৌকার কাছে আসছেন; এতে তাঁরা ভয় পেলেন। <sup>২০</sup> কিন্তু তিনি তাঁদেরকে বললেন, এই আমি, ভয় করো না। <sup>২১</sup> তখন তাঁরা তাঁকে নৌকায় তুলে নিতে চাইলেন; আর তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন, নৌকাটি তৎক্ষণাৎ সেই সেখানে পৌঁছে গেল।

### স্বর্গীয় খাদ্য

<sup>২২</sup> পর দিন, যে লোকেরা সমুদ্রের অন্য পারে দাঁড়িয়েছিল, তারা দেখেছিল যে, সেখানে একখানি নৌকা আর কোন নৌকা ছিল না এবং যীশু শিষ্যদের সঙ্গে সেই নৌকাতে উঠেন নি, কেবল তাঁর শিষ্যেরা একাই চলে গিয়েছিলেন। <sup>২৩</sup> কিন্তু তিবিরিয়া থেকে কয়েকখানি নৌকা, যেখানে প্রভু ধন্যবাদ জানালে পর লোকেরা রুটি খেয়েছিল, সেই স্থানের কাছে এসেছিল। <sup>২৪</sup> অতএব লোকেরা যখন দেখলো, যীশু সেখানে নেই, তাঁর শিষ্যেরাও নেই, তখন তারা সেসব নৌকায় চড়ে যীশুর খোঁজে কফরনাহূমে আসল।

<sup>২৫</sup> আর সমুদ্রের পারে তাঁকে পেয়ে বললো, রব্বি, আপনি এখানে কখন এসেছেন?

[৬:১৫] যোহন ১৮:৩৬; [৬:১৫] মথি ১৪:২৩; মার্ক ৬:৪৬; [৬:১৯] ইয়োব ৯:৮; [৬:২০] দে: মথি ১৪:২৭; [৬:২২] পদ: ২; [৬:২২] পদ: ১৫-২১; [৬:২৩] পদ: ১; [৬:২৩] পদ: ১১; [৬:২৫] দে: মথি ২৩:৭;

৬:১৫ রাজা করার জন্য ধরতে উদ্যত হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট একবার শয়তানের জাগতিক রাজত্ব লাভের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেছেন (মথি ৪:৮-১০; যোহন ১৮:৩৬ পদের নোট দেখুন)। যীশুকে রাজা করার পরিকল্পনা অন্যান্য সুসমাচারে পাওয়া যায় না।

৬:১৯ দেড় বা দুই মাইল। মার্ক বলেছেন, ‘তখন নৌকাখানি সমুদ্রের মাঝখানে ছিল’ (মার্ক ৬:৪৭)।

তাঁরা ভয় পেলেন। তাঁরা চিন্তা করলেন যে, তাঁরা ভূত দেখছেন (মথি ১৪:২৬)।

৬:২০ এ আমি। এটি খ্রীষ্টের ‘আমিই’ বিবৃতিগুলোর একটি নয় (যেমন “আমিই পথ ...”); যদিও গ্রীক ভাষায় দু’টো শব্দ একই অর্থ বহন করে। এখানে এটি পরিষ্কার যে, যীশু

খ্রীষ্টের উপস্থিতির উপলব্ধি দ্বারা প্রেরিতদের ভয় দূরীভূত হয়েছে।

৬:২১ নৌকা তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে উপস্থিত হল। কেউ কেউ মনে করে যে, এটি আরেকটি আশ্চর্য কাজ; নৌকাটির নিরাপদ আগমনের কৃতিত্ব অস্পষ্টভাবে যীশুকে দেয়া হয়েছে।

৬:২৪ যীশুর অন্বেষণে। জনতা বুঝতে পারে নি যে, যীশু কোথায় গেলেন; কিন্তু তারা তাঁকে আবার দেখতে চাইল। তাই তারা তাঁকে যেখানে পাওয়া যেতে পারে, সেই কফরনাহূমে খোঁজ করেছিল।

৬:২৫ রব্বি, আপনি এখানে কখন এসেছেন? এই প্রশ্ন তাদের বিশ্বয়কে প্রকাশ করে। তাদের এই বোধ ছিল না যে, জলের উপরে হেঁটে দেখানোর মত যীশু বস্তুগত সীমাবদ্ধতার বাইরে

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

২৬ যীশু তাদেরকে উত্তরে বললেন, সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা চিহ্ন-কাজ দেখেছো বলে আমার খোঁজ করছো, তা নয়; কিন্তু সেই রুটি খেয়েছিলে ও তৃপ্ত হয়েছিলে বলেই আমার খোঁজ করছো। ২৭ যে খাদ্য নষ্ট হয়ে যায় সেই খাদ্যের জন্য পরিশ্রম করো না, কিন্তু সেই খাদ্যের জন্য পরিশ্রম কর, যা অনন্ত জীবন পর্যন্ত থাকে, যা মনুষ্যপুত্র তোমাদেরকে দেবেন, কেননা পিতা-ঈশ্বর তাঁকেই সীলমোহর করেছেন। ২৮ তখন তারা তাঁকে বললো, আমরা যেন ঈশ্বরের কাজ করতে পারি, এজন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? ২৯ উত্তরে যীশু তাঁদেরকে বললেন, ঈশ্বরের কাজ এই, যেন তাঁতে তোমরা বিশ্বাস কর, যাকে তিনি প্রেরণ করেছেন। ৩০ তারা তাঁকে বললো, ভাল, আপনি এমন কি চিহ্ন-কাজ করছেন, যা দেখে আমরা আপনার উপর বিশ্বাস করবো? আপনি কি কাজ করছেন? ৩১ আমাদের পূর্বপুরুষেরা মরুভূমিতে মান্না খাইয়েছিলেন, যেমন লেখা আছে, “তিনি ভোজনের জন্য তাদেরকে স্বর্গ থেকে খাদ্য দিলেন।” ৩২ যীশু তাদেরকে বললেন, সত্যি, সত্যি, আমি

[৬:২৬] পদ: ২৪; [৬:২৬] পদ: ৩০; দে: যোহন ২:১১; [৬:২৭] যিশা ৫৫:২; [৬:২৭] পদ: ৫৪; দে: মথি ২৫:৪৬; [৬:২৭] দে: মথি ৮:২০; [৬:২৭] রোমী ৪:১১; ১করি ৯:২; ২করি ১:২২; ইফি ১:১৩; ৪:৩০; ১তীম ২:১৯; প্রকা ৭:৩; [৬:২৯] ১যোহন ৩:২৩; [৬:২৯] দে: যোহন ৩:১৭; [৬:৩০] দে: যোহন ২:১১; [৬:৩০] দে: মথি ১২:৩৮; [৬:৩১] গণনা ১১:৭-৯; [৬:৩১] যাত্রা ১৬:৪, ১৫; যিহি ৯:১৫; গীত ৭৮:২৪; ১০৫:৪০;

ছিলেন।

৬:২৬ চিহ্ন-কার্য দেখেছো বলে ... তৃপ্ত হয়েছিলে বলে। যীশু তাঁর উত্তরে খাবারের স্বার্থে তাঁকে খোঁজার জন্য তাদের প্রতি অভিযোগ করেন। যীশু এখানে ‘চিহ্ন-কার্য’ শব্দটি ব্যবহার করেন, কারণ তিনি লোকদের মনোভাব সম্পর্কে বলছেন। তারা এই আশ্চর্য কাজে খাবার বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া আরও কোন অর্থ অনুধাবন করতে পারে নি, তাই আশ্চর্য কাজটি এর পূর্ণ তাৎপর্য দেখাতে ব্যর্থ হল।

৬:২৭ যে খাদ্য ... পরিশ্রম করো না। যীশু খ্রীষ্টের এসব কথা তাঁর শ্রোতাদের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে, কারণ তারা শ্রমবিমুখ হওয়ার চিন্তা করছিল, কিন্তু তাদের আকাঙ্ক্ষা অবদমনে তাঁর এই পদক্ষেপ অত্যন্ত দয়াপূর্ণ।

অনন্ত জীবন। এমন এক জীবন যা অর্জন করা যায় না, কিন্তু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করার মাধ্যমে পাওয়া যায় (যোহন ৩:১৫; ৬:২৮-২৯ পদের নোট দেখুন)।

সীলমোহর করেছেন। মনুষ্যপুত্রের উপরে ঈশ্বর সীলমোহরকৃত করেছেন, যা বিশুদ্ধতার চিহ্ন। যিনি সীলমোহরকৃত হন, তিনি এই সীলমোহর-

কৃত মালিকের পক্ষে কাজ করেন। যীশু যা করেন, যা বলেন তা ঈশ্বরের কাজ ও কথা। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা যোহন লিখিত সুসমাচারের প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলোর একটি (৪:৩৪ পদের নোট দেখুন)।

৬:২৮ আমাদেরকে কী করতে হবে? তারা আসল বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে নি যে, অনন্ত জীবন খ্রীষ্টের দান; তারা ভেবেছিল ধার্মিক জীবন যাপন করেই কেবল তারা অনন্ত জীবন লাভ করতে পারবে।

৬:২৯ ঈশ্বরের কাজ। যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস আনা অপরিহার্য কাজ, যে কাজের জন্য ঈশ্বর আহ্বান করেন, যা অনন্ত জীবনে পরিচালিত করে।

৬:৩০ আপনি কী কাজ করছেন? তারা মান্নার চেয়েও বড় কোন চিহ্ন যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে চাচ্ছিল, যা মোশি মরুভূমিতে ইস্রায়েলীয়দেরকে দিয়েছিলেন।

৬:৩১ মান্না। একটি প্রচলিত যিহুদী প্রত্যাশা ছিল যে, যখন খ্রীষ্ট আসবেন তখন তিনি নতুনভাবে মান্না পাঠাবেন। জনতা সম্ভবত যুক্তি দেখিয়েছিল যে, মোশির তুলনায় যীশু অল্প কিছু করেছেন। তিনি ৫ হাজার লোককে খাবার দিয়েছেন, মোশি একটি জাতিকে খাইয়েছেন।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

তোমাদেরকে বলছি, মোশি তোমাদেরকে স্বর্গ থেকে সেই খাদ্য দেন নি, কিন্তু আমার পিতাই তোমাদেরকে স্বর্গ থেকে প্রকৃত খাদ্য দেন।<sup>৩৩</sup> কেননা ঈশ্বরের খাদ্য তা-ই, যা স্বর্গ থেকে নেমে আসে ও জগৎকে জীবন দান করে।<sup>৩৪</sup> তখন তারা তাঁকে বললো, গুরু, চিরকাল সেই খাদ্য আমাদেরকে দিন।

<sup>৩৫</sup> যীশু তাদেরকে বললেন, আমিই সেই জীবন-খাদ্য। যে ব্যক্তি আমার কাছে আসে, সে ক্ষুধার্ত হবে না এবং যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে তৃষ্ণার্ত হবে না, কখনও না।<sup>৩৬</sup> কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলেছি যে, তোমরা আমাকে দেখেছো, তবুও বিশ্বাস কর নি।<sup>৩৭</sup> পিতা যাদের আমাকে দেন, তারা আমারই কাছে আসবে এবং যে আমার কাছে আসবে, তাকে আমি কোন মতে বাইরে ফেলে দেব না।<sup>৩৮</sup> কেননা আমার ইচ্ছা সাধন করার জন্য আমি স্বর্গ থেকে নেমে আসি নি; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা সাধন করার জন্য এসেছি।<sup>৩৯</sup> আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা এই, তিনি আমাকে যে সমস্ত

[৬:৩৩] পদ: ৫০; যোহন ৩:১৩, ৩১; [৬:৩৪] যোহন ৪:১৫; [৬:৩৫] যাত্রা ৩:১৪; যোহন ৮:১২; ১০:৭, ১১; ১১:২৫; ১৪:৬; ১৫:১; [৬:৩৬] পদ: ৪৮, ৫১; [৬:৩৭] দে: যোহন ৩:১৫; [৬:৩৮] যোহন ৪:১৪; [৬:৩৯] পদ: ৩৯; যোহন ১৭:২, ৬, ৯, ২৪; [৬:৩৮] যোহন ৩:১৩, ৩১; [৬:৩৮] দে: মথি ২৬:৩৯; [৬:৩৮] দে: যোহন ৩:১৭; [৬:৩৯] যিশা ২৭:৩; যির ২৩:৪; যোহন ১০:২৮; ১৭:১২; ১৮:৯; [৬:৩৯] পদ: ৪০, ৪৪, ৫৪;

তিনি এই কাজটি একবার করেছেন, মোশি করেছেন ৪০ বছর ধরে। তিনি দিয়েছেন সাধারণ রুটি; মোশি ‘স্বর্গ থেকে খাবার’ দিয়েছেন।

**৬:৩২ আমার পিতাই ... প্রকৃত খাদ্য দেন।** যীশু খ্রীষ্ট তাদের সংশোধন করলেন এবং এ কথা বোঝালেন যে, মরুভূমিতে মোশি নিজে থেকে মান্না তৈরি করেন নি, বরং তা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং পিতা ঈশ্বর এখনও স্বর্গ থেকে সত্যিকার রুটি (পুত্রের মাধ্যমে অনন্ত জীবন) দিয়ে থাকেন।

**৬:৩৩ ঈশ্বরের খাদ্য।** যীশু মান্নার চেয়ে অধিক অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন।

**৬:৩৪ সেই খাদ্য।** সম্ভবত কূপের পাশে শমরীয় স্ত্রীলোকটির মত এটি আরেকটি ভুল উপলব্ধি (যোহন ৪:১৫; নীকদীমের ঘটনাও তুলনা করণ, যোহন ৩:৪)। তাদের চিন্তা জাগতিক দিকেই ধাবিত হল।

**৬:৩৫ আমিই।** যীশু খ্রীষ্টের সাতটি স্বীয়-বর্ণনার প্রথমটি তুলে ধরা হচ্ছে “আমিই” দ্বারা (৮:১২; ৯:৫; ১০:৭,৯; ১০:১১,১৪; ১১:২৫; ১৪:৬;

১৫:১,৫ দেখুন)। গ্রীক ভাষায় শব্দগুলোতে গুরুত্বপূর্ণভাবে জোর দেয়া হয়েছে এবং এখানে যাত্রা ৩:১৪ পদের প্রতিফলন ঘটেছে।

**জীবন-খাদ্য।** এর অর্থ ‘এমন খাদ্য যা জীবন্ত’ বা ‘এমন খাদ্য যা জীবন দেয়’। ৩৩ পদে যা বলা হয়েছে, তা এখন পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ৪১, ৪৮ ও ৫১ পদে সামান্য পরিবর্তন করে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

**৬:৩৭ পিতা যাদের আমাকে দেন।** ঈশ্বরের পদক্ষেপ (৬:৪৪; ১০:২৯; ১৭:৬; ১৮:৯ দেখুন), মানুষের নয় (পদ ২৮), যা পরিত্রাণের প্রাথমিক ধাপ এবং খ্রীষ্টের দয়া অব্যর্থ (পদ ৩০-৪০; ১০:২৮; ১৭:৯,১২,১৫,১৯; ১৮:৯ দেখুন)। এখানে স্বর্গীয় স্বার্বভৌমত্ব (পিতা যাদের আমাকে দেন) ও মানবীয় সাড়া দান (যে আমার কাছে আসবে)-এর মাঝে সংযোগ রয়েছে, কিন্তু স্বর্গীয় কর্তৃত্বের উপরে প্রধান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

**৬:৩৮ আমার ইচ্ছা ... নেমে আসি নি।** এই প্রসঙ্গটি ছয়বার উল্লেখ করা হয়েছে (পদ ৩৩,৩৮,৪১,৫০-৫১,৫৮), যা যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গীয় উৎসের প্রতি জোর দেয়।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

লোকদের দিয়েছেন, তাদের কাউকেই যেন না হারাই, কিন্তু শেষ দিনে জীবিত করে তুলি।  
৪০ কারণ আমার পিতার ইচ্ছা এই, যে কেউ পুত্রকে দর্শন করে ও তাঁতে বিশ্বাস, সে যেন অনন্ত জীবন পায়; আর আমিই তাঁকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলব।

৪১ অতএব যিহূদীরা তাঁর বিষয়ে বচসা করতে লাগল, কেননা তিনি বলেছিলেন, আমিই সেই খাদ্য, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। ৪২ তারা বললো, এ কি যোষেফের পুত্র সেই যীশু নয়, যার পিতা-মাতাকে আমরা জানি? তবে এ কেমন করে বলে, আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি? ৪৩ উত্তরে যীশু তাঁদেরকে বললেন, তোমরা পরস্পর বচসা করো না। ৪৪ পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ না করলে কেউ আমার কাছে আসতে পারে না, আর আমি তাকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলব। ৪৫ ভাববাদীদের পুস্তকে লেখা আছে, “তারা সকলে ঈশ্বরের কাছে শিক্ষা পাবে।” যে কেউ পিতার কাছে শুনে শিক্ষা পেয়েছে, সেই আমার কাছে আসে। ৪৬ কেউ যে পিতাকে দেখেছে, তা নয়; যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন, কেবল তিনিই পিতাকে দেখেছেন। ৪৭ সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, যে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে। ৪৮ আমিই জীবন-খাদ্য। ৪৯ তোমাদের পূর্বপুরুষেরা মরু-ভূমিতে মান্না খেয়েছিল, আর তারা মৃত্যুবরণ করেছে। ৫০ এ সেই খাদ্য, যা স্বর্গ থেকে নেমে আসে, যেন লোকে তা খায় ও মারা না যায়। ৫১ আমিই সেই জীবন্ত খাদ্য, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। কেউ যদি এই খাদ্য খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে, আর আমি যে খাদ্য দেব, সে আমার শরীর, জগতের জীবনের জন্য।

৫২ অতএব যিহূদীরা পরস্পর বাগ্যুদ্ধ করে বলতে লাগল, এই ব্যক্তি কেমন করে আমাদেরকে ভোজনের জন্য নিজের শরীর দিতে পারে? ৫৩ যীশু তাঁদেরকে বললেন, সত্যি,

[৬:৪০] যোহন ১২:৪৫; [৬:৪০] দে: মথি ২৫:৪৬; [৬:৪২] লুক ৪:২২; [৬:৪২] যোহন ৭:২৭, ২৮; [৬:৪২] পদ: ৩৮, ৬২; [৬:৪৪] পদ: ৬৫; যির ৩১:৩; যোহন ১২:৩২; [৬:৪৫] যিশা ৫৪:১৩; যির ৩১:৩৩, ৩৪; ১করি ২:১৩; ১খিষ ৪:৯; ইব্রী ৮:১০, ১১; ১০:১৬; ১যোহন ২:২৭; [৬:৪৬] দে: যোহন ১:১৮; ৫:৩৭; ৭:২৯; [৬:৪৭] দে: মথি ২৫:৪৬; [৬:৪৮] পদ: ৩৫, ৫১; [৬:৪৯] পদ: ৩১, ৫৮; [৬:৫০] পদ: ৩৩; [৬:৫১] পদ: ৩৫, ৪৮; [৬:৫১] পদ: ৪১, ৫৮; [৬:৫১] ইব্রী ১০:১০; [৬:৫২] দে: যোহন ১:১৯; [৬:৫২] যোহন ৭:৪৩; ৯:১৬; ১০:১৯;

৬:৩৯ তাদের কাউকেই যেন না হারাই।  
সত্যিকার বিশ্বাসী রক্ষা পাবে তার উপর খ্রীষ্টের  
দৃঢ় নিয়ন্ত্রণের কারণে (ফিলি ১:৬ দেখুন)।

শেষ দিনে। নতুন নিয়মে এই প্রকাশভঙ্গি কেবল  
যোহন লিখিত সুসমাচারে পাওয়া যায় (পদ  
৪০, ৪৪, ৫৪ দেখুন)।

৬:৪০ আমিই তাকে শেষ দিনে জীবিত করে  
তুলব। খ্রীষ্ট যে জীবন দেন, মৃত্যু সেই জীবনকে  
ধ্বংস করতে পারে না।

৬:৪৪ তিনি আকর্ষণ না করলে। লোকেরা  
নিজেদের উদ্যোগে খ্রীষ্টের কাছে আসে তা নয়,  
কিন্তু পিতাই তাদের আহ্বান করে নিয়ে  
আসেন।

৬:৪৫ ভাববাদীদের পুস্তক। পুরাতন নিয়মের যে

অংশ থেকে এই উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে তা হচ্ছে  
যিশা ৫৪:১৩ পদ।

যে কেউ পিতার কাছে ... আমার কাছে আসে।  
কেবল তারাই— যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে  
আহ্বান পায়, পরিভ্রাণের জন্য আসে এবং যারা  
তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নেয়, তারা সকলে  
পরিভ্রাণ পেয়েছে।

৬:৪৯ তারা মৃত্যুবরণ করেছে। যীশু খ্রীষ্ট যে  
জীবন দান করেন, তা অনন্তকাল স্থায়ী।

৬:৫১ যদি এই খাদ্য খায়; যদি নিজের জীবন  
রক্ষা করার জন্য যীশুকে গ্রহণ করে, অর্থাৎ তাঁর  
উপরে বিশ্বাস করে।

আমার শরীর, জগতের জীবনের জন্য। যেভাবে  
তিনি কালভেরী পাহাড়ে নিজ জীবন উৎসর্গ

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা যদি মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন ও তাঁর রক্ত পান না কর, তোমাদের মধ্যে জীবন নেই।<sup>৫৪</sup> যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে এবং আমি তাকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলব।<sup>৫৫</sup> কারণ আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য এবং আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়।<sup>৫৬</sup> যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে আমার মধ্যে থাকে এবং আমি তার মধ্যে থাকি।<sup>৫৭</sup> যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং পিতা হেতু আমি জীবিত আছি, ঠিক সেভাবে যে কেউ আমাকে ভোজন করে, সেও আমা হেতু জীবিত থাকবে।<sup>৫৮</sup> এ সেই খাদ্য, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে; পূর্বপুরুষেরা যেমন খেয়েছিল এবং মারা গিয়েছিল, সেরকম নয়; এই খাদ্য যে ভোজন করে, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।

<sup>৫৯</sup> এসব কথা তিনি কফরনাহুমে উপদেশ দেবার সময়ে সমাজ-গৃহে বললেন।

### অনন্ত জীবনের বাক্য

<sup>৬০</sup> তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এই কথা শুনে বললো, এ কঠিন কথা, কে এই কথা গ্রহণ করতে পারে? <sup>৬১</sup> কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা এই বিষয়ে বচসা করছে, যীশু তা অন্তরে জানতে পেরে তাদেরকে বললেন, এই কথায় কি তোমরা মনে বাধা পেয়েছ? <sup>৬২</sup> তবে মনুষ্যপুত্র আগে যেখানে ছিলেন, সেখানে তোমরা তাঁকে উঠতে দেখলে কি বলবে? <sup>৬৩</sup> আত্মাই জীবনদায়ক, দৈহিক শক্তি জীবন দিতে পারে না; আমি তোমাদেরকে যেসব কথা বলেছি, তা

[৬:৫৩] মথি ২৬:২৬; [৬:৫৩] দে: মথি ৮:২০; [৬:৫৩] মথি ২৬:২৮; [৬:৫৪] পদ: ৩৯; [৬:৫৬] যোহন ১৫:৪-৭; ১যোহন ২:২৪; ৩:২৪; ৪:১৫; [৬:৫৭] দে: যোহন ৩:১৭; [৬:৫৮] পদ: ৪৯-৫১; যোহন ৩:৩৬; ৫:২৪; [৬:৬০] পদ: ৬৬; [৬:৬০] পদ: ৫২; [৬:৬১] মথি ১৩:৫৭; [৬:৬২] দে: মথি ৮:২০; [৬:৬২] দে: মার্ক ১৬:১৯; দে: যোহন ৩:১৩; ১৭:৫; [৬:৬৩] ২করি ৩:৬;

করেছেন; অনন্ত জীবন দান করা দাতার জন্য ব্যয়সাপেক্ষ।

**৬:৫৩ তোমরা যদি ... জীবন নেই।** এই উক্তি প্রভুর ভোজের বিষয়ে প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত। তিনি পরিত্রাণার্থে এ কথা শিক্ষা দেন না যে, এই আচারানুষ্ঠানই একমাত্র অধ্যাদেশ যার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট ও তাঁর উদ্ধারকারীর দোয়া গ্রহণ করা হয়। যীশু ঈশ্বরের নিরূপিত উৎসর্গরূপে তাঁর নিজের বিশ্বাসের পূর্ণতার কথা প্রকাশ করেছেন।

**৬:৬০ এ কঠিন কথা।** খ্রীষ্টের কথা লোকদের কাছে অনেক কঠিন বলে মনে হয়েছিল, যা তারা বুঝতে পারছিল না। মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন করা এবং তাঁর রক্ত পান করার চিন্তা নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টের অনেক যিহুদী শ্রোতার কাছে বিঘ্নস্বরূপ ছিল (৫৩-৫৮ পদের নোট দেখুন)। কঠিন কথা বলতে তারা বুঝিয়েছিল, ‘গ্রহণ করা কঠিন’।

**৬:৬১ এই কথায় কি তোমরা মনে বাধা**

**পেয়েছ?** যীশু খ্রীষ্টের উত্তরকে সুনির্দিষ্টভাবে তাদের প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত মনে হয় না। কিন্তু যেহেতু যোহন তাদের বচসার বিষয়ে খ্রীষ্টের অবগতির দিকে গুরুত্ব দেন, তাই অবশ্যই মনে করা দরকার যে, তিনি তাদের অন্তরে যে প্রশ্নের জন্ম নিয়েছিল তার উত্তর দিচ্ছেন। সম্ভবত তাঁর মাংস ভোজন এবং রক্ত পান করার বিষয়ে বলার কারণে তাদের ভেতরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল।

**৬:৬২ আগে যেখানে ছিলেন।** এখানে যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গীয় পূর্ব-অস্তিত্বের কথা বোঝানো হচ্ছে।

**তাঁকে উঠতে দেখলে।** সম্ভবত এখানে কয়েকটি ঘটনাপ্রবাহের কথা বোঝানো হয়েছে, যা ক্রুশারোপণ থেকে শুরু হয়েছে, যেখানে যীশু গৌরবান্বিত হয়েছিলেন (৭:৩৯ পদের নোট দেখুন)।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

আত্মা ও জীবন; <sup>৬৪</sup> কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা বিশ্বাস করে না। কেননা যীশু প্রথম থেকে জানতেন, কে কে বিশ্বাস করে না এবং কেই বা তাঁকে শত্রুদের হাতে তুলে দেবে? <sup>৬৫</sup> তিনি আরও বললেন, এজন্য আমি তোমাদেরকে বলেছি, যদি পিতা থেকে ক্ষমতা দেওয়া না হয়, তবে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না।

<sup>৬৬</sup> এতে তাঁর অনেক শিষ্য পিছিয়ে পড়লো, তাঁর সঙ্গে আর যাতায়াত করলো না। <sup>৬৭</sup> অতএব যীশু সেই বারো জনকে বললেন, তোমরাও কি চলে যেতে ইচ্ছা করছো? <sup>৬৮</sup> শিমোন পিতর তাঁকে উত্তরে বললেন, প্রভু, কার কাছে যাব? আপনার কাছে অনন্ত জীবনের কথা আছে; <sup>৬৯</sup> আর আমরা বিশ্বাস করেছি ও জেনেছি যে, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি। <sup>৭০</sup> যীশু তাঁদেরকে উত্তরে বললেন, তোমরা এই যে বারো জন, আমি কি তোমাদেরকে মনোনীত করি নি? আর তোমাদের মধ্যেও এক জন শয়তান আছে। <sup>৭১</sup> এই কথা তিনি ঈকরিয়োতীয় শিমোনের পুত্র যিহূদার বিষয়ে বললেন, কারণ সেই ব্যক্তি তাঁকে ধরিয়ে দেবে, সে বারো জনের মধ্যে এক জন।

[৬:৬৪] দে: যোহন ২:২৫; [৬:৬৪] দে: মথি ১০:৪; [৬:৬৫] পদ: ৩৭, ৪৪; দে: মথি ১৩:১১; [৬:৬৬] পদ: ৬০; [৬:৬৭] মথি ১০:২; [৬:৬৮] মথি ১৬:১৬; [৬:৬৮] পদ: ৬৩; দে: মথি ২৫:৪৬; [৬:৬৯] দে: মার্ক ১:২৪; চ:২৯; লূক ৯:২০; [৬:৭০] যোহন ১৫:১৬, ১৯; [৬:৭০] যোহন ১৩:২৭; ১৭:১২; [৬:৭১] দে: মথি ২৬:১৪; [৬:৭১] দে: মথি ১০:৪।

৬:৬৫ যদি পিতা থেকে ... আসতে পারে না।  
পরিভ্রাণের জন্য অবশ্যই খ্রীষ্টের কাছে আসতে হবে, কোন মানবীয় গুণে তা অর্জন করা যাবে না (পদ ৩৭, ৩৯, ৪৪-৪৫ দেখুন)।

৬:৬৬ অনেক শিষ্য পিছিয়ে পড়লো। যীশু ইতোমধ্যেই তাদের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, শিষ্যত্ব কী। অনেকেই তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে জীবন পরিবর্তন করার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

৬:৬৮ শিমোন পিতর তাঁকে জবাবে বললেন।  
যেভাবে অন্যান্য সুসমাচারে পিতর মুখপাত্র হিসেবে কথা বলেছেন।

অনন্ত জীবনের কথা। এই প্রকাশভঙ্গি অত্যন্ত সাধারণ। পিতর কোন নিয়মের কথা বলছেন

না, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা বলছেন। তিনি ৬৩ পদের সত্য উপলব্ধি করেছিলেন।

৬:৬৯ আমরা বিশ্বাস করেছি ও জ্ঞাত হয়েছি।  
এই উক্তি মূল অর্থ হচ্ছে: “আমরা বিশ্বাস ও জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করেছি এবং সেই জগতে পথ চলছি।”

৬:৭০ শয়তান। যিহূদা শয়তানের আত্মায় পরিচালিত হয়ে খ্রীষ্টের বিরোধিতা করবে।

৬:৭১ ঈকরিয়োতীয়। কিরিয়োত নিবাসী, যার অবস্থান যিহূদিয়াতে (যিহোকায ১৫:২৫ এবং যোহন ১২:৪ দেখুন)। বারোজনের মধ্যে শুধুমাত্র যিহূদা কে দেখে গালিলীয় বলে মনে হত না।

### যোহন ৬ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এরপর প্রভু যীশু গালীল সাগরের তীরবর্তী তিবিরিয়া শহরের দিকে অগ্রসর হন। প্রভু যীশু এবং তাঁর শিষ্যেরা একটি পাহাড়ে উঠেন, আর কমবেশ পাঁচ হাজার লোক তাঁকে অনুসরণ

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৬ অধ্যায়

করে। প্রভু যীশু এই লোকদের খাবার ব্যবস্থা করতে বলেন। এরপর আশ্চর্যভাবে তিনি তাদের কাছে থাকা পাঁচটি রুটি ও দুইটি মাছ দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ান। সবাই পেট ভরে খাবার পরেও কিছু অবশিষ্ট থাকে (৬:১-১৫)। এরপর লোকেরা জোর করে তাঁকে রাজা করতে চাইলে তিনি একাই পাহাড়ের উপরে চলে যান। তাঁর নির্দেশে শিষ্যগণ সাগরের ওপারে কফরনাহুমে রওনা করলে সামুদ্রিক ঝড়ের মধ্যে পড়েন। প্রভু যীশু জলের উপর দিয়ে শিষ্যদের কাছে এসে নৌকায় উঠেন এবং মহত্বের মধ্যেই নৌকাটি কফরনাহুমে চলে যায় (৬:১৬-২১)। এখানে এসেও তিনি অনেক লোকের ভিড় দেখতে পান ও লোকদের জীবন-রুটির বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে বলেন যে, তিনিই সেই জীবন-রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, যাঁর উপর বিশ্বাস করলে মানুষ অনন্ত জীবন পায়। কিন্তু লোকেরা তাঁকে অবিশ্বাস করে। এই কঠিন শিক্ষা তারা গ্রহণ করতে পারে না (৬:২২-৬৫)। কিন্তু পিতর যীশুকে বলেন যে, তিনি তাঁকে বিশ্বাস করেন, এবং তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন ও অনন্ত জীবন কেবল তাঁর মধ্যেই আছে (৬:৬৬-৭১)।

### যোহন ৬ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যীশুর পিছন পিছন সব সময় কারা অনুসরণ করতো? (১-২ পদ)
২. ফিলিপকে প্রশ্ন করার আগেই যীশু কি জানতেন? (৬ পদ)
৩. কিসের সাথে সবকিছু গ্রহণ করা উচিত? (১১পদ; ১ থিষ ৫:১৮ পদ)
৪. যীশুর জলের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়ানো তাঁর সম্পর্কে কি প্রদর্শন করে? (১৯ পদ)
৫. সাগরের ওপারের লোকেরা কি করেছিল? (২২-২৪ পদ)
৬. কেন তারা তাঁর খোঁজ করছিল বলে যীশু বলেছিলেন? (২৫,২৬ পদ)
৭. ঈশ্বরের কাজ কোন্টি? (২৯ পদ)
৮. ইস্রায়েলীয়রা যে মান্না পেয়েছিল তার আসল উৎস কি ছিল? (৩২ পদ)
৯. যে ব্যক্তি জীবন রুটি গ্রহণ করে তার কি অভিজ্ঞতা হবে? (৩৫ পদ)
১০. যীশুর কাছে জাগতিক খাবারের চেয়ে কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল? (৩৮-৪০ পদ)
১১. কোন ব্যক্তি যদি পরিত্রাণ পেতে ইচ্ছে করে তাহলে সেই ইচ্ছার উৎস কি? (৪৪ পদ)
১২. কে পিতা ঈশ্বরকে দেখেছেন? (৪৬ পদ)
১৩. কেন যিহুদীরা খাবার হিসেবে যীশুর রক্ত ও মাংস গ্রহণ করার অর্থ বুঝতে পারল না? (৫২-৫৪ পদ)
১৪. যখন যীশু তাঁর মাংস খাওয়া এবং তাঁর রক্ত পান করা নিয়ে বলেছিলেন তখন কি তিনি আক্ষরিক ভাবে নাকি রূপক অর্থে বলেছিলেন? (৫২-৫৬ পদ)
১৫. যীশুকে কি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল? (৫৭ পদ)
১৬. শিষ্যদের উপর যীশুর শিক্ষা কিরকম প্রভাব ফেলেছিল? (৬০-৬৬ পদ)



### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

১৭. শিষ্যেরা চলে যাবেন কিনা যীশুর এই প্রশ্নের উত্তরে বারজন শিষ্যের উত্তর কি ছিল? (৬৮-৬৯ পদ)  
১৮. যিহূদার জন্য কেন “শত্রু” শব্দটি প্রযোজ্য ছিল? (৭০-৭১ পদ)

### যীশু খ্রীষ্টের ভাইদের অবিশ্বাস

৭<sup>১</sup> এই সকলের পরে যীশু গালীলে চলাফেরা করতে লাগলেন, কেননা যিহূদীরা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করায় তিনি যিহূদিয়াতে যেতে চাইলেন না।<sup>২</sup> এদিকে যিহূদীদের কুটিরবাস পর্বদিন সন্নিহিত হল।<sup>৩</sup> অতএব তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বললো, এই স্থান থেকে প্রস্থান কর, যিহূদিয়াতে চলে যাও; যেন তুমি যা যা করছো, তোমার সেসব কাজ তোমার শিষ্যেরাও দেখতে পায়।<sup>৪</sup> কারণ এমন কেউ নেই যে, নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে অথচ গোপনে কাজ করে। তুমি যখন এসব কাজ করছো, তখন নিজেকে জগতের কাছে প্রকাশ কর।<sup>৫</sup> -কারণ তাঁর ভাইয়েরাও তাঁর উপর বিশ্বাস করে নি। -<sup>৬</sup> তখন যীশু তাদেরকে বললেন, আমার সময় এখনও আসে নি, কিন্তু তোমাদের সময় সর্বদাই উপস্থিত।<sup>৭</sup> জগৎ তোমাদেরকে ঘৃণা করতে পারে না, কিন্তু আমাকে ঘৃণা করে, কারণ আমি তার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিই যে, তার কাজ মন্দ।<sup>৮</sup> তোমরাই পর্বে যাও; আমি এখনও এই পর্বে

[৭:১] দে: যোহন ১:১৯; [৭:১] পদ: ১৯, ২৫; দে: মথি ১২:১৪; [৭:২] লেবী ২৩:৩৪; দ্বি:বি ১৬:১৬; [৭:৩] দে: মথি ১২:৪৬; [৭:৪] গীত ৬৯:৮; মার্ক ৩:২১; [৭:৬] দে: মথি ২৬:১৮; [৭:৭] যোহন ১৫:১৮, ১৯; [৭:৭] যোহন ৩:১৯, ২০;

৭:১ এই সকলের পরে। ৫ ও ৬ অধ্যায়ের প্রথম পদে উল্লিখিত সময়ের মত এই পদে উল্লিখিত সময়ও অনির্দিষ্ট। তবে ৬:৪ পদে নিস্তারপর্বের কথা বলা হয়েছে এবং ৭:২ পদে কুঁড়ে-ঘরের পর্বের কথা বলা হয়েছে, যার ব্যবধান প্রায় ছয় মাস।

৭:২ কুটিরবাস পর্ব। যিহূদী রীতি অনুসারে শস্য কাটা শেষ হওয়া উপলক্ষে এবং মরুভূমিতে পরিভ্রমণের সময় লোকদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া স্মরণ করে এই পর্ব পালন করা হত (লেবীয় ২৩:৩৩-৪৩; দ্বি:বিঃ ১৬:১৩-১৫; সখ ১৪:১৬-১৯ দেখুন)। এই নামটি এসেছে পাতার ছাউনি থেকে, যেখানে লোকেরা এই পদের সময় মোট সাত দিন বাস করতো।

৭:৪ তুমি যখন ... প্রকাশ কর। এটি পরিস্কার নয় যে, যীশু খ্রীষ্টের ভাইয়েরা তাঁর আশ্চর্য কাজের বিষয়ে লোকদেরকে শিক্ষা দিতে

বলছিলেন কি না অথবা তারা এই পরামর্শ দিচ্ছিলেন কি না যে, তিনি যেন তাঁর খ্রীষ্টত্ব দাবী করার জন্য যিরূশালেমে গিয়ে এই সমস্ত আশ্চর্য কাজ সাধন করেন। তাদের এই উপদেশ নিষ্ঠার সাথে দেয়া হয় নি, কারণ তারা যীশুর উপরে বিশ্বাস করেন নি (পদ ৫)।

৭:৬ আমার সময়। যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চালিত হয়েছেন (২:৪ পদের নোট দেখুন)।

৭:৭ জগৎ। (১) হতে পারে লোকেরা ঈশ্বরের বিরোধিতা করেছিল; অথবা (২) ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিপক্ষে মানবীয় পদ্ধতিগুলো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল (১:১০ পদের নোট দেখুন)। যীশু পৃথিবীকে তিরস্কার করেছিলেন এবং একইভাবে তিনিও পৃথিবী কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন।

৭:৮ এখনও এই পর্বে যাচ্ছি না। যীশু খ্রীষ্ট পর্বে

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

যাচ্ছি না, কেননা আমার সময় এখনও সম্পূর্ণ হয় নি।

### পর্বের সময়ে মন্দিরে যীশু খ্রীষ্ট

<sup>৯</sup> তাদেরকে এই কথা বলে তিনি গালীলেই রইলেন।

<sup>১০</sup> কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা পর্বে গেলে পর তিনিও গেলেন, প্রকাশ্যরূপে নয়, কিন্তু এক প্রকার গোপনে। <sup>১১</sup> তাতে যিহূদীরা পর্বে তাঁর খোঁজ করতে লাগল, আর বললো, সেই ব্যক্তি কোথায়? <sup>১২</sup> আর সমাগত লোকেরা তার বিষয়ে ফিস্ ফিস্ করে অনেক কথা বলতে লাগল। কেউ কেউ বললো, তিনি ভাল লোক; আর কেউ কেউ বললো, তা নয়, বরং সে লোকদেরকে ভুলাচ্ছে। <sup>১৩</sup> কিন্তু যিহূদীদের ভয়ে কেউ তাঁর বিষয়ে প্রকাশ্যরূপে কিছু বললো না।

<sup>১৪</sup> পর্বের মাঝামাঝি সময়ে যীশু মন্দিরে গেলেন এবং উপদেশ দিতে লাগলেন। <sup>১৫</sup> তাতে যিহূদীরা আশ্চর্য জ্ঞান করে বললো, এই ব্যক্তি শিক্ষা না নিয়ে কিভাবে জ্ঞানবান হয়ে উঠলো? <sup>১৬</sup> যীশু তাদেরকে উত্তরে বললেন, আমার উপদেশ আমার নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর। <sup>১৭</sup> যদি কেউ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছা করে, তবে সে এই উপদেশের বিষয়ে জানতে পারবে যে, এই শিক্ষা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, নাকি আমি নিজের থেকে বলি। <sup>১৮</sup> যে নিজের থেকে বলে, সে নিজেরই গৌরব চেষ্টা করে; কিন্তু যে তার প্রেরণকর্তার গৌরবের চেষ্টা করেন, তিনি সত্যবাদী, আর তার মধ্যে কোন অধর্ম নেই।

[৭:৮] পদ: ৬; দে: মথি ২৬:১৮; [৭:১১] যোহন ১১:৫৬; [৭:১২] পদ: ৪০, ৪৩; [৭:১৩] যোহন ৯:২২; ১২:৪২; ১৯:৩৮; ২০:১৯; [৭:১৪] পদ: ২৮; দে: মথি ২৬:৫৫; [৭:১৫] দে: যোহন ১:১৯; [৭:১৫] প্রেরি ২৬:২৪; [৭:১৫] মথি ১৩:৫৪; [৭:১৬] দে: যোহন ১৪:২৪; [৭:১৭] গীত ২৫:১৪; [৭:১৮] যোহন ৫:৪১; ৮:৫০, ৫৪;

যিরূশালেমে যেতে অস্বীকার করেন নি; কিন্তু ভাইয়েরা যেভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন সেভাবে যেতে চান নি, অর্থাৎ তীর্থযাত্রী হিসেবে যেতে চান নি। তিনি যখন যাবেন, তখন ঈশ্বরের ভাববাদী হিসেবে বার্তা প্রদান করতে যাবেন; এই কারণে তিনি ‘সঠিক সময়ের’ অপেক্ষা করছিলেন (পদ ৬)।

৭:১০ প্রকাশ্যরূপে নয়। ভাইদের তাঁকে আত্মপ্রকাশ করার জন্য যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন (৪)।

৭:১২ ফিস্ ফিস্ করে অনেক কথা বলতে লাগল। কারণ প্রকাশ্যে কথা বলা নিরাপদ ছিল না (পদ ১৩ দেখুন)।

৭:১৪ পর্বের মাঝামাঝি সময়ে। যখন যিরূশালেমে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ থাকে। এ সময়ে মন্দিরে অনেক মানুষের কাছে একত্রে শিক্ষা দান করা যাবে।

৭:১৫ যিহূদীরা। ‘সমাগত লোকেরা’ থেকে

আলাদা করে দেখানো হয়েছে (পদ ১২), সেই লোকেরাও যিহূদী ছিল (১:১৯ পদের নোট দেখুন)।

শিক্ষা না নিয়ে। অর্থাৎ, একজন শিক্ষকের অধীনে থেকে শিক্ষা না নিয়ে; কারণ যীশু খ্রীষ্ট কখনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেন নি বলে ধারণা করা হয়।

৭:১৬ আমার নয়। পিতা ঈশ্বর, যার থেকে তিনি এসেছেন, তিনিই তাঁর ‘শিক্ষক’ (৪:৩৪ পদের নোট দেখুন)।

৭:১৭ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছা করে। এখানে জীবনের আদর্শ মনোভাবকে প্রতিফলিত করা হয়েছে। একজন ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে প্রস্তুত হলে অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষাকে অভ্যর্থনা জানাবে এবং তাঁর উপরে বিশ্বাস করবে (৬:২৯ দেখুন)।

৭:১৮ তিনি সত্যবাদী। অথবা ‘সত্য’। তাদের স্বীকার করা প্রয়োজন যে, যীশু খ্রীষ্ট আত্ম-

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

<sup>১৯</sup> মোশি তোমাদেরকে কি ব্যবস্থা দেন নি? তবুও তোমাদের মধ্যে কেউই সেই ব্যবস্থা পালন করে না। কেন আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছো? <sup>২০</sup> লোকেরা উত্তরে বললো, তোমাকে ভূতে পেয়েছে, কে তোমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছে? <sup>২১</sup> উত্তরে যীশু তাদেরকে বললেন, আমি একটি কাজ করেছি, আর সেজন্য তোমরা সকলে আশ্চর্য বোধ করছো। <sup>২২</sup> মোশি তোমাদেরকে তৃষ্ণার নিয়ম দিয়েছেন— তা যে মোশির কাছ থেকে এসেছে, এমন নয়, পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এসেছে— এবং তোমরা বিশ্রামবারের মানুষের তৃষ্ণা করে থাক। <sup>২৩</sup> মোশির ব্যবস্থার যেন লঙ্ঘন না হয়, সেজন্য বিশ্রামবারে মানুষের তৃষ্ণা করানো যায়, তবে আমি বিশ্রামবারে একটি মানুষকে সর্বাঙ্গীন সুস্থ করেছি বলে আমার উপরে রাগ করছো কেন? <sup>২৪</sup> বাইরের চেহারা দেখে বিচার করো না, কিন্তু ন্যায্যভাবে বিচার কর।

### ইনি কি সেই খ্রীষ্ট?

<sup>২৫</sup> তখন যিরূশালেম-নিবাসীদের মধ্যে কয়েক জন বললো, এ কি সেই ব্যক্তি নয়, যাকে তাঁরা হত্যা করতে চেষ্টা করেন? <sup>২৬</sup> আর দেখ, এ তো প্রকাশ্যরূপে কথা বলছে, আর

[৭:১৯] দ্বি:বি ৩:৪৬; যোহন ১:১৭; [৭:১৯] পদ: ১; দে: মথি ১২:১৪; [৭:২০] দে: মার্ক ৩:২২; [৭:২১] পদ: ২৩; যোহন ৫:২-৯; [৭:২২] লেবী ১২:৩; [৭:২২] আদি ১৭:১০-১৪; [৭:২৪] ১শমু ১৬:৭; যিশা ১১:৩, ৪; যোহন ৮:১৫; ২করি ১০:৭; [৭:২৫] পদ: ১; দে: মথি ১২:১৪; [৭:২৬] পদ: ৪৮; [৭:২৬] যোহন ৪:২৯;

অন্বেষণকারী নন। এই সুসমাচারে পিতা ঈশ্বর ব্যতিরেকে কাউকেই ‘সত্য’ উপাধি দেওয়া হয় নি (যোহন ৩:৩৩; ৮:২৬); শুধুমাত্র এখানে যীশুকে সত্যবাদী বলা হয়েছে।

**৭:১৯ আইন-কানুন।** যিহূদীরা নিজেদেরকে আইন-কানুনের মনোনীত গ্রহীতা ভেবে গর্বিত ছিল (রোমীয় ২:১৭ দেখুন); কিন্তু যীশু তাদের বলেন যে, তারা সবাই আইন-কানুন ভঙ্গ করেছে, যার সম্পর্কে তারা এতটাই গর্বিত ছিল।

**৭:২০ লোকেরা।** সম্ভবত যারা পর্ব উদ্‌যাপন উপলক্ষে যিরূশালেমে এসেছিল।

**তোমাকে ভূতে পেয়েছে।** ভূতে পাওয়ার অভিযোগ যোহন লিখিত সুসমাচারের অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করা হয়েছে (৮:৪৮-৫১; ১০:২০২১; এছাড়া দেখুন মথি ১২:২৪-৩২; মার্ক ৩: ২২-৩০)।

**৭:২১ একটি কাজ।** প্রমাণ মতে এই কাজটি হচ্ছে বৈথেস্‌দা ঘাটে আটকিঁশ বছরের রোগীকে সুস্থ করা (যোহন ৫:১-৯)।

**৭:২২ তৃষ্ণার নিয়ম।** মোশির আইন-কানুন অনুসারে তৃষ্ণা করা বাধ্যতামূলক ছিল (যাত্রা

১২:৪৪,৪৮; লেবীয় ১২:৩)। তথাপি এই আইন মোশির সময়ে প্রথম দেওয়া হয় নি, কিন্তু আরও আগে অব্রাহামের সাথে এই বিষয়ে চুক্তি করা হয়েছিল (আদি ১:৯-১৪)। যিহূদীরা এই নিয়মকে লেবীয় ১২:৩ পদ মোতাবেক এভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে যে, তৃষ্ণা অবশ্যই অষ্টম দিনে করতে হবে, এমনকি যদি সেদিন বিশ্রামবার হয় তবুও, যে দিনে কোন কাজ করা উচিত না। এই ব্যতিক্রম বিরোধটি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ (পদ ২৩)। যীশু বলছেন না যে, বিশ্রামবার পালন করা উচিত নয় অথবা যিহূদী নিয়ম খুবই কড়া। তিনি বলছেন যে, তাঁর বিরোধীরা বিশ্রামবার বলতে কী বোঝায় তা বুঝতে পারে নি। তৃষ্ণা করার আদেশ দেখিয়ে থাকে যে, কোন কোন কাজ বিশ্রামবারে অবশ্যই করা যেতে পারে। দয়ার কাজ এই শ্রেণীতে পড়ে।

**৭:২৫ যিরূশালেম নিবাসীদের।** এই প্রকাশভঙ্গি নতুন নিয়মে কেবল এখানে মার্ক ১:৫ পদে দেখা যায়, সম্ভবত এখানে যিরূশালেমে হাজ্জাকারীদের বোঝানো হচ্ছে (২০ পদের নোট দেখুন)। তারা যীশু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

তারা একে কিছুই বলেন না; নেতৃবর্গ কি বাস্তবিক জানেন যে, ইনি সেই খ্রীষ্ট? <sup>২৭</sup> যা হোক এ কোথা থেকে আসল, তা আমরা জানি; খ্রীষ্ট যখন আসবেন, তখন তিনি কোথা থেকে আসবেন, তা কেউ জানবে না। <sup>২৮</sup> তখন যীশু মন্দিরে উপদেশ দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, তোমরা তো আমাকে জান এবং আমি কোথা থেকে এসেছি তাও জান। আর আমি নিজের থেকে আসি নি; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি সত্যময়; তোমরা তাঁকে জান না; <sup>২৯</sup> আমিই তাঁকে জানি, কেননা আমি তাঁর কাছ থেকে এসেছি, আর তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন। <sup>৩০</sup> এজন্য লোকেরা তাঁকে ধরতে চেষ্টা করলো, তবুও কেউ তাঁর উপরে হস্তক্ষেপ করলো না, কারণ তখনও তাঁর সময় উপস্থিত হয় নি। <sup>৩১</sup> কিন্তু লোকদের মধ্যে অনেকে তাঁর উপর বিশ্বাস করলো, আর বললো, খ্রীষ্ট যখন আসবেন তখন এঁর কাজের চেয়েও কি তিনি বেশি চিহ্ন-কাজ করবেন?

#### যীশু খ্রীষ্টকে ধরবার জন্য পদাতিক বাহিনী

<sup>৩২</sup> ফরীশীরা তাঁর বিষয়ে লোকদেরকে এসব কথা ফিস্ ফিস্ করে বলতে শুনল; আর প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা তাঁকে ধরে আনবার জন্য কয়েক জন পদাতিককে পাঠিয়ে দিল। <sup>৩৩</sup> তাতে যীশু বললেন, আমি এখন অল্প কাল তোমাদের সঙ্গে আছি, তারপর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে যাচ্ছি। <sup>৩৪</sup> তোমরা আমার খোঁজ করবে, কিন্তু আমাকে পাবে না; আর আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমরা আসতে পার না। <sup>৩৫</sup> তখন যিহূদীরা পরস্পর বলতে লাগল, এ কোথায় যাবে যে, আমরা একে খুঁজে পাব না? এ কি গ্রীকদের

[৭:২৭] মথি ১৩:৫৫; লুক ৪:২২; যোহন ৬:৪২; [৭:২৮] পদ: ১৪; [৭:২৮] যোহন ৮:১৪; [৭:২৮] যোহন ৮:২৬, ৪২; [৭:২৯] দে: মথি ১১:২৭; [৭:২৯] দে: যোহন ৩:১৭; [৭:৩০] পদ: ৩২, ৪৪; যোহন ১০:৩৯; [৭:৩০] দে: মথি ২৬:১৮; [৭:৩১] যোহন ৮:৩০; ১০:৪২; ১১:৪৫; ১২:১১, ৪২; [৭:৩১] দে: যোহন ২:১১; [৭:৩৩] যোহন ১২:৩৫; ১৩:৩৩; ১৬:১৬; [৭:৩৩] যোহন ১৬:৫, ১০, ১৭, ২৮; [৭:৩৪] পদ: ৩৬; যোহন ৮:২১; ১৩:৩৩; [৭:৩৫] দে: যাকোব ১:১;

সৃষ্টি করে নি, কিন্তু তারা এ সম্পর্কে জানতো।  
৭:২৬ নেতৃবর্গ কি বাস্তবিক জানেন ... ? গ্রীক ভাষায় প্রশ্নটি এমনভাবে করা হয়েছে, যা অবশ্যম্ভাবীভাবে নেতিবাচক উত্তর দান করে।  
৭:২৭ তিনি কোথা থেকে আসলেন, তা কেউ জানে না। কোন কোন যিহূদী মনে করে যে, পুরাতন নিয়ম খ্রীষ্টের উৎপত্তির কথা বলে (পদ ৪২, মথি ২:৪-৬ দেখুন); কিন্তু অন্যান্যরা বিশ্বাস করেন যে, ব্যাপারটি সেরূপ নয়।  
৭:২৮ তোমরা তো আমাকে জানো। এই উক্তিটি এক অর্থে ব্যঙ্গোক্তি; কারণ সাধারণ অর্থে তারা জানতো যে, যীশু নাসরৎ থেকে এসেছেন, কিন্তু গভীরতর অর্থে তারা স্বয়ং যীশু বা তাঁর পিতাকে জানতো না (৮:১৯)। যীশু পিতার উপর তাঁর নির্ভরতার কথা বলেন (৪:৩৪ তুলনীয়) এবং এ কথা ঘোষণা করেন যে, তাঁর ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান রয়েছে এবং যা

তাদের ছিল না। তাঁর উৎপত্তি ও কাজ উভয়ই ঈশ্বর হতে সংঘটিত হয়েছে।  
৭:৩০ লোকেরা তাঁকে ধরতে চেষ্টা করলো। যীশু খ্রীষ্টের শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে শক্তিশীল ছিল, যতক্ষণ না তাঁর সময় এসেছে (২:৪ পদের নোট দেখুন)।  
৭:৩১ লোকদের। যেসব যিহূদীরা যিরূশালেমে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে যেত (২০ পদের নোট দেখুন)। তাদের অনেকেই আশ্চর্য কাজের উপর ভিত্তি করে বিশ্বাস করেছিল (যোহন ৬:২৬)।  
৭:৩৩ তারপর ... তাঁর কাছে যাচ্ছি। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর আশ্চর্য কাজ থেকে মৃত্যু সম্পর্কে বিষয় পরিবর্তন করেন এবং তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে ইঙ্গিত দেন (পদ ৩৪)।  
৭:৩৫ গ্রীকদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যিহূদীদের। বন্দীদশার সময় থেকে বহু যিহূদী

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যিহুদীদের কাছে যাবে ও গ্রীকদেরকে উপদেশ দেবে? <sup>৩৬</sup> এ যে বললো, ‘আমার খোঁজ করবে, কিন্তু আমাকে পাবে না এবং আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমরা আসতে পার না’, এই কথার অর্থ কি?

#### জীবন্ত জলের নদী

<sup>৩৭</sup> শেষ দিন, পর্বের প্রধান দিন, যীশু দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, তবে আমার কাছে এসে পান করুক। <sup>৩৮</sup> যে আমার উপর বিশ্বাস করে, পবিত্র শাস্ত্র যেমন বলে, তার অন্তর থেকে জীবন্ত জলের নদী বইবে। <sup>৩৯</sup> যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে যে আত্মাকে পাবে, তিনি সেই আত্মার বিষয়ে এই কথা বললেন; কারণ তখনও আত্মা দেওয়া হয় নি, কেননা তখনও যীশু মহিমাম্বিত হন নি।

#### লোকদের মধ্যে মতের ভিন্নতা

<sup>৪০</sup> সেসব কথা শুনে লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, ইনি সত্যিই সেই ভাববাদী। <sup>৪১</sup> আর কেউ কেউ বললো, ইনি সেই খ্রীষ্ট। কিন্তু কেউ কেউ বললো, তা কেমন করে হবে? খ্রীষ্ট কি গালীল থেকে আসবেন? <sup>৪২</sup> পবিত্র শাস্ত্রে কি বলে নি, খ্রীষ্ট দাযুদের বংশ থেকে এবং দাযুদ যেখানে ছিলেন, সেই বৈতলেহম গ্রাম থেকে আসবেন? <sup>৪৩</sup> এই ভাবে তাঁকে নিয়ে

[৭:৩৫] যোহন ১২:২০; প্রেরি ১৭:৪; ১৮:৪; [৭:৩৬] পদ: ৩৪; [৭:৩৭] লেবী ২৩:৩৬; [৭:৩৭] যিশা ৫৫:১; প্রকা ২২:১৭; [৭:৩৮] দে: যোহন ৩:১৫; [৭:৩৮] যিশা ৫৮:১১; [৭:৩৮] দে: যোহন ৪:১০; [৭:৩৮] দে: যোহন ৪:১৪; [৭:৩৯] যোয়েল ২:২৮; যোহন ১:৩৩; প্রেরি ২:১৭, ৩৩; [৭:৩৯] দে: যোহন ২০:২২; [৭:৩৯] যোহন ১২:২৩; ১৩:৩১, ৩২; [৭:৪০] দে: মথি ২১:১১; [৭:৪১] পদ: ৫২; যোহন ১:৪৬; [৭:৪২] দে: মথি ১:১; [৭:৪২] মীখা ৫:২; মথি ২:৫, ৬;

ইস্রায়েল দেশের বাইরে বাস করতো এবং রোমীয় সাম্রাজ্যের অধিকাংশ নগরে তাদেরকে দেখা যেত।

**৭:৩৬ আমি যেখানে আছি ... আসতে পার না।** এ কথাটি যিহুদীদের কাছে বোধগম্য নয়, কারণ তারা আত্মিকভাবে এর অর্থ চিন্তা করতে পারে নি। তারা কেবল ‘ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা’ লোকদের বিষয়ে অর্থাৎ যারা ইস্রায়েল দেশের বাইরে বাস করছিল সেই যিহুদীদের কথা চিন্তা করছিল।

**৭:৩৭ শেষ দিন, পর্বের প্রধান দিন।** সপ্তম বা অষ্টম দিন, কারণ এই পর্ব সাত দিন ধরে চলতো (লেবীয় ২৩:৩৪; দ্বিঃবিঃ ১৬:১৩, ১৫), কিন্তু অষ্টম দিনে ‘পবিত্র সভা’ হত (লেবীয় ২৩:৩৬)। মার্ক ১৪:১২ পদের নোট দেখুন।

**দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন।** শিক্ষকরা সচরাচর বসে উপদেশ দিতেন, তাই যীশু তাঁর কথার মাধ্যমে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

**৭:৩৮ জীবন্ত জল।** ৪:১০ পদের নোট দেখুন। এতে পরিষ্কার যে, কেবল বিশ্বাসীদের জন্য সতেজ হওয়া প্রযোজ্য। এখানে ‘পবিত্র শাস্ত্র যেমন বলে’ কথাটির ব্যাখ্যা নিয়ে অনেকে দ্বিধায় ভোগেন, কারণ একবচনে ‘পুস্তক’ শব্দটি একটি সুনির্দিষ্ট পুস্তকের অংশকে ইঙ্গিত করতে পারে, কিন্তু এ ধরনের কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। তাই ধরা হয়ে থাকে যে, এটি যিশা ৫৮:১১; সখ ১৪:৮; যিহি ৪৭:২ পদের মত কয়েকটি অংশের প্রতি সাধারণ ইঙ্গিত।

**৭:৩৯ আত্মা।** জীবন্ত জলের উৎস (পদ ৩৮)। দেওয়া হয় নি। যেভাবে তাঁকে পঞ্চাশত্তমীতে দেওয়া হবে (প্রেরিত ২ দেখুন)।

**মহিমাম্বিত হন নি।** সম্ভবত এখানে যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণ ও পুনরুত্থানকে বোঝানো হয়েছে (১৩:৩১ পদের নোট দেখুন)। আত্মার কাজের পূর্ণতা পরিব্রাজনের উপর যীশু খ্রীষ্টের কাজের পূর্ণতার উপর নির্ভর করে।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

লোকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। <sup>৪৪</sup> আর তাদের কয়েক জন তাঁকে ধরতে চাচ্ছিল, তবুও কেউ তাঁর উপরে হস্তক্ষেপ করলো না।

### নেতাদের অবিশ্বাস

<sup>৪৫</sup> তখন পদাতিকেরা প্রধান পুরোহিতদের ও ফরীশীদের কাছে আসল। এরা তাদেরকে বললো, তাকে আন নি কেন? <sup>৪৬</sup> পদাতিকেরা উত্তরে বললো, এই ব্যক্তি যেরকম কথা বলেন, কোন মানুষ কখনও এরকম কথা বলে নি। <sup>৪৭</sup> ফরীশীরা তাদেরকে বললো, তোমরাও কি ভ্রান্ত হলে? <sup>৪৮</sup> নেতাদের মধ্যে কিম্বা ফরীশীদের মধ্যে কি কেউ ওর উপর বিশ্বাস করেছেন? <sup>৪৯</sup> কিন্তু এই যে লোকেরা যারা ব্যবস্থা জানে না, এরা শাপগ্রস্ত। <sup>৫০</sup> তখন নীকদীম- তাদের মধ্যে এক জন, যিনি আগে তাঁর কাছে এসেছিলেন- তিনি তাদেরকে বললেন, <sup>৫১</sup> আগে কোন মানুষের কথা না শুনে ও সে কি করে তা না জেনে, আমাদের ব্যবস্থা কি কারো বিচার

লুক ২:৪; [৭:৪৩] যোহন ৬:৫২; ৯:১৬; ১০:১৯; [৭:৪৪] পদ: ৩০; [৭:৪৬] দে: মথি ৭:২৮; [৭:৪৭] পদ: ১২; [৭:৪৮] যোহন ১২:৪২; [৭:৫০] যোহন ৩:১; ১৯:৩৯;

৭:৪৩ লোকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষাটির সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল। প্রথম অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল বিভক্তি, যা যীশু খ্রীষ্টের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একমত হওয়ার অক্ষমতা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে তিনটি মতের উদয় হয়েছিল – তিনি ভাববাদী, তিনি খ্রীষ্ট ও তিনি খ্রীষ্ট নন।

৭:৪২ বৈথলেহম। খ্রীষ্টের জন্মস্থান সম্পর্কে সে সময় ভিন্ন ভিন্ন ধারণা গড়ে উঠেছিল (পদ ২৭ দেখুন)।

৭:৪৬ পদাতিকেরা। তারা জানতো যে, যীশু খ্রীষ্টকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হলে তারা বিপাকে পড়বে; কিন্তু তারা জনতার অংশবিশেষের শত্রুতার বিষয়ে উল্লেখ করে নি। তারা যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা দ্বারা চমৎকৃত হয়েছিল এবং এ কারণে তারা তৎক্ষণিকভাবে তাঁর কোন ক্ষতি করতে চায় নি।

৭:৪৭ তোমরাও কি ভ্রান্ত হলে? তারা অবশ্যই প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে প্রধান পুরোহিত মন্দিরের পদাতিকদের তিরস্কার করতো।

৭:৪৯ এই যে লোকেরা। পর্ব উপলক্ষে যিরূশালেমে আগত যিহুদীদেরকে বোঝানো

হয়েছে (২০ পদের নোট দেখুন)।

আইন-কানুন জানে না। ফরীশীরা পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কে লোকদের অজ্ঞতাকে অতিরঞ্জিত করে এ কথা বলেছিল (পদ ৪২ দেখুন)। কিন্তু গড়-পড়তা যিহুদীরা ফরীশীদের এই সমস্ত রীতি-নীতির বেড়াগুলোর বিষয়ে খুবই কম মনোযোগী ছিল, যা ফরীশীদের কাছে অনেক বড় অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হত। ফরীশীদের এই ‘আইন-কানুন’ অধিকাংশ যিহুদী অর্থাৎ যারা কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহ করতো, তাদের জন্য এটি এতই বড় বোঝা ছিল যে, তাদের জন্য তা পালন করা অতি দুঃসাধ্য ছিল এবং পরিণামে এসব নিয়ম-কানুন ব্যাপকভাবে অশ্রদ্ধার চোখে দেখা হত।

৭:৫১ আগে মানুষের ... বিচার করতে বলে? এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে মূলত ফরীশীদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করা হয়েছে। একমাত্র নীকদীম ছাড়া যিহুদী মহাসভার সদস্যদের মধ্যে আরও কেউই যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করে নি (৩:১)। তারা লোকদেরকে আইন-কানুন পালন করার জন্য আহ্বান জানাতো, কিন্তু নীকদীম আইন-কানুন পালনে তাদের নিজেদের ব্যবস্থার দুর্বলতা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৭ অধ্যায়

করতে বলে? ৫২ উত্তরে তারা তাঁকে বললো, তুমিও কি গালীলের লোক? অনুসন্ধান করে দেখ, গালীল থেকে কোন ভাববাদীর উদয় হয় না।

[৭:৫২] পদ: ৪১।

৭:৫২ গালীল থেকে কোন ভাববাদীর উদয় হয় না। ফরীশীরা রাগান্বিত ছিল, এ কারণেই তারা পবিত্র শাস্ত্রে লেখা সত্য ভুলে গিয়েছিল। ভাববাদী যোনা গালীল থেকে এসেছিলেন এবং হয়তোবা অন্যান্য অনেক ভাববাদীও গালীল থেকে এসেছেন। অধিকন্তু ফরীশীরা ঈশ্বরের কোন পছন্দের স্থান থেকে ভাববাদীর উত্থানের অধিকারকে উপেক্ষা করেছিল (যোহন ১:৪৬ দেখুন)।

#### যোহন ৭ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু গালীলের চারদিকে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বিশ্বাস করতেন না। তারা তাঁকে নিস্তারপর্বে যিরূশালেমে যেতে বললেও তিনি গেলেন না। তবে তাঁর ভাইদের যাবার পর তিনিও গোপনে যিরূশালেমে গেলেন। সেখানে লোকেরা তাঁকে খুঁজতে লাগলো (৭:১-১২)। লোকদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে নানা রকম মতামত সৃষ্টি হয়। তবে পর্বের মাঝামাঝি সময়ে তিনি মন্দিরে উপস্থিত হয়ে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। গালীল থেকে কি মশীহ আসতে পারেন? এই প্রশ্নটি মানুষের মধ্যে দেখা গেলে প্রভু যীশু তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে গালীল থেকে আসেন নি, তিনি এসেছেন স্বর্গের ঈশ্বরের কাছ থেকে। পর্বের শেষ দিনে তিনি জীবন-জল ও পবিত্র আত্মার পাবার বিষয়ে শিক্ষা দেন। এতে লোকদের মধ্যে আবারও মতের অমিল দেখা দেয়। তাঁর পক্ষে ও বিপক্ষে ভাগ হয়ে যায়। ধর্মীয় নেতারা তাঁকে ধরবার জন্য লোক পাঠালে যাদের পাঠানো হয়েছিল তারা তাঁর শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে ফিরে আসে (৭:১৩-৫২)।

#### যোহন ৭ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যীশুর সম্পর্কে তাঁর ভাইয়েরা কি চিন্তা করেছিল? (৫ পদ)
২. যিরূশালেমে যীশুর সম্পর্কে কি বলা হয়েছিল? (১১-১৩ পদ)
৩. কোন বিষয়টির জন্য যিহূদীরা আশ্চর্য হয়েছিল? (১৪-১৫ পদ)
৪. যীশুর শিক্ষা যে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে তা তারা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারে বলে তিনি বলেছিলেন? (১৭ পদ)
৫. যীশুর শিক্ষা তাঁর শ্রোতাদের মনে কি রকম সমস্যার সৃষ্টি করেছিল? (২৫-২৭ পদ)

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

৬. যীশু যে খ্রীষ্ট তাঁর এই দাবিতে জনসমাগমের বিভিন্ন লোকদের উপর কেমন প্রভাব ফেলেছিল? (২৮-৩১ পদ)
৭. যখন যীশু বলেছিলেন যে, তিনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে তারা যেতে পারে না তখন এর অর্থ হিসেবে লোকেরা কি চিন্তা করেছিল? (৩২-৩৬ পদ)
৮. যীশুর “জীবন্ত জলের” শিক্ষা লোকেরা কিভাবে গ্রহণ করেছিল? (৩৭-৪৪ পদ)
৯. কর্মচারীরা যীশুকে বন্দী না করার বিষয়ে কি কারণ দেখিয়েছিল? (৪৫-৪৬ পদ)

### ব্যভিচারী খ্রীলোকের বিচার

**৮**<sup>১</sup> পরে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেল, কিন্তু যীশু জৈতুন পর্বতে গেলেন।<sup>২</sup> আর খুব ভোরে তিনি পুনর্বীর মন্দিরে আসলে পর সমস্ত লোক তাঁর কাছে আসল; আর তিনি বসে তাঁদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন।<sup>৩</sup> তখন ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা একটি খ্রীলোককে তাঁর কাছে আনলো যে ব্যভিচার করতে গিয়ে ধরা পরেছিল। তাকে মধ্যস্থানে দাঁড় করিয়ে তাঁকে বললো, <sup>৪</sup> গুরু, এই খ্রীলোকটা ব্যভিচার করা অবস্থায় ধরা পড়েছে। <sup>৫</sup> ব্যবস্থায় মোশি এই রকম লোককে পাথর মারবার আদেশ আমাদেরকে দিয়েছেন, তবে আপনি কি বলেন? <sup>৬</sup> তারা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য এই কথা বললো, যেন তাঁর নামে দোষারোপ করার সূত্র পেতে পারে। কিন্তু যীশু হেঁট হয়ে আঙ্গুল দিয়ে ভূমিতে লিখতে লাগলেন।<sup>৭</sup> পরে তারা যখন পুনঃ পুনঃ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল তিনি মাথা

[৮:১] দে: মথি ২১:১; [৮:২] পদ: ২০; দে: মথি ২৬:৫৫; [৮:৫] লেবী ২০:১০; দ্বি:বি ২২:২২; ইয়োর ৩১:১১; [৮:৬] মথি ২২:১৫, ১৮; [৮:৬] দে: মথি ১২:১০; [৮:৭] দ্বি:বি ১৭:৭; যিহি ১৬:৪০; [৮:৭] রোমী ২:১, ২২;

**৮:৩** একটি খ্রীলোক। ব্যভিচারের মত পাপ একাকী করা যায় না; তাই এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কেন কেবল একজন মাত্র অপরাধীকে আনা হল। মূলত ফরীশীরা এই কাজ করেছিল যীশুকে ফাঁদে ফেলার জন্য (পদ ৬) এবং এ ধরনের পাপে পুরুষকে নিষ্কৃতি দেওয়ার বিধান সৃষ্টি করার জন্য।

**৮:৪** ব্যভিচার করা অবস্থায় ধরা পড়েছে। যিহুদী ব্যবস্থায় ব্যভিচারের অভিযোগে সাক্ষীর প্রয়োজন পড়ে না, যদি না মহিলাটি বাগদত্তা কুমারী না হয় (দ্বিঃবিঃ ২২:২৩-১৪); আইন-কানুন উভয় পক্ষেরই শাস্তির বিধান দেয় (লেবীয় ২০:১০; দ্বিঃবিঃ ২০:২২), কেবল খ্রীলোকটিকে নয়।

**৮:৬** পরীক্ষা করার জন্য এই কথা বললো। রোমীয়রা যিহুদীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ক্ষমতা দেয় নি (১৮:৩১), তাই যদি যীশু তাকে পাথর মারতে বলতেন, তিনি রোমীয়দের সাথে বিরোধে জড়িয়ে যেতেন। যদি তিনি তাকে পাথর না মারতে বলতেন, তাঁকে আইন-কানুন অমান্যকারীরূপে অভিযুক্ত করা হত।

লিখতে লাগলেন। যীশু ভূমিতে কী লিখেছিলেন তা আমরা কেবল অনুমান করতে পারি। খ্রীলোকটির বিচার যীশু নিজে না করে তিনি অভিযোগকারীদের বিচার করছেন। লেখার দ্বারা তিনি কি তাদের কেবল এ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন যে, ‘দশ আজ্ঞা’ লেখা হয়েছে ঈশ্বরের হাত দ্বারা (যাত্রা ৩১:১৮)? অথবা তিনি



### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

তুলে তাদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে কোন পাপ করে নি, সে-ই প্রথমে একে পাথর মারুক।<sup>৮</sup> পরে তিনি পুনর্বার হেঁট হয়ে আঙ্গুল দিয়ে ভূমিতে লিখতে লাগলেন।<sup>৯</sup> তখন তারা এই কথা শুনে এবং নিজ নিজ বিবেক দ্বারা দোষীকৃত হয়ে, একে একে বাইরে গেল, প্রাচীন লোক থেকে আরম্ভ করে শেষ জন পর্যন্ত চলে গেল; তাতে কেবল যীশু অবশিষ্ট থাকলেন, আর সেই স্ত্রীলোকটি মধ্যস্থানে দাঁড়িয়েছিল।<sup>১০</sup> তখন যীশু মাথা তুলে, স্ত্রীলোকটি ছাড়া আর কাউকেও দেখতে না পেয়ে, তাকে বললেন, হে নারী, যারা তোমার নামে অভিযোগ করেছিল, তারা কোথায়? কেউ কি তোমাকে দোষী করে নি? <sup>১১</sup> সে বললো, না, গুরু, কেউ করে নি। তখন যীশু তাকে বললেন, আমিও তোমাকে দোষী করি না; যাও, এখন থেকে আর পাপ করো না।

#### যীশু খ্রীষ্ট পৃথিবীর আলো

<sup>১২</sup> আবার যীশু লোকদের কাছে কথা বললেন, তিনি বললেন, আমি জগতের আলো; যে আমাকে অনুসরণ করে, সে কোন মতে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে।<sup>১৩</sup> তাতে ফরীশীরা তাঁকে বললো, তুমি তোমার নিজের বিষয়ে নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছ; তোমার সাক্ষ্য সত্য নয়।<sup>১৪</sup> উত্তরে যীশু তাদেরকে বললেন, যদিও আমি আমার বিষয়ে নিজে সাক্ষ্য দিই, তবুও আমার সাক্ষ্য সত্য; কারণ আমি কোথা থেকে এসেছি, কোথায়ই

[৮:১১] যোহন ৩:১৭; [৮:১১] যোহন ৫:১৪; [৮:১২] দে: যোহন ৬:৩৫; [৮:১২] দে: যোহন ১:৪; [৮:১২] হিতো ৪:১৮; মথি ৫:১৪; [৮:১৩] যোহন ৫:৩১; [৮:১৪] যোহন ১৩:৩; ১৬:২৮; [৮:১৪] যোহন ৭:২৮; ৯:২৯;

হয়তোবা তাদেরকে যিরমিয় ১৭:১৩ পদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন।

**৮:৭ যে কোন পাপ করে নি।** এর অর্থ এখানে এই নয় যে, অভিযোগকারীদেরকে সম্পূর্ণভাবে পাপহীন হতে হবে। যীশু খ্রীষ্ট তাদের বিবেক পরীক্ষার থাকার বিষয়ে বলেছিলেন।

**সেই প্রথমে একে পাথর মারুক।** যীশু খ্রীষ্টের উত্তর তাদেরকে নিবৃত্ত করল। যেহেতু তিনি একটি পাথর ছোড়ার ব্যাপারে বলেছিলেন, সেহেতু তিনি আইন-কানুন তুলে ধরতে ব্যর্থ এমনভাবে অভিযুক্ত হন নি। কিন্তু সেই পাথরটি মারার জন্য এমন যোগ্যতা প্রয়োজন ছিল, যার কারণে সকলেই তা মারা থেকে বিরত থাকলো।

**৮:৯ একে একে বাইরে গেল।** যেহেতু তারা নিষ্পাপ ছিল না (পদ ৭)।

**প্রাচীন লোক।** তারাই প্রথমে উপলব্ধি করেছিল যে, খ্রীষ্ট আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন।

**৮:১১ যাও ... পাপ করো না।** যীশু স্ত্রীলোকটিকে ক্ষমা করেছিলেন।

**৮:১২ আমি পৃথিবীর আলো।** এই শিক্ষা ৭ম অধ্যায়ের শিক্ষার ধারাবাহিকতা এবং যীশু একই লোকদের এই শিক্ষা দিচ্ছেন। এখানে তিনি নিজেকে ‘আলো’ বা ‘আলো’ হিসেবে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন (যোহন ১:৪-১০; ৬:৩৫ দেখুন)।

**আলো।** যোহন ১:৪; ৯:৫; ১২:৪৬ দেখুন। এটি সত্য যে, ‘ঈশ্বর নিজেই আলো’ (১ যোহন ১:৫)। যীশু খ্রীষ্টের অনুসারীরা তাঁর কাছ থেকে আসা আলোর প্রতিফলন, তাই তাঁরাও ‘পৃথিবীর আলো’ (মথি ৫:১৪; ফিলি ২:১৫)।

**অন্ধকার।** এই পৃথিবীর অন্ধকার ও শয়তানের অন্ধকার উভয়ই বোঝানো হয়েছে। যে কেউ অন্ধকারে চলে, সে তারা পথ হারাবে। আত্মিক অর্থে সব সময় পৃথিবীর আলোকে অনুসরণ করা উচিত।

**৮:১৩ জীবনের আলো।** ‘ঈশ্বর আলো’ (১ যোহন ১:৫); কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর হতে আগত এক আলো, যে আলো জীবনের পথ দেখায় – যেভাবে অগ্নিস্তম্ভ ইস্রায়েলীয়দের পথ আলোকিত

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

বা যাচ্ছি, তা জানি; কিন্তু আমি কোথা থেকে এসেছি, আর কোথায়ই বা যাচ্ছি, তা তোমরা জান না। <sup>১৫</sup> মানুষ যেভাবে বিচার করে তোমরাও সেইভাবে বিচার করছো; আমি কারো বিচার করি না। <sup>১৬</sup> আর যদিও আমি বিচার করি, আমার বিচার সত্যি, কেননা আমি একা নই, কিন্তু আমি আছি এবং পিতা আছেন, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। <sup>১৭</sup> আর তোমাদের ব্যবস্থায়ও লেখা আছে, দু'জনের সাক্ষ্য সত্যি। <sup>১৮</sup> আমি নিজে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিই, আর পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। <sup>১৯</sup> তখন তারা তাঁকে বললো, তোমার পিতা কোথায়? উত্তরে যীশু বললেন, তোমরা আমাকেও জান না, আমার পিতাকেও জান না; যদি আমাকে জানতে, আমার পিতাকেও জানতে। <sup>২০</sup> এসব কথা তিনি মন্দিরে উপদেশ দেবার সময়ে ভাণ্ডার-গৃহে বললেন; এবং কেউ তাঁকে ধরলো না, কারণ তখনও তাঁর সময় উপস্থিত হয় নি।

[৮:১৫] দে: যোহন ৭:২৪; [৮:১৫] যোহন ৩:১৭; [৮:১৬] যোহন ৫:৩০; [৮:১৭] দে: মথি ১৮:১৬; [৮:১৮] যোহন ৫:৩৭; [৮:১৯] যোহন ১৬:৩; [৮:১৯] দে: ১যোহন ২:২৩; [৮:২০] দে: মথি ২৬:৫৫; [৮:২০] মার্ক ১২:৪১; [৮:২০] দে:

করে দিয়েছিল (যাত্রা ১৩:২১; যিহি ৯:১২)।

**৮:১৪ যদিও আমি ... তোমরা জান না।** ফরীশীদের কথার প্রেক্ষিতে যীশু দু'টো বিষয় তুলে ধরলেন। প্রথমত তিনি সাক্ষ্য বহন করার যোগ্য, কিন্তু ফরীশীরা নয়; এবং তিনি তাঁর উৎপত্তি এবং গন্তব্য জানতেন, কিন্তু তারা কোনটিই জানতো না (১৬ ও ১৮ পদের নোট দেখুন)।

**৮:১৫ মানুষ যেভাবে ... বিচার করছো।** ফরীশীদের বিচার সীমিত ও জাগতিক। যীশু তাদের ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করে বললেন যে, তিনি মোটেও বিচার করেন নি (পদ ২৬); কারণ তাঁর পরিচর্যা কাজের উদ্দেশ্য প্রাথমিকভাবে বিচার করা নয়।

**৮:১৬ পিতা আছেন, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।** যীশু সর্বদা তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন (৪:৩৪ পদের নোট দেখুন)।

**৮:১৮ তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।** যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় দাবী ছিল যে, তাঁর সাক্ষ্য অসমর্থিত নয়। পিতা তাঁর সাথে আছেন, তাই তিনি ও পিতা দু'জনেই আইন-কানুনের আবশ্যকীয় দু'জন সাক্ষী (দ্বিঃবিঃ ১৭:৬; ১৯:১৫)।

**৮:১৯ তোমার পিতা কোথায়? এখানে তারা খ্রীষ্টের জাগতিক পিতার কথা জানতে চেয়েছে।**

যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গীয় দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর সাক্ষ্য তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল, তাই তারা 'কে' জিজ্ঞাসা না করে 'কোথায়' জিজ্ঞাসা করেছে।

**যদি আমাকে জানতে।** যোহন এটি পরিষ্কার করেন যে, বাক্য (যীশু) ঈশ্বরের সাথে ছিলেন এবং তিনি নিজেই ঈশ্বর ছিলেন (১:১) এবং তিনি স্বয়ং ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন (১:১৮)। যীশু এখানে গুরুত্বারোপ করেন যে, পিতাকে পুত্রের মাধ্যমে জানা যায় এবং একজনকে জানা অর্থ অন্যকে জানা। যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তাদের মনোভাব দেখায় যে, তারা তাঁর বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানে নিবিষ্ট হয় নি। যীশু দেখান যে, পিতার সাথে তাঁর একান্ত সম্পর্ক তাদের কাছে প্রতীয়মান হত, যদি তারা কেবল তাঁকে উপলব্ধি করতো। অন্য আর কোন সরল পথ নেই যার মধ্য দিয়ে যীশু দাবী করতে পারতেন যে, ঈশ্বরের বিষয়ে মানুষের জ্ঞান লাভের জন্য তিনিই একমাত্র উপায়।

**৮:২০ ভাণ্ডার-গৃহ।** এই ভাণ্ডার-গৃহ মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত ছিল। এই স্থান সমবেত এবাদতের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং এ কারণেই এখানে এই স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

**তাঁর সময়।** ২:৪ পদের নোট দেখুন। যীশু খ্রীষ্ট বন্দী না হওয়ার যে কোন পরিস্থিতিগত মানবীয়

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

### নিজের মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

২১ পরে তিনি আবার তাদেরকে বললেন, আমি যাচ্ছি, আর তোমরা আমার খোঁজ করবে ও তোমাদের পাপে মারা যাবে; আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তোমরা আসতে পার না। ২২ তখন যিহূদীরা বললো, এ কি আত্মঘাতী হবে? সেজন্য কি বলছে, আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তোমরা আসতে পার না? ২৩ তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা অধঃস্থানের, আমি উর্ধ্বস্থানের; তোমরা এই জগতের, আমি এই পৃথিবীর নই। ২৪ কেননা যদি বিশ্বাস না কর যে, আমিই তিনি, তবে তোমাদের পাপের মধ্যেই তোমরা মরবে। ২৫ তখন তারা বললো, তুমি কে? যীশু তাদেরকে বললেন, তা-ই তো প্রথম থেকে তোমাদেরকে বলছি। ২৬ তোমাদের বিষয়ে বলবার ও বিচার করার অনেক কথা আছে; যা হোক, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি সত্য এবং আমি তাঁর কাছে যা যা শুনেছি, তা-ই জগৎকে বলছি।

মথি ২৬:১৮; [৮:২১] যিহি ৩:১৮; [৮:২১] যোহন ৭:৩৪; ১৩:৩৩; [৮:২৩] যোহন ৩:৩১; ১৭:১৪; [৮:২৪] যোহন ৪:২৬; ১৩:১৯; [৮:২৬] যোহন ৭:২৮; [৮:২৬] যোহন ৩:৩২; ১৫:১৫;

ব্যাখ্যা যোহন এড়িয়ে গেছেন এবং তিনি এর পেছনে ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি দেখিয়েছেন। ৭:৪৬ পদে আমরা দেখতে পাই, পদাতিক সৈন্যরা যীশুকে বন্দী করতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিল। মানবীয় পরিকল্পনা ব্যহত হওয়াকে যোহন গুরুত্ব সহকারে দেখিয়েছেন এবং বলতে চেয়েছেন যে, যীশু খ্রীষ্টের জীবনের প্রতিটি ঘটনা স্বর্গীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল।

৮:২১ আমি যাচ্ছি। যোহন ৭:৩৪ পদ দেখুন, যেখানে যীশু খ্রীষ্টের এই যাওয়ার কথা একইভাবে শ্রোতাদেরকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল।

তোমরা আমার ... মারা যাবে। সম্ভবত এই বিবৃতির মূল অর্থ হচ্ছে, তারা যীশুকে খ্রীষ্ট হিসেবে অনেক দেরীতে খুঁজবে এবং এ কারণে তারা তাঁর পরিদ্রাণের আশীর্বাদ পাবে না (৭:৩৪ দেখুন)।

৮:২২ এ কি আত্মঘাতী হবে। তাদের ভুল বোঝার কারণ হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের উজ্জ্বল আক্ষরিক ব্যাখ্যা করা।

৮:২৩ তোমরা অধঃস্থানের, আমি উর্ধ্বস্থানের। খ্রীষ্ট এবং মানুষের মধ্যকার ব্যবধান চিহ্নিত করা হয়েছে (যোহন ৩:৩১; ৮:৪৭; ১৫:১৯; ১ যোহন ৩:১০ দেখুন)। যীশু নিশ্চয়ই পৃথিবীতে রয়েছেন, কিন্তু তিনি পৃথিবীর নন। তারা ‘এই

পৃথিবীর’- শয়তানের পৃথিবীর (১ যোহন ৫:১৯)।

৮:২৪ আমিই তিনি। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর নিজের সম্পর্কে ঈশ্বরের মহা নিশ্চয়তার প্রতিধ্বনি করেছেন (যোহন ৬:৩৫; ৮:৫৮; যাত্রা ৩:১৪ দেখুন)। তিনি ২১ পদে তাঁর নিজ উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেন। পাপের কারণে মৃত্যু কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করার মাধ্যমে এড়ানো যায়। এই বিবৃতি দেখায় যে, বিশ্বাসের মূল লক্ষ্য কী হওয়া উচিত। যীশু নিজের প্রতি এই নাম প্রয়োগ করে ঈশ্বর বলে নিজেকে দাবী করলেন।

৮:২৫ তুমি কে? “আমিই” বিবৃতি শ্রোতাদের কাছে পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয় নি, অন্যথায় তারা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতো না।

তা-ই তো ... বলছি। উক্তিটি বোঝায় যে, যীশু প্রথম থেকেই তাঁর কাজে ও কথায় তাঁর পরিচয় ঘোষণা অব্যাহত রেখেছেন।

৮:২৬ তোমাদের বিষয়ে ... কথা আছে। পূর্ববর্তী প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়ার জন্য খ্রীষ্ট তাদের প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। তিনি দু’বার তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, তারা তাদের পাপে মরবে। পুনরায় তিনি এই ভিত্তিতে তাঁর সাক্ষ্যের সত্যতা ব্যক্ত করেন যে, তাঁকে যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি সত্য। পৃথিবীর জন্য তিনি যা ঘোষণা করেছেন তা তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকেই শুনেছেন, যা

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

২৭ তিনি যে তাদেরকে পিতার বিষয়ে বলছিলেন, তা তারা বুঝতে পারল না। ২৮ তখন যীশু বললেন, যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রকে উঁচুতে তুলবে, তখন জানবে যে, আমিই তিনি, আর আমি নিজের থেকে কিছু করি না, কিন্তু পিতা যেমন আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই অনুসারে এসব কথা বলি। ২৯ আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; তিনি আমাকে একা ছেড়ে দেন নি, কেননা আমি সব সময় তাঁর সন্তোষজনক কাজ করি।

৩০ তিনি এসব কথা বললে পর অনেকে তাঁর উপর বিশ্বাস করলো।

### সত্যিকারের শিষ্য

৩১ অতএব যে যিহূদীরা তাঁর উপর বিশ্বাস করলো, তাদেরকে যীশু বললেন, তোমরা যদি আমার কথায় স্থির থাক, তা হলে সত্যিই তোমরা আমার শিষ্য; ৩২ আর তোমরা সেই সত্য জানবে এবং সেই সত্য তোমাদেরকে স্বাধীন করবে। ৩৩ তারা তাঁকে উত্তরে বললো,

[৮:২৮] দে: যোহন ১২:৩২; [৮:২৮] দে: যোহন ১৪:২৪; [৮:২৯] পদ: ১৬; যোহন ১৬:৩২; [৮:২৯] যিশা ৫০:৫; যোহন ৪:৩৪; ৫:৩০; ৬:৩৮; [৮:৩০] দে: যোহন ৭:৩১; [৮:৩১] যোহন ১৫:৭; ২যোহন ৯; [৮:৩২] পদ: ৩৬; রোমী ৮:২; ২করি ৩:১৭; গালা ৫:১, ১৩; [৮:৩৩] পদ: ৩৭, ৩৯; দে: লুক ৩:৮;

আবার তাঁর স্বর্গীয় পরিচর্যা কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৮:২৮ উঁচুতে উঠাবে। সাধারণত নতুন নিয়মে এই কথাটি ‘মহিমাস্বিতকরণ’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু যোহন এটি ক্রুশারোপণের জন্য ব্যবহার করেছেন (৩:১৪ দেখুন)। আমাদের প্রভু তাঁর পিতার প্রত্যাদেশ অনুসারে ক্রুশারোপিত হবেন এবং তখনই কেবল উক্তিটি তাদের কাছে প্রমাণিত হবে যে, যীশু নিজের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা কেবল সত্য নয়, বরং সেই সাথে পিতা কর্তৃত্ব সীলমোহরকৃত।

তখন জানবে। ২৪,৫৮ পদের নোট দেখুন। যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ফলস্বরূপ মানুষ এই জ্ঞানের বোধগম্যতা লাভ করবে, এমনটাই সম্ভবত এখানে বোঝানো হয়েছে।

৮:২৯ তিনি আমাকে একা ছেড়ে দেন নি। এই উক্তির সাথে ক্রুশের উপরে প্রভু যীশুর আত্মচিহ্নের স্পষ্ট বিরোধ সৃষ্টি করে, যেখানে তিনি বলেছিলেন, ‘ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?’ (মার্ক ১৫:৩৪; মথি ২৭:৪৬)। প্রকৃত অর্থে এখানে কোন বিরোধ নেই, কারণ খ্রীষ্টের এই উক্তিতে চিরকালীন এক সত্য প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু

ক্রুশে খ্রীষ্টের আত্মচিহ্নকারে ফুটে উঠেছে একজন যন্ত্রণাদাক্ষ ব্যক্তির বেদনার সাময়িক বহিঃপ্রকাশ, যা প্রমাণ করে না যে, সত্যিই ঈশ্বর যীশুকে ফেলে চলে গিয়েছিলেন।

৮:৩১ বিশ্বাস করলো। সম্ভবত এখানে বিশ্বাসের আনুষ্ঠানিক স্বীকারোক্তির কথা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তাদের কথা ও আচরণ দেখায় যে, তারা সত্যিকার বিশ্বাসী ছিল না (৮:৩৩,৩৭; ২০:৩১ দেখুন)। যীশু খ্রীষ্টের কথায় স্থির থাকার অর্থ হচ্ছে তাঁর শিক্ষায় নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করা, যা সত্যিকার শিষ্যত্বের জন্য অপরিহার্য।

৮:৩২ সেই সত্য। যীশু খ্রীষ্টের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত সত্য (পদ ৩৬; ১৪:৬), পূর্ণ সত্য নয় এবং এমন সত্য, যা মানুষকে পরিত্রাণের পথে চালিত করে।

স্বাধীন। পাপ থেকে স্বাধীন, অজ্ঞতা থেকে নয় (পদ ৩৬ দেখুন)। সত্য কখনও বন্দীত্ব চালিত করে না। ফরীশীদের কাছে এই পুরো ধারণাটি বাধা কারণ তারা এই বিষয়ে ন্যূনতম বিশ্বাসও করে না যে, তাদের স্বাধীনতা প্রয়োজন। তাদের গড়া ঐতিহ্যগত প্রথাগুলো নিজেদের উপর ভারী যোয়ালির মত চেপে বসে থাকা সত্ত্বেও তারা

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

আমরা অব্রাহামের বংশ, কখনও কারো দাস হই নি; আপনি কেমন করে বলছেন যে, তোমাদেরকে স্বাধীন করা যাবে?

<sup>৩৪</sup> যীশু তাদেরকে উত্তরে বললেন, সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, যে কেউ পাপ করে, সে পাপের দাস। <sup>৩৫</sup> আর দাস বাড়িতে চিরকাল থাকে না, পুত্র চিরকাল থাকেন। <sup>৩৬</sup> অতএব পুত্র যদি তোমাদেরকে স্বাধীন করেন, তবে তোমরা প্রকৃতভাবে স্বাধীন হবে। <sup>৩৭</sup> আমি জানি, তোমরা অব্রাহামের বংশ; কিন্তু আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছো, কারণ আমার বাক্য তোমাদের অন্তরে স্থান পায় না। <sup>৩৮</sup> আমার পিতার কাছে আমি যা যা দেখেছি, তা-ই বলছি; আর তোমাদের পিতার কাছে তোমরা যা যা শুনেছ, তা-ই করছো।

#### যীশু খ্রীষ্ট ও অব্রাহাম

<sup>৩৯</sup> তারা উত্তরে তাকে বললো, আমাদের পিতা অব্রাহাম। যীশু তাদেরকে বললেন, তোমরা যদি অব্রাহামের সন্তান হতে, তবে অব্রাহামের মতই কাজ করতে। <sup>৪০</sup> কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সত্য শুনে তোমাদেরকে জানিয়েছি যে আমি, আমাকেই হত্যা করতে চেষ্টা করছো; অব্রাহাম এরকম করেন নি। <sup>৪১</sup> তোমাদের পিতার কাজ তোমরা করছো। তারা তাঁকে বললো, আমরা জারজ সন্তান নই; আমাদের একমাত্র পিতা আছেন, তিনি ঈশ্বর। <sup>৪২</sup> যীশু তাদেরকে বললেন, ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হতেন, তবে তোমরা আমাকে প্রেম করতে, কেননা আমি ঈশ্বর থেকে বের হয়ে এসেছি; আমি তো নিজের থেকে আসি নি, কিন্তু তিনিই

[৮:৩৪] দে: রোমী ৬:১৬; [৮:৩৫] গালা ৪:৩০; [৮:৩৬] পদ: ৩২; [৮:৩৭] পদ: ৩৯, ৪০; [৮:৩৮] যোহন ৫:১৯, ৩০; ১৪:১০, ২৪; [৮:৩৮] পদ: ৪১, ৪৪; [৮:৩৯] পদ: ৩৭; দে: লুক ৩:৮; [৮:৪০] দে: মথি ১২:১৪; [৮:৪০] পদ: ২৬; [৮:৪১] পদ: ৩৮, ৪৪; [৮:৪১] যিশা ৬৩:১৬; ৬৪:৮; [৮:৪২] ১যোহন ৫:১; [৮:৪২] দে: যোহন ১৩:৩; [৮:৪২] যোহন ৭:২৮; [৮:৪২] দে: যোহন ৩:১৭;

উপলব্ধি করতে পারে নি যে, তাদের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

**৮:৩৩ কখনও কারো দাস হই নি।** যদিও তারা তখন রাস্ত্রীয়ভাবে রোমীয়দের অধীন কিন্তু এখানে তারা রোমীয়দের প্রভুত্ব অস্বীকার করছে।

**৮:৩৪ পাপের দাস।** যারা পাপ করতে থাকে তারা পাপের দাস আর খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে যে, একজন পাপী তার নিজের শক্তিতে পাপের বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না।

**৮:৩৬ তবে তোমরা প্রকৃতরূপে স্বাধীন হবে।** পুত্রের মাধ্যমে লাভ করা স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। তবে এই স্বাধীনতা এমন একজন শুধুমাত্র আনতে পারেন যিনি নিজে স্বাধীন।

**৮:৩৮ আমার পিতা ... তোমাদের পিতা।** ৪৪ পদের আগ পর্যন্ত যীশু বলেন নি যে, তাদের পিতা কে। কিন্তু এটি এখনই পরিষ্কার যে,

তাদের পিতা ঈশ্বর নন বা অব্রাহাম নন, যা তারা দাবী করেছিল।

**৮:৩৯ আমাদের পিতা অব্রাহাম।** অব্রাহামের সাথে সম্পর্ক তাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা এর বাইরে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারতো না। এটি অব্রাহামের সাধারণ যোগ্যতাকে প্রতিফলিত করে মাত্র, যা অব্রাহামের বংশের জন্য প্রাপ্য বলে বিশ্বাস করা হত। কিন্তু যীশু এর ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করে প্রচলিত ভুল ধারণাকে সংশোধন করেন। অব্রাহামের বংশ বলতে নৈতিকভাবে যারা পবিত্র তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, জন্মসূত্রে উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নয়।

**তোমরা যদি অব্রাহামের সন্তান হতে।** তাদের কাজ তাদের বংশপরিচয় তুলে ধরেছে।

**৮:৪১ জারজ।** যীশু খ্রীষ্টের কুমারীর গর্ভে জন্মের প্রতি উদ্দেশ্য করে বলা এক অপবাদ

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

আমাকে প্রেরণ করেছেন।<sup>৪৩</sup> তোমরা কেন আমার কথা বোঝ না? কারণ এই যে, আমার বাক্য গ্রহণ করতে পার না।<sup>৪৪</sup> তোমরা তোমাদের পিতা শয়তানের এবং তোমাদের পিতার অভিশাপগুলো পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা; সে আদি থেকেই নরহত্যা, কখনও সত্যে বাস করে নি, কারণ তার মধ্যে সত্য নেই। সে যখন মিথ্যা বলে, তখন নিজ থেকেই বলে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার পিতা।<sup>৪৫</sup> কিন্তু আমি সত্য বলি, তাই তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না।<sup>৪৬</sup> তোমাদের মধ্যে কে আমাকে পাপী বলে প্রমাণ করতে পারে? যদি আমি সত্যি বলি, তবে তোমরা কেন আমার উপর বিশ্বাস কর না? <sup>৪৭</sup> যে কেউ ঈশ্বরের, সে ঈশ্বরের কথাগুলো শুনে; এজন্যই তোমরা শোন না, কারণ তোমরা ঈশ্বরের নও।

<sup>৪৮</sup> যিহূদীরা উত্তরে তাঁকে বললো, আমরা কি ঠিকই বলি না যে, তুমি এক জন শমরীয় ও তোমাকে মন্দ-আত্মায় পেয়েছে? <sup>৪৯</sup> উত্তরে যীশু বললেন, আমাকে মন্দ-আত্মায় পায় নি, কিন্তু আমি আমার পিতাকে সমাদর করি, আর তোমরা আমাকে অসম্মান কর। <sup>৫০</sup> কিন্তু আমি আমার গৌরব খোঁজ করি না; এক জন আছেন, যিনি খোঁজ করেন ও বিচার করেন।

[৮:৪৪] ১যোহন ৩:৮; [৮:৪৪] পদ: ৩৮, ৪১; [৮:৪৪] আদি ৩:৪; ৪:৯; ২বংশা ১৮:২১; গীত ৫:৬; ১২:২; [৮:৪৫] যোহন ১৮:৩৭; [৮:৪৭] যোহন ১৮:৩৭; ১যোহন ৪:৬; [৮:৪৮] দে: মথি ১০:৫; [৮:৪৮] পদ: ৫২; দে: মার্ক ৩:২২; [৮:৫০] পদ: ৫৪; যোহন ৫:৪১;

হতে পারে। এই বিবৃতির সবচেয়ে স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছে আত্মিক বা নৈতিকভাবে অপবিত্র ও ভ্রষ্ট।

**৮:৪৩ আমার বাক্য গ্রহণ করতে পার না।** আসলে যিহূদীরা তাদের আইন-কানুনী রীতিনীতি দ্বারা এতটাই আপ্ত ছিল যে, যীশু কী বলছিলেন তা তারা মন দিয়ে শোনেই নি (পদ ৪৭ দেখুন)।

**৮:৪৪ তোমাদের পিতা শয়তান।** শয়তানের সাথে যিহূদীদের সম্পর্ক এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

**তোমাদের ইচ্ছা।** তাদের সমস্যা মূলত আত্মিক, বুদ্ধিগত নয়। শয়তানের প্রতি আসক্ত হয়ে তারা খ্রীষ্টকে হত্যা করতে প্রলুব্ধ হয়েছিল (পদ ৩৭) এবং পর্যায়ক্রমে তারা সফলকাম হবে (পদ ২৮)।

**সত্য।** শয়তানের কাছে অজানা এবং যারা তার, তাদের কাছেও তা অজানা (১৪:৬ দেখুন)। শয়তানের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমূলক দিক হচ্ছে, সে সত্যের বিপক্ষ।

**৮:৪৬ কে আমাকে পাপী বলে প্রমাণ করতে পারে?** যিহূদীদের উত্তর দানে ব্যর্থতার চেয়ে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ

ছিল। তাতে করে এটি প্রকাশ পায় যে, যীশু খ্রীষ্টের বিবেক শুদ্ধ ও পবিত্র ছিল।

**৮:৪৭ সে ঈশ্বরের কথাগুলো শোনে।** এই পদে তিনটি পারস্পরিক যুক্তি দেখানো হয়েছে—  
প্রথমত: যে ঈশ্বরের কথা শোনে, সে ঈশ্বরের।  
দ্বিতীয়ত: তোমরা ঈশ্বরের কথা শোন না।  
তৃতীয়ত: তাই তোমরা ঈশ্বরের নও। দ্বিতীয় যুক্তিতে শ্রোতারা চ্যালেঞ্জ করবে, কারণ তাদের আনুগত্য সম্পর্কে যীশু খ্রীষ্টের অনুমান তাদের নিজেদের থেকে ভিন্ন। তাদের জোরালো প্রতিক্রিয়া থেকে বিষয়টি বোঝা যায় (যোহন ১০:৩-৪; ১ যোহন ৪:৬ দেখুন)।

**৮:৪৮ শমরীয়।** যিহূদীদের একটি প্রবাদ হচ্ছে, ‘যে ব্যক্তি সঠিকভাবে ধর্ম পালন করে না, সে একজন শমরীয়ের চেয়ে ভাল নয়।’ অথবা যীশু খ্রীষ্টের জন্ম-পরিচয়ের ব্যাপারে এই কথা বলা হতে পারে— হয়তোবা তারা এই দাবী করছে যে, তাঁর পিতা একজন শমরীয়।

**তোমাকে মন্দ-আত্মায় পেয়েছে?** যোহন ৭:২০ এবং ১০:২০ পদের নোট দেখুন। শমরীয়দের সাথে যে কোন আত্মিক সখ্যতাকে যিহূদীরা প্রত্যাখ্যান করত, যদিও শমরীয়রাও নিজেদেরকে অব্রাহামের বংশধর এবং তিনি

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

৫১ সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, কেউ যদি আমার কথা পালন করে, সে কখনও মৃত্যু দেখবে না। ৫২ যিহুদীরা তাঁকে বললো, এখন জানলাম, তোমাকে মন্দ-আত্মায় পেয়েছে; অব্রাহাম ও ভাববাদীরা মৃত্যুবরণ করেছেন; আর তুমি বলছো, কেউ যদি আমার কথা পালন করে, সে কখনও মৃত্যুর আশ্বাদ পাবে না। ৫৩ তুমি কি আমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহামের চেয়ে বড়? তিনি তো মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ভাববাদীরাও মৃত্যুবরণ করেছেন; তুমি নিজের বিষয়ে কি বল? ৫৪ উত্তরে যীশু বললেন, আমি যদি নিজেকে গৌরবান্বিত করি, তবে আমার গৌরব কিছুই নয়; আমার পিতাই আমাকে গৌরবান্বিত করছেন, যার বিষয়ে তোমরা বলে থাক যে, তিনি তোমাদের ঈশ্বর; ৫৫ আর তোমরা তাঁকে জান নি; কিন্তু আমি তাঁকে জানি; আর আমি যদি বলি যে, তাঁকে জানি না, তবে তোমাদেরই মত মিথ্যাবাদী হব; কিন্তু আমি তাঁকে জানি এবং তাঁর বাক্য পালন করি। ৫৬ তোমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহাম আমার দিন দেখবার আশায় উল্লসিত হয়েছিলেন এবং তিনি তা দেখলেন ও আনন্দ করলেন। ৫৭ তখন যিহুদীরা তাঁকে বললো, তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বছর হয় নি, তুমি কি অব্রাহামকে দেখেছ? ৫৮ যীশু তাঁদেরকে বললেন, সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, অব্রাহামের জন্মের আগে থেকেই আমি আছি। ৫৯ তখন তারা তাঁর উপর ছুড়ে মারবার জন্য পাথর তুলে নিল, কিন্তু যীশু নিজেকে গোপন করে ধর্মধাম থেকে বের হয়ে গেলেন।

[৮:৫১] যোহন ১১:২৬; [৮:৫২] পদ: ৪৮; [৮:৫৩] পদ: ৩৯; যোহন ৪:১২; [৮:৫৪] পদ: ৫০; [৮:৫৪] যোহন ১৬:১৪; ১৭:১, ৫; [৮:৫৫] যোহন ৭:২৮, ২৯; [৮:৫৫] যোহন ১৫:১০; [৮:৫৬] আদি ১৮:১৮; [৮:৫৬] দে: মথি ১৩:১৭; [৮:৫৮] যাত্রা ৩:১৪; ৬:৩; [৮:৫৯] যাত্রা ১৭:৪; লেবী ২৪:১৬; ১শমূ ৩০:৬; যোহন ১০:৩১; ১১:৮; [৮:৫৯] যোহন ১২:৩৬।

তাদের পিতা বলে দাবী করত। মন্দ আত্মাশ্রুতার অভিযোগ মারাত্মক তিক্ততার বহিঃপ্রকাশ, যা ৪৪ পদে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

৮:৫১ সে কখনও মৃত্যু দেখবে না। এই মৃত্যুর অর্থ হচ্ছে অনন্তকালীন মৃত্যু।

৮:৫২ তুমি কি ... অপেক্ষা বড়? প্রশ্নটি ছিল ব্যঙ্গোক্তিমূলক। প্রকৃতপক্ষে যীশু অব্রাহামের চেয়ে অনেক বড়, এমনকি তিনি মোশির চেয়েও মহান ছিলেন (৬:৩০-৩৫ পদ দেখুন)।

৮:৫৬ আমার দিন। যীশু সম্ভবত কেবল একটি উপলক্ষকে বোঝাচ্ছেন না, কিন্তু খ্রীষ্টের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতায় অব্রাহামের আনন্দের কথা বুঝিয়েছেন, যার দ্বারা পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদ লাভ করবে (আদি ১৮:১৮)।

তিনি তা দেখলেন। তিনি বিশ্বাসে বহুদূর থেকে তা দেখেছেন। যিহুদী বিশ্বাস অনুসারে অব্রাহাম তাঁর বংশধরদের পূর্ণ ইতিহাস দেখেছিলেন (আদি ১৫:৬)। অব্রাহামের আনন্দের কারণ

ছিল এই প্রতিজ্ঞা যে, পৃথিবীর যাবতীয় লোক তাঁর বংশের মাধ্যমে আশীর্বাদ লাভ করবে। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁর এই আনন্দ পূর্ণতা লাভ করেছে।

৮:৫৭ এখনও পঞ্চাশ বৎসর হয় নি। যীশু খ্রীষ্টের বয়স প্রায় ৩০ বছর ছিল, যখন তিনি তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করেছিলেন।

৮:৫৮ আমি আছি। এক জোরালো ঘোষণা, যা যাত্রা ৩:১৪ পদে ঈশ্বরের মহান নিশ্চয়তাকে প্রতিধ্বনিত করছে। যীশু বলেন নি “আমি ছিলাম,” বরং তিনি বলেছেন “আমি আছি,” যার মধ্য দিয়ে তাঁর অনন্তকালীনতা ও পিতার সাথে তাঁর ঐক্য প্রকাশ পেয়েছে (১:১ দেখুন)।

৮:৫৯ মারবার জন্য পাথর তুলে নিল। যিহুদীরা যীশু খ্রীষ্টের দাবীকে ঈশ্বরনিন্দা ছাড়া অন্য কিছু বলে ভাবতে পারে নি, যার জন্য তারা যীশুকে পাথর মারা যথার্থ শাস্তি বলে মনে করেছিল (লেবীয় ২৪:১৬)।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৮ অধ্যায়

### যোহন ৮ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু আবারও মন্দিরে আসেন এবং ধর্মীয় নেতারা তাঁকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করছে। তাঁরা সেখানে ব্যভিচারের দায়ে ধরা পড়া এক জন স্ত্রীলোককে নিয়ে আসে এবং পাথর মেরে হত্যা করার জন্য তাঁর মতামত চায়। যীশু সেখানে এমনভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলেন তাতে কেউই তাকে আর পাথর মেরে হত্যা না করে চলে যায় (৮:১-১১)। এরপর যীশু ঘোষণা দেন যে, তিনিই জগতের আলো। যদি কেউ তাঁকে অনুসরণ করে তারা অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে (৮:১২-২০)। এরপর প্রভু যীশু আবারও তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি এই প্রসংগে যে শিক্ষা দেন তাতে অনেকে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন (৮:২১-৩০)। এরপর প্রভু যীশু যিহূদী নেতাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। প্রভু যীশুর শিক্ষা তাদেরকে উত্তেজিত করে তোলে। তারা যীশুকে মারবার জন্য পাথর কুড়িয়ে নেন। কিন্তু যীশু নিজেকে গোপন করে উপাসনা-ঘর থেকে বের হয়ে যান (৮:৩১-৫৮)।

### যোহন ৮ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. ব্যভিচার জনিত একজন পাপীকে কার প্রথম পাথর মারা উচিত বলে যীশু বলেছিলেন? (৭ পদ)
২. জগতের আলো সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন? (১২ পদ)
৩. যীশুর পক্ষে কে সাক্ষ্য বহন করে বলে তিনি বলেছিলেন? (১৩-২০ পদ)
৪. যীশু যাকে পাঠান, যে তাঁকে গ্রহণ করে, সে আসলে কাকে গ্রহণ করে? (২১-২৪ পদ)
৫. মানবজাতির কাছে কে একমাত্র আলোর উৎস? (যোহন ১:৮ পদ)
৬. যখন খ্রীষ্টিয়ানরা খ্রীষ্টের দ্বারা আলোকিত হয় তখন তারা কিসে রূপান্তরিত হয়? (মথি ৫:১৪ পদ)
৭. যীশু তাঁর জীবনের শেষে কি বলেছিলেন যা কোন মানুষ বলতে পারে না? (২৯ পদ)
৮. কে সত্য জানবে? (৩১-৩২ পদ)
৯. কার কাছে ঐ যিহূদীরা দাস হিসেবে আছে? (৩৩-৩৪ পদ)
১০. ঐ লোকগুলোর যীশুকে মেরে ফেলবার ইচ্ছা কি প্রমাণ করে? (৪০ পদ)
১১. কিভাবে দেখানো হয়েছিল যে নেতারা ঈশ্বরের দাস নয়? (৪৭ পদ)
১২. কে খোঁজেন এবং বিচার করেন? (৫০ পদ)
১৩. কি অর্থে অব্রাহাম এবং ভাববাদীরা মারা গিয়েছিলেন? (৫২-৫৩ পদ)
১৪. কিভাবে অব্রাহাম খ্রীষ্টের দিন দেখেছিলেন? (ইব্রীয় ১১:১৩ পদ)
১৫. যীশুর বিষয়ে ৫৭ এবং ৫৮ পদ কি বলে?



## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

### এক জন জন্মাক্ষকে দৃষ্টিশক্তি দান করা

৯<sup>১</sup> আর তিনি যেতে যেতে একটি লোককে দেখতে পেলেন, সে জন্ম থেকে অন্ধ।  
২ তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রবি, কে পাপ করেছিল, এই ব্যক্তি, না এর পিতা-মাতা, যাতে এই লোকটি অন্ধ হয়ে জন্মেছে? <sup>৩</sup> উত্তরে যীশু বললেন, পাপ এ করেছে, কিম্বা এর পিতা-মাতা করেছে, তা নয়; কিন্তু এই ব্যক্তিতে ঈশ্বরের কাজ যেন প্রকাশিত হয়, তাই এমনটি হয়েছে। <sup>৪</sup> যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন দিন থাকতে থাকতে তাঁর কাজ আমাদেরকে করতে হবে; রাত আসছে, তখন কেউ কাজ করতে পারে না। <sup>৫</sup> আমি যতদিন জগতে আছি, আমিই জগতের আলো। <sup>৬</sup> এই কথা বলে তিনি ভূমিতে থুথু ফেলে তা দিয়ে কাদা করলেন; পরে ঐ ব্যক্তির চোখে সেই কাদা লেপন করলেন ও তাকে বললেন, <sup>৭</sup> শীলোহ সরোবরে যাও, ধুয়ে ফেল; অনুবাদ করলে এই নামের অর্থ 'প্রেরিত'। তখন সে গিয়ে ধুয়ে ফেললো এবং দেখতে পেয়ে ফিরে আসল।

<sup>৮</sup> তখন প্রতিবেশীরা এবং যারা আগে তাকে দেখেছিল যে, সে ভিক্ষা করতো, তারা বলতে লাগল, এই কি সে নয়, যে বসে ভিক্ষা চাইত? <sup>৯</sup> কেউ কেউ বললো, না; কিন্তু তারই মত; সে বললো, আমিই সে। <sup>১০</sup> তখন তারা তাকে বললো, তবে কিভাবে তোমার চোখ

[৯:২] দে: মথি ২৩:৭; [৯:২] পদ: ৩৪; লূক ১৩:২; প্রেরি ২৮:৪; [৯:২] যিহি ১৮:২০; [৯:২] যাত্রা ২০:৫; ইয়োব ২১:১৯; [৯:৩] যোহন ১১:৪; [৯:৪] যোহন ১১:৯; ১২:৩৫; [৯:৫] দে: যোহন ১:৪; [৯:৬] মার্ক ৭:৩৩; ৮:২৩; [৯:৭] পদ: ১১; ২রাজা ৫:১০; লূক ১৩:৪; [৯:৭] যিশা ৩৫:৫; যোহন ১১:৩৭; [৯:৮] প্রেরি ৩:২, ১০;

৯:২ কে পাপ করেছিল? যিহুদী ধর্ম-শিক্ষকরা এমন নীতি তৈরি করেছিল যে, মানুষ পাপ না করলে মৃত্যুবরণ করবে না কিংবা কোন যন্ত্রণা পাবে না। তারা এও মনে করতো যে, পিতা-মাতার পাপের কারণে অনেকের উপরে ভয়ানক শাস্তি নেমে আসে।

৯:৪ আমাদেরকে। কেবল একা যীশু নন, তাঁর প্রেরিতদের উপরেও এই কাজের দায়িত্ব রয়েছে। এখানে অন্ধ লোকটিকে সুস্থতা দানে যীশু খ্রীষ্টের সাথে প্রেরিতরা সহযোগিতা করেন নি।

রাত আসছে। সম্ভবত 'রাত' এখানে প্রতীকী অর্থে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের সমাপ্তিকে প্রকাশ করছে।

৯:৬ তিনি ভূমিতে ... কাদা করলেন। থুথু ব্যবহার করে সুস্থ করার আরেকটি ঘটনা মার্ক ৭:৩৩ পদে লেখা রয়েছে। সম্ভবত তখন বিশ্বাস করা হত যে, থুথু আরোগ্যদায়ী; বিশেষভাবে রোগগ্রস্ত চোখের ক্ষেত্রে। যীশু পরিষ্কারভাবে

তখনকার প্রচলিত উপায় ব্যবহার করছেন।

৯:৭ শীলোহ। এটি একটি প্রাচীন নাম (যিহি ৩:১৫ এবং যিশা ৮:৬ দেখুন)। যিরূশালেম নগরীর ঝর্ণা-দরজার কাছে অবস্থিত একটি কৃত্রিম জলাশয়; রাজা হিঙ্কিয় এই পুকুরটিকে যিরূশালেমের প্রধান জলের উৎস হিসেবে নির্মাণ করেছিলেন।

প্রেরিত। অর্থাৎ 'যাকে পাঠানো হয়েছে।' আর তাকে পাঠানো হয়েছিল শীলোহ পুকুরে ধুয়ে আরোগ্য হতে। আসলে যোহন তাঁর অযিহুদী পাঠকদের জন্য শব্দটির অনুবাদ যুক্ত করেছেন তাদের বুঝবার সুবিধার্থে।

দেখতে পেয়ে ফিরে আসলো। সুস্থ করার মধ্য দিয়ে বাধ্যতাকে পুরস্কৃত করা হল। হয়তোবা লোকটির বিশ্বাস পরীক্ষা করার জন্য তাকে তাৎক্ষণিকভাবে স্পর্শ করে সুস্থ করা হয় নি।

৯:৮ ভিক্ষা করতো। সম্ভবত একমাত্র ভিক্ষাবৃত্তির মধ্য দিয়েই সে সময় একজন অন্ধ লোক তার জীবিকা নির্বাহ করতে পারতো।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

খুলে গেল? <sup>১১</sup> সে উত্তরে বললো, যীশু নামে সেই ব্যক্তি কাদা করে আমার চোখে লেপন করলেন, আর আমাকে বললেন, শীলোহে যাও, ধুয়ে ফেল; তাতে আমি গিয়ে ধুয়ে ফেললে দৃষ্টি পেলাম। <sup>১২</sup> তারা তাকে বললো, সেই ব্যক্তি কোথায়? সে উত্তরে বললো, তা জানি না।

#### দৃষ্টিদানের বিষয়ে ফরীশীদের খোঁজ-খবর নেওয়া

<sup>১৩</sup> আগে যে অন্ধ ছিল, তাকে তারা ফরীশীদের কাছ নিয়ে গেল। <sup>১৪</sup> যেদিন যীশু কাদা করে তার চোখ খুলে দেন, সেদিন ছিল বিশ্রামবার। <sup>১৫</sup> এজন্য আবার ফরীশীরাও তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কিভাবে দৃষ্টি পেলে? সে তাদেরকে বললো, তিনি আমার চোখের উপরে কাদা দিলেন, পরে আমি ধুয়ে ফেললাম, আর দেখতে পাচ্ছি। <sup>১৬</sup> তখন কয়েক জন ফরীশী বললো, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে নি, কেননা সে বিশ্রামবার পালন করে না। আর কেউ কেউ বললো, যে ব্যক্তি পাপী, সে কিভাবে এমন সব চিহ্ন-কাজ করতে পারে? এভাবে তাদের মধ্যে মতভেদ হল। <sup>১৭</sup> পরে তারা পুনরায় সেই অন্ধকে বললো, তুমি তার বিষয়ে কি বল? কারণ সে তোমারই চোখ খুলে দিয়েছে। সে বললো, তিনি ভাববাদী।

<sup>১৮</sup> যিহূদীরা তার বিষয়ে বিশ্বাস করলো না যে, সে অন্ধ ছিল, আর দৃষ্টি পেয়েছে, এজন্য তারা ঐ দৃষ্টি পাওয়া লোকটির পিতা-মাতাকে ডেকে এনে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, <sup>১৯</sup> এ কি তোমাদের পুত্র, যার বিষয়ে তোমরা বলে থাক, এ অন্ধ হয়েই জন্মেছিল? তবে এখন কিভাবে দেখতে পাচ্ছে? <sup>২০</sup> তার পিতা-মাতা উত্তরে বললো, আমরা জানি, এ আমাদেরই পুত্র এবং অন্ধ হয়েই জন্মেছিল, <sup>২১</sup> কিন্তু এখন কিভাবে দেখতে পাচ্ছে, তা জানি না এবং কেই বা এর চোখ খুলে দিয়েছে তাও আমরা জানি না; একেই জিজ্ঞাসা করুন, এর বয়স হয়েছে, নিজের কথা নিজেই বলবে। <sup>২২</sup> তার পিতা-মাতা যিহূদীদেরকে ভয় করতো,

[৯:১১] পদ: ৭; [৯:১৪] মথি ১২:১-১৪; যোহন ৫:৯; [৯:১৫] পদ: ১০; [৯:১৬] দে: মথি ১২:২; [৯:১৬] দে: যোহন ২:১১; [৯:১৬] দে: যোহন ৬:৫২; [৯:১৭] দে: মথি ২১:১১; [৯:১৮] দে: যোহন ১:১৯; [৯:২২] দে: যোহন ৭:১৩; [৯:২২] পদ: ৩৪; লুক ৬:২২; [৯:২২] যোহন ১২:৪২; ১৬:২;

**৯:১৪ বিশ্রামবার।** যোহন ৫:১৬ দেখুন। যিহূদী নিয়মে কাদা তৈরি করাও কাজ হিসেবে দেখা হত, যা বিশ্রামবারে নিষিদ্ধ ছিল। এটি যে একটি দয়ার কাজ, সেটি তাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক ছিল।

**৯:১৬ তাদের মধ্যে মতভেদ হল।** প্রথম দলটি তাদের অবস্থানে অটল থাকলো এবং যীশু যে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন সেই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিল। দ্বিতীয় দল চিহ্ন-কার্যের সত্যতাকে আঁকড়ে ধরলো এবং তিনি যে পাপী হতে পারেন সেই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিল (৩১-৩৩ পদ দেখুন)।

**৯:১৭ তুমি তাঁর বিষয়ে কি বল?** এভাবে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা তাদের হতবিস্বস্ত

অবস্থাকে তুলে ধরে।

**৯:১৮ তিনি ভাববাদী।** লোকটির জ্ঞান অনুসারে সর্বোচ্চ সম্মাননা, যা দিয়ে সে খ্রীষ্টকে ভূষিত করতে পারে। যিহূদীদের কাছে একজন ভাববাদী যে কোন ধর্মীয় শিক্ষক বা আলেমের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন।

**৯:২১ এর বয়স হয়েছে।** তারা তাদের ছেলের উপরে এই ঘটনার সমস্ত দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চাইল, যেন তারা এর সাথে জড়িত থাকার সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। তারাও নিশ্চয়ই এই ধারণা পোষণ করেছিল যে, জন্মান্তর ব্যক্তির দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

সেজন্য এই কথা বললো; কেননা যিহূদীরা আগেই স্থির করেছিল, কেউ যদি তাকে খ্রীষ্ট বলে স্বীকার করে, তা হলে সে সমাজচ্যুত হবে; <sup>২৩</sup> সেই জন্যই তার পিতা-মাতা বললো, এর বয়স হয়েছে, একেই জিজ্ঞাসা করুন।

<sup>২৪</sup> অতএব যে অন্ধ ছিল, তারা দ্বিতীয় বার তাকে ডেকে বললো, ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার কর; আমরা জানি যে, সেই ব্যক্তি পাপী। <sup>২৫</sup> সে উত্তরে বললো, তিনি পাপী কি না, তা জানি না; একটি বিষয় জানি, আমি অন্ধ ছিলাম, এখন দেখতে পাচ্ছি। <sup>২৬</sup> তারা তাকে বললো, সে তোমার প্রতি কি করেছিল? কিভাবে তোমার চোখ খুলে দিল? <sup>২৭</sup> সে উত্তরে বললো, এক বার আপনাদেরকে বলেছি, আপনারা শুনেন নি; তবে আবার শুনতে চান কেন? আপনারাও কি তাঁর শিষ্য হতে চান? <sup>২৮</sup> তখন তারা তাকে গালি দিয়ে বললো, তুই সেই ব্যক্তির শিষ্য; আমরা মোশির শিষ্য। <sup>২৯</sup> আমরা জানি ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বলেছিলেন; কিন্তু এ কোথা থেকে আসল, তা জানি না। <sup>৩০</sup> সেই ব্যক্তি উত্তরে তাদেরকে বললো, এর মধ্যে তো আশ্চর্য এই যে, তিনি কোথা থেকে আসলেন, তা আপনারা জানেন না, তবুও তিনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। <sup>৩১</sup> আমরা জানি, ঈশ্বর পাপীদের কথা শুনেন না, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরভক্ত হয়, আর তাঁর ইচ্ছা পালন করে, তিনি তারই কথা শুনেন। <sup>৩২</sup> জগতের আদি থেকে এমন কথা কখনও শোনা যায় নি যে, কেউ জন্মান্বয়ের চোখ খুলে দিয়েছে। <sup>৩৩</sup> তিনি যদি ঈশ্বর থেকে না আসতেন, তবে কিছুই করতে পারতেন না। <sup>৩৪</sup> তারা উত্তরে তাকে বললো, তুই একেবারে পাপেই জন্মেছিস, আর তুই আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছিস? পরে তারা তাকে বের করে দিল।

[৯:২৩] পদ: ২১; [৯:২৪] যিহো ৭:১৯; [৯:২৪] পদ: ১৬; [৯:২৭] পদ: ১৫; [৯:২৮] যোহন ৫:৪৫; [৯:২৯] যোহন ৮:১৪; [৯:৩১] আদি ১৮:২৩-৩২; গীতা ৩৪:১৫, ১৬; ৬৬:১৮; ১৪৫:১৯, ২০; হিতো ১৫:২৯; যিশা ১:১৫; ৫৯:১, ২; যোহন ১৫:৭; যাকোব ৫:১৬-১৮; ১যোহন ৫:১৪, ১৫; [৯:৩৩] পদ: ১৬; যোহন ৩:২; [৯:৩৪] পদ: ২; [৯:৩৪] পদ: ২২, ৩৫; যিশা ৬৬:৫;

**৯:২২ সে সমাজচ্যুত হবে।** সমাজচ্যুত করা বা একঘরে করার রীতি ভাববাদী উষ্মার সময় থেকেই প্রচলিত ছিল বলে দেখা যায় (১০:৮), কিন্তু নতুন নিয়মের সময় কীভাবে এই প্রথা বাস্তবায়ন করা হত সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সমাজ এবং সামাজিক বন্ধন ছিল যিহূদী জনগোষ্ঠীর প্রাণকেন্দ্র, তাই সমাজচ্যুত করার অর্থ বহু সামাজিক সম্পর্ক থেকে একজন ব্যক্তিকে চ্যুত করা।

**৯:২৪ ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার কর।** এখানে এ কথা বোঝায় না যে, সুস্থ হওয়ার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করতে তারা তাকে আহ্বান জানাচ্ছে, কারণ তারা তখনও বিষয়টির সত্যতা নিয়ে সন্দেহান্বিত ছিল। মূলত এটি ছিল যিহূদীদের একটি সাধারণ প্রতিজ্ঞা এবং এর মধ্য দিয়ে

লোকটিকে সত্য কথা বলতে তাগিদ দেওয়া হয়েছিল।

**আমরা জানি।** যীশু সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বিশ্রামবারের প্রথার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু লোকটির জ্ঞান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

**৯:২৭ তাঁর শিষ্য হতে চান?** যিহূদীরা বারবার খ্রীষ্টের বিষয়ে তার কাছে শুনতে চাওয়ায় তাদের তীব্র আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। এই কারণে সে ব্যঙ্গাত্মকভাবে তাদেরকে এই প্রশ্ন করেছিল।

**৯:৩৪ তুই একেবারে পাপে জন্মেছিস।** এর মধ্য দিয়ে লোকটির জন্মান্বিত হয়ে জন্মগ্রহণ করাকে তারা স্বীকার করে নিয়েছিল, কিন্তু সে যে তার পাপের কারণেই এই শাস্তি ভোগ করছিল সে বিষয়ে তারা তাদের ধারণায় অটল ছিল (পদ ২

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

### আত্মিক অন্ধত্ব

৩৫ যীশু শুনলেন যে, তারা তাকে বের করে দিয়েছে; আর তিনি তার দেখা পেয়ে বললেন, তুমি কি মনুষ্যপুত্রের উপর বিশ্বাস করেছো? ৩৬ সে উত্তরে বললো, প্রভু, তিনি কে? আমি যেন তাঁর উপর বিশ্বাস করতে পারি। ৩৭ যীশু তাকে বললেন, তুমি তাঁকে দেখেছ; আর তিনিই তোমার সঙ্গে কথা বলছেন। ৩৮ সে বললো, বিশ্বাস করছি, প্রভু, আর সে তাঁকে প্রণিপাত করলো।

৩৯ তখন যীশু বললেন, বিচারের জন্য আমি এই পৃথিবীতে এসেছি, যেন যারা দেখে না, তারা দেখতে পায় এবং যারা দেখে, তারা যেন অন্ধ হয়। ৪০ ফরীশীদের মধ্যে যারা তাঁর সঙ্গে ছিল, তারা এসব কথা শুনল, আর তাঁকে বললো, আমরাও কি অন্ধ না কি? ৪১ যীশু তাদেরকে বললেন, যদি অন্ধ হতে তবে তোমাদের পাপ থাকতো না; কিন্তু এখন তোমরা বলে থাক, আমরা দেখছি, তাই তোমাদের পাপ রয়েছে।

[৯:৩৫] দে: যোহন ৩:১৫; [৯:৩৫] দে: মথি ৮:২০; [৯:৩৬] রোমী ১০:১৪; [৯:৩৭] যোহন ৪:২৬; [৯:৩৮] মথি ২৮:৯; [৯:৩৯] দে: যোহন ৫:২২; [৯:৩৯] যোহন ৩:১৯; ১২:৪৭; [৯:৩৯] লুক ৪:১৮; [৯:৩৯] মথি ১৩:১৩; [৯:৪০] রোমী ২:১৯; [৯:৪১] যোহন ১৫:২২, ২৪।

দেখুন)। তাই সে এখন সুস্থ হওয়ার পরও তারা তার পূর্বের অবস্থা নিয়ে তার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে আরও বেশি উৎসুক।

৯:৩৫ তিনি তার দেখা পেয়ে। স্পষ্টত যীশু নিজেই তাকে খোঁজার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

৯:৩৮ বিশ্বাস আনছি। যীশু নিজেকে মনুষ্যপুত্র বলে পরিচয় দেয়া মাত্রই সুস্থ হওয়া লোকটি বিশ্বাস করলো, অর্থাৎ খ্রীষ্টের আগমনের বিষয়ে ইতোমধ্যেই তার মধ্যে বিশ্বাস ছিল।

৯:৩৯ বিচারের জন্য। এক অর্থে যীশু বিচারের জন্য আসেন নি (৩:১৭; ১২:৪৭), কিন্তু তাঁর আগমন লোকদেরকে বিভক্ত করে দেয় এবং তাদের সামনে বিচারের নমুনা উপস্থাপন করে। যারা তাঁর দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তারা শেষ পর্যন্ত ‘অন্ধ’ থেকে যায়। কিন্তু বিচার প্রভুর পরিচর্যা কাজের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয়, বরং এটি

তাঁর আগমনের অপরিহার্য ফল।

৯:৪০ আমরাও কি অন্ধ না কি? ফরীশীদেরকে আত্মিকভাবে অন্ধ বলে সাব্যস্ত করায় তারা বিস্মিত হয়েছিল।

৯:৪১ তোমরা বলে থাক, আমরা দেখছি। ফরীশীদের দাবী দেখায় যে, তারা নিজেদের আত্মিক অন্ধত্ব ও অভাবের বিষয়ে সম্পূর্ণ অসচেতন। যদিও তারা দেখছে বলে দাবী করছে, তথাপি তাদের কাজ তাদের অন্ধত্বের প্রমাণ।

যদি অন্ধ হতে। সম্ভবত এর অর্থ হচ্ছে, “যদি তোমরা তোমাদের অন্ধত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে।” তারা যদি তাদের আত্মিক অন্ধত্ব সম্পর্কে সচেতন হত তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাদের পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ইচ্ছুক হত।

### যোহন ৯ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু এবং তাঁর শিষ্যেরা রাস্তা দিয়ে পথ চলার সময় এক জন্মাক্ত লোককে দেখতে পান। প্রভু যীশুর কথা মত লোকটি শিলোহের পুকুরে গিয়ে তার চোখ ধুয়ে ফেললে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। ধর্মীয় নেতারা তার দৃষ্টিশক্তি লাভের বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করলে সে জানায় প্রভু যীশু তাকে সুস্থ করছেন। এর ফলে নেতাদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়। কিন্তু

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ৯ অধ্যায়

যার অন্ধত্ব দূর হয়েছে সেই লোকটির বিশ্বাস নিশ্চয়ই তিনি একজন ভাববাদী। সে বিশ্বাস করে যদি তিনি ঈশ্বরের কাছে থেকে না এসেই থাকেন, তবে তিনি কি করে এই আশ্চর্য কাজটি করতে পারলেন? এরপর প্রভু যীশু শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি এসেছেন যেন যারা অন্ধ, তারা দেখতে পায় (৯:১-৪১)। এই অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য দিকটি হল- জন্মাক্ষের দৃষ্টি লাভের পর তার বিশ্বাস, যিহূদী নেতাদের মধ্যে মতের বিভেদ ও তাদের অন্ধত্ব প্রকাশ।

### যোহন ৯ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. জন্মাক্ষ লোকের বিষয়ে শিষ্যেরা কি জিজ্ঞাসা করেছিল? (১-৩ পদ)
২. কেন যীশু জগতে এসেছেন? (৪ পদ)
৩. এইবার যীশু সুস্থ করার জন্য কি পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন? (৬ পদ)
৪. প্রতিবেশীদের কথাবার্তা কোন দিকে মোড় নিয়েছিল? (৮-৯ পদ)
৫. এই সময়ে সুস্থ হওয়া লোকটি যীশুর বিষয়ে কতটুকু জানত? (১১-১২ পদ)
৬. যখন এই লোকটিকে ফরীশীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হল তখন কি ঘটেছিল? (১৩-১৯ পদ)
৭. তার পিতা-মাতা এই বিষয়ে কি বলেছিল? (২০-২৩ পদ)
৮. সেই লোকটি নিজে কি বলেছিল? (২৪-২৯ পদ)
৯. ফরীশীদের কাছে সেই লোকটির শেষ উত্তর কি ছিল? (৩০-৩৩ পদ)
১০. পরবর্তীতে সেই লোক এবং যীশুর মধ্যে কি ঘটেছিল? (৩৫-৩৯ পদ)
১১. যদি লোকেরা ঈশ্বরকে তাদের চোখ খুলে দিতে বাধা দেয় তাহলে তাদের কি হবে? (যোহন ১২:৩৯-৪০ পদ)
১২. যিহূদী নেতাদের ভণ্ডামী কি ছিল? (৪০ পদ)
১৩. খ্রীষ্টকে প্রত্যাখান করার জন্য কেন নেতাদের কোন প্রকার অজুহাত দেখানোর কিছু ছিল না? (৪১ পদ)

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

### যীশু খ্রীষ্টই উত্তম মেসপালক

**১০**<sup>১</sup> সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, যে কেউ দ্বার দিয়ে মেসদের খোঁয়াড়ে প্রবেশ না করে, কিন্তু আর কোন দিক দিয়ে প্রবেশ করে, সে চোর ও দস্যু।<sup>২</sup> কিন্তু যে দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে, সে মেসদের পালক।<sup>৩</sup> তাকেই দ্বারী দ্বার খুলে দেয় এবং মেসেরা তার গলার শব্দ শুনে; আর সে নাম ধরে তার নিজের মেসগুলোকে ডাকে ও বাইরে নিয়ে যায়।<sup>৪</sup> যখন সে নিজের মেসগুলোকে বের করে, তখন তাদের আগে আগে গমন করে; আর মেসেরা তার পিছনে পিছনে চলে, কারণ তারা তার কণ্ঠস্বর জানে।<sup>৫</sup> কিন্তু তারা কোন মতে অপর লোকের পিছনে যাবে না, বরং তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে; কারণ অপর লোকদের গলার স্বর তারা চেনে না।<sup>৬</sup> এই দৃষ্টান্তটি যীশু তাদেরকে বললেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে যে কি বললেন, তা তারা বুঝলো না।

<sup>৭</sup> অতএব যীশু পুনর্বীর তাদেরকে বললেন, সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, আমিই মেসদের দ্বার।

[১০:১] পদ: ৮, ১০; [১০:২] পদ: ১১, ১৪; মার্ক ৬:৩৪; [১০:৩] পদ: ৪, ৫, ১৪, ১৬, ২৭; [১০:৩] পদ: ৪, ৫, ১৪, ১৬, ২৭; [১০:৪] দে: পদ: ৩; [১০:৬] দে: যোহন ১৬:২৫; [১০:৬] দে: মার্ক ৯:৩২; [১০:৭] দে: যোহন ৬:৩৫; [১০:৭] পদ: ৯;

**১০:১ যীশু খ্রীষ্টই উত্তম মেসপালক।** ‘মেসপালক’ উপাধিটি পুরাতন নিয়মের আলোকে ব্যাখ্যা করা উচিত; এই পদটি ঈশ্বরের লোকদের স্বর্গীয় তত্ত্বাবধানকারীর প্রতীক। ঈশ্বর নিজেই ‘ইস্রায়েলের মেসপালক’ নামে পরিচিত (গীত ২৩:১; ৮০:১; যিশা ৪০:১০-১১; যিহি ৩৪:১১-১৬)। তিনি ইস্রায়েলের নেতাদের (মেসপালকদের) মহান দায়িত্ব দিয়েছেন, যাদেরকে লোকেরা যোগ্য সম্মান করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ঈশ্বর ভগ্ন মেসপালকদের নিন্দা করেছেন (যিশা ৫৬:৯-১২; যিহি ৩৪ অধ্যায়)। তিনি সত্যিকার মেসপালক, অর্থাৎ খ্রীষ্টকে পাঠানোর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (যিহি ৩৪:২৩)।

**মেসদের খোঁয়াড়।** দেয়াল বা বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি স্থান, যেখানে মেস বা অন্যান্য গবাদিপশু রাখা হয়। এর উপরের দিকে খোলা থাকে এবং এর কেবল একটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। এতে মেসপাল হারিয়ে যাওয়া বা বন্যপশু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকে।

**১০:৩ তাকেই দারোয়ান দ্বার খুলে দেয়।** কেউ কেউ মনে করেন দ্বারী বলতে ঈশ্বর বা পবিত্র আত্মাকে বোঝানো হয়েছে।

তার রব। মেসেরা তাদের পালকের কণ্ঠ চিনতে পারে এবং কেবল তারই কণ্ঠে সাড়া দেয়।

**তার নিজের মেসদের।** মেসপালক কেবল সেগুলোকে ডাকে, যেগুলো তার নিজের মেস।

**১০:৪ আগে আগে গমন করে।** ইস্রায়েল দেশের মেসপালকরা সামনে থেকে তাদের মেসপাল পরিচালনা করে, পেছন দিক থেকে নয়। মেসপালও তাদের নিজ নিজ মেসপালককে অনুসরণ করে, কারণ সেগুলো তার কণ্ঠ চেনে।

**১০:৫ অপর লোকের পশ্চাৎ যাবে না।** স্পষ্টত খ্রীষ্ট এখানে তাঁর সাথে তাঁর লোকদের আত্মিক সম্পর্কের কথা বোঝাতে চেয়েছেন।

**১০:৭ আমিই মেসদের দ্বার।** ৬:৩৫ পদের নোট দেখুন। মেসপালক হিসেবে আমাদের প্রভুর কাজের তিনটি স্তর রয়েছে:

১. তিনি ‘উত্তম মেসপালক,’ তিনি মেসদের জন্য তাঁর জীবন দেন (পদ ১১)। সেই একই ভাব-ধারায় এখানে তিনি নিজেকে দ্বার বলে উল্লেখ করেছেন; যে কেউ তাঁর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে সে পরিব্রাজক পাবে (পদ ৯; গীত ২২ অধ্যায় দেখুন)।

২. তিনি ‘মহান মেসপালক,’ যাকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়ে আনা হয়েছে (ইব

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

<sup>৮</sup> যারা আমার আগে এসেছিল, তারা সকলে চোর ও দস্যু, কিন্তু মেঘেরা তাদের কথা শুনে নি। <sup>৯</sup> আমিই দ্বার, আমার মধ্য দিয়ে যদি কেউ প্রবেশ করে, সে পরিত্রাণ পাবে এবং ভিতরে আসবে ও বাইরে যাবে ও চরাগি পাবে। <sup>১০</sup> চোর আসে, কেবল যেন চুরি, বধ ও বিনাশ করতে পারে; আমি এসেছি, যেন তারা জীবন পায় ও জীবনের উপচয় পায়।

<sup>১১</sup> আমিই উত্তম মেঘপালক; উত্তম মেঘপালক মেঘদের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করে। <sup>১২</sup> যে বেতনজীবী, মেঘপালক নয়, মেঘগুলো যার নিজের নয়, সে নেকড়ে বাঘ আসতে দেখলে মেঘগুলো ফেলে পালিয়ে যায়; তাতে নেকড়ে বাঘ মেঘগুলোকে ধরে নিয়ে যায় ও তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে; <sup>১৩</sup> সে পালিয়ে যায়, কারণ সে বেতনজীবী, মেঘগুলোর জন্য চিন্তা করে না। <sup>১৪</sup> আমিই উত্তম মেঘপালক; আমার নিজের সকলকে আমি জানি এবং আমার নিজের সকলে আমাকে জানে, <sup>১৫</sup> যেমন পিতা আমাকে জনেন ও আমি পিতাকে জানি; এবং মেঘদের জন্য আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি। <sup>১৬</sup> আমার আরও মেঘ আছে, সেসব এই খোঁয়াড়ের নয়; তাদেরকেও আমার আনতে হবে এবং তারা আমার কণ্ঠস্বর

[১০:৮] যির ২৩:১, ২; যিহি ৩৪:২; [১০:৮] পদ: ১; [১০:১০] দে: যোহন ১:৪; ৩:১৫, ১৬; ৫:৪০; ২০:৩১; [১০:১০] গীত ৬৫:১১; রোমী ৫:১৭; [১০:১১] দে: যোহন ৬:৩৫; [১০:১১] পদ: ১৪; গীত ২৩:১; যিশা ৪০:১১; যিহি ৩৪:১১-১৬, ২৩; মথি ২:৬; লুক ১২:৩২; ইব্রী ১৩:২০; ১পিত ২:২৫; ৫:৪; প্রকা ৭:১৭; [১০:১১] পদ: ১৫, ১৭, ১৮; যোহন ১৫:১৩; ১যোহন ৩:১৬; [১০:১২] সখ ১১:১৬, ১৭; [১০:১৪] দে: পদ: ১১; [১০:১৪] পদ: ২৭; যাত্রা ৩৩:১২; [১০:১৫] মথি ১১:২৭; [১০:১৫] পদ: ১১, ১৭, ১৮; [১০:১৬] যিশা ৫৬:৮; প্রেরি ১০:৩৪, ৩৫; [১০:১৬] যোহন ১১:৫২; ১৭:২০, ২১; ইফি ২:১১-১৯; [১০:১৬] যিহি ৩৪:২৩; ৩৭:২৪;

১৩:২০) মেঘদের দেখাশোনা করার জন্য এবং তাদেরকে পরিত্রাণ দানের জন্য (গীত ২৩ অধ্যায় দেখুন)।

৩. তিনি ‘প্রধান মেঘপালক’ যিনি বিশ্বস্ত মেঘপালকদের পুরস্কারের মুকুট দিতে গৌরবের সাথে আসছেন (১ পিতর ৫:৪)।

১০:৮ যারা আমার পূর্বে এসেছিল। অর্থাৎ যারা তাঁর আগমনের পূর্বে এসে নিজেদেরকে খ্রীষ্ট বলে দাবী করেছিল, কিংবা ঈশ্বরের লোকদের পরিত্রাণের পথ দেখানোর দাবী করেছিল। তারা ছিল ফরীশীদের ও প্রধান পুরোহিতদের মত ভণ্ড মেঘপালক (১০:১-৩০ পদের নোট দেখুন)।

১০:৯ আমিই দ্বার। পরিত্রাণের একটিই মাত্র পথ রয়েছে, তিনি যীশু খ্রীষ্ট।

১০:১০ চোর। তার আগ্রহ কেবল নিজের স্বার্থের প্রতি। খ্রীষ্টের আগ্রহ তাঁর মেঘদের প্রতি, যাদেরকে তিনি অনন্ত জীবন গ্রহণ করার জন্য সক্ষম করে তুলেছেন (১:৪ পদের নোট দেখুন)।

১০:১১ আপন প্রাণ সমর্পণ করে। ইস্রায়েল

দেশের মেঘপালকরা তাদের মেঘদের জন্য নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলতেও দ্বিধা করতো না (আদি ৩১:৩৯; ১ শমূ ১৭:৩৪-৩৭)। খ্রীষ্ট এখানে তাঁর মহান আত্মোৎসর্গের বিষয়ে পূর্বাভাস দিচ্ছেন।

১০:১২ বেতনজীবী। যে মেঘপালক আন্তরিকভাবে মেঘদের তত্ত্বাবধান করে না।

১০:১৪ আমি জানি ... আমাকে জানে। পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যেমনটি পিতা ও পুত্রের মধ্যে রয়েছে।

১০:১৬ আরও মেঘ। এই সকল মেঘ ইতোমধ্যেই খ্রীষ্টের, যদিও সেগুলোকে এখনও তাঁর কাছে আনা হয় নি।

এই খোঁয়াড়ের নয়। যারা যিহূদী জাতির লোক নয়। এখানে ভবিষ্যৎ বিশ্বমণ্ডলীর আভাস দেওয়া হয়েছে।

এক পাল ও এক পালক। ঈশ্বরের সকল লোক এক এবং তাদের মেঘপালকও স্বয়ং এক ঈশ্বর (যোহন ১৭:২০-২৩ দেখুন)।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

শুনবে, তাতে এক পাল ও এক পালক হবে। <sup>১৭</sup> পিতা আমাকে এজন্য প্রেম করেন, কারণ আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি, যেন পুনরায় তা গ্রহণ করি। <sup>১৮</sup> কেউ আমার কাছ থেকে তা হরণ করে না, বরং আমি নিজে থেকেই তা সমর্পণ করি। তা সমর্পণ করতে আমার ক্ষমতা আছে এবং পুনরায় তা গ্রহণ করতেও আমার ক্ষমতা আছে; এই আদেশ আমি আমার পিতার কাছ থেকে পেয়েছি।

<sup>১৯</sup> এসব কথাই জন্য যিহুদীদের মধ্যে পুনরায় মতভেদ দেখা দিল। <sup>২০</sup> তাদের মধ্যে অনেকে বললো, একে মন্দ-আত্মায় পেয়েছে ও সে পাগল, এর কথা কেন শুনছো? <sup>২১</sup> অন্যেরা বললো, এসব তো মন্দ-আত্মায় পাওয়া লোকের কথা নয়; মন্দ-আত্মা কি অন্ধদের চোখ খুলে দিতে পারে?

#### যীশু খ্রীষ্টের প্রতি যিহুদীদের অবিশ্বাস

<sup>২২</sup> সেই সময়ে যিরূশালেমে মন্দির-প্রতিষ্ঠার পর্বদিন উপস্থিত হল; <sup>২৩</sup> তখন শীতকাল আর যীশু মন্দিরে শলোমনের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। <sup>২৪</sup> তাতে যিহুদীরা তাঁকে ঘিরে বলতে লাগল, আর কত কাল আমাদের সন্দেহের মধ্যে রাখবে? তুমি যদি খ্রীষ্ট হও তবে স্পষ্ট করে আমাদেরকে বল। <sup>২৫</sup> যীশু উত্তরে বললেন, আমি তোমাদেরকে বলেছি, তবুও তোমরা বিশ্বাস কর না। আমি যেসব কাজ আমার পিতার নামে করছি, সেসব আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। <sup>২৬</sup> কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ তোমরা আমার মেসিদের মধ্যে নও।

[১০:১৭] পদ: ১১, ১৫, ১৮; [১০:১৮] মথি ২৬:৫৩; [১০:১৮] যোহন ১৫:১০; ফিলি ২:৮; ইব্রী ৫:৮; [১০:১৯] দে: যোহন ৬:৫২; [১০:২০] দে: মার্ক ৩:২২; [১০:২০] ২রাজা ৯:১১; যির ২৯:২৬; মার্ক ৩:২১; [১০:২১] দে: মথি ৮:২৪; [১০:২১] যাক্রা ৮:১১; যোহন ৯:৩২, ৩৩; [১০:২৩] প্রেরি ৩:১১; ৫:১২; [১০:২৪] দে: যোহন ১:১৯; [১০:২৪] লুক ২২:৬৭; যোহন ১৬:২৫, ২৯; [১০:২৫] যোহন ৮:২৬; ৮:৫৮; [১০:২৫] যোহন ৫:৩৬; ১৪:১১; [১০:২৬] যোহন ৮:৪৭;

**১০:১৭ এজন্য প্রেম করেন।** খ্রীষ্ট যে তাঁর লোকদের জন্য মৃত্যুবরণ করবেন, তা সুসমাচারের এই পুরো অধ্যায় জুড়ে বলা হয়েছে। পিতা পুত্রকে যেমন প্রেম করেন, যে কর্তৃত্ব তাঁকে দিয়েছেন এবং তাঁর জন্য যে পরিকল্পনা করেছেন তা এখানে দেখা যায়। পুত্র তাঁর পিতার প্রতি বাধ্যতার কারণে নিজে মানুষের জন্য মৃত্যুবরণ করবেন; অন্যথায় তাঁকে হত্যা করার ক্ষমতা কারও নেই। পিতার মহব্বতই পুত্রের কাজের ভিত্তিরূপে এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

**যেন পুনরায় তা গ্রহণ করি।** খ্রীষ্টের স্বেচ্ছায় জীবন দানের উদ্দেশ্য এখানে দেখা যায়, অর্থাৎ তাঁর মহান পুনরুত্থান। যীশু খ্রীষ্টের স্বীয় কর্তৃত্বে এখানে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু এই কর্তৃত্ব পিতার কাছ থেকে পাওয়া – এটি যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আরোপিত পরিচর্যা কাজের চূড়ান্ত রূপ।

**১০:২০ মন্দ আত্মা।** তৎকালীন সময়ে মন্দ

আত্মা হস্ত বলতে অনেক সময় মানসিক ভারসাম্যহীন বলে বোঝানো হত।

**১০:২২ মন্দির প্রতিষ্ঠার পর্ব।** মন্দির প্রতিষ্ঠার স্মরণার্থে আয়োজিত পর্ব। ১৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ডিসেম্বর মাসে যিহুদা মাক্কাবি কর্তৃক এই পর্ব সর্বপ্রথম পালিত হয়।

**১০:২৩ শলোমনের বারান্দা।** রাজা শলোমনের সময় নির্মিত একটি বারান্দা, যা গ্রীক স্থাপত্য-শৈলীর অনুকরণ বলে অনেকে মনে করেন।

**১০:২৫ আমি তোমাদেরকে বলেছি।** শমরীয় খ্রীলোক ছাড়া অন্য কারও কাছে যীশু তাঁর খ্রীষ্টত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলেন নি। তিনি এখানে বোঝাতে পারেন যে, তিনি শিক্ষাদানের মাধ্যমে বহুবার তাঁর নিজ পরিচয় দিয়েছেন; ৮:৫৮ পদে তিনি পরোক্ষভাবে সে কথা ব্যক্ত করেছেন। অপরদিকে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন-যাপন প্রণালী, তাঁর আশ্চর্য কাজ এবং যা কিছু তিনি পিতার নামে করেছেন তার



## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

২৭ আমার মেঘেরা আমার কণ্ঠস্বর শোনে, আর আমি তাদেরকে জানি এবং তারা আমার পিছনে পিছনে চলে; ২৮ আর আমি তাদেরকে অনন্ত জীবন দিই, তারা কখনই বিনষ্ট হবে না এবং কেউই আমার হাত থেকে তাদেরকে কেড়ে নেবে না। ২৯ আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সবচেয়ে মহান; এবং কেউই পিতার হাত থেকে কিছুই কেড়ে নিতে পারে না। ৩০ আমি ও পিতা, আমরা এক।

৩১ যিহূদীরা আবার তাঁকে মারবার জন্য পাথর তুললো। ৩২ যীশু তাদেরকে উত্তরে বললেন, পিতা থেকে তোমাদেরকে অনেক উত্তম কাজ দেখিয়েছি, তার কোন্ কাজের জন্য আমাকে পাথর মারতে চাও? ৩৩ যিহূদীরা তাঁকে এই উত্তর দিল, উত্তম কাজের জন্য তোমাকে পাথর মারতে চাই না, কিন্তু ঈশ্বর-নিন্দা করার জন্য পাথর মারি, কারণ তুমি মানুষ হয়ে নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করছো। ৩৪ যীশু তাদেরকে উত্তরে বললেন, তোমাদের ব্যবস্থায় কি লেখা নেই, “আমি বললাম, তোমরা ঈশ্বর”? ৩৫ যাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হয়েছিল, তিনি যদি তাদেরকে ঈশ্বর বললেন— আর ৩৬ পবিত্র শাস্ত্রের কথা তো খণ্ডন হতে পারে না— তবে যাকে পিতা পবিত্র করলেন ও পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন, তোমরা কি তাঁকে বল যে, তুমি ঈশ্বর-নিন্দা করছো, কেননা আমি বললাম যে, আমি ঈশ্বরের পুত্র?

[১০:২৭] পদ: ১৪; [১০:২৭] পদ: ৪; [১০:২৮] দে: মথি ২৫:৪৬; [১০:২৮] যিশা ৬৬:২২; [১০:২৮] দে: যোহন ৬:৩৯; [১০:২৯] যোহন ১৭:২, ৬, ২৪; [১০:২৯] যোহন ১৪:২৮; [১০:৩০] দ্বি:বি ৬:৪; যোহন ১৭:২১-২৩; [১০:৩১] দে: যোহন ৮:৫৯; [১০:৩৩] লেবী ২৪:১৬; মথি ২৬:৬৩-৬৬; যোহন ৫:১৮; [১০:৩৪] যোহন ৮:১৭; ১২:৩৪; ১৫:২৫; রোমী ৩:১৯; ১করি ১৪:২১; [১০:৩৪] গীত ৮২:৬; [১০:৩৫] দে: ইব্রী ৪:১২; [১০:৩৫] দে: মথি ৫:১৮; [১০:৩৬] যির ১:৫; [১০:৩৬] যোহন ৬:৬৯; [১০:৩৬] দে: যোহন ৩:১৭; [১০:৩৬] যোহন ৫:১৭, ১৮;

মধ্য দিয়েও এর ইঙ্গিত দিয়েছেন।

**১০:২৮ কখনই বিনষ্ট হবে না।** মেঘের নিরাপত্তা মেঘপালকের অধীনে, যিনি তাঁর কাছ থেকে তাদের কাউকে কেড়ে নিতে বা হারিয়ে যেতে দেবেন না।

**১০:৩০ আমরা এক।** গ্রীক ভাষায় এটি ক্লীবলিঙ্গবাচক শব্দ— ‘এক ব্যক্তি’। এই মহান সত্য যীশু খ্রীষ্টের “আমিই” ঘোষণাকে নিশ্চিত করে (যোহন ৬:৩৫; ৮:২৪, ২৮, ৫৮ দেখুন)।

**১০:৩২ উত্তম কাজ।** অর্থাৎ মহান আশ্চর্য কাজ, যা তিনি যিহূদীদের মধ্যে সাধন করেছিলেন (মথি ৫:১৬; ১ তীম ৫:১০, ২৫; ৬:১৮ দেখুন)।

**১০:৩৩ ঈশ্বরনিন্দা।** যিহূদী নেতারা যীশু খ্রীষ্টের কথার মূল ভাবার্থ সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিল; কিন্তু তাদের প্রথাগত ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কার তাঁর দাবীকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে তাদেরকে বাধা দিচ্ছিল।

**১০:৩৪ তোমাদের আইন-কানুন।** সাধারণত

আইন-কানুন বলতে তৌরা বা পঞ্চপুস্তককে বোঝানো হয়, কিন্তু অনেক সময় এর মধ্য দিয়ে সমগ্র পুরাতন নিয়মকেও বোঝানো হয়ে থাকে, যা এখানে করা হয়েছে। সেই হিসেবে এখানে উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি গীত ৮২:৬ পদ থেকে নেওয়া হয়েছে।

**তোমরা ঈশ্বর।** গীত ৮২:৬ পদে যাদেরকে এই সম্বোধন করা হয়েছে, তারা মূলত বিচারক বা শাসনকর্তা, যাদের দায়িত্ব স্বর্গীয় কর্তৃত্ব ও পরিকল্পনা অনুসারে নিরাপিত হয়; তাহলে ঈশ্বরের নিজ একজাত পুত্র, যিনি ঈশ্বরের অখণ্ড সত্ত্বার অধিকারী, তাঁকে ঈশ্বর বলা কতই না যুক্তিযুক্ত।

**১০:৩৬ পবিত্র শাস্ত্রের কথা তো খণ্ডন হতে পারে না।** যীশু খ্রীষ্ট এখানে পুরাতন নিয়মের নির্ভরযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা দান করেছেন। মূলত গীত ৮২:৬ পদের ব্যাপারে এই কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সমগ্র পবিত্র বাইবেলের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১০ অধ্যায়

<sup>৩৭</sup> আমার পিতার কাজ যদি না করি, তবে আমাকে বিশ্বাস করো না। <sup>৩৮</sup> কিন্তু যদি করি, আমাকে বিশ্বাস না করলেও, সেই কাজে বিশ্বাস কর; যেন তোমরা জানতে পার ও বুঝতে পার যে, পিতা আমার মধ্যে আছেন এবং আমি পিতার মধ্যে আছি। <sup>৩৯</sup> তারা আবার তাকে ধরতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তিনি তাদের হাত এড়িয়ে বের হয়ে গেলেন।

<sup>৪০</sup> পরে তিনি আবার যর্দন নদীর অন্য পারে, যেখানে যোহন প্রথমে বাপ্তিস্ম দিতেন, সেই স্থানে গেলেন; আর সেখানে থাকতে লাগলেন। <sup>৪১</sup> তাতে অনেকে তাঁর কাছে আসল এবং বললো, যোহন কোন চিহ্ন-কাজ করেন নি, কিন্তু এই ব্যক্তির বিষয়ে যোহন যেসব কথা বলেছিলেন, সে সবই সত্য। <sup>৪২</sup> আর সেখানে অনেকে তাঁর উপর বিশ্বাস করলো।

[১০:৩৭] পদ: ২৫; [১০:৩৮] যোহন ১৪:১০, ১১, ২০; ১৭:২১; [১০:৩৯] যোহন ৭:৩০; [১০:৩৯] লুক ৪:৩০; যোহন ৮:৫৯; [১০:৪০] যোহন ১:২৮; [১০:৪১] দে: যোহন ২:১১; [১০:৪১] যোহন ১:২৬, ২৭, ৩০, ৩৪; [১০:৪২] দে: যোহন ৭:৩১।

**১০:৩৭ আমার পিতার কাজ।** দয়ার কাজ, যা পিতা সাধারণত নিজেই করে থাকেন।

**১০:৩৮ সেই কার্যে বিশ্বাস কর।** আক্ষরিক অর্থে ‘আশ্চর্য কাজ’। আশ্চর্য কাজ যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের একটি অংশ। আশ্চর্য কাজ বা চিহ্ন-কার্যের ক্ষমতা যীশু অর্জন করেছেন তাঁর পিতার কাছ থেকে; কাজেই এই কাজে বিশ্বাস স্থাপন করলে ঈশ্বরের উপরে আংশিক বিশ্বাস স্থাপন করা হবে এবং চূড়ান্ত বিশ্বাস স্থাপনের পথ সুগম হবে।

**পিতা আমাতে আছেন।** পুত্রের মধ্য দিয়ে পিতা নিজেই সকল কাজ সম্পাদন করছেন।

**১০:৩৯ ধরতে চেষ্টা করলো।** এটি পরিস্কার নয় যে, তারা তাঁকে বিচারের উদ্দেশ্যে ধরতে চেয়েছিল না কি তাঁকে পাথর মারতে চেয়েছিল। **বের হয়ে গেলেন।** যোহন এ কথা বলেন নি যে, কেন তারা যীশুকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছিল; তবে তিনি মূলত এই বিষয়ে জোর দিতে চেয়েছেন যে, নিরূপিত সময়ের পূর্বে যীশু মৃত্যুবরণ করবেন না।

### যোহন ১০ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু পৃথিবীতে তাঁর ভূমিকা তুলে ধরতে মেঘপালকের রূপক ব্যবহার করেছেন। তিনি উত্তম মেঘপালক। মেঘগুলো তাকে চেনে এবং তারা তাঁর গলার আওয়াজকে অনুসরণ করে। তিনি তাঁর মেঘদেরকে সুরক্ষা করেন। তিনি এমনকি তাদের জন্য মরতেও প্রস্তুত (১০:১-৫)। এর পর প্রভু যীশু নিজেকে দরজা বলে দাবী করেন, যার মধ্য দিয়ে তাঁর মেঘেরা জীবনে প্রবেশ করে (১০:৬-১০)। তিনি বলেন ভাল মেঘ-পালক পিতাকে জানেন, এবং তিনি তাঁর মেঘদের জানেন ও মেঘেরাও তাঁকে জানে। আবারও তিনি তাদেরকে বলেন যে, তিনি নিজেই জীবন দিতে চলছেন। কারণ প্রাণ দেবার ক্ষমতা ও প্রাণ ফিরিয়ে নেবার ক্ষমতা তাঁর আছে। এর সব কিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছে অনুসারে ঘটবে (১০:১১-২১)। এরপর মন্দির প্রতিষ্ঠার পর্ব উপস্থি হলে প্রভু যীশু হেঁটে মন্দিরে ঢোকার সময় কিছু লোক জানতে চায় তিনি মশীহ বা খ্রীষ্ট কিনা তা যেন তিনি তাদের পরিস্কার করে বলেন। উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি পরিস্কার করেই বলেছেন কিন্তু তারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে নি। সম্ভবত তারা তাঁর মেঘপালের নয়। কিন্তু আবারও লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সেখান থেকে পশ্চিম দিক হয়ে যর্দন নদীর ওপারে চলে যান। সেখানে অনেক লোক তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

করে (১০:২২-৪২)।

### যোহন ১০ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. উত্তম মেসপালকের গল্পটি বর্ণনা করুন। (১-৬ পদ)
২. উত্তম মেসপালককে যীশু কিভাবে বর্ণনা করেছিলেন? (৭-১৮ পদ)
৩. ফরীশীদের উপর তাঁর বাক্যের কিরকম প্রভাব পড়েছিল? (১৯-২১ পদ)
৪. উত্তম মেসপালকের চরিত্র কি রকম? (১৪-১৫ পদ)
৫. যীশু তাঁর নিজের প্রাণ দেওয়া সম্পর্কে কি বলেছিলেন? (১৭-১৮ পদ)
৬. কেন আমাদের ভাল কাজ করা এবং এর জন্য দুঃখভোগ করার ইচ্ছা থাকা উচিত? (১ পিতর ২:২০ পদ)
৭. ভাল কাজের জন্য দুঃখভোগের উদ্দেশ্য কি? (২ থি ১:৫ পদ)
৮. যারা দুঃখভোগ করতে ইচ্ছুক নয় তাদের জন্য যীশু কি বলেছেন? (মথি ১০:৩৮ পদ)
৯. দুঃখভোগের বিষয়ে প্রেরিতেরা কেমন অনুভব করেছিলেন? (প্রেরিত ৫:৪১ পদ)
১০. যিহূদীরা যীশুর কাছে কি প্রশ্ন রেখেছিলেন? (২৪ পদ)
১১. যীশু আগে কি এই উত্তর দিয়েছিলেন? (২৫ পদ)
১২. তারা কেন তা বিশ্বাস করলো না? (২৬ পদ)
১৩. কে বিশ্বাস করে এবং তার পুরস্কার কি? (২৭-২৮ পদ)
১৪. একজন বিশ্বাসীর কাছে কি প্রমাণ করে যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র? (৩৬-৩৮ পদ)
১৫. যীশুর উপর অনেক লোকের বিশ্বাস করার কারণ কি ছিল? (৪১-৪২ পদ)

### লাসারের মৃত্যু

**১১** <sup>১</sup>বৈথনিয়ায় এক ব্যক্তি অসুস্থ ছিলেন, তাঁর নাম লাসার; তিনি মরিয়ম ও তাঁর বোন মার্থার গ্রামের লোক। <sup>২</sup>ইনি সেই মরিয়ম, যিনি প্রভুকে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দেন এবং তার চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিয়েছিলেন; তাঁরই ভাই লাসার অসুস্থ ছিলেন। <sup>৩</sup>অতএব বোনেরা তাঁকে বলে পাঠালেন, প্রভু, দেখুন, আপনি যাকে প্রেম করেন তাঁর অসুখ হয়েছে। <sup>৪</sup>যীশু শুনে বললেন, এই অসুস্থতা মৃত্যুর জন্য হয় নি; কিন্তু ঈশ্বরের মহিমার জন্য

[১১:১] দে: মথি ২১:১৭; [১১:১] লুক ১০:৩৮; [১১:২] মার্ক ১৪:৩; লুক ৭:৩৮; যোহন ১২:৩; [১১:৩] পদ: ৫, ৩৬; [১১:৪] পদ: ৪০;

**১১:৩** আপনি যাকে প্রেম করেন। এখানে পদে এর বদলে যে ভালবাসা শব্দটি ব্যবহার লক্ষণীয় যে, বোনেরা যে ‘প্রেম’ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে সেটি গ্রীক শব্দ ‘আগাপে’ (স্বর্গীয় করেছেন, তাকে গ্রীক ভাষায় ‘ফিলেও’ ভালবাসা) ব্যবহার করেছেন। (সামাজিক ভালবাসা) বলা হয়; কিন্তু যোহন ৫ **১১:৪** এই অসুস্থতা মৃত্যুর জন্য হয় নি। এই

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

হয়েছে, যেন ঈশ্বরের পুত্র এর দ্বারা মহিমান্বিত হন।<sup>৫</sup> যীশু মার্থাকে ও তাঁর বোনকে এবং লাসারকে প্রেম করতেন।<sup>৬</sup> যখন তিনি শুনলেন যে, তাঁর অসুখ হয়েছে, তখন যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে আরও দুই দিন রইলেন।

<sup>৭</sup> এর পরে তিনি শিষ্যদেরকে বললেন, এসো, আমরা আবার যিহূদিয়াতে যাই।<sup>৮</sup> শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, রব্বি, এই তো যিহূদীরা আপনাকে পাথর মারবার চেষ্টা করছিল, তবু আপনি আবার সেখানে যাচ্ছেন? <sup>৯</sup> উত্তরে যীশু বললেন, দিনে কি বারো ঘণ্টা নেই? যদি কেউ দিনে চলে, সে হোঁচট খায় না, কেননা সে এই জগতের আলো দেখে।<sup>১০</sup> কিন্তু যদি কেউ রাতে চলে, সে হোঁচট খায়, কেননা আলো তার মধ্যে নেই।

<sup>১১</sup> তিনি এই কথা বললেন, আর এর পরে তাঁদেরকে বললেন, আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি ঘুম থেকে তাকে জাগাতে যাচ্ছি।<sup>১২</sup> তখন শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, প্রভু, সে যদি ঘুমিয়েই থাকে তবে রক্ষা পাবে।<sup>১৩</sup> যীশু তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে বলেছিলেন, কিন্তু তাঁরা মনে করলেন যে, তিনি নিদ্রাজনিত বিশ্রামের কথা বলছেন।<sup>১৪</sup> অতএব যীশু তখন স্পষ্টভাবে তাঁদেরকে বললেন, লাসার মৃত্যুবরণ করেছে; <sup>১৫</sup> আর তোমাদের জন্য আনন্দ করছি যে, আমি সেখানে ছিলাম না, যেন তোমরা বিশ্বাস কর; তবুও চল, আমরা তার কাছে যাই।<sup>১৬</sup> তখন থোমা যাঁকে দিদুমঃ [যমজ] বলে, তিনি সঙ্গী-

[১১:৭] যোহন ১০:৪০; [১১:৮] দে: মথি ২৩:৭; [১১:৮] যোহন ৮:৫৯; ১০:৩১; [১১:৯] যোহন ৯:৪; ১২:৩৫; [১১:১১] পদ: ৩; [১১:১১] দে: মথি ৯:২৪; [১১:১৩] মথি ৯:২৪; [১১:১৬] মথি ১০:৩; যোহন ১৪:৫; ২০:২৪-২৮; ২১:২; প্রেরি ১:১৩;

উক্তির মধ্য দিয়ে লাসারের মৃত্যু থেকে জীবন লাভের পূর্বাভাস দেয়া হচ্ছে, যেহেতু যীশু ইতোমধ্যেই তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে জেনে গিয়েছিলেন (যোহন ৯:৩ দেখুন)। বস্তুত সংবাদদাতারা বৈখনিয়া ত্যাগ করার কিছুক্ষণ পরই লাসার মারা গিয়েছিলেন।

**১১:৬ সেই স্থানে আরও দুই দিন রইলেন।** পিতা যেভাবে নির্দেশ করলেন, পুত্র সেভাবেই চালিত হলেন। এর অর্থ এই নয় যে, খ্রীষ্টের মধ্যে তাঁর প্রিয় লোকদের জন্য যত্ন বা চিন্তার অভাব রয়েছে; বরং ৪ ও ১৫ পদ অনুসারে ঈশ্বরের গৌরবের জন্য এবং লোকদের ভেতরে বিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য তিনি সেখানে কিছু সময় থেকে গেলেন।

**১১:৯ দিনে কি বারো ঘণ্টা নেই?** এখানে প্রতীকী অর্থে বোঝানো হয়েছে যে, যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণের সময় (অর্থাৎ দুপুর বারোটা) এখনও আসে নি। ঈশ্বর যে সময় নির্ধারণ করেছেন, সেই সময় না আসা পর্যন্ত তাঁর

পরিকল্পনার কোন ব্যতিক্রম হবে না। যিহূদী মান অনুসারে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে সমান বারোটি ভাগে বিভক্ত করে বারো ঘণ্টায় দিন গণনা করা হয়। বছরের বিভিন্ন ঋতুতে এই অংশগুলোর দৈর্ঘ্যে ভিন্নতা দেখা যায়।

**১১:১১ নিদ্রা গেছে।** কারও মৃত্যু নির্দেশ করার জন্য সাঙ্ক্যাসূচক উক্তি।

**১১:১৫ তোমাদের জন্য আনন্দ করছি।** আপাতদৃষ্টিতে আমাদের প্রভু লাসারকে জীবিত করা বা মরিয়ম ও মার্থাকে সাঙ্ক্যনা দেওয়ার চেয়ে বরং প্রেরিতদের শিক্ষা দানের প্রতি অধিক আগ্রহী। প্রেরিতদের উপরে এই ঘটনা সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

**১১:১৬ দিদুমঃ।** হিব্রু ‘থোমা’ নামটির গ্রীক সংস্করণ, যার অর্থ ‘যমজ’। আমরা সচরাচর থোমাকে সন্দেহবাদী বলে কিছুটা বাঁকা চোখে দেখি, কিন্তু তিনি ভক্তি ও সাহসের অধিকারী ছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, থোমার

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

শিষ্যদেরকে বললেন, চল, আমরাও যাই, যেন তাঁর সঙ্গে গিয়ে মরতে পারি।

<sup>১৭</sup> যীশু এসে শুনতে পেলেন যে, ইতিমধ্যেই লাসার চার দিন কবরে আছেন।  
<sup>১৮</sup> বৈথনিয়া যিরুশালেমের সন্নিহিত, কমবেশ এক মাইল দূর; <sup>১৯</sup> আর যিহূদীদের অনেকে মার্থা ও মরিয়মের কাছে এসেছিল, যেন তাঁদের ভাইয়ের বিষয়ে তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারে। <sup>২০</sup> যখন মার্থা শুনলেন, যীশু আসছেন, তিনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, কিন্তু মরিয়ম বাড়িতে বসে রইলেন। <sup>২১</sup> মার্থা যীশুকে বললেন, প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, আমার ভাই মারা যেত না। <sup>২২</sup> আর এখনও আমি জানি, আপনি ঈশ্বরের কাছে যা কিছু যাচঞা করবেন, তা ঈশ্বর আপনাকে দেবেন। <sup>২৩</sup> যীশু তাকে বললেন, তোমার ভাই আবার উঠবে। <sup>২৪</sup> মার্থা তাকে বললেন, আমি জানি শেষ দিনে পুনরুত্থান দিনে সে আবার উঠবে। <sup>২৫</sup> যীশু তাকে বললেন, আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমার উপর বিশ্বাস করে, সে মরলেও জীবিত থাকবে; <sup>২৬</sup> আর যে কেউ জীবিত আছে এবং আমার উপর বিশ্বাস করে, সে কখনও মরবে না; এই কথা কি বিশ্বাস কর? <sup>২৭</sup> তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করেছি যে, পৃথিবীতে যার আগমন হবে, আপনি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র।

[১১:১৭] পদ: ৬, ৩৯; [১১:১৮] পদ: ১; দে: মথি ২১:১৭; [১১:১৯] পদ: ৩১; ইয়োব ২:১১; [১১:২০] লূক ১০:৩৮-৪২; [১১:২১] পদ: ৩২, ৩৭; [১১:২২] পদ: ৪১, ৪২; [১১:২৪] দানি ১২:২; যোহন ৫:২৮, ২৯; প্রেরি ২৪:১৫; [১১:২৪] যোহন ৬:৩৯, ৪০; [১১:২৫] দে: যোহন ৬:৩৫; [১১:২৫] দে: যোহন ১:৪; [১১:২৫] দে: যোহন ৩:১৫; [১১:২৬] দে: যোহন ৩:১৫; [১১:২৬] দে: মথি ২৫:৪৬; [১১:২৭] দে: লূক ২:১১; [১১:২৭] দে: মথি ৪:৩; [১১:২৭] যোহন ৬:১৪;

এই উক্তি সাহসিকতার নয়, বরং হতাশায় হাল ছেড়ে দেওয়ার ইঙ্গিত করে।

**১১:১৭ চার দিন।** অনেক যিহূদী বিশ্বাস করতো যে, মৃত্যুর পর আত্মা শরীরের কাছে তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করে এই আশায় যে, হয়তোবা তা আবারও তার দেহে ফিরে যাবে। সুতরাং চার দিন পার হয়ে যাওয়ায় অবশ্যই লোকেরা মনে করেছিল যে, লাসারের জীবন ফিরে পাওয়ার আশা একেবারেই চলে গেছে।

**১১:১৯ তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারে।** যিহূদী রীতি অনুসারে প্রিয়জনদের জন্য তিন দিন ধরে তীব্র শোক পালন করা হত। এ সময় মৃতের পরিবারকে তাদের প্রিয়জন ও বন্ধু-বান্ধবরা সান্ত্বনা দিতে আসতো।

**১১:২০ তিনি ... সাক্ষাৎ করলেন।** সম্ভবত তিনি পরিবারে সকলের বড় ছিলেন বলেই অতিথিদের আপ্যায়নের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তিনি যীশু খ্রীষ্টের পৌছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করেন নি।

**১১:২১ আপনি যদি ... মারা যেত না।** মরিয়মও এই একই কথা খ্রীষ্টকে বলেছিলেন। সম্ভবত দুই বোন যীশু খ্রীষ্টের আগমনের জন্য অপেক্ষা

করতে করতে একে অপরকে এই কথাটি প্রায়ই বলছিলেন। সুস্থতা দানে যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতার উপরে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

**১১:২২ যা কিছু যাচঞা করবেন।** সম্ভবত মার্থা খ্রীষ্টের কাছে লাসারের তাৎক্ষণিক পুনরুত্থান আশা করছিলেন; যদিও তিনি জানতেন যে, লাসারের দেহ ইতোমধ্যেই ক্ষয় পেতে শুরু করেছে। কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কোন কিছু করা অসম্ভব নয়।

**১১:২৫ আমিই পুনরুত্থান ও জীবন।** তিনি এই উক্তির মধ্য দিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। দুঃখের সময় সান্ত্বনার সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছেন পুনরুত্থিত প্রভু যীশু, কারণ তাঁর পুনরুত্থানের কারণে মরণশীল মানুষ নতুন জীবন লাভ করে।

**যে আমার ... জীবিত থাকবে।** যীশু বিশ্বাসীকে এমন জীবন দেন, যেন মৃত্যু তার উপর কখনও বিজয় লাভ করতে না পারে (১ করি ১৫:৫৪-৫৭ দেখুন)।

**১১:২৭ আমি বিশ্বাস করেছি।** মার্থা এর আগে তাঁর বিশ্বাসের দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন (লূক

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

### যীশু খ্রীষ্টের কান্না

<sup>২৮</sup> এই কথা বলে মার্থা চলে গেলেন, আর তাঁর বোন মরিয়মকে গোপনে ডেকে বললেন, গুরু উপস্থিত, তোমাকে ডাকছেন। <sup>২৯</sup> তিনি এই কথা শুনে শীঘ্র উঠে তাঁর কাছে গেলেন। <sup>৩০</sup> যীশু তখনও গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন নি; যেখানে মার্থা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, সেই স্থানেই ছিলেন। <sup>৩১</sup> তখন যে যিহূদীরা মরিয়মের সঙ্গে বাড়ির মধ্যে ছিল ও তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল তারা তাঁকে শীঘ্র উঠে বাইরে যেতে দেখে তাঁর পিছনে পিছনে চললো, মনে করলো, তিনি কবরের কাছে কাঁদতে যাচ্ছেন। <sup>৩২</sup> যীশু যেখানে ছিলেন, মরিয়ম যখন সেখানে আসলেন, তখন তাঁকে দেখে তাঁর পায়ে পড়ে বললেন, প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, আমার ভাই মারা যেত না। <sup>৩৩</sup> যীশু যখন দেখলেন, তিনি কাঁদছেন ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যে যিহূদীরা এসেছিল তাঁরাও কাঁদছে, তখন তিনি আত্মায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ও খুব অস্থির হলেন। যীশু বললেন, তাকে কোথায় কবর দিয়েছ? <sup>৩৪</sup> তাঁরা বললো, প্রভু, এসে দেখুন। <sup>৩৫</sup> যীশু কাঁদলেন। <sup>৩৬</sup> তাতে যিহূদীরা বললো, দেখ, ইনি তাঁকে কেমন ভালবাসতেন। <sup>৩৭</sup> কিন্তু তাদের কেউ কেউ বললো, এই যে ব্যক্তি অন্ধের চোখ খুলে দিয়েছেন, ইনি কি ওর মৃত্যুও নিবারণ করতে পারতেন না?

### মৃত লাসারকে জীবন দান

<sup>৩৮</sup> তাতে যীশু পুনর্বীর অন্তরে উত্তেজিত হয়ে কবরের কাছে আসলেন। সেই কবর একটা গহ্বর এবং তার উপরে একখানি পাথর ছিল। <sup>৩৯</sup> যীশু বললেন, তোমরা পাথরখানি সরিয়ে ফেল। মৃত ব্যক্তির বোন মার্থা তাঁকে বললেন, প্রভু, এখন ওতে দুর্গন্ধ হয়েছে, কেননা আজ চার দিন। <sup>৪০</sup> যীশু তাঁকে বললেন, আমি কি তোমাকে বলি নি যে, যদি বিশ্বাস কর তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে? তখন তারা পাথরখানি সরিয়ে ফেললো। <sup>৪১</sup> পরে যীশু উপরের দিকে চোখ তুলে বললেন, পিতা, আমি তোমার ধন্যবাদ করি যে, তুমি আমার কথা শুনেছ। <sup>৪২</sup> আর আমি জানতাম, তুমি সব সময় আমার কথা শুনে থাক; কিন্তু এই

[১১:২৮] মথি ২৬:১৮; যোহন ১৩:১৩; [১১:৩০] পদ: ২০; [১১:৩১] পদ: ১৯; [১১:৩২] পদ: ২১; [১১:৩৩] পদ: ৩৮; [১১:৩৪] দে: যোহন ১২:২৭; [১১:৩৫] লুক ১৯:৪১; [১১:৩৬] পদ: ৩; [১১:৩৭] যোহন ৯:৬, ৭; [১১:৩৭] পদ: ২১, ৩২; [১১:৩৮] পদ: ৩৩; [১১:৩৮] মথি ২৭:৬০; লুক ২৪:২; যোহন ২০:১; [১১:৩৯] পদ: ১৭; [১১:৪০] পদ: ২৩-২৫; [১১:৪০] পদ: ৪; [১১:৪১] যোহন ১৭:১; [১১:৪১] দে: মথি ১১:২৫; [১১:৪২] যোহন ১২:৩০; [১১:৪২] দে: যোহন ৩:১৭;

১০:৪০-৪১ দেখুন); কিন্তু এখানে তাঁকে আমরা একজন যথাযোগ্য বিশ্বাসী হিসেবে দেখতে পাই।

**১১:৩১ কাঁদতে যাচ্ছেন।** যিহূদীদের মধ্যে মৃতের কবরের পাশে গিয়ে আত্মস্বরে কান্নার প্রচলন ছিল; এ কারণেই উপস্থিত যিহূদীরা মনে করেছিল যে, তিনি উঠে কবরের কাছে কাঁদতে যাচ্ছেন।

**১১:৩৩ তিনি কাঁদছেন।** চিৎকার করে কাঁদা; দুঃখের এক তীব্র প্রকাশ।

**আত্মায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।** কেউ কেউ মনে করেন খ্রীষ্ট লাসারের মৃত্যুর কারণে তাঁর মনে যে কষ্ট এবং দুঃখার্ত মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল সে কারণে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। অথবা লাসারের বোনদের প্রতি সমবেদনার প্রকাশের কারণে তাঁর এই উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল।

**১১:৩৫ যীশু কাঁদলেন।** এর অর্থ উচ্চস্বরে রোদন করা নয়, বরং নীরবে অশ্রুপাত করা।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

যেসব লোক চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে, এদের জন্য এই কথা বললাম, যেন এরা বিশ্বাস করে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ।<sup>৪৩</sup> এই কথা বলে তিনি উচ্চরবে ডেকে বললেন, লাসার, বাইরে এসো।<sup>৪৪</sup> তাতে সেই মৃত ব্যক্তি বের হয়ে আসলেন; তাঁর পা ও হাত কবরের কাপড়ে বাঁধা ছিল এবং মুখ কাপড়ে বাঁধা ছিল। যীশু তাঁদেরকে বললেন, একে খুলে দাও ও যেতে দাও।

### ফরীশীদের ষড়যন্ত্র

<sup>৪৫</sup> তখন যিহূদীদের অনেকে যারা মরিয়মের কাছে এসেছিল এবং যীশুর এই সব কাজ দেখে তারা তাঁর উপর বিশ্বাস করলো।<sup>৪৬</sup> কিন্তু তাদের কেউ কেউ ফরীশীদের কাছে গেল এবং যীশু যা যা করেছিলেন, তাদেরকে বললো।<sup>৪৭</sup> অতএব প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা সভা করে বলতে লাগল, আমরা কি করি? এই ব্যক্তি তো অনেক চিহ্ন-কাজ করছে।<sup>৪৮</sup> আমরা যদি একে এরকম চলতে দিই, তবে সকলে এর উপর বিশ্বাস করবে; আর রোমীয়েরা এসে আমাদের স্থান ও জাতি উভয় কেড়ে নেবে।<sup>৪৯</sup> কিন্তু তাদের মধ্যে এক জন, কাইয়াফা, সেই বছরের মহাপুরোহিত, তাদেরকে বললেন, তোমরা কিছুই বোঝ না!<sup>৫০</sup> তোমরা বিবেচনাও কর না যে, তোমাদের পক্ষে এটি ভাল, যেন লোকদের জন্য এক

[১১:৪৩] দে: লুক ৭:১৪; [১১:৪৪] যোহন ১৯:৪০; [১১:৪৪] যোহন ২০:৭; [১১:৪৫] পদ: ১৯; [১১:৪৫] যোহন ২:২৩; [১১:৪৫] যাক্রা ১৪:৩১; দে: যোহন ৭:৩১; [১১:৪৭] পদ: ৫৭; [১১:৪৭] মথি ২৬:৩; [১১:৪৭] দে: মথি ৫:২২; [১১:৪৭] দে: যোহন ২:১১; [১১:৪৯] দে: মথি ২৬:৩; [১১:৪৯] পদ: ৫১; যোহন ১৮:১৩, ১৪; [১১:৫০] যোহন ১৮:১৪;

**১১:৪৪** কবরের কাপড়ে বাঁধা ছিল। মৃতদেহ বাধার কাপড় যা দিয়ে কবরে শোয়ানোর সময় মৃতদেহ ঢেকে বেধে দেওয়া হত।

**১১:৪৫** যিহূদীদের অনেকে ... তাঁতে বিশ্বাস করলো। সম্ভবত যারা এর আগে যীশু খ্রীষ্টের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, তারাই এখন তাঁর উপরে বিশ্বাস আনতে শুরু করলো।

**১১:৪৭** প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা। চারটি সুসমাচারের সবকটিতে ফরীশীদেরকে যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজের সময় প্রধান বাধাদানকারী হিসেবে দেখা যায়। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাব ছিল এবং এ কারণে যীশু খ্রীষ্টকে ত্রুশারোপিত করার জন্য প্রধান পুরোহিতরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

**১১:৪৮** আমাদের স্থান। সম্ভবত মন্দির (প্রেরিত ৬:১৩-১৪; ২১:২৮ দেখুন); যদিও মাঝে মাঝে যিহূদীরা যিরূশালেম বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করতো। খ্রীষ্টের প্রতি যিহূদীদের প্রত্যাশা রাজনৈতিক চেতনায় ভরপুর ছিল।

**১১:৪৯** কাইয়াফা। ১৮-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপুরোহিত। তিনি হাননের জামাতা (১৮:১৩), যিনি ১৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমানদের দ্বারা মহাপুরোহিতদের দায়িত্ব থেকে অবসরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

**সেই বৎসরের মহাপুরোহিত।** অর্থাৎ সে সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপুরোহিত। মহাপুরোহিতের দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি বছর বছর পরিবর্তনযোগ্য কোন পদ ছিল না, বরং একজন মহাপুরোহিত বৃদ্ধ হয়ে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর পদে নিয়োজিত থাকতেন।

**তোমরা কিছুই বোঝ না।** সন্দ্বীকীয় ভঙ্গিতে করা এক রূঢ় মন্তব্য; কারণ মহাপুরোহিত কাইয়াফা ছিলেন একজন সন্দ্বীকী।

**১১:৫০** তোমাদের পক্ষে এটি ভাল। কাইয়াফা রাজনৈতিক সুবিধাদির জন্য চিন্তিত ছিলেন, দোষ ও নির্দোষিতার জন্য নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একজন লোক যতই নির্দোষ হোক না কেন, পুরো জাতিকে বিপন্ন করার বদলে বরং তার ধ্বংস হওয়া উচিত।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

ব্যক্তি মরে, আর সমস্ত জাতি বিনষ্ট না হয়।<sup>৫১</sup> এই কথা যে তিনি নিজের থেকে বললেন, তা নয়, কিন্তু সেই বছরের মহাপুরোহিত হওয়াতে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী বললেন যে, সেই জাতির জন্য যীশু মৃত্যুবরণ করবেন।<sup>৫২</sup> আর কেবল সেই জাতির জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের যেসব সন্তান চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে সেই সকলকে একত্র করার জন্যও মরবেন।<sup>৫৩</sup> অতএব সেদিন থেকে তারা তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ করতে লাগল।

<sup>৫৪</sup> তাতে যীশু আর প্রকাশ্যরূপে যিহূদীদের মধ্যে যাতায়াত করলেন না, কিন্তু সেখান থেকে মরুভূমির নিকটবর্তী জনপদে ইফ্রয়িম নামক নগরে গেলেন, আর সেখানে শিষ্যদের সঙ্গে অবস্থিতি করলেন।

#### নিস্তারপর্বে যীশু খ্রীষ্ট যিরূশালেমে

<sup>৫৫</sup> তখন যিহূদীদের নিস্তারপর্ব সন্নিহিত ছিল এবং অনেক লোক নিজেদের পবিত্র করার জন্য নিস্তারপর্বের আগে জনপদ থেকে যিরূশালেমে গেল।<sup>৫৬</sup> তারা যীশুর খোঁজ করতে লাগল এবং মন্দিরে দাঁড়িয়ে পরস্পর বললো, তোমাদের কেমন মনে হয়? তিনি কি পর্বে আসবেন না? <sup>৫৭</sup> আর প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা আদেশ করেছিল যে, তিনি কোথায় আছেন, তা যদি কেউ জানে তবে দেখিয়ে দিক; যেন তারা তাঁকে ধরতে পারে।

[১১:৫২] যিশা ৪৯:৬; যোহন ১০:১৬; [১১:৫৩] দে: মথি ১২:১৪; [১১:৫৪] যোহন ৭:১; [১১:৫৫] যাক্রা ১২:১৩, ২৩, ২৭; মথি ২৬:১, ২; মার্ক ১৪:১; যোহন ১৩:১; [১১:৫৬] ২বংশা ৩০:১৭, ১৮; [১১:৫৬] যোহন ৭:১১।

**১১:৫১ মহাপুরোহিত হওয়াতে।** কায়াফা কোন সাধারণ নাগরিক নন, কিন্তু ঈশ্বরের মহাপুরোহিত। সম্ভবত এই কারণেই তিনি যা বলেছেন ঈশ্বর সেই কথা তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে পূর্ণ করলেন।

**ভবিষ্যদ্বাণী বললেন।** মহাপুরোহিতের কথা সত্য হয়েছিল, যা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। বাস্তবে কায়াফা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু হবে যিহূদী জাতির রাজনৈতিক জটিলতা দূর করার জন্য নয়; কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেবার জন্য।

**১১:৫২ ঈশ্বরের যেসব সন্তান ছিল ভিন্ন হয়েছিল।** যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর ফলে যিহূদী জাতির বাইরেও অনেকের উপরে প্রভাব পড়বে।

**১১:৫৪ প্রকাশ্যরূপে ... যাতায়াত করলেন না।** 'সময়ের' পূর্বে যীশু মরতে পারেন না (২:৪ পদের নোট দেখুন), কিন্তু তিনি অবিচক্ষণতার সাথে কাজ করেন না। তাঁর বাধাদানকারীদের মনোভাব জেনে তিনি সরে গেলেন। তিনি মানুষের জন্য মরবেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর নিজস্ব সময়ে, তাঁর শত্রুদের সময়ে নয়।

#### যোহন ১১ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

যিহূদিয়ার বৈথনিয়াতে লাসার নামে প্রভু যীশুর এক জন বন্ধু খুবই অসুস্থ হন। লাসারের বোনরা প্রভু যীশুর কাছে এই বলে একটি সংবাদ পাঠান যে, তাঁর বন্ধু লাসার খুবই অসুস্থ। কিন্তু যীশু খবর পাবার দুই দিন পরে বৈথনিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি শিষ্যদের বললেন যে, লাসার ঘুমিয়েছে, তাকে গিয়ে জাগিতে তুলতে হবে। লাসার মারা যাওয়ার চার দিন পরে, প্রভু যীশু সেখানে গিয়ে কবর থেকে লাসারকে জীবিত করে তোলেন। এই



### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১১ অধ্যায়

সময়েই প্রভু যীশু নিজেকে “পুনরুত্থান ও জীবন” বলে দাবী করেন (১১:১-৪৪)। আর এভাবে প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজের কথা চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অনেক লোক, এমন কি, অনেক নেতাও তাঁর উপর বিশ্বাস করতে শুরু করে। ধর্মীয় নেতারা বিষয়টি ভাল চোখে দেখে নি। তারা আশঙ্কার মধ্যে ছিল। মহাপুরোহিত কাইয়াফা উপদেশ দেন যে, পুরো জাতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়ে এক জন লোকের মৃত্যু অনেক ভাল বিষয়। তাঁরা যীশুকে মেরে ফেলবেন বলেই সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু লোকেরা নিস্তারপর্বের সময়ে যীশুর খোঁজ করতে লাগল (৪৫-৫৭)।

### যোহন ১২ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. লাসার কে ছিলেন? (১ পদ)
২. লাসারের অসুস্থতার বিষয় যীশুকে কি সত্যিই বলার প্রয়োজন ছিল? (৩ পদ)
৩. কেন বলা যেতে পারে যে এই অসুস্থতার পরিণতি মৃত্যু ছিল না? (৪ পদ)
৪. যীশু লাসারের বোনদের কাছ থেকে সংবাদটি পাওয়ার পর কি ঘটলো? (৪-১৬ পদ)
৫. যীশুর যিহূদীয়াতে ভ্রমণ কিভাবে তাঁর শত্রুদের উপর প্রভাব ফেলেছিল? (৭,৮ পদ)
৬. যীশু কোন বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত ছিলেন? (৯,১০ পদ)
৭. শুধুমাত্র কোন জিনিসটি থোমা আগে থেকে বুঝতে পেরেছিল? (১৬ পদ)
৮. যীশু ও মার্থার মধ্যে কি কথোপকথন হচ্ছিল? (১৭-২৪ পদ)
৯. যীশু পুনরুত্থান সম্পর্কে কি সরল বক্তব্য করেছিলেন? (২৫,২৬ পদ)
১০. মার্থার স্বীকারোক্তিটি তার সম্পর্কে কি প্রকাশ করে? (২৭ পদ)
১১. মরিয়ম যীশুর সামনে যেভাবে নত হয়েছিল এতে তার কি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হয়েছিল? (৩২ পদ)
১২. যিহূদীদের সংশয় দেখে যীশু কিভাবে প্রভাবান্বিত হলেন? (৩৭-৩৮ পদ)
১৩. যারা একজন মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যু থেকে জীবিত হতে দেখেছিল, তারা প্রত্যেকেই কি বিশ্বাস করেছিল? (৪৫,৪৬ পদ)
১৪. যীশু যে কাজগুলো করেছিলেন সে সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন? (যোহন ৫:৩৬ পদ)
১৫. কেন অবিশ্বাস একটি পাপ? (যোহন ১৫:২৪ পদ)
১৬. প্রধান পুরোহিত ও ফরীশীদের উপর যীশুর করা চিহ্ন-কাজগুলোর কি প্রভাব পড়েছিল? (৪৭-৫৩ পদ)

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

**১২** <sup>১</sup> পরে নিস্তারপর্বের ছয় দিন আগে যীশু বৈথনিয়াতে আসলেন; সেখানে সেই লাসার ছিলেন, যাকে যীশু মৃতদের মধ্যে থেকে উঠিয়েছিলেন। <sup>২</sup> তাতে সেই স্থানে তাঁর জন্য ভোজ প্রস্তুত করা হল ও মার্থা পরিচর্যা করলেন এবং যারা তাঁর সঙ্গে ভোজনে বসেছিল, লাসার তাদের মধ্যে এক জন ছিলেন। <sup>৩</sup> তখন মরিয়ম আধাসের বহুমূল্য জটামাংসীর সুগন্ধি এনে যীশুর পায়ে মাখিয়ে দিলেন এবং নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিলেন; তাতে আতরের সুগন্ধে বাড়ি পরিপূর্ণ হল। <sup>৪</sup> কিন্তু তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এক জন, যে তাঁকে শত্রুদের হাতে তুলে দেবে, সেই ঈফরিয়োটীয় যিহূদা বললো, <sup>৫</sup> এই সুগন্ধি তিন শত সিকিতে বিক্রি করে কেন দরিদ্রদেরকে দেওয়া গেল না? <sup>৬</sup> সে যে দরিদ্র লোকদের জন্য চিন্তা করতো বলে এই কথা বললো, তা নয়; কিন্তু কারণ এই, সে ছিল চোর, আর তার কাছে টাকার থলি থাকতে তার মধ্যে যা রাখা হত, তা থেকে চুরি করতো। <sup>৭</sup> তখন যীশু বললেন, ওকে ছাড়; আমার সমাধি-দিনের জন্য একে সেটি রাখতে দাও। <sup>৮</sup> কেননা তোমাদের কাছে দরিদ্রেরা সব সময়ই আছে, কিন্তু আমাকে সব সময় পাচ্ছ না।

### লাসারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র

<sup>৯</sup> যিহূদীদের সাধারণ লোকেরা জানতে পারল যে, তিনি সেই স্থানে আছেন; আর তারা কেবল যীশুর জন্য আসল, তা নয়, কিন্তু যে লাসারকে তিনি মৃতদের মধ্যে থেকে উঠিয়েছিলেন, তাঁকেও দেখতে আসল। <sup>১০</sup> কিন্তু প্রধান পুরোহিতেরা পরামর্শ করলো, যেন লাসারকেও হত্যা করতে পারে; <sup>১১</sup> কেননা তারই জন্য যিহূদীদের মধ্যে অনেকে গিয়ে যীশুর উপর বিশ্বাস করতে লাগল।

### যীশু খ্রীষ্টের যিরূশালেমে প্রবেশ

<sup>১২</sup> পরদিন পর্বে আগত বিস্তর লোক যীশু যিরূশালেমে আসছেন শুনতে পেয়ে, <sup>১৩</sup> খেজুর পাতা নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হল, আর চিৎকার করে বলতে লাগল,

[১২:১] দে: যোহন ১১:৫৫; [১২:১] দে: মথি ২১:১৭; [১২:২] লুক ১০:৩৮-৪২; [১২:৩] মার্ক ১৪:৩; [১২:৩] যোহন ১১:২; [১২:৪] দে: মথি ১০:৪; [১২:৬] যোহন ১৩:২৯; [১২:৭] যোহন ১৯:৪০; [১২:৮] দ্বি:বি ১৫:১১; [১২:৯] যোহন ১১:৪৩, ৪৪; [১২:১১] পদ: ১৭, ১৮; যোহন ১১:৪৫; [১২:১১] দে: যোহন ৭:৩১; [১২:১৩] লেবী ২৩:৪০; [১২:১৩]

**১২:৩ জটামাংসীর সুগন্ধি।** এক ধরনের ভেষজ সুগন্ধি দ্রব্য। যেহেতু এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল, তাই মরিয়মের এই ভক্তিপূর্ণ কাজ ছিল ব্যয়সাপেক্ষ। অন্যদিকে এটি একটি অস্বাভাবিক কাজ, কারণ মরিয়ম খ্রীষ্টের পায়ে তেল ঢেলে দিয়েছিল কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তা মাথায় দেওয়া হয়। এছাড়া, পায়ে তেল দেওয়ার জন্য সে তার চুল ব্যবহার করেছিল। সাধারণত একজন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক সবার সামনে তার চুল খুলত না।

**১২:৫ তিনশো সিকি।** তখন এক সিকি ছিল একজন মজুরের এক দিনের বেতন।

**১২:৭ রাখতে দাও।** সুগন্ধি স্বাভাবিকভাবে

উৎসবের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল; কিন্তু এটি কবরস্থ করার কাজেও ব্যবহৃত হত (১৯:৩৯-৪০ দেখুন)। অনেকে মনে করেন যে, মরিয়মের কাছে তখনও অব্যবহৃত কিছু সুগন্ধি ছিল, তাই যীশু পরামর্শ দিচ্ছেন যেন এটি তাঁর সমাধি দিনে তাঁর দেহে দেওয়া যায়। তবে যিহূদা ব্যবহৃত সুগন্ধি নিয়ে উদ্ভিগ্ন হয়েছিল।

**১২:১২ বিস্তর লোক।** নিস্তারপর্ব পালনের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে যিরূশালেমে আগত তীর্থযাত্রী।

**১২:১৩ খেজুর পাতা।** বিজয়ের উৎসব পালনে ব্যবহৃত হত।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

হোশানা; ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসছেন,  
যিনি ইস্রায়েলের রাজা।

<sup>১৪</sup> তখন যীশু একটি গাধার বাচ্চা পেয়ে তার উপরে বসলেন, যেমন লেখা আছে,

<sup>১৫</sup> “অয়ি সিয়োন কন্যে, ভয় করো না,

দেখ, তোমার রাজা আসছেন,

গাধার শাবকে চড়ে আসছেন।”

<sup>১৬</sup> তাঁর শিষ্যেরা প্রথমে এ সব বুঝলেন না, কিন্তু যীশু যখন মহিমাম্বিত হলেন, তখন তাঁদের স্মরণ হল যে, তাঁর বিষয়ে এসব লেখা ছিল, আর লোকেরা তাঁর প্রতি এসব করেছে। <sup>১৭</sup> তিনি যখন লাসারকে কবর থেকে বের হয়ে আসতে ডাকেন এবং মৃতদের মধ্য থেকে উঠান, তখন যে লোকেরা তাঁর সঙ্গে ছিল, তারা সাক্ষ্য দিতে লাগল। <sup>১৮</sup> আর এই কারণে লোকেরা গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো, কেননা তারা শুনেছিল যে, তিনি সেই চিহ্ন-কাজ করেছেন। <sup>১৯</sup> তখন ফরীশীরা পরস্পর বলতে লাগল, তোমরা দেখছ, তোমাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল; দেখ, জগৎসংসার ওর দলে চলে গেছে।

### গ্রীকরা যীশু খ্রীষ্টকে দেখতে চায়

<sup>২০</sup> যারা উপাসনা করার জন্য পূর্বে এসেছিল, তাদের মধ্যে কয়েক জন গ্রীকও ছিল; <sup>২১</sup> এরা গালিলের বৈথসৈদা-নিবাসী ফিলিপের কাছে এসে তাঁকে বিনতি করলো, গুরু, আমরা যীশুকে দেখতে ইচ্ছা করি। <sup>২২</sup> ফিলিপ এসে আন্দ্রিয়কে বললেন, আন্দ্রিয় ও ফিলিপ এসে যীশুকে বললেন। <sup>২৩</sup> তখন উত্তরে যীশু তাদেরকে বললেন, সময় উপস্থিত, যেন মনুষ্যপুত্র মহিমাম্বিত হন। <sup>২৪</sup> সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, গমের বীজ যদি মাটিতে পড়ে না মরে, তবে তার একটিমাত্র থাকে; কিন্তু যদি মরে, তবে অনেক ফল উৎপন্ন

গীত ১১৮:২৫, ২৬; [১২:১৩] দে: যোহন ১:৪৯; [১২:১৫] সখ ৯:৯; [১২:১৬] দে: মার্ক ৯:৩২; [১২:১৬] পদ: ২৩; যোহন ২:২২; ৭:৩৯; [১২:১৭] যোহন ১১:৪২; [১২:১৮] পদ: ১১; লুক ১৯:৩৭; [১২:১৯] যোহন ১১:৪৭, ৪৮; [১২:২০] যোহন ৭:৩৫; থেরি ১১:২০; [১২:২১] দে: মথি ১১:২১; [১২:২৩] দে: মথি ২৬:১৮; [১২:২৩] যোহন ১৩:৩২; ১৭:১; [১২:২৪] ১করি ১৫:৩৬;

**১২:১৯** সারা পৃথিবী ওর দলে চলে গেছে। তাদের এ প্রতিক্রিয়া এসেছে হতাশা থেকে। তারা সম্ভবত এই ভয় পেয়েছিল যে, খ্রীষ্টের এত বেশি জনপ্রিয়তা তাদের ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়িত করতে বাধা দেবে।

**১২:২০** গ্রীক। সম্ভবত কিছু অযিহুদী ঈশ্বরভক্ত লোক, যারা যিহুদী ধর্মের একত্ববাদ ও নৈতিকতায় আকর্ষিত হয়েছিল, কিন্তু তারা জাতিগতভাবে যিহুদী হয় নি বা তাদের তৃষ্ণা পূরণ করানো হয় নি। তারা সমাজ ঘরে উপাসনা করতো, কিন্তু ধর্মান্তরিত হয় নি।

**১২:২১** ফিলিপ। একটি গ্রীক নাম; সম্ভবত তিনি

জাতিগতভাবে গ্রীক ছিলেন বলেই গ্রীকরা সরাসরি এই প্রেরিতর কাছে এসেছিল। যদিও বারো জন প্রেরিতর মধ্যে একমাত্র তিনিই গ্রীক নামধারী নন।

**দেখতে ইচ্ছা করি।** অর্থাৎ “সাক্ষাৎ করতে চাই”। ২২ পদের পর যোহন এই গ্রীকদের সম্পর্কে আর কিছু লেখেন নি। তিনি তাদের আগমনকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে নিয়েছেন, যীশু খ্রীষ্টের সাথে তাদের কথোপকথনকে নয়।

**১২:২৪** যদি মরে ... ফল উৎপন্ন করে। যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলেই আমরা সকলে পরিত্রাণ পেয়েছি।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

করে। <sup>২৫</sup> যে আপন প্রাণ প্রেম করে, সে তা হারায়; আর যে এই পৃথিবীতে আপন প্রাণ অপ্রিয় জ্ঞান করে, সে অনন্ত জীবনের জন্য তা রক্ষা করবে। <sup>২৬</sup> কেউ যদি আমার পরিচর্যা করে, তবে সে আমার অনুসারী হোক; তাতে আমি যেখানে থাকি আমার পরিচারকও সেখানে থাকবে; কেউ যদি আমার পরিচর্যা করে, তবে পিতা তার সম্মান করবেন।

### মৃত্যুর বিষয়ে আবারও ভবিষ্যদ্বাণী

<sup>২৭</sup> এখন আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে; এতে কি বলবো পিতা, এই সময় থেকে আমাকে নিস্তার কর? কিন্তু এরই জন্য আমি এই সময় পর্যন্ত এসেছি। <sup>২৮</sup> পিতা তোমার নাম মহিমাম্বিত কর। তখন স্বর্গ থেকে এই বাণী হল, ‘আমি তা মহিমাম্বিত করেছি, আবার মহিমাম্বিত করবো।’ <sup>২৯</sup> যে লোকেরা দাঁড়িয়ে শুনেছিল, তারা বললো, মেঘ-গর্জন হল; আর কেউ কেউ বললো, কোন স্বর্গদূত ঐর সঙ্গে কথা বললেন। <sup>৩০</sup> উত্তরে যীশু বললেন, ঐ বাণী আমার জন্য হয় নি, কিন্তু তোমাদেরই জন্য। <sup>৩১</sup> এখন এই জগতের বিচার উপস্থিত, এখন এই পৃথিবীর অধিপতি বাইরে নিষ্কিপ্ত হবে। <sup>৩২</sup> আর আমাকে যখন ভূতল থেকে উঁচুতে তোলা হবে তখন সকলকে আমার কাছ আকর্ষণ করবো। <sup>৩৩</sup> তিনি যে কি রকম ভাবে মৃত্যুবরণ করবেন, তা এই কথার দ্বারা নির্দেশ করলেন। <sup>৩৪</sup> তখন লোকেরা উত্তরে তাঁকে বললো, আমরা ব্যবস্থা থেকে শুনেছি যে, খ্রীষ্ট চিরকাল থাকেন; তবে আপনি কিভাবে বলছেন যে, মনুষ্যপুত্রকে উঁচুতে তুলতে হবে? সেই মনুষ্যপুত্র কে? <sup>৩৫</sup> তখন যীশু তাদেরকে বললেন, আর অল্প কালমাত্র আলো তোমাদের মধ্যে আছে। যতদিন তোমাদের মধ্যে আলো আছে, যাতায়াত কর, যেন অন্ধকার তোমাদের উপরে এসে না পড়ে; আর যে ব্যক্তি অন্ধকারে যাতায়াত করে, সে কোথায় যায়, তা জানে না। <sup>৩৬</sup> যতদিন তোমাদের কাছে আলো আছে, সেই জ্যোতির উপর বিশ্বাস কর, যেন তোমরা জ্যোতির সন্তান হতে পার।

[১২:২৫] মথি ১০:৩৯; মার্ক ৮:৩৫; লুক ১৪:২৬; ১৭:৩৩; [১২:২৫] দে: মথি ২৫:৪৬; [১২:২৬] যোহন ১৪:৩; ১৭:২৪; ২করি ৫:৮; ফিলি ১:২৩; ১থি ৪:১৭; [১২:২৭] মথি ২৬:৩৮, ৩৯; যোহন ১১:৩৩, ৩৮; ১৩:২১; [১২:২৭] দে: মথি ১১:২৫; [১২:২৭] পদ: ২৩; [১২:২৮] দে: মথি ৩:১৭; [১২:৩০] যাজ্ঞা ১৯:৯; যোহন ১১:৪২; [১২:৩১] যোহন ১৬:১১; [১২:৩১] যোহন ১৪:৩০; ১৬:১১; ২করি ৪:৪; ইফি ২:২; ১যোহন ৪:৪; ৫:১৯; [১২:৩২] পদ: ৩৪; যিশা ১১:১০; যোহন ৩:১৪; ৮:২৮; [১২:৩২] যোহন ৬:৪৪; [১২:৩৩] যোহন ১৮:৩২; ২১:১৯; [১২:৩৪] দে: যোহন ১০:৩৪; [১২:৩৪] গীত ১১০:৪; যিশা ৯:৭; যিহি ৩৭:২৫; দানি ৭:১৪; [১২:৩৪] দে: মথি ৮:২০; [১২:৩৪] যোহন ৩:১৪; [১২:৩৫] পদ: ৪৬; [১২:৩৫] ইফি ৫:৮; [১২:৩৫] ১যোহন ১:৬; ২:১১; [১২:৩৬] পদ: ৪৬; দে: লুক ১৬:৮; [১২:৩৬]

**১২:২৫** যে আপন প্রাণ ... তা হারায়। পার্থিব জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করা মানে হচ্ছে অনন্ত জীবন লাভের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া।  
**পৃথিবীতে ... অপ্রিয় জ্ঞান করে।** ঈশ্বরের জন্য ভালবাসা এমন যে, তুলনামূলকভাবে অন্য সব ভালবাসা, এমন কি নিজের জীবনের প্রতি ভালবাসাও এর কাছে অতি তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান হবে।  
**১২:২৮** পিতা, তোমার নাম মহিমাম্বিত কর। খ্রীষ্টের এই প্রার্থনা নিজের মুক্তির জন্য নয়, কিন্তু পিতা মহিমাম্বিত হন সেজন্য।

**১২:৩১** এই পৃথিবীর অধিপতি। শয়তান।  
**১২:৩২** ভূতল থেকে উঁচুতে তোলা হবে। পুনরুত্থিত হলে।  
**সকলকে।** জাতি, গোত্র, গোষ্ঠী বা সামাজিক মর্যাদা বিবেচনা না করে খ্রীষ্ট সকল মানুষকে তাঁর কাছে ডাকবেন।  
**১২:৩৪** ব্যবস্থা। সাধারণভাবে এখানে সামগ্রিক অর্থে পুরাতন নিয়মকে বোঝানো হয়েছে।  
**১২:৩৫** আলো। খ্রীষ্ট নিজেকে আলো বলে আখ্যাত করেছেন।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

যীশু এসব কথা বললেন, আর প্রস্থান করে তাদের থেকে লুকালেন।

### লোকদের অবিশ্বাস

<sup>৩৭</sup> কিন্তু যদিও তিনি তাদের সাক্ষাতে এত চিহ্ন-কাজ করেছিলেন, তবুও তারা তাঁর উপর বিশ্বাস করলো না; <sup>৩৮</sup> যেন যিশাইয় ভাববাদীর বাক্য পূর্ণ হয়, তিনি তো বলেছিলেন,

“হে প্রভু, আমরা যা শুনেছি,

তা কে বিশ্বাস করেছে?

আর প্রভুর বাহু কার কাছে প্রকাশিত হয়েছে?”

<sup>৩৯</sup> এজন্য তারা বিশ্বাস করতে পারে নি, কারণ যিশাইয় আবার বলেছেন,

<sup>৪০</sup> “তিনি তাদের চোখ অন্ধ করেছেন,

তাদের অন্তর কঠিন করেছেন,

পাছে তারা চোখে দেখে, হৃদয়ে বুঝে এবং ফিরে আসে

এবং আমি তাদেরকে সুস্থ করি।”

<sup>৪১</sup> যিশাইয় এ সব বলেছিলেন, কেননা তিনি তাঁর মহিমা দেখেছিলেন, আর তাঁরই বিষয় বলেছিলেন। <sup>৪২</sup> তবুও নেতাদের মধ্যেও অনেকে তাঁর উপর বিশ্বাস করলো; কিন্তু ফরীশীদের ভয়ে স্বীকার করলো না, পাছে সমাজচ্যুত হয়; <sup>৪৩</sup> কেননা ঈশ্বরের কাছে গৌরবের চেয়ে তারা বরং মানুষের কাছে গৌরব বেশি ভালবাসত।

<sup>৪৪</sup> যীশু উচ্চৈঃস্বরে বললেন, যে আমার উপর বিশ্বাস করে সে আমার উপর নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর উপরই বিশ্বাস করে; <sup>৪৫</sup> এবং যে আমাকে দর্শন করে, সে তাঁকেই দর্শন করে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। <sup>৪৬</sup> আমি আলোস্বরূপ হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছি, যেন যে কেউ আমার উপর বিশ্বাস করে, সে অন্ধকারে না থাকে। <sup>৪৭</sup> আর যদি

যোহন ৮:৫৯; [১২:৩৭] দে: যোহন ২:১১; [১২:৩৮] যিশা ৫৩:১; রোমী ১০:১৬; [১২:৪০] যিশা ৬:১০; দে: মথি ১৩:১৩, ১৫; [১২:৪১] যিশা ৬:১-৪; [১২:৪১] লুক ২৪:২৭; [১২:৪২] পদ: ১১; যোহন ৭:৪৮; [১২:৪২] দে: যোহন ৭:১৩; [১২:৪২] যোহন ৯:২২; [১২:৪৩] ১শমু ১৫:৩০; [১২:৪৩] দে: রোমী ২:২৯; [১২:৪৪] দে: মথি ১০:৪০; যোহন ৫:২৪; [১২:৪৫] দে: যোহন ১৪:৯; [১২:৪৬] দে: যোহন ১:৪;

**১২:৩৭** তবুও তারা তাঁতে বিশ্বাস করলো না। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট এসে তাঁর নিজ বাহাই-কৃত জাতির মাঝে চিহ্ন-কাজ সাধন করলেন, তথাপি তারা আত্মিক অন্ধত্বের কারণে তাঁকে চিনতে পারে নি এবং তাঁর উপরে বিশ্বাস করে নি।

**১২:৩৯** তারা বিশ্বাস করতে পারে নি। তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মন্দতাকে পছন্দ করেছিল। প্রত্যুত্তরে ঈশ্বর তাদের উপর বিচার নামিয়ে আনলেন এবং তাঁর হৃদয় কঠিন করলেন। তবে অনেক যিহুদী নেতা খ্রীষ্টরূপে যীশুর উপর বিশ্বাস করেছিল (পদ ৪২)।

**১২:৪১** তিনি তাঁর মহিমা দেখেছিলেন। যিশাইয় প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের মহিমা দেখেছিলেন; কিন্তু যোহন যীশু খ্রীষ্টের মহিমা এবং ঈশ্বরের মহিমার মধ্যে কোন মৌলিক তারমত্য করেন নি। এর মধ্য দিয়ে যোহন আরেকবার এখানে তাঁর ঈশ্বরত্বের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দান করেছেন। এই মহিমা খ্রীষ্টের পরাক্রম, ত্রুণীয় মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মহিমা।

**১২:৪২** নেতাদের মধ্যেও ... বিশ্বাস করলো। অনেক যিহুদী নেতা ও ধর্মীয় শিক্ষক খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করলেও সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে নীরব ছিলেন (যোহন ১:৭ দেখুন)।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১২ অধ্যায়

কেউ আমার কথা শুনে পালন না করে, আমি তার বিচার করি না, কারণ আমি জগতের বিচার করতে নয়, কিন্তু পৃথিবীর পরিত্রাণ করতে এসেছি।<sup>৪৮</sup> যে আমাকে অগ্রাহ্য করে এবং আমার কথা গ্রহণ না করে, তার বিচারকর্তা আছে; আমি যে কথা বলেছি, তা-ই শেষ দিনে তার বিচার করবে।<sup>৪৯</sup> কারণ আমি নিজের থেকে বলি নি; কিন্তু কি বলবো ও কি প্রচার করবো তা আমার পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে আদেশ করেছেন।<sup>৫০</sup> আর আমি জানি যে, তাঁর আদেশ অনন্ত জীবন। অতএব আমি যা যা বলি, তা পিতা আমাকে যেমন বলেছেন, তেমনি বলি।

[১২:৪৭] দে: যোহন ৩:১৭; [১২:৪৮] যোহন ৫:৪৫; [১২:৪৯] যোহন ১৪:৩১; [১২:৫০] দে: মথি ২৫:৪৬; [১২:৫০] দে: যোহন ১৪:২৪।

১২:৪৭ বিচার করতে নয় ... পরিত্রাণ করতে। ১২:৪৯ তিনিই আমাকে আদেশ করেছেন। মানুষের বিচার করা যীশু খ্রীষ্টের আগমনের খ্রীষ্টের কথা হচ্ছে পিতারই কথা, কারণ তিনি প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয় বরং মানুষকে পরিত্রাণ দান তাঁর আদেশে চলেন। এ কারণে খ্রীষ্টের অবাধ্য করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

### যোহন ১২ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

নিস্তারপর্ব শুরুর ছয় দিন আগে, প্রভু যীশু ইফ্রয়িম থেকে বৈথনিয়ায় লাসার এবং তাঁর বোনদের কাছে গেলেন। ভোজের পরে, মরিয়ম প্রভু যীশুর পায়ের উপর সুগন্ধি ঢেলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। প্রভু যীশু বৈথনিয়াতে রয়েছেন জেনে অনেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করে। ধর্মীয় নেতারা যীশুকে ও তাঁর সঙ্গে লাসারকে মেরে ফেলবার পরিকল্পনা করে (১২:১-১১)। লোকেরা জানতে পারে যে, প্রভু যীশু নিস্তারপর্ব উপলক্ষে যিরূশালেমে আসছেন। তখন হাজার হাজার জনতা খেজুর গাছের ডাল নিয়ে চিৎকার করে হোশান্না, হোশান্না বলে যীশুকে যিরূশালেমে স্বাগত জানায় (১২:১২-১৯)। পর্ব উপলক্ষে যারা যিরূশালেমে এসেছিল তারা যীশুকে দেখতে চাইছিল। কিন্তু যীশু পরিস্কার করেই বলেন যে, তাঁর মহিমা প্রকাশের সময় হয়ে এসেছে। তিনি মৃত্যুবরণ করতে চলেছেন। কিভাবে তিনি মারা যাবেন তাও তিনি প্রাচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করেন। লোকেরা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু প্রভু যীশু সময় থাকতে তাদের আলোর পিছনে আসতে উপদেশ দেন (১২:২০-৩৬)। এরপর তিনি নিজেকে গোপন করলেন। কারণ এত আশ্চর্য কাজ করার পরেও লোকেরা তাঁর উপর বিশ্বাস করে নি (১২:৩৭-৫০)।

### যোহন ১২ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. অলৌকিক কাজ কি ঘোর অবিশ্বাসীদের অন্তরে পরিবর্তন আনতে পারে? (১,৯-১১ পদ)
২. কিসের জন্যে মার্থা বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছিল? (১,২ পদ)

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

৩. যীশুর পায়ে মরিয়মের অভিষেক করার ঘটনা থেকে আমরা মরিয়ম সম্পর্কে কি শিখতে পারি? (৩ পদ)
৪. আমাদের বন্ধুদের প্রতি আমাদের ভালবাসা দেখানোর সময় কখন? (৭ পদ)
৫. লাসারকে জীবিত করার ফলে কি প্রভাব পড়েছিল? (৯ পদ)
৬. প্রধান পুরোহিতেরা লাসারকে কি করতে চেয়েছিলেন? কেন? (১০, ১১ পদ)
৭. যা ঘটেছিল সে বিষয়ে শিষ্যেরা কি বুঝতে পেরেছিল? (১৬-১৮ পদ)
৮. গমের বীজকে কিসের সাথে বর্ণনা করা হয়েছিল? (২৪ পদ, ১ করিন্থীয় ১৫:৩৫-৩৮ পদ)
৯. যদি কেউ খ্রীষ্টিয় জীবনে আনন্দ পেতে চায়, তবে নিজের প্রতি তার মনোভাব কেমন হওয়া উচিত? (২৫ পদ)
১০. পূর্বে কখন সেই স্বর স্বর্গ থেকে কথা বলেছিলেন? (২৮ পদ, মথি ৩:১৭ পদ)
১১. এই জগতের কর্তা কে? (৩০, ৩১ পদ)
১২. যীশু যেখানে তাঁর আশ্চর্য কাজ করেছিলেন সে শহরের লোকদের কিভাবে সাড়া দিয়েছিল? (৩৭, ৩৮ পদ)
১৩. ভাববাদী যিশাইয় তাঁর দর্শনে কার মহিমা দেখতে পেয়েছিলেন? (৪১ পদ)
১৪. জনসম্মুখে যীশুকে স্বীকার করার কি মূল্য দিতে হত? (৪২ পদ)
১৫. পিতা ঈশ্বর মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশের কি উপায় বেছে নিয়েছেন? (৪৫ পদ)
১৬. পিতার প্রথম আদেশ কি? (৪৯, ৫০ পদ; ১ যোহন ৩:২৩ পদ)

### শিষ্যদের পা ধোয়ানো

**১৩**<sup>১</sup> নিস্তারপর্বের আগে যীশু, এই জগৎ থেকে পিতার কাছে তাঁর প্রস্থান করার সময় উপস্থিত জেনে, পৃথিবীতে অবস্থিত তাঁর নিজস্ব যে লোকদেরকে প্রেম করতেন, তাদেরকে শেষ পর্যন্ত প্রেম করলেন।<sup>২</sup> আর রাত্রি কালে ভোজের সময়ে— শয়তান তাঁকে ধরিয়ে দেবার সংকল্প শিমোনের পুত্র ঈফরিয়োতীয় যিহূদার অন্তরে স্থাপন করলে পর,<sup>৩</sup> তিনি জানলেন যে, পিতা সমস্তই তাঁর হাতে দিয়েছেন ও তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন, আর ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছেন;<sup>৪</sup> জেনে তিনি ভোজ থেকে উঠলেন এবং উপরের কাপড় খুলে রাখলেন, আর একখানি গামছা নিয়ে কোমর বাঁধলেন।<sup>৫</sup> পরে তিনি পায়ে জল

[১৩:১] দে: যোহন ১১:৫৫; [১৩:১] দে: মথি ২৬:১৮; [১৩:১] যোহন ১৬:২৮; [১৩:২] দে: মথি ১০:৪; [১৩:৩] দে: মথি ২৮:১৮; [১৩:৩] যোহন ৮:৪২; ১৬:২৭, ২৮, ৩০; ১৭:৮; [১৩:৪] দে: মথি ২০:২৮; [১৩:৫] দে: লুক ৭:৪৪;

হওয়ার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া এবং পূর্বে কোন এক সময়ে পালিত হয়েছে, অর্থাৎ তাঁকে অমান্য করা। এটি প্রভুর শেষ ভোজ নয়।  
 ১৩:২ রাত্রি কালে ভোজের সময়ে। কেউ কেউ ১৩:৩ পিতা সমস্তই ... প্রদান করেছেন।  
 মনে করেন যে, এই ভোজ নিস্তারপর্বের ভোজের ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও কার্যপ্রক্রিয়ার পরিপূর্ণতা

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

ঢাললেন ও শিষ্যদের পা ধুয়ে দিতে লাগলেন এবং যে গামছা দ্বারা কোমর বেধেছিলেন তা দিয়ে মুছে দিতে লাগলেন।<sup>৬</sup> এভাবে তিনি শিমোন পিতরের কাছে আসলেন। পিতর তাঁকে বললেন, প্রভু, আপনি কি আমার পা ধুয়ে দেবেন? <sup>৭</sup> উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, আমি যা করছি, তা তুমি এখন জানতে পারছ না, কিন্তু এর পরে বুঝবে। <sup>৮</sup> পিতর তাঁকে বললেন, আপনি কখনও আমার পা ধুয়ে দেবেন না। উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, যদি তোমাকে ধুয়ে না দিই তবে আমার সঙ্গে তোমার কোন অংশ নেই। <sup>৯</sup> শিমোন পিতর বললেন, প্রভু, কেবল পা নয়, আমার হাত ও মাথাও ধুয়ে দিন। <sup>১০</sup> যীশু তাঁকে বললেন, যে স্নান করেছে, পা ধোয়া ছাড়া আর কিছুই তার প্রয়োজন নেই, সে তো সর্বাপেক্ষে শুচি; আর তোমরা শুচি, কিন্তু সকলে নও। <sup>১১</sup> কেননা যে ব্যক্তি তাঁকে ধরিয়ে দেবে, তাকে তিনি জানতেন; এজন্য বললেন, তোমরা সকলে শুচি নও।

<sup>১২</sup> যখন তিনি তাঁদের পা ধুয়ে দিলেন, আর তাঁর উপরের কাপড় পরে পুনর্বাসলেন, তখন তাঁদেরকে বললেন, আমি তোমাদের প্রতি কি করলাম, জান? <sup>১৩</sup> তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলে সম্বোধন করে থাক; আর তা ভালই বল, কেননা আমি তা-ই। <sup>১৪</sup> ভাল, আমি প্রভু ও গুরু হয়ে যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ানো উচিত? <sup>১৫</sup> কেননা আমি তোমাদেরকে দৃষ্টান্ত দেখালাম, যেন তোমাদের প্রতি আমি

[১৩:৭] পদ: ১২; [১৩:১০] যোহন ১৫:৩; [১৩:১০] পদ: ১৮; [১৩:১১] দে: মথি ১০:৪; [১৩:১৩] মথি ২৬:১৮; যোহন ১১:২৮; [১৩:১৩] দে: মথি ২৮:১৮; লুক ১:৪৩; ২:১১; ৬:৪৬; ১১:১; প্রেরি ১০:৩৬; রোমী ১০:৯, ১২; ১৪:৯; ১করি ১২:৩; ফিলি ২:১১; কল ২:৬; [১৩:১৪] ১পি ৫:৫; [১৩:১৫] দে: মথি ১১:২৯; দে: ১তীম ৪:১২;

উপর যীশু খ্রীষ্টের নিয়ন্ত্রণের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

**১৩:৫ প্রেরিতদের পা ধুয়ে দিতে লাগলেন।** এক নগণ্য কাজ, যা স্বাভাবিকভাবে দাসদের কাজ ছিল। এ উপলক্ষে কোন দাস ছিল না এবং অন্য কেউ সেচ্ছাসেবী হয়ে কাজ করে নি। খ্রীষ্টের এই কাজ বিনম্রতা এবং স্বার্থবিহীন সেবার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

**১৩:৮ আমার পা ধুয়ে দেবেন না।** পিতর তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাধা দিলেন, যদিও স্পষ্টত অন্য কেউ খ্রীষ্টের এ কাজে বাধা দেন নি। তিনি চান নি যীশু তাঁর জন্য এ ধরনের নিচু কাজ করুন।

**যদি তোমাকে ধুয়ে না দিই।** সম্ভবত খ্রীষ্ট এখানে মূলত বোঝাতে চাইছিলেন যে, পিতরের আত্মিক পরিষ্কারকরণের প্রয়োজন রয়েছে।

**১৩:৯ আমার হস্ত ও মাথাও ধুয়ে দিন।** পিতর সর্বান্তকরণে খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তি সহকারে এই

অনুরোধ করেছিলেন।

**১৩:১০ পা ধোয়া ভিন্ন।** একজন লোক কোন ভোজে উপস্থিত হওয়ার আগে গোসল করে নেয়, আর তাই যখন সে ভোজে এসে উপস্থিত হয়, তখন তাকে কেবলমাত্র তার পা ধুতে হয়। অবশ্য এখানে বোঝানো হয়েছে যে, খ্রীষ্টের রক্ত বিশ্বাসীদের সকল পাপ ধুয়ে মুছে তাকে পরিস্কৃত করে তোলে; কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে পথ চলতে চলতে তার মাঝে যে কলুষতার ছাপ পড়ে, তা থেকে তাকে অবিরত পরিস্কৃত হতে হবে।

**১৩:১৩ প্রভু ও গুরু।** ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা-দানকারীকে সচরাচর ‘গুরু’ বলা হত, কিন্তু ‘প্রভু’ এমন একজনকে বলা উচিত যিনি সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। যীশু উভয় উপাধি ধারণের যোগ্য ছিলেন।

**১৩:১৪ পরস্পরের পা ধোয়ানো উচিত।** খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বিশ্বাসীদের উচিত একে অপরের সেবা ও পরিচর্যা দানের জন্য সবচেয়ে নিচু স্তরে



### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

যেমন করেছি, তোমরাও তেমনি কর। <sup>১৬</sup> সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, দাস নিজের প্রভু থেকে বড় নয় ও প্রেরিত নিজের প্রেরণকর্তা থেকে বড় নয়। <sup>১৭</sup> এসব যখন তোমরা জান, ধন্য তোমরা, যদি এসব পালন কর। <sup>১৮</sup> তোমাদের সকলের বিষয়ে আমি বলছি না; আমি কাকে কাকে মনোনীত করেছি, তা আমি জানি; কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রের এই বাক্য পূর্ণ হওয়া চাই, “যে আমার রুটি খায়, সে আমার বিরুদ্ধে পাদমূল উঠিয়েছে।” <sup>১৯</sup> এখন থেকে, ঘটবার আগে, আমি তোমাদেরকে বলে রাখছি, যেন, ঘটলে পর তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমিই তিনি। <sup>২০</sup> সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, আমি যে কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করি, তাকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে এবং আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁকে গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।

#### বিশ্বাসঘাতকতা কে করবে?

<sup>২১</sup> এই কথা বলে যীশু আত্মায় অস্থির হলেন, আর সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমাদের মধ্যে এক জন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। <sup>২২</sup> শিষ্যেরা এক জন অন্যের দিকে তাকাতে লাগলেন, স্থির করতে পারলেন না, তিনি কার বিষয় বললেন। <sup>২৩</sup> তখন যীশুর শিষ্যদের এক জন, যাঁকে যীশু প্রেম করতেন, তিনি তাঁর কোলে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। <sup>২৪</sup> তখন শিমোন পিতর তাঁকে ইঙ্গিত করলেন ও বললেন, বল, উনি যার বিষয় বলছেন, সে কে? <sup>২৫</sup> তাতে তিনি সেরকম ভাবে বসে থাকতে যীশুর বুকের দিকে মাথা কাত করে বললেন, প্রভু, সে কে? <sup>২৬</sup> উত্তরে যীশু বললেন, যার

[১৩:১৬] মথি ১০:২৪; লুক ৬:৪০; যোহন ১৫:২০; [১৩:১৭] মথি ৭:২৪, ২৫; লুক ১১:২৮; যাকোব ১:২৫; [১৩:১৮] পদ: ১০; [১৩:১৮] যোহন ১৫:১৬, ১৯; [১৩:১৮] দে: মথি ১:২২; [১৩:১৮] মথি ২৬:২৩; [১৩:১৮] যোহন ৬:৭০; [১৩:১৮] গীত ৪১:৯; [১৩:১৯] যোহন ১৪:২৯; ১৬:৪; [১৩:১৯] যোহন ৪:২৬; ৮:২৪; [১৩:২০] দে: মথি ১০:৪০; [১৩:২১] দে: যোহন ১২:২৭; [১৩:২১] মথি ২৬:২১; [১৩:২৩] যোহন ১৯:২৬; ২০:২; ২১:৭, ২০; [১৩:২৫] মথি ২৬:২২; যোহন ২১:২০; [১৩:২৬] দে: মথি ১০:৪৪;

নামতেও অনিচ্ছুক না হওয়া।

**১৩:১৬ দাস।** এখানে কৃতদাস বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ প্রভুর গৃহে যার কোন অধিকার নেই।

**১৩:১৮ পাদমূল উঠিয়েছে।** পাদমূল উঠানোকে ঘোড়ার লাথি মারার ভঙ্গির সাথে তুলনা করা যায়। এখানে মূলত বিশ্বাসঘাতকতা করার কথা বোঝানো হয়েছে।

**১৩:২০ আমি যে কোন ব্যক্তিকে ... প্রেরণ করেছেন।** যীশু খ্রীষ্ট পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে পরিচর্যা কাজের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন, তা এখন তিনি তাঁর প্রেরিতদের উপরে অর্পণ করছেন। এই দায়িত্বভার প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে।

**১৩:২১ আত্মায় উদ্ভিন্ন হলেন।** যদিও যীশু জানতেন যে, তাঁরই একজন শিষ্য তাঁর সাথে

বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তবুও তিনি এর জন্য দুঃখান্বিত হয়েছিলেন।

**১৩:২২ স্থির করতে পারলেন না।** প্রেরিতদের হতবাক অবস্থা এ কথা বোঝায় যে, যিহূদা মহাপুরোহিতের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা গোপন করেছিল।

**১৩:২৩ যাঁকে যীশু প্রেম করতেন।** সাধারণত এই প্রেরিতকে যোহন বলে ধারণা করা হয়, যিনি এই সুসমাচারের লেখক। নির্দিষ্টভাবে কথাটি বলার অর্থ এই নয় যে, যীশু তাঁর অন্যান্য প্রেরিতদের ভালবাসতেন না; তবে এই প্রেরিতটিকে তিনি বিশেষভাবে স্নেহ করতেন।

**হেলান দিয়ে বসে ছিলেন।** রাতের খাবারের সময় অতিথির প্রথা অনুসারে টেবিলের দিকে মাথা রেখে বাম কনুইয়ের উপর হেলে থাকতেন।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

জন্য আমি রুটিখণ্ড ডুবাবো ও যাকে দেব, সেই। পরে তিনি রুটিখণ্ড ডুবিয়ে নিয়ে ঈশ্কারিয়োতীয় শিমোনের পুত্র যিহূদাকে দিলেন। <sup>২৭</sup> আর সেই রুটিখণ্ডের পরেই শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করলো। তখন যীশু তাকে বললেন, যা করছো, শীঘ্র কর। <sup>২৮</sup> কিন্তু তিনি কিভাবে তাকে এই কথা বললেন, যাঁরা ভোজনে বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ তা বুঝলেন না; <sup>২৯</sup> যিহূদার কাছে টাকার থলি থাকাতে কেউ কেউ মনে করলেন, যীশু তাকে বললেন, পর্বের জন্য যা যা আবশ্যিক কিনে আন, কিম্বা সে যেন দরিদ্রদেরকে কিছু দেয়। <sup>৩০</sup> রুটিখণ্ড গ্রহণ করে সে তৎক্ষণাৎ বাইরে গেল; আর তখন রাত হয়েছে।

#### যীশু খ্রীষ্টের 'নতুন আদেশ'

<sup>৩১</sup> সে বাইরে গেলে পর যীশু বললেন, এখন মনুষ্যপুত্র মহিমাম্বিত হলেন এবং ঈশ্বর তাঁর মধ্যে মহিমাম্বিত হলেন। <sup>৩২</sup> ঈশ্বর যখন তাঁর মধ্যে মহিমাম্বিত হলেন, তখন ঈশ্বরও তাঁকে তাঁর নিজের মধ্যে মহিমাম্বিত করবেন, আর শীঘ্রই তাকে মহিমাম্বিত করবেন। <sup>৩৩</sup> সন্তানেরা, এখনও অল্পকাল আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা আমার খোঁজ করবে, আর আমি যেমন যিহূদীদেরকে বলেছিলাম। 'আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তোমরা যেতে পার না,' তেমনি তোমাদেরকেও এখন তা-ই বলছি। <sup>৩৪</sup> একটি নতুন আদেশ আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদেরকে প্রেম করেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর। <sup>৩৫</sup> তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাতেই সকলে জানবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।

#### পিতরের অস্বীকার করার ভবিষ্যদ্বাণী

<sup>৩৬</sup> শিমোন পিতর তাঁকে বললেন, প্রভু আপনি কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে যীশু বললেন, আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তুমি এখন আমার পিছনে যেতে পার না; কিন্তু পরে যেতে পারবে। <sup>৩৭</sup> পিতর তাঁকে বললেন, প্রভু, কি জন্য এখন আপনার পিছনে যেতে পারি না?

[১৩:২৭] লুক ২২:৩; [১৩:২৯] যোহন ১২:৬; [১৩:২৯] পদ: ১; [১৩:২৯] যোহন ১২:৫; [১৩:৩০] লুক ২২:৫৩; [১৩:৩১] দে: মথি ৮:২০; [১৩:৩১] যোহন ৭:৩৯; ১২:২৩; [১৩:৩১] যোহন ১৪:১৩; ১৭:৪; ১পিত ৪:১১; [১৩:৩২] যোহন ১৭:১; [১৩:৩৩] দে: যোহন ৭:৩৩, ৩৪; [১৩:৩৪] যোহন ১৫:১২; ১যোহন ২:৭-১১; ৩:১১; [১৩:৩৪] লেবী ১৯:১৮; ১থি ৪:৯; ১পিত ১:২২; [১৩:৩৪] যোহন ১৫:১২; ইফি ৫:২; ১যোহন ৪:১০, ১১; [১৩:৩৫] ১যোহন ৩:১৪; ৪:২০; [১৩:৩৬] যোহন ১৬:৫; [১৩:৩৬] পদ: ৩৩; যোহন ১৪:২; [১৩:৩৬] যোহন ২১:১৮, ১৯; ২পিত ১:১৪;

১৩:৩০ রাত হয়েছে। আলো ও অন্ধকারের সুস্পষ্ট পার্থক্য উল্লেখ যোহন লিখিত সুসমাচারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকে মনে করেন এখানে যিহূদার চিরতরে অন্ধকারের পথে গমনকে বোঝানো হয়েছে।

১৩:৩১ ঈশ্বর তাঁর মধ্যে মহিমাম্বিত হলেন। পুত্রের মহিমায় পিতা ঈশ্বর মহিমাম্বিত হন, যেভাবে পিতার মহিমায় পুত্র মহিমাম্বিত হন।

১৩:৩৪ একটি নতুন আদেশ। এক অর্থে এটি

পুরাতন আদেশ; কিন্তু খ্রীষ্টের প্রেরিতদের জন্য এটি নতুন, কারণ এটি তাদের ভ্রাতৃত্বের চিহ্ন এবং তাদের জন্য খ্রীষ্টের মহান ভালবাসার নিদর্শন (মথি ২২:৩৭-৩৯; মার্ক ১২:৩০-৩১; লুক ১০:২ দেখুন)।

আমি যেমন তোমাদেরকে প্রেম করেছি। আমাদের জন্য খ্রীষ্টের ভালবাসা অন্য সকলের প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রকাশ করার ও তা অনুসরণ করার মানদণ্ড।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৩ অধ্যায়

আপনার জন্য আমি আমার প্রাণ দেব। <sup>৩৮</sup> উত্তরে যীশু বললেন, আমার জন্য তুমি কি তোমার প্রাণ দেবে? সত্যি, সত্যি, আমি তোমাকে বলছি, যতক্ষণ তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার না কর, ততক্ষণ মোরগ ডাকবে না।

[১৩:৩৮] যোহন ১৮:২৭।

১৩:৩৭ আপনার জন্য আমি আমার প্রাণ দেব। ১৩:৩৮ তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার না  
যোহন ১০:১১ পদে উত্তম মেসপালক ঠিক কর। চারটি সুসমাচারের সবক'টিতে পিতরের  
এমনই কাজ করবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অস্বীকারের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে (মথি  
পিতর যীশু খ্রীষ্টের জন্য তাঁর জীবন দেওয়ার ২৬:৩৩-৩৫; মার্ক ১৪:২৯-৩১; লূক ২২:৩১-  
প্রতিজ্ঞা করলেও ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে ৩৪)।  
ঠিক এর বিপরীতটি ঘটেছিল।

#### যোহন ১৩ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

নিস্তারপর্ব শুরুর আগে প্রভু যীশু এবং তাঁর শিষ্যেরা একত্রে তাঁদের শেষ ভোজ উপভোগ করছেন। খাবার খাওয়ার সময়, প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের পা ধোয়ান ও গামছা দিয়ে মুছে দেন। প্রভু যীশু শিষ্যদের পা ধোয়ানো শেষ করে তাঁর শিষ্যদেরকে বলেন যে, আমি যা করলাম তোমরাও তা করো। খাবার সময়ে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বলেন যে, তাঁদের এক জন তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চলেছেন। যে তাঁর এই রুটির টুকরোটি যাকে দেবেন, তিনিই সেই জন। তারপর তিনি যিহূদাকে সেই টুকরো দিলেন। তিনি বলেন যে, পবিত্র শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হতে হবে (১৩:১-২০)। এরপর তিনি খোলাখুলি ভাবেই কে তাকে ধরিয়ে দেবে তা প্রকাশ করেন (১৩:২১-৩০)। যিহূদা চলে যাবার পর তিনি নতুন আদেশ শিষ্যদের কাছে প্রকাশ করেন (১৩:৩১-৩৫)। পিতর তাঁর জন্য প্রাণ দেবার প্রতিজ্ঞা করলেও যীশু তাঁকে বলেন যে, তিনি তাঁকে অস্বীকার করবেন (১৩:৩৬-৩৮)।

#### যোহন ১৩ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যীশুর সব কাজ করার জন্য যে একটি নির্দিষ্ট সময় ছিল তা আমরা কিভাবে বুঝতে পারি? (১ পদ)
২. “সমস্ত কিছু” যীশুর হাতে দেওয়া হয়েছে বলতে কি বুঝানো হয়েছে? (৩ পদ)
৩. পিতর কেন ৬ পদে উল্লেখিত প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছিলেন?
৪. যীশু তাঁর শিষ্যদের কিসের জন্য প্রস্তুত করছিলেন? (৮ পদ)
৫. স্পষ্টতই পিতর এখন যীশুর কাজের সাথে কি অর্থ যুক্ত করতে চেয়েছেন? (৯ পদ)
৬. যিহূদা যে নির্ভরযোগ্য নয় সেই বিষয়ে যীশু কত আগে থেকে জানতেন? (১১ পদ)

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

৭. শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে যীশু কি শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন? (১৪ পদ)
৮. সমস্ত জ্ঞান ব্যবহার করে আমাদের কি করা উচিত? (১৭ পদ)
৯. শিষ্যদের বিষয়ে কোন অবাক করা বিষয়টি যীশু তাঁদের কাছে বলেছিলেন? (২১ পদ)
১০. বিশ্বাসঘাতকটি কে তা যীশু কিভাবে চিহ্নিত করেছিলেন? (২২-২৬ পদ)
১১. যিহূদার প্রভুর ভোজের স্থান ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (২৭-৩০ পদ)
১২. খ্রীষ্টের শিষ্যদের সবাই কিভাবে চিনতে পারবে? (৩৪, ৩৫ পদ)
১৩. পিতর প্রথমবার কখন যীশুকে অস্বীকার করেছিলেন? (৩৭, ৩৮ পদ)

### যীশু খ্রীষ্টই পথ

**১৪**<sup>১</sup> তোমাদের হৃদয় অস্থির না হোক; ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর।<sup>২</sup> আমার পিতার বাড়িতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকতো, তোমাদেরকে বলতাম; কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি।<sup>৩</sup> আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্বাস আসবো এবং আমার কাছে তোমাদেরকে নিয়ে যাব; যেন, আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেখানে থাক।<sup>৪</sup> আর আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা তার পথ জান।<sup>৫</sup> থোমা তাঁকে বললেন, প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, তা আমরা জানি না, পথ কিসে জানবো?<sup>৬</sup> যীশু তাকে বললেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমার মধ্য দিয়ে না আসলে কেউ পিতার কাছে আসতে পারে না।<sup>৭</sup> যদি

[১৪:১] পদ: ২৭; [১৪:১] দে: যোহন ৩:১৫; [১৪:১] গীত ৪:৫; [১৪:২] যোহন ১৩:৩৩, ৩৬; ১৬:৫; [১৪:৩] পদ: ১৮, ২৮; দে: মথি ১৬:২৭; [১৪:৩] দে: যোহন ১২:২৬; [১৪:৫] দে: যোহন ১১:১৬; [১৪:৬] দে: যোহন ৬:৩৫; [১৪:৬] যোহন ১০:৯; ইফি ২:১৮; ইব্রী ১০:২০; [১৪:৬] যোহন ১:১৪; [১৪:৬] দে: যোহন ১:৪; [১৪:৬] প্রেরি ৪:১২;

**১৪:২** আমার পিতার গৃহ। মানুষের সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে পিতা যেখানে থাকেন, মানে স্বর্গ।

বাসস্থান। স্বর্গে সকল বিশ্বাসীদের স্থায়ী বাসস্থানের কথাই আক্ষরিকভাবে বলা হয়েছে। যীশু খুব শীঘ্রই তাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন, সে কারণে তিনি তাদেরকে এই চিরস্থায়ী বাসস্থানের আশ্বাস দিচ্ছেন।

**১৪:৩** পুনর্বাস আসবো। মানুষের জীবনে যীশু বিভিন্নভাবে আসেন, কিন্তু এখানে তাঁর দ্বিতীয়

আগমনকে বোঝানো হয়েছে।

**১৪:৫** পথ কিসে জানবো? থোমা সরল মনের ছিলেন বলেই তিনি যে খ্রীষ্টের নিগূঢ় বাক্য বুঝতে পারেন নি তা অকপটে স্বীকার করেছিলেন।

**১৪:৬** আমিই পথ। অনন্ত জীবন অর্জনের পথ। যীশু খ্রীষ্ট অনেকের মাঝে একটি পথ নন, বরং একমাত্র পথ। প্রাথমিক মণ্ডলীতে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ধর্মকে মাঝে মাঝে ‘পথ’ বলা হত (যেমন, প্রেরিত ৯:২; ১৯:৯, ২৩)।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

তোমরা আমাকে জানতে, তবে আমার পিতাকেও জানতে; এখন থেকে তাঁকে জানছো এবং দেখেছো।

<sup>৫</sup> ফিলিপ তাঁকে বললেন, প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখান, তা-ই আমাদের যথেষ্ট।  
<sup>৬</sup> যীশু তাঁকে বললেন, ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তবুও তুমি আমাকে কি জান না? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকে দেখেছে; তুমি কেমন করে বলছো পিতাকে আমাদের দেখান? <sup>৭</sup> তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতার মধ্যে আছি এবং পিতা আমার মধ্যে আছেন? আমি তোমাদেরকে যেসব কথা বলি, তা নিজের থেকে বলি না; কিন্তু পিতা আমার মধ্যে থেকে তাঁর কাজগুলো সাধন করেন। <sup>৮</sup> আমার কথায় বিশ্বাস কর যে, আমি পিতার মধ্যে আছি এবং পিতা আমার মধ্যে আছেন; তা না হলে অন্ততঃ আমার এই সব কাজের জন্য আমাকে বিশ্বাস কর। <sup>৯</sup> সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, যে আমার উপর বিশ্বাস করে, আমি যেসব কাজ করছি, সেও করবে, এমন কি এসব হতেও বড় বড় কাজ করবে; কেননা আমি পিতার কাছে যাচ্ছি; <sup>১০</sup> আর তোমরা আমার নামে যা কিছু যাচঞা করবে, তা আমি সাধন করবো, যেন পিতা পুত্রে মহিমাম্বিত হন। <sup>১১</sup> যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচঞা কর, তবে আমি তা করবো।

### সত্যের আত্মা শিষ্যদের সহায়

<sup>১২</sup> তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আদেশগুলো পালন করবে। <sup>১৩</sup> আর আমি পিতার কাছে নিবেদন করবো এবং তিনি আর এক জন সহায় তোমাদেরকে দেবেন,

[১৪:৭] যোহন ১:১৮; দে: ১যোহন ২:২৩; [১৪:৮] দে: যোহন ১:৪৩; [১৪:৯] যিশা ৯:৬; যোহন ১:১৪; ১২:৪৫; ২করি ৪:৪; ফিলি ২:৬; কল ১:১৫; ইব্রী ১:৩; [১৪:১০] পদ: ১১, ২০; যোহন ১০:৩৮; ১৭:২১; [১৪:১০] দে: পদ: ২৪; [১৪:১১] যোহন ৫:৩৬; ১০:৩৮; [১৪:১২] মথি ২১:২১; [১৪:১২] লূক ১০:১৭; [১৪:১৩] দে: মথি ৭:৭; [১৪:১৫] পদ: ২১, ২৩; গীত ১০৩:১৮; যোহন ১৫:১০; ১যোহন ২:৩-৫; ৩:২২, ২৪; ৫:৩; ২যোহন ৬; প্রকা ১২:১৭; ১৪:১২; [১৪:১৬] পদ: ২৬; যোহন ১৫:২৬; ১৬:৭;

**১৪:৭ আমাকে ... আমার পিতাকেও।** আরেকবার যীশু পিতা ঈশ্বর ও তাঁর নিজের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা প্রকাশ করছেন। যীশু পিতার এক পূর্ণ প্রত্যাশা এনেছেন, যাতে প্রেরিতগণ তাঁর সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান পেতে পারেন।

**১৪:১০ নিজের থেকে বলি না।** যীশু খ্রীষ্টের মানবীয় উৎস থেকে এই সকল কথা আসে না, বরং সরাসরি ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে আসে। তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্ক রয়েছে।

**১৪:১২ বড় বড় কাজ।** ‘কাজ’ বলতে এখানে ঈশ্বর-দত্ত দায়িত্বের কথা বোঝানো হয়েছে। যীশু পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার পর প্রেরিতরা এই সকল কাজের দায়িত্বভার লাভ করবেন।

**১৪:১৩ আমার নামে।** এই যাচঞা করার অর্থ হচ্ছে যীশু যে কাজ করছিলেন সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে তা চালিয়ে যাওয়া, তাহলে তিনি স্বয়ং সেই দায়িত্ব পালনকারীর সকল আবেদন পূরণ করবেন।

**১৪:১৫ প্রেম কর ... পালন করবে।** বিশ্বাসের মত ভালবাসাও বাধ্যতার অবিচ্ছেদ্য একটি উপকরণ (যাকোব ২:১৪-২৬)।

**১৪:১৬ আর এক সহায়।** যীশু খ্রীষ্টের পরিবর্তে আরেকজন। সহায় শব্দটির গ্রীক প্রতিশব্দ *পেরাক্লিটস*, যার অর্থ পরামর্শদাতা বা মধ্যস্থতাকারী (১ যোহন ২:১ দেখুন)। সহায় বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি কোন সমস্যাস্থ ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা দান করেন। তবে এখানে সহায় বলতে পবিত্র

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যের আত্মা; <sup>১৭</sup> জগৎ তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কেননা সে তাঁকে দেখতে পায় না, তাঁকে জানেও না; তোমরা তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের কাছে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকবেন।

<sup>১৮</sup> আমি তোমাদেরকে অনাথ অবস্থায় রেখে যাব না, আমি তোমাদের কাছে আসছি। <sup>১৯</sup> আর অল্প কাল গেলে জগৎ আর আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে; কারণ আমি জীবিত আছি; এজন্য তোমরাও জীবিত থাকবে। <sup>২০</sup> সেদিন তোমরা জানবে যে, আমি আমার পিতার মধ্যে আছি ও তোমরা আমার মধ্যে আছ এবং আমি তোমাদের মধ্যে আছি। <sup>২১</sup> যে ব্যক্তি আমার আদেশসমূহ পেয়ে সেসব পালন করে, সে আমাকে প্রেম করে; আর যে আমাকে প্রেম করে, আমার পিতা তাকে প্রেম করবেন এবং আমিও তাকে প্রেম করবো, আর নিজেকে তার কাছে প্রকাশ করবো। <sup>২২</sup> তখন যিহূদা-ঈষ্করিয়োতীয় নয়-তাঁকে বললেন, প্রভু, কি হয়েছে যে, আপনি আমাদেরই কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন, আর জগতের কাছে নয়? <sup>২৩</sup> উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, কেউ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে সে আমার বাক্যসমূহ পালন করবে; আর আমার পিতা তাকে প্রেম করবেন এবং আমরা তার কাছে আসবো ও তার সঙ্গে বাস করবো। <sup>২৪</sup> যে আমাকে প্রেম করে না, সে আমার বাক্যসমূহ পালন করে না। আর তোমরা যে বাক্য শুনতে পাচ্ছ, তা আমার নয়, কিন্তু পিতার, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।

<sup>২৫</sup> তোমাদের কাছে থাকতে থাকতেই আমি এসব কথা বললাম। <sup>২৬</sup> কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনি সমস্ত বিষয়ে তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন এবং আমি তোমাদেরকে যা যা বলেছি, সেসব স্মরণ করিয়ে দেবেন। <sup>২৭</sup> শান্তি

[১৪:১৭] যোহন ১৫:২৬; ১৬:১৩; ১যোহন ৪:৬; ৫:৬; [১৪:১৭] ১করি ২:১৪; [১৪:১৮] ১রাজা ৬:১৩; [১৪:১৮] পদ: ৩, ২৮; দে: মথি ১৬:২৭; [১৪:১৯] যোহন ৭:৩৩, ৩৪; ১৬:১৬; [১৪:১৯] যোহন ৬:৫৭; [১৪:২০] যোহন ১৬:২৩, ২৬; [১৪:২০] পদ: ১০, ১১; যোহন ১০:৩৮; ১৭:২১; [১৪:২০] দে: রোমী ৮:১০; [১৪:২১] দে: পদ: ১৫; [১৪:২১] দ্বি:বি ৭:১৩; যোহন ১৬:২৭; ১যোহন ২:৫; [১৪:২২] লুক ৬:১৬; প্রেরি ১:১৩; [১৪:২২] প্রেরি ১০:৪১; [১৪:২৩] দে: পদ: ১৫; [১৪:২৩] দে: রোমী ৮:১০; [১৪:২৪] পদ: ১০; দ্বি:বি ১৮:১৮; যোহন ৫:১৯; ৭:১৬; ৮:২৮; ১২:৪৯, ৫০; [১৪:২৬] পদ: ১৬; যোহন ১৫:২৬; ১৬:৭; [১৪:২৬] প্রেরি ২:৩৩; [১৪:২৬] যোহন ১৬:১৩; ১যোহন ২:২০, ২৭;

আত্মাকে বোঝানো হয়েছে (রোমীয় ৮:২৬-২৭, ৩৪; ইব্রী ৭:২৫ দেখুন)।

**১৪:১৯ কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে।** খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করার কারণে প্রেরিতরা তাঁকে দেখতে পাবেন, কিন্তু এই পৃথিবীর লোকেরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে তারা আর তাঁকে দেখতে পাবে না।

**এজন্য তোমরাও জীবিত থাকবে।** প্রভু যীশু তাঁর ত্রুণীয় মৃত্যুকে বরণ করে আবারও পুনরুত্থিত হয়েছিলেন বলেই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীও নতুন জীবন লাভ করবে।

**১৪:২০ তোমরা আমার মধ্যে ... আমি তোমাদের মধ্যে।** এই উক্তি খ্রীষ্টের দেহ

সম্পর্কে নতুন নিয়মের নিগূঢ়ত্ব তুলে ধরেছে: খ্রীষ্ট মণ্ডলীর মন্তকস্বরূপ এবং মণ্ডলী তাঁর দেহ, যা তাঁর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত (কল ১:২৪-২৭; ইফি ৩: ১-৭ দেখুন)।

**১৪:২১ পালন করে ... প্রেম করে।** খ্রীষ্টের জন্য ভালবাসা এবং তাঁর আদেশ পালন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত (১৫ পদ দেখুন)।

**আমার পিতা ... আমিও।** পুত্র যাকে ভালবাসেন পিতা নিজেও তাকে ভালবাসবেন।

**১৪:২৬ সেসব স্মরণ করিয়ে দেবেন।** মণ্ডলীর জীবনের জন্য এবং নতুন নিয়ম রচনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত কথা প্রেরিতরা যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার মাধ্যমে শুনছেন। খ্রীষ্টের প্রস্থানের পর

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৪ অধ্যায়

আমি তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদেরকে দান করছি; জগৎ যেভাবে দান করে, আমি সেভাবে দান করি না। তোমাদের হৃদয় অস্থির না হোক, ভীতও না হোক।<sup>২৮</sup> তোমরা শুনেছ যে, আমি তোমাদেরকে বলেছি, আমি যাচ্ছি, আবার তোমাদের কাছে আসছি। যদি তোমরা আমাকে প্রেম করতে, তবে আনন্দ করতে যে, আমি পিতার কাছে যাচ্ছি; কারণ পিতা আমার চেয়ে মহান।<sup>২৯</sup> আর এখন, ঘটবার আগে, আমি তোমাদেরকে বললাম, যেন ঘটলে পর তোমরা বিশ্বাস কর।<sup>৩০</sup> আমি তোমাদের সঙ্গে আর বেশি কথা বলবো না; কারণ জগতের অধিপতি আসছে, আর আমার উপর তার কোন ক্ষমতা নেই;<sup>৩১</sup> কিন্তু জগৎ যেন জানতে পায় যে, আমি পিতাকে প্রেম করি এবং পিতা আমাকে যেমন আদেশ দিয়েছেন, আমি তেমনই করে থাকি। উঠ, আমরা এই স্থান থেকে প্রস্থান করি।

[১৪:২৬] যোহন ২:২২; [১৪:২৭] গণনা ৬:২৬; গীত ৮৫:৮; মালা ২:৬; দে: লূক ২:১৪; ২৪:৩৬; যোহন ১৬:৩৩; ফিলি ৪:৭; কল ৩:১৫; [১৪:২৭] পদ: ১; [১৪:২৮] পদ: ২-৪, ১৮; দে: মথি ১৬:২৭; [১৪:২৮] যোহন ৫:১৮; [১৪:২৮] যোহন ১০:২৯; [১৪:২৯] যোহন ১৩:১৯; ১৬:৪; [১৪:৩০] দে: যোহন ১২:৩১; [১৪:৩১] যোহন ১০:১৮; ১২:৪৯।

এসব শিক্ষা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য তারা যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে কোন ধরনের সাহায্য পাবেন না, কিন্তু পবিত্র আত্মা নিজে তাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

**১৪:২৭ শান্তি ... আমারই শান্তি।** এটি ইস্রায়েলীয়দের একটি সাধারণ সম্ভাষণ যা যীশু এখানে প্রেরিতদের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন। শব্দটি খ্রীষ্ট দত্ত পরিত্রাণের কথা বলে, যা তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্য দান করবেন।

**১৪:২৮ পিতা আমার চেয়ে মহান।** অধীনস্তের ভূমিকা প্রকাশ করে যা যীশু মাংসিক মূর্তিমানের আবশ্যিক অংশরূপে গ্রহণ করেন। বিবৃতিটি

অবশ্যই পিতা ও পুত্রের মধ্যে একতার আলোকে বুঝতে হবে (১০:৩০)।

**১৪:৩০ আমার উপর তার কোন ক্ষমতা নেই।** মানুষের উপরে শয়তান তার শক্তি প্রকাশ করতে পারে, কারণ শয়তান মানুষের চেয়ে শক্তিশালী। কিন্তু যেহেতু খ্রীষ্ট নিজেই ঈশ্বর, তাই তাঁর উপর শয়তানের কোন কর্তৃত্ব নেই।

**১৪:৩১ যে রূপ আদেশ দিয়েছেন, আমি সেরূপ করি।** যীশু তাঁর অনুসারীদের বাধ্য থাকার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন (পদ ১৫, ২১, ২৩)।

### যোহন ১৪ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু তার শিষ্যদেরকে পথের বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে বলেন যে, তিনিই পথ, তাঁর মধ্য দিয়ে না গেলে কেউ পিতার কাছে যেতে পারে না। শিষ্যেরা পিতাকে দেখতে চাইলে তিনি নিজেই দেখিয়ে দিয়ে বলেন যে, যারা তাঁকে দেখেছে তাঁরা পিতাকে দেখেছে (১৪:১-১৪)। তিনি পবিত্র আত্মার বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে বলেন যে, আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রকৃত শান্তির শিক্ষা দেন যে শান্তি মাত্র তাঁর কাছেই পাওয়া যায়। তিনি তাদের কাছে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের কথাও প্রকাশ করেন (১৪:১৫-৩১)।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

### যোহন ১৪ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. কি বলে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সান্ত্বনা জানিয়েছিলেন? (১-৪ পদ)
২. খ্রীষ্ট কোথা থেকে এসেছেন ও কোথায় চলে যাচ্ছেন? (৩ পদ)
৩. যীশুর স্বর্গে আরোহণ কিভাবে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের ইঙ্গিত দেয়? (৩ পদ)
৪. থোমা যীশুকে কি প্রশ্ন করেছিলেন? এতে যীশু কি উত্তর দিয়েছিলেন? (৫-৭ পদ)
৫. পিতা ঈশ্বরকে নিয়ে ফিলিপের কি অনুরোধ ছিল? (৮-১১ পদ)
৬. যীশুর পিতার কাছে চলে যাওয়ার ফলে কি হল? (১২ পদ)
৭. ১৩ পদে কাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে?
৮. পিতা ঈশ্বর কাকে যীশু খ্রীষ্টের নামে পাঠিয়ে দিবেন? (১৬, ১৭ পদ)
৯. খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত থাকার অর্থ কি? (২০ পদ; রোমীয় ৮:১ পদ)
১০. ২২ পদে উল্লেখিত যিহূদার প্রশ্নের উত্তর কি?
১১. শিষ্যেরা কিভাবে যীশুর শিক্ষা এতটা মনে রাখতে পেরেছিলেন যখন তারা তা লিখে রাখেন নি? (২৫, ২৬ পদ; ২ পিতর ১:২১ পদ)
১২. পিতা ঈশ্বরের কাছে যীশুর আরোহণে কেন আমাদের আনন্দ করা উচিত? (২৮ পদ)
১৩. ঈশ্বর কিভাবে তাঁর লোকদের সান্ত্বনা দেবেন? (যিশাইয় ৬৬:১৩ পদ)
১৪. বিশ্বাসীদের জন্য সান্ত্বনার আশ্বাস কি? (ইব্রীয় ১৩:৫, ৬ পদ)
১৫. ঈশ্বরের উপস্থিতির আশ্বাস পাওয়ার জন্য বিশ্বাসীদের কি প্রার্থনা হওয়া উচিত? (যিরিমিয় ১৪:৯ পদ)
১৬. বিশ্বাসীদের জীবনে পবিত্র আত্মার ফলগুলো কি কি? (গালাতীয় ৫:২২, ২৩ পদ)

### যীশু খ্রীষ্ট প্রকৃত আঙ্গুরলতা

**১৫**<sup>১</sup> আমি প্রকৃত আঙ্গুরলতা এবং আমার পিতা কৃষক।<sup>২</sup> আমার মধ্যে স্থিত যে কোন শাখায় ফল না ধরে, তা তিনি কেটে ফেলে দেন; এবং যে কোন শাখায় ফল ধরে, তা তিনি পরিষ্কার করেন, যেন তাতে আরও বেশি ফল ধরে।<sup>৩</sup> আমি

[১৫:১] দে: যোহন ৬:৩৫; [১৫:১] গীত ৮০:৮-১১; যিশা ৫:১-৭; [১৫:২] পদ: ৬; দে: মথি ৩:১০; [১৫:২] গীত ৯২:১৪; মথি ৩:৮; ৭:২০; গালা ৫:২২; ইফি ৫:৯; ফিলি ১:১১;

**১৫:১ প্রকৃত আঙ্গুরলতা।** আঙ্গুরলতা পুরাতন নিয়মে অনেকবারই ইস্রায়েলের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন, গীত ৮০:৮-১৬; যিশা ৫:১-৭; যির ২:২১)। কিন্তু যীশুই ‘প্রকৃত আঙ্গুরলতা,’ অর্থাৎ তিনিই খাঁটি ও পবিত্র।

**১৫:২ কেটে ফেলে দেন।** ঈশ্বর কর্তৃক বিচারের কথা বোঝানো হয়েছে (৬ পদের নোট দেখুন)। পরিষ্কার করেন। শাখা-প্রশাখা ছেটে পরিষ্কার করলে ফলের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। নতুন নিয়মে উত্তম ফলের গাছকে ধার্মিক জীবন



## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

তোমাদেরকে যে কথা বলেছি, তার জন্য তোমরা এখন পরিত্রুত আছ।<sup>৪</sup> আমার মধ্যে থাক, আর আমি তোমাদের মধ্যে থাকি; ডাল যেমন আঙ্গুরলতায় যুক্ত না থাকলে নিজে নিজে ফল ধরতে পারে না, তেমনি আমার মধ্যে না থাকলে তোমরাও পার না।<sup>৫</sup> আমি আঙ্গুরলতা, তোমরা শাখা; যে আমার মধ্যে থাকে এবং যাতে আমি থাকি, সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান হয়; কেননা আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না।<sup>৬</sup> কেউ যদি আমার মধ্যে না থাকে, তা হলে শাখার মত তাকে বাইরে ফেলে দেওয়া যায় ও সে শুকিয়ে যায়; এবং লোকে সেগুলো কুড়িয়ে আগুনে ফেলে দেয়, আর সেসব পুড়ে যায়।

<sup>৭</sup> তোমরা যদি আমার মধ্যে থাক এবং আমার বাক্য যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তবে তোমাদের যা ইচ্ছা হয়, যাচঞা করো, তোমাদের জন্য তা করা যাবে।<sup>৮</sup> এতেই আমার পিতা মহিমাম্বিত হন যে, তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হও; আর তোমরা আমার শিষ্য হবে।<sup>৯</sup> পিতা যেমন আমাকে প্রেম করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদেরকে প্রেম করেছি; তোমরা আমার প্রেমে অবস্থিতি কর।<sup>১০</sup> তোমরা যদি আমার আদেশগুলো পালন কর, তবে আমার প্রেমে অবস্থিতি করবে, যেমন আমিও আমার পিতার আদেশগুলো পালন করেছি এবং তাঁর প্রেমে অবস্থিতি করছি।

<sup>১১</sup> এসব কথা তোমাদেরকে বলেছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদের মধ্যে থাকে এবং তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

[১৫:৩] যোহন ১৩:১০; ১৭:১৭; ইফি ৫:২৬; [১৫:৪] দে: যোহন ৬:৫৬; [১৫:৫] পদ: ১৬; [১৫:৬] পদ: ২; যিহি ১৫:৪; দে: মথি ৩:১০; [১৫:৭] পদ: ৪; দে: যোহন ৬:৫৬; [১৫:৭] দে: মথি ৭:৭; [১৫:৮] দে: মথি ৯:৮; [১৫:৮] যোহন ৮:৩১; [১৫:৯] যোহন ১৭:২৩, ২৪, ২৬; [১৫:১০] দে: যোহন ১৪:১৫; [১৫:১১] দে: যোহন ৩:২৯;

হিসেবে দেখানো হয়েছে। উত্তম পরিচর্যাকারী প্রত্যেক শাখার প্রতি দৃষ্টি দেন। সম্পূর্ণরূপে ফলহীন শাখা আঙ্গুরলতায় স্থান লাভের উপযুক্ত না হলেও, তা ছেটে পরিষ্কার করলে আবার নতুন করে ফল দিতে পারে।

**১৫:৪ আমার মধ্যে থাক।** খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়া ও সহভাগিতা পালন ছাড়া বিশ্বাসীদের কোন ফলপ্রসূতা নেই। গাছের সাথে যোগাযোগবিহীন শাখা জীবনহীন।

**১৫:৫ যে আমার মধ্যে থাকে এবং যাতে আমি থাকি।** খ্রীষ্টের সাথে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন চূড়ান্তভাবে প্রয়োজন; এই সম্পর্ক ব্যতীত বিশ্বাসীদের কোন আশা নেই।

**১৫:৬ তাকে বাইরে ফেলে দেওয়া যায় ও সে শুকিয়ে যায়।** যে পাপীদের বিচারে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। যোহন ৬:৩৯ এবং ১০:২৭-২৮ পদ অনুসারে সম্ভবত এখানে প্রকৃত বিশ্বাসীদের কথা বলা হয় নি। সত্যিকার পরিভ্রাণ ফলদায়ক জীবনের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

**১৫:৭ আমার বাক্য যদি তোমাদের মধ্যে থাকে।** খ্রীষ্টের শিক্ষা যদি অন্তরে থাকে তবে সঠিকভাবে প্রার্থনা করা তার পক্ষে সম্ভব এবং সেই প্রার্থনা ফলপ্রসূ হবে।

**১৫:৮ এতেই আমার পিতা মহিমাম্বিত হন।** পিতা পুত্রের কাজে মহিমাম্বিত হন (১৩:৩১-৩২), সেই সাথে তিনি প্রেরিতদের ফল দানেও মহিমাম্বিত হন (মথি ৭:২০; লুক ৬:৪৩-৪৫ দেখুন)। এখানে ফল বলতে বোঝানো হতে পারে— বিশ্বাসীদের (রোমীয় ১:১৩); পবিত্র আত্মার ফল (গালা ৫:২২-২৩) এবং ধার্মিকতার ফল (রোমীয় ৬:২১-২২; ফিলি ১:১১)।

**১৫:১০ যেমন আমিও ... পালন করেছি।** বাধ্যতার প্রতি খ্রীষ্ট তাঁর নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা গুরুত্ব আরোপ করছেন।

**১৫:১১ আমার আনন্দ।** খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী পথ কখনও বিষণ্ণতার নয়, কারণ যীশু খ্রীষ্টের ইচ্ছা তাঁর প্রেরিতরা যেন সব সময় স্বর্গীয় আনন্দে

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

<sup>১২</sup> আমার আদেশ এই, তোমরা পরস্পর প্রেম কর, যেমন আমি তোমাদেরকে প্রেম করেছি। <sup>১৩</sup> কেউ যদি আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেয়, তবে তার চেয়ে বেশি প্রেম কারো নেই। <sup>১৪</sup> আমি তোমাদেরকে যে সমস্ত আদেশ দিচ্ছি, তা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু। <sup>১৫</sup> আমি তোমাদেরকে আর দাস বলি না, কেননা প্রভু কি করেন, দাস তা জানে না; কিন্তু তোমাদেরকে আমি বন্ধু বলেছি, কারণ আমার পিতার কাছে যা যা শুনেছি, সকলই তোমাদেরকে জানিয়েছি। <sup>১৬</sup> তোমরা যে আমাকে মনোনীত করেছ, এমন নয়, কিন্তু আমিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছি; আর আমি তোমাদেরকে নিযুক্ত করেছি, যেন তোমরা গিয়ে ফলবান হও এবং তোমাদের ফল যেন থাকে; যেন তোমরা আমার নামে পিতার কাছে যা কিছু যাচঞা করবে, তা তিনি তোমাদেরকে দেন।

<sup>১৭</sup> এসব তোমাদেরকে আদেশ করছি, যেন তোমরা পরস্পর প্রেম কর।

#### জগৎ বিশ্বাসীদের শত্রু

<sup>১৮</sup> জগৎ যদি তোমাদেরকে ঘৃণা করে, তোমরা তো জান, সে তোমাদের আগে আমাকে ঘৃণা করেছে। <sup>১৯</sup> তোমার যদি জগতের হতে, তবে জগৎ তার নিজের মনে করে তোমাদের ভালবাসত; কিন্তু তোমরা তো জগতের নও, বরং আমি তোমাদেরকে জগতের মধ্যে থেকে মনোনীত করেছি, এজন্য জগৎ তোমাদেরকে ঘৃণা করে। <sup>২০</sup> আমি তোমাদেরকে যা বলেছি, আমার সেই কথা স্মরণে রেখো, ‘দাস তার প্রভু থেকে বড় নয়;’ লোকে যখন আমাকে নির্যাতন করেছে, তখন তোমাদেরকেও নির্যাতন করবে; তারা যদি আমার কথা পালন

[১৫:১২] পদ: ১৭; দে: যোহন ১৩:৩৪; [১৫:১৩] আদি ৪৪:৩৩; যোহন ১০:১১; রোমী ৫:৭, ৮; [১৫:১৪] ইয়োব ১৬:২০; হিভো ১৮:২৪; লুক ১২:৪; [১৫:১৪] মথি ১২:৫০; [১৫:১৫] যোহন ৮:২৬; [১৫:১৬] পদ: ১৯; যোহন ১৩:১৮; [১৫:১৬] পদ: ৫; [১৫:১৬] দে: মথি ৭:৭; [১৫:১৭] পদ: ১২; [১৫:১৮] যিশা ৬৬:৫; যোহন ৭:৭; ১যোহন ৩:১৩; [১৫:১৯] পদ: ১৬; [১৫:১৯] যোহন ১৭:১৪; [১৫:২০] দে: যোহন ১৩:১৬; [১৫:২০] ১তীম ৩:১২;

পরিপূর্ণ থাকেন। প্রেরিতদের আনন্দ যীশু খ্রীষ্টের আনন্দের উপর নির্ভরশীল, যে আনন্দ আত্ম-উৎসর্গমূলক কাজের ফল।

**১৫:১৩ এর চেয়ে বেশি প্রেম কারো নেই।** খ্রীষ্টের ভালবাসা কেবল কথায় নয়, কিন্তু তাঁর উৎসর্গকৃত মৃত্যুতে প্রমাণিত হয়।

**১৫:১৫ দাস ... বন্ধু।** দাস কেবলমাত্র একজন প্রতিনিধি; তার প্রভু যা বলে সে কেবল তা-ই করে থাকে এবং প্রায়ই প্রভুর উদ্দেশ্য না বুঝে করে থাকে। কিন্তু যীশু তাঁর অনুসারীদেরকে তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞাত করেন, এ কারণেই তাঁরা তাঁর বন্ধু।

**আমার পিতার কাছে ... জ্ঞাত করেছি।** যদিও যীশু তাঁর প্রেরিতদেরকে পিতার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানিয়েছেন, তথাপি পবিত্র আত্মার অবতরণের আগ পর্যন্ত তাঁরা তা সম্পূর্ণরূপে

উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি।

**১৫:১৬ আমিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছি।** স্বাভাবিকভাবে একজন লোক গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসে তার অনুসারী হত, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতদের বেলায় তেমনটি ঘটে নি; তিনি নিজেই বরং তাঁদেরকে মনোনীত করেছেন। প্রথমে যীশু আমাদেরকে ফলবান হতে সক্ষম করেন এবং এরপর পিতা আমাদের প্রার্থনা শোনেন।

**১৫:১৮ জগত।** এখানে মানুষ ও তার সৃষ্ট আইন ও রীতি-নীতিকে বোঝানো হয়েছে, যা ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিরোধিতা করে (১:৯ পদের নোট দেখুন)।

**১৫:১৯ তোমরা তো জগতের নও।** বিশ্বাসীদের নতুন জীবন ও সত্তা একমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। তাই বিশ্বাসীগণ কখনোই জগতের হতে পারেন না।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৫ অধ্যায়

করতো, তোমাদের কথাও পালন করতো। <sup>২১</sup> কিন্তু তারা আমার নামের জন্য তোমাদের প্রতি এ সব করবে, কারণ আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তাঁকে তারা জানে না। <sup>২২</sup> আমি যদি না আসতাম ও তাদের কাছে কথা না বলতাম, তবে তাদের পাপ হত না; কিন্তু এখন তাদের পাপ ঢাকবার উপায় নেই। <sup>২৩</sup> যে আমাকে ঘৃণা করে, সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে। <sup>২৪</sup> যেরকম কাজ আর কেউ কখনও করে নি, সেরকম কাজ যদি আমি তাদের মধ্যে না করতাম, তবে তাদের পাপ হত না; কিন্তু এখন তারা আমাকে ও আমার পিতাকে, উভয়কেই দেখেছে এবং ঘৃণা করেছে। <sup>২৫</sup> কিন্তু এরকম হল, যেন তাদের ব্যবস্থায় লেখা এই বাক্য পূর্ণ হয়, “তারা অকারণে আমাকে ঘৃণা করেছে”।

<sup>২৬</sup> যাঁকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার কাছ থেকে বের হয়ে আসেন – যখন সেই সহায় আসবেন – তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। <sup>২৭</sup> আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ তোমরা প্রথম থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।

[১৫:২১] যিশা ৬৬:৫; মথি ৫:১০, ১১; ১০:২২; লূক ৬:২২; প্রেরি ৫:৪১; ১পিত ৪:১৪; প্রকা ২:৩; [১৫:২১] যোহন ১৬:৩; [১৫:২২] যিহি ২:৫; ৩:৭; [১৫:২২] যোহন ৯:৪১; রোমী ১:২০; ২:১; [১৫:২৪] যোহন ৫:৩৬; [১৫:২৪] যোহন ৯:৪১; [১৫:২৫] দে: যোহন ১০:৩৪; [১৫:২৫] গীত ৩৫:১৯; ৬৯:৪; ১০৯:৩; [১৫:২৬] যোহন ১৪:১৬; [১৫:২৬] যোহন ১৪:২৬; ১৬:৭; [১৫:২৬] দে: যোহন ১৪:১৭; [১৫:২৬] ১যোহন ৫:৭; [১৫:২৭] দে: লূক ২৪:৪৮; যোহন ২১:২৪; ১যোহন ১:২; ৪:১৪; [১৫:২৭] দে: লূক ১:২।

**১৫:২১ আমার নামের জন্য ... এ সব করবে।** যেহেতু খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীগণ পৃথিবীর নন, কাজেই তাদের উপরে পৃথিবীর সমস্ত নির্যাতন ও অবিচার নেমে আসবে— এটাই স্বাভাবিক।

**১৫:২২ তাদের পাপ ঢাকবার উপায় নেই।** যিহুদীরা তাদের মাঝে ঈশ্বরের পুত্রকে বরণ করে নেওয়ার মহা সুযোগ পেয়েছিল, যাঁর আগমন সম্পর্কে পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। কিন্তু যীশুকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে তারা সরাসরি দোষী সাব্যস্ত হয়েছে ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ হারিয়েছে।

**১৫:২৬ যিনি পিতার কাছ থেকে বের হয়ে**

আসেন। সম্ভবত পৃথিবীতে পিতা ঈশ্বরের কাজ সম্পাদন করার জন্য পবিত্র আত্মার প্রেরণকে বোঝানো হয়েছে।

**১৫:২৭ তোমরাও সাক্ষী।** বিশ্বাসীগণ পবিত্র আত্মার পরাক্রমে খ্রীষ্টের পক্ষে তাদের সাক্ষ্য বহন করেন, যা বহন করার জন্য তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন।

**প্রথম থেকে।** প্রেরিতগণ যখন খ্রীষ্ট কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন এবং শিক্ষা পেয়েছিলেন, তখন থেকেই তাঁরা তাঁর মহিমার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন।

#### যোহন ১৫ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে আজুর গাছের উপমার সাহায্যে শিক্ষা দেন। তিনি নিজেকে আজুর গাছ ও তাঁর পিতা ঈশ্বরকে আংগুর ক্ষেতের মালী বলে উল্লেখ করেন। তিনি শিষ্যদেরকে আজুর গাছের সঙ্গে যুক্ত থাকার শিক্ষা দেন, কারণ তাঁর সঙ্গে যুক্ত না থাকলে তারা তাদের জীবনে ফল ধরাতে পারবে না। তিনি আবারও একে অন্যকে ভালবাসার উপর জোর দেন (১৫:১-১৭)। প্রভু যীশু এই জগতের বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে বলেন যে, জগৎ

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

বিশ্বাসীদের শত্রু। জগৎ তাকেও ঘৃণা করেছে তাই তাঁর জন্য বিশ্বাসীদেরকেও ঘৃণা করবে (১৫:১৮-২৭)।

### যোহন ১৫ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. খ্রীষ্ট কিভাবে তাঁর, তাঁর পিতার এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যকার সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরার জন্য আংগুর গাছের উদাহরণ তুলে ধরেছিলেন? (১-৬ পদ)
২. কি উদ্দেশ্যে আমরা খ্রীষ্টের সাথে রোপিত হয়েছি? (২ পদ)
৩. ডালপালা যেমন গাছের সাথে যুক্ত থাকে তেমনি খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত থাকার অর্থ কি? (৪ পদ)
৪. কারা তাদের প্রার্থনার উত্তর পাওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিত? (৭ পদ)
৫. এসব কথা বলার একটি মহৎ উদ্দেশ্য কি? (১১ পদ)
৬. কারা খ্রীষ্টের বন্ধু বলে পরিচিত হবে? (১৪ পদ)
৭. যীশু পরবর্তীতে তাঁর শিষ্যদের কি বলে অভিহিত করেছেন? (১৫ পদ)
৮. খ্রীষ্টিয়ানদের সাথে জগতের সম্পর্ক কি? (১৮-২০ পদ)
৯. যারা খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করেছে তাদের পাপ কি ছিল? (২১-২৫ পদ)
১০. কারা খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষী হবে? (২৬, ২৭ পদ)
১১. সেই সাহায্যকারী প্রথমে কি করবেন বলে যীশু বলেছিলেন? (যোহন ১৪:১৬ পদ)

**১৬** <sup>১</sup> এসব কথা তোমাদেরকে বললাম, যেন তোমরা মনে বাধা না পাও। <sup>২</sup> লোকে তোমাদেরকে সমাজ থেকে বের করে দেবে; এমন কি, সময় আসছে, যখন যে কেউ তোমাদেরকে হত্যা করে, সে মনে করবে, আমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপাসনারূপ উৎসর্গ করলাম। <sup>৩</sup> তারা এসব করবে, কারণ তারা না পিতাকে, না আমাকে জানতে পেরেছে। <sup>৪</sup> কিন্তু আমি তোমাদেরকে এসব বললাম, যেন এই সকলের সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন তোমরা স্মরণ করতে পার যে, আমি তোমাদেরকে এসব বলেছি। প্রথম থেকে এসব তোমাদেরকে বলি নি, কারণ আমি তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম।

<sup>৫</sup> কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে এখন যাচ্ছি, আর তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, কোথায় যাচ্ছেন? <sup>৬</sup> কিন্তু তোমাদেরকে এসব বললাম, সেজন্য

[১৬:১] যোহন ১৫:১৮-২৭; [১৬:১] মথি ১১:৬; [১৬:২] যোহন ৯:২২; ১২:৪২; [১৬:২] যিশা ৬৬:৫; জেরি ২৬:৯, ১০; প্রকা ৬:৯; [১৬:৩] যোহন ১৫:২১; ১৭:২৫; ১যোহন ৩:১; [১৬:৪] যোহন ১৩:১৯; ১৪:২৯; [১৬:৪] যোহন ১৫:২৭; [১৬:৫] পদ: ১০, ১৭, ২৮; যোহন ৭:৩৩; [১৬:৫] যোহন ১৩:৩৬; ১৪:৫; [১৬:৬] পদ: ২২;

১৬:৩ না পিতাকে, না আমাকে। খ্রীষ্টকে না ১৬:৫ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, কোথায় জানার অর্থ হচ্ছে পিতার ব্যাপারে অজ্ঞ থাকা। যাচ্ছেন? অভিমানসূচক উক্তি। পিতর এ ধরনের

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

তোমাদের অন্তর দুঃখে পরিপূর্ণ হয়েছে।

### পবিত্র আত্মার কাজ

<sup>৭</sup> তবুও আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের কাছে তাঁকে পাঠিয়ে দেব। <sup>৮</sup> আর তিনি এসে পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে, জগৎকে দোষী করবেন। <sup>৯</sup> পাপের সম্বন্ধে, কেননা তারা আমার উপর বিশ্বাস করে না; <sup>১০</sup> ধার্মিকতার সম্বন্ধে, কেননা আমি পিতার কাছে যাচ্ছি ও তোমরা আর আমাকে দেখতে পাবে না; <sup>১১</sup> বিচারের সম্বন্ধে, কেননা এই জগতের অধিপতিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

<sup>১২</sup> তোমাদেরকে বলবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সেসব সহ্য করতে পার না। <sup>১৩</sup> যখন তিনি, সত্যের আত্মা, আসবেন তখন পথ দেখিয়ে তোমাদেরকে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন; কারণ তিনি নিজের থেকে কিছু বলবেন না, কিন্তু যা যা শোনেন, তা-ই বলবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদেরকে জানাবেন। <sup>১৪</sup> তিনি আমাকে

[১৬:৭] যোহন ১৪:১৬, ২৬; ১৫:২৬; [১৬:৭] যোহন ৭:৩৯; ১৪:২৬; [১৬:৯] যোহন ১৫:২২; [১৬:১০] প্রেরি ৩:১৪; ৭:৫২; রোমী ১:১৭; ৩:২১, ২২; ১পি ৩:১৮; [১৬:১০] দে: পদ: ৫; [১৬:১১] দে: যোহন ১২:৩১; [১৬:১২] মার্ক ৪:৩৩; ১করি ৩:২; [১৬:১৩] দে: যোহন ১৪:১৭; [১৬:১৩] গীত ২৫:৫; যোহন ১৪:২৬;

একটি প্রশ্ন করেছিলেন বটে (যোহন ১৩:৩৬ দেখুন), কিন্তু এরপরেই তিনি অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। পিতার মূলত চিন্তা করছিলেন তাঁর নিজের এবং অন্যান্যদের প্রতি কী ঘটবে সে বিষয়ে, যীশু কোথায় যাচ্ছেন সে বিষয়ে নয়।

**১৬:৭ আমি না গেলে।** যীশু বলেন নি যে, কেন তিনি না যাওয়া পর্যন্ত সেই সহায়, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা আসবেন না। কিন্তু তিনি পরিষ্কারভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যে, ক্রুশে তাঁর প্রায়শ্চিত্তমূলক উৎসর্গ পবিত্র আত্মাকে প্রেরণের আগেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যিক ছিল।

**১৬:৮ তিনি এসে ... জগৎকে দোষী করবেন।** পবিত্র আত্মার পৃথিবীতে যে কাজের জন্য প্রেরিত হবেন।

**১৬:৯ পাপের সম্বন্ধে।** পবিত্র আত্মা কর্তৃক প্রত্যক্ষরূপে দোষী সাব্যস্ত না হলে মানুষ কখনো নিজের পাপ উপলব্ধি করতে পারে না। বিশ্বাস আনাতে তাদের ব্যর্থতা কিংবা অস্বীকৃতিই হচ্ছে তাদের পাপ।

**১৬:১০ ধার্মিকতার সম্বন্ধে।** যে ধার্মিকতা খ্রীষ্টের উৎসর্গকৃত মৃত্যু দ্বারা আনীত হয়েছে। পবিত্র আত্মা ছাড়া আর কেউই এ কথা প্রকাশ করতে

পারে না যে, ঈশ্বরের সামনে ধার্মিকতা সংকর্মের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু ক্রুশের উপর খ্রীষ্টের মৃত্যুর উপর নির্ভর করে।

**কেননা আমি পিতার কাছে যাচ্ছি।** খ্রীষ্টের স্বর্গে আরোহণ, যা তাঁর পরিত্রাণদানকারী কাজের স্বীকৃতি দেয়।

**১৬:১১ বিচারের সম্বন্ধে।** যীশু খ্রীষ্ট শয়তানের পরাজয়ের বিষয়ে বলছেন, যা বিচারের একটি অংশ, কেবল সহজভাবে শয়তানের উপরে বিজয় নয়। ঈশ্বর সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হলেও তিনি ন্যায্যবিচারের সাথে কাজ করেন।

**১৬:১২ তোমরা এখন সেসব সহ্য করতে পার না।** সম্ভবত প্রেরিতরা এখনও যে স্বর্গীয় সত্য জানার জন্য উপযোগী নন।

**১৬:১৩ যা যা শোনেন।** আমাদের বলা হয় নি যে, পবিত্র আত্মা পিতার কাছ থেকে বা পুত্রের কাছ থেকে শুনবেন কি না; তবে অবশ্যই এই উক্তির মধ্য দিয়ে ত্রিভূতের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয় জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

**আগামী ঘটনা।** সম্ভবত খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ প্রত্যাদেশের কথা বোঝানো হয়েছে, যা

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

মহিমাম্বিত করবেন; কেননা যা আমার, তা-ই নিয়ে তোমাদেরকে জানাবেন। <sup>১৫</sup> পিতার যা যা আছে, সকলই আমার; এজন্য বললাম, যা আমার, তিনি তা-ই নিয়ে তোমাদেরকে জানাবেন।

#### দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে

<sup>১৬</sup> অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; এবং আবার অল্পকাল পরে আমাকে দেখতে পাবে। <sup>১৭</sup> এতে শিষ্যদের মধ্যে কয়েক জন পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, উনি আমাদেরকে এ কি বলছেন, ‘অল্প কাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না এবং আবার অল্পকাল পরে আমাকে দেখতে পাবে,’ আর, ‘কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি’। <sup>১৮</sup> অতএব তাঁরা বললেন, ইনি এ কি বলছেন, ‘অল্প কাল’? ইনি কি বলেন, আমরা বুঝতে পারি না। <sup>১৯</sup> যীশু জানলেন যে, তাঁরা তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছেন; তাই তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমি যে বলেছি, অল্প কাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ না এবং আবার অল্পকাল পরে আমাকে দেখতে পাবে, এই বিষয়ে কি পরস্পর জিজ্ঞাসা করছো? <sup>২০</sup> সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা কান্নাকাটি করবে ও বিলাপ করবে, কিন্তু জগৎ আনন্দ করবে; তোমরা দুঃখার্থ হবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে। <sup>২১</sup> প্রসবকালে নারী দুঃখ পায়, কারণ তার সময় উপস্থিত, কিন্তু সন্তান প্রসব করলে পর পৃথিবীতে একটি মানুষ জন্মগ্রহণ করলো, এই আনন্দে তার কষ্টের কথা আর মনে থাকে না। <sup>২২</sup> ভাল, তোমরাও এখন দুঃখ পাচ্ছ, কিন্তু আমি তোমাদেরকে আবার দেখতে পাবো তাতে তোমাদের অন্তর আনন্দিত হবে এবং তোমাদের সেই আনন্দ কেউ

[১৬:১৫] যোহন ১৭:১০; [১৬:১৬] দে: যোহন ৭:৩৩; [১৬:১৬] পদ: ২২; যোহন ১৪:১৮-২৪; [১৬:১৭] পদ: ১৬; [১৬:১৭] পদ: ৫; [১৬:২০] মার্ক ১৬:১০; লূক ২৩:২৭; [১৬:২০] যোহন ২০:২০; [১৬:২১] যিশা ১৩:৮; ২১:৩; ২৬:১৭; মীখা ৪:৯; ১থিষ ৫:৩; [১৬:২২] পদ: ৬; [১৬:২২] পদ: ১৬; [১৬:২২] পদ: ২০; যির ৩১:১২;

প্রেরিতদের রচনাসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে।

**১৬:১৪** তিনি আমাকে মহিমাম্বিত করবেন। পবিত্র আত্মা নিজের প্রশংসা ও মহিমার প্রতি মনযোগী নন; বরং তিনি শুধুমাত্র পিতা ও পুত্রের, অর্থাৎ ঈশ্বরের ও যীশু খ্রীষ্টের গৌরবার্থে কাজ করেন।

**১৬:১৫** পিতার যা যা আছে, সকলই আমার। ত্রিভূত তিন ব্যক্তিত্ব পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তাঁদের কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা এক, সে কারণে পিতা যা করতে পারেন তা পুত্রও করতে পারেন; সেই যোগ্যতা তাঁর আছে।

**১৬:১৬** অল্পকাল। অনেকে মনে করেন যে, প্রথমবার উল্লিখিত অল্পকাল হচ্ছে উক্তিটি করার সময় থেকে ক্রুশারোপণের আগ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়। কিন্তু দ্বিতীয়বার পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত

সময়সীমা, না কি পবিত্র আত্মার অবতরণের আগ পর্যন্ত সময়সীমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে এখানে পুনরুত্থানকেই বোঝানো হয়েছে।

**১৬:২০** কান্নাকাটি করবে ও বিলাপ করবে। ক্রন্দন ও বিলাপের অর্থ গভীর বেদনা ও দুঃখ সহকারে আতঁচিৎকার করে কাঁদা। বিশ্বাসীদের বর্তমান দুঃখ ও শোক তাঁদের অনন্তকালীন আনন্দের পথ সুগম করবে। খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণে পৃথিবী আনন্দ করলেও অল্পকাল পরেই তাদের জন্য মহা আনন্দ অপেক্ষা করছে।

**১৬:২২** আমি তোমাদেরকে আবার দেখতে পাবো। সম্ভবত পুনরুত্থানের পর প্রেরিতদেরকে যীশু খ্রীষ্টের দেখা দেওয়ার ইঙ্গিত।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

তোমাদের থেকে কেড়ে নেবে না। <sup>২৩</sup> আর সেই দিনে তোমরা আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবে না। সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, পিতার কাছে যদি তোমরা কিছু যাচঞা কর, তিনি আমার নামে তোমাদেরকে তা দেবেন। <sup>২৪</sup> এই পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছু যাচঞা কর নি; যাচঞা কর, তাতে পাবে, যেন তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

#### শিষ্যদের জন্য শান্তি

<sup>২৫</sup> আমি উপমা দ্বারা এসব বিষয় তোমাদেরকে বললাম; এমন সময় আসছে, যখন তোমাদেরকে আর উপমা দ্বারা বলবো না, কিন্তু স্পষ্টভাবে পিতার বিষয় জানাবো। <sup>২৬</sup> সেদিন তোমরা আমার নামেই যাচঞা করবে, আর আমি তোমাদেরকে বলছি না যে, আমিই তোমাদের জন্য পিতার কাছে নিবেদন করবো; <sup>২৭</sup> কারণ পিতা নিজে তোমাদেরকে প্রেম করেন, কেননা তোমরা আমাকে প্রেম করেছ এবং বিশ্বাস করেছো যে, আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে বের হয়ে এসেছি। <sup>২৮</sup> আমি পিতা থেকে বের হয়েছি এবং জগতে এসেছি; আবার এই জগৎ পরিত্যাগ করে পিতার কাছে যাচ্ছি।

<sup>২৯</sup> তাঁর শিষ্যেরা বললেন, দেখুন, এখন আপনি স্পষ্টভাবে বলছেন, কোন উপমার মধ্য দিয়ে কথা বলছেন না। <sup>৩০</sup> এখন আমরা জানি, আপনি সকলই জানেন, কেউ যে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তা আপনার দরকার নেই; এতে আমরা বিশ্বাস করছি যে, আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে বের হয়ে এসেছেন। <sup>৩১</sup> যীশু উত্তরে তাঁদেরকে বললেন, এখন বিশ্বাস করছো? <sup>৩২</sup> দেখ, এমন সময় আসছে, বরং এসেছে, যখন তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ

[১৬:২৩] পদ: ২৬; যোহন ১৪:২০; [১৬:২৩] দে: মথি ৭:৭; [১৬:২৪] দে: মথি ৭:৭; [১৬:২৪] দে: যোহন ৩:২৯; [১৬:২৫] পদ: ২৯; গীত ৭৮:২; যিহি ২০:৪৯; মথি ১৩:৩৪; মার্ক ৪:৩৩, ৩৪; যোহন ১০:৬; [১৬:২৫] পদ: ২; [১৬:২৬] পদ: ২৩, ২৪; [১৬:২৭] যোহন ১৪:২১, ২৩; [১৬:২৭] পদ: ৩০; দে: যোহন ১৩:৩; [১৬:২৮] পদ: ৫, ১০, ১৭; যোহন ১৩:৩; [১৬:২৯] দে: পদ: ২৫; [১৬:৩০] ১রাজা ১৭:২৪; [১৬:৩০] পদ: ২৭; দে: যোহন ১৩:৩; [১৬:৩২] পদ: ২, ২৫; [১৬:৩২] মথি ২৬:৩১; [১৬:৩২] মথি ২৬:৫৬; [১৬:৩২] যোহন ৮:১৬, ২৯;

তোমাদের সেই আনন্দ ... কেড়ে নেবে না। পুনরুত্থান স্থায়ীভাবে সমস্ত বিষয়ের পরিবর্তন করবে এবং এমন আনন্দ আনবে যা পৃথিবীর উৎপীড়নে দূর হবে না।

**১৬:২৩ সেই দিনে ... জিজ্ঞাসা করবে না।** সম্ভবত খ্রীষ্ট এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে, খ্রীষ্টের প্রেরিতরা আগে তাঁরই কাছে যাক্ষণ করতেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর তাঁদেরকে সরাসরি পিতার কাছে যাচঞা করতে হবে ও খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনা করতে হবে।

**১৬:২৫ এমন সময় আসছে।** পুনরুত্থানের পরবর্তী সময়, নির্দিষ্টভাবে পঞ্চাশতমীর দিন, যে সময়ের পরে পবিত্র আত্মা দ্বারা যীশু প্রেরিতদের কাছে সত্যকে সহজ করে তুলে ধরবেন। সে সময় পুনরুত্থানের পূর্বকাল দৃষ্টান্তগুলোর অর্থ

প্রেরিতদের কাছে পরিষ্কার হবে।

**১৬:২৬ আমি তোমাদেরকে ... নিবেদন করবো।** ক্রুশাহত ও পুনরুত্থিত প্রভু হিসেবে স্বর্গে খ্রীষ্টের উপস্থিতিই আমাদের জন্য প্রার্থনার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করবে; তাঁকে আমাদের স্বশরীরে প্রয়োজন হবে না।

**১৬:২৭ পিতা নিজে তোমাদেরকে প্রেম করেন।** খ্রীষ্ট ব্যাখ্যা করছেন যে, প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রেরিতরা পিতার কাছে সরাসরি আসতে পারেন, কারণ প্রেরিতরা যীশুকে ভালবাসেন এবং তাঁতে নির্ভর করেন; আর তাই ঈশ্বও প্রেমে পূর্ণ হয়ে যীশু খ্রীষ্টের নামের প্রার্থনা শুনবেন।

**১৬:৩২ তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে।** তখনও প্রেরিতদের বিশ্বাস ছিল, তবে দুর্দশার সময় স্থির থাকার মত যথেষ্ট নয়।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৬ অধ্যায়

স্থানে যাবে এবং আমাকে একাকী পরিত্যাগ করবে; তবুও আমি একা নই, কারণ পিতা আমার সঙ্গে আছেন।<sup>৩৩</sup> এ সব তোমাদেরকে বললাম, যেন তোমরা আমার মধ্যে শান্তি পাও। জগতে তোমরা কষ্ট পাচ্ছ; কিন্তু সাহস কর, আমিই জগৎকে জয় করেছি।

[১৬:৩৩] দে: যোহন ১৪:২৭; [১৬:৩৩] যোহন ১৫:১৮-২১; [১৬:৩৩] রোমী ৮:৩৭; ১যোহন ৪:৪; ৫:৪; প্রকা ২:৭, ১১, ১৭, ২৬; ৩:৫, ১২, ২১; ২১:৭।

১৬:৩৩ আমিই পৃথিবীকে জয় করেছি। খ্রীষ্টের চূড়ান্ত বিজয়ের কথা বলা হয়েছে।

#### যোহন ১৬ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশু তাঁর সব শিষ্যদেরকে সাবধান করেন যেন বিশ্বাসের পথে চলতে তাঁদের মনে যেন কোন বাধা না আসে। তিনি পবিত্র আত্মার আগমনের বিষয়ে ও তাঁর পরিচালনার বিষয়ে শিক্ষা দেন। তিনি তাঁর চলে যাওয়া ও আবার ফিরে আসবার বিষয় নিয়ে শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলেন (১৬:১-১৬)। এরপর তিনি শিষ্যদের সান্ত্বনা দেন। সামনে যে তাদের জন্য নির্যাতন নেমে আসছে তিনি তাঁর কথাও তাদের জানিয়ে দেন। কিন্তু এই দুঃখ-কষ্ট বেশি দিন থাকবে না, পরে তাদের আনন্দ হবে। তাঁরা তাঁর সংগে যুক্ত আছে বলে মনে শান্তি পাবে। তিনি তাদের সাহস হারাতে নিষেধ করেন, কারণ তিনিই জগৎকে জয় করেছেন (১৬:১৭-৩৩)।

#### যোহন ১৬ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. আসন্ন পরীক্ষার কথা কেন শিষ্যদের কাছে বলা হয়েছিল? (১-৪ পদ)
২. কেন যীশুর চলে যাওয়া প্রয়োজন ছিল? (৫-৭ পদ)
৩. লোকেরা পবিত্র আত্মার চেতনা কেন মান্য করবে না? (৯ পদ; যোহন ৩:১৮-২০ পদ)
৪. যীশুর অনুসারীগণ কিভাবে তাঁর মৃত্যুর পরে সত্যে পরিচালিত হবে? (১২, ১৩ পদ)
৫. যীশু তাঁর যাওয়ার বিষয়ে কি বলেছিলেন? (১৬-৩২ পদ)
৬. কেন শিষ্যদের তাঁর স্বর্গারোহণের পর খ্রীষ্টকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করার দরকার হবে না? (২৬, ২৭ পদ)
৭. কেন যীশু এই সমস্ত কথা বলেছিলেন? (৩৩ পদ)
৮. শান্তির বিষয়ে পুরাতন নিয়মের জ্ঞানী ব্যক্তি কি পরামর্শ দিয়েছেন? (ইয়োব ২২:২১ পদ)
৯. পৌলের উপদেশ কি ছিল? (রোমী ১৪:১৯ পদ)
১০. শান্তি প্রসঙ্গে গীতরচকের অভিজ্ঞতা কি বলে? (গীতসংহিতা ১১৯:১৬৫ পদ)
১১. ইয়োব ও পৌল কি ধরনের শান্তির বিষয় উল্লেখ করেছেন? (ফিলীপিয় ৪:৭ পদ)



## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৭ অধ্যায়

### শিষ্যদের জন্য যীশু খ্রীষ্টের প্রার্থনা

**১৭**<sup>১</sup> যীশু এসব কথা বললেন, আর স্বর্গের দিকে চোখ তুলে বললেন, পিতা, সময় উপস্থিত হল; তোমার পুত্রকে মহিমাম্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে মহিমাম্বিত করেন। <sup>২</sup> তুমি তাঁকে মানুষের উপরে কর্তৃত্ব দিয়েছ, যেন, তুমি যে সমস্ত লোকদের তাঁর হাতে দিয়েছ, তিনি তাদেরকে অনন্ত জীবন দেন। <sup>৩</sup> আর এ-ই অনন্ত জীবন যে, তারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে এবং তুমি যাকে পাঠিয়েছ, তাঁকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানতে পায়। <sup>৪</sup> তুমি আমাকে যে কাজ করতে দিয়েছ, তা সমাপ্ত করে আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমাম্বিত করেছি। <sup>৫</sup> আর এখন, হে আমার পিতা, জগৎ সৃষ্টি হবার আগে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তুমি সেই মহিমায় তোমার নিজের কাছে আমাকে মহিমাম্বিত কর।

<sup>৬</sup> জগতের মধ্য থেকে তুমি আমাকে যে লোকদের দিয়েছ, আমি তাদের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করেছি। তারা তোমারই ছিল এবং তাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, আর তারা তোমার বাক্য পালন করেছে। <sup>৭</sup> এখন তারা জানতে পেয়েছে যে, তুমি আমাকে যা কিছু দিয়েছ, সে সবই তোমার কাছ থেকে এসেছে; <sup>৮</sup> কেননা তুমি আমাকে যেসব বাক্য দিয়েছ, তা আমি তাদেরকে দিয়েছি; আর তারা গ্রহণও করেছে এবং সত্যিই জেনেছে যে, আমি তোমার কাছ থেকে এসেছি এবং বিশ্বাস করেছে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ। <sup>৯</sup> আমি তাদেরই জন্য নিবেদন করছি; জগতের জন্য নিবেদন করছি না, কিন্তু যেসব আমাকে দিয়েছ, তাদের জন্য নিবেদন করছি; কেননা তারা তোমারই। <sup>১০</sup> আর আমার সকলই তোমার ও তোমার সকলই আমার; আর আমি তাদের মধ্যে মহিমাম্বিত হয়েছি। <sup>১১</sup> আমি আর জগতে নেই, কিন্তু এরা জগতে রয়েছে এবং আমি তোমার কাছে আসছি। পবিত্র পিতা,

[১৭:১] যোহন ১১:৪১; [১৭:১] দে: মথি ২৬:১৮; [১৭:১] যোহন ১২:২৩; ১৩:৩১, ৩২; [১৭:২] দে: মথি ২৮:১৮; [১৭:২] দে: মথি ২৫:৪৬; [১৭:২] পদ: ৬, ৯, ২৪; দানি ৭:১৪; যোহন ৬:৩৭, ৩৯; [১৭:৩] দে: ফিলি ৩:৮; [১৭:৩] পদ: ৮, ১৮, ২১, ২৩, ২৫; দে: যোহন ৩:১৭; [১৭:৪] যোহন ১৩:৩১; [১৭:৪] দে: যোহন ১৯:৩০; [১৭:৫] পদ: ১; [১৭:৫] ফিলি ২:৬; [১৭:৫] দে: যোহন ১:২; [১৭:৬] পদ: ২৬; যোহন ১:১৮; [১৭:৬] দে: পদ: ২; [১৭:৮] পদ: ১৪, ২৬; দে: যোহন ১৪:২৪; [১৭:৮] দে: যোহন ১৩:৩; [১৭:৮] পদ: ৩, ১৮, ২১, ২৩, ২৫; দে: যোহন ৩:১৭; [১৭:৯] লুক ২২:৩২; [১৭:৯] দে: পদ: ২; [১৭:১০] যোহন ১৬:১৫; [১৭:১১] যোহন ১৩:১; [১৭:১১] পদ: ১৩; যোহন ৭:৩৩;

**১৭:১ স্বর্গের দিকে চোখ তুলে।** প্রার্থনার প্রথাগত ভঙ্গি; যদিও মাঝে মাঝে মাথা নত করে প্রার্থনা করাও রীতি ছিল (মথি ২৬:৩৯ দেখুন)। **পিতা।** যোহন লিখিত সুসমাচারে ঈশ্বর নামটির বিকল্প হিসেবে ১২২ বার এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

**মহিমাম্বিত কর ... মহিমাম্বিত করেন।** পিতার মহিমা ও পুত্রের মহিমা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত; যে মৃত্যু দ্বারা যীশু ঈশ্বরকে মহিমাম্বিত করবেন, তা বিশ্বাসীদের অনন্ত জীবনে নিয়ে যাবে (পদ ২)।

**১৭:৫ তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল।** এই কথাটি যীশু খ্রীষ্টের পূর্ব-অস্তিত্বকে তুলে

ধরে। যীশু পিতার কাছে যাক্ষণ করছেন, যেন তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তাঁর সেই পূর্বকাল মহিমাপূর্ণ অবস্থান তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দেন।

**পৃথিবী।** বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (যোহন ১:৯; ১৭:১৪ পদের নোট দেখুন)। এই প্রার্থনায় “জগৎ” শব্দটি ১৮ বার দেখা যায়।

**১৭:৭ তোমার কাছ থেকে এসেছে।** কেবল যারা পিতাকে যীশুর মধ্য দিয়ে কাজ করতে দেখে, তাদেরই ঈশ্বর সম্পর্কে যথার্থ ধারণা রয়েছে।

**১৭:১১ পবিত্র পিতা।** ঈশ্বরকে সম্বোধনের একটি রূপ, যা কেবল নতুন নিয়মের এই পদে

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৭ অধ্যায়

তোমার নামে তাদেরকে রক্ষা কর, -যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ- যেন তারা এক হয়, যেমন আমরা এক। <sup>১২</sup> তাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে আমি তাদেরকে তোমার নামে রক্ষা করে এসেছি- যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ- আমি তাদেরকে সাবধানে রেখেছি, তাদের মধ্যে কেউ বিনষ্ট হয় নি, কেবল সেই বিনাশ-সন্তান বিনষ্ট হয়েছে, যেন পবিত্র শাস্ত্রের বাক্য পূর্ণ হয়। <sup>১৩</sup> কিন্তু এখন আমি তোমার কাছে আসছি, আর পৃথিবীতে এসব কথা বলছি, যেন তারা আমার আনন্দ তাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পায়। <sup>১৪</sup> আমি তাদেরকে তোমার বাক্য দিয়েছি; আর জগৎ তাদেরকে ঘৃণা করেছে, কারণ তারা জগতের নয়, যেমন আমিও পৃথিবীর নই। <sup>১৫</sup> আমি নিবেদন করছি না যে, তুমি তাদেরকে জগৎ থেকে নিয়ে যাও, কিন্তু তাদেরকে সেই শয়তানের হাত থেকে রক্ষা কর। <sup>১৬</sup> তারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই। <sup>১৭</sup> তাদেরকে সত্যে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ। <sup>১৮</sup> তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ করেছ, তেমনি আমিও তাদেরকে জগতে প্রেরণ করেছি। <sup>১৯</sup> আর তাদের জন্য আমি নিজেকে পবিত্র করি, যেন তারাও সত্যিই পবিত্রীকৃত হয়।

<sup>২০</sup> আর আমি কেবল তাদেরই জন্য নিবেদন করছি তা নয়, কিন্তু এদের কথার মধ্য

[১৭:১১] পদ: ২১-২৩; গীত ১৩৩:১; [১৭:১১] যোহন ১০:৩০; [১৭:১২] দে: যোহন ৬:৩৯; [১৭:১২] যোহন ৬:৭০; [১৭:১২] দে: মথি ১:২২; [১৭:১৩] পদ: ১১; [১৭:১৩] দে: যোহন ৩:২৯; [১৭:১৪] যোহন ১৫:১৯; [১৭:১৪] পদ: ১৬; যোহন ৮:২৩; [১৭:১৫] দে: মথি ৫:৩৭; [১৭:১৬] পদ: ১৪; [১৭:১৭] দে: যোহন ১৫:৩; শামু ৭:২৮; ১রাজা ১৭:২৪; [১৭:১৮] পদ: ৩, ৮, ২১, ২৩, ২৫; দে: যোহন ৩:১৭; [১৭:১৮] যোহন ২০:২১; [১৭:১৯] পদ: ১৭;

দেখা যায় (১ পিতর ১:১৫-১৬; প্রকা ৪:৮; ৬:১০ পদের সাথে তুলনা করুন)।

যেন তারা এক হয়। প্রেরিতদের এই একতা হতে হবে পিতা ও পুত্রের একতার মত দৃঢ়। এখানে মূলত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী মণ্ডলীর ঐক্যের প্রতি আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

**১৭:১২ বিনাশ-সন্তান।** আক্ষরিকভাবে ‘ধ্বংস সাধনকারী’ (২ থি ২:৩ দেখুন)।

**১৭:১৪ তারা পৃথিবীর নয়।** তাদের পৃথিবীবী মন-মানসিকতা নেই, অর্থাৎ ঈশ্বরের সাথে বিরোধিতা নেই; কারণ তারা ‘আত্মা থেকে জাত’ (৩:৮) এবং ‘ঈশ্বরের সন্তান’ (১:১২)।

**১৭:১৫ নিবেদন করছি না যে ... পৃথিবী থেকে নিয়ে যাও।** পৃথিবী হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন করবেন। তাঁদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যীশু তাঁদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন না।

**১৭:১৭ পবিত্র কর।** প্রেরিতরা যেন পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য পৃথকীকৃত হন সেজন্য

অনুরোধ করা হয়েছে।

**১৭:১৮ তুমি যেমন ... প্রেরণ করেছ।** যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজকে তাঁর অনুসারীদের জন্য পালনীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। **পৃথিবীতে প্রেরণ করেছি।** আমরা স্বর্গের জন্য অপেক্ষা করতে পারি, কিন্তু এই পৃথিবীতেই আমাদের কাজ করতে হবে।

**১৭:১৯ আমি নিজেকে পবিত্র করি।** পৃথকীকৃত করা অর্থে বাক্যাংশটি ব্যবহার করা হয়েছে। ‘পবিত্র করা’ বাক্যাংশ দিয়ে পবিত্র উদ্দেশ্যে পুরোহিতদের পৃথকীকরণ (যাত্রা ২৮:৪১) এবং উৎসর্গীকরণের কথা পুরাতন নিয়মে বোঝানো হত (যাত্রা ২৮:৩৮; গণনা ১৮:৯)। এখানে মূলত যীশু খ্রীষ্টের পবিত্র মৃত্যুর কথা বোঝানো হয়েছে।

**যেন তারাও সত্যিই পবিত্রীকৃত হয়।** যীশু খ্রীষ্ট কেবল আমাদেরকে রক্ষা করতে জুশে মৃত্যুবরণ করেন নি, বরং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদেরকে পৃথকীকৃত করতে মৃত্যুবরণ করেছেন।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৭ অধ্যায়

দিয়ে যারা আমার উপর বিশ্বাস করে, তাদের জন্যও করছি; যেন তারা সকলে এক হয়।<sup>২১</sup> পিতা, যেমন তুমি আমার মধ্যে ও আমি তোমার মধ্যে, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে; যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ।<sup>২২</sup> আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়েছ, তা আমি তাদেরকে দিয়েছি; যেন তারাও এক হয়, যেমন আমরা এক;<sup>২৩</sup> আমি তাদের মধ্যে ও তুমি আমার মধ্যে, যেন তারা সিদ্ধ হয়ে এক হয়; যেন জগৎ জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ এবং আমাকে যেমন প্রেম করেছ, তাদেরকেও প্রেম করেছ।<sup>২৪</sup> পিতা, আমার ইচ্ছা এই, আমি যেখানে থাকি, তুমি আমায় যাদেরকে দিয়েছ, তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যেন তারা আমার সেই মহিমা দেখতে পায়, যা তুমি আমাকে দিয়েছ, কেননা জগৎ পত্তনের আগে তুমি আমাকে প্রেম করেছিলেন।

<sup>২৫</sup> ধর্মময় পিতা, জগৎ তোমাকে জানে নি, কিন্তু আমি তোমাকে জানি এবং এরা জেনেছে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ।<sup>২৬</sup> আর আমি এদেরকে তোমার নাম জানিয়েছি ও জানাবো; যেন তুমি যে প্রেমে আমাকে প্রেম করেছ, তা তাদের মধ্যে থাকে এবং আমি তাদের মধ্যে থাকি।

[১৭:২১] যির ৩২:৩৯; [১৭:২১] পদ: ১১; যোহন ১০:৩৮; [১৭:২১] পদ: ৩, ৮, ১৮, ২৩, ২৫; দে: যোহন ৩:১৭; [১৭:২২] যোহন ১:১৪; [১৭:২২] দে: যোহন ১৪:২০; [১৭:২৩] পদ: ৩, ৮, ১৮, ২১, ২৫; দে: যোহন ৩:১৭; [১৭:২৩] যোহন ১৬:২৭; [১৭:২৪] দে: পদ: ২; [১৭:২৪] দে: যোহন ১২:২৬; [১৭:২৪] যোহন ১:১৪; [১৭:২৪] পদ: ৫; দে: মথি ২৫:৩৪; দে: যোহন ১:২; [১৭:২৫] যোহন ১৫:২১; ১৬:৩; [১৭:২৫] পদ: ৩, ৮, ১৮, ২১, ২৩; দে: যোহন ৩:১৭; ১৬:২৭; [১৭:২৬] পদ: ৬; [১৭:২৬] যোহন ১৫:৯।

**১৭:২১ যেন জগৎ বিশ্বাস করে।** বিশ্বাসীদের একতা পৃথিবীর লোকদেরকে প্রভাবিত করবে এবং যীশু খ্রীষ্টের সন্তার সাথে পরিচিত করে তুলবে। বিশ্বাস একতায় চালিত করে এবং তা অন্যদেরকে বিশ্বাস করায় ও বিশ্বাসের পথে নিয়ে আসে।

**১৭:২২ যে মহিমা দিয়েছ।** বিশ্বাসীদের নম্রতা ও সেবা দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হতে হবে, ঠিক যেরূপ খ্রীষ্ট ছিলেন; কারণ তাঁদের উপরেই ঈশ্বরের মহিমা নির্ভর করে।

**যেমন আমরা এক।** পিতা ও পুত্রের ঐক্যকে মানদণ্ড হিসেবে ধরে নিয়ে বিশ্বাসীদের একতাবদ্ধ হতে হবে।

**১৭:২৩ আমি তাদের মধ্যে ও তুমি আমার**

**মধ্যে।** বিশ্বাসীদের মাঝে পুত্র অবস্থান করেন এবং পুত্রের মাঝে পিতা অবস্থান করেন; এভাবেই বিশ্বাসীদের মাঝে ঈশ্বরের অবস্থান করতে পারেন।

**যেন পৃথিবী জানতে পারে।** বিশ্বাসীদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানুষের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসা সকলের কাছে প্রকাশিত হতে হবে, যেন এর উৎস পৃথিবী দেখতে ও জানতে পারে।

**১৭:২৪ আমার সেই মহিমা।** সম্ভবত এখানে যীশু খ্রীষ্টের অনন্তকালীন গৌরব ও মহিমাময় অবস্থানের কথা বোঝানো হয়েছে।

**১৭:২৫ এরা জেনেছে।** তাঁরা ঈশ্বরকে সরাসরি বা ব্যক্তিগতভাবে জানেন নি, কিন্তু তাঁরা এ কথা জেনেছিলেন যে, ঈশ্বর খ্রীষ্টকে পাঠিয়েছেন।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৭ অধ্যায়

### যোহন ১৭ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই সব কথা বলবার পরে যীশু স্বর্গের দিকে তাকিয়ে তাঁর পিতাকে মহিমা প্রকাশ করার প্রার্থনা করেন যেন পুত্রও তাঁর মহিমা প্রকাশ করতে পারেন। তাঁর শিষ্যরা যেন অনন্ত জীবন লাভ করে, কারণ তিনি নিজেই অনন্ত জীবন। তিনি চান যেন তাঁর অনুপস্থিতিতে ঈশ্বর শিষ্যদেরকে রক্ষা করেন। তাদের এই জগতে থাকবার সময়ে যেন তারা তাঁর নামের গুণে রক্ষা পায় সেই প্রার্থনা করেন। তিনি সত্যের দ্বারা পিতার উদ্দেশ্যে তাদের আলাদা করে রাখার নিবেদন করেন। তিনি তাঁর বিনতিতে পিতাকে বলেন যে, তাঁরা যেমন এক তেমনি তাঁর শিষ্যরাও যেন এক হতে পারে। তিনি প্রার্থনা করেন যেন ঈশ্বর সব সময় শিষ্যদের সাথে থাকেন এবং তাঁদেরকে ভালবাসেন (১৭:১-২৬)।

### যোহন ১৭ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. এই অধ্যায় জুড়ে, যীশু কোন কোন বিষয়গুলোর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন?
২. কিসের সময় হয়ে এসেছিল? (১ পদ)
৩. কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি আমাদের জানা দরকার? (৩ পদ)
৪. জগত সৃষ্টির পূর্বে তাঁর পিতার সাথে যীশুর কি সম্পর্ক ছিল? (৫ পদ)
৫. যীশুর বলা প্রত্যেকটি কথার আসল গুরুত্ব কতটুকু? (৭,৮ পদ)
৬. যীশু কিসের শক্তিতে বিশ্বাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন? (১১ পদ)
৭. অবাধ্যতার পুরুষ কে? (১২ পদ)
৮. কোন্ কারণে যীশু তাঁর অনুসারীদের এই জগত থেকে আলাদা রাখতে চান নি? (১৪ পদ)
৯. জগতের প্রতি বিশ্বাসীদের মনোভাব কেমন হবে সেই বিষয়ে যীশু কি বুঝিয়েছেন? (১৬ পদ)
১০. কাদের প্রতি যীশু এই প্রার্থনা করেছেন? (২০ পদ)
১১. পিতা এবং পুত্র যেমন এক, তেমনি বিশ্বাসীদের এক হওয়ার বিষয়ে কি বুঝানো হয়েছে? (২১ পদ)
১২. পিতাকে প্রকাশ করবার পিছনে যীশুর মহৎ উদ্দেশ্য কি ছিল? (২৫,২৬ পদ)

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৮ অধ্যায়

### মহাপুরোহিতের সম্মুখে যীশুর বিচার

**১৮**<sup>১</sup> এই সমস্ত কথা বলে যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বের হয়ে কিদ্রোন স্রোত পার হলেন। সেখানে একটি বাগান ছিল, তার মধ্যে যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা প্রবেশ করলেন।<sup>২</sup> আর যিহূদা, যে তাঁকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল, সে সেই স্থানটি চিনত, কারণ যীশু অনেক বার তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সেই স্থানে একত্র হতেন।<sup>৩</sup> অতএব যিহূদা সৈন্যদলকে এবং প্রধান পুরোহিতদের ও ফরীশীদের কাছ থেকে পদাতিকদেরকে সঙ্গে নিয়ে মশাল, প্রদীপ ও অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে সেখানে আসল।<sup>৪</sup> তখন যীশু, তাঁর প্রতি যা যা ঘটতে যাচ্ছে সমস্ত কিছু জেনে বের হয়ে আসলেন, আর তাদেরকে বললেন, কার খোঁজ করছো? <sup>৫</sup> তারা তাঁকে উত্তরে বললো, নাসরতীয় যীশুর। তিনি তাদেরকে বললেন, আমিই তিনি। আর যিহূদা, যে তাঁকে ধরিয়ে দিচ্ছিল, সে তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল।<sup>৬</sup> তিনি যখন তাদেরকে বললেন, আমিই তিনি, তখন তারা পিছিয়ে গেল ও ভূমিতে পড়ে গেল।<sup>৭</sup> পরে তিনি আবার তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কার খোঁজ করছো? তারা বললো, নাসরতীয় যীশুর।<sup>৮</sup> উত্তরে যীশু বললেন, আমি তো তোমাদেরকে বললাম যে, আমিই তিনি; অতএব তোমরা যদি আমার খোঁজ কর, তবে এদেরকে যেতে দাও; <sup>৯</sup> যেন তিনি এই যে কথা বলেছিলেন, তা পূর্ণ হয়, ‘তুমি আমাকে যেসব লোক দিয়েছ, আমি তাদের কাউকেও হারাই নি।’<sup>১০</sup> তখন শিমোন পিতরের কাছে খড়্গ থাকাতে তিনি তা খুলে মহাপুরোহিতের দাসকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন। সেই দাসের নাম ছিল মন্ক।<sup>১১</sup> তখন যীশু পিতরকে বললেন, খড়্গ খাপে রাখ; আমার পিতা আমাকে যে পানপাত্র দিয়েছেন তাতে আমি কি পান করবো না?

### মহাপুরোহিতের সম্মুখে যীশু খ্রীষ্ট

<sup>১২</sup> তখন সৈন্যদল এবং সহস্রপতি ও যিহূদীদের পদাতিকেরা যীশুকে ধরলো ও তাঁকে বেঁধে প্রথমে হাননের কাছে নিয়ে গেল; <sup>১৩</sup> কারণ যে কাইয়াফা সেই বছর মহাপুরোহিত ছিলেন, এই হানন তাঁর সম্পর্কে শ্বশুর ছিলেন।<sup>১৪</sup> এই সেই কাইয়াফা, যিনি যিহূদীদেরকে

[১৮:১] ২শমু ১৫:২৩; [১৮:১] পদ: ২৬; দে: মথি ২১:১; [১৮:১] মথি ২৬:৩৬; [১৮:২] লুক ২১:৩৭; ২২:৩৯; [১৮:৩] প্রেরি ১:১৬; [১৮:৩] পদ: ১২; [১৮:৪] যোহন ৬:৬৪; ১৩:১, ১১; [১৮:৪] পদ: ৭; [১৮:৫] দে: মার্ক ১:২৪; [১৮:৭] পদ: ৪; [১৮:৯] দে: যোহন ৬:৩৯; [১৮:১১] দে: মথি ২০:২২; [১৮:১২] পদ: ৩; [১৮:১৩] পদ: ২৪; দে: মথি ২৬:৩; [১৮:১৪] যোহন ১১:৪৯-৫১;

**১৮:১** কিদ্রোন স্রোত পার হলেন। যিরূশালেমের পূর্বে অবস্থিত এই নদীটি বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় শুকনো থাকে এবং তা হেঁটেই পার হওয়া যায়। কেবল যোহন এই নদীটির নাম উল্লেখ করেছেন, অন্যান্য সুসমাচারের লেখকেরা গেৎশিমানী বাগানের নাম উল্লেখ করেছেন।

**১৮:৬** ভূমিতে পড়ে গেল। তারা একজন সামান্য তুচ্ছ ব্যক্তিকে থেফতার করার কথা ভেবে এসেছিল, কিন্তু এর পরিবর্তে তারা এক মহিমাম্বিত ব্যক্তির দেখা পেল এবং এ কারণে

তারা অভিভূত হয়ে পড়লো।

**১৮:৮** এদেরকে যেতে দাও। যীশু মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও তাঁর প্রেরিতদের জন্য চিন্তা করছিলেন।

**১৮:১১** পানপাত্র। মূলত যন্ত্রণা (গীত ৭৫:৮; যিহি ২৩:৩১-৩৪) এবং অনেক ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশ করে (যিশা ৫১:১৭,২২; যির ২৫:১৫; প্রকা ১৪:১০; ১৬:১৯)।

**১৮:১৩** হানন। ১৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয়দের দ্বারা পদচ্যুত মহাপুরোহিত; কিন্তু তখনও অনেকের কাছে তিনি প্রকৃত মহাপুরোহিত হিসেবে

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৮ অধ্যায়

এই পরামর্শ দিয়েছিলেন, লোকদের জন্য এক জনের মৃত্যু হওয়াই ভাল।

#### পিতরের অস্বীকার করা

<sup>১৫</sup> আর শিমোন পিতর এবং আর এক জন শিষ্য যীশুর পিছনে পিছনে চললেন। সেই শিষ্য মহাপুরোহিতের পরিচিত ছিলেন এবং যীশুর সঙ্গে মহাপুরোহিতের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন। <sup>১৬</sup> কিন্তু পিতর বাইরে প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে রলেন। অতএব মহাপুরোহিতের পরিচিত সেই অন্য শিষ্য বাইরে এসে দ্বার-রক্ষিকাকে বলে পিতরকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। <sup>১৭</sup> তখন সেই দ্বার-রক্ষিকা পিতরকে বললো, তুমিও কি সেই ব্যক্তির শিষ্যদের এক জন? <sup>১৮</sup> তিনি বললেন, আমি নই। আর দাসেরা ও পদাতিকেরা কয়লার আগুন জ্বালিয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ তখন শীত পড়েছিল, আর তারা আগুন পোহাচ্ছিল; এবং পিতরও তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন।

#### মহাপুরোহিত কাইয়াফা যীশু খ্রীষ্টকে জেরা করেন

<sup>১৯</sup> ইতোমধ্যে মহাপুরোহিত যীশুকে তাঁর শিষ্যদের ও শিক্ষার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। <sup>২০</sup> উত্তরে যীশু তাকে বললেন, আমি স্পষ্টভাবে জগতের কাছে কথা বলেছি; আমি সব সময় সমাজ-গৃহে ও মন্দিরে শিক্ষা দিয়েছি, যেখানে যিহূদীরা সকলে একত্র হয়; গোপনে কিছু বলি নি। <sup>২১</sup> আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর? যারা শুনেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আমি কি বলেছি; দেখ, আমি কি কি বলেছি, এরা জানে। <sup>২২</sup> তিনি এই কথা বললেন, পদাতিকদের এক জন, যে কাছে দাঁড়িয়েছিল, সে যীশুকে চড় মেরে বললো, মহাপুরোহিতকে এমন উত্তর দিলি? <sup>২৩</sup> যীশু তাকে বললেন, যদি মন্দ বলে থাকি, সেই মন্দের সাক্ষ্য দাও; কিন্তু যদি ভাল

[১৮:১৫] দে: মথি ২৬:৩; [১৮:১৫] মথি ২৬:৫৮; মার্ক ১৪:৫৪; লূক ২২:৫৪; [১৮:১৭] পদ: ২৫; [১৮:১৮] যোহন ২১:৯; [১৮:১৮] মার্ক ১৪:৫৪, ৬৭; [১৮:২০] দে: মথি ৪:২৩; [১৮:২০] মথি ২৬:৫৫; [১৮:২০] যোহন ৭:২৬; [১৮:২২] পদ: ৩; [১৮:২২] মথি ১৬:২১; যোহন ১৯:৩; [১৮:২৩] মথি ৫:৩৯; প্রেরি ২৩:২-৫;

শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি ছিলেন।

**১৮:১৫** আর এক জন প্রেরিত। প্রচলিত ধারণা অনুসারে যোহন স্বয়ং। সম্ভবত তিনি মহাপুরোহিতের পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর গৃহে প্রবেশাধিকারও তাঁর ছিল, সে কারণে তিনি পিতরকে ভিতরে আনতে পেরেছিলেন।

**১৮:১৮** পিতরও ... আগুন পোহাচ্ছিলেন। শীতের রাতে যদি তিনি আগুন থেকে দূরে অবস্থান করতেন, তাহলে তিনি খুব সহজে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

**১৮:১৯** যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন। এই পদ্ধতি আইনসম্মত নয়, যেহেতু অভিযোগ উত্থাপনের জন্য প্রথমে সাক্ষীদেরকে ডাকা হত, অভিযুক্তের পক্ষে তার নির্দোষিতা প্রমাণ করা আবশ্যিক ছিল না। সম্ভবত হানন প্রাথমিক অনুসন্ধান হিসেবে এই প্রশ্ন করেছিলেন, বিচারের জন্য নয়।

**১৮:২০** আমি স্পষ্টরূপে পৃথিবীর কাছে কথা বলেছি। খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষী খোঁজা দুরূহ হওয়ার কথা নয়।

**গোপনে কিছু বলি নি।** এ কথা ঠিক যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনেকবারই তাঁর প্রেরিতদের শিক্ষা দিয়েছেন; কিন্তু তিনি গোপনে তাঁদেরকে কোন বিপরীত বা ভ্রান্ত শিক্ষা দেন নি, যা তিনি এখানে বলতে চেয়েছেন।

**১৮:২২ চড় মেরে বললো।** বিচার চলাকালীন আসামীর অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগেই তাকে প্রহার করা বা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা একেবারেই বেআইনী ছিল।

**১৮:২৩ সেই মন্দের সাক্ষ্য দাও।** একটি আইনগত পরিভাষা, যা সঠিক আইনানুগ উপায়ে পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত করে।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৮ অধ্যায়

বলে থাকি, কি জন্য আমাকে মার? <sup>২৪</sup> পরে হানন বাঁধা অবস্থায় তাঁকে কাইয়াফা মহা-পুরোহিতের কাছে প্রেরণ করলেন।

#### পিতরের পুনরায় অস্বীকার

<sup>২৫</sup> শিমোন পিতর দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন। তখন লোকেরা তাঁকে বললো, তুমিও কি ওর শিষ্যদের এক জন? তিনি অস্বীকার করলেন, বললেন, আমি নই। <sup>২৬</sup> মহাপুরোহিতের এক দাস, পিতর যার কান কেটে ফেলেছিলেন, তার এক জন আত্মীয় বললো, আমি কি বাগানে ওর সঙ্গে তোমাকে দেখি নি? <sup>২৭</sup> তখন পিতর আবার অস্বীকার করলেন এবং তৎক্ষণাৎ মোরগ ডেকে উঠলো।

#### পীলাতের সম্মুখে যীশু খ্রীষ্টের বিচার

<sup>২৮</sup> পরে লোকেরা যীশুকে কায়াফার কাছ থেকে খুব ভোরে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল। আর তারা যেন অশুচি না হয়, কিন্তু নিস্তারপর্বের ভোজ ভোজন করতে পারে, এজন্য তারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলো না। <sup>২৯</sup> অতএব পীলাত বাইরে তাদের কাছে গেলেন ও বললেন, তোমরা এই ব্যক্তির উপরে কি দোষারোপ করছো? <sup>৩০</sup> তারা উত্তরে তাঁকে বললো, এ যদি দুষ্কর্মকারী না হত, আমরা আপনার হাতে একে তুলে দিতাম না। <sup>৩১</sup> তখন পীলাত তাদেরকে বললেন, তোমরাই ওকে নিয়ে যাও এবং তোমাদের ব্যবস্থা মতে ওর বিচার কর। যিহূদীরা তাঁকে বললো, কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে আমাদের অধিকার নেই— <sup>৩২</sup> যেন

[১৮:২৪] পদ: ১৩; দে: মথি ২৬:৩; [১৮:২৫] পদ: ১৮; [১৮:২৫] পদ: ১৭; [১৮:২৬] পদ: ১০; [১৮:২৬] পদ: ১; [১৮:২৭] যোহন ১৩:৩৮; [১৮:২৮] দে: মথি ২৭:২; [১৮:২৮] পদ: ৩৩; যোহন ১৯:৯; [১৮:২৮] যোহন ১১:৫৫;

**১৮:২৫** লোকেরা তাঁকে বললো। আগুনের চার পাশে যে সমস্ত দাসেরা জড়ো হয়েছিল, তারা পিতরকে প্রশ্ন করেছিল।

**১৮:২৬** একজন আত্মীয়। মহাপুরোহিতের দাস মঞ্চের এই আত্মীয় যীশুকে গ্রেফতারকারী দলের সাথে ছিল, এ কারণেই সে বাগানের আবছা আলোতে পিতরকে দেখেও আংশিক মনে রেখেছিল।

**১৮:২৮** রাজপ্রাসাদ। রোমীয় শাসনকর্তা বা গভর্নরের সরকারী বাসভবন।

যেন নাপাক না হয়। অযিহূদীদের গৃহে প্রবেশ করলে যিহূদীরা নিজেদেরকে নাপাক বলে গণ্য করতো।

নিস্তারপর্বের ভোজ ভোজন করতে পারে। এ কথা বোঝানো হয় নি যে, নিস্তারপর্বের ভোজের সময় এখনও আসে নি, যে ভোজ যীশু এর আগের রাতেই ভোজন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নিস্তারপর্ব এবং খামিহীন রুটির পর্ব একসাথে

প্রায় সাত দিন ধরে চলতো এবং প্রতি রাতেই ভোজের আয়োজন করা হত।

**১৮:২৯** পীলাত। রোমীয় শাসনকর্তা।

কি দোষারোপ করছো? সাধারণত বিচারের শুরুতে এ ধরনের প্রশ্ন করা হত; কিন্তু এর উত্তর দেয়া কঠিন ছিল, কারণ যিহূদীদের এমন কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ ছিল না যার জন্য তাদেরকে রোমীয় আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে।

**১৮:৩১** তোমরাই ওকে নিয়ে যাও। অন্য কথায়, কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ না থাকলে রোমীয় আইন অনুসারে এর বিচার করা যাবে না।

কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে আমাদের অধিকার নাই। লোকেরা কোন বিচার চায় নি, কিন্তু তারা সরাসরি যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুদণ্ড চেয়েছিল; সেই কারণে তারা তাদের অক্ষমতার কথা অকপটে প্রকাশ করলো।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৮ অধ্যায়

যীশুর সেই কথা পূর্ণ হয়, যা বলে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর কি রকম মৃত্যু হবে।

৩৩ তখন পীলাত আবার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন এবং যীশুকে ডেকে তাঁকে বললেন, তুমিই কি যিহূদীদের রাজা? ৩৪ উত্তরে যীশু বললেন, তুমি কি এই কথা নিজের থেকে বলছো? না অন্যেরা আমার বিষয়ে তোমাকে এই কথা বলে দিয়েছে? ৩৫ পীলাত উত্তরে বললেন, আমি কি যিহূদী? তোমার স্বজাতির লোকেরা ও প্রধান পুরোহিতেরাই আমার কাছে তোমাকে তুলে দিয়েছে; তুমি কি করেছ? ৩৬ উত্তরে যীশু বললেন, আমার রাজ্য এই জগতের নয়; যদি আমার রাজ্য এই জগতের হত, তবে আমার অনুচরেরা প্রাণপণ করতো, যেন আমি যিহূদীদের হাতে না পড়ি; কিন্তু আমার রাজ্য তো এখানকার নয়। ৩৭ তখন পীলাত তাঁকে বললেন, তবে তুমি কি রাজা? উত্তরে যীশু বললেন, তুমিই বলছো যে, আমি রাজা। আমি এজন্যই জন্মগ্রহণ করেছি ও এজন্য জগতে এসেছি, যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিই। যে কেউ সত্যের, সে আমার কথা শোনে। ৩৮ পীলাত তাঁকে বললেন, সত্য কি?

#### যীশু খ্রীষ্টকে মৃত্যুদণ্ড দান

এই কথা বলে তিনি আবার বাইরে যিহূদীদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে বললেন, আমি তো এর কোনই দোষ পাচ্ছি না। ৩৯ কিন্তু তোমাদের এমন এক রীতি আছে যে, আমি নিস্তারপর্বের সময়ে তোমাদের জন্য এক ব্যক্তিকে ছেড়ে দিই; ভাল, তোমরা কি ইচ্ছা কর

[১৮:৩২] মথি ২০:১৯; ২৬:২; যোহন ৩:১৪; ৮:২৮; ১২:৩২, ৩৩; [১৮:৩৩] পদ: ২৮, ২৯; যোহন ১৯:৯; [১৮:৩৪] লুক ২৩:৩; দে: মথি ২:২; [১৮:৩৬] দে: মথি ৩:২; [১৮:৩৬] মথি ২৬:৫৩; [১৮:৩৬] লুক ১৭:২১; যোহন ৬:১৫; [১৮:৩৭] যোহন ৩:৩২; [১৮:৩৭] যোহন ৮:৪৭; ১যোহন ৪:৬; [১৮:৩৮] দে: লুক ২৩:৪;

১৮:৩২ তাঁর কী প্রকার মৃত্যু হবে। যিহূদীরা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতো পাথর নিক্ষেপ করে, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করবেন ক্রুশারোপিত হয়ে, যার মধ্য দিয়ে তিনি সকলের পাপের অভিষাপ বহন করবেন।

১৮:৩৬ আমার রাজ্য। যীশু একমত হন যে, তাঁর একটি রাজ্য আছে; কিন্তু এটি কোন পৃথিবীবী রাজ্য নয়, যেখানে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য রয়েছে। এটি মানুষের দ্বারা নির্মিত নয় এবং কোন সামরিক শক্তি দ্বারা চালিত হয় না।

১৮:৩৭ তবে তুমি কি রাজা? আত্মিক রাজ্য পীলাতের কাছে অজানা। যীশু এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর আত্মিক রাজ্যের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে তুলেছেন। পৃথিবীর রাজ্যের সাথে তুলনা করে আত্মিক রাজ্য সম্পর্কে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

১৮:৩৮ সত্য কী? হতে পারে পীলাত ঠাট্টা

করছিলেন এবং বলতে চাচ্ছিলেন, “সত্যে কী আসে যায়?” অথবা তিনি হয়তো গুরুত্ব সহকারেই বলেছিলেন, “সত্য পাওয়া এত সহজ নয়। সত্য আসলে কী?” তবে এটি স্পষ্ট যে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যীশু কোন বিদ্রোহী নন।

আমি তো এর কোনই দোষ পাচ্ছি না। খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে কোন অপরাধই গ্রহণযোগ্য ছিল না, পীলাত নিজেও তা বুঝতে পারছিলেন।

১৮:৩৯ তোমাদের এমন এক রীতি আছে। বিশেষ উপলক্ষে কারাবন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হত।

ইহুদীদের রাজাকে ছেড়ে দেব? পীলাত আশা করেছিলেন যে, উপাধিটি উচ্চারণ করলে লোকেরা প্রভাবিত হবে এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবে।



### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৮ অধ্যায়

যে, আমি তোমাদের জন্য যিহূদীদের রাজাকে ছেড়ে দেব? <sup>৪০</sup> তারা আবার চেষ্টা করে বললো, একে নয়, কিন্তু বারাব্বাকে। সেই বারাব্বা এক জন দস্যু ছিল।

[১৮:৪০] প্রেরি ৩:১৪।

১৮:৪০ বারাব্বা। একজন বিদ্রোহী ও খুনী। অর্থাৎ ‘পিতার পুত্র’।  
নামটি অরামীয় ভাষার; এর অর্থ ‘আব্বার পুত্র,’

#### যোহন ১৮ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এরপর প্রভু যীশু এবং তাঁর শিষ্যেরা কিদ্রোণ উপত্যকায় একটি বাগানে যান। এই সময় যিহূদা সৈন্যদেরকে নিয়ে এই বাগানে প্রভু যীশুকে ধরতে আসে। প্রভু যীশু অবশ্যই জানেন যে, এই সব কিছু তাঁর প্রতি ঘটে চলেছে। পিতর একটু অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেও প্রভু দ্রুত পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণে আনেন। এরপর রক্ষী-সৈন্যেরা এবং মন্দিরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা প্রভু যীশুকে আটক করে তাঁকে নিয়ে যান (১৮:১-১৪)। তারা প্রথমে তাঁকে হাননের বাড়িতে নিয়ে যায়। পিতর প্রভু যীশুকে অনুসরণ করে সেখানে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি যে তাদের এক জন, তা অস্বীকার করেন। এভাবে তিনি তিনবার অস্বীকার করেন। আর তখন প্রভুর কথামত মোরগ ডেকে ওঠে (১৮:১৫-২৭)। সেখান থেকে সৈন্যেরা যীশুকে বিচারের জন্য শাসনকর্তা পন্টীয় পীলাতের কাছে নিয়ে যায়। প্রভু যীশু কি করছেন, তা পীলাত জানতে চান। পীলাত প্রভু যীশুকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চান যে, তিনি “যিহূদীদের রাজা” কি না? প্রভু যীশু তাঁকে জবাব দেন যে, তাঁর রাজত্ব এই পৃথিবীতে নয়। পীলাত ধর্মীয় নেতাদের বলেন যে, তিনি প্রভু যীশুর কোন দোষ দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু লোকেরা চিৎকার করে তাঁকে ক্রুশে দিতে বলতে থাকে (১৮:২৮-৪০)।

#### যোহন ১৮ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যখন যীশুর কষ্টভোগের সময় এসে পড়েছিল, তখন নিজেকে উপস্থাপনের বিষয়ে তাঁর কি ধরনের অনুভূতি হয়েছিল? (৪ পদ; লুক ৯:৫১ পদ)
২. যীশু কোন কারণে তাঁর নিজের উপর ঘটা ঘটনায় শিষ্যদের জড়াতে চাইলেন না? (৭,৮ পদ)
৩. তাঁর গ্রেফতারের পর যীশুকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? (১২-১৪ পদ)
৪. পিতর যীশুকে অস্বীকার করার ঘটনাটির সার-সংক্ষেপ করুন। (১৫-১৮ পদ)
৫. মহাপুরোহিতের সামনে যীশুকে জিজ্ঞাসাবাদের বিবরণ দিন। (১৯-২৪ পদ)
৬. কেন তারা যীশুকে পীলাতের সামনে নিয়ে আসল? (৩১ পদ)
৭. যীশুর রাজ্যের বিষয়ে পীলাতের কি প্রশ্ন ছিল? (৩৩ পদ)

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৯ অধ্যায়

৮. যীশু তাঁর রাজ্যের বিষয়ে কি বলেছিলেন? (৩৬ পদ)
৯. যীশু কেন এই জগতে এসেছিলেন? (৩৭ পদ)
১০. পীলাতের রায় কি ছিল? (৩৮ পদ)
১১. মানুষের কাছ থেকে যীশু কেমন ব্যবহার পাবে সে বিষয়ে ভাববাদীগণ কি বর্ণনা দিয়েছেন? (যিশাইয় ৫৩:৩ পদ)
১২. কাদের জন্য খ্রীষ্ট কষ্টভোগ করলেন? এতে কারা উপকার লাভ করলো? (যিশাইয় ৫৩:৫ পদ)
১৩. যীশুর নম্র স্বভাবকে ভাববাদীগণ কিভাবে বর্ণনা করেছেন? (যিশাইয় ৫৩:৭ পদ)

**১৯** <sup>১</sup> তখন পীলাত যীশুকে নিয়ে কশাঘাতে প্রহার করালেন। <sup>২</sup> আর সৈন্যেরা কাঁটার মুকুট গেঁথে তাঁর মাথায় দিল এবং তাঁকে বেগুনে কাপড় পরালো; <sup>৩</sup> আর তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল, যিহূদী-রাজ, ‘মঙ্গল হোক’ এবং তাঁকে চড় মারতে লাগল। <sup>৪</sup> তখন পীলাত আবার বাইরে গেলেন ও লোকদেরকে বললেন, দেখ, আমি একে তোমাদের কাছে বাইরে আনলাম, যেন তোমরা জানতে পার যে, আমি এর কোনই দোষ পাচ্ছি না। <sup>৫</sup> যীশুকে সেই কাঁটার মুকুট ও বেগুনে কাপড় পরিয়েই বাইরে আনলেন, আর পীলাত লোকদেরকে বললেন, দেখ, এই সেই মানুষ। <sup>৬</sup> তখন যীশুকে দেখেই প্রধান পুরোহিতেরা ও পদাতিকেরা চৈতন্যে বললো, ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও। পীলাত তাদেরকে বললেন, তোমরা নিজেরা একে নিয়ে ক্রুশে দাও; কেননা আমি এর কোন দোষ পাচ্ছি না। <sup>৭</sup> যিহূদীরা তাঁকে উত্তরে বললো, আমাদের একটি ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থা অনুসারে তার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, কারণ সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করেছে।

[১৯:১] দ্বি:বি ২৫:৩; যিশা ৫০:৬; ৫৩:৫; মথি ২৭:২৬; [১৯:৩] মথি ২৭:২৯; [১৯:৩] যোহন ১৮:২২; [১৯:৪] যোহন ১৮:৩৮; [১৯:৪] পদ: ৬; দে: লুক ২৩:৪; [১৯:৫] পদ: ২; [১৯:৬] প্রেরি ৩:১৩; [১৯:৬] পদ: ৪; দে: লুক ২৩:৪; [১৯:৭] লেবী ২৪:১৬; [১৯:৭] মথি ২৬:৬৩-৬৬; যোহন ৫:১৮; ১০:৩৩;

**১৯:১** কশাঘাতে প্রহার করালেন। পীলাত আশা করছিলেন যে, যীশুকে প্রহার করলে যিহূদীরা সন্তুষ্ট হবে এবং তখন তারা যীশুকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সমর্থন জানাবে।

**১৯:২** কাঁটার মুকুট। যে কোন ধরনের কাঁটায়ুক্ত গাছ দিয়ে তৈরি মুকুট।

**বেগুনে কাপড়।** রাজকীয় ব্যক্তিবর্গ এই রংয়ের কাপড় পরতেন।

**১৯:৬** তোমরা নিজেরা একে নিয়ে ক্রুশে দাও। অতিশয় বিরক্ত হয়ে পীলাত এই উক্তি

করেছিলেন, কারণ যিহূদীরা অযৌক্তিকভাবে নাছোড়বান্দার মত বারবার যীশুর মৃত্যুদণ্ড দাবী করছিল।

**আমি এর কোন দোষ পাচ্ছি না।** তৃতীয়বারের মত পীলাত যীশু খ্রীষ্টের নির্দোষিতা ঘোষণা করলেন।

**১৯:৭** ব্যবস্থা অনুসারে। স্পষ্টত ঈশ্বরনিন্দা করার শাস্তির কথা বলা হচ্ছে (লেবীয় ২৪: ১৬)।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৯ অধ্যায়

<sup>৮</sup> পীলাত যখন এই কথা শুনলেন, তিনি আরও ভয় পেলেন। <sup>৯</sup> তিনি আবার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন ও যীশুকে বললেন, তুমি কোথা থেকে এসেছো? <sup>১০</sup> কিন্তু যীশু তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না। অতএব পীলাত তাঁকে বললেন, আমার সঙ্গে কেন কথা বলছো না? তুমি কি জান না যে, তোমাকে ছেড়ে দেবার ক্ষমতা আমার আছে এবং তোমাকে ক্রুশে দেবার ক্ষমতাও আমার আছে? <sup>১১</sup> উত্তরে যীশু বললেন, যদি উপর থেকে তোমাকে দেওয়া না হত, তবে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন ক্ষমতা থাকতো না; এজন্য যে ব্যক্তি তোমার হাতে আমাকে তুলে দিয়েছে, তারই পাপ বেশি। <sup>১২</sup> এই জন্য পীলাত তাঁকে ছেড়ে দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু যিহূদীরা চেষ্টায়ে বললো, আপনি যদি ওকে ছেড়ে দেন, তবে আপনি সম্রাটের বন্ধু নন; যে কেউ নিজেকে রাজা করে তোলে, সে সম্রাটের বিপক্ষে কথা বলে।

<sup>১৩</sup> এই কথা শুনে পীলাত যীশুকে বাইরে আনলেন এবং শিলাস্তরণ নামক স্থানে বিচারাসনে বসলেন; সেই স্থানের ইব্রীয় নাম গব্বথা। <sup>১৪</sup> সেদিন নিস্তারপর্বের আয়োজন দিন; বেলা অনুমান ছয় ঘটিকা। পীলাত যিহূদীদেরকে বললেন, দেখ, তোমাদের রাজা। <sup>১৫</sup> তাতে তারা চেষ্টায়ে বললো, দূর কর, দূর কর, ওকে ক্রুশে দাও। পীলাত তাদেরকে বললেন, তোমাদের রাজাকে কি ক্রুশে দেব? প্রধান পুরোহিতেরা উত্তরে বললো, সীজার

[১৯:৯] যোহন ১৮:৩৩; [১৯:৯] দে: মার্ক ১৪:৬১; [১৯:১১] দে: রোমী ১৩:১; [১৯:১১] যোহন ১৮:২৮-৩০; প্রেরি ৩:১৩; [১৯:১২] লুক ২৩:২; [১৯:১৩] মথি ২৭:১৯; [১৯:১৩] দে: যোহন ৫:২; [১৯:১৪] মথি ২৭:৬২; [১৯:১৪] মার্ক ১৫:২৫; [১৯:১৪] পদ: ১৯, ২১;

**১৯:৮ আরও ভয় পেলেন।** পীলাত সত্যিকারভাবে একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং এই হুমকি তাঁকে ভীত করেছিল।

**১৯:৯ যীশু তাকে কোন জবাব দিলেন না।** কারণটি পরিষ্কার নয়, কিন্তু যীশু অন্যান্য প্রশ্নের তাত্ক্ষণিক জবাব দিয়েছিলেন। হয়তো পীলাত উত্তরটি বুঝতে পারবেন না অথবা বিশ্বাস করবেন না বলেই যীশু তাকে জবাব দেন নি।

**১৯:১০ ক্ষমতা আমার আছে।** পীলাত তাঁর কর্তৃত্ব সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন যীশুকে ক্রুশে দেয়ার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্বের কথা নির্দেশ করে।

**১৯:১১ উপর থেকে।** সকল পার্থিব কর্তৃত্ব চূড়ান্তভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে।

**তারই পাপ বেশি।** কায়াফার পাপ; যিহূদার নয়, যে কেবল উপকরণ হিসেবে কাজ করেছে। তবে ‘বেশি’ শব্দটি যুক্ত করায় এটি স্পষ্ট হয় যে, পীলাতও পাপ করেছিলেন।

**সম্রাটের বন্ধু।** কিছু কিছু লোকের “সম্রাটের বন্ধু” নামের সরকারী পদমর্যাদা ছিল; কিন্তু সম্রাট

বত পরিভাষাটি এখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। পীলাতকে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, যদি তিনি যীশুকে ছেড়ে দেন তাহলে সম্রাটের কাছে পীলাতের নামে অভিযোগ করা হবে।

**১৯:১৩ শিলাস্তরণ।** হিব্রু ভাষায় *গব্বথা* নামে পরিচিতি স্থান, যার অর্থ ‘পাহাড়ের সন্ধান’।

**১৯:১৪ আয়োজন দিন।** স্বাভাবিকভাবে শুক্রবারে লোকেরা বিশ্রামবারের জন্য প্রস্তুতি নিত। এখানে বিশেষভাবে নিস্তারপর্বের সপ্তাহের শুক্রবারের কথা বোঝানো হয়েছে।

**ছয় ঘটিকা।** সম্ভবত সকাল ৬টা। মার্ক ১৫:২৫ পদ অনুসারে যীশুকে সকাল নটার সময় ক্রুশে দেওয়া হয়। যোহন রোমীয় মান অনুসারে সময় উল্লেখ করেছেন, যে মান অনুসারে পীলাতের সামনে খ্রীষ্টের বিচার সম্পন্ন হয় সকাল ৬টায় এবং তাঁকে ক্রুশারোপিত করা হয় সকাল ৯টায়; যিহূদী মান অনুসারে তৃতীয় প্রহর (মার্ক ১৫:৩৩ দেখুন)।

**দেখ, তোমাদের রাজা।** পীলাত সম্বোধনটি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে না করলেও, নিজের

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৯ অধ্যায়

ছাড়া আমাদের অন্য রাজা নেই। <sup>১৬</sup> তখন তিনি যীশুকে তাদের হাতে তুলে দিলেন, যেন তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়।

### ক্রুশের উপর যীশু খ্রীষ্ট

<sup>১৭</sup> তখন তারা যীশুকে নিল; এবং তিনি নিজে ক্রুশ বহন করতে করতে বের হয়ে মাথার খুলি নামক স্থানে গেলেন। ইব্রীয় ভাষায় সেই স্থানকে গল্গথা বলে। <sup>১৮</sup> সেখানে তারা তাঁকে ক্রুশে দিল এবং তাঁর সঙ্গে আর দুই জনকে দুই পাশে ও মধ্যস্থানে যীশুকে দিল। <sup>১৯</sup> আর পীলাত একখানি দোষপত্র লিখে ক্রুশের উপরিভাগে লাগিয়ে দিলেন। তাতে এই কথা লেখা ছিল, ‘নাসরতীয় যীশু, যিহূদীদের রাজা।’ <sup>২০</sup> তখন যিহূদীরা অনেকে সেই দোষপত্র পাঠ করলো, কারণ যেখানে যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেই স্থান নগরের সন্নিকট এবং সেটি ইব্রীয়, রোমীয় ও গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল। <sup>২১</sup> অতএব যিহূদীদের প্রধান পুরোহিতেরা পীলাতকে বললো, ‘যিহূদীদের রাজা,’ এমন কথা লিখবেন না, কিন্তু লিখুন যে, এই ব্যক্তি বলতো, আমি যিহূদীদের রাজা।’ <sup>২২</sup> পীলাত উত্তরে বললেন, যা লিখেছি, তা লিখেছি।

<sup>২৩</sup> যীশুকে ক্রুশে দেবার পরে সৈন্যেরা তাঁর কাপড়গুলো নিয়ে চার ভাগ করে প্রত্যেক সৈন্যকে এক এক ভাগ দিল এবং জামাও নিল; ঐ জামায় কোন সেলাই ছিল না, উপর থেকে সমস্তটাই বোনা ছিল। <sup>২৪</sup> অতএব তারা পরস্পর বললো, এটি চিরব না, এসো, আমরা গুলিবাঁট করে দেখি, এটি কার হবে; যেন পবিত্র শাস্ত্রের এই বাক্য পূর্ণ হয়, “তারা নিজেদের মধ্যে আমার কাপড়গুলো ভাগ করলো, আর আমার কাপড়ের জন্য গুলিবাঁট

[১৯:১৬] মথি ২৭:২৬; মার্ক ১৫:১৫; লুক ২৩:২৫; [১৯:১৭] আদি ২২:৬; লুক ১৪:২৭; ২৩:২৬; [১৯:১৭] লুক ২৩:৩৩; [১৯:১৭] দে: যোহন ৫:২; [১৯:১৮] লুক ২৩:৩২; [১৯:১৯] দে: মার্ক ১:২৪; [১৯:১৯] পদ: ১৪, ২১; [১৯:২০] ইব্রী ১৩:১২; [১৯:২১] পদ: ১৪; [১৯:২৪] পদ: ২৮, ৩৬, ৩৭; দে: মথি ১:২২; [১৯:২৪] গীত ২২:১৮;

অজান্তেই তিনি এক অকাট্য সত্য ঘোষণা করেছেন।

**১৯:১৭ ক্রুশ।** প্রচলিত † আকৃতির ক্রুশ।

**নিজে ক্রুশ বহন করতে করতে ... গেলেন।** মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি দণ্ডদেশ কার্যকর করার স্থান পর্যন্ত তার ক্রুশের কাঠ বহন করতো। পথের মাঝে যীশু ক্রুশ বহন করতে অসমর্থ হয়ে পড়ায় কুরীণীয় শিমন যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ তুলে নিয়েছিলেন এবং পথের শেষ পর্যন্ত তা বহন করেছিলেন (মার্ক ১৫:২১ দেখুন)।

**গল্গথা।** হিব্রু নাম; গ্রীক ভাষায় এর নাম ‘কালভেরি’, যার অর্থ ‘মাথার খুলির পাহাড়’।

**১৯:১৮ দুই পাশে দুইজনকে।** সম্ভবত খ্রীষ্টকে চূড়ান্তভাবে অপমান করার জন্য এই দুই জনকে

অপরাধীকে যীশু খ্রীষ্টের দুই পাশে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল।

**১৯:১৯ একখানি দোষপত্র।** অপরাধ উল্লেখকারী এক খণ্ড কাগজ বা কাঠের টুকরো, যেখানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিটির অপরাধের বিবরণ লিখে তার ক্রুশে লাগিয়ে দেওয়া হত।

**১৯:২০ হিব্রু, রোমীয় ও গ্রীক।** হিব্রু ছিল তৎকালীন যিহূদীদের মধ্যে প্রচলিত অন্যতম প্রধান ভাষা। রোমীয় বা ল্যাটিন ছিল রোমের সরকারী ভাষা। গ্রীক ছিল বিশ্বজনীন যোগাযোগের জন্য প্রচলিত ভাষা।

**১৯:২৩ ঐ জামায়।** এক ধরনের আলখেল্লা জাতীয় পোশাক, যা গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত বা গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা ছিল। এর কোন সেলাই

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৯ অধ্যায়

করলো।”<sup>২৫</sup> বাস্তবিক সৈন্যরা তা-ই করলো। আর যীশুর ক্রুশের কাছে তাঁর মা ও তাঁর মায়ের বোন, ক্লোপার (স্ত্রী) মরিয়ম এবং মগ্দলিনী মরিয়ম, এঁরা দাঁড়িয়েছিলেন।

<sup>২৬</sup> যীশু তাঁর মাকে দেখে এবং যাকে প্রেম করতেন, সেই শিষ্য কাছে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে মাকে বললেন, হে নারী, ঐ দেখ, তোমার পুত্র।<sup>২৭</sup> পরে তিনি সেই শিষ্যকে বললেন, ঐ দেখ তোমার মা। তাতে সেই সময় থেকে ঐ শিষ্য তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

<sup>২৮</sup> এর পরে যীশু, সমস্তই এখন সমাপ্ত হল জেনে পবিত্র শাস্ত্রের বাক্য যেন সিদ্ধ হয়, এজন্য বললেন, ‘আমার পিপাসা পেয়েছে’।<sup>২৯</sup> সেই স্থানে সিরকায় পূর্ণ একটি পাত্র ছিল; তাতে লোকেরা সিরকায় পূর্ণ একটি স্পঞ্জ এসোব নলে লাগিয়ে তাঁর মুখের কাছ ধরলো।

<sup>৩০</sup> সিরকা গ্রহণ করার পর যীশু বললেন, ‘সমাপ্ত হল’; পরে মাথা নত করে আত্মা সমর্পণ করলেন।

#### যীশু খ্রীষ্টের পাজর বিদ্ধ করা

<sup>৩১</sup> সেদিন আয়োজন দিন, অতএব বিশ্রামবারে সেই দেহগুলো যেন ক্রুশের উপরে না থাকে— কেননা ঐ বিশ্রামবার মহাদিন ছিল— এজন্য যিহূদীরা পীলাতের কাছে নিবেদন করলো, যেন তাদের পা ভেঙ্গে তাদেরকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।<sup>৩২</sup> অতএব সৈন্যেরা

[১৯:২৫] মথি ২৭:৫৫, ৫৬; [১৯:২৫] দে: মথি ১২:৪৬; [১৯:২৫] লুক ২৪:১৮; [১৯:২৬] দে: মথি ১২:৪৬; [১৯:২৬] দে: যোহন ১৩:২৩; [১৯:২৮] দে: পদ: ৩০; যোহন ১৩:১; [১৯:২৮] পদ: ২৪, ৩৬, ৩৭; দে: মথি ১:২২; [১৯:২৯] গীত ৬৯:২১; [১৯:৩০] লুক ১২:৫০; যোহন ৪:৩৪; ১৭:৪; [১৯:৩১] পদ: ১৪, ৪২; [১৯:৩১] দ্বি:বি ২১:২৩; যিহো ৮:২৯;

থাকতো না, অর্থাৎ একাধারে পুরো পোশাকটি বোনা হত।

**১৯:২৫ ক্লোপার স্ত্রী মরিয়ম।** নতুন নিয়মের গুপ্তমাত্র এই স্থানে তার নাম উল্লিখিত হয়েছে। খুব সম্ভবত তিনি যীশু খ্রীষ্টের মা মরিয়মের বোন ছিলেন।

**মগ্দলিনী মরিয়ম।** চারটির সবক’টি সুসমাচারে ক্রুশারোপণ ও পুনরুত্থানে তাঁকে দেখা যায়, কিন্তু এ ছাড়া আমরা তাঁর সম্পর্কে কেবল লুক ৮:২-৩ পদে দেখতে পাই। এখানে যীশু খ্রীষ্টের মা মরিয়মও ছিলেন।

**১৯:২৬ যাকে প্রেম করতেন।** যোহন।

**১৯:২৭ তাঁকে আপন গৃহে নিয়ে গেলেন।** অর্থাৎ তাঁর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিলেন।

**১৯:২৯ সিরকা।** সস্তা মদের মত সাধারণ পানীয়।

**স্পঞ্জ।** ক্রুশের উপর কাউকে পানীয় দিতে হলে স্পঞ্জে ভিজিয়ে তা ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির মুখে তুলে দেওয়া হত।

**এসোব নল।** এক প্রকার সুগন্ধি গাছ, যার শাখা

সোজা ও সরু; এই গাছে সাদা ফল হয়। এর খসখসে পাতা ও শাখা তরল পদার্থ সহজে ধরে রাখতে পারে এবং তা পবিত্রকরণ অনুষ্ঠানে তরল পদার্থ বা পানীয় ছিটানোর জন্য খুবই উপযোগী ছিল।

**১৯:৩০ সমাপ্ত হল।** প্রচলিত ধারণা অনুসারে যীশু উচ্চঃস্বরে চিৎকার করে এই কথা উচ্চারণ করেছিলেন। যীশু বিজয়ীর মত মারা গেলেন এবং তিনি যা করতে এসেছিলেন, তা সমাপ্ত করলেন।

**আত্মা সমর্পণ করলেন।** শারীরিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেন।

**১৯:৩১ ঐ বিশ্রামবার মহাদিন।** যে বিশ্রামবার নিস্তারপর্বের সময়ে পড়ে। নিস্তারপর্বের ভোজ খাওয়া হত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়; শুক্রবার ছিল আয়োজন দিন এবং শনিবার ছিল বিশ্রামবার।

**পা ভেঙ্গে।** এই প্রক্রিয়ায় ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করা হত, কারণ পা ভেঙ্গে দিলে ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তি পায়ের উপর ভর রাখতে পারবে না এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দ্রুত

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৯ অধ্যায়

এসে ঐ প্রথম ব্যক্তির এবং তার সঙ্গে ত্রুশে বিদ্ধ অন্য ব্যক্তির পা ভাঙ্গল; <sup>৩৩</sup> কিন্তু তারা যখন যীশুর কাছে এসে দেখলো যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন তাঁর পা ভাঙ্গল না। <sup>৩৪</sup> কিন্তু এক জন সৈন্য বর্শা দিয়ে তাঁর পাজরে খোঁচা মারল; আর তাতে তখনই সেখান থেকে রক্ত ও জল বের হয়ে আসল। <sup>৩৫</sup> যে ব্যক্তি দেখেছে, সে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তার সাক্ষ্য যথার্থ; আর সে জানে যে, সে সত্যি বলছে, যেন তোমরাও বিশ্বাস কর। <sup>৩৬</sup> কারণ এসব ঘটলো, যেন এই পবিত্র শাস্ত্রের এই বাক্য পূর্ণ হয়, “তাঁর একখানি অস্থিও ভাঙ্গা হবে না।” <sup>৩৭</sup> আবার পবিত্র শাস্ত্রের আর একটি কথা এই, “তারা যাকে বিদ্ধ করেছে, তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে।”

#### যীশু খ্রীষ্টের কবর

<sup>৩৮</sup> এর পরে অরিমাথিয়ার যোষেফ— যিনি যীশুর শিষ্য ছিলেন, কিন্তু যিহূদীদের ভয়ে গুপ্ত ভাবেই ছিলেন— তিনি পীলাতকে নিবেদন করলেন, যেন তিনি যীশুর দেহ নিয়ে যেতে পারেন। পীলাত অনুমতি দিলে পর তিনি এসে যীশুর দেহ নিয়ে গেলেন। <sup>৩৯</sup> আর যিনি প্রথমে রাতের বেলায় তাঁর কাছে এসেছিলেন, সেই নীকদীমও গন্ধরসে মিশানো অনুমান পঞ্চাশ সের অণুর নিয়ে আসলেন। <sup>৪০</sup> তখন তাঁরা যীশুর দেহ নিয়ে যিহূদীদের কবর দেবার রীতি অনুযায়ী ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের সঙ্গে মসীনার কাপড় দিয়ে বাঁধলেন। <sup>৪১</sup> আর যে স্থানে

১০:২৬, ২৭; [১৯:৩২] পদ: ১৮; [১৯:৩৪] সখ ১২:১০; প্রকা ১:৭; [১৯:৩৪] ১যোহন ৫:৬, ৮; [১৯:৩৫] দে: লুক ২৪:৪৮; [১৯:৩৫] যোহন ১৫:২৭; ২১:২৪; [১৯:৩৬] পদ: ২৪, ২৮, ৩৭; দে: মথি ১:২২; [১৯:৩৬] যাত্রা ১২:৪৬;

মৃত্যু ঘটবে।

**১৯:৩৪ তাঁর পাজরে খোঁচা মারল।** অর্থাৎ বুকে বর্শা বিদ্ধ করলো। সম্ভবত খ্রীষ্টের মৃত দ্বিগুণ নিশ্চিত করার জন্য এই কাজ করা হয়েছিল; কাজটি ছিল অত্যন্ত পাশবিক।

**রক্ত ও পানি।** বুকে বর্শা বিদ্ধ করার কারণে ফুসফুস ফুটো হয়ে গিয়েছিল, এ কারণে রক্তের পাশাপাশি জলের বের হয়েছিল।

**১৯:৩৫ যে ব্যক্তি দেখেছে।** এই ব্যক্তি যোহন নিজে হতে পারেন বা এমন কোন একজন ব্যক্তি হতে পারেন, যাকে তিনি নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছেন।

**১৯:৩৬ তাঁর একখানি অস্থিও ভগ্ন হবে না।** পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আশ্চর্যজনকভাবে তিনজনের মধ্যে শুধুমাত্র যীশুর পা ভাঙ্গা হয় নি, অর্থাৎ তাঁর অস্থি ভগ্ন হয় নি।

**১৯:৩৮ যোষেফ।** যীশু খ্রীষ্টের একজন ধনী

শিষ্য (মথি ২৭:৫৭) এবং মহাসভার একজন সদস্য, যিনি যীশু খ্রীষ্টের শাস্তি বিধানের রাজী হন নি (লুক ২৩: ৫১)।

**গুপ্ত ভাবেই ছিলেন।** প্রকাশ্যে যীশু খ্রীষ্টের পক্ষ সমর্থন করা মহাসভার একজন সদস্যের জন্য কঠিন ছিল। যীশু খ্রীষ্টের ঘনিষ্ঠ প্রেরিতদের সকলে পালিয়ে গেলেও তাঁর গুপ্ত অনুসারী যোষেফ ও নীকদীম তাঁর প্রতি শেষ দায়িত্ব পালন করার জন্য এগিয়ে আসলেন।

**১৯:৩৯ নীকদীম।** প্রথম ফরীশী, যার সাথে যীশু খ্রীষ্ট একাকী কথোপকথন করেছিলেন।

**পঞ্চাশ সের।** প্রচুর পরিমাণ সুগন্ধি দ্রব্য, যা সাধারণত রাজকীয় কবর দেবার সময় ব্যবহার করা হত (২ বংশা ১৬:১৪ দেখুন)।

**১৯:৪০ মসীনার কাপড়।** ব্যাভেজের মত পাতলা কাপড়, যা দিয়ে সাধারণত মৃতদেহ জড়ানো হত।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ১৯ অধ্যায়

তাকে ক্রুশে দেওয়া হয়, সেই স্থানে একটি বাগান ছিল, সেই বাগানের মধ্যে এমন একটি নতুন কবর ছিল, যার মধ্যে কাউকেও কখনও রাখা হয় নি।<sup>৪২</sup> অতএব ঐ দিন যিহুদীদের আয়োজন দিন বলে তাঁরা সেই কবরের মধ্যে যীশুকে রাখলেন, কেননা সেই কবর কাছেই ছিল।

গণনা ৯:১২; গীত ৩৪:২০; [১৯:৩৭] সখ ১২:১০; প্রকা ১:৭; [১৯:৩৮] দে: যোহন ৭:১৩; [১৯:৩৯] যোহন ৩:১; ৭:৫০; [১৯:৪০] লুক ২৪:১২; যোহন ১১:৪৪; ২০:৫, ৭; [১৯:৪০] মথি ২৬:১২; [১৯:৪২] পদ: ১৪, ৩১; [১৯:৪২] পদ: ২০, ৪১।

**১৯:৪১ নতুন কবর।** যোষেফের নিজের কবর ছিল, কারণ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্রামবার (মথি ২৭:৬০ দেখুন)। শুরু হয়ে যাবে এবং তখন আর কোন কাজ করা

**১৯:৪২ সেই কবরের মধ্যে যীশুকে রাখলেন।** যাবে না।

দ্রুত কবর দেবার কাজ শেষ করার প্রয়োজন

### যোহন ১৯ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এরপর পীলাত যীশুকে নিয়ে গিয়ে ভীষণ ভাবে চাবুক মারবার আদেশ দিলেন। সৈন্যেরা যীশুকে কাঁটার মুকুট পরায় এবং বেগুনে কাপড় পরিয়ে অত্যাচার শুরু করে। তারা তাঁকে “যিহুদী মহারাজের জয় হোক” বলে উপহাস করে। আবারও পীলাত যীশুকে মুক্তি দেয়ার চেষ্টা করলে নেতারা চিৎকার করে যীশুকে ক্রুশে দেবার কথা বলতে থাকে। তখন পীলাত প্রভু যীশুকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেন (১৯:১-১৬)। সৈন্যরা প্রভু যীশুকে গলগথা বা মাথার খুলি নামে একটি জায়গাখা নিয়ে গিয়ে অন্য দুই জন লোকের সাথে ক্রুশে দেয়। ক্রুশের উপর একটি দোষনামা টাঙ্গানো হয়। সৈন্যরা তাঁর পোশাক খুলে গুলিবাঁট করে ভাগ করে নেয়। তিনি তৃষার্ত ছিলেন বলে সিরকা পানের পর “শেষ হয়েছে” বলে প্রাণ ত্যাগ করেন। অরিমাথিয়ার যোষেফ যীশুর মৃতদেহ সমাহিত করার জন্য নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেন। এরপর প্রভু যীশুর শরীরে সুগন্ধী মশলা মাখিয়ে একটি নতুন কবরে রাখা হয় (১৭-৩৭)।

### যোহন ১৯ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. পীলাত যীশুকে কি শাস্তি দেওয়ার আদেশ দিলেন? (১ পদ)
২. যীশুর সম্পর্কে পীলাতের চূড়ান্ত রায় কি ছিল? (৪ পদ)
৩. কতবার পীলাত ঘোষণা দিলেন যে যীশু নির্দোষ? (যোহন ১৮:৩৮; ১৯:৪ পদ)
৪. কারা খ্রীষ্টকে ক্রুশে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন? (৬, ১৪, ১৫ পদ)
৫. কোন্ শক্তি সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটিকে নিয়ন্ত্রণ করছিল? (১০, ১১ পদ)
৬. গীতসংহিতা ২২:১৬ পদে কিসের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল? (১৮ পদ)
৭. ক্রুশের উপরে কি লেখা ছিল? (১৯-২২ পদ)
৮. যীশুর কাপড় নিয়ে সৈন্যেরা কি করেছিল? (২৩, ২৪ পদ)

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ২০ অধ্যায়

৯. যীশু কিভাবে তাঁর মাকে যোহনের দায়িত্বে দিয়েছিলেন তা বর্ণনা করুন। (২৫-২৭ পদ)
১০. যীশুর মৃত্যুর পর কি ঘটলো? (৩১-৩৭ পদ)
১১. ভাববাদী যিশাইয় কিভাবে খ্রীষ্টের কষ্টভোগের বর্ণনা দিয়েছিলেন? (যিশাইয় ৫৩:৪ পদ)
১২. যাদের জন্য খ্রীষ্ট কষ্টভোগ করেছিলেন তাদের ব্যবহার সম্পর্কে ভাববাদী যিশাইয় কি বলেছেন? (যিশাইয় ৫৩:৬ পদ)
১৩. ঈশ্বর কিভাবে পাপীদের জন্য তাঁর ভালবাসা দেখিয়েছেন? (রোমীয় ৫:৮ পদ)

### যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান

**২০** <sup>১</sup>সপ্তাহের প্রথম দিন খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে মগদলীনী মরিয়ম কবরের কাছে গেলেন, আর দেখলেন, কবর থেকে পাথরখানি সরানো হয়েছে। <sup>২</sup>তখন তিনি দৌড়ে শিমোন পিতরের কাছে এবং যীশু যাকে প্রেম করতেন, সেই অন্য শিষ্যের কাছে আসলেন, আর তাঁদেরকে বললেন, লোকে প্রভুকে কবর থেকে তুলে নিয়ে গেছে; তাঁকে কোথায় রেখেছে, আমরা জানি না। <sup>৩</sup>অতএব পিতর ও সেই অন্য শিষ্য বের হয়ে কবরের কাছে যেতে লাগলেন। <sup>৪</sup>তারা দু'জন একসঙ্গে দৌড়ে আসলেন, আর সেই অন্য শিষ্য পিতরকে পিছনে ফেলে আগে কবরের কাছে উপস্থিত হলেন; <sup>৫</sup>এবং হেঁট হয়ে ভিতরে চেয়ে দেখলেন, কাপড়গুলো পড়ে রয়েছে, তবুও ভিতরে প্রবেশ করলেন না। <sup>৬</sup>শিমোন পিতরও তাঁর পিছনে পিছনে আসলেন, আর তিনি কবরে প্রবেশ করলেন; এবং দেখলেন, কাপড়গুলো পড়ে রয়েছে, <sup>৭</sup>আর যে রুমালখানি তাঁর মাথার উপরে ছিল, তা সেই কাপড়ের সঙ্গে নেই, স্বতন্ত্র একটি স্থানে গুটিয়ে রাখা হয়েছে। <sup>৮</sup>পরে সেই অন্য শিষ্য, যিনি কবরের কাছে প্রথমে এসেছিলেন, তিনিও ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন ও বিশ্বাস

[২০:১] পদ: ১৮; লুক ৮:২; যোহন ১৯:২৫; [২০:১] মথি ২৭:৬০, ৬৬; [২০:২] দে: যোহন ১৩:২৩; [২০:২] পদ: ১৩; [২০:৩] লুক ২৪:১২; [২০:৫] পদ: ১১; [২০:৫] দে: যোহন ১৯:৪০; [২০:৭] যোহন ১১:৪৪; [২০:৮] পদ: ৪;

**২০:১** খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে। মার্ক বলেছেন, 'সূর্য উদিত হলে' (মার্ক ১৬:২)। সম্ভবত যোহন ঘর থেকে বের হওয়ার সময় উল্লেখ করেছেন এবং মার্ক কবরের কাছে উপস্থিত হওয়ার সময় উল্লেখ করেছেন।

**২০:২** শিমোন পিতরের কাছে। খ্রীষ্টকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও পিতর তখন পর্যন্ত প্রেরিতদের মাঝে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি ছিলেন। আমরা। মগদলীনী মরিয়মের সাথে যে আরও স্ত্রীলোকেরা ছিলেন সে ব্যাপারে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে (মথি ২৮:১; মার্ক ১৬:১; লুক ২৪:১০

দেখুন), যদিও যোহন তাদের পরিচয় দেন নি। তাঁকে কোথায় রেখেছে, আমরা জানি না। খ্রীষ্ট যে পুনরুত্থিত হতে পারেন, তা মরিয়মের মাথাতেই আসে নি।

**২০:৭** গুটিয়ে রাখা হয়েছে। শৃঙ্খলার সাথে গোছানো, কবরে চোর অনুপ্রবেশ করলে সবকিছু যেভাবে তছনছ করে রাখতো সেরকম নয়।

**২০:৮** দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন। যোহন বলেন নি যে, তিনি কী বিশ্বাস করলেন; সম্ভবত তিনি যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানেই বিশ্বাস



### যোহন লিখিত সুসমাচার : ২০ অধ্যায়

করলেন। <sup>৯</sup> কারণ এই পর্যন্ত তাঁরা পবিত্র শাস্ত্রের এই কথা বুঝেন নি যে, মৃতদের মধ্যে থেকে তাঁকে উঠতে হবে। <sup>১০</sup> পরে ঐ দুই শিষ্য আবার স্বস্থানে চলে গেলেন।

#### মগদলিনী মরিয়মকে দেখা দেওয়া

<sup>১১</sup> কিন্তু মরিয়ম কাঁদতে কাঁদতে বাইরে কবরের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে হেঁট হয়ে কবরের ভিতরে দৃষ্টিপাত করলেন; <sup>১২</sup> আর দেখলেন, সাদা কাপড় পরা দু'জন স্বর্গদূত যীশুর দেহ যে স্থানে রাখা হয়েছিল, এক জন তাঁর শিয়রে, অন্য জন পায়ের দিকে বসে আছেন। <sup>১৩</sup> তাঁরা তাঁকে বললেন, নারী, কাঁদছো কেন? তিনি তাঁদেরকে বললেন, লোকে আমার প্রভুকে নিয়ে গেছে; কোথায় রেখেছে, জানি না। <sup>১৪</sup> এই বলে তিনি পিছনের দিকে ফিরলেন, আর দেখলেন, যীশু দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু চিনতে পারলেন না যে, তিনি যীশু। <sup>১৫</sup> যীশু তাঁকে বললেন, নারী, কাঁদছো কেন? কার খোঁজ করছো? তিনি তাঁকে বাগানের মালি মনে করে বললেন, গুরু, আপনি যদি তাঁকে নিয়ে গিয়ে থাকেন, আমায় বলুন কোথায় রেখেছেন; <sup>১৬</sup> আমিই তাঁকে নিয়ে যাব। যীশু তাঁকে বললেন, মরিয়ম। তিনি ফিরে ইব্রীয় ভাষায় তাঁকে বললেন, রব্বুণি! এর অর্থ 'হে গুরু'। <sup>১৭</sup> যীশু তাঁকে বললেন, আমাকে স্পর্শ করো না, কেননা এখনও আমি উর্ধ্ব পিতার কাছে যাই নি; কিন্তু তুমি আমার ভাইদের কাছে গিয়ে তাদেরকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁর কাছে আমি উর্ধ্ব যাচ্ছি। <sup>১৮</sup> তখন মগদলিনী মরিয়ম শিষ্যদের কাছে গিয়ে এই সংবাদ দিলেন, আমি প্রভুকে দেখেছি, আর তিনি আমাকে এই কথা বলেছেন।

[২০:৯] মথি ২২:২৯; যোহন ২:২২; [২০:৯] লুক ২৪:২৬, ৪৬; প্রেরি ২:২৪; [২০:১১] পদ: ৫; [২০:১২] মথি ২৮:২, ৩; মার্ক ১৬:৫; লুক ২৪:৪; প্রেরি ১:১০; দে: ৫:১৯; ১০:৩০; [২০:১৩] পদ: ১৫; [২০:১৩] পদ: ২; [২০:১৪] মার্ক ১৬:৯; [২০:১৪] লুক ২৪:১৬; যোহন ২১:৪; [২০:১৫] পদ: ১৩; [২০:১৬] দে: যোহন ৫:২; [২০:১৬] দে: মথি ২৩:৭; [২০:১৭] দে: মথি ২৮:১০; [২০:১৭] যোহন ৭:৩৩; [২০:১৮] দে: পদ: ১; [২০:১৮] লুক ২৪:১০, ২২, ২৩;

করেছিলেন।

**২০:৯ মৃতদের মধ্যে থেকে তাঁকে উঠতে হবে।** পবিত্র শাস্ত্রের এই ভবিষ্যদ্বাণী খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেল; ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারেই এই ঘটনা ঘটলো (গীতা ১৬:১০)।

**২০:১২ দু'জন দূত।** মথিতে বলা হয়েছে 'প্রভুর এক দূত,' মার্ক বলা হয়েছে 'এক জন যুবক' এবং লুক বলেছেন 'উজ্জ্বল পোশাক পরিহিত দুই পুরুষ'।

**২০:১৪ চিনতে পারলেন না যে, তিনি যীশু।** অনেকেই পুনরুত্থিত যীশুকে প্রথম দেখায় চিনতে পারেন নি। হয়তোবা তিনি ভিন্ন রূপ ধারণ করেছিলেন, কিংবা ইচ্ছা করেই তিনি নিজের চেহারা লুকিয়েছিলেন।

**২০:১৬ রব্বুণি!** রব্বি উপাধিটির আরও আন্তরিক সম্বোধন। যদিও শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'হে গুরু' বা 'হে শিক্ষক', তথাপি সে সময় যিহূদীদের মধ্যে প্রার্থনায় ঈশ্বরকে ডাকা ছাড়া এই শব্দটি তেমন ব্যবহৃত হত না।

**২০:১৭ এখনও আমি উর্ধ্ব পিতার কাছে যাই নি।** অর্থাৎ খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের সময় এখনও আসে নি, যীশুকে আবার দেখার সুযোগ মরিয়মের হবে, তাই তাঁকে নাছোড়বান্দার মত আঁকড়ে রাখার প্রয়োজন নেই। অন্যভাবে বলা যায়, যীশু মরিয়মকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, পুনরুত্থিত হওয়ার পর পবিত্র আত্মা ব্যতীত অন্য আর কোন মাধ্যম দিয়ে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ২০ অধ্যায়

### যীশু খ্রীষ্ট শিষ্যদের দেখা দেন

<sup>১৯</sup> সেদিন সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যা হলে, শিষ্যেরা যেখানে ছিলেন, সেই স্থানের দরজাগুলো যিহুদীদের ভয়ে বন্ধ ছিল; এমন সময়ে যীশু এসে মধ্যস্থানে দাঁড়ালেন এবং তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের শান্তি হোক; <sup>২০</sup> এই বলে তিনি তাঁদেরকে তাঁর দুই হাত ও পাঁজর দেখালেন। অতএব প্রভুকে দেখতে পেয়ে শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। <sup>২১</sup> তখন যীশু আবার তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের শান্তি হোক; পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন, তেমনি আমিও তোমাদেরকে প্রেরণ করি। <sup>২২</sup> এই বলে তিনি তাঁদের উপরে ফুঁ দিলেন, আর তাঁদেরকে বললেন, পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর; <sup>২৩</sup> তোমরা যাদের পাপ ক্ষমা করবে, তাদের পাপ ক্ষমা হবে; যাদের পাপ ক্ষমা না করবে, তাদের পাপ ক্ষমা হবে না।

### থোমার সন্দেহ

<sup>২৪</sup> যীশু যখন এসেছিলেন, তখন থোমা, সেই বারো জনের এক জন, যাকে দ্বিধা বলে, তিনি তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। <sup>২৫</sup> অতএব অন্য শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, আমরা প্রভুকে দেখেছি। কিন্তু তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমি যদি তাঁর দুই হাতে প্রেকের চিহ্ন না দেখি ও সেই প্রেকের স্থানে আমার আঙ্গুল না দিই এবং তাঁর পাঁজরের মধ্যে আমার হাত না দিই, তবে কোন মতে বিশ্বাস করবো না।

<sup>২৬</sup> আট দিন পরে তাঁর শিষ্যেরা পুনরায় গৃহমধ্যে ছিলেন এবং থোমা তাদের সঙ্গে

[২০:১৯] দে: যোহন ৭:১৩; [২০:১৯] দে: যোহন ১৪:২৭; [২০:১৯] পদ: ২১, ২৬; লুক ২৪:৩৬-৩৯; [২০:২০] লুক ২৪:৩৯, ৪০; যোহন ১৯:৩৪; [২০:২০] যোহন ১৬:২০, ২২; [২০:২১] পদ: ১৯; [২০:২১] দে: যোহন ৩:১৭; [২০:২১] মথি ২৮:১৯; যোহন ১৭:১৮; [২০:২২] যোহন ৭:৩৯; প্রেরি ২:৩৮; ৮:১৫-১৭; ১৯:২; গালা ৩:২; [২০:২৩] মথি ১৬:১৯; ১৮:১৮; [২০:২৪] দে: যোহন ১১:১৬; [২০:২৫] পদ: ২০; [২০:২৫] মার্ক ১৬:১১; [২০:২৬] দে: যোহন ১৪:২৭; [২০:২৬] পদ: ২১;

২০:১৯ প্রেরিতরা। সম্ভবত ‘বারোজন’ শিষ্য ছাড়াও অন্যান্যদের কথা এখানে বলা হচ্ছে।

তোমাদের শান্তি হোক। যিহুদীদের মধ্যে প্রচলিত স্বাভাবিক সম্ভাষণ জানানোর ভাষা। খ্রীষ্টকে ক্রুশারোপণের দিনে তাঁরা যেভাবে তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে করে তাঁরা নিশ্চয়ই তিরস্কার ও নিন্দার আশঙ্কা করছিলেন; কিন্তু যীশু তাঁদের ভয় দূর করে দিলেন এবং এই কথার মধ্য দিয়ে তাঁর নিজ শান্তি দান করলেন।

২০:২০ দুই হাত ও পাঁজর। যেখানে ক্ষত ছিল। যোহন পায়ে ক্ষতের উল্লেখ করেন নি। লুক ২৪:৩৭ পদ অনুসারে তাঁরা ভূত দেখেছেন বলে ভেবেছিলেন; সে কারণেই যীশু তাঁর মানবীয় চিহ্নগুলো দেখালেন।

২০:২২ পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর। পঞ্চাশতমীর দিনে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করার জন্য খ্রীষ্ট তাঁর প্রেরিতদেরকে আত্মিকভাবে প্রস্তুত করে

রাখলেন। সম্ভবত এ কারণেই তাঁরা সেই দিনে এতটা ঐকান্তিকভাবে উপাসনা ও প্রার্থনায় নিজেদেরকে ব্যাপ্ত রেখেছিলেন।

২০:২৩ তোমরা যাদের ... ক্ষমা হবে না। সম্ভবত এখানে বোঝানো হয়েছে যে, সুসমাচার প্রচারকারীদের প্রচার শুনে যারা তা গ্রহণ করবে, তারা ক্ষমা পাবে এবং যারা তা গ্রহণ করবে না, তারা ক্ষমা পাবে না। তোমরা বলতে এখানে সকল প্রেরিত, প্রচারকারী এবং পরিচর্যাকারীদেরকে বোঝানো হচ্ছে। মানুষের পাপ ক্ষমা করার নিজস্ব ক্ষমতা নেই। খ্রীষ্টে ঈশ্বর মানুষের জন্য যে ক্ষমা সাধন করেছেন, তার ভিত্তিতে মানুষ কেবল ঈশ্বরের ক্ষমা ঘোষণা করতে পারে। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চালিত হয়ে খ্রীষ্টের দূত হিসেবে তাঁরা সারা পৃথিবীতে এই সার্বজনীন ক্ষমার কথা ঘোষণা করবেন।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ২০ অধ্যায়

ছিলেন। দ্বারগুলো বন্ধ ছিল, এমন সময়ে যীশু এসে তাঁদের মধ্যস্থানে দাঁড়ালেন, আর বললেন, তোমাদের শান্তি হোক। <sup>২৭</sup> পরে তিনি থোমাকে বললেন, এই দিকে তোমার আঙ্গুল বাড়িয়ে দাও, আমার হাত দু'খানি দেখ, আর তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, আমার পাজরের মধ্যে দাও এবং অবিশ্বাস করো না, বিশ্বাস কর। <sup>২৮</sup> থোমা উত্তরে তাঁকে বললেন, প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার! <sup>২৯</sup> যীশু তাঁকে বললেন, তুমি আমাকে দেখেছ বলে বিশ্বাস করেছ? ধন্য তারা, যারা না দেখে বিশ্বাস করে।

#### এই পুস্তকের উদ্দেশ্য

<sup>৩০</sup> যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক চিহ্ন-কাজ করেছিলেন; সেসব এই পুস্তকে লেখা হয় নি। <sup>৩১</sup> কিন্তু এসব লেখা হয়েছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করে যেন তাঁর নামে জীবন পাও।

[২০:২৭] পদ: ২৫; লুক ২৪:৪০; [২০:২৯] দে: যোহন ৩:১৫; [২০:২৯] ১পি ১:৮; [২০:৩০] দে: যোহন ২:১১; [২০:৩০] যোহন ২১:২৫; [২০:৩১] দে: যোহন ৩:১৫; ১৯:৩৫; [২০:৩১] দে: মথি ৪:৩; [২০:৩১] দে: মথি ২৫:৪৬।

২০:২৮ প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার! বিশ্বাসের এক আন্তরিক প্রকাশভঙ্গি।

২০:২৯ যারা না দেখে বিশ্বাস করে। সম্ভবত এখানে ভবিষ্যৎ যুগের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কথা বোঝানো হয়েছে।

২০:৩০ প্রেরিতদের সাক্ষাতে। তিনি কী কী করেছেন তার সাক্ষ্য দিতে পারে এমন লোকদের সামনে।

২০:৩১ যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র। যোহন লিখিত সুসমাচারের মূল বক্তব্য। এই

সুসমাচারের সমগ্র অংশ জুড়ে যীশুর খ্রীষ্টত্ব এবং ঈশ্বরের পুত্ররূপে তাঁর অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যেন পাঠক তা সহজেই বিশ্বাস করতে পারে।

বিশ্বাস করে যেন তাঁর নামে জীবন পাও।

যোহন লিখিত সুসমাচারের আরেকটি উদ্দেশ্য—পাঠকের ভেতরে এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করা, যা তাকে অনন্ত জীবনের পথে ধাবিত করবে।

তাঁর নামে। যীশু খ্রীষ্টের সমস্ত সত্তা এবং পারিপার্শ্বিকতাকে বোঝানো হয়েছে।

### যোহন ২০ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশুকে কবরস্থ করার তিন দিন পরে, মগদলীনী মরিয়ম দেখার জন্য তাঁর কবরের কাছে এসে দেখতে পান যে, কবরের মুখে যে পাথরটি দেওয়া ছিল তা সেখানে নেই। কবরটিও শূন্য, সেখানে কিছুই নেই। মরিয়ম শিষ্যদের খবর দিলে, পিতর দৌড়ে আসেন। তারা সব কিছু দেখে বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, প্রভু যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠছেন। মরিয়ম সমাধিতে হতাশ হয়ে কাঁদতে শুরু করেন। তখন দুই জন স্বর্গদূত তাঁকে দেখা দিয়ে প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের খবর দেন। এরপর যীশু নিজেও তাকে দেখা দেন। মরিয়ম এই সুসংবাদটি দেয়ার জন্য আরেকটি বার শিষ্যদের কাছে ছুটে যান। আর ঐ দিন সন্ধ্যায় আবারও তিনি শিষ্যদের দেখা দেন (২০:৯-১৮)। সেখানে থোমা না থাকতে তিনি বিশ্বাস করলেন না যে, প্রভু পুনরুত্থিত হয়েছেন। কিন্তু প্রভু তাঁকেও দেখা দিলে থোমাও বিশ্বাস

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ২১ অধ্যায়

করলেন। কিন্তু যীশু তাঁকে বললেন যে, তিনি দেখেছেন বলে বিশ্বাস করেছেন কিন্তু যারা না দেখে বিশ্বাস করে তারা ধন্য (২০:২৪-৩১)।

### যোহন ২০ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. কে পাথরটি সরিয়েছিল? (২পদ; মথি ২৮:২ পদ)
২. স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে খবর পেয়ে পিতর ও যোহন কি করেছিলেন? (৩-১০ পদ)
৩. শূন্য কবর দেখে যোহন কেমন অনুভব করেছিল? (৮,৯ পদ)
৪. কবরের কাছে মগ্দলীনী মরিয়মের অভিজ্ঞতাটি বর্ণনা করুন। (১১-১৬ পদ)
৫. আজকের দিনে যীশু কি অর্থে তাঁর লোকদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন? (১৯ পদ)
৬. পুনরুত্থানের পরে কি যীশুর আসল দেহ ছিল? (২০ পদ)
৭. খ্রীষ্ট যে পুনরুত্থিত হয়েছেন থোমা এর কি প্রমাণ দেখতে চেয়েছিলেন? (২৪,২৫ পদ)
৮. যীশু যে বেঁচে উঠেছেন তা থোমাকে বুঝানোর জন্য তিনি কি করেছিলেন?
৯. যোহন কেন এইসব কথা লিখেছিলেন? (৩০,৩১ পদ)
১০. খ্রীষ্ট সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটি যারা অস্বীকার করে তাদের যোহন কি বলেছেন? (৩১ পদ)

### সমুদ্র-তীরে কয়েক জন শিষ্যকে দেখা দেওয়া

**২১**<sup>১</sup> তারপর যীশু তিবিরিয়া-সমুদ্রের তীরে আবার শিষ্যদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন; <sup>২</sup> আর তিনি এভাবে নিজেকে প্রকাশ করলেন। শিমোন পিতর, থোমা, যাঁকে দিদুমঃ বলে, গালীলের কান্না-নিবাসী নথনেল, সিবদিয়ের দুই পুত্র এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আর দু'জন, এঁরা একত্র ছিলেন। <sup>৩</sup> শিমোন পিতর তাঁদেরকে বললেন, আমি মাছ ধরতে যাই। তাঁরা তাঁকে বললেন, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব। তাঁরা বের হয়ে গিয়ে নৌকায় উঠলেন, আর সেই রাতে কিছু ধরতে পারলেন না।

<sup>৪</sup> পরে প্রভাত হয়ে আসছে, এমন সময় যীশু তীরে দাঁড়ালেন, তবুও শিষ্যেরা চিনতে পারলেন না যে, তিনি যীশু। <sup>৫</sup> যীশু তাঁদেরকে বললেন, সন্তানেরা তোমাদের কাছে কিছু খাবার আছে? তাঁরা উত্তরে বললেন, না। <sup>৬</sup> তখন তিনি তাদেরকে বললেন, নৌকার ডান পাশে জাল ফেল, পাবে। অতএব তাঁরা জাল ফেললেন এবং এত মাছ পড়লো যে, তাঁরা

[২১:১] পদ: ১৪; যোহন ২০:১৯, ২৬; [২১:১] যোহন ৬:১; [২১:২] দে: যোহন ১১:১৬; [২১:২] যোহন ১:৪৫; [২১:২] যোহন ২:১; [২১:২] দে: মথি ৪:২১; [২১:৩] লুক ৫:৫; [২১:৪] লুক ২৪:১৬; যোহন ২০:১৪; [২১:৬] লুক ৫:৪-৭;

**২১:৩ সেই রাত্রিতে।** প্রাচীনকালে সাধারণত পছন্দ করতো।  
রাতের বেলায় মাছ ধরতে জেলেরা সবচেয়ে

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ২১ অধ্যায়

আর তা টেনে তুলতে পারলেন না। <sup>৭</sup> অতএব যীশু যঁাকে প্রেম করতেন, সেই শিষ্য পিতরকে বললেন, উনি প্রভু। তাতে ‘উনি প্রভু’ এই কথা শুনে শিমোন পিতর দেহে কাপড় জড়ালেন, কেননা তিনি উলঙ্গ ছিলেন এবং সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। <sup>৮</sup> কিন্তু অন্য শিষ্যেরা মাছে পূর্ণ জাল টানতে টানতে ছোট নৌকাতে করে আসলেন; কেননা তাঁরা স্থল থেকে দূরে ছিলেন না, অনুমান দুই শত হাত দূরে ছিলেন।

<sup>৯</sup> পারে উঠে তাঁরা দেখতে পেলেন, কয়লার আগুন রয়েছে ও তাঁর উপরে মাছ আর রুটি রয়েছে। <sup>১০</sup> যীশু তাঁদেরকে বললেন, যে মাছ এখন ধরলে, তার কিছু আন। <sup>১১</sup> শিমোন পিতর উঠে জাল স্থলে টেনে তুললেন, তা এক শত তিগ্ৰাস্কা বড় মাছে পূর্ণ ছিল, আর এত মাছেও জাল ছিঁড়লো না। <sup>১২</sup> যীশু তাঁদেরকে বললেন, এসো, আহাৰ কর। তাতে শিষ্যদের কারো এমন সাহস হল না যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনি কে?’ তাঁরা জানতেন যে, তিনি প্রভু। <sup>১৩</sup> যীশু এসে ঐ রুটি নিয়ে তাঁদেরকে দিলেন, আর সেভাবে মাছও দিলেন। <sup>১৪</sup> মৃতদের মধ্য থেকে উঠলে পর যীশু এখন এই তৃতীয় বার তাঁর শিষ্যদেরকে দর্শন দিলেন।

<sup>১৫</sup> তাঁরা আহাৰ করলে পর যীশু শিমোন পিতরকে বললেন, হে যোহনের পুত্র শিমোন, এদের চেয়ে তুমি কি আমাকে বেশি প্রেম কর? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রভু; আপনি জানেন, আমি আপনাকে প্রেম করি। তিনি তাঁকে বললেন, আমার মেঘশাবক-গুলোকে চরাও। <sup>১৬</sup> পরে তিনি দ্বিতীয় বার তাঁকে বললেন, হে যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমাকে প্রেম কর? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন, আমি আপনাকে প্রেম করি। তিনি তাঁকে

[২১:৭] দে: যোহন ১৩:২৩; [২১:৯] যোহন ১৮:১৮; [২১:৯] পদ: ১০, ১৩; [২১:১৩] পদ: ৯; [২১:১৪] যোহন ২০:১৯, ২৬; [২১:১৫] মথি ২৬:৩৩, ৩৫; যোহন ১৩:৩৭; [২১:১৫] লুক ১২:৩২; [২১:১৬] ২শমু ৫:২; যিহি ৩৪:২; মথি ২:৬;

**২১:৭ দেহে কাপড় জড়ালেন।** সম্ভবত পিতর শুধুমাত্র একটি সাধারণ অন্তর্ভাস পরা ছিলেন, যা জেলেরা সচরাচর মাছ ধরার সময় পরতো এবং উপরের পোশাক খুলে রাখতো। পিতর তাঁর প্রভুকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য পোশাকটি আবারও গায়ে জড়িয়েছিলেন।

**২১:১১ শিমোন পিতর ... টেনে তুললেন।** সম্ভবত এখানে আমরা দেখতে পাই যে, পিতর শারীরিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন, কারণ এর আগে অন্য সকলে মিলে জালটি নৌকায় তুলতে সমর্থ হন নি (পদ ৬ দেখুন)।

**২১:১৪ তৃতীয় বার।** পুনরুত্থানের পর বিভিন্ন ব্যক্তিকে পৃথকভাবে দর্শন দিলেও, একত্রে সকল প্রেরিতর কাছে এটাই ছিল খ্রীষ্টের তৃতীয় দর্শন (২০:১৯-২৩, ২৪-২৯ পদ দেখুন)।

**২১:১৫ এদের অপেক্ষা।** সম্ভবত “তুমি কি

আমার অন্য সকল প্রেরিতর চাইতে আমাকে অধিক প্রেম কর?” কিংবা “তুমি কি এ সকল পার্থিব ধন সম্পদের চেয়ে আমাকে অধিক প্রেম কর?” বোঝাতে পারে (অর্থাৎ মাছ ধরার সরঞ্জামের চেয়ে)। পিতরকে এই প্রশ্ন করা যুক্তিযুক্ত, কারণ এর আগে তিনি খ্রীষ্টের জন্য তাঁর আত্মত্যাগের মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন।

**আমার মেঘশাবকদেরকে চরাও।** সম্ভবত এর অর্থ হচ্ছে, “আমার অনুসারীদের পরিচর্যা কর।” পিতরকে খ্রীষ্ট অনুপ্রেরণামূলক চ্যালেঞ্জ হিসেবে এই একই আদেশ ভিন্ন আঙ্গিকে তিন-বার দিয়েছেন: প্রথম ও তৃতীয়বার তিনি বলেছেন ‘চরাও’, অর্থাৎ ‘খাওয়াও’, কিন্তু দ্বিতীয়বার তিনি বলেছেন ‘পালন কর’, যার অর্থ মেঘের পরিচর্যামূলক সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা।

## যোহন লিখিত সুসমাচার : ২১ অধ্যায়

বললেন, আমার মেঘগুলোকে পালন কর। <sup>১৭</sup> তিনি তৃতীয় বার তাঁকে বললেন, হে যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস? পিতর দুঃখিত হলেন যে, তিনি তৃতীয় বার তাঁকে বললেন, ‘তুমি কি আমাকে ভালবাস?’ আর তিনি তাঁকে বললেন, প্রভু, আপনি সকলই জানেন, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে প্রেম করি। যীশু তাঁকে বললেন, আমার মেঘগুলোকে চরাও। <sup>১৮</sup> সত্যি, সত্যি, আমি তোমাকে বলছি, যখন তুমি যুবক ছিলে, তখন তুমি তোমার কোমর বাঁধতে করতে এবং যেখানে ইচ্ছা, বেড়াতে; কিন্তু যখন বৃদ্ধ হবে, তখন তোমার হাত বিস্তার করবে এবং আর এক জন তোমার কোমর বেঁধে দেবে ও যেখানে যেতে তোমার ইচ্ছা নেই, সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবে। <sup>১৯</sup> এই কথা বলে যীশু নির্দেশ করলেন যে, পিতর কি রকম মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব করবেন। এই কথা বলবার পর তিনি তাঁকে বললেন, আমার পিছনে এসো।

### যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর প্রিয় শিষ্যেরা

<sup>২০</sup> পিতর মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, সেই শিষ্য পিছনে পিছনে আসছেন, যাকে যীশু প্রেম করতেন এবং যিনি রাতের বেলা ভোজের সময়ে তাঁর বক্ষঃস্থলের দিকে হেলে পড়ে বলেছিলেন, প্রভু, কে আপনাকে শত্রুদের হাতে তুলে দেবে? <sup>২১</sup> তাঁকে দেখে পিতর যীশুকে বললেন, প্রভু, এর কি হবে? <sup>২২</sup> যীশু তাঁকে বললেন, আমি যদি ইচ্ছা করি, এ আমার আগমন পর্যন্ত থাকে, তাতে তোমার কি? তুমি আমার পিছনে এসো। <sup>২৩</sup> অতএব ভাইদের মধ্যে এই কথা রটে গেল যে, সেই শিষ্য মারা যাবেন না; কিন্তু যীশু তাঁকে বলেন নি যে, তিনি মারা যাবেন না; কেবল বলেছিলেন, আমি যদি ইচ্ছা করি, এই আমার আগমন পর্যন্ত থাকে, তাতে তোমার কি?

<sup>২৪</sup> সেই শিষ্যই এসব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং এসব লিখেছেন; আর আমরা জানি তাঁর সাক্ষ্য সত্যি। <sup>২৫</sup> যীশু আরও অনেক কাজ করেছিলেন; সেসব যদি এক এক করে লেখা

দে: যোহন ১০:১১; প্রেরি ২০:২৮; ১পি ৫:২, ৩; [২১:১৭] যোহন ১৩:৩৮; [২১:১৭] যোহন ১৬:৩০; [২১:১৭] দে: পদ: ১৬; [২১:১৯] যোহন ১২:৩৩; ১৮:৩২; [২১:১৯] যোহন ১৩:৩৬; ২পি ১:১৪; [২১:১৯] দে: মথি ৮:১৯; [২১:২০] পদ: ৭; দে: যোহন ১৩:২৩; [২১:২০] যোহন ১৩:২৫; [২১:২২] দে: মথি ১৬:২৭; [২১:২২] পদ: ১৯; দে: মথি ৮:১৯; [২১:২৩] দে: প্রেরি ১:১৬; [২১:২৪] দে: যোহন ১৫:২৭; [২১:২৪] যোহন ১৯:৩৫; [২১:২৫] যোহন ২০:৩০।

**২১:১৭ আপনি সকলই জানেন।** পিতরের উত্তর খ্রীষ্টের জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করে; এখানে জানা বলতে অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত জ্ঞান বোঝানো হয়েছে।

**২১:১৮ তোমার হস্ত বিস্তার করবে।** প্রাথমিক যুগের মণ্ডলী এই উক্তিটিকে পিতরের ক্রুশারোপণের ভবিষ্যদ্বাণী বলে মনে করতেন।

**২১:১৯ কী প্রকার মৃত্যু।** পিতর যে সাক্ষ্যমর হবেন, তার পূর্বাভাস। প্রচলিত ধারণা অনুসারে তাঁকে উল্টো করে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল।

**২১:২৪ সেই প্রেরিতই এসব বিষয়ে সাক্ষ্য**

**দিচ্ছেন।** স্পষ্টভাবে জানানো হল যে, যোহনই হচ্ছেন যীশু খ্রীষ্টের সেই প্রিয় প্রেরিত, যিনি খ্রীষ্টের সকল কাজের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

**এসব লিখেছেন।** খ্রীষ্টের প্রিয় শিষ্য যোহন কেবল প্রত্যক্ষদর্শী নন, সেই সাথে তিনি এই সুসমাচারের প্রকৃত লেখক।

**২১:২৫ আরও অনেক কাজ।** আমাদের জন্য যীশু খ্রীষ্টের যে সকল কাজের কথা জানা অত্যাৱশ্যক, সেগুলোকেই লেখক যোহন বেছে বেছে তাঁর সুসমাচারে সন্নিবেশিত করেছেন।

### যোহন লিখিত সুসমাচার : ২১ অধ্যায়

যায়, তবে আমার মনে হয়, লিখতে লিখতে এত পুস্তক হয়ে উঠতো যে, পৃথিবীতেও তা ধরতো না।

পৃথিবীতেও তা ধরতো না। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সমগ্র ছিল। কিন্তু যা আমাদের জানা দরকার তা জীবনে ও পরিচর্যা কাজের বছরগুলোতে যে আমাদের কাছে এই সুসমাচারের মধ্য দিয়ে সকল কথা বলেছেন ও কাজ করেছেন, তার উপস্থাপন করা হয়েছে। সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করা এক অসম্ভব কাজ

#### যোহন ২১ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এর পরে প্রভু যীশু আবারও তিবিরিয়া সাগরের তীরে শিষ্যদের দেখা দেন। তারা মাছ ধরছিলেন কিন্তু ঐ রাতে কোন মাছ পান নি। খুব সকালে প্রভু যীশু সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে নৌকোর ডান পাশে জাল ফেলতে বলেন। তাঁরা তাঁর কথা মত জাল ফেলেন ও অনেক মাছ পান। তাঁর প্রিয় শিষ্যটি বুঝতে পারেন যে, তিনি প্রভু যীশু। এই কথা শুনে পিতর নৌকো থেকে জলের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়েন এবং সাঁতরে কূলে ওঠেন। সেখানে যীশু তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন। এ নিয়ে তৃতীয়বার তাদের দেখা দেন (২১:১-১৪)। তাঁদের সবার খাওয়া শেষ হলো, প্রভু যীশু পিতরকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি তাঁকে ভালবাসেন কিনা। এরপর তিনি পিতরের হাতে তাঁর মেঘদের চরাবার, লালন-পালন করার আদেশ দেন। বৃদ্ধকালে পিতর কিভাবে মারা যাবে তারও ইঙ্গিত দেন (২১:১৫-২৩)। প্রভু যীশু আরও অনেক আশ্চর্য কাজ করছেন। যদি তা লিখে রাখা হতো, তবে তা এই জগতে ধরতো না (২১:২৪-২৫)।

#### যোহন ২১ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যীশু কিভাবে গালীল সাগরের কাছে তাঁর শিষ্যদের সামনে উপস্থিত হলেন? (১-৬ পদ)
২. ঈশ্বরের দাসদের খাবারের যোগান সম্পর্কে কি মনে রাখা উচিত? (গীতসংহিতা ৩৭:৩ পদ)
৩. জালে মাছ ধরা না পরার ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (৬ পদ)
৪. যোহন ও পিতরের উপর যীশুর উপস্থিতির কেমন প্রভাব পড়েছিল? (৭,৮ পদ)
৫. পারে নেমে আসার পর কি ঘটলো? (৯-১৪ পদ)
৬. যীশু ও পিতরের মধ্যকার কথোপকথনের বর্ণনা দিন। (১৫-১৮ পদ)
৭. কিভাবে আমরা বুঝতে পারি যে যীশুর কথাগুলো পিতরের অন্তরে গভীর প্রভাব ফেলেছিল? (১৯ পদ; ২ পিতর ১:১৪ পদ)
৮. “প্রভু, এর কি হবে?”- পিতরের এই প্রশ্নের উত্তরে যীশু কি বলেছিলেন? (২১,২২ পদ)

যোহন লিখিত সুসমাচার : ২১ অধ্যায়

পদ)

৯. যীশুর বলা কোন উক্তিটি যোহনের লেখা সুসমাচারের শেষের দুটো পদে পূর্ণ হয়েছিল? (যোহন ১৫:২৭ পদ)
১০. যোহন পরবর্তীতে ১ যোহন ১:১,৩ পদে কি বলেছিলেন?



# অধ্যয়নের গভীরতায় প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ পুস্তক

## ভূমিকা

### পুস্তকখানির লেখক:

পুস্তকটির লেখক তাঁর নিজের নাম উল্লেখ করেন নি, তবুও অন্যান্য পুস্তক ও সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, পুস্তকটির লেখক হলেন লুক লিখিত সুসমাচারের লেখক ডা: লুক। মুরাটোরিয়ান ক্যাননে (১৭০ খ্রী.) সুস্পষ্ট এই বিবৃতি রয়েছে যে, লুকই তৃতীয় সুসমাচার ও ‘প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ’ পুস্তক দুটির লেখক। ইউসেবিয়াস (৩২৫ খ্রী.) অসংখ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে লুককে এই দু’টি পুস্তকের লেখক হিসেবে প্রমাণ করেছেন। তবে কিছু আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকেও পুস্তকখানি লুকের লেখা বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রেরিত পৌলের সঙ্গী হিসেবে লুক ও অন্যান্যদের প্রচার-যাত্রার বর্ণনায় বিশেষ বিশেষ অংশে লেখক ‘আমরা’ সর্বনামটি ব্যবহার করেছেন। এই সূত্রে বলা যায় লেখক নিজে পৌলের সঙ্গী হিসেবে এই সকল যাত্রায় ছিলেন (১৬:১০-১৭; ২০:৫-১৫; ২১:১-১৮; ২৭:১-২৮:১৬)। যদিও প্রমাণ করা যায় না যে, প্রেরিত পুস্তকের লেখক একজন চিকিৎসক ছিলেন, তবুও এই পুস্তকে ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং রচনাইশৈলী একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রতিফলিত করে, যিনি সেই যুগে একজন ধর্মীয় শিক্ষক বা চিকিৎসক হিসেবেই বেশি মানানসই ছিলেন (২৮:৬ পদ দেখুন)। লুক প্রেরিত পুস্তকে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ের

সাথে সম্পৃক্ত একজন ব্যক্তিই এই পুস্তকটি লিখেছেন। পৌলও লুকের পরিচয় দিতে গিয়ে ‘চিকিৎসক’ শব্দটি উল্লেখ করেছেন (কল ৪:১৪)।

### লিখবার সময়:

অধিকাংশ পণ্ডিত পুস্তকটি রচনার সম্ভাব্য সময়কাল ৬৩-৭০ খ্রীষ্টাব্দ বলে ধারণা করেছেন।

### যার উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি লেখা হয়েছে:

পুস্তকটির মূল পাঠক ছিলেন থিয়ফিল, যাকে প্রথম খণ্ড অর্থাৎ লুক লিখিত সুসমাচারের পাঠক হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে।

### পুস্তকটির গুরুত্ব:

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ পুস্তকটি সুসমাচার ও সুসমাচারের পরবর্তী রচনাসমূহের মধ্যে এক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। লুক লিখিত সুসমাচারের দ্বিতীয় খণ্ড হিসাবে এটি যীশু যে সমস্ত কাজ করতে ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছিলেন (১:১), তার সাথে প্রেরিতদের শিক্ষা দান ও মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ধারাবাহিক পরিচর্যা কাজ সংযোজিত হয়েছে। ভৌগোলিকভাবে এর পটভূমি ছিল যিরূশালেম, যেখানে মণ্ডলীর সূচনা হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে রোম সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে এখানে মণ্ডলীর প্রথম ৩০ বছরের ঘটনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পুস্তকটি মণ্ডলীকে পরবর্তী প্রত্যেক যুগের

## ভূমিকা

সূচনাকে এক সূত্রে আবদ্ধ করেছে। নীতির উপলব্ধি লাভের জন্য এই পুস্তকটি পাঠ করা প্রয়োজন, যা যে কোন যুগের মণ্ডলীর প্রশাসন ও অনুশাসনের জন্য উপযোগী।

### পুস্তকটির উদ্দেশ্য:

পুস্তকটির প্রধান উদ্দেশ্য ১:৮ পদে বলা হয়েছে। এছাড়া, ঐতিহাসিক লুক তাঁর রচনার প্রধান উদ্দেশ্য বা বিষয়বস্তু যীশু খ্রীষ্টের উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন: “আর তোমরা যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।” কার্যত এই উক্তিই প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ পুস্তকের মূল রূপরেখা। পুস্তকটিতে মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা, সুসমাচারের বিস্তার, উপাসনাকারী দলের সূচনা এবং প্রেরিতিক পদ্ধতিতে প্রচারনির্ভর পরিচর্যা কাজের কথা বলা হয়েছে। যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও শিক্ষা চারটি সুসমাচারে বলা হয়েছে এবং মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা ও এর ব্যাপ্তি প্রেরিতদের কার্য-বিবরণীতে প্রকাশ করা হয়েছে।

### পুস্তকটির বৈশিষ্ট্য:

ঐতিহাসিক বিবরণের বস্তুনিষ্ঠতা: প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ পুস্তকের প্রতিটি পৃষ্ঠায় কাহিনীর ধারাবর্ণনার বস্তুনিষ্ঠতা, স্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা সব ধরনের পাঠককে আকর্ষণ করে। পুস্তকটিতে যিরূশালেম থেকে রোম পর্যন্ত প্রতিটি দেশে প্রায় ৩০ বছরব্যাপী সুসমাচার প্রচার ও মণ্ডলী স্থাপনের কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্ততপক্ষে ৩২টি দেশ, ৫৪টি শহর, ৯টি ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ, ৯৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অন্যান্য আরও অনেক সরকারী কর্মকর্তা ও শাসনকর্তার উল্লেখ রয়েছে পুস্তকটিতে। এসব স্থান ও ব্যক্তি সম্পর্কে

লুকের বর্ণনা তৎকালীন ও তৎসংলগ্ন স্থানের সংস্কৃতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা এবং বিখ্যাত শহরগুলোর গতিময়তা ও মানুষের জীবন-আচরণের মত নাটকীয় বিষয়বস্তুতে পূর্ণ। সাম্প্রতিক সময়ের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার আমাদেরকে দেখায় যে, লুক সময়, স্থান ও ব্যক্তি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

সময়কালীন সাহিত্যের তুলনায় এর আধুনিকতা: নতুন নিয়মের অন্যান্য লেখকদের তুলনায় লুক যে কেবলমাত্র সমৃদ্ধ এক শব্দকোষ ব্যবহার করেছেন তা-ই নয়, সেই সাথে তিনি এই সকল শব্দ সাহিত্যধর্মী রচনামূল্যের আদলে প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, যা তাঁর রচনার সময়কালের তুলনায় অত্যন্ত আধুনিক। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রীক রচনামূল্যের আশ্রয় নিয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁর রচনায় প্রথম শতাব্দীর ইস্রায়েল দেশের প্রচলিত অরামীয় লেখনভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে (অধ্যায় ১-১২)। অন্যদিকে পৌল যখন গ্রীক অধ্যুষিত দেশগুলোতে ভ্রমণ করেছিলেন, যেখানে অরামীয় ভাষাভাষী লোকদের আবাস নেই, সেই সকল বর্ণনায় লুক আর অরামীয় শব্দাবলী ব্যবহার করেন নি।

বার্ণবার নাটকীয়তা: বর্ণনার মাঝে কথোপকথন ও বক্তৃতাগুলোকে দক্ষতার সাথে সংযোজন করার কারণে লুক তাঁর আখ্যানের নাটকীয়তা সাফল্যের সাথে বজায় রাখতে পেরেছেন। শুধুমাত্র পিতর ও পৌলকে ঘিরেই পুস্তকটির কাহিনী আবর্তিত হয় নি, বরং এর পাশাপাশি অন্যান্য ব্যক্তির বহু সংখ্যক কথোপকথন এবং আনুষ্ঠানিক ঘটনাসমূহের বিবরণও আমাদের জন্য তুলে ধরা হয়েছে। অন্য কোন প্রাচীন সাহিত্যে জাহাজ দুর্ঘটনার এমন নাটকীয় এবং পুঞ্জানুপুঞ্জ বর্ণনা পাওয়া যায় না, যা লুক

## ভূমিকা

এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন (অধ্যায় ২৭)।

### পুস্তকখানির ধর্মতাত্ত্বিক গুরুত্ব:

লুককে শুধুমাত্র একজন ঐতিহাসিক হিসেবে আখ্যা দিলে চলবে না, কারণ তাঁর রচনা ধর্মতত্ত্বীয় উপাদানে সমৃদ্ধ। তাই লুককে যথার্থভাবেই একাধারে ধর্মতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক বলা যায়। তাঁর সুসমাচার ও প্রেরিতদের কার্য-বিবরণপুস্তক যীশু খ্রীষ্টের জীবন, কাজ ও মণ্ডলীর বৃদ্ধি লাভের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদান করে। এই পুস্তকে পবিত্র আত্মা এক মহান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন যে, শমরীয় ও অধিহুদীদের মধ্যে মণ্ডলীর বিস্তৃতি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের নিজস্ব উদ্যোগে শুরু হয় নি; বরং পবিত্র আত্মা নিজেই এর উদ্যোগ নিয়েছেন এবং প্রেরিতদেরকে এর জন্য অনুমোদন ও আদেশ দিয়েছেন।

পুস্তকটিতে ফুটে উঠেছে যে, একজন ঈশ্বর আছেন যিনি দৃশ্যপটের পেছনে থেকে কাজ করেছেন, যেভাবে তিনি অতীতে তাঁর লোকদের সাথে অবস্থান করেছেন। এখানে দেখা যায় যে, ঈশ্বরই আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন করেন এবং এই কাজ সম্পন্ন করতে তিনি বিশ্বাসীদেরকে ব্যবহার করে থাকেন।

পুস্তকটির মধ্যে বিশ্বাসীদের সমস্ত মানবিক বিষয়গুলো প্রকাশিত হয়েছে যেমন, মতদ্বৈততা, বাকযুদ্ধ, মতবিরোধ, ইত্যাদি। আবার ঈশ্বর বিশ্বাসীদের অধার্মিকতা, পাপ এবং ভগ্নমি প্রকাশ পেলে অবশ্যই তাদের

স্বর্গীয় বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকেন (প্রেরিত ৫:১-১১)।

পুস্তকটি আমাদেরকে শুধুমাত্র আদর্শ জীবন ও সমাজের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করতে বলে না, বরং তা আমাদেরকে সেই বাস্তবতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, ঈশ্বরের লোকেরা তাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত যার মুখোমুখি হয়েছেন। সেজন্য বলা যায়, এই পুস্তকটি মোটেও শুধুমাত্র ঐতিহাসিক বা তত্ত্বীয় নয়, গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক চেতনায় সমৃদ্ধ।

### প্রধান পদ:

“কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে; আর তোমরা যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।” (১:৮)।

### প্রধান প্রধান ব্যক্তি:

পিতর, যোহন, যাকোব, স্তিফান, ফিলিপ, পৌল, বার্নাবা, কর্নেলিয়াস, যাকোব (যীশুর ভাই), তিমথি, লূদিয়া, সীল, তীত, আপোল্লো, আগাব, অননিয়, ফিলিস্ত, ফীষ্ট, আথিন্স, লুক।

### প্রধান স্থানসমূহ:

যিরূশালেম, শমরিয়া, লূদিয়া, যাকোব, আন্তিয়খিয়া, সাইপ্রাস, পিষিদিয়া, ফিলিপীয়, থিমলনীকীয়, বিরয়া, এথেন্স, করিন্থ, ইফিসীয়, কৈসারিয়া, মাল্টা, রোম।

### পুস্তকটির রূপরেখা:

১. পিতরের পরিচর্যা কাজ এবং ইস্রায়েলে মণ্ডলীর সূচনা (অধ্যায় ১-১২)

ক. যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়া (১:১-৯:৩১; ৯:৩১)

(১) ভূমিকা (১:১-২)

## ভূমিকা

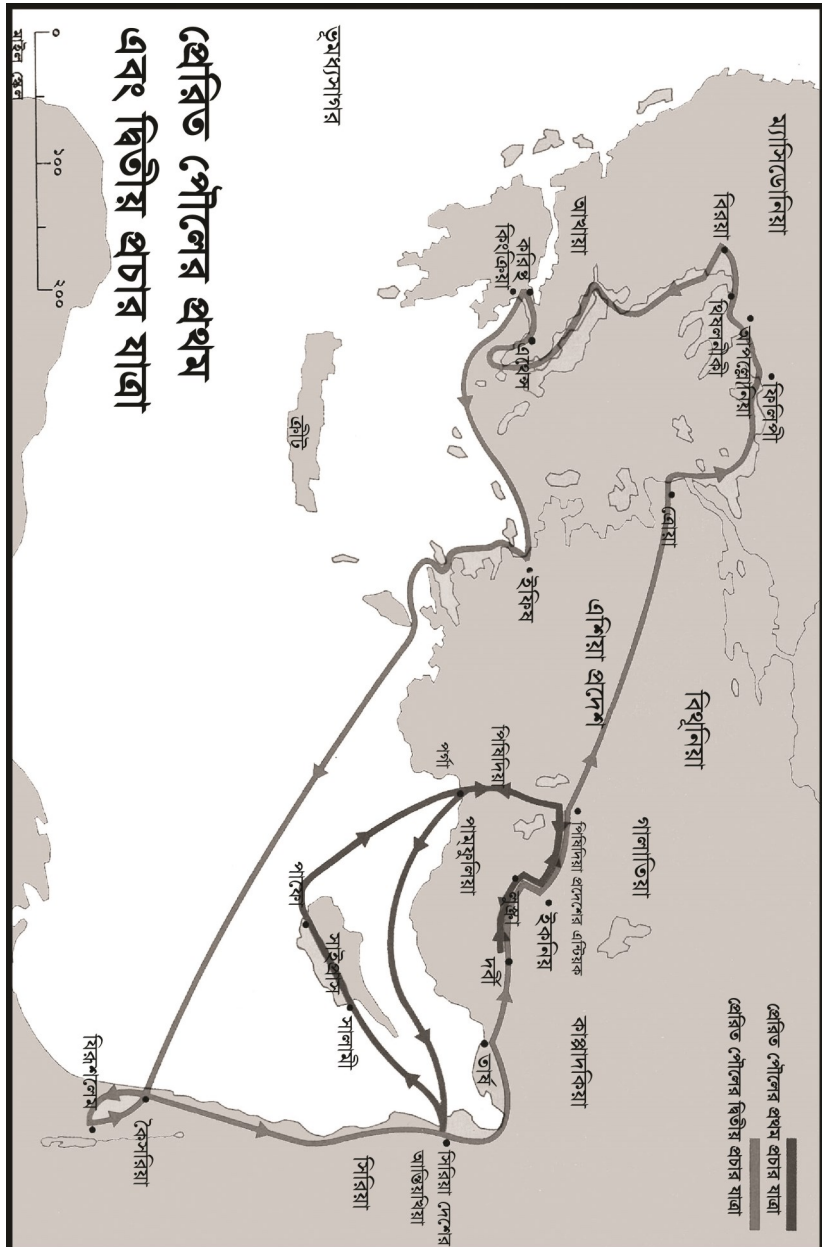
- (২) যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান পরবর্তী পরিচর্যা কাজ (১:৩-১১)
- (৩) পবিত্র আত্মার জন্য প্রতীক্ষা (১:১২-২৬)
- (৪) পবিত্র আত্মার অবতরণ (অধ্যায় ২)
- (৫) জন্মখণ্ডকে সুস্থকরণ এবং ফলস্বরূপ পিতর ও যোহনকে খ্রোফতার (৩:১-৪:৩১)
- (৬) বিশ্বাসীদের সহায়-সম্পত্তির সহভাগিতা (৪:৩২-৫:১১)
- (৭) প্রেরিতদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন (৫:১২-৪২)
- (৮) সাতজন পরিচারকের নির্বাচন (৬:১-৭)
- খ. স্ত্রিফানের বন্দীত্ব ও মৃত্যুবরণ (৬:৮-৭:৬০)
- গ. যিরুশালেমের বিশ্বাসীদের ছড়িয়ে পড়া (৮:১-৪)
- ঘ. ফিলিপের পরিচর্যা কাজ (৮:৫-৪০)
  ১. শমরিয়ায় (৮:৫-২৫)
  ২. ইথিয়পীয় নপুংসকের কাছে (৮:২৬-৪০)
- ঙ. শৌলের মন পরিবর্তন (৯:১-৩১)
- চ. ফৈলীকীয়া, সাইপ্রাস ও আন্তিয়খিয়া (৯:৩২-১২:২৫; ১১:১৯)
- ছ. ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে পিতরের পরিচর্যা কাজ (৯:৩২-১১:১৮)
- জ. ঐনয় ও দর্কার কাছে (৯:৩২-৪৩)
- ঝ. কর্নেলিয়ার কাছে (১০:১-১১:১৮)
- ঞ. আন্তিয়খিয়াতে নতুন পরজাতীয় মণ্ডলী (১১:১৯-৩০)
- ট. মণ্ডলীতে হেরোদের অত্যাচার এবং পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যু (অধ্যায় ১২)
২. পৌলের পরিচর্যা কাজ এবং আন্তিয়খিয়া থেকে রোম পর্যন্ত মণ্ডলীর বিস্তার (অধ্যায় ১৩-২৮)
  - ক. ফরুগিয়া ও গালাতিয়া (১৩:১-১৫:৩৫; ১৬:৬)
    - পৌলের প্রথম প্রচার যাত্রা (অধ্যায় ১৩-১৪)
    - যিরুশালেমে প্রেরিতদের সভা (১৫:১-৩৫)
  - খ. মাকিদনিয়া (১৫:৩৬-২১:১৬; ১৬:৯)
    - পৌলের দ্বিতীয় প্রচার যাত্রা (১৫:৩৬-১৮:২২)
    - পৌলের তৃতীয় প্রচার যাত্রা (১৮:২৩-২১:১৬)
  - গ. রোম (২১:১৭-২৮:৩১; ২৮:১৪)
    - যিরুশালেমে পৌলের কারাবন্দীত্ব (২১: ১৭-২৩:৩৫)
      - ক. খ্রোফতার (২১:১৭-২২:২৯)
      - খ. মহাসভার সম্মুখে বিচার (২২:৩০-২৩-১১)
      - গ. কৈসরিয়ায় স্থানান্তর (২৩:১২-৩৫)
  - ঘ. কৈসরিয়াতে পৌলের কারাবন্দীত্ব (অধ্যায় ২৪-২৬)
    - ক. ফিলিক্সের সম্মুখে বিচার (অধ্যায় ২৪)
    - খ. ফীষ্টের সম্মুখে বিচার (২৫:১-১২)

প্রেরিত পৌলের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রচার যাত্রার মানচিত্র

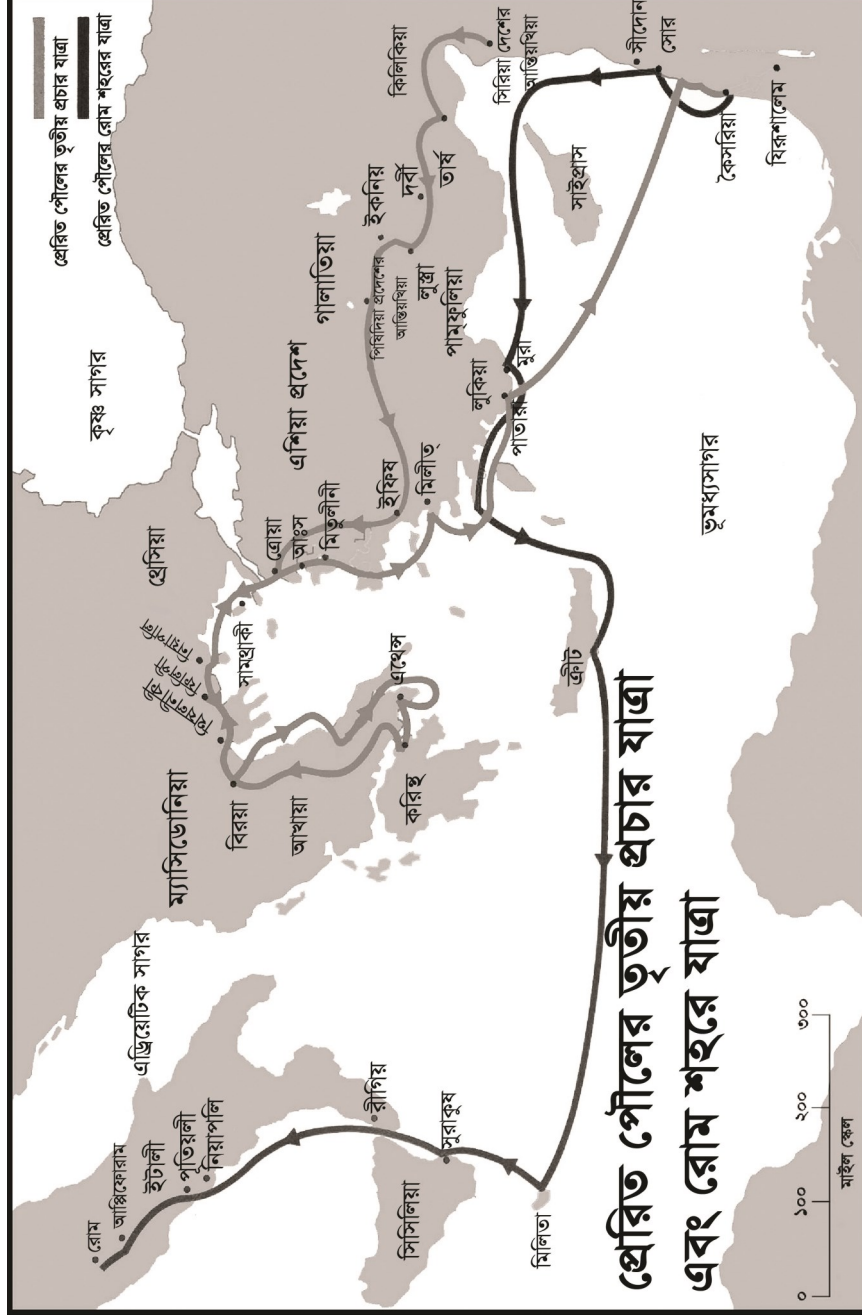
গ. ফিষ্ট ও আগ্রিপ্পের সম্মুখে গুনানি (২৫:১৩-২৬:৩২)

### ৩. রোম যাত্রা (২৭:১-২৮:১৫)

### ৪. রোমে দু'বছর গৃহবন্দীত্ব (২৮:১৬-৩১)



থেরিত পৌলের তৃতীয় প্রচার যাত্রা রোমে যাত্রার মানচিত্র



## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ সম্বন্ধে কিছু মজাদার তথ্য

লেখক: লুক

লিখবার সময়: প্রেরিত পৌলের বিচারের আগে ৬২

খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়েছে।

বাইবেলে এর অবস্থান:

- বাইবেলে ৪৪তম পুস্তক।
  - নতুন নিয়মে ৫নং পুস্তক।
  - নতুন নিয়মের ইতিহাসের প্রথম ও একমাত্র পুস্তক।
  - এই পুস্তকের পরে আরও ২২টি পুস্তক নতুন নিয়মে রয়েছে।
  - অধ্যায় রয়েছে: ২৮
  - পদ রয়েছে: ১০০৭টি
  - শব্দ রয়েছে: ২৪,২৫০টি
- ♦ প্রেরিত পুস্তক সম্বন্ধে কিছু পর্যবেক্ষণ:
- যীশু স্বর্গে ফিরে যাবার আগে যীশুর শেষ কথাগুলো মাত্র প্রেরিত পুস্তকে লেখা হয়েছে।
  - প্রেরিত ১:৮- “কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে; আর তোমরা যিরূশালেমে, সমস্ত যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।”
  - প্রভু যীশু সাক্ষ্য বহন করার যে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তা প্রেরিত পুস্তক থেকেই পালন করা শুরু হয়েছে।
- ♦ প্রেরিত ১:৮ হল প্রেরিত পুস্তকের ক্ষুদ্রচিত্র
- প্রেরিত ১:১-৮:৪ যিরূশালেম
  - প্রেরিত ৮:৫-১২:২৫ যিহূদিয়া ও শমরিয়া
  - প্রেরিত ১৩-২৮ অধ্যায় পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত
- ♦ প্রেরিত পুস্তক হল সুসমাচার অর্থাৎ মথি, মার্ক, লুক ও যোহন পুস্তক এবং পত্রসমূহের মধ্যকার একমাত্র ঐতিহাসিক যোগাযোগের পুস্তক।
- ♦ প্রেরিত পুস্তক হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক যা দেখায় যে, প্রভু যীশুর মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে কি সম্পন্ন করেছে।
- যীশু খ্রীষ্টের রক্ত আমাদের পাপ ক্ষমার জন্য দেওয়া হয়েছে যা আমাদের মধ্যে বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে কার্যকরী হয়।
  - বাধ্য বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের পরিবারে যুক্ত হয়- যাকে আমরা মণ্ডলী বলে থাকি।
- ♦ প্রেরিত ২ অধ্যায়ে প্রভুর মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছে।
- ♦ প্রেরিত পুস্তক:

- প্রভুর মৃত্যুর বছর (৩০ খ্রীষ্টাব্দ) শুরু হয়েছে।
  - প্রেরিত পৌলের বন্দি হবার পরে রোমে দু’বছরের শেষ পর্যন্ত (৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) প্রেরিত পুস্তকে বর্ণনা রয়েছে।
  - মণ্ডলীর ৩০-৩৫ বছর পর্যন্ত ইতিহাস এতে রক্ষিত হয়েছে।
  - পবিত্র বাইবেলে এটি একমাত্র পুস্তক যেখানে এই প্রশ্ন রয়েছে, “পরিভ্রাণ পেতে হলে আমাকে কি করতে হবে?” এবং এর পরে এর উত্তরও দেওয়া হয়েছে।
- ♦ প্রেরিত পুস্তকে উদাহরণস্বরূপ ১০টি ধর্মান্তরিত হবার ঘটনা প্রকাশ করা হয়েছে:
- পঞ্চাশত্তমীয় দিন ৩ হাজার লোক যীশুকে গ্রহণ করে, ২:৩৭-৪১
  - শমরীয়রা স্ত্রী লোক গ্রহণ করে, ৮:১২
  - জাদুকর শিমোন বিশ্বাসী হন, ৮:২০-৪০
  - সাধু পৌল বিশ্বাসী হন, ৯:৩-১৮
  - কর্ণেলিয়াস ও তার পরিবার, ১০:৩৪-৪৮
  - লুদিয়া ও তার পরিবার, ১৬:১১-১৫
  - জেলরক্ষক ও তার পরিবার, ১৬:২৫-৩৪
  - করিন্থীয়রা তাঁকে গ্রহণ করে, ১৩:৮
  - ইফিষে ১২ জন লোক, প্রেরিত ১৮:৮
- ♦ প্রেরিত পুস্তকের প্রথম ১২ অধ্যায় প্রধান চরিত্র হলেন সাধু পিতর। এর পরের ১৬ অধ্যায় ধরে প্রধান চরিত্র হলেন সাধু পৌল।
- ♦ প্রেরিত পুস্তকে প্রেরিত পৌলের তিনটি প্রচার-যাত্রার কথা বর্ণনা করা হয়েছে:
- প্রথম প্রচার-যাত্রা: প্রেরিত ১৩:১-১৪:২৮
  - এই যাত্রা দু’বছরের জন্য ছিল এবং এই সময় তিনি ১,২৩৫ মাইলের বেশি পথ ভ্রমণ করেছেন।
  - দ্বিতীয় প্রচার-যাত্রা: প্রেরিত ১৫:৩৬-১৮:২৩
  - এই যাত্রা তিন বছর ধরে চলেছিল এবং এই সময় ২,৭০৩ মাইলের বেশি পথ ভ্রমণ করেছেন।
  - তৃতীয় প্রচার-যাত্রা: প্রেরিত ১৮:২৩-২১:১৬
  - এই যাত্রা ৪ বছর ধরে চলেছিল এবং এই সময় ২,৫১৫ মাইল পথ ভ্রমণ করেছেন।
- ♦ এই পুস্তকের ঐতিহাসিক মর্মার্থ হল: এটা “তাঁর গল্পের বিবরণ”।

| প্রেরিতদের যুগের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক তালিকা               |                                      |                                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| ঘটনাবলী                                                     | শাস্ত্রের অংশ                        | সময়কাল                                 |
| পঞ্চাশতমী                                                   | প্রেরিত অধ্যায় ২                    | মে ৩৩ খ্রী:                             |
| পিতরের দ্বিতীয় বক্তৃতা ও মহাসভায় তাঁর উপস্থিতি হওয়ার ডাক | প্রেরিত ৩:১-৪:৩১                     | ৩৩ খ্রী:                                |
| অনন্য ও সাফিরার মৃত্যু                                      | প্রেরিত ৪:৩২-৫:১১                    | ৩৩-৩৪ খ্রী:                             |
| মহাসভার সামনে প্রেরিত পিতর                                  | প্রেরিত ৫:১২-৪২                      | ৩৪-৩৫ খ্রী:                             |
| প্রথম মণ্ডলীর পরিচারক নির্বাচন                              | প্রেরিত ৬:১-৭                        | ৩৪ এর শেষ- ৩৫ খ্রী: এর শুরু             |
| স্ত্রিফানের সাক্ষ্যমর হওয়া                                 | প্রেরিত ৬:৮-৭:৬০                     | এপ্রিল ৩৫ খ্রী:                         |
| পৌলের মন পরিবর্তন                                           | প্রেরিত ৯:১-৭                        | খ্রীস্ট ৩৫ খ্রী:                        |
| দামেস্ক ও আরবে পৌল                                          | প্রেরিত ৯:৮-২৫;<br>গালাতীয় ১:১৬-১৭  | খ্রীস্ট ৩৫ - ৩৭ খ্রী:<br>খ্রীস্টের শুরু |
| যিরুশালেমে পৌলের প্রথম যাত্রা                               | প্রেরিত ৯:২৬-২৯;<br>গালাতীয় ১:১৮-২০ | খ্রীস্ট ৩৭ খ্রী:                        |
| পৌল তার্শ ও সিরিয়া-কিলিকিয়ায় যান                         | প্রেরিত ৯:৩০;<br>গালাতীয় ১:২১       | শরৎ ৩৭ খ্রী:                            |
| পিতর অধিহুদীদের মাঝে পরিচর্যা কাজ করেন                      | প্রেরিত ১০:১-১১:১৮                   | ৪০-৪১ খ্রী:                             |
| বার্গবা আন্তিয়খিয়ায় যান                                  | প্রেরিত ১১:১৯-২৪                     | ৪১ খ্রী:                                |
| পৌল আন্তিয়খিয়ায় যান                                      | প্রেরিত ১১:২৫-২৬                     | বসন্ত ৪৩ খ্রী:                          |
| আগাব দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস দেন                              | প্রেরিত ১১:২৭-২৮                     | বসন্ত ৪৪ খ্রী:                          |



| থেরিতদের যুগের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক তালিকা          |                          |                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| ঘটনাবলী                                              | শাস্ত্রের অংশ            | সময়কাল                         |
| পঞ্চাশতমী                                            | থেরিত অধ্যায় ২          | মে ৩৩ খ্রী:                     |
| আগ্রিপ্পের অত্যাচার, যাকোব সাক্ষ্যমর হন              | থেরিত ১২:১-২৩            | বসন্ত ৪৪ খ্রী:                  |
| ত্রাণ নিয়ে যাত্রা, যিরুশালেমে পৌলের দ্বিতীয় যাত্রা | থেরিত ১১:৩০; গালা ২:১-১০ | শরৎ ৪৭ খ্রী:                    |
| আন্তিয়খিয়াতে পৌল                                   | থেরিত ১২:২৫-১৩:১         | শরৎ ৪৭, বসন্ত ৪৮ খ্রী:          |
| প্রথম প্রচার-যাত্রা                                  | থেরিত ১৩:২-১৪:২৮         | এপ্রিল ৪৮-সেপ্টেম্বর ৪৯ খ্রী:   |
| আন্তিয়খিয়া থেকে গমন                                |                          | এপ্রিল ৪৮ খ্রী:                 |
| সাইপ্রাস দ্বীপ                                       |                          | এপ্রিল-জুন ৪৮ খ্রী:             |
| পার্বঃ                                               |                          | মধ্য জুলাই পর্যন্ত ৪৮ খ্রী:     |
| পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়া                              |                          | মধ্য জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ৪৮   |
| ইকনিয়                                               |                          | অক্টোবর ৪৮-ফেব্রুয়ারি ৪৯ খ্রী: |
| লুজা ও দর্বি                                         |                          | মার্চ-মধ্য জুন ৪৯ খ্রী:         |
| পুনরায় মণ্ডলীগুলো পরিদর্শন                          |                          | মধ্য জুন-আগস্ট ৪৯ খ্রী:         |
| সিরিয়া-আন্তিয়খিয়ায় প্রত্যাবর্তন                  |                          | সেপ্টেম্বর ৪৯ খ্রী:             |
| আন্তিয়খিয়ায় পিতর                                  | গালা ২:১১-১৬             | শরৎ ৪৯ খ্রী:                    |
| আন্তিয়খিয়া থেকে পৌলের গালাতীয় পত্র পাঠানো         |                          | শরৎ ৪৯ খ্রী:                    |
| যিরুশালেম থেরিতদের সভা, পৌলের তৃতীয় যাত্রা          | থেরিত ১৫                 | শরৎ ৪৯ খ্রী:                    |

| প্রেরিতদের যুগের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক তালিকা |                     |                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ঘটনাবলী                                       | শাস্ত্রের অংশ       | সময়কাল                           |
| আন্তিয়খিয়ায় পৌল                            | প্রেরিত ১২:২৫-১৩:১  | শীত ৪৯-৫০ খ্রী:                   |
| পৌলের দ্বিতীয় প্রচার-যাত্রা                  | প্রেরিত ১৫:৩৬-১৮:২২ | এপ্রিল ৫০-সেপ্টেম্বর ৫২ খ্রী:     |
| আন্তিয়খিয়া থেকে গমন                         |                     | এপ্রিল ৫০ খ্রী:                   |
| সিরিয়া ও কিলিকিয়া                           |                     | এপ্রিল ৫০ খ্রী:                   |
| লুস্ত্রা ও দর্বি                              |                     | মে ৫০ খ্রী:                       |
| ইকনিয়                                        |                     | মে শেষ-মধ্য জুন ৫০ খ্রী:          |
| পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়া                       |                     | মধ্য জুন-জুলাই প্রথম দিক ৫০ খ্রী: |
| আন্তিয়খিয়া থেকে ত্রোয়া                     |                     | জুলাই ৫০ খ্রী:                    |
| ফিলিপী                                        |                     | আগস্ট-অক্টোবর ৫০ খ্রী:            |
| থিমলনীকী                                      |                     | নভেম্বর ৫০-জানুয়ারী ৫১ খ্রী:     |
| বিরয়া                                        |                     | ফেব্রুয়ারি ৫১ খ্রী:              |
| এথেন্স                                        |                     | ফেব্রুয়ারি-মধ্য মার্চ ৫১ খ্রী:   |
| করিঙ্থে আগমন                                  |                     | মধ্য মার্চ ৫১ খ্রী:               |
| বিরয়া থেকে সীল ও তীমথির আগমন                 |                     | এপ্রিল/মে ৫১ খ্রী:                |
| করিঙ্থ থেকে ১ম থিমলনীকীয় পত্র পাঠানো         |                     | গ্রীষ্মের প্রথম দিক ৫১ খ্রী:      |
| করিঙ্থ থেকে ২য় থিমলনীকীয় পত্র পাঠানো        |                     | গ্রীষ্ম ৫১ খ্রী:                  |
| করিঙ্থ থেকে প্রস্থান                          |                     | সেপ্টেম্বর প্রথম দিক ৫২ খ্রী:     |

| প্রেরিতদের যুগের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক তালিকা |                         |                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ঘটনাবলী                                       | শাস্ত্রের অংশ           | সময়কাল                        |
| ইফিষ                                          |                         | মধ্য সেপ্টেম্বর ৫২ খ্রী:       |
| যিরুশালেমে পৌলের তৃতীয় যাত্রা                |                         | সেপ্টেম্বরের শেষ দিক ৫২        |
| আন্তিয়খিয়ায় প্রত্যাবর্তন                   |                         | নভেম্বরের প্রথম/<br>মধ্যভাগ ৫২ |
| আন্তিয়খিয়ায় পৌলের অবস্থান                  |                         | শীত ৫২/৫৩ খ্রী:                |
| তৃতীয় প্রচার যাত্রা                          | প্রেরিত ১৮:২৩-<br>২১:১৬ | বসন্ত ৫৩-মে ৫৭ খ্রী:           |
| আন্তিয়খিয়া থেকে প্রস্থান                    |                         | বসন্ত ৫৩ খ্রী:                 |
| গালাতীয় মণ্ডলী পরিদর্শন                      |                         | বসন্ত-গ্রীষ্ম ৫৩ খ্রী:         |
| ইফিষে আগমন                                    |                         | সেপ্টেম্বর ৫৩ খ্রী:            |
| ইফিষ থেকে ১ম করিন্থীয় পত্র রচনা              |                         | বসন্তের প্রথম দিক ৫৬<br>খ্রী:  |
| ইফিষ থেকে প্রস্থান (দাঙ্গা)                   |                         | মের প্রথম দিক ৫৬<br>খ্রী:      |
| ত্রোয়া                                       |                         | মে ৫৬ খ্রী:                    |
| মাকিদনিয়ায় আগমন                             |                         | জুনের প্রথম দিক ৫৬<br>খ্রী:    |
| মাকিদনিয়ায় থেকে ২য় করিন্থীয় পত্র<br>রচনা  |                         | সেপ্টেম্বর/অক্টোবর ৫৬<br>খ্রী: |
| মাকিদনিয়া থেকে প্রস্থান                      |                         | মধ্য নভেম্বর ৫৬ খ্রী:          |
| করিঞ্চে আগমন                                  |                         | নভেম্বরের শেষ দিক<br>৫৬ খ্রী:  |
| করিঙ্ছ থেকে রোমীয় পত্র পাঠানো                |                         | শীত ৫৬/৫৭ খ্রী:                |

| থেরিতদের যুগের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক তালিকা |                   |                                 |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| ঘটনাবলী                                     | শাস্ত্রের অংশ     | সময়কাল                         |
| করিবু থেকে প্রস্থান                         |                   | ফেব্রুয়ারির শেষভাগ<br>৫৭ খ্রী: |
| ফিলিপী                                      |                   | এপ্রিল ৬-১৪, ৫৭ খ্রী:           |
| দ্রোয়া                                     |                   | এপ্রিল ১৯-২৫, ৫৭<br>খ্রী:       |
| দ্রোয়া থেকে আঃস                            |                   | সোমবার, এপ্রিল ২৫,<br>৫৭ খ্রী:  |
| আঃস থেকে মিতুলীনী                           |                   | এপ্রিল ২৬, ৫৭ খ্রী:             |
| মিতুলীনী থেকে খীয়                          |                   | এপ্রিল ২৭, ৫৭ খ্রী:             |
| খীয় থেকে সামঃ                              |                   | এপ্রিল ২৮, ৫৭ খ্রী:             |
| সামঃ থেকে মিলিতা                            |                   | এপ্রিল ২৯, ৫৭ খ্রী:             |
| ইফিষীয় প্রাচীনগণ পৌলের সাথে সাক্ষাৎ করেন   |                   | এপ্রিল ৩০-মে ২, ৫৭<br>খ্রী:     |
| মিলিতা থেকে পাতারা                          |                   | মে ২-৪, ৫৭ খ্রী:                |
| পাতারা থেকে সোর                             |                   | মে ৫-৯, ৫৭ খ্রী:                |
| সোরে অবস্থান                                |                   | মে ১০-১৫, ৫৭ খ্রী:              |
| সোর থেকে কৈসরিয়া                           |                   | মে ১৭-১৯, ৫৭ খ্রী:              |
| কৈসরিয়ায় অবস্থান                          |                   | মে ১৯-২৫, ৫৭ খ্রী:              |
| কৈসরিয়া থেকে যিরুশালেম                     |                   | মে ২৫-২৭, ৫৭ খ্রী:              |
| যিরুশালেম পৌলের পঞ্চম যাত্রা                |                   | মে ২৭-৫৭ খ্রী:                  |
| পঞ্চাশত্তমীতে যাকোবের সাথে সাক্ষাৎ          | থেরিত ২১:১৩-২৩    | মে ২৮, ৫৭ খ্রী:                 |
| পৌলের বন্দীত্ব ও ফীলিপ্পের সম্মুখে বিচার    | থেরিত ২১:২৬-২৪:২২ | মে ২৯-জুন ৯, ৫৭ খ্রী:           |

| শ্রেণিতদের যুগের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক তালিকা |                     |                                |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| ঘটনাবলী                                       | শাস্ত্রের অংশ       | সময়কাল                        |
| শুচিকরণের প্রথম দিন                           |                     | রবিবার, মে ২৯, ৫৭ খ্রী:        |
| শুচিকরণের দ্বিতীয় দিন                        |                     | মে ৩০, ৫৭ খ্রী:                |
| শুচিকরণের তৃতীয় দিন                          |                     | মে ৩১, ৫৭ খ্রী:                |
| শুচিকরণের চতুর্থ দিন                          |                     | জুন ১, ৫৭ খ্রী:                |
| শুচিকরণের পঞ্চম দিন, দাঙ্গা, পৌলের বক্তৃতা    |                     | জুন ২, ৫৭ খ্রী:                |
| মহাসভার সামনে পৌল                             |                     | জুন ৩, ৫৭ খ্রী:                |
| প্রভুর দেখা দান (রাতে)                        |                     | জুন ৪, ৫৭ খ্রী:                |
| ষড়যন্ত্র (দিনে)                              |                     | জুন ৪, ৫৭ খ্রী:                |
| আন্তিপাত্রির দিকে যাত্রা (রাতে)               |                     | জুন ৫, ৫৭ খ্রী:                |
| কৈসারিয়ার দিকে যাত্রা (দিনে)                 |                     | জুন ৫, ৫৭ খ্রী:                |
| বিচারের জন্য কৈসারিয়ায় অপেক্ষা              |                     | জুন ৫-৯, ৫৭ খ্রী:              |
| ফীলিক্সের সামনে বিচার                         |                     | জুন ৯, ৫৭ খ্রী:                |
| ফীলিক্স ও দ্রুশিল্লার সামনে পৌল               | শ্রেণিত ২৪:২৪-২৭    | জুন ৫৭ খ্রী:                   |
| কৈসারিয়ায় কারাবরণ                           | শ্রেণিত ২৪:২৭-২৬:৩২ | জুন ৫৭-আগস্ট ৫৯ খ্রী:          |
| ফীলিক্সের সামনে বিচার                         |                     | জুলাই ৫৯ খ্রী:                 |
| আগ্রিপ্পের সামনে বিচার                        |                     | আগস্টের প্রথম দিক, ৫৯ খ্রী:    |
| রোমের দিকে যাত্রা                             | শ্রেণিত ২৭:১-২৮:২৯  | আগস্ট ৫৯-ফেব্রুয়ারি ৬০ খ্রী:  |
| কৈসারিয়া থেকে প্রস্থান                       |                     | মধ্য আগস্ট ৫৯ খ্রী:            |
| মুরা                                          |                     | সেপ্টেম্বরের প্রথমদিক ৫৯ খ্রী: |

| প্রেরিতদের যুগের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক তালিকা    |               |                                  |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| ঘটনাবলী                                          | শাস্ত্রের অংশ | সময়কাল                          |
| প্রভুর ভাই যাকোব সাক্ষ্যমর হন                    |               | বসন্ত ৬২ খ্রী:                   |
| কারাগার থেকে মুক্তি                              |               | বসন্ত ৬২-শরৎ ৬৭ খ্রী:            |
| ইফিষ ও কলসীয়তে পৌল                              |               | বসন্ত থেকে শরৎ ৬২ খ্রী:          |
| পিতরের রোম যাত্রা                                |               | ৬২ খ্রী:                         |
| মাকিদনিয়ায় পৌল                                 |               | খ্রীষ্টের শেষ ৬২-শীত ৬২/৬৩ খ্রী: |
| মাকিদনিয়ায় থেকে ১ম তীমথিয় পত্র পাঠানো         |               | শরৎ ৬২ খ্রী:                     |
| এশিয়া মাইনরে পৌল                                |               | বসন্ত ৬৩-বসন্ত ৬৪ খ্রী:          |
| স্পেনে পৌল                                       |               | বসন্ত ৬৪-বসন্ত ৬৬ খ্রী:          |
| খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা অত্যাচারিত, পিতর সাক্ষ্যমর হন |               | খ্রীষ্ট ৬৪ খ্রী:                 |
| ক্রীট দ্বীপে পৌল                                 |               | খ্রীষ্টের প্রথমে ৬৬ খ্রী:        |
| এশিয়া মাইনরে পৌল                                |               | খ্রীষ্ট-শরৎ ৬৬ খ্রী:             |
| এশিয়া মাইনর থেকে তীত পত্র রচনা                  |               | খ্রীষ্ট ৬৬ খ্রী:                 |
| নিকোপলিতে পৌল                                    |               | শীত ৬৬/৬৭ খ্রী:                  |
| মাকিদনিয়ায় ও গ্রীসে পৌল                        |               | বসন্ত -শরৎ ৬৭ খ্রী:              |
| পৌলের বন্দীত্ব ও রোমে আনয়ন                      |               | শরৎ ৬৭ খ্রী:                     |
| রোমে দ্বিতীয় কারাবরণ                            |               | শরৎ ৬৭-বসন্ত ৬৮ খ্রী:            |
| রোম থেকে ২য় তীমথিয় পত্র পাঠানো                 |               | শরৎ ৬৭ খ্রী:                     |
| পৌলের মৃত্যু                                     |               | বসন্ত ৬৮ খ্রী:                   |
| যিরুশালেম নগরীর ধ্বংস সাধন                       |               | সেপ্টেম্বর ২, ৭০ খ্রী:           |

## পরভাষায় কথা বলা

বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা প্রকাশের দু'টি দিক আছে: প্রথমত, প্রেরিত ২:১০,১৯ (সম্ভবত ৮ অধ্যায়ও) পদে চিহ্ন হিসাবে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা; দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক প্রেরিতিক মণ্ডলীতে দেওয়া বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার দান। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার দানটি স্থায়ী ছিল না (১ করি ১৩:৯-১৩) এবং এই দান সব বিশ্বাসীদের দেওয়া হয় নি। এই দানের সঙ্গে ব্যাখ্যা করার দানও প্রয়োজন (১ করি ১২:১০; ১৪:১-৪০)। ব্যাখ্যা সহ চিহ্নরূপ এই দানটি নতুন নিয়ম সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মণ্ডলীকে শিক্ষা দেবার মাধ্যম হিসাবে দেওয়া হয়েছিল।

কথা বলার প্রথম দিকটি ছিল একটি মাধ্যম যার দ্বারা পঞ্চাশতমীর দিনে পবিত্র আত্মা ইস্রায়েলীদের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন (২:৪-১৩)। বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার প্রথম দিকটির তিনটি উদ্দেশ্য ছিল: (১) একটি মাধ্যম...; (২) প্রভু যীশুই যে মশীহ তার চিহ্নরূপ; (৩) পবিত্র আত্মার নতুন যুগ যে এসেছে তার দিক নির্দেশনা।

অযিহুদীদের কাছেও এই একইভাবে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলবার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার দানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল (প্রেরিত ১০:৪৪-৪৭)। পিতরের কাছে ও তাঁর সহ যিহুদী বিশ্বাসীদের কাছে প্রমাণের জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু করবার দরকার ছিল না। তাঁরা দেখতে পেয়েছেন যে, অযিহুদীরা পবিত্র আত্মা পেয়েছে, কারণ কর্ণিলিয় ও অন্যান্য অযিহুদীরা পঞ্চাশতমী দিনের ন্যায় যিহুদীদের মতই অতি প্রাকৃতিক ভাষায় কথা বলেছে।

বাপ্টিস্মদাতা যোহনের শিষ্যরা যারা পবিত্র আত্মা পেয়েছিল এবং বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেছিল তারা (প্রেরিত ১৯:৬-১০) ইফিষের শক্তিশালী যিহুদী সম্প্রদায়ের কাছে ছিল একটি সাক্ষ্য। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, যাকে সাধারণত যিহুদীরা ঈশ্বরের পাঠানো একজন ভাববাদী হিসেবে গ্রহণ করেছিল সেই বাপ্টিস্মদাতা যোহনের শিষ্যরা খ্রীষ্টের নামে বাপ্টিস্ম গ্রহণ করবার পর পবিত্র আত্মা কর্তৃক বরপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু যিহুদীদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল খুব একগুঁয়ে; তারা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিল, যেমন ভাববাদী যিশাইয়া তাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (যিশা ২৮:১১-১২; ১ করি ১৪:২২; ১ করি ১৪)।

## পবিত্র আত্মা

গৌরবময় ত্রিভুজের তৃতীয় ব্যক্তি। তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে এই সকল তথ্যসমূহ থেকে:

১. ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, যেমন বুদ্ধিমত্তা এবং ইচ্ছাশক্তি তাঁর ভেতরে রয়েছে, যোহন ১৪:১৭, ২৬; ১৫:২৬; ১ করি ২:১০, ১১; ১২:১১।
২. তিনি ভর্ষনা করেন, সাহায্য করেন, গৌরবান্বিত করেন, মধ্যস্থতা করেন, যোহন ১৬:৭-১৩; রোমীয় ৮:২৬।
৩. তিনি শুধুমাত্র বিশেষ একজনকে তাঁর কাজে বহাল করেন। এই পদের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য জড়িত, লুক ১২:১২; প্রেরিত ৫:৩২; ১৫:২৮; ১৬:৬; ২৮:২৫; ১ করি ২:১৩; ইব্রীয় ২:৪; ৩:৭; ২ পিতর ১:২১।
৪. তাঁর স্বতন্ত্র ঈশ্বরত্ব দৃঢ়ভাবে স্থাপিত, যাত্রা ১৭:৭; গীত ৯৫:৭; ইব্রীয় ৩:৭-১১। স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্যও তাঁকে প্রদান করা হয়েছে।
৫. তিনি সর্বত্র বিরাজমান, গীত ১৩৯:৭; ইফি ২:১৭, ১৮; ১ করি ১২:১৩;
৬. তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং অনন্তকাল বিরাজমান, ১ করি ২:১০, ১১; লুক ১:৩৫; রোমীয় ৮:১১; ইব্রীয় ৯:৮।
৭. তাঁর উপর সৃষ্টির কর্তৃত্ব এবং আশ্চর্য কাজসমূহ আরোপ করা হয়েছে, আদি ১:২; ইয়োব ২৬:১৩; গীত ১০৪:৩০; মথি ১২:২৮; ১ করি ১২:৯-১১।
৮. উপাসনা তাঁর জন্য নির্ধারিত ও তাঁরই উপর আরোপিত, যিশা ৬:৩; প্রেরিত ২৮:২৫; রোমীয় ৯:১; প্রকা ১:৮; মথি ২৮:১৯।

পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেন। আমাদের নিজ নিজ আত্মায় পবিত্র আত্মার উপস্থিতি সব সময় বিরাজমান থাকে। আমাদের অন্তরে তাঁর কাজই আমাদেরকে সাঙুনা দেয়, প্রার্থনার জন্য চেতনা দেয়, পাপের জন্য আমাদের তিরস্কার করে, ভালবাসার চেতনায় চালনা করে। তাঁর অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আমরা পৃথিবীর মানুষের কাছে ঈশ্বরের মহান সত্যের সাক্ষ্য বহন করি। পবিত্র বাইবেলের প্রত্যেকটি পুস্তক তাঁরই প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় রচিত হয়েছে।

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>স্তিফানের<br/>মৃত্যুর<br/>প্রভাব</b> | <p>প্রথম সাক্ষ্যের স্তিফানের মৃত্যু বৃথা যায় নি। নিচে আমরা কিছু ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাই যা স্তিফানের মৃত্যুর পর খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপর শুরু হওয়া নির্যাতনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>১. ফিলিপের সুসমাচার প্রচার-যাত্রা (প্রেরিত ৮:৪-১০)</li><li>২. পৌলের (শৌল) মন পরিবর্তন (প্রেরিত ৯:১-৩০)</li><li>৩. পিতরের সুসমাচার প্রচার-যাত্রা (প্রেরিত ৯:৩২-১১:১৮)</li><li>৪. সিরিয়ার আন্তিয়খিয়ায় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা (প্রেরিত ১১:১৯)</li></ol> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## স্তিফান

প্রাথমিক মণ্ডলীর সাতজন পরিচারকের মধ্যে প্রথমজন। তাঁর নামের অর্থ হল “মুকুট,” একটি যথোপযুক্ত নাম, কারণ তিনিই প্রথম বিশ্বাসের জন্য সাক্ষ্যমর হন এবং স্বর্গীয় মুকুট পান। তিনি যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করতেন এবং লোকদের মধ্যে অনেক আশ্চর্য কাজ করতেন। তাই যিহূদী ও ফরীশীরা তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। স্বর্গ থেকে পাওয়া তাঁর আত্মিক শক্তি দেখে বিচারকরা প্রথমে ভয় পেয়ে যায় এবং শেষে তারা তাঁর কথায় ফাঁদ খুঁজতে থাকে যেন তাঁকে ঈশ্বর-নিন্দার দোষ দিতে পারে। স্তিফান অব্রাহাম থেকে গুরু করে খ্রীষ্ট পর্যন্ত ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা ও পবিত্র শাস্ত্রের সকল পরিপূর্ণতার কথা উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে থাকেন। এ সব কথা সহ্য করতে না পেরে যিহূদীরা তাঁকে ঈশ্বর-নিন্দার দোষে দোষী করে। স্তিফান চিৎকার করে বলতে লাগলেন, স্বর্গে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে মহিমাম্বিত করা হয়েছে এবং তারা যে সেই যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশে হত্যা করেছে তা তিনি জোর গলায় বলতে লাগলেন। কিন্তু তারা কান বন্ধ রাখে এবং সবাই একসাথে জোরে চিৎকার করে তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনে শহরের বাইরে নিয়ে যায়। তারা তাদের রীতি অনুসারে ঈশ্বরের নিন্দাকারীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করতো। স্তিফানকেও তারা পাথর মেরে হত্যা করে। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে স্তিফান তাঁর প্রভুর মত দু’বার চিৎকার করে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন এবং মধ্যস্থতার প্রার্থনা করেন। যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু হিসেবে সম্বোধন করে প্রার্থনা করে তিনি বলেন: “আমার আত্মাকে গ্রহণ কর। প্রভু, এদের বিপক্ষে এই পাপ ধরো না।” অতঃপর স্তিফান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গ্রীক ভাষাভাষী কয়েকজন ঈশ্বর-ভক্ত লোক স্তিফানের সহচর ছিল, তারাই স্তিফানকে কবর দেন।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ প্রাথমিক মণ্ডলীর প্রথম সাতজন পরিচারকের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন।
- ◆ আত্মিক বিশ্বাস, জ্ঞান, অনুগ্রহ ও ক্ষমতার কারণে সুপরিচিত ছিলেন; সেই সাথে তাঁর জীবনে পবিত্র আত্মার উপস্থিতির জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলেন।
- ◆ একজন অসামান্য নেতা, শিক্ষক ও বিতর্কিক ছিলেন।
- ◆ সুসমাচারের সত্যের জন্য প্রথম সাক্ষ্যমর হয়েছিলেন।

### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ বিশ্বাসের ছোট দায়িত্বগুলো বিশ্বস্ততার সাথে পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ বড় দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।
- ◆ ঈশ্বরকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতি বাস্তব ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ প্রকাশের জন্য তাঁর লোকেরা প্রস্তুত হয়ে ওঠেন।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ পেশা: মণ্ডলীর পরিচারক
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: পৌল, কায়্যাফা, গমলীয়েল, অন্যান্য প্রেরিতবর্গ।

মূল পদ: “এদিকে তারা যখন স্তিফানকে পাথর মারছিল, তখন তিনি ডেকে প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর। পরে তিনি হাঁটু পেতে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, প্রভু, এদের বিপক্ষে এই পাপ ধরো না। এই কথা বলে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। আর শৌল তাঁর হত্যার অনুমোদন করছিলেন।” (প্রেরিত ৭:৫৯,৬০)

প্রেরিত পুস্তকের অন্যতম চরিত্রগুলো

## ফিলিপ

প্রাথমিক মণ্ডলীর সাতজন পরিচারকের মধ্যে একজন, প্রেরিত ৬:৫। তিনি একজন সুসমাচার প্রচারকারীও বটে, প্রেরিত ২১:৮,৯। স্ত্রিফানের মৃত্যুর পর সৃষ্ট নির্যাতনে যারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি তাদের একজন। তিনি প্রথমে শমরিয়াকে যান এবং সেখানে সফলতার সাথে সুসমাচার প্রচার করেন, প্রেরিত ৮:৫-১৩। সেখানে থাকাকালে তিনি দক্ষিণাঞ্চলে যিরূশালেম থেকে গাজার দিকে যে রাস্তা চলে গেছে সেদিকে অগ্রসর হওয়ার সময় স্বর্গীয় নির্দেশ অনুসারে হিব্রোণের পথে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি একটি রথে ইথিওপিয়ার রাণী কান্দাকির ধন-সম্পদ রক্ষককে দেখতে পান, যিনি ঠিক সেই মুহূর্তে ভাববাদী যিশাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ পড়ছিলেন, যিশা ৫৩:৬,৭। ফিলিপ তার সাথে কথা বলে অংশটি ব্যাখ্যা করেন এবং তার কাছে ত্রাণকর্তার সুসমাচার প্রচার করেন। ইথিওপীয় লোকটি ফিলিপের বক্তব্য শুনে বিশ্বাস করেন এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে জলে নেমে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। বাপ্তিস্ম দেবার পরেই ফিলিপ অদৃশ্য হয়ে যান, ফলে সেই ইথিওপীয় লোকটি আর তাঁকে দেখতে পান নি। পরে ফিলিপকে অসদোদে দেখা যায় এবং কৈসারিয়াতে আসার আগ পর্যন্ত তিনি সেখানে সুসমাচার প্রচার করেন। পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা যখন যিরূশালেমের পথে ছিলেন তখন তাঁকে কৈসারিয়ায় দেখা যায়, প্রেরিত ২১:৮। এরপর আর কোথাও তাঁর কোন উল্লেখ নেই।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ♦ প্রাথমিক মণ্ডলীর ৭ জন পরিচারকের মধ্যে একজন ছিলেন।
- ♦ একজন সুসমাচার প্রচারকারী ও প্রথম ভ্রমণকারী প্রচারকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন।
- ♦ সমস্ত মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য যীশু খ্রীষ্টের মহান আদেশ সর্বপ্রথম পালনকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন।
- ♦ পবিত্র বাইবেলের একজন আন্তরিক শিক্ষার্থী ছিলেন, পরিক্রমভাবে এর অর্থ বুঝিয়ে বলতে পারতেন।

### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ♦ যারা সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে ঈশ্বরের বাধ্য হতে চায়, তাদেরকে ঈশ্বর তাঁর মহান উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেন।
- ♦ সুসমাচার হচ্ছে সারা পৃথিবীর সকল জাতির সকল মানুষের প্রতি ঈশ্বরের সুসমাচার।
- ♦ যীশু খ্রীষ্টকে উপলব্ধি করার জন্য শুধু নতুন নিয়ম নয়, পুরো বাইবেলই আমাদের অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।
- ♦ সুসমাচারের প্রতি পুরো জাতির সাড়া দান (শমরীয়দের মত) এবং ব্যক্তিগত সাড়া দান (ইথিওপিয়ার সেই লোকটির মত) দুটোই সমান মূল্যবান।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ♦ পেশা: মণ্ডলীর পরিচারক, সুসমাচার প্রচারকারী
- ♦ আত্মীয়-স্বজন: চারটি কন্যা
- ♦ সমসাময়িক যারা ছিলেন: পৌল, স্ত্রিফান, প্রেরিতবর্গ।

মূল পদ: “তখন ফিলিপ মুখ খুলে পবিত্র শাস্ত্রের সেই কথা থেকে আরম্ভ করে তাঁর কাছে যীশুর বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করলেন।” (প্রেরিত ৮:৩৫)

প্রেরিত ৬:১-৭; ৮:৫-৮০; ২১:৮-১০ পদে ফিলিপের কথা পাওয়া যায়।

প্রেরিত পুস্তকের অন্যতম চরিত্রগুলো

## কর্ণালিয়

একজন শত-সেনাপতি, যার কাহিনী প্রেরিত ১০ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। কর্ণালিয় শব্দটি গ্রীক “কর্নেলিওস” শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ “শিং”। তিনি একজন ঈশ্বরভক্ত লোক ছিলেন এবং কফরনাহূমের সেই শতপতির মত তিনিও ইস্রায়েলীদের ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। সম্ভবত তাঁর বাসস্থান কৈসারিয়াতে ছিল। যিহূদীদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার ফলে তিনি খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানার ব্যাপারে আগ্রহী হন এবং সাধু পিতরের কাছ থেকে তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার সাদরে গ্রহণ করেন। অযিহূদীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হন। তিনি এবং তাঁর পরিবার বাপ্টিস্ম নেন এবং খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর সদস্য হন, প্রেরিত ১০:২,৪৪-৪৮।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ একজন ধার্মিক ও দয়ালু রোমীয় ছিলেন।
- ◆ তিনি রোমীয় সৈন্যবাহিনীর একজন সেনাপতি হলেও যিহূদীদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত একজন ব্যক্তি ছিলেন।
- ◆ তিনি ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরিবার সহ বিশ্বাসী হয়েছিলেন।
- ◆ তাঁর মন পরিবর্তনের ফলে অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচারের দ্বার আরও প্রশস্ত হয়েছিল।

### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ যারা ঈশ্বরকে জানতে চায় তাদের জীবনকে ঈশ্বর স্পর্শ করেন।
- ◆ সুসমাচার পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য।
- ◆ প্রতিটি স্থানেই সুসমাচারে বিশ্বাস করার জন্য উদগ্রীব মানুষ রয়েছে।
- ◆ আমরা যখন সত্যের অনুসন্ধান করি ও ঈশ্বরের আলোতে পথ চলি, তখন ঈশ্বর আমাদেরকে অব্যাহত অনুগ্রহ দান করেন।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ কোথায়: কৈসারিয়া
- ◆ পেশা: রোমীয় শতপতি
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: পিতর, ফিলিপ, প্রেরিতবর্গ।

মূল পদ: “তিনি ঈশ্বরভক্ত ছিলেন এবং সমস্ত পরিবারের সঙ্গে ঈশ্বরকে ভয় করতেন। তিনি লোকদেরকে অনেক দান করতেন এবং সব সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন।” (প্রেরিত ১০:২)

প্রেরিত ১০:১-১১:১৮ পদে কর্ণালিয়ার কথা পাওয়া যায়।

প্রেরিত পুস্তকের অন্যতম চরিত্রগুলো

## হেরোদ আগ্রিপ্প ১

সারা ইস্রায়েল দেশে ইদুমীয় শাসক গোষ্ঠীর একজন শাসনকর্তা। এ্যারিস্টোবুলাস ও বর্ণীকীর পুত্র, মহান হেরোদের প্রপৌত্র। তিনি প্রথমে লুথানিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন, পরবর্তীতে তিনি তাঁর পিতামহ মহান হেরোদের সমস্ত রাজ্য অধিকার করে নেন এবং রাজা হিসেবে ভূষিত হন। তিনি প্রেরিত যাকোবকে হত্যা করেন এবং প্রেরিত পিতরকে বন্দী করেন, লুক ৩:১; প্রেরিত ১২:১-১৯। ৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ক্লাডিয়াসের সম্মানে আয়োজিত উৎসবের দ্বিতীয় দিনে তিনি কৈসরের বিশাল মঞ্চে আসেন, সেখানে ঈশ্বরের একজন দূতের আঘাতে তিনি মারা যান, প্রেরিত ১২:২১-২৩। তিনি তাঁর ৪৪ বছরের জীবনে ৪ বছর প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং ৩ বছর সমগ্র ইস্রায়েল দেশের রাজা ছিলেন (৩৭-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর মৃত্যুর পর প্যালােষ্টাইনের অঞ্চল পুরোপুরিভাবে সিরিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে যায়।

**সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:**

- ◆ দক্ষ প্রশাসক ও নেতা ছিলেন।
- ◆ তাঁর এলাকার যিহুদীদের সাথে ও রোম সাম্রাজ্যের শাসকের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছিলেন

**দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:**

- ◆ প্রেরিত যাকোবের বন্দী করেছিলেন ও হত্যাকাণ্ডের আয়োজন করেছিলেন।
- ◆ পিতরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বন্দী করেছিলেন।
- ◆ জনসাধারণ যখন তাঁকে দেবতা বলে প্রশংসা ও গৌরব করছিল, তখন তিনি তা সমর্থন করেছেন।

**তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:**

- ◆ যারা ঈশ্বরের বিপক্ষে অবস্থান নেয়, তারা চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায়।
- ◆ যে প্রশংসার দাবীদার একমাত্র ঈশ্বর, সেই প্রশংসা নিজে নেওয়ার চেষ্টা করলে ভয়ঙ্কর পরিণতি নেমে আসবে।
- ◆ পারিবারিক বংশগতি অনেক সময় মানুষকে ভাল বা মন্দ পথে ধাবিত করে।

**গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:**

- ◆ কোথায়: যিরূশালেম
- ◆ পেশা: রোম সরকার কর্তৃক নিযুক্ত যিহুদীদের রাজা
- ◆ আত্মীয়-স্বজন: পিতামহ: মহান হেরোদ; পিতা: এ্যারিস্টোবুলাস; কাকা: হেরোদ আন্তিপাস; বোন: হেরোদিয়া; স্ত্রী: সিপ্রোাস; পুত্র: হেরোদ আগ্রিপ্প ২; কন্যা: বর্ণীকী, মরিয়ান্নী, দ্রুসিল্লা।
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: সম্রাট তিবিরিয়, কালিগুলা ও ক্লাডিয়াস; যাকোব, পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতবর্গ।

**মূল পদ:** “আর প্রভুর এক দূত তখনই তাঁকে আঘাত করলেন, কেননা তিনি ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করলেন না; আর তিনি ক্রিমির উৎপাতে মারা গেলেন।” (প্রেরিত ১২:২৩)

## বার্ণবা

বার্ণবা নামের অর্থ *সান্ত্বনার পুত্র* বা *প্রবোধের সন্তান*। বার্নবার প্রকৃত নাম যোষেফ। তিনি ছিলেন একজন লেবীয়, প্রেরিত ৪:৩৬। একেবারে প্রথম দিকের প্রাথমিক মণ্ডলীর প্রচারের ফলে তিনি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হন। তাঁর ‘বার্নবা’ নামটি সর্বপ্রথম দেখা যায় প্রেরিত ১৩:১ পদে। লুক তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁকে “একজন ভাল মানুষ” বলেছেন, প্রেরিত ১১:২৪। লেবীয় গোষ্ঠীর যিহুদী পিতা-মাতার ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সাইপ্রাস দ্বীপের বাসিন্দা, সেখানে তাঁর একখণ্ড জমিও ছিল, প্রেরিত ৪:৩৬,৩৭। সেটি তিনি মণ্ডলীর অসহায়-গরিব ভাইবোনদের সাহায্য করবার জন্য বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে মনে করা হয় মর্যাদা এবং আদেশপূর্ণ, প্রেরিত ১৪:১১,১২। পৌল যখন তাঁর কথাবার্তা এবং বক্তৃতা শেষ করে যিরুশালেমে ফিরে গেলেন, তখন বার্নবা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বিশ্বাসীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। যিরুশালেমের বিশ্বাসীরা পৌলকে গ্রহণ করার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করলে বার্নবা তাদের সঙ্গে পৌলের পক্ষে কথা বলেন, প্রেরিত ৯:২৭। আন্তিয়খিয়ায় মণ্ডলী গঠনের পর পরই যিরুশালেম মণ্ডলী তাঁকে আন্তিয়খিয়ায় মণ্ডলীর দেখাশোনা করা ও তার বৃদ্ধির জন্য সেখানে পাঠান। পৌল গমলীয়েলের একজন ছাত্র হওয়ায় হয়তো বার্নবার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। শিষ্যদের নেতৃত্বে এবং যিরুশালেমের বিশ্বাসী ভাইদের বিশ্বাসের ফলে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, বার্নবার অনুপ্রেরণা সেই আন্দোলনকে অনেকখানি গতিশীল করেছিল। কাজটিকে তিনি খুবই কঠিন এবং অনেক বড় ধরনের একটি কাজ মনে করলেন, যার বোঝা বইতে তিনি পারছিলেন না, আর তাই পৌল যেন তাঁকে সাহায্য করেন সেজন্য তিনি তাঁর খোঁজে তর্ষ শহরে গেলেন। পৌল তাঁর সঙ্গে আন্তিয়খিয়ায় ফিরে এলেন এবং সারা বছর ধরে তিনি বার্নবার সঙ্গে প্রচুর কাজ করলেন, প্রেরিত ১১:২৫,২৬।

এরপর বার্নবা ও পৌলকে দিয়ে আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে যে সমস্ত টাকা পয়সা সংগ্রহ করা হয়েছিল সেগুলো তাঁদের মাধ্যমে যিরুশালেমের গরিব ভাইদের সাহায্য করার জন্য সেখানে পাঠানো হয়, প্রেরিত ১১:১৮-৩০। অল্প কিছু দিন পর সেখান থেকে তাঁরা যোহন মার্ককে সঙ্গে করে ফিরে এলেন, তাঁদেরকে সেখানে বিশ্বাসবিহীন লোকদের মাঝে প্রচার কাজ করবার জন্য ‘প্রচারক’ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল যাতে করে তারা যারা এখনও বিশ্বাস করে নি তাদের মাঝে প্রচার করতে পারেন, আর এই সময় পৌলের মত বার্নবাকেও “প্রেরিত” বলে ডাকা হয়, প্রেরিত ১৪:১৪। বিশেষ কিছু কৌশল অবলম্বন করে তাঁরা সাইপ্রাস, পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়া, ইকনিয়, লুস্ত্রা, দর্বি এবং এশিয়া মাইনরের বেশ কিছু প্রধান শহরে গিয়ে প্রচার করেছিলেন, প্রেরিত ১৩:১৪। লুস্ত্রায় একজন খোঁড়া লোক সুস্থ হয়ে যাবার পর সেখানকার লোকেরা তাঁকে ‘জিউস’ দেবতা হিসেবে এবং পৌলকে জ্ঞান-বক্তৃতার দেবতা ‘হার্মিস’ হিসেবে পূজা করতে চায়, প্রেরিত ১৩:৩-১৪:২৮। প্রচারকারী হিসেবে তাঁদের এই প্রথম যাত্রা শেষে ফিরে আসার পর, তাঁদেরকে এন্টিয়ক মণ্ডলী আবার মণ্ডলীর নেতা ও অযিহুদীদের বিষয়ে আলোচনার জন্য যিরুশালেমে পাঠান, প্রেরিত ১৫:২; গালা ২:১। এই বিষয়টির নিষ্পত্তির পর, তাঁরা আবার মণ্ডলীর অযিহুদীদের উপস্থাপিত বিধি বিধান হিসেবে একটি ঘোষিত আইনকে সঙ্গে করে এন্টিয়কে ফিরে এলেন এবং তাঁরা এই ঘোষিত নীতিমালা যেন সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর এলাকায় নিয়ে যান, প্রেরিত ১৫:২২-৩৫।

যখন তাঁরা তাঁদের দ্বিতীয় প্রচার যাত্রার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছিল, তখন

### প্রেরিত পুস্তকের অন্যতম চরিত্রগুলো

যোহন মার্ককে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আলাদা আলাদা পথে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়েছিল। পৌল সীলকে তাঁর সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়ে সিরিয়া হয়ে কিলিকিয়াতে গিয়েছিলেন; আর বার্নাবা তাঁর ভাইপো যোহন যাকে মার্ক বলেও ডাকা হয়, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সাইপ্রাস দ্বীপের দিকে গিয়েছিলেন, প্রেরিত ১৫:৩৬-৪১। প্রেরিতের কার্য বিবরণীতে বার্নাবা সম্পর্কে লুক দ্বিতীয়বারের মত আর কোন বিষয় উল্লেখ করেন নি। কিন্তু পৌলের বিভিন্ন চিঠিতে তাঁর উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর পুরাতন সঙ্গীদের ভুলে যান নি, ১ করি ৯:৬; গালা ২:১,৯,১৩; কল ৪:১০। বিষয়টি সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হলেও বেশ কয়েক জন মণ্ডলীর আদি নেতা মনে করেন যে ইব্রীয় পত্রটি বার্নাবার লেখা।

#### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ♦ প্রাথমিক যুগে যিরুশালেমের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সাহায্য করার জন্য নিজেদের সম্পত্তি যারা বিক্রি করে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন।
- ♦ একটি প্রচারকারী দল হিসেবে পৌলের সাথে সর্বপ্রথম ভ্রমণ করেন।
- ♦ একজন কার্যকরী উৎসাহ দানকারী ব্যক্তি ছিলেন, যা তাঁর নামে প্রকাশ পায়।
- ♦ তাঁকে একজন প্রেরিত বলে সম্বোধন করা হয়, যদিও তিনি মূল ১২ জন প্রেরিতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

#### দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:

- ♦ পিতরের মত প্রথমে অযিহূদী বিশ্বাসীদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, যে পর্যন্ত না পৌল তাঁর ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন।

#### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ♦ উৎসাহ দেওয়া বিশ্বাসীদের পরিচর্যা করার অন্যতম একটি উপায়।
- ♦ ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকলে জীবনে কোন না কোন সময় পরীক্ষা আসবেই।
- ♦ সব সময়ই কারও না কারও প্রতি আমাদের উৎসাহ দানের প্রয়োজন আছে।

#### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ♦ কোথায়: সাইপ্রাস, যিরুশালেম, আন্তিয়খিয়া।
- ♦ পেশা: প্রচারকারী, শিক্ষক।
- ♦ আত্মীয়-স্বজন: মাসী: মরিয়ম; মাসতুত ভাই: যোহন-মার্ক।
- ♦ সমসাময়িক যারা ছিলেন: পিতর, সীল, পৌল, হেরোদ আগ্রিপ্প ১।

মূল পদ: “বার্নাবা সেখানে উপস্থিত হয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখে আনন্দ করলেন; এবং সকলকে উৎসাহ দিতে লাগলেন, যেন তারা হৃদয়ের একাগ্রতায় প্রভুতে স্থির থাকে। বার্নাবা এক জন সংলোক ছিলেন এবং পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিলেন। আর অনেক লোক প্রভুতে সংযুক্ত হল।” (প্রেরিত ১১:২৩,২৪)

প্রেরিত ৪:৩৬,৩৭; ৯:২৭-১৫:৩৯ পদে বার্নাবার কাহিনী পাওয়া যায়। এছাড়া ১ করি ৯:৬; গালা ২:১,৯,১৩; কল ৪:১০ পদেও তাঁর উল্লেখ রয়েছে।

প্রেরিত পুস্তকের অন্যতম চরিত্রগুলো

## প্রেরিত পৌল

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সর্বশ্রেষ্ঠ সুসমাচার প্রচারক ছিলেন প্রেরিত পৌল। খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার আগে তাঁর নাম ছিল শৌল। সম্ভবত পৌল নামটি অযিহুদী সমাজে ব্যবহৃত হত এবং শৌল নামটি তাঁর হিব্রু নাম। তিনি রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কিলিকিয়া প্রদেশের রাজধানী তার্শের অধিবাসী ছিলেন। এখানেই শৌলের জন্ম হয় এবং এখানেই তাঁর যৌবনকাল অতিবাহিত হয়। তিনি স্বদেশেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন খাঁটি যিহুদী এবং রক্ষণশীল বিন্যামীন গোষ্ঠীর ফরীশী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ব্যক্তি। পৌল যিহুদী হলেও তাঁর পিতা রোমের নাগরিক ছিলেন, ফলে জন্মসূত্রে তিনিও রোমের নাগরিক ছিলেন।

১৩ বছর বয়সে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য পৌল যিরূশালেমের একটি প্রসিদ্ধ যিহুদী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে তিনি রাব্বি গমলীয়েলের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনের অধ্যয়ন শেষে তিনি সম্ভবত তার্শে ফিরে যান। কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর আবার তিনি যিরূশালেমে ফিরে আসেন। তিনি খ্রীষ্টের ত্রুশী মৃত্যু সম্পর্কে জানতে পারেন এবং সেখানে “নাসরতীয়” নামে একটি নতুন দল সৃষ্টি হয়েছে হয়েছে বলে দেখতে পান। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর ২ বছর পর যিরূশালেমে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে প্রথম মণ্ডলীর ৭ জন পরিচারকের একজন স্তিফান জনসমক্ষে জোরালোভাবে সাক্ষ্য দেন যে, যীশুই সেই আকাজক্ষিত খ্রীষ্ট, যার জন্য যিহুদীরা যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করছে। এর ফলে সেনহেড্রিন এবং যিহুদীদের মধ্যে বিবাদ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্তিফানকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। শৌলও এই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। এরপর সর্বস্তরের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপরে নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। সেই সময় তিনি সম্ভবত মহাসভার সদস্য ছিলেন এবং তিনি শাসকদের সাথে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের ধ্বংসের ও তাদের উপর নির্যাতনের একজন নেতা হিসেবে কাজ করেন। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীগণ এই নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে জানা যায় যে, অনেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা পালিয়ে দামেস্কে রয়েছে। তখন শৌল তাদের নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে দামেস্কে গিয়ে সেখান থেকে তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসবার জন্য মহাপুরোহিতের কাছ থেকে অনুমতি-পত্র নেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা ঘোড়ায় চড়ে যখন প্রায় দামেস্কের কাছাকাছি চলে আসেন, এমন সময়ে হঠাৎ ভীষণ উজ্জ্বল আলো তাঁদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং আলোর তীব্র ঝলকানিতে শৌল মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তখন একটি কথা তিনি শুনতে পান, “শৌল, শৌল, কেন আমাকে তাড়না করছো?” উত্তরে তিনি বলেন, “প্রভু, আপনি কে?” প্রভু উত্তর দেন, “আমি যীশু, যাকে তুমি নির্যাতন করছো।” তাঁদের এই কথোপকথনের সময় পবিত্র আত্মা তাঁর জীবনে নেমে আসেন। উজ্জ্বল আলোয় তিনি অন্ধ হয়ে যান, প্রেরিত ৯:৮। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে শহরে নিয়ে যায় এবং তিনি সেখানে ৩ দিন গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। এই সময় তিনি কিছুই পানাহার করেন নি, প্রেরিত ৯:১১।

দামেস্কে অননিয় নামে যীশু খ্রীষ্টের একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি শৌলের মন পরিবর্তনের দর্শন পান। তিনি শৌলের কাছে এলে তাঁর চোখ খুলে যায় এবং অননিয় তাঁকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী

### প্রেরিত পুস্তকের অন্যতম চরিত্রগুলো

হিসাবে বাপ্তিস্ম দেন, প্রেরিত ৯:১১-১৬। তাঁর জীবনের এই ঘটনা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করে দেয়। তিনি শৌল থেকে পৌল নাম ধারণ করেন। তিনি দামেস্কে সাহসিকতার সঙ্গে সুসমাচার প্রচার করা শুরু করেন। কিন্তু শীঘ্রই যিহূদীদের বিরোধিতার কারণে তিনি যিরূশালেমে যেতে বাধ্য হন।

এ সময় সিরিয়ার প্রচার কাজের তদারক করতে বার্ণাবা যিরূশালেম থেকে আন্তিয়খিয়ায় আসেন। তিনি এই কাজের জন্য পৌলকে স্মরণ করে তাঁকে খুঁজে নিয়ে আসার জন্য তার্থে যান। পৌল সহজেই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আন্তিয়খিয়ায় আসেন এবং সেখানে তিনি ১ বছর থাকেন। তাঁর প্রচার কাজে লোকেরা ব্যাপক সাড়া দেয় এবং সেখানে বিশ্বাসীদের এক বিশাল দল গড়ে উঠে। এই সকল খ্রীষ্ট বিশ্বাসীগণ এখানেই প্রথমবারের মত “খ্রীষ্টান” বলে পরিচিতি লাভ করেন। অযিহূদীদের মাঝে প্রচার-কাজ করার জন্য আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলী পৌল ও বার্ণাবাকে প্রচারকারী হিসেবে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। মণ্ডলীর ইতিহাসে এটি ছিল এক স্মরণীয় কাল।

পৌল তাঁর প্রচার জীবনে সাইপ্রাস, পাম্ফুলিয়া, পিষিদিয়া, লুকায়নিয়া, মাকিদনিয়া, আন্তিয়খিয়া, ইকনীয়, লুস্ত্রা, দর্বা, ইত্যাদি নানা শহরে ভ্রমণ করেন এবং যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করেন। তাঁর প্রচারের কারণে সে সমস্ত শহরে গড়ে ওঠে খ্রীষ্ট মণ্ডলী। এর মধ্যে ইফিষ নগরীতে তিনি তাঁর বিরোধীদের অভিযোগের কারণে বন্দী হন এবং মুক্তও হন। ৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তে যিরূশালেমে এসে পৌল যিহূদীদের ষড়যন্ত্রে রোমীয় সৈন্যদের হাতে বন্দী হন এবং নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তাঁকে রোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বন্দী অবস্থায় তিনি কলসীয়, ইফিষীয়, ফিলিপীয় ও ফিলীমন এবং সম্ভবত ইব্রীয়দের প্রতি সুসমাচার জানিয়ে তাঁর পত্রসমূহ লেখেন। ইতোমধ্যে তিনি মুক্তি পান এবং আবারও সুসমাচার প্রচার করতে থাকেন। সম্ভবত এই সময়ে তিনি প্রাশ্চাত্য, ইউরোপ এবং এশিয়া মাইনর সফর করেন। এ সময় তিনি তীমথির প্রতি তাঁর প্রথম পত্র এবং তীতের প্রতি তাঁর পত্রটি লেখেন। তাঁর মুক্তি পাবার বছরে রোম নগরী পুড়ে ধ্বংস হয়। সম্রাট নীরো আগুন লাগাবার দায়ভার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপর চাপিয়ে দেন। সম্ভবত এই সময়ে পৌলকে আবার আটক করে বন্দী হিসেবে রোমে নিয়ে যাওয়া হয়। এই কারাবরণের সময় সম্ভবত তিনি তীমথির প্রতি তাঁর দ্বিতীয় পত্রটি লেখেন এবং এটিই ছিল তাঁর লেখা শেষ পত্র।

অনেকের মতে এই সময়ে তাঁকে আবার নীরোর আদালতে নিয়ে আসা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। নীরো পৌলকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাঁকে জল্লাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁকে নগরের বাইরে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তলোয়ারের আঘাতে তাঁর শিরোচ্ছেদ করা হয়। সম্ভবত ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে, এবং এর ৪ বছর পর যিরূশালেমের মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

### সম্ভ্রমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রতি নির্যাতনকারী থেকে ঈশ্বর কর্তৃক খ্রীষ্টের পক্ষে একজন খ্রীষ্ট প্রচারকারী হয়েছিলেন।
- ◆ সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে ৩টি মিশনারী অভিযানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার



### প্রেরিত পুস্তকের অন্যতম চরিত্রগুলো

করেছেন।

- ♦ বিভিন্ন মণ্ডলীর কাছে পত্র লিখেছেন, যা নতুন নিয়মের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- ♦ কখনো খ্রীষ্টীয় মহান সত্য ঘোষণায় ভীত হন নি।
- ♦ ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণে অটল ছিলেন এবং নির্দিধায় ঈশ্বরের নির্দেশনা অনুসরণ করেছেন।
- ♦ তাঁকে অনেক সময় অযিহূদীদের কাছে ‘প্রেরিত’ বলে সম্বোধন করা হত।

### দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:

- ♦ স্ত্রিফানকে পাথর মারার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ও তা অনুমোদন করেছিলেন।
- ♦ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের নির্যাতন করার জন্য ও খ্রীষ্ট ধর্ম নির্মূল করার জন্য বদ্ধ পরিকর ছিলেন।

### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ♦ খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে, যা তাকে দেয় পাপের ক্ষমা ও অনন্ত জীবন।
- ♦ ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা তাঁর সাথে আমাদের সুসম্পর্ক তৈরি করে।
- ♦ আমরা যতক্ষণ না নিজেদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করি ততক্ষণ আমরা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন নই।
- ♦ ঈশ্বর আমাদের বর্তমান ও অতীত জীবনকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে তাঁর সেবা করার জন্য আমাদেরকে ব্যবহার করেন।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ♦ কোথায়: তার্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে একজন প্রচারক হয়ে ওঠেন।
- ♦ পেশা: ফরীশী, তাঁবু প্রস্তুতকারী এবং সর্বোপরি একজন সুসমাচার প্রচারকারী ছিলেন।
- ♦ সমসাময়িক যারা ছিলেন: গমলীয়েল, স্ত্রিফান, প্রেরিতবর্গ, লুক, বার্ণাবা, তীমথি।

মূল পদ: “কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট এবং মরণ লাভ। কিন্তু এই দেহে থাকতে যে জীবন, তাতে যদি আমার ফলবান কাজের সুযোগ হয়, তবে কোনটি মনোনীত করবো তা বলতে পারি না। অথচ আমি দুইয়ের মধ্যেই সঙ্কুচিত হচ্ছি; আমার বাসনা এই যে, প্রস্থান করে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি, কেননা তা বহুগুণে বেশি শ্রেয়ঃ; কিন্তু এই দেহে জীবিত থাকা তোমাদের জন্য আরও বেশি প্রয়োজনীয়।” (ফিলিপীয় ১:২১-২৪)

প্রেরিত পুস্তকের অন্যতম চরিত্রগুলো

## যোহন-মার্ক

একজন সুসংবাদ প্রচারকারী ও মার্ক লিখিত সুসমাচারের রচয়িতা। তাঁর অপর নাম যোহন। মার্ক বা মার্কাস ছিল তাঁর রোমীয় নাম। তিনি ছিলেন মরিয়মের পুত্র। সম্ভবত তিনি যিরূশালেমে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে তাঁর মা বসবাস করতেন। তাঁর পিতা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি। তিনি ছিলেন বার্নাবার চাচাতো ভাই। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে পিতর মার্কের মায়ের বাড়িতে সমবেত অনেককে একত্রে প্রার্থনা করতে দেখেন এবং সম্ভবত এই সময়ই মার্ক পিতরের মাধ্যমে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেন। পিতর তাঁকে “সন্তান” বলে ডাকতেন। মার্ক ১৪:৫১,৫২ পদে যে “যুবকের” উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই যুবক ছিলেন সম্ভবত মার্ক নিজেই। ৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পৌল এবং বার্নাবার সঙ্গে তাঁদের প্রথম প্রচার যাত্রায় যান। পরবর্তীতে জেলখানায় পৌলের প্রথম বন্দী জীবনে মার্ককে তাঁর সঙ্গে দেখা যায়। এরপর তিনি বাবিলে পিতরের সঙ্গে ছিলেন। পৌল যখন দ্বিতীয়বারের মত জেলখানায় বন্দী হয়ে মার্ককে চিঠি লেখেন, তখন মার্ক ইফিষে তীমথির সঙ্গে ছিলেন। এরপর তিনি দৃষ্টির আড়ালে চলে যান, তাঁর সম্পর্কে আর কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

### সম্মতি ও অর্জনসমূহ:

- ◆ মার্ক লিখিত সুসমাচারের রচয়িতা।
- ◆ তাঁর পারিবারিক বাসগৃহকে যিরূশালেমে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের প্রধান সম্মিলন-স্থল হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন।
- ◆ তাঁর তরুণ বয়সের ভুলগুলোকে সহজে শুধরে নিয়েছিলেন।
- ◆ প্রাথমিক যুগের প্রধান তিনটি প্রচার যাত্রায় সহচর হিসেবে ছিলেন।

### দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:

- ◆ সম্ভবত তিনিই মার্ক লিখিত সুসমাচারের সেই নাম না জানা যুবক, যিনি যীশু বন্দী হওয়ার পর তাঁকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল।
- ◆ প্রথম প্রচার যাত্রার সময় অজ্ঞাত কারণে পৌল ও বার্নাবাকে ফেলে চলে এসেছিলেন।

### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ কালের আবর্তনে ও ভুল সংশোধনের মধ্য দিয়ে মানুষ পরিপক্ব হয়ে ওঠে।
- ◆ ভুলের চেয়ে বরং তার শিক্ষণীয় বিষয়টি মনে রাখা আরও গুরুত্বপূর্ণ।
- ◆ সঠিক নির্দেশনা ও উৎসাহ একজন মানুষের জীবন পরিবর্তন করতে পারে।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ কোথায়: যিরূশালেম
- ◆ পেশা: সুসমাচার প্রচারক, সুসমাচার রচয়িতা।
- ◆ আত্মীয়-স্বজন: মা: মরিয়ম; মাসতুত ভাই: বার্নাবা।
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: পৌল, পিতর, তীমথি, লুক, সীল।

মূল পদ: “একা লুক মাত্র আমার সঙ্গে আছেন। তুমি মার্ককে সঙ্গে করে নিয়ে এসো, কেননা আমার পরিচর্যা কাজে তিনি বড় উপকারী।” (২ তীমথি ৪:১১)

প্রেরিত ১২:২৩-১৩:১৩ ও ১৫:৩৬-৩৯ পদে যোহন মার্কের কথা পাওয়া যায়। এছাড়া কল ৪:১০; ২ তীম ৪:১১; ফিলীমন ২৪; ১ পিতর ৫:১৩ পদে তাঁর উল্লেখ রয়েছে।

প্রেরিত পুস্তকের অন্যতম চরিত্রগুলো

## লুদিয়া

থুয়াতীরা শহরের অধিবাসী একজন নারী। তিনি বেগুনী রঙের কাপড় ব্যবসা করতেন। তিনি ছিলেন ফিলিপী শহরের অধিবাসী, প্রেরিত ১৬:১৪,১৫। তিনি যিহূদী ছিলেন না, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের উপাসনা করতেন এবং পরবর্তীতে তিনি যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিলেন। পৌলের কাছ থেকে সুসমাচারের বিষয় শুনলে পর সদাপ্রভু ঈশ্বর তার অন্তর খুলে দিয়েছিলেন, প্রেরিত ১৬:১৩। তিনিই ইউরোপের প্রথম স্ত্রীলোক, যিনি খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে খ্রীষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পৌল এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে তার বাড়িতে থাকতে দেওয়া এবং তাদের প্রত্যেককে উপহার সামগ্রী দেওয়া থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন ধনী নারী।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ♦ সফল ব্যবসায়ী।
- ♦ ফিলিপী, তথা ইউরোপের অঞ্চলের সর্বপ্রথম মন পরিবর্তনকারী বিশ্বাসী।
- ♦ তার পুরো পরিবারকে নিয়ে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রচার শুনেছেন এবং তারা প্রত্যেকেই যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছেন।
- ♦ ফিলিপীতে পৌল ও সীলের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ♦ যারা সৎ অন্তরে ঈশ্বরের খোঁজ করে, তাদেরকে তিনি পুরস্কার দেন।
- ♦ মন পরিবর্তনের অন্যতম একটি চিহ্ন হল অন্যদের সেবা করা ও অন্যদের জন্য চিন্তা করা— একাধারে শারীরিকভাবে ও আত্মিকভাবে।
- ♦ বিশ্বাসীয় ব্যবসায়ীরা কিভাবে সুখবরের কাজে অংশ নেন লুদিয়া তার বড় প্রমাণ।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ♦ কোথায়: থুয়াতীরা থেকে এসেছিলেন, ফিলিপীর অধিবাসী ছিলেন।
- ♦ পেশা: দামী বেগুনী রঙের কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন।
- ♦ আত্মীয়-স্বজন: নিজ পরিবার, যারা তার সঙ্গে বাস্তব গ্রহণ করে বিশ্বাসী হয়েছিল।

মূল পদ: “আর সেই স্থানে থুয়াতীরা নগরের লুদিয়া নাম্নী এক জন ঈশ্বরভক্ত স্ত্রীলোক আমাদের কথা শুনছিলেন। তিনি বেগুনিয়া কাপড় বিক্রি করতেন, আর প্রভু তাঁর হৃদয় খুলে দিলেন, যেন তিনি পৌলের কথায় মনোযোগ দেন।” (প্রেরিত ১৬:১৪)

লুদিয়ার মন পরিবর্তন করে বিশ্বাসী হওয়া সংক্রান্ত ঘটনাবলী প্রেরিত ১৬:১১-৪০ পদে পাওয়া যায়।

## সীল

“সিলভ্যানাস” শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হল সীল (গ্রীক ভাষায়, “যিনি নেতৃত্ব দেন”)। তিনি ছিলেন গ্রীক ভাষাভাষী যিহুদী ধর্ম-শিক্ষক এবং যিরুশালেম মণ্ডলীর একজন নেতা। তিনি রোমীয় নাগরিক ছিলেন। তিনি পৌল ও বার্নাবার সাথে প্রচার যাত্রায় সহযোগী হিসেবে ছিলেন। পৌল তাঁর দ্বিতীয় প্রচার যাত্রায় সীলকে সহযোগী হিসেবে বাছাই করেন। পৌল যখন এথেন্সে যান তখন সীল এবং তীমথি আন্তিয়খিয়ায়ই থেকে যান। কিন্তু সীল আবারও এথেন্সে গিয়ে পৌলের সাথে যোগ দেন, প্রেরিত ১৭:১৫। তারপর তীমথির সাথে তাঁকে থিমলনীকিতে পাঠানো হয়, ১ থিম ৩:২। সীল পিতরের লেখা প্রথম চিঠিটি বহন করে নিয়ে যান, ১ পিতর ৫:১২। তাঁর সম্পর্কে পিতর বলেছেন, “তাঁকে আমি আমার বিশ্বস্ত ভাই মনে করি”। সীল ছিলেন একজন উপযুক্ত প্রচারক, যিনি পৌলের হয়ে মণ্ডলীতে বাক্যের সত্যতা নিরূপণ করেছিলেন। বিশ্বাসীদের উৎসাহ দেওয়া ও বিশ্বাসে শক্তিশালী করার বিশেষ গুণটি সীলের ভিতর ছিল। ফিলিপীয়তে ভূতে পাওয়া মেয়েটির সবার সামনে ঈশ্বরের দাস হিসেবে নিশ্চয়তা দেওয়া, ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের জন্য কঠিনভাবে বেত খাওয়া, জেলের ভিতর ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা, প্রশংসা-গান করা এবং জেল-রক্ষকের মন পরিবর্তন হয়ে পরিত্রাণ পাওয়া, এর সব কিছুতে সীল সাধু পৌলের দ্বিতীয় প্রচার যাত্রায় তাঁর সাথে অংশ নেন, প্রেরিত ১৬:১৯,২৫,২৯। সেই সাথে থিমলনীকি এবং বিরয়াতেও তিনি পৌলের সাথে ছিলেন, প্রেরিত ১৭:৪,১০।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ যিরুশালেম মণ্ডলীর একজন নেতা ছিলেন।
- ◆ পৌলের দ্বিতীয় প্রচার যাত্রায় তাঁর বিশ্বস্ত সহকারী হিসেবে ছিলেন।
- ◆ ফিলিপীতে পৌলের সাথে জেলখানায় বন্দী অবস্থায় প্রশংসা-গান গেয়েছিলেন।
- ◆ পৌল ও পিতর উভয়ের পত্র লেখক হিসেবে কাজ করেছেন।

### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ কার্যকর পরিচর্যা কাজের জন্য সহভাগিতামূলক অংশীদারিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- ◆ ঈশ্বর কখনো এমন প্রতিজ্ঞা করেন না যে, তাঁর দাসেরা কষ্টভোগ করবে না।
- ◆ ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতার অর্থ হচ্ছে আমাদের নিরাপদে রাখে এমন যে কোন কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকা।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ কোথায়: যিরুশালেমে বাসকারী রোমীয় নাগরিক।
- ◆ পেশা: প্রথম প্রচারকারীদের মধ্যে একজন।
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: পৌল, তীমথি, পিতর, মার্ক, বার্নাবা।

মূল পদ: “এজন্য আমরা একমত হয়ে কয়েক জনকে মনোনীত করে তাদেরকে আমাদের প্রিয় বার্নাবা ও পৌলের সঙ্গে তোমাদের কাছে পাঠাতে ভাল মনে করলাম। বার্নাবা ও পৌল আমাদের প্রভু যীশুর খ্রীষ্টের নামের জন্য প্রাণপণ করেছেন। অতএব যিহুদা ও সীলকে প্রেরণ করলাম, এঁরা মুখেও তোমাদেরকে সেসব বিষয় জানাবেন।” (প্রেরিত ১৫:২৫-২৭)

প্রেরিত ১৫:২২-১৯:১০ পদে সীলের কাহিনী পাওয়া যায়। এছাড়া ২ করি ১:১৯; ১ থিম ১:১; ২ থিম ১:১; ১ পিতর ৫:১২ পদে তাঁর উল্লেখ রয়েছে।

প্রেরিত পুস্তকের অন্যতম চরিত্রগুলো

## আকিলা ও প্রিক্সিল্লা

আকিলা নামের অর্থ ঈগল। তিনি ছিলেন পন্ত প্রদেশের একজন বাসিন্দা। তিনি তাঁবু বানানোর কাজ করতেন। প্রিক্সিল্লা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। করিন্থে প্রথম প্রচার যাত্রাকালে তাঁদের সঙ্গে পৌলের দেখা হয়, প্রেরিত ১৮:২। সম্রাট ক্লৌদিয় সমস্ত যিহুদীদের রোম ছেড়ে যেতে আদেশ দেন। সেই সময় আকিলা ও তাঁর স্ত্রী প্রিক্সিল্লা রোম থেকে করিন্থে আসেন। পৌল তাঁদের সঙ্গে সহযাত্রী হয়ে করিন্থে যান এবং তাঁদের মত তিনিও তাঁবু সেলাই করতেন বলে তাঁদের সাথে কাজ করতে শুরু করেন। পৌল করিন্থে আঠারো মাস থাকার পর আকিলা ও প্রিক্সিল্লাকে নিয়ে ইফিষে আসেন, তারপর তাঁদের সঙ্গে তিনি সিরিয়াতে আসেন, প্রেরিত ১৮:১৮,২৬। প্রিক্সিল্লা ও আকিলা আপল্লোকে খ্রীষ্টের সুসমাচার সম্পর্কে আরও প্রগাঢ় শিক্ষা দেন, প্রেরিত ১৮:২৬। তাঁরা ইফিষে পৌলের সাথে সহচর হিসেবে ছিলেন, ১ করি ১৬:১৯। পরবর্তীতে আমরা জানতে পারি যে তাঁরা রোমে আছেন, রোমীয় ১৬:৩। তখন পর্যন্ত তাঁরা রোমে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এই সব ঘটনার কিছু বছর পরে আবার জানা যায় যে তাঁরা ইফিষে আছেন, ২ তীম ৪:১৯। তাঁদের সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানা যায় না।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ স্বামী ও স্ত্রী মিলে প্রাথমিক মণ্ডলীর একটি কার্যকরী প্রচারক দলে পরিণত হয়েছিলেন।
- ◆ তাঁবু বানানোর মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা অর্জন করতেন ও একই সাথে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজও করতেন।
- ◆ পৌলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।
- ◆ আপল্লোকে পরিপূর্ণভাবে খ্রীষ্টের সুসমাচার শিক্ষা দেন।

### তাঁদের জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ স্বামী ও স্ত্রী একত্রে সুসমাচার প্রচারের জন্য অত্যন্ত কার্যকরভাবে কাজ করতে পারেন।
- ◆ নিজ নিজ বাসগৃহ থেকেই সুসমাচার প্রচারের সূচনা হতে পারে।
- ◆ মণ্ডলীতে প্রত্যেক বিশ্বাসকে বিশ্বাসে সুশিক্ষিত হতে হবে।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ কোথায়: রোম থেকে এসেছিলেন, এরপর করিন্থ ও পরবর্তীতে ইফিষে বসবাস করেন।
- ◆ পেশা: তাঁবু প্রস্তুতকারী।
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: সম্রাট ক্লৌদিয়, পৌল, তীমথি, আপল্লো।

মূল পদ: “খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহকারী প্রিক্সা ও আক্সিল্লাকে শুভেচ্ছা জানাও; তাঁরা আমার প্রাণ রক্ষার জন্য আপন প্রাণ বিপন্ন করেছিলেন। কেবল আমিই যে তাঁদের ধন্যবাদ করি, এমন নয়, কিন্তু অযিহুদীদের সমস্ত মণ্ডলীও করে।” (রোমীয় ১৬:৩,৪)

তাঁদের কাহিনী প্রেরিত ১৮ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। এছাড়া রোমীয় ১৬:৩-৫; ১ করি ১৬:১৯; ২ তীম ৪:১৯ পদেও তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়।

## আপল্লো

আপল্লো ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণকারী একজন যিহুদী। তিনি একজন ভাল বক্তা ছিলেন এবং পবিত্র শাস্ত্র খুব ভাল করে জানতেন, প্রেরিত ১৮:২৪। তিনি ইফিষে এসে প্রায় ৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সেখানকার সমাজ-ঘরে “সাহসের সাথে” কথা বলেছিলেন, প্রেরিত ১৮:২৬। যদিও তখন তিনি জানতেন না যে, নাসরতীয় যীশুই ছিলেন খ্রীষ্ট। আকিলা ও প্রিস্কিল্লা যীশু খ্রীষ্টের প্রাপ্ত জ্ঞানে তাঁকে আরো পরিপূর্ণভাবে “প্রভুর পথ” সম্পর্কে বোঝালেন। তারপর তিনি এগিয়ে গিয়ে করিছে পৌলের দেখা পান, প্রেরিত ১৮:২৭; ১৯:১। সেখানে তিনি পৌলের স্থাপনকৃত মণ্ডলীগুলোর পরিচর্যাকারী হিসেবে উপযোগী ছিলেন, ১ করি ১:১২। তিনি যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে অনেক আত্মা জয় করেন। খ্রীষ্টে-বিশ্বাসীরা তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, ১ করি ৩:৪-৭,২। পৌল যখন করিন্থীয়দের প্রতি তাঁর প্রথম পত্রটি লেখেন, তখন আপল্লো পৌলের সাথে ইফিষে ছিলেন এবং পৌল আপল্লোর যাত্রাপথে সাহায্য করার জন্য তীতকে চিঠি লেখেন, তীত ৩:১৩। অনেকে মনে করেন যে, ইব্রীয় পুস্তকের লেখক ছিলেন আপল্লো; যদিও তা না হবার সম্ভাবনাই বেশি।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ প্রাথমিক মণ্ডলীর একজন পবিত্র আত্মায় উদ্দীপিত প্রচারক ও পরিচর্যাকারী ছিলেন।
- ◆ শেখার মনোভাব ছিল।

### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ সুসমাচার প্রচারের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সঠিক বার্তা ঘোষণা করা, যার মধ্য দিয়ে উৎসারিত হবে ঈশ্বরের মন পরিবর্তনকারী শক্তি।
- ◆ সুসমাচারের বাক্য থেকে শিক্ষা দান ও প্রচার বিশ্বাসীদের জন্য দারুন উৎসাহের কারণ হয়ে ওঠে, যা মন পরিবর্তনের জন্য প্রেরণা যোগায়।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ কোথায়: আলেকজান্দ্রিয়া থেকে মিশরে আসেন।
- ◆ পেশা: ভ্রমণরত প্রচারকারী, পরিচর্যাকারী ও প্রেরিতদের সহচর।
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: প্রিস্কিল্লা, আকিলা, পৌল।

**মূল পদ:** “তিনি প্রভুর পথের বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং আত্মায় উত্তপ্ত হওয়াতে যীশুর বিষয়ে সুস্বভাবে কথা বলতেন ও শিক্ষা দিতেন, কিন্তু কেবল যোহনের বাপ্তিস্মের বিষয় জানতেন। তিনি সমাজ-গৃহে সাহসপূর্বক কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আর প্রিস্কিল্লা ও আকিলা তাঁর উপদেশ শুনে তাঁকে নিজেদের কাছে আনলেন এবং ঈশ্বরের পথ আরও সুস্বভাবে বুঝিয়ে দিলেন।” (প্রেরিত ১৮:২৫,২৬)

প্রেরিত ১৮:২৪-১৯:১ পদে আপল্লোর কাহিনী পাওয়া যায়। এছাড়া ১ করি ১:১২; ৩:৪-৬,২২; ৪:১,৬; ১৬:১২; তীত ৩:১৩ পদেও তাঁর উল্লেখ আছে।

## প্রেরিত পুস্তকের অন্যতম চরিত্রগুলো

### লুক

সুসমাচার প্রচারকারী লুক ছিলেন একজন যিহুদী। তিনি কোথায় এবং কখন যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিলেন সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি। লুক ১:২ পদে তাঁর নিজস্ব বিবৃতি অনুসারে এটি বোঝা যায় যে, ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখেন নি এবং সমস্ত ঘটনার সাক্ষী তিনি ছিলেন না, এছাড়া প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজ এবং ঘটনাগুলো যারা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং ঈশ্বরের সুসংবাদ প্রচার করেছেন তাদের সঙ্গে গুরু থেকেই তার কাজ করা হয় নি। সম্ভবত তিনি ছিলেন ত্রোয়া শহরের একজন চিকিৎসক বা ডাক্তার। সেখানেই পৌলের মাধ্যমে তিনি যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেন, তারপর থেকে তিনি পৌলের সহকারী হিসেবে তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। ফিলিপীতেও তিনি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন; কিন্তু পৌলকে যখন সেখানে বন্দী করে রাখা হয় তখন তাঁকে সেখানে পৌলের সঙ্গে দেখা যায় নি। ফিলিপী শহরে পৌলের তৃতীয় যাত্রায় আমরা আবার লুকের সাক্ষাত পাই, প্রেরিত ২০:৫,৬। দীর্ঘ সাত বা আট বছর প্রচারক হিসেবে জীবনের অতি মূল্যবান সময় তিনি ঐ শহরেই কাটান। সেই সময় থেকে লুক যিরুশালেমের দিকে যাত্রা করার আগ পর্যন্ত প্রতিনিয়ত পৌলের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন, প্রেরিত ২০:৬-৩৮; ২১:১৮। এরপর পৌল যিরুশালেম এবং রোমে সম্রাট যুলিয়ের অধীনে জেলে বন্দী হলে তিনি আবার দৃষ্টির বাইরে চলে যান। এরপর যুলিয় নামে সম্রাটের একজন শতপতির অধীনে পৌলকে ইতালির রোমে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলে পর তাঁকে আবার পৌলের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়, প্রেরিত ২৭:১। সেখানে তিনি পৌলের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন, প্রেরিত ২৮:২,১২-১৬। ২ তীম ৪:১১ পদে “প্রিয় ডাক্তার লুকের” সর্বশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর নিজের লেখাসহ প্রেরিত পৌলের পত্রগুলোর অনেক অংশেই চিকিৎসা সম্পর্কে তাঁর যে জ্ঞান, দক্ষতা এবং নির্ভুলতা, সেই সমস্ত বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়।

#### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ পৌলের একজন নম্র, বিশ্বস্ত ও কার্যকরী সহচর ছিলেন।
- ◆ একজন উচ্চ শিক্ষিত ও দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন।
- ◆ একজন দক্ষ ঐতিহাসিক ছিলেন।
- ◆ লুখ লিখিত সুসমাচার ও প্রেরিত কার্য-বিবরণী – এই দুটো পুস্তকই তিনি রচনা করেছেন।

#### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ আমরা যে কথা বলি ও কাজ করি, সেটাই আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়।
- ◆ সবচেয়ে সফল মানুষটিরও অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে।

#### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ কোথায়: সম্ভবত ত্রোয়াতে পৌলের সাথে তাঁর দেখা হয়।
- ◆ পেশা: চিকিৎসক, ঐতিহাসিক, ভ্রমণের সহচর।
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: পৌল, তীমথি, সীল, পিতর।

মূল পদ: “প্রথম থেকে যারা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং বাক্যের সেবা করে এসেছেন, তাঁরা আমাদের কাছে সবকিছু যেমন জানিয়েছেন, সেই অনুসারে অনেকেই আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে গৃহীত বিষয়াবলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেছেন, সেজন্য আমিও প্রথম থেকে সমস্ত বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করেছি বলে, হে মহামহিম থিয়ফিল, আপনাকে সুবিন্যস্ত একটি বিবরণ লেখা ভাল মনে করলাম; যেন, আপনি যেসব বিষয় শিক্ষা পেয়েছেন, সেসব সত্যি কি না তা জানতে পারেন।” (লুক ১:১-৪)

প্রেরিত ১৬-২৮ পদে লুক অনেকবারই আমরা শব্দটির মধ্য দিয়ে নিজের উল্লেখ করেছেন। লুক ১:৩; প্রেরিত ১:১; কল ৪:১৪; ২ তীম ৪:১১; ফিলীমন ২৪ পদেও তাঁর উল্লেখ আছে।

## হেরোদ আগ্রিপ্পা ২

হেরোদ আগ্রিপ্পা ছিলেন রাজা হেরোদ আগ্রিপ্পা ১-এর পুত্র। তাঁর মায়ের নাম ছিল সিপ্রোস। রাজা ক্লৌদিয়া তাঁকে ফিলিপী ও লুথানিয়ার রাজা হিসেবে ভূষিত করেন, প্রেরিত ২৫:১৩; ২৬:২, ৭। পরবর্তীতে তৎকালীন রোমীয় সম্রাট তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেন, মথি ২:২২। তিনি যিহূদিয়া, শমরিয়া ও ইদুমিয়া অঞ্চল শাসন করেন। তিনি কৈসারিয়া-ফিলিপী শহরটিকে বড় করেন এবং সম্রাট নিরোর সম্মানে *নিরোনিয়া* নাম দেন। তিনি কৈসারিয়াতে পৌল তাঁর এবং তাঁর বোনের সামনে প্রতিরোধ তৈরি করেন, প্রেরিত ২৫:১২-২৭। তিনি ১০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ট্রজানের শাসনের তৃতীয় বছরে মারা যান।

### সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ◆ খ্রীষ্টপূর্ব ৪০ থেকে ১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা হেরোদ রাজবংশের শেষ শাসনকর্তা ছিলেন।
- ◆ রোম ও ইস্রায়েল দেশ আশেপাশের অঞ্চলের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মধ্য দিয়ে তাঁর পিতার সাফল্যকে ধরে রেখেছিলেন।
- ◆ নগর নির্মাণ ও উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তাঁর পারিবারিক সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

### দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:

- ◆ সুসমাচারের সত্যে বিশ্বাস করেন নি এবং তা সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
- ◆ নিজের বোন বর্গীকির সাথে অবৈধ সম্পর্ক চালিয়ে গেছেন।

### তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ◆ পরিবার সন্তানদের উপরে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার প্রভাবই ফেলতে পারে।
- ◆ ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য একাধিক সুযোগ লাভের কোন নিশ্চয়তা নেই।

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ◆ পেশা: ইস্রায়েল দেশের উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের শাসনকর্তা।
- ◆ আত্মীয়-স্বজন: প্রপিতামহ: মহান হেরোদ; পিতা: হেরোদ আগ্রিপ্পা ১; পিতার কাকা: হেরোদ আন্তিপাস; বোন: বর্গীকি, দ্রুসিল্লা।
- ◆ সমসাময়িক যারা ছিলেন: পৌল, ফীলিক্স, ফীস্ট, পিতর, লুক।

মূল পদ: “তখন আগ্রিপ্পা পৌলকে বললেন, তুমি অল্পেই আমাকে খ্রীষ্টীয়ান করতে চেষ্টা করছো।” (প্রেরিত ২৬:২৮)।

হেরোদ আগ্রিপ্পার কাহিনী প্রেরিত ২৫:১৩-২৬:৩২ পদে রয়েছে।



## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১ অধ্যায়

### পবিত্র আত্মার আগমনের প্রতিজ্ঞা

১<sup>১</sup> হে থিয়ফিল, প্রথম পুস্তকটি আমি সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে রচনা করেছি, যা যীশু সেদিন পর্যন্ত যে সব কাজ করতে ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছিলেন, <sup>২</sup> যে দিনে তিনি তাঁর মনোনীত প্রেরিতদেরকে পবিত্র আত্মা দ্বারা আদেশ দিয়ে উর্ধ্বে নীত হলেন। <sup>৩</sup> তিনি তাঁর দুঃখভোগের পরে তাঁদের কাছে অনেক প্রমাণ দ্বারা দেখালেন যে, তিনি জীবিত আছেন। ফলত তিনি চল্লিশ দিন যাবৎ তাঁদেরকে দর্শন দিলেন এবং ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় নানান কথা বললেন। <sup>৪</sup> একবার তিনি যখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন তখন তিনি তাঁদের এই আদেশ দিলেন, তোমরা যিরূশালেম থেকে প্রস্থান করো না, কিন্তু পিতার প্রতিজ্ঞা করা যে দানের কথা আমার কাছে শুনেছ তার অপেক্ষায় থাক। <sup>৫</sup> কেননা যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিতেন বটে, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তোমাদের পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম হবে।

### যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে গমন

<sup>৬</sup> অতএব তাঁরা একত্র হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে আনবেন? <sup>৭</sup> তিনি তাঁদেরকে বললেন, যেসব সময় বা কাল

[১:১] লুক ১:১-৪; [১:১] লুক ৩:২৩; [১:২] পদ: ৯, ১১; দে: মার্ক ১৬:১৯; [১:২] মথি ২৮:১৯, ২০; [১:২] দে: মার্ক ৬:৩০; [১:২] যোহন ১৩:১৮; ১৫:১৬, ১৯; [১:৩] মথি ২৮:১৭; লুক ২৪:৩৪, ৩৬; যোহন ২০:১৯, ২৬; ২১:১, ১৪; ১করি ১৫:৫-৭; [১:৩] দে: মথি ৩:২; [১:৪] গীত ২৭:১৪; [১:৪] লুক ২৪:৪৯; যোহন ১৪:১৬; প্রেরি ২:৩৩; [১:৫] দে: মার্ক ১:৪; [১:৫] দে: মার্ক ১:৮; [১:৬] মথি ১৭:১১; প্রেরি ৩:২১; [১:৭] দ্বি:বি ২৯:২৯; গীত ১০২:১৩; মথি ২৪:৩৬;

**১:১ প্রথম পুস্তকটি।** লুক লিখিত সুসমাচার। প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ পুস্তকটিও একই ব্যক্তির জন্য রচিত হয়েছে, যার নাম থিয়ফিল। **কাজ করতে ... আরম্ভ করেছিলেন।** লুকের সুসমাচারের যথাযথ সারাংশ, যা বোঝায় যে, যীশু খ্রীষ্টের কাজ তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ ও পবিত্র আত্মার পরিচর্যা কাজের মাধ্যমে প্রেরিতদের মাঝে অব্যাহত রয়েছে।

**১:২ মনোনীত প্রেরিত।** লুক খ্রীষ্টের বারোজন প্রেরিতকে বোঝাতে সব সময় 'প্রেরিত' সম্বোধনটি ব্যবহার করেছেন।

**পবিত্র আত্মা দ্বারা।** যীশু খ্রীষ্ট তাঁর প্রেরিতদেরকে পুনরুত্থানের পর পবিত্র আত্মার নির্দেশ অনুসারে কাজ করার আদেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তী পদে এটি প্রতীয়মান হয় যে, প্রেরিতগণ যে সমস্ত কাজ করেছেন তা মূলত পবিত্র আত্মাই সম্পন্ন করেছেন। লুক বিশেষভাবে পবিত্র আত্মা ও তাঁর কার্যকর ক্ষমতার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন।

**উর্ধ্বে নীত হলেন।** লুক লিখিত সুসমাচারের শেষ দৃশ্য (২৪: ৫০-৫২) এবং প্রেরিত পুস্তকের প্রারম্ভিক দৃশ্য (১:৬-১১)। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর

পুনরুত্থানের ৪০ দিন পর স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন (পদ ৩)।

**১:৩ অনেক প্রমাণ।** পুনরুত্থানের পর প্রেরিতদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের দেখা দেওয়ার ঘটনাবলী।

**চল্লিশ দিন ... দর্শন দিলেন।** খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী দিনপঞ্জি অনুসারে পুনরুত্থানের পর চল্লিশতম দিনে যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন। এর মধ্যবর্তী সময়ে তিনি তাঁর প্রেরিতদেরকে বিভিন্ন সময়ে দর্শন দিয়েছেন এবং তাঁদের পরিচর্যা করেছেন।

**১:৪ তাঁদের সঙ্গে ছিলেন।** পুস্তকের এই অংশে সহভাগিতা ও ঘনিষ্ঠতার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

**পিতার অঙ্গীকৃত যে দান।** পবিত্র আত্মা।

**১:৫ কয়েক দিনের মধ্যেই।** যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের দশ দিন পরেই ছিল পঞ্চাশতমীর দিন, যখন পবিত্র আত্মার কাঙ্ক্ষিত বাপ্তিস্ম ঘটেছিল।

**১:৬ ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে আনবেন?** তাঁদের জাতির লোকদের মত তাঁরাও বিদেশী আধিপত্য থেকে ইস্রায়েল জাতির মুক্তি এবং

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১ অধ্যায়

পিতা নিজের কর্তৃত্বের অধীন রেখেছেন, তা তোমাদের জানবার বিষয় নয়।<sup>৮</sup> কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে; আর তোমরা যিরূশালেমে, সমস্ত যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।<sup>৯</sup> এই কথা বলবার পর তিনি তাঁদের দৃষ্টিতে উর্ধ্বে নীত হলেন এবং একখানি মেঘ তাঁকে তাঁদের দৃষ্টিপথের আড়ালে নিয়ে গেল।<sup>১০</sup> তিনি যাচ্ছেন, আর তাঁরা আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, এমন সময়ে দেখ, সাদা কাপড় পরা দু'জন পুরুষ তাঁদের কাছে দাঁড়ালেন;<sup>১১</sup> আর তাঁরা বললেন, হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয় রয়েছ কেন? এই যে যীশু তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে উর্ধ্বে নীত হলেন, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল সেভাবে তিনি ফিরে আসবেন।

#### যিহূদার পরিবর্তে মন্তথিয়কে বেছে নেওয়া

<sup>১২</sup> তখন তাঁরা জৈতুন নামক পর্বত থেকে যিরূশালেমে ফিরে গেলেন। সেই পর্বতটি যিরূশালেমের নিকটবর্তী, প্রায় অর্ধেক মাইলের পথ।<sup>১৩</sup> নগরে প্রবেশ করলে পর তাঁরা যেখানে অবস্থিতি করছিলেন, সেই উপরের কুঠরীতে গেলেন। এঁরা ছিলেন পিতর, যোহন, যাকোব ও আন্দ্রিয়, ফিলিপ ও থোমা, বর্থলময় ও মথি, আলফেয়ের পুত্র যাকোব ও

[১:৮] প্রেরি ২:১-৪; [১:৮] দে: লুক ২৪:৪৮; [১:৮] প্রেরি ৮:১-২৫; [১:৮] দে: মথি ২৮:১৯; [১:৯] পদ: ২; দে: মার্ক ১৬:১৯; [১:১০] দে: যোহন ২০:১২; [১:১১] প্রেরি ২:৭; [১:১১] দে: মথি ১৬:২৭; [১:১২] লুক ২৪:৫২; [১:১২] দে: মথি ২১:১; [১:১৩] প্রেরি ৯:৩৭; ২০:৮; [১:১৩] মথি ১০:২-৪; মার্ক ৩:১৬-১৯; লুক ৬:১৪-১৬;

পার্শ্বব রাজ্য প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা করছিলেন। এই কারণে পবিত্র আত্মার আগমনের উল্লেখ তাঁদেরকে অবাক করেছিল।

**১:৮ পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত।** পৃথিবী গোলাকার, এর কোন প্রান্ত নেই। তাই এই উক্তির মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্ট মূলত অবিরাম সুসমাচার প্রচারের জন্য আদেশ দান করেছেন, যেন সর্বস্থানে সব সময় তাঁর নাম প্রচারকৃত হতে থাকে।

**১:৯ একখানি মেঘ।** খ্রীষ্ট যখন উজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছিলেন, সে সময় তাঁর চারপাশে এ ধরনের মেঘ জড়ো হয়েছিল (লুক ৯:৩৪-৩৫; যাত্রা ১৬:১০; গীত ১০৪:৩); এই মেঘ স্বর্গীয় গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করে।

**১:১০ সাদা কাপড় পরা দু'জন পুরুষ।** দূত। সাধারণত স্বর্গদূতদের কথা বলতে গেলে এভাবেই বলা হত।

**১:১১ গালীলীয় লোকেরা।** বারো জন প্রেরিতর মধ্যে ইস্কোরিয়োতীয় যিহূদা ছাড়া বাকি সকলে গালীল থেকে এসেছিলেন; কাজেই এখন আর

যিহূদা না থাকায় তাঁদেরকে একত্রে গালীলীয় বলে সম্বোধন করা যায়।

**যেরূপে ... সেরূপে।** স্বর্গে আরোহণের সময় খ্রীষ্ট যে মহিমা ধারণ করেছিলেন, তিনি দ্বিতীয় আগমনের সময়ও এই একই মহিমা ধারণ করবেন।

**১:১২ জৈতুন নামক পর্বত।** খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ ঘটেছিল যিরূশালেম ও বৈথনিয়ার মাঝামাঝি পর্বতের পূর্ব পাশে (লুক ৯:২৮-২৯, ৩৭; ১৯:২৯; সখ ১৪:৪; মার্ক ১১:১ দেখুন)।

**১:১৩ উপরের কুঠরী।** সম্ভবত প্রভুর শেষ ভোজ যেখানে পালিত হয়েছিল সেই স্থানের মত একটি দোতলা ঘরের উপরের কক্ষ (মার্ক ১৪:১৫) অথবা মার্কেস মা মরিয়মের গৃহের উপরের কক্ষ (প্রেরিত ১২:১২)।

**বর্থলময়।** যোহন তাঁকে নথনেল নামে সম্বোধন করেছেন (যোহন ১:৪৫-৪৯; ২১:২)।

**আলফেয়ের পুত্র যাকোব।** ছোট যাকোব (মার্ক ১৫:৪০)।

**যাকোবের ভাই যিহূদা।** থদ্দেয়, ইস্কোরিয়োতীয়

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১ অধ্যায়

উদ্যোগী শিমোন এবং যাকোবের (ভাই) যিহূদা। <sup>১৪</sup> এঁরা সকলে খ্রীলোকদের সঙ্গে এবং যীশুর মা মরিয়মের ও তাঁর ভাইদের সঙ্গে এক চিহ্নে প্রার্থনায় নিবিষ্ট রইলেন।

#### যিহূদার পদে এক জন প্রেরিতের নিয়োগ

<sup>১৫</sup> সেই সময়ে এক দিন যখন অনুমান এক শত বিশ জন এক স্থানে সমবেত ছিলেন তখন পিতর ভাইদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, <sup>১৬</sup> ‘হে ভাইয়েরা, যিহূদার বিষয়ে পবিত্র আত্মা দায়ূদের মুখ দিয়ে আগেই যা বলেছিলেন, সেই পুস্তকের কথা পূর্ণ হওয়া আবশ্যিক ছিল। যারা যীশুকে ধরেছিল, এই যিহূদাই তাদের পথ-প্রদর্শক হয়েছিল; <sup>১৭</sup> কেননা সেই ব্যক্তি আমাদেরই এক জন ছিল এবং এই পরিচর্যা-কাজের অধিকার পেয়েছিল।’ <sup>১৮</sup> সে অধর্মের বেতন দ্বারা একখণ্ড ভূমি ক্রয় করলো এবং সেই ভূমিতে অধোমুখে পড়ে তার উদর ফেটে গেল ও নাড়িভুঁড়িগুলো বের হয়ে পড়লো। <sup>১৯</sup> আর যিরূশালেম-নিবাসী সকল লোকে তা জানতে পেরেছিল; এজন্য তাদের ভাষায় ঐ ক্ষেত হকলদামা, অর্থাৎ রক্তক্ষেত, নামে আখ্যাত। <sup>২০</sup> পিতর আরও বললেন, ‘বস্তুতঃ গীতসংহিতায় লেখা আছে,

[১:১৪] প্রেরি ২:৪২; ৪:২৪; ৬:৪; দে: লুক ১৮:১; দে: রোমী ১:১০; [১:১৪] লুক ২৩:৪৯, ৫৫; [১:১৪] দে: মথি ১২:৪৬; [১:১৬] প্রেরি ৬:৩; ১১:১, ১২, ২৯; ১৪:২; ১৮:১৮, ২৭; ২১:৭; দে: ২২:৫; দে: রোমী ৭:১; [১:১৬] পদ: ২০; দে: মথি ১:২২; [১:১৬] দে: মথি ১০:৪; [১:১৭] যোহন ৬:৭০, ৭১; [১:১৭] পদ: ২৫; [১:১৮] মথি ২৬:১৪, ১৫; [১:১৮] মথি ২৭:৩-১০; [১:১৯] দে: যোহন ৫:২; [১:২০] গীত ৬৯:২৫; [১:২০] গীত ১০৯:৮;

যিহূদা নয়।

**১:১৪ খ্রীলোকদের সঙ্গে।** সম্ভবত প্রেরিতদের খ্রীরা (১ করি ৯:৫) এবং যীশু যাদেরকে পরিচর্যাকারী হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছিলেন সেই সমস্ত নারীরা (মথি ২৭:৫৫; লুক ৮:২-৩; ২৪:২২)।

**যীশুর মা মরিয়ম।** পবিত্র বাইবেলে এখানেই শেষবারের মত তাঁর উল্লেখ করা হচ্ছে।

**তাঁর ভাইদের সঙ্গে।** এই ভাইদের মধ্যে যাকোব রয়েছে, যিনি পরবর্তী সময়ে মণ্ডলীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একজন পরিচর্যাকারী হয়ে উঠেছিলেন (লুক ৮:১৯; প্রেরিত ১২:১৭; ১৫:১৩; গালা ২:৯)।

**১:১৫ একশো বিশ জন।** এই সংখ্যার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। যিহূদী প্রথা অনুসারে এটি একটি পরিষদ গঠন করার জন্য ন্যূনতম উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা। যিহূদীদের মধ্যে একজন বিচারক কমপক্ষে দশ জনকে শাসন করতেন বা দশ জনের প্রতিনিধিত্ব করতেন। সেই অর্থে প্রাথমিক মণ্ডলী ইতোমধ্যে একটি সমাজ হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং তাদের বারো জন নেতারও প্রয়োজন ছিল।

**১:১৬ পুস্তকের কথা পূর্ণ হওয়া আবশ্যিক ছিল।**

পুস্তকের এই কথা ২০ পদে উদ্ধৃত করা হয়েছে (গীত ৬৯:২৫; ১০৯:৮)। গীতসংহিতার অসংখ্য গান খ্রীষ্টের উদ্দেশে রচিত হয়েছে।

**১:১৮ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করলো।** পরোক্ষভাবে সে এই ভূমি ক্রয় করেছিল, অর্থাৎ যে টাকা সে পুরোহিতদের ফিরিয়ে দিয়েছিল তা কুম্ভকারের জমি কিনতে ব্যবহার করা হয়েছিল।

**অধোমুখে পতিত হলে।** মথি ২৭:৫ পদ অনুসারে যিহূদা গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। হতে পারে দড়ি ছিঁড়ে তার শরীর মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, কিংবা তার শরীর পচে গলে গিয়ে খণ্ডাংশ হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।

**১:১৯ হকলদামা।** একটি অরামীয় শব্দ, যার অর্থ ‘রক্তক্ষেত্র’। নিশ্চয়ই যে সমস্ত লোক যিহূদার পরিণতি সম্পর্কে জানতো তারাই জায়গাটিকে এই নামে সম্বোধন করতো (মথি ২৭:৩-৮)।

**১:২০ লেখা আছে।** গীতসংহিতার দু’টি অংশ সমন্বিতভাবে এই অর্থ প্রকাশ করে যে, যিহূদা যে শূন্যস্থান তৈরি করেছিল তা পূর্ণ করতে হবে।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১ অধ্যায়

“তার নিবাস শূন্য হোক,  
তাতে বাস করে এমন কেউ না থাকুক;” এবং “অন্য ব্যক্তি তার নেতৃত্বপদ প্রাপ্ত  
হোক।”

<sup>২১</sup> অতএব যোহনের বাপ্তিস্ম থেকে আরম্ভ করে, যেদিন প্রভু যীশু আমাদের কাছ থেকে  
উর্ধ্বে নীত হন, সেদিন পর্যন্ত যত দিন তিনি আমাদের কাছে ভিতরে আসতেন ও বাইরে  
যেতেন, তত দিন সব সময় যাঁরা আমাদের সহচর ছিলেন, <sup>২২</sup> তাঁদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি  
আমাদের সঙ্গে তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী হওয়া আবশ্যিক।’ <sup>২৩</sup> তখন তাঁরা যোষেফ, যাঁকে  
বার্ষিক্য বলে ডাকে এবং যাঁর উপাধি যুষ্ট এবং মন্তথিয়— এই দুই জনকে দাঁড় করালেন।  
<sup>২৪</sup> এর পরে তাঁরা প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু, তুমি সকলের অন্তঃকরণ জান, যিহূদা নিজের  
স্থানে যাবার জন্য এই যে পরিচর্যা ও প্রেরিত-পদ ছেড়ে গেছে, <sup>২৫</sup> তার স্থান গ্রহণ করার জন্য  
তুমি এই দুইয়ের মধ্যে যাকে মনোনীত করেছ, তাকে দেখিয়ে দাও। <sup>২৬</sup> পরে তাঁরা উভয়ের  
জন্য গুলিবাঁট করলেন, আর মন্তথিয়ের নামে গুলি উঠলো; তাতে তিনি এগার জন প্রেরিতের  
সঙ্গে গণিত হলেন।

[১:২২] দে: মার্ক ১:৪; [১:২২] পদ: ৮; দে: লুক ২৪:৪৮; [১:২৪] প্রেরি ৬:৬; ১৩:৩; ১৪:২৩; [১:২৪] প্রেরি ১৫:৮; দে:  
প্রকা ২:২৩; [১:২৪] ১শমু ১৪:৪১; [১:২৬] প্রেরি ২:১৪।

**১:২১ বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্ম থেকে**  
আরম্ভ করে। অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ্য পরিচর্যা  
কাজের সময় থেকে, যা প্রেরিতিক প্রচার  
(প্রেরিত ১০:৩৭ দেখুন) ও মার্ক লিখিত  
সুসমাচার জুড়ে রয়েছে।

আমাদের কাছে ... বাইরে যেতেন। অর্থাৎ  
প্রকাশ্যে পরিচর্যা কাজ করতেন।

**১:২২ আমাদের সঙ্গে ... সাক্ষী হওয়া**  
আবশ্যিক। স্পষ্টত বৈশ্ব কয়েকজন ছিলেন, যারা  
বারো জন প্রেরিতের অন্তর্ভুক্ত না হলেও যীশু  
খ্রীষ্টকে অবিরত অনুসরণ করেছেন। এমনই  
একজন দ্বাদশ প্রেরিতের শূন্য পদে আরোহণ  
করার জন্য যোগ্য ছিলেন।

**১:২৩ বার্ষিক্য।** অর্থাৎ ‘বিশ্রামবার-এর পুত্র’।  
প্রাথমিক মণ্ডলীর দু’জন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের নামের  
সাথে এই পদবী দেখা যায়, সম্ভবত তারা ভাই  
ছিলেন। একজন হলেন যোষেফ, যাকে আমরা  
এখানে দেখতে পাই; অপরজন হলেন যিহূদা,

যিরূশালেমের একজন ভাববাদী, যাকে সীলের  
সাথে আন্তিয়খিয়াতে পাঠানো হয়েছিল  
(১৫:২২,৩২)।

**যুষ্ট।** উপরোল্লিখিত বার্ষিক্যের আরেক নাম  
‘যোষেফ’-এর গ্রীক রূপ।

**১:২৬ গুলিবাঁট করলেন।** গুলিবাঁট করার মধ্য  
দিয়ে প্রেরিতগণ ঈশ্বরকে এই নির্বাচনের  
সর্বাধিকার দিলেন। সাধারণত পাথর বা লাঠি  
দিয়ে গুলিবাঁট করা হত (১ বংশা ২৬:১৩-১৬;  
নহি ১১:১; যোনা ১:৭; লুক ১:৯ দেখুন)।  
প্রাচীন ইসরাইলে গুলিবাঁট পবিত্র এক প্রথা  
হিসেবে প্রচলিত ছিল এবং স্বর্গীয় ইচ্ছা সম্পর্কে  
জানার সুপ্রতিষ্ঠিত উপায় বলে তা বিবেচিত হত  
(হিতোপদেশ ১৬:৩৩ দেখুন), যা উরীম ও  
তুম্মীম দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার রীতি থেকে  
প্রচলিত হয়েছে। এর মাধ্যমে যে ফলাফল  
পাওয়া যেত তা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে ধরে নেওয়া  
হত।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১ অধ্যায়

### প্রেরিত ১ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

শুরুর লুক থিয়ফিলের কাছে তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকটি তুলে ধরতে গিয়ে প্রথম পুস্তকটির প্রতি ইঙ্গিত করেন (লুক ১:১-৪)। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর থেকে স্বর্গারোহণ পর্যন্ত চল্লিশ দিন কি ঘটেছিল সেই বিষয়ে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করেন (লুক ২৪:১-৫৩)। প্রেরিতদের পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম হওয়ার বিষয়ে পিতা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়, যিনি তাদেরকে যিরুশালেম, যিহূদিয়া, শমরিয়া এবং পুরো জগতে খ্রীষ্টের সাক্ষী হবার জন্য ক্ষমতায়ন করবেন (১-৮)। এরপর যীশুকে স্বর্গে তুলে নেবার বর্ণনা দেওয়া হয় (লুক ২৪:৫০-৫১ পদ তুলনা করুন), এবং এর সাথে তাঁর ফিরে আসার বিষয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা পোশাক পরিহিত দুজন স্বর্গদূতের বক্তব্যের বর্ণনা দেওয়া হয় (৯-১১)। প্রভুর আদেশ মান্য করে তাঁরা যিরুশালেমে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন এবং সেখানে যীশুর মা এবং তাঁর ভাইদের এবং অন্যান্য মহিলাদের সাথে প্রার্থনায় রত থাকেন (১২-১৪)। এই সময়ে পিতার ১২০ জন শিষ্যের মাঝে শিষ্য যিহূদার বিষয়ে বলেন, যিনি যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। যিহূদার পতন এবং তার প্রতিস্থাপনের বিষয়ে পবিত্র আত্মা দায়ুদের মুখ দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাই যিহূদার জায়গায় প্রেরিত হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মনোনীতদের বাছাই করার জন্য পিতার এই নির্দেশিকা প্রস্তাব করেছিলেন যে তাদেরকে যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে হবে। সেই অনুযায়ী দু'জন লোককে বাছাই করা হয়, এবং প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রভুর কাছে বলা হয় যেন এই দু'জনের মধ্যে কাকে তিনি বাছাই করেছেন তা যেন তিনি দেখিয়ে দেন। তাঁরা সেই লোককে খুঁজে পাবার জন্য গুলিবাঁট করেন এবং তাতে মত্তথিয় সেই এগারজন প্রেরিতদের সাথে যুক্ত হন (১৫-২৬)।

### প্রেরিত ১ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. প্রেরিত পুস্তকের লেখক কে ছিলেন? (১ পদ, লুক ১:১-৪ পদ)
২. “আগের পুস্তক” বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন? (১ পদ)
৩. খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পরে তাঁর কাজ চালিয়ে নেওয়ার ভার কাদের উপর ছিল? (২ পদ)
৪. তিনি কিসের প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন? (৩ পদ)
৫. প্রেরিতদের পরিচর্যার মূলভাব কি ছিল? (৩ পদ)
৬. পিতা কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? তাঁরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন? (৪ পদ)
৭. প্রেরিতেরা কখন শক্তি পাবেন? (৮ পদ)
৮. শক্তি পাওয়ার পরে তাঁরা কি করবেন? (৮ পদ)
৯. তাঁদের পরিচর্যা কাজ কতদূর পর্যন্ত যাবে? (৮ পদ)
১০. প্রেরিতদের কাছে স্বর্গদূতেরা কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? (১১ পদ)

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২ অধ্যায়

১১. প্রেরিতদের মধ্যে কাকে নেতা হিসেবে দেখা গিয়েছিল? (১৫ পদ)
১২. একজন প্রেরিত হওয়ার জন্য কি কি শর্তাবলী ছিল? (২১,২২ পদ)
১৩. যিহূদার পরিবর্তে কাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল? তাঁকে কিভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল? (২৬ পদ)

### পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণ

২<sup>১</sup> পরে পঞ্চাশত্তমীর দিন উপস্থিত হলে তাঁরা সকলে এক স্থানে সমবেত হলেন।  
২<sup>২</sup> তখন হঠাৎ আকাশ থেকে প্রচণ্ড বাতাসের বেগের শব্দের মত একটা শব্দ আসল এবং যে গৃহে তাঁরা বসেছিলেন, সেই আওয়াজে গৃহটি পূর্ণ হয়ে গেল।<sup>৩</sup> এমন সময়ে তাঁরা দেখতে পেলেন আগুনের জিহ্বার মত অনেক জিহ্বা অংশ অংশ হয়ে পড়ছে এবং সেই জিহ্বাগুলো এসে তাঁদের প্রত্যেক জনের উপরে বসলো।<sup>৪</sup> তাতে তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন এবং আত্মা তাঁদেরকে যেরকম কথা বলার শক্তি দান করলেন, সেই অনুসারে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।

[২:১] লেবী ২৩:১৫, ১৬; প্রেরি ২০:১৬; ১করি ১৬:৮; [২:১] প্রেরি ১:১৪; [২:২] প্রেরি ৪:৩১; [২:৪] দে: লুক ১:১৫; [২:৪] দে: মার্ক ১৬:১৭;

২:১ পঞ্চাশত্তমীর দিন। নিস্তারপর্বের সপ্তাহে পালিত বিশ্রামবারের পরবর্তী ৫০তম দিন। পঞ্চাশত্তমীকে সাত সপ্তাহের পর্ব (দ্বি.বি. ১৬:১০), ফসল মাড়াইয়ের পর্ব (যাত্রা ২৩:১৬) এবং প্রথমজাত শস্যের পর্বও বলা হয় (গণনা ২৮:২৬)।

তাঁরা সকলে। ১১ জন প্রেরিতসহ ১:১৩-১৫ পদে বর্ণিত সকলে।

এক স্থানে। এই স্থানটি উপরের তলার কুঠরি নয়, যেখানে তারা অবস্থান করছিলেন (১:১৩); তবে তা হতে পারে মন্দিরের পার্শ্ববর্তী কোন স্থান, কারণ প্রেরিতগণ ‘নিরন্তর মন্দিরে থেকে ঈশ্বরের প্রশংসা করছিলেন’ (লুক ২৪:৫৩)।

২:২ প্রচণ্ড বায়ু। ঈশ্বরের আত্মার প্রতীক হচ্ছে নিঃশ্বাস বা বায়ু (যিহি ৩৭:৯,১৪; যোহন ৩:৮)। তাঁর আত্মার আগমন শ্রবণযোগ্য (বাতাস) এবং দৃশ্যনীয় (আগুন) হিসেবে বিবেচিত হত।

২:৩ আগুনের জিহ্বা। স্বর্গীয় উপস্থিতির প্রতীক (যাত্রা ৩:২; ১৩:১২; ১৯:১৮; ১ রাজা ১৮:২৪,৩৮ দেখুন)। আগুনকে বিচারের সাথেও তুলনা করা হয়েছে (মথি ৩:১২ দেখুন)।

২:৪ তাঁরা সকলে। এখানে শুধুমাত্র প্রেরিতদেরকে বোঝানো হতে পারে বা ১২০ জনকে বোঝানো হতে পারে। যারা মনে করেন যে, এখানে ১২০ জনকে বোঝানো হয়েছে, তারা এটি যোয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর (পদ ১৭-১৮) পূর্ণতা বলে মনে করেন, যেখানে ১২ জন প্রেরিতের চেয়ে অধিকজন যুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে বেশিরভাগ পণ্ডিত মনে করেন যে, এখানে ১২ জন প্রেরিতকে বোঝানো হয়েছে (২:১ পদের টীকা দেখুন)।

পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন। তাদের আত্মা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রণের অধীনস্থ হল।

ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়। যে সব ভাষা তাঁরা আগে জানতেন না, পবিত্র আত্মা তাঁদেরকে সেসব ভাষায় কথা বলতে সক্ষম করলেন। এই পুস্তকে পরভাষায় কথা বলার আরো দু’টি উদাহরণ দেখা যায় (১০:৪৬ এবং ১৯:৬ পদ)। এখানে প্রেরিতদেরকে তাদের স্থানীয় গালিলীয় তথা অরামীয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষায় ঈশ্বরের প্রশংসা করতে

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২ অধ্যায়

<sup>৫</sup> সেই সময়ে আকাশের নিচের সমস্ত দেশ থেকে আগত বহু ভক্ত যিহুদীরা এসে যিরূশালেমে বাস করছিল। <sup>৬</sup> আর তাদের অনেক লোক সেই ধ্বনি শুনে সমাগত হল এবং তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, কারণ প্রত্যেক জন তাদের নিজ নিজ ভাষায় তাঁদেরকে কথা বলতে শুনছিল। <sup>৭</sup> তখন সকলে ভীষণ আশ্চর্য ও চমৎকৃত হয়ে বলতে লাগল, দেখ, এই যে লোকেরা কথা বলছে, এরা সকলে কি গালিলীয় নয়? <sup>৮</sup> তবে আমরা কেমন করে প্রত্যেকে নিজ নিজ মাতৃ ভাষায় কথা শুনছি? <sup>৯</sup> পার্শীয়, মাদীয় ও এলমীয় লোক এবং মেসোপটেমিয়া, যিহুদিয়া ও কান্নাদকিয়া, পন্ত ও এশিয়া, ফরুগিয়া ও পাম্ফুলিয়া, <sup>১০</sup> মিসর এবং লিবিয়া দেশস্থ কুরীণীর নিকটবর্তী অঞ্চল-নিবাসী এবং প্রবাসকারী রোমীয় যিহুদী ও যিহুদী-ধর্মাবলম্বী অযিহুদী লোকেরা এবং ক্রীটীয় ও আরবীয় লোক যে আমরা, <sup>১১</sup> আমাদের নিজ নিজ ভাষায় ওদেরকে ঈশ্বরের মহৎ মহৎ কাজের কথা বলতে শুনছি। <sup>১২</sup> এভাবে তারা সকলে চমৎকৃত হল ও হতবুদ্ধি হয়ে পরস্পর বলতে লাগল, এর অর্থ কি? <sup>১৩</sup> অন্য লোকেরা পরিহাস করে বললো, ওরা মিষ্ট আঙ্গুর-রসে মাতাল হয়েছে।

[২:৫] লুক ২:২৫; প্রেরি ৮:২; [২:৭] পদ: ১২; [২:৭] প্রেরি ১:১১; [২:৯] ১পিত ১:১; [২:৯] প্রেরি ১৮:২; ১পিত ১:১; [২:৯] প্রেরি ১৬:৬; ১৯:১০; রোমী ১৬:৫; ১করি ১৬:১৯; ২করি ১:৮; প্রকা ১:৪; [২:১০] প্রেরি ১৬:৬; ১৮:২৩; [২:১০] প্রেরি ১৩:১৩; ১৪:২৪; ১৫:৩৮; [২:১০] দে: মথি ২৭:৩২; [২:১৩] ১করি ১৪:২৩; ইফি ৫:১৮;

শোনা গিয়েছিল। যারা এখানে যোগ দিয়েছিলেন অধিকাংশই সাধারণত গ্রীক ভাষায় কথা বলতেন, কেবল পূর্বাঞ্চলীয়রা, অর্থাৎ পার্শীয়, মাদীয়, পারসীয়, মেসোপটেমীয় ও সিরীয় অধিবাসীরা অরামীয় ভাষায় কথা বলতেন।

**২:৫ ভক্ত যিহুদীরা।** পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে আগত ঈশ্বর-ভক্ত ও ধর্মপ্রাণ যিহুদীরা, যারা সে সময় যিরূশালেমে সমবেত হয়েছিল দর্শনার্থী হিসেবে বা পঞ্চাশতমী পর্ব উদ্‌যাপনের জন্য (লুক ২:২৫)। এরা মূলত সেই সমস্ত যিহুদী, যারা বন্দীদশার সময় বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

**২:৬ নিজ নিজ ভাষায় ... কথা বলতে শুনছিল।** পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা যিহুদীরা তাদের মাতৃভাষা হিসেবে অরামীয় ভাষায় পটু ছিল, আবার সারা পৃথিবীতে গ্রীক ভাষা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই সমস্ত ভাষার বাইরেও তারা প্রেরিতদেরকে বিভিন্ন স্থানের ভাষায় কথা বলতে শুনছিল। তারা সকলে একই ব্যক্তির বক্তৃতা নিজ নিজ ভাষায় বুঝতে পারছিল।

**২:৯ পার্শীয়।** টাইগ্রিস থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসীরা।

**মাদীয়।** মেসোপটেমিয়ার পূর্বে, পারস্যের উত্তর-পশ্চিমে এবং কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মাদীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা। **এলমীয়।** পারস্য উপসাগরের উত্তরে অবস্থিত এলম অঞ্চলের অধিবাসীরা।

**মেসোপটেমিয়া।** ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মাঝখানে।

**কান্নাদকিয়া ... পাম্ফুলিয়া।** এশিয়া মাইনর অঞ্চল।

**২:১০ মিশর।** এখানে বহু সংখ্যক যিহুদীরা বসবাস ছিল; আলেকজান্দ্রিয়ার দুই-পঞ্চমাংশ অধিবাসী ছিল যিহুদী।

**লিবিয়া।** মিশরের পশ্চিমাঞ্চল।

**২:১১ ক্রীটীয়।** গ্রীসের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপের অধিবাসীরা।

**আরবীয়রা।** লোহিত সাগর ও ফোরাৎ নদীর মাঝে শায়িত মরু অঞ্চলের অধিবাসীরা।

**আমাদের নিজ নিজ ভাষায় ... বলতে শুনছি।** সদ্য পবিত্র আত্মার অভিষেকপ্রাপ্ত প্রেরিতগণ প্রত্যেক আগত শ্রোতার মাতৃভাষায় ঈশ্বরের আশ্চর্য কর্ম সকল ঘোষণা করছিলেন।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২ অধ্যায়

### পিতরের প্রচার

<sup>১৪</sup> কিন্তু পিতর এগার জনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাদের কাছে বক্তৃতা করে বললেন, হে যিহুদী লোকেরা, হে যিরুশালেম-নিবাসী সকলে, তোমরা এই কথা জেনে রাখ এবং আমার কথা শুন। <sup>১৫</sup> কেননা তোমরা যে অনুমান করছো, এরা মাতাল, তা নয়, কারণ এখন তো সকাল নয় ঘটিকা মাত্র। <sup>১৬</sup> কিন্তু এটি সেই ঘটনা, যার কথা যোয়েল ভাববাদীর মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে,

<sup>১৭</sup> “শেষ কালে এরকম হবে, এই কথা ঈশ্বর বলছেন,

আমি মানুষের উপরে আমার আত্মা সেচন করবো;

তাতে তোমাদের পুত্ররা ও তোমাদের কন্যারা ভবিষ্যদ্বাণী বলবে,

আর তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে,

এবং তোমাদের প্রাচীনরা স্বপ্ন দেখবে।

<sup>১৮</sup> আবার আমার দাসদের উপরে

এবং আমার দাসীদের উপরে সেই সময়ে আমি আমার আত্মা সেচন করবো,

আর তারা ভবিষ্যদ্বাণী বলবে।

<sup>১৯</sup> আমি উপরে আকাশে নানা অদ্ভুত লক্ষণ

এবং নিচে পৃথিবীতে নানা চিহ্ন রক্ত, আগুন ও ধোঁয়া দেখাবো।

<sup>২০</sup> প্রভুর সেই মহৎ ও প্রসিদ্ধ দিনের আগমনের আগে

সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চন্দ্র রক্ত হয়ে যাবে;

<sup>২১</sup> আর এরকম হবে, যে কেউ প্রভুর নামে ডাকবে, সেই পরিত্রাণ পাবে।”

<sup>২২</sup> হে ইস্রায়েল, এসব কথা শোন। নাসরতীয় যীশু পরাক্রম-কার্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও

[২:১৫] ১খিষ ৫:৭; [২:১৭] গণনা ১১:২৫; যিশা ৪৪:৩; ইহি ৩৯:২৯; যোহন ৭:৩৭-৩৯; প্রেরি ১০:৪৫; [২:১৭] দে: প্রেরি ২১:৯; [২:১৮] প্রেরি ২১:৯-২২; [২:১৯] লুক ২১:১১; [২:২০] দে: মথি ২৪:২৯; [২:২১] আদি ৪:২৬; ২৬:২৫; গীতা ১০৫:১; প্রেরি ৯:১৪; ১করি ১:২; ১তীম ২:২২; [২:২১] যোয়েল ২:২৮-৩২; রোমী ১০:১৩; [২:২২] দে: মার্ক ১:২৪; [২:২২] দে: যোহন ৪:৪৮; [২:২২] দে: যোহন ৩:২;

২:১৪ এগার জনের সঙ্গে। প্রেরিতগণ সকলে পবিত্র আত্মা দ্বারা বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলছিলেন। এখন তারা পিতরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁকে সহযোগিতা করছেন, যিনি তাঁদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছেন।

২:১৫ এখন তো সকাল নয় ঘটিকা মাত্র। পঞ্চাশতমীর পর্বে যিহুদীরা সাধারণত সকাল ১০টা পর্যন্ত উপবাস রাখতো। তাই সকালে কারও মাতাল হয়ে পড়া অত্যন্ত অসঙ্গত ঘটনা ছিল।

২:১৭-১৮ মানুষ ... পুত্র ... কন্যা ... যুবক ... প্রাচীন ... দাস ... দাসী। লিঙ্গ, বয়স ও

পদমর্যাদা বিচার না করে সবার উপরে পবিত্র আত্মা অর্পণ করা হবে।

২:১৭ শেষ কাল। যীশু খ্রীষ্টের আগমনের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীতে শেষ কালের সূচনা ঘটেছে; এই কাল সকল প্রকার অধার্মিকতার অবসান এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী যুগের সূচনা নির্দেশ করে (যিশা ২:২; হোশেয় ৩:৫; মীখা ৪:১; ১ তীম ৪:১; ২ তীম ৩:১; ইব্রীয় ১:১; ১ পিতর ১:২০; ১ যোহন ২:১৮ দেখুন)।

২:২১ যে কেউ প্রভুর নামে ডাকবে। পবিত্র শাস্ত্রের সাহায্য না নিয়েও শুধুমাত্র বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে (মথি ৭:২১)।

২:২২ পরাক্রম-কার্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন।



## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২ অধ্যায়

চিহ্নগুলো দ্বারা তোমাদের কাছে ঈশ্বর-কর্তৃক প্রমাণিত মানুষ; তাঁরই দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে ঐ সমস্ত কাজ করেছেন, যা তোমরা নিজেরাই জান। <sup>২৩</sup> সেই ব্যক্তিকে ঈশ্বর তাঁর নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারে তোমাদের হাতে দিলে তোমরা তাঁকে অধর্মীদের দ্বারা ক্রুশে দিয়ে হত্যা করেছিলে। <sup>২৪</sup> কিন্তু ঈশ্বর মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে তাঁকে উঠিয়েছেন; কেননা তাঁকে ধরে রাখতে মৃত্যুর সাধ্য ছিল না। <sup>২৫</sup> কারণ দায়ূদ তাঁর বিষয়ে বলেন,

“আমি প্রভুকে নিয়তই আমার সম্মুখে দেখতাম;

কারণ তিনি আমার ডান পাশে আছেন, যেন আমি বিচলিত না হই।

<sup>২৬</sup> এজন্য আমার অন্তর আনন্দিত ও আমার জিহ্বা উল্লসিত হল;

আবার আমার দেহও প্রত্যাশায় প্রবাস করবে;

<sup>২৭</sup> কারণ তুমি আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ করবে না,

আর নিজের বিশুদ্ধ দাসের ক্ষয় দেখতে দেবে না।

<sup>২৮</sup> তুমি আমাকে জীবনের পথ জানিয়েছ,

তোমার উপস্থিতি দ্বারা আমাকে আনন্দে পূর্ণ করবে।”

<sup>২৯</sup> ভাইয়েরা, সেই পিতৃকুলপতি দায়ূদের বিষয়ে আমি তোমাদেরকে মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে, আর তাঁর কবর আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে রয়েছে। <sup>৩০</sup> ভাল, তিনি ভাববাদী ছিলেন এবং জানতেন, ঈশ্বর দিব্য করে তাঁর কাছে এই শপথ করেছিলেন যে, তাঁর এক জন বংশধরকে তাঁর সিংহাসনে বসাবেন; <sup>৩১</sup> অতএব দায়ূদ আগে থেকে দেখে মসীহেরই পুনরুত্থান বিষয়ে এই কথা বললেন যে, তাঁকে পাতালে পরিত্যাগও করা হয় নি, তাঁর দেহ ক্ষয়ও হয় নি। <sup>৩২</sup> এই যীশুকেই ঈশ্বর উঠিয়েছেন, আমরা সকলেই এই বিষয়ের সাক্ষী। <sup>৩৩</sup> অতএব ঈশ্বরের ডান

[২:২৩] যিশা ৫৩:১০; প্রেরি ৩:১৮; ৪:২৮; [২:২৩] মথি ১৬:২১; লুক ২৪:২০; প্রেরি ৩:১৩; [২:২৪] পদ: ৩২; প্রেরি ১৩:৩০, ৩৩, ৩৪, ৩৭; ১৭:৩১; রোমী ৬:৪; ৮:১১; ১০:৯; ১করি ৬:১৪; ১৫:১৫; ইফি ১:২০; কল ২:১২; ইব্রী ১৩:২০; ১পিত ১:২১; [২:২৪] যোহন ২০:৯; [২:২৭] পদ: ৩১; প্রেরি ১৩:৩৫; [২:২৮] গীত ১৬:৮-১১; [২:২৯] দে: প্রেরি ২২:৫; [২:২৯] প্রেরি ৭:৮, ৯; [২:২৯] ১রাজা ২:১০; প্রেরি ১৩:৩৬; [২:২৯] নহি ৩:১৬; [২:৩০] দে: মথি ১:১; [২:৩১] গীত ১৬:১০; [২:৩২] দে: পদ: ২৪; [২:৩২] দে: লুক ২৪:৪৮; [২:৩৩] দে: ফিলি ২:৯; [২:৩৩] দে: মার্ক

যীশু কর্তৃক কৃত এই সকল কাজ হচ্ছে খ্রীষ্ট হিসেবে তাঁর সত্তার বহিঃপ্রকাশ এবং তাঁর আগমনের চিহ্ন।

**২:২৩ ঈশ্বরের নিরূপিত পরামর্শ ও পূর্বজ্ঞান।** অর্থাৎ পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর আগেই যে সমস্ত বিষয়ে পূর্বাভাস দিয়েছেন। যারা যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর কারণ ছিল তাদের পাপ নেই এমন নয়, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞাত পরিত্রাণ দানের জন্য এই পাপ অনুমোদন করেছেন।

**অধর্মী।** ‘আইন-কানুনবিহীন’, অর্থাৎ অযিহুদীরা। এখানে নেতিবাচক অর্থে অযিহুদীদেরকে বোঝানো হয়েছে।

**২:২৭ আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ করবে না।** দায়ূদ এই উক্তি করেছেন খ্রীষ্টের মুখস্বরূপ হয়ে, অর্থাৎ এই কথা প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট বলছেন (পদ ৩১)। এখানে মূলত মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টের জীবন লাভের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যার পূর্ণতা আমরা দেখি খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ঘটনায়।

**২:২৯ তাঁর কবর ... আমাদের কাছে রয়েছে।** রাজা দায়ূদকে যিরূশালেম নগরীতে কবরস্থ করা হয়। গীত ১৬:৮-১১ পদের উক্তি তাঁর জন্য প্রযোজ্য ছিল না।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২ অধ্যায়

পাশে বসবার গৌরব তাঁকেই দান করা হয়েছে এবং পিতার কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা করা পবিত্র আত্মা পেয়েছেন, আর এখন তোমরা যা দেখছো ও শুনছো, তা তিনি সেচন করলেন।

<sup>৩৪</sup> কেননা দায়ূদ স্বর্গে যান নি, কিন্তু তিনি নিজে এই কথা বলেন,

“প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,

তুমি আমার ডান দিকে বস,

<sup>৩৫</sup> যতদিন আমি তোমার শত্রুদেরকে তোমার পায়ের তলায় না রাখি।”

<sup>৩৬</sup> অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত কুল নিশ্চিত ভাবে জানুক যে, যাঁকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছিলে, ঈশ্বর সেই যীশুকেই প্রভু ও খ্রীষ্ট উভয়ই করেছেন।

### তিন হাজার লোক মণ্ডলীভুক্ত হওয়া

<sup>৩৭</sup> এই কথা শুনে তাদের অন্তরে যেন শেল-বিদ্ধ হল এবং তারা পিতরকে ও অন্য প্রেরিতদেরকে বলতে লাগল, ভাইয়েরা, আমরা কি করবো? <sup>৩৮</sup> তখন পিতর তাদেরকে বললেন, মন ফিরাও এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপ ক্ষমার জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম নেও; তা হলে পবিত্র আত্মারূপ দান পাবে। <sup>৩৯</sup> কারণ তোমাদের জন্য,

১৬:১৯; [২:৩৩] প্রেরি ১:৪; [২:৩৩] যোহন ৭:৩৯; ১৪:২৬; ১৫:২৬; [২:৩৩] প্রেরি ১০:৪৫; [২:৩৫] গীত ১১০:১; দে: মথি ২২:৪৪; [২:৩৬] দে: মথি ২৮:১৮; [২:৩৬] দে: লুক ২:১১; [২:৩৭] লুক ৩:১০, ১২, ১৪; প্রেরি ১৬:৩০; [২:৩৮] পদ: ৪১; প্রেরি ৮:১২, ১৬, ৩৬, ৩৮; ৯:১৮; ১০:৪৮; ১৬:১৫, ৩৩; ১৯:৫; ২২:১৬; কল ২:১২; [২:৩৮] যির ৩৬:৩; মার্ক ১:৪; দে: লুক ২৪:৪৭; প্রেরি ৩:১৯; [২:৩৮] দে: যোহন ২০:২২; [২:৩৯] যিশা ৪৪:৩; ৬৫:২৩; [২:৩৯] যিশা ৫৭:১৯; প্রেরি ১০:৪৫; ইফি ২:১৩;

২:৩৪ প্রভু আমার প্রভুকে বললেন। অর্থাৎ, “প্রভু ঈশ্বর আমার প্রভু, দায়ূদ-সন্তান খ্রীষ্টকে বললেন।” পিতরের উক্তি অনুসারে দায়ূদ তাঁর বংশধরকে অস্বাভাবিক শ্রদ্ধার সাথে সম্বোধন করলেন, কারণ তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বুঝেছিলেন যে, খ্রীষ্ট কতটা গৌরবান্বিত ও মহিমাম্বিত হবেন (মথি ২২:৪১-৪৫)। নতুন নিয়মে যীশু নিজে (মথি ২২:৪৩-৪৫; মার্ক ১২:৩৬-৩৭; লুক ২০:৪২-৪৪), পিতর (প্রেরিত ২:৩৪-৩৬) এবং ইব্রীয় পুস্তকের লেখক (১:১৩; ৫:৬-১০; ৭:১১-২৮) যেভাবে বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন, তাতে করে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, এটি সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক গীত।

ডান দিকে। রাজার পাশে সবচেয়ে সম্মানজনক স্থান (১ রাজা ২:১৯; গীত ৪৫:৯ দেখুন)।

২:৩৭ অন্তরে যেন শেল-বিদ্ধ হল। যীশুতে বিশ্বাস ও আগের প্রত্যাখ্যানের জন্য দুঃখ উভয়ই প্রতিফলিত হয়েছে।

২:৩৮ মন ফিরাও ... বাপ্তিস্ম নেও। খ্রীষ্টের অগ্রদূত বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বার্তায়, যীশু খ্রীষ্টের প্রচার এবং তাঁর স্বর্গে আরোহণের ঠিক পূর্বে যে নির্দেশ তিনি রেখে গিয়েছিলেন, তাতে মন পরিবর্তন করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একইভাবে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাছে যীশু খ্রীষ্টের নির্দেশনায় (মথি ২৮:১৯-১৯) এবং প্রেরিত পুস্তকে লিপিবদ্ধকৃত ঘটনায় বাপ্তিস্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল— যার সাথে যুক্ত রয়েছে বিশ্বাস, ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ এবং মন পরিবর্তন।

তোমাদের পাপ ক্ষমার জন্য। বাপ্তিস্মের ফল পাপ থেকে ক্ষমা নয়, বরং পাপ থেকে ক্ষমা পেলে পরে তা বাপ্তিস্ম দ্বারা অনেকের সামনে স্বীকার করা হয় (রোমীয় ৬:৩-৪ দেখুন)।

যীশু খ্রীষ্টের নামে। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্মের মত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বাপ্তিস্ম জলে অনুষ্ঠিত হয়, যা যীশু খ্রীষ্টের নামে সাধিত হয় এবং পবিত্র আত্মা নিজে তা সম্পন্ন করেন। যিহূদীদের মধ্যে যারা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হয়েছিলেন

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২ অধ্যায়

তোমাদের সম্ভানদের জন্য এবং দূরবর্তী সকলের জন্য অর্থাৎ, যত লোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডেকে আনবেন তাদের সকলের জন্য এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে।<sup>৪০</sup> এছাড়া, আরও অনেক কথা বলে তিনি সাক্ষ্য দিলেন ও তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বললেন, এই কালের কুটিল লোকদের থেকে তোমাদের নিজেদেরকে রক্ষা কর।<sup>৪১</sup> তখন যারা তাঁর কথা গ্রাহ্য করলো, তারা বাপ্তিস্ম নিল; তাতে সেদিন কমবেশ তিন হাজার লোক তাঁদের সঙ্গে সংযুক্ত হল।<sup>৪২</sup> আর তারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটি ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকলো।

### বিশ্বাসীদের জীবন-যাপন

<sup>৪৩</sup> তখন সকলের মধ্যে ভয় উপস্থিত হল, কেননা প্রেরিতদের কর্তৃক অনেক অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-কাজ সাধিত হত।<sup>৪৪</sup> আর যারা বিশ্বাস করলো, তারা সকলে একসঙ্গে সমস্তই সাধারণে রাখতো; <sup>৪৫</sup> আর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে যার যেমন প্রয়োজন, সেই অনুসারে সকলকে ভাগ করে দিত।<sup>৪৬</sup> আর তারা প্রতিদিন মন্দিরে একসঙ্গে মিলত হত এবং বাড়িতে রুটি ভেঙ্গে উল্লাসে ও হৃদয়ের সরলতায় খাদ্য গ্রহণ করতো; তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করতো এবং সমস্ত লোকের প্রীতির পাত্র হল।<sup>৪৭</sup> আর যারা পরিত্রাণ পাচ্ছিল, প্রভু

[২:৪০] বি:বি ৩২:৫; ফিলি ২:১৫; [২:৪১] পদ: ৪৭; প্রেরি ৪:৪; ৫:১৪; ৬:১, ৭; ৯:৩১, ৩৫, ৪২; ১১:২১, ২৪; ১৪:১, ২১; ১৬:৫; ১৭:১২; [২:৪২] মথি ২৮:২০; [২:৪২] দে: মথি ১৪:১৯; [২:৪২] দে: প্রেরি ১:১৪; [২:৪৩] প্রেরি ৫:১২; [২:৪৪] প্রেরি ৪:৩২; [২:৪৫] মথি ১৯:২১; লুক ১২:৩৩; ১৮:২২; প্রেরি ৪:৩৪, ৩৫; ৬:১; [২:৪৬] লুক ২৪:৫৩; প্রেরি ৩:১; ৫:২১, ৪২; [২:৪৬] পদ: ৪২; দে: মথি ১৪:১৯;

তাদের বাপ্তিস্ম ও বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্মকে পৃথক করে দেখাতে ‘যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম’ বলা হয়েছে।

পবিত্র আত্মারূপ দান। দু’টো দান এখানে দেওয়া হচ্ছে— পাপের ক্ষমা এবং পবিত্র আত্মা। সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্যই পবিত্র আত্মাকে উপহার হিসেবে প্রদানের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে।

২:৪১ তাঁদের সঙ্গে সংযুক্ত হল। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বিশ্বাস দ্বারা দীক্ষিত হল।

২:৪২ প্রেরিতদের শিক্ষা। যীশু খ্রীষ্ট নিজে যে সমস্ত শিক্ষা দিয়েছেন তার সব, বিশেষভাবে তাঁর মৃত্যু, কবরস্থ করার ও পুনরুত্থানের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষা।

সহভাগিতা। উপাসনায় বিশ্বাসীদের যৌথ সহভাগিতা।

রুটি ভাঙ্গা। যদিও পবিত্র শাস্ত্রের এই অংশটি ৪৬ পদে সাধারণত ভোজ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় (লুক ২৪:৩০,৩৫ দেখুন), তথাপি এখানে

সম্ভবত প্রভুর ভোজকে নির্দেশ করা হচ্ছে।

প্রার্থনা। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী জীবনে ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম।

২:৪৪ তারা সকলে একসঙ্গে ... রাখতো। প্রাথমিক মণ্ডলীর একতার চিহ্ন।

সাধারণে রাখতো। এটি ছিল বিশ্বাসীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান, যা মণ্ডলীর সেই সমস্ত সদস্যদেরকে দেওয়া হত, যাদের জীবন-ধারণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ছিল না।

২:৪৬ বাড়ীতে রুটি ভেঙ্গে। এখানে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দৈনন্দিন জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তারা একসাথে বসে ভোজন করতেন; তবে এখানে প্রভুর ভোজের কথা বলা হয় নি।

উল্লাসে ও হৃদয়ের সরলতায়। যে সহভাগিতা, একতা ও আন্তরিকতা প্রাথমিক মণ্ডলীতে দেখা গিয়েছিল, তা ছিল পবিত্র আত্মার ফল।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২ অধ্যায়

দিন দিন তাদেরকে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত করতেন।

[২:৪৭] দে: রোমী ১৪:১৮; [২:৪৭] দে: পদ: ৪১।

২:৪৭ দিন দিন ... সংযুক্ত করতেন। এখানে যারা পরিত্রাণ লাভ করে মণ্ডলীতে যুক্ত হচ্ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির পরিত্রাণের অবিরত উত্তরণ এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বিশ্বাসে দীক্ষিত হচ্ছিল প্রক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে না, বরং প্রতিনিয়ত তাদের কথা বলা হয়েছে।

### প্রেরিত ২ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

যীশুকে স্বর্গে তুলে নেবার দশ দিন পর, যিহূদীদের পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে প্রতিজ্ঞাত পবিত্র আত্মাকে ঢেলে দেওয়া হয়। তারপর জোরে বাতাসের আসার মত করে শব্দ আসে, তাঁদের মাথার উপরে আগুনের জিভের মত করে দেখা যায়, এবং যারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন তারা অন্য ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন (১-৪)। অন্য দেশ থেকে আসা ধর্মপ্রাণ যিহূদীরা তাতে আকৃষ্ট হন এবং ঈশ্বরের আশ্চর্য কাজের কথা তাদের নিজেদের ভাষায় শুনতে পেয়ে আশ্চর্য হন (৫-১৩)। বাকি প্রেরিতদের সাথে দাঁড়িয়ে পিতর ব্যাখ্যা করেন যে, যা এখন ঘটছে তা যোয়েল ভাববাদীর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা (যোয়েল ২:২৮-৩২), যিনি পূর্বেই বলেছিলেন যে, ঈশ্বর শেষ কালে তাঁর আত্মা ঢেলে দেবেন (১৪-২১)। তারপর তিনি ভিড়ের জনতার কাছে যীশুর বিষয়ে প্রচার করেন, তাদের কাছে তাঁর আশ্চর্য কাজগুলোর কথা, তারা কিভাবে তাঁর মৃত্যুর সাথে জড়িত তা মনে করিয়ে দেন এবং প্রচার করেন যে ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন। পুনরুত্থানের প্রমাণ হিসেবে, পিতর তিনটি প্রমাণ পেশ করেন: ১) দায়ূদের ভবিষ্যদ্বাণী, যিনি পুনরুত্থানের বিষয়ে বলেছিলেন (গীত ১৬:৮-১১); ২) স্বাক্ষী হিসেবে বারোজন প্রেরিতগণ; ৩) পবিত্র আত্মাকে ঢেলে দেওয়া, যা খ্রীষ্টের গৌরবান্বিত হওয়াকে এবং পিতার কাছ থেকে প্রতিজ্ঞাত পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করাকে নির্দেশ করে। উপসংহারে, পিতর ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বর যীশুকে, অর্থাৎ যাকে তারা ক্রুশে দিয়েছে, তাকে প্রভু এবং খ্রীষ্ট উভয় পদেই নিযুক্ত করেছেন। এগুলো তাদের হৃদয় স্পর্শ করলে পর, লোকেরা প্রেরিতদের জিজ্ঞাসা করে যে, তাদের এখন কি করতে হবে। পিতর তাদের আদেশ দিলেন যেন তারা অনুতাপ করে এবং পাপ মোচনের জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে এবং উপহার হিসেবে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে। আরও অনেক কথার মধ্য দিয়ে তিনি তাদের পরিত্রাণ গ্রহণ করার কথা বলেন, এবং প্রায় ৩০০০ লোক আনন্দ সহকারে তাঁর কথা শোনেন এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন (৩৭-৪১)।

### প্রেরিত ২ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে কি ঘটেছিল বর্ণনা করুন। (১-১১ পদ)

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৩ অধ্যায়

২. কোন্ তিনটি উপায়ে পবিত্র আত্মা প্রকাশিত হয়েছিলেন? (২-৪ পদ)
৩. ৫ পদে যিহূদীদের কি রকম বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল? (২-৪ পদ)
৪. লোকদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? (১২, ১৩ পদ)
৫. মাতাল হওয়ার অভিযোগে পিতরের জবাব কি ছিল? (১৪-১৬ পদ)
৬. যোয়েল পুস্তক থেকে পিতর কোন্ ভবিষ্যৎবাণীগুলো পুনরুক্তি করেছিলেন? (১৯-২১ পদ)
৭. যীশুই যে প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট তা পিতর কিভাবে বর্ণনা করেছিলেন? (২২-৩৬ পদ)
৮. দায়ূদের কাছে কি শপথ করা হয়েছিল? (৩০ পদ)
৯. এই কথা শুনে তাদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? (৩৭ পদ)
১০. পিতরের উত্তর কি ছিল? (৩৮ পদ)
১১. কারা পবিত্র আত্মা লাভ করতে পারে? (৩৯ পদ)
১২. প্রাচীন মন্ডলীর বর্ণনা দিন। (৪১-৪৭ পদ)

### পিতর এক জন জন্মখণ্ডকে সুস্থ করেন

৩<sup>১</sup> এক দিন প্রার্থনার নির্দিষ্ট সময়ে, বিকেল তিন ঘটিকায়, পিতর ও যোহন মন্দিরে যাচ্ছিলেন। <sup>২</sup> লোকেরা প্রতিদিন এক ব্যক্তিকে বহন করে এনে মন্দিরের সুন্দর নামক দ্বারে রেখে দিত। সে জন্ম থেকেই খঞ্জ ছিল; যারা মন্দিরে প্রবেশ করে তাদের কাছে ভিক্ষা চাইবার জন্য তাকে সেখানে রাখা হত। <sup>৩</sup> সে পিতরকে ও যোহনকে মন্দিরে প্রবেশ করতে উদ্যত দেখে ভিক্ষা পাবার জন্য বিনতি করতে লাগল। <sup>৪</sup> তাতে পিতর ও যোহন তার প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে বললেন, আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। <sup>৫</sup> তাতে সে তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে রইলো, তাঁদের কাছ থেকে কিছু পাবার অপেক্ষা করছিল। <sup>৬</sup> কিন্তু পিতর বললেন, রূপা

[৩:১] দে: লুক ২২:৮; [৩:১] প্রেরি ২:৪৬; [৩:১] গীত ৫৫:১৭; প্রেরি ১০:৩০; [৩:২] প্রেরি ১৪:৮; [৩:২] লুক ১৬:২০; [৩:২] যোহন ৯:৮; [৩:৬] পদ: ১৬; দে: মার্ক ১:২৪;

৩:১ প্রার্থনার নির্দিষ্ট সময়। প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট সময়গুলো হচ্ছে— খুব ভোরে উৎসর্গের সময়, দুপুরে, সাক্ষ্যকালীন উৎসর্গের সময় এবং সূর্যাস্তের সময়। পরবর্তীতে যিহূদীবাদে প্রার্থনার নির্দিষ্ট সময় হিসেবে নির্ধারিত হয়— সকাল (৩য় ঘটিকা, সকাল ৯টা), সাক্ষ্যকালীন উৎসর্গের সময় (৯ম ঘটিকা, বিকেল ৩টা) এবং সূর্যাস্ত। পিতর ও যোহন। তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী এবং উৎসাহী প্রেরিত (গালা ২:৯ দেখুন)। পিতর, যোহন এবং যোহনের ভাই

যাকোব যীশু খ্রীষ্টের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। প্রেরিত পুস্তকে পিতর ও যোহন একত্রে বহু পরিচর্যা কাজ করেছেন।

৩:২ সুন্দর নামক দ্বার। মন্দিরের প্রাঙ্গণের একটি বিখ্যাত প্রবেশদ্বার। এটি ছিল অযিহূদীদের প্রাঙ্গণ থেকে মহিলাদের প্রাঙ্গণের দিকে যাওয়ার ফটক, যার অবস্থান ছিল মন্দিরের মূল ভবনের পূর্ব পাশের দেয়ালের উপর।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৩ অধ্যায়

কি সোনা আমার নেই, কিন্তু যা আছে, তা তোমাকে দান করি; নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে হেঁটে বেড়াও।<sup>১</sup> পরে তিনি তার ডান হাত ধরে তাকে তুললেন; তাতে তৎক্ষণাৎ তার পা ও গোড়ালি সবল হল।<sup>২</sup> সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও হেঁটে বেড়াতে লাগল এবং বেড়াতে বেড়াতে, লাফ দিতে দিতে, ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে তাঁদের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করলো।<sup>৩</sup> সমস্ত লোক তাকে হাঁটতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করতে দেখল;<sup>৪</sup> আর তারা তাকে চিনতে পারলো যে, এই সেই ব্যক্তি, যে মন্দিরের সুন্দর দ্বারে বসে ভিক্ষা করতো। তার প্রতি যা ঘটেছিল, তাতে লোকেরা অত্যন্ত চমৎকৃত ও বিস্মিত হল।

#### পিতর ও যোহনের সাক্ষ্য ও কারাবাস

<sup>৫</sup> আর সে পিতরকে ও যোহনকে ধরে থাকতে লোকেরা অতিশয় চমৎকৃত হয়ে তাঁদের কাছে শলোমনের নামে যে বারান্দা ছিল, সেখানে দৌড়ে আসল।<sup>৬</sup> তা দেখে পিতর লোকদেরকে বললেন, হে ইস্রায়েলের লোকেরা, এই ব্যক্তির বিষয়ে কেন আশ্চর্য জ্ঞান করছো? অথবা আমরাই যে নিজের শক্তি বা ভক্তিগুণে একে চলবার শক্তি দিয়েছি, এই কথা মনে করে কেনই বা আমাদের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছ? <sup>৭</sup> অব্রাহামের, ইসহাকের ও যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, তাঁর দাস সেই যীশুকে মহিমাম্বিত করেছেন। তোমরা তাঁকে শত্রুদের হাতে তুলে দিয়েছিলে এবং পীলাত যখন তাঁকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন, তখন পীলাতের সাক্ষাতে তোমরা তাঁকে অস্বীকার করেছিলে।<sup>৮</sup> তোমরা সেই পবিত্র ও ধর্মময় ব্যক্তিকে অস্বীকার করে তোমাদের জন্য এক জন নরঘাতককে ছেড়ে দিতে বলেছিলে,<sup>৯</sup> কিন্তু তোমরা জীবনের আদিকর্তাকে হত্যা করেছিলে। আর ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্যে থেকে উঠিয়েছেন, আমরা এর সাক্ষী।<sup>১০</sup> আর তাঁর নামে বিশ্বাস করার ফলে

[৩:৮] যিশা ৩৫:৬; প্রেরি ১৪:১০; [৩:৯] প্রেরি ৪:১৬, ২১; [৩:১০] পদ: ২; [৩:১১] দে: লুক ২২:৮; [৩:১১] যোহন ১০:২৩; প্রেরি ৫:১২; [৩:১৩] যাক্রা ৩:৬; [৩:১৩] প্রেরি ৫:৩০; ৭:৩২; ২২:১৪; [৩:১৩] প্রেরি ২:২৩; [৩:১৩] দে: মথি ২৭:২; [৩:১৩] দে: লুক ২৩:৪; [৩:১৪] দে: মার্ক ১:২৪; প্রেরি ৪:২৭; [৩:১৪] প্রেরি ৭:৫২; [৩:১৪] মার্ক ১৫:১১; লুক ২৩:১৮-২৫; [৩:১৫] দে: প্রেরি ২:২৪; [৩:১৫] দে: লুক ২৪:৪৮; [৩:১৬] পদ: ৬;

৩:৬ যীশু খ্রীষ্টের নামে। তাঁদের নিজেদের শক্তিতে নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের দত্ত শক্তিতে।

৩:৭ ডান হাত ধরে তাকে তুললেন। সে যে সুস্থ হতে পারবে, এ ব্যাপারে তার বিশ্বাস ছিল।

৩:৮ মন্দিরে প্রবেশ করলো। অযিহূদীদের প্রাঙ্গন থেকে মহিলাদের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলো, যেখানে মন্দিরের ভাণ্ডার ছিল। বাইরের এই প্রাঙ্গন থেকে পুরোপুরি ভেতরে যেতে ৯টি দরজা পার হতে হত।

৩:১১ শলোমনের নামে যে বারান্দা ছিল। অযিহূদীদের প্রাঙ্গনের সাথে সংলগ্ন দেয়ালের ওপাশে ভেতরের দিকে অবস্থিত একটি বারান্দা, যা ২৭ ফুট উঁচু পাথরের স্তম্ভের উপরে দাঁড়

করানো ছিল।

৩:১৩ তাঁর দাস সেই যীশুকে। যিশা ৫২:১৩-৫৩:১২ পদে ভবিষ্যদ্বাণীকৃত দুঃখভোগকারী দাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অস্বীকার করেছিলে। সাধারণ লোকেরা প্রধান-ইমাম ও ফরীশীদের প্ররোচনায় যীশু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। তারা তাঁকে অবজ্ঞা করেছিল, তাঁকে অস্বীকার করেছিল এবং তাঁকে সত্যিকার খ্রীষ্ট হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

৩:১৪ সেই পবিত্র ও ধর্মময় ব্যক্তি। যীশু খ্রীষ্ট, যিনি মানুষ হিসেবে নির্দোষ ও নিষ্পাপ ছিলেন।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৩ অধ্যায়

এই যে ব্যক্তিকে তোমরা দেখছো ও জান, তাঁরই নাম একে বলবান করেছে; তাঁরই দেওয়া বিশ্বাস তোমাদের সকলের সাক্ষাতে একে সম্পূর্ণ সুস্থতা এনে দিয়েছে।

<sup>১৭</sup> এখন হে ভাইয়েরা, আমি জানি, তোমাদের নেতাদের মত তোমরাও অজ্ঞানতাবশত সেই কাজ করেছ; <sup>১৮</sup> কিন্তু ঈশ্বর তাঁর খ্রীষ্টের দুঃখভোগের বিষয়ে যেসব কথা সমস্ত ভাববাদীর মুখ দ্বারা আগে জানিয়ে ছিলেন, সেসব এভাবে পূর্ণ করেছেন। <sup>১৯</sup> অতএব তোমরা মন ফিরাও ও ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছে ফেলা হয়, <sup>২০</sup> যেন এভাবে প্রভুর সম্মুখ থেকে সান্ত্বনার সময় উপস্থিত হয় এবং ঈশ্বর তোমাদের জন্য আগেই যাঁকে নিরুপিত করে রেখেছেন সেই খ্রীষ্টকে, যীশুকে, প্রেরণ করেন। <sup>২১</sup> ঈশ্বর অনেক দিন আগে নিজের পবিত্র ভাববাদীদের মুখ দ্বারা যে কালের বিষয়ে বলেছেন, যে পর্যন্ত না সমস্ত বিষয়ের পুনঃস্থাপনের সেই কাল উপস্থিত হয়, তত দিন পর্যন্ত নিশ্চয়ই তাঁকে স্বর্গে থাকতে হবে। <sup>২২</sup> মোশি তো বলেছিলেন, “প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্যে থেকে আমার মত এক জন ভাববাদীকে উৎপন্ন করবেন, তিনি তোমাদেরকে যা যা বলবেন, সেসব বিষয়ে তোমরা তাঁর কথা শুনবে; <sup>২৩</sup> আর এরকম হবে, যে কোন প্রাণী সেই ভাববাদীর কথা না শুনবে, সে লোক লোকদের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হবে।” <sup>২৪</sup> আর শমুয়েল ও তাঁর পরবর্তী যত ভাববাদী কথা বলেছেন, তাঁরাও সকলে এই কালের কথা বলেছেন। <sup>২৫</sup> তোমরা

[৩:১৭] দে: প্রেরি ২২:৫; [৩:১৭] লুক ২৩:৩৪; [৩:১৭] প্রেরি ১৩:২৭; [৩:১৮] দে: মথি ১:২২; [৩:১৮] প্রেরি ২:২৩; [৩:১৮] দে: লুক ২৪:২৭; [৩:১৮] প্রেরি ১৭:২, ৩; ২৬:২২, ২৩; [৩:১৯] গীত ৫১:১; যিশা ৪৩:২৫; ৪৪:২২; দে: প্রেরি ২:৩৮; [৩:২০] দে: লুক ২:১১; [৩:২১] প্রেরি ১:১১; [৩:২১] মথি ১৭:১১; প্রেরি ১:৬; [৩:২১] লুক ১:৭০; [৩:২২] দ্বি:বি ১৮:১৫, ১৮; প্রেরি ৭:৩৭; [৩:২৩] দ্বি:বি ১৮:১৯; [৩:২৪] দে: লুক ২৪:২৭;

**৩:১৮** যেসব কথা ... জ্ঞাত করেছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট যা বলেছিলেন সেই একই কথার পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে। খ্রীষ্ট এই কথার মধ্য দিয়ে মূলত তাঁর দুঃখভোগ এবং জুশারোপণের কথা বুঝিয়েছিলেন।

**৩:১৯** মন ফিরাও ... ফির। মন পরিবর্তন হচ্ছে অন্তর ও ইচ্ছার পরিবর্তন, যা পাপের জন্য দুঃখবোধ থেকে আসে এবং জীবনকে সম্পূর্ণ নতুন পথে চালিত করে। নিগূঢ় অর্থে মন পরিবর্তন হচ্ছে পাপ থেকে ফেরা আর বিশ্বাস করা হচ্ছে ঈশ্বরের দিকে ফেরা।

যেন তোমাদের পাপ মুছে ফেলা হয়। মন পরিবর্তনের ফল হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে মন পরিবর্তনকারীর পূর্বকার সমস্ত পাপ মুছে ফেলা হবে।

**৩:২০** সান্ত্বনার সময় উপস্থিত হয়। যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের আগ পর্যন্ত বর্তমান যুগের এই পুরো সময়টিতে যারা মন ফিরাবে এবং ঈশ্বরের

দিকে ফিরবে, তাদের জন্য এই সান্ত্বনা দেওয়া হবে; আর এই সান্ত্বনা হচ্ছে পবিত্র আত্মার দান।

আগেই যাঁকে নিরুপিত করে রেখেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে উত্তোলন ও তাঁর সিংহাসনে তাঁকে মহিমান্বিত করার মাধ্যমে ঈশ্বর ইতোমধ্যেই তাঁকে ‘প্রভু ও খ্রীষ্ট’ হিসেবে মহিমান্বিত করেছেন।

**৩:২১** পুনঃস্থাপনের সেই কাল। এই কাল হচ্ছে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন, যখন তিনি স্বর্গ থেকে পুনরাগমন করবেন এবং শয়তানকে পরাজিত করে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর শান্তি পুনঃস্থাপন করবেন।

**৩:২২** আমার সদৃশ এক ভাববাদী। উদ্ধৃতিটি প্রাথমিক মণ্ডলীর কাছে খ্রীষ্ট সংক্রান্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি সাক্ষ্য ছিল। বিশেষভাবে প্রথম খ্রীষ্টাব্দের যিহুদী বংশোদ্ভূত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যীশু খ্রীষ্টকে দ্বিতীয় মোশি হিসেবে দেখতো।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৩ অধ্যায়

ভাববাদীদের সন্তান, আর সেই নিয়মেরও সন্তান, যা ঈশ্বর তোমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে স্থাপন করে-ছিলেন, তিনি তো অব্রাহামকে বলেছিলেন, “আর তোমার বংশে পৃথিবীর সমস্ত পিতৃকুল আশীর্বাদ পাবে।” <sup>২৬</sup> ঈশ্বর আপন দাসকে উৎপন্ন করে প্রথমে তোমাদেরই কাছে তাঁকে প্রেরণ করলেন, যেন তিনি তোমাদের অধর্মগুলো থেকে তোমাদের প্রত্যেক জনকে ফিরিয়ে এনে তোমাদেরকে আশীর্বাদ করেন।

[৩:২৫] প্রেরি ২:৩৯; [৩:২৫] রোমী ৯:৪, ৫; [৩:২৫] আদি ১২:৩; ২২:১৮; ২৬:৪; ২৮:১৪; [৩:২৬] পদ: ২২; দে: প্রেরি ২:২৪; [৩:২৬] প্রেরি ১৩:৪৬; রোমী ১:১৬।

তোমরা তাঁর কথা শুনবে। সম্ভবত খ্রীষ্ট উজ্জ্বল রূপ ধারণের সময়ে আকাশ থেকে যে বাণী শোনা গিয়েছিল, সে বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে (মার্ক ৯:৭; লূক ৯:৩৫)।  
৩:২৪ শামুয়েল ও তাঁর পরবর্তী যত ভাববাদী।  
শামুয়েলকে এখানে প্রথম ভাববাদী হিসেবে

স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে (১ শমু ৩:২০ দেখুন)।  
৩:২৬ অধর্ম সকল থেকে ... ফিরিয়ে। যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করার এবং পবিত্র আত্মা লাভ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে মন্দতা এবং পাপ থেকে মুক্ত হওয়া।

#### প্রেরিত ৩ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের শুরুতেই দেখা যায় যে, পিতর এবং যোহন মন্দিরে গেলেন যেখানে তারা সুন্দর নামের একটি দরজার কাছে একজন ভিক্ষকের মুখোমুখি হলেন, যে জন্ম থেকেই খোঁড়া ছিল। নাসরতের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতর তাকে উঠে দাঁড়াতে এবং হাঁটতে বলেন। ডান হাত দিয়ে খোঁড়া লোকটিকে ধরে উঠানোর সাথে সাথে সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায়। সে হাঁটতে হাঁটতে, লাফাতে লাফাতে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে পিতর এবং যোহনের সাথে মন্দিরে গেল এবং জনতা তাকে দেখে খুবই আশ্চর্য হল (১-১১)। শলোমনের নামে যে বারান্দা ছিল সেখানে পিতর ব্যাখ্যা করলেন যে, যীশুর নামে বিশ্বাস করার কারণেই এই সুস্থতা সম্ভব হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর দাস যীশুকে, যিনি সেই পবিত্র জন এবং ধার্মিক, জীবনের অধিকর্তা— তাঁকে গৌরবান্বিত করেছেন। তারা তাঁকে অস্বীকার করেছিল এবং মেরে ফেলেছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন, যার সাক্ষী পিতর এবং যোহন। যদিও তারা অজ্ঞানতায় এই জঘন্য কাজ করেছে, যদিও তা আসলে ঈশ্বর পূর্বেই বলেছিলেন এবং তিনিই ঘটিয়েছিলেন, তবুও তাদেরকে অনুতাপ করে ফিরবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। যারা তা করবে তাদের পাপ মুছে ফেলা হবে এবং যীশু, যিনি সমস্ত কিছুর পুনঃস্থাপনের আগ পর্যন্ত স্বর্গে থাকবেন, তাঁর কাছ থেকে অন্যান্য আশীর্বাদের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। যারা যীশুর কথা শুনবে না তাদেরকে পূর্বে মোশির বলা কথা অনুযায়ী পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলা হবে (দ্বিঃবিঃ ১৮:১৫, ১৮-১৯)। অব্রাহামের সাথে ঈশ্বর যেই নিয়ম স্থাপন করেছিলেন, অর্থাৎ তাঁর বংশধরদের মধ্য দিয়ে সমস্ত মানুষকে আশীর্বাদ করা (আদি ২২:১৮), সেজন্য প্রথমে তাদের কাছে ঈশ্বর যীশুকে পাঠিয়েছিলেন যেন তারা পাপ ও অন্যায়সমূহ থেকে ফিরে আসবার আশীর্বাদ লাভ করে (১২-২৬)।



## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৪ অধ্যায়

### প্রেরিত ৩ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. প্রেরিতেরা কিভাবে খ্রীষ্টের দেওয়া আদেশ পালন করছিলেন? (মার্ক ১৬:২০ পদ)
২. তাঁরা কিভাবে তাঁদের সাক্ষ্য তুলে ধরেছিলেন? (ইব্রীয় ২:৪ পদ)
৩. তাঁরা কিভাবে তাঁদের কথা প্রমাণের জন্য লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন?
৪. উপাসনা-ঘরের খোঁড়া ভিখারির সুস্থতা লাভের বর্ণনা দিন। (১-১০ পদ)
৫. খোঁড়া লোকটি নিজের সুস্থতায় কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল? (৮ পদ)
৬. যেসব লোকেরা তাকে সুস্থ হতে দেখেছিল তাদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? (১০ পদ)
৭. পিতর কিভাবে যীশুর প্রতি যিহুদীদের আচরণের বর্ণনা দিয়েছেন? (১১-১৮ পদ)
৮. লোকটি কিভাবে শক্তিশালী করেছে? (১৬ পদ)
৯. লোকদের উদ্দেশ্য কি ছিল বলে পিতর বলেছেন? (১৭ পদ)
১০. পিতর তাদের কি করতে অনুরোধ করেছিলেন? (১৯-২৬ পদ)
১১. পিতর ও যোহন কিসের সাক্ষী ছিলেন? (১৫ পদ)
১২. লোকেরা কেন প্রেরিতদের দেওয়া সাক্ষ্য বিশ্বাস করলো যে, যীশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন? (১৬ পদ)

### মহাসভার সম্মুখে পিতর ও যোহন

**৪**<sup>১</sup> তাঁরা লোকদের কাছে কথা বলছেন, এমন সময়ে পুরোহিতেরা ও মন্দিরের সেনাপতি এবং সদ্ধকীরা হঠাৎ তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হল।<sup>২</sup> তারা ভীষণ বিরক্ত হয়েছিল, কারণ তাঁরা লোকদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন এবং যীশুর মধ্য দিয়ে মৃতদের আবার পুনরুত্থিত হয়ে উঠবার বিষয় প্রচার করছিলেন।<sup>৩</sup> তখন সন্ধ্যা হয়েছিল বলে তারা

[৪:১] লুক ২২:৪; [৪:১] মথি ৩:৭; ১৬:১, ৬; ২২:২৩, ৩৪; প্রেরি ৫:১৭; ২৩:৬-৮; [৪:২] প্রেরি ১৭:১৮; [৪:৩] প্রেরি

**৪:১ পুরোহিতেরা।** যারা সেই সপ্তাহে মন্দিরে উপাসনা পরিচালনা এবং উৎসর্গ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

**মন্দিরের সেনাপতি।** মন্দিরের আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধান; পদমর্যাদার দিক থেকে মহাপুরোহিতের পরেই তার অবস্থান।

**সদ্ধকী।** একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়, যার সদস্যরা

পুরোহিতীয় বংশোদ্ভূত এবং তারা মন্দিরের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতো। তারা পুনরুত্থানের নীতিতে বিশ্বাস করতো না।

**৪:২ যীশুর মধ্য দিয়ে ... প্রচার করছিলেন।** সদ্ধকীরা পুনরুত্থানের নীতির ঘোর বিরোধী ছিল, সে কারণে তারা প্রেরিতদের এই প্রচারের বিরোধিতা করেছিল।

**৪:৩ তখন সন্ধ্যা হয়েছিল।** সাক্ষ্যকালীন উৎসর্গ

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৪ অধ্যায়

তাদেরকে ধরে পর দিন পর্যন্ত আটক করে রাখল।<sup>৪</sup> কিন্তু যেসব লোক বাক্য শুনেছিল, তাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করল; তাতে পুরুষদের সংখ্যা কমবেশ পাঁচ হাজার হল।

<sup>৫</sup> পরের দিন লোকদের নেতৃবর্গরা, প্রাচীনবর্গরা ও ধর্ম-শিক্ষকরা যিরূশালেমে একত্র হলেন,<sup>৬</sup> এবং মহাপুরোহিত হানন, কাইয়াফা, যোহন, আলেক্সান্দর, আর মহাপুরোহিতের আত্মীয় স্বজন সকলে উপস্থিত ছিলেন।<sup>৭</sup> তাঁরা পিতর ও যোহনকে মধ্যস্থানে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ক্ষমতায় অথবা কি নামে তোমরা এই কাজ করেছ? <sup>৮</sup> তখন পিতর পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে তাঁদেরকে বললেন, হে লোকদের নেতৃবর্গ ও প্রাচীনবর্গরা,<sup>৯</sup> এক জন দুর্বল মানুষের উপকার সাধন করেছি বলে যদি আজ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কিভাবে এ লোক সুস্থ হয়েছে,<sup>১০</sup> তবে আপনারা সকলে ও সমস্ত ইস্রায়েল লোক এই কথা জানুন যে, আপনারা যাকে ক্রুশে দিয়েছিলেন এবং যাকে ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে উঠালেন, সেই নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে, তাঁরই গুণে এই ব্যক্তি আপনাদের সম্মুখে সুস্থ শরীরে দাঁড়িয়ে আছে।

<sup>১১</sup> তিনিই সেই পাথর, যা রাজমিস্ত্রিরা অর্থাৎ আপনারা,

আপনাদের দ্বারা অবজ্ঞাত হয়েছিল,

তা কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠলো।

<sup>১২</sup> আর অন্য কারো কাছে পরিত্রাণ নেই; কেননা আকাশের নিচে মানুষের মধ্যে এমন আর

৫:১৮; [৪:৪] দে: প্রেরি ২:৪১; [৪:৫] লুক ২:৩১৩; [৪:৬] দে: মথি ২৬:৩; [৪:৮] দে: লুক ১:১৫; [৪:৮] পদ: ৫; লুক ২৩:১৩; [৪:৯] প্রেরি ৩:৬; [৪:১০] দে: মার্ক ১:২৪; [৪:১০] দে: প্রেরি ২:২৪; [৪:১১] গীত ১১৮:২২; যিশা ২৮:১৬; সখ ১০:৪; মথি ২১:৪২; ইফি ২:২০; ১পি ২:৭; [৪:১২] দে: মথি ১:২১; যোহন ১৪:৬; প্রেরি ১০:৪৩; দে: রোমী ১১:১৪;

বিকেল ৪টার দিকে শেষ হয়ে যেত এবং মন্দিরের দরজাগুলো সে সময় বন্ধ হয়ে যেত।

**৪:৪ পুরুষদের সংখ্যা ... পাঁচ হাজার হল।**

মহিলা ও শিশু ব্যতীত শুধু পুরুষদের সংখ্যা ছিল ৫ হাজার। পঞ্চাশতমীর দিনে ৩ হাজার পুরুষ বিশ্বাস করেছিল, সুতরাং এরপর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার পুরুষ বিশ্বাস এনেছিল।

**৪:৫ লোকদের নেতৃবর্গরা, প্রাচীন নেতৃবর্গরা ও ধর্ম-শিক্ষকগণ।** এই তিনটি দল নিয়ে মহাসভা গঠিত হত; এটি ছিল ইস্রায়েলের সর্বোচ্চ আদালত (লুক ২২:৬৬; মথি ২:৪; ১৫:৫৫ দেখুন)। এই মহাসভায় সভাপতি হিসেবে মহাপুরোহিত থাকতেন এবং সদস্য হিসেবে ৭১ জন প্রাচীন থাকতেন।

**৪:৬ হানন।** ৬-১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মহাপুরোহিত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, এরপর তিনি রোমীয় সরকার কর্তৃক পদচ্যুত হন এবং তাঁর পুত্র এলিয় মহাপুরোহিত হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন; পরবর্তী সময়ে তাঁর জামাতা

কাইয়াফা (১৮-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) এই পদে স্থলাভিষিক্ত হন, যাকে যোষেফ নামেও সম্বোধন করা হত। পদচ্যুত হলেও হানন তখন পর্যন্ত সাধারণ যিহুদীদের কাছে মহাপুরোহিত হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন (লুক ৩:২; যোহন ১৮:১৩, ২৪)।

**যোহন।** সম্ভবত হাননের পুত্র, যে ৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাপুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিল। অন্যান্যরা বলে থাকেন যে, সে ছিল সঙ্কেয়র পুত্র যোহানন, যে যিরূশালেমের পতনের পর মহাসভার সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিল।

**৪:৮ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে।** পিতর পবিত্র আত্মার শক্তি লাভ করে যে অনুপ্রেরণা ও প্রজ্ঞা লাভ করেছিলেন, তাতে ভর করেই তিনি এই স্বর্গীয় সত্য প্রকাশ করেছিলেন।

**৪:১১ সেই প্রস্তর ... অবজ্ঞাত হয়েছিল।** প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রচারে ও সাক্ষ্যদানে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৪ অধ্যায়

কোন নাম দেওয়া হয় নি, যে নামে আমরা পরিদ্রাণ পেতে পারি।

<sup>১৩</sup> তখন পিতরের ও যোহনের সাহস দেখে এবং এরা যে অশিক্ষিত ও সামান্য লোক তা বুঝে, তাঁরা আশ্চর্য জ্ঞান করলেন এবং চিনতে পারলেন যে, এঁরা যীশুর সঙ্গে ছিলেন। <sup>১৪</sup> আর ঐ সুস্থতা লাভ করা ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে দেখে তাঁদের বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারলেন না। <sup>১৫</sup> পরে তাঁদেরকে সভা থেকে বাইরে যেতে আদেশ দিয়ে তাঁরা পরস্পর এই পরামর্শ করতে লাগলেন, <sup>১৬</sup> এই লোকদের প্রতি কি করি? কেননা যিরুশালেম-নিবাসী সকলেই জানে যে, ওদের দ্বারা একটা প্রসিদ্ধ চিহ্ন-কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আমরাও তা অস্বীকার করতে পারি না। <sup>১৭</sup> কিন্তু কথাটা যেন লোকদের মধ্যে আরও রটে না যায়, এজন্য ওদেরকে ভয় দেখান যাক, যেন কোন লোককেই আর এই নামে কিছু না বলে। <sup>১৮</sup> পরে তাঁরা ওঁদেরকে ডেকে এই আদেশ দিলেন, তোমরা যীশুর নামে একেবারেই কোন কথা বলো না, কোন শিক্ষাও দিও না। <sup>১৯</sup> কিন্তু পিতর ও যোহন উত্তরে তাঁদেরকে বললেন, ঈশ্বরের চোখে কোনটা ঠিক, আপনাদের কথা শোনা নাকি ঈশ্বরের আদেশ পালন করা? আপনারা বিচার করে দেখুন। <sup>২০</sup> কারণ আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি তা না বলে থাকতে পারি না। <sup>২১</sup> পরে তাঁরা ওঁদেরকে আরও ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দিলেন। লোকদের ভয়ে তাঁরা স্থির করতে পারছিলেন না, কিভাবে ওঁদেরকে দণ্ড দেওয়া যায়, কারণ যা ঘটেছিল, সেজন্য সকল লোক ঈশ্বরের গৌরব করছিল। <sup>২২</sup> কেননা সেই সুস্থতা-দানরূপ চিহ্ন-কাজ যে ব্যক্তিতে সাধিত হয়েছিল, তার বয়স চল্লিশ বছরের বেশি হয়েছিল।

### সাহস দানের জন্য বিশ্বাসীদের প্রার্থনা

<sup>২৩</sup> তাঁদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলে পর তাঁরা তাঁদের সঙ্গীদের কাছে গেলেন এবং প্রধান পুরোহিতেরা ও প্রাচীনবর্গরা তাঁদেরকে যা যা বলেছিলেন সেই সমস্তই জানালেন। <sup>২৪</sup> তা শুনে সকলে এক চিহ্নে ঈশ্বরের উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল, হে সার্বভৌম প্রভু, তুমি

১তীম ২:৫; [৪:১৩] দে: লুক ২২:৮; [৪:১৩] মথি ১১:২৫; [৪:১৩] মার্ক ৩:১৪; [৪:১৫] দে: মথি ৫:২২; [৪:১৬] যোহন ১১:৪৭; [৪:১৬] প্রেরি ৩:৬-১০; [৪:১৮] আমো ৭:১৩; প্রেরি ৫:৪০; [৪:১৯] প্রেরি ৫:২৯; [৪:২০] ইয়োব ৩২:১৮; যির ২০:৯; আমো ৩:৮; [৪:২০] দে: লুক ২৪:৪৮; [৪:২১] প্রেরি ৫:২৬; [৪:২১] দে: মথি ৯:৮; [৪:২৪] দে: প্রেরি ১:১৪;

**৪:১৩ সাহস।** প্রেরিতদের বিশেষ দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস এবং সত্যতার বহিঃপ্রকাশ।

**অশিক্ষিত ও সামান্য লোক।** পিতর ও যোহন ফরীশীদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, কিংবা তাঁরা কোন স্বীকৃত ধর্মীয় দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন না।

**৪:১৫ পরস্পর এই পরামর্শ করতে লাগলেন।** প্রেরিতরা যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের যে সত্য প্রচার করছিলেন, তাকে ভুল প্রমাণিত করা মহাসভার জন্য অসম্ভব কাজ হয়ে পড়েছিল, কারণ সারা দেশের মানুষ এর সত্যতা সম্পর্কে জেনে গিয়েছিল।

**৪:২০ না বলে থাকতে পারি না।** পবিত্র আত্মা লাভের ফলে প্রেরিতদের প্রতি সুসমাচার প্রচার করার যে মহান দায়িত্ব ভার অর্পিত হয়েছিল, তা ছিল তাঁদের সবচেয়ে প্রধান ও গুরুদায়িত্ব। পবিত্র আত্মার তাগিদে তাঁরা সব সময় সুসমাচার প্রচার করার জন্য উদ্বীভ হয়ে থাকতেন।

**৪:২৩ সঙ্গীদের কাছে গেলেন।** সম্ভবত সেই উপরের কুঠরিতে, যেখানে এর আগে প্রেরিতগণ মিলিত হয়েছিলেন (১:১৩) এবং এখানেই সকলে উপাসনায় মিলিত হওয়া অব্যাহত রেখেছিলেন (১২:১২)।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৪ অধ্যায়

আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং এই সকলের মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা;  
২৫ তুমি পবিত্র আত্মা দ্বারা তোমার দাস আমাদের পিতা দায়ুদের মুখ দিয়ে এই কথা বলেছিলেন, যথা,

“জাতিরা কেন কলহ করলো?

লোকবৃন্দ কেন অনর্থক বিষয় ধ্যান করলো?

২৬ পৃথিবীর রাজারা দণ্ডায়মান হল, শাসনকর্তরা একত্র হল,

প্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁর অভিষিক্তের বিরুদ্ধে।”

২৭ কেননা সত্যিই তোমার পবিত্র দাস যীশু, যাকে তুমি অভিষিক্ত করেছ, তাঁর বিরুদ্ধে হেরোদ ও পণ্ডিত পীলাত জাতিদের ও ইস্রায়েল লোকদের সঙ্গে এই নগরে একত্র হয়েছিল, ২৮ যেন তোমার হাত ও তোমার পরামর্শ দ্বারা আগে থেকে যেসব বিষয় নির্ধারিত হয়েছিল, তা সম্পন্ন করে। ২৯ আর এখন, হে প্রভু, ওদের ভয় প্রদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং তোমার এই দাসদেরকে সম্পূর্ণ সাহসের সঙ্গে তোমার বাক্য বলবার ক্ষমতা দাও, ৩০ সুস্থতা দান করবার জন্য তোমার হাত বাড়িয়ে দাও; আর তোমার পবিত্র দাস যীশুর নামে যেন চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হয়। ৩১ যে স্থানে তাঁরা সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরা প্রার্থনা করলে পর সেই স্থান কেঁপে উঠলো; এবং তাঁরা সকলেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন ও সাহসপূর্বক ঈশ্বরের বাক্য বলতে থাকলেন।

#### বিশ্বাসীদের সহায়-সম্পত্তির সহভাগিতা

৩২ আর যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাস করেছিল, তারা একচিহ্ন ও একপ্রাণ ছিল। তাদের এক জনও নিজের সম্পত্তির মধ্যে কিছুই নিজের বলে দাবি করতো না, কিন্তু তাদের সমস্ত

[৪:২৪] নহি ৯:৬; ইয়োব ৪১:১১; যিশা ৩৭:১৬; [৪:২৫] প্রেরি ১:১৬; [৪:২৬] গীত ২:১, ২; দানি ৯:২৫; লূক ৪:১৮; প্রেরি ১০:৩৮; ইব্রী ১:৯; [৪:২৭] দে: মথি ১৪:১; [৪:২৭] দে: মথি ২৭:২; লূক ২৩:১২; [৪:২৭] পদ: ৩০; প্রেরি ৩:১৩, ১৪; [৪:২৮] প্রেরি ২:২৩; [৪:২৯] পদ: ১৩, ৩১; গীত ১৩৮:৩; প্রেরি ৯:২৭; ১৩:৪৬; ১৪:৩; ২৮:৩১; ইফি ৬:১৯; ফিলি ১:১৪; [৪:৩০] দে: যোহন ৪:৪৮; [৪:৩০] পদ: ২৭; [৪:৩১] প্রেরি ২:২; [৪:৩১] দে: লূক ১:১৫; [৪:৩১] দে: ইব্রী ৪:১২; [৪:৩১] দে: পদ: ২৯; [৪:৩২] প্রেরি ২:৪৪;

৪:২৪ সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। প্রার্থনার এই প্রারম্ভিক উক্তিগুলো প্রাথমিক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী উপাসনার রীতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে, যা যিহূদী উপাসনা ও প্রার্থনার ধারা অনুসরণ করে গঠিত হয়েছে ধায়ায় ভিত্তিকৃত।

৪:২৭ হেরোদ। হেরোদ আন্তিপ; গালীল ও পেরিয়া প্রদেশের শাসক।

পণ্ডিত পীলাত। যিহূদা প্রদেশে রোমীয় সরকারের প্রতিনিধি।

৪:২৮ পূর্ব থেকে ... নির্ধারিত হয়েছিল। ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর কাজে ব্যবহার করেছিলেন এবং তারাও নিজের ইচ্ছায় কাজ করার মধ্য দিয়ে নিজেদের অজান্তেই ঈশ্বরের পরিকল্পনা সাধন করেছিল।

৪:২৯ সাহসের সঙ্গে তোমার বাক্য বলবার ক্ষমতা দাও। খ্রীষ্টের বাক্য প্রচার করার জন্য প্রেরিতদের বিশেষ সাহস লাভের জন্য প্রয়োজন ছিল, যেন তাঁদের মাঝে কোন ভীতি কিংবা সঙ্কোচ কাজ না করে।

৪:৩১ সেই স্থান কেঁপে উঠলো। প্রার্থনা গৃহীত হওয়ার প্রাথমিক চিহ্ন (১৬:২৬ দেখুন)।

সাহসপূর্বক ঈশ্বরের বাক্য বলতে থাকলেন। মহাসভার সাবধানবাণী উপেক্ষা করে তাঁরা সুসমাচার প্রচার করা অব্যাহত রেখেছিলেন (১৩ পদের টীকা দেখুন)।

৪:৩২ একচিহ্ন ও একপ্রাণ ছিল। সম্পূর্ণ একমত হয়ে এবং ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করে তারা একত্রে বাস করতেন এবং

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৪ অধ্যায়

বিষয় সাধারণে থাকতো। <sup>৩৩</sup> আর প্রেরিতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন এবং তাদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ ছিল। <sup>৩৪</sup> এমন কি, তাদের মধ্যে কেউই দীনহীন ছিল না; কারণ যারা ভূমির অথবা বাড়ির অধিকারী ছিল, তারা তা বিক্রি করে, বিক্রি করা সম্পত্তির মূল্য এনে প্রেরিতদের পায়ে রাখত। <sup>৩৫</sup> পরে যার যেমন প্রয়োজন তাকে তেমনি দেওয়া হত।

<sup>৩৬</sup> আর যোষেফ নামে এক জন লেবীয় লোক সাইপ্রাস দ্বীপের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁকে প্রেরিতেরা বার্ণবা নাম দিয়েছিলেন, অনুবাদ করলে এই নামের অর্থ ‘উৎসাহের সন্তান’। <sup>৩৭</sup> তাঁর একখণ্ড ভূমি থাকাতে তিনি তা বিক্রি করে তার মূল্য এনে প্রেরিতদের পায়ে রাখতেন।

[৪:৩৩] দে: লুক ২৪:৪৮; [৪:৩৩] প্রেরি ১:২২; [৪:৩৩] দে: রোমী ৩:২৪; [৪:৩৪] মথি ১৯:২১; প্রেরি ২:৪৫; [৪:৩৫] পদ: ৩৭; প্রেরি ৫:২; [৪:৩৫] প্রেরি ২:৪৫; ৬:১; [৪:৩৬] প্রেরি ৯:২৭; ১১:২২, ৩০; ১৩:২; ১করি ৯:৬; গালা ২:১, ৯, ১৩; [৪:৩৭] পদ: ৩৫; প্রেরি ৫:২।

প্রার্থনায় রত ছিলেন।

**৪:৩৩ মহাপরাক্রমে ... সাক্ষ্য দিতেন।** যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মত এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সাক্ষ্য না দিয়ে তাঁরা থাকতে পারতেন না; তাঁরা যে কোন প্রকার ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে প্রচার করতেন ও সাক্ষ্য দিতেন।

**৪:৩৬ যোষেফ ... সাইপ্রাস দ্বীপের বাসিন্দা** ছিলেন। যদিও লেবীয় বংশের লোকেরা ইস্রায়েল দেশে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন ভূমি পায় নি, তথাপি এই নিয়ম অন্যান্য দেশ-যেমন সাইপ্রাসে বসবাসরত লেবীয়দের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। সে কারণেই হয়তোবা যোষেফ তথা বার্ণবা সাইপ্রাসে তাঁর মালিকানায় থাকা সেই ভূমি বিক্রি করতে পেরেছিলেন। অথবা হতে পারে তিনি বৈবাহিক সূত্রে এই ভূমি

লাভ করেছিলেন। আবার এও হতে পারে যে, ভূমির ব্যাপারে লেবীয়দের মালিকানার উপরে আর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না।

**সাইপ্রাস।** ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি দ্বীপ। যিহূদা ম্যাক্কাবিয়ার সময় থেকে এই অঞ্চলে যিহূদীরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে।

**বার্ণবা।** দানশীলতার উদাহরণ হিসেবে এখানে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে। তিনি পরবর্তীতে প্রেরিতদের সহকর্মী হিসেবে পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনি বহু দিন পিতর ও পৌলের পরিচর্যা কাজের সঙ্গী ছিলেন। এই মহৎ হৃদয়ের লোকটি তাঁর আরও অন্যান্য তাৎপর্যময় অবদানের জন্য মণ্ডলীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

### প্রেরিত ৪ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

জেলে এক রাত থাকার পর, পিতর এবং যোহনকে মহাসভার সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে মহাপুরোহিত এবং তার পরিবারের লোকেরাও ছিল। তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হলে পিতর বলেন যে, তিনি যীশু খ্রীষ্টের নামেই তাকে সুস্থ করেছেন। সেই যীশু যাকে তারা ক্রুশে দিয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন এবং তিনিই এখন কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠলেন (গীত ১১৮:২২), এবং তাঁরই নামে শুধুমাত্র পরিত্রাণ রয়েছে। তারা পিতর এবং যোহনের সাহস দেখে আশ্চর্য হন, এবং খোঁড়া লোকটি যে সুস্থ হয়েছে তা অস্বীকার না করতে পেরে, তাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৪ অধ্যায়

করতে থাকে। তারা প্রেরিতদের শিক্ষাকে ছড়িয়ে পড়া থেকে বাধা দেবার জন্য সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাদেরকে হুমকি দেয় যেন তাঁরা যীশুর নাম প্রচার না করে বা শিক্ষা না দেয়। প্রেরিতেরা উত্তরে বলেন যে, তাঁরা যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তা অবশ্যই তাদেরকে বলতে হবে। লোকদের জন্য এই সময়ে মহাসভা এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারে নি। শুধু তাঁদের আরেকবার হুমকি দিয়ে ছেড়ে দেয় (৫-২২)।

অন্যান্য শিষ্যদের কাছে ফিরে আসার পর, পিতর এবং যোহন কি কি ঘটেছে তা বলেন। তাঁরা প্রার্থনা করেন এবং যীশুর নামে আশ্চর্য কাজ করা চলমান থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রার্থনার শেষে যেই স্থানে তাঁরা প্রার্থনা করছিলেন সেই স্থানটি কেঁপে উঠলো। তখন সাহসের সাথে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার জন্য তাঁরা সবাই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হন (২৩-৩১)।

এই অধ্যায়টি এই বর্ণনা দিয়ে শেষ হয় যে, বিশ্বাসীদের এক হওয়ার মধ্য দিয়ে এবং প্রেরিতদের যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কে শক্তিশালী সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে মণ্ডলী বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহান উদারতা অব্যাহত থাকে এবং তাদের সাধুদের প্রয়োজন মিটতে থাকে।

### প্রেরিত ৪ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. জনসম্মুখে পিতরের দ্বিতীয়বার প্রচারের ফলাফল কি ছিল? (১-৪ পদ)
২. কোন্ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রধান কর্মচারীদের বিরক্ত করছিল? (২ পদ)
৩. কতজন লোক যীশুর উপর বিশ্বাস করেছিল? (৪ পদ)
৪. শাসকদের সামনে প্রেরিতদের সাহসিকতার সাথে উত্তর দেওয়ার কি প্রভাব পড়েছিল? (৫-১৩ পদ)
৫. সুস্থ হওয়া লোকটির বিষয়ে ধর্ম-নেতারা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? (১৪ পদ)
৬. কোন্ বিষয়টি তারা অস্বীকার করতে পারলেন না? (১৬ পদ)
৭. তারা প্রেরিতদের কি না করার আদেশ দিলেন? কেন? (১৭, ১৮ পদ)
৮. পিতর ও যোহনের উত্তর কি ছিল? (১৯, ২০ পদ)
৯. প্রেরিতেরা ছাড়া পেয়ে কি করলেন? (২৩ পদ)
১০. ধর্ম-নেতাদের হুমকির বিষয়ে তাঁরা কি করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? (২৯ পদ)
১১. তাঁরা প্রার্থনা করার পরে কি ঘটলো? (৩১, ৩২ পদ)
১২. প্রথম বিশ্বাসীদের প্রয়োজনীয় সরবরাহ কিভাবে পূরণ হত? (৩৪-৩৭ পদ)
১৩. পিতরের সাক্ষ্য শুনবার জন্য কোন বিষয়টি শ্রোতাদের জড়ো করেছিল?

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৫ অধ্যায়

### অননিয় ও সাফীরা

 <sup>১</sup> কিন্তু অননিয় নামে এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রী সাফীরা, একটি সম্পত্তি বিক্রি করলো, <sup>২</sup> এবং স্ত্রীর জানামতেই তার মূল্যের কিছু রেখে দিল, আর বাকী টাকা এনে প্রেরিতদের পায়ে রাখল। <sup>৩</sup> তখন পিতর বললেন, অননিয়, শয়তান কেন তোমার অন্তর এমন পূর্ণ করেছে যে, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বললে এবং ভূমির মূল্য থেকে কতকটা রেখে দিলে? <sup>৪</sup> সেই ভূমি বিক্রয়ের আগে কি তা তোমারই ছিল না? এবং বিক্রি হলে পর কি সেটি তোমার নিজের অধিকারে ছিল না? তবে এমন বিষয় তোমার অন্তরে কেন ধারণ করলে? তুমি মানুষের কাছে মিথ্যা বললে এমন নয়, ঈশ্বরের কাছে বললে। <sup>৫</sup> এসব কথা শোনামাত্র অননিয় ভূমিতে পড়ে মারা গেল; আর যারা শুনলো, সকলেই ভীষণ ভয় পেল। <sup>৬</sup> পরে যুবকেরা উঠে তাকে কাপড়ে জড়িয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে কবর দিল।

<sup>৭</sup> আর প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তার স্ত্রীও উপস্থিত হল, কিন্তু কি ঘটেছে তা সে জানত না। <sup>৮</sup> তখন পিতর তাকে উত্তরে বললেন, আমাকে বল দেখি, তোমরা সেই ভূমি কি এত টাকাতে বিক্রি করেছিলে? সে বললো, হ্যাঁ, এত টাকাতেই বটে। <sup>৯</sup> তাতে পিতর তাকে বললেন, তোমরা প্রভুর আত্মাকে পরীক্ষা করার জন্য কেন এক মত হলে? দেখ, যারা তোমার স্বামীকে কবর দিয়েছে, তারা দ্বারে পদার্পণ করেছে এবং তোমাকে বাইরে নিয়ে

[৫:২] যিহো ৭:১১; [৫:২] প্রেরি ৪:৩৫, ৩৭; [৫:৩] দে: মথি ৪:১০; [৫:৩] যোহন ১৩:২, ২৭; [৫:৩] পদ: ৯; [৫:৩] দ্বি:বি ২৩:২১; [৫:৪] দ্বি:বি ২৩:২২; [৫:৪] লেবী ৬:২; [৫:৫] পদ: ১০; গীত ৫:৬; [৫:৫] পদ: ১১; [৫:৬] যোহন ১৯:৪০; [৫:৮] পদ: ২; [৫:৯] পদ: ৩; [৫:১০] পদ: ৫;

**৫:১ অননিয় ... সাফীরা।** অর্থ ও খ্যাতির মোহের কারণে মণ্ডলীর ইতিহাসে তারা প্রথম পাপী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। পাঠকদের কাছে তাদের ঘটনা এই সতর্কবার্তা দেয় যে, ‘ঈশ্বরকে ধোঁকা দেওয়া যায় না’ (গালা ৬:৭)। এই ঘটনার সাথে তুলনা করুন নাদব ও অবীহু (লেবী ১০:২), আখন (যিহোশূয় ৭:২৫) এবং উষের প্রতি ঈশ্বরের বিচার (২ শমূ ৬:৭)।

**৫:২ কিছু রেখে দিল।** সম্পত্তি বিক্রয় করে তারা যে অর্থ পেয়েছিল তার সবটুকু বা কিছু অংশ রেখে দেওয়ার অধিকার যে তাদের ছিল না তা নয়; কিন্তু তারা একটুও না রেখে দিয়ে তারা সবকিছু দিয়েছে বলাই পাপ ছিল।

**৫:৩ পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বললে।** পবিত্র আত্মাকে স্বয়ং ঈশ্বর বলে দেখানো হচ্ছে, যিনি তাঁর লোকদের মাঝে উপস্থিত আছেন। প্রাথমিক মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার সার্বভৌম উপস্থিতি এতটাই বাস্তব ছিল যে, মণ্ডলীতে করা যে কোন কাজ পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে করা বলে গণ্য

হত, ঠিক যেভাবে মণ্ডলীর নেওয়া কোন পদক্ষেপ পবিত্র আত্মার ইচ্ছা বলে গণ্য করা হত।

**৫:৫ এসব কথা শোনামাত্র ... মারা গেল।** ঈশ্বর অননিয় এবং সাফীরাকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দিয়েছিলেন, তাদের প্রতি কোন ধরনের দয়া দেখান নি। এভাবেই ঈশ্বর তাঁর রাজ্যের সমস্ত মিথ্যা, ছল-চাতুরি এবং অসততার প্রতি তাঁর ক্রোধ ও ঘৃণা ব্যক্ত করলেন।

**৫:৯ প্রভুর আত্মাকে পরীক্ষা করার জন্য।** পবিত্র আত্মা এবং ঈশ্বরের সাথে ছল-চাতুরি করার মত বড় পাপ আর নেই। যদি এই পাপ প্রকাশ পাওয়া পর অননিয় এবং সাফীরার কোন ভয়াবহ পরিণতি না ঘটতো, তাহলে বিশ্বাসীদের মাঝে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তো। মণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ যথাযথভাবে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে যে, ঈশ্বর এরূপ ভণ্ডামী ও প্রতারণা সহ্য করবেন না।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৫ অধ্যায়

যাবে। <sup>১০</sup> সে তৎক্ষণাৎ তার পায়ের কাছে পড়ে মারা গেল; আর ঐ যুবকেরা ভিতরে এসে তাকে মৃত দেখলো এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পাশে কবর দিল। <sup>১১</sup> তখন সমস্ত মণ্ডলী এবং যত লোক এই কথা শুনলো, সকলেই ভীষণ ভয় পেল।

### প্রেরিতদের আশ্চর্য কাজ

<sup>১২</sup> আর প্রেরিতদের মধ্য দিয়ে লোকদের মধ্যে অনেক চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হত; এবং তাঁরা সকলে একচিন্তে শলোমনের বারান্দাতে একসঙ্গে মিলিত হতেন। <sup>১৩</sup> কিন্তু অন্য লোকদের মধ্য থেকে আর কেউ তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে সাহস করলো না, তবুও লোকেরা তাদেরকে সম্মান করতো। <sup>১৪</sup> আর উত্তরোত্তর অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক বিশ্বাস করে প্রভুতে সংযুক্ত হতে লাগল। <sup>১৫</sup> এমন কি, লোকেরা রোগীদেরকে বিছানায় ও খাটে করে বাইরে পথে পথে এনে রাখত যেন পিতর আসার সময়ে অন্ততঃ তাঁর ছায়া কারো কারো উপরে পড়ে। <sup>১৬</sup> আর যিরুশালেমের চারদিকের নগরগুলো থেকেও অনেক লোক রোগীদেরকে এবং অশুচি আত্মা দ্বারা ক্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে নিয়ে ভিড় করতো, আর তারা সকলেই সুস্থ হত।

### প্রেরিতদের উপর দৌরাভ্য ও নির্যাতন

<sup>১৭</sup> পরে মহাপুরোহিত এবং তাঁর সঙ্গীরা সকলে অর্থাৎ সদ্দুকী-সম্প্রদায় উঠলেন, তারা ঈর্ষাতে পূর্ণ হলেন, <sup>১৮</sup> এবং প্রেরিতদেরকে ধরে সাধারণ কারাগারে আটক করলেন। <sup>১৯</sup> কিন্তু রাতের বেলায় প্রভুর এক জন স্বর্গদূত কারাগারের দ্বারগুলো খুলে দিলেন ও

[৫:১০] পদ: ৬; [৫:১১] পদ: ৫; প্রেরি ১৯:১৭; [৫:১২] দে: যোহন ৪:৪৮; প্রেরি ২:৪৩; [৫:১২] প্রেরি ৪:৩২; [৫:১২] যোহন ১০:২৩; প্রেরি ৩:১১; [৫:১৩] প্রেরি ২:৪৭; ৪:২১; [৫:১৪] দে: প্রেরি ২:৪১; [৫:১৫] প্রেরি ১৯:১২; [৫:১৬] মথি ৮:১৬; দে: মার্ক ১৬:১৭; [৫:১৭] প্রেরি ১৫:৫; [৫:১৭] দে: প্রেরি ৪:১; [৫:১৮] প্রেরি ৪:৩; [৫:১৯] আদি ১৬:৭; যাত্রা

**৫:১১ মণ্ডলী।** প্রেরিতদের কার্য-বিবরণপুস্তকে এই প্রথমবারের মত শব্দটি ব্যবহৃত হল। শব্দটি স্থানীয় উপাসনাকারী দল বোঝাতে পারে (৮:১; ১১:২২; ১৩:১) বা সার্বজনীন মণ্ডলী বোঝাতে পারে (২০:২৮ দেখুন)। এর গ্রীক প্রতিশব্দ ‘এক্সেসিয়া’ রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমাবেশ বোঝাতেও ব্যবহৃত হত (১৯:৩২, ৪০ দেখুন)। সেপ্টুয়াজিন্টে (পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ), ইস্রায়েল জাতি যখন ধর্মীয় সমাবেশে মিলিত হত, সে সময় তাদেরকে সম্বোধন করতে এই গ্রীক শব্দটি ব্যবহৃত হত; হিব্রুতে বলা হত ‘কাহাল’।

**৫:১৩ তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে সাহস করলো না।** অননিয় ও তার স্ত্রীর পরিণতির কারণে এ ধরনের অন্যান্য ভণ্ড বা স্বার্থান্বেষী লোকেরা বিশ্বাসীদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার ঝুঁকি নিত না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের

বৃদ্ধি স্থবির হয়ে পড়েছিল; কারণ পদ ১৪ নির্দেশ করে যে, অনেকেই যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করছিল।

**৫:১৫ তাঁর ছায়া।** যীশু খ্রীষ্টের কাপড়ের প্রান্তভাগ (মথি ৯:২০), পৌলের রুমাল (প্রেরিত ১৯:১২) এবং এখানে পিতরের ছায়া—এগুলোর যে কোন মন্ত্রগুণ আছে তা নয়; কিন্তু এ ধরনের ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্য দিয়ে সুস্থতা দান করার মধ্য দিয়ে প্রভু বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি যে কোন বস্তু ও যে কোন মানুষের মধ্য দিয়ে তাঁর আশ্চর্য কাজ সাধন করতে পারেন।

**৫:১৮ সাধারণ কারাগারে বদ্ধ করলেন।** পরবর্তী দিনে বিচারের জন্য তাঁদেরকে সাময়িকভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

**৫:১৯ প্রভুর এক জন দূত।** এই বাক্যাংশটি প্রেরিত পুস্তকে আরও চারবার ব্যবহৃত হয়েছে:

(১) স্তিফান তাঁর কথা বলেন (৭:৩০-৩৮);



### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৫ অধ্যায়

তাদেরকে বাইরে এনে বললেন, <sup>২০</sup> তোমরা যাও, মন্দিরে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে এই জীবন সম্পর্কে সমস্ত কথা বল। <sup>২১</sup> এই কথা শুনে তাঁরা খুব ভোরে মন্দিরে প্রবেশ করে উপদেশ দিতে লাগলেন। ইতোমধ্যে মহাপুরোহিত ও তাঁর সঙ্গীরা এসে মহাসভাকে এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত প্রাচীনদলকে ডেকে একত্র করলেন এবং ওঁদেরকে নিয়ে আসার জন্য কারাগারে লোক পাঠালেন। <sup>২২</sup> কিন্তু যে পদাতিকেরা গেল, তারা কারাগারে তাঁদেরকে পেল না; <sup>২৩</sup> তখন ফিরে এসে এই সংবাদ দিল, আমরা দেখলাম, কারাগার সুদৃঢ়ভাবে বন্ধ, দ্বারে দ্বারে পাহারাদারেরা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু দ্বার খুললে ভিতরে কাউকেও পেলাম না। <sup>২৪</sup> এই কথা শুনে মন্দিরের সেনাপতি এবং প্রধান পুরোহিতেরা ভেবে আকুল হলেন যে, এর পরিণাম কি হবে। <sup>২৫</sup> ইতোমধ্যে কোন ব্যক্তি এসে তাঁদেরকে এই সংবাদ দিল, দেখুন, আপন-রা যে লোকদেরকে কারাগারে রেখেছিলেন, তাঁরা মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছে ও লোকদেরকে উপদেশ দিচ্ছে। <sup>২৬</sup> তখন সেনাপতি পদাতিকদেরকে সঙ্গে করে সেখানে গিয়ে তাঁদেরকে ধরে আনলেন, কিন্তু লোকে তাঁদেরকে পাথর মারতে পারে সেই ভয়ে তাঁরা প্রেরিতদের প্রতি কোন বল প্রয়োগ করলেন না।

<sup>২৭</sup> পরে তাঁরা তাঁদেরকে এনে মহাসভার মধ্যে দাঁড় করালেন, আর মহাপুরোহিত তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন, <sup>২৮</sup> আমরা তোমাদেরকে এই নামে উপদেশ দিতে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করেছিলাম; তবুও দেখ, তোমরা তোমাদের উপদেশে যিরূশালেম পরিপূর্ণ করেছ এবং সেই ব্যক্তির রক্ত আমাদের উপরে বর্তাতে মনস্থ করেছ। <sup>২৯</sup> কিন্তু পিতর ও অন্য প্রেরিতেরা উত্তরে বললেন, মানুষের চেয়ে বরং ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে হবে। <sup>৩০</sup> যাকে আপনারা ক্রুশে টাঙ্গিয়ে হত্যা করেছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর সেই যীশুকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন, <sup>৩১</sup> আর তাঁকেই ঈশ্বর অধিপতি ও ত্রাণকর্তা করে তাঁর ডান পাশে বসবার গৌরব দান করেছেন, যেন ইস্রায়েলকে মন পরিবর্তন ও পাপ ক্ষমা

৩:২; মথি ১:২০; ২:১৩, ১৯; ২৮:২; লুক ১:১১; ২:৯; দে: যোহন ২০:১২; প্রেরি ৮:২৬; ১০:৩; ১২:৭, ২৩; ২৭:২৩; [৫:১৯] প্রেরি ১৬:২৬; [৫:১৯] গীত ৩৪:৭; [৫:২০] যোহন ৬:৬৩, ৬৮; [৫:২১] প্রেরি ৪:৫, ৬; [৫:২১] পদ: ২৭, ৩৪, ৪১; দে: মথি ৫:২২; [৫:২২] প্রেরি ১২:১৮, ১৯; [৫:২৪] প্রেরি ৪:১; [৫:২৬] প্রেরি ৪:২১; [৫:২৭] দে: মথি ৫:২২; [৫:২৮] প্রেরি ৪:১৮; [৫:২৮] মথি ২৩:৩৫; ২৭:২৫; প্রেরি ২:২৩, ৩৬; ৩:১৪, ১৫; ৭:৫২; [৫:২৯] যাক্রা ১:১৭; প্রেরি ৪:১৯; [৫:৩০] দে: প্রেরি ৩:১৩; [৫:৩০] দে: প্রেরি ২:২৪; [৫:৩০] প্রেরি ১০:৩৯; ১৩:২৯; গালা ৩:১৩; [৫:৩১] দে: মার্ক ১৬:১৯; [৫:৩১] দে: লুক ২:১১; [৫:৩১] দে: মথি ১:২১; মার্ক ১:৪; লুক ২৪:৪৭; প্রেরি ২:৩৮; ৩:১৯; ১০:৪৩;

(২) তিনি ফিলিপকে পথ দেখান (৮:২৬);  
(৩) তিনি পিতরকে মুক্ত করেন (১২:৭-১০);  
(৪) তিনি হেরোদকে আঘাত করেন (১২:২৩)।  
৫:২০ এই জীবন সম্পর্কে সমস্ত কথা। অরামীয় ভাষায় ‘জীবন’ ও ‘পরিব্রাণ’ বোঝাতে একটি শব্দই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।  
৫:২১ মহাসভা। যিহুদীদের সর্বোচ্চ আদালত, যা ৭০ থেকে ১০০ জন (সাধারণত ৭১ জন) পুরুষ নিয়ে গঠিত হত। মহাসভার সদস্যরা অর্ধবৃত্তাকার আকৃতি নিয়ে বসতেন; পিছনে

‘শিক্ষিত পুরুষদের’ তিনটি সারি থাকতো এবং আদালতের কেরানীরা সামনে দাঁড়ানো থাকতো।  
৫:২২ পদাতিকেরা। সম্ভবত মন্দিরের নিরাপত্তা কর্মীরা।  
৫:২৮ সেই ব্যক্তির রক্ত ... মনস্থ করেছ। সম্ভবত প্রেরিতদের এই ঘোষণার প্রতি ইঙ্গিত যে, যিহুদীদের কয়েকজন নেতা যীশু খ্রীষ্টকে হত্যা করেছেন।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৫ অধ্যায়

করার সুযোগ দান করেন। <sup>৩২</sup> এসব বিষয়ের আমরা সাক্ষী এবং যে আত্মা ঈশ্বর তাঁর বাধ্য লোকদেরকে দিয়েছেন, সেই পবিত্র আত্মাও সাক্ষী।

<sup>৩৩</sup> এই কথা শুনে তাঁরা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন ও তাঁদেরকে হত্যা করার মনস্থ করলেন। <sup>৩৪</sup> কিন্তু মহাসভায় গমলীয়েল নামে এক জন ফরীশী উঠে ঐ লোকদেরকে কিছুক্ষণের জন্য বের করার আদেশ দিলেন। তিনি ব্যবস্থার এক জন শিক্ষক ছিলেন এবং সকলে তাঁকে মান্য করতো। <sup>৩৫</sup> পরে তিনি তাঁদেরকে বললেন, হে ইস্রায়েল লোকেরা, সেই লোকদের বিষয়ে তোমরা কি করতে উদ্যত হয়েছ, সেই বিষয়ে সাবধান হও। <sup>৩৬</sup> কেননা ইতোপূর্বে থুদা উঠে নিজেকে মহাপুরুষ বলে দাবি করেছিল এবং কমবেশ চারশত জন তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সে হত হল এবং যত লোক তার অনুগত হয়েছিল সকলে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লো, কেউই রইলো না। <sup>৩৭</sup> সেই ব্যক্তির পরে নাম লিখে দেবার সময়ে গালীলীয় যিহূদা উঠে কতগুলো লোককে তার পিছনে টেনে নিয়েছিল; সেও বিনষ্ট হল এবং যত লোক তার অনুগত হয়েছিল, সকলে ছড়িয়ে পড়লো। <sup>৩৮</sup> এখন আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা এই

[৫:৩২] দে: লুক ২৪:৪৮; [৫:৩২] যোহন ১৫:২৬; [৫:৩৩] প্রেরি ২:৩৭; ৭:৫৪; [৫:৩৪] প্রেরি ২২:৩; [৫:৩৪] লুক ২:৪৬; ৫:১৭; [৫:৩৭] লুক ২:১, ২; [৫:৩৮] মথি ১৫:১৩;

**৫:৩২ আমরা সাক্ষী ... পবিত্র আত্মাও সাক্ষী।** প্রেরিত ও প্রেরিতদের সাক্ষ্য পবিত্র আত্মা দ্বারা নির্দেশিত ও প্রমাণিত, যিনি বাক্য দিয়ে পৃথিবীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এই সাক্ষ্য তাদের কাছে দেওয়া হয়েছে, যারা বিশ্বাসের কারণে বাধ্যতা এনেছে।

**৫:৩৪ গমলীয়েল নামে এক জন ফরীশী।** তৎকালীন সবচেয়ে বিখ্যাত যিহূদী শিক্ষক; বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, তিনি ‘পণ্ডিতদের নেতৃস্থানীয়দের’ মধ্যে তালিকাভুক্ত ছিলেন। সম্ভবত তিনি আরেক বিখ্যাত পণ্ডিত হিল্লেল-এর পৌত্র। তিনি হিল্লেলবাদী সংগঠনের প্রধান ছিলেন। হিল্লেলের মত (মথি ১৯:৩ দেখুন) গমলীয়েলও তাঁর চিন্তাধারায় মধ্যপন্থী ছিলেন, যা তাঁর সুপারিশে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। শৌল, অর্থাৎ প্রেরিত পৌল তাঁর একজন ছাত্র ছিলেন (২২:২৩)। তিনি উদারপন্থী হলেও এই ধারণা পোষণ করতেন যে, ঈশ্বর খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সাথে নেই, তাদের আন্দোলনের কারণে কোন ধরনের পরিবর্তন আসবে না, ঠিক যেমন থুদা ও যিহূদার ক্ষেত্রে হয়েছিল।

সকলে তাঁকে মান্য করতো। মহাসভায় ফরীশীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, কিন্তু গমলীয়েলের

মত এমন উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত একজন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদেরও মান্য করতে হত।

**৫:৩৬ থুদা।** অন্য কোন ঐতিহাসিক উৎস থেকে তার সম্পর্কে জানা যায় না। যোসেফাসের মতে এই থুদা তার একজন অনুগত নিয়ে যর্দন নদীর পারে গিয়েছিল এবং সে এই নদী দু’ভাগ করে শুকিয়ে পার হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু শাসনকর্তা ফাদুস তাকে হত্যা করেন। এ ঘটনার সময়কাল ৪৪ খ্রীষ্টাব্দ, আলোচ্য ঘটনার ১০ থেকে ১২ বছর আগেকার কথা। তবে থুদা সেই সমস্ত বিদ্রোহীদের একজন হতে পারে, যারা ৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হেরোদের মৃত্যুর পর ইস্রায়েল দেশে বিদ্রোহ শুরু করেছিল।

**৫:৩৭ নাম লিখে দেবার সময়ে।** যীশু খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের সময় সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরিণীয়ের আদেশকৃত প্রথম লোক গণনা নয়, যা লুক তাঁর সুসমাচারে উল্লেখ করেছেন (২:২); এই লোক গণনা করা হয়েছিল ৬ খ্রীষ্টাব্দে।

**গালীলীয় যিহূদা।** ৬ খ্রীষ্টাব্দে যিহূদিয়াকে রোমীয় প্রদেশে পরিণত করে এর মর্যাদা খাটো

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৫ অধ্যায়

লোকদের থেকে ক্ষান্ত হও, তাদেরকে থাকতে দাও; কেননা এই পরামর্শ কিম্বা এই ব্যাপার যদি মানুষ থেকে হয়ে থাকে, তবে লোপ পাবে; <sup>৩৯</sup> কিন্তু যদি ঈশ্বর থেকে হয়ে থাকে, তবে তাদেরকে লোপ করা তোমাদের সাধ্য নয়, কি জানি, দেখা যাবে যে, তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করছো। <sup>৪০</sup> তখন তারা তাঁর কথায় সম্মত হলেন, আর প্রেরিতদেরকে কাছে ডেকে প্রহার করলেন এবং যীশুর নামে কোন কথা বলতে নিষেধ করে ছেড়ে দিলেন। <sup>৪১</sup> তখন প্রেরিতেরা মহাসভার সম্মুখ থেকে আনন্দ করতে করতে চলে গেলেন, কারণ তাঁরা সেই নামের জন্য অপমানিত হবার যোগ্যপাত্র গণিত হয়েছিলেন। <sup>৪২</sup> আর তাঁরা প্রতিদিন মন্দিরে ও বাড়িতে উপদেশ দিতেন এবং যীশুই যে খ্রীষ্ট, এই সুসমাচার প্রচার করতেন, ক্ষান্ত হতেন না।

[৫:৩৯] ২বংশ ১৩:১২; হিতো ২১:৩০; যিশা ৪৬:১০; প্রেরি ৭:৫১; ১১:১৭; [৫:৪০] দে: মথি ১০:১৭; [৫:৪১] দে: মথি ৫:১২; [৫:৪১] দে: যোহন ১৫:২১; [৫:৪২] দে: প্রেরি ২:৪৬; [৫:৪২] দে: প্রেরি ১৩:৩২; [৫:৪২] দে: প্রেরি ৯:২২।

করা হয়। সে সময় সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরিণীয় নতুন প্রদেশ থেকে কী পরিমাণ কর আদায় করতে হবে তা নির্ণয় করার জন্য লোক গণনা করার আদেশ দেন। এই পদক্ষেপকে ঈশ্বরের প্রতি অবমাননাকর ও যিহূদী জাতির প্রতি অবিশ্বাসজনক হিসেবে গণ্য করে বিদ্রোহের সূত্রপাত করেছিল। তাদের নেতা ছিল এই যিহূদা। এ বিদ্রোহ ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হলেও মূল বিদ্রোহী দলের আন্দোলন ৬৬ খ্রীষ্টাব্দের যিহূদী-রোমীয় যুদ্ধ পর্যন্ত চলেছিল। ঐতিহাসিক যোসিফাস বলেন, যিহূদা ছিল *গলানিতিস* নামক স্থানের অধিবাসী, যে কৈসারকে কর দিতে অস্বীকার করেছিল। তার নেতৃত্বে চলে থাকা বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে গেলেও তার দলের

অন্যান্যরা তা চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল (প্রেরিত ১:১৩; মথি ১০:৪ দেখুন)।

**৫:৩৮ তোমরা এই লোকদের ... থাকতে দাও।** গমলীয়েল কর্তৃক প্রচারিত মতবাদ ছিল খাঁটি ফরীশী শিক্ষা: “ঈশ্বর সবার উপরে এবং তাঁর উদ্দেশ্যের পূর্ণতা অর্জনের জন্য মানুষের কোন সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে না। মানুষকে শুধু তাঁর আদেশ মান্য করতে হবে এবং সমস্ত কিছু ফলাফল তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে হবে।”

**৫:৪০ প্রহার করলেন।** সম্ভবত যিহূদীদের শাস্তিদানের নিয়ম অনুসারে তাঁদেরকে উনচল্লিশবার বেত্রাঘাত করা হয়েছিল (২ করি ১১:২৪)।

### প্রেরিত ৫ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের শুরুতেই অননীয় এবং সাফীরার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তারা সম্পত্তি বিক্রির ব্যাপারে পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলার জন্য দোষী সাব্যস্ত হন। এতে তারা উভয়েই মারা যান এবং তাতে সবার উপর প্রচণ্ড ভয় নেমে আসে (১-১১)।

লোকেদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত জন হিসেবে প্রেরিতেরা লোকেদের মধ্যে এবং মন্দিরে অনেক চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। প্রভুর জন্য ক্রমবর্ধমান বিশ্বাসীদের সাথে আরও লোক যুক্ত হয়, যারা অনেক অসুস্থ রোগীদের খাঁটের উপরে শুইয়ে এবং মাদুরে করে রাস্তায় নিয়ে আসেন, সম্ভবত যাতে পিতরের ছায়া যেন তাদের উপরে পড়ে।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৫ অধ্যায়

আশেপাশের শহরগুলো থেকে একদল লোক অসুস্থ লোকদেরকে নিয়ে আসে, এবং তারা সবাই সুস্থ হয় (১২-১৬)।

আবারও মহাপুরোহিত ও সদ্‌কীরাক্রোধে পূর্ণ হয় এবং তারা প্রেরিতদেরকে জেলে দেয়। রাত্রিকালে, প্রভুর একজন দূত তাদের মুক্ত করেন এবং মন্দিরে শিক্ষা দেওয়া চালিয়ে যেতে প্রেরিতদের আদেশ করেন। সকালে যখন মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়, তখন কারাগারে গিয়ে দেখা গেল যে, সেখানে তালা দেওয়া আছে কিন্তু ভিতরে কেউ নেই। যখন তাদের বলা হয় যে, প্রেরিতেরা মন্দিরে শিক্ষা দিচ্ছেন, তখন কর্মচারীদেরকে পাঠানো হল যেন তারা শান্তিপূর্ণভাবে প্রেরিতদেরকে মহাসভায় নিয়ে আসে। যখন মহাপুরোহিত তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তারা যীশুর নামে শিক্ষা না দেবার আদেশ অমান্য করেছে। তখন প্রেরিতেরা বলেন যে, মানুষের আদেশ পালন করার বদলে বরং তাদের ঈশ্বরের আদেশ পালন করা উচিত। তারা আরও ঘোষণা করে যে, ঈশ্বর যীশুকে জীবিত করে তুলেছেন এবং তাঁকে রাজা এবং পরিজ্ঞানকর্তা হিসেবে গৌরবান্বিত করেছেন, যিনি ইস্রায়েলকে অনুতাপ এবং পাপ ক্ষমার জন্য সুযোগ দিয়েছেন। প্রেরিতেরা এই সব দাবীর সাক্ষী এবং যারা ঈশ্বরের বাধ্য থাকে তাদেরকে দেওয়া পবিত্র আত্মাও এর সাক্ষী (১৭-৩২)।

ক্ষুব্ধ হয়ে মহাসভার নেতারা প্রেরিতদের মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করতে লাগল। যাহোক, গমলীয়েল নামে মহাসভার একজন ফরীশী এবং আইন-কানূনের খুবই সম্মানিত শিক্ষক উপদেশ দিলেন যেন প্রেরিতদের ছেড়ে দেওয়া হয়। গমলীয়েল যুক্তি দেখান যে, যদি প্রেরিতদের কাজকর্ম মানুষ থেকে হয়, তাহলে তা কোন কাজে আসবে না। কিন্তু যদি ঈশ্বর থেকে হয় তাহলে মহাসভা তা থামানোর জন্য কিছুই করতে পারবেন না, আর তা কেবল হবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই করা। মহাসভা তার উপদেশ মানলেও তাদেরকে বেত মারা হয় এবং ছেড়ে দেওয়ার আগে আদেশ করা হল যেন তারা যীশুর নামের কথা প্রচার না করে। প্রেরিতেরা মহাসভা ছেড়ে চলে যান। তাঁরা যীশুর নামের জন্য লজ্জা ভোগ করার জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়েছে বলে আনন্দ করেন এবং মন্দিরে এবং প্রত্যেক ঘরে যীশুকে খ্রীষ্ট হিসেবে প্রচার করা এবং শিক্ষা দেওয়া চালিয়ে যেতে থাকেন (৩৩-৪২)।

### প্রেরিত ৫ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. অননীয় ও সাফীরার কাহিনীটি বর্ণনা করুন। (১-১১ পদ)
২. তারা যা করেছিল তাতে কি ভুল ছিল? (৩ পদ)
৩. কিভাবে পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব দেখানো হয়েছিল? (৩-৪ পদ)
৪. প্রতারণার সবচেয়ে ভয়ংকর প্রকার কোনটি? (৪ পদ)
৫. অননিয়ের মৃত্যুতে লোকেরা কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল? (৫ পদ)
৬. এই অধ্যায়ে ঈশ্বরের শক্তির কিছু দৃশ্যমান প্রমাণ বর্ণনা করুন।
৭. “বিশ্বাসী দলের সাথে যুক্ত হও” -এই অর্থ কি? (১৪ পদ)
৮. লোকদের উপর আশ্চর্য কাজের প্রভাব কিরকম ছিল? (১২-১৬ পদ)

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৬ অধ্যায়

৯. আশ্চর্য কাজ করতে থাকার ফলে মহাপুরোহিত কি করেছিলেন? (১৭-১৮ পদ)
১০. জেলের মধ্যে কি ঘটেছিল? (১৯-২৩ পদ)
১১. কর্মচারীরা কেন প্রেরিতদের উপর জবরদস্তি করতে চাইলেন না? (২৬ পদ)
১২. যীশুর সুসমচার শিক্ষা দেওয়া থামাতে হবে- মহাপুরোহিতের এই আদেশের প্রেক্ষিতে প্রেরিতদের উত্তর কি ছিল? (২৯-৩২ পদ)
১৩. গমলিয়েল কে ছিলেন? (৩৪ পদ; প্রেরিত ২২:৩ পদ)
১৪. তার উপদেশ কি ছিল? (৩৩-৩৯ পদ)
১৫. প্রেরিতেরা তাদের উপর শান্তির প্রতি কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন? (৪০-৪১ পদ)
১৬. এটি কিভাবে মণ্ডলীকে প্রভাবিত করেছিল? (৪২ পদ)

### সাত জন পরিচারকের নির্বাচন

৬<sup>১</sup> আর এই সময়ে, যখন শিষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন গ্রীক ভাষাবাদী যিহুদীরা ইব্রীয়দের বিপক্ষে বচসা করতে লাগল, কেননা দৈনিক পরিচর্যায় তাদের বিধবারা উপেক্ষিত হচ্ছিল। <sup>২</sup> তখন সেই বারো জন প্রেরিত সমস্ত শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, আমরা যে ঈশ্বরের বাক্য ত্যাগ করে ভোজনের পরিচর্যা করি, এটা উপযুক্ত নয়। <sup>৩</sup> কিন্তু হে ভাইয়েরা, তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে সুখ্যাতিপন্ন এবং আত্মায় ও বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ সাত জনকে বেছে নেও; তাঁদেরকে আমরা এই কাজের ভার দেব। <sup>৪</sup> কিন্তু আমরা প্রার্থনায় ও

[৬:১] দে: প্রেরি ২:৪১; [৬:১] প্রেরি ৯:২৯; [৬:১] প্রেরি ৯:৩৯, ৪১; ১তীম ৫:৩; [৬:১] প্রেরি ৪:৩৫; [৬:২] দে: প্রেরি ১১:২৬; [৬:২] দে: ইব্রী ৪:১২; [৬:৩] দে: প্রেরি ১:১৬; [৬:৩] দে: লুক ১:১৫; [৬:৩] যাত্রা ১৮:২১; নহি ১৩:১৩; [৬:৪]

৬:১ প্রেরিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পঞ্চম অধ্যায়ের পর থেকে বেশ কিছু সময় কেটে গেছে যা লুক লিপিবদ্ধ করেন নি। এই সময়ের মধ্যে মণ্ডলীর পরিসর অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল (৫:১৪ দেখুন); কিন্তু এর ফলে মণ্ডলীর ভেতরে (৬:১-৭) এবং বাইরে (৬:৮-৭:৬০) উভয় দিক থেকে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিচ্ছিল। বিশেষত বিশ্বাসীদের মধ্যে গ্রীক বংশোদ্ভূত যিহুদী এবং আদি যিহুদীদের মধ্যকার বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

দৈনিক পরিচর্যা। প্রতিদিনের খাবার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বন্টন।

বিধবা। বিধবাদেরকে দেখাশোনা করার মত কেউ ছিল না, তাই এটি মণ্ডলীর দায়িত্ব হয়ে পড়েছিল (প্রেরিত ৪:৩৫; ১১:২৮-২৯; ১ তীম

৫:৩-১৬ দেখুন)।

৬:২ বারো জন। এই বারোজন প্রেরিত প্রাথমিক মণ্ডলীর সদস্যদের তত্ত্বাবধান, পবিত্র শাস্ত্রের পরিচর্যা এবং অভাবীদের দেখাশোনা করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

ভোজনের পরিচর্যা। প্রাথমিক মণ্ডলীতে এই বারোজন প্রেরিতই মণ্ডলীর সদস্যদের দৈনন্দিন ভোজের আপ্যায়ন করতেন, কারণ যিহুদী রীতি অনুসারে গৃহের কর্তা নিজে খাবার পরিবেশন করতেন; যেমনটি দেখা যায় শেষ ভোজে যীশু খ্রীষ্টের রুটি নেয়া, আশীর্বাদ করা, ভাঙ্গা ও বন্টনের বেলায় (লুক ২২:১৯ দেখুন)।

৬:৩ সাতজনকে বেছে নাও। মণ্ডলী তাদেরকে নির্বাচিত করেছিল (পদ ৫) এবং প্রেরিতেরা তাদের উপর হস্তার্পণ করেছিলেন (পদ ৬)।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৬ অধ্যায়

বাক্যের পরিচর্যায় নিবিষ্ট থাকব।<sup>৭</sup> এই কথায় সমস্ত লোক সম্ভষ্ট হল এবং তারা বিশ্বাসে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ স্তিফানকে মনোনীত করলো। এছাড়া, তারা ফিলিপ, প্রথর, নীকানর, তীমোন, পার্মিনা ও আন্তিয়খিয়াস্ত যিহূদী-ধর্মাবলম্বী নিকলায়কে মনোনীত করলো।<sup>৮</sup> তারা এঁদেরকে প্রেরিতদের সম্মুখে উপস্থিত করলো এবং তাঁরা প্রার্থনা করে এঁদের উপরে হস্তার্পণ করলেন।

<sup>৯</sup> আর ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং যিরূশালেমে শিষ্যদের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পেতে লাগল; আর পুরোহিতদের মধ্যে অনেক লোক বিশ্বাসের বশবর্তী হল।

দে: প্রেরি ১:১৪; [৬:৫] পদ: ৮; প্রেরি ৭:৫৫-৬০; ১১:১৯; ২২:২০; [৬:৫] দে: লুক ১:১৫; [৬:৫] প্রেরি ৮:৫-৪০; ২১:৮; [৬:৬] দে: প্রেরি ১:২৪; [৬:৬] গণনা ৮:১০; ২৭:১৮; প্রেরি ৯:১৭; ১৯:৬; ২৮:৮; ১তীম ৪:১৪; দে: মার্ক ৫:২৩; [৬:৭] প্রেরি ১২:২৪; ১৯:২০; [৬:৭] দে: প্রেরি ২:৪১;

এভাবে তাদেরকে মণ্ডলীর সকল সদস্যের জন্য পরিচারক হিসেবে দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সম্ভবত তারা প্রাথমিক মণ্ডলীতে গ্রীক ভাষাভাষী বিশ্বাসীদের নেতা হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন।

৬:৫ এছাড়া তারা ফিলিপ, প্রথর ... নিকলায়কে মনোনীত করলো। এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে, বাছাইকৃত সাতজন পুরুষেরই গ্রীক নাম ছিল। অভিযোগ উঠেছিল মণ্ডলীর গ্রীক ভাষাভাষী দল থেকে, তাই পরিচারক হিসেবে যাদের নির্বাচিত করা হয়েছিল তাদের গ্রীক ভাবাপন্ন হওয়াটা জরুরি ছিল।

নিকলায়। ইরেনিয়াসের মতে, প্রকাশিত বাক্য ২:৬, ১৫ পদে উল্লিখিত নিকলায়তীয়রা এই নিকলায়ের অনুসারী বা বংশধর; তবে এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

৬:৬ প্রার্থনা করে ... হস্তার্পণ করলেন। পুরাতন নিয়মে হস্তার্পণ করা হত আশীর্বাদ করার জন্য (আদি ৪৮:১৩-২০), পাপীদের পাপ মোচন করার জন্য (লেবীয় ১:৪) এবং একজন ব্যক্তিকে নতুন দায়িত্বে নিযুক্ত করার জন্য (গণনা ২৭:২৩)। নতুন নিয়মে হস্তার্পণ করা হয়েছে সুস্থতা দানের জন্য (প্রেরিত ২৮:৮; মার্ক ১:৪১), প্রার্থনা করার জন্য (মার্ক ১০:১৬), অভিষেক করার জন্য বা দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য (প্রেরিত ৬:৬; ১৩:৩; ১ তীম

৫:২২) এবং আত্মিক বর দেওয়ার জন্য (প্রেরিত ৮:১৭; ১৯:৬; ১ তীম ৪:১৪; ২ তীম ১:৬)। এই সাতজন পুরুষকে প্রেরিতদের কিছু দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তাদের পদের নাম ছিল ‘পরিচারক’। গ্রীক ভাষায় পদটিকে বলা হয়েছে ‘ডীকন’ (Deacon), যার অর্থ মূলত ‘পরিচর্যাকারী’ বা ‘সেবক’। যাদেরকে এখানে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদেরকে এক নামে ‘সাতজন’ বলে ডাকা হত (২১:৮), ঠিক যেভাবে প্রেরিতদেরকে বলা হত ‘বারোজন’। ধারণা করা হয় যে, এই সাতজনের পদচিহ্ন ধরেই মণ্ডলীতে ডীকন পদের সূচনা হয়।

৬:৭ পুরোহিতদের মধ্যে অনেক লোক। যদিও পুরাতন চুক্তির অধীনে এই পুরোহিতরা উপাসনা এবং উৎসর্গ করার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন, তবুও তারা প্রেরিতদের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন; এই শিক্ষা এমন উৎসর্গের কথা ঘোষণা দিয়েছিল, যা পালন করলে পুরাতন উৎসর্গের আর প্রয়োজন পড়বে না (ইব ৮:১৩; ১০:১-১৪ দেখুন)।

বিশ্বাসের বশবর্তী হল। পুরোহিতরা সুসমাচারের আদেশে সাড়া দিয়েছিলেন এবং যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছিলেন। সাধারণ পুরোহিতদের অনেকেই নম্র ও ভক্তিপূর্ণ লোক ছিলেন, যারা প্রধান পুরোহিতদের মত বিতর্কিত, সম্পদশালী ও রাজনীতিমনস্ক ছিলেন না।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৬ অধ্যায়

### স্তিফানের বন্দী হওয়া

<sup>৮</sup> আর স্তিফান অনুগ্রাহে ও শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে লোকদের মধ্যে মহা মহা অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-কাজ সাধন করতে লাগলেন। <sup>৯</sup> কিন্তু যাকে মুক্ত-করা লোকদের সমাজ-গৃহ বলে, তার কয়েক জন এবং কোন কোন কুরীণীয় ও আলেকজান্দ্রিয়ার লোক এবং কিলিকিয়া ও এশিয়ার কতগুলো লোক উঠে স্তিফানের সঙ্গে বাদানুবাদ করতে লাগল। <sup>১০</sup> কিন্তু তিনি যে বিজ্ঞতার ও যে আত্মার বলে কথা বলছিলেন, তার প্রতিরোধ করতে তাদের সাধ্য হল না। <sup>১১</sup> তখন তারা কয়েক জনকে দলে ভিড়াল, আর এরা এই কথা বললো, আমরা একে মোশির ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দা করতে শুনেছি। <sup>১২</sup> আর তারা লোক সাধারণকে, প্রাচীন নেতৃবর্গদের ও ধর্ম-শিক্ষকদেরকে উত্তেজিত করে তুললো এবং স্তিফানকে আক্রমণ করে ধরলো। তারা তাঁকে মহাসভাতে নিয়ে গেল, <sup>১৩</sup> এবং তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করালো। এই মিথ্যা সাক্ষীরা বললো, এই ব্যক্তি পবিত্র স্থানের ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলতে ক্ষান্ত হয় না। <sup>১৪</sup> আমরা একে বলতে শুনেছি যে, সেই নাসরতীয় যীশু এই স্থান ভেঙ্গে ফেলবে এবং মোশি আমাদের কাছে যেসব নিয়ম-প্রণালী দিয়ে গেছেন, সেসব পরিবর্তন করবে। <sup>১৫</sup> তখন যারা সভায় বসেছিল, তারা সকলে তাঁর প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে দেখল, তাঁর মুখ স্বর্গদূতের মুখের মত।

[৬:৮] দে: যোহন ৪:৪৮; [৬:৯] দে: মথি ২৭:৩২; [৬:৯] প্রেরি ১৫:২৩, ৪১; ২২:৩; ২৩:৩৪; [৬:৯] দে: প্রেরি ২:৯; [৬:১০] লুক ২১:১৫; [৬:১১] ১রাজা ২১:১০; [৬:১১] মথি ২৬:৫৯-৬১; [৬:১২] দে: মথি ৫:২২; [৬:১৩] যাত্রা ২৩:১; গীতা ২৭:১২; [৬:১৩] মথি ২৪:১৫; প্রেরি ৭:৪৮; ২১:২৮; [৬:১৪] দে: যোহন ২:১৯; [৬:১৪] প্রেরি ১৫:১; ২১:২১।  
২৬:৩; ২৮:১৭; [৬:১৫] দে: মথি ৫:২২।

**৬:৮ অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-কার্য।** এখন পর্যন্ত প্রেরিত পুস্তকে কেবলমাত্র প্রেরিতদের করা আশ্চর্য কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে (২:৪৩; ৩:৪-৮; ৫:১২)। কিন্তু প্রেরিতদের হস্তার্পণের পর, স্তিফানও আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন-কার্য করতে সক্ষম হয়েছেন এবং পরবর্তীতে ফিলিপও আশ্চর্য কাজ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন (৮:৬)।

**৬:৯ মুক্ত-করা লোক।** যে লোকেরা দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে। এরা বিভিন্ন গ্রীক ভাষাভাষী দল থেকে এসেছিল।

**কুরিণী।** লিবিয়া ও উত্তর আফ্রিকার প্রধান নগর; এর অবস্থান আলেকজান্দ্রিয়া ও কার্থের মধ্যবর্তী স্থানে। এর মোট জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল যিহুদী (১১:১৯-২১)।

**আলেকজান্দ্রিয়া।** মিশরের রাজধানী; এর পাঁচটি প্রদেশের দু'টি ছিল যিহুদী অধ্যুষিত।

**কিলিকিয়া।** এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পূর্বে সিরিয়ার সাথে সংলগ্ন একটি প্রদেশ, যা রোমীয় শাসনাধীনে ছিল। পোলের জন্মস্থান তর্শীশ ছিল

এর একটি প্রধান শহর।

**এশিয়া।** এশিয়া মাইনরের পশ্চিমে অবস্থিত একটি রোমীয় প্রদেশ। এর রাজধানী ছিল ইফিস, যেখানে পৌল দীর্ঘদিন যাবৎ পরিচর্যা কাজ করেছেন।

**৬:১১ মোশির ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দা।** স্তিফান ঘোষণা করেছিলেন যে, ঈশ্বরের উপাসনাকে আর মন্দিরে আটকিয়ে রাখা যাবে না (৭:৪৮-৮৯); সে কারণে তাঁর বিরোধীরা কৌশলে এসব কথা বিন্যাস করে এই অভিযোগ তৈরি করেছিল যে, স্তিফান মন্দির, আইন-কানুন, মোশি এবং সর্বোপরি প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দা করেছেন।

**৬:১৩ পবিত্র স্থানের ... ক্ষান্ত হয় না।** খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে প্রায় একই অভিযোগ আনা হয়েছিল (মথি ২৬:৬১ দেখুন)। স্তিফান যীশু খ্রীষ্টের উক্তির পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, যা যোহন ২:১৯ পদে লিপিবদ্ধ রয়েছে। খ্রীষ্টের বিচারের সময়েও উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাঁর এই উক্তিগুলোর অপব্যবহার করা হয়েছিল (পদ ১৪)।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৬ অধ্যায়

### প্রেরিত ৬ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

যিরূশালেমের শিষ্যরা যখন সংখ্যায় বেড়ে চলেছে, তখন সমস্যার সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছিল। এই অধ্যায়ে মণ্ডলীর ভিতরে ও বাইরের সমস্যাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রীক ভাষায় কথা বলা বিশ্বাসীরা ইব্রীয় ভাষায় কথা বলা বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল যে, তাদের বিধবাদের দৈনিক সরবরাহে অবহেলিত হচ্ছিল। প্রেরিতেরা নিজেদের কাজ থেকে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য শিষ্যদের ডেকে নেন এবং তাদেরকে সাতজন লোক বেছে নিতে বলেন যাদেরকে প্রেরিতেরা এই কাজের জন্য দায়িত্ব দিতে পারেন। লোকদের দ্বারা সাতজনকে বেছে নেওয়া হয় এবং প্রেরিতগণ তাদের মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা করে তাদের নিয়োগ দেন। সমস্যা সমাধানের সাথে সাথে ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরোহিতদের মধ্যে অনেক বিশ্বাসী হওয়া সহ শিষ্যদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় (১-৬)।

বেছে নেওয়া সাতজনের মধ্যে একজন হচ্ছেন স্তিফান, যিনি অনেক আশ্চর্য ও চিহ্ন কাজ করতে শুরু করেছিলেন। তাঁর সাথে মুক্ত-করা সমাজ-ঘরের কয়েকজন লোক বিরোধিতা করে। তিনি যে আত্মা ও প্রজ্ঞার কথা বলছিলেন তা প্রতিরোধ করতে না পেরে তারা মিথ্যা সাক্ষীর আশ্রয় নিয়ে লোকদের, বৃদ্ধ নেতাদের এবং ধর্ম-শিক্ষকদের উষ্ণে দিয়েছিল। স্তিফানকে মহাসভার সামনে এনে তাঁকে মন্দির ও মোশির আইনের বিরুদ্ধে নিন্দার অভিযোগ আনা হয়। অধ্যায়টি শেষ হয় মহাসভার সবাইকে স্তিফানের দিকে তাকিয়ে থাকার মধ্য দিয়ে, যেখানে তারা দেখে যে তাঁর মুখ একজন স্বর্গদূতের মুখের মত হয়ে গেছে (৭-১৫)।

### প্রেরিত ৬ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. গ্রীক ভাষায় কথা বলা যিহুদীরা হিব্রু ভাষায় কথা বলা বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কি বচসা করেছিল? (১ পদ)
২. এই সমস্যা সম্পর্কে প্রেরিতেরা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? (২-৪ পদ)
৩. স্তিফান কে ছিলেন? তাঁকে এবং অন্যদেরকে কি কাজের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল? (১-৬ পদ)
৪. কিসের জন্য স্তিফানকে দোষারোপ করা হয়েছিল? (১১ পদ)
৫. মহাসভার সামনে স্তিফানের চেহারা কি রকম হয়ে গিয়েছিল? (১৫ পদ)



## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৭ অধ্যায়

### মহাসভায় স্তিফানের বক্তৃতা

৭<sup>১</sup> তখন মহাপুরোহিত স্তিফানকে বললেন, এসব কথা কি সত্যি? <sup>২</sup> উত্তরে তিনি বললেন, হে ভাইয়েরা ও পিতারা, শুনুন। আমাদের পিতা অব্রাহাম হারণে বাস করার আগে যে সময়ে মেসোপটেমিয়ায় ছিলেন, সেই সময়ে মহিমার ঈশ্বর তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন, <sup>৩</sup> “তুমি স্বদেশ থেকে ও তোমার জ্ঞতি কুটুম্বদের মধ্য থেকে বের হও এবং আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল।” <sup>৪</sup> তখন তিনি কলদীয়দের দেশ থেকে বের হয়ে গিয়ে হারণে বাস করলেন; আর তাঁর পিতার মৃত্যু হলে পর [ঈশ্বর] তাঁকে সেখান থেকে এই দেশে আনলেন, যে দেশে আপনারা এখন বাস করছেন, <sup>৫</sup> কিন্তু এই দেশের মধ্যে তাঁকে কোন অধিকার দিলেন না, এক পা পরিমিত ভূমিও দিলেন না। কিন্তু তিনি তাঁর কাছে অঙ্গীকার করলেন, তিনি তাঁকে ও তাঁর পরে তাঁর বংশকে অধিকারার্থে তা দেবেন, যদিও তখন তাঁর সন্তান হয় নি। <sup>৬</sup> আর ঈশ্বর এরকম বললেন, যে, “তাঁর বংশ পরদেশে প্রবাসী থাকবে এবং লোকে তাদেরকে দাসত্ব করাবে ও চার শত বছর পর্যন্ত তাদের প্রতি দৌরাভ্য করবে; <sup>৭</sup> আর তারা যে জাতির দাস হবে, আমিই তার বিচার করবো,” ঈশ্বর আরও বললেন, “এর পরে তারা বের হয়ে আসবে এবং এই স্থানে আমার উপাসনা করবে।” <sup>৮</sup> আর তিনি তাঁকে তুর্ক্ছেদের নিয়ম দিলেন; আর এভাবে অব্রাহাম

[৭:২] প্রেরি ২২:১; [৭:২] গীত ২৯:৩; [৭:২] আদি ১১:৩১; ১৫:৭; [৭:৩] আদি ১২:১; [৭:৪] আদি ১২:৫; [৭:৫] ইব্রী ১১:১৩; [৭:৫] আদি ১২:৭; ১৭:৮; ২৬:৩; [৭:৬] যাত্রা ১:৮-১১; ১২:৪০; [৭:৭] আদি ১৫:১৩, ১৪; যাত্রা ৩:১২; [৭:৮] আদি ১৭:৯-১৪; [৭:৮] আদি ২১:২-৪; [৭:৮] আদি ২৫:২৬; [৭:৮] আদি ২৯:৩১-৩৫; ৩০:৫-১৩, ১৭-২৪; ৩৫:১৬-

৭:১ মহাপুরোহিত। সম্ভবত কায়াফা (মথি ২৬:৫৭-৬৬ দেখুন)।

৭:২ ভাইয়েরা ও পিতারা, শুনুন। মহাসভার সামনে স্তিফানের বক্তব্য ছিল সেই বিশ্বাস এবং শিক্ষার সাক্ষ্য, যা যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং ও প্রেরিতগণ প্রচার করতেন। তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি পবিত্র বাইবেলের প্রকৃত সত্যের পক্ষ সমর্থন করে প্রত্যক্ষভাবে তাদের বিরোধিতা করেন, যারা এর সত্যকে বাধা দিত এবং বিকৃত ব্যাখ্যা দিত। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই কাজের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

অব্রাহাম ... মেসোপটেমিয়ায় ছিলেন। অব্রাহামের আত্মা উর দেশে অর্থাৎ মেসোপটেমিয়ায় অবস্থানকালে এসেছিল, হারণে নয়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথমার্ধে হারণ ছিল এক উন্নত নগরী, যেখানে অব্রাহামের জীবন বিকশিত হয়েছিল। ফিলো ও যোসেফাস স্তিফানের সাথে একমত হন যে, হারণে যাওয়ার আগেই অব্রাহাম ঈশ্বরের কাছ থেকে আত্মা লাভ করেছিলেন।

৭:৪ কলদীয়দের দেশ। দক্ষিণ ব্যাবিলনের এক জেলা, নামটি পরে একটি অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছিল যা সমস্ত ব্যাবিলন যুক্ত করেছিল।

তাঁর পিতার মৃত্যু হলে পর। আদি ১১:২৬ পদে এ কথা বোঝানো হয় নি যে, তিনি তাঁর সত্তর বছর বয়সে অর্থাৎ একই বছরে তিন পুত্র ইব্রাম, নাহোর ও হারণের জন্ম দিয়েছিলেন। এমনও হতে পারে যে, তেরহের প্রথমজাত পুত্র হারণের জন্মের ৬০ বছর পর দ্বিতীয় পুত্র ইব্রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে কারণে হয়তোবা অব্রাহাম ৭৫ বছর বয়সে হারণ শহর ত্যাগ করার পূর্বেই ২০৫ বছর বয়সে তেরহের মৃত্যু ঘটে।

৭:৬ চারশো বছর। মিশরে ইস্রায়েল জাতির অবস্থানের এক আনুমানিক সময়কাল; যাত্রা ১২:৪০, ৪১ পদে বলা হয়েছে ৪৩০ বছর।

৭:৭ এই স্থানে আমার উপাসনা করবে। এখানে হোরের পর্বতকে বোঝানো হয়েছে।

৭:৮ তুর্ক্ছেদের নিয়ম। ঈশ্বরের নিরূপিত চুক্তির চিহ্ন, অব্রাহামের সাথে কৃত চুক্তির

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৭ অধ্যায়

ইসহাককে জন্ম দিলেন এবং অষ্টম দিনে তাঁর ত্বক্ছেদ করলেন। পরে ইসহাক যাকোবের এবং যাকোব সেই বারো জন পিতৃকুলপতির জন্ম দিলেন।

<sup>৯</sup> আর পিতৃকুলপতিরা যোষেফের প্রতি ঈর্ষা করে তাঁকে বিক্রি করলে তিনি মিসরে নীত হন। <sup>১০</sup> কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন, আর মিসরের রাজা ফরৌণের সুনজরে আনলেন ও বিজ্ঞতা দিলেন। তাতে ফরৌণ তাঁকে মিসরের ও তাঁর সমস্ত গৃহের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করলেন। <sup>১১</sup> পরে সমস্ত মিসর ও কনান দেশে দুর্ভিক্ষ হল, বড়ই কষ্ট উপস্থিত হল, আর আমাদের পূর্বপুরুষদের খাদ্যের অভাব হল। <sup>১২</sup> কিন্তু মিসরে শস্য আছে শুনে যাকোব আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে প্রথমবার প্রেরণ করলেন। <sup>১৩</sup> পরে দ্বিতীয় বারে যোষেফ আপন ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন এবং যোষেফের পরিবার সম্বন্ধে ফরৌণ জানতে পারলেন। <sup>১৪</sup> পরে যোষেফ তাঁর পিতা যাকোবকে এবং তাঁর সমস্ত জ্ঞাতিকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা সংখ্যায় মোট পাঁচাত্তর জন ছিলেন। <sup>১৫</sup> তাতে যাকোব মিসরে গেলেন, পরে তাঁর ও আমাদের পূর্বপুরুষদের মৃত্যু হল। <sup>১৬</sup> আর তাঁরা শিখিমে নীত হলেন এবং যে কবর অব্রাহাম রূপা দিয়ে শিখিমে হমোর-সন্তানদের কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন, তন্মধ্যে সমাহিত হলেন।

<sup>১৭</sup> পরে ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবার সময় সন্নিহিত হলে, লোকেরা মিসরে বৃদ্ধি পেয়ে বহুসংখ্যক হয়ে উঠলো। <sup>১৮</sup> অবশেষে মিসরের

১৮, ২২-২৬; [৭:৯] আদি ৩৭:৪, ১১; [৭:৯] আদি ৩৭:২৮; গীত ১০৫:১৭; [৭:৯] আদি ৩৯:২, ২১, ২৩; হগয় ২:৪; [৭:১০] আদি ৪১:৩৭-৪৩; গীত ১০৫:২০-২২; [৭:১১] আদি ৪১:৫৪; [৭:১২] আদি ৪২:১, ২; [৭:১৩] আদি ৪৫:১-৪; [৭:১৩] আদি ৪৫:১৬; [৭:১৪] আদি ৪৫:৯, ১০; [৭:১৪] আদি ৪৬:২৬, ২৭; যাক্রা ১:৫; দ্বি:বি ১০:২২; [৭:১৫] আদি ৪৬:৫-৭; ৪৯:৩৩; যাক্রা ১:৬; [৭:১৬] আদি ২৩:১৬-২০; ৩৩:১৮, ১৯; ৫০:১৩; যিহো ২৪:৩২; [৭:১৭] যাক্রা ১:৭; গীত ১০৫:২৪; [৭:১৮] যাক্রা ১:৮;

প্রতিশ্রুতি, অর্থাৎ- কেবল সদাপ্রভু তাঁর ঈশ্বর হবেন, যাকে তিনি সেবা করবেন ও বিশ্বাস করবেন।

**৭:৯ তাঁকে বিক্রি করলে।** ইস্রায়েল জাতি অবিরতভাবে ঈশ্বরের পছন্দের লোকদের প্রত্যাখ্যান করে আসছিল। স্ত্রিফান যীশু খ্রীষ্টকে ইস্রায়েলীয়দের প্রত্যাখ্যানের সাথে যোষেফের ভাইদের দ্বারা যোষেফের প্রত্যাখ্যানকে তুলনা করে এর গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

**৭:১৪ তাঁরা ... পাঁচাত্তর জন ছিলেন।** যদিও হিব্রু পবিত্র বাইবেলে যাকোব নিজে এবং যোষেফ ও তাঁর দুই পুত্রসহ ৭০ জনের কথা বলা হয়েছে, তথাপি পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ সেপ্টুয়াজিন্টে যাকোব ও যোষেফকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যোষেফের ৯ পুত্রকে এই দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া

মনগশির ১ পুত্র, ইফ্রিমের ২ পুত্র এবং প্রত্যেকের ১ জন করে পৌত্রকে এই তালিকায় আনা হয়েছে। এতে করে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫ জন এবং এই সংখ্যাটিই স্ত্রিফান ব্যবহার করেছেন।

**৭:১৬ তাঁরা শিখিমে নীত হলেন।** স্ত্রিফান গুরুত্ব সহকারে পুরাতন নিয়মের দু'টি জমি ক্রয় (অব্রাহাম ও যাকোব দ্বারা) এবং দু'টি কবরস্থানের (হেবরন ও শিখিমে) বিবরণে জোর দেন। অব্রাহাম হেবরনে জমি ক্রয় করেছিলেন (আদি ২৩:১৭-১৮), সেখানে তাঁকে (আদি ২৫:৯-১১), ইসহাক (আদি ৩৫:২৯) এবং যাকোবকে (আদি ৫০:১৩) কবর দেয়া হয়েছিল। যাকোব শিখিমে জমি ক্রয় করেছিলেন (আদি ৩৩:১৯), যেখানে পরবর্তীতে যোষেফকে কবর দেয়া হয়েছিল (যিহোশূয় ২৪:৩২)।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৭ অধ্যায়

উপরে এমন আর এক জন রাজা উৎপন্ন হলেন, যিনি যোষেফকে জানতেন না। <sup>১৯</sup> তিনি আমাদের জাতির সঙ্গে চাতুর্য ব্যবহার করলেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি দৌরাভ্যা করলেন। এমন কি, তাঁদের শিশুরা যেন জীবিত না থাকে সেজন্য তাদের বাইরে ফেলে দেওয়া হত। <sup>২০</sup> সেই সময়ে মোশির জন্ম হয়। তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সুন্দর ছিলেন এবং তিন মাস পর্যন্ত পিতার বাড়িতে পালিত হলেন। <sup>২১</sup> পরে তাঁকে বাইরে ফেলে দেওয়া হলে ফরৌণের কন্যা তুলে নেন ও তাঁর নিজের পুত্র করার উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করেন। <sup>২২</sup> আর মোশি মিসরীয়দের সমস্ত বিদ্যায় শিক্ষিত হলেন এবং তিনি কথায় ও কাজে শক্তিশালী ছিলেন।

<sup>২৩</sup> মোশির বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তাঁর নিজের ভাইদের, ইস্রায়েল-সন্তানদের, তত্ত্বাবধান করার ইচ্ছা তাঁর অন্তরে জেগে উঠলো। <sup>২৪</sup> তখন এক জনের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে দেখে তিনি তার পক্ষ হলেন, সেই মিসরীয় ব্যক্তিকে আঘাত করে নির্যাতিত লোকের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করলেন। <sup>২৫</sup> তিনি মনে করছিলেন, তাঁর ভাইয়েরা বুঝেছে যে, তাঁর হাত দিয়ে ঈশ্বর তাদেরকে পরিত্রাণ দিচ্ছেন; কিন্তু তারা বুঝতে পারল না। <sup>২৬</sup> আর পর দিন তারা যখন মারামারি করছিল, তখন তিনি তাদের কাছে দেখা দিয়ে মিলন করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, বললেন, ওহে, তোমরা পরস্পর ভাই, এক জন অন্যের প্রতি অন্যায় করছে কেন? <sup>২৭</sup> কিন্তু যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায় করছিল, সে তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বললো, তোমাকে নেতা ও বিচারকর্তা করে আমাদের উপরে কে নিযুক্ত করেছে? <sup>২৮</sup> গতকাল যেমন সেই মিসরীয়কে হত্যা করলে, তেমনি কি আমাকেও হত্যা করতে চাইছো? <sup>২৯</sup> এই কথা শুনে মোশি পালিয়ে গেলেন, আর মিসর দেশে প্রবাসী হলেন; সেখানে তাঁর দুই পুত্রের জন্ম হয়।

<sup>৩০</sup> পরে চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে সীনয় পর্বতের মরুভূমিতে এক জন স্বর্গদূত একটা বোপে আগুনের শিখায় তাঁকে দর্শন দিলেন। <sup>৩১</sup> মোশি সেই দৃশ্য দেখে আশ্চর্য জ্ঞান

[৭:১৯] যাত্রা ১:১০-২২; [৭:২০] যাত্রা ২:২; ইব্রী ১১:২৩; [৭:২১] যাত্রা ২:৩-১০; [৭:২২] ১রাজা ৪:৩০; যিশা ১৯:১১; [৭:২৭] আদি ১৯:৯; গণনা ১৬:১৩; [৭:২৯] যাত্রা ২:১১-১৫; [৭:৩১] যাত্রা ৩:১-৪;

৭:১৮ আর এক জন রাজা। সম্ভবত এখানে ১৯তম রাজবংশের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে (খ্রীষ্টপূর্ব ১৩২০); কিংবা তিনি ছিলেন ১৮তম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আহমোস।

৭:২১ ফরৌণের কন্যা। প্রথম সেতি অথবা দ্বিতীয় রামিষেষের কন্যা।

৭:২২ মিসরীয়দের সমস্ত বিদ্যায় শিক্ষিত হলেন। পুরাতন নিয়মে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না হলেও, যেহেতু তিনি ফরৌণের কন্যার কাছে বড় হয়েছিলেন, সে কারণে নিশ্চয়ই তিনি তৎকালীন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। ফিলো ও যোসেফাস উভয়েই মোশির পাণ্ডিত্যের

কথা উল্লেখ করেছেন।

৭:২৯ দুই পুত্রের জন্ম হয়। গের্শোম ও ইলীয়েষর (যাত্রা ২:২২; ১৮:৩-৪; ১ বংশা ২৩:১০)।

৭:৩০ চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে। ২৩ পদে উল্লিখিত চল্লিশ বছরের পরবর্তী চল্লিশ বছর, অর্থাৎ মোট আশি বছর (যাত্রা ৭:৭)।

সীনয় পর্বত। যাত্রা ৩:১ পদে বলা হয়েছে হোরব পর্বত; সম্ভবত তুর ছিল হোরব পর্বতের বিকল্প নাম।

একজন দূত। এই স্বর্গদূতের চেহারা ছিল স্বর্ণীয় ব্যক্তিত্বের মত, যিনি ঈশ্বরের সংবাদদাতা

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৭ অধ্যায়

করলেন, আর ভাল করে দেখবার জন্য কাছে যাচ্ছেন, এমন সময়ে প্রভুর এই বাণী শোনা গেল, <sup>৩২</sup> “আমি তোমার পূর্ব-পুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের, ইসহাকের ও যাকোবের ঈশ্বর।” তখন মোশি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন এবং ভাল করে তাকিয়ে দেখবার সাহস করলেন না। <sup>৩৩</sup> পরে প্রভু তাঁকে বললেন, “তোমার পা থেকে জুতা খুলে ফেল; কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, সেটি পবিত্র ভূমি।” <sup>৩৪</sup> আমি মিসরে অবস্থিত আমার লোকদের দুঃখ সত্যিই দেখেছি, তাদের আর্তস্বর শুনেছি, আর তাদেরকে পরিত্রাণ করতে নেমে এসেছি, এখন এসো, আমি তোমাকে মিসরে প্রেরণ করি।”

<sup>৩৫</sup> এই যে মোশিকে তারা অস্বীকার করেছিল, বলেছিল, ‘তোমাকে নেতা ও বিচারকর্তা করে কে নিযুক্ত করেছে?’ তাঁকেই ঈশ্বর, যে স্বর্গদূত ঝোপে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন, সেই স্বর্গদূতের মধ্য দিয়ে নেতা ও মুক্তিদাতা করে প্রেরণ করলেন। <sup>৩৬</sup> তিনিই মিসরে, লোহিত সাগরে ও মরুভূমিতে চল্লিশ বছর কাল নানা রকম অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-কাজ সাধন করে তাদেরকে বের করে আনলেন। <sup>৩৭</sup> ইনি সেই মোশি, যিনি ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে এই কথা বলেছিলেন, “ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত এক জন ভাববাদীকে উৎপন্ন করবেন।” <sup>৩৮</sup> তিনিই মরুভূমিতে ইস্রায়েল-সন্তানদের দলের মধ্যে ছিলেন; যে স্বর্গদূত সীনয় পর্বতে তাঁর কাছে কথা বলেছিলেন, তিনিই তাঁর এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাদেরকে দেবার জন্য জীবন্ত বাণী পেয়েছিলেন। <sup>৩৯</sup> আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁর বাধ্য হতে চাইলেন না, বরং তাঁকে অগ্রাহ্য করলেন। আর তারা মনে মনে পুনরায় মিসরের দিকে ফিরে হারোণকে বললেন, <sup>৪০</sup> “আমাদের জন্য দেবতা নির্মাণ কর, তাঁরাই আমাদের আগে আগে যাবেন, কেননা এই যে মোশি মিসর দেশ থেকে আমাদেরকে বের করে আনলেন, তাঁর কি হল, আমরা জানি না।” <sup>৪১</sup> আর সেই সময়ে তাঁরা একটা বাছুর তৈরি করলেন এবং সেই মূর্তির উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন ও নিজেদের হাতের তৈরি বস্তুতে আমোদ করতে লাগলেন। <sup>৪২</sup> কিন্তু ঈশ্বর বিমুখ হলেন, তাঁদেরকে আকাশের

[৭:৩২] দে: প্রেরি ৩:১৩; [৭:৩২] যাত্রা ৩:৬; [৭:৩৩] যাত্রা ৩:৫; যিহো ৫:১৫; [৭:৩৪] যাত্রা ৩:৭-১০; [৭:৩৫] পদ: ২৭; [৭:৩৬] যাত্রা ১২:৪১; ৩৩:১; [৭:৩৬] যাত্রা ১১:১০; দে: যোহন ৪:৪৮; [৭:৩৬] যাত্রা ১৪:২১; [৭:৩৬] যাত্রা ১৫:২৫; ১৭:৫, ৬; [৭:৩৭] দ্বি:বি ১৮:১৫, ১৮; প্রেরি ৩:২২; [৭:৩৮] পদ: ৫৩; [৭:৩৮] যাত্রা ১৯:১৭; লেবী ২৭:৩৪; [৭:৩৮] দ্বি:বি ৩২:৪৫-৪৭; ইব্রী ৪:১২; [৭:৩৮] রোমী ৩:২; [৭:৩৯] গণনা ১৪:৩, ৪; [৭:৪০] যাত্রা ৩২:১, ২৩; [৭:৪১] যাত্রা ৩২:৪-৬; গীত ১০৬:১৯, ২০; প্রকা ৯:২০; [৭:৪২] যিহো ২৪:২০; যিশা ৬৩:১০; [৭:৪২] যির ১৯:১৩;

ছিলেন এবং তাঁর পক্ষে কথা বলেছিলেন।

**৭:৩৫ তাঁকেই ঈশ্বর ... প্রেরণ করলেন।** ইস্রায়েল জাতি মোশিকে তাদের উদ্ধারকর্তা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছিল, ঠিক যেভাবে যিহুদীরা তাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তবুও উভয়েই ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন।

**৭:৩৮ যে দূত ... কথা বলেছিলেন।** তৎকালীন যিহুদী ধারণা অনুসারে বলা হয়েছে যে, স্বর্গদূতের মধ্যস্থতায় মোশিকে আইন-কানুন দান

করা হয়েছিল; এর মধ্য দিয়ে মূলত বোঝানো হয়েছে যে, কীভাবে মোশি তাঁর আহ্বান লাভ করেছিলেন।

**৭:৪০ আমাদের জন্য দেবতা নির্মাণ কর।** মোশি যখন সিনাই পর্বতে ঈশ্বরের কাছ থেকে আইন-কানুন গ্রহণ করছিলেন, সে সময় অসহিষ্ণু ইস্রায়েলরা ঈশ্বর ও তাঁর প্রতিনিধিকে প্রত্যাখ্যান করে স্বর্ণের গোবৎস নির্মাণ করেছিল।

**৭:৪২ ঈশ্বর বিমুখ হলেন।** স্ত্রিফান এখানে এমন

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৭ অধ্যায়

বাহিনী পূজা করার জন্যই ফেলে রাখলেন; যেমন ভাববাদীদের পুস্তকে লেখা আছে, “হে ইস্রায়েল-কূল, মরুভূমিতে চল্লিশ বছর কাল তোমরা কি আমার উদ্দেশে পশু উৎসর্গ ও উপহার উৎসর্গ করেছিলে? <sup>৪৩</sup> তোমরা বরং মোলকের তাঁবু ও রিফন্ দেবতার তারা তুলে বহন করেছিলে, সেই মূর্তিদ্ভয়, যা তোমরা পূজা করার জন্য গড়েছিলে; আর আমি তোমাদেরকে বাবিলের ওদিকে নির্বাসিত করবো।”

<sup>৪৪</sup> যেমন তিনি আদেশ করেছিলেন, তদনুযায়ী আবাস-তাঁবু মরুভূমিতে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ছিল। তিনি মোশিকে বলেছিলেন, তুমি যেরকম আদর্শ দেখলে, সেই অনুসারে সেটি নির্মাণ কর। <sup>৪৫</sup> আর আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁদের সময়ে সেটি পেয়ে যিহোশূয়ের সঙ্গে সেই জাতিদের অধিকারে প্রবেশ করলেন, যাদেরকে ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্মুখ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। সেই তাঁবু দায়ূদের সময় পর্যন্ত রইল। <sup>৪৬</sup> ইনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করলেন এবং যাকোবের ঈশ্বরের জন্য এক আবাস প্রস্তুত করার অনুমতি যাচঞা করলেন; <sup>৪৭</sup> কিন্তু শলোমন তাঁর জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করলেন।

<sup>৪৮</sup> তবুও যিনি সর্বশক্তিমান, তিনি হস্তনির্মিত গৃহে বাস করেন না; যেমন ভাববাদী বলেন,

<sup>৪৯</sup> “স্বর্গ আমার সিংহাসন, পৃথিবী আমার পাদপীঠ;

প্রভু বলেন, তোমরা আমার জন্য কিরূপ গৃহ নির্মাণ করবে?

<sup>৫০</sup> অথবা আমার বিশ্রাম-স্থান কোথায়?

আমারই হাত কি এসব নির্মাণ করে নি?”

<sup>৫১</sup> হে একঙুয়ে লোকেরা এবং অন্তরে এবং কানে তৃক্ছেদ-না-করানো লোকেরা, তোমরা সব সময় পবিত্র আত্মার প্রতিরোধ করে থাক; তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যেমন,

[৭:৪৩] আমো ৫:২৫-২৭; [৭:৪৪] যাত্রা ৩৮:২১; গণনা ১:৫০; ১৭:৭; [৭:৪৪] যাত্রা ২৫:৮, ৯, ৪০; [৭:৪৫] যিহো ৩:১৪-১৭; ১৮:১; ২৩:৯; ২৪:১৮; গীত ৪৪:২; [৭:৪৫] ২শমু ৭:২, ৬; [৭:৪৬] ২শমু ৭:৮-১৬; ১রাজা ৮:১৭; গীত ১৩২:১-৫; [৭:৪৭] ১রাজা ৬:১-৩৮; [৭:৪৮] দে: মার্ক ৫:৭; [৭:৪৮] ১রাজা ৮:২৭; ২বংশা ২:৬; [৭:৪৯] মথি ৫:৩৪, ৩৫; [৭:৫০] যিশা ৬৬:১, ২; [৭:৫১] যাত্রা ৩২:৯; ৩৩:৩, ৫; [৭:৫১] লেবী ২৬:৪১; দ্বি:বি ১০:১৬; যির ৪:৪; ৯:২৬;

একটি নীতির কথা বলেছেন, যা পুরাতন নিয়মের ইতিহাসে বারবার দেখা যায়। যারা ক্রমাগত ঈশ্বরের বিরোধিতা করতে থাকে, ঈশ্বর বিরক্ত হয়ে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাদেরকে মন্দতা, শয়তান ও অনৈতিকতার হাতে ছেড়ে দেন।

**৭:৪৩ মোলকের তাঁবু।** অর্থাৎ মোলকের মন্দির। মোলক ছিল অম্মোনীয়দের প্রধান দেবতা, যার কাছে অম্মোনীয়রা তাদের শিশু সন্তানদের আগুনে পুড়িয়ে উৎসর্গ করতো।

**রিফন্ দেবতার তারা।** শনি দেবতাকে বোঝাতে এই নাম ব্যবহার করা হত; তার আরেক নাম হচ্ছে কীয়ুন। রিফন্ মূলত মোলক দেবতারই অপর একটি নাম।

**৭:৪৪ যেরূপ আদর্শ দেখলে।** ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য সব সময়ই একটি আদর্শ বা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেন, যেন তা তারা অনুসরণ করতে পারে। যেভাবে ঈশ্বর পুরাতন নিয়মে আইন-কানুন-তাঁবুর একটি নকশা বা আদর্শ দিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই নতুন নিয়মের মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত একটি আদর্শ রয়েছে, যার কথা স্তিফান এখানে উল্লেখ করেছেন।

**৭:৪৫ দায়ূদের সময় পর্যন্ত।** কনানীয়দের উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া যিহোশূয়ের অধীনে শুরু হয়েছিল এবং তা রাজা দায়ূদের আমল না আসা পর্যন্ত সম্পন্ন হয় নি।

**৭:৫১ অন্তরে এবং কানে তৃক্ছেদ-না-করানো লোকেরা।** যদিও যিহূদীরা দৈহিকভাবে তৃক্ছেদ

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৭ অধ্যায়

তোমরাও তেমনি। <sup>৫২</sup> তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা কোন্ ভাববাদীকে নির্যাতন না করেছে? তারা তাঁদেরকেই হত্যা করেছিল, যাঁরা আগে সেই ধর্মময়ের আগমনের কথা জানাতেন, যাকে সম্প্রতি তোমরা শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে হত্যা করেছ; <sup>৫৩</sup> তোমরাই স্বর্গদূতদের দ্বারা আদেশ করা ব্যবস্থা পেয়েছিলে, কিন্তু পালন কর নি।

#### স্তিফানকে পাথর মেরে হত্যা করা

<sup>৫৪</sup> এই কথা শুনে তারা ভীষণ দ্রুত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল। <sup>৫৫</sup> কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে স্বর্গের প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে দেখলেন যে, ঈশ্বরের মহিমা রয়েছে এবং যীশু ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, <sup>৫৬</sup> আর তিনি বললেন, দেখ, আমি দেখছি, স্বর্গ খোলা রয়েছে এবং মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। <sup>৫৭</sup> কিন্তু তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে চোঁচিয়ে উঠলো, নিজ নিজ কানে আব্দুল দিল এবং এক যোগে তাঁর উপরে গিয়ে পড়লো। <sup>৫৮</sup> আর তাঁকে নগর থেকে বের করে পাথর মারতে লাগল এবং সাক্ষীরা নিজ নিজ কাপড় খুলে শৌল নামে এক যুবকের পায়ের কাছে রাখলো। <sup>৫৯</sup> এদিকে তারা যখন স্তিফানকে পাথর মারছিল, তখন তিনি ডেকে প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর। <sup>৬০</sup> পরে তিনি হাঁটু পেতে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, প্রভু, এদের বিপক্ষে এই পাপ ধরো না। এই কথা বলে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। আর শৌল তাঁর হত্যার অনুমোদন করছিলেন।

[৭:৫২] দে: মথি ৫:১২; [৭:৫২] প্রেরি ৩:১৪; ১থি ২:১৫; [৭:৫৩] পদ: ৩৮; গালা ৩:১৯; ইব্রী ২:২; [৭:৫৪] প্রেরি ৫:৩৩; [৭:৫৫] দে: লুক ১:১৫; [৭:৫৫] দে: মার্ক ১৬:১৯; [৭:৫৬] দে: মথি ৩:১৬; [৭:৫৬] দে: মথি ৮:২০; [৭:৫৮] লুক ৪:২৯; [৭:৫৮] লেবী ২৪:১৪, ১৬; [৭:৫৮] দ্বি:বি ১৭:৭; [৭:৫৮] প্রেরি ২২:২০; [৭:৫৮] প্রেরি ৮:১; [৭:৫৯] গীত ৩১:৫; লুক ২৩:৪৬; [৭:৬০] লুক ২২:৪১; প্রেরি ৯:৪০; [৭:৬০] দে: মথি ৫:৪৪; [৭:৬০] দে: মথি ৯:২৪।

-করানো ছিল, তথাপি তাদের আচরণে ছিল তাদের চারপাশের তৃষ্ণা-না-করানো বা অযিহূদী লোকদের মত। তারা সত্যিকারভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পবিত্রকৃত ছিল না।

৭:৫৩ স্বর্গদূতদের দ্বারা আদিষ্ট আইন-কানুন পেয়েছিলে। আক্ষরিকভাবে “স্বর্গদূতদের কাছ থেকে ঈশ্বরের আদেশ সম্পর্কে জেনেছিলে।”

৭:৫৫ যীশু ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। সম্ভবত যীশু খ্রীষ্ট সে সময় স্বর্গীয় আদালতে স্তিফানের পক্ষসমর্থনকারী বা উকিল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। স্তিফানকে যে দর্শন দেখানো হল, তা যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম ও উজ্জ্বল রূপ গ্রহণের সময় স্বর্গ খুলে যাওয়া ও ঈশ্বরের রব শোনার মত স্বর্গীয় ঘটনা।

৭:৫৬ মনুষ্য পুত্র। এই প্রথম স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট

ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে এই উপাধিতে সম্বোধন করলেন।

৭:৫৮ সাক্ষীরা নিজ নিজ বস্ত্র ... পায়ের কাছে রাখলো। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রথম পাথর নিক্ষেপ করার দায়িত্ব ছিল সাক্ষীদের, এই কারণে তারা উপরের পোশাকটি খুলে রেখে পাথর মারতে এসেছিল, যাতে করে তা নাগেরা না হয়ে যায়। তারা শৌলের কাছে তাদের পোশাকগুলো গচ্ছিত রেখেছিল, কারণ শৌল প্রত্যক্ষ সাক্ষী না হলেও নিশ্চয়ই তাদেরকে তীব্রভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

৭:৬০ এদের বিপক্ষে এই পাপ ধরো না। স্তিফানের উক্তি যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুকালীন সন্তোষজনক প্রথম বাণীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ (লুক ২৩:৩৪)।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৭ অধ্যায়

### প্রেরিত ৭ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

পূর্ববর্তী অধ্যায়টি শেষ হয়েছিল মন্দির ও মোশির আইনের বিরুদ্ধে নিন্দা রটানোর অভিযোগে স্তিফানের মহাসভার মুখোমুখি হওয়ার মধ্য দিয়ে। সপ্তম অধ্যায়ে এই অভিযোগগুলোর বিপক্ষে স্তিফানের আত্মপক্ষ সমর্থন এবং তাঁর সাক্ষ্যমরের বিবরণ রয়েছে। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে, অব্রাহাম থেকে শুরু করে ইস্রায়েলীয়দের প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর সময়ও তারা মিথ্যা দেবতাদের উপাসনা করেছে (আমোষ ৫:২৫-২৭ তুলনা করুন)। তিনি ইতিহাস তুলে ধরে মহাসভাকে তাদের পূর্বপুরুষদের মতো পবিত্র আত্মাকে বাধা দান করার জন্য অভিযুক্ত করে শেষ করেছিলেন (১-৫৩)।

এসব কথা শুনে মহাসভার লোকেরা স্তিফানের বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে। তখন তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে তাকালেন এবং ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পেলেন এবং যীশু তাঁর ডানপাশে দাড়িয়ে আছেন। মহাসভার সামনে তিনি যা দেখেছেন তা বলার পর, রেগে গিয়ে তারা তাঁকে শহর থেকে বের করে আনে এবং তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারতে শুরু করে। যে সকল সাক্ষীরা মিথ্যা অভিযোগ করেছিল তারা তাদের উপরের কাপড় খুলে শৌল (পরবর্তীতে তিনি প্রেরিত পৌল নামে পরিচিত) নামের এক যুবকের পায়ের কাছে রাখে। পাথর মারার সময় স্তিফান যীশুকে তাঁর আত্মা গ্রহণ করার এবং তার হত্যাকারীদের পাপ না ধরার জন্য অনুরোধ করেন। এইভাবে স্তিফান খ্রীষ্টের জন্য প্রথম সাক্ষ্যমর হন। (৫৪-৬০)।

### প্রেরিত ৭ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. স্তিফানের বক্তৃতা অনুসারে অব্রাহামের ইতিহাসের সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (২-৮ পদ)
২. অব্রাহামকে কি করতে বলা হয়েছিল? (৩ পদ)
৩. অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা কি ছিল? (৫ পদ)
৪. যে জাতি ইস্রায়েলকে দাস করবে তাদের কি হবে? (৭ পদ)
৫. যেহেতু ঈশ্বর যোষেফের সাথে ছিলেন, তাই তাঁর কি হয়েছিল? (১০ পদ)
৬. স্তিফানের ইস্রায়েলের ইতিহাস অনুসারে যাকোব এবং যোষেফের বিষয়ে কি বলেছিলেন? (৯-১৬ পদ)
৭. মিশরে দাসত্ব করা ইস্রায়েলের সম্বন্ধে তিনি কি বলেছিলেন? (১৭-১৯ পদ)
৮. মোশির শুরুর দিকের ইতিহাস নিয়ে তিনি কি বলেছিলেন? (২০-২৯ পদ)
৯. মিশর থেকে যাত্রা সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন? (৩০-৩৬ পদ)
১০. ইস্রায়েলীয়দের প্রতি কিভাবে যীশু ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ করেছিলেন? (মথি ২৩:৩৭)

**প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৮ অধ্যায়**

১১. তাদেরকে রক্ষা করতে তিনি কাকে পাঠিয়েছিলেন? তারা তাঁর প্রতি কি ব্যবহার করেছিল? (মথি ২৩:৩৪ পদ)
১২. যখন ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর বাক্য অবজ্ঞা করেছিল তখন তাদের কি হয়েছিল? (২ বংশা ৩৬:১৬ পদ)
১৩. ঈশ্বরের দাসেরা, যারা অবজ্ঞাত এবং অত্যাচারিত— তাদের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞা কি? (মথি ৫:১০ পদ)
১৪. মরু এলাকায় ইস্রায়েলের অবাধ্যতা সম্পর্কে স্তিফান কি বলেছিলেন? (৩৭-৪৩ পদ)
১৫. ইস্রায়েলের পাপের ফল অনুসারে তার প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা কি? (৪২-৪৩ পদ)
১৬. তাদের এবং তাদের পিতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি ছিল? (৫১ পদ)
১৭. স্তিফানের এসব কথা বলায় নেতাদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? (৫৪-৫৮ পদ)
১৮. নতুন নিয়মের ইতিহাসে শৌল কিভাবে আবির্ভূত হলেন? (৫৮ পদ)
১৯. সেই সময়ে স্তিফানের আচরণ কিরকম ছিল? (৫৯-৬০ পদ)

**মণ্ডলীর প্রতি শৌলের নির্যাতন**

**৮**<sup>১</sup> সেদিন যিরূশালেমের মণ্ডলীর প্রতি বড়ই নির্যাতন উপস্থিত হল, তাতে প্রেরিতেরা ছাড়া অন্য সকলে যিহূদিয়ার ও শমরিয়ার জনপদে ছড়িয়ে পড়লো।<sup>২</sup> আর কয়েক জন ভক্ত লোক স্তিফানকে কবর দিলেন ও তাঁর জন্য অনেক বিলাপ করলেন।<sup>৩</sup> কিন্তু শৌল মণ্ডলীর উচ্ছেদ সাধন করতে লাগলেন, ঘরে ঘরে প্রবেশ করে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে টেনে এনে জেলে দিতে লাগলেন।

**শমরিয়াতে ফিলিপের প্রচার**

<sup>৪</sup> তখন যারা ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা চারদিকে ভ্রমণ করে সুসমাচারের বাক্য প্রচার

[৮:১] প্রেরি ৭:৫৮; [৮:১] পদ: ৪; প্রেরি ১১:১৯; [৮:১] প্রেরি ৯:৩১; [৮:৩] প্রেরি ৭:৫৮; [৮:৩] প্রেরি ৯:১, ১৩, ২১; ২২:৪, ১৯; ২৬:১০, ১১; ১করি ১৫:৯; গালা ১:১৩, ২৩; ফিলি ৩:৬; ১তীম ১:১৩; [৮:৪] পদ: ১; [৮:৪] প্রেরি ১৫:৩৫;

**৮:১ প্রেরিতবর্গ ছাড়া অন্য সকলে।** প্রেরিতবর্গ যিরূশালেমে অবস্থান করলে, যারা কারাগারে আছে তাদের জন্য এই উপস্থিতি হবে অত্যন্ত উৎসাহের বিষয় এবং যারা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় রয়েছে তাদের জন্য প্রেরিতগণ হবেন এক আশ্রয়স্থল। এই সময় থেকেই মণ্ডলী গোপনে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে শুরু করে।  
**এহুদিয়ার ... ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লো।** প্রেরিত ১:৮ পদে দেওয়া আদেশের পরিপূর্ণতা এখন শুরু হল; তবে তা মণ্ডলীর পরিকল্পনা অনুসারে নয়, বরং বহিরাগত নিপীড়নের কারণে। মূলত গ্রীক ভাষাভাষী বিশ্বাসীগণ এই নিপীড়নের

প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিলেন, হয়তোবা স্তিফানের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকার কারণে। এ সময় থেকে ১৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যিরূশালেম মণ্ডলী প্রধানত যিহূদী ধর্ম থেকে বিশ্বাসীদের অধীনে পরিচালিত হয়েছিল।

**৮:৪ সুসংবাদের বাক্য প্রচার করলো।** সুসমাচারের পক্ষে বহু সাক্ষী প্রত্যেক স্থানে এই মহান বার্তা ঘোষণা করছিলেন। সুসমাচারের এই সাক্ষীদের একাগ্রতা এবং প্রচারের প্রতি তাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষার কারণে বিশ্বাসীদের ব্যাপ্তি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হচ্ছিল।



### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৮ অধ্যায়

করতে লাগল।<sup>৫</sup> আর ফিলিপ শমরিয়ার নগরে গিয়ে লোকদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করতে লাগলেন।<sup>৬</sup> আর লোকেরা ফিলিপের কথা শুনে ও তাঁর কৃত চিহ্ন-কাজগুলো দেখে মন দিয়ে তাঁর কথা শুনল।<sup>৭</sup> কারণ অশুচি আত্মাবিষ্ট অনেক লোক থেকে সেসব আত্মা চিৎকার করে চোঁচিয়ে বের হয়ে আসলো এবং অনেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও খঞ্জ সুস্থ হল;<sup>৮</sup> তাতে ঐ নগরে বড়ই আনন্দ হল।

<sup>৯</sup> কিন্তু শিমোন নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে আগে থেকে সেই নগরে যাদু দেখাত ও শমরীয় জাতিকে চমৎকৃত করতো। সে নিজেকে এক জন মহাপুরুষ বলে দাবি করতো,<sup>১০</sup> এবং তার কথা ছোট বড় সকলে শুনতো। তারা বলতো, এই ব্যক্তি ঈশ্বরের সেই শক্তি, যা মহতী নামে আখ্যাত।<sup>১১</sup> লোকে তার কথায় মনোযোগ দিত, কারণ সে বহুকাল থেকে তার যাদুর কাজ দিয়ে তাদেরকে চমৎকৃত করে আসছিল।<sup>১২</sup> কিন্তু ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নাম বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করলে তারা তাঁর কথায় বিশ্বাস করল, আর পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা বাপ্তিস্ম নিতে লাগল।<sup>১৩</sup> আর শিমোন নিজেও বিশ্বাস করল এবং বাপ্তিস্ম

[৮:৫] প্রেরি ৬:৫; ২১:৮; [৮:৭] দে: মার্ক ১৬:১৭; [৮:৭] দে: মথি ৮:২৪; [৮:৯] প্রেরি ১৩:৬; [৮:৯] প্রেরি ৫:৩৬; [৮:১০] প্রেরি ১৪:১১; ২৮:৬; [৮:১২] দে: মথি ৩:২; [৮:১২] দে: প্রেরি ২:৩৮; [৮:১৩] পদ: ৬; প্রেরি ১৯:১১;

৮:৫ ফিলিপ। যিরূশালেম মণ্ডলীর সাতজন পরিচারকের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন অন্যতম অনুসরণীয় একজন প্রচারকারী।

শমরিয়ার নগরে। প্রাচীন শমরিয়া নগরী, হেরোদ কর্তৃক পুনর্নির্মিত হওয়ার পর যার পুনরায় নামকরণ করা হয় ‘নিয়াপোলিস’ বা আধুনিক ‘নাবলুস’। যোহন লিখিত সুসমাচার থেকে জানা যায় যে, শমরীয়দের সাথে যিহূদীদের কোন যোগাযোগ ছিল না (৪:৯)। যিহূদিয়ার উত্তরাঞ্চলের এই অধিবাসীরা শুধুমাত্র মোশির পঞ্চপুস্তক পালন করতো, যিহূদীদের অন্য পুস্তকগুলোকে নয়। তারা এও বিশ্বাস করতো যে, যিরূশালেমের মন্দিরে নয়, গরিযীম পর্বতে ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে।

৮:৯ শিমোন। প্রাথমিক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী যুগে শিমোন ম্যাগাস ছিল মণ্ডলীর প্রধান ভ্রাতাবাদী এবং জেয়বাদ শিক্ষার ‘জনক’। তার জন্মস্থান ছিল ফিলিপী। পরবর্তীতে সে রোম ও অন্যান্য বিখ্যাত নগরী পরিদর্শন করে এবং সেখানে অনেক অনুসারী তৈরি করে। তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এই শিমোন ম্যাগাসের মতানুসারীরা টিকে ছিল।

৮:১০ মহতী নামে আখ্যাত। শিমোন নিজেকে

ঈশ্বরের প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে দাবী করেছিল এবং নানা ধরনের জাদুমন্ত্রের কাজ করেছিল। সেই কারণে লোকেরা তাকে এমন আখ্যা দিয়েছিল।

৮:১২ পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা বাপ্তিস্ম নিতে লাগল। জলে বাপ্তিস্ম দানের প্রথা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল (মার্ক ১:৪; লুক ৩:৩)। খ্রীষ্ট স্বয়ং বাপ্তিস্মদাতা যোহন কর্তৃক বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন (মথি ৩:১৩-১৭)। তিনি তাঁর স্বর্গারোহণের পূর্বে তাঁর প্রেরিতদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে এবং যারা এই পরিত্রাণের বার্তায় বিশ্বাস করবে তাদেরকে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম দান করতে (মথি ২৮:১৯; মার্ক ১৬:১৫-১৬)। পঞ্চাশত্তমীর দিন থেকে এই আদেশ মণ্ডলী কর্তৃক পালিত হতে শুরু হয়েছিল। বাপ্তিস্ম গ্রহণকে পবিত্র আত্মা দ্বারা বাপ্তিস্ম লাভ বা অভিষেক লাভের বাহ্যিক প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়।

৮:১৩ শিমোন নিজেও বিশ্বাস করল। শিমোনের বিশ্বাস খাঁটি ছিল কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৮ অধ্যায়

নিয়ে ফিলিপের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে লাগল; আর অনেক চিহ্ন-কাজ ও মহাপরাক্রমের কাজ সাধিত হচ্ছে দেখে চমৎকৃত হল।

<sup>১৪</sup> যিরূশালেমে প্রেরিতেরা যখন শুনতে পেলেন যে, শমরীয়রা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছে, তখন তাঁরা পিতর ও যোহনকে তাদের কাছ প্রেরণ করলেন। <sup>১৫</sup> তাঁরা এসে তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন, যেন তাঁরা পবিত্র আত্মা পায়; <sup>১৬</sup> কেননা এই পর্যন্ত তাদের কারো উপরে পবিত্র আত্মা নেমে আসেন নি; কেবল তারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল। <sup>১৭</sup> তখন তাঁরা তাদের উপরে হস্তার্পণ করলেন, আর তারা পবিত্র আত্মা লাভ করলো। <sup>১৮</sup> আর শিমোন যখন দেখতে পেল, প্রেরিতদের হস্তার্পণ দ্বারা পবিত্র আত্মা দেওয়া হচ্ছে, তখন সে তাঁদের কাছে টাকা এনে বললো, <sup>১৯</sup> আমাকেও এই ক্ষমতা দিন, যেন আমি যার উপরে হাত রাখবো, সে পবিত্র আত্মা পায়। <sup>২০</sup> কিন্তু পিতর তাকে বললেন, তোমার রূপা তোমার সঙ্গে বিনষ্ট হোক, কেননা ঈশ্বরের দান তুমি অর্থ দিয়ে ক্রয় করতে মনস্থ করেছে। <sup>২১</sup> এই বিষয়ে তোমার অংশ বা অধিকার কিছুই নেই; কারণ তোমার অন্তর ঈশ্বরের সাক্ষাতে সরল নয়। <sup>২২</sup> অতএব তোমার এই দুষ্টতা থেকে মন ফিরাও এবং প্রভুর কাছে বিনতি কর, কি জানি, তোমার হৃদয়ের কল্পনার ক্ষমা হলেও হতে পারে; <sup>২৩</sup> কেননা আমি দেখছি, তোমার মন মন্দতায় পরিপূর্ণ ও তুমি পাপের বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছ। <sup>২৪</sup> তখন শিমোন উত্তরে বললো, আপনারাই আমার জন্য প্রভুর কাছে বিনতি করুন, যেন আপনারা যা যা বললেন, তার কিছুই আমার প্রতি না ঘটে।

[৮:১৪] পদ: ১; [৮:১৪] দে: ইব্রী ৪:১২; [৮:১৪] দে: লুক ২২:৮; [৮:১৫] দে: যোহন ২০:২২; [৮:১৬] দে: প্রেরি ১০:৪৪; ১৯:২; [৮:১৬] মথি ২৮:১৯; দে: প্রেরি ২:৩৮; [৮:১৭] দে: প্রেরি ৬:৬; [৮:১৭] দে: যোহন ২০:২২; [৮:২০] ২রাজা ৫:১৬; দানি ৫:১৭; মথি ১০:৮; প্রেরি ২:৩৮; [৮:২১] নহি ২:২০; [৮:২১] গীতা ৭৮:৩৭; [৮:২২] প্রেরি ২:৩৮; [৮:২৪] যাজ্ঞা ৮:৮; গণনা ২১:৭; ১রাজা ১৩:৬; যির ৪২:২;

হয়ে কিছু বলা যায় না। যদিও লুক বলেছেন যে, শিমোন বিশ্বাস এনেছিল, তথাপি পিতরের বিবৃতি অনুসারে প্রেরিতদের পরিচর্যা কাজে শিমোনের কোন অংশ নেই। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, তার অন্তর ‘ঈশ্বরের সম্মুখে সরল ছিল না’ (পদ ২১)।

**৮:১৪ পিতর ও যোহনকে তাদের কাছ প্রেরণ করলেন।** যিরূশালেম মণ্ডলী নতুন প্রচার-মূলক পরিচর্যা কাজের চেষ্টা করছিল এবং বিভিন্ন স্থানে তাদের দ্বারা গঠিত বিশ্বাসী সমাজ পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করছিল।

**৮:১৬ এই পর্যন্ত ... নেমে আসেন নি।** দৃশ্যনীয় কোন চিহ্ন দ্বারা শমরীয়ার নব্য খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কাছে পবিত্র আত্মা এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হন নি, এ কথাই বোঝানো হয়েছে।

**৮:১৭ তাঁরা তাদের উপরে হস্তার্পণ করলেন।** প্রেরিতিক হস্তার্পণ ছিল এক সহভাগিতার চিহ্ন, যার দ্বারা নতুন বিশ্বাসীদের মাঝে পবিত্র আত্মার প্রবেশকে মণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃতি দান করা হয়। প্রেরিতদের এই হস্তার্পণের মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে, শমরীয়রা সেই একই পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছে, যে পবিত্র আত্মা পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রেরিতদের উপরে নেমে এসেছিলেন।

**৮:১৮ সে তাঁদের কাছে টাকা এনে বললো।** শিমোনের প্রেরিতদের আশ্রয় কাজের এই ক্ষমতাকে জাদুমন্ত্রের ক্ষমতা বলে মনে করেছিল। তাই সে এই ক্ষমতা টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিল, যেন সেও প্রেরিতদের মত ক্ষমতাবান হতে পারে।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৮ অধ্যায়

২৫ পরে তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে ও প্রভুর বাক্য প্রচার করে যিরূশালেমে ফিরে যেতে যেতে শমরীয়দের অনেক গ্রামে সুসমাচার প্রচার করলেন।

#### ফিলিপ ও ইথিওপিয়ান নপুংসক

২৬ পরে প্রভুর এক জন দূত ফিলিপকে এই কথা বললেন, উঠ, দক্ষিণ দিকে, যে পথ যিরূশালেমে থেকে গাজার দিকে নেমে গেছে, সেই পথে যাও। সেই পথটি ছিল মরুভূমির মধ্যে। ২৭ তাতে তিনি উঠে গমন করলেন। আর দেখ, সেখানে ইথিওপিয়া দেশের এক কর্মকর্তা ছিলেন, যিনি ইথিওপীয়দের কান্দাকি রাণীর অধীন উচ্চপদস্থ এক জন নপুংসক এবং রাণীর সমস্ত ধনকোষের নেতা ছিলেন। তিনি উপাসনা করার জন্য যিরূশালেমে এসেছিলেন; ২৮ পরে ফিরে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর রথে বসে যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক পাঠ করছিলেন। ২৯ তখন পবিত্র আত্মা ফিলিপকে বললেন, ঐ রথের কাছে যাও ও তার সঙ্গে সঙ্গে চল। ৩০ তাতে ফিলিপ দৌড়ে কাছে গিয়ে শুনলেন, তিনি যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক পাঠ করছেন। ফিলিপ বললেন, আপনি যা পাঠ করছেন, তা কি বুঝতে পারছেন? ৩১ তিনি বললেন, কেউ আমাকে বুঝিয়ে না দিলে কেমন করে বুঝতে পারব? পরে তিনি ফিলিপকে তাঁর কাছে উঠে বসতে অনুরোধ করলেন। ৩২ পবিত্র শাস্ত্রের যে কথা তিনি পড়ছিলেন, তা এই—

“তিনি হত হবার জন্য মেঘের ন্যায় নীত হলেন,  
এবং লোমছেদকের সম্মুখে মেঘশাবক যেমন নীরব থাকে,  
সেরকম তিনি মুখ খুললেন না।

৩৩ তাঁর হীনাবস্থায় তাঁর সম্বন্ধীয় বিচার অপনীত হল,  
তাঁর সমকালীন লোকদের বর্ণনা কে করতে পারে?

[৮:২৫] দে: প্রেরি ১৩:৪৮; [৮:২৫] পদ: ৪০; [৮:২৬] দে: প্রেরি ৫:১৯; [৮:২৬] প্রেরি ৬:৫; [৮:২৭] গীত ৬৮:৩১; ৮৭:৪; সফ ৩:১০; [৮:২৭] যিশা ৫৬:৩-৫; [৮:২৭] ১রাজা ৮:৪১-৪৩; যোহন ১২:২০; [৮:২৯] প্রেরি ১০:১৯; ১১:১২; ১৩:২; ২০:২৩; ২১:১১; [৮:৩৩] যিশা ৫৩:৭, ৮;

৮:২৬ যিরূশালেমে থেকে গাজার দিকে। প্রায় ৫০ মাইলের দূরত্ব। প্রাচীন গাজা নগরী ৯৩ খ্রীষ্টপূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও জনশূন্য হয়ে পড়ে। ৫৭ খ্রীষ্টপূর্বে এই নগর পুনর্নির্মাণ করা হয়, যার নতুন অবস্থান হয় প্রাচীন নগরের কিছুটা দক্ষিণে সমুদ্রের তীর ঘেঁষে।

৮:২৭ ইথিওপিয়া। তৎকালীন ইথিওপিয়া ছিল আফ্রিকার অন্যতম সমৃদ্ধশালী একটি দেশ। এর বিস্তৃতি ছিল নীলনদের এলা অঞ্চল থেকে সুদানের খার্তুম অবধি প্রথম জলপ্রপাত পর্যন্ত।

কান্দাকি। ইথিওপিয়ার রাণী-মাতার প্রচলিত উপাধি।

নপুংসক। রাণী বা রাজার ব্যক্তিগত সহকারী এবং কোষাধ্যক্ষ। সম্ভবত এখানে আক্ষরিক

অর্থে নপুংসক বা খোজা (Eunuch) বোঝানো হয় নি, বরং এটি ছিল তার উপাধি। তিনি উপাসনা করার জন্য যিরূশালেমে এসেছিলেন। যদিও এই ইথিওপীয় তথা অধিবাসী ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে যিহুদী ধর্মান্তরিত হন নি, তথাপি তিনি ছিলেন ঈশ্বরভক্ত লোক। যিরূশালেমে থেকে উপাসনা করে ফিরে যাওয়ার সময় পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করা দেখে বোঝা যায় যে, যিহুদী ধর্ম ও রীতি-নীতির সাথে তার সুদীর্ঘ পরিচিতি ছিল।

৮:৩২ পবিত্র শাস্ত্রের যে কথা। পবিত্র শাস্ত্রের এই অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছিল সেন্টিয়াজিস্ট সংস্করণের যিশা ৫৩:৭:৮ পদ থেকে।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৮ অধ্যায়

যেহেতু তাঁর জীবন পৃথিবী থেকে অপনীত হল।”

৩৪ নপুৎসক উত্তরে ফিলিপকে বললেন, নিবেদন করি, ভাববাদী কার বিষয় এই কথা বলেন? নিজের বিষয়ে, না অন্য কারো বিষয়ে? ৩৫ তখন ফিলিপ মুখ খুলে পবিত্র শাস্ত্রের সেই কথা থেকে আরম্ভ করে তাঁর কাছে যীশুর বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করলেন। ৩৬ পরে পথে যেতে যেতে তাঁরা কোন এক স্থানে উপস্থিত হলেন যেখানে জল ছিল। তখন নপুৎসক বললেন, এই দেখুন, এখানে জল আছে; আমার বাপ্তিস্ম নেবার বাধা কি? ৩৭ পরে তিনি রথ থামাতে আদেশ করলেন, আর ফিলিপ ও নপুৎসক উভয়ে জলের মধ্যে নামলেন এবং ফিলিপ তাঁকে বাপ্তিস্ম দিলেন। ৩৮ আর যখন তারা জলের মধ্য থেকে উঠলেন, তখন প্রভুর আত্মা ফিলিপকে হরণ করে নিয়ে গেলেন এবং নপুৎসক আর তাঁকে দেখতে পেলেন না, ফলে তিনি আনন্দ করতে করতে নিজের পথে চলে গেলেন। ৩৯ কিন্তু ফিলিপকে অস্‌দোদে দেখতে পাওয়া গেল; আর তিনি নগরে নগরে ভ্রমণ করে সুসমাচার প্রচার করতে করতে শেষে কৈসারিয়াতে উপস্থিত হলেন।

[৮:৩৫] মথি ৫:২; [৮:৩৫] লুক ২৪:২৭; প্রেরি ১৭:২; ১৮:২৮; ২৮:২৩; [৮:৩৫] দে: প্রেরি ১৩:৩২; [৮:৩৬] দে: প্রেরি ২:৩৮; ১০:৪৭; [৮:৩৯] ১রাজা ১৮:১২; ২রাজা ২:১৬; ইহি ৩:১২, ১৪; ৮:৩; ১১:১, ২৪; ৪৩:৫; ২করি ১২:২; ১খি ৪:১৭; প্রকা ১২:৫।

৮:৩৬ যেখানে জল ছিল। সম্ভাব্য স্থানটি হচ্ছে এলা উপত্যকায় অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র নদী, গলিয়াতকে হত্যা করার জন্য দায়ুদ যে নদীটি পার হয়েছিলেন (১ শমু ১৭:৪০); অথবা গাজার ঠিক উত্তরে অবস্থিত খাল ওয়াদি-এল-হাসি, যা অনেকগুলো স্রোতধারা এবং কূপের উৎস হিসেবে পরিচিত ছিল।

৮:৩৮ প্রভুর আত্মা ফিলিপকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। এখানে একাধারে ফিলিপের উপরে সম্পূর্ণ আত্মিক নিয়ন্ত্রণ এবং পবিত্র আত্মার পরিকল্পনা সম্পন্ন করার তৎপরতার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

৮:৩৯ অস্‌দোদ। একটি পলেস্টীয়দের নগর (১

শমু ৫:১ দেখুন)। গাজা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৯ মাইল এবং কৈসারিয়া থেকে প্রায় ৬০ মাইল।

কৈসারিয়া। এই প্রদেশে রোমীয় প্রাদেশিক শাসক তাঁর কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, কারণ এখানে একটি চমৎকার সমুদ্র-বন্দর ছিল। হেরোদ প্রদেশটির পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বিন্যাস সাধন করেন। ফিলিপ কৈসারিয়াতে অবস্থান করছেন বলে এখানে দেখানো হয়েছে; এর ২০ বছর পর আমরা আবারও তাঁর উল্লেখ পাই এবং তখনও তিনি একই স্থানে অবস্থান করছিলেন বলে দেখানো হয়েছে (২১:৮)।

### প্রেরিত ৮ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

স্তিফানের সাক্ষ্যমরণ হওয়ার পর যিরুশালেমের মণ্ডলী মারাত্মকভাবে নির্যাতিত হয়। এই তাড়নার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ছিলেন তরুণ যুবক শৌল, তিনি এত দূর গিয়েছিলেন যে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরুষ ও মহিলাদের টেনে নিয়ে গিয়ে কারাগারে দিতেন (১-৩)। এর ফলে যিহুদিয়া ও শমরিয়া জুড়ে মণ্ডলী বিস্তৃতি লাভ করেছিল, যদিও প্রেরিতেরা

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৮ অধ্যায়

যিরুশালেমেই ছিলেন। যারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল তারা সহ ফিলিপ বাক্য প্রচার করতে সর্বত্র গিয়েছিলেন। সুসমাচার প্রচার কাজ এবং আশ্চর্য কাজ করার জন্য অনেক শমরীয় বিশ্বাস করেছিল এবং বাপ্তিস্ম নিয়েছিল, যাদের মধ্যে শিমোন নামের এক জাদুকরও ছিল। যখন প্রেরিতেরা শুনেছিলেন যে, শমরীয়রা সুসমাচার গ্রহণ করেছেন তখন তাঁরা হাত রাখার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মাকে তাদের মধ্যে দেওয়ার জন্য পিতর ও যোহনকে পাঠাল। যখন শিমোন আত্মিক দান প্রদান করার ক্ষমতা কিনবার চেষ্টা করেছিল, তখন পিতর তাকে তীব্র তিরস্কার করেছিলেন এবং তাকে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন। অবশেষে পিতর ও যোহন যিরুশালেমে ফিরে গেলেন এবং শমরীয়রা অনেক গ্রামে সুসমাচার প্রচার করলেন (৫-২৫)।

এরপর ফিলিপকে একজন স্বর্গদূত যিরুশালেম এবং গাজার মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে যেতে বলেন যেখানে তিনি একজন ব্যক্তিকে তার রথে কিছু পড়তে দেখেন। তিনি ইথিওপিয়ার কান্দাকী রাণীর একজন কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এবং নপুংসক ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে যীশুর বিষয় প্রচার করেন। যখন তারা জলের কাছে আসলেন, তখন সেই নপুংসক বাপ্তিস্ম নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং ফিলিপ তার বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি শুনে তাকে বাপ্তিস্ম দিলেন। যখন তাঁরা জল থেকে উঠে এলেন তখন পবিত্র আত্মা ফিলিপকে নিয়ে গেলেন এবং নপুংসক খুব আনন্দের সাথে তার যাত্রা শুরু করলেন। ফিলিপকে পরে অস্‌দোদে দেখা গেল এবং কৈসারিয়াতে না আসা পর্যন্ত শহরগুলোতে সুসমাচার প্রচার চালিয়ে গেলেন (২৬-৪০)।

### প্রেরিত ৮ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. প্রাথমিক মণ্ডলীর উপর অত্যাচারীদের মধ্যে প্রধান কে ছিলেন? (১-৩ পদ)
২. অত্যাচার সম্পর্কে যীশু তাঁর শিষ্যদের কি সাবধানবাণী এবং সান্ত্বনা দিয়েছিলেন? (যোহন ১৬:৩৩ পদ)
৩. কি বিষয় খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে জগতের ঘৃণা সহ্য করার জন্য সাহায্য করে? (যোহন ১৫:১৮ পদ)
৪. কি কারণে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা এই জগতের উপর জয়লাভ করেছে? (যোহন ৪:৪ পদ)
৫. স্বর্গ-রাজ্যে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা কিসের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে? (১৪:২২ পদ)
৬. শমরিয়াতে ফিলিপের প্রচার-কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করুন। (৪-৮ পদ)
৭. শিমোন এবং মণ্ডলীর সাথে তার সম্পর্কের বিষয়ে বর্ণনা করুন। (৯-২৪ পদ)
৮. কিভাবে ফিলিপ ইথিওপিয়া দেশের রাজকর্মচারীর সাথে মিলিত হলেন তা বলুন। (২৬-২৯ পদ)
৯. কিভাবে ফিলিপ তাকে সাহায্য করেছিলেন? (৩২-৩৫ পদ)
১০. ফিলিপের শিক্ষা তাঁর বিশ্বাসীদের উপর কিরকম প্রভাব ফেলেছিল? (৩৬-৩৯ পদ)

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৯ অধ্যায়

### খ্রীষ্টের উপর শৌলের বিশ্বাস

৯<sup>১</sup> এদিকে শৌল তখনও প্রভুর শিষ্যদের হত্যা করবেন বলে ভয় দেখাচ্ছিলেন। <sup>২</sup> তিনি মহাপুরোহিতের কাছে গিয়ে, দামেস্ক শহরের সমাজ-গৃহগুলোতে দেবার জন্য পত্র চাইলেন, যেন যারা ‘সেই পথে’ চলে এমন পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক যে সমস্ত লোককে পান, তাদেরকে বেঁধে যিরূশালেমে আনতে পারেন। <sup>৩</sup> পরে তিনি যেতে যেতে দামেস্কের কাছ উপস্থিত হলেন, তখন হঠাৎ আকাশ থেকে আলো তাঁর চারদিকে চমকে উঠলো। <sup>৪</sup> তাতে তিনি ভূমিতে পড়ে শুনতে পেলেন, তাঁর প্রতি এই বাণী হচ্ছে, শৌল শৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছো? <sup>৫</sup> তিনি বললেন, প্রভু আপনি কে? প্রভু বললেন, আমি যীশু যাঁকে তুমি নির্যাতন করছো; <sup>৬</sup> কিন্তু উঠ, নগরে প্রবেশ কর, তোমাকে কি করতে হবে, তা বলা যাবে। <sup>৭</sup> আর তাঁর সহপথিকেরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারা ঐ বাণী শুনল বটে, কিন্তু

[৯:১] দে: প্রেরি ৮:৩; [৯:২] যিশা ১৭:১; যির ৪৯:২৩; [৯:২] প্রেরি ১৯:৯, ২৩; ২২:৪; ২৪:১৪, ২২; [৯:৩] ১করি ১৫:৮; [৯:৪] যিশা ৬:৮; [৯:৬] পদ: ১৬; ইহি ৩:২২; [৯:৭] যোহন ১২:২৯; [৯:৭] দানি ১০:৭; [৯:৮] পদ: ১৮;

৯:১ শৌল। স্ত্রিফানকে পাথর মেরে হত্যা করার সময় প্রথম শৌলের উল্লেখ পাওয়া যায় (৭:৫৮)। তিনি তর্শীশে জন্মগ্রহণ করেন এবং গমলীয়েলের অধীনে শিক্ষা লাভ করেন (২২:৩)।

হত্যা করবেন বলে ভয় প্রদর্শন করছিলেন। স্ত্রিফান ব্যতীত অন্য কোন কারো মৃত্যুতে শৌল জড়িত ছিলেন কি না তা আমাদেরকে সরাসরি বলা হয় নি। কিন্তু বিভিন্ন বাক্য অনুসারে আমরা ধরে নিতে পারি যে, তিনি বহু খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের হত্যা করেছিলেন।

৯:২ মহাপুরোহিত। সম্ভবত কাইয়াফা (৪:৬ পদের টীকা দেখুন), যিহূদিয়া ও অন্যান্য স্থানের যিহূদীদের উপরে যার কর্তৃত্ব ছিল।

দামেস্ক শহরের ... পত্র চাইলেন। সম্ভবত শান্তি কার্যকর করার জন্য অনুমতি পত্র। স্ত্রিফানের মৃত্যুর পর থেকে যিহূদী নেতারা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জোরদার পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করে এবং শৌল ছিলেন এই অত্যাচারীদের মধ্যে অগ্রগামী।

দামেস্ক। রোমীয় প্রদেশ সিরিয়াতে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর। এখানে বহুসংখ্যক যিহূদীর বসবাস ছিল। যিরূশালেম থেকে দামেস্কের দূরত্ব ছিল প্রায় ১৫০ মাইল, যা চার থেকে ছয় দিনের হাঁটাপথ।

যারা সেই পথে চলে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে যিহূদীরা অনেক সময় এই নামে ডাকতো (প্রেরিত ১৬:১৭; ১৮:২৫-২৬; ১৯:৯, ২৩; ২২:৪; ২৪:১৪, ২২; ২ পিতর ২:২ দেখুন)। যীশু খ্রীষ্ট নিজেকে ‘পথ’ বলেছেন (যোহন ১৪:৬)।

বেঁধে যিরূশালেমে আনতে পারেন। যেখানে মহাসভা বিশ্বাসীদেরকে বিনা বিচারে বা প্রহসনমূলক বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবে।

৯:৪ কেন আমাকে তাড়না করছো? মণ্ডলীকে তাড়না করার অর্থ হচ্ছে খ্রীষ্টকে তাড়না করা, কারণ মণ্ডলী তাঁর দেহ (১ করি ১২:২৭; ইফি ১:২২-২৩ দেখুন)।

৯:৫ প্রভু, আপনি কে? রব্বিদের ঐতিহ্য অনুসারে স্বর্গ থেকে এরূপ বাণী শোনা গেলে তা স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী বলে গণ্য করা হত। শৌলের নাম সন্ধান এবং উজ্জ্বল আলোর কারণে তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে রয়েছেন।

৯:৭ তারা ঐ বাণী শুনল ... দেখতে পেল না। শৌলের সাথে যারা ছিল তারা বাণীটি শুনতে পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তারা বুঝতে পারে নি যে, এর মধ্য দিয়ে কী বলা হয়েছিল।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৯ অধ্যায়

কাউকেও দেখতে পেল না। <sup>৮</sup> পরে শৌল ভূমি থেকে উঠলেন, কিন্তু চোখ মেললে পর কিছুই দেখতে পেলেন না; আর তারা তাঁর হাত ধরে তাঁকে দামেস্কে নিয়ে গেল। <sup>৯</sup> আর তিন দিন পর্যন্ত তিনি চোখে কিছু দেখতে পেলেন না এবং কিছুই ভোজন বা পান করলেন না।

<sup>১০</sup> দামেস্কে অননিয় নামে এক জন শিষ্য ছিলেন। <sup>১১</sup> প্রভু তাঁকে দর্শনযোগে বললেন, অননিয়। তিনি বললেন, প্রভু, দেখুন, এই আমি। তখন প্রভু তাঁকে বললেন, তুমি উঠে সরল নামক পথে গিয়ে যিহূদার বাড়িতে তার্ষ নগরীর শৌল নামক ব্যক্তির খোঁজ কর। <sup>১২</sup> আর দেখ, সে প্রার্থনা করছে এবং সে দেখেছে, অননিয় নামে এক ব্যক্তি এসে তার উপরে হাত রাখছে, যেন সে দৃষ্টি ফিরে পায়। <sup>১৩</sup> অননিয় উত্তরে বললেন, প্রভু, আমি অনেকের কাছে এই ব্যক্তির বিষয় শুনেছি, সে যিরূশালেমে তোমার পবিত্র লোকদের প্রতি কত উপদ্রব করেছে; <sup>১৪</sup> এই স্থানেও যত লোক তোমার নামে ডাকে, তাদের সকলকে বন্দী করার ক্ষমতা সে প্রধান পুরোহিতদের কাছ থেকে পেয়েছে। <sup>১৫</sup> কিন্তু প্রভু তাঁকে বললেন, তুমি যাও, কেননা জাতিদের ও রাজাদের এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের কাছে আমার নাম বহন করার জন্য আমি তাকে মনোনীত করেছি। <sup>১৬</sup> আমার নামের জন্য তাকে কত কষ্ট ভোগ করতে হবে তা আমি তাকে দেখাবো।

<sup>১৭</sup> তখন অননিয় চলে গিয়ে সেই বাড়িতে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর উপরে হাত রেখে বললেন, ভাই শৌল, যিনি তোমার আসার পথে তোমাকে দর্শন দিলেন, তিনি প্রভু যীশু। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, যেন তুমি দৃষ্টি পাব এবং পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হও।

[৯:১০] প্রেরি ১০:৩, ১৭, ১৯; ১২:৯; ১৬:৯, ১০; ১৮:৯; [৯:১১] পদ: ৩০; প্রেরি ১১:২৫; ২১:৩৯; ২২:৩; [৯:১২] দে: মার্ক ৫:২৩; [৯:১৩] পদ: ৩২; প্রেরি ২৬:১০; রোমী ১:৭; ১৫:২৫, ২৬, ৩১; ১৬:২, ১৫; ইফি ১:১; ফিলি ১:১; [৯:১৩] দে: প্রেরি ৮:৩; [৯:১৪] পদ: ২, ২১; [৯:১৪] দে: প্রেরি ২:২১; [৯:১৫] প্রেরি ১৩:২; রোমী ১:১; গালা ১:১৫; ১তীম ১:১২; [৯:১৫] রোমী ১১:১৩; ১৫:১৫, ১৬; গালা ১:১৬; ২:৭, ৮; [৯:১৫] প্রেরি ২৫:২২, ২৩; ২৬:১; [৯:১৬] প্রেরি ২০:২৩; ২১:১১; ২করি ৬:৪-১০; ১১:২৩-২৭; ১তীম ১:৮; ২:৩, ৯; [৯:১৭] দে: প্রেরি ৬:৬; [৯:১৭] দে: লুক ১:১৫;

**৯:১০ অননিয়।** একজন ভক্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ও পরিচর্যাকারী। তাঁর হিব্রু ‘হননিয়’ নামটির গ্রীক রূপ এই পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ ‘প্রভু অনুগ্রহশীল’ বা ‘প্রভু দয়াময়’।

**৯:১১ সরল নামক পথ।** সম্ভবত দীর্ঘ পথটির কোন বাঁক ছিল না বলে এই নামকরণ করা হয়েছিল। বর্তমানে পথটি দামেস্ক নগরীর মধ্য দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে গিয়েছে। এটি এখন *দারব-আল-মুস্তাকিম* নামে পরিচিত।

**প্রার্থনা করছে।** প্রেরিতদের কার্যাবলী ও প্রেরিতদের কার্য-বিবরণপুস্তকে প্রার্থনা করার সময় দর্শন লাভের বেশ কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় (লুক ১:১০; ৩:২১; ৯:২৮; প্রেরিত ১০:৯-১১ দেখুন)।

**৯:১২ সে দেখেছে।** আমরা পৌলের প্রথম

তিনটি দর্শনকে পৃথকভাবে দেখতে পারি: দামেস্কের পথে (পদ ৪), যিহূদার গৃহে (পদ ১২) এবং যিরূশালেমে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময়ে (২২:১৭)।

**৯:১৭ যিনি ... তিনি প্রভু যীশু।** দামেস্কের রাস্তায় শৌলের অভিজ্ঞতা কেবল এক দর্শন ছিল না। পুনরুত্থিত যীশু খ্রীষ্টই স্বয়ং শৌলের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং এই সত্যতার ভিত্তিতে শৌল একজন প্রেরিত হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য যোগ্যতা।

**পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হও।** মন পরিবর্তনের তিন দিন পর শৌলের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণ ঘটে। পঞ্চাশত্তমীতে প্রেরিতদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, শৌলের ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক একই ঘটনা দেখতে পাই। প্রথমে তিনি

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৯ অধ্যায়

<sup>১৮</sup> আর অমনি তাঁর চোখ থেকে যেন আঁশ পড়ে গেল, তিনি দৃষ্টি ফিরে পেলেন এবং উঠে বাপ্তিস্ম নিলেন। <sup>১৯</sup> পরে আহাৰ করে শক্তি লাভ করলেন।

#### দামেস্কে শৌলের প্রচার

<sup>২০</sup> আর তিনি কয়েক দিন দামেস্কের শিষ্যদের সঙ্গে থাকলেন এবং সময় নষ্ট না করে সমাজ-গৃহে সমাজ-গৃহে এই বলে প্রচার করতে লাগলেন যে, যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। <sup>২১</sup> আর যারা তাঁর কথা শুনতে পেল, তারা সকলে চমৎকৃত হয়ে বলতে লাগল, যিরূশালেমে যারা এই নামে ডাকে তাদেরকে যে ব্যক্তি উৎপাটন করতো, এ কি সেই ব্যক্তি নয়? এখানে যারা সেই পথে চলে তাদেরকে বন্দী করে প্রধান পুরোহিতদের কাছে নিয়ে যাবার জন্যই কি সে এখানে আসে নি? <sup>২২</sup> কিন্তু শৌল উত্তরোত্তর শক্তিমানে হয়ে উঠলেন এবং যীশুই যে খ্রীষ্ট তা প্রমাণ করে দামেস্ক-নিবাসী যিহূদীদেরকে নিরন্তর করতে লাগলেন।

#### যিহূদীদের হাত থেকে শৌলের পালিয়ে যাওয়া

<sup>২৩</sup> এর কিছু দিন পরে যিহূদীরা তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ করলো, <sup>২৪</sup> কিন্তু শৌল তাঁদের চক্রান্ত জানতে পারলেন। আর তারা যেন তাঁকে হত্যা করতে পারে, এজন্য নগর-দ্বারগুলো দিনরাত পাহারা দিতে লাগল। <sup>২৫</sup> কিন্তু একদিন রাতে তাঁর সাগরদেবরা তাঁকে নিয়ে একটি বুড়িতে করে প্রাচীর দিয়ে নামিয়ে দিল।

#### যিরূশালেমে শৌল

<sup>২৬</sup> পরে তিনি যিরূশালেমে উপস্থিত হয়ে শিষ্যদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সকলে তাঁকে ভয় করতে লাগলো। তারা এই কথা বিশ্বাস করতে পারল না যে, তিনি

[৯:১৮] দে: প্রেরি ২:৩৮; [৯:১৯] দে: প্রেরি ১১:২৬; [৯:১৯] প্রেরি ২৬:২০; [৯:২০] প্রেরি ১৩:৫, ১৪: ১৪:১; ১৭:২, ১০, ১৭; ১৮:৪, ১৯; ১৯:৮; [৯:২০] দে: মথি ৪:৩; [৯:২১] দে: প্রেরি ৮:৩; [৯:২১] পদ: ১৪; [৯:২২] দে: লুক ২:১১; প্রেরি ৫:৪২; ১৭:৩; ১৮:৫, ২৮; [৯:২৩] দে: প্রেরি ২০:৩; [৯:২৪] প্রেরি ২০:৩, ১৯; ২৩:১৬, ৩০; [৯:২৫] ১শমু ১৯:১২; ২করি ১১:৩২, ৩৩; [৯:২৬] প্রেরি ২২:১৭; ২৬:২০; গালা ১:১৭, ১৮;

নতুন জন্মের অভিজ্ঞতা লাভ করেন, অর্থাৎ পরিত্রাণ গ্রহণ করেন, এরপরে তিনি পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। শৌলের প্রতি পবিত্র আত্মার এই অবতরণ ছিল প্রচার ও পরিচর্যা কাজের জন্য তাঁর ক্ষমতা লাভ ও অভিষেকের স্পষ্ট নিদর্শন।

**৯:২০ যীশু-ই ঈশ্বরের পুত্র।** শৌল দামেস্কের রাস্তায় যে দর্শন ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, সেটাই তিনি তাঁর প্রচারের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করছিলেন— যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও খ্রীষ্টত্ব।

**৯:২২ যীশু-ই যে খ্রীষ্ট তা প্রমাণ করে।** এখানে ‘প্রমাণ করা’ শব্দটির গ্রীক প্রতিশব্দ (সিমবিবায়ু) এই অর্থ প্রকাশ করে যে, এই প্রক্রিয়ায় পবিত্র শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অংশগুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে এগুলোর পরিপূর্ণতা

লাভকারী ঘটনাগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হত। পৌল এই প্রক্রিয়ায় দেখিয়েছেন যে, পবিত্র শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো থেকে উদ্ভূত সাক্ষ্য-প্রমাণ সরাসরি যীশু খ্রীষ্টের কথা বলে।

**৯:২৩ এর কিছু দিন পরে।** তিন বছর (গালা ১:১৭-১৮ দেখুন); সম্ভবত এই সময়টি তিনি আরবে কাটিয়েছিলেন, যা ছিল দামেস্কের পার্শ্ববর্তী দেশ।

**যিহূদীরা তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ করলো।** পৌল দামেস্কে ফিরে আসার পর রাজা আরিতার অধীনস্থ শাসকেরা তাঁর প্রেফতারের আদেশ দিয়েছিল (২ করি ১১:৩২)।

**৯:২৬ সকলে তাঁকে ভয় করতে লাগলো।** গালা ১:১৯ পদ থেকে আমরা জানি যে, পিতর ও যীশু খ্রীষ্টের ভাই যাকোব ছাড়া সকল প্রেরিত



### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৯ অধ্যায়

শিষ্য হয়েছেন। <sup>২৭</sup> তখন বার্নাবা তাঁর হাত ধরে প্রেরিতদের কাছে নিয়ে গেলেন এবং পথের মধ্যে তিনি কিভাবে প্রভুকে দেখতে পেয়েছেন ও প্রভু যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং কিভাবে তিনি দামেস্কে যীশুর নামে সাহসপূর্বক প্রচার করেছেন, এসব তাঁদের কাছে বর্ণনা করলেন। <sup>২৮</sup> আর শৌল যিরূশালেমে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন, ভিতরে আসতেন ও বাইরে যেতেন, প্রভুর নামে সাহসপূর্বক প্রচার করতেন। <sup>২৯</sup> তিনি গ্রীক ভাষাবাদী যিহুদীদের সঙ্গে কথাবার্তা ও তর্ক করতেন, কিন্তু তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। <sup>৩০</sup> বিশ্বাসী ভাইয়েরা এই কথা জানতে পেয়ে তাঁকে কৈসারিয়াতে নিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে তায় নগরে পাঠিয়ে দিলেন।

<sup>৩১</sup> তখন যিহুদিয়া, গালীল ও শমরিয়ার সর্বত্র মণ্ডলী শান্তিভোগ করতে ও গ্রথিত হতে লাগল এবং প্রভুর ভয়ে ও পবিত্র আত্মার আশ্বাসে চলতে চলতে বহুসংখ্যক হয়ে উঠলো।

#### ঐনিয়ের সুস্থতা লাভ

<sup>৩২</sup> আর পিতর সকল স্থানে ভ্রমণ করতে করতে লুদা-নিবাসী পবিত্র লোকদের কাছেও গেলেন। <sup>৩৩</sup> সেই স্থানে তিনি ঐনিয় নামে এক ব্যক্তির দেখা পান যে পক্ষাঘাত রোগে আট বছর যাবৎ বিছানায় পড়ে ছিল। <sup>৩৪</sup> পিতর তাকে বললেন, ঐনিয়, যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে সুস্থ করলেন, উঠ, তোমার বিছানা তুলে নাও। <sup>৩৫</sup> তাতে সে তৎক্ষণাৎ উঠলো। তখন লুদা ও শারোণ-নিবাসী সমস্ত লোক তাকে দেখতে পেল এবং তারা প্রভুর প্রতি ফিরল।

#### লুদা ও য়াফোতে পিতর

<sup>৩৬</sup> আর য়াফোতে টাবিথা নাম্নী এক শিষ্যা ছিলেন, অনুবাদ করলে এই নামের অর্থ দর্কা

[৯:২৭] দে: প্রেরি ৪:৩৬; [৯:২৭] পদ: ৩-৬; [৯:২৭] পদ: ২০, ২২; [৯:২৯] প্রেরি ৬:১; [৯:২৯] ২করি ১১:২৬; [৯:৩০] দে: প্রেরি ১:১৬; [৯:৩০] দে: প্রেরি ৮:৪০; [৯:৩০] দে: পদ: ১১; [৯:৩১] প্রেরি ৮:১; [৯:৩১] দে: প্রেরি ২:৪১; [৯:৩২] দে: পদ: ১৩; [৯:৩৪] প্রেরি ৩:৬, ১৬; ৪:১০; [৯:৩৫] ১বংশা ৫:১৬; ২৭:২৯; পরম ২:১; যিশা ৩৩:৯; ৩৫:২; ৬৫:১০; [৯:৩৫] দে: প্রেরি ২:৪১; [৯:৩৬] যিহো ১৯:৪৬; ২বংশা ২:১৬; ইস্রা ৩:৭; যোনা ১:৩; প্রেরি ১০:৫; [৯:৩৬] ১তীম ২:১০; তীত ৩:৮;

পৌলের কাছ থেকে দূরে ছিলেন। যাকোব বারোজনের একজন না হলেও প্রেরিতের সমান পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

**৯:২৯ কথোপকথন ও তর্ক করতেন।** আগে শৌল যীশু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে কাজ করতেন; আর এখন তিনি জোর দিয়ে খ্রীষ্টরূপে যীশুকে উপস্থাপন করার জন্য কথা বলছেন এবং বাদানুবাদ করছেন।

**৯:৩১ মণ্ডলী।** যিহুদিয়া, গালীল ও শমরিয়া সহ সমস্ত অঞ্চলের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে একত্রে বোঝানো হয়েছে।

**পবিত্র আত্মার আশ্বাসে চলতে চলতে।** সমগ্র প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ পুস্তক জুড়ে পবিত্র আত্মার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কার্য সাধনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এ কারণে অনেক সময় এই

পুস্তকটিকে পবিত্র আত্মার কার্য-বিবরণ বলা হয়।

**৯:৩২ লুদা।** য়াফো ও যিরূশালেমকে সংযোগকারী সড়কের দুই থেকে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি নগর। য়াফো থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১২ মাইল। এর আধুনিক নাম লোদ।

**৯:৩৩ ঐনিয়।** যেহেতু বিশ্বাসীদের পরিদর্শন করতে পিতর লুদায় গিয়েছিলেন, সেহেতু ঐনিয় সম্ভবত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের একজন ছিলেন।

**৯:৩৫ শারোণ।** ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে য়াফো থেকে কৈসারিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ এক উর্বর সমভূমি।

**৯:৩৬ য়াফো।** যিহুদিয়ার প্রধান সমুদ্র-বন্দর, যিরূশালেম থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৩৮ মাইল।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৯ অধ্যায়

[হরিণী]; তিনি নানা সৎকর্ম ও দানকার্যে ব্যাপ্ত ছিলেন। <sup>৩৭</sup> ঘটনাক্রমে তিনি সেই সময়ে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। তাতে লোকেরা তাকে স্নান করিয়ে উপরের কুঠরীতে শয়ন করিয়ে রাখল। <sup>৩৮</sup> আর লুদা যাকোবের নিকটবর্তী হওয়াতে, পিতর লুদায় আছেন শুনে শিষ্যেরা তাঁর কাছে দু'জন লোক পাঠিয়ে বিনতি করলো, আপনি আমাদের এখান পর্যন্ত আসতে বিলম্ব করবেন না। <sup>৩৯</sup> তখন পিতর উঠে তাদের সঙ্গে চললেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হলে তারা তাঁকে সেই উপরের কুঠরীতে নিয়ে গেল, আর বিধবারা সকলে তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকল এবং দর্কা তাদের সঙ্গে থাকবার সময়ে যেসব জামা ও কাপড় প্রস্তুত করেছিলেন সেসব দেখাতে লাগল। <sup>৪০</sup> কিন্তু পিতর সকলকে বের করে দিয়ে হাঁটু পেতে প্রার্থনা করলেন; পরে সেই দেহের দিকে ফিরে বললেন, টাবিথা, উঠ। তাতে তিনি চোখ মেললেন এবং পিতরকে দেখে উঠে বসলেন। <sup>৪১</sup> তখন পিতর হাত ধরে তাকে উঠালেন এবং পবিত্র লোকদেরকে ও বিধবাদেরকে ডেকে তাদের দেখালেন যে, দর্কা জীবিত হয়ে উঠেছেন। <sup>৪২</sup> এই কথা যাকোব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো এবং অনেক লোক প্রভুতে বিশ্বাস করল। <sup>৪৩</sup> আর পিতর অনেক দিন যাকোবের, শিমোন নামক এক জন চর্মকারের বাড়িতে অবস্থিতি করলেন।

[৯:৩৭] প্রেরি ১:১৩; ২০:৮; [৯:৩৮] দে: প্রেরি ১১:২৬; [৯:৩৯] প্রেরি ৬:১; ১তীম ৫:৩; [৯:৪০] মথি ৯:২৫; [৯:৪০] লুক ২২:৪১; প্রেরি ৭:৬০; [৯:৪০] দে: লুক ৭:১৪; [৯:৪২] দে: প্রেরি ২:৪১; [৯:৪৩] প্রেরি ১০:৬।

বর্তমানে এই ঐতিহাসিক নগরটি তেল আবিবের যাকফ নামে পরিচিত এক শহরতলী।

**৯:৩৭ তাকে স্নান করিয়ে।** কবর দেবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের একটি রীতি, যা যিহুদী ও গ্রীক উভয় জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল।

**উপরের কুঠরী।** যদি কবর দিতে দেরি হলে নিয়ম অনুসারে মৃতদেহ উপরের কুঠরীতে রাখা হত। যিরুশালেমে কোন ব্যক্তি মারা গেলে সেদিনই কবর দিতে হত, কিন্তু যিরুশালেমের বাইরে মারা গেলে কবর দেবার আগ পর্যন্ত তিন দিন মৃতদেহ রাখার অনুমতি ছিল।

**৯:৩৮ আসতে বিলম্ব করবেন না।** সম্ভবত তারা আশা করছিলেন যে, পিতর শীঘ্র এসে উপস্থিত হলে টাবিথাকে জীবিত করে তুলতে পারবেন।

**৯:৪০ সকলকে বের করে ... প্রার্থনা করলেন।** ঠিক একইভাবে যীশু খ্রীষ্টও যারীরের কন্যাকে

জীবিত করার আগে সকলকে ঘর থেকে চলে যেতে বলেছিলেন। তবে পিতর যীশু খ্রীষ্টের মত কর্তৃত্ব সহকারে আদেশ না দিয়ে আগে হাঁটু পেতে প্রার্থনা করলেন।

**৯:৪৩ শিমোন নামক একজন চর্মকার।** পবিত্র বাইবেলে প্রায়শই বিভিন্ন ব্যক্তির নামের সাথে তার পেশা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে করে তাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় (যেমন প্রেরিত ১৬:১৪; ১৮:৩; ১৯:২৪; ২ তীম ৪:১৪)। একজন চর্মকার মৃত প্রাণীর চামড়া দিয়ে বিভিন্ন ব্যবহার্য বস্তু তৈরির কাজ করতো, তাই যিহুদী আইন-কানুন অনুসারে অশুচি প্রাণীর সংস্পর্শে আসায় সে অনেকের দ্বারা তুচ্ছীকৃত হত। কিন্তু পিতরের এই চর্মকারের গৃহে আশ্রয় নিয়ে যিহুদীদের রীতি-নীতি প্রত্যাখ্যান করলেন।

### প্রেরিত ৯ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

যিরুশালেমের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপর অত্যাচার করে সম্ভ্রষ্ট না হয়ে শৌল মহাযাজকের কাছ

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ৯ অধ্যায়

থেকে দামেস্কে গিয়ে বিশ্বাসীদের খুঁজে বের করে যিরুশালেমে নিয়ে আসার অনুমতি পেয়েছিলেন। দামেস্কে কাছের শৌল জীবিত যীশুর দর্শন পেয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী নির্দেশের জন্য শৌলকে দামেস্কে যেতে বলা হল এবং অন্ধ অবস্থায় তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল, যেখানে তিনি তিন দিন অপেক্ষা করেছিলেন এবং কিছু খান নি (১-৯)। তারপর প্রভু অননিয় নামের এক শিষ্যকে দেখা দিলেন এবং শৌলের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবার জন্য তাঁকে পাঠান এবং তাঁকে বলেন যে, খ্রীষ্টের জন্য নির্বাচিত পাত্র হিসেবে তিনি কি করবেন। দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়ে শৌল বাপ্তিস্ম নেন এবং আবারও খাওয়া-দাওয়া শুরু করেন। কিছু দিন শৌল দামেস্কে ছিলেন এবং সমাজ-গৃহে প্রচার করতে শুরু করলেন যে, যীশুই হচ্ছেন ঈশ্বরের পুত্র, খ্রীষ্ট। যারা জানত যে, তিনিই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের খেঁজার করতে এই শহরে এসেছিলেন, তারা অবাক হয়েছিল (১০-১৯)।

অনেকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর শৌল দামেস্কে যিহূদীদের দ্বারা হত্যার ষড়যন্ত্র থেকে অশ্লের জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি যিরুশালেমে গিয়েছিলেন যেখানে বার্নাবা তাঁর পক্ষে কথা বলার পর বিশ্বাসী ভাইয়েরা তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। যিহূদীদের আরেকটি চক্রান্ত ভাইদেরকে তাঁকে কৈসারিয়াতে নিয়ে আসা এবং তর্ষ শহরে পাঠানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। এরপর যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়ার মণ্ডলীগুলো শান্তি উপভোগ করে এবং প্রভুর ভয়ে এবং পবিত্র আত্মার সাক্ষ্যে বেড়ে উঠে (২০-৩১)।

এরপর লুক পিতরের করা দুটি আশ্চর্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন। প্রথমে করেন লুদাতে, যেখানে পিতর ঐনিয়েকে সুস্থ করেছিলেন। এর ঘটনার ফলে লুদা ও শারণের অনেকে প্রভুর দিকে ফিরে। নিকটবর্তী যাকোবে টাবিথা (দর্কা) নামের এক শিষ্যা অসুস্থ হয়ে মারা যান। পিতর টাবিথাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেন, যার ফলে যাকোবের অনেক লোক প্রভুর উপর বিশ্বাস করতে শুরু করে। পিতর এরপর অনেক দিন যাকোবে ছিলেন এবং শিমন, যিনি চামড়ার কাজ করতেন, তার বাড়িতে ছিলেন (৩২-৪৩)।

### প্রেরিত ৯ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. দামেস্কে যাওয়ার পথে শৌলের পরিবর্তন হওয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (১-৯ পদ)
২. অননিয়ের দর্শন এবং শৌলের সাথে সাক্ষাতের ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (১০-১৮ পদ)
৩. কেন শৌলের মত লোকেদের কাছে যীশুর বিষয়ে বলার জন্য সময় দেওয়া এবং এর জন্য পরিশ্রম করা সার্থক?
৪. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের তাড়নায় শৌলের উৎসাহের এবং ব্যক্তির প্রভাব কি ছিল? (২০-২৯ পদ)
৫. শৌলের সাক্ষ্যকে কি বিষয়টি মহা মূল্যবান করে তুলেছিল?
৬. কষ্ট এবং তাড়না ছাড়া খ্রীষ্টীয় চরিত্র উন্নয়নের জন্য আর কি প্রয়োজন? (রোমীয় ৫:৩-৫ পদ)

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১০ অধ্যায়

৭. যখন পৌল প্রথম প্রচার করতে শুরু করলেন তখন লোকেরা কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানালো? (২১ পদ)
৮. শিম্যোরা পৌলকে রক্ষা করতে কি করেছিলেন? (২৫ পদ)
৯. যিরুশালেমে পৌলের প্রতি শিষ্যদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? (২৬ পদ)
১০. কোন্ অবস্থায় বার্নাবার সাথে পৌলের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল? (২৬-৩০ পদ)
১১. অত্যাচারের পর মণ্ডলীর অবস্থা কি হয়েছিল? (৩১ পদ)
১২. পিতর লুদা গ্রামে কি করেছিলেন? (৩২-৩৪ পদ)
১৩. এর ফলাফল কি ছিল? (৩৪ পদ)
১৪. দর্কার প্রতি কি ঘটেছিল? (৩৭-৪৩ পদ)

### পিতর ও কর্নেলিয়াস

**১০**<sup>১</sup> কৈসারিয়াতে কর্নেলিয়াস নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ইতালীয় নামক সৈন্যদলের এক জন শতপতি।<sup>২</sup> তিনি ঈশ্বরভক্ত ছিলেন এবং সমস্ত পরিবারের সঙ্গে ঈশ্বরকে ভয় করতেন। তিনি লোকদেরকে অনেক দান করতেন এবং সব সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন।<sup>৩</sup> এক দিন অনুমান বিকাল তিন ঘটিকার সময়ে তিনি

[১০:১] দে: প্রেরি ৮:৪০; [১০:২] পদ: ২২, ৩৫; প্রেরি ১৩:১৬, ২৬; [১০:৩] গীত ৫৫:১৭; প্রেরি ৩:১; [১০:৩] দে: প্রেরি ৯:১০; [১০:৩] দে: প্রেরি ৫:১৯;

**১০:১ কর্নেলিয়াস।** একজন রোমীয় শতপতি। এই ল্যাটিন নামটি নেওয়া হয়েছে কর্নেলিয়াস সূলা নামক ব্যক্তির নাম থেকে, যিনি আলোচ্য প্রেক্ষাপটের প্রায় ১০০ বছর আগে প্রায় ১০ হাজার দাসকে মুক্ত করেছিলেন। মুক্তিপ্রাপ্ত সকল দাস তাদের নামের সাথে সম্মানসূচক কর্নেলিয়াস নামটি যুক্ত করতো।

**ইতালীয় নামক সৈন্যদল।** সম্ভবত এই দলের অধিকাংশ সৈন্য ইতালীয় বংশোদ্ভূত ছিল, যে কারণে দলটির এই নামকরণ করা হয়েছে। সিরিয়াতে প্রাপ্ত ৬৯ খ্রীস্টাব্দের একটি শিলালিপিতে এ ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্ববৃহৎ রোমীয় সৈন্যবাহিনীর একককে বলা হত লিজিয়ন, যা প্রায় ৬ হাজার সৈন্য দ্বারা গঠিত হত। এই লিজিয়নকে ৬ ভাগে ভাগ করে ১ হাজার সৈন্য নিয়ে একটি রেজিমেন্ট গঠিত হত। প্রতিটি রেজিমেন্টকে আবার ১০ ভাগে ভাগ করে ১০০ জন সৈন্যের একেকটি দল গঠন

করা হত। এমনই ১০০ সৈন্যের একটি দলের নাম ছিল ‘ইতালীয়’। এছাড়া ‘আগস্তীয়’ নামে একটি সৈন্যদলের উল্লেখ পাওয়া যায় (প্রেরিত ২৭:১)।

**শতপতি।** ১০০ সৈন্যবিশিষ্ট সৈন্যদল পরিচালনা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাপতি।

**১০:২ ঈশ্বর-ভক্ত ... ঈশ্বরকে ভয় করতেন।** তিনি যিহুদী ধর্মাস্তরিত হন নি ঠিকই, কিন্তু তিনি এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন এবং যিহুদীদের নৈতিক শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তিনি ও তাঁর পরিবার পৌত্তলিক ছিলেন না, অর্থাৎ তাঁরা অন্য আর কোন দেবতার উপাসনা করতেন না।

**১০:৩ অনুমান বিকাল তিন ঘটিকা।** কর্নেলিয়াস যে যিহুদী ধর্মীয় রীতি অনুশীলন করতেন তা আমরা এখানে দেখতে পাই। বিকাল তিনটা ছিল যিহুদীদের প্রার্থনার সময়।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১০ অধ্যায়

দর্শনে স্পষ্ট দেখলেন যে, ঈশ্বরের এক দূত তার কাছে ভিতরে এসে বলছেন, কর্ণেলিয়।<sup>৪</sup> তখন তিনি তাঁর প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে ভয় পেয়ে বললেন, প্রভু, কি চান? স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, তোমার প্রার্থনা ও তোমার দানগুলো স্মরণীয় হিসেবে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।<sup>৫</sup> আর এখন তুমি যাফোতে লোক পাঠিয়ে শিমোন, যাকে পিতর বলে, তাকে ডেকে আন;<sup>৬</sup> সে শিমোন নামে এক জন চর্মকারের বাড়িতে অবস্থিতি করছে, তার বাড়ি সমুদ্রের ধারে ছিল।<sup>৭</sup> কর্ণেলিয়ের সঙ্গে যে স্বর্গদূত কথা বললেন, তিনি চলে গেলে পর কর্ণেলিয় বাড়ির ভৃত্যদের মধ্যে দুই জনকে এবং যারা সব সময় তাঁর সেবা করতো, তাদের মধ্য থেকে এক জন ঈশ্বরভক্ত সেনাকে ডাকলেন,<sup>৮</sup> আর তাদেরকে সমস্ত কথা বলে যাফোতে পাঠিয়ে দিলেন।

<sup>৯</sup> পরদিন তারা পথে যেতে যেতে যখন নগরের কাছে উপস্থিত হল, তখন পিতর অনুমান বেলা দুপুর সময় প্রার্থনা করার জন্য ছাদের উপরে উঠলেন।<sup>১০</sup> তখন তাঁর খুব খিদে পেয়েছিল, তাঁর আহার করার ইচ্ছা হল; কিন্তু লোকেরা খাদ্য প্রস্তুত করছে, এমন সময়ে তিনি তন্দ্রার মত অবস্থায় ছিলেন।<sup>১১</sup> আর দেখলেন, আকাশ খুলে গেছে এবং একখানা বড় চাদরের মত কোন পাত্র নেমে আসছে, তা চারকোণে ধরে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে;<sup>১২</sup> আর তার মধ্যে পৃথিবীর সব রকমের চতুষ্পদ ও সরীসৃপ এবং আকাশের পাখি আছে।<sup>১৩</sup> পরে তাঁর প্রতি এই বাণী হল, উঠ, পিতর, মেরে ভোজন কর।<sup>১৪</sup> কিন্তু পিতর বললেন, প্রভু, এমন না হোক; আমি কখনও কোন অশুচি কিম্বা অশুচি দ্রব্য ভোজন করি নি।<sup>১৫</sup> তখন

[১০:৪] গীত ২০:৩; দে: মথি ১০:৪২; ২৬:১৩; [১০:৪] প্রকা ৮:৪; [১০:৫] দে: প্রেরি ৯:৩৬; [১০:৬] প্রেরি ৯:৪৩; [১০:৮] দে: প্রেরি ৯:৩৬; [১০:৯] দে: মথি ২৪:১৭; [১০:১০] প্রেরি ২২:১৭; [১০:১১] দে: মথি ৩:১৬; [১০:১৪] প্রেরি ৯:৫; [১০:১৪] লেবী ১১:৪-৮, ১৩-২০; ২০:২৫; দ্বি:বি ১৪:৩-২০; ইহি ৪:১৪;

দর্শনে স্পষ্ট দেখলেন। কোন স্বপ্ন বা বিহ্বল অবস্থায় নয়, কিন্তু প্রার্থনায় রত অবস্থায় দূত মারফত কর্ণেলিয় এই প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন।

**১০:৪ দান সকল স্মরণীয় রূপে।** শস্য উৎসর্গের একটি অংশ বেদিতে জ্বালানো হত, যাকে বলা হত ‘স্মরণার্থক উৎসর্গ’ (লেবী ২:২)। আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে স্মরণার্থক উৎসর্গ হিসেবে গণ্য হয়, যাত তাঁকে স্মরণ করায় যে, আমরা বিশ্বাসে ও ভক্তিতে তাঁর সম্মুখে নিবেদিত রয়েছি।

**১০:৯ প্রার্থনা করার জন্য ছাদের উপরে উঠলেন।** ইত্রায়েল ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বাইরের দিকে সিঁড়ি রাখাসহ সমতল ছাদ রাখা পূর্বদেশীয় ঘরের রীতি ছিল। ছাদ বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার জন্য ব্যবহৃত হত।

**১০:১০ তিনি তন্দ্রার মত অবস্থায় ছিলেন।**

ঈশ্বর পিতরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তাঁকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন। এটি সাধারণ কল্পনা বা স্বপ্ন নয়। পিতরের চেতনাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দর্শন গ্রহণ করার জন্য এক অতি উচ্চ অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

**১০:১১ চার কোণ।** কোণ শব্দটির গ্রীক প্রতিশব্দ ‘আরকে’, যার আক্ষরিক অর্থ ‘আরম্ভ’। চিকিৎসা শাস্ত্রে শব্দটি ব্যাভেজের প্রান্ত এবং নৌবিদ্যার ভাষায় ‘দড়ি’ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

**১০:১২ সর্বপ্রকার চতুষ্পদ ... পাখি।** লেবী ১১ অধ্যায় অনুসারে শুচি ও অশুচি প্রাণীসহ।

**১০:১৪ প্রভু, এমন না হোক।** পিতর শুচি ও অশুচি বস্তুর নিয়ম-কানুন পালনে এতটাই গভীরভাবে অভ্যস্ত ছিলেন যে, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ঈশ্বরের আদেশের প্রতি বাধ্য হতে অস্বীকার করলেন।

অশুচি কিম্বা অশুচি দ্রব্য। প্রচলিত নিয়মের

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১০ অধ্যায়

দ্বিতীয় বার তাঁর প্রতি এই বাণী হল, ঈশ্বর যা শুচি করেছেন, তুমি তা অশুচি বলো না।  
<sup>১৬</sup> এরকম তিন বার হল, পরে তৎক্ষণাৎ ঐ পাত্র আকাশে তুলে নেওয়া হল।

<sup>১৭</sup> পিতর সেই যে দর্শন পেয়েছিলেন, তার কি অর্থ হতে পারে, এই বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করছিলেন, ইতোমধ্যে দেখ, কর্ণালিয়ের প্রেরিত লোকেরা শিমোনের বাড়ির অনুসন্ধান করে ফটক দুয়ারে এসে দাঁড়াল, <sup>১৮</sup> আর ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, শিমোন যাঁকে পিতর বলে, তিনি কি এখানে থাকেন? <sup>১৯</sup> পিতর সেই দর্শনের বিষয়ে ভাবছেন, এমন সময়ে পবিত্র আত্মা বললেন, দেখ, তিন জন লোক তোমার খোঁজ করছে। <sup>২০</sup> কিন্তু তুমি উঠে নিচে যাও, তাদের সঙ্গে গমন কর, কিছুমাত্র সন্দেহ করো না, কারণ আমিই তাদেরকে প্রেরণ করেছি। <sup>২১</sup> তখন পিতর সেই লোকদের কাছে নেমে গিয়ে বললেন, দেখ, তোমরা যার খোঁজ করছো, আমি সেই ব্যক্তি; তোমরা কি জন্য এসেছ? <sup>২২</sup> তারা বললো, শতপতি কর্ণালিয়, এক জন ধার্মিক লোক, যিনি ঈশ্বরকে ভয় করেন এবং সমস্ত যিহূদী জাতির মধ্যে যাঁর সুখ্যাতি আছে। তিনি পবিত্র দূতের দ্বারা আদেশ পেয়েছেন, যেন আপনাকে ডেকে নিজের বাড়িতে এনে আপনার নিজের মুখের কথা শুনেন। <sup>২৩</sup> তখন পিতর তাদেরকে ভিতরে ডেকে এনে নিয়ে তাদের আতিথ্য করলেন।

পরদিন উঠে তিনি তাদের সঙ্গে চললেন, আর যাকোব-নিবাসী ভাইদের মধ্যে কয়েকজনও তাঁর সঙ্গে গমন করলেন। <sup>২৪</sup> পরদিন তাঁরা কৈসারিয়াতে প্রবেশ করলেন; তখন কর্ণালিয় তাঁর জ্ঞাতীদেরকে ও আত্মীয় বন্ধুদেরকে ডেকে একত্র করে তাঁদের অপেক্ষা করছিলেন। <sup>২৫</sup> পরে পিতর যখন প্রবেশ করলেন, তখন কর্ণালিয় তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর পায়ে পড়ে প্রণিপাত করলেন। <sup>২৬</sup> কিন্তু পিতর তাঁকে উঠালেন, বললেন, উঠুন; আমি নিজেও তো এক জন মানুষ। <sup>২৭</sup> পরে তিনি আলাপ করতে করতে প্রবেশ করে দেখলেন,

[১০:১৫] পদ: ২৮; আদি ৯:৩; মথি ১৫:১১; লূক ১১:৪১; প্রেরি ১১:৯; রোমী ১৪:১৪, ১৭, ২০; ১করি ১০:২৫; ১তীম ৪:৩, ৪; ১তী ১:১৫; [১০:১৭] দে: প্রেরি ৯:১০; [১০:১৭] পদ: ৭, ৮; [১০:১৯] দে: প্রেরি ৯:১০; [১০:১৯] দে: প্রেরি ৮:২৯; [১০:২০] প্রেরি ১৫:৭-৯; [১০:২২] পদ: ২; [১০:২২] প্রেরি ১১:১৪; [১০:২৩] দে: প্রেরি ১:১৬; [১০:২৩] পদ: ৪৫; প্রেরি ১১:১২; [১০:২৪] দে: প্রেরি ৮:৪০; [১০:২৬] প্রেরি ১৪:১৫; প্রকা ১৯:১০; ২২:৮, ৯; [১০:২৭] পদ: ২৪;

বাইরে যে কোন কিছু খাওয়া আইন-কানুনে নিষিদ্ধ ছিল। যীশু খ্রীষ্ট যিহূদী আইন-কানুনের শুচি ও অশুচি খাবার সম্পর্কিত সকল নিয়ম-কানুন বাতিল করেছেন, যেগুলো মার্ক ৭:১৮-২০ পদে উল্লিখিত যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষায় আমরা দেখতে পাই।

**১০:১৫ ঈশ্বর যা শুচি করেছেন।** শুচি-অশুচি খাবারের পার্থক্যকে যীশু খ্রীষ্ট ইতোমধ্যেই দূর করে দিয়েছিলেন (মথি ১৫:১১; ১ তীম ৪:৩-৫)।

**১০:১৬ তিন বার।** যেন পিতর যথেষ্ট পরিমাণে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন।

**১০:২৩ ভিতরে ডেকে ... আতিথ্যতা**

করলেন। আগত ব্যক্তিদের প্রতি আতিথ্যতা করে পিতর অযিহূদীদেরকে গ্রহণ করার পথে প্রথম ধাপ রাখলেন। অযিহূদীদের সাথে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যিহূদী নিয়মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল।

**পরদিন।** সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় কৈসারিয়ার উদ্দেশে দীর্ঘ যাত্রা শুরু করার আর সময় ছিল না।

**ভাইদের মধ্যে কয়েকজন।** তারা সংখ্যায় ছয়জন ছিলেন। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ধর্ম গ্রহণের পূর্বে তারা সকলে যিহূদী ছিলেন।

**১০:২৬ আমি নিজেও তো একজন মানুষ।** সম্ভবত কর্ণালিয় তাঁর নিজ পদমর্যাদার চেয়ে পিতরকে আরও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হিসেবে সম্মান

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১০ অধ্যায়

অনেক লোক সমাগত হয়েছে। <sup>২৮</sup> তখন তিনি তাদেরকে বললেন, আপনারা তো জানেন, যিহূদী নয় এমন কোন লোকের সঙ্গে যোগ দেওয়া কিম্বা তার কাছে আসা যিহূদী লোকের পক্ষে আইনসম্মত নয়; কিন্তু আমাকে ঈশ্বর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কোন মানুষকে অশুচি কিম্বা অপবিত্র বলা উচিত নয়। <sup>২৯</sup> এজন্য আমাকে ডেকে পাঠান হলে আমি কোন আপত্তি না করে এসেছি; এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি কারণে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

<sup>৩০</sup> তখন কর্ণালিয় বললেন, আজ চার দিন হল, আমি এই সময়ে বিকাল তিনটার সময়ে নিজের বাড়িতে প্রার্থনা করছিলাম, এমন সময়ে, দেখুন, তেজোময় পোশাক পরা এক জন পুরুষ আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন; <sup>৩১</sup> তিনি বললেন, ‘কর্ণালিয়, তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছে এবং তোমার দানগুলো ঈশ্বরের সাক্ষাতে স্মরণ করা হয়েছে। <sup>৩২</sup> অতএব যাকোতে লোক পাঠিয়ে শিমোন, যাকে পিতর বলে, তাকে ডেকে আন; সে সমুদ্রের ধারে শিমোন চর্মকারের বাড়িতে আছেন।’ <sup>৩৩</sup> এজন্য আমি অবিলম্বে আপনার কাছে লোক পাঠিয়ে দিলাম; আপনি এসেছেন, ভালই করেছেন। অতএব এখন আমরা সকলে ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত আছি; প্রভু আপনাকে যেসব আদেশ করেছেন তা সবই শুনব।

#### অযিহূদীরা সুসমাচার শুনতে পেল

<sup>৩৪</sup> তখন পিতর মুখ খুলে বললেন, আমি সত্যিই বুঝলাম, ঈশ্বর মুখাপেক্ষা করেন না; <sup>৩৫</sup> কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেউ তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে ও সঠিক কাজ করে, সে তাঁর গ্রাহ্য হয়। <sup>৩৬</sup> আপনারা তো জানেন যে, তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদের কাছে একটি খবর

[১০:২৮] যোহন ৪:৯; ১৮:২৮; শ্রেণি ১১:৩; [১০:২৮] দে: পদ: ১৪, ১৫; শ্রেণি ১৫:৮, ৯; [১০:৩০] দে: যোহন ২০:১২; [১০:৩৪] দ্বি:বি ১০:১৭; ২বংশ ১৯:৭; ইয়োব ৩৪:১৯; মার্ক ১২:১৪; রোমী ২:১১; গালা ২:৬; ইফি ৬:৯; কল ৩:২৫; যাকোব ২:১; ১পি ১:১৭; [১০:৩৫] শ্রেণি ১৫:৯; [১০:৩৬] ১যোহন ১:৫;

জানাতে চেয়েছিলেন, যেহেতু তিনি ছিলেন ঈশ্বরের দূত। কিন্তু পিতর তাঁর এই ভুল বুঝিয়ে দিলেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্ট একজন মানুষ হিসেবে তাঁকে কোন মতেই ঈশ্বরের সমান সম্মান করা যাবে না।

**১০:২৮ আমাকে ঈশ্বর দেখিয়ে দিয়েছেন।** পিতর স্বীকার করেন যে, তাঁর দর্শনে শুচি ও অশুচি খাবারের পার্থক্য তুলে নেওয়ার চাইতে আরও গভীরতর তাৎপর্য রয়েছে। তিনি এই দর্শনের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, যিহূদী ও অযিহূদীদের মধ্যকার বাধা ঈশ্বর দূর করে দিয়েছেন।

**১০:৩০ আজ চার দিন হল।** যিহূদীরা দিনের একটি অংশকেও দিন বলে গণনা করতো:- (১) যে দিন দূত কর্ণালিয়কে দেখা দিয়েছিলেন, (২) যে দিন পিতর দর্শন পেলেন এবং কর্ণালিয়ের

সংবাদদাতা যাকোতে এলেন, (৩) যে দিন দলটি যাকো থেকে রওনা হলেন, এবং (৪) যে দিন তাঁরা কর্ণালিয়ের বাড়িতে পৌঁছালেন।

**উজ্জ্বল পোশাক পরা এক জন পুরুষ।** তৎকালীন যিহূদীদের মধ্যে দূতকে সাধারণত এভাবেই বর্ণনা করা হত, যেহেতু অধিকাংশ সময় তাঁরা মানুষের রূপ ধরে আবির্ভূত হতেন।

**১০:৩৪ ঈশ্বর মুখাপেক্ষা করেন না।** স্বর্গীয় মনোনয়নে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। ঈশ্বরের অনুগ্রহ যিহূদীদের মত অযিহূদীদের প্রতি স্বাধীনভাবে প্রসারিত। ঈশ্বর কোন ব্যক্তিকে তার অবস্থান, তার জনপ্রিয়তা বা তার বস্তুগত সম্পদের কারণে আনুকূল্য দেখান না; বরং তিনি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তার কাজের বিচার করেন।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১০ অধ্যায়

প্রেরণ করেছেন; যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা শান্তি প্রচার করেছেন; তিনিই সকলের প্রভু। <sup>৩৭</sup> যোহন কর্তৃক প্রচারকৃত বাপ্তিস্মের পর গালীল থেকে আরম্ভ হয়ে সেই খবর যিহূদিয়া সমস্ত স্থানে ছড়িয়ে গেল। <sup>৩৮</sup> আপনারা তো এও জানেন যে, ঈশ্বর নাসরতীয় যীশুকে কিভাবে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে অভিষেক করেছিলেন; তিনি ভাল কাজ করে বেড়াতেন এবং শয়তানের দ্বারা কষ্ট পাওয়া সমস্ত লোককে সুস্থ করতেন; কারণ ঈশ্বর তাঁর সহবর্তী ছিলেন। <sup>৩৯</sup> আর তিনি যিহূদীদের জনপদে ও যিরূশালেমে যা যা করেছেন, আমরা সেই সবেব সাক্ষী। লোকেরা তাঁকে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে হত্যা করেছিল। <sup>৪০</sup> কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে তৃতীয় দিনে উঠালেন এবং প্রত্যক্ষ হতে দিলেন; <sup>৪১</sup> সমস্ত লোকের প্রত্যক্ষ, এমন নয়, কিন্তু আগে ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত সাক্ষীদের, অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষ হতে দিলেন, আর আমরা মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থান হলে পর তাঁর সঙ্গে ভোজন পান করেছি। <sup>৪২</sup> আর তিনি আদেশ করলেন, যেন আমরা লোকদের কাছে প্রচার করি ও সাক্ষ্য দিই যে, তাঁকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃত লোকদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন। <sup>৪৩</sup> তাঁর পক্ষে ভাববাদীরা সকলে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন, যে কেউ তাঁতে বিশ্বাস করে, সে তাঁর নামের গুণে পাপের ক্ষমা পায়।

#### অযিহূদীদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণ

<sup>৪৪</sup> পিতর এই কথা বলছেন, এমন সময়ে যত লোক বাক্য শুনছিল, সকলের উপরে পবিত্র আত্মা নেমে আসলেন। <sup>৪৫</sup> তখন পিতরের সঙ্গে আগত তক্ছেদপ্রাপ্ত বিশ্বাসী লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কারণ অযিহূদীদের উপরেও পবিত্র আত্মারূপ দানের সেচন হল;

[১০:৩৬] দে: প্রেরি ১৩:৩২; [১০:৩৬] দে: লুক ২:১৪; [১০:৩৬] দে: মথি ২৮:১৮; [১০:৩৮] দে: প্রেরি ৪:২৬; [১০:৩৮] দে: মথি ৪:২৩; [১০:৩৮] দে: যোহন ৩:২; [১০:৩৯] পদ: ৪১; দে: লুক ২৪:৪৮; [১০:৩৯] দে: প্রেরি ৫:৩০; [১০:৪০] দে: প্রেরি ২:২৪; [১০:৪১] যোহন ১৪:১৭, ২২; [১০:৪১] লুক ২৪:৪৩; যোহন ২১:১৩; প্রেরি ১:৪; [১০:৪২] মথি ২৮:১৯, ২০; [১০:৪২] দে: যোহন ৫:২২; প্রেরি ১৭:৩১; রোমী ১৪:৯; ২করি ৫:১০; ১তীম ৪:১; ১পিত ৪:৫; [১০:৪৩] যিশা ৫৩:১১; প্রেরি ২৬:২২; [১০:৪৩] প্রেরি ১৫:৯; [১০:৪৩] দে: যোহন ৩:১৫; [১০:৪৩] দে: লুক ২৪:২৭; [১০:৪৪] প্রেরি ৮:১৫, ১৬; ১১:১৫; ১৫:৮; ১৯:৬; দে: লুক ১:১৫; [১০:৪৫] পদ: ২৩; [১০:৪৫] প্রেরি ২:৩৩, ৩৮; [১০:৪৫] প্রেরি ১১:১৮; ১৫:৮;

১০:৩৭ বাপ্তিস্মদাতা যোহন কর্তৃক প্রচারিত বাপ্তিস্মের পর। মার্ক লিখিত সুসমাচারের ব্যাপ্তির মত, পিতরের বক্তৃতাও বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্ম দিয়ে শুরু হয় এবং যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বর্ণনা পর্যন্ত চলতে থাকে। এটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, যেহেতু প্রাথমিক মণ্ডলীর নেতৃবর্গ মার্ককে পিতরের ‘অনুবাদকারী’ হিসেবে দেখেছেন।

১০:৩৮ কীরূপে তাঁকে ... অভিষেক করেছিলেন। অভিষেক বলতে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের প্রভুর বাপ্তিস্ম গ্রহণকে বোঝানো হয়েছে, যখন পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে অবতরণ করেছিলেন।

১০:৪১ তাঁর সঙ্গে ভোজন পান করেছি। যারা যীশু মৃতদের থেকে উত্থিত হওয়ার পর তাঁর সাথে ভোজন করেছেন, তারা তাঁর দৈহিক পুনরুত্থানের যথাযোগ্য প্রমাণ পেয়েছিলেন।

১০:৪৪ সকলের উপরে পবিত্র আত্মা নেমে আসলেন। এই ঘটনা অনেকটা প্রেরিত ২ অধ্যায়ে খ্রীষ্টের প্রেরিতদের উপরে পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এই ঘটনাটিকে অনেকে ‘অযিহূদীদের পঞ্চাশত্তমী’ বলে আখ্যা দেন।

১০:৪৫ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। স্পষ্টত প্রাথমিক যুগের যিহূদী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীগণ এ কথা বুঝতে



### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১০ অধ্যায়

<sup>৪৬</sup> কেননা তাঁরা ওদেরকে নানা ভাষায় কথা বলতে ও ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করতে শুনলেন। <sup>৪৭</sup> তখন পিতর উত্তরে বললেন, এই যে লোকেরা আমাদেরই মত পবিত্র আত্মা পেয়েছেন, জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে কি কোন লোক এঁদের বাধা দিতে পারে? <sup>৪৮</sup> পরে তিনি যীশু খ্রীষ্টের নামে তাঁদেরকে বাপ্তিস্ম দেবার আদেশ দিলেন। তখন তারা কয়েক দিন থাকতে তাঁকে বিনতি জানালেন।

[১০:৪৬] দে: মার্ক ১৬:১৭; [১০:৪৭] শ্রেণি ৮:৩৬; [১০:৪৭] দে: যোহন ২০:২২; শ্রেণি ১১:১৭; [১০:৪৮] দে: শ্রেণি ২:৩৮।

ব্যর্থ হয়েছিলেন যে, সুসমাচার অযিহূদী ও (১১:১৭) যেভাবে শ্রেণিতরা পঞ্চাশত্তমীর দিনে যিহূদী উভয়ের জন্যই এবং তারাও পরিব্রাজকের পরভাষায় কথা বলেছিলেন। এটি ছিল অনিবার্য অনুগ্রহের অংশীদার হবে। প্রমাণ যে, স্বর্গীয় রাজ্যের আমন্ত্রণ অযিহূদী ও ১০:৪৬ নানা ভাষায় কথা বলতে ... শুনলেন। যিহূদী উভয়ের জন্য উন্মুক্ত ছিল। অযিহূদীরা পরভাষায় কথা বলার দান পেয়েছিল।

#### শ্রেণিত ১০ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই সময় পর্যন্ত সুসমাচার কেবল যিহূদীদের ও শমরীয়দের কাছে প্রচার করা হয়েছিল। কর্ণেলিয় ও তাঁর পরিবারের যীশুকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে পরজাতীয়দের জন্য পরিব্রাজকের দরজা খুলে দেওয়া হয় (১-৮)। পিতর যখন তাঁর দর্শনের কথা ভাবছিলেন তখন পবিত্র আত্মা তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনজন লোক তাঁকে খুঁজবে যাদের সাথে তাঁকে সন্দেহ ছাড়াই যেতে হবে। পরের দিন পিতর ও যাকোব কয়েকজন ভাই তাদের সাথে কৈসারিয়ার গেলেন (৯-২৩)। পিতর এসে কর্ণেলিয়ের বাড়িতে অপেক্ষারত শ্রোতাদের খুঁজে পেলেন। পিতর তাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন যে, কিভাবে তিনি দর্শন পেয়েছেন। আর কর্ণেলিয় তাঁর দর্শন সম্পর্কে ও কেন পিতরকে ডেকে পাঠিয়েছেন তা বললেন। যখন পিতর সেখানে আসলেন, কর্ণেলিয়, তাঁর পরিবার ও বন্ধুরা পিতরকে ঈশ্বর যা বলতে বলেছেন তা শুনতে প্রস্তুত ছিলেন (২৪-৩৩)।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে ঈশ্বরকে যারা ভয় করে তাদের তিনি গ্রহণ করেন, এটি উপলব্ধি করে পিতর যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করলেন (৩৪-৪৩)। পিতর যখন কথা বলছিলেন, তখন যারা এই কথা শুনছিল তাদের উপর পবিত্র আত্মা বর্ষিত হলেন। যিহূদী ভাইয়েরা যারা পিতরের সাথে এসেছিলেন, তারা অবাক হয়ে গেলেন কারণ অযিহূদীদের উপর পবিত্র আত্মা বর্ষণের প্রমাণ হিসেবে তারা পরভাষায় কথা বলছিলেন। পিতর তাদেরকে প্রভুর নামে জলে বাপ্তিস্ম নেওয়ার আদেশ দিলেন।

#### শ্রেণিত ১০ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. কর্ণেলিয় কে ছিলেন? (১-২ পদ)
২. কর্ণেলিয়ের দর্শনটি বর্ণনা করুন। (৩-৬ পদ)

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১১ অধ্যায়

৩. দর্শনের ফলে তিনি কি করেছিলেন? (৭-৮ পদ)
৪. পিতরের দর্শনটি বর্ণনা করুন। (৯-১৬ পদ)
৫. পিতরের দর্শনের ফলে কি ঘটেছিল? (১৭-২৩ পদ)
৬. কিসের ফলে পিতর লোকদের সাথে যেতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? (২০ পদ)
৭. কর্ণালিয়ের কর্মচারীদের তাদের মালিক সম্পর্কে কি ধারণা ছিল? (২২ পদ)
৮. পিতর কর্ণালিয়ের বাড়িতে পৌঁছানোর পর কি ঘটেছিল বর্ণনা করুন। (২৩, ৩৩ পদ)
৯. পিতরের বক্তৃতার বর্ণনা দিন। (৩৪-৪৩ পদ)
১০. যিহূদী বিশ্বাসীরা কোন্ অদ্ভুত বিষয় উদঘাটন করেছিল? (৪৫ পদ)

#### যিরূশালেমে পিতরের প্রতিবেদন দান

**১১** <sup>১</sup>পরে প্রেরিতেরা এবং যিহূদিয়ার ভাইয়েরা শুনতে পেলেন যে, অযিহূদী লোকেরাও ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছে। <sup>২</sup>আর যখন পিতর যিরূশালেমে আসলেন, তখন তুচ্ছদ করানো লোকেরা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে বললেন, <sup>৩</sup>তুমি তুচ্ছদ-না-করানো লোকদের বাড়িতে প্রবেশ করেছ ও তাদের সঙ্গে আহার করেছ। <sup>৪</sup>তখন পিতর প্রথম থেকে আরম্ভ করে যা যা ঘটেছিল তাঁদেরকে সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিয়ে দিলেন, <sup>৫</sup>বললেন, ‘আমি যাকোব নগরে প্রার্থনা করছিলাম, এমন সময়ে তুমি আমার মত অবস্থায় একটি দর্শন পেলাম, দেখলাম, একখানা বড় চাদরের মত কোন পাত্র নেমে আসছে, তা চার কোণে ধরে আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তা আমার কাছ পর্যন্ত আসলো। <sup>৬</sup>আমি তার প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, আর দেখলাম, তার মধ্যে পৃথিবীর চতুর্দশ জন্তু, আর বন্য পশু, সরীসৃপ ও আকাশের পাখিগুলো আছে। <sup>৭</sup>আর আমি একটি বাণীও শুনলাম, যা আমাকে বললো, উঠ, পিতর, মার, খাও। <sup>৮</sup>কিন্তু আমি বললাম, প্রভু, এমন না হোক; কেননা অশুচি বা অপবিত্র কোন দ্রব্য কখনও আমার মুখের ভিতরে প্রবেশ করে নি। <sup>৯</sup>কিন্তু দ্বিতীয় বার আকাশ থেকে বাণী হল, ঈশ্বর যা শুচি করেছেন, তুমি তা অশুচি বলো না। <sup>১০</sup>এরকম তিন বার হল; পরে সেসব আবার আকাশে টেনে নেওয়া হল। <sup>১১</sup>আর দেখ, অবিলম্বে তিন জন পুরুষ, যে বাড়িতে আমরা ছিলাম, সেখানে এসে দাঁড়ালো; কৈসারিয়া

[১১:১] দে: প্রেরি ১:১৬; [১১:১] দে: ইব্রী ৪:১২; [১১:২] প্রেরি ১০:৪৫; [১১:৩] প্রেরি ১০:২৫, ২৮; গালা ২:১২; [১১:৫] দে: প্রেরি ৯:১০; ১০:৯-৩২; [১১:৯] দে: প্রেরি ১০:১৫; [১১:১১] দে: প্রেরি ৮:৪০;

**১১:১** প্রেরিতেরা এবং যিহূদিয়ার ভাইয়েরা। ‘ভাইয়েরা’ বলতে অনেক সময় যারা যিহূদী বংশোদ্ভূত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী তাদেরকে বোঝানো হয়েছে (২:২৯; ৭:২); কিন্তু বৃহত্তর অর্থে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী প্রেক্ষাপটে যারা খ্রীষ্টতে একতাবদ্ধ তাদেরকে ‘ভাই’ বলে সম্বোধন করা হয় (৬:৩; ১০:২৩)।

**১১:২** তুচ্ছদ করানো লোকেরা। যিহূদী বংশোদ্ভূত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বিশ্বাসীরা।

**১১:৩** তুচ্ছদ-না-করানো লোক। যে সমস্ত অযিহূদী লোকেরা শুচি ও অশুচি খাবারের নিয়ম মানতো না এবং খাবারের জন্য যিহূদীদের প্রস্ততির নেওয়ার নিয়ম লঙ্ঘন করতো।

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১১ অধ্যায়

থেকে তাদেরকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল।<sup>১২</sup> আর পবিত্র আত্মা আমাকে সন্দেহ না করে তাদের সঙ্গে যেতে বললেন। আর এই ছয় জন ভাই আমার সঙ্গে গমন করলেন। পরে আমরা সেই ব্যক্তির বাড়িতে প্রবেশ করলাম।<sup>১৩</sup> তিনি আমাদেরকে বললেন, যে, তিনি এক জন স্বর্গদূতের দর্শন পেয়েছিলেন, সেই স্বর্গদূত তাঁর বাড়িতে দাঁড়িয়ে বললেন, যাফোতে লোক পাঠিয়ে শিমন, যাকে পিতর বলে, তাকে ডেকে আন;<sup>১৪</sup> সে তোমাকে এমন কথা বলবে, যা দ্বারা তুমি ও তোমার সমস্ত পরিবার পরিত্রাণ পাবে।<sup>১৫</sup> পরে আমি কথা বলতে আরম্ভ করলে, যেমন প্রথমে আমাদের উপরে হয়েছিল, তেমনি তাঁদের উপরেও পবিত্র আত্মা নেমে আসলেন।<sup>১৬</sup> তাতে প্রভুর কথা আমার স্মরণ হল, যেমন তিনি বলেছিলেন, ‘যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিতেন, কিন্তু তোমাদের পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম হবে।’<sup>১৭</sup> অতএব, তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করলে পর, যেমন আমাদেরকে, তেমনি যখন তাদেরকেও ঈশ্বর সমান বর দান করলেন, তখন আমি কে যে, ঈশ্বরকে নিবৃত্ত করতে পারি? <sup>১৮</sup> এসব কথা শুনে তারা চুপ করে রইলেন এবং ঈশ্বরের গৌরব করলেন, বললেন, তবে তো ঈশ্বর অযিহুদীদেরকেও মন পরিবর্তনের সুযোগ দান করেছেন যেন তারা জীবন পেতে পারে।

#### আন্তিয়খিয়া শহরে মণ্ডলী স্থাপন

<sup>১৯</sup> ইতোমধ্যে স্ত্রিফানের উপলক্ষে যে নির্যাতন নেমে এসেছিল, তার ফলে যারা ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা ফৈনীকিয়া, সাইপ্রাস ও আন্তিয়খিয়া পর্যন্ত চারদিকে ভ্রমণ করে কেবল যিহুদীদেরই কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতে লাগল।<sup>২০</sup> কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েক জন সাইপ্রাস দ্বীপের লোক ও কুরীণীয় লোক ছিল; এরা আন্তিয়খিয়াতে এসে গ্রীক ভাষাবাদী

[১১:১২] দে: শ্রেণি ৮:২৯; [১১:১২] শ্রেণি ১৫:৯; রোমী ৩:২২; [১১:১২] পদ: ১, ২৯; দে: শ্রেণি ১:১৬; [১১:১৩] দে: শ্রেণি ৫:১৯; [১১:১৪] শ্রেণি ১০:৩৬; [১১:১৪] যোহন ৪:৫৩; শ্রেণি ১৬:১৫, ৩১-৩৪; ১৮:৮; ১করি ১:১১, ১৬; [১১:১৫] দে: শ্রেণি ১০:৪৪; [১১:১৫] শ্রেণি ২:৪; [১১:১৬] দে: মার্ক ১:৪; [১১:১৬] দে: মার্ক ১:৮; [১১:১৭] শ্রেণি ২:৩৮; [১১:১৭] শ্রেণি ১০:৪৫, ৪৭; [১১:১৮] রোমী ১০:১২, ১৩; ২করি ৭:১০; [১১:১৯] শ্রেণি ৮:১, ৪; [১১:১৯] পদ: ২৬, ২৭; শ্রেণি ১৩:১; ১৪:২৬; ১৮:২২; গালা ২:১১; [১১:২০] শ্রেণি ৪:৩৬; [১১:২০] দে: মথি ২৭:৩২; [১১:২০] দে: পদ: ১৯; [১১:২০] দে: শ্রেণি ১৩:৩২;

**১১:১৪ তুমি ও তোমার সমস্ত পরিবার।** কেবল কর্ণালিয়ের পরিবার নয়, সেই সাথে তাঁর কর্তৃত্বের অধীন দাস ও চাকুরীরত সকল কর্মচারীও পরিত্রাণ লাভ করবে।

**১১:১৭ আমি কে ... নিবৃত্ত করতে পারি?** পিতর অযিহুদীদের প্রতি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার আমন্ত্রণ এবং খ্রীষ্টতে সকল বিশ্বাসীদের পূর্ণ সহভাগিতার আমন্ত্রণ অস্বীকার করতে পারেন না। যিহুদী বিশ্বাসীরা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ঈশ্বর যিহুদীদের মত সমান শর্তে অযিহুদীদের পরিত্রাণ দিতে চান। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় নয়, বরং স্বর্গীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে অযিহুদীদের জন্য পরিত্রাণের দরজা খোলা হয়েছে।

**১১:১৯ ফৈনীকীয়া।** প্রায় ১৫ মাইল প্রশস্ত ও

১২০ মাইল দীর্ঘ এক দ্বীপ। উত্তর-পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল অর্থাৎ বর্তমান লেবাননের সীমান্ত ঘেঁষে এর অবস্থান ছিল। এর গুরুত্বপূর্ণ নগরগুলো ছিল সোর ও সীদোন।

**সাইপ্রাস।** উত্তর-পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এক দ্বীপ, যেখানে বার্নবার বাড়ি ছিল (৪:৩৬)।

**আন্তিয়খিয়া।** রোমীয় সাম্রাজ্যের তৃতীয় নগর; রোম ও আলেকজান্দ্রিয়ার পরে এর স্থান। ভূমধ্যসাগরে উত্তর-পূর্বে এর অবস্থান। এখানে প্রথম বৃহৎ অযিহুদী মণ্ডলীর অবস্থান ছিল এবং এই মণ্ডলী থেকেই পৌলের তিনটি প্রচার যাত্রা শুরু হয়েছিল (শ্রেণিত ১৩:১-৪; ১৫:৪০; ১৮:২৩)।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১১ অধ্যায়

যিহূদীদের কাছেও কথা বললো, প্রভু যীশুর বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করলো। <sup>২১</sup> আর প্রভুর হাত তাদের সহবর্তী ছিল এবং বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাস করে প্রভুর প্রতি ফিরলো। <sup>২২</sup> পরে তাদের বিষয় যিরূশালেমের মণ্ডলীর কর্ণগোচর হল; তাতে এঁরা আন্তিয়খিয়া পর্যন্ত বার্নবাকে প্রেরণ করলেন। <sup>২৩</sup> বার্নবা সেখানে উপস্থিত হয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখে আনন্দ করলেন; এবং সকলকে উৎসাহ দিতে লাগলেন, যেন তারা হৃদয়ের একত্ৰতায় প্রভুতে স্থির থাকে। <sup>২৪</sup> বার্নবা এক জন সৎ লোক ছিলেন এবং পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিলেন। আর অনেক লোক প্রভুতে সংযুক্ত হল।

<sup>২৫</sup> পরে তিনি শৌলের খোঁজ করতে তার্ষ নগরে গমন করলেন এবং তাঁকে পেয়ে আন্তিয়খিয়াতে আনলেন। <sup>২৬</sup> আর তাঁরা সম্পূর্ণ এক বছর কাল মণ্ডলীতে একত্ৰ হয়ে অনেক লোককে উপদেশ দিলেন; আর প্রথমে আন্তিয়খিয়াতেই শিষ্যেরা ‘খ্রীষ্টীয়ান’ নামে আখ্যাত হল।

<sup>২৭</sup> সেই সময়ে কয়েক জন ভাববাদী যিরূশালেম থেকে আন্তিয়খিয়াতে আসলেন। <sup>২৮</sup> তাঁদের মধ্যে আগাব নামে এক ব্যক্তি উঠে পবিত্র আত্মার আবেশে জানালেন যে, সমস্ত পৃথিবীতে মহাদুর্ভিক্ষ হবে; তা ক্রৌদিয়ের রাজত্বের সময়ে ঘটলো। <sup>২৯</sup> তাতে শিষ্যেরা প্রতি জন স্ব স্ব সঙ্গতি অনুসারে যিহূদিয়া-নিবাসী ভাইদের পরিচর্যার জন্য তাঁদের কাছে সাহায্য পাঠাতে স্থির করলেন। <sup>৩০</sup> তারা সেই মত কাজ করলেন এবং বার্নবার ও শৌলের হাত দিয়ে প্রাচীনদের কাছে অর্থ পাঠিয়ে দিলেন।

[১১:২১] লুক ১:৬৬; [১১:২২] দে: প্রেরি ৪:৩৬; [১১:২৩] প্রেরি ১৩:৪৩; ১৪:২৬; ১৫:৪০; ২০:২৪; [১১:২৪] দে: লুক ১:১৫; [১১:২৪] দে: প্রেরি ২:৪১; [১১:২৫] দে: প্রেরি ৯:১১; [১১:২৬] প্রেরি ৬:১, ২; ৯:১৯, ২৬, ৩৮; ১৩:৫২; [১১:২৬] প্রেরি ২৬:২৮; ১পিত ৪:১৬; [১১:২৭] প্রেরি ১৩:১; ১৫:৩২; ১করি ১১:৪; ইফি ৪:১১; [১১:২৮] প্রেরি ২১:১০; [১১:২৮] দে: মথি ২৪:১৪; [১১:২৯] দে: পদ: ২৬; [১১:২৯] রোমী ১৫:২৬; ২করি ৮:১-৪; ৯:২; [১১:৩০] যাকোব ৫:১৪।

**১১:২১ প্রভুর হস্ত।** শব্দটি স্বর্গীয় অনুমোদন ও অনুগ্রহের কথা নির্দেশ করে; এছাড়া বিভিন্ন সময় চিহ্ন-কার্য ও আশ্চর্য কাজের উৎস হিসেবেও প্রভুর হস্তের কথা উল্লিখিত হয়েছে (যাত্রা ৮:১৯ দেখুন)।

**১১:২২ বার্নবাকে প্রেরণ করলেন।** বার্নবাকে যিরূশালেম মণ্ডলীর নিয়ম অনুসারে নতুন মণ্ডলীগুলো পরিদর্শন করতে প্রেরণ করা হয়েছিল।

**১১:২৬ খ্রীষ্টীয়ান।** খ্রীষ্টীয়ান শব্দটি সমগ্র নতুন নিয়মে মাত্র তিনবার দেখা যায়। বিশ্বাসীদের দ্বারা গৃহীত এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সমাজের শত্রুদের নিন্দার পরিভাষা হিসেবে গণ্য হলেও, যারা যীশু খ্রীষ্টের অধিকারভুক্ত তাদের জন্য এই উপাধিটি ছিল যথোপযুক্ত।

**১১:২৭ ভাববাদী।** প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ পুস্তকে ভবিষ্যদ্বাণীর দান সম্পর্কিত প্রথম

উল্লেখ।

**১১:২৮ আগাব।** তিনি পরবর্তী সময়ে পৌলের কারাবন্দী হওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

ক্রৌদিয়ের রাজত্বের সময়ে। ক্রৌদিয় ৪১-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট ছিলেন। যোসেফাস আমাদের বলেন যে, ৪৬ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ইস্রায়েল দেশে তীব্র দুর্ভিক্ষ আঘাত হেনেছিল। যিহূদীদের খাবারের চাহিদা মেটাতে মিশরের শস্য এবং সাইপ্রাসের ডুমুর ক্রয় করা হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের কত আগে আগাব এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা পরিষ্কার নয়।

**১১:২৯ যিহূদিয়া-নিবাসী ভাইদের ... স্থির করলেন।** সম্ভবত আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা প্রয়োজনের সময় ব্যয় করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করতেন এবং এখন তারা এই অর্থ অন্যান্য মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের সাহায্যার্থে ব্যয় করছিলেন।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১১ অধ্যায়

### প্রেরিত ১১ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

যিহূদিয়ার প্রেরিতেরা এবং বিশ্বাসী ভাইয়েরা দ্রুতই অযিহূদীদের যীশুর উপর বিশ্বাস করার কথা শুনেছিলেন। পিতর যখন যিরুশালেমের ফিরে আসেন, তখন “তুকছেদপ্রাপ্ত” (অর্থাৎ যিহূদী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা) যে ভাইয়েরা ছিলেন, তারা তুকছেদহীন লোকদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করার বিষয়টি ভাল চোখে দেখেন নি। পিতর তাদের বুঝিয়ে বললেন যে, অযিহূদীদের সাথে কথা বলতে শুরু করার সময় পবিত্র আত্মা কিভাবে তাদের উপর বর্ষিত হয়েছিলেন। তিনি তাদের জানালেন যে, পরজাতীদের উপর পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে তাদের জন্য পরিত্রাণের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে (১-১৮)।

এরপর লুক লিপিবদ্ধ করেন যে, যিরুশালেম থেকে আন্তিয়খিয়া পর্যন্ত সুসমাচার কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্তিফানের উপর অত্যাচারের দরুন সাইপ্রাস ও কুরীণীর লোকেরা সহ যারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল তারা গ্রীক ভাষায় কথা বলা যিহূদীদের কাছে যীশুর প্রচার করা শুরু করলো। অনেক লোক বিশ্বাস করে প্রভুর দিকে ফিরল। বার্ণবাকে আন্তিয়খিয়ায় পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি যা দেখেছিলেন তাতে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে নিজে থেকে তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য কিছু সময় ব্যয় করেছিলেন, কিন্তু পরে শৌলকে খুঁজে পেতে তার্বে গেলেন। পুরো এক বছর ধরে তারা আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীর সংগে একসাথে কাজ করেছিলেন এবং অনেক লোককে শিক্ষা দান করেছিলেন। শিষ্যদের প্রথমে আন্তিয়খিয়ায় ‘খ্রীষ্টিয়ান’ নামে ডাকা হয়েছিল এবং ভাববাদী আগাবের দুর্ভিক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে তারা যিহূদিয়াতে ত্রাণ পাঠিয়ে তাদের খ্রীষ্টিয় চরিত্র প্রদর্শন করেছিল। তারা বার্ণবা এবং শৌলের হাত দিয়ে বৃদ্ধ নেতাদের কাছে ত্রাণ পাঠিয়ে দিয়েছিল (১৯-৩০)।

### প্রেরিত ১১ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. যিহূদিয়ায় পিতর ও যিহূদী বিশ্বাসী ভাইদের মধ্যে বিরোধের কারণ কি ছিল? (৩ পদ)
২. অযিহূদীদেরও যে বিশ্বাসী হতে হবে সে বিষয়ে ঈশ্বর কি প্রমাণ দিয়েছিলেন? (১৭ পদ)
৩. অযিহূদীদের মাঝে প্রচারের বিষয় পিতরের ব্যাখ্যা অন্য প্রেরিতদের উপর কি প্রভাব ফেলেছিল? (১৮ পদ)
৪. স্তিফানের উপর অত্যাচারের দরুন কি মঙ্গল এসেছিল? (১৯-২১ পদ)
৫. বার্ণবা ও তাঁর প্রচার কার্যের বর্ণনা দিন। (২২-২৪ পদ)
৬. বার্ণবা মণ্ডলীর লোকদের কি করার জন্য উৎসাহ দিলেন? (২৩ পদ)
৭. যারা অন্যায় করে তারা কি ফল লাভ করবে? (কলসীয় ৩:২৫ পদ)
৮. পার্থিব কাজকর্ম ভবিষ্যৎ ভাল কাজের জন্য পুরস্কারের ক্ষেত্রে কিরূপ পার্থক্য তৈরী করবে? (ইফিষীয় ৬:৮ পদ)
৯. কেন প্রত্যেকটি মানুষ তার কাজ অনুযায়ী ঈশ্বরের কাছ থেকে ফল গ্রহণ করবে?

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১২ অধ্যায়

(রোমীয় ২:৬,১১)

১০. এই কাজের ক্ষেত্রে বার্নাবা কাকে সহযোগিতা করছিলেন? (২৫,২৬ পদ)
১১. কোথায় শিষ্যেরা প্রথম খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে অভিহিত হয়েছিল? (২৬ পদ)

### যাকোবকে হত্যা করা ও পিতরের উদ্ধার

**১২**<sup>১</sup> সেই সময় রাজা হেরোদ মণ্ডলীর কয়েক জনের প্রতি দৌরাভ্য করার জন্য হস্তক্ষেপ করলেন।<sup>২</sup> তিনি যোহনের ভাই যাকোবকে খড়্গ দ্বারা হত্যা করলেন।<sup>৩</sup> এতে যিহূদীরা সম্ভ্রষ্ট হল দেখে তিনি আবার পিতরকেও ধরলেন। তখন খামিহীন রণটির পর্বের সময় ছিল।<sup>৪</sup> তিনি তাকে ধরে কারাগারে রাখলেন এবং তাঁকে পাহারা দেবার জন্য চার জনে দল, এমন চার দল সেনার উপর ভার দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, নিস্তারপর্বের পরে তাঁকে লোকদের কাছে এনে উপস্থিত করবেন।<sup>৫</sup> এভাবে পিতর কারাগারে আটক থাকলেন, কিন্তু মণ্ডলীর লোকেরা তাঁর বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে একাত্ম ভাবে প্রার্থনা করছিল।

### কারাগার থেকে পিতরের আশ্চর্যভাবে উদ্ধার লাভ

<sup>৬</sup> পরে হেরোদ যেদিন তাঁকে বাইরে আনবেন, তার আগের রাতে পিতর দু'জন সেনার মধ্যস্থানে দুই শিকলে বাঁধা অবস্থায় ঘুমিয়ে ছিলেন এবং প্রবেশ পথে প্রহরীরা কারাগার

[১২:১] দে: মথি ১৪:১; [১২:২] দে: মথি ৪:২১; [১২:২] মার্ক ১০:৩৯; [১২:৩] প্রেরি ২৪:২৭; ২৫:৯; [১২:৩] যাত্রা ১২:১৫; ২৩:১৫; প্রেরি ২০:৬; [১২:৪] দে: যোহন ১১:৫৫; [১২:৫] দে: প্রেরি ১:১৪; রোমী ১৫:৩০, ৩১; ইফি ৬:১৮; [১২:৬] প্রেরি ২১:৩৩;

**১২:১** রাজা হেরোদ। মহান হেরোদের পৌত্র এবং আরিস্টবলের পুত্র, প্রথম আগ্রিপ্পা। তিনি হেরোদ আন্তিপের ভতিজা, যিনি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথা কেটে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন (মথি ১৪:৩-১২) এবং যীশু খ্রীষ্টের বিচার করেছিলেন (লুক ২৩:৮-১২)। আন্তিপকে নির্বাসিত করার পর আগ্রিপ্পা তাঁর প্রদেশের শাসনভার পান (লুক ৩:১)। ৪১ খ্রীষ্টাব্দে যিহূদিয়া ও শমরিয়া তাঁর রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়।

**১২:২** যাকোবকে ... হত্যা করলেন। প্রেরিত যোহনের ভাই ও সিবদিয়ের পুত্র। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের প্রায় দশ বছর পর এই ঘটনা ঘটেছিল। যীশু তাঁদের আসন্ন দুঃখভোগ সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন (মথি ২০:২৩)। তাঁকেও বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মত শিরশ্ছেদ করে হত্যা করা হয়।

**১২:৩** খামিহীন রণটির পর্ব। এই পর্বটি

নিস্তারপর্ব, অর্থাৎ নিশান মাসের ১৪ তারিখ থেকে শুরু হয় এবং ২১ তারিখ পর্যন্ত চলতে থাকে। সে বছর (৪৪ খ্রীষ্টাব্দে) নিশান মাসের ১৪ তারিখ ছিল ১ মে।

**১২:৪** চার দল সেনা। পুরো রাতটিকে চার প্রহরে ভাগ করে প্রতিটির জন্য চারজন করে সৈন্য নিয়ে একেকটি প্রহরী দল তৈরি করা হত।

**১২:৫** তাঁর বিষয়ে ... প্রার্থনা করছিল। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা একাত্মভাবে শুধুমাত্র প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে তাঁদের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন এবং অত্যাচার-নিপীড়ন মোকাবেলা করতেন। যদিও পিতর এখন হেরোদের হাতে বন্দী এবং তাঁকে ষোল জন পাহারাদার সৈন্য ঘিরে রেখেছে, তবুও তাঁরা প্রার্থনা করা থেকে পিছ-পা হন নি, কারণ পার্থিব যে কোন বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আমাদেরকে শুধুমাত্র প্রার্থনাই আলোর পথ দেখাতে পারে। কণ্টকপূর্ণ এই পৃথিবীতে

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১২ অধ্যায়

পাহারা দিচ্ছিল। <sup>৭</sup> আর দেখ, প্রভুর এক স্বর্গদূত তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং কারাকক্ষটি আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি পিতরের কুক্ষিদেখে আঘাত করে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, শীঘ্র উঠ। তখন তাঁর দুই হাত থেকে শিকল পড়ে গেল। <sup>৮</sup> পরে সেই স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, কোমর বাঁধ ও তোমার জুতা পায়ে দাও। তিনি তা করলেন। পরে স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, গায়ে কাপড় দিয়ে আমার পিছনে পিছনে এসো। <sup>৯</sup> তাতে তিনি বের হয়ে তাঁর পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন; কিন্তু স্বর্গদূতের দ্বারা যা করা হল, তা যে বাস্তবিক, তা তিনি বুঝতে পারলেন না, বরং মনে করলেন, তিনি দর্শন দেখছেন। <sup>১০</sup> পরে তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরী দল পার হয়ে যেখান দিয়ে নগরে যাওয়া যায়, সেই লৌহ-দ্বারের কাছে উপস্থিত হলেন। সেই দ্বারের কবাট তাঁদের সম্মুখে নিজে নিজেই খুলে গেল। তাতে তাঁরা বের হয়ে একটা রাস্তার শেষ পর্যন্ত গমন করলেন, আর অমনি স্বর্গদূত তাঁর কাছ থেকে প্রস্থান করলেন। <sup>১১</sup> তখন পিতর সচেতন হয়ে বললেন, এখন আমি নিশ্চয় জানলাম, প্রভু তাঁর স্বর্গদূতকে প্রেরণ করে হেরোদের হাত থেকে এবং যিহূদী লোকদের সমস্ত আকাজ্খা থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন।

<sup>১২</sup> এই বিষয় আলোচনা করে তিনি যোহনের মা মরিয়মের বাড়ির দিকে চলে গেলেন। এই যোহনকে মার্ক নামেও ডাকা হত। সেই বাড়িতে অনেক লোক একত্র হয়েছিল ও প্রার্থনা করছিল। <sup>১৩</sup> পরে তিনি বাইরের দরজায় আঘাত করলে রোদা নাম্নী এক জন দাসী শুনতে

[১২:৭] দে: প্রেরি ৫:১৯; [১২:৭] গীত ১০৭:১৪; প্রেরি ১৬:২৬; [১২:৯] দে: প্রেরি ৯:১০; [১২:১০] প্রেরি ৫:১৯; ১৬:২৬; [১২:১১] লুক ১৫:১৭; [১২:১১] গীত ৩৪:৭; দানি ৩:২৮; ৬:২২; ২করি ১:১০; ২পিত ২:৯; [১২:১২] পদ: ২৫; প্রেরি ১৩:৫, ১৩: ১৫:৩৭, ৩৯; কল ৪:১০; ১তীম ৪:১১; ফিলিম ২৪; ১পিত ৫:১৩; [১২:১২] পদ: ৫; [১২:১৩] যোহন ১৮:১৬, ১৭;

প্রার্থনাই বিশ্বাসীদের একমাত্র ভরসা।

**১২:৭ প্রভুর এক দূত ... দাঁড়ালেন।** পিতরের বন্দীত্ব থেকে উদ্ধারের এই ঘটনার সাথে বিগত কয়েক শতকের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমান্তরাল ঘটনা হচ্ছে কূপ থেকে সাধু সুন্দর সিংয়ের মুক্তি লাভের ঘটনা, যখন তিনি তিব্বতীয় শাসকের আদেশে সেই কূপে তালাবদ্ধ ছিলেন। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ইতিহাসে উদ্ধারের এমন অনেক ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

**আলোক প্রকাশ পেল।** প্রভুর মহিমা (লুক ২:৯ দেখুন)।

**১২:৯ বের হয়ে ... যেতে লাগলেন।** সম্ভবত পিতরকে আস্তনিয়ের দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, যা মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। পরবর্তী সময়ে পৌলকেও বন্দী করে এই দুর্গে নিয়ে আসা হয়েছিল (২১:৩৪)।

**১২:১০ পরে তাঁরা প্রথম ... উপস্থিত হলেন।**

দুর্গের তিনটি ফটক ও তিনটি প্রাঙ্গণ ছিল। পিতরকে প্রথম ও দ্বিতীয় ফটক অতিক্রম করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কারণ সৈন্যরা সম্ভবত তাঁকে একজন দাস বলে মনে করেছিল। কিন্তু রাতে কারো বাইরের প্রাঙ্গণে যাওয়ার অনুমতি ছিল না, সে কারণে এক আশ্চর্য উপায়ে শেষ এই লৌহ দ্বারটি খুলে গিয়েছিল।

**১২:১২ যোহনের মা মরিয়ম।** বার্নবার কাকীমা। স্পষ্টত তাঁর গৃহ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সমবেত হওয়ার স্থান ছিল। এটি সেই বিখ্যাত উপরের কুঠরি হতে পারে, যেখানে প্রভুর শেষ ভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল (মার্ক ১৪:১৩-১৫; প্রেরিত ১:১৩)। এই গৃহই ছিল ৪:৩১ পদে উল্লিখিত প্রার্থনার স্থান।

**১২:১৩ রোদা নাম্নী একটি দাসী।** পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই দাসী সেখানে কাজ করতো, কিন্তু খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী মণ্ডলীর প্রতি তার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল।

## শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১২ অধ্যায়

আসলো; <sup>১৪</sup> এবং পিতরের স্বর চিনতে পেরে আনন্দ বশতঃ দরজা না খুলেই ভিতরে দৌড়ে গিয়ে সংবাদ দিল, পিতর দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তারা তাঁকে বললো, তুমি পাগল; কিন্তু সে দৃঢ়ভাবে বলতে লাগল, না, তা-ই বটে! <sup>১৫</sup> তখন তাঁরা বললো, উনি তাঁর স্বর্গদূত। <sup>১৬</sup> কিন্তু পিতর আঘাত করতে থাকলেন; তখন তাঁরা দরজা খুলে তাঁকে দেখতে পেল ও চমৎকৃত হল। <sup>১৭</sup> তাতে তিনি হাত দ্বারা নীরব হবার জন্য ইশারা করে, প্রভু কিভাবে তাঁকে কারাগার থেকে উদ্ধার করে এনেছেন, তা তাদের কাছে বর্ণনা করলেন, আর বললেন, তোমরা যাকোবকে ও ভাইদেরকে এই সংবাদ দিও; পরে তিনি বের হয়ে অন্য স্থানে চলে গেলেন।

<sup>১৮</sup> দিন হলে পর, পিতর কোথায় গেলেন তা নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে খুব একটা হলুস্থূল পড়ে গেল। <sup>১৯</sup> পরে হেরোদ তাঁর সন্ধান করে না পাওয়াতে রক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের প্রাণদণ্ড করতে আদেশ দিলেন এবং যিহূদিয়া থেকে প্রস্থান করে তিনি কৈসারিয়াতে গিয়ে থাকলেন।

### রাজা হেরোদের মৃত্যু

<sup>২০</sup> আর তিনি সোর ও সীদোনের লোকদের উপরে বড়ই রাগান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু তারা একমত হয়ে তাঁর কাছে আসলো এবং রাজার শয়নাগারের নেতা ব্রাস্তকে সপক্ষ করে সন্ধি যাচঞা করলো, কারণ রাজার দেশ থেকে তাদের দেশে খাদ্য সামগ্রী আসত। <sup>২১</sup> তখন এক নির্ধারিত দিনে হেরোদ রাজপোশাক পরে সিংহাসনে বসে তাদের কাছে বক্তৃতা

[১২:১৪] লুক ২৪:৪১; [১২:১৫] দে: মথি ১৮:১০; [১২:১৭] শ্রেণি ১৩:১৬; ১৯:৩৩; ২১:৪০; [১২:১৭] দে: শ্রেণি ১৫:১৩; [১২:১৭] দে: শ্রেণি ১:১৬; [১২:১৯] শ্রেণি ১৬:২৭; [১২:১৯] দে: শ্রেণি ৮:৪০; [১২:২০] দে: মথি ১১:২১; [১২:২০] ১রাজা ৫:৯, ১১; ইহি ২৭:১৭;

**১২:১৫ তাঁর দূত।** এখানে এই বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করা হয়েছে যে, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দূত রয়েছে, যিনি তার পরিচর্যা করে থাকেন (মথি ১৮:১০; ইব্রীয় ১:১৪ পদের সাথে তুলনা করুন), এছাড়া কোন বিশেষ প্রয়োজনে সেই দূত তার পরিচর্যাধীন ব্যক্তির সদৃশ চেহারা ধারণ করতে পারেন।

**১২:১৬ তাঁরা দ্বার খুলে ... চমৎকৃত হল।** যদিও তাঁরা পিতরের জন্য একাত্মভাবে এবং বিশ্বাস সহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলেন, তথাপি যখন তাঁরা তাঁদের প্রার্থনার উত্তর পেলেন তখন তাঁরা বিস্মিত না হয়ে পারলেন না।

**১২:১৭ যাকোব।** প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ভাই, যিনি যিরূশালেম মণ্ডলীর একজন নেতা ছিলেন।

**বের হয়ে অন্য স্থানে চলে গেলেন।** সহজভাবে এই কথার মাধ্যমে ‘গোপনে লুকিয়ে থাকা’

বোঝায়। তিনি সে সময় কোথায় আত্মগোপন করেছিলেন সে বিষয়ে কোন কিছু জানা যায় না।

**১২:১৯ প্রাণদণ্ড করতে আদেশ দিলেন।** সম্ভবত হেরোদ ধরে নিয়েছিলেন যে, সৈন্যরাই পিতরকে মুক্ত করার জন্য ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল।

**১২:২০ সোর ও সীদোনের লোকদের।** ফৈনীকিয়ার (আধুনিক লেবানন) প্রধান নগরী সোর ও সীদোনের অধিবাসীরা। তারা খাদ্যশস্যের যোগানের জন্য গালীলীয় শস্যের উপরে নির্ভরশীল ছিল।

**১২:২১ এক নির্ধারিত দিনে।** এই দিনটি ছিল মূলত একটি উৎসব, যা হেরোদ ক্রৌদিয় কৈসারিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে পালন করতেন। সম্ভবত এই দিনটির তারিখ ছিল ১ আগষ্ট। এই দিনটি ছিল হেরোদ আগ্রিপ্ল ও ফৈনীকিয় প্রতিবেশীদের মধ্যকার প্রকাশ্য সম্মিলনের দিন।



### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১২ অধ্যায়

করলেন। <sup>২২</sup> তখন লোকেরা চিৎকার করে বলতে লাগল, এই দেবতার কথা, মানুষের নয়। <sup>২৩</sup> আর প্রভুর এক দূত তখনই তাঁকে আঘাত করলেন, কেননা তিনি ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করলেন না; আর তিনি ক্রিমির উৎপাতে মারা গেলেন।

<sup>২৪</sup> কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বৃদ্ধি পেতে ও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। <sup>২৫</sup> আর বার্ণবা ও শৌল তাদের পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করার পর যিরূশালেম থেকে ফিরে গেলেন; যোহন যাঁকে মার্কও বলে, তাঁকে সঙ্গে নিলেন।

[১২:২৩] দে: প্রেরি ৫:১৯; [১২:২৩] ১শমু ২৫:৩৮; শামু ২৪:১৬, ১৭; ২রাজা ১৯:৩৫; [১২:২৪] দে: ইব্রী ৪:১২; [১২:২৪] প্রেরি ৬:৭; ১৯:২০; [১২:২৫] দে: প্রেরি ৪:৩৬; [১২:২৫] প্রেরি ১১:৩০; [১২:২৫] দে: পদ: ১২।

**রাজপোশাক।** ঐতিহাসিক যোসেফাস বলেন, হেরোদ সেদিন রৌপ্যখচিত পোশাক পরেছিলেন, যা রৌদ্রজ্বল আবহাওয়ার কারণে আরও বেশি চোখ ধাঁধানো হয়ে উঠেছিল।

**১২:২২ লোকেরা।** কৈসরিয়া নগরীর জনসাধারণ।

**এ দেবতার রব, মানুষের নয়।** হেরোদের চাটুকাররা তাঁকে দেবতা হিসেবে সম্বোধন করছিল, যাতে তিনি তাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হন।

**১২:২৩ ক্রিমির উৎপাতে।** স্বর্গীয় সত্তা বলে লোকদের করা প্রশংসা গ্রহণ করা এবং মণ্ডলীর উপরে তীব্র অত্যাচার ও নির্যাতন চালানোর শাস্তি হিসেবে অনেকে এই মৃত্যুকে দেখে থাকেন। তবে প্রভুর স্বর্গদূতের আঘাতে মৃত্যুর

কথা বলা হলেও তাৎক্ষণিক ও আশ্চর্যভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল এমনটি বলা যায় না; বরং ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। ‘ক্রিমির উৎপাতে’ বলতে যোসেফাস পাকস্থলীর পীড়া ও সংক্রমণের কথা বুঝিয়েছেন।

**১২:২৫ যোহন যাঁকে মার্কও বলে।** মার্ক লিখিত সুসমাচারের লেখক। সম্ভবত তিনিই সেই যুবক যিনি যীশুকে গ্রেফতার করার পর বাগানে বেশ কিছুদূর তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন (মার্ক ১৪:৫১-৫২)। তিনি বার্ণবা এবং পৌলের প্রথম প্রচার যাত্রার শুরুতে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন (প্রেরিত ১৫:৩৮-৩৯)।

### প্রেরিত ১২ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে রাজা হেরোদের যিরূশালেমের মণ্ডলীকে হয়রানি করার প্রচেষ্টার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যোহনের ভাই যাকোবকে তলোয়ার দিয়ে সফলভাবে হত্যা করে হেরোদ পিতরকে হেস্তার করে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন এবং নিস্তারপর্বের শেষে পিতরকে লোকদের সামনে নিয়ে আসার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। প্রভুর একজন দূত পিতরকে কারাগার থেকে মুক্ত করলে হেরোদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। যোহন-মার্কের মা মরিয়মের বাড়িতে ভাইদের সঙ্গে দেখা করার পর যাকোব ও ভাইদেরকে পিতর তাঁর আশ্চর্য মুক্তির কথা জানিয়েছিলেন। যখন পিতরকে কারাগারে পাওয়া যায়নি, তখন হেরোদ রক্ষীদের পরীক্ষা করে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। এরপর হেরোদ কৈসরিয়াতে যান (১-১৯)।

কৈসরিয়াতে থাকাকালীন সোর ও সীদনের লোকেরা শান্তির জন্য আবেদন করতে হেরোদের

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৩ অধ্যায়

কাছে এসেছিল। যখন তিনি তাদের কাছে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তখন লোকেরা তার বক্তৃতাকে “মানুষের নয়, দেবতার কণ্ঠস্বর” বলে প্রশংসা করেছিল। ঈশ্বরকে গৌরব প্রদানে ব্যর্থ হওয়ার কারণে প্রভুর একজন দূত হেরোদকে আঘাত করলেন এবং তিনি মারা গেলেন। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য প্রচার আরও বহুগুণ বেড়ে গেল। বার্ণবা ও শৌল যিহূদিয়ার বিশ্বাসীদের পরিচর্যা শেষে যিরূশালেম থেকে যোহন-মার্কের সাথে আন্তিয়খিয়ায় ফিরে আসেন। মণ্ডলীর ইতিহাসে লূকের এই বর্ণনার সময়ে ফোকাস পিতরের পরিচর্যা থেকে পৌলের পরিচর্যার দিকে যায় (২০-২৪)।

### প্রেরিত ১২ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. কিভাবে হেরোদ মণ্ডলীকে অত্যাচার করছিলেন? (২ পদ)
২. তিনি পিতরকে কি করেছিলেন? (৩,৪ পদ)
৩. পিতর যখন জেলে ছিলেন তখন কি ঘটলো? (৫-১০ পদ)
৪. যখন পিতর জেলখানায় ছিলেন তখন শিমোনা কি করছিলেন? (৫ পদ)
৫. পিতর ছাড়া পেয়ে কোথায় গিয়েছিলেন? (মার্ক ১২:১১-১৭ পদ)
৬. রোদার কথা শুনে বিশ্বাসীরা কেমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল? (১৫ পদ)
৭. হেরোদের কি হয়েছিল? (১৯,২৩ পদ)
৮. কেন প্রভুর দূত পিতরকে আঘাত করলেন? (২৩ পদ)
৯. শৌল ও বার্ণবা কাকে তাদের সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন? (২৫ পদ)

### সুসমাচার প্রচারের জন্য পৌল ও বার্ণবার উপর হস্তার্পণ

**১৩** তখন আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে বার্ণবা, শিমোন, যাকে নীগের বলে, কুরীণীয় লুকিয়, রাজা হেরোদর সঙ্গে লালিত-পালিত মনহেম এবং শৌল নামে কয়েক

[১৩:১] দে: প্রেরি ১১:১৯; [১৩:১] দে: প্রেরি ১১:২৭; [১৩:১] দে: ইফি ৪:১১; [১৩:১] দে: প্রেরি ৪:৩৬; [১৩:১] দে: মথি ২৭:৩২; [১৩:১] দে: মথি ১৪:১;

**১৩:১** শিমোন, যাকে নীগের বলে। ‘শিমোন’ নামটি বোঝায় যে, তিনি ছিলেন যিহূদী; অপরদিকে ‘নীগের’, অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গ শব্দটি তাঁর গায়ের রংয়ের কথা বোঝায়। অনেকে তাঁকে কুরীণীয় শিমোন মনে করে ভুল করেন (মার্ক ১৫:২১; লূক ২৩:২৬)।  
**কুরীণীয় লুকিয়**। লুকিয় বা লুসিয়াস এক ল্যাটিন নাম। তিনি আন্তিয়খিয়ায় আসা দ্বিতীয় প্রচারকারী দলের একজন ছিলেন। তবে তাকে

রোমীয় ১৬:২১ পদে উল্লিখিত লুকিয় নন বলেই ধারণা করা হয়।

**মনহেম**। যেহেতু তিনি রাজা হেরোদ আন্তিপের সাথে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, অর্থাৎ হেরোদের ভাই হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন, সেহেতু তিনি হেরোদের কাজ ও চিন্তাধারা সম্পর্কে জানতেন (লূক ৯:৭-৯ দেখুন)। এই মনহেমের পূর্বপুরুষ অর্থাৎ দাদা সম্ভবত আরেক মনহেম, যিনি মহান হেরোদের প্রিয়জন বলে যোসেফাস

### শ্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৩ অধ্যায়

জন ভাববাদী ও শিক্ষক ছিলেন।<sup>২</sup> তাঁরা প্রভুর সেবা ও উপবাস করছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র আত্মা বললেন, আমি বার্ণবা ও শৌলকে যে কাজে আহ্বান করেছি, আমার সেই কাজের জন্য এখন তাদেরকে পৃথক করে দাও।<sup>৩</sup> তখন তাঁরা উপবাস ও প্রার্থনা করে তাঁদের উপরে হস্তার্পণ করলেন এবং তাঁদেরকে বিদায় দিলেন।

#### সাইপ্রাস দ্বীপে পৌল ও বার্ণবা

<sup>৪</sup> এভাবে তাঁরা পবিত্র আত্মা কর্তৃক শ্রেরিত হয়ে সিলুকিয়াতে গেলেন এবং সেখান থেকে জাহাজে করে সাইপ্রাস দ্বীপে গমন করলেন।<sup>৫</sup> তাঁরা সালামীতে উপস্থিত হয়ে যিহূদীদের সমাজ-গৃহগুলোতে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতে লাগলেন। তখন যোহন-মার্ক ভৃত্য হিসেবে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন।<sup>৬</sup> আর তাঁরা সমস্ত দ্বীপের মধ্য দিয়ে গমন করে প্যাফঃ নগরে উপস্থিত হলে এক জন যিহূদী মায়াবী ও ভণ্ড ভাববাদীকে দেখতে পেলেন, তার নাম বর্-যীশু;<sup>৭</sup> সে শাসনকর্তা সের্গিয় পৌলের বন্ধু ছিল; সেই শাসনকর্তা এক জন বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি বার্ণবা ও শৌলকে কাছে ডেকে ঈশ্বরের বাক্য শুনতে চাইলেন।<sup>৮</sup> কিন্তু ইলুমা, সেই মায়াবী— কেননা অনুবাদ করলে এ-ই তার নামের অর্থ— সেই শাসনকর্তাকে

[১৩:২] দে: শ্রেরি ৮:২৯; [১৩:২] শ্রেরি ১৪:২৬; [১৩:২] শ্রেরি ৯:১৫; ২২:২১; [১৩:৩] দে: শ্রেরি ৬:৬; [১৩:৩] শ্রেরি ১৪:২৬; [১৩:৪] পদ: ২, ৩; [১৩:৪] শ্রেরি ৪:৩৬; [১৩:৫] দে: ইব্রী ৪:১২; [১৩:৫] দে: শ্রেরি ৯:২০; [১৩:৫] দে: শ্রেরি ১২:১২; [১৩:৬] শ্রেরি ৮:৯; [১৩:৬] দে: মথি ৭:১৫; [১৩:৭] পদ: ৮, ১২; শ্রেরি ১৮:১২; ১৯:৩৮; [১৩:৮] শ্রেরি ৮:৯;

কর্তৃক বর্ণিত হয়েছেন। সম্ভবত মনহেমের কাছ থেকে লুক হেরোদের পরিবার সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য পেয়েছিলেন।

**১৩:২ প্রভুর সেবা ও উপবাস করছিলেন।** প্রভুর সেবা ও উপবাস রাখার সময় খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও তাঁর সান্নিধ্য সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন থাকতে পারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাববাণী ও দর্শনের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা তাঁদেরকে দেখা দিতেন।

**১৩:৪ সিলুকিয়া।** আন্তিয়খিয়ার একটি সমুদ্র বন্দর।

**১৩:৫ সালামী।** সাইপ্রাস দ্বীপের মূল ভূখণ্ডের পূর্ব-উপকূলীয় একটি শহর।

**যোহন-মার্ক।** বার্ণবার চাচাতো ভাই।

**১৩:৬ প্যাফঃ।** সালামী থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে সাইপ্রাস দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত একটি নগর। এই নগরটি ছিল রোমীয় শাসনকর্তার কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

**বর্-যীশু।** ‘বর্’ নামের অর্থ ‘পুত্র’; ‘যীশু’ নামটি অরামীয় ‘যিহোশূয়’ নামের হিব্রু রূপ। অর্থাৎ এই নামের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে, ‘যীশুর পুত্র’। তবে নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্ট, অর্থাৎ আমাদের প্রভু যীশুর

সাথে এই ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই। সে সময় বর্-যীশু নামটি অত্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং এই নামে সে সময় বহু ব্যক্তিকে পাওয়া যেত।

**যিহূদী মায়াবী ও ভণ্ড ভাববাদী।** বর্-যীশু যিহূদী বংশোদ্ভূত হলেও সে ছিল একজন মন্ত্র-সাধক এবং জাদুকর; সেই সাথে সে ছিল একজন ভণ্ড ভবিষ্যদ্বক্তা।

**১৩:৭ সের্গিয় পৌল।** ইথিয়পীয় খোজা (অধ্যায় ৮) এবং শতপতি কর্নেলিয়ার (অধ্যায় ১০) মত অযিহূদী শাসনকর্তা সের্গিয় পৌলও সম্ভবত যিহূদী ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং যিহূদীবাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।

**শাসনকর্তা।** যেহেতু সাইপ্রাস ছিল রোমীয় সিনেট পরিচালিত একটি দ্বীপ, সে কারণে একজন শাসনকর্তাকে রোমীয় সরকারের পক্ষে সেখানে দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল। রোমীয়রা ৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সাইপ্রাস দ্বীপ দখল করে।

**১৩:৮ ইলুমা।** একটি সেমেটিক নাম, যার অর্থ ‘মায়াবী’ বা ‘জাদুকর’ বা ‘জ্ঞানী লোক’। সম্ভবত এটি ছিল এক স্বঘোষিত উপাধি।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৩ অধ্যায়

বিশ্বাস থেকে ফিরাবার চেষ্টায় তাঁদের প্রতিরোধ করতে লাগল।<sup>৯</sup> কিন্তু শৌল, যাকে পৌলও বলে, পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তার প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে বললেন,<sup>১০</sup> হে সমস্ত রকম ছলে ও সমস্ত রকম দুষ্টামিতে পরিপূর্ণ শয়তানের সন্তান, সমস্ত রকম ধার্মিকতার শত্রু, তুমি প্রভুর সরল পথকে বাঁকা করতে কি ক্ষান্ত হবে না? <sup>১১</sup> এখন দেখ, প্রভুর হাত তোমার বিরুদ্ধে উঠেছে, তুমি অন্ধ হবে, কিছুকাল সূর্য দেখতে পাবে না। আর অমনি কুজ্বাটিকা ও অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করলো, তাতে সে হাত ধরে চালাবার লোকের খোঁজে এদিক ওদিক চলতে লাগল। <sup>১২</sup> তখন সেই ঘটনা দেখে শাসনকর্তা প্রভুর উপর বিশ্বাস করলেন, কারণ তিনি যে উপদেশ লাভ করে ছিলেন তাতে চমৎকৃত হয়েছিলেন।

#### পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়াতে সুসমাচার প্রচার

<sup>১৩</sup> পরে পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা পাক্ষি থেকে জাহাজ ছেড়ে পাক্ষুলিয়ার পর্গা নগরে উপস্থিত হলেন। তখন যোহন-মার্ক তাঁদেরকে ছেড়ে যিরূশালেমে ফিরে গেলেন। <sup>১৪</sup> কিন্তু তারা পর্গা থেকে অগ্রসর হয়ে পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়াতে উপস্থিত হলেন এবং বিশ্রামবারে

[১৩:৮] দে: পদ: ৭; [১৩:৮] যিশা ৩০:১১; প্রেরি ৬:৭; [১৩:৯] দে: লুক ১:১৫; [১৩:১০] মথি ১৩:৩৮; যোহন ৮:৪৪; [১৩:১০] হোশেয় ১৪:৯; [১৩:১১] যাত্রা ৯:৩; ১শমু ৫:৬, ৭; গীত ৩২:৪; [১৩:১১] আদি ১৯:১০, ১১; ২রাজা ৬:১৮; [১৩:১২] দে: পদ: ৭; [১৩:১৩] পদ: ৬; [১৩:১৩] দে: প্রেরি ২:১০; [১৩:১৩] দে: প্রেরি ১২:১২; [১৩:১৪] প্রেরি ১৪:১৯, ২১; [১৩:১৪] পদ: ২৭, ৪২, ৪৪; প্রেরি ১৬:১৩; ১৮:৪; [১৩:১৪] দে: প্রেরি ৯:২০;

**১৩:৯ শৌল, যাকে পৌলও বলে।** শৌল নামের অর্থ ‘ঈশ্বর হতে’ জিজ্ঞাসিত’ এবং পৌল নামের অর্থ ‘ক্ষুদ্র’। সে সময় কাজের ভিত্তিতে নাম পরিবর্তিত হওয়ার রীতি ছিল। শৌল হিব্রু নাম, যিহূদী বংশোদ্ভূতদের মধ্যে এই নাম বেশি প্রচলিত ছিল। পৌল রোমীয় নাম, যা গ্রীক ভাষাভাষী যিহূদীদের মধ্যে বেশি প্রচলিত ছিল।  
**১৩:১১ তুমি অন্ধ হবে।** নতুন নিয়মে শুধু যে সুস্থতা দানের আশ্চর্য কাজ করা হয়েছে তা নয়, বরং ঈশ্বরের ক্রোধ ও বিচারের শাস্তি প্রকাশ করার জন্য অননিয় ও সাফিরাকে (৫:১-১১), হেরোদকে (১২:২২-২৩) এবং এখানে ইলুমাকে শাস্তি পেতে হয়েছে।

**১৩:১২ সেই ঘটনা দেখে ... বিশ্বাস করলেন।** আশ্চর্য ঘটনা ও সুসমাচার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বিশ্বাস করতে প্রত্যয়ী হয়েছিলেন।

**১৩:১৩ পাক্ষুলিয়ার পর্গা নগর।** পর্গা পাক্ষুলিয়ার রাজধানী, যা লুকিয়া ও কিলিকিয়া প্রদেশের মধ্যবর্তী স্থানে, এশিয়া মাইনরের উপকূল থেকে ৫ মাইল দূরে এবং বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর অভালিয়ার ১২ মাইল পূর্বে অবস্থিত।  
**যোহন-মার্ক ... ফিরে গেলেন।** যোহন-মার্ক সে

সময় কম বয়সী ছিলেন এবং তিনি যিরূশালেমে ফিরে যেতে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তার চলে যাওয়ার জন্য পৌলের অসন্তুষ্টি এবং বার্ষিক সাথে তাঁর বিবাদের বিষয়ে পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে (১৫:৩৭-৩৯)।

**১৩:১৪ পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়া।** আন্তিয়খসের নামানুসারে নগরটির নামকরণ করা হয়, যিনি মহান আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর সিরিয়ার রাজা হয়েছিলেন। পর্গা থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ১১০ মাইল। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল থাকার কারণে নগরটি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য উৎকৃষ্ট স্থান ছিল। নগরীটিতে অসংখ্য যিহূদী জনবসতি ছিল। এটি ছিল এক রোমীয় উপনিবেশ; অবসরপ্রাপ্ত রোমীয় সৈন্যরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি গেড়েছিল।

**সমাজ-ঘরে ... বসলেন।** পৌল যেখানেই যেতেন সেখানকার সমাজ-ঘরে নিয়মিত সুসমাচার প্রচার করতেন (পদ ৫; ৪:১; ১৭:১, ১০, ১৭; ১৮:৪, ১৯; ১৯:৮ দেখুন)। তিনি চাইতেন ঈশ্বরের পরিত্রাণ দানের পরি-কল্পনা সম্পর্কে যিহূদী জাতিকে সর্বাত্মক জ্ঞাত করতে (পদ ৪৬; রোমীয় ১:১৬; ২:৯-১০

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৩ অধ্যায়

সমাজ-গৃহে প্রবেশ করে সেখানে বসলেন। <sup>১৫</sup> ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের পুস্তক পাঠ সমাপ্ত হলে সমাজ-গৃহের কর্মকর্তা তাঁদেরকে বলে পাঠালেন, ভাইয়েরা লোকদের কাছে যদি আপনাদের কোন উপদেশ থাকে, বলুন। <sup>১৬</sup> তখন পৌল দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বলতে লাগলেন, হে ইস্রায়েল লোকেরা ও অন্যান্যরা, যারা ঈশ্বরকে ভয় কর, শোন।

<sup>১৭</sup> এই ইস্রায়েল জাতির ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে মনোনীত করে নিয়েছিলেন এবং এই জাতি যখন মিসর দেশে প্রবাস করছিল, তখন তাদেরকে উন্নত করলেন ও মহা শক্তিতে সেখান থেকে বের করে আনলেন। <sup>১৮</sup> আর তিনি মরুভূমিতে কমবেশ চল্লিশ বছর কাল তাদের ব্যবহার সহ্য করলেন। <sup>১৯</sup> পরে তিনি কনান দেশে সাত জাতিকে উৎপাটন করে অধিকার হিসেবে সেসব জাতির দেশ তাদেরকে দিলেন। এভাবে কমবেশ চারশত পঞ্চাশ বছর অতীত হল। <sup>২০</sup> তারপর তিনি শমুয়েল ভাববাদীর সময় পর্যন্ত শাসনকর্তাদের দিলেন। <sup>২১</sup> তারপর তারা এক জন রাজা চাইল, তাতে ঈশ্বর তাদেরকে চল্লিশ বছরের জন্য বিন্যামীন বংশজাত কীশের পুত্র শৌলকে দিলেন। <sup>২২</sup> পরে তিনি তাঁকে সরিয়ে দিয়ে তাদের রাজা হবার জন্য দাযুদকে উৎপন্ন করলেন, যাঁর পক্ষে তিনি সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, ‘আমি যিশয়ের পুত্র দাযুদকে পেয়েছি, সে আমার মনের মত লোক, সে আমার সমস্ত ইচ্ছা পালন করবে’। <sup>২৩</sup> তাঁরই বংশ থেকে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা অনুসারে ইস্রায়েলের জন্য এক জন পরিব্রাজককে,

[১৩:১৫] প্রেরি ১৫:২১; [১৩:১৬] দে: প্রেরি ১২:১৭; [১৩:১৭] যাত্রা ৬:৬, ৭; দ্বি:বি ৭:৬-৮; [১৩:১৮] দ্বি:বি ১:৩১; [১৩:১৮] গণনা ১৪:৩৩; গীত ৯৫:১০; প্রেরি ৭:৩৬; [১৩:১৯] দ্বি:বি ৭:১; [১৩:১৯] যিহো ১৯:৫১; প্রেরি ৭:৪৫; [১৩:১৯] গীত ৭৮:৫৫; [১৩:২০] কাজী ২:১৬; [১৩:২০] ১শমু ৩:১৯, ২০; প্রেরি ৩:২৪; [১৩:২১] ১শমু ৮:৫, ১৯; [১৩:২১] ১শমু ১০:১; [১৩:২১] ১শমু ৯:১, ২; [১৩:২২] ১শমু ১৫:২৩, ২৬; [১৩:২২] ১শমু ১৬:১৩; গীত ৮৯:২০; [১৩:২২] ১শমু ১৩:১৪; যির ৩:১৫; [১৩:২২] যিশা ৪৪:২৮; [১৩:২৩] দে: মথি ১:১; [১৩:২৩] দে: লুক ২:১১; [১৩:২৩] মথি ১:২১; [১৩:২৩] পদ: ৩২; শামু ৭:১১; ২২:৫১; যির ৩০:৯;

দেখুন)। উপরন্তু, সমাজ-ঘরে প্রচার করার জন্য স্থান সব সময় প্রস্তুত থাকতো এবং সেখানে সব সময় লোকদের যাতায়াত থাকতো।

**১৩:১৫ ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের পুস্তক।** পৌল যাত্রাপুস্তকে ইস্রায়েল জাতির জন্য ঈশ্বরের কৃত উদ্ধারের বর্ণনা দেন এবং মোশি থেকে দাযুদ পর্যন্ত তাদের ইতিহাসের রূপরেখা তুলে ধরেন। এরপর তিনি দাযুদ থেকে দাযুদের বংশের প্রতিজ্ঞাত মশীহ পর্যন্ত যান এবং ঘোষণা করেন যে, প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট তাদের দিনে আবির্ভূত হয়েছেন যীশু খ্রীষ্ট হয়ে, যাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী করা ছিল।

**সমাজ-ঘরের নেতৃবর্গ।** যারা পাঠকদের ও প্রচারকারীদের আহ্বান জানানো, উপাসনার আয়োজন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

১৩:১৮ তাহাদের ব্যবহার সহ্য করলেন। কোন কোন প্রাচীন অনুবাদে ‘সহ্য করলেন’ কথাটির বদলে বলা হয়েছে, “তিনি শিশুপালকের মত তাদেরকে বহন করলেন।”

**১৩:২০ চারশত পঞ্চাশ বছর।** মিশরে অবস্থানকালীন ৪০০ বছর (প্রেরিত ৭:৬; ১৩:১৭), প্রান্তরে ভ্রমণকালীন ৪০ বছর এবং যর্দন নদী পার হওয়া থেকে শুরু করে কনান দেশ দখলে নেওয়া পর্যন্ত ১০ বছর (যিহোশূয় ১৪-১৯ অধ্যায়), সর্বমোট ৪৫০ বছর।

**১৩:২২ “আমি যিশয়ের পুত্র ... পালন করবে।”** গীত ৮৯:২০ এবং ১ শমু ১৩:১৪ পদের উদ্ধৃতি। এই উদ্ধৃতিটি পুরাতন নিয়মে বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি এবং ঈশ্বরের লোকদের সাথে তাঁর সদা অনুগ্রহশীল আচরণের কথা প্রকাশ করে।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৩ অধ্যায়

যীশুকে উপস্থিত করলেন; <sup>২৪</sup> তাঁর আগমনের আগে যোহন সমস্ত ইস্রায়েল জাতির কাছে মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করেছিলেন। <sup>২৫</sup> আর যোহন যখন তাঁর নির্ধারিত কাজ শেষ করছিলেন তখন এই কথা বলতেন, তোমরা আমাকে কোন্ ব্যক্তি বলে মনে কর? আমি তিনি নই; কিন্তু দেখ, আমার পরে এমন এক ব্যক্তি আসছেন, যার পায়ের জুতার ফিতা খুলবার যোগ্যও আমি নই।

<sup>২৬</sup> হে ভাইয়েরা, অব্রাহাম বংশের সন্তানেরা ও তোমরা যত লোক ঈশ্বরকে ভয় কর, আমাদেরই কাছ এই পরিব্রাজকের বাক্য প্রেরিত হয়েছে। <sup>২৭</sup> কেননা যিরূশালেম-নিবাসীরা এবং তাদের নেতৃবর্গরা তাঁকে না জানাতে এবং ভাববাদীদের যেসব বাণী প্রতি বিশ্রামবারে পাঠ করা হয়, সেই সকলও না জানাতে, তাঁর দণ্ডাজ্ঞা করে সেসব পূর্ণ করলো। <sup>২৮</sup> আর প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোনই দোষ না পেলেও তারা পীলাতের কাছে যাচঞা করলো, যেন তাঁকে হত্যা করা হয়। <sup>২৯</sup> আর তাঁর বিষয়ে যেসব কথা লেখা ছিল, তা পূর্ণ হলে পর তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে কবরে সমাহিত করলো। <sup>৩০</sup> কিন্তু ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে উঠালেন। <sup>৩১</sup> আর যারা তাঁর সঙ্গে গালীল থেকে যিরূশালেমে এসেছিলেন, তাঁদেরকে তিনি অনেক দিন পর্যন্ত দেখা দিলেন; তাঁরাই এখন লোকদের কাছে তাঁর সাক্ষী। <sup>৩২</sup> আর পিতৃপুরুষদের কাছে কৃত প্রতিজ্ঞার বিষয়ে আমরা তোমাদেরকে এই সুসমাচার জানাচ্ছি যে, <sup>৩৩</sup> ঈশ্বর যীশুকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে আমাদের সন্তানদের পক্ষে সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছেন, যেমন দ্বিতীয় গীতেও লেখা আছে, “তুমি আমার পুত্র, আজ আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি।”

[১৩:২৪] দে: মার্ক ১:৪; [১৩:২৫] প্রেরি ২০:২৪; [১৩:২৫] যোহন ১:২০; [১৩:২৫] মথি ৩:১১; যোহন ১:২৭; [১৩:২৬] দে: লুক ৩:৮; দে: প্রেরি ২২:৫; [১৩:২৬] প্রেরি ৪:১২; ২৮:২৮; [১৩:২৭] প্রেরি ৩:১৭; [১৩:২৭] দে: লুক ২৪:২৭; দে: মথি ১:২২; [১৩:২৮] মথি ২৭:২০-২৫; প্রেরি ৩:১৪; [১৩:২৯] দে: মথি ১:২২; লুক ১৮:৩১; [১৩:২৯] দে: প্রেরি ৫:৩০; [১৩:২৯] লুক ২৩:৫৩; [১৩:৩০] দে: মথি ১৬:২১; ২৮:৬; দে: প্রেরি ২:২৪; [১৩:৩১] মথি ২৮:১৬; [১৩:৩১] দে: লুক ২৪:৪৮; [১৩:৩২] যিশা ৪০:৯; ৫২:৭; প্রেরি ৫:৪২; ৮:৩৫; ১০:৩৬; ১৪:৭, ১৫, ২১; ১৭:১৮; [১৩:৩২] প্রেরি ২৬:৬; রোমী ১:২; ৪:১৩; ৯:৪; [১৩:৩৩] দে: প্রেরি ২:২৪; [১৩:৩৩] গীত ২:৭; দে: মথি ৩:১৭;

**১৩:২৪ বাপ্তিস্মদাতা যোহন ... প্রচার** করেছিলেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্মকে অধিকাংশ লোক দেখেছে যিহূদীবাদ গ্রহণের অংশ হিসেবে। কিন্তু পৌল ব্যাখ্যা করছেন যে, যারা নিজেদেরকে খাঁটি যিহূদী বলে চিন্তা করেছে, তাদেরও মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত পৌলের শ্রোতারা যীশু খ্রীষ্টের চেয়ে বাপ্তিস্মদাতা যোহন সম্পর্কে আরও বেশি জানতো।

**১৩:৩১ অনেক দিন।** চল্লিশ দিন (প্রেরিত ১:৩ পদ দেখুন)।

**তাঁরাই এখন ... সাক্ষী।** একজন সাক্ষী হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি তার জীবন ও কথার মাধ্যমে

সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন। তারাই হলেন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সাক্ষী, যারা যীশু খ্রীষ্টের পরিব্রাজক দানকারী শক্তির পক্ষে সাক্ষ্য বহন করেন এবং প্রয়োজন হলে তাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করে থাকেন।

**১৩:৩৩ আমাদের সন্তানদের পক্ষে।** অর্থাৎ আমাদের প্রতি এবং আমাদের সন্তানদের প্রতি। আজ আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি। অথবা “আজ আমি তোমার পিতা হয়েছি” (গীত ২:৭-৯ এবং রোমীয় ১:৪ দেখুন)। এখানে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রতি নির্দেশ করা হচ্ছে।

**যীশুকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে।** এখানে ঈশ্বর কর্তৃক যীশুকে খ্রীষ্টরূপে উত্তীর্ণ করার কথা বোঝানো হয়েছে, যেভাবে তিনি দাস্যদকে

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১৩ অধ্যায়

<sup>৩৪</sup> আর তিনি যে তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন এবং তাঁকে যে আর ক্ষয়ে ফিরে যেতে হবে না, এই বিষয়ে ঈশ্বর এরকম বলেছেন, “আমি তোমাদেরকে দায়ুদের পবিত্র অটল অঙ্গীকারগুলো দিব।” <sup>৩৫</sup> কেননা তিনি অন্য গীতেও বলেন, “তুমি নিজের বিশ্বস্ত দাসের ক্ষয় দেখতে দেবে না।” <sup>৩৬</sup> বস্তুতঃ দায়ুদ তাঁর সমকালীন লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার পর মৃত্যুবরণ করলেন এবং নিজের পূর্বপুরুষদের কাছে সংগৃহীত হলেন ও তাঁর দেহ ক্ষয় হয়ে গেল। <sup>৩৭</sup> কিন্তু ঈশ্বর যাকে উঠিয়েছেন, তাঁর দেহ ক্ষয় হয় নি। <sup>৩৮</sup> অতএব, হে ভাইয়েরা, তোমরা জেনো, এই ব্যক্তি দ্বারা পাপের ক্ষমা পাবার কথা তোমাদেরকে জানানো যাচ্ছে; <sup>৩৯</sup> আর মোশির ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তোমরা যেসব বিষয়ে ধার্মিক গণিত হতে পারতে না, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে সেসব বিষয়ে এই ব্যক্তিতেই ধার্মিক গণিত হয়। <sup>৪০</sup> অতএব দেখো, ভাববাদীদের পুস্তকে যা বলা হয়েছে, তা যেন তোমাদের প্রতি না ঘটে—

<sup>৪১</sup> “হে অবজ্ঞাকারীরা, দৃষ্টিপাত কর,  
আর চমকে উঠ এবং অন্তর্হিত হও;  
যেহেতু তোমাদের সময়ে আমি এক কাজ করবো,  
সেই কাজের কথা যদি কেউ তোমাদের কাছে বর্ণনা করে,  
তোমরা কোন মতে বিশ্বাস করবে না।”

<sup>৪২</sup> পৌল ও বার্নাবা সমাজ-গৃহ থেকে বাইরে যাবার সময়ে লোকেরা বিনতি করলো, যেন পরের বিশ্রামবারে সেসব কথা তাদের কাছে বলা হয়। <sup>৪৩</sup> আর সমাজ-গৃহের সভা সমাপ্ত হলে পর অনেক যিহুদী ও যিহুদী-ধর্মান্বলম্বী ভক্ত লোক পৌল ও বার্নাবার সঙ্গে সঙ্গে গেল। তখন সেই লোকদের সঙ্গে তাঁরা কথা বললেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্থির থাকতে তাদেরকে উৎসাহ দিলেন।

<sup>৪৪</sup> পরবর্তী বিশ্রামবারে নগরের প্রায় সমস্ত লোক ঈশ্বরের বাক্য শুনতে সমাগত হল। <sup>৪৫</sup> কিন্তু যিহুদীরা লোকসমারোহ দেখে ঈর্ষাতে পরিপূর্ণ হল এবং নিন্দা করতে করতে পৌলের কথার প্রতিবাদ করতে লাগল। <sup>৪৬</sup> আর পৌল ও বার্নাবা সাহসপূর্বক কথা বললেন, বললেন, প্রথমে তোমাদেরই কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা আমাদের আবশ্যিক ছিল; তোমরা যখন তা ঠেলে ফেলে দিচ্ছ এবং তোমাদের নিজেদেরকে অনন্ত জীবনের অযোগ্য

[১৩:৩৪] যিশা ৫৫:৩; [১৩:৩৫] গীত ১৬:১০; প্রেরি ২:২৭; [১৩:৩৬] দে: মথি ৯:২৪; [১৩:৩৬] ২শমূ ৭:১২; ১রাজা ২:১০; ২বংশা ২৯:২৮; প্রেরি ২:২৯; [১৩:৩৭] দে: প্রেরি ২:২৪; [১৩:৩৮] দে: লুক ২৪:৪৭; প্রেরি ২:৩৮; [১৩:৩৯] দে: যোহন ৩:১৫; [১৩:৩৯] দে: রোমী ৩:২৮; [১৩:৪১] ঐধন ১:৫; [১৩:৪২] পদ: ১৪; [১৩:৪৩] দে: প্রেরি ১১:২৩; ১৪:২২; দে: রোমী ৩:২৪; [১৩:৪৫] দে: ১থি ২:১৬; [১৩:৪৫] প্রেরি ১৮:৬; ১পিত ৪:৪; যিহুদা ১০; [১৩:৪৬] পদ: ২৬; প্রেরি ৩:২৬; [১৩:৪৬] মথি ২১:৪১; প্রেরি ১৮:৬; ২২:২১; ২৬:২০; ২৮:২৮; রোমী ১১:১১;

রাজারূপে উদ্ভিত করেছিলেন (প্রেরিত ৩:২৬; ৫:৩০; ১৩:২২)।

**১৩:৩৯** ধার্মিক গণিত হতে। ধার্মিক হওয়ার জন্য দু'টো বিষয় যুক্ত রয়েছে: ১. পাপের ক্ষমা এবং ২. ধার্মিকতার দান (রোমীয় ৩:২১-২২)। খ্রীষ্টে বিশ্বাস ঈশ্বরের উপস্থিতিতে পূর্ণ

ধার্মিকতা আনে, যা আইন-কানুন কখনও পারে না।

**১৩:৪৬** প্রথমে তোমাদেরই কাছে ... আবশ্যিক ছিল। যেহেতু সুসমাচার সর্বপ্রথম যিহুদীদের কাছে এসেছিল এবং তথাপি তারা তা গ্রহণ করে নি, সে কারণে পৌল নিজে একজন যিহুদী

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৩ অধ্যায়

বিবেচনা করছো, তখন দেখ, আমরা অযিহুদীদের দিকে ফিরছি। <sup>৪৭</sup> কেননা প্রভু আমাদেরকে এরকম আদেশ দিয়েছেন,

“আমি তোমাকে জাতিদের কাছে দীপ্তিস্বরূপ করেছি,

যেন তুমি পৃথিবীর সীমা পর্যন্ত পরিব্রাজ্যস্বরূপ হও।”

<sup>৪৮</sup> এই কথা শুনে অযিহুদীরা আনন্দিত হল ও প্রভুর বাক্যের গৌরব করতে লাগল; এবং যত লোক অনন্ত জীবনের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল, তারা বিশ্বাস করলো। <sup>৪৯</sup> আর প্রভুর বাক্য সেই দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। <sup>৫০</sup> কিন্তু যিহুদীরা ভক্ত ভদ্র মহিলাদেরকে ও নগরের প্রধানবর্গকে উত্তেজিত করে তুলে পৌলের ও বার্ণবার প্রতি নির্যাতন শুরু করলো এবং তাদের সীমানা থেকে তাঁদের বের করে দিল। <sup>৫১</sup> তখন তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে পায়ের ধুলা ঝেড়ে দিয়ে ইকনিয় শহরে চলে গেলেন। <sup>৫২</sup> আর শিষ্যেরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হতে থাকলেন।

[১৩:৪৭] দে: লুক ২:৩২; [১৩:৪৭] যিশা ৪৯:৬; [১৩:৪৮] পদ: ৪৯; প্রেরি ৮:২৫; ১৫:৩৫, ৩৬; ১৯:১০, ২০; [১৩:৪৯] দে: পদ: ৪৮; [১৩:৫০] দে: ১থি ২:১৬; [১৩:৫১] দে: মথি ১০:১৪; [১৩:৫১] প্রেরি ১৪:১, ১৯, ২১; ১৬:২; ১তীম ৩:১১; [১৩:৫২] দে: প্রেরি ১১:২৬; [১৩:৫২] দে: লুক ১:১৫।

হওয়ায় তাঁর নিজ জাতির জন্য সমবেদনা অনুভব করছিলেন এবং তিনি তাদেরকে আক্ষেপ করে এই কথা বলছিলেন (রোমীয় ৯:১-৫; ১০:১-৩)।

**১৩:৪৮** যত লোক ... নির্ধারিত হয়েছিল। অনন্ত জীবনের অধিকার শুধুমাত্র মানবীয় বিশ্বাস নয়, বরং অনেকাংশে স্বর্গীয় নির্ধারণের সাথে জড়িত; কারণ মানুষ কখনও তার নিজস্ব পছন্দে অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে না, এই জীবন সর্বদাই ঈশ্বরের প্রেম ও দয়ার চিহ্ন হিসেবে মানুষ পেয়ে

থাকে। অযিহুদীদের দ্বারা যিহুদী খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার বিষয়টি প্রাথমিক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কাছে বিদ্বেষস্বরূপ ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা ঠিক এমনই ছিল।

**১৩:৫১** পায়ের ধুলা ঝেড়ে। যারা যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের প্রতি ঈশ্বরের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি এর মধ্য দিয়ে প্রতীকী অর্থে উপস্থাপন করা হয়েছে (লুক ৯:৫ পদের টীকা দেখুন)।

### প্রেরিত ১৩ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

পৌলের পরিচর্যা প্রতি এখন মনোযোগ দিয়ে লুক পৌলের প্রথম প্রচার-যাত্রার সূচনা বর্ণনা করেন। এটা শুরু হয়েছিল পবিত্র আত্মার আহ্বানে, যিনি সিরিয়ার আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীর ভাববাদী ও শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে বার্ণবা এবং শৌলকে তিনি যে কাজের জন্য আহ্বান করেছেন তার জন্য তাঁদের আলাদা করতে। উপবাস, প্রার্থনা এবং হাত রাখার মধ্য দিয়ে তাদের দু'জনকে প্রচার-যাত্রায় পাঠানো হয়েছিল (১-৩)। সিলুকিয়া থেকে যাত্রা করে তাঁরা সাইপ্রাস দ্বীপে পৌঁছায়। তাঁদের সাহায্য করেছিলেন যোহন-মার্ক। পরে তারা যিহুদীদের সমাজ-ঘরে গিয়ে প্রচার করতে শুরু করেন। সালামীতে শুরু করে তারা পাফো রওনা হন। যখন সেগীয়-পৌল ঈশ্বরের বাক্য শুনতে চাইলেন, তখন ইলুমা বার্ণবা ও



### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৩ অধ্যায়

শৌলকে কথা বলায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে শৌল জাদুকরকে তিরস্কার করলেন এবং তাতে সে অন্ধ হয়ে যায়। প্রভুর শিক্ষার শক্তি দেখে অবাক হয়ে গিয়ে সেগীয় বিশ্বাস করেন। এখান থেকে শৌলকে পৌল বলা হয় এবং তিনি প্রচার-যাত্রা দলের আরও বিশিষ্ট সদস্যও হয়ে উঠেন (৪-১২)।

সাইপ্রাস থেকে তাঁরা পামফুলিয়ার পর্গার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন, যেখানে যোহন-মার্ক যিরুশালেমে ফিরে যাবার জন্য তাঁদেরকে ছেঁড়ে আসেন। এতে পৌল এবং বার্নাবার মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়ায় পৌছে তাঁরা বিশ্রামবারে যিহূদীদের সমাজ-ঘরে উপস্থিত হয়েছিলেন। কথা বলার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে পৌল প্রথমে ইস্রায়েলের ইতিহাস পর্যালোচনা করে যিহোশূয়ের যাত্রা থেকে দায়ূদের সময় পর্যন্ত প্রচার করেছিলেন। দায়ূদের বংশ সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করে পৌল বাস্তবসম্মত যোহনের পরিচর্যার কথা সংক্ষেপে বলেন এবং এরপর যীশুকে— যাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, কবর দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং প্রতক্ষদশীরা তাঁকে দেখেছিল— তাঁকে পরিজ্ঞানকর্তা হিসেবে তুলে ধরেন। পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে পুনরুত্থানের আরও প্রমাণ দিয়ে পৌল অবিস্থাসের বিরুদ্ধে সতর্ক করে যীশুর মাধ্যমে পাপ ক্ষমার বিষয়ে ঘোষণা করেছিলেন (১৩-৪১)।

বিশেষ করে পরজাতীয়দের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক ছিল এবং পরের বিশ্রামবারে পৌল ও বার্নাবাকে কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। যখন অবিস্থাসী যিহূদীরা দেখল যে, পুরো শহর তাদের কথা শুনতে বেরিয়ে এসেছে, তখন তারা ঈর্ষায় ভরে গিয়েছিল এবং পৌলের কথাগুলোকে অস্বীকার করেছিল। পৌল ও বার্নাবার মাধ্যমে প্রভুর কথা এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু অবশেষে পৌল ও বার্নাবা চলে যেতে বাধ্য হন এবং এইভাবে ইকনিয়তে চলে যান। আন্তিয়খিয়ায় তাদের কাজ বৃথা ছিল না, কারণ সেখানে ফেলে আসা শিষ্যরা আনন্দে এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ছিলেন (৪২-৫২)।

### প্রেরিত ১৩ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. প্রথমবারের মত বিদেশী প্রচারক হিসেবে শৌল এবং বার্নাবার আলাদা হওয়ার বর্ণনা দিন। (১-৩ পদ)
২. সেগীয়-পৌলের কথোপকথনের বর্ণনা দিন। (৬-১২ পদ)
৩. আন্তিয়খিয়ার পিষিদিয়া প্রদেশে যিহূদীদের ইতিহাস ও যীশুর জীবন সম্পর্কে পৌলের সংক্ষিপ্ত বিবরণের বর্ণনা দিন। (১৬-২৯ পদ)
৪. কাদের কাছে পাপ থেকে উদ্ধারের খবর পাঠানো হয়েছে? (২৬ পদ)
৫. পুনরুত্থান এবং এর সাক্ষীর বিষয়ে পৌল কি বলেছিলেন? (৩০, ৩১ পদ)
৬. পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী যীশুর মধ্য দিয়ে কিভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তা পৌল কিভাবে দেখিয়েছেন? (৩২-৪১ পদ)
৭. যিহূদীরা যখন দেখল পুরো শহরটাই ঈশ্বরের বাক্য শুনবার জন্য প্রস্তুত তখন তারা কি করলো? (৪৪, ৪৫ পদ)

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৪ অধ্যায়

৮. পৌল ও বার্নাবা কি উত্তর দিয়েছিলেন? (৪৬,৪৭ পদ)
৯. অযিহুদীদের উপর প্রচারের বিরূপ প্রভাব পড়েছিল? (৪৮,৪৯ পদ)
১০. যিহুদীরা কিভাবে এর প্রভাবকে বিফল করার খোঁজ করছিল? (৫০ পদ)
১১. শিষ্যেরা তাদের ভবিষ্যতের কাজ সম্পর্কে যীশুর কাছ থেকে কি প্রতিজ্ঞা লাভ করেছিলেন? (১:৮ পদ)
১২. বিশ্বাসীদের পক্ষে ঈশ্বর যে তাদের সাহায্যকারী এই কথাটি বলা কি যুক্তিযুক্ত? (ইব্রীয় ১৩:৬ পদ)
১৩. যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রতি কি আদেশ ও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? (মথি ২৮:১৯,২০ পদ)
১৪. আন্তিয়খিয়ার পিষিদিয়ায় পৌল ও বার্নাবার প্রচার কার্যের ক্ষেত্রে অযিহুদী ও যিহুদীদের প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য দেখান। (৪৮,৫০ পদ)

### পৌল ও বার্নাবার ইকনিয় শহরে সুসমাচার প্রচার

**১৪**<sup>১</sup> পরে পৌল ও বার্নাবা একসঙ্গে ইকনিয় শহরে যিহুদীদের সমাজ-গৃহে প্রবেশ করলেন এবং এমন ভাবে কথা বললেন, যে, যিহুদী ও গ্রীকদের অনেক লোক বিশ্বাস করলো।<sup>২</sup> কিন্তু যে যিহুদীরা অবাধ্য হল, তারা ভাইদের বিপক্ষে অযিহুদীদের উত্তেজিত করে তাদের মন বিধিয়ে তুললো।<sup>৩</sup> পৌল ও বার্নাবা সেই স্থানে অনেক দিন অবস্থিতি করলেন এবং সাহসের সঙ্গে প্রভুর পক্ষে কথা বললেন, আর প্রভুও তাঁদের মধ্য দিয়ে নানা চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধন করে তাঁর অনুগ্রহের বাক্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেন।<sup>৪</sup> আর নগরের লোকেরা দুই দলে বিভক্ত হল, এক দল যিহুদীদের পক্ষ, অন্য দল প্রেরিতদের পক্ষ হল।<sup>৫</sup> আর অযিহুদীরা ও যিহুদীরা, তাদের নেতাদের সঙ্গে তাঁদেরকে অবিশ্বাস করতে ও পাথর মারতে সচেষ্ট হল, <sup>৬</sup> কিন্তু তাঁরা তা জানতে পেরে লুকায়নিয়ার

[১৪:১] দে: প্রেরি ১৩:৫১; [১৪:১] দে: প্রেরি ৯:২০; [১৪:১] দে: প্রেরি ২:৪১; [১৪:২] দে: প্রেরি ১:১৬; [১৪:৩] দে: প্রেরি ৪:২৯; [১৪:৩] দে: যোহন ৪:৪৮; [১৪:৪] প্রেরি ১৭:৪, ৫; ২৮:২৪; [১৪:৫] দে: প্রেরি ২০:৩; [১৪:৫] পদ: ১৯;

**১৪:১ ইকনিয়।** তৎকালীন গালাতিয়া ও ফরগিয়া অঞ্চলের পূর্বে অবস্থিত একটি নগর, যা ব্যস্ত একটি কৃষি-নগর ও স্থল বন্দর হিসেবে পরিচিত ছিল।

**১৪:৩ চিহ্ন-কার্য ও অদ্ভুত লক্ষণ।** আশ্চর্য কাজ দেখানোর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের পবিত্র শাস্ত্রের সত্যতা ও ঈশ্বরের অনুমোদনকে নিশ্চিত করা।

**১৪:৪ প্রেরিতদের।** পৌল ও বার্নাবা উভয়কে একত্রে প্রেরিত বলা হত। শব্দটি দ্বারা এখানে

বারোজন প্রেরিতকে বোঝানো হয় নি, বরং বৃহত্তর অর্থে প্রচার করণার্থে প্রেরিত ব্যক্তিদেরকে বোঝানো হয়েছে (১৩:২-৩)।

**১৪:৫ পাথর মারতে সচেষ্ট হল।** ঈশ্বরনিন্দা করার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার যিহুদী পদ্ধতি। সম্ভবত এখানে দাঙ্গা সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

**১৪:৬ লুকায়নিয়া।** পিষিদিয়ার পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি প্রদেশ; এটি রোমীয় গালাতিয়া প্রদেশের অংশ।

## শ্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৪ অধ্যায়

লুত্ৰা ও দৰ্বী নগরে এবং চারদিকের অঞ্চলে পালিয়ে গেলেন; <sup>১</sup> আর সেখানে সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন।

### লুত্ৰা আর দৰ্বী পৌল ও বার্ণবা

<sup>২</sup> লুত্ৰা নগরে এক ব্যক্তি বসে থাকতো, তার পায়ে কোন বল ছিল না; সে মাতৃগর্ভ থেকে খঞ্জ ছিল এবং কখনও হাঁটে নি। <sup>৩</sup> সেই ব্যক্তি পৌলের কথা শুনছিল; তখন পৌল তার প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে, সুস্থ হবার জন্য তার বিশ্বাস আছে দেখে, <sup>৪</sup> তাকে জোরে ডেকে বললেন, তোমার পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও; তাতে সে লাফ দিয়ে উঠলো ও হাঁটতে লাগল। <sup>৫</sup> আর পৌল যা করলেন, তা দেখে লোকেরা লুকায়নীয় ভাষায় চিৎকার করে বলতে লাগল, দেবতারা মানুষের রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। <sup>৬</sup> আর তারা বার্ণবাকে ‘জিউস’ বলে ডাকল এবং পৌল প্রধান বক্তা ছিলেন বলে তাঁকে ‘হের্মেস’ বলে ডাকলো। <sup>৭</sup> আর নগরের সম্মুখে জিউসের যে মন্দির ছিল, তার পুরোহিত কতগুলো ষাঁড় ও মালা নগর-দ্বারে এনে লোকদের সঙ্গে উৎসর্গ করতে চাইলো। <sup>৮</sup> কিন্তু শ্রেরিত পৌল ও বার্ণবা তা শুনে নিজ নিজ কাপড় ছিঁড়ে, দৌড়ে বের হয়ে লোকদের মধ্যে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন, <sup>৯</sup> বন্ধুরা, এসব কেন করছেন? আমরাও আপনাদেরই মত মানুষ মাত্র; আমরা আপনাদেরকে এই সুসমাচার জানাচ্ছি যে, এসব অসার বস্তু থেকে সেই জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতি ফিরে আসতে হবে, যিনি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং সেই সবের মধ্যবর্তী সমস্তই নির্মাণ করেছেন। <sup>১০</sup> তিনি অতীত কালে পুরুষ পরম্পরায় সমস্ত জাতিকে

[১৪:৬] মথি ১০:২৩; [১৪:৭] শ্রেরি ১৬:১০; [১৪:৭] পদ: ১৫, ২১; দে: শ্রেরি ১৩:৩২; [১৪:৮] শ্রেরি ৩:২; [১৪:৯] মথি ৯:২৮, ২৯; ১৩:৫৮; [১৪:১০] ইহি ২:১; [১৪:১০] শ্রেরি ৩:৮; [১৪:১১] শ্রেরি ৮:১০; ২৮:৬; [১৪:১২] যাত্রা ৭:১; [১৪:১৪] দে: মার্ক ১৪:৬৩; [১৪:১৫] দে: শ্রেরি ১০:২৬; [১৪:১৫] পদ: ৭, ২১; দে: শ্রেরি ১৩:৩২; [১৪:১৫] ১শমু ১২:২১; ১শিষ ১:৯; [১৪:১৫] দে: মথি ১৬:১৬; [১৪:১৫] আদি ১:১; [১৪:১৫] গীত ১৪৬:৬; প্রকা ১৪:৭; [১৪:১৬] শ্রেরি ১৭:৩০; [১৪:১৬] গীত ৮১:১২; মীখা ৪:৫;

লুত্ৰা। একটি রোমীয় উপনিবেশ (১৩:১৪); সম্ভবত এই নগরটি তীমথির আদি নিবাস ছিল, যদিও তিনি ইকনীয় হিসেবে পরিচিত। ইকনীয় থেকে এর দূরত্ব ২০ মাইল এবং আন্তিয়খিয়া থেকে ১৩০ মাইল।

দৰ্বী। লুত্ৰা থেকে এই নগরের দূরত্ব প্রায় ৬০ মাইল (১৪:২০; ২০:৪)।

১৪:১২ জিউস ... হার্মিস। জিউস বা জুপিটার ছিল লুত্ৰা নগরীর রক্ষক দেবতা এবং সেখানে তার মন্দির ছিল। স্পষ্টত যে সব লোকেরা দেবতা জিউসের উদ্দেশে উৎসর্গ এনেছিল, তারা জিউসের পরিবর্তে পৌল ও বার্ণবার উদ্দেশে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। লোকেরা বার্ণবার সাথে জিউসের তুলনা করেছিল, সম্ভবত এর কারণ তাঁর চেহারা অধিক কর্তৃত্বব্যঞ্জক ছিল এবং পৌলকে তারা দেবতা হার্মিস বা মার্করীর

সাথে তুলনা করেছিল, কারণ তিনি ছিলেন মুখপাত্র বা মূল বক্তা (২৮:৬ দেখুন)। সেই স্থানে এ ধরনের একটি জনশ্রুতি এবং বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, দেবতা জিউস এবং তার মুখপাত্র দেবতা হার্মিস মানুষের মাঝে পরিদর্শন করার জন্য নেমে আসবেন; ফলে লোকেরা তাঁদের আশ্রয় কাজ দেখে আরও সহজে তাঁদেরকে দেবতা বলে ধরে নিয়েছিল।

১৪:১৩ নগরের সম্মুখে। মূল গ্রীক শব্দটি একাধারে মন্দিরের দরজা, নগরের ফটক বা ঘরের দরজা বোঝাতে পারে।

১৪:১৪ নিজ নিজ বস্ত্র ছিঁড়ে। মহা কষ্ট ও শোক প্রকাশের যিহূদী রীতি (আদি ৩৭:২৯,৩৪)।

১৪:১৫ এসব অসার বস্তু। পুরাতন নিয়মে এই শব্দ দ্বারা ভ্রান্ত দেবতাদের বোঝানো হয়েছে।

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১৪ অধ্যায়

নিজ নিজ পথে গমন করতে দিয়েছেন; <sup>১৭</sup> তবুও তিনি সব সময় মঙ্গল করে নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি আকাশ থেকে আপনাদেরকে বৃষ্টি এবং ফলোৎপাদক ঋতু দিয়ে খাদ্যে ও আনন্দে আপনাদের অন্তর পরিতৃপ্ত করে আসছেন। <sup>১৮</sup> এসব কথা বলে তাঁরা অনেক কষ্টে তাঁদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ নিবেদন থেকে লোকদেরকে নিবৃত্ত করলেন।

<sup>১৯</sup> কিন্তু আন্তিয়খিয়া ও ইকনিয় থেকে কয়েক জন যিহূদী এসে লোকদেরকে প্রবৃত্তি দিয়ে নিজেদের দলে ভিড়ালো। তারা পৌলকে পাথর মারলো এবং তিনি মরে গেছেন মনে করে নগরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল। <sup>২০</sup> কিন্তু শিম্যরা তাঁর চারপাশে দাঁড়ালে তিনি উঠে নগর মধ্যে প্রবেশ করলেন। পরদিন তিনি বার্ষিক সপ্তে দরীতে চলে গেলেন।

#### আন্তিয়খিয়া ও সিরিয়া থেকে ফিরে আসা

<sup>২১</sup> আর সেই নগরে সুসমাচার প্রচার করে এবং অনেক লোককে শিষ্য করে তাঁরা লুস্ত্রায়, ইকনিয় ও আন্তিয়খিয়াতে ফিরে গেলেন। <sup>২২</sup> তাঁরা যেতে যেতে শিষ্যদের বিশ্বাসে শক্তিশালী করে তুললেন এবং তাদেরকে উৎসাহ দিতে লাগলেন, যেন তারা বিশ্বাসে স্থির থাকে। তাঁরা বললেন, অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। <sup>২৩</sup> আর তাঁরা তাদের জন্য প্রত্যেক মণ্ডলীতে প্রাচীন নেতৃবর্গদের নিযুক্ত করে এবং উপবাস রেখে প্রার্থনা করে, যে প্রভুর উপর তারা বিশ্বাস করেছিল, তাঁর হাতে তাদেরকে তুলে দিলেন।

<sup>২৪</sup> পরে তাঁরা পিষিদিয়ার মধ্য দিয়ে গমন করে পাম্ফুলিয়া প্রদেশে উপস্থিত হলেন। <sup>২৫</sup> আর তাঁরা পর্গা নগরে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করে অন্তালিয়া বন্দরে চলে গেলেন; <sup>২৬</sup> এবং সেখান থেকে জাহাজে করে আন্তিয়খিয়াতে ফিরে আসলেন। যে কাজ তাঁরা সাধন করে

[১৪:১৭] রোমী ১:২০; [১৪:১৭] দ্বি:বি ১১:১৪; ইয়োব ৫:১০; গীত ৬৫:১০; [১৪:১৭] গীত ৪:৭; [১৪:১৯] শ্রেণি ১৩:৪৫; [১৪:১৯] দে: শ্রেণি ১৩:৫১; [১৪:১৯] ২করি ১১:২৫; ১তীম ৩:১১; [১৪:২০] পদ: ২২, ২৮; দে: শ্রেণি ১১:২৬; [১৪:২১] দে: শ্রেণি ১৩:৩২; [১৪:২১] দে: শ্রেণি ২:৪১; [১৪:২১] দে: শ্রেণি ১৩:৫১; [১৪:২২] শ্রেণি ১১:২৩; ১৩:৪৩; [১৪:২২] যোহন ১৬:৩৩; ১খিষ ৩:৩; ১তীম ৩:১২; [১৪:২৩] দে: শ্রেণি ১১:৩০; [১৪:২৩] শ্রেণি ১৩:৩; [১৪:২৩] শ্রেণি ২০:৩২; [১৪:২৪] দে: শ্রেণি ২:১০; [১৪:২৬] দে: শ্রেণি ১১:১৯; [১৪:২৬] দে: শ্রেণি ১১:২৩; [১৪:২৬] শ্রেণি ১৩:১, ৩;

**১৪:১৯ তারা পৌলকে পাথর মারলো।** দেয়ালের বাইরে দণ্ড কার্যকর করার প্রচলিত স্থানের পরিবর্তে পৌলকে নগরীর ভিতরে পাথর মারা হচ্ছে।

**১৪:২০ শিম্যরা।** খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীগণ। সম্ভবত তাদের মধ্যে যুবক তীমথি উপস্থিত ছিলেন (২ তীম ৩:১০-১১ দেখুন)।

**১৪:২৩ নিযুক্ত করে।** মূল গ্রীক শব্দটির ভিন্ন আরেকটি অর্থ হচ্ছে ‘হস্তার্পণ করা’ (২ করি ৮:১৯)। এই মণ্ডলীগুলো ছিল সদ্য স্থাপিত, সে কারণে পৌল ও বার্বা উভয়ে এই মণ্ডলীগুলোর নেতৃবর্গের উপরে হস্তার্পণ করে তাঁদেরকে দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন।

**১৪:২৪ পিষিদিয়া।** পাম্ফুলিয়ার উত্তরে, প্রায় ১২০ মাইল দীর্ঘ ও ৫০ মাইল প্রশস্ত এক প্রদেশ। সম্ভবত সমাজচ্যুত ব্যক্তিরা এই অঞ্চলে সহজে বসবাস করতো পারতো (২ করি ১১:২৬)।

**পাম্ফুলিয়া।** ৮০ মাইল দীর্ঘ ও ২০ মাইল প্রশস্ত একটি সমভূমি অঞ্চল, যা এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত। ৭৪ খ্রীষ্টাব্দের পর পিষিদিয়া রোমীয় পাম্ফুলিয়া প্রদেশের সাথে যুক্ত হয় (১৩:১৩)।

**১৪:২৫ অন্তালিয়া।** পাম্ফুলিয়ার উপকূলে সবচেয়ে উত্তম পোতাশ্রয় এবং সমুদ্র বন্দর (১৩:১৩)।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৪ অধ্যায়

এসেছেন, সেজন্য এই স্থান থেকেই তাঁদের ঈশ্বরের অনুগ্রহের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।  
২৭ তাঁরা সেখানে উপস্থিত হয়ে মণ্ডলীকে একত্র করলেন এবং ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে  
যে কত কাজ করেছিলেন ও তিনি যে অযিহুদীদের জন্য বিশ্বাসের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন,  
সেসব বর্ণনা করলেন। ২৮ পরে তাঁরা শিষ্যদের সঙ্গে অনেক দিন থাকলেন।

[১৪:২৭] প্রেরি ১৫:৪, ১২; ২১:১৯; [১৪:২৭] ১করি ১৬:৯; ২করি ২:১২; কল ৪:৩; প্রকা ৩:৮; [১৪:২৮] দে: প্রেরি ১১:২৬।

১৪:২৭ বিশ্বাসের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর দিচ্ছিলেন।

অযিহুদীদেরকে বিশ্বাসের পথে আনছিলেন এবং ১৪:২৮ অনেক দিন। সম্ভবত এক বছরের বেশি  
আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল যেন, তিনি সময়।  
অযিহুদীদের জন্য বিশ্বাসের দরজা খুলে

### প্রেরিত ১৪ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

লুক পৌলের প্রথম প্রচার-যাত্রার সময় তাঁর ঘটনাবলির বর্ণনা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইকনিয়তে  
পৌছানোর পর পৌল ও বার্নাবা আবারও স্থানীয় সমাজ-ঘরে যান। পৌল এবং বার্নাবা  
ইকনিয়তে দীর্ঘ সময় ছিলেন, সাহসের সাথে কথা বলেছিলেন এবং চিহ্ন-কাজ ও আশ্চর্য  
কাজ প্রদর্শন করেছিলেন। অবশেষে বিরোধী যিহুদীরা হিংস্র হয়ে উঠে, যার ফলে পৌল ও  
বার্নাবা লুজ্জা ও দর্বাতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন (১-৬)।

পৌল লুজ্জায় জন্ম থেকে পঙ্গু এক ব্যক্তিকে সুস্থ করেছিলেন। লোকেরা ধরে নিয়েছিল যে,  
পৌল ও বার্নাবা অবশ্যই দেবতা, তাই তাঁদের নাম দিয়েছিল জেউস (বার্নাবাকে) এবং  
হের্মেস (পৌলকে)। এর কিছুদিন পরেই আন্তিয়খিয়া ও ইকনিয়ের যিহুদীরা পৌলকে পাথর  
ছুঁড়ে শহরের বাইরে টেনে নিয়ে যেতে প্ররোচিত করেছিল। যদিও পৌলকে মৃত বলে ধরে  
নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পৌল শহরে ফিরে যেতে পেরেছিলেন এবং পরের দিন বার্নাবার সাথে  
দর্বাতে চলে যান। সেখানে তাঁরা সুসমাচার প্রচার করতেন এবং অনেক শিষ্য তৈরি  
করেছিলেন (৭-২১)।

দর্বা থেকে পৌল ও বার্নাবা লুজ্জা, ইকনিয় এবং আন্তিয়খিয়ার (পিষিদিয়া) শিষ্যদেরকে  
শক্তিশালী করেন এবং প্রার্থনা ও উপবাস সহ প্রতিটি মণ্ডলীতে প্রাচীনদের নিযুক্ত করেন।  
পিষিদিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁরা পামফুলিয়াতে এসেছিলেন যেখানে তাঁরা পর্গায় সুসমাচার প্রচার  
করেছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা অন্তালিয়া নেমে আন্তিয়খিয়ার (সিরিয়া) উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু  
করেন। ঈশ্বর তাদের যেভাবে সাহায্য করেছেন তা সেখানকার মণ্ডলীকে তাঁরা জানান।  
সেখানে তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান করেন (২১-২৮)।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৫ অধ্যায়

#### প্রেরিত ১৪ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. তাদের পরিচর্যা কাজের ইতিবাচক ফলাফলগুলো কি ছিল? (১,৩ পদ)
২. কে অযিহুদীদের উস্কে দিয়েছিল? (২ পদ)
৩. এর ফলে পৌল এবং বার্নাবা কি করেছিলেন? (৬ পদ)
৪. বার্নাবা এবং পৌলের প্রচার-যাত্রার মধ্য দিয়ে কোন ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয়েছিল? (যিশা ৯:২ পদ)
৫. লুজ্জার লোকেরা পৌল এবং বার্নাবার প্রতি কিরকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল? (১১ পদ)
৬. প্রেরিতেরা এর প্রতি কি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন? (১৪-১৮ পদ)
৭. শিষ্যদের মধ্যে প্রেরিতদের কাজ কি ছিল? (২২,২৩ পদ)
৮. আন্তিয়খিয়ায় ফিরে আসার ঘটনাটি বলুন। (২৬-২৮ পদ)

#### যিরুশালেমে প্রেরিতদের সভা

**১৫**<sup>১</sup> পরে যিহুদিয়া থেকে কয়েক জন লোক এসে ভাইদেরকে শিক্ষা দিতে লাগল যে, তোমরা যদি মোশির ব্যবস্থা অনুসারে নিজদেরকে তৃষ্ণেদ না করাও, তবে পরিভ্রাণ পেতে পারবে না।<sup>২</sup> আর তাদের সঙ্গে পৌলের ও বার্নাবার অনেক বাকযুদ্ধ ও বাদানুবাদ হলে পর ভাইয়েরা স্থির করলেন, সেই তর্কের মীমাংসা করার জন্য পৌল ও বার্নাবা এবং তাঁদের মধ্যে আরও কয়েক জন, যিরুশালেমে প্রেরিতদের ও প্রাচীনদের কাছে যাবেন।<sup>৩</sup> অতএব মণ্ডলী তাদেরকে যাবার ব্যবস্থা করে দিল। তাঁরা ফৈনিকিয়া ও শমরিয়া দেশ দিয়ে গমন করতে করতে অযিহুদীরা কিভাবে বিশ্বাস করেছে সেই বিষয় বর্ণনা করলেন এবং সকল ভাইদের পরমানন্দ জন্মালেন।<sup>৪</sup> পরে তাঁরা যিরুশালেমে উপস্থিত হলে পর মণ্ডলী, প্রেরিতেরা ও প্রাচীনবর্গরা তাঁদের গ্রহণ করলেন এবং ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে যেসব কাজ করেছিলেন, তাঁরা সেসবই বর্ণনা করলেন।<sup>৫</sup> কিন্তু ফরীশী দলের কয়েক জন

[১৫:১] পদ: ২৪; গালা ২:১২; [১৫:১] দে: প্রেরি ১:১৬; [১৫:১] পদ: ৫; গালা ৫:২, ৩; [১৫:১] দে: প্রেরি ৬:১৪; [১৫:২] গালা ২:২; [১৫:২] দে: প্রেরি ১১:৩০; [১৫:৩] প্রেরি ১১:১৯; [১৫:৩] প্রেরি ১৪:২৭; [১৫:৪] পদ: ১২; প্রেরি ১৪:২৭; ২১:১৯; [১৫:৫] প্রেরি ৫:১৭; [১৫:৫] মথি ৩:৭; [১৫:৫] পদ: ১;

**১৫:১** কয়েকজন লোক। সম্ভবত ফরীশী মতাবলম্বী কয়েকজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী। এরা জোর দিয়ে বলতো যে, একজন অযিহুদীকে সত্যিকারভাবে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হওয়ার আগে তাকে অবশ্যই মোশির আইন-কানুন পালন করতে হবে। আইন-কানুন পালন করার প্রথম ধাপ

হচ্ছে তৃষ্ণেদ করানো।

**১৫:৪** সেসবই বর্ণনা করলেন। প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল অযিহুদীদের মাঝে কৃত পরিচর্যা কাজ সম্পর্কিত প্রতিবেদন পেশ করার জন্য।

**১৫:৫** ফরীশী ... বিশ্বাসী। কিছু কিছু ফরীশী

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৫ অধ্যায়

বিশ্বাসী উঠে বলতে লাগল, সেই লোকদের তৃক্ছেদ করা এবং মোশির ব্যবস্থা পালনের আদেশ দেওয়া আবশ্যিক।

<sup>৬</sup> পরে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য প্রেরিতেরা ও প্রাচীনবর্গরা সমবেত হলেন।  
<sup>৭</sup> আর অনেক বাদানুবাদ হলে পিতর উঠে তাঁদেরকে বললেন— ‘হে ভাইয়েরা, তোমরা জান, এর অনেক দিন আগে ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে আমাকে মনোনীত করেছিলেন, যেন আমার মুখে অযিহূদীরা সুসমাচারের বাক্য শুনে বিশ্বাস করে।’<sup>৮</sup> আর ঈশ্বর, যিনি অন্তঃকরণ জানেন, তিনি তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন, আমাদেরকে যেমন, তেমনি তাদেরকেও পবিত্র আত্মা দান করেছেন; <sup>৯</sup> এবং আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেন নি, বিশ্বাস দ্বারাই তাদের অন্তর শুচি করেছেন।<sup>১০</sup> অতএব এখন তোমরা কেন ঈশ্বরকে পরীক্ষা করছো, শিষ্যদের কাঁধে সেই জোয়াল দিচ্ছ, যার ভার না আমাদের পূর্বপুরুষেরা, না আমরা বহন করতে সমর্থ হয়েছি? <sup>১১</sup> কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, ওরা যেমন, আমরাও তেমনি প্রভু যীশুর অনুগ্রহ দ্বারাই পরিত্রাণ পাব।’

<sup>১২</sup> তখন সমস্ত লোক নীরব হয়ে রইলো; আর বার্নবার ও পৌলের দ্বারা অযিহূদীদের মধ্যে ঈশ্বর কি কি চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধন করেছেন, তা তাঁদের কাছেই শুনতে লাগল।<sup>১৩</sup> তাঁদের কথা শেষ হলে পর যাকোব উত্তরে বললেন, ‘হে ভাইয়েরা, আমার কথা শোন।’<sup>১৪</sup> ঈশ্বর তাঁর নামের জন্য অযিহূদীদের মধ্য থেকে এক দল লোক গ্রহণ করবার জন্য কিভাবে প্রথমে তাদের তত্ত্ব নিয়েছিলেন তা শিমোন বর্ণনা করেছেন।<sup>১৫</sup> আর

[১৫:৭] প্রেরি ১০:১-৪৮; [১৫:৮] দে: প্রকা ২:২৩; [১৫:৮] দে: প্রেরি ১০:৪৪, ৪৭; [১৫:৯] প্রেরি ১০:২৮, ৩৪; ১১:১২; [১৫:৯] প্রেরি ১০:৪৩; [১৫:১০] প্রেরি ৫:৯; [১৫:১০] দে: মথি ২৩:৪; গালা ৫:১; [১৫:১১] দে: রোমী ৩:২৪; গালা ২:১৬; ইফি ২:৫-৮; [১৫:১২] দে: যোহন ৪:৪৮; [১৫:১২] পদ: ৪; প্রেরি ১৪:২৭; ২১:১৯; [১৫:১৩] প্রেরি ১২:১৭; ২১:১৮; ১করি ১৫:৭; গালা ১:১৯; ২:৯, ১২; [১৫:১৪] ২পি ১:১;

খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের যিহূদী বিশ্বাস এবং কঠোর রীতি-নীতি ত্যাগ করতে পারে নি। তারা কঠোরভাবে বিশ্বাস করতো যে, অযিহূদীদের প্রথমে যিহূদীবাদ গ্রহণ করা এবং তৃক্ছেদ করা আবশ্যিক; এরপরেই কেবল তারা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হতে পারবে।

**১৫:৮ যিনি অন্তঃকরণ জানেন।** অযিহূদীদের অন্তরে যে পরিত্রাণ দানকারী বিশ্বাস ইতোমধ্যেই অবস্থান করছিল, সে সম্পর্কে ঈশ্বর খুব ভাল করেই জানতেন এবং তিনি তাদের এই বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে তাঁর সন্তান বলে গ্রহণ করে নিতে প্রেরিতদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন।

**তাদেরকেও পবিত্র আত্মা দান করেছেন।** ঈশ্বর সরাসরি অযিহূদীদেরকে তাঁর নিজের বলে গ্রহণ

করে নিয়েছেন।

**১৫:১০ সেই যোয়ালি।** যিহূদী আইন-কানুন (মথি ১১:২৮-২৯)।

**১৫:১১ প্রভু যীশুর অনুগ্রহ দ্বারাই পরিত্রাণ পাব।** তৃক্ছেদ করার কোন প্রয়োজন নেই।

**১৫:১৩ যাকোব।** প্রভুর ভাই। তাঁর যুক্তি শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করা হয়েছিল।

**১৫:১৪ শিমোন।** প্রেরিত পিতর। যাকোব এখানে পিতরের হিব্রু নামটি উচ্চারণ করেছেন। এক দল লোক। একটি নতুন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সমাজ, যার অধিকাংশ সদস্য ছিল অযিহূদী, কিন্তু তাতে যিহূদীরাও যুক্ত ছিল (যোহন ১০:১৬; ১ পিতর ২:৯-১০)। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল এই পৃথিবীতেই তাঁর লোকদেরকে অন্য সকলের থেকে পৃথক করে ফেলা। এদেরকে

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১৫ অধ্যায়

ভাববাদীদের বাক্য তার সঙ্গে মিলে, যেমন লেখা আছে,

<sup>১৬</sup> “এর পরে আমি ফিরে আসবো,

দায়ুদের পড়ে যাওয়া কুটির পুনরায় গাঁথব,

তার ধ্বংসস্থানগুলো পুনরায় গাঁথব,

আর তা পুনরায় স্থাপন করবো;

<sup>১৭</sup> যেন অবশিষ্ট লোকেরা প্রভুর খোঁজ করে,

আর যে জাতিদের উপরে আমার নাম কীর্তিত হয়েছে,

তারা সকলেও করে,

প্রভু এই কথা বলেন,

<sup>১৮</sup> তিনি অনেক কাল আগে থেকেই এসব বিষয় জানিয়ে দেন।”

<sup>১৯</sup> অতএব আমার বিচার এই, অযিহূদীদের মধ্যে যারা ঈশ্বরের প্রতি ফিরে, তাদেরকে আমরা কষ্ট দেব না, কেবল তাদেরকে লিখে পাঠাব, <sup>২০</sup> যেন তারা মূর্তি সংক্রান্ত অশুচিতা, ব্যভিচার, গলা টিপে মারা প্রাণীর মাংস এবং রক্ত, এসব থেকে পৃথক থাকে। <sup>২১</sup> কেননা প্রতি নগরে অতি পূর্বকাল থেকে মোশির এমন লোক আছে, যারা তাঁকে প্রচার করে, প্রতি বিশ্রামবারে সমাজ-গৃহে সমাজ-গৃহে তাঁর পুস্তক পাঠ করা হচ্ছে।’

[১৫:১৭] আমো ৯:১১, ১২; [১৫:১৮] যিশা ৪৫:২১; [১৫:২০] ১করি ৮:৭-১৩; ১০:১৪-২৮; প্রকা ২:১৪, ২০; [১৫:২০] ১করি ১০:৭, ৮; প্রকা ২:১৪, ২০; [১৫:২০] পদ: ২৯; আদি ৯:৪; লেবী ৩:১৭; ৭:২৬; ১৭:১০-১৩; ১৯:২৬; দ্বি:বি ১২:১৬, ২৩; [১৫:২১] শ্রেণি ১৩:১৫; ২করি ৩:১৪, ১৫;

বলা হবে খ্রীষ্টের দেহ, যাদেরকে মন্দ পৃথিবী থেকে আলাদা করে ফেলা হবে।

**১৫:১৫ ভাববাদীদের বাক্য।** বিশেষভাবে আমোস ৯:১১-১২ পদ থেকে এই উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে, তবে প্রথমে ও শেষে যির ১২:১৫ ও যিশা ৪৫:২১ পদের সংযুক্তি রয়েছে। দায়ুদের সিংহাসন পুনঃস্থাপন ও অযিহূদীদের উপর শাসনের বিস্তৃতি শুধুমাত্র যিহূদী বিশ্বাসীরা নয়, সেই সাথে বহু অযিহূদী লোক দায়ুদ সন্তানের প্রতি তাদের বশ্যতা দেখানোতে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

**১৫:১৬ এর পরে আমি ফিরে আসবো।** কেউ কেউ এই উদ্ধৃতিতে শেষ কালের ঘটনাবলীর এক আনুমানিক অনুক্রম হিসেবে ধারণা করেছেন ১. মণ্ডলীর যুগ (পদ ১৪), ২. জাতি হিসেবে ইস্রায়েলের পুনঃস্থাপন (পদ ১৬), এবং ৩. অযিহূদীদের চূড়ান্ত পরিত্রাণ লাভ (পদ ১৭-১৮)। অন্যান্যরা মনে করেন যে, উদ্ধৃতিটি কেবল অযিহূদীদের পরিত্রাণ দানের জন্য ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে নিশ্চিত করে।

**১৫:১৯ তাদেরকে আমরা কষ্ট দেব না।** অযিহূদীদের জন্য তৃষ্ণা দূরীকরণ আবশ্যিক করা হয় নি, কিন্তু তাদের জন্য চারটি শর্ত দেয়া হয়েছে (পরবর্তী পদের টীকা দেখুন)। মূলত যিহূদী বংশোদ্ভূত বিশ্বাসী এবং অযিহূদী বংশোদ্ভূত বিশ্বাসীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করার জন্যই এই বিধান প্রবর্তন করা হয়েছিল।

**১৫:২০ ব্যভিচার।** এই পাপটিকে গ্রীকরা খুব হালকাভাবে নিত এবং প্রায়ই তারা বিভিন্ন পৌত্তলিক ধর্মীয় উৎসবের সময় নির্বিচারে ব্যভিচারে লিপ্ত হত।

**গলা টিপে মারা প্রাণীর মাংস এবং রক্ত।** এ ধরনের রক্ত জমে থাকা মাংস খাওয়া যিহূদী আইন-কানুনে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। এখানে শুধু রক্ত পান করাকেও নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা পৌত্তলিকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

**১৫:২১ প্রতি নগরে ... এমন লোক আছে।** মোশির আইন-কানুন নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার আদৌ কোন ঝুঁকি নেই, যেহেতু তা নিয়মিতভাবে অযিহূদীদের পৃথিবীয় বাসকারী



## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৫ অধ্যায়

### অযিহুদী বিশ্বাসীদের কাছে লেখা পত্র

<sup>২২</sup> তখন প্রেরিতেরা ও প্রাচীনবর্গরা সমস্ত মণ্ডলীর সহযোগে, নিজেদের মধ্যে থেকে মনোনীত কোন কোন লোককে, অর্থাৎ বার্শ্বকা নামে আখ্যাত যিহুদা এবং সীল, ভাইদের মধ্যে অগ্রগণ্য এই দু'জনকে পৌল ও বার্ণবার সঙ্গে আন্তিয়খিয়াতে পাঠাতে ভাল মনে করলেন; <sup>২৩</sup> এবং তাঁদের হাতে এরকম পত্র লিখে পাঠালেন— আন্তিয়খিয়া, সিরিয়া ও কিলিকিয়া-নিবাসী ভাইদের কাছে প্রেরিতদের ও প্রাচীনদের, অর্থাৎ তোমাদের ভাইদের মঙ্গলবাদ। <sup>২৪</sup> আমরা শুনতে পেয়েছি যে, আমরা যাদেরকে কোন আদেশ দিই নি, এমন কয়েক ব্যক্তি আমাদের মধ্য থেকে গিয়ে নানা কথা বলে তোমাদের প্রাণ অস্থির করে তোমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে। <sup>২৫</sup> এজন্য আমরা একমত হয়ে কয়েক জনকে মনোনীত করে তাদেরকে আমাদের প্রিয় বার্ণবা ও পৌলের সঙ্গে তোমাদের কাছে পাঠাতে ভাল মনে করলাম। <sup>২৬</sup> বার্ণবা ও পৌল আমাদের প্রভু যীশুর খ্রীষ্টের নামের জন্য প্রাণপণ করেছেন। <sup>২৭</sup> অতএব যিহুদা ও সীলকে প্রেরণ করলাম, এঁরা মুখেও তোমাদেরকে সেসব বিষয় জানাবেন। <sup>২৮</sup> কারণ পবিত্র আত্মার এবং আমাদের এই বিষয় ভাল মনে হল, যেন এই কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া তোমাদের উপরে আর কোন ভার না দিই। <sup>২৯</sup> ফলে মূর্তির প্রসাদ এবং রক্ত ও গলা টিপে মারা প্রাণীর মাংস খাওয়া ও ব্যভিচার থেকে পৃথক থাকা তোমাদের উচিত; এসব থেকে নিজেদের সযত্নে রক্ষা করলে তোমাদের কুশল হবে। তোমাদের মঙ্গল হোক।'

<sup>৩০</sup> তখন তারা বিদায় হয়ে আন্তিয়খিয়াতে আসলেন এবং লোকদেরকে একত্র করে পত্রখানি দিলেন। <sup>৩১</sup> তা পাঠ করে তারা সেই আশ্বাসের কথায় আনন্দিত হল। <sup>৩২</sup> আর যিহুদা ও সীল নিজেরাও ভাববাদী ছিলেন বলে অনেক কথা দ্বারা ভাইদেরকে উৎসাহ দিলেন ও বিশ্বাসে শক্তিশালী করে তুললেন। <sup>৩৩</sup> তাঁরা সেই স্থানে কিছু কাল যাপন করার পর যাঁরা তাঁদেরকে পাঠিয়েছিলেন, <sup>৩৪</sup> তাঁদের কাছে ফিরে যাবার জন্য ভাইয়েরা তাঁদের শান্তিতে বিদায় দিলেন। <sup>৩৫</sup> কিন্তু পৌল ও বার্ণবা আন্তিয়খিয়াতে অবস্থিতি করলেন, তাঁরা অন্যান্য

[১৫:২২] দে: প্রেরি ১১:৩০; [১৫:২২] দে: প্রেরি ১১:১৯; [১৫:২২] পদ: ২৭, ৩২, ৪০; প্রেরি ১৬:১৯, ২৫, ২৯; ২করি ১:১৯; ১থিষ ১:১; ২থিষ ১:১; ১পি৩ ৫:১২; [১৫:২৩] পদ: ১; দে: প্রেরি ১১:১৯; [১৫:২৩] দে: লুক ২:২; [১৫:২৩] পদ: ৪১; দে: প্রেরি ৬:৯; [১৫:২৩] প্রেরি ২৩:২৫, ২৬; যাকোব ১:১; [১৫:২৪] পদ: ১; গালা ১:৭; ৫:১০; [১৫:২৬] প্রেরি ৯:২৩-২৫; ১৪:১৯; ১করি ১৫:৩০; [১৫:২৭] দে: পদ: ২২; [১৫:২৮] প্রেরি ৫:৩২; [১৫:২৯] পদ: ২০; প্রেরি ২১:২৫; [১৫:৩২] দে: পদ: ২২; [১৫:৩২] দে: প্রেরি ১১:২৭; [১৫:৩৩] ১শমূ ১:১৭; মার্ক ৫:৩৪; লুক ৭:৫০; প্রেরি ১৬:৩৬; ১করি ১৬:১১; [১৫:৩৫] প্রেরি ৮:৪; [১৫:৩৫] দে: প্রেরি ১৩:৪৮;

প্রত্যেক যিহুদী ধর্মাবলম্বী ভক্তি সহকারে পালন করছে।

**১৫:২২ বার্শ্বকা ... যিহুদা।** বার্শ্বকা পদবীধারী একজন যোষেফকে আমরা দেখতে পাই ১:২৩ পদে; সম্ভবত তাঁরা দু'জন ভাই ছিলেন।

**সীল।** যিরুশালেম মণ্ডলীর একজন নেতা, একজন ভাববাদী এবং একজন রোমীয় নাগরিক।

**১৫:২৮ পবিত্র আত্মার ... ভাল মনে হল।**

প্রেরিতদের এই সম্মেলনটি পবিত্র আত্মা কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল এবং তাঁকেই এখানে সমস্ত কর্তৃত্ব এবং অধ্যাধিকার দেওয়া হয়েছিল। যীশু খ্রীষ্ট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, পবিত্র আত্মা তাঁদেরকে সমস্ত সত্য জ্ঞাত করবেন (যোহন ১৬:১৩)।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৫ অধ্যায়

অনেক লোকের সঙ্গে প্রভুর বাক্য নিয়ে শিক্ষা দিতেন ও সুসমাচার প্রচার করতেন।

#### পৌল ও বার্নাবার পৃথক হওয়া

৩৬ কয়েক দিন পরে পৌল বার্নাবাকে বললেন, চল, আমরা যেসব নগরে প্রভুর বাক্য প্রচার করেছিলাম, সেসব নগরে এখন ফিরে গিয়ে ভাইদের তত্ত্বাবধান করি, দেখি, তারা কেমন আছে। ৩৭ আর বার্নাবা চাইলেন, যোহন যাকে মার্ক বলে, তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন; ৩৮ কিন্তু পৌল মনে করলেন, যে ব্যক্তি পাম্ফুলিয়াতে তাঁদেরকে ছেড়ে গিয়েছিল, তাঁদের সঙ্গে কাজে যান নি, এমন লোককে সঙ্গে করে নেওয়া উচিত নয়। ৩৯ এতে এমন মতবিরোধ হল যে, তাঁরা পরস্পর পৃথক হলেন; বার্নাবা মার্ককে সঙ্গে করে জাহাজে সাইপ্রাস দ্বীপে গমন করলেন; ৪০ কিন্তু পৌল শীলকে মনোনীত করলেন, বিশ্বাসী ভাইয়েরা প্রভুর অনুগ্রহের হতে তাঁদের তুলে দিলে তাঁরা প্রস্থান করলেন। ৪১ আর তিনি সিরিয়া ও কিলিকিয়া দিয়ে গমন করতে করতে মণ্ডলীগুলোকে শক্তিশালী করে তুললেন।

[১৫:৩৬] প্রেরি ১৩:৪, ১৩, ১৪, ৫১; ১৪:১, ৬, ২৪, ২৫; [১৫:৩৬] দে: প্রেরি ১৩:৪৮; [১৫:৩৭] দে: প্রেরি ১২:১২; [১৫:৩৮] প্রেরি ১৩:১৩; [১৫:৪০] দে: পদ: ২২; [১৫:৪০] দে: প্রেরি ১১:২৩; [১৫:৪১] পদ: ২৩; দে: লুক ২:২; [১৫:৪১] দে: প্রেরি ৬:৯; [১৫:৪১] প্রেরি ১৬:৫।

১৫:৩৬ যেসব নগরে ... প্রচার করেছিলাম।  
প্রথম প্রচার যাত্রার শহরগুলো।

১৫:৩৮ যে ব্যক্তি ... ছেড়ে গিয়েছিল। যোহন মার্ক পরগা থেকে পৌলের সঙ্গ ত্যাগ করে যিরূশালেমে ফিরে গিয়েছিলেন।

১৫:৩৯ তাঁরা পরস্পর পৃথক হলেন। যে সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা ঈশ্বরকে ভালবাসেন এবং একত্রে কাজ করে থাকেন, তাদের মধ্যেও অনেক সময় বিবাদ উপস্থিত হতে পারে, যা আমরা এখানে পৌল এবং বার্নাবার মধ্যে দেখতে পাই। এ ধরনের দ্বন্দ্ব ও বিবাদ নিজেরা সমাধান করা না গেলে পৃথক হয়ে নিজ নিজ মত অনুসারে কাজ করা এবং ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজ করাটাই শ্রেয়। এরপর থেকে এই পুস্তকে বার্নাবার ও মার্ক সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। তবে ১ করি ৯:৬ পদে পৌল এক আদর্শ উদাহরণ

স্থাপনকারী হিসেবে বার্নাবার নাম উল্লেখ করেন। গালা ২:১১-১৩ পদের আন্তিয়খিয়ার একটি ঘটনায় বার্নাবা যুক্ত রয়েছেন। পৌলের প্রথম কারাবরণের সময় মার্ক পৌলের সাথে যুক্ত ছিলেন (কল ৪:১০; ফিলীমন ২৪ পদ)। পৌল তাঁর শেষ জীবনে মার্কের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং তিনি তাঁর শেষ দিনগুলোতে মার্ককে তাঁর সাথে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন (২ তীম ৪:১১)।

১৫:৪০ শীলকে মনোনীত। যিরূশালেমের পত্র সরবরাহ করার পর তিনি যিহূদার সাথে যিরূশালেমে ফিরেছিলেন (পদ ৩২-৩৩)। এখন আন্তিয়খিয়ায় তাঁর উপস্থিতি দেখায় যে, যারা তাঁকে পাঠিয়েছেন তাদের কাছে রিপোর্ট দেয়ার পর তিনি আন্তিয়খিয়াতে মণ্ডলীর কাজে অংশগ্রহণ করতে ফিরে এসেছিলেন।

#### প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে দেখা যায় যে, যিহূদিয়া থেকে কিছু বিশ্বাসীরা আন্তিয়খিয়াতে তৃষ্ণা ও আইন-কানুন পালনের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিতে এসেছিল। পৌল ও বার্নাবা এই বিষয়ে বিতর্ক করেছিলেন এবং প্রেরিত ও প্রাচীনদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁদের যিরূশালেমে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পথে পৌল ও বার্নাবা অধিহুদীদের ধর্মান্তরিত হওয়ার

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৫ অধ্যায়

বর্ণনা দিয়েছিলেন, যা অত্যন্ত আনন্দের কারণ ছিল (১-৩)।

যিরূশালেমে পৌল ও বার্নাবা প্রথমে পুরো মণ্ডলীকে প্রতিবেদন দিয়েছিলেন। বিশ্বাসী ফরীশীরা যখন বলেছিল যে, তুচ্ছদ ও মোশির আইন পালন করা প্রয়োজন, তখন প্রেরিত ও প্রাচীনেরা এই বিষয়ে আরও আলোচনা করার জন্য মিলিত হন। অনেক বিতর্কের পর, পিতর বলেছিলেন যে, কিভাবে ঈশ্বর তাঁকে প্রথম অধিহুদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন, কিভাবে ঈশ্বর তাদের পবিত্র আত্মা দিয়ে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এবং কিভাবে ঈশ্বর তাদের পার্থক্য না করে, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাদের অন্তর শুদ্ধ করেছিলেন। পিতর এইভাবে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কেন তাঁরা পরজাতীয়দের উপর জোয়াল লাগাবে যা তাঁরা নিজেরাও বহন করতে অক্ষম ছিল। বরং প্রভুর অনুগ্রহে যিহুদী ও পরজাতীয় উভয়কেই একই ভাবে রক্ষা করা যেতে পারে। বার্নাবা ও পৌল আবার সেই সব আশ্চর্য ঘটনা ও আশ্চর্য কাজের কথা বলেছিলেন, যা ঈশ্বর তাঁদের মাধ্যমে অধিহুদীদের মধ্যে করেছিলেন (৪-১২)।

অবশেষে প্রভুর ভাই যাকোব, পিতর যা বলেছিলেন তার সমর্থনে আমোষের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বললেন। এরপর তিনি সুপারিশ করেছিলেন যেন তাঁরা পরজাতীয়দের কষ্ট না দিয়ে, তাদের উদ্দেশ্যে প্রতিমা পূজা, রক্ত, গলা টিপে হত্যা করা এবং যৌন অনৈতিকতা থেকে বিরত থাকতে বলে একটি চিঠি দেবার সিদ্ধান্ত হয়। পবিত্র আত্মা কর্তৃক অনুমোদিত চিঠিটি পাঠানো হল এবং আন্তিয়খিয়ার ভাইয়েরা তা আনন্দের সাথে গ্রহণ করলেন। যিহুদা যিরূশালেমে ফিরে আসার আগে যিহুদা ও সীল ভাইদেরকে শক্তিশালী করলেন (১৩-৩৪)। কিছু সময় আন্তিয়খিয়ায় শিক্ষা দান ও প্রচার করার পর পৌল তাঁর প্রথম প্রচার-যাত্রায় যেসব শহরে গিয়েছিলেন সেখানকার ভাইদের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। মার্কের বিষয় নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে বার্নাবা যোহন-মার্ককে নিয়ে সাইপ্রাসে যাত্রা করেন এবং পৌল সীলকে নিয়ে যাত্রা করেন। আন্তিয়খিয়ার ভাইদের সমর্থন নিয়ে পৌল এবং সীল সিরিয়া এবং কিলিকিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় মণ্ডলীগুলোকে শক্তিশালী করেন (৩৫-৪১)।

### প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. কেন পৌল এবং বার্নাবা যিরূশালেমে গিয়েছিলেন? (১,২ পদ)
২. ফরীশীদের মধ্যে কিছু লোক কি বিশ্বাস করতো যা উদ্বেগের জন্ম দিয়েছিল? (৫,৬ পদ)
৩. যিহুদী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান থেকে অধিহুদীদের মুক্ত হওয়ার বিষয়ে পিতর কি বলেছিলেন? (৭-১১ পদ)
৪. ১১ পদ অনুসারে কিভাবে লোকেরা পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছে?
৫. যাকোবের জবাব কি ছিল? (১৩-২১ পদ)
৬. কেন শিষ্যদের শিক্ষা ছিল অন্ধকারের মধ্যে আলোর মত? (গীত ৩৬:৯ পদ)
৭. ঈশ্বরের বাক্য মানুষের কাছে কি রকম? (গীত ১১৯:১০৫ পদ)

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৬ অধ্যায়

৮. ধার্মিকেরা কোন্ আলোতে চলে- যে আলো কমতে থাকে, নাকি বাড়তে থাকে? (হিত ৪:১৮ পদ)
৯. যীশু আলো এবং জীবন সম্পর্কে কি বলেছিলেন? (যোহন ৮:১২ পদ)
১০. অযিহূদী ভাইদের কাছে যিরূশালেমের মণ্ডলীর লেখা চিঠিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (২২-২৯ পদ)
১১. বিশ্বাসীদেরকে কি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল? (২৯ পদ)
১২. চিঠিটি যাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাদের উপর তার প্রভাব কেমন ছিল? (৩০, ৩১ পদ)
১৩. বার্ণাবা এবং পৌলের মধ্যে কি মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল এবং তার ফলাফল কি ছিল? (৩২-৪১ পদ)
১৪. মার্কের প্রতি পৌলের মনোভাবটি কি স্থায়ী নাকি অস্থায়ী ছিল? (২তীম ৪:১১ পদ)

### পৌল ও সীলের সঙ্গে তীমথি

**১৬**<sup>১</sup> পরে তিনি দবীতে ও লুস্ত্রায় উপস্থিত হলেন। আর দেখ, সেখানে তীমথি নামে এক জন শিষ্য ছিলেন; তিনি এক জন বিশ্বাসী যিহূদী মহিলার পুত্র, কিন্তু তার ছিলেন পিতা গ্রীক; <sup>২</sup> লুস্ত্রা ও ইকনীয়-নিবাসী ভাইয়েরা তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিত। <sup>৩</sup> পৌলের ইচ্ছা হল, যেন সেই ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে গমন করেন; আর তিনি ঐ সমস্ত স্থানেও যিহূদীদের জন্য তাঁকে নিয়ে তাঁর তৃষ্ণা করলেন; কেননা তাঁর পিতা যে গ্রীক, তা সকলে জানতো। <sup>৪</sup> আর তাঁরা নগরে নগরে ভ্রমণ করতে করতে যিরূশালেমের প্রেরিতদের ও প্রাচীনদের নির্ধারিত নিয়মাবলি পালন করতে ভাইদের হাতে অর্পণ করলেন। <sup>৫</sup> এভাবে মণ্ডলীগুলো বিশ্বাসে শক্তিশালী হতে থাকলো এবং দিন দিন সংখ্যায় বৃদ্ধি পেল।

[১৬:১] প্রেরি ১৪:৬; [১৬:১] প্রেরি ১৭:১৪; ১৮:৫; ১৯:২২; ২০:৪; রোমী ১৬:২১; ১করি ৪:১৭; ১৬:১০; ২করি ১:১, ১৯; ফিলি ১:১; ২:১৯; কল ১:১; ১থি ১:১; ৩:২, ৬; ২থি ১:১; ১তীম ১:২, ১৮; ১তীম ১:২, ৫, ৬; ফিলিম ১; [১৬:১] ১তীম ১:৫; [১৬:২] পদ: ৪০; দে: প্রেরি ১:১৬; [১৬:২] দে: প্রেরি ১৩:৫১; [১৬:৩] গালা ২:৩; [১৬:৪] দে: প্রেরি ১১:৩০; [১৬:৪] প্রেরি ১৫:২; [১৬:৪] প্রেরি ১৫:২৮, ২৯; [১৬:৫] প্রেরি ৯:৩১; ১৫:৪১; [১৬:৫] দে: প্রেরি ২:৪১;

**১৬:১** তীমথি। যেহেতু এই ঘটনার ১৫ বছর পর পৌল তাঁকে যুবক হিসেবে সম্বোধন করেছেন (১ তীম ৪:১২), সে কারণে তিনি এখন অবশ্যই কিশোর বয়সী।  
**তার পিতা গ্রীক।** তীমথির মায়ের বিশ্বাস সম্পর্কে বিবৃতি এবং পিতার দিক থেকে বিশ্বাসের অনুপস্থিতি এই ধারণার জন্ম দেয় যে, তাঁর পিতা যিহূদী ধর্মাবলম্বী গ্রীক বা খ্রীষ্টতে

বিশ্বাসী কোনটিই ছিলেন না।

**১৬:৩ তাঁর তৃষ্ণা করলেন।** যাতে যিহূদীদের মাঝে তাঁর কাজ অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। এটি তীতের ঘটনার পুরোপুরি বিপরীত (গালা ২:৩), যেখানে তৃষ্ণা করাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, কারণ কেউ কেউ এটিকে পরিব্রাজকের জন্য আবশ্যিক বলে দাবী করেছিল।

## শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১৬ অধ্যায়

### ম্যাসিডোনিয়ায় পৌল

৬ তাঁরা ফরগিয়া ও গালাতীয়া প্রদেশ দিয়ে গমন করলেন, কেননা এশিয়া প্রদেশে বাক্য প্রচার করতে পবিত্র আত্মাকর্তৃক নিবৃত্ত হয়েছিলেন।<sup>৭</sup> আর তাঁরা মুশিয়া দেশের কাছে উপস্থিত হয়ে বিথুনিয়ায় যেতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু যীশুর আত্মা তাঁদেরকে যেতে দিলেন না।<sup>৮</sup> তখন তারা মুশিয়া দেশ ছেড়ে ত্রোয়াতে চলে গেলেন।<sup>৯</sup> আর রাতের বেলায় পৌল একটি দর্শন পেলেন; এক জন ম্যাসিডোনিয়ার পুরুষ দাঁড়িয়ে বিনতিপূর্বক তাঁকে বলছে, পার হয়ে ম্যাসিডোনিয়াতে এসে আমাদের উপকার করুন।<sup>১০</sup> তিনি সেই দর্শন পেলে আমরা অবিলম্বে ম্যাসিডোনিয়া দেশে যেতে চেষ্টা করলাম, কারণ বুঝলাম, সেখানকার লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে ঈশ্বর আমাদেরকে ডেকেছেন।

### যীশু খ্রীষ্টের উপর লুদিয়ার বিশ্বাস

১১ আমরা ত্রোয়া থেকে যাত্রা করে সোজা পথে সামথ্রীতে এবং তার পরদিন নিয়াপলিতে উপস্থিত হলাম।<sup>১২</sup> সেখান থেকে ফিলিপীতে গেলাম; সেটি ম্যাসিডোনিয়ার ঐ

[১৬:৬] শ্রেণি ২:১০; ১৮:২৩; [১৬:৬] শ্রেণি ১৮:২৩; গালা ১:২; ৩:১; [১৬:৬] দে: শ্রেণি ২:৯; [১৬:৭] রোমী ৮:৯; গালা ৪:৬; ফিলি ১:১৯; ১পি ১:১১; [১৬:৮] পদ: ১১; শ্রেণি ২০:৫; ২করি ২:১২; ১তীম ৪:১৩; [১৬:৯] দে: শ্রেণি ৯:১০; [১৬:৯] শ্রেণি ১৯:২১, ২৯; ২০:১, ৩; রোমী ১৫:২৬; ১করি ১৬:৫; ১খিষ ১:৭, ৮; [১৬:১০] পদ: ১০-১৭; শ্রেণি ২০:৫-১৫; ২১:১-১৮; ২৭:১-২৮:১৬; [১৬:১০] শ্রেণি ১৪:৭; [১৬:১১] দে: পদ: ৮; [১৬:১২] শ্রেণি ২০:৬; ফিলি ১:১; ১খিষ ২:২; [১৬:১২] দে: পদ: ৯;

১৬:৬ পবিত্র আত্মা কর্তৃক নিবারণিত। নতুন নিয়মে সুসমাচার প্রচার অথবা পরিচর্যা কাজের যে তৎপরতা আমরা দেখতে পাই, তা পবিত্র আত্মার পরিচালনাতেই ঘটেছিল। অনেক সময় কোন কোন অঞ্চলে সুসমাচার নিয়ে যেতে পবিত্র আত্মা নিষেধ করতেন, সে সময় শ্রেণিতগণ ভিন্ন কোন স্থানে সুসমাচার নিয়ে যেতেন।

১৬:৭ মুশিয়া। এশিয়া প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। লুক এই সকল স্থানের প্রাচীন গ্রীক ভাষাপূর্ণ নাম ব্যবহার করেছেন, কিন্তু পৌল স্থানগুলোর রোমীয় নাম অধিক পছন্দ করতেন। বিথুনিয়া। ৭৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরে গঠিত একটি প্রদেশ, যার অবস্থান মুশিয়ার পূর্ব দিকে।

যীশুর আত্মা। অনেক সময় ‘ঈশ্বর’ না বলে ‘পবিত্র আত্মা’ বলা হয় (শ্রেণিত ৫:৩-৪ দেখুন); একইভাবে এখানে ‘পবিত্র আত্মা’ না বলে ‘যীশুর আত্মা’ ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৬:৮ ত্রোয়া। প্রাচীন ট্রয় থেকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত এক নগরী। এর পুরো নাম আলেকজান্দ্রীয় ত্রোয়া। এটি ছিল এক রোমীয় উপনিবেশ, যা এক দিকে ম্যাসিডোনিয়া ও গ্রীস

এবং অন্য দিকে এশিয়া মাইনরের মাঝে সংযোগ সাধনকারী এক গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর। পৌল তাঁর তৃতীয় যাত্রায় সেখানে একটি মণ্ডলী স্থাপন করেন।

১৬:৯ দর্শন। মানুষের কাছে ঈশ্বরের নির্দেশ দানের বিভিন্ন উপায়ের একটি।

১৬:১০ আমরা ... চেষ্টা করলাম। এখান থেকে ঘটনার ধারাবর্ণনায় ‘আমরা’ সর্বনামটির ব্যবহার শুরু হয়েছে। অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন, লুক এর মধ্য দিয়ে পাঠকদের অবগত করেছেন যে, তিনি ত্রোয়া থেকে পৌল পরিচালিত শ্রেণিত দলের সাথে যোগ দিয়েছিলেন।

১৬:১১ সামথ্রাকী। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এজিয়ান সাগরের একটি দ্বীপ। এখানে অত্যন্ত চমৎকার একটি পোতাশ্রয় ছিল।

১৬:১২ ফিলিপী। পূর্ব ম্যাসিডোনিয়ার একটি রোমীয় ঔপনিবেশিক নগর, যার নামকরণ করা হয় মহান আলেকজান্ডারের পিতা দ্বিতীয় ফিলিপের নামানুসারে। রোমান সামরিক বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত বহু সৈন্য এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতো। খুব স্বল্প সংখ্যক যিহুদীর

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৬ অধ্যায়

বিভাগের প্রধান নগর, রোমীয় উপনিবেশ। সেই নগরে আমরা কয়েক দিন অবস্থিতি করলাম।<sup>১৩</sup> আর বিশ্রামবারে নগর-দ্বারের বাইরে নদীতীরে গেলাম, মনে করলাম, সেখানে প্রার্থনার স্থান আছে; আর আমরা বসে সমাগত খ্রীলোকদের কাছে কথা বলতে লাগলাম।<sup>১৪</sup> আর সেই স্থানে থুয়াতীরা নগরের লুদিয়া নাম্নী এক জন ঈশ্বরভক্ত খ্রীলোক আমাদের কথা শুনছিলেন। তিনি বেগুনিয়া কাপড় বিক্রি করতেন, আর প্রভু তাঁর হৃদয় খুলে দিলেন, যেন তিনি পৌলের কথায় মনোযোগ দেন।<sup>১৫</sup> তিনি ও তাঁর পরিবার বাপ্তিস্ম নিলে পর তিনি বিনতি করে বললেন, আপনারা যদি আমাকে প্রভুতে বিশ্বাসী বলে বিবেচনা করে থাকেন, তবে আমার বাড়িতে এসে থাকুন। আর তিনি আমাদেরকে সাধ্যসাধনা করে নিয়ে গেলেন।

#### কারাগারে পৌল আর সীল

<sup>১৬</sup> একদিন আমরা সেই প্রার্থনার স্থানে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে দৈবজ্ঞ আত্মাবিশিষ্টা এক জন দাসীর সঙ্গে আমাদের দেখা হল। সে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারতো এবং তাতে তার কর্তাদের বিস্তর লাভ হত।<sup>১৭</sup> সে পৌলের এবং আমাদের পিছনে যেতে যেতে টেঁচিয়ে বলতে লাগল, এই ব্যক্তির সর্বশক্তিমানের দাস, এঁরা তোমাদেরকে পরিত্রাণের পথ

[১৬:১৩] দে: প্রেরি ১৩:১৪; [১৬:১৪] প্রকা ১:১১; ২:১৮, ২৪; [১৬:১৪] লুক ২৪:৪৫; [১৬:১৫] দে: প্রেরি ১১:১৪; [১৬:১৫] দে: প্রেরি ২:৩৮; [১৬:১৬] পদ: ১৩; [১৬:১৬] দ্বি:বি ১৮:১১; ১শমু ২৮:৩, ৭; [১৬:১৭] দে: মার্ক ৫:৭;

বসবাস ছিল এই নগরে। ৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ নগরটিকে একটি সুরক্ষিত দুর্গ-নগরে পরিণত করেছিলেন।

**প্রথম নগর।** থিফলনীকি ছিল ম্যাসিডোনিয়ার রাজধানী; কিন্তু ম্যাসিডোনিয়ার মোট চারটি প্রদেশ ছিল এবং ফিলিপী ছিল চারটির মধ্যে প্রথম।

**১৬:১৩ প্রার্থনার স্থান।** ফিলিপীতে এত অল্প যিহুদী ছিল যে, সেখানে কোন মন্দির বা সমাজ ঘর ছিল না। তাই সেখানে বসবাসকারী যত যিহুদী ছিল, তারা নদীর তীরে প্রার্থনায় মিলিত হত। সে সময় চলমান প্রোতধারার সামনে নিভৃত প্রার্থনা ও উপাসনা করার প্রচলন ছিল।

**১৬:১৪ লুদিয়া।** একজন ব্যবসায়ী মহিলা। সম্ভবত তাঁর জন্মস্থানের নাম অনুসারে তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল, যা একটি গ্রীক অধ্যুষিত প্রদেশ ছিল।

**থুয়াতীরা।** একটি রোমীয় নগর, যা পর্গাম থেকে ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এশিয়ার লুদিয়া প্রদেশে অবস্থিত। এই স্থানটি রাজকীয় বেগুনী রংয়ের কাপড় প্রস্তুত করার জন্য বিখ্যাত ছিল।

**ঈশ্বর-ভক্ত খ্রীলোক।** লুদিয়া ছিলেন অযিহুদী,

যিনি কর্নীলিয়ার মত একমাত্র সত্য ঈশ্বরেরে বিশ্বাস করেছিলেন (১০:২) এবং তিনি পবিত্র শাস্ত্রের নৈতিক শিক্ষাগুলো মেনে চলতেন। তবে তিনি যিহুদীবাদে ধর্মান্তরিত হন নি।

**তাঁর অন্তর খুলে দিলেন।** পুনরুত্থানের পরে প্রেরিতদের অন্তর খুলে গিয়েছিল, যেন তাঁরা পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ বুঝতে পারেন; একইভাবে লুদিয়ার অন্তর পৌলের দেয়া সুসমাচারের বার্তায় সাড়াদানের জন্য খুলে দেয়া হল।

**১৬:১৬ দৈবজ্ঞ আত্মাবিশিষ্টা এক জন দাসী।** এই দাসীকে একটি মন্দ আত্মা ধরেছিল এবং সে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে পারতো। তার মধ্য দিয়ে যখন মন্দ আত্মা কথা বলতো, তখন সেই রবকে ঈশ্বরের রব বলে লোকেরা মনে করতো এবং এই কারণে তার যথেষ্ট কদর ছিল। লোকেরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার জন্য সেই দাসীর কাছে আসতো এবং এর মধ্য দিয়ে তার মালিকের বেশ উপার্জন হত।

**১৬:১৭ পরিত্রাণের পথ।** সে সময়ে যিহুদী ধর্মাবলম্বীদের মত গ্রীকদের মাঝেও এই ধর্মীয় পরিভাষার প্রচলন ছিল। অযিহুদীদের মাঝে

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১৬ অধ্যায়

জানাচ্ছেন। <sup>১৮</sup> সে অনেক দিন পর্যন্ত এরকম করতে থাকলো। কিন্তু পৌল বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে সেই আত্মাকে বললেন, আমি যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে বের হয়ে যাও; তাতে সেই দণ্ডেই সে বের হয়ে গেল।

<sup>১৯</sup> কিন্তু তার কর্তারা, লাভের আশা চলে গেল দেখে পৌলকে ও সীলকে ধরে শহর-চকে নেতাদের সম্মুখে টেনে নিয়ে গেল। <sup>২০</sup> তারা নেতাদের কাছে তাঁদেরকে এনে বললো, এই ব্যক্তির আমাদের নগর অতিশয় অস্থির করে তুলছে; এরা যিহুদী; <sup>২১</sup> আর আমরা রোমীয়, আমাদের যেরকম রীতিনীতি গ্রহণ বা পালন করতে নেই, এরা তা-ই প্রচার করছে। <sup>২২</sup> তাতে লোকেরা তাঁদের বিরুদ্ধে উঠলো এবং শাসনকর্তারা তাঁদের কাপড় খুলে ফেলে দিলেন ও বেত্রাঘাত করতে আদেশ দিলেন, <sup>২৩</sup> এবং তাঁদেরকে বিস্তর প্রহার করা হলে পর কারাগারে নিক্ষেপ করলেন এবং সাবধানে প্রহরা দিতে কারারক্ষককে আদেশ দিলেন। <sup>২৪</sup> এই রকম আদেশ পেয়ে সে তাঁদেরকে নিয়ে কারাগারের ভিতরের ঘরে বন্ধ করলো এবং হাড়িকাঠ দিয়ে তাঁদের পা আটকে রাখলো। <sup>২৫</sup> কিন্তু মধ্যরাতে পৌল ও সীল ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা এবং প্রশংসা-গীত করছিলেন এবং বন্দীরা তাঁদের গান কান পেতে শুনছিল। <sup>২৬</sup> তখন হঠাৎ মহা-ভূমিকম্প হল, এমন কি, কারাগারের ভিত্তিমূল কেঁপে উঠলো; আর অমনি সমস্ত দ্বার খুলে গেল ও সকলের বন্ধন মুক্ত হল। <sup>২৭</sup> তাতে কারারক্ষক ঘুম থেকে জেগে উঠলো এবং কারাগারের দ্বারগুলো খুলে গেছে দেখে, খড়্গ কোষমুক্ত করে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হল; কারণ সে মনে করেছিল বন্দীরা পালিয়ে গেছে। <sup>২৮</sup> কিন্তু পৌল চিৎকার করে ডেকে বললেন, ওহে, নিজের ক্ষতি করো না, কেননা আমরা সকলেই এই স্থানে

[১৬:১৮] দে: মার্ক ১৬:১৭; [১৬:১৯] পদ: ১৬; শ্রেণি ১৯:২৫, ২৬; [১৬:১৯] দে: শ্রেণি ১৫:২২; [১৬:১৯] শ্রেণি ৮:৩; ১৭:৬; ২১:৩০; যাকোব ২:৬; [১৬:২০] শ্রেণি ১৭:৬; [১৬:২১] পদ: ১২; [১৬:২১] উৎস ৩:৮; [১৬:২২] ২করি ১১:২৫; ১থি ২:২; [১৬:২৩] পদ: ২৭, ৩৬; [১৬:২৪] ইয়োব ১৩:২৭; ৩৩:১১; যির ২০:২, ৩; ২৯:২৬; [১৬:২৫] গীত ১১৯:৫৫, ৬২; [১৬:২৫] দে: শ্রেণি ১৫:২২; [১৬:২৫] দে: ইফি ৫:১৯; [১৬:২৬] শ্রেণি ৪:৩১; [১৬:২৬] শ্রেণি ৫:১৯; ১২:১০; [১৬:২৬] শ্রেণি ১২:৭; [১৬:২৭] শ্রেণি ১২:১৯;

‘পরিব্রাজ’ (গ্রীক *সটেরিয়া*) শব্দটি ‘সর্বশক্তিমান’ ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দেবতার উদ্দেশে করা বহু শপথ ও প্রার্থনার একটি অপরিহার্য বিষয় ছিল এবং এটিকে তারা রহস্যপূর্ণ অজানা ধর্মের অন্যতম চাবিকাঠি বলে মনে করতো।

**১৬:১৯ পৌলকে ও সীলকে ... নিয়ে গেল।** পৌল ও সীলকে শুধুমাত্র দলের নেতা বলে আটক করা হল তা নয়; সম্ভবত তাঁদেরকে স্পষ্টভাবে যিহুদী বলে মনে হচ্ছিল বলে তাঁদের উপরে তাদের আক্রোশ আরও বেশি ছিল।

**১৬:২০ নেতা।** গ্রীক প্রতিশব্দ *স্ট্র্যাটেগস*; ল্যাটিন *প্রাইটর*; এর মূল শাব্দিক অর্থ ‘শাসনকর্তা’। ফিলিপীর মত কিছু কিছু রোমীয় উপনিবেশে সৌজন্যতার ভাষা হিসেবে শব্দটি ব্যবহৃত হত।

**১৬:২১ রীতিনীতি গ্রহণ বা পালন করতে নেই।** রোমীয় উপনিবেশে শুধুমাত্র যিহুদী ধর্মের বৈধ স্বীকৃতি ছিল, কিন্তু খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি।

**১৬:২৪ হাড়িকাঠ।** কারাগারে এই যন্ত্রটি বাড়তি নিরাপত্তার পাশাপাশি শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হত। পা রাখার জন্য এতে দু’টির বেশি গর্ত থাকতো এবং প্রয়োজনবোধে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বের গর্তে পা আটকানো হত। দুই পা যত বেশি দূরত্বে আটকানো হত, কয়েদীর যন্ত্রণা তত বেশি হত।

**১৬:২৭ আত্মহত্যা করতে উদ্যত হল।** কারাবন্দী পালিয়ে গেলে তার স্থানে কারারক্ষকের জীবন নেওয়া হত। আত্মহত্যা করার মাধ্যমে কারারক্ষক তার লজ্জা ও দুঃখ

### খ্রিস্টদের কার্য-বিবরণ : ১৬ অধ্যায়

আছি। <sup>২৯</sup> তখন সে আলো আনতে বলে ভিতরে দৌড়ে গেল এবং দ্রাসে কাঁপতে কাঁপতে পৌলের ও সীলের সম্মুখে পড়লো। <sup>৩০</sup> আর সে তাঁদেরকে বাইরে এনে বললো, মহাশয়েরা, পরিত্রাণ পাবার জন্য আমাকে কি করতে হবে? <sup>৩১</sup> তাঁরা বললেন, তুমি ও তোমার পরিবার যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস কর, তাতে পরিত্রাণ পাবে। <sup>৩২</sup> পরে তাঁরা তাকে এবং তার বাড়িতে উপস্থিত সমস্ত লোককে ঈশ্বরের বাক্য বললেন। <sup>৩৩</sup> আর রাতের সেই দণ্ডেই সে তাঁদেরকে নিয়ে তাঁদের প্রহারের ক্ষতগুলো ধুয়ে নিল এবং সে নিজে ও তার সকল লোক অবিলম্বে বাস্তব গ্রহণ করলো। <sup>৩৪</sup> পরে সে তাঁদেরকে উপরে ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের সম্মুখে খাদ্যদ্রব্য রাখল এবং সমস্ত পরিবারের সঙ্গে ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করতে পেরে অতিশয় আনন্দিত হল।

<sup>৩৫</sup> দিন হলে শাসনকর্তারা বেত্রধরদের দ্বারা বলে পাঠালেন, সেই লোকদেরকে ছেড়ে দাও। <sup>৩৬</sup> তাতে কারারক্ষক পৌলকে এই সংবাদ দিল যে, নেতৃবর্গ আপনাদেরকে ছেড়ে দিতে বলে পাঠিয়েছেন, অতএব আপনারা এখন বের হয়ে শান্তিতে প্রস্থান করুন। <sup>৩৭</sup> কিন্তু পৌল তাদেরকে বললেন, তাঁরা আমাদেরকে বিচারে দোষী না করে সর্বসাধারণের সাক্ষাতে প্রহার করিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন, আমরা তো রোমীয় নাগরিক, এখন কি গোপনে আমাদেরকে বের করে দিচ্ছেন? তা হবে না; তারা নিজে এসে আমাদেরকে বাইরে নিয়ে যান। <sup>৩৮</sup> তখন বেত্রধরেরা নেতাদেরকে এই সংবাদ দিল। তাতে তাঁরা যে রোমীয় নাগরিক, এই কথা শুনে নেতৃবর্গ ভয় পেলেন, <sup>৩৯</sup> এবং এসে তাঁদেরকে বিনতি জানালেন, আর বাইরে

---

[১৬:২৯] দে: খ্রি ১৫:২২; [১৬:৩০] খ্রি ২:৩৭; [১৬:৩১] দে: যোহন ৩:১৫; [১৬:৩১] দে: রোমী ১১:১৪; [১৬:৩১] দে: খ্রি ১১:১৪; [১৬:৩৩] পদ: ২৫; [১৬:৩৩] দে: খ্রি ২:৩৮; [১৬:৩৪] দে: খ্রি ১১:১৪; [১৬:৩৬] পদ: ২৩, ২৭; [১৬:৩৬] দে: খ্রি ১৫:৩৩; [১৬:৩৭] খ্রি ২২:২৫-২৯; [১৬:৩৮] খ্রি ২২:২৯; [১৬:৩৯] মথি ৮:৩৪; লূক ৮:৩৭;

---

হাস করতে চেয়েছিল।

**১৬:৩০ পরিত্রাণ পাবার জন্য আমাকে কি করতে হবে?** কারারক্ষক শুনেছিল যে, এরা হলেন পরিত্রাণের পথের প্রচারকারী (১৭ পদ)। এখন এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে নিজের মৃত্যু আসন্ন ভেবে সে এই পথ সম্পর্কে জানতে চাইল।

**১৬:৩১ যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস কর।** পরিত্রাণ লাভের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ।

**১৬:৩২ ঈশ্বরের বাক্য।** পৌল ও সীল কারারক্ষকের কাছে এবং তার গৃহের সকল সদস্যের কাছে আরও বিস্তারিতভাবে সুসমাচার ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তারা সবাই খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করলো এবং পরিত্রাণ পেল (১০:৩৬;

১৬:৩৪)।

**১৬:৩৪ অতিশয় আনন্দিত হল।** পরিস্থিতি যে ধরনেরই হোক না কেন, বিশ্বাস করলে অন্তর আনন্দিত হবেই (৮:৩৯ দেখুন)।

**১৬:৩৭ বিচারে দোষী না করে।** একজন রোমীয় নাগরিককে জনসমক্ষে প্রহার করা আইনত অবৈধ ছিল (পদ ৩৮); সেখানে পৌল এবং সীলকে কোন প্রকার বিচারের আওতায় না নিয়ে অন্যায়ভাবে প্রহার করা হয়েছে।

**তারা নিজে এসে।** পৌল ও সীল প্রধানত ফিলিপী মণ্ডলীর সম্মান ও নিষ্কণ্টক ভবিষ্যতের জন্য এবং সেই সাথে তাঁদের নিজেদের হত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার জন্য এই দাবী জানিয়েছিলেন।



### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৬ অধ্যায়

নিয়ে গিয়ে নগর থেকে প্রস্থান করতে অনুরোধ করলেন।<sup>৪০</sup> তখন তাঁরা কারাগার থেকে বের হয়ে লুদিয়ার বাড়িতে গেলেন। আর সেখানে ভাইদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হলে তাঁদেরকে উৎসাহ দিলেন; পরে সেখান থেকে চলে গেলেন।

[১৬:৪০] পদ: ১৪; [১৬:৪০] পদ: ২; দে: প্রেরি ১:১৬।

১৬:৩৯ প্রস্থান করতে অনুরোধ করলেন। কোন তাঁদেরকে চলে যাওয়ার অনুরোধ করা রোমীয় নগর থেকে কোন রোমীয় নাগরিককে হয়েছিল।  
বহিষ্কার করার অধিকার কারও নেই, এ কারণে

#### প্রেরিত ১৬ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের মাধ্যমে আমরা পৌলকে তাঁর দ্বিতীয় প্রচার-যাত্রায় খুঁজে পাই যা প্রেরিত ১৫:৪০ পদে শুরু হয়েছিল এবং পৌল ও সীল সিরিয়া এবং কিলিকিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়ে মণ্ডলীগুলোকে শক্তিশালী করছিলেন। দবী এবং লুজ্জা শহরে পৌল তীমথি নামের এক তরুণ শিষ্যকে পেয়েছিলেন যিনি তাঁর আজীবন সহকারী হয়ে উঠেছিলেন। পৌলের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীরা যখন ফরুগিয়া ও গালাতিয়ার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁরা যিরুশালেমের প্রেরিত ও প্রাচীনদের কাছ থেকে পাওয়া আদেশগুলো প্রদান করছিলেন এবং মণ্ডলীগুলোকে শক্তিশালী করছিলেন (১-৫)।

পবিত্র আত্মার নির্দেশনায় তাঁরা ত্রোয়ায় গিয়েছিলেন, যেখানে পৌল একটি দর্শন দেখেছিলেন যে ম্যাসিডোনিয়ার একজন ব্যক্তি সাহায্য চাচ্ছে। এর অর্থ ছিল প্রভু সেখানে সুসমাচার প্রচার করার জন্য আহ্বান করেছেন, তাই পৌল সঙ্গীসহ ত্রোয়া ত্যাগ করলেন (৬-১০)।

ত্রোয়া থেকে সামথ্রাকী এবং তারপরে নিয়াপলিতে যান। পৌল যখন কথা বলছিলেন, তখন থুয়াতীরা শহরের লুদিয়া নামের একজন ধার্মিক ব্যবসায়ী মহিলা তা শুনছিলেন। পৌলের কথা শোনার জন্য প্রভু তাঁর অন্তর খুলে দিয়েছিলেন (১১-১৫)।

এরপর পৌল এবং তাঁর সঙ্গী একজন দাসীর মধ্য থেকে মন্দ আত্মা ছাড়ান। এতে মেয়েটির মনিবরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তারা পৌল ও সীলকে মারধর করে এবং কারাগারে বন্দী করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাদের মুক্ত করেন ও এবং সব কিছু দেখে কারারক্ষক যীশুকে গ্রহণ করেন। সেই রাতেই তার পুরো পরিবার বাপ্টিস্ম নিয়েছিল (১৬-৪০)।

#### প্রেরিত ১৬ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. তীমথিয় কে ছিলেন? (১,২ পদ)
২. কেন তীমথিয়ার তুচ্ছ করানো হয়েছিল? (৩ পদ)
৩. পৌল, সীল এবং তীমথিয়ার প্রচার কাজের ফল কি ছিল? (৪,৫ পদ)

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১৭ অধ্যায়

৪. শিষ্যদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল? (৬,১০,৩২ পদ)
৫. কে তাদেরকে এশিয়াতে প্রচার করতে বাধা দিয়েছিলেন? (৬ পদ)
৬. কি পৌলকে ম্যাসিডোনিয়াতে যেতে উত্তেজিত করেছিল? (৯ পদ)
৭. লুদিয়া সম্পর্কে কি রকম বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল? (১৪ পদ)
৮. ফিলিপীয় মণ্ডলীর কিভাবে শুরু হয়েছিল? (১১-১৫ পদ)
৯. কেন পৌল এবং সীলকে জেলে দেওয়া হয়েছিল? (১৯ পদ)
১০. বিলম্ব এবং নিরুৎসাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা এর শেষ সম্পর্কে কি আশা করেছিল? (গীত ৯৮:২,৩ পদ)
১১. জেলে কি ঘটেছিল বর্ণনা করুন। (২৫-২৬ পদ)
১২. জেল-রক্ষকের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? (৩০ পদ)
১৩. কাউকে পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে তাকে কি করতে হবে? (৩১ পদ)
১৪. শাসনকর্তারা এই আশ্চর্য কাজের বিপক্ষে কি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল? (৩৫ পদ)
১৫. শাসনকর্তারা কেন ভয় পেয়েছিলেন? (৩৭,৩৮ পদ)

### থিষলনীকীতে সুসমাচার-প্রচার

**১৭**<sup>১</sup> পরে তাঁরা আফিপলি ও আপল্লোনিয়া দিয়ে গমন করে থিষলনীকী শহরে আসলেন। সেই স্থানে যিহুদীদের একটি সমাজ-গৃহ ছিল।<sup>২</sup> আর পৌল তাঁর রীতি অনুসারে তাদের কাছে গেলেন এবং তিনটি বিশ্রামবারে পবিত্র শাস্ত্রের কথা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন, অর্থ বুঝিয়ে দিলেন।<sup>৩</sup> তিনি তাদের দেখালেন যে, খ্রীষ্টের মৃত্যুবরণ করা ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করা আবশ্যিক ছিল। তিনি তাদের বললেন, এই যে যীশুকে আমি তোমাদের কাছে প্রচার করছি, তিনিই সেই খ্রীষ্ট।<sup>৪</sup> তাতে তাদের

[১৭:১] পদ: ১১, ১৩; ফিলি ৪:১৬; ১থিষ ১:১; ২থিষ ১:১; ১তীম ৪:১০; [১৭:২] দে: শ্রেণি ৯:২০; [১৭:২] দে: শ্রেণি ১০:১৪; [১৭:২] শ্রেণি ৮:৩৫; ১৮:২৮; [১৭:৩] লুক ২৪:২৬; শ্রেণি ৩:১৮; [১৭:৩] লুক ২৪:৪৬; দে: শ্রেণি ২:২৪; [১৭:৩] দে: শ্রেণি ৯:২২; [১৭:৪] দে: শ্রেণি ১৫:২২;

**১৭:১ আফিপলি ... থিষলনীকী।** বর্তমানে এই পথটি এগনেতীয় মহাসড়ক নামে পরিচিত, যা সম্পূর্ণ উত্তরাঞ্চলীয় গ্রীসের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। সড়কটি ফিলিপী, আফিপলি, আপল্লোনিয়া ও থিষলনীকীকে যুক্ত করেছে। একটি নগর থেকে আরেকটির দূরত্ব গড়ে প্রায় ৩০ মাইল।

**থিষলনীকী।** ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশের রাজধানী; এর জনসংখ্যা ছিল ২ লক্ষের বেশি। ফিলিপী

থেকে এই নগরের দূরত্ব প্রায় ১০০ মাইল। এখানে বেশি কিছু সংখ্যক যিহুদীর বসবাস ছিল এবং এখানে একটি সমাজ-ঘরের ছিল। এই সব কিছু বিবেচনা করে পৌল সেখানে প্রচার করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন (১ম থিষলনীকীয় পত্রের ভূমিকা দেখুন)।

**১৭:২-৩ অর্থ বুঝিয়ে দিলেন ... দেখালেন।** অর্থাৎ পৌল যিহুদীদের সামনে পবিত্র শাস্ত্রে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পাঠ করলেন এবং

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১৭ অধ্যায়

মধ্যে কয়েক জন তাঁদের কথায় বিশ্বাস করলো এবং পৌলের ও সীলের সঙ্গে যোগ দিল; আর ভক্ত গ্রীকদের মধ্যে অনেক লোক ও বেশ কয়েক জন প্রধান মহিলা তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন।<sup>৫</sup> কিন্তু যিহূদীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে, বাজারের কয়েক জন দুষ্ট লোককে সঙ্গে নিয়ে ভিড় জমাল এবং নগরে গোলযোগ বাঁধিয়ে দিল। তারপর তারা পৌল ও সীলকে খুঁজে বের করে লোকদের কাছে আনবার জন্য যাসোনের বাড়ি আক্রমণ করলো;<sup>৬</sup> কিন্তু তাঁদেরকে না পাওয়াতে তাঁরা যাসোন এবং কয়েক ভাইকে নগর-প্রশাসকদের সম্মুখে টেনে নিয়ে গেল ও চেষ্টা করে বলতে লাগল, এই যে লোকেরা জগৎ-সংসারকে লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে, এরা এই স্থানেও উপস্থিত হয়েছে;<sup>৭</sup> আর যাসোন এদের আতিথ্য করেছে। এরা সকলে সম্মাটের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে ও বলে, যীশু নামে আর এক জন রাজা আছেন।<sup>৮</sup> এসব কথা শুনি তারা জনতাকে ও নগরের কর্মকর্তাদেরকে অস্থির করে তুললো।<sup>৯</sup> তখন তাঁরা যাসোনের ও আর সকলের জামিন নিয়ে তাঁদেরকে ছেড়ে দিলেন।

#### বিরয়া শহরে পৌল

<sup>১০</sup> পরে ভাইয়েরা অবিলম্বে পৌলকে ও সীলকে রাতের বেলা বিরয়াতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁরা যিহূদীদের সমাজ-গৃহে গমন করলেন।<sup>১১</sup> থিমলনীকীর যিহূদীদের চেয়ে এরা ভদ্র ছিল; কেননা এরা সম্পূর্ণ আগ্রহপূর্বক বাক্য গ্রহণ করলো, আর

[১৭:৫] পদ: ১৩; দে: ১খিষ ২:১৬; [১৭:৫] রোমী ১৬:২১; [১৭:৬] দে: শ্রেণি ১৬:১৯; [১৭:৬] দে: শ্রেণি ১:১৬; [১৭:৬] দে: মথি ২৪:১৪; [১৭:৬] শ্রেণি ১৬:২০; [১৭:৭] লুক ২৩:২; যোহন ১৯:১২; [১৭:৯] পদ: ৫; [১৭:১০] দে: শ্রেণি ১৫:২২; [১৭:১০] পদ: ১৩; শ্রেণি ২০:৪; [১৭:১০] দে: শ্রেণি ৯:২০; [১৭:১১] দে: পদ: ১; [১৭:১১] লুক ১৬:২৯; যোহন ৫:৩৯; [১৭:১১] দ্বি:বি ২৯:২৯;

সেগুলোকে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর পাশাপাশি স্থাপন করে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন যে, এই সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীরই পূর্ণতা সাধিত হয়েছে।

**১৭:৪ প্রধান মহিলা।** সম্ভবত নগরীটির প্রধান বা নেতৃস্থানীয় লোকদের স্ত্রীরা; তবে যে সকল অভিজাত মহিলা তাদের নিজেদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের কারণে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, তাদের কথাও সম্ভবত এখানে বোঝানো হয়েছে (পদ ১২)।

**১৭:৫ ঈর্ষান্বিত হয়ে।** অসংখ্য লোক পৌলের পরিচর্যা কাজে সাড়া দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করছিল, এ কারণে যিহূদীদের মধ্যে থেকে কয়েকজন তাদের স্বার্থ হানি হচ্ছে দেখে পৌলের উপর ঈর্ষা করেছিল।

**যাসোনের গৃহ।** পৌল সম্ভবত সেখানে অবস্থান করছিলেন।

**১৭:৬ নগরপ্রাধ্যক্ষ।** গ্রীক পরিভাষা *পলিটার্কস*; আক্ষরিকভাবে ‘নগরীর শাসক’। থিমলনীকী

শহর পাঁচজন নগরপ্রাধ্যক্ষ শাসন করতেন।

লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে। অর্থাৎ, ‘বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছে’।

**১৭:৭ সম্মাটের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে।** একজন যিহূদীর জন্য ঈশ্বরনিন্দা করা সবচেয়ে অপরাধ; কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহিতা, অর্থাৎ সম্মাট কৈসার ব্যতীত প্রতিদ্বন্দ্বী কোন রাজাকে সমর্থন করা একজন রোমীয় নাগরিকের সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে গণ্য হত।

**১৭:৯ জামিন।** যাসোনকে এই নিশ্চয়তা দিতে হয়েছিল যে, পৌল ও সীলের জামিন হওয়ার বিনিময়ে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং এমন কি মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে।

**১৭:১০ পৌল ও সীলকে ... পাঠিয়ে দিলেন।** সম্ভবত তীমথি ফিলিপীতে থেকে গিয়েছিলেন।

**বিরয়া।** ম্যাসিডোনিয়ার আরেকটি প্রদেশ, যা থিমলনীকী থেকে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। এর আধুনিক নাম *ভেরিয়া*।

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১৭ অধ্যায়

এসব বাস্তবিকই এরকম কি না তা জানবার জন্য প্রতিদিন পবিত্র শাস্ত্র পরীক্ষা করতে লাগল।<sup>১২</sup> অতএব তাদের মধ্যে অনেকে এবং গ্রীকদের মধ্যেও অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষ বিশ্বাস করলেন।<sup>১৩</sup> কিন্তু খিষলনীকীর যিহূদীরা যখন জানতে পারলো যে, বিরয়াতেও পৌল কর্তৃক ঈশ্বরের বাক্য প্রচারিত হয়েছে, তখন তারা সেখানেও এসে লোকদেরকে অস্থির ও উত্তেজিত করে তুলতে লাগল।<sup>১৪</sup> তখন ভাইয়েরা অবিলম্বে পৌলকে সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য প্রেরণ করলেন; আর সীল ও তীমথি সেখানে রইলেন।<sup>১৫</sup> আর যারা পৌলকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, তারা তাঁকে এথেন্স পর্যন্ত নিয়ে গেল। পরে তারা পৌলের কাছ থেকে এই নির্দেশ নিয়ে প্রস্থান করলো যে, যেন সীল ও তীমথি খুব তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে যোগ দেন।

#### এথেন্সে পৌলের সুসমাচার প্রচার

<sup>১৬</sup> পৌল যখন তাদের অপেক্ষায় এথেন্সে ছিলেন, তখন সেই নগর মূর্তিতে পরিপূর্ণ দেখে তাঁর অন্তরে তাঁর আত্মা উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।<sup>১৭</sup> অতএব তিনি সমাজ-গৃহে যিহূদী ও ভক্ত লোকদের কাছে এবং বাজারে প্রতিদিন যাদের সঙ্গে দেখা হত, তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।<sup>১৮</sup> আবার এপিকিউরীয় ও স্টোয়িকীয় কয়েক জন দার্শনিক তাঁর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে লাগল। আর কেউ কেউ বললো, এই বাচালটা কি বলতে চায়? আর কেউ

[১৭:১২] দে: শ্রেণি ২:৪১; [১৭:১৩] দে: ইব্রী ৪:১২; [১৭:১৪] দে: শ্রেণি ৯:৩০; [১৭:১৪] দে: শ্রেণি ১৫:২২; [১৭:১৪] দে: শ্রেণি ১৬:১; [১৭:১৫] পদ: ১৬, ২১, ২২; শ্রেণি ১৮:১; ১খিষ ৩:১; [১৭:১৫] শ্রেণি ১৮:৫; [১৭:১৭] দে: শ্রেণি ৯:২০; [১৭:১৮] দে: শ্রেণি ১৩:৩২; [১৭:১৮] পদ: ৩১, ৩২; শ্রেণি ৪:২;

**১৭:১৪ সমুদ্র পর্যন্ত।** এই বিবৃতি পাঠ করে অধিকাংশ পাঠকই মনে করতে পারেন যে, পৌল জাহাজে চড়ে এথেন্সে গিয়েছেন। কিন্তু বিরয়ার উপকূল ধরে পায়ে হেঁটেও এথেন্সে যাওয়া যেত এবং এই পথের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ২০ মাইল।

**১৭:১৫ এথেন্স।** গ্রীসের রাজধানী। পৌল পদার্থপূর্ণ করার প্রায় ৫০০ বছর আগে থেকেই এথেন্স শিল্পকলা, দর্শন ও সাহিত্যের উৎকৃষ্টতা ও স্বকীয়তার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিল।

**১৭:১৬ তাঁর আত্মা উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।** এথেন্স নগরের প্রতিমাপূজা এবং নৈতিক ভ্রষ্টতা দেখে পৌলের অন্তর উত্তেজিত এবং ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। তিনি সেই সমস্ত হারানো ও বিনষ্ট আত্মাদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

**১৭:১৮ এপিকিউরীয়।** এই দলের মতবাদ হচ্ছে— সর্বোচ্চ উত্তমতা হল সুখ, তবে তা কেবল এক মুহূর্তের আনন্দ বা সাময়িক সন্তুষ্টি নয়। পৌলের সময়ে এই দর্শনের মূলমন্ত্র হয়ে

দাঁড়িয়েছিল ভোগবাদ। *এপিকিউরা এপিকোরাম* (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪১-২৭০) ছিলেন এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা এবং তার নাম অনুসারেই এর নাম হয় এপিকিউরীয় মতবাদ।

**স্টোয়িকীয়।** এই দলের মতবাদ হচ্ছে— মানুষের স্বনির্ভর হয়ে বাঁচা উচিত এবং যে কোন মূল্যে নিজের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করা উচিত। এই মতবাদের কিছু প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, কিন্তু এপিকিউরীয়বাদের মত এই মতবাদটিও পৌলের সময়ে তার মূলমন্ত্র থেকে সরে গিয়েছিল। স্টোয়িকীয় মতবাদের প্রবক্তা ‘যেনো’ (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪০-২৬৫) যে স্থানে বসে তাঁর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন তার নাম ছিল ‘রং করা স্তোয়া’ বা ‘রঙ্গিন স্তম্ভশ্রেণী’। এই স্থানের নাম থেকেই স্টোয়িকীয় নামটি এসেছে। বাচাল। এই শব্দটির গ্রীক প্রতিশব্দের অর্থ ‘বীজ সংগ্রহকারী’, যেভাবে একটি পাখি এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে বীজ সংগ্রহ করে। এছাড়া শব্দটি দ্বারা এমন কাউকে বোঝানো হয়, যে

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১৭ অধ্যায়

কেউ বললো, ওকে বিজাতীয় দেবতাদের প্রচারক বলে মনে হয়; কারণ তিনি যীশু ও পুনরুত্থান বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করতেন।<sup>১৯</sup> পরে তারা তাঁর হাত ধরে এরিওপেগসে নিয়ে গিয়ে বললো, এই যে নতুন শিক্ষা আপনি প্রচার করছেন, তা কি রকম, আমরা কি জানতে পারি?<sup>২০</sup> কারণ আপনার কতগুলো কথা আমাদের কানে অদ্ভুত শোনাচ্ছে; অতএব আমরা জানতে বাসনা করি, এসব কথার অর্থ কি।<sup>২১</sup> (এথেন্সের সকল লোক ও সেখানকার প্রবাসী বিদেশীরা কেবল নতুন কোন কথা বলা বা শোনা ছাড়া আর কিছুতে কালক্ষেপ করতো না।)

<sup>২২</sup> তখন পৌল এরিওপেগসের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে বললেন, হে এথেন্সের লোকেরা, দেখছি, তোমরা সর্ব বিষয়ে বড়ই দেবতাভক্ত।<sup>২৩</sup> কেননা বেড়াবার সময়ে তোমাদের উপাস্য বস্তুগুলো দেখতে দেখতে একটি বেদি দেখতে পেলাম, যার উপরে লেখা আছে, ‘অজানা দেবতার উদ্দেশে।’ অতএব তোমরা যে অজানা দেবতার ভজনা করছো, তাঁকে

[১৭:১৯] পদ: ২২; [১৭:১৯] মার্ক ১:২৭; [১৭:২১] দে: পদ: ১৫; [১৭:২২] পদ: ১৯; [১৭:২২] পদ: ১৬; [১৭:২৩] যোহন ৪:২২;

বাজারে অবাস্তব ব্যক্তির মত ঘোরাফেরা করে যেখানে যা ফেলানো অবস্থায় পায় তা কুড়িয়ে নেয় এবং পরবর্তীতে সেগুলো দিয়ে নিজের জাঁকজমকতা প্রকাশ করার চেষ্টা করে।

**১৭:১৯ এরিওপেগস।** অর্থাৎ ‘এরিও-এর পর্বত’। এরিও হচ্ছে গ্রীকদের বজ্র ও যুদ্ধের দেবতা, যাকে রোমীয়দের দেবতা মার্স-এর সাথে তুলনা করা যায়। এরিওপেগসের অবস্থান ছিল এথেন্সের নগর-দুর্গের ঠিক পশ্চিমে এবং আগোরার দক্ষিণে, যা এক সময় আদালত বা পৌরসভা হিসেবে পরিচিত ছিল। এটি এথেন্সের সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। জনশ্রুতিতে শোনা যায়, নগরীর পৃষ্ঠপোষক দেবী এথেনা ১ হাজার বছর আগে এই স্থানটি নির্মাণ করেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতকে এথেন্স গণতান্ত্রিক নগরে পরিণত হওয়ার এই সভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, কিন্তু তখনও এর নৈতিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। পরবর্তীতে রোমীয়রা এই স্থানটিকে বজ্রতা দেওয়া এবং বিচার করার স্থান হিসেবে পুনঃসংস্কার করে।

**১৭:২২ দেবতাভক্ত।** অথবা ‘কুসংস্কারাচ্ছন্ন’। মূল গ্রীক প্রতিশব্দটি অভিনন্দন জানাতে বা সমালোচনা করতে উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এই প্রেক্ষাপটে পৌল

শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ লাভ করার জন্য শব্দটিকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপক হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

**১৭:২৩ অজানা দেবতার উদ্দেশে।** গ্রীকরা কোন দেবতার প্রতি মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হলে দেবতাকে দুঃখ দেয়া হয় বলে ভীত ছিল। তাই তারা ‘অপরিচিত দেবতার’ উদ্দেশে মূর্তি তৈরি করে কোন দেবতার পূজা বাদ পড়ার মত ভুল ঢাকার চেষ্টা করতো। গ্রীক ইতিহাস থেকে জানা যায়, এক সময় এথেন্সে মারাত্মক মহামারী দেখা দিয়েছিল; দেবতাদের সম্ভ্রষ্ট করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেও মহামারী থামানো যাচ্ছিল না। সে সময় তখনকার অন্যতম একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এরিওপেগসে একপাল মেঘ এনে সেগুলোকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। মেঘগুলো হাঁটতে হাঁটতে যেখানে গিয়ে থেমেছিল, সেখানেই কোন এক অপরিচিত দেবতার উদ্দেশে বেদী নির্মাণ করা হয়েছিল এবং পশু উৎসর্গ করা হয়েছিল। এরপর কাকতালীয়ভাবে মহামারী থেমে যায় এবং নগরীতে স্বস্তি ফিরে আসে। তখন থেকেই অপরিচিত এই দেবতাকে বিশেষ ভক্তি করা হত।

যে অজানা দেবতার ভজনা ... প্রচার করি। অনেক পাঠকের কাছে মনে হতে পারে যে,

### শ্রুতিদের কার্য-বিবরণ : ১৭ অধ্যায়

আমি তোমাদের কাছে প্রচার করি। <sup>২৪</sup> ঈশ্বর, যিনি জগৎ ও তার মধ্যকার সমস্ত বস্তু নির্মাণ করেছেন, তিনিই স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু। তিনি হাতের তৈরি কোন মন্দিরে বাস করেন না। <sup>২৫</sup> তাঁর কোন কিছুই অভাব নেই, সেজন্য তিনি মানুষের হাত দ্বারা সেবিতও হন না। কেননা তিনিই সকলকে জীবন, শ্বাস ও সমস্ত কিছু দান করেন। <sup>২৬</sup> আর তিনি এক ব্যক্তি থেকে মানুষের সকল জাতিকে উৎপন্ন করেছেন, যেন তারা সমস্ত ভূতলে বাস করে। তিনি তাদের নির্দিষ্ট কাল ও নিবাসের সীমা স্থির করে দিয়েছেন। <sup>২৭</sup> ঈশ্বর তা করেছেন, যেন মানুষ অনুসন্ধান করতে করতে তাঁর উদ্দেশ্য পেয়ে যাবার আশায় তাঁর খোঁজ করে; অথচ তিনি আমাদের কারো কাছ থেকে দূরে নন। <sup>২৮</sup> কেননা তাঁতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা;

[১৭:২৪] যিশা ৪২:৫; শ্রুতি ১৪:১৫; [১৭:২৪] দ্বি:বি ১০:১৪; যিশা ৬৬:১, ২; মথি ১১:২৫; [১৭:২৪] ১রাজা ৮:২৭; শ্রুতি ৭:৪৮; [১৭:২৫] গীতা ৫০:১০-১২; যিশা ৪২:৫; [১৭:২৬] দ্বি:বি ৩২:৮; ইয়োব ১২:২৩; [১৭:২৭] দ্বি:বি ৪:৭; যিশা ৫৫:৬; যির ২৩:২৩, ২৪; [১৭:২৮] দ্বি:বি ৩০:২০; ইয়োব ১২:১০; দানি ৫:২৩;

এসব পৌত্তলিকরা যে উপাসনা করতো তাতে কোন ভুল ছিল না এবং তারা অজ্ঞতাবশত হলেও অন্যান্য দেবতাদের সাথে সত্য ও একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে তা বোঝানো হয় নি। তিনটি বিষয় এখানে মনে রাখা দরকার। প্রথমত, পৌলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার আগেই তিনি তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি উত্থাপন করে রেখেছেন, কারণ যারা কার উপাসনা করেছে তাকে চেনেই না, তাদের কাছে যদি তিনি এক বিদেশী দেবতা তথা একমাত্র সত্য ঈশ্বরের বিষয়ে প্রচার করেন, তাহলে কীভাবে তাঁকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে? দ্বিতীয়ত, এই বাক্যে ‘অপরিচিত দেবতার’ পরিচিতির উপরে নয়, কিন্তু গ্রীকদের উপাসনার অজ্ঞতার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। পৌল এই জ্ঞান পিপাসুদের এমন এক অজ্ঞতায় দৃষ্টি দেন, যার কারণে ঈশ্বরের প্রকৃত পরিচয় তাদের কাছ থেকে গোপন ছিল। তৃতীয়ত, ভাষণটির প্রথম স্তরকে তাদের প্রতি ইতিবাচক কথা বলা হলেও পরবর্তী সময়ে তাদের পৌত্তলিকতার কারণে তাদেরকে তীব্র তিরস্কার করা হয়েছে। তিনি এই বক্তব্যে তুলে ধরেছেন যে, ঈশ্বর কোথায় থাকেন সে বিষয়ে তারা অজ্ঞ (পদ ২৪), ঈশ্বর তাদের কাছ থেকে কেমন সেবা চান সে বিষয়ে তারা জানে না (পদ ২৫-২৭) এবং ঈশ্বরকে কীভাবে চিন্তা

করা উচিত বা নিজেদের জীবনে প্রকাশ করা উচিত সে বিষয়ে তারা ভ্রান্তিতে রয়েছে (পদ ২৮-২৯)। সংক্ষেপে তাদের ধর্মপরায়ণতার সব কিছুই ভুল পথে চলেছে।

**১৭:২৪ ঈশ্বর, যিনি পৃথিবী ... নির্মাণ করেছেন।** একক সৃষ্টিকর্তার মতবাদ; স্টোয়িকীয় মতবাদের বিপরীত ধারণা, যারা একাধিক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করতো।

**১৭:২৫ মানুষের হাত দ্বারা সেবিতও হন না।** এই উক্তি এপিকিউরীয় ও স্টোয়িকীয় উভয় মতবাদকেই সমর্থন করে। এপিকিউরীয়দের মতে, স্বর্গীয় সত্তার মানুষের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণের প্রয়োজন নেই এবং স্টোয়িকীয়দের মতে, সৃষ্টিকর্তাই সকল জীবনের উৎস।

**১৭:২৬ এক ব্যক্তি থেকে ... উৎপন্ন করেছেন।** এথেনীয় বা রোমীয়, গ্রীক বা বর্বর, যিহূদী বা অযিহূদী সকল জাতিকেই ঈশ্বর একজন মাত্র মানুষ হতে সৃষ্টি করেছেন।

**নির্দিষ্ট কাল ... স্থির করে দিয়েছেন।** তিনি সমস্ত জাতির উত্তরণ এবং পতনের সময় ও ব্যাপ্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন। প্রত্যেক জাতির বসবাস ও বিচরণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানও তিনি নির্ধারণ করেছেন। তিনি সম্ভাবনার উপরে ছেড়ে না দিয়ে আগে থেকেই এ সকল বিষয়ে পরিকল্পনা করে রেখেছেন।

## শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১৭ অধ্যায়

যেমন তোমাদের কয়েক জন কবিও বলেছেন, ‘কারণ আমরাও তাঁর সন্তান’।<sup>২৯</sup> অতএব আমরা যখন ঈশ্বরের সন্তান, তখন ঈশ্বরের স্বরূপকে মানুষের শিল্প ও কল্পনা অনুসারে খোদাই-করা সোনার বা রূপার বা পাথরের মত জ্ঞান করা আমাদের কর্তব্য নয়।<sup>৩০</sup> ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার কাল উপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু এখন সমস্ত জায়গায় ও সকল মানুষকে মন পরিবর্তন করতে আদেশ দিচ্ছেন;<sup>৩১</sup> কেননা তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যে দিনে তাঁর নির্ধারিত ব্যক্তি দ্বারা ন্যায্যভাবে জগৎ সংসারের বিচার করবেন; এই বিষয়ে সকলের বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ দিয়েছেন, ফলত মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে উঠিয়েছেন।

<sup>৩২</sup> তখন মৃতদের পুনরুত্থানের কথা শুনে কেউ কেউ উপহাস করতে লাগল; কিন্তু আর কেউ কেউ বললো, আপনার কাছে এই বিষয় আর একবার শুনবো।<sup>৩৩</sup> এভাবে পৌল তাদের মধ্য থেকে প্রস্থান করলেন।<sup>৩৪</sup> কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি তাঁর সঙ্গ ধরলো ও বিশ্বাস করলো; তাদের মধ্যে এরিওপেগসীয় দিয়নুসিয় এবং দামারিস্ নামী এক জন স্ত্রীলোক ও তাঁদের সঙ্গে আর কয়েক জন ছিলেন।

[১৭:২৯] যিশা ৪০:১৮-২০; রোমী ১:২৩; [১৭:৩০] শ্রেণি ১৪:১৬; রোমী ৩:২৫; [১৭:৩০] পদ: ২৩; ১পি ১:১৪; [১৭:৩০] লুক ২৪:৪৭; তীত ২:১১, ১২; [১৭:৩১] দে: মথি ১০:১৫; [১৭:৩১] গীত ৯:৮; ৯৬:১৩; ৯৮:৯; [১৭:৩১] দে: শ্রেণি ১০:৪২; [১৭:৩১] দে: শ্রেণি ২:২৪; [১৭:৩২] পদ: ১৮, ৩১; [১৭:৩৪] পদ: ১৯, ২২।

১৭:২৮ তোমাদের কয়েক জন কবিও বলেছেন।

এখানে দু’টো উদ্ধৃতি রয়েছে:

১. “তাঁতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা,”

এই অংশটি নেওয়া হয়েছে ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ক্রীতীয় কবি এপিমেনিদ রচিত ‘ক্রীটিকা’ কবিতা থেকে। গ্রীক পুরাণে এপিমেনিদকে বলা হয়েছে এথেন্সের একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে। তাঁর কবিতাটির এই অংশের পূর্ণ রূপ হচ্ছে: “তারা তোমার জন্য স্মৃতিস্তম্ভ করেছে, হে পবিত্র ও সর্বোচ্চ জন, ক্রিটীয়রা, সদা মিথ্যাবাদী, মন্দ পশু, অলস পেটুক! কিন্তু তুমি মৃত নও; তুমি চিরতরে উত্থিত ও জীবন্ত, কেননা তোমাতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা।”

২. “কারণ আমরাও তাঁর সন্তান,” এই অংশটি পৌল নিয়েছেন কিলিকীয় কবি অরাটু (৩১৫-২৪০ খ্রী.পূ.) রচিত ‘ফেনোমেনা’ কাব্য থেকে। পৌল অন্য আরও কয়েকটি স্থানে তাঁর বক্তব্যে গ্রীক কবিতা থেকে উদ্ধৃত করেছেন (১ করি ১৫:৩৩; তীত ১: ১২)।

১৭:৩০ সেই অজ্ঞানতার কাল উপেক্ষা করেছিলেন। লোকেরা তাদের অজ্ঞানতা বশত

অপরিচিত দেবতার উদ্দেশে উপাসনা করেছিল, যেন নগরটি দুর্যোগ থেকে রক্ষা পায়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যদি এই দেবতার উপাসনা অকার্যকর ও ভুল হয় তবে কেন সেই মহামারী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল? এই নীরব প্রশ্নের উত্তরে পৌল বলেন, অপরিচিত দেবতার উপাসনা করার কারণে মহামারী বন্ধ হয়ে যায় নি, বরং ঈশ্বর তাদের অজ্ঞতা এবং মূর্খতা উপেক্ষা করে তাদের উপরে থেকে এই দুর্যোগ তুলে নিয়েছিলেন।

১৭:৩১ তাঁর নির্ধারিত ব্যক্তি। ঈশ্বরের পুত্র, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট।

১৭:৩২ মৃতদের পুনরুত্থানের কথা। গ্রীকরা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করতো, কিন্তু মৃতের পুনরুত্থানে নয়।

১৭:৩৪ দিয়নুসিয়। অনেকের মতে তিনি পরবর্তীতে এথেন্সের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী মণ্ডলীর পালক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

দামারিস্। কেউ কেউ মনে করেন তিনি অবশ্যই একজন সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। আবার হতে পারে তিনি ছিলেন ঈশ্বরভক্ত এক অযিহূদী নারী, যিনি এর আগে সমাজ-ঘরে পৌলের কথা শুনেছিলেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে এখানে এসেছিলেন।

## শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১৭ অধ্যায়

### শ্রেণিত ১৭ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

পৌল, সীল ও তীমথিয় তাঁদের দ্বিতীয় প্রচার-যাত্রা চালিয়ে যান। ফিলিপি থেকে রওনা হওয়ার সময় তাঁরা আফ্রিপলি এবং আপল্লোনিয়া দিয়ে থিমলনীকীতে পৌঁছালেন। পৌল যিহুদী সমাজ-ঘরে সুসমাচার প্রচার করেছেন। সেখানে কিছু যিহুদী এবং গ্রীকদের একটি বিশাল দল পৌলের কথা বিশ্বাস করেছিল এবং তাঁদের সাথে যোগ দিয়েছিল (৩-৪)। যে সকল যিহুদীরা বিশ্বাস করেনি, তারা ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। তারা কয়েকজন বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জনতা ও নগরের শাসকের উষ্ণিয়ে দিয়েছিল (৫-৯)।

ভাইয়েরা পৌল ও সীলকে রাতের মধ্যে বিরয়াতে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা সেখানকার যিহুদী সমাজ-ঘরে গিয়ে শিক্ষা দিতেন। সেখানেও তারা বিরোধিতার সম্মুখ হন। তখন ভাইয়েরা পৌলকে এথেন্সে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সীল ও তীমথিয় সেখানে থেকে যান। পৌল অনুরোধ করেছিলেন যেন তাঁরা দ্রুত এথেন্সে তাঁর সাথে যোগ দেন (১০-১৫)।

এথেন্সে পৌঁছানোর পর যখন পৌল শহরের প্রতিমাগুলোকে দেখে তাঁর মন খুব ব্যাকুল হয়ে উঠেন। আবার তিনি প্রতিদিন সুখবর প্রচারের জন্য সমাজ-ঘরে যেতেন। তিনি প্রতিদিন বাজারে অন্যদেরকে যুক্তি দিয়ে প্রচার করছিলেন। এতে তাঁর দার্শনিকদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তারা তাঁকে আরোপাগের কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানায় (১৬-১৯)।

পৌল তাদের সাথে কথা বলার জন্য এমন একটি সাধারণ ভিত্তি খুঁজে বের করেছিলেন যেন তিনি সেখান থেকে সুসমাচারের বার্তা দেওয়া শুরু করতে পারেন। তিনি এক বেদির উপরে— “অজানা দেবতার উদ্দেশে” লেখাটি নিয়ে শুরু করলেন। ইনিই সেই জন যাকে তিনি তাদের কাছে ঘোষণা করেছেন। পৌল তাদের নিজেদের কবিদের একটি কথাও উল্লেখ করেছিলেন— “আমরাও তাঁর সন্তান”। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, যেহেতু আমরা ঈশ্বরের সন্তান, তাই মানব শিল্পীরা তাঁকে সোনা বা রূপা বা পাথর দিয়ে তৈরি করতে পারেন না। এই বিষয়ে আরও শুনতে চেয়েছিল এবং কেউ কেউ বিশ্বাস করে তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিল (২০-৩৪)।

### শ্রেণিত ১৭ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. থিমলনীকীয় মণ্ডলীর কাছে পৌলের সুখবর কি ছিল? (৩ পদ)
২. প্রচারের ফলাফল কি ছিল? (৪ পদ)
৩. ফল হিসেবে যে অত্যাচার ঘটেছিল তা বর্ণনা করুন। (৫-৯ পদ)
৪. বিরয়াতে ঈশ্বরের বাক্য কিভাবে গৃহীত হয়েছিল? (১১ পদ)
৫. এথেন্সে কেন পৌলের মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো? (১৮-২২ পদ)
৬. তাদের সংস্কৃতি থেকে কোন্ উদাহরণটি ব্যবহার করে পৌল প্রচার করেছিলেন? (২৩ পদ)
৭. এথেন্সে পৌলের বক্তৃতাটি সংক্ষেপে বলুন। (২২-৩১ পদ)
৮. বক্তৃতার ফলাফল কি ছিল? (৩২ পদ)



## শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১৮ অধ্যায়

### করিছে পৌলের সুসমাচার প্রচার

**১৮**<sup>১</sup> তারপর পৌল এথেন্স থেকে প্রস্থান করে করিছে আসলেন।<sup>২</sup> আর তিনি আক্টিলা নামে এক যিহুদীর দেখা পেলেন; ইনি পন্ত প্রদেশের লোক ছিলেন। অল্প দিন আগে তিনি তাঁর স্ত্রী প্রিক্সিলার সঙ্গে ইটালী থেকে এসেছিলেন, কেননা সম্রাট ক্লৌদিয় সমস্ত যিহুদীকে রোম থেকে চলে যেতে আদেশ করেছিলেন। পৌল তাঁদের কাছে গেলেন।<sup>৩</sup> আর তিনিও তাঁদের মত তাঁবুর ব্যবসা করতেন বলে তাদের সঙ্গে অবস্থিতি করলেন ও তাঁরা একসঙ্গে কাজ করতে লাগলেন।<sup>৪</sup> প্রতি বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে গিয়ে যীশুর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন এবং যিহুদী ও গ্রীক লোকেরা যেন বিশ্বাস করে তার চেষ্টা করতেন।

<sup>৫</sup> যখন সীল ও তীমথি ম্যাসিডোনিয়া থেকে আসলেন, তখন পৌল ঈশ্বরের বাক্য

[১৮:১] দে: শ্রেণি ১৭:১৫; [১৮:১] শ্রেণি ১৯:১; ১করি ১:২; ২করি ১:১, ২৩; ১তীম ৪:২০; [১৮:২] পদ: ১৯, ২৬; রোমী ১৬:৩; ১করি ১৬:১৯; ১তীম ৪:১৯; [১৮:২] শ্রেণি ১১:২৮; [১৮:৩] শ্রেণি ২০:৩৪; ১করি ৪:১২; ১থিষ ২:৯; ২থিষ ৩:৮; [১৮:৪] দে: শ্রেণি ১৩:১৪; [১৮:৪] দে: শ্রেণি ৯:২০; [১৮:৫] দে: শ্রেণি ১৫:২২; [১৮:৫] দে: শ্রেণি ১৬:১; [১৮:৫]

**১৮:১** এথেন্স থেকে ... করিছে। এথেন্স বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে সেনেক্রিয়া দ্বীপ হয়ে ইস্তামাস বন্দরের পূর্ব তীরে নেমে স্থলপথে করিছে আসতে হত। এই পুরো পথটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৫০ মাইল। করিছ ছিল দু'টি পোতাশ্রয় সম্পন্ন বৃহৎ বাণিজ্যিক নগর। ১৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রোমীয় সেনাপতি মন্টিয়াস নগরীটি আক্রমণ করে ধ্বংস করার পর প্রায় ১০০ বছর এটি ধ্বংসস্তূপের মত পড়ে ছিল। জুলিয়াস সিজার ৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নগরীটিকে রোমীয় উপনিবেশ হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। নগরীটি অনৈতিকতার জন্য কুখ্যাত ছিল। পৌল এখানে ১৮ মাসব্যাপী প্রচার করেন এবং একটি মণ্ডলী স্থাপন করেন।

**১৮:২** পন্ত। এশিয়া মাইনরের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের একটি প্রদেশ; কৃষ্ণ সাগরে বিথুনিয়া ও আর্মেনিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে এর অবস্থান ছিল। **আক্টিলা ... প্রিক্সিলা**। যেহেতু তাঁদের মন পরিবর্তন বা বাপ্তিস্মের কোন উল্লেখ আগে করা হয় নি এবং তাঁরা পৌলের সাথে একত্রিত হয়ে পরিচর্যা কাজ করেছেন (পদ ৩), সেহেতু মনে হতে পারে যে, তাঁরা আগে থেকেই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ছিলেন। সম্ভবত তাঁরা পঞ্চাশতমীর পর রোমে ফিরে আসা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দ্বারা মন পরিবর্তন করেছিলেন।

**ক্লৌদিয়**। রোমের সম্রাট (৪১-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)। **সমস্ত যিহুদীকে ... আদেশ করেছিলেন**। সুয়েটনিয়াস লিখিত ইতিহাস অনুসারে যিহুদীদেরকে রোম থেকে বহিষ্কার করার আদেশ দেয়া হয়েছিল “তাদের অবিরত বিক্ষোভের কারণে, যা ক্রেস্টুস দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিল” (খ্রীষ্ট নামের গ্রীক রূপ ক্রাইস্টকে বিকৃত করে ক্রেস্টুস বলা হয়েছে)। যদি সত্যিকার অর্থেই ক্রেস্টুস বলতে খ্রীষ্টকে বোঝানো হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই এই দাঙ্গা তিনি নিজে তৈরি করেন নি, বরং তাঁর নামে এই দাঙ্গা সৃষ্টি করা হয়েছিল।

**১৮:৩** তাঁবুর ব্যবসা। সম্ভবত কিশোর বয়সে পৌলকে তাঁবু নির্মাণের এই হস্তশিল্পটি শেখানো হয়েছিল, যেন তিনি একটি বিকল্প আয়ের উৎস খুঁজে পান। ধনী বা গরীব যে কোন যিহুদী পরিবারে ছেলেদের জন্য কায়িক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যিকীয় রীতি ছিল। বিশেষ করে রব্বিদের জন্য শ্রমসাপেক্ষ একটি সহায়ক জীবিকা নির্বাহ করার রীতি ছিল, যাতে করে তারা তাদের ধর্মীয় শিক্ষা দানের দায়িত্ব পালন করার বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক না নেন।

**১৮:৫** সীল ও তীমথি ম্যাসিডোনিয়া থেকে আসলেন। পৌল এই দু'জনকে এথেন্সে তাঁর

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৮ অধ্যায়

প্রচারে নিবিষ্ট ছিলেন, যীশুই যে খ্রীষ্ট, এর প্রমাণ যিহুদীদেরকে দিচ্ছিলেন। <sup>৬</sup> কিন্তু যিহুদীরা প্রতিরোধ ও নিন্দা করাতে তিনি কাপড় ঝেড়ে তাদেরকে বললেন, তোমাদের রক্ত তোমাদের মস্তকেই বর্তুক, আমি নির্দোষ; এখন থেকে আমি অযিহুদীদের কাছে চললাম। <sup>৭</sup> পরে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করে তিতিয় যুষ্ট নামে এক জন ঈশ্বরভক্ত লোকের বাড়িতে প্রবেশ করলেন, এর বাড়ি সমাজ-গৃহের পাশে ছিল। <sup>৮</sup> আর সমাজ-গৃহের কর্মকর্তা ক্রীস্প সমস্ত পরিবারের সঙ্গে প্রভুতে বিশ্বাস করলেন; এবং করিষ্টীয়দের মধ্যে অনেক লোক পৌলের কথা শুনে বিশ্বাস করলো ও বাপ্তিস্ম নিল। <sup>৯</sup> আর প্রভু রাতের বেলায় দর্শনযোগে পৌলকে বললেন, ভয় করো না, বরং কথা বল, নীরব থেকে না; <sup>১০</sup> কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, তোমার ক্ষতি করার জন্য কেউই তোমাকে আক্রমণ করবে না; কেননা এই নগরে আমার অনেক লোক আছে। <sup>১১</sup> তাতে তিনি দেড় বছর অবস্থিতি করে তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিলেন।

<sup>১২</sup> আর গাল্লিয়ো যখন আখায়ার শাসনকর্তা, তখন যিহুদীরা এক যোগে পৌলের বিপক্ষে উঠলো ও তাঁকে বিচারাসনের সম্মুখে নিয়ে গিয়ে বললো, <sup>১৩</sup> এই ব্যক্তি ব্যবস্থার

দে: প্রেরি ১৬:৯; ১৭:১৪, ১৫; [১৮:৫] দে: প্রেরি ৯:২২; [১৮:৬] দে: প্রেরি ১৩:৪৫; [১৮:৬] দে: মথি ১০:১৪; [১৮:৬] ২শমু ১:১৬; ইহি ৩৩:৪; [১৮:৬] ইহি ৩:১৭-১৯; প্রেরি ২০:২৬; [১৮:৬] দে: প্রেরি ১৩:৪৬; [১৮:৭] প্রেরি ১৬:১৪; [১৮:৮] ১করি ১:১৪; [১৮:৮] দে: মার্ক ৫:২২; [১৮:৮] দে: প্রেরি ১১:১৪; [১৮:৯] দে: প্রেরি ৯:১০; [১৮:৯] দে: মথি ১৪:২৭; [১৮:১০] দে: মথি ২৮:২০; [১৮:১১] দে: ইব্রী ৪:১২; [১৮:১২] প্রেরি ১৩:৭, ৮, ১২; ১৯:৩৮; [১৮:১২] পদ: ২৭; রোমী ১৫:২৬; ১করি ১৬:১৫; ২করি ৯:২; ১থি ১:৭, ৮;

কাছে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন (১৭:১৫)। তারা এসেছিলেন ঠিকই (১ থি ৩:১), কিন্তু মন্তুরী পরিচর্যা করার জন্যই সম্ভবত তাঁদেরকে আবার ম্যাসিডোনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়; সম্ভবত সীলকে ফিলিপীতে এবং তীমথিকে থিসলোনীকীতে পাঠানো হয়েছিল।

**১৮:৭ তিতিয় যুষ্ট।** তিতিয় বা টাইটাস একটি প্রচলিত রোমীয় নাম। যুষ্ট নামটি ব্যবহার করা হয়েছে ২ করি ২:১৩; ৭:১৩-১৪; ৮:১৬, ২৩ পদে উল্লিখিত তীত থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য। তিনি পরজাতীয় হলেও মন্দিরে ঈশ্বরের উপাসনায় যোগ দিতেন।

**১৮:৯ দর্শনযোগে।** পৌল তাঁর মন পরিবর্তনের সময় প্রভুকে পুনরুত্থিত দেহে দেখেছেন (প্রেরিত ৯:৪-৬; ১ করি ১৫:৮) এবং যিরুশালেমে মন্দিরে অভিভূত অবস্থায় দেখেছেন (প্রেরিত ২২:১৭-১৮)। এখন তিনি তাঁকে দর্শনে দেখেছেন।

**ভয় করো না।** এই উক্তিটি প্রেরিতদের অন্তরের অনুভূতি আমাদের কাছে প্রকাশ করে এবং

দেখায় যে, তাঁরা আমাদেরই মত দুর্বল মানুষ ছিলেন। বস্তুত, পৌলের বিরুদ্ধে শত্রুতা এবং ঘৃণা বেড়েই চলছিল এবং সে কারণে তাঁর মনে ভয় ও সন্দেহ দেখা দিচ্ছিল। এজন্য প্রভু তাঁকে দর্শনের মধ্য দিয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

**১৮:১১ দেড় বছর।** এই সময়টি তিনি হয়তোবা শুধুমাত্র করিছে নয়, বরং সেই সাথে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ আখায়াতেও সুসমাচারের পরিচর্যা দান করেছিলেন (২ করি ১:১)। এই দেড় বছর সময়কাল সম্ভবত ৫০ খ্রীষ্টাব্দের শরৎ থেকে ৫২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

**১৮:১২ গাল্লিয়ো।** দার্শনিক সেনেকার ভাই, যিনি সম্রাট নীরোর গৃহশিক্ষক ছিলেন। ব্যতিক্রমী ও শাস্ত স্বভাবের জন্য তিনি প্রশংসিত ছিলেন। ডেলফিতে আবিস্কৃত এক হস্তলিপি থেকে জানা যায় যে, গাল্লিয়ো ৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে আখায়ার শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। রোমীয় আখায়া প্রদেশে ম্যাসিডোনিয়ার দক্ষিণে গ্রীসসহ সকল অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি রোম প্রদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন প্রদেশ

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১৮ অধ্যায়

বিপরীতে ঈশ্বরের উপাসনা করতে লোকদেরকে কুপ্রবৃত্তি দেয়। <sup>১৪</sup> কিন্তু যখন পৌল মুখ খুলতে উদ্যত হলেন, তখন গাল্লিয়ো যিহুদীদেরকে বললেন, কোন রকম অপরাধ কিম্বা দুষ্কর্ম যদি হত, তবে, হে যিহুদীরা, তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানো আমার পক্ষে যুক্তি সঙ্গত হত; <sup>১৫</sup> কিন্তু বাক্য বা নাম বা তোমাদের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন যদি হয়, তবে তোমরা নিজেরাই তা মীমাংসা কর, আমি সেই রকম বিষয়ের বিচারকর্তা হতে চাই না। <sup>১৬</sup> পরে তিনি তাদেরকে বিচারাসন থেকে তাড়িয়ে দিলেন। <sup>১৭</sup> তাতে সকলে সমাজ-গৃহের কর্মকর্তা সোস্থিনিকে ধরে বিচারাসনের সম্মুখে প্রহার করতে লাগল; আর গাল্লিয়ো সেসব বিষয়ে কোন মনোযোগ দিলেন না।

#### আন্তিয়খিয়াতে পৌলের প্রত্যাবর্তন

<sup>১৮</sup> পৌল আরও অনেক দিন অবস্থিতি করার পর ভাইদের কাছে বিদায় নিয়ে সমুদ্র-পথে সিরিয়া দেশে প্রস্থান করলেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রিক্সিল্লা ও আক্কিলাও গেলেন। তিনি কিংক্রিয়াতে মাথা মুগুন করেছিলেন, কেননা তার একটি মানত ছিল। <sup>১৯</sup> পরে তাঁরা ইফিষে পৌঁছিলেন, আর তিনি সেই স্থানে ঐ দু'জনের সঙ্গ ত্যাগ করলেন; কিন্তু তিনি নিজে সমাজ-গৃহে প্রবেশ করে যিহুদীদের কাছে যীশুর বিষয়ে কথা বললেন। <sup>২০</sup> আর তারা তাদের কাছে আর কিছু দিন থাকতে তাঁকে বিনতি করলেও তিনি সম্মত হলেন না; <sup>২১</sup> কিন্তু তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন, বললেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমি আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসব। পরে তিনি জাহাজে করে ইফিষ থেকে প্রস্থান করলেন।

<sup>২২</sup> আর কৈসারিয়ায় উপস্থিত হয়ে যিরুশালেমে গেলেন এবং মণ্ডলীকে মঙ্গলবাদ করে সেখান থেকে আন্তিয়খিয়াতে চলে গেলেন।

[১৮:১৫] প্রেরি ২৩:২৯; ২৫:১১, ১৯; [১৮:১৭] ১করি ১:১; [১৮:১৭] পদ: ৮; [১৮:১৮] পদ: ২৭; দে: প্রেরি ১:১৬; [১৮:১৮] দে: লুক ২:২; [১৮:১৮] দে: পদ: ২; [১৮:১৮] রোমী ১৬:১; [১৮:১৮] গণনা ৬:২, ৫, ১৮; প্রেরি ২১:২৪; [১৮:১৯] পদ: ২১, ২৪; প্রেরি ১৯:১, ১৭, ২৬; ১করি ১৫:৩২; ১৬:৮; ইফি ১:১; ১তীম ১:৩; প্রকা ১:১১; ২:১; [১৮:২১] রোমী ১:১০; ১৫:৩২; ১করি ৪:১৯; যাকোব ৪:১৫; [১৮:২২] দে: প্রেরি ৮:৪০; [১৮:২২] দে: প্রেরি ১১:১৯;

ছিল।

**১৮:১৩ আইন-কানুনের বিপরীতে।** যিহুদীরা দাবী করেছিল যে, পৌল এমন এক ধর্ম প্রচার করছেন যা যিহুদী ধর্মের মত রোমীয় আইনে স্বীকৃত নয়। যদি তাঁকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হত তাহলে তিনি যুক্তি দেখাতে পারতেন যে, যে সুসমাচার তিনি প্রচার করছেন সেটি তাঁর পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস (১৪-১৫; ২৬:৬-৭) এবং তা রোমান আইন দ্বারা স্বীকৃত।

**১৮:১৫ সেই প্রকার ... হতে চাই না।** যিহুদীরা নিজেরা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যেতে চায় নি বলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার শরণাপন্ন হয়েছিল, যেন আইনানুগ উপায়ে পৌলকে তারা শাস্তি দিতে

পারে। কিন্তু গাল্লিয়ো যিহুদীদের আইন-কানুন ও ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন বলে তাদেরকেই এই বিচার করতে বললেন।

**১৮:১৯ ইফিষ।** এশিয়া মাইনরের প্রধান বাণিজ্যিক নগরী এবং প্রাদেশিক এশিয়ার রাজধানী। এই নগরটি দেবী আর্তেমিসের (দীয়ানা) মন্দিরের জন্য বিখ্যাত ছিল (ইফিষীয় পত্রের ভূমিকা দেখুন)।

**১৮:২১ বিদায় নিলেন।** সম্ভবত তিনি যিরুশালেমে নিস্তারপর্ব পালন করার উদ্দেশ্যে ইফিষ থেকে প্রস্থান করেছিলেন; সময়টি ছিল ৫২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের প্রথম দিকে।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৮ অধ্যায়

### পৌলের তৃতীয় যাত্রা

<sup>২৩</sup> সেখানে কিছুকাল অতিবাহিত করে তিনি প্রস্থান করলেন এবং ক্রমে গালাতিয়া ও ফরগিয়া প্রদেশে ভ্রমণ করতে করতে শিষ্যদেরকে বিশ্বাসে শক্তিশালী করে তুললেন।

<sup>২৪</sup> আপল্লো নামক এক জন যিহূদী ইফিষে আসলেন; তিনি আলেকজান্দ্রিয়া শহরে বাস করতেন। তিন এক জন সুবক্তা এবং পবিত্র শাস্ত্রে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। <sup>২৫</sup> তিনি প্রভুর পথের বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং আত্মায় উত্তপ্ত হওয়াতে যীশুর বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে কথা বলতেন ও শিক্ষা দিতেন, কিন্তু কেবল যোহনের বাপ্তিস্মের বিষয় জানতেন। <sup>২৬</sup> তিনি সমাজ-গৃহে সাহসপূর্বক কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আর প্রিক্লিলা ও আক্কিলা তাঁর উপদেশ শুনে তাঁকে নিজেদের কাছে আনলেন এবং ঈশ্বরের পথ আরও সুক্ষ্মভাবে বুঝিয়ে দিলেন। <sup>২৭</sup> পরে তিনি আখায়াতে যাবার মানস করলে ভাইয়েরা তাঁকে উৎসাহ দিলেন, আর তাঁকে গ্রহণ করতে শিষ্যদেরকে পত্র লিখলেন। তাতে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে, যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিশ্বাস করেছিলেন, তাদের বিস্তর উপকার করলেন। <sup>২৮</sup> কারণ যীশুই যে খ্রীষ্ট, এই কথা শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা প্রমাণ করে তিনি ক্ষমতার সঙ্গে লোকসাধারণের সাক্ষাতে যিহূদীদেরকে একেবারে নিরস্তর করলেন।

[১৮:২৩] দে: প্রেরি ১৬:৬; [১৮:২৩] প্রেরি ২:১০; ১৬:৬; [১৮:২৩] প্রেরি ১৪:২২; ১৫:৩২, ৪১; [১৮:২৪] প্রেরি ১৯:১; ১করি ১:১২; ৩:৫, ৬, ২২; ৪:৬; ১৬:১২; তীত ৩:১৩; [১৮:২৪] দে: পদ: ১৯; [১৮:২৫] রোমী ১২:১১; [১৮:২৫] দে: মার্ক ১:৪; [১৮:২৬] দে: পদ: ২; [১৮:২৭] দে: পদ: ১২; [১৮:২৭] পদ: ১৮; দে: প্রেরি ১:১৬; [১৮:২৮] প্রেরি ৮:৩৫; ১৭:২; [১৮:২৮] পদ: ৫; দে: প্রেরি ৯:২২।

**১৮:২৩ গালাতিয়া ও ফরগিয়া।** দ্বিতীয় যাত্রার সময় তিনি যে পথে গিয়েছিলেন, সেই একই পথে এবার তিনি উল্টো দিক থেকে যাত্রা শুরু করলেন।

**১৮:২৪ আলেকজান্দ্রিয়া।** তৎকালীন মিশরের রাজধানী, রোমীয় সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নগরী। এখানে প্রচুর সংখ্যক যিহূদীর বসবাস ছিল।

**১৮:২৫ কেবল বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্ম জ্ঞাত ছিলেন।** আপল্লো যীশু খ্রীষ্টের নামে

বাপ্তিস্ম দিতেন না। তিনি যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে কিছু কিছু কথা জানতেন, কিন্তু মূলত তিনি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মত তখন পর্যন্ত খ্রীষ্টের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁর বাপ্তিস্মের ভিত্তি ছিল যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করা নয়, বরং অনুতাপ এবং মন পরিবর্তন। সুসমাচার সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যিরূশালেমের প্রেরিতদের থেকে নয়, বরং গালিলীয় উৎস থেকে এসেছিল।

### প্রেরিত ১৮ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

পৌল এথেন্স ছেড়ে করিন্থে গেলেন। তিনি আকিলা এবং প্রিক্লিলাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি তাদের সাথে ছিলেন, কারণ তারা একই বাণিজ্য করতেন (তাঁরু সেলাই করা)। এই সময়ে পৌল যিহূদী ও গ্রীক উভয়ের কাছেই সুখবর প্রচার করতেন। এরপর সীল ও তীমথিয় ম্যাসিডোনিয়া থেকে এসে করিন্থে পৌলের সাথে যোগ দিলেন। যিহূদীরা বিরোধিতা করলে

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৮ অধ্যায়

পৌল তাদের বললেন, “আপনাদের রক্তের দায় আপনাদের নিজেদের মাথার উপরেই থাকুক। পৌল তখন সমাজ-ঘরের পাশে থাকা তিতীয়-যুষ্টির বাড়িতে গেলেন। সমাজ-ঘরের কর্তা ক্রীস্প এবং তার পরিবার যীশুকে বিশ্বাস করতো। অনেক করিন্থীয় যীশুর উপর বিশ্বাস করে বাপ্টিস্ম নিয়েছিল। পৌল সেখানে আরও দেড় বছর শিক্ষা দিলেন। এরপর যিহূদীরা আবারও তাঁর বিরোধিতা করে শাসনকর্তার কাছে অভিযোগ করে (১-১৭)।

এরপর পৌল, আকিলা এবং প্রিক্সিল্লা সিরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। পৌল যখন ভ্রমণ করছিলেন তখন ইফিষে আকিলা ও প্রিক্সিল্লাকে ছেড়ে এসেছিলেন। পৌল ইফিষে থাকলেন না। তিনি কৈসারিয়াতে গেলেন, সেখানকার মণ্ডলীকে শুভেচ্ছা জানালেন এবং এরপর আন্তিয়খিয়াতে গেলেন (১৮-২২)।

পৌল সিরিয়াতে তার তৃতীয় প্রচার-যাত্রা শুরু করার জন্য আন্তিয়খিয়া ত্যাগ করেন। তিনি গালাতীয়া এবং ফরুগিয়া দিয়ে যাবার সময় শিষ্যদের শক্তিশালী করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার আপল্লোকে তখন শাস্ত্রের একজন সুবক্তা ও শক্তিশালী লোক হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কেবল যোহনের বাপ্টিস্ম জানতেন। যখন আকিলা ও প্রিক্সিল্লা তাঁর কথা শোনেন তখন তাঁরা তাঁকে ঈশ্বরের পথ সম্পর্কে আরও সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করলেন। এরপর আপল্লো আখায়া ভ্রমণ করলেন এবং বিশ্বাসীদের খুব সাহায্য করলেন। তিনি যিহূদীদের কাছে প্রকাশ্যে জোরালোভাবে যুক্তি খণ্ডন করেছিলেন, শাস্ত্র থেকে দেখিয়েছিলেন যে, যীশুই খ্রীষ্ট (২৩-৩৮)।

### প্রেরিত ১৮ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. আক্সিল্লা এবং প্রিক্সিল্লা কে ছিলেন? (১৮:২,৩ পদ)
২. প্রেরিত পৌল যখন করিন্থে আসেন, তখন সেখানে কি ঘটেছিল? (১৮:১-৪ পদ)
৩. সেখানকার কাজ কিভাবে এগিয়ে চলছিল? (১৮:৫-১১ পদ)
৪. প্রেরিত পৌল তাঁর দর্শনে কি দেখেছিলেন? (১৮:১০ পদ)
৫. শাসনকর্তা গাল্লিয়ো এবং প্রেরিত পৌলের মধ্যে যে ঘটনা ঘটেছিল, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। (১৮:১২-১৭ পদ)
৬. শাসনকর্তা গাল্লিয়োর সামনে প্রেরিত পৌলের বিরুদ্ধে যিহূদীদের তুলে ধরা অভিযোগের ফলাফল কি হয়েছিল? (১৮:২৪-২৬ পদ)

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৯ অধ্যায়

### ইফিষে পৌলের সুসমাচার প্রচার

**১৯**<sup>১</sup> আপল্লো যে সময়ে করিছে ছিলেন, সেই সময়ে পৌল উত্তর অঞ্চল দিয়ে গমন করে ইফিষে আসলেন।<sup>২</sup> তিনি সেখানে কয়েক জন শিষ্যের দেখা পেলেন; আর তাদেরকে বললেন, বিশ্বাস করার পর তোমরা কি পবিত্র আত্মা পেয়েছিলে? তারা তাঁকে বললো, পবিত্র আত্মা যে আছেন, তাও আমরা শুনি নি।<sup>৩</sup> তিনি বললেন, তবে কোন বাপ্তিস্ম নিয়েছিলে? তারা বললো, যোহনের বাপ্তিস্ম।<sup>৪</sup> পৌল বললেন, যোহন মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম দিতেন, লোকদেরকে বলতেন, যিনি তাঁর পরে আসবেন, তাঁতে অর্থাৎ যীশুতে তাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে।<sup>৫</sup> এই কথা শুনে তারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তিস্ম নিল।<sup>৬</sup> আর পৌল তাদের উপরে হস্তার্পণ করলে পবিত্র আত্মা তাদের উপরে আসলেন, তাতে তারা নানা ভাষায় কথা বলতে এবং ভবিষ্যদ্বাণী বলতে লাগল।<sup>৭</sup> তারা সবসুদ্ব বারো জন পুরুষ ছিল।

<sup>৮</sup> পরে তিনি সমাজ-গৃহে প্রবেশ করে তিন মাস সাহসপূর্বক কথা বললেন, ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে আলাপ করতেন ও তারা যেন বিশ্বাস করে তার চেষ্টা করতে লাগলেন।

[১৯:১] দে: প্রেরি ১৮:২৪; [১৯:১] দে: প্রেরি ১৮:১; [১৯:১] দে: প্রেরি ১৮:১৯; [১৯:২] দে: যোহন ২০:২২; [১৯:৪] দে: মার্ক ১:৪; [১৯:৪] যোহন ১:৭; [১৯:৫] দে: প্রেরি ২:৩৮; [১৯:৬] দে: প্রেরি ৬:৬; [১৯:৬] দে: প্রেরি ১০:৪৪; [১৯:৬] দে: মার্ক ১৬:১৭; [১৯:৮] দে: প্রেরি ৯:২০; [১৯:৮] দে: মথি ৩:২; প্রেরি ২৮:২৩;

**১৯:১** আপল্লো যে সময়ে করিছে ছিলেন। পৌলের অনুপস্থিতিতে আপল্লো ইফিষে পরিচিতি লাভ করেন (১৮: ২৪)। এদিকে পৌল ইফিষে ফিরে আসার আগেই তিনি করিছে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে পৌল ইফিষে আসার পর আপল্লোও আবার ইফিষে ফিরে আসেন (১ করি ১৬:১২)।

**উত্তর অঞ্চল দিয়ে।** লুকিয় ও মিয়ান্দার উপত্যকা ধরে সরাসরি রাস্তা দিয়ে নয়, বরং ফরগিয়ার মালভূমি অঞ্চলের রাস্তা দিয়ে তিনি গিয়েছিলেন, যে রাস্তা ধরে ইফিষের আরও উত্তর দিকে যাওয়া যায়।

**১৯:২** কয়েক জন প্রেরিত। অনেকে মনে করে থাকেন যে, এই প্রেরিতরা হচ্ছেন খ্রীষ্টের ১২ জন শিষ্য বা তাঁর অন্যান্য অনুসারীদের মধ্যে কয়েক জন (পদ ৭); কিন্তু অন্যরা মনে করে থাকেন যে, এরা ছিলেন বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রেরিত। তবে তারা যারই শিষ্য হোন না কেন, তারা পবিত্র আত্মাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন নি।

**১৯:৪** মন পরিবর্তনের ... বাপ্তিস্ম। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্মের মূল সারমর্ম ছিল মন

পরির্তন ও অনুতাপ করা। এটি প্রস্তুতিমূলক বাপ্তিস্ম, যা মানুষের পাপের উপলব্ধি করায় এবং সুসমাচারের জন্য আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাঁর বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, যিনি তাঁর মৃত্যু দ্বারা পাপের ক্ষমা প্রদান সম্ভব করে তুলবেন।

**১৯:৬** পবিত্র আত্মা তাদের উপরে আসলেন। পঞ্চাশত্তমীর রাতে প্রেরিতরা (প্রেরিত ২:৪,১১) এবং কৈসারিয়াতে অযিহুদীরা যেভাবে পবিত্র আত্মা লাভ করেছিল (প্রেরিত ১০:৪৬), সেই একই প্রক্রিয়ায় তারাও পবিত্র আত্মা লাভ করলেন। এর আগে তারা মন পরিবর্তন করেছিলেন এবং যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করেছিলেন। এরপর তারা জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন এবং পৌলের হস্তার্পণের মধ্য দিয়ে তাদের উপরে পবিত্র আত্মার অবতরণ ঘটলো। সব শেষে পবিত্র আত্মার অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে তারা পরভাষায় কথা বলতে এবং ভাববাণী বলতে শুরু করলেন, যা এই নিশ্চয়তা দেয় যে, তারা সত্যিকার অর্থেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছিলেন।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৯ অধ্যায়

<sup>৯</sup> কিন্তু যখন কয়েক জন কঠিন ও অবাধ্য হয়ে লোকদের সাক্ষাতে সেই পথের নিন্দা করতে লাগল, তখন তিনি তাদের কাছ থেকে চলে গেলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে নিয়ে প্রতিদিন তুরান্নের বজ্রতাগৃহে গিয়ে যুক্তি-তর্কের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন।

#### স্কিবার সাত জন পুত্র

<sup>১০</sup> এভাবে দু'বছর কাল চললো; তাতে এশিয়া-নিবাসী যিহুদী ও গ্রীক সকলেই প্রভুর বাক্য শুনতে পেল।

<sup>১১</sup> আর ঈশ্বর পৌলের মধ্য দিয়ে অসামান্য পরাক্রম-কার্য করতে লাগলেন; <sup>১২</sup> এমন কি, তাঁর শরীর থেকে রুমাল কিম্বা গামছা অসুস্থ লোকদের কাছে আনলে ব্যাধি তাদেরকে ছেড়ে যেত এবং দুষ্ট আত্মারা বের হয়ে যেত।

<sup>১৩</sup> আর কয়েক জন পর্যটনকারী যিহুদী ওঝাও দুষ্ট আত্মাবিষ্ট লোকদের কাছে প্রভু যীশুর নাম ব্যবহার করে তাদের ছাড়াতে চেষ্টা করতো। তারা বলতো, পৌল যাঁর বিষয়ে প্রচার করেন, সেই যীশুর দিব্য দিয়ে তোমাদেরকে বলছি। <sup>১৪</sup> আর স্কিবা নামে এক জন যিহুদী প্রধান পুরোহিতের সাতটি পুত্র ছিল, তারা এই রকম করতো। <sup>১৫</sup> তাতে মন্দ আত্মা উত্তরে তাদেরকে বললো, যীশুকে আমি জানি, পৌলকেও চিনি, কিন্তু তোমরা কে? <sup>১৬</sup> তখন

[১৯:৯] প্রেরি ১৪:৪; [১৯:৯] পদ: ২৩; দে: প্রেরি ৯:২; [১৯:৯] পদ: ৩০; দে: প্রেরি ১১:২৬; [১৯:১০] প্রেরি ২০:৩১; [১৯:১০] পদ: ২২, ২৬, ২৭; দে: প্রেরি ২:৯; [১৯:১০] দে: প্রেরি ১৩:৪৮; [১৯:১১] প্রেরি ৮:১৩; [১৯:১২] প্রেরি ৫:১৫; [১৯:১৩] মথি ১২:২৭; [১৯:১৩] মার্ক ৯:৩৮;

**১৯:৯ তুরান্নের বজ্রতাগৃহ।** সম্ভবত এই গৃহটি তুরান্ন নামক একজন দার্শনিক বা শিক্ষক নিয়মিত ব্যবহার করতেন। সম্ভবত খুব সকালে আবহাওয়া যখন অপেক্ষাকৃত শীতল থাকতো সে সময় তুরান্ন এখানে বজ্রতা দিতেন। একটি গ্রীক পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায়, পৌল শিক্ষা দিতেন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এটি ছিল দিনের সবচেয়ে গরম সময়, কিন্তু সে সময় বজ্রতা দেওয়ার জায়গা সহজলভ্য ছিল এবং লোকেরাও তাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত থাকতো না। সকালের প্রথম কয়েক ঘণ্টা তিনি তাঁবু তৈরির কাজ করতেন।

**১৯:১০ দু'বছর কাল।** প্রকৃতপক্ষে দুই বছর ও তিন মাস (পদ ৮), প্রচার করার জন্য পৌল অন্য আর কোথাও এত দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন নি।

**এশিয়া-নিবাসী ... শুনতে পেল।** পৌলের প্রচার কাজের একটি কৌশল এখানে দেখা যায়। পৌল যে সমস্ত নগরীতে গিয়ে মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন, সেগুলো ছিল প্রধান প্রধান কেন্দ্রীয়

নগরী এবং সুসমাচার প্রচারের কৌশলগত কেন্দ্র। সেসব নগরে যখন প্রচার করা হয়েছে, সেখান থেকে চারদিকে সুখবরের আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়েছিল।

**১৯:১২ রুমাল কিংবা গামছা।** সম্ভবত চামড়া দিয়ে তাঁবু তৈরি করার সময় পৌল এগুলো ব্যবহার করতেন। রুমালটি তিনি মাথায় বাঁধতেন এবং গামছাটি কোমরে বাঁধতেন।

**১৯:১৪ স্কিবা ... যিহুদী প্রধান পুরোহিত।** অনেকে মনে করেন যে, এই লোকটি যিরুশালেমের প্রধান পুরোহিতদের একজন ছিলেন, যিনি পরবর্তীতে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। আবার অনেকে মনে করেন, তিনি যাদুবিদ্যায় নিজেকে বিখ্যাত হিসেবে প্রচার করার জন্য এই উপাধি ধারণ করেছিলেন। মন্দ আত্মা ছাড়ানোর কাজে পৌলের ক্ষমতায় আকর্ষিত হয়ে যিহুদীদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে অনুকরণ করতে চেয়েছিল।

**১৯:১৫ যীশুকে আমি জানি ... তোমরা কে?** এই মন্দ আত্মাটি স্কিবার সাত পুত্রের কথা

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৯ অধ্যায়

যে ব্যক্তি মন্দ আত্মাবিষ্ট, সে তাদের উপরে লাফ দিয়ে পড়লো, তাদের সকলকে পরাজিত করে তাদের উপরে এমন বল প্রকাশ করলো যে, তারা উলঙ্গ ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। <sup>১৭</sup> আর এই কথা ইফিষ-নিবাসী যিহুদী ও গ্রীক সকলেই জানতে পেল, তাতে সকলে খুব ভয় পেল এবং প্রভু যীশুর নাম প্রশংসিত হতে লাগল। <sup>১৮</sup> আর যারা বিশ্বাস করেছিল, তাদের অনেকে এসে নিজ নিজ কাজ স্বীকার ও প্রকাশ করতে লাগল। <sup>১৯</sup> আর যারা যাদুর খেলা দেখাত, তাদের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ বই এনে একত্র করে সকলের সাক্ষাতে পুড়িয়ে ফেলল। সেসব পুস্তকের মূল্য গণনা করলে দেখা গেল, পঞ্চাশ হাজার রূপার মুদ্রা। <sup>২০</sup> এভাবে সপরাক্রমে প্রভুর বাক্য বৃদ্ধি পেতে ও প্রবল হতে লাগল।

#### ইফিষে হলস্থল

<sup>২১</sup> এসব কাজ সম্পন্ন হলে পর পৌল আত্মায় সঙ্কল্প করলেন যে, তিনি ম্যাসিডোনিয়া ও আখায়া যাবার পর যিরুশালেমে যাবেন, তিনি বললেন, সেখানে যাবার পর আমাকে রোম নগরও দেখতে হবে। <sup>২২</sup> আর তীমথি ও ইরাস্ত নামে যে দু'জন তাঁর পরিচর্যা করতেন, তাঁদের তিনি ম্যাসিডোনিয়াতে প্রেরণ করলেন এবং তিনি নিজে কিছুকাল এশিয়া প্রদেশে রইলেন।

<sup>২৩</sup> আর সেই সময়ে এই পথের বিষয় ভীষণ হলস্থল পড়ে গেল। <sup>২৪</sup> কারণ দীমিত্রিয় নামে এক জন স্বর্ণকার দেবী আর্তেমিসের রূপার মন্দির নির্মাণ করতো এবং কারিগরদেরকে যথেষ্ট কাজের যোগান দিত। <sup>২৫</sup> সেই ব্যক্তি তাদেরকে এবং সেই ব্যবসার কারিগরদেরকে

[১৯:১৭] দে: প্রেরি ১৮:১৯; [১৯:১৭] প্রেরি ৫:৫, ১১; [১৯:২০] দে: প্রেরি ১৩:৪৮; [১৯:২০] প্রেরি ৬:৭; ১২:২৪; [১৯:২১] প্রেরি ২০:১৬, ২২; ২১:৪, ১২, ১৫; রোমী ১৫:২৫; [১৯:২১] দে: প্রেরি ১৬:৯; [১৯:২১] দে: প্রেরি ১৮:১২; [১৯:২১] রোমী ১৫:২৪, ২৮; [১৯:২২] প্রেরি ১৩:৫; [১৯:২২] দে: প্রেরি ১৬:১; [১৯:২২] রোমী ১৬:২৩; ১তীম ৪:২০; [১৯:২২] পদ: ১০, ২৬, ২৭; দে: প্রেরি ২:৯; [১৯:২৩] দে: প্রেরি ৯:২; [১৯:২৫] প্রেরি ১৬:১৬, ১৯, ২০;

শোনে নি। এতে প্রমাণ মেলে যে, মন্দ-আত্মার উপরে তাদের প্রকৃত অর্থে কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

**১৯:১৬ পালিয়ে গেল।** স্কিবার সাত পুত্র যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস না করেই তাঁর নাম ব্যবহার করে মন্দ আত্মা তাড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু নাম এ কাজের প্রধান চাবিকাঠি নয়। আমরা যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতার বাহন হই তাঁর নাম জানার কারণে নয়, বরং স্বয়ং তাঁকে জেনে এবং বিশ্বাসে তাঁকে গ্রহণ করে।

**১৯:১৯ যাদুক্রিয়া।** এর অর্থ মন্ত্রতন্ত্র, গুণ-জ্ঞান করা বা বাণ মারা ইত্যাদি। যাদুর সমস্ত বই পুড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে নতুন বিশ্বাসীদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন সমস্ত ধরনের মন্ত্রতন্ত্র, ডাকিনী বিদ্যা, প্রেত-সাধনা প্রভৃতি উপায়ে শয়তানের উপাসনা করা থেকে দূরে থাকে।

**বই।** যাদুবিদ্যার মন্ত্র লেখা গুটানো বই। ইফিষ ছিল যাদুবিদ্যা চর্চার কেন্দ্রস্থল, সে কারণে এখানে এ ধরনের বই সবচেয়ে বেশি সহজলভ্য ছিল। বিশেষত গ্রীক ও রোমীয় প্রাচীন সভ্যতায় ইফিষ নগরী এসব পুস্তকের সাথে এত সংশ্লিষ্ট ছিল যে, এগুলোকে সাধারণত ‘ইফিষীয়া গ্রামাতা’ বা ‘ইফিষীয় বর্ণমালা’ বলা হত।

**১৯:২২ ইরাস্ত।** করিহু নগরের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি; তিনি এক সময় এই নগরের গণপূর্ত অধিদপ্তরের পরিচালক ছিলেন।

**১৯:২৪ দীমিত্রিয়।** প্রত্যেক ব্যবসার নিজস্ব সংঘ রয়েছে; দিমিত্রীয় সম্ভবত স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূর্তি ও মন্দির তৈরিতে নিযুক্ত পেশাজীবী সংঘের নেতা ছিল।

**আর্তেমিস।** রোমীয় দেবী দীয়ানার গ্রীক নাম হচ্ছে আর্তেমিস। ইফিষীয় আর্তেমিস দেবী সমগ্র এশিয়া মাইনরে উর্বতা ও গর্ভধারণের



### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১৯ অধ্যায়

ডেকে বললো, মহোদয়গণ, আপনারা জানেন, এই কাজের দ্বারা আমাদের বেশ অর্থ উপার্জন হয়।<sup>২৬</sup> আর আপনারা দেখছেন ও শুনছেন, কেবল এই ইফিষে নয়, প্রায় সমস্ত এশিয়ায় এই পৌল বিস্তর লোককে প্রবৃত্তি দিয়ে ফিরিয়েছে, এই কথা বলেছে যে, হাতের তৈরি দেবমূর্তি আসলে কোন দেবতাই নয়।<sup>২৭</sup> এতে এই আশঙ্কা হচ্ছে, কেবল আমাদের এই ব্যবসার দুর্নাম হবে, তা নয়; কিন্তু মহাদেবী আর্তেমিসের মন্দির নগণ্য হয়ে পড়বে, আবার যাকে সমস্ত এশিয়া, এমন কি, জগৎ সংসার পূজা করে, তিনিও মহিমাচ্যুত হবেন।

<sup>২৮</sup> এই কথা শুনে তারা ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে চিৎকার বলতে লাগল, ইফিষীয়দের আর্তেমিসই মহাদেবী।<sup>২৯</sup> তাতে নগর গণ্ডগোলে পরিপূর্ণ হল; পরে লোকেরা একযোগে রঙ্গভূমিতে বেগে দৌড়ে গেল, আর ম্যাসিডোনিয়ার গায় ও আরিস্টার্খ নামে পৌলের দু'জন সহযাত্রীকে ধরে নিয়ে গেল।<sup>৩০</sup> তখন পৌল লোকদের কাছে যাবার মানস করলে শিষ্যেরা তাঁকে যেতে দিল না।<sup>৩১</sup> আর এশিয়ার কর্মকর্তাদের মধ্যে কয়েক জন তাঁর বন্ধু ছিলেন বলে তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে এই নিবেদন করলেন, যেন তিনি রঙ্গভূমিতে নিজের বিপদ ঘটাতে না যান।<sup>৩২</sup> তখন নানা লোকে নানা কথা বলে চেষ্টা করেছিল, কেননা সভা গোলযোগে পরিপূর্ণ হয়েছিল এবং কি জন্য সমাগত হয়েছিল অধিকাংশ লোকই তা জানত না।<sup>৩৩</sup> তখন

[১৯:২৬] দে: শ্রেণি ১৮:১৯; [১৯:২৬] দে: শ্রেণি ২:৯; [১৯:২৬] দ্বি:বি ৪:২৮; গীত ১১৫:৪; যিশা ৪৪:১০-২০; যির ১০:৩-৫; শ্রেণি ১৭:২৯; ১করি ৮:৪; প্রকা ৯:২০; [১৯:২৮] দে: শ্রেণি ১৮:১৯; [১৯:২৯] শ্রেণি ২০:৪; রোমী ১৬:২৩; ১করি ১:১৪; [১৯:২৯] শ্রেণি ২০:৪; ২৭:২; কল ৪:১০; ফিলিম ২৪; [১৯:২৯] দে: শ্রেণি ১৬:৯; [১৯:৩০] দে: শ্রেণি ১১:২৬;

দেবী হিসেবে পরিচিত ছিল। তার মন্দিরে আগত উপাসকদের সেবা করার জন্য বেশ্যা সেবাদাসীরা নিয়োজিত থাকতো। সে সময়কার বহু অনৈতিকতা এবং লম্পটতার মূলে ছিল এই দেবী আর্তেমিসের পূজা।

**১৯:২৫ অর্থ উপার্জন।** যেহেতু দেবী আর্তেমিসের মন্দির ছিল প্রাচীন সভ্যতার সপ্তাশ্চর্যের একটি, সে কারণে অনেকে দূর থেকে এই মন্দির দেখতে আসতো। পর্যটকদের কাছে রৌপ্য মূর্তি ও প্রতিমা বিক্রি করা কারিগরদের জন্য অন্যতম একটি লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠেছিল।

**১৯:২৭ মহাদেবী আর্তেমিসের মন্দির।** মন্দিরটি ৪২৫ ফুট দীর্ঘ ও ২২০ ফুট প্রশস্ত; এর ১২৭টি শ্বেতপাথরের স্তম্ভ রয়েছে, যেগুলোর উচ্চতা ছিল ৬২ ফুট এবং এগুলোর একটি থেকে আরেকটির দূরত্ব ছিল ৪ ফুট। ভেতরে পূজা দেওয়ার স্থানে ছিল সেই বহুশ্রুত প্রতিমা বা মূর্তি, যা আকাশ থেকে পড়েছে বলে ধারণা করা হত। এই মন্দির

ছিল প্রাচীন সভ্যতার সপ্তাশ্চর্যের একটি। সে সময় বিশ্বের ৩০টিরও বেশি অঞ্চলে ইফিষীয় আর্তেমিস দেবীর উপাসনা করা হত।

**১৯:২৯ গায়।** ইনি এশিয়া মাইনরের দর্বা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

**আরিস্টার্খ।** ম্যাসিডোনিয়ার একজন নাগরিক; তিনি পৌলের সাথে করিন্থ থেকে যিরুশালেমে ভ্রমণ করেছিলেন এবং যিরুশালেম থেকে রোমের দিকে যাত্রার সময়ও পৌলের সঙ্গী ছিলেন (২৭:১-২; কল ৪:১০)।

**রঙ্গভূমি।** ইফিষ নগরীর ছাদবিহীন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, যা প্রায় ২৫ হাজার লোক ধারণ করতে পারতো এবং এই মঞ্চ নগরের সাধারণ জন সমাগমের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হত।

**১৯:৩১ এশিয়ার নেতা।** এরা ছিলেন বিভবান ও প্রভাবপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এশীয় মহাসভার সদস্য। এরা ছিলেন রোম সম্রাটের পক্ষাবলম্বনকারী দল। এই উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই পৌলের বন্ধু ছিলেন।

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ১৯ অধ্যায়

যিহূদীরা আলেক্সান্দারকে সম্মুখে উপস্থিত করায় লোকেরা জনতার মধ্য থেকে তাকে বের করলো; তাতে আলেক্সান্দারকে হাত দিয়ে ইশারা করে লোকদের কাছে পক্ষসমর্থন করতে উদ্যত হল।<sup>৩৪</sup> কিন্তু যখন তারা জানতে পারলো যে, সে যিহূদী, তখন সকলে একস্বরে অনুমান দুই ঘণ্টা কাল এই বলে চোঁচাতে থাকলো, ‘ইফিষীয়দের আর্তেমিসই মহাদেবী’।<sup>৩৫</sup> শেষে নগর সম্পাদক জনতাকে ক্ষান্ত করে বললেন, হে ইফিষীয় লোকেরা, বল দেখি, ইফিষীয়দের নগরী যে মহাদেবী আর্তেমিসের এবং আকাশ থেকে পড়া মূর্তির রক্ষাকারী, এই সব মানুষের মধ্যে তা কে না জানে? <sup>৩৬</sup> অতএব এই কথা অখণ্ডনীয় হওয়াতে তোমাদের ক্ষান্ত থাকা এবং অবিবেচনার কোন কাজ না করা উচিত। <sup>৩৭</sup> কারণ এই যে লোকদেরকে তোমরা এই স্থানে এনেছ, এরা তো মন্দিরগুলোর অপহারকও নয়, আমাদের দেবীর নিন্দুকও নয়। <sup>৩৮</sup> অতএব যদি কারো বিরুদ্ধে দীমীত্রিয়ের ও তার সঙ্গী কারিগরদের কোন কথা থাকে, তবে আদালত খোলা আছে, শাসনকর্তারাও আছেন, তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করুক। <sup>৩৯</sup> কিন্তু তোমাদের অন্য কোন দাবি-দাওয়া যদি থাকে, তবে নিয়মিত সভায় তার নিষ্পত্তি হবে। <sup>৪০</sup> বস্তুতঃ আজকের ঘটনার কারণে দাঙ্গা-হাঙ্গামার দোষে দোষী বলে আমাদের নামে অভিযোগ হবার আশঙ্কাও আছে, যেহেতু এর কোন কারণ নেই, এই জনসমাগমের বিষয়ে উত্তর দেবার কোন উপায় আমাদের নেই।<sup>৪১</sup> এই বলে তিনি সভাকে বিদায় করলেন।

[১৯:৩২] শ্রেণি ২১:৩৪; [১৯:৩৩] দে: শ্রেণি ১২:১৭; [১৯:৩৪] পদ: ২৮; [১৯:৩৫] দে: শ্রেণি ১৮:১৯; [১৯:৩৬] রোমী ২:২২; [১৯:৩৮] পদ: ২৪; [১৯:৩৮] শ্রেণি ১৩:৭, ৮, ১২; ১৮:১২।

**১৯:৩৩ আলেকজান্ডার।** যিহূদীরা এই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেছিল যেন সে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ও যিহূদীদের অসহযোগকে সকলের কাছে পরিস্কার করে বুঝিয়ে বলে এবং যিহূদীরা নয়, বরং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরাই যে গ্রীকদের মূল বিরোধী এ কথা বলে সে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে অভিযুক্ত করতে চাইল। কিন্তু জনতা বুঝতে পেরেছিল যে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বা যিহূদী কেউই দেবী আর্তেমিসের উপাসনা সমর্থন করে না।

**১৯:৩৫ নগর সম্পাদক।** নগরীর তত্ত্বাবধানকারী বা নগরপিতা (মেয়র), যিনি নাগরিক সমাবেশের সিদ্ধান্তগুলো প্রকাশ করতেন। তিনি ছিলেন নগরীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ও প্রতিটি সমাবেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

তিনি ইফিষ ও রোমীয় সরকারের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতেন।

**আকাশ থেকে পতিত মূর্তি।** সম্ভবত কোন উল্কাপিণ্ড, যা আকাশ থেকে পতিত হওয়ায় দেবীর মূর্তি মনে করে পূজা করা হত।

**১৯:৩৮ আদালত ... শাসনকর্তাগণও আছেন।** সম্ভবত এই বাক্যাংশটি একটি বাগধারা হিসেবে ব্যবহৃত হত। তবে এশিয়া প্রদেশের রাজধানী নগর হিসেবে ইফিষ ছিল শাসনকর্তার কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

**১৯:৩৯ নিয়মিত সভা।** নিয়মিত নাগরিক সভা, যা সাধারণত প্রতি মাসে তিনবার অনুষ্ঠিত হত। এই সভাকে গ্রীক ভাষায় বলা হয় ‘এক্সেশিয়া’।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ১৯ অধ্যায়

### প্রেরিত ১৯ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

যখন পৌল ইফিষীয়দের কাছে এলেন, তখন তিনি এমন কিছু শিষ্যকে পেলেন যারা শুধু যোহনের বাপ্তিস্ম পেয়েছিলেন। তিনি তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন তারা যেন যীশুর উপর বিশ্বাস করে ও যীশুর নামে বাপ্তিস্ম নেয়। পৌল তাদের উপর হাত রাখলেন এবং তারা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করলো। তারাও পরভাষায় কথা বলতে লাগল এবং ভাববাদী হিসাবে কথা বলতে শুরু করলো (১-৭)। পৌল তিন মাস ধরে ইফিষের সমাজ-ঘরে ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে সাহসের সাথে কথা বলেছিলেন। পৌল তুরান্ন নামের শিক্ষকের বক্তৃতা দেবার ঘরে কথা বলতেন। পৌল দু'বছর ধরে এই কাজ চালিয়ে যান এবং এতে সমস্ত এশিয়া প্রভুর বাক্য শুনতে পেয়েছিল (৮-১০)।

পৌলের মাধ্যমে ঈশ্বর আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। এমনকি পৌলের কাছ থেকে আনা গামছা ও গায়ের কাপড় রোগ সুস্থ করার কাজে এবং মন্দ আত্মাদের তাড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করেছিল। সেখানে যারা যাদু অনুশীলন করতো তারা অনেকেই তাদের পুস্তকগুলো একত্র করে পুড়িয়ে দিয়েছিল। প্রভুর বাক্য শক্তিশালী ভাবে সেখানে প্রকাশিত হয়েছিল (১১-২০)।

পৌল এশিয়ায় থাকাকালীন সময়ে তীমথিয় ও ইরাস্তকে ম্যাসিডোনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে দীমিত্রিয় নামের একজন স্বর্ণকার তাদের ব্যবসায় লোকসান হওয়াতে তাদের দোষারোপ করতে থাকে। তিনি বললেন যে তাদের ব্যবসা বিপদে পড়েছে, এমন কি দেবী আর্তেমিসের মন্দিরও বিপদে পড়েছে। শহরে বেশ শোরগোল হয়। তারা চিৎকার করে বলতে থাকে, “ইফিষের আর্তেমিস দেবীই মহান।” শহরের কেরানি এসে তখন জনতাকে শান্ত করেন (২১-৪১)।

### প্রেরিত ১৯ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. ইফিষের বিশ্বাসীদেরকে যখন প্রেরিত পৌল জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তারা পবিত্র আত্মা পেয়েছে কিনা, তখন তারা কি জবাব দিয়েছিল? (১৯:২ পদ)
২. যোহনের বাপ্তিস্মের উদ্দেশ্য কি ছিল? (১৯:৪ পদ)
৩. কার নামে ঐ সময় করিন্থীয়দেরকে বাপ্তিস্ম দেয়া হয়েছিল? (১৯:৫ পদ)
৪. সেখানকার যিহুদীরা কি করার চেষ্টা করেছিল? (১৯:১৩, ১৪ পদ)
৫. যিহুদীদের প্রচেষ্টার পরিণতি কি হয়েছিল? (১৯:১৭-২০ পদ)
৬. এরপর প্রেরিত পৌল কোথায় যেতে চেয়েছিলেন? (১৯:২১ পদ)
৭. কি কারণে স্বর্ণকাররা দাঙ্গা বাধিয়েছিল? (১৯:২৩, ২৪ পদ)
৮. কেন স্বর্ণকার দীমিত্রিয় প্রেরিত পৌলের প্রচারে বাধা দিয়েছিল? (১৯:২৫, ২৬ পদ)
৯. কেন বিশ্বাসীরা চান নি যে, প্রেরিত পৌল বিচার-সভায় যান? (১৯:৩০-৩২ পদ)
১০. শহরের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি লোকদেরকে কি করতে বলেছিলেন? আর এর ফলশ্রুতি হিসেবে কি ঘটেছিল? (১৯:৩৫-৪১ পদ)

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২০ অধ্যায়

### পৌলের গ্রীস দেশে যাত্রা

**২০** <sup>১</sup> সেই কোলাহল থেমে গেলে পর পৌল শিষ্যদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং উৎসাহ দিলেন ও মঙ্গলবাদপূর্বক বিদায় গ্রহণ করে ম্যাসিডোনিয়াতে যাবার জন্য প্রস্থান করলেন। <sup>২</sup> পরে সেই অঞ্চল দিয়ে গমন করতে করতে অনেক কথা বলে শিষ্যদেরকে উৎসাহ দিয়ে গ্রীস দেশে উপস্থিত হলেন। <sup>৩</sup> সেই স্থানে তিন মাস যাপন করে যখন তিনি জাহাজে করে সিরিয়া দেশে যেতে উদ্যত হলেন, তখন যিহুদীরা তাঁর বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করাতো, তিনি ম্যাসিডোনিয়া দিয়ে ফিরে যেতে স্থির করলেন। <sup>৪</sup> আর বিরয়া নগরীর পুত্রের পুত্র সোপাত্র, থিসলনিকীয় আরিস্টার্ক ও সিকুন্দ, দর্কী নগরের গায়, তীমথি এবং এশিয়ার তুখিক ও ত্রফিম, এঁরা তাঁর সঙ্গে গেলেন। <sup>৫</sup> এঁরা অগ্রসর হয়ে ত্রোয়াতে আমাদের অপেক্ষা

[২০:১] দে: প্রেরি ১১:২৬; [২০:১] দে: প্রেরি ১৬:৯; [২০:৩] পদ: ১৯; প্রেরি ৯:২৩, ২৪; ১৪:৫; ২৩:১২, ১৫, ৩০; ২৫:৩; ২করি ১১:২৬; দে: ১থি ২:১৬; [২০:৩] দে: লুক ২:২; [২০:৩] দে: প্রেরি ১৬:৯; [২০:৪] দে: প্রেরি ১৯:২৯; [২০:৪] দে: প্রেরি ১৭:১; [২০:৪] দে: প্রেরি ১৯:২৯; [২০:৪] দে: প্রেরি ১৬:১; [২০:৪] ইফি ৬:২১; কল ৪:৭; তীত

২০:২ গ্রীস দেশে উপস্থিত হলেন। অর্থাৎ আখায়া প্রদেশে।

২০:৩ তিন মাস। সম্ভবত আখায়ার রাজধানী করিন্থে অবস্থান কাল বোঝানো হয়েছে। হয়তোবা সে সময়টি ছিল শীতকাল, যখন নিয়মিতভাবে জাহাজ চলে নি। এ সময়েই পৌল রোমীয়দের কাছে তাঁর পত্রটি রচনা করেন বলে ধারণা করা হয়ে থাকে।

তাঁর বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করাতো। যিহুদীরা পৌলকে হত্যা করার জন্য বন্ধপরিচর ছিল। তাছাড়া তিনি সে সময়ে যিহুদিয়ার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য অর্থ সাহায্য নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাই সেই অর্থ ছিনতাই বা চুরি হওয়ারও আশঙ্কা ছিল। সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য তিনি সেনক্রিয়া বন্দরে আসার পর তাঁর শত্রুরা তাঁকে সনাক্ত করে ফেলে।

২০:৪ বিরয়া নগরীর ... ও ত্রফিম। এদেরকে যিহুদিয়াতে দুস্থ লোকদের সাহায্যার্থে প্রদত্ত অর্থ নিয়ে যাওয়ার সময় পৌলের সফরসঙ্গী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এদের মধ্যে তিনজন ম্যাসিডোনিয়া থেকে, দু'জন গালাতিয়া থেকে এবং দু'জন এশিয়া থেকে এসেছিলেন। লুক হয়তো তাঁদের সাথে ফিলিপীতে এসে যোগ দিয়েছিলেন।

সোপাত্র। হয়তো সোপাত্র এবং সোফিপাত্র একই

ব্যক্তি (রোমীয় ১৬:২১)।

সিকুন্দ। অন্য কোথাও এই নামের উল্লেখ নেই; নামটির অর্থ 'দ্বিতীয়', যেরূপ 'ততিয়' নামের অর্থ 'তৃতীয়' (রোমীয় ১৬:২২) এবং 'ক্লার্ত' নামের অর্থ 'চতুর্থ' (রোমীয় ১৬:২৪)।

দর্কী নগরের গায়। ম্যাসিডোনিয়া থেকে তিনি আরিস্টার্কের সহযোগী হিসেবে যোগ দেন বলে দেখানো হয়েছে। কিন্তু নামগুলো জোড়ায় জোড়ায় উল্লেখ করার কারণে এ কথা ধারণা করা যায় যে, এখানে উল্লিখিত গায় ম্যাসিডোনিয়ার গায় নন, বরং একই নামধারী ভিন্ন কোন ব্যক্তি।

তীমথি। একটি নির্দিষ্ট মণ্ডলীর নেতা হলেও আরও কয়েকটি মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তিনি মূলত লুস্ত্রায় কাজে নিযুক্ত থাকলেও অন্যান্য মণ্ডলীতেও তাঁকে মাঝে মাঝে দায়িত্ব পালন করতে হত (১ করি ১৬:১০-১১; ফিলি ২:১৯-২৩)।

তুখিক। তিনি পৌলের সার্বক্ষণিক সহযোগী ছিলেন, বিশেষভাবে যখন পৌল এশিয়ার মণ্ডলীগুলোতে ঘুরে ঘুরে প্রচার করছিলেন এবং সেখানে নতুন মণ্ডলী স্থাপন করছিলেন।

ত্রফিম। তিনি ছিলেন ইফিষীয় নাগরিক এবং অযিহুদী বংশোদ্ভূত।

২০:৫ ত্রোয়া। পৌলের সাথে তাঁর অন্যান্য

## শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২০ অধ্যায়

জন্য করছিলেন। <sup>৬</sup> পরে খামিহীন রুটির পর্বদিন গত হলে আমরা ফিলিপী থেকে সমুদ্রপথে প্রস্থান করে পাঁচ দিনে ত্রোয়াতে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলাম; সেখানে সাত দিন অবস্থিতি করলাম।

### উত্থকে জীবন দান

<sup>৭</sup> আর সপ্তাহের প্রথম দিনে আমরা রুটি ভাঙ্গবার জন্য একত্র হলাম এবং পৌল শিষ্যদের কাছে কথা বলতে ছিলেন। তিনি পরদিন প্রস্থান করতে উদ্যত ছিলেন বলে মাঝ রাত পর্যন্ত তাদের কাছে প্রচার করলেন। <sup>৮</sup> আমরা যে উপরিস্থ কুঠরীতে একত্রিত হয়েছিলাম, সেখানে অনেক প্রদীপ ছিল। <sup>৯</sup> আর উত্থ নামে এক জন যুবক জানালার উপর বসেছিল, সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল; এবং পৌল আরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বললে সে নিদ্রায় মগ্ন হওয়াতে তৃতীয় তলা থেকে নিচে পড়ে গেল, তাতে লোকেরা তাকে মৃত অবস্থায় তুলে নিল। <sup>১০</sup> তখন পৌল নেমে গিয়ে তার গায়ের উপরে পড়লেন ও তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমরা কোলাহল করো না; কেননা এর মধ্যে প্রাণ আছে। <sup>১১</sup> পরে তিনি উপরে গিয়ে রুটি ভেঙ্গে ভোজন করে অনেকক্ষণ, এমন কি, ভোর রাত পর্যন্ত প্রচার করলেন, তারপর তিনি চলে গেলেন। <sup>১২</sup> আর তারা সেই বালককে জীবিত অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অসামান্য উৎসাহ লাভ করলো।

### ইফিষ থেকে পৌলের বিদায়

<sup>১৩</sup> আর আমরা আগে গিয়ে জাহাজে উঠে আঃস বন্দরে যাত্রা করলাম, সেখান থেকে পৌলকে তুলে নেব মনস্থ করলাম; কারণ তিনি স্থলপথে যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। <sup>১৪</sup> পরে তিনি আঃস বন্দরে আমাদের সঙ্গে ধরলে আমরা তাঁকে তুলে নিয়ে মিতুলীনীতে

৩:১২; [২০:৪] শ্রেণি ২১:২৯; ১তীম ৪:২০; [২০:৪] দে: শ্রেণি ২:৯; [২০:৫] দে: শ্রেণি ১৬:১০; [২০:৫] দে: শ্রেণি ১৬:৮; [২০:৬] দে: শ্রেণি ১৬:১২; [২০:৬] দে: শ্রেণি ১৬:৮; [২০:৭] ১করি ১৬:২; প্রকা ১:১০; [২০:৭] দে: মথি ১৪:১৯; [২০:৮] শ্রেণি ১:১৩; ৯:৩৭; [২০:১০] ১রাজা ১৭:২১; ২রাজা ৪:৩৪; [২০:১০] মথি ৯:২৩, ২৪; [২০:১১] পদ: ৭; দে: মথি ১৪:১৯;

সঙ্গীদের একত্রিত হওয়ার নির্ধারিত স্থান। পৌল ও তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীরা রওনা হওয়ার আগে এক সপ্তাহ ফিলিপীতে অবস্থান করেন।

**২০:৭ সপ্তাহের প্রথম দিন।** রবিবার; যদিও কেউ কেউ মনে করেন যে, তাঁরা শনিবার সন্ধ্যায় একত্রিত হয়েছিলেন।

**রুটি ভাঙ্গার জন্য।** রুটি ভাঙ্গার অর্থ হচ্ছে, তাঁরা সেখানে প্রভুর ভোজ পালন করেছিলেন। যদিও ত্রোয়াতে পৌল সাত দিন ধরে অবস্থান করেছিলেন (পদ ৬), তবুও তিনি বা স্থানীয় মণ্ডলী সপ্তাহের প্রথম দিন না আসা পর্যন্ত রুটি ভাঙ্গার জন্য মিলিত হননি (পদ ৭)।

**২০:৮ প্রদীপ।** এখানে প্রদীপ বলতে ছোট আকৃতির মশাল বোঝানো হয়েছে। এই মশাল

জ্বালানোর ফলে সৃষ্ট তৈলাক্ত ধোঁয়া জানালা দিয়ে নির্গমন হচ্ছিল এবং সেখানেই উত্থ বসে থাকতে এই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে সে ধীরে ধীরে তন্দ্রায় চলে পড়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।

**২০:১০ এর মধ্যে প্রাণ আছে।** যেভাবে পিতর টাবিথাকে জীবিত করার আগে বলেছিলেন (৯:৪০)।

**২০:১৩ আঃস।** ত্রোয়া নগরীর ঠিক বিপরীত উপকূলে অবস্থিত একটি বন্দর নগর, যা স্থলপথে ত্রোয়া থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে অবস্থিত, তবে উপকূলরেখা বরাবর গেলে প্রায় ৪০ মাইল পাড়ি দিতে হয়।

**২০:১৪ মিতুলীনী।** রওনা হওয়ার পর প্রথম

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২০ অধ্যায়

আসলাম। <sup>১৫</sup> সেখান থেকে জাহাজ খুলে পরদিন খীয় দ্বীপের সম্মুখে উপস্থিত হলাম; দ্বিতীয় দিনে সামঃ দ্বীপে লাগলাম, পরদিন মিলীত্ বন্দরে আসলাম। <sup>১৬</sup> কারণ পৌল ইফিষ ছেড়ে যেতে স্থির করেছিলেন, যাতে এশিয়াতে তাঁর কালবিলম্ব না হয়; তিনি ত্বরান্বিত করছিলেন যেন সাধ্য হলে পঞ্চাশতমীর দিন যিরুশালেমে উপস্থিত থাকতে পারেন।

#### ইফিষের প্রাচীনদের কাছে পৌলের কথা

<sup>১৭</sup> মিলেটাস বন্দর থেকে তিনি ইফিষে লোক পাঠিয়ে মণ্ডলীর প্রাচীন লোকদেরকে ডেকে পাঠালেন। <sup>১৮</sup> তাঁরা তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা জান, এশিয়া প্রদেশে এসে আমি প্রথম দিন থেকে তোমাদের সঙ্গে কিভাবে সমস্ত কাল যাপন করেছি, <sup>১৯</sup> সম্পূর্ণ নম্র মনে ও অশ্রুপাতের সঙ্গে এবং যিহুদীদের ষড়যন্ত্র থেকে উৎপন্ন নানা পরীক্ষার মধ্যে থেকে প্রভুর দাস্যকর্ম করেছি; <sup>২০</sup> কোন হিতকথা গোপন না করে

[২০:১৫] পদ: ১৭; ১তীম ৪:২০; [২০:১৬] দে: প্রেরি ১৮:১৯; [২০:১৬] দে: প্রেরি ২:৯; [২০:১৬] দে: প্রেরি ১৯:২১; [২০:১৬] দে: প্রেরি ২:১; [২০:১৭] পদ: ১৫; [২০:১৭] দে: প্রেরি ১১:৩০; [২০:১৮] প্রেরি ১৮:১৯-২১; ১৯:১-৪১; [২০:১৮] দে: প্রেরি ২:৯; [২০:১৯] গীত ৬:৬; [২০:১৯] দে: পদ: ৩; [২০:২০] পদ: ২৭; গীত ৪০:১০; যির ২৬:২;

রাতে তাঁরা লিসবুস দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব তীরের এই পোতাশ্রয়ে আসেন।

**২০:১৫ খীয়।** দ্বিতীয় রাত তাঁরা এই দ্বীপে কাটালেন, যা এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত।

**সামঃ।** ইফিষীয় উপসাগরের মোহনা কাটিয়ে তাঁরা তৃতীয় দিন সামঃ দ্বীপে নোঙ্গর করেন, যা ইজিয়ান সমুদ্রের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ।

**মিলেটাস।** ইফিষের ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি দ্বীপ। যে জাহাজে করে পৌল ভ্রমণ করছিলেন, এই দ্বীপটিই ছিল সেই জাহাজের শেষ গন্তব্য। এরপর তাঁকে জাহাজ পরিবর্তন করতে হয়েছিল।

**২০:১৭ মণ্ডলীর প্রাচীন লোক।** প্রাচীনদের নেতৃত্বের গুরুত্ব পৌলের পরিচর্যা কাজের মাঝে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি আন্তিযথিয়া মণ্ডলী থেকে দুঃস্থদের জন্য আনা দান যিরুশালেম মণ্ডলীর প্রাচীনদের কাছে অর্পণ করেন। তিনি তাঁর প্রথম প্রচার যাত্রায় প্রাচীনদেরকে নিয়োগ দিয়েছেন (১৪:২৩) এবং পরে ফিলিপীতে এই পদে অধিষ্ঠিতদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন (ফিলি ১:১)।

**২০:১৯ অশ্রুপাতের সঙ্গে।** অশ্রুপাতের সঙ্গে

প্রভুর সেবা করার বিষয়টি পৌল প্রায়শই উল্লেখ করেছেন (২ করি ২:৪; ফিলি ২:১৮)। এখানে পৌল ইফিষীয় প্রাচীনবর্গের কাছে এ কথা প্রকাশ করেছেন যে, তিন বছর তিনি কীভাবে অশ্রুপাতের সঙ্গে ভাবাবেগপূর্ণ ঐকান্তিকতায় তাদের সেবা করেছেন। এই অশ্রুপাত তাঁর দুর্বলতার চিহ্ন ছিল না, বরং এর মধ্য দিয়ে মানব জাতির আসন্ন ধ্বংস, পাপ, সুসমাচারের প্রতি প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য করে তিনি বেদনাগ্রস্থ হতেন ও অশ্রুপাত করতেন।

**যিহুদীদের ষড়যন্ত্র।** সম্ভবত এখানে ২ তীম ৪:১৪ পদে উল্লিখিত আলেকজান্ডারের কথা বলা হচ্ছে, যে কাঁসার কাজ করতো; সম্ভবত যার কথা ১৯:৩৩ পদের বলা হয়েছে। এছাড়া করিন্থীয়দের কাছে লেখা পত্রাবলী (১ করি ১৫:৩০-৩২; ২ করি ১:৮-১০) থেকে এ কথা পরিষ্কার হয় যে, পৌল ইফিষীয়দের পরিচর্যা কাজ করতে গিয়ে মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

**২০:২০ হিতকথা গোপন না করে।** পৌল কোন কথাই গোপন রাখেন নি। শ্রোতাদের পরিভাষা লাভের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবই তিনি তাদেরকে জানিয়েছেন। সুসমাচার প্রচারকারী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হল ঈশ্বরের সমস্ত

## শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২০ অধ্যায়

তোমাদেরকে সকলই জানিয়েছি এবং প্রকাশ্যে ও ঘরে ঘরে শিক্ষা দিতে সঙ্কোচ করি নি; <sup>২১</sup> ঈশ্বরের প্রতি মন পরিবর্তন এবং আমাদের প্রভু যীশুর প্রতি বিশ্বাসের বিষয়ে যিহূদী ও গ্রীকদের কাছে সাক্ষ্য দিয়ে আসছি। <sup>২২</sup> আর এখন দেখ, আমি আত্মার বন্ধ হয়ে যিরূশালেমে গমন করছি; সেই স্থানে আমার প্রতি কি কি ঘটবে তা জানি না। <sup>২৩</sup> শুধুমাত্র জানি, পবিত্র আত্মা প্রতি নগরে আমার কাছে এই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, বন্ধন ও দুঃখ-কষ্ট আমার জন্য অপেক্ষা করছে। <sup>২৪</sup> কিন্তু আমি নিজের প্রাণকেও কিছুর মধ্যে গণ্য করি না, আমার পক্ষে মহামূল্য গণ্য করি না, যেন নির্ধারিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়াতে পারি এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচারের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার যে পরিচর্যা পদ প্রভু যীশুর কাছ থেকে পেয়েছি তা সমাপ্ত করতে পারি।

<sup>২৫</sup> আর এখন দেখ, আমি জানি যে, যাদের মধ্যে আমি সেই রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করে বেড়িয়েছি, সেই তোমরা সকলে আমার মুখ আর দেখতে পাবে না; <sup>২৬</sup> এই কারণ আজ তোমাদেরকে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সকলের রক্তের দায় থেকে আমি মুক্ত; <sup>২৭</sup> কারণ আমি তোমাদেরকে ঈশ্বরের সমস্ত পরামর্শ জানাতে সঙ্কুচিত হই নি। <sup>২৮</sup> তোমরা নিজেদের বিষয়ে সাবধান এবং পবিত্র আত্মা তোমাদেরকে নেতা করে যার মধ্যে নিযুক্ত করেছেন, সেসব পালের বিষয়ে সাবধান হও, ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন কর, যাকে তিনি নিজের রক্ত

৪২:৪; [২০:২১] শ্রেণি ১৮:৫; [২০:২১] দে: শ্রেণি ২:৩৮; [২০:২১] শ্রেণি ২৪:২৪; ২৬:১৮; ইফি ১:১৫; কল ২:৫; ফিলিম ৫; [২০:২২] পদ: ১৬; [২০:২৩] দে: শ্রেণি ৮:২৯; ২১:৪; [২০:২৩] দে: শ্রেণি ৯:১৬; [২০:২৪] শ্রেণি ২১:১৩; [২০:২৪] ১তম ৪:৭; [২০:২৪] ২করি ৪:১; [২০:২৪] গালা ১:১; তীত ১:৩; [২০:২৪] দে: শ্রেণি ১১:২৩; [২০:২৫] দে: মথি ৪:২৩; [২০:২৫] পদ: ৩৮; [২০:২৬] ইফি ৩:১৭-১৯; শ্রেণি ১৮:৬; [২০:২৭] দে: পদ: ২০; [২০:২৮] পদ: ২৯; দে:

পরিকল্পনা মানুষকে জানানো।

**২০:২২ পবিত্র আত্মায় বন্দী।** পৌল পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রণে ছিলেন এবং সেভাবেই তিনি যিরূশালেমে গিয়েছিলেন। কিন্তু পবিত্র আত্মার পরিচালনার কারণে গিয়েছেন।

**২০:২৪ নিজের প্রাণকেও কিছুর মধ্যে গণ্য করি না।** নিজের জীবন রক্ষা করা পৌলের প্রধান লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে যে পরিচর্যা কাজ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তা যথাযথভাবে পালন করার জন্য প্রয়োজনে জীবন দান করতেও তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন।

**২০:২৫ সেই তোমরা ... দেখতে পাবে না।** এই উক্তি মূলত কোন ভবিষ্যদ্বাণী নয়, বরং পৌল তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার পূর্বাভাস দিচ্ছেন। যিরূশালেমে আসন্ন বিপদ কাটিয়ে উঠলে ও বেঁচে থাকলে, তাঁর স্পেনে যাওয়ার আশ্রয় ছিল। তাই তারা তাঁকে আর দেখতে পাবেন কি না এই নিয়ে তিনি সংশয়ে ভুগছিলেন।

**২০:২৬ সকলের রক্তের দায় থেকে আমি মুক্ত।**

এখানে রক্ত শব্দটি প্রকৃতপক্ষে রক্তপাত করা বা মৃত্যু বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দুই ধরনের অর্থ হতে:

১. যদি লোকদের আত্মিক মৃত্যু ঘটে এবং তারা বিনষ্ট হয়, তাহলে পৌল এর জন্য দায়বদ্ধ নন, কারণ তিনি তাঁর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন।
২. পরিচর্যাকারীরা যদি লোকদের বিনাশের জন্য নিজেরা দায়ী হতে না চান, তাহলে তাদের উচিত হবে তাদের জন্য ঈশ্বরের পরিদ্রাণের পরিকল্পনা তাদেরকে সঠিকভাবে জানানো।

**২০:২৮ ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন কর।** এই উক্তি প্রাচীনবর্গকে সম্বোধন করে করা হয়েছে (পদ ১৭)। তিনি তাঁদেরকে ঈশ্বরের মণ্ডলী পালন করার কথা বলার মধ্য দিয়ে তাঁদের মণ্ডলীর মেসপালক হওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন, আর এ কারণেই তারা প্রাচীন

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২০ অধ্যায়

দ্বারা ক্রয় করেছেন। <sup>২৬</sup> আমি জানি, আমি গেলে পর হিত্র নেকড়েরা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, পালের প্রতি মমতা করবে না; <sup>২৭</sup> এবং তোমাদের মধ্য হতেও কোন কোন লোক উঠে শিষ্যদেরকে তাদের দলে টেনে নেবার জন্য বিপরীত কথা বলবে। <sup>২৮</sup> অতএব জেগে থাক, স্মরণ কর, আমি তিন বছর কাল দিনরাত প্রত্যেক জনকে অশ্রুপাতের সঙ্গে চেতনা দিতে ক্ষান্ত হই নি। <sup>২৯</sup> আর এখন ঈশ্বরের কাছে ও তাঁর অনুগ্রহের বাক্যের কাছে তোমাদেরকে তুলে দিলাম, তিনি তোমাদেরকে গোঁথে তুলতে ও পবিত্রীকৃত সকলের মধ্যে উত্তরাধিকার দিতে সমর্থ। <sup>৩০</sup> আমি কারো রূপার বা সোনার বা কাপড়ের প্রতি লোভ করি নি। <sup>৩১</sup> তোমরা নিজেরা জান, আমার নিজের এবং আমার সঙ্গীদের অভাব দূর করার জন্য এই দুই হাত কাজ করেছে। <sup>৩২</sup> সমস্ত বিষয়ে আমি তোমাদেরকে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি যে, এই ভাবে পরিশ্রম করে দুর্বলদের সাহায্য করতে হবে এবং প্রভু যীশুর এই কথা স্মরণ করা উচিত, কেননা তিনি নিজে বলেছেন, গ্রহণ করার চেয়ে বরং দান করা ধন্য হবার বিষয়।

<sup>৩৩</sup> এই কথা বলে তিনি হাঁটু পেতে সকলের সঙ্গে প্রার্থনা করলেন। <sup>৩৪</sup> তাতে সকলে ভীষণভাবে কাঁদতে লাগলেন এবং পৌলের গলা ধরে তাঁকে চুম্বন করতে লাগলেন। <sup>৩৫</sup> তাঁর বলা এই কথার জন্য সবচেয়ে বেশি দুঃখ করলেন যে, তাঁরা তাঁর মুখ আর দেখতে পাবেন না। পরে জাহাজ পর্যন্ত তাঁকে রেখে আসতে গেলেন।

যোহন ২১:১৬; [২০:২৮] দে: ১তীম ৩:১; [২০:২৮] দে: ১করি ১০:৩২; [২০:২৮] দে: ১করি ৬:২০; [২০:২৮] দে: রোমী ৩:২৫; [২০:২৯] ইহি ৩৪:৫; মথি ৭:১৫; [২০:২৯] পদ: ২৮; [২০:৩০] দে: প্রেরি ১১:২৬; [২০:৩১] প্রেরি ১৯:১০; [২০:৩১] পদ: ১৯; [২০:৩২] প্রেরি ১৪:২৩; [২০:৩২] দে: ইফি ১:১৪; দে: মথি ২৫:৩৪; কল ১:১২; ৩:২৪; ইব্রী ৯:১৫; ১পিত ১:৪; [২০:৩২] প্রেরি ২৬:১৮; [২০:৩৩] ১শমু ১২:৩; ১করি ৯:১২; ২করি ২:১৭; ৭:২; ১১:৯; ১২:১৪-১৭; ১থিষ ২:৫; [২০:৩৪] দে: প্রেরি ১৮:৩; [২০:৩৬] লুক ২২:৪১; প্রেরি ৯:৪০; ২১:৫; [২০:৩৭] দে: লুক ১৫:২০; [২০:৩৮] পদ: ২৫; [২০:৩৮] প্রেরি ২১:৫।

হয়েছেন।

নিজের রক্ত। আক্ষরিকভাবে ‘তাঁর প্রিয়জনের রক্ত’, অর্থাৎ তাঁর নিজ পুত্র যীশু খ্রীষ্টের মহিমাময় মৃত্যুর কথা বোঝানো হচ্ছে।

**২০:২৯ দুরন্ত নেকড়েরা।** এর মাধ্যমে একদিকে মণ্ডলীর বাইরে থেকে আসা ভ্রান্ত ভাববাদী বা শিক্ষক এবং অন্যদিকে মণ্ডলীর ভেতরে থেকে উদ্ভূত হওয়া বিরোধ সৃষ্টিকারীদের কথা বোঝানো হচ্ছে, যাদের কথা পরবর্তী পদে নির্দেশিত হয়েছে।

**২০:৩১ অতএব জেগে থাক।** কথাটির অর্থ ‘সতর্কতার সাথে পাহারা দেওয়া’। যারা মণ্ডলীতে প্রাচীন এবং পরিচর্যাকারী হিসেবে দায়িত্বে রত থাকবেন, তাদের কাজ হচ্ছে সার্বক্ষণিকভাবে সতর্ক থাকা যেন কোনভাবেই মণ্ডলীর সদস্যরা ভুল শিক্ষা গ্রহণ না করেন এবং বিপথে চলে না যান, সেই সাথে যেন তারা

সঠিক পরিচর্যায় বৃদ্ধি পেতে পারেন।

**২০:৩৩ কারো রৌপ্যের ... লোভ করি নি।** পৌল এখানে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি কখনো সুসমাচার প্রচার করার মধ্য দিয়ে ধন-সম্পদ লাভ করার বা ধনী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন নি। পৌল খুব সহজেই বিরাট সম্পদের মালিক হতে পারতেন, সেই সুযোগ তাঁর ছিল; কিন্তু তিনি এর কোন সুযোগই গ্রহণ করেন নি, কারণ তিনি পবিত্র আত্মার পরিচালনায় এবং সুসমাচারের প্রতি ভালবাসায় জীবন-যাপন করতেন।

**২০:৩৫ প্রভু যীশুর এই কথা স্মরণ করা উচিত।** যীশু খ্রীষ্টের কথা থেকে কোন উদ্ধৃতি তুলে ধরতে প্রাথমিক মণ্ডলীতে এই বাক্যাংশটি ব্যবহার করা হত।



## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২০ অধ্যায়

### প্রেরিত ২০ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

ইফিষে গোলমাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পৌল শিষ্যদের একত্রিত করে তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন; এরপর তিনি ম্যাসিডোনিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন। পৌল এই অঞ্চল জুড়ে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। এরপর তিনি গ্রীসে পৌছান এবং প্রায় তিন মাস অবস্থান করেন। পৌল যখন সিরিয়ায় যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, তখন যিহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। তিনি ম্যাসিডোনিয়া দিয়ে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। পৌলের সঙ্গে ভ্রমণকারী সাত ভাই দ্রোয়াতে গিয়েছিলেন এবং পৌল ফিলিপিতে গিয়েছিলেন। লুক পৌলের সাথে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁরা দ্রোয়াতে সাত জন বিশ্বাসী ভাইয়ের সাথে দেখা করেছিলেন (১-৬)।

তাঁরা সাত দিন দ্রোয়াতে ছিলেন। সেখানেই উত্থু নামের এক যুবক তিন তলা থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিল। পৌল তাঁর জন্য প্রার্থনা করলে সে জীবন ফিরে পায়। উত্থু বেঁচে আছে বলে তারা খুব সন্তুষ্ট হয়েছিল (৭-১২)। পৌল পায়ে হেঁটে দ্রোয়া থেকে আঃস পর্যন্ত যাত্রা করেছিলেন। এরপর জাহাজে করে মিতুলীনী, খীয়, সামঃ, এবং মিলীতের কাছাকাছি যাত্রা করেছিলেন। পৌল ইফিষের পাশ দিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কারণ তিনি পঞ্চাশত্তম দিনে যিরুশালেমে থাকতে চেয়েছিলেন (১৩-১৬)।

মিলিটাসে থাকাকালীন পৌল ইফিষের মণ্ডলীর প্রাচীনদের ডেকে ছিলেন। পৌল সেখানে তাঁর ভবিষ্যতের কথা বলেছিলেন। তিনি পবিত্র আত্মার বাধ্য হয়ে যিরুশালেমে যাচ্ছেন। সেখানে তাঁর জন্য শিকল এবং ক্রেশ অপেক্ষা করছে। পৌল তাদের সতর্ক করেছিলেন তাঁর অনুপস্থিতিতে যে নেকড়েরা প্রবেশ করবে, পালকে রেহাই দিবে না। পৌল তাঁর নিজের উদাহরণ তাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর নিজের এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন। পৌল তখন তাদের সাথে প্রার্থনা করলেন এবং তাদের বিদায় জানালেন। তারা কাঁদছিল এবং দুঃখ পেয়েছিল যে তারা তাঁকে আর দেখতে পাবে না। তারপরে তারা তাঁকে তাঁর প্রস্থানের জন্য জাহাজে ফিরিয়ে নিয়ে যায় (১৭-৩৮)।

### প্রেরিত ২০ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. ইফিষ ছেড়ে প্রেরিত পৌল কোথায় গিয়েছিলেন? (২০:২-৬ পদ)
২. সপ্তাহের কোন দিনে শিষ্যরা একত্রে সমবেত হয়েছিলেন? (২০:৭ পদ)
৩. দ্রোয়াতে কি ঘটেছিল? (২০:৭-১২ পদ)
৪. কেন প্রেরিত পৌল এশিয়াতে আর সময় পার করতে চাচ্ছিলেন না? (২০:১৬ পদ)
৫. মিলিটাসে ইফিষের প্রাচীনদের কাছ থেকে প্রেরিত পৌলের বিদায়ের বর্ণনা দিন। (২০:১৭-১৮ পদ)
৬. যিরুশালেমে অপেক্ষারত বিপদের প্রতি প্রেরিত পৌলের মনোভাব কেমন ছিল? (২০:২৪ পদ)

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২১ অধ্যায়

৭. ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচার প্রচারের বিষয়ে প্রেরিত পৌল কি মূল্য দিতে চেয়েছিলেন? (২০:২৪ পদ)
৮. প্রেরিত পৌল সুসমাচার বিষয়ক বার্তাকে কতটা প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন? (২০:২৪-২৭ পদ)
৯. প্রেরিত পৌল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কোন কথাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তাদের সামনে তুলে ধরতে পরিশ্রম করেছিলেন? (২০:৩৫ পদ)
১০. প্রেরিত পৌলের বিদায়ে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা কেন খুবই ভেঙ্গে পড়েছিলেন? (২০:৩৫ পদ)

#### পৌলের যিরূশালেমে যাত্রা

**২১**<sup>১</sup> তাঁদের কাছ থেকে কষ্টে বিদায় নিয়ে, জাহাজ খুলে দিয়ে, আমরা সোজা পথে কো দ্বীপে এলাম, পরদিন রোদঃ দ্বীপে এবং সেখান থেকে পাতারায় উপস্থিত হলাম।<sup>২</sup> আর এমন একখানি জাহাজ পেলাম, যা পার হয়ে ফৈনীকিয়ায় যাবে, আমরা তাতে উঠে যাত্রা করলাম।<sup>৩</sup> পরে সাইপ্রাস দ্বীপ দেখা দিলে তা বাম দিকে ফেলে আমরা সিরিয়া দেশে গিয়ে টায়ারে নামলাম; কেননা সেখানে জাহাজের মালপত্র নামাবার কথা ছিল।<sup>৪</sup> আর সেখানকার শিষ্যদের সন্ধান করে আমরা সাত দিন সেখানে অবস্থিতি করলাম; তাঁরা আত্মার দ্বারা পৌলকে বললেন, যেন তিনি যিরূশালেমে না যান।<sup>৫</sup> সেই কয়েক দিন যাপন করলে পর আমরা বের হয়ে প্রস্থান করলাম, তখন তাঁরা সকলে স্ত্রী পুত্র নিয়ে নগরের বাইরে পর্যন্ত আমাদেরকে এগিয়ে দিতে আসলেন। সেখানে সমুদ্রতীরে হাঁটু পেতে আমরা প্রার্থনাপূর্বক পরস্পর বিদায় গ্রহণ করলাম।<sup>৬</sup> পরে আমরা জাহাজে উঠলাম ও তাঁরা স্বস্থানে

[২১:১] দে: প্রেরি ১৬:১০; [২১:২] প্রেরি ১১:১৯; [২১:৩] দে: লুক ২:২; [২১:৪] দে: প্রেরি ১১:২৬; [২১:৪] পদ: ১১; প্রেরি ২০:২৩; [২১:৫] লুক ২২:৪১; প্রেরি ৯:৪০; ২০:৩৬;

**২১:১ সোজা পথে কো দ্বীপে এলাম।** বাতাস অনুকূলে থাকায় তাঁরা রাত কাটানোর জন্য এই দ্বীপে এসেছিলেন।

**রোদঃ।** একটি অন্যতম বিখ্যাত নগর, যা এক সময় সূর্যদেবতার মূর্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই মূর্তি প্রাচীন সভ্যতার সপ্তাশ্চর্যের একটি ছিল, কিন্তু এই দ্বীপে পৌলের পদার্পণের প্রায় দু'শো বছর আগেই এই স্থাপত্য কীর্তি ধ্বংস হয়ে যায়।

**পাতারা।** লুকিয়ার দক্ষিণ উপকূলের একটি দ্বীপ। যে জাহাজটিতে করে তিনি এসেছিলেন, তা এশিয়া মাইনরের তীর ঘেঁষে চলছিল এবং তিনি তা পরিবর্তন করে সরাসরি সিরিয়া ও

ফৈনীকীয়াগামী জাহাজে উঠলেন।

**২১:৪ সেখানকার প্রেরিত।** সম্ভবত ১১:১৯ পদে উল্লিখিত ফৈনীকীয় প্রচার যাত্রার সময় সিরীয় মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল এবং এই প্রেরিতরা ছিলেন সেই মণ্ডলীরই সদস্য।

**যেন তিনি যিরূশালেমে না যান।** পবিত্র আত্মা যিরূশালেমে পৌলের জন্য অপেক্ষমান বিচারের বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছেন। এই বিচারের কথা জেনে পৌলের সঙ্গীরা তাঁকে না যেতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু পৌল পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণাতেই যিরূশালেমে যেতে অনুপ্রাণিত হলেন।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২১ অধ্যায়

ফিরে গেলেন।

<sup>৭</sup> পরে সোর ছেড়ে আমরা তলিমায়িতে উপস্থিত হয়ে সমুদ্রযাত্রা শেষ করলাম এবং ভাইদেরকে মঙ্গলবাদ করে এক দিন তাঁদের সঙ্গে রইলাম। <sup>৮</sup> পরদিন আমরা প্রস্থান করে কৈসারিয়াতে এলাম এবং সুসমাচার-প্রচারক ফিলিপ, যিনি সেই সাত জনের এক জন, তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে অবস্থিতি করলাম। <sup>৯</sup> সেই ব্যক্তির চারটি কুমারী কন্যা ছিলেন, যারা ভবিষ্যদ্বাণী বলতেন। <sup>১০</sup> সেই স্থানে আমরা অনেক দিন অবস্থিতি করলে যিহূদিয়া থেকে আগাব নামে এক জন ভাববাদী উপস্থিত হলেন। <sup>১১</sup> আর তিনি আমাদের কাছে এসে পৌলের কোমরবন্ধনী নিয়ে তাঁর নিজের হাত পা বেঁধে বললেন, পবিত্র আত্মা এই কথা বলছেন, যে ব্যক্তির এই কোমরবন্ধনী, তাঁকে যিহূদীরা যিরূশালেমে এভাবে বাঁধবে এবং অযিহূদীদের হাতে তুলে দেবে। <sup>১২</sup> এই কথা শুনে সেখানকার ভাইয়েরা ও আমরা পৌলকে বিনতি করলাম, যেন তিনি যিরূশালেমে না যান। <sup>১৩</sup> তখন পৌল উত্তরে বললেন, তোমরা এ কি করছো, কান্নাকাটি করে আমার অন্তর চূর্ণ করছো? কারণ আমি প্রভু যীশুর নামের জন্য যিরূশালেমে কেবল বন্দী হতে নয়, বরং মরতেও প্রস্তুত আছি। <sup>১৪</sup> এভাবে তিনি আমাদের কথা শুনে অসম্মত হলে আমরা ক্ষান্ত হয়ে বললাম, প্রভুর ইচ্ছা সিদ্ধ হোক।

[২১:৭] প্রেরি ১২:২০; [২১:৭] দে: প্রেরি ১:১৬; [২১:৮] দে: প্রেরি ৮:৪০; [২১:৮] প্রেরি ৬:৫; ৮:৫-৪০; [২১:৮] ইফি ৪:১১; ১তীম ৪:৫; [২১:৯] যাত্রা ১৫:২০; কাজী ৪:৪; নহি ৬:১৪; লুক ২:৩৬; প্রেরি ২:১৭; ১করি ১১:৫; [২১:১০] প্রেরি ১১:২৮; [২১:১১] দে: প্রেরি ৮:২৯; [২১:১১] পদ: ৩৩; [২১:১১] ১রাজা ২২:১১; যিশা ২০:২-৪; যির ১৩:১-১১; মথি ২০:১৯; [২১:১৩] প্রেরি ২০:২৪; [২১:১৩] দে: যোহন ১৫:২১; দে: প্রেরি ৯:১৬; [২১:১৪] রূত ১:১৮; [২১:১৪] দে:

**২১:৭ তলিমায়ি।** আধুনিক অক্কো নগরী, যা উপসাগরের উত্তরে কর্মিল পর্বতে অবস্থিত। উত্তরে সিরিয়া থেকে এখানে আসতে এক দিন লেগে যেত; দক্ষিণে কৈসারিয়া থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ৩৫ মাইল। সে সময়ে এই দ্বীপটি ছিল রোমীয় উপনিবেশ।

**২১:৮ সুসমাচার প্রচারকারী ফিলিপ।** ফিলিপ প্রায় ২৫ বছর ধরে কৈসারিয়াতে সুসমাচার প্রচার করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ‘সুসমাচার প্রচারকারী’ উপাধিটি কেবল এখানে এবং ইফি ৪:১১ ও ২ তীম ৪:৫ পদে ব্যবহৃত হয়েছে।

**২১:৯ কুমারী কন্যা।** সম্ভবত তাঁদেরকে প্রভুর সেবা করণার্থে বিশেষভাবে উৎসর্গ করা হয়েছিল, যেভাবে ক্যাথলিকদের মধ্যে সিস্টাররা দীক্ষা নিয়ে থাকেন।

**২১:১০ আগাব নামে একজন ভাববাদী।** তিনি প্রকৃত অর্থেই পুরাতন নিয়মের যুগের মত একজন ভাববাদী ছিলেন। তিনিই সেই ভাববাদী, যিনি ১৫ বছর আগে যিরূশালেমে

আসন্ন দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে আন্তিয়খিয়ায় ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন।

**২১:১১ পৌলের কটিবন্ধন নিয়ে ... বললেন।** পুরাতন নিয়মে এই ধরনের প্রতিক্রিয়ায় ভবিষ্যদ্বাণী বলার প্রচলন ছিল।

**তাঁকে অযিহূদীদের হাতে তুলে দেবে।** আগাবের ভবিষ্যদ্বাণী পূজ্ঞানুপূজ্ঞভাবে পূর্ণ না হলেও সামগ্রিক অর্থে তা পূর্ণতা লাভ করেছিল, কারণ পৌল যিহূদীদের হাত থেকে অযিহূদীদের হাতেই শেষ পর্যন্ত সমর্পিত হয়েছিলেন। মার্ক ১০:৩৩ ও লুক ১৮:৩২ পদে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর নিজের সম্পর্কে এই পূর্বাভাস দিয়েছিলেন।

**২১:১২ সেখানকার ভাইয়েরা ও আমরা।** লুক নিজেও অন্যান্যদের সাথে একমত হয়ে পৌলকে যিরূশালেমে যেতে নিষেধ করছেন।

**২১:১৪ প্রভুর ইচ্ছা সিদ্ধ হোক।** সম্ভবত তাঁরা সবশেষে স্বীকার করলেন যে, যিরূশালেমে যাওয়া পৌলের জন্য প্রভুর ইচ্ছা।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২১ অধ্যায়

<sup>১৫</sup> এসব দিনের শেষে আমরা জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে যিরুশালেমে যাত্রা করলাম।  
<sup>১৬</sup> আর কৈসারিয়া থেকে কয়েক জন শিষ্য আমাদের সঙ্গে চললেন। তাঁরা সাইপ্রাস দ্বীপের  
ম্লাসোন নামক এক জনকে সঙ্গে করে আনলেন; ইনি প্রথম দিকের এক জন শিষ্য; তাঁরই  
বাড়িতে আমাদের অতিথি হবার কথা।

### যাকোবের সঙ্গে পৌলের সাক্ষাত

<sup>১৭</sup> যিরুশালেমে উপস্থিত হবার পর ভাইয়েরা সানন্দে আমাদেরকে গ্রহণ করলেন।  
<sup>১৮</sup> পরদিন পৌল আমাদের সঙ্গে যাকোবের বাড়িতে প্রবেশ করলেন; সেখানে প্রাচীনবর্গের  
সকলে উপস্থিত হলেন।<sup>১৯</sup> পরে তিনি তাঁদেরকে মঙ্গলবাদ করে, ঈশ্বর তাঁর পরিচর্যা দ্বারা  
অযিহুদীদের মধ্যে যেসব কাজ সাধন করেছিলেন তার বৃত্তান্ত একটি একটি করে তাঁদেরকে  
জানালেন।<sup>২০</sup> আর তা শুনে তাঁরা ঈশ্বরের গৌরব করলেন এবং তাঁকে বললেন, ভাই তুমি  
দেখাছো, যিহুদীদের মধ্যে কত হাজার লোক বিশ্বাসী হয়েছে, আর তারা সকলে ব্যবস্থার  
পক্ষে গভীর আগ্রহী।<sup>২১</sup> আর তোমার বিষয়ে তারা এই সংবাদ পেয়েছে যে, তুমি  
অযিহুদীদের মধ্যে প্রবাসী সমস্ত যিহুদীকে মোশির পথ পরিত্যাগ করতে শিক্ষা দিয়ে বলে  
থাক, যেন তারা শিশুদের তৃক্ছেদ না করে ও রীতি মেনে না চলে।<sup>২২</sup> অতএব এখন কি  
করা যায়? তারা তো শুনতে পাবে যে, তুমি এসেছ।<sup>২৩</sup> অতএব আমরা তোমাকে যা বলি,  
তা-ই কর। আমাদের এমন চার জন পুরুষ আছে, যারা মানত করেছে;<sup>২৪</sup> তুমি তাদেরকে  
নিয়ে তাদের সঙ্গে নিজেকেও পবিত্র কর এবং তাদের মাথা মুণ্ডনের জন্য ব্যয় কর। তা

মথি ২৬:৩৯; [২১:১৫] দে: প্রেরি ১৯:২১; [২১:১৬] দে: প্রেরি ৮:৪০; [২১:১৬] পদ: ৩, ৪; [২১:১৭] দে: প্রেরি ৯:৩০;  
[২১:১৭] প্রেরি ১৫:৪; [২১:১৮] দে: প্রেরি ১৫:১৩; [২১:১৮] দে: প্রেরি ১১:৩০; [২১:১৯] প্রেরি ১৪:২৭; ১৫:৪, ১২;  
[২১:১৯] প্রেরি ১:১৭; [২১:২০] প্রেরি ২২:৩; রোমী ১০:২; গালা ১:১৪; ফিলি ৩:৬; [২১:২০] প্রেরি ১৫:১, ৫; [২১:২১]  
পদ: ২৮; [২১:২১] প্রেরি ১৫:১৯-২১; ১করি ৭:১৮, ১৯; [২১:২১] দে: প্রেরি ৬:১৪; [২১:২৩] গণনা ৬:২, ৫, ১৮; প্রেরি  
১৮:১৮; [২১:২৪] পদ: ২৬; প্রেরি ২৪:১৮; [২১:২৪] প্রেরি ১৮:১৮;

**২১:১৬ ম্লাসোন।** এই শিষ্য পৌলের সাথে  
ভ্রমণকারীদের দলে স্থান করে নিয়েছিলেন।  
তিনি প্রাথমিক মণ্ডলীর একজন সদস্য ছিলেন  
এবং সম্ভবত তিনি গ্রীক ভাষাভাষী ছিলেন।

**২১:১৭ যিরুশালেমে উপস্থিত হবার পর।**  
পঞ্চাশতমীর ঠিক এক বা দুই দিন আগে তাঁরা  
যিরুশালেমে পৌঁছেছিলেন।

**২১:১৮ যাকোব।** প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ভাই, যাকোব  
পত্রের লেখক এবং যিরুশালেম মণ্ডলীর একজন  
নেতা। তাঁকে প্রেরিত বলা হলেও তিনি  
বারোজনের একজন নন। মূল প্রেরিতদের কেউ  
সে সময় যিরুশালেমে ছিলেন না এবং তাঁকেই  
মণ্ডলীর প্রধান নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হত।

**২১:২০ কত সহস্র লোক।** আক্ষরিকভাবে ‘লক্ষ  
লক্ষ লোক’। স্বাভাবিকভাবে যিরুশালেমের

জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫৫ হাজার, সে কারণে  
‘সহস্র’ শব্দটি ব্যবহার করাই বাস্তবসম্মত।

**২১:২৩ চারজন পুরুষ ... মানত করেছে।** এই  
চারজন ব্যক্তি নাসরীয় ব্রত গ্রহণ করেছিলেন  
এবং ব্রত পূর্ণ হওয়ার আগেই তারা কোনভাবে  
অশুচি হয়ে পড়েছিলেন; হয়তো কোন মৃতদেহ  
স্পর্শ করার কারণে।

**২১:২৪ পবিত্র কর।** এখানে মন্দিরে গিয়ে  
উৎসর্গ করা ও দান উৎসর্গ করা এবং উপাসনা  
করা বোঝানো হয়েছে। যিহুদী ধর্ম থেকে আগত  
খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা সাধারণত এ ধরনের শুচি  
হওয়ার রীতি পালন করতেন, কিন্তু যিহুদী বা  
অযিহুদী কোন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্যই এই  
রীতি বাধ্যতামূলক ছিল না।

মাথা মুণ্ডনের জন্য ব্যয় কর। এই কাজে ব্যয়

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২১ অধ্যায়

করলে সকলে জানবে যে, তোমার বিষয়ে যেসব সংবাদ ওরা পেয়েছে, তা কিছু নয়, বরং তুমি নিজেও ব্যবস্থা পালন করে যথানিয়মে চলছো।<sup>২৫</sup> কিন্তু অযিহুদীদের মধ্য থেকে যারা বিশ্বাসী হয়েছে, তাদের বিষয়ে আমরা বিচার করে লিখেছি যে, মূর্তির প্রসাদ, রক্ত, গলা টিপে মারা প্রাণীর মাংস এবং ব্যভিচার এসব থেকে যেন তারা তাদেরকে রক্ষা করে।

<sup>২৬</sup> তখন পৌল সেই কয়েক জনকে নিয়ে পরদিন তাদের সঙ্গে শুচি হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করা পর্যন্ত শুচিকরণের কাজে কত দিন লাগবে তা জানালেন।

### মন্দিরে পৌল বন্দী হন

<sup>২৭</sup> আর সেই সাত দিন প্রায় সমাপ্ত হলে এশিয়া প্রদেশের যিহুদীরা মন্দিরের মধ্যে তাঁর দেখা পেয়ে সমস্ত জনতাকে উত্তেজিত করে তুললো এবং তাঁকে ধরে চৌকিয়ে বলতে লাগল, <sup>২৮</sup> ‘হে ইস্রায়েল-সন্তানেরা, সাহায্য কর; এ সেই ব্যক্তি, যে সর্বত্র সকলকে আমাদের জাতির ও ব্যবস্থার এবং এই স্থানেরও বিরুদ্ধে শিক্ষা দেয়; আবার এই গ্রীকদেরকেও মন্দিরের মধ্যে এনেছে ও এই পবিত্র স্থান অপবিত্র করেছে।’<sup>২৯</sup> কারণ তারা আগে নগরের মধ্যে ইফিমীয় ত্রফিমকে পৌলের সঙ্গে দেখেছিল। তারা মনে করেছিল পৌল তাকে মন্দিরের মধ্যে এনে থাকবেন।<sup>৩০</sup> তখন সমস্ত নগর উত্তেজিত হয়ে উঠলো, লোকেরা দৌড়ে আসলো এবং

[২১:২৫] প্রেরি ১৫:২০, ২৯; [২১:২৬] গণনা ৬:১৩-২০; প্রেরি ২৪:১৮; [২১:২৭] যির ২৬:৮; প্রেরি ২৪:১৮; ২৬:২১; দে: ১মিষ ২:১৬; [২১:২৮] মথি ২৪:১৫; প্রেরি ৬:১৩; ২৪:৫, ৬; [২১:২৯] প্রেরি ২০:৪; ১তীম ৪:২০; [২১:২৯] দে: প্রেরি ১৮:১৯; [২১:৩০] প্রেরি ২৬:২১; [২১:৩০] দে: প্রেরি ১৬:১৯;

করার অর্থ হচ্ছে, উৎসর্গে ব্যবহৃত প্রাণী ও শস্যের আংশিক বা সম্পূর্ণ খরচ (গণনা ৬:৯-২১ দেখুন) তিনি দান করবেন।

আইন-কানুন পালন করে যথানিয়মে চলছো। পৌল নিজেও একটি ব্রত পালন করেছিলেন; তিনি যিহুদীদের কাছে যিহুদী হয়েছিলেন (১ করি ৯:২০-২১) এবং তীমথিকে তৃক্ষেদ করিয়েছিলেন (১৬:৩)। তবে আইন-কানুনের প্রতি বাধ্যতা দেখাতে গিয়ে পৌল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী নীতির প্রতি কোন ক্ষেত্রে আপোষ না করার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন, যেমন তিনি তীতকে তৃক্ষেদ করান নি (গালা ২:৩)।

২১:২৫ তাদের বিষয়ে ... লিখেছি। ১৫:২৩-২৯ পদে উল্লিখিত প্রেরিতিক পত্রের ইঙ্গিত।

২১:২৮ গ্রীকদেরকেও ... মধ্যে এনেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রাচীন লিপিস্থল থেকে জানা যায় যে, যিহুদী মন্দিরে অযিহুদী কাউকে নিয়ে আসা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এমন কোন প্রমাণ নেই যে, পৌল সেখানে যিহুদী ব্যতীত অন্য ধর্মের বা জাতির

কাউকে এনেছেন। এ অপরাধের জন্য রোমীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এই শাস্তি রোমীয় নাগরিকদের জন্যও বলবৎ ছিল। বাইরের ও ভেতরের আঙ্গিনা বিভক্তকারী দেয়ালে গ্রীক ও ল্যাটিন উভয় ভাষায় সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি টাঙ্গিয়ে রাখা হত, যাতে অযিহুদী দর্শনাগারীরা নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম না করে। এরূপ বিজ্ঞপ্তির একটি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয় এবং এখন তা ইস্তাম্বুলে রয়েছে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত আরেকটি বিজ্ঞপ্তি ইস্রায়েল দেশের জাদুঘরে রয়েছে।

২১:২৯ ত্রফিমকে পৌলের সঙ্গে দেখেছিল। পৌল অবশ্যই ত্রফিমকে নিষিদ্ধ এলাকায় নেন নি। যদিও বা ত্রফিম পৌলের সাথে ভেতরের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতেন, তবুও পৌলকে নয়, ত্রফিমকে তাদের আক্রমণ করা যুক্তিযুক্ত ছিল।

২১:৩০ দ্বারগুলো বন্ধ করা হল। পবিত্র মন্দিরে যেন আর কোন বিশৃঙ্খলা না হয়, সেজন্য মন্দিরের কর্মকর্তাদের আদেশে এর সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২১ অধ্যায়

পৌলকে ধরে মন্দিরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল, আর অমনি দ্বারগুলো বন্ধ করা হল।<sup>৩১</sup> এভাবে তারা তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করলে সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতির কাছে এই সংবাদ আসলো যে, সমস্ত যিরূশালেমে গণ্ডগোল উপস্থিত। অমনি তিনি সেনাদেরকে ও শতপতিদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের কাছে দৌড়ে আসলেন; <sup>৩২</sup> তাতে লোকেরা প্রধান সেনাপতিকে ও সেনাদেরকে দেখতে পেয়ে পৌলকে প্রহার করা থেকে নিবৃত্ত হল। <sup>৩৩</sup> তখন প্রধান সেনাপতি কাছে এসে তাঁকে ধরলেন ও দু'টা শিকল দিয়ে বাঁধতে আদেশ দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে, আর এ কি করেছে? <sup>৩৪</sup> তাতে জনতার মধ্যে চেষ্টা করে কেউ কেউ এক রকম, কেউ কেউ অন্য রকম কথা বললো। আর তিনি কোলাহলের জন্য আসল ঘটনা কিছুই বুঝতে না পেরে তাঁকে দুর্গে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। <sup>৩৫</sup> তখন সিঁড়ির উপরে উপস্থিত হলে ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য সৈন্যেরা পৌলকে বহন করতে লাগল; <sup>৩৬</sup> কেননা লোকেরা ভিড় করে তাঁর পিছনে পিছনে আসছিল, আর চিৎকার করে বলছিল, ওকে দূর কর।

#### লোকদের কাছে পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থন

<sup>৩৭</sup> তারা পৌলকে দুর্গের ভিতরে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে পৌল প্রধান সেনাপতিকে বললেন, আপনার কাছে কি কিছু বলতে পারি? <sup>৩৮</sup> তিনি বললেন, তুমি কি গ্রীক জান? তবে তুমি কি সেই মিসরীয় নও, যে এর আগে বিদ্রোহ করেছিল ও গুপ্তহস্তাদের মধ্যে চার হাজার জনকে সঙ্গে করে মরুভূমিতে গিয়েছিল? <sup>৩৯</sup> তখন পৌল বললেন, আমি যিহূদী, কিলিকিয়াস্থ তার্শের লোক, সামান্য নগরের লোক নই; আপনাকে বিনতি করি, লোকদের কাছে আমাকে কথা বলতে অনুমতি দিন। <sup>৪০</sup> আর তিনি অনুমতি দিলে পৌল সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে লোকদের কাছে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন; তখন সকলে নিস্তব্ধ হলে তিনি তাদের কাছে ইব্রীয় ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন।

[২১:৩২] শ্রেণি ২৩:২৭; [২১:৩৩] পদ: ১১; [২১:৩৩] শ্রেণি ১২:৬; [২১:৩৩] শ্রেণি ২০:২৩; ২২:২৯; ইফি ৬:২০; ১তীম ২:৯; [২১:৩৪] শ্রেণি ১৯:৩২; [২১:৩৪] পদ: ৩৭; শ্রেণি ২২:২৪; ২৩:১০, ১৬, ৩২; [২১:৩৫] পদ: ৪০; [২১:৩৬] লুক ২৩:১৮; যোহন ১৯:১৫; শ্রেণি ২২:২২; [২১:৩৭] দে: পদ: ৩৪; [২১:৩৮] মথি ২৪:২৬; [২১:৩৮] শ্রেণি ৫:৩৬; [২১:৩৯] দে: শ্রেণি ৯:১১; [২১:৩৯] দে: শ্রেণি ৬:৯; [২১:৪০] দে: শ্রেণি ১২:১৭; [২১:৪০] দে: যোহন ৫:২।

২১:৩১ প্রধান সেনাপতি। গ্রীক *কিলিয়াক*, একটি রেজিমেন্ট অর্থাৎ ১০০০ সৈন্যের প্রধান।

তাঁর নাম ছিল ক্লৌদিয় লুয়িয় (২৩:২৬)।

২১:৩৭ দুর্গ। আন্তনিয়ের দুর্গ, যা মন্দিরের উত্তর প্রান্তের দু'টি সিঁড়ি দ্বারা সংযুক্ত ছিল। মন্দির থেকে এই দুর্গটি আরও অনেক উপরে পাহাড়ের গা ঘেঁষে অবস্থিত ছিল।

২১:৩৮ সেই মিশরীয় ... বিদ্রোহ করেছিল। যোসেফাস একজন মিশরীয় ভণ্ড ভাববাদী সম্পর্কে বলেন, যে কয়েক বছর আগে চার

হাজার অনুসারীকে নিয়ে জৈতুন পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়েছিল। রোমীয় সেনাবাহিনী তাদের আক্রমণ করে অধিকাংশকে হত্যা করলেও তাদের মিশরীয় নেতা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

গুপ্তহস্ত। যারা তলোয়ার দিয়ে গোপনে হত্যা করতো।

২১:৪০ হিব্রু ভাষায়। যেহেতু হিব্রু ভাষা ইস্রায়েলে বসবাসকারী যিহূদীদের মাঝে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ভাষা ছিল।

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২১ অধ্যায়

### প্রেরিত ২১ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

পৌল ইফিষীয় প্রাচীনদের ছেঁড়ে মিলিটাসে চলে যান। পরে পৌল, লুক এবং অন্যান্য সঙ্গীরা মিলিটাস থেকে কো দ্বীপে যাত্রা করেন। কো থেকে তাঁরা রোদঃ দ্বীপে যাত্রা করেন এবং তারপর তারা পাতারায় চলে যান। পাতারায় তাঁরা ফৈনীকিয়ার সোরে একটি জাহাজ ধরেন। জাহাজটি সাইপ্রাস দ্বীপের দক্ষিণে চলে যায়। সোরে পৌছানোর পর তাঁরা কয়েকজন তাঁর শিষ্যদের খুঁজে পান এবং সাত দিন ধরে তাদের সাথে থাকেন। যিরুশালেমে পৌলের জন্য যা অপেক্ষা করছিল তা শিষ্যদের কাছে পবিত্র আত্মা প্রকাশ করেছিলেন। পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা জাহাজে উঠে চলে যান। তাঁরা সোর থেকে তলিমায়িতে যাত্রা করেন। এরপর তাঁরা কৈসরিয়ার কাছে যান। পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা ফিলিপের বাড়িতে যান। ভাববাদী আগাব পৌলের আগামী সংকট বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তারা যিরুশালেমে যেতে নিষেধ করলেও তিনি বলেন যে, প্রভু যীশুর জন্য তিনি যিরুশালেমে কেবল বন্দী হতে নয়, মরতেও প্রস্তুত আছেন (১-১৪)।

পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা যিরুশালেমে গেলেন। পরের দিন পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা যাকোব ও প্রাচীনদের সঙ্গে দেখা করে তাঁর পরিচর্যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর অধিহুদীদের মধ্যে যা করেছিলেন তার বিবরণ দেন। এই সব শুনে ভাইয়েরা প্রভুর প্রশংসা করলেন। এরপর পৌলকে যাকোব এবং প্রাচীনরা তাঁর সমস্যার কথা ব্যাখ্যা করেছিলেন। অনেক যিহুদী আইন-কানুনের জন্য উদ্যোগী ছিল এবং বিশ্বাস করতো যে, পৌল অধিহুদীদের মধ্যে বাস করা যিহুদীদের মোশির আইন-কানুন ত্যাগ করতে শিখিয়েছিলেন। যাকোব ও প্রাচীনরা পৌলকে একটি পরিকল্পনা দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন চারজন লোককে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে যান যারা মানত করেছে। এরপর তারা নিজেদেরকে শুচি করেন; তাদের খরচ মিটান যেন তারা দেখাতে পায় যে, পৌল যিহুদী হিসেবে আইন-কানুন পালন করেছেন (১৫-২৫)।

পৌল এরপর মন্দিরে গেলেন। এশিয়া থেকে আসা যিহুদীরা পৌলকে মন্দিরে দেখতে পায়। তারা জনতাকে উত্তেজিত করে পৌলকে পাকড়াও করে। যিহুদীরা পৌলকে ধরে মন্দির থেকে টেনে হিচড়ে বের করে নিয়ে যায়। তারা যখন তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল তখন রোমীয় প্রধান সেনাপতি পৌলকে নিয়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেন (২৬-৩৬)। সেনাপতির সঙ্গে পৌলকে কথা বলতে বলা হল। সেনাপতি তাঁকে লোকদের সাথে কথা বলার জন্য অনুমতি দেন। পৌল তখন তাদের সাথে ইব্রীয় ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন (৩৭-৪০)।

### প্রেরিত ২১ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. শিষ্যেরা কেন সোরে থেকে গিয়েছিলেন? (২১:৩ পদ)
২. কৈসরিয়াতে প্রেরিত পৌলের বিষয়ে কি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল? (২১:৮-১১ পদ)
৩. প্রেরিত পৌলের বন্ধুদের এবং তাঁর নিজের প্রতি কি ভিন্নধর্মী প্রতিক্রিয়া ঐ ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছিল? (২১:১২-১৪ পদ)
৪. কখন প্রেরিত পৌল তাঁর জীবনকে মূল্যহীন মনে করেছিলেন? (২১:১৩ পদ)

## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২২ অধ্যায়

৫. যিরূশালেমে প্রেরিত পৌলকে বিশ্বাসী ভাইয়েরা যেভাবে গ্রহণ করেছিল, তা বর্ণনা করুন। (২১:১৭-২৬ পদ)
৬. মন্দিরে উপস্থিত জনতার বিষয় বর্ণনা করুন। (২১:২৭-৩৬ পদ)
৭. প্রধান সেনাপতি এবং প্রেরিত পৌলের মধ্যকার কথাবার্তার বর্ণনা দিন। (২১:৩৭-৪০ পদ)
৮. কিভাবে ঈশ্বরের আদেশ অবজ্ঞার মাধ্যমে লঙ্ঘন করা হয়? (মথি ৫:১৯ পদ)

### পৌলের বক্তৃতা

**২২** <sup>১</sup> ভাইয়েরা ও পিতারা, আমি এখন আপনাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি, শুনুন।

<sup>২</sup> তখন তিনি ইব্রীয় ভাষায় তাদের কাছে কথা বলছেন শুনে তারা আরও শান্ত হল। পরে তিনি বললেন,

<sup>৩</sup> আমি এক জন যিহূদী, কিলিকিয়ার তার্শ নগরে আমার জন্ম; কিন্তু এই নগরে গমলীয়েলের পায়ে কাছ বসে মানুষ হয়েছি; পূর্বপুরুষদের ব্যবস্থার সূক্ষ্ম নিয়ম অনুসারে শিক্ষিত হয়েছি; আর আপনারা সকলে আজও যেমন আছেন, তেমনি আমিও ঈশ্বরের পক্ষে গভীর আগ্রহী ছিলাম। <sup>৪</sup> আমি প্রাণনাশ পর্যন্ত এই পথের লোকদের প্রতি দৌরাভ্যা করতাম, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে বেঁধে জেলখানায় দিতাম। <sup>৫</sup> এই বিষয়ে মহাপুরোহিত ও সমস্ত প্রাচীন নেতৃবর্গরাও আমার সাক্ষী; তাঁদের কাছ থেকে আমি ভাইদের সমীপে পত্র নিয়ে দামেস্ক শহরে যাত্রা করেছিলাম, যেন যারা সেখানে ছিল, তাঁদেরকেও বেঁধে যিরূশালেমে নিয়ে আসতে পারি, যেন তাদের শাস্তি দেওয়া হয়।

### পৌলের বিশ্বাসী হবার সাক্ষ্যদান

<sup>৬</sup> আর যেতে যেতে দামেস্কের কাছে উপস্থিত হলে দুপুর বেলা হঠাৎ আকাশ থেকে মহা

[২২:১] প্রেরি ৭:২; [২২:২] প্রেরি ২১:৪০; দে: যোহন ৫:২; [২২:৩] প্রেরি ২১:৩৯; [২২:৩] দে: প্রেরি ৯:১১; [২২:৩] দে: প্রেরি ৬:৯; [২২:৩] লুক ১০:৩৯; [২২:৩] প্রেরি ৫:৩৪; [২২:৩] প্রেরি ২৬:৫; [২২:৩] ১রাজা ১৯:১০; দে: প্রেরি ২১:২০; [২২:৪] দে: প্রেরি ৮:৩; [২২:৪] দে: প্রেরি ৯:২; [২২:৪] পদ: ১৯, ২০; [২২:৫] লুক ২২:৬৬; [২২:৫] দে: প্রেরি ১:১৬; ২:২৯; ১৩:২৬; ২৩:১; ২৮:১৭, ২১; দে: রোমী ৭:১; ৯:৩; [২২:৫] প্রেরি ৯:২; [২২:৬] প্রেরি ৯:৩;

**২২:৩** তার্শ। পৌলের জন্মস্থান (২১:৩৯); এই ও সঙ্কীর্ণ গিরিপ্রণালী দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। এটি নগরে জন্মগ্রহণ করার সুবাদে তিনি রোমীয় ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র, নাগরিকত্ব লাভ করেন। এর অবস্থান ছিল বিশ্ববিদ্যালয় নগরী ও ভ্রমণের জন্য কিদনুস নদী থেকে ১০ মাইল এবং পর্বত থেকে সংযোগস্থল। ৩০ মাইল দূরে, যা কিলিকিয়া দ্বার নামের গভীর



## শ্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২২ অধ্যায়

আলো আমার চারদিকে চমকে উঠলো। <sup>১</sup> তাতে আমি ভূমিতে পড়ে গেলাম ও শুনলাম, একটি বাণী আমাকে বলছে, শৌল, শৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছো? <sup>২</sup> উত্তরে আমি বললাম, প্রভু, আপনি কে? তিনি আমাকে বললেন, আমি নাসরতীয় যীশু, যাকে তুমি নির্যাতন করছো। <sup>৩</sup> আর যারা আমার সঙ্গে ছিল, তারা সেই আলো দেখতে পেল বটে, কিন্তু যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তাঁর বাণী শুনতে পেল না। <sup>৪</sup> পরে আমি বললাম, প্রভু, আমি কি করবো? প্রভু আমাকে বললেন, উঠে দামেস্কে যাও, তোমাকে যা যা করতে হবে বলে নির্ধারিত আছে, সেসব সেখানেই তোমাকে বলা যাবে। <sup>৫</sup> পরে আমি সেই আলোর তেজে দৃষ্টিহীন হওয়াতে আমার সঙ্গীরা হাত ধরে আমাকে নিয়ে চললো, আর আমি দামেস্কে উপস্থিত হলো। <sup>৬</sup> পরে অননিয় নামে এক ব্যক্তি, যিনি মোশির ব্যবস্থা অনুসারে ভক্ত এবং সেই স্থানের সমস্ত যিহূদীর কাছে সুখ্যাতিপন্ন ছিলেন, <sup>৭</sup> তিনি আমার কাছে এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই শৌল, দৃষ্টি ফিরে পাও; তাতে আমি সেই দণ্ডেই তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম। <sup>৮</sup> পরে তিনি বললেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর তোমাকে নিযুক্ত করেছেন, যেন তুমি তাঁর ইচ্ছা জানতে পার এবং সেই ধর্মময়কে দেখতে ও তাঁর মুখের বাণী শুনতে পাও; <sup>৯</sup> কারণ তুমি যা যা দেখেছ ও শুনেছ, সেই বিষয়ে সকল মানুষের কাছে তাঁর সাক্ষী হবে। <sup>১০</sup> আর এখন কেন বিলম্ব করছো? উঠ, বাপ্তিস্ম নাও ও তাঁর নামে ডেকে তোমার পাপ ধুয়ে ফেল।

<sup>১১</sup> তারপর আমি যিরূশালেমে ফিরে এসে এক দিন মন্দিরে প্রার্থনা করছিলাম, এমন সময়ে অভিভূত হয়ে তাঁকে দেখলাম, <sup>১২</sup> তিনি আমাকে বললেন, ত্বরা কর, শীঘ্র যিরূশালেম থেকে বের হও, কেননা এই লোকেরা আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করবে না। <sup>১৩</sup> আমি বললাম, প্রভু, তারা তো জানে যে, যারা তোমাতে বিশ্বাস করতো আমি প্রতি সমাজ-গৃহে তাদেরকে প্রহার করে কারাগারে আটক রাখতাম; <sup>১৪</sup> আর যখন তোমার সাক্ষী

[২২:৮] দে: মার্ক ১:২৪; [২২:৯] শ্রেরি ২৬:১৩; [২২:৯] শ্রেরি ৯:৭; [২২:১০] শ্রেরি ১৬:৩০; [২২:১১] শ্রেরি ৯:৮; [২২:১২] শ্রেরি ৯:১৭; [২২:১২] শ্রেরি ১০:২২; [২২:১৪] দে: শ্রেরি ৩:১৩; [২২:১৪] দে: ১করি ১৫:৮; [২২:১৪] শ্রেরি ৭:৫২; [২২:১৫] শ্রেরি ২৩:১১; ২৬:১৬; [২২:১৫] পদ: ১৪; [২২:১৬] দে: শ্রেরি ২:৩৮; [২২:১৬] লেবী ৮:৬; গীত ৫১:২; ইহি ৩৬:২৫; যোহন ৩:৫; ১করি ৬:১১; ইফি ৫:২৬; তীত ৩:৫; ইব্রী ১০:২২; ১পি ৩:২১; [২২:১৬] রোমী ১০:১৩; [২২:১৭] শ্রেরি ৯:২৬; [২২:১৭] শ্রেরি ১০:১০; [২২:১৯] পদ: ৪; দে: শ্রেরি ৮:৩; [২২:১৯] দে: মথি ১০:১৭;

২২:৯ তাঁর বাণী শুনতে পেল না। তারা শব্দ শুনেছিল বটে (৯:৭), কিন্তু কী বলা হয়েছে তা বুঝতে পারে নি।

২২:১৬ তাঁর নামে ডেকে। অর্থাৎ বাপ্তিস্ম গ্রহণের সময় তাঁকে নিজ জীবনে আহ্বান করা। সুসমাচার প্রচার ও জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ শুরু থেকেই একসঙ্গে প্রচলিত হয়ে এসেছে।

তোমার পাপ ধুয়ে ফেল। বাপ্তিস্ম হচ্ছে অনুগ্রহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের বাহ্যিক চিহ্ন। তবে বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

সাধন করে না এবং অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে আসে না।

২২:১৭ যিরূশালেমে ফিরে এসে। গালা ১:১৭-১৮ পদে উল্লিখিত পৌলের পরিদর্শনের কথা বলা হচ্ছে, যা তাঁর মন পরিবর্তনের তিন বছর পর ঘটেছিল।

২২:১৮ ত্বরা কর ... বের হও। যিরূশালেমের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা পৌলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে তাঁকে কৈসারিয়াতে নিয়ে যান (শ্রেরিত ৯:২৯,৩০)।

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২২ অধ্যায়

স্ত্রিফানের রক্তপাত হয়, তখন আমি নিজে কাছে দাঁড়িয়ে সম্মতি দিচ্ছিলাম ও যারা তাঁকে হত্যা করছিল তাদের কাপড় রক্ষা করছিলাম।<sup>২১</sup> তিনি আমাকে বললেন, প্রস্থান কর, কেননা আমি তোমাকে দূরে অযিহূদীদের কাছে প্রেরণ করবো।

#### পৌল ও রোমীয় প্রধান সেনাপতি

<sup>২২</sup> লোকেরা এই পর্যন্ত তাঁর কথা শুনলো, পরে চিৎকার করে বললো, ওকে পৃথিবী থেকে দূর করে দাও, ওর বেঁচে থাকা তো উচিত হয় নি।<sup>২৩</sup> পরে তারা চেষ্টা করে কাপড়-চোপড় ছুঁড়ে দিয়ে আকাশে ধূলি উড়াতে লাগল; <sup>২৪</sup> তাতে প্রধান সেনাপতি পৌলকে দুর্গের ভিতরে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন এবং বললেন, চাবুক মেরে এর পরীক্ষা করতে হবে, যেন তিনি জানতে পারেন লোকে কি দোষ দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এরকম চেষ্টা করেছে।<sup>২৫</sup> পরে যখন তারা চাবুক মারার জন্য তাঁকে বাঁধলো, তখন, যে শতপতি কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, পৌল তাঁকে বললেন, যে ব্যক্তি রোমীয় এবং বিচারে এখনও দোষী হয় নি, তাকে চাবুক মারা কি আপনাদের পক্ষে উচিত? <sup>২৬</sup> এই কথা শুনে সেই শতপতি প্রধান সেনাপতির কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, আপনি কি করতে উদ্যত হয়েছেন? এই ব্যক্তি যে রোমীয়।<sup>২৭</sup> তাতে প্রধান সেনাপতি কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, বল দেখি, তুমি কি রোমীয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ।<sup>২৮</sup> প্রধান সেনাপতি উত্তরে বললেন, এই পৌরাধিকার আমি বহু অর্থ দিয়ে ক্রয় করেছি। পৌল বললেন, কিন্তু আমি জন্মের দ্বারাই রোমীয়।<sup>২৯</sup> অতএব যারা তাঁর পরীক্ষা করতে উদ্যত ছিল, তারা তখনই তাঁর কাছ থেকে চলে গেল; আর তিনি যে রোমীয় নাগরিক তা জেনে ও তাঁকে বেঁধেছিলেন বলে প্রধান সেনাপতি নিজেও ভয় পেলেন।

#### মহাসভার সামনে পৌল

<sup>৩০</sup> কিন্তু পরদিন, যিহূদীরা তাঁর উপর কি জন্য দোষারোপ করছে সেই বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য প্রধান সেনাপতি তাঁকে মুক্ত করলেন ও প্রধান পুরোহিতদের ও সমস্ত মহাসভাকে একত্র হতে আদেশ দিলেন এবং পৌলকে নামিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত করলেন।

[২২:২০] শ্রেণি ৭:৫৭-৬০; ৮:১; [২২:২১] দে: শ্রেণি ৯:১৫; দে: ১৩:৪৬; [২২:২২] শ্রেণি ২১:৩৬; [২২:২২] শ্রেণি ২৫:২৪; [২২:২৩] শ্রেণি ৭:৫৮; [২২:২৩] ২শমু ১৬:১৩; [২২:২৪] দে: শ্রেণি ২১:৩৪; [২২:২৪] পদ: ২৯; [২২:২৫] শ্রেণি ১৬:৩৭; [২২:২৯] পদ: ২৪; [২২:২৯] পদ: ২৪, ২৫; শ্রেণি ১৬:৩৮; [২২:২৯] দে: শ্রেণি ২১:৩৩; [২২:৩০] শ্রেণি ২৩:২৮; [২২:৩০] শ্রেণি ২১:৩৩; [২২:৩০] দে: মথি ৫:২২।

২২:২৮ বহু অর্থ দিয়ে ক্রয় করেছি। রোমীয় (২) যথোপযুক্ত দাম দিয়ে কিনে নেওয়া;  
নাগরিকত্ব লাভের তিনটি উপায় ছিল:- (৩) রোমীয় নাগরিকত্ব আছে এমন পরিবারে  
(১) রোমে অসাধারণ কোন কাজ করার জন্য জন্ম নেওয়া।  
পুরস্কারস্বরূপ গ্রহণ;

## শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২২ অধ্যায়

### শ্রেণিত ২২ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

পৌল জনতাকে ইব্রীয় ভাষায় ভাই ও পিতা বলে সম্বোধন করেন। তা শুনে জনতা অনেক শান্ত হয়ে যায়। পৌল তাঁর বিষয়ে এই পটভূমি প্রদান করে আত্মপক্ষ গুরু করেন: তিনি একজন যিহুদী ছিলেন, কিলিকিয়ার তার্শে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন; তিনি যিরূশালেমে “গমলিয়েলের পায়ের কাছে বসে” বড় হয়েছিলেন; তাঁকে পূর্বপুরুষদের আইন-কানুন কঠোরভাবেই শিক্ষা দান করা হয়েছে এবং তিনিও তাদের মত ঈশ্বরের প্রতি উদ্যোগী ছিলেন। পৌল আরও বলেছিলেন যে, যারা খ্রীষ্টের পথে চলতো তাদেরকে তিনি মেয়ে ফেলেছিলেন। তিনি পুরুষ ও মহিলাদের বেঁধে কারাগারে দিয়েছিলেন। তিনি মহাপুরোহিত ও প্রাচীনদের কর্তৃত্ব কাজ করেছিলেন। দামেস্কে যাওয়ার জন্য তাদের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলেন যেন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের শাস্তি দেবার জন্য তাদের যিরূশালেমে ধরে আনতে পারেন। তখন দামেস্কে যাওয়ার পথে একটা উজ্জ্বল আলো তাঁর উপরে পড়ে। তিনি মাটিতে পড়ে যান। প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কেন তিনি তাঁর উপর অত্যাচার করছেন। তখন প্রভু যীশু নিজেকে তাঁর কাছে প্রকাশ করেন। এর পর যা কিছু তাঁর সঙ্গে ঘটেছে তা-ও তিনি লোকদের কাছে বলেন। প্রভু পৌলের জন্য যে পরিকল্পনা করে রেখেছেন সেই কথাও প্রকাশ করেন। প্রভুই তাঁকে দূরে অধিহুদীদের কাছে পাঠিয়েছেন (১-২১)।

যতক্ষণ না পর্যন্ত অধিহুদীদের কথা উল্লেখ করা হল, ততক্ষণ যিহুদীরা শুনছিল। যিহুদীরা যখন শুনল যে, তাঁকে অধিহুদীদের কাছে পাঠানো হয়েছে, তখন তারা চিৎকার করে বললো, “ওর বেঁচে থাকা উপযুক্ত নয়।” তারা তাদের কাপড় ছিঁড়ে ফেলল এবং আকাশে ধুলা ছড়াচ্ছিল। সেই সময় রোমীয় সেনাপতি পৌলকে বাঁচাবার জন্যই ব্যারাকে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। পরে সেনাপতি জানতে পেরেছিল যে, তিনি একজন রোমীয়ও বটে। তারা ভয় পেয়েছিল কারণ তারা একজন রোমীয় নাগরিককে বেঁধে রেখেছিল এবং তাঁকে বেত্রাঘাত করতে যাচ্ছিল (২২-২৯)।

সেনাপতি তারপরও জানতে চেয়েছিলেন যে, কেন যিহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। পরের দিন পৌলকে তাঁর বন্ধন থেকে মুক্ত করা হয়। প্রধান পুরোহিত ও মহাসভার লোকদেরকে একত্র হবার আদেশ করা হয় এবং পৌলকে সেখানে উপস্থিত করা হয় (৩০)।

### শ্রেণিত ২২ অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী

১. শ্রেণিত পৌল কিভাবে তাঁর বেড়ে ওঠার বিষয় বর্ণনা করেছিলেন? (২২:৩ পদ)
২. কারা বিশ্বাসীদেরকে নির্যাতনের যথার্থতা নিধারণ করতেন? (৪:৫ পদ)
৩. শ্রেণিত পৌল খ্রীষ্টের উপর তাঁর বিশ্বাস স্থাপন করার বিষয়টি কিভাবে বর্ণনার প্রয়াস পেয়েছিলেন? (২২:৫-১১ পদ)
৪. সত্য সাক্ষী লোকের কাজ কি? (হিতোপদেশ ১৪:২৫ পদ)

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২৩ অধ্যায়

৫. কিভাবে থিমলনীকীয়রা প্রেরিতদের এবং তাদের সঙ্গীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন?  
(১ থিমলনীকীয় ২:১৩ পদ)
৬. এক জন লোক খ্রীষ্টের মানবিক সাক্ষ্যে বিশ্বাস করার পরে কিভাবে আরও অধিকতর সাক্ষ্যের উৎস হয়ে ওঠে? (১ যোহন ৫:৯ পদ)
৭. ঈশ্বর এবং মানুষের সাক্ষ্য কি? (১ যোহন ৫:১১ পদ)
৮. যিরুশালেমে প্রেরিত পৌলের কাছে প্রভুর কি বার্তা এসেছিল? (২২:১৭-২১ পদ)
৯. সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর কাছ থেকে আসা সবচেয়ে সঠিক সাক্ষ্যটি কি সব সময় দৃঢ় ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে থাকে? (২২:২২-২৪ পদ)
১০. রোমীয় নাগরিকত্ব কিভাবে প্রেরিত পৌলকে সহায়তা করেছিল? (২২:২২-২৯ পদ)

**২৩** <sup>১</sup> আর পৌল মহাসভার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন, হে ভাইয়েরা, আজ পর্যন্ত আমি সর্ব বিষয়ে সৎবিবেকে ঈশ্বরের সম্মুখে জীবন যাপন করে আসছি। <sup>২</sup> তখন মহাপুরোহিত অননিয়, যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তাঁদেরকে আদেশ দিলেন, যেন পৌলের মুখে আঘাত করে। <sup>৩</sup> তখন পৌল তাঁকে বললেন, হে চুনকাম-করা প্রাচীর, ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করবেন; তুমি ব্যবস্থা অনুসারে আমার বিচার করতে বসেছ, আর ব্যবস্থার বিপরীতে আমাকে আঘাত করতে আদেশ দিচ্ছ? <sup>৪</sup> তাতে যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তারা বললো, তুমি কি ঈশ্বরের মহাপুরোহিতকে কটুবাক্য বলছো? <sup>৫</sup> পৌল বললেন, হে ভাইয়েরা, আমি জানতাম না যে, উনি মহাপুরোহিত; কেননা লেখা আছে, “তুমি স্বজাতীয় লোকদের

[২৩:১] প্রেরি ২২:৩০; [২৩:১] দে: প্রেরি ২২:৫; [২৩:১] প্রেরি ২৪:১৬; ১করি ৪:৪; ২করি ১:১২; ১তীম ১:৫, ১৯; ৩:৯; ১তীম ১:৩; ইব্রী ৯:১৪; ১০:২২; ১৩:১৮; ১পি ৩:১৬, ২১; [২৩:২] প্রেরি ২৪:১; [২৩:২] যোহন ১৮:২২; [২৩:৩] মথি ২৩:২৭; [২৩:৩] লেবী ১৯:১৫; দ্বি:বি ২৫:১, ২; যোহন ৭:৫১; [২৩:৫] যাত্রা ২২:২৮;

**২৩:২ অননিয়।** ৪৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকারী মহাপুরোহিত। অননিয় নির্ভরতা ও উগ্রতার জন্য পরিচিত ছিলেন। যখন রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়, সে সময় তিনি তাঁর অনুগত লোকদের হাতে নিহত হন।

**২৩:৩ চুনকাম-করা প্রাচীর।** যার বাইরের অংশ দেখতে আকর্ষণীয়, কিন্তু ভেতরে অপবিত্র বস্তু এবং নোংরা ও কলুষতায় পরিপূর্ণ; যেমন কবর, যার ভেতরে রয়েছে গলিত মৃতদেহ। এখানে মহাপুরোহিতের ভগ্নামি বোঝানোর জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

**ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করবেন।** ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে

বিদ্রোহীদের হাতে অননিয় নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই উক্তি পূর্ণতা লাভ করেছিল বলে অনেকে মনে করেন।

**২৩:৫ আমি জানতাম না যে, উনি মহাপুরোহিত।** বিভিন্নভাবে এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে: পৌলের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ছিল এবং তিনি দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে, যিনি সভাপতিত্ব করছিলেন, তিনি হচ্ছেন মহাপুরোহিত। অথবা তিনি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে, যিনি সভাপতিত্ব করছিলেন তিনি মহাপুরোহিত, কারণ এর আগে তিনি ভিন্ন পদস্থদেরকেও এই আসনে বসতে দেখেছেন।

### খ্রিস্টদের কার্য-বিবরণ : ২৩ অধ্যায়

নেতাকে দুর্বাক্য বলো না।”<sup>৬</sup> কিন্তু পৌল যখন বুঝতে পারলেন যে, তাদের একাংশ সদুকী ও একাংশ ফরীশী, তখন মহাসভার মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, হে ভাইয়েরা, আমি ফরীশী এবং ফরীশীদের সন্তান; মৃতদের প্রত্যাশা ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে আমার বিচার হচ্ছে।<sup>৭</sup> তিনি এই কথা বলতে না বলতে ফরীশী ও সদুকীদের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন হল, সভার মধ্যে দুই দল হয়ে গেল।<sup>৮</sup> কারণ সদুকীরা বলে, পুনরুত্থান নেই, স্বর্গদূত বা আত্মা নেই; কিন্তু ফরীশীরা উভয়ই স্বীকার করে।<sup>৯</sup> তখন মহাকোলাহল হল এবং ফরীশী পক্ষীয় ধর্ম-শিক্ষকদের মধ্যে কয়েক জন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বাগ্‌যুদ্ধ করে বলতে লাগল, আমরা এই ব্যক্তির কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না; কোন আত্মা কিম্বা কোন স্বর্গদূত যদি এর সঙ্গে কথা বলে থাকেন, তবে আমাদের কি? <sup>১০</sup> এভাবে ভীষণ বিরোধ হলে, পাছে তারা পৌলকে খণ্ড খণ্ড করে ছিড়ে ফেলে, এই ভয়ে প্রধান সেনাপতি আদেশ দিলেন, সৈন্যদল নেমে গিয়ে তাদের মধ্য থেকে পৌলকে কেড়ে দুর্গে নিয়ে যাক।

<sup>১১</sup> সেই রাতে প্রভু পৌলের কাছ দাঁড়িয়ে বললেন, সাহস কর, কেননা আমার বিষয়ে যেমন যিরূশালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনি রোমেও দিতে হবে।

#### পৌলকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র

<sup>১২</sup> দিন হলে যিহূদীরা ষড়যন্ত্র করে নিজেদের একটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করলো, বললো, আমরা যে পর্যন্ত পৌলকে হত্যা না করবো, সেই পর্যন্ত ভোজন বা পান করবো না।<sup>১৩</sup> চল্লিশ জনের বেশি লোক এক সঙ্গে শপথ করে এই ভাবে চক্রান্ত করলো।<sup>১৪</sup> তারা প্রধান পুরোহিতদের ও প্রাচীনদের কাছে গিয়ে বললো, আমরা এক মহা অভিশাপে নিজেদের আবদ্ধ করেছি, যে পর্যন্ত পৌলকে হত্যা না করবো, সেই পর্যন্ত কিছুই স্বাদ গ্রহণ করবো না।<sup>১৫</sup> অতএব আপনারা এখন মহাসভার সঙ্গে প্রধান সেনাপতির কাছে এই আবেদন করুন, যেন তিনি আপনারদের কাছে তাকে নামিয়ে এনে দেন, বলুন যে, আপনারা আরও সূক্ষ্মভাবে তার বিষয়ে বিচার করতে উদ্যত হয়েছেন; আর সে কাছে উপস্থিত হবার আগেই আমরা তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত রইলাম।<sup>১৬</sup> কিন্তু পৌলের ভাগ্নে তাদের এই চক্রান্তের কথা শুনতে পেয়ে চলে গিয়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে পৌলকে এসব কথা জানাল।<sup>১৭</sup> তাতে পৌল এক জন শতপতিকে কাছে ডেকে বললেন, প্রধান সেনাপতির কাছে এই যুবককে নিয়ে যান; কারণ তাঁর কাছে এর কিছু বলবার আছে।<sup>১৮</sup> তাতে তিনি তাকে সঙ্গে

[২৩:৬] পদ: ৭, ৮; দে: খ্রি: ৪:১; [২৩:৬] দে: খ্রি: ২২:৫; [২৩:৬] খ্রি: ২৬:৫; ফিলি ৩:৫; [২৩:৬] খ্রি: ২৪:১৫, ২১; ২৬:৮; [২৩:৮] মথি ২২:২৩; ১করি ১৫:১২; [২৩:৯] মার্ক ২:১৬; [২৩:৯] পদ: ২৯; যির ২৬:১৬; দে: লুক ২৩:৪; খ্রি: ২৫:২৫; ২৬:৩১; ২৮:১৮; [২৩:৯] খ্রি: ২২:৭, ১৭, ১৮; [২৩:১০] দে: খ্রি: ২১:৩৪; [২৩:১১] দে: মথি ১৪:২৭; [২৩:১১] খ্রি: ১৯:২১; ২৮:২৩; [২৩:১২] দে: খ্রি: ২০:৩; [২৩:১২] পদ: ১৪, ২১, ৩০; খ্রি: ২৫:৩; [২৩:১৪] পদ: ১২; [২৩:১৫] পদ: ১; খ্রি: ২২:৩০; [২৩:১৬] পদ: ১০; দে: খ্রি: ২১:৩৪; [২৩:১৮] দে: ইফি ৩:১;

২৩:৮ সদুকীরা বলে ... বা আত্মা নেই। পারেন।

সদুকীরা নিজেদের পার্থিব সুবিধা অর্জন করার জন্য এই সকল মতবাদ তৈরি করেছিল। পৌল কৌশলে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করলেন যেন তিনি তাদের মাঝখান থেকে বের হয়ে আসতে

২৩:১২ একটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করলো। অর্থাৎ তারা যা করতে চায় তা যদি না করতে পারে তাহলে তারা ঈশ্বরের অভিশাপ পাবে এমন বিশ্বাস।

### থেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২৩ অধ্যায়

নিয়ে প্রধান সেনাপতির কাছে গিয়ে বললেন, বন্দী পৌল আমাকে কাছে ডেকে আপনার কাছে এই যুবককে আনতে নিবেদন করলো, কেননা আপনার কাছে এর কিছু বলবার আছে।<sup>১৯</sup> তখন প্রধান সেনাপতি তার হাত ধরে এক পাশে নিয়ে গিয়ে গোপনে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কাছে তোমার কি বলবার আছে?<sup>২০</sup> সে বললো, যিহূদীরা আপনার কাছে এই নিবেদন করার পরামর্শ করেছে, যেন আপনি আগামীকাল আরও সূক্ষ্মভাবে পৌলের বিষয় অনুসন্ধান করার জন্য তাঁকে মহাসভার কাছে নিয়ে যান।<sup>২১</sup> অতএব আপনি তাদের কথা গ্রাহ্য করবেন না। কেননা তাদের মধ্যে চল্লিশ জনের বেশি লোক তাঁর জন্য চক্রান্ত করেছে; তারা একটি অভিশাপে তাদেরকে আবদ্ধ করেছে, যে পর্যন্ত তাঁকে হত্যা না করবে সেই পর্যন্ত ভোজন বা পান করবে না, আর এখনই প্রস্তুত আছে, আপনার অনুমতির অপেক্ষা করছে।<sup>২২</sup> তখন প্রধান সেনাপতি ঐ যুবককে এই আদেশ দিয়ে বিদায় করলেন, তুমি যে এসব আমাকে জানিয়েছ তা কাউকেও বলো না।

#### শাসনকর্তার দরবারে পৌল

<sup>২৩</sup> পরে তিনি দু'জন শতপতিকে কাছে ডেকে বলে দিলেন, কৈসারিয়া পর্যন্ত যাবার জন্য রাত নয় ঘটিকার সময়ে দুই শত সৈন্য ও সত্তর জন ঘোড়সওয়ার এবং দুই শত বর্শাধারী লোক প্রস্তুত রেখো।<sup>২৪</sup> আর তিনি বাহন যোগাতে আদেশ করলেন, যেন তারা পৌলকে তার উপরে চড়িয়ে নিরাপদে শাসনকর্তা ফীলিক্সের কাছে পৌঁছে দেয়।<sup>২৫</sup> পরে তিনি এই মর্মে একখানি পত্র লিখলেন,

<sup>২৬</sup> মহামহিম শাসনকর্তা ফীলিক্সের সমীপে ক্লৌদিয় লুথিয়ের মঙ্গলবাদ।<sup>২৭</sup> যিহূদীরা এই ব্যক্তিকে ধরে হত্যা করতে উদ্যত হলে আমি সেনাদের নিয়ে উপস্থিত হয়ে একে রক্ষা করলাম, কেননা জানতে পেলাম যে, এই ব্যক্তি এক জন রোমীয়।<sup>২৮</sup> পরে তারা কি কারণে এর উপরে দোষারোপ করেছে, তা জানবার জন্য তাদের মহাসভাতে একে নামিয়ে নিয়ে গেলাম।<sup>২৯</sup> তাতে আমি বুঝলাম, তাদের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয় নিয়ে এর উপরে

[২৩:২০] পদ: ১; [২৩:২০] পদ: ১৪, ১৫; [২৩:২১] পদ: ১৩; [২৩:২১] পদ: ১২, ১৪; [২৩:২৩] দে: থেরি ৮:৪০; [২৩:২৩] পদ: ৩৩; [২৩:২৪] পদ: ২৬, ৩৩; থেরি ২৪:১-৩, ১০; ২৫:১৪; [২৩:২৬] লুক ১:৩; থেরি ২৪:৩; ২৬:২৫; [২৩:২৬] থেরি ১৫:২৩; [২৩:২৭] থেরি ২১:৩২; [২৩:২৭] থেরি ২১:৩৩; [২৩:২৭] থেরি ২২:২৫-২৯; [২৩:২৮] থেরি ২২:৩০; [২৩:২৯] থেরি ১৮:১৫; ২৫:১৯; [২৩:২৯] দে: পদ: ৯;

২৩:২২ তা কাউকেও বলো না। যুবকটির নিজের নিরাপত্তার জন্য এবং রাতের অন্ধকারে যেন নিরাপদে পৌলকে স্থানান্তর করা যায় তা নিশ্চিত করার জন্য।

২৩:২৩ কৈসারিয়া। যিহূদিয়া প্রদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কার্যালয়।

সৈন্য ... অশ্বারোহী ... বর্শাধারী। শতপতি পৌলকে একজন রোমীয় নাগরিক হিসেবে যথাযথ নিরাপত্তা দান করার জন্য মোট ৪৭০ জন সৈন্যকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

২৩:২৪ ফীলিক্স। আন্তনিও ফীলিক্স, ৫২-৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকারী যিহূদিয়ার শাসক।

২৩:২৬ মহামহিম। এই উপাধি সাধারণত রোমীয় অশ্বারোহী বাহিনীর 'নাইট' উপাধিপ্রাপ্ত বীরদের মধ্য থেকে আগত শাসনকর্তাদের বেলায় ব্যবহৃত হত। তবে ফীলিক্স এর ব্যতিক্রম ছিলেন। থেরিত পুস্তকে এই উপাধিটি ফীস্ট (২৬:২৫) এবং লূকে (১:৩) থিয়ফিলের বেলায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

### থেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২৩ অধ্যায়

দোষারোপ হয়েছে, কিন্তু প্রাণদণ্ডের বা শিকলের যোগ্য কোন দোষের কারণে এর নামে অভিযোগ হয় নি। <sup>৩০</sup> আর এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত হবে, এই সংবাদ পেয়ে আমি অবিলম্বেই আপনার কাছে একে পাঠিয়ে দিলাম। এর উপরে যারা দোষারোপ করেছে, তাদেরকেও আদেশ করলাম, তারা আপনার কাছে এর বিরুদ্ধে যা বলবার থাকে তা বলে।

<sup>৩১</sup> পরে সৈন্যেরা যে আদেশ পেয়েছিল সেই অনুসারে পৌলকে নিয়ে রাতের বেলায় আন্তিপাত্রি নগর পর্যন্ত গেল। <sup>৩২</sup> পরদিন ঘোড়সওয়ারদেরকে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য রেখে তারা দুর্গে ফিরে আসল। <sup>৩৩</sup> ওরা কৈসারিয়াতে পৌঁছে শাসনকর্তার হাতে পত্রখানি দিয়ে পৌলকেও তাঁর কাছে উপস্থিত করলো। <sup>৩৪</sup> তিনি পত্র পাঠ করে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কোন্ প্রদেশের লোক? তখন তিনি কিলিকিয়া প্রদেশের লোক, এই কথা জানতে পেয়ে শাসনকর্তা বললেন, যারা তোমার উপরে দোষারোপ করেছে, তারা যখন আসবে, তখন তোমার কথা শুনবো। পরে তিনি হেরোদের রাজপ্রাসাদে তাঁকে রাখতে আদেশ দিলেন।

[২৩:৩০] পদ: ২০, ২১; [২৩:৩০] দে: থেরি ২০:৩; [২৩:৩০] পদ: ৩৫; থেরি ২৪:১৯; ২৫:১৬; [২৩:৩২] পদ: ২৩; [২৩:৩২] দে: থেরি ২১:৩৪; [২৩:৩৩] পদ: ২৩, ২৪; [২৩:৩৩] দে: থেরি ৮:৪০; [২৩:৩৩] পদ: ২৬; [২৩:৩৪] দে: থেরি ৬:৯; ২১:৩৯; [২৩:৩৫] পদ: ৩০; থেরি ২৪:১৯; ২৫:১৬; [২৩:৩৫] থেরি ২৪:২৭।

**২৩:৩১ আন্তিপাত্রি।** মহান হেরোদ কর্তৃক যিরূশালেম থেকে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত।  
পুনর্নির্মিত এবং তাঁর পিতার নামে নামাঙ্কিত **২৩:৩৪ হেরোদের রাজপ্রাসাদ।** মহান হেরোদ কর্তৃক নির্মিত রাজকীয় বাসভবন, যা সে সময় সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হত, যা রোমীয় সরকারী ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

### থেরিত ২৩ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

পৌল যখন মহাসভার সামনে ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে, তিনি “পরিষ্কার বিবেকে ঈশ্বরের প্রতি” তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। মহাপুরোহিতের সঙ্গে তাঁর বাক-বিতণ্ডা হয়। পৌল বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহাসভায় ফরীশী ও সদূকীরা উপস্থিত আছেন। তিনি জানালেন যে, তিনি একজন ফরীশী এবং তাঁর বিচার করা হচ্ছে কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে, মৃতেরা আবার জীবিত হয়ে উঠবে। যেহেতু সদূকীরা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো না, কিন্তু ফরীশীরা বিশ্বাস করতো, তাই তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। রোমীয় সেনাপতি ভয় পেয়েছিলেন যে, পৌলের ক্ষতি হবে, তাই তিনি সৈন্যদের আদেশ দিলেন যেন তারা পৌলকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় (১-১০)।

পরের রাতে প্রভু উপস্থিত হয়ে পৌলের সঙ্গে কথা বললেন। রোমে তাঁকে প্রভুর সাক্ষী হতে হবে, যেমন তিনি যিরূশালেমে তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। যিহূদীদের সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা সেনাপতি শুনতে পেলেন (১১-২২)।

এরপর, সেনাপতি একটি চিঠি লিখে পৌলকে সৈন্যদের প্রহরায় রাতের মধ্যে কৈসারিয়ায় ফীলিক্সের কাছে পাঠিয়ে দেন। তারা পৌলকে ফীলিক্সের কাছে উপস্থাপন করেন এবং

### থেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২৪ অধ্যায়

চিঠিটি দেন। পৌল কোথা থেকে এসেছে তা শাসনকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি কিলিকিয়া প্রদেশের লোক। যখন তাঁর অভিযোগকারীরা এসেছিল তখন তিনি পৌলের কথা শুনতে রাজি হন। ফীলিক্স পৌলকে হেরোদের বাড়ির হাজতে পাহারা দিয়ে রাখতে বললেন (২৩-৩৫)।

### থেরিত ২৩ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. থেরিত পৌলের প্রথম বিবৃতির প্রতি কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? (২৩:২ পদ)
২. থেরিত পৌল এই প্রতিক্রিয়ার জবাব কিভাবে দিয়েছিলেন? (২৩:৩ পদ)
৩. বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সন্দ্বীকী এবং ফরীশীদের মাঝে কি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল? (২৩:৭ পদ)
৪. প্রভুর কাছ থেকে থেরিত পৌল কি সাক্ষ্য পেয়েছিলেন? (২৩:১১ পদ)
৫. কিছু সংখ্যক যিহুদীরা কি শপথ করেছিল? (২৩:১২ পদ)
৬. যিহুদীরা থেরিত পৌলকে মেরে ফেলার যে ষড়যন্ত্র করেছিল, তা কিভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল? (২৩:১২-২৪ পদ)
৭. প্রধান সেনাপতি থেরিত পৌলকে কোথায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন? (২৩:২৩, ২৪ পদ)
৮. চিঠিতে উল্লেখিত বার্তাটি কি ছিল? (২৩:২৬-৩০ পদ)
৯. থেরিত পৌলকে শাসনকর্তা কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন? (২৩:৩৪ পদ)
১০. তিনি থেরিত পৌলকে নিয়ে কি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? (২৩:৩৫ পদ)

### শাসনকর্তার সম্মুখে পৌলের বিচার

**২৪** <sup>১</sup> পাঁচ দিন পরে মহাপুরোহিত অননিয় কয়েক জন প্রাচীন এবং তর্ভুল্ল নামে এক জন উকিলকে সঙ্গে করে সেখানে গেলেন এবং তাঁরা পৌলের বিরুদ্ধে শাসনকর্তার কাছে আবেদন করলেন। <sup>২</sup> পৌলকে ডেকে আনা হলে পর তর্ভুল্ল তাঁর নামে এই বলে দোষারোপ করতে লাগল, হে মহামহিম ফীলিক্স, আপনার দ্বারা আমরা মহাশান্তি ভোগ করে আসছি এবং আপনার দূরদর্শিতার গুণে এই জাতি নানা রকম মঙ্গলের কাজ দেখতে পেয়েছে, <sup>৩</sup> এই কথা আমরা সর্বতোভাবে সর্বত্র সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করছি।

[২৪:১] থেরি ২৩:২; [২৪:১] থেরি ২৩:৩০, ৩৫; [২৪:১] দে: থেরি ২৩:২৪; [২৪:৩] লুক ১:৩; থেরি ২৩:২৬; ২৬:২৫;

**২৪:১** পাঁচ দিন পরে। যিরুশালেম থেকে ছিলেন, আবার রোমীয় আদালতের আইন রওয়ানা দেবার পাঁচ দিন পর। কানুন সম্পর্কে পরিচিত এক গ্রীক ভাষাভাষী তর্ভুল্ল। সম্ভবত তিনি একজন রোমীয় নাগরিক যিহুদী হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়।



### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২৪ অধ্যায়

<sup>৪</sup> কিন্তু কথার বাহুল্যে যেন আপনাকে কষ্ট না দিই, এজন্য বিনতি করি, আপনি নিজের দয়াগুণে আমাদের অল্প কিছু কথা শুনুন। <sup>৫</sup> কারণ আমরা দেখতে পেলাম, এই ব্যক্তি মহামারীস্বরূপ, জগতের সমস্ত যিহুদীর মধ্যে কলহজনক এবং নাসরতীয় দলের অগ্রণী, <sup>৬</sup> আর সে মন্দিরও অশুচি করার চেষ্টা করেছিল। সেজন্য আমরা একে ধরেছি। <sup>৭</sup> আমরা যেসব বিষয়ে এর উপরে দোষারোপ করছি, <sup>৮</sup> আপনি নিজে একে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সেসব জানতে পারবেন।

<sup>৯</sup> যিহুদীরাও সায় দিয়ে বললো, এসব কথা ঠিক।

#### পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থন

<sup>১০</sup> পরে শাসনকর্তা পৌলকে কথা বলবার জন্য ইশারা করলে তিনি এর উত্তরে বললেন, আপনি অনেক বছর থেকে এই জাতির বিচার করে আসছেন, এই কথা জানাতে আমি স্বচ্ছন্দে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি।

<sup>১১</sup> আপনি খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, আজ বারো দিনের বেশি হয় নি, আমি উপাসনা করার জন্য যিরূশালেমে গিয়েছিলাম। <sup>১২</sup> আর এরা মন্দিরে আমাকে কারো সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করতে, কিম্বা জনতাকে উত্তেজিত করতে দেখে নি, সমাজ-গৃহতেও নয়, নগরেও নয়। <sup>১৩</sup> আর এখন এরা আমার উপরে যেসব দোষারোপ করছে, আপনার কাছে সেই সমস্ত বিষয়ের কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারবে না। <sup>১৪</sup> কিন্তু আপনার কাছে আমি এই কথা স্বীকার করি, এরা যাকে দল বলে, সেই পথ অনুসারে আমি আমার পূর্বপুরুষের ঈশ্বরের উপাসনা করে থাকি। যা যা ব্যবস্থা অনুযায়ী এবং যা যা ভাববাদীদের পুস্তকে লেখা আছে, সেসব বিশ্বাস করি। <sup>১৫</sup> আর এরাও যেমন প্রতীক্ষা করে থাকে, তেমনি আমি ঈশ্বরের উপরে এই প্রত্যাশা করছি যে, ধার্মিক অধার্মিক উভয় রকম লোকের পুনরুত্থান হবে। <sup>১৬</sup> আর এই বিষয়ে আমিও ঈশ্বরের ও মানুষের প্রতি পরিষ্কার বিবেক রক্ষা করতে সব সময় যত্ন করে থাকি। <sup>১৭</sup> অনেক বছর পরে আমি স্বজাতির লোকদের কিছু দান দেবার জন্য এবং নৈবেদ্য

[২৪:৫] শ্রেণি ১৬:২০; ১৭:৬; [২৪:৫] শ্রেণি ২১:২৮; [২৪:৫] দে: মার্ক ১:২৪; [২৪:৫] পদ: ১৪; শ্রেণি ২৬:৫; ২৮:২২; [২৪:৬] শ্রেণি ২১:২৮; [২৪:৯] দে: ১থি ২:১৬; [২৪:১০] দে: শ্রেণি ২৩:২৪; [২৪:১১] শ্রেণি ২১:২৭; পদ: ১; [২৪:১২] শ্রেণি ২৫:৮; ২৮:১৭; [২৪:১২] পদ: ১৮; [২৪:১৩] শ্রেণি ২৫:৭; [২৪:১৪] দে: শ্রেণি ৩:১৩; [২৪:১৪] দে: শ্রেণি ৯:২; [২৪:১৪] দে: পদ: ৫; [২৪:১৪] শ্রেণি ২৬:৬, ২২; ২৮:২৩; [২৪:১৫] শ্রেণি ২৩:৬; ২৮:২০; [২৪:১৫] দে: মথি ২৫:৪৬; [২৪:১৬] দে: শ্রেণি ২৩:১; [২৪:১৭] শ্রেণি ১১:২৯, ৩০; রোমী ১৫:২৫-২৮, ৩১; ১করি ১৬:১-৪, ১৫; ২করি ৮:১-৪;

**২৪:৫ কলহজনক।** রোম সাম্রাজ্যে বিরোধ উত্তেজনা তৈরি করা কৈসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সামিল। রোমীয় অনুমোদন বিহীন যে কোন ধর্মীয় দলের নেতা হওয়া রোমীয় আইনের পরিপন্থী ছিল।

**নাসরতীয় দল।** খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ধর্মাবলম্বীদের দল। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামের কারণে এই নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

**২৪:১১ বারো দিনের অধিক হয় নি।** পৌল খুব

সম্প্রতি যিরূশালেমে গিয়েছিলেন, তিনি প্রায় সাত দিনে যিরূশালেমে এবং পাঁচ দিন কৈসারিয়াতে কাটিয়েছিলেন।

**২৪:১৪ সেই পথ অনুসারে ... উপাসনা করে থাকি।** পৌল স্বীকার করেন যে, তিনি সেই পথে চলেন, কিন্তু তিনি এখনও আইন-কানুন ও ভাববাদীদের বিশ্বাস করেন। তিনি যিহুদীদের মত একই আশার অংশীদার অর্থাৎ পুনরুত্থানে ও বিচারে বিশ্বাসী (পদ ১৫)।

## শ্রিতদের কার্য-বিবরণ : ২৪ অধ্যায়

উৎসর্গ করার জন্য এসেছিলাম; <sup>১৮</sup> এই উপলক্ষে লোকেরা আমাকে মন্দিরে গুচি অবস্থায় দেখেছিল, কোন ভিড়ও হয় নি, গণ্ডগোলও হয় নি; <sup>১৯</sup> কিন্তু এশিয়া প্রদেশের কয়েকজন যিহুদী উপস্থিত ছিল, তাদেরই উচিত ছিল, যেন আপনার কাছে আমার বিরুদ্ধে যদি তাদের কোন কথা থাকে, তবে উপস্থিত হয় এবং দোষারোপ করে। <sup>২০</sup> নতুবা এই উপস্থিত লোকেরাই বলুক, আমি মহাসভার সম্মুখে দাঁড়ালে এরা আমার কি অপরাধ পেয়েছে? <sup>২১</sup> না, কেবল এই এক কথা, যা তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলেছিলাম ‘মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে আজ আপনাদের সম্মুখে আমার বিচার হচ্ছে’।

<sup>২২</sup> তখন ফীলিক্স, সেই পথের বিষয়ে ভাল করে জানতেন বলে বিচার স্থগিত রাখলেন, বললেন, প্রধান সেনাপতি লুসিয় যখন আসবেন, তখন আমি তোমাদের বিচার নিষ্পত্তি করবো। <sup>২৩</sup> পরে তিনি শতপতিকেকে এই আদেশ দিলেন, তুমি একে আবদ্ধ রাখ, কিন্তু স্বচ্ছন্দে রেখো, যদি এর কোন আত্মীয় এর সেবা করার জন্য আসে তবে তাকে বারণ করো না।

### পৌলকে বন্দী রাখা

<sup>২৪</sup> কয়েক দিন পরে ফীলিক্স তাঁর যিহুদী স্ত্রী দ্রুসিল্লার সঙ্গে এসে পৌলকে ডেকে পাঠালেন ও তাঁর মুখে খ্রীষ্ট যীশুর উপর বিশ্বাস করার বিষয় শুনলেন। <sup>২৫</sup> পৌল স্বার্থপরতার, ইন্দ্রিয় দমনের এবং আগামী বিচারের বিষয় বর্ণনা করলে ফীলিক্স ভয় পেয়ে উত্তরে বললেন, এখনকার মত যাও, উপযুক্ত সময় পেলে আমি তোমাকে ডেকে আনবো। <sup>২৬</sup> তিনি এও আশা করেছিলেন যে, পৌল তাঁকে টাকা দেবেন, এজন্য পুনঃ পুনঃ তাঁকে ডেকে এনে তাঁর

গালা ২:১০; [২৪:১৮] শ্রি ২১:২৬; [২৪:১৮] পদ: ১২; [২৪:১৯] দে: শ্রি ২:৯; [২৪:১৯] শ্রি ২৩:৩০; [২৪:২১] শ্রি ২৩:৬; [২৪:২২] দে: শ্রি ৯:২; [২৪:২৩] শ্রি ২৩:৩৫; [২৪:২৩] শ্রি ২৮:১৬; [২৪:২৩] শ্রি ২৩:১৬; ২৭:৩; [২৪:২৪] দে: শ্রি ২০:২১; [২৪:২৫] গালা ৫:২৩; ১থি ৫:৬; ১পি ৪:৭; ৫:৮; ২পি ১:৬; [২৪:২৫] শ্রি ১০:৪২; [২৪:২৫] যি ৩৬:১৬;

**২৪:২১ মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে।** পৌল আবারও ফরীশী ও সদ্ধকীদের মধ্যকার বিবাদের বিষয়টি তুলে ধরছেন। শতপতির সামনে তার বলা কথার জন্য তিনি নিজেকে দোষ দেন না, বরং তিনি বুঝিয়েছেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে কেবল ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে যথার্থভাবে অভিযোগ আনা যায়।

**২৪:২২ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত হওয়াতে।** ফীলিক্স ছয় বছর ধরে যিহুদিয়া ও শমরিয়্যা শাসন করার সুবাদে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সম্পর্কে কিছু কিছু কথা জানতেন।

**২৪:২৩ স্বচ্ছন্দে রেখো।** পৌলকে কারাগারে না রেখে গৃহবন্দী রাখতে বলা হয়েছে, যেহেতু তিনি একজন রোমীয় নাগরিক ছিলেন, যিনি এখনও কোন ধরনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত

হন নি।

**২৪:২৪ দ্রুসিল্লা।** ফিলিক্সের তৃতীয় স্ত্রী এবং প্রথম হেরোদ আগ্রিপ্পের কন্যা। তিনি ১৫ বছর বয়সে এমেসার রাজা আজিজুকে বিয়ে করেন, কিন্তু এক বছর পর ফীলিক্সের কারণে তাকে ত্যাগ করেন।

**২৪:২৫ ফীলিক্স ভীত হয়ে।** ধার্মিকতা, আত্ম-সংযম ও বিচারের বিষয়ে শুনে ফিলিক্স তার অতীত জীবনের দিকে তাকালেন এবং ভয়ে পূর্ণ হলেন।

**২৪:২৬ তাঁকে টাকা দেবেন।** ফীলিক্স মনে করেছিলেন যে, পৌলের কাছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ রয়েছে, কিংবা তাঁর সহ-বিশ্বাসীরা নিজেদের তহবিল থেকে অর্থ নিয়ে তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাবেন।

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২৪ অধ্যায়

সঙ্গে আলাপ করতেন। <sup>২৭</sup> কিন্তু দু'বছর অতীত হলে পর্কিয় ফীষ্ট ফীলিক্সের পদ পোলেন, আর ফীলিক্স যিহূদীদের প্রীতির পাত্র হবার ইচ্ছা করে পৌলকে বন্দী রেখে গেলেন।

[২৪:২৭] শ্রেণি ২৫:১, ৪, ৯, ১৪; [২৪:২৭] শ্রেণি ১২:৩; ২৫:৯; [২৪:২৭] শ্রেণি ২৩:৩৫; ২৫:১৪।

২৪:২৭ পর্কিয় ফীষ্ট ফীলিক্সের পদ প্রাপ্ত হলেন। রোমে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সে সময় তাকে ফীলিক্সকে তার শাসনামলের বিশৃঙ্খলা ও দায়িত্ব থেকে অপসারণ করে ফীস্টকে এই অনিয়মের জবাবদিহি করতে ৫৯ বা ৬০ খ্রীষ্টাব্দে দায়িত্বে বসানো হয়।

#### শ্রেণিত ২৪ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

প্রধান পুরোহিত, প্রাচীরেরা এবং তর্ভুল্ল নামের একজন উকিল অভিযোগ করতে এবং পৌলের বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতে যিরূশালেম থেকে কৈসারিয়াতে আসেন। তিনি ফীলিক্সের ব্যাপক প্রশংসা দিয়ে শুরু করেন। এরপর তিনি পৌলের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে থাকেন। তারা পৌলকে আপদ বলে মনে করছে যিনি যিহূদীদের মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে বেড়ান। তারা তাঁকে নাসরতের একটি ধর্ম-বিরুদ্ধ দলের নেতা বলে আখ্যায়িত করেন যিনি মন্দির অপবিত্র করেছেন। তর্ভুল্ল মন্দিরের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করেছিলেন। উপস্থিত যিহূদীরা তর্ভুল্লের সাথে একমত হয়েছিল (১-৯)।

এরপর ফীলিক্সের সামনে পৌলকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেওয়া হয়। পৌল আত্মপক্ষ সমর্থন করে কথা বলেন। তিনি বলেন যে, প্রায় বারো দিন আগে তিনি যিরূশালেমে উপাসনা করতে গিয়েছিলেন। যিহূদীরা পৌলকে কারও সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা বা জনতাকে উস্কানি দেওয়ার জন্য সমাজ-ঘরে বা শহরে কোথাও দেখতে পায়নি। পৌল বলেছিলেন যে, তারা এই অভিযোগগুলো প্রমাণ করতে পারেনি। তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি যীশু খ্রীষ্টের পথেই ঈশ্বরের উপাসনা করেন, যেই পথকে তারা ধর্ম-বিরুদ্ধ পথ বলেন। পৌল বললেন যে, তারা শুধু এই দোষ ধরতে পারে যে, তিনি জোড় গলায় বলেছিলেন, “মৃতদের আবার জীবিত হয়ে উঠবার বিষয় নিয়ে আজ আপনাদের সামনে আমার বিচার হচ্ছে (১০-২৬)।”

ফীলিক্স যীশুর পথ সম্পর্কে খুব ভাল করেই জানতেন বলে তিনি বিচার বন্ধ করে দিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, সেনাপতি লুসিয় কৈসারিয়ার এলেই তিনি এই মামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। পৌলকে শতপতি পাহাড়া দিচ্ছিলেন কিন্তু তাঁকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি তাঁর বন্ধুদের সাথে দেখা করতে এবং তারা তাঁর দেখাশোনা করতে পারবেন। পরে ফীলিক্স ও তাঁর যিহূদী স্ত্রী দ্রুসিল্লা পৌলকে ডেকেছিলেন। তারা পৌলের কাছ থেকে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের কথা শুনলেন। পৌল তাদেরকে সৎভাবে চলা, নিজেকে দমনে রাখা এবং আগামী বিচারের বিষয় নিয়ে কথা বললেন। এতে ফীলিক্স ভয় পেয়ে যান। তিনি পৌলকে আবারও সুবিধাজনক সময়ে ডাকবেন বলে কথা দেন। তিনি আশা করেছিলেন পৌল তাঁকে ঘুষ দিবেন। তাই তিনি পৌলকে বার বার ডাকিয়ে আনতেন। দুই বছর পর পর্কিয় ফীষ্ট

### থেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২৫ অধ্যায়

ফীলিক্সের জায়গায় শাসনকর্তা হলেন। ফীলিক্স যিহুদীদের খুশি করার জন্য পৌলকে জেলখানায় রেখে দিলেন (২২-২৭)।

#### থেরিত ২৪ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. ফীলিক্সের সামনে থেরিত পৌলের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছিল? (২৪:৫ পদ)
২. উপরোক্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে, থেরিত পৌলের উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরুন। (২৪:১০-২১ পদ)
৩. থেরিত পৌল আনন্দের সাথে কি স্বীকার করেছিলেন? (২৪:১৪-১৬ পদ)
৪. তিনি তাঁর নিজের বিষয়ে কোন বিবৃতি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিলেন? (২৪:১৭-২১ পদ)
৫. প্রভু থেরিত পৌলকে কি বলেছিলেন? (৯:১৫ পদ)
৬. নিজের বিষয়ে বলা বিবৃতি অনুসারে, থেরিত পৌল কার কাছ থেকে খ্রীষ্টের সুখবর প্রচারের ক্ষমতা পেয়েছিলেন? (গালাতীয় ১:১ পদ)
৭. থেরিত পৌল কি প্রচার করেছিলেন? (১৭:১৮ পদ)
৮. থেরিত পৌলের সাক্ষ্যের কোন্ বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার পেয়েছিল?

#### সম্রাটের কাছে পৌলের আপিল

**২৫** <sup>১</sup> ফীষ্ট সেই প্রদেশে উপস্থিত হবার তিন দিন পরে কৈসারিয়া থেকে যিরুশালেমে গেলেন। <sup>২</sup> তাতে প্রধান পুরোহিতেরা এবং যিহুদীদের প্রধান প্রধান লোক তাঁর কাছে পৌলের বিরুদ্ধে আবেদন করলেন। <sup>৩</sup> তারা অনুরোধ করলেন, যেন ফীষ্ট পৌলের বিরুদ্ধে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাঁকে যিরুশালেমে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেন। প্রকৃত পক্ষে, তাঁরা পথের মধ্যে তাঁকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন। <sup>৪</sup> কিন্তু ফীষ্ট উত্তরে বললেন, পৌল কৈসারিয়াতে বন্দি আছে; আমিও অবিলম্বে সেখানে যাচ্ছি। <sup>৫</sup> অতএব তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতাপন্ন, তারা আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে, সেই ব্যক্তির কোন দোষ যদি থাকে, তবে তার উপরে দোষারোপ করুক।

<sup>৬</sup> আর তাঁদের কাছে আট দশ দিনের অনধিক কাল অবস্থিতি করে তিনি কৈসারিয়াতে নেমে গেলেন; এবং পরদিন বিচারাসনে বসে পৌলকে আনতে আদেশ করলেন। <sup>৭</sup> তিনি

[২৫:১] দে: থেরি ২৪:২৭; [২৫:১] দে: থেরি ৮:৪০; [২৫:২] পদ: ১৫; থেরি ২৪:১; [২৫:৩] দে: থেরি ২০:৩; [২৫:৪] থেরি ২৪:২৩; [২৫:৪] দে: থেরি ৮:৪০; [২৫:৬] পদ: ১৭; [২৫:৬] পদ: ১০; [২৫:৭] মার্ক ১৫:৩; লুক ২৩:২, ১০; থেরি ২৪:৫, ৬; [২৫:৭] থেরি ২৪:১৩;

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২৬ অধ্যায়

উপস্থিত হলে যিরুশালেম থেকে আগত যিহুদীরা তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে তাঁর বিপক্ষে অনেক ভারী ভারী দোষের কথা উত্থাপন করতে লাগল, কিন্তু তার প্রমাণ দেখাতে পারলো না।<sup>৭</sup> এদিকে পৌল নিজের পক্ষ সমর্থন করে বললেন, যিহুদীদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, মন্দিরের বিরুদ্ধে কিম্বা সম্রাটের বিরুদ্ধে আমি কোন অপরাধ করি নি।<sup>৮</sup> কিন্তু ফীষ্ট যিহুদীদের প্রীতিপাত্র হবার ইচ্ছা করাতে পৌলকে উত্তরে বললেন, তুমি কি যিরুশালেমে গিয়ে সেখানে আমার সাক্ষাতে এসব বিষয়ে বিচার পেতে সম্মত আছ?<sup>৯</sup> পৌল বললেন, আমি সম্রাটের বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে আমার বিচার হওয়া উচিত। আমি যিহুদীদের প্রতি কোন অন্যায় করি নি, এই কথা আপনিও বিলক্ষণ জানেন।<sup>১০</sup> তবে যদি আমি অপরাধী হই এবং মৃত্যুর যোগ্য কিছু করে থাকি, তা হলে মরতে অস্বীকার করি না; কিন্তু এরা আমার উপরে যেসব দোষারোপ করছে, এসব যদি কিছুই না হয়, তবে এদের হাতে আমাকে তুলে দিতে কারো অধিকার নেই; আমি সম্রাটের কাছে আপীল করি।<sup>১১</sup> তখন ফীষ্ট মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করে উত্তরে বললেন, তুমি সম্রাটের কাছে আপীল করলে; সম্রাটের কাছেই যাবে।

#### ফীষ্ট ও রাজা আগ্রিপ্পার মতবিনিময়

<sup>১০</sup> পরে কয়েক দিন গত হলে রাজা আগ্রিপ্পা এবং বর্গীকি কৈসারিয়ায় উপস্থিত হলেন এবং ফীষ্টকে মঙ্গলবাদ করলেন।<sup>১১</sup> তাঁরা অনেক দিন সেখানে অবস্থিতি করলে ফীষ্ট রাজার কাছে পৌলের কথা উপস্থিত করে বললেন, ফীলিক্স একটা লোককে বন্দী রেখে গেছেন।<sup>১২</sup> যখন আমি যিরুশালেমে ছিলাম, তখন যিহুদীদের প্রধান পুরোহিতেরা ও প্রাচীনবর্গেরা সেই

[২৫:৮] শ্রেণি ৬:১৩; ২৪:১২; ২৮:১৭; [২৫:৯] শ্রেণি ২৪:২৭; ১২:৩; [২৫:৯] পদ: ২০; [২৫:১০] পদ: ৮; [২৫:১১] পদ: ২১, ২৫; শ্রেণি ২৬:৩২; ২৮:১৯; [২৫:১৩] দে: শ্রেণি ৮:৪০; [২৫:১৪] শ্রেণি ২৪:২৭; [২৫:১৫] পদ: ২; শ্রেণি ২৪:১;

২৫:৮ যিহুদীদের আইন-কানূনের বিরুদ্ধে ... অপরাধ করি নি। যিহুদী ধর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রতি পৌলের যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ছিল (রোমীয় ৭:১২; ৮:৩-৪; ১ করি ৯:২০ দেখুন)।

২৫:৯ তুমি কি যিরুশালেমে ... বিচার পেতে সম্মত আছ? ফীষ্ট চেয়েছিলেন যে, যেহেতু যিহুদীরা এই মামলার বাদীপক্ষ, সে কারণে যিরুশালেমে যিহুদী আদালতেই তাঁর বিচার হোক।

২৫:১১ আমি সম্রাটের কাছে আপীল করি। সে সময় সম্রাট ছিলেন নীরো। রোমে স্বয়ং সম্রাটের সামনে মামলার শুনানি অনুষ্ঠান করতে চাওয়া প্রত্যেক রোমীয় নাগরিকের অধিকার।

২৫:১৩ আগ্রিপ্পা। দ্বিতীয় হেরোদ আগ্রিপ্পা। ৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যুর সময়ে তিনি ১৭

বছর বয়স্ক ছিলেন (১২:২৩)। তিনি গালীল সাগরের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, কয়েকটি গালীলীয় নগরী এবং পেরিয়ার কয়েকটি নগরী শাসন করতেন। তিনিই শেষ হেরোদ ছিলেন। তিনি ১০০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

বর্গীকি। প্রথম আগ্রিপ্পার কন্যা। ১৩ বছর বয়সে তিনি তার চাচা হেরোদকে বিয়ে করেছিলেন এবং দু'টি সন্তান লাভ করেছিলেন। হেরোদের মৃত্যুর তিনি তার ভাই দ্বিতীয় আগ্রিপ্পার সাথে বাস করতে শুরু করেন। এমতাবস্থায় এই গুজব রটে যে, ভাইয়ের সাথে তার অবৈধ যৌন সম্পর্ক রয়েছে, এই কারণে সে কিলিকিয়ার রাজা পলময়কে বিয়ে করে। কিন্তু শীঘ্রই সে আবার আগ্রিপ্পার কাছে ফিরে আসে।

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২৫ অধ্যায়

ব্যক্তির বিষয় আবেদন করে তার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা যাচঞা করেছিল।<sup>১৬</sup> আমি তাদেরকে এই উত্তর দিয়েছিলাম, যার নামে দোষারোপ হয়, সে যতদিন দোষারোপকারীদের সঙ্গে সম্মুখাসম্মুখি না হয় এবং আরোপিত দোষ সম্বন্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না পায়, ততদিন কোন ব্যক্তিকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া রোমীয়দের প্রথা নয়।<sup>১৭</sup> পরে তারা একসঙ্গে এই স্থানে আসলে আমি কাল বিলম্ব না করে পরদিন বিচারাসনে বসে সেই ব্যক্তিকে আনতে আদেশ করলাম।<sup>১৮</sup> পরে দোষারোপকারীরা দাঁড়িয়ে, আমি যে রকম দোষ অনুমান করেছিলাম, সেই রকম কোন দোষ তার বিষয়ে উত্থাপন করলো না;<sup>১৯</sup> কিন্তু তার বিরুদ্ধে তাদের নিজের ধর্ম বিষয়ে এবং যীশু নামে কোন মৃত ব্যক্তি, যাকে পৌল জীবিত বলতো, তার বিষয়ে কয়েকটি তর্ক উপস্থিত করলো।<sup>২০</sup> তখন এসব বিষয় কিভাবে অনুসন্ধান করতে হবে, আমি স্থির করতে না পেরে বললাম, তুমি কি যিরূশালেমে গিয়ে সেখানে এই বিষয়ে বিচার পেতে সম্মত আছ? <sup>২১</sup> তখন পৌল আপীল করে সম্রাটের বিচারের জন্য রক্ষিত থাকতে বিনতি করায়, আমি যে পর্যন্ত তাকে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিতে না পারি, সেই পর্যন্ত বন্দি রাখতে আদেশ দিলাম।<sup>২২</sup> তখন আগ্রিপ্পা ফীষ্টকে বললেন, আমিও সেই ব্যক্তির কাছে কথা শুনতে চেয়েছিলাম। ফীষ্ট বললেন, আগামীকাল শুনতে পাবেন।

#### রাজা আগ্রিপ্পের সম্মুখে পৌল

<sup>২৩</sup> অতএব পরদিন আগ্রিপ্পা ও বর্গীকি মহা আড়ম্বরের সঙ্গে আসলেন এবং প্রধান সেনাপতিদের ও নগরের প্রধান লোকদের সঙ্গে সভাস্থলে প্রবেশ করলেন, আর ফীষ্টের আদেশে পৌলকে সেখানে আনা হলেন।<sup>২৪</sup> তখন ফীষ্ট বললেন, হে রাজন্ আগ্রিপ্পা এবং আর যারা এই সভাতে উপস্থিত আছেন, আপনারা একে দেখছেন, এর বিষয়ে সমস্ত যিহূদীরা যিরূশালেমে এবং এই স্থানে আমার কাছে আবেদন করে চিৎকার করে বলেছিল, ওর আর বেঁচে থাকা উচিত নয়।<sup>২৫</sup> কিন্তু আমি দেখতে পেলাম, এ প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন কাজ করে নি, তবুও এই ব্যক্তি নিজে সম্রাটের কাছে আপীল করাতে একে পাঠাতে স্থির করেছি।<sup>২৬</sup> আমার প্রভুর কাছে এর বিষয়ে লিখতে পারি, আমার এমন নিশ্চিত কিছুই নেই; সেজন্য আপনার কাছে, বিশেষত হে রাজন্ আগ্রিপ্পা, আপনার কাছে একে উপস্থিত করলাম, যেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে পর লিখবার কিছু সূত্র পাই।<sup>২৭</sup> কেননা বন্দী পাঠাবার সময়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথাগুলো লিখে না পাঠানো আমার অসঙ্গত বোধ হয়।

---

[২৫:১৬] পদ: ৪, ৫; শ্রেণি ২৩:৩০; [২৫:১৭] পদ: ৬, ১০; [২৫:১৯] শ্রেণি ১৮:১৫; ২৩:২৯; [২৫:১৯] শ্রেণি ১৭:২২; [২৫:২০] পদ: ৯; [২৫:২১] পদ: ১১, ১২; [২৫:২২] শ্রেণি ৯:১৫; [২৫:২৩] পদ: ১৩; শ্রেণি ২৬:৩০; [২৫:২৪] পদ: ২, ৩, ৭; [২৫:২৪] শ্রেণি ২২:২২; [২৫:২৫] দে: শ্রেণি ২৩:৯; [২৫:২৫] দে: পদ: ১১।

---

২৫:২৩ সভাস্থল। আদালত নয়, কারণ এটি পুরোদস্তুর আদালতের বিচার ছিল না।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২৫ অধ্যায়

#### প্রেরিত ২৫ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

ফীষ্ট কৈসারিয়ায় পৌছানোর কিছুদিন পর তিনি যিরুশালেমে যান। মহাপুরোহিত ও প্রধান লোকেরা ফীষ্টকে পৌলের বিষয়ে জানালেন। ফীষ্ট কৈসারিয়ায় ফিরে আসার পরের দিন বিচারের আসনের সামনে তিনি পৌলকে ডাকা হয়। যিহূদীরা সেখানে উপস্থিত ছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছিল; কিন্তু তারা তার প্রমাণ দিতে পারেনি। পৌল আবারও আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজের কথা তুলে ধরেন। ফীষ্ট পৌলকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে যিরুশালেমে যাবেন কি না। পৌল উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি রোমীয় বিচার-সভায় সামনে দাড়িয়ে আছেন, সেখানেই তাঁর বিচার হওয়া উচিত। পৌল একজন রোমীয় নাগরিক ছিলেন। পৌল তখন সম্রাটের কাছে আবেদন করেছিলেন। ফীষ্ট তখন বললেন, “তুমি সম্রাটের কাছে যখন আপীল করেছ তখন সম্রাটের কাছেই যাবে” (১-১২)। কিছুদিন পর রাজা আগ্রিপ্প এবং বর্ণীকী ফীলিক্সের স্থানে নতুন গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য ফীষ্টকে অভিবাদন জানাতে কৈসারিয়াতে আসেন। ফীষ্ট পৌলের মামলাটি আগ্রিপ্পের সামনে রাখেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ফীলিক্স মামলার সমাধান না করে পৌলকে বন্দী করে রেখেছেন। ফীষ্ট আগ্রিপ্পকে উল্লেখ করেন তিনি যিহূদীদের বলেছেন যে, যদি কাউকে দোষী করা হয় তবে নিজেকে নির্দোষ হিসেবে প্রমাণ করার সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত তাকে শাস্তি দেবার কথা রোমীয় চলতি নিয়মে নেই। ফীষ্ট কৈসারিয়াতে আসার পর তিনি পৌলকে বিচারাসনের সামনে নিয়ে আসেন। “তাদের ধর্মমত, যীশু নামের একজন লোক যিনি মারা গেছেন, যাকে পৌল বলছে তিনি জীবিত আছেন”— এইসব বিষয়ে কিছু প্রশ্ন ছাড়া পৌলের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাননি। সেই সময় ফীষ্ট উল্লেখ করেন যে, পৌল সম্রাটের কাছে আপীল করেছেন। পরের দিন রাজা আগ্রিপ্পের ও বর্ণীকী প্রধান সেনাপতিদের ও শহরের প্রধান প্রধান লোকদের নিয়ে মহা জাঁকজমকের সঙ্গে সভা-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং পৌলকে সেখানে আনা হয়। তাঁরা পৌলের কথা শোনেন। ফীষ্ট ইঙ্গিত দিলেন যে, পৌল সম্পর্কে সম্রাটকে লেখার কিছু নেই। তিনি আশা করেছিলেন যে, পৌলকে আগ্রিপ্পের পরীক্ষার পর তার কিছু লেখার থাকতে পারে। তিনি মনে করেছিলেন যে, অভিযোগগুলো নির্দিষ্ট না করে সম্রাটের কাছে আবেদন পাঠানো অযৌক্তিক (১৩-২৭)।

#### প্রেরিত ২৫ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. ফীষ্ট যখন শাসনকর্তা হয়েছিলেন, তখন তিনি প্রথম কোন্ কাজটি করেছিলেন? (২৫:১ পদ)
২. দুই বছর কারাগারে থাকাকালীন প্রেরিত পৌলের বিষয়ে যিহূদীদের মতামতের কি পরিবর্তন ঘটেছিল? (২৫:২,৩ পদ)
৩. শাসনকর্তা ফীষ্ট কি সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন? (২৫:৪,৫ পদ)
৪. সঠিক বিচার নিশ্চিত করতে, প্রেরিত পৌল কি কাজ করেছিলেন? (২৫:১০-১২)

শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২৬ অধ্যায়

|     |                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পদ) |                                                                                                      |
| ৫.  | শাসনকর্তা ফীষ্ট কিভাবে শ্রেণিত পৌলের বিষয়টিকে রাজা আগ্রিপ্পের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন? (২৫:১৩-২২ পদ) |
| ৬.  | শ্রেণিত পৌলের বিশ্বাসের প্রতি যিহুদীদের মূল অভিযোগটি কি ছিল? (২৫:১৯ পদ)                              |
| ৭.  | আত্মিক বিষয়ের প্রতি শাসনকর্তা ফীষ্টের কেমন মনোভাব ছিল? (২৫:২০ পদ)                                   |
| ৮.  | শাসনকর্তা ফীষ্ট শ্রেণিত পৌলের কি অভিযোগ করেছিলেন? (২৫:২৫ পদ)                                         |

পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থন

**২৬** <sup>১</sup> পরে আগ্রিপ্পা পৌলকে বললেন, তোমার পক্ষে যা বলবার আছে, তোমাকে বলতে অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে। তখন পৌল হাত বাড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন— <sup>২</sup> হে রাজন্ আগ্রিপ্পা, যিহুদীরা আমার উপরে যেসব দোষারোপ করে, সেই সম্বন্ধে আজ আপনার সাক্ষাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারছি, এজন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি; <sup>৩</sup> বিশেষ কারণ এই, যিহুদীদের সমস্ত রীতিনীতি ও তর্ক সম্বন্ধে আপনি অভিজ্ঞ। অতএব নিবেদন করি, সহিষ্ণুতাপূর্বক আমার কথা শুনুন।

<sup>৪</sup> বাল্যকাল থেকে আমার আচার ব্যবহার, যা আদি থেকে স্বজাতীয়দের মধ্যে এবং যিরূশালেমে হয়ে এসেছে, তা যিহুদীরা সকলেই জানে; <sup>৫</sup> তারা অনেক দিন থেকে আমাকে চিনে বলে ইচ্ছা করলে এই সাক্ষ্য দিতে পারে যে, আমাদের ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে সূক্ষ্মাচারী সম্প্রদায় অনুসারে আমি ফরীশী মতে জীবন যাপন করতাম। <sup>৬</sup> আর আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ঈশ্বর কর্তৃক যা অঙ্গীকার করা হয়েছে, তার উপর প্রত্যাশা রাখার দরুন এখন আমার বিচার করা হচ্ছে। <sup>৭</sup> আমাদের বারো বংশ দিনরাত একাত্মমনে উপাসনা করতে করতে সেই অঙ্গীকারের ফল পাবার প্রত্যাশা করছে; আর হে রাজন্, সেই প্রত্যাশার বিষয়েই যিহুদীদের কর্তৃক আমার উপরে দোষারোপ হচ্ছে। <sup>৮</sup> ঈশ্বর যদি মৃতদেরকে জীবিত করেন, তবে তা আপনাদের বিচারে কেন বিশ্বাসের অযোগ্য মনে হয়?

[২৬:১] শ্রেণি ৯:১৫; ২৫:২২; [২৬:১] দে: শ্রেণি ১২:১৭; [২৬:২] গীত ১১৯:৪৬; [২৬:২] শ্রেণি ২৪:১, ৫; ২৫:২, ৭, ১১; [২৬:৩] পদ: ৭; দে: শ্রেণি ৬:১৪; [২৬:৩] শ্রেণি ২৫:১৯; [২৬:৪] গালা ১:১৩, ১৪; ফিলি ৩:৫; [২৬:৫] শ্রেণি ২২:৩; [২৬:৫] দে: শ্রেণি ২৪:৫; [২৬:৫] শ্রেণি ২৩:৬; ফিলি ৩:৫; [২৬:৬] শ্রেণি ২৩:৬; ২৪:১৫; ২৮:২০; [২৬:৬] দে: শ্রেণি ১৩:৩২; রোমী ১৫:৮; [২৬:৭] যাকোব ১:১; [২৬:৭] ১খিষ ৩:১০; ১তীম ৫:৫; [২৬:৭] পদ: ২; [২৬:৮] শ্রেণি ২৩:৬;

২৬:১ হাত বাড়িয়ে। সভাষণের ভঙ্গিতে।  
২৬:৩ যিহুদীদের ... সম্বন্ধে আপনি অভিজ্ঞ। রাজা হিসেবে আগ্রিপ্পা মন্দিরের তহবিল ও মহাপুরোহিতদের বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং মহাপুরোহিত নিয়োগ করতে পারতেন। ধর্মীয় বিষয়ে তিনি রোমীয়দের প্রতিনিধি ছিলেন। অনেকটা এই কারণেই ফীষ্ট পৌলের মাঝে মাঝে চালানোর দায়িত্ব তাকে দিয়েছিলেন।

২৬:৬ ঈশ্বর কর্তৃক যা অঙ্গীকার করা হয়েছে। ঈশ্বরের রাজ্য, খ্রীষ্ট ও পুনরুত্থান সহ সমস্ত প্রতিজ্ঞা।  
২৬:৮ আপনাদের বিচারে। পৌল আগ্রিপ্পের কাছে মূলত কথা বলছিলেন, কিন্তু তিনি অন্যান্যদেরও তাঁর বক্তব্যে সম্বোধন করেছিলেন, যেমন ফীষ্টকে ও শতপতিদেরকে, যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো না।



## প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২৬ অধ্যায়

<sup>৯</sup> আমিই তো মনে করতাম যে, নাসরতীয় যীশুর নামের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করা আমার কর্তব্য। <sup>১০</sup> আর আমি যিরূশালেমে তা-ই করতাম; প্রধান পুরোহিতদের কাছ থেকে ক্ষমতা লাভ করে পবিত্র লোকদের মধ্যে অনেককে আমি কারাগারে বন্দী করতাম ও তাঁদের প্রাণদণ্ডের সময়ে সম্মতি প্রকাশ করতাম। <sup>১১</sup> আর সমস্ত সমাজ-গৃহে বার বার তাঁদেরকে শাস্তি দিয়ে বলপূর্বক ধর্মনিন্দা করাতে চেষ্টা করতাম এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ভীষণ ত্রুদ্ব হয়ে এমনকি বিদেশী নগর পর্যন্তও তাঁদেরকে তাড়না করতাম।

<sup>১২</sup> এই উপলক্ষে প্রধান পুরোহিতদের কাছ থেকে ক্ষমতা ও আদেশ-পত্র নিয়ে আমি দামেস্কে যাচ্ছিলাম, <sup>১৩</sup> এমন সময়ে হে রাজন্, মধ্যাহ্নকালে পথের মধ্যে দেখলাম, আকাশ থেকে সূর্যের তেজের চেয়েও তেজোময় জ্যোতি আমার ও আমার সহযাত্রীদের চারদিকে দেদীপ্যমান। <sup>১৪</sup> তখন আমরা সকলে ভূমিতে পড়ে গেলে আমি একটি বাণী শুনলাম, সেটি ইব্রীয় ভাষায় আমাকে বললো, ‘শৌল, শৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছো? কাঁটার মুখে পদাঘাত করা তোমার পক্ষে কষ্টকর!’ <sup>১৫</sup> তখন আমি বললাম, ‘প্রভু, আপনি কে?’ প্রভু বললেন, ‘আমি যীশু, যাকে তুমি নির্যাতন করছো?’ <sup>১৬</sup> কিন্তু উঠ, তোমার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও, তুমি যে যে বিষয়ে আমাকে দেখেছ ও যে যে বিষয়ে আমি তোমাকে দর্শন দেব, সেসব বিষয়ে যেন তোমাকে সেবক ও সাক্ষী নিযুক্ত করি, এই অভিপ্রায়ে তোমাকে দর্শন দিলাম। <sup>১৭</sup> আমি যাদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করছি, সেই লোকদের ও অযিহুদীদের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করবো, <sup>১৮</sup> যেন তুমি তাদের চোখ খুলে দাও, যেন তারা অন্ধকার থেকে আলোর প্রতি এবং শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে ঈশ্বরের প্রতি ফিরে আসে, যেন আমার উপর বিশ্বাস করার দ্বারা পাপের ক্ষমা পায় ও পবিত্রীকৃত লোকদের মধ্যে অধিকার পায়।’

<sup>১৯</sup> এজন্য, হে রাজন্ আখিল্ল, আমি সেই স্বর্গীয় দর্শনের অবাধ্য হলাম না; <sup>২০</sup> কিন্তু প্রথমে দামেস্কের লোকদের কাছে, পরে যিরূশালেমে ও যিহূদার সমস্ত জনপদে এবং অযিহুদীদের কাছেও প্রচার করতে লাগলাম যে, তারা যেন মন ফিরায়ে ও ঈশ্বরের প্রতি ফিরে

[২৬:৯] ১তীম ১:১৩; [২৬:৯] যোহন ১৬:২; [২৬:৯] দে: যোহন ১৫:২১; [২৬:১০] দে: প্রেরি ৯:১৩; [২৬:১০] দে: প্রেরি ৮:৩; ৯:২, ১৪, ২১; [২৬:১০] প্রেরি ২২:২০; [২৬:১১] দে: মথি ১০:১৭; [২৬:১৪] প্রেরি ৯:৭; [২৬:১৪] দে: যোহন ৫:২; [২৬:১৬] ইহি ২:১; দানি ১০:১১; [২৬:১৬] প্রেরি ২২:১৪, ১৫; [২৬:১৭] যির ১:৮, ১৯; [২৬:১৭] দে: প্রেরি ৯:১৫; দে: ১৩:৪৬; [২৬:১৮] যিশা ৩৫:৫; [২৬:১৮] গীত ১৮:২৮; যিশা ৪২:৭, ১৬; ইফি ৫:৮; কল ১:১৩; ১পিত ২:৯; [২৬:১৮] লুক ২৪:৪৭; প্রেরি ২:৩৮; [২৬:১৮] দে: প্রেরি ২০:২১, ৩২; [২৬:১৯] যিশা ৫০:৫; [২৬:২০] প্রেরি

**২৬:১০ প্রাণদণ্ডের সময়ে সম্মতি প্রকাশ কর-  
তাম।** এ কথা বোঝায় না যে, পৌল মহাসভার  
সসস্য ছিলেন, তবে নির্যাতন করার দায়িত্ব  
তাঁকে অর্পণ করা হত বলে তিনি নিজেও এই  
সভায় উপস্থিত থাকতেন।

**২৬:১১ বলপূর্বক ধর্মনিন্দা করাতে চেষ্টা কর-  
তাম।** তিনি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে যীশু খ্রীষ্টের  
নামের প্রতি অভিশাপ দিতে বা জনসমক্ষে এ  
কথা স্বীকার করতে বাধ্য করতেন যে, যীশু  
ঈশ্বরের পুত্র, যাতে করে তিনি তাদেরকে  
ঈশ্বরনিন্দা করার অপরাধে সাব্যস্ত করে হত্যা

করতে পারেন।

**২৬:১৭ যাদের কাছে।** কেবল যিহুদীদের কাছে  
নয়, সেই সাথে অযিহুদীদের কাছেও।

**২৬:১৮ তাদের চক্ষু খুলে দাও।** পৌলকে তাঁর  
প্রভুর আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্য তাঁর প্রত্যক্ষ  
স্পর্শ কামনা করছেন।

**অন্ধকার থেকে আলোর প্রতি।** এ রূপকটি  
বিশেষভাবে পৌলের লেখায় ব্যবহৃত হতে দেখা  
যায় (রোমীয় ১৩:১২; ২ করি ৪:৬; ইফি ৫:৮-  
১৪; কল ১:১৩; ১ থি ৫:৫ দেখুন)।

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২৬ অধ্যায়

আসে, মন পরিবর্তনের উপযোগী কাজ করে।<sup>২১</sup> এই কারণ যিহূদীরা মন্দিরে আমাকে ধরে হত্যা করতে চেষ্টা করছিল।<sup>২২</sup> কিন্তু ঈশ্বরের থেকে সাহায্য পেয়ে আমি আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছি, ক্ষুদ্র ও মহান সকলের কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি, ভাববাদীরা এবং মোশিও যা ঘটবে বলে গেছেন, তার বাইরে আর কিছুই বলছি না।<sup>২৩</sup> আর তা এই, খ্রীষ্টকে দুঃখভোগ করতে হবে, আর তিনিই প্রথম, মৃতদের পুনরুত্থান দ্বারা, আমাদের লোক ও অযিহূদী এই উভয়ের কাছে আলো ঘোষণা করবেন।

#### রাজা আগ্রিপ্পাকে উৎসাহ দান

<sup>২৪</sup> এভাবে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন, এমন সময়ে ফীষ্ট উচ্চরবে বললেন, পৌল তুমি পাগল; বহুবিদ্যাভাস তোমাকে পাগল করে তুলেছে।<sup>২৫</sup> পৌল বললেন, হে মহামহিম ফীষ্ট, আমি পাগল নই, কিন্তু যুক্তিপূর্ণ সত্যের উক্তি প্রচার করছি।<sup>২৬</sup> বাস্তবিক রাজা এসব বিষয় জানেন, আর তাঁরই সাক্ষাতে আমি সাহসপূর্বক কথা বলছি; কারণ আমার ধারণা এই যে, এর কিছুই রাজার অগোচর নয়; যেহেতু এই সব ঘটনা তো গোপনে ঘটে নি।<sup>২৭</sup> হে রাজন্ আগ্রিপ্পা, আপনি কি ভাববাদীদেরকে বিশ্বাস করেন? আমি জানি আপনি বিশ্বাস করেন।<sup>২৮</sup> তখন আগ্রিপ্পা পৌলকে বললেন, তুমি অল্পেই আমাকে খ্রীষ্টীয়ান করতে চেষ্টা

৯:১৯-২৫; [২৬:২০] শ্রেণি ৯:২৬-২৯; ২২:১৭-২০; [২৬:২০] দে: শ্রেণি ৯:১৫; দে: ১৩:৪৬; [২৬:২০] শ্রেণি ৩:১৯; [২৬:২০] যির ১৮:১১; ৩৫:১৫; মথি ৩:৮; লূক ৩:৮; [২৬:২১] শ্রেণি ২১:২৭, ৩০; [২৬:২১] শ্রেণি ২১:৩১; [২৬:২২] দে: লূক ২৪:২৭, ৪৪; শ্রেণি ১০:৪৩; ২৪:১৪; [২৬:২৩] দে: মথি ১৬:২১; [২৬:২৩] ১করি ১৫:২০, ২৩; কল ১:১৮; প্রকা ১:৫; [২৬:২৩] দে: লূক ২:৩২; [২৬:২৪] দে: যোহন ১০:২০; দে: ১করি ৪:১০; [২৬:২৪] যোহন ৭:১৫; [২৬:২৫] দে: শ্রেণি ২৩:২৬; [২৬:২৬] পদ: ৩; [২৬:২৮] শ্রেণি ১১:২৬;

২৬:২০ মন পরিবর্তনের উপযোগী কাজ। এমন কাজ, যা দেখাবে যে তাদের অনুতাপ বিস্তৃত।

২৬:২২ ভাববাদীগণ এবং মোশি। পুরাতন নিয়মের অংশ (লূক ২৪:২৭, ৪৪)।

২৬:২৩ তিনিই প্রথম, মৃতদের পুনরুত্থান দ্বারা। মৃতগণের প্রথমজাত ফল এসেছিল যেন আর কেউ না মরে (১ করি ১৫:২৫; কল ১:১৮ দেখুন)।

২৬:২৪ তুমি পাগল। ফীষ্ট মনে করেছিলেন যে, পৌলের শিক্ষা এবং পবিত্র শাস্ত্র পাঠ, ভবিষ্যদ্বাণী ও পুনরুত্থান সম্পর্কে যে সমস্ত কথা তিনি বলছেন সেগুলো তাঁকে উন্মাদ বানিয়ে দিয়েছে।

২৬:২৬ এই সব ঘটনা তো গোপনে ঘটে নি। এ সুসমাচার প্রকৃত ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত, ঐতিহাসিক সময় ও স্থানের উল্লেখ যা জীবন্ত রয়েছে। পৌল যা নিশ্চিত করেছেন রাজা

অবশ্যই সে সত্যতায় নিজে সত্য বলে জানেন।

২৬:২৭ আপনি কি ভাববাদীগণকে বিশ্বাস করেন? রাজা আগ্রিপ্পা উভয় সন্ধটের সম্মুখীন হলেন। যদি তিনি “হ্যাঁ” বলেন, তাহলে পৌল তাঁকে যীশুর পক্ষে ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা স্বীকার করতে জোর করবেন; আর যদি তিনি “না” বলেন, তাহলে তিনি ধার্মিক যিহূদীদের কাছে অপছন্দের পাত্র হবেন, যারা ভাববাদীদের বার্তাকে ঈশ্বরের একান্ত উক্তি বলে গ্রহণ করে থাকে।

২৬:২৮ তুমি অল্পেই আমাকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী করতে চেষ্টা করছো। তাঁর এই উক্তি ছিল পৌলের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া এবং পৌলের পরবর্তী প্রশ্ন কী হবে তার আগাম আভাস। তাঁর ইঙ্গিত হচ্ছে, তিনি এ ধরনের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২৬ অধ্যায়

করছে। <sup>২৯</sup> পৌল বললেন, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করছি, অল্পে হোক বা অধিকে হোক, কেবল আপনি নন, কিন্তু অন্য যত লোক আজ আমার কথা শুনছে, সকলেই যেন এই বন্ধন ছাড়া আমি যেমন, তেমনি হন।

<sup>৩০</sup> তখন রাজা, শাসনকর্তা ও বর্ণীকী এবং তাঁদের সঙ্গে উপবিষ্ট লোকেরা উঠলেন; <sup>৩১</sup> আর অন্য স্থানে গিয়ে পরস্পর আলাপ করে বললেন, এই ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের কিম্বা বন্ধনের যোগ্য কিছুই করে নি। <sup>৩২</sup> আর আগ্রিষ্ট ফীষ্টকে বললেন, এই ব্যক্তি যদি সম্রাটের কাছে আপীল না করতো, তবে মুক্তি পেতে পারত।

[২৬:২৯] দে: শ্রেণি ২১:৩৩; [২৬:৩০] শ্রেণি ২৫:২৩; [২৬:৩১] দে: শ্রেণি ২৩:৯; [২৬:৩২] শ্রেণি ২৮:১৮; [২৬:৩২] দে: শ্রেণি ২৫:১১।

২৬:২৯ এই বন্ধন। পৌল তখনও বন্দী হিসেবে আবদ্ধ রয়েছেন।

#### শ্রেণিত ২৬ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ:

পৌল রাজা আগ্রিষ্টের সামনে গিয়ে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। রাজা আগ্রিষ্ট পৌলকে নিজের কথা বলার অনুমতি দিয়েছিলেন। পৌল এই বলে শুরু করলেন যে, আগ্রিষ্ট যিহূদী রীতি ও যিহূদীদের সম্বন্ধীয় প্রশ্নে একজন বিশেষজ্ঞ। একজন ফরীশী হিসাবে আগের জীবন সম্বন্ধে পৌল তাঁর আগের জীবনের কথা বললেন। পৌল আগ্রিষ্টকে জিজ্ঞাসা করেন, “ঈশ্বর যে মৃতদের জীবিত করেন এই কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে আপনারা কেন মনে করেন?” পৌল তাঁর আত্মসাক্ষ্য তুলে ধরেন। পৌল বললেন যে, তাঁকে স্বর্গীয় দর্শনের প্রতি বাধ্য হতে হবে। পৌল শাস্ত্র থেকে আরও অনেক কথা তুলে ধরলে পৌলকে ফীষ্ট বাধা দেন। তিনি বললেন, “পৌল, তুমি পাগল হয়ে গেছ। তুমি অনেক পড়াশোনা করেছ আর সেই পড়াশুনাই তোমাকে পাগল করে তুলছে।” পৌল রাজা আগ্রিষ্টকে বললেন, “আপনি কি ভাববাদীদের কথা বিশ্বাস করেন? আমি জানি আপনি করেন।” তখন আগ্রিষ্ট পৌলকে বললেন, “তুমি কি এত অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে খ্রীষ্টিয়ান করবার চেষ্টা করছো?” পৌল উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি শুধু আগ্রিষ্টের জন্য নয়, যারা তাঁর খ্রীষ্টিয়ান হবার ঘটনা শুনেছেন তাদের জন্যও প্রার্থনা করবেন। অবশ্য পৌল ইচ্ছা করেছিলেন যে, তাঁর মত যেন কেউ শিকলে বাধা না থাকুক (২৭-২৯)।

রাজা আগ্রিষ্ট, ফীষ্ট এবং অন্যরা তখন পৌলকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ পাওয়া যায়নি। আগ্রিষ্ট উল্লেখ করেন যে, সম্রাটের কাছে আবেদন না করলে পৌলকে হয়তো মুক্ত করা যেত (৩০-৩২)।

#### শ্রেণিত ২৬ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. কিভাবে শ্রেণিত পৌল রাজা আগ্রিষ্টের কাছে নিজের বিষয়ে কথা বলার প্রয়াস

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২৭ অধ্যায়

- পেয়েছিলেন? (২৬:২,৩ পদ)
২. তিনি যিহুদী ধর্ম বিষয়ক তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে কি বলেছিলেন? (২৬:৪,৫ পদ)
  ৩. কেন প্রেরিত পৌল বলেছিলেন তাঁর বিচার করা হচ্ছিল? (২৬:৬-৮ পদ)
  ৪. প্রেরিত পৌল খ্রীষ্টের উপর তাঁর বিশ্বাস করার বিষয়টি কিভাবে বর্ণনার প্রয়াস পেয়েছিলেন? (২৬:১২-১৮ পদ)
  ৫. প্রেরিত পৌলের খ্রীষ্টকে গ্রহণের উদ্দেশ্য কি ছিল? (২৬:১২-১৮ পদ)
  ৬. তাঁর কি বিশেষ দায়িত্ব ছিল? (২৬:১৮ পদ)
  ৭. প্রভু যীশুর দর্শন লাভের কারণে তিনি কিভাবে কাজ করেছিলেন? (২৬:১৯ পদ)
  ৮. তিনি কিভাবে তাঁর প্রচার চালিয়ে গিয়েছিলেন? (২৬:২২ পদ)
  ৯. প্রেরিত পৌলের কথা শুনছিলেন, এমন বিভিন্ন ধরণের লোকদের মনে তাঁর কথা কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল? (২৬:২৪-২৯ পদ)

### পৌলের রোমে গমন ও সুসমাচার প্রচার

**২৭** <sup>১</sup> যখন স্থির হল যে, আমরা জাহাজে করে ইতালীতে যাত্রা করবো, তখন পৌল ও অন্য কয়েক জন বন্দীর ভার আগন্তীয় সৈন্যদলের যুলিয় নামে এক জন শতপতির হাতে দেওয়া হল। <sup>২</sup> পরে আমরা এমন একখানি আদ্রামুত্তীয় জাহাজে উঠে যাত্রা করলাম, যে জাহাজ এশিয়ার উপকূলের নানা স্থানে যাবে। ম্যাসিডোনিয়ার থিমলোনীকী-নিবাসী আরিস্তারখ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। <sup>৩</sup> পর দিন আমাদের জাহাজ সীদোনে থামলো; আর যুলিয় পৌলের প্রতি সৌজন্য ব্যবহার করে তাকে বন্ধু-বান্ধবের কাছে যেতে অনুমতি দিলেন যেন তারা তাঁকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী দিতে পারে। <sup>৪</sup> পরে সেখান থেকে জাহাজ খুলে সমুখ বাতাস হওয়াতে আমরা সাইপ্রাস দ্বীপের আড়ালে আড়ালে চললাম। <sup>৫</sup> পরে

[২৭:১] দে: প্রেরি ১৬:১০; [২৭:১] প্রেরি ১৮:২; ২৫:১২, ২৫; [২৭:১] প্রেরি ১০:১; [২৭:২] দে: প্রেরি ২:৯; [২৭:২] দে: প্রেরি ১৯:২৯; [২৭:২] দে: প্রেরি ১৬:৯; [২৭:২] দে: প্রেরি ১৭:১; [২৭:৩] মথি ১১:২১; [২৭:৩] পদ: ৪৩; [২৭:৩] প্রেরি ২৪:২৩; ২৮:১৬; [২৭:৪] পদ: ৭;

**২৭:১** আমরা ... যাত্রা করবো। ‘আমরা’ শব্দটি আবারও ব্যবহৃত হচ্ছে, অর্থাৎ লুক আবারও তাঁদের সাথে যোগ দিয়েছেন। সম্ভবত লুক কৈসারিয়াতে পৌলের দু’বছরের বন্দীত্বের সময় কাছাকাছি কোথাও ছিলেন এবং এখন তিনি আবারও তাঁদের সাথে প্রচার-যাত্রায় যোগ দিয়েছেন।

**যুলিয়**। তার নাম অন্য কোন স্থানে পাওয়া যায় না। সম্ভবত তিনি কারাবন্দীদের বহন করার

গাড়িবহরের পরিচালক ছিলেন।

**আগন্তীয় সৈন্যদল**। একশত সৈন্য বিশিষ্ট একটি সৈন্যদলের নাম।

**২৭:২ আদ্রামুত্তীয়**। এশিয়া প্রদেশের পশ্চিম উপকূলে ও ত্রোয়ার দক্ষিণ-পূর্বে একটি পোতাশ্রয়।

**২৭:৪ কুপ্র দ্বীপের আড়ালে**। তারা প্রতিকূল বাতাস ঠেকাতে দ্বীপটির পূর্ব দিক ঘেঁষে উত্তরে গিয়েছিলেন এবং আবার উত্তর দিক ধরে

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২৭ অধ্যায়

কিলিকিয়ার ও পাফ্লুগিয়ার সম্মুখস্থ সমুদ্র পার হয়ে লুকিয়া দেশস্থ মুরা নগরে উপস্থিত হলাম।<sup>৬</sup> সেই স্থানে শতপতি ইতালীতে যেতে উদ্যত একখানি আলেকজান্দ্রিয়ার জাহাজ দেখতে পেয়ে আমাদেরকে সেই জাহাজে তুলে দিলেন।<sup>৭</sup> পরে বহু দিন ধীরে ধীরে চলে কষ্টে ক্লীদেদের সম্মুখে উপস্থিত হলে, বাতাসের কারণে আর অগ্রসর হতে না পারাতে, আমরা সল্‌মোনীর সম্মুখ দিয়ে ক্রীট দ্বীপের আড়ালে আড়ালে চললাম।<sup>৮</sup> পরে কষ্টে উপকূলের কাছ দিয়ে যেতে যেতে ‘সুন্দর পোতাশ্রয়’ নামক স্থানে উপস্থিত হলাম। লাসেয়া নগর সেই স্থানের নিকটবর্তী।

<sup>৯</sup> এভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হওয়াতে এবং উপবাস-পর্ব অতীত হয়েছিল বলে জাহাজে করে যাওয়াটা সঙ্কটজনক হওয়াতে, পৌল তাদেরকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, <sup>১০</sup> মহাশয়েরা, আমি দেখছি যে, এই যাত্রায় অনিষ্ট ও অনেক ক্ষতি হবে, তা কেবল মালের ও জাহাজের এমন নয়, আমাদের প্রাণেরও হবে। <sup>১১</sup> কিন্তু শতপতি পৌলের কথার চেয়ে প্রধান নাবিকের ও জাহাজের কর্তার কথায় বেশি কান দিলেন। <sup>১২</sup> আর ঐ পোতাশ্রয়ে শীতকাল যাপনের সুবিধা না হওয়াতে অধিকাংশ লোক সেখান থেকে যাত্রা করার পরামর্শ করলো, যেন কোন ভাবে ফেনীকায় পৌঁছে সেখানে শীতকাল যাপন করতে পারে। সেই স্থানটি ছিল ক্রীট দ্বীপের একটি পোতাশ্রয় এবং সেটি দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক খোলা ছিল।

[২৭:৫] দে: শ্রেণি ৬:৯; [২৭:৫] দে: শ্রেণি ২:১০; [২৭:৬] শ্রেণি ২৮:১১; [২৭:৬] পদ: ১; শ্রেণি ১৮:২; ২৫:১২, ২৫; [২৭:৭] পদ: ৪; [২৭:৭] পদ: ১২, ১৩, ২১; তীত ১:৫; [২৭:৯] লেবী ১৬:২৯-৩১; ২৩:২৭-২৯; গণনা ২৯:৭; [২৭:১০] পদ: ২১; [২৭:১২] দে: পদ: ৭;

পশ্চিমে গিয়েছিলেন।

**২৭:৫ কিলিকিয়া ও পাফ্লুগিয়া।** এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ তীরের সাথে যুক্ত প্রদেশ। এই উপকূল ধরে সীদোন থেকে মুরার দূরত্ব স্বাভাবিকভাবে ১০ থেকে ১৫ দিনের পথ।

**লুকিয়া দেশস্থ মুরা।** মুরা নগরীর নৌপথের যাতায়াতে সুবিধাজনক হওয়ার কারণে বিখ্যাত ছিল। এছাড়া মুরা গুরুত্বপূর্ণ শস্যভাণ্ডারও হয়ে উঠেছিল।

**২৭:৬ আলেকজান্দ্রিয়ার জাহাজ।** মিশর থেকে আগত একটি শস্য বোঝাই জাহাজ, যা রোমের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।

**২৭:৭ ক্লীদ।** মুরা থেকে এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে প্রায় ১৭০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি দ্বীপ।

**ক্রীট।** ১৬০ মাইল দীর্ঘ একটি দ্বীপ। খোলা

সাগর পাড়ি না দিয়ে জাহাজটি ক্রীট দ্বীপের আড়ালে থেকে ঝড় এড়াতে চাইছিল।

**সল্‌মোনী।** ক্রীট দ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকের সমুদ্র সৈকত।

**২৭:৮ সুন্দর পোতাশ্রয়:** বর্তমানে এটি আধুনিক *কালোলিমনিয়া* বন্দর, যার অবস্থান ছিল ক্রীট দ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলে।

**লাসেয়া:** ক্রীট থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্তী একটি নগরী।

**২৭:৯ উপবাস-পর্ব:** যিহূদী হিসাব অনুসারে তাঁরা পঞ্চাশত্তমী থেকে (মে-জুন) কুঁড়ে-ঘরের পর্ব এবং পর্বের পরে পাঁচ দিন পর্যন্ত সমুদ্র যাত্রায় ছিলেন।

**২৭:১২ ফেনীকা:** এই দ্বীপে ঝড়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য একটি পোতাশ্রয় ছিল।

## শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২৭ অধ্যায়

### সমুদ্রের ঝড়

<sup>১৩</sup> পরে যখন দক্ষিণ বায়ু মন্দ মন্দ বইতে লাগল, তখন তারা তাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হ'ল মনে করে জাহাজ খুলে ক্রীট দ্বীপের কূলের খুব কাছ দিয়ে চলতে লাগল। <sup>১৪</sup> কিন্তু অল্প-কাল পরে কূল থেকে উরাকুলো নামে অতি প্রচণ্ড একটি ঝড় আঘাত করতে লাগল। <sup>১৫</sup> তখন জাহাজ ঝড়ের মধ্যে পড়ে বাতাসের প্রতিরোধ করতে না পারাতে আমরা তা ভেসে যেতে দিলাম। <sup>১৬</sup> পরে কৌদা নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের আড়ালে আড়ালে চলে বহুকষ্টে জাহাজের ছোট নৌকাখানি নিজেদের বশে আনতে পারলাম। <sup>১৭</sup> তখন মাথার তা তুলে নিয়ে, নানা উপায়ে জাহাজের পাশে বেঁধে দৃঢ় করলো। আর পাছে সূর্তি নামক চড়াতে গিয়ে পড়ে, এই ভয়ে নোঙ্গরগুলো নামিয়ে দিয়ে জাহাজটিকে অমনি চলতে দেওয়া হল। <sup>১৮</sup> ঝড়ের অতিশয় আঘাতের দরুন পরের দিন তারা মালপত্র জলে ফেলে দিতে লাগল। <sup>১৯</sup> তৃতীয় দিনে তারা নিজের হাতে জাহাজের সরঞ্জাম ফেলে দিল। <sup>২০</sup> আর অনেক দিন পর্যন্ত সূর্য বা তারা প্রকাশ না পাওয়াতে এবং ভীষণ ঝড়ের আঘাতে, আমাদের রক্ষা পাবার সমস্ত আশা ক্রমে দূরীভূত হল।

<sup>২১</sup> তখন সকলে অনেক দিন অনাহারে থাকলে পর পৌল তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাইয়েরা, আমার কথা গ্রাহ্য করে ক্রীট দ্বীপ থেকে জাহাজ না ছাড়া এবং এই অনিশ্চয় ও ক্ষতি হতে না দেওয়া আপনাদের উচিত ছিল। <sup>২২</sup> কিন্তু এখন আমার পরামর্শ এই, আপনারা সাহস করুন, কেননা আপনাদের কারো প্রাণের হানি হবে না, কেবল জাহাজের

---

[২৭:১৪] মার্ক ৪:৩৭; [২৭:১৬] পদ: ৩০; [২৭:১৭] পদ: ২৬, ৩৯; [২৭:১৮] পদ: ১৯, ৩৮; যোনা ১:৫; [২৭:২১] পদ: ১০; [২৭:২১] দে: পদ: ৭; [২৭:২২] পদ: ২৫, ৩৬;

---

**২৭:১৪ উরাকুলো:** ঘূর্ণিঝড়ের মত এক ধরনের বিশেষ ঘূর্ণিঝড়, যা পূর্ব দিক থেকে জাহাজটিকে প্রতিকূলে আঘাত করছিল। বস্তুত এটি হচ্ছে বর্তমান সময়ে পরিচিত 'টাইফুন' ঝড়।

**২৭:১৬ কৌদা:** কেপ মাল্টার পশ্চিম দিকে এবং ক্রীট দ্বীপের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত একটি দ্বীপ। এখানেই ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ মার্চ তারিখে 'দ্যা ব্যাটল অব কেপ মাটাপান' যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

**ছোট নৌকাখানি:** একটি ছোট নৌকা জাহাজের পিছনে বাঁধা ছিল। স্রোতের কারণে এটি বারবার জাহাজের সামনের দিকে যাওয়ায় জাহাজের গতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল এবং হাল আটকে যাচ্ছিল। বাতাসে ও ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজের সাথে ধাক্কা খেয়ে এটি ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, সে কারণে নৌকাটি তুলে নেয়া প্রয়োজন

ছিল।

**২৭:১৭ সূর্তি:** তিউনিস ও ত্রিপলীর উপকূল থেকে বাইরে উত্তর আফ্রিকা সংলগ্ন দীর্ঘ নির্জন তীর, যেখানে প্রচুর চোরাবালি ছিল।

**২৭:১৮ মালপত্র জলে ফেলে দিতে লাগল:** জাহাজে অনেক শস্য ছিল, যা ইতালিতে নেওয়া হচ্ছিল। জাহাজকে হালকা করার জন্য কিছু বস্তু রেখে বাকিগুলো ফেলে দেওয়া হল।

**২৭:১৯ জাহাজের সরঞ্জাম:** সম্ভবত প্রধান পালের সাথে যুক্ত মাস্তুল, তক্তা এবং পাল খাটানোর আড়কাঠ। কিছু সময় পর পর এগুলো একেকটি করে পেছনের দিকে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল গতিরোধক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য।

**২৭:২১ অনাহারে থাকলে পর:** রান্নার অসুবিধা, সমুদ্রের নোনা জলে খাদ্য নষ্ট হয়ে যাওয়া, সমুদ্র

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২৭ অধ্যায়

হবে। <sup>২৭</sup> কারণ আমি যাঁর লোক এবং যাঁর উপাসনা করি, সেই ঈশ্বরের এক জন দূত গত রাতে আমার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, <sup>২৮</sup> পৌল, ভয় করো না, সম্রাটের সম্মুখে তোমাকে দাঁড়াতে হবে। আর দেখ, যারা তোমার সঙ্গে যাচ্ছে, ঈশ্বর তাদের সকলকেই তোমায় দান করেছেন। <sup>২৯</sup> অতএব ভাইয়েরা সাহস করুন, কেননা ঈশ্বরের উপরে আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, আমার কাছে যেসকল উক্ত হয়েছে, সেসকলই ঘটবে। <sup>৩০</sup> কিন্তু কোন দ্বীপে গিয়ে আমাদের পড়তে হবে।

<sup>৩১</sup> এভাবে আমরা আদ্রিয়া সাগরে ইতস্তত চলতে চলতে যখন চতুর্দশ রাত উপস্থিত হল, তখন প্রায় মধ্যরাতে মাগ্নারা অনুমান করতে লাগল যে, তারা কোন দেশের নিকটবর্তী হচ্ছে। <sup>৩২</sup> আর তারা জল মেপে বিশ বাঁউ জল পেল; একটু পরে পুনর্বীর জল মেপে পনের বাঁউ পেল। <sup>৩৩</sup> তখন পাছে আমরা শৈলময় স্থানে গিয়ে পড়ি, এই আশঙ্কায় তারা জাহাজের পিছনের ভাগ থেকে চারটি নোঙ্গর ফেলে দিনের অপেক্ষা করতে লাগলো। <sup>৩৪</sup> আর মাগ্নারা জাহাজ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল এবং জাহাজের সম্মুখ দিক থেকে নোঙ্গর ফেলবার ছল করে নৌকাখানি সাগরে নামিয়ে দিয়েছিল। <sup>৩৫</sup> এজন্য পৌল শতপতিকে ও সেনাদেরকে বললেন, ওরা জাহাজে না থাকলে আপনারা রক্ষা পাবেন না। <sup>৩৬</sup> তখন সৈন্যেরা নৌকাখানির দড়ি কেটে তা জলে পড়তে দিল।

<sup>৩৭</sup> পরে দিন হয়ে আসছে, এমন সময়ে পৌল সমস্ত লোককে কিছু আহার করতে অনুরোধ করে বললেন, আজ চৌদ্দ দিন হল, আপনারা অপেক্ষা করে আছেন, কিছু খাদ্য গ্রহণ না করে অনাহারে কালক্ষেপ করছেন। <sup>৩৮</sup> অতএব বিনতি করি, আহার করুন, কেননা তা আপনারদের রক্ষার জন্য উপকারী হবে; কারণ আপনারদের কারো মাথার একগাছি কেশও নষ্ট হবে না। <sup>৩৯</sup> এই কথা বলে পৌল রুটি নিয়ে সকলের সাক্ষাতে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করলেন, পরে তা ভেঙ্গে ভোজন করতে আরম্ভ করলেন। <sup>৪০</sup> তখন সকলে সাহস পেল এবং আহার করলো। <sup>৪১</sup> সেই জাহাজে আমরা সবসুদ্ধ দুই শত ছোয়াত্তর জন ছিলাম। <sup>৪২</sup> সকলে

[২৭:২৩] দে: শ্রেণি ৫:১৯; [২৭:২৩] রোমী ১:৯; [২৭:২৩] শ্রেণি ১৮:৯; ২৩:১১; ১তীম ৪:১৭; [২৭:২৪] শ্রেণি ২৩:১১; [২৭:২৪] পদ: ৪৪; [২৭:২৫] পদ: ২২, ৩৬; [২৭:২৫] রোমী ৪:২০, ২১; [২৭:২৬] পদ: ১৭, ৩৯; [২৭:২৬] শ্রেণি ২৮:১; [২৭:৩০] পদ: ১৬; [২৭:৩১] পদ: ২৪; [২৭:৩৪] দে: মথি ১০:৩০; [২৭:৩৫] দে: মথি ১৪:১৯; [২৭:৩৬] পদ: ২২, ২৫;

-পীড়া প্রভৃতি নানা কারণে হতে পারে।

**২৭:২৭ আদ্রিয়া সাগর:** ইতালি, মাল্টা, ক্রীট ও গ্রীসের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সাগর। প্রাচীনকালে আদ্রিয়া সাগর আরও অনেক দূরে দক্ষিণে সিসিলি ও ক্রীট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

**চতুর্দশ রাত্রি:** সুন্দর পোতাশ্রয় ত্যাগ করার পর থেকে গণনা করে।

**২৭:২৮ জল মেপে:** ভারী কিছু নিচে নামিয়ে দিয়ে সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করা হয়েছিল।

**২৭:৩০ পলায়ন করার চেষ্টা করছিল:** জাহাজ-টির জন্য বন্দর না থাকাতে, নাবিকেরা বাঁচার জন্য নৌকায় চড়ে পালিয়ে দ্বীপে যাওয়ার চিন্তা করলো।

**২৭:৩৫ রুটি নিয়ে ... ধন্যবাদ করলেন:** পৌল দু'টি উত্তম দৃষ্টান্ত দেখালেন— তিনি দৈনিক পুষ্টির জন্য খাবার খেলেন এবং ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২৭ অধ্যায়

খাদ্যে তৃপ্ত হলে পর তারা সমস্ত গম সাগরে ফেলে দিয়ে জাহাজের ভার লাঘব করলো।

<sup>৩৯</sup> দিন হলে তারা সেই স্থলটি চিনতে পারলো না। কিন্তু এমন একটি উপসাগর দেখতে পেল, যার বালুকাময় তীর ছিল; আর পরামর্শ করলো, যদি পারে, তবে সেই তীরের উপরে যেন জাহাজ তুলে দেয়। <sup>৪০</sup> তারা নোঙ্গরগুলো কেটে তা সাগরে ফেলে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হালের বন্ধন খুলে দিল; পরে বাতাসের সম্মুখে অগ্রভাগের পাল তুলে সেই বালুকাময় তীরের অভিমুখে চলতে লাগল। <sup>৪১</sup> কিন্তু একটা চড়ে হঠাৎ ঠেকে গিয়ে জাহাজটা আটকে গেল, তাতে সম্মুখের অংশটি বসে যাওয়াতে জাহাজটি অচল হয়ে রইলো, কিন্তু পিছনের ভাগ প্রবল তরঙ্গের আঘাতে ভেঙ্গে যেতে লাগল। <sup>৪২</sup> তখন সৈন্যেরা বন্দীদেরকে হত্যা করার পরামর্শ করলো, পাছে কেউ সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যায়। <sup>৪৩</sup> কিন্তু শতপতি পৌলকে রক্ষা করার বাসনায় তাদেরকে সেই সঙ্কল্প থেকে ক্ষান্ত করলেন, আর এই আদেশ দিলেন, যারা সাঁতার জানে, তারা আগে ঝাঁপ দিয়ে ডাঙ্গায় উঠুক; <sup>৪৪</sup> আর অবশিষ্ট সকলে তজ্জা কিম্বা জাহাজের যা পায়, তা ধরে ডাঙ্গায় উঠুক। এভাবে সকলে ডাঙ্গায় উঠে রক্ষা পেল।

[২৭:৩৮] পদ: ১৮; যোনা ১:৫; [২৭:৩৯] শ্রেণি ২৮:১; [২৭:৪০] পদ: ২৯; [২৭:৪১] ২করি ১১:২৫; [২৭:৪৩] পদ: ৩; [২৭:৪৪] পদ: ২২, ৩১।

**২৭:৩৮ জাহাজের ভার লাঘব করলো:** তারা গমের বাকি বস্তাগুলো ফেলে দিল, যা সম্ভবত নিজেদের খাবার জন্য রাখা হয়েছিল। জাহাজ যত হালকা হবে, তত এটি তীরের দিকে উঠতে পারবে।

**২৭:৪০ হালের বন্ধন খুলে দিল:** যেন পিছনে

হাল নিচু হয়ে থাকে এবং সামনের দিকটি উঁচু হওয়ায় সহজে জাহাজ তীরে উঠে যেতে পারে।

**২৭:৪২ বন্দীদেরকে হত্যা করার পরামর্শ করলো:** কারাবন্দী পালিয়ে গেলে, তার বদলে রক্ষীর জীবন নেওয়া হত। সৈন্যেরা বন্দীদের পালিয়ে যাওয়া ঝুঁকি নিতে চায় নি।

### শ্রেণিত ২৭ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বন্দীদের ইতালিতে যেতে হবে তখন তাদেরকে যুলিয় নামের এক শতপতির হাতে দেওয়া হয়। তারা এশিয়ার উপকূল বরাবর যাত্রা করার জন্য আদ্রামুন্টিয়ের একটি জাহাজে উঠেন। ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশের থিমলনীকী শহরের আরিস্টারখ পৌলের সাথে ছিলেন। যখন জাহাজটি সীদোনে পৌঁছায়, যুলিয় পৌলের সাথে সদয় আচরণ করেছিলেন। এরপর তারা সাইপ্রাস, কিলিকিয়া, পাম্ফুলিয়ার কাছ দিয়ে যাত্রা করে মুরায় গিয়ে পৌঁছায়। শতপতি সেখানে আলেকজান্দ্রিয়ার একটা জাহাজ পান। তারা সেই জাহাজে উঠে সুন্দর পোতাশ্রয় নামক একটি জায়গায় পৌঁছায় (১-৮)।

অনেক সময় কেটে যায় এবং নৌচালনা বিপজ্জনক হয়ে উঠে। এই যাত্রায় অনেক ক্ষতি হবে বলে পৌল পরামর্শমূলক ভবিষ্যদ্বাণী করেন। কিন্তু শতপতি পৌলকে উপেক্ষা করেছিলেন। বেশিরভাগ লোক ঠিক করে ফৈশীকীয়ার ক্রীট দ্বীপে যাত্রা করতে (৯-১২)।



### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২৭ অধ্যায়

দখিনা বাতাস মৃদুভাবে বইতে শুরু করলে পর তারা ক্রীটের কাছাকাছি চলে যায়। কিছু দিন পরে উরাকুলো বলে এক ভীষণ তুফান শুরু হয়। জাহাজটি বাঁচাতে তারা জাহাজের সাজ-সরঞ্জামও ফেলে দেয়। বেশ কয়েকদিন ঝড়ের পর, সমস্ত লোক সমস্ত বাঁচার আশা ছেড়ে দেয়। পৌল তখন তাদের আশ্বাস দিলেন যে, এই ঝড়ে প্রাণহানি হবে না; শুধু জাহাজটি ধ্বংস হবে। চৌদ্দ রাত পরে নাবিকেরা বুঝতে পেরেছিল যে, তারা কোন স্থলের কাছাকাছি এসেছে। চৌদ্দ দিন ধরে তারা না খেয়ে আছে। পৌল তাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তারা সবাই নিরাপদে থাকবে। পৌল তখন রুটি নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাদের সামনে খেতে শুরু করলেন। তারা সবাই পৌলের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিল এবং খেয়েছিল (১৩-৩৮)।

দিনের আলোয় তারা সৈকত দেখতে পায়, যদিও তারা জায়গাটি চিনতে পারেনি। তারা জাহাজটিকে হালকা করতে চেষ্টা করলো। ডেউয়ের আঘাতে জাহাজের পিছন দিকটা টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙে যেতে লাগল। সৈন্যরা বন্দীদের হত্যা করার পরিকল্পনা করে যেন কেউ পালাতে না পারে। শতপতি সৈন্যদের পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়। তিনি পৌলকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তিনি আদেশ দিলেন, যারা সাঁতার জানে তারা যেন প্রথমে জাহাজ থেকে লাফিয়ে পরে তীরে উঠে। আর বাকি সবাই জাহাজের তক্তা বা অন্য কোন টুকরা ধরে তীরে উঠে। এইভাবে সবাই নিরাপদে ডাংগায় পৌঁছায় (৩৯-৪৪)।

### শ্রেণিত ২৭ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. শ্রেণিত পৌলকে রোমে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে কে ছিলেন? (২৭:১ পদ)
২. সুসমাচার লেখক লুক যে, এই যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন, তা কিভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে? (২৭:১ পদ)
৩. শ্রেণিত পৌলের যাত্রা বিষয়ক বিপদের সতর্কতায় শতপতি কি বিশ্বাস করেছিলেন? (২৭:১১ পদ)
৪. শ্রেণিত পৌল যাত্রা বিষয়ক কি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? (২৭:২২ পদ)
৫. শ্রেণিত পৌল যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তখন লোকদের মানসিক অবস্থা কেমন ছিল? (২৭:২০-২২ পদ)
৬. কিভাবে শ্রেণিত পৌল সঙ্গী যাত্রীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিলেন? (২৭:২১-২৬ পদ)
৭. জাহাজ ভেঙ্গে পড়ার ঘটনা বর্ণনা করুন। (২৭:২৭-৪১ পদ)
৮. জাহাজ ভেঙ্গে পড়ার পর, তারা কিভাবে তীরে পৌঁছেছিল? (২৭:৪২-৪৪ পদ)

## শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২৮ অধ্যায়

### মিলিতা দ্বীপে পৌল

**২৮**<sup>১</sup> আমরা রক্ষা পেলে পর জানতে পারলাম যে, সেই দ্বীপের নাম মিলিতা।<sup>২</sup> আর সেখানকার লোকেরা আমাদের প্রতি অসাধারণ দয়া প্রকাশ করলো, বস্তুতঃ উপস্থিত বৃষ্টি ও শীতের কারণে আগুন জ্বেলে আমাদের সকলকে অভ্যর্থনা করলো।<sup>৩</sup> কিন্তু পৌল এক বোঝা কাঠ কুড়িয়ে ঐ আগুনের উপরে ফেলে দিলে আগুনের উত্তাপে একটা কালসাপ বের হয়ে হাত কামড়ে ধরলো।<sup>৪</sup> তখন ঐ লোকেরা তাঁর হাতে সেই সাপটা ঝুলছে দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, এই ব্যক্তি নিশ্চয় খুনী, সমুদ্র থেকে রক্ষা পেলেও ধর্ম একে বাঁচতে দিলেন না।<sup>৫</sup> কিন্তু তিনি হাত ঝেড়ে সাপটাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন ও তাঁর কোনই ক্ষতি হল না।<sup>৬</sup> তখন তারা অপেক্ষা করতে লাগল যে, তাঁর দেহ ফুলে উঠবে, কিম্বা হঠাৎ তিনি মারা গিয়ে ভূমিতে পড়ে যাবেন; কিন্তু অনেক ক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকলে পর, তাঁর প্রতি কোন বিষম ব্যাপার ঘটছে না দেখে, তারা মত বদলিয়ে বলতে লাগল, উনি দেবতা।

<sup>৭</sup> ঐ স্থানের কাছে সেই দ্বীপের পুন্ড্রিয় নামক প্রধানের ভূসম্পত্তি ছিল; তিনি আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করে সৌজন্য সহকারে তিন দিন পর্যন্ত আমাদের আতিথ্য করলেন।<sup>৮</sup> সেই সময়ে পুন্ড্রিয়ের পিতা জ্বর ও আমাশয় রোগে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে ভুগছিল। আর পৌল ভিতরে তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনাপূর্বক তাঁর উপরে হাত রেখে তাঁকে সুস্থ করলেন।<sup>৯</sup> এই ঘটনা হলে পর অন্য যত রোগী ঐ দ্বীপে ছিল, তারা এসে সুস্থ হল।<sup>১০</sup> আর তারা বিস্তর সমাদরে আমাদেরকে সম্মান করলো এবং আমাদের প্রস্থান করার সময়ে নানা রকম প্রয়োজনীয় সামগ্রী জাহাজে এনে দিল।

### রোম শহরে পৌল

<sup>১১</sup> তিন মাস গত হলে পর আমরা আলেকজান্দ্রিয়া শহরের একটি জাহাজে উঠে যাত্রা করলাম। সেই জাহাজটি ঐ দ্বীপে শীতকাল যাপন করেছিল এবং তার মাথায় যমজ-দেবতার

[২৮:১] দে: শ্রেণি ১৬:১০; [২৮:১] শ্রেণি ২৭:২৬, ৩৯; [২৮:৪] মার্ক ১৬:১৮; [২৮:৪] লুক ১৩:২, ৪; [২৮:৫] লুক ১০:১৯; [২৮:৬] শ্রেণি ১৪:১১; [২৮:৮] যাকোব ৫:১৪, ১৫; [২৮:৮] দে: শ্রেণি ৬:৬; [২৮:৮] শ্রেণি ৯:৪০; [২৮:১০] গীত ১৫:৪; [২৮:১১] শ্রেণি ২৭:৬;

**২৮:১ মিলিতা:** একটি ফৈণীকীয় নাম, যার অর্থ ‘আশ্রয়’। গ্রীক ও রোমীয়দের কাছে ‘মিলিটাস’ নামে পরিচিত। এটি সিসিলি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হলেও মূল প্রাদেশিক ভূখণ্ড থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ৫৮ মাইল।

**২৮:২ বৃষ্টি ও শীত:** সময়টি ছিল অক্টোবরের শেষ দিক অথবা নভেম্বরের প্রথম দিক।

**২৮:৩ কালসাপ:** এক প্রকার অতি বিষাক্ত সাপ। দ্বীপবাসীর কাছে সাপটি বিষাক্ত বলে আতঙ্কের কারণ ছিল।

**২৮:৬ দেহ ফুলে উঠবে:** তৎকালীন

চিকিৎসাশাস্ত্রে বিষক্রিয়া বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত পরিভাষা। লুক নিজে চিকিৎসক হওয়ায় এই পরিভাষা ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

**উনি দেবতা:** লুড্রায় যেভাবে পৌল ও বার্নাবাকে পূজা করার চেষ্টা করা হয়েছিল (১৪:১১-১৮)।

**২৮:৭ পুন্ড্রিয়:** একটি রোমীয় নাম, তবে তিনি জাতিগতভাবে রোমীয় ছিলেন না।

**প্রধান:** অর্থাৎ আঞ্চলিক শাসনকর্তা বা সহজ ভাষায় ‘জমিদার’।

**২৮:১১ তিন মাস গত হলে পর:** ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে বা মার্চের প্রথম দিকে সমুদ্রপথ

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২৮ অধ্যায়

মূর্তি ছিল। <sup>১২</sup> পরে সুরাকূষে জাহাজ ভিড়িয়ে আমরা সেখানে তিন দিন থাকলাম। <sup>১৩</sup> আর সেখান থেকে ঘুরে ঘুরে রীগিয়ে উপস্থিত হলাম; এক দিনের পর দক্ষিণা বাতাস উঠলো, আর দ্বিতীয় দিন পুতিয়লীতে উপস্থিত হলাম। <sup>১৪</sup> সেই স্থানে কয়েক জন ভাইয়ের দেখা পেলাম, আর তাঁরা অনুনয় বিনয় করলে সাত দিন তাঁদের সঙ্গে অবস্থিতি করলাম; এভাবে আমরা রোমে উপস্থিত হলাম। <sup>১৫</sup> আর সেখান থেকে বিশ্বাসী ভায়েরাও আমাদের সংবাদ পেয়ে অগ্নির হাট ও তিন সরাই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন; তাঁদেরকে দেখে পৌল ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে সাহস পেলেন।

<sup>১৬</sup> রোমে আমাদের উপস্থিত হবার পরে পৌল আপন প্রহরী সৈনিকের সঙ্গে স্বতন্ত্র বাস করার অনুমতি পেলেন।

#### রোম শহরে যিহূদী নেতাদের সঙ্গে পৌল

<sup>১৭</sup> আর তিন দিন পর তিনি যিহূদীদের প্রধান প্রধান লোককে ডেকে এনে একত্র করলেন। তাঁরা সমাগত হলে তিনি তাঁদেরকে বললেন, হে ভাইয়েরা, আমি যদিও স্বজাতীয়দের কিম্বা পৈতৃক রীতিনীতির বিরুদ্ধে কিছুই করি নি, তবুও যিরূশালেম থেকে প্রেরিত বন্দীরাপে রোমীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। <sup>১৮</sup> আর তারা আমার বিচার করে প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন দোষ না পাওয়াতে আমাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল; <sup>১৯</sup> কিন্তু যিহূদীরা প্রতিবাদ করায় আমি সম্রাটের কাছে আপীল করতে বাধ্য হলাম; স্বজাতীয়দের উপরে দোষারোপ করার কোন কথা যে আমার ছিল তা নয়। <sup>২০</sup> সেই কারণে আমি আপনাদের

[২৮:১৪] দে: প্রেরি ১:১৬; [২৮:১৫] দে: প্রেরি ১:১৬; [২৮:১৬] প্রেরি ২৪:২৩; ২৭:৩; [২৮:১৭] প্রেরি ২৫:২; [২৮:১৭] দে: প্রেরি ২২:৫; [২৮:১৭] দে: প্রেরি ২৫:৮; [২৮:১৭] দে: প্রেরি ৬:১৪; [২৮:১৮] প্রেরি ২২:২৪; [২৮:১৮] প্রেরি ২৬:৩১, ৩২; [২৮:১৮] দে: প্রেরি ২৩:৯; [২৮:১৯] দে: প্রেরি ২৫:১১; [২৮:২০] প্রেরি ২৬:৬, ৭; [২৮:২০] দে: প্রেরি

পুনরায় চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁদেরকে এখানেই থাকতে হয়েছিল।

**যমজ-দেবতা:** ক্যাস্টর ও পুলক্স, গ্রীক দেবতা জিউসের দুই পুত্র। গ্রীক পুরাণ অনুসারে এরা ছিল নাবিকদের রক্ষাকারী প্রধান দেবতা।

**২৮:১২ সুরাকূষ:** সিসিলির পূর্ব উপকূলে অবস্থিত অন্যতম প্রধান নগরী।

**২৮:১৩ রীগিয়:** ইতালির দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় একটি শহর, যা সে দেশকে সিসিলি থেকে পৃথককারী প্রণালীর সঙ্কীর্ণতম অংশে এবং মেনিসার বিপরীতে অবস্থিত।

**পুতিয়লী:** রীগিয় থেকে প্রায় ২০০ মাইল দূরে অবস্থিত একট দ্বীপ। এটি নেপল্‌স উপসাগরের উত্তর অংশে অবস্থিত রোমের প্রধান সমুদ্র-বন্দর ছিল। এখানে সমসংখ্যক যিহূদী ও খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর বাস ছিল।

**২৮:১৫ অগ্নির হাট:** রোম থেকে ৪৩ মাইল দূরে অবস্থিত একটি ছোট শহর, যা আইন-শৃঙ্খলার অনুন্নত অবস্থার কারণে সুপরিচিত ছিল।

**তিন সরাই:** রোম থেকে ৩৩ মাইল দূরবর্তী একটি শহর। সম্ভবত তিনটি সরাইখানার মধ্য দিয়ে এই শহরের গোড়াপত্তন হয়েছিল বলেই দ্বীপটির এই নামকরণ করা হয়েছে।

**২৮:১৬ স্বতন্ত্র বাস করার অনুমতি পেলেন:** অর্থাৎ তাঁর নিজের ভাড়া করা ঘরে থাকার অনুমতি পেলেন। বস্তুত তিনি কোন নির্দিষ্ট অপরাধ করেন নি এবং রাজনৈতিকভাবে তিনি সম্রাটের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিলেন না, যে কারণে তাঁকে এই সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে অবশ্যই গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল এবং একজন রক্ষী তাঁর সাথে সব সময় থাকতো।

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২৮ অধ্যায়

সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলার জন্য আপনাদেরকে আহ্বান করলাম; কারণ ইস্রায়েলের প্রত্যাশা হেতুই আমাকে এই শিকল দিয়ে বাঁধা হয়েছে।<sup>২১</sup> তারা তাঁকে বললো, আমরা আপনার বিষয়ে যিহূদিয়া থেকে কোন পত্র পাই নি; অথবা ভাইদের মধ্যেও কেউ এখানে এসে আপনার বিষয়ে মন্দ সংবাদ দেন নি, বা মন্দ কথাও বলেন নি।<sup>২২</sup> কিন্তু আপনার মত কি, তা আমরা আপনার মুখে শুনতে বাসনা করি; কারণ এই দলের বিষয়ে আমরা জানি যে, সর্বত্র লোকে এর বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে।

#### রোম শহরে পৌলের প্রচার

<sup>২৩</sup> পরে তারা একটি দিন নির্ধারণ করে সেদিন অনেকে তাঁর বাসায় তাঁর কাছে আসলেন; তাঁদের কাছে তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন এবং মোশির ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের পুস্তক নিয়ে যীশুর বিষয়ে তাঁদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন।<sup>২৪</sup> তাতে কেউ কেউ তার কথায় বিশ্বাস করলেন, আর কেউ কেউ অবিশ্বাস করলেন।<sup>২৫</sup> এভাবে তাদের মধ্যে মতের একতা না হওয়ায় তাঁরা বিদায় হতে লাগলেন; যাবার আগে পৌল এই একটি কথা বলে দিলেন, পবিত্র আত্মা যিশাইয় ভাববাদীর দ্বারা আপনাদের পূর্বপুরুষদেরকে এই কথা ভালই বলেছিলেন, যথা—

<sup>২৬</sup> “এই লোকদের কাছে গিয়ে বল, তোমরা কানে শুনবে,

কিন্তু কোন মতে বুঝবে না,

এবং চোখে দেখবে, কিন্তু কোন মতে জানবে না;

<sup>২৭</sup> কারণ এই লোকদের অন্তর অসার হয়েছে,

শুনতে তাদের কান ভারী হয়েছে,

ও তারা চোখ বন্ধ করে রেখেছে,

পাছে তারা চোখে দেখে,

এবং কানে শুনে, অন্তরে বুঝে এবং ফিরে আসে,

আর আমি তাদেরকে সুস্থ করি।”

<sup>২৮</sup> অতএব আপনারা জানুন যে, অযিহূদীদের কাছে ঈশ্বরের এই পরিত্রাণ প্রেরিত হল;

---

২১:৩৩; [২৮:২১] দে: প্রেরি ২২:৫; [২৮:২২] দে: প্রেরি ২৪:৫, ১৪; [২৮:২৩] দে: মথি ৩:২; প্রেরি ১৯:৮; [২৮:২৩] দে: প্রেরি ৮:৩৫; [২৮:২৩] প্রেরি ১৭:৩; [২৮:২৪] প্রেরি ১৪:৪; ১৭:৪, ৫; [২৮:২৫] দে: ইব্রী ৩:৭; [২৮:২৭] গীত

---

২৮:২২ আপনার মুখে শুনতে বাসনা করি: যীশু-ই খ্রীষ্ট কি না— এই ব্যাপারে তর্ক করার জন্য রোমের যিহূদীদের বেশ আগ্রহ ছিল এবং তারা এ সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেনি। তারা পৌলের উপস্থাপনা শুনতে চাইল এবং তিনিও যিরূশালেমের যিহূদী নেতাদের কাছ থেকে বিকৃত মতবাদ ছড়িয়ে পড়ার আগেই প্রকৃত সত্য প্রকাশ করতে চাইলেন।

২৮:২৬-২৭ এই লোকদের কাছে ... তাদেরকে সুস্থ করি: এই উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে যিশা ৬:৯, ১০ পদ থেকে, যা আমাদের প্রভু যীশুও এই জগতে থাকাকালীন উল্লেখ করেছিলেন (মার্ক ৪:১২; যোহন ১২:৪০ দেখুন)।

২৮:২৮ অযিহূদীদের কাছে ... প্রেরিত হল: প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ পুস্তকের মূল বিবেচ্য বিষয়। সুসমাচার সকলের জন্য দেওয়া হয়েছে

### শ্রেণিতদের কার্য-বিবরণ : ২৮ অধ্যায়

আর তারা শুনবে। <sup>২৯</sup> আর পৌল সম্পূর্ণ দু'বছর পর্যন্ত একটি ভাড়াটিয়া ঘরে থাকলেন এবং যত লোক তাঁর কাছে আসত, সকলকেই গ্রহণ করে সম্পূর্ণ সাহসপূর্বক ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করতেন, <sup>৩০</sup> এবং যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে উপদেশ দিতেন, কেউ তাঁকে বাধা দিত না।

১১৯:৭০; [২৮:২৭] যিশা ৬:৯, ১০; দে: মথি ১৩:১৫; [২৮:২৮] লুক ২:৩০; [২৮:২৮] দে: শ্রেণি ১৩:৪৬; [২৮:৩১] পদ: ২৩; দে: মথি ৪:২৩; [২৮:৩১] দে: শ্রেণি ৪:২৯

এবং পৌল অযিহূদী ও যিহূদী উভয়ের কাছে এই বার্তা পৌছে দেওয়ার জন্য মনোনীত বাহক।

**২৮:৩০ সম্পূর্ণ দু'বছর:** অর্থাৎ ৬০ ও ৬১ খ্রীষ্টাব্দ। রোমে মূল বিচার হওয়ার আগ পর্যন্ত পৌল প্রভুর সেবা করলেন এবং সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। অসংখ্য লিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি এই বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। হতে পারে নীরো তাঁকে মুক্ত করে

দিয়েছিলেন। আবার পৌল বিভিন্ন মণ্ডলীকে লিখেছিলেন যে, শীঘ্রই তিনি তাদের সাথে দেখা করার প্রত্যাশা করছেন (ফিলি ২:২৪; ফিলীমন ১:২২)। অনেকে মনে করেন যে, পৌল এখান থেকে মুক্ত হয়ে স্পেনে গিয়েছিলেন। লুক পৌলের কারাবন্দীত্বের সময়ে এই পুস্তক রচনা করেছিলেন। তিনি পৌলের বিচার ও অন্যান্য অভিযান সম্পর্কে লেখেন নি, কারণ সেগুলো তখনও ঘটে নি।

### শ্রেণিত ২৮ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

জাহাজের লোকেরা মিলিতা দ্বীপে গিয়ে উঠে এবং তখন বৃষ্টি এবং ঠান্ডা ছিল। স্থানীয়রা আগুন জ্বালিয়ে এবং তাদের স্বাগত জানিয়ে দয়া দেখিয়েছিল। আগুনের তাপে জড়ো করা কাঠ থেকে একটি বিষাক্ত সাপ পৌলের হাত কামড়ে ধরে। স্থানীয়রা এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো যে, “এই লোকটা নিশ্চয়ই খুনী, কারণ সাগরের হাত থেকে রক্ষা পেলেও ন্যায়দেবতা তাকে বাঁচতে দিলেন না।” কিন্তু পৌলের কোন ক্ষতি হল না দেখে স্থানীয়রা মনে করলো যে, পৌল একজন দেবতা। এই অঞ্চলের একজন নেতৃস্থানীয় নাগরিক পুন্ড্রিয় তিন দিন ধরে লোকদের সেবা-যত্ন করলেন। পুন্ড্রিয়ের বাবা জ্বর এবং আমাশয় রোগে ভুগছিলেন। পৌল পুন্ড্রিয়ের বাবার উপরে হাত রেখে তাকে সুস্থ করলেন। দ্বীপের অন্য রোগীরাও এসেছিল এবং সুস্থ হয়েছিল। দ্বীপের লোকেরা বিভিন্নভাবে তাদের সম্মান করেছিল এবং দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার সময় তাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করেছিল (১-১০)।

তিন মাস পরে একটি জাহাজটি মিলিতা দ্বীপ থেকে যাত্রা শুরু করে— সেখানে শীতকাল ছিল। তারা সুরাকুষ, রীগিয় হয়ে পুতিয়লীতে পৌছায়। পৌল সেখানে বিশ্বাসী ভাইদের খুঁজে পেয়েছিলেন এবং সাত দিন তাদের সাথে ছিলেন। তাঁদের ভ্রমণের বিষয়ে বিশ্বাসীরা তাদের খবর পেয়েছিল এবং আপ্লিয়েরহাট ও তিন-সরাই গ্রাম পর্যন্ত এসেছিল। এটি

### প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ : ২৮ অধ্যায়

পৌলকে সাহস দিয়েছিল এবং তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। রোমে পৌছানোর পর শতপতি বন্দিদের প্রহরীর প্রধানের কাছে পৌছে দেন। পৌলকে আলাদা ঘরে থাকবার অনুমতি দেওয়া হল এবং একজন সৈন্য তাঁকে পাহাড়া দিতেন (১১-১৬)।

পৌল রোমে এসে যিহূদী নেতাদের ডেকেছিলেন। যখন তারা একত্রিত হয়েছিল তিনি তাদের সাথে তাঁর বন্দি হবার বিষয় নিয়ে কথা বললেন। তারা পৌলের কাছ থেকে “সেই দলের” সম্পর্কে আরও গুনতে চেয়েছিল। তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ব্যাখ্যা করলেন এবং সাক্ষ্য দিলেন এবং যীশুর বিষয়ে বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা করতে থাকলেন। পৌল মোশির আইন-কানুন ও ভাববাদীদের পুস্তক উভয় থেকেই কথা বলছিলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি কথা বলতেন। কয়েকজন বিশ্বাস করেছিল এবং কেউ কেউ অবিশ্বাস করেছিল। পৌল ঘর বন্দি অবস্থায় দুই বছর তাঁর ভাড়া বাড়িতে ছিলেন। পৌল তাঁর কাছে আসা সকলকে গ্রহণ করতেন। তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করতেন এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কিত বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তিনি সাহসের সঙ্গে বিনা বাধায় তাদের শিক্ষা দিতেন (১৭-৩১)।

### প্রেরিত ২৮ অধ্যায়ের অধ্যয়ন প্রশ্নাবলী

১. জাহাজ ভেঙ্গে পড়ার পর, প্রেরিত পৌল এবং তাঁর সহযাত্রীরা যে দ্বীপে পৌছেছিলেন, তার নাম কি ছিল? (২৮:১ পদ)
২. দ্বীপের স্থানীয় লোকজন তাদেরকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল? (২৮:২ পদ)
৩. আগুনের উত্তাপে প্রেরিত পৌলের কুড়ানো কাঠের বোঝা থেকে বেরিয়ে আসা বিষধর সাপের প্রতি দ্বীপবাসীরা কেমন প্রতিক্রিয়া করেছিল? (২৮:৪ পদ)
৪. প্রেরিত পৌল যখন ঐ বিষধর সাপটিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, তখন কিভাবে তাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল? (২৮:৬ পদ)
৫. দ্বীপের পুন্ড্রিয় প্রধানের বাড়িতে অবস্থানের ঘটনা বর্ণনা করুন। (২৮:৭-১০ পদ)
৬. তারা কিভাবে রোমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল, তা বর্ণনা করুন। (২৮:১১-১৫ পদ)
৭. রোমে যিহূদীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পৌলের দেয়া বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। (২৮:১৭-২৮ পদ)
৮. তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ কথা কি ছিল? (২৮:২৮ পদ)
৯. কিভাবে প্রেরিত পৌল নিজেকে দুই বছর ধরে কাজে লাগিয়েছিলেন? (২৮:৩০-৩১ পদ)
১০. কোন কিছু করার আগে বিশ্বাসীদেরকে কিসের জন্য অনুরোধ করা উচিত? (যিরমিয় ৪২:৩ পদ)
১১. সব বিষয়ে ঈশ্বরের নির্দেশনা অনুসরণ করে, কিভাবে ঈশ্বরের লোকদের কাজ করা উচিত? (দেখুন উপদেশক ৯:১০; ১ করিন্থীয় ১০:৩১; কলসীয় ৩:২৩ পদ)
১২. কেন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে আত্মবিশ্বাসী এবং সাহসী হতে হবে? (ফিলিপীয় ৪:১৩ পদ)